BHAGWAT MAHAPURAN

PART-1

(BENGOLI)

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচী

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

তৃতীয় স্কন্ধ

চতুর্থ স্কন্ধ

পঞ্চম স্কন্ধ

ষষ্ঠ স্কন্ধ

—০—

॥ শ্রীহরিঃ ॥

চতুঃশ্লোকী ভাগবত

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ১
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ ২
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু[১]। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ ৩
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ ৪

সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম। সে সময় আমি ছাড়া স্থূল, সূক্ষ্ম, আর স্থূল-সূক্ষ্মের কারণ যে অজ্ঞান—কিছুই ছিল না। এই সৃষ্টি যেখানে নেই, সেখানে কেবল আমিই-আছি এবং এই সৃষ্টিরূপে যা কিছু প্রতীত হচ্ছে, তা-ও আমিই, আবার তার অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট যা কিছু তা-ও আমিই॥ ১ ॥ বাস্তবিক যেখানে যা নেই অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই কিন্তু একটা কিছু পদার্থের জ্ঞান হচ্ছে, যেমন দুটো চন্দ্র না থাকা সত্ত্বেও আকাশে এবং জলে প্রতিবিম্বিতরূপে দুটি চন্দ্র দেখা যায় যদিও সেটি মিথ্যা ; অথবা যা আছে অর্থাৎ বিদ্যমান অথচ বোঝা যাচ্ছে না যেমন আকাশে রাহু গ্রহ আছে কিন্তু নক্ষত্র-সমূহের মধ্যে রাহুর দর্শন হচ্ছে না—এই দুটো অবস্থাই অভাবনীয় ব্যাপার—একে আমার মায়া বলে জানবে॥ ২ ॥ ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি মহাভূত যেমন ভৌতিক ঘটপটাদিতে বা মনুষ্যাদি জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট থাকে ; আবার জীবদেহ ছাড়া অন্যত্রও আকাশাদি বর্তমান, সুতরাং তাতে অপ্রবিষ্টও বটে, সেইরকমই সেই সব জীবদেহের দিক থেকে দেখলে আমি তাদের মধ্যে আত্মারূপে (চৈতন্য শক্তিরূপে) প্রবেশ করে রয়েছি আবার আত্মদৃষ্টিতে (তত্ত্বদৃষ্টিতে) আমি ছাড়া কোথাও অন্য কিছু নেই বলে আমি এদের মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়েও রয়েছি॥ ৩ ॥ 'এটি ব্রহ্ম নয়', 'এটি ব্রহ্ম নয়'—এইরকম ব্যতিরেক পদ্ধতি এবং 'এটি ব্রহ্ম', 'এটি ব্রহ্ম'—এই রকম অন্বয় পদ্ধতির দ্বারা এই সিদ্ধান্তই হয় যে সর্বাতীত ও সর্বস্বরূপ ভগবানই সর্বদা এবং সর্বত্র অবস্থিত আছেন— তিনিই প্রকৃত তত্ত্ব। আত্মা বা পরমাত্মার তত্ত্বজিজ্ঞাসুর এই বিষয়টিই জানা প্রয়োজন॥ ৪ ॥

—o—

[১]প্রা.পা.—চেষু চ।

॥ শ্রীহরিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের আরতি

আরতি অতিপাবন পুরানকী।
ধর্ম-ভক্তি-বিজ্ঞান-আকর-কী॥
মহাপুরান ভাগবত নিরমল।
শুক-মুখ-বিগলিত নিগম-কল্প-ফল॥
পরমানন্দ-সুধা-রসময় কল।
লীলা-রতি-রস রসনিধান-কী॥ আ.
কলি-মল-মথনি ত্রিতাপ-নিবারিনি।
জন্ম-মৃত্যুময় ভব-ভয়-হারিনি।
সেবত সতত সকল সুখ-কারিনি।
সুমহৌষধি হরি-চরিত-গানকী॥ আ.
বিষয়-বিলাস-বিমোহ-বিনাশিনি।
বিমল বিরাগ বিবেক বিকাশিনি।
ভগবতত্তত্ত্ব-রহস্য প্রকাশিনি।
পরম জ্যোতি পরমাত্ম-জ্ঞানকী॥ আ.
পরমহংস-মুনি-মন উল্লাসিনি।
রসিক-হৃদয় রস-রাস বিলাসিনি।
ভুক্তি, মুক্তি, রতি, প্রেম সুদাসিনি।
কথা অকিঞ্চনপ্রিয় সুজানকী॥ আ.

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য

(স্বয়ং ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মার প্রতি কথিত)

শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং লোকবিশ্রুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো মম সন্তোষকারণম্॥ ১ ॥

লোকবিখ্যাত শ্রীমদ্ভাগত পুরাণ প্রতিদিন শ্রদ্ধালুচিত্তে শ্রবণ করা উচিত। এর দ্বারা আমার প্রভূত সন্তুষ্টি হয়॥ ১ ॥

নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ।
প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলম্॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভাগবত মহাপুরাণ পাঠ করে সে প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণের সাথে সাথে কপিলা গো-দানের পুণ্য অর্জন করে॥ ২ ॥

শ্লোকার্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্।
পঠতে শৃণুয়াদ্ যস্তু গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ৩ ॥

যে মানুষ প্রতিদিন অর্দ্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ভাগবত শ্লোক পাঠ বা শ্রবণ করে তার এক হাজার গোদানের ফল লাভ হয়॥ ৩ ॥

যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং সুত।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ৪ ॥

হে পুত্র ! পবিত্রচিত্ত হয়ে যে প্রতিদিন ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করে তার অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল প্রাপ্তি হয়॥ ৪ ॥

নিত্যং মম কথা যত্র তত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
কলিবাহ্যা নরাস্তে বৈ যেঽর্চয়ন্তি সদা মম॥ ৫ ॥

নিত্য যেখানে আমার কথা হয় সেখানে বিষ্ণুপার্ষদ প্রহ্লাদ প্রমুখ উপস্থিত থাকেন। আমার এই ভাগবত শাস্ত্রের যে প্রতিদিন পূজা করে সে কলির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে, তার ওপরে কলির কোনও অধিকার থাকে না॥ ৫ ॥

বৈষ্ণবানাং তু শাস্ত্রাণি যেঽর্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তা ভবন্তি সুরবন্দিতাঃ॥ ৬ ॥

যে মানুষ নিজের ঘরে বৈষ্ণবশাস্ত্রের পূজা করে সে সর্বপাপমুক্ত হয়ে দেবতাদের দ্বারা বন্দনীয় হয়॥ ৬ ॥

যেঽর্চয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
আস্ফোটয়ন্তি বল্গন্তি তেষাং প্রীতো ভবাম্যহম্॥ ৭ ॥

কলিযুগে যারা নিজেদের ঘরে প্রতিদিন ভাগবত শাস্ত্রের পূজা করে তারা আনন্দিত চিত্তে ভূমণ্ডলে বিচরণ করে এবং কলির থেকে নির্ভয় হয়ে আস্ফালন করে। তাঁদের ওপর আমি সতত প্রসন্ন থাকি॥ ৭ ॥

যাবদ্দিনানি হে পুত্র শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে।
তাবৎ পিবন্তি পিতরঃ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্॥ ৮ ॥

হে পুত্র ! মানুষ যতদিন পর্যন্ত তার ঘরে ভাগবত শাস্ত্র রক্ষা করে, তার পিতৃপুরুষগণ ততদিন পর্যন্ত দুধ, ঘি, মধু ও স্বাদু পানীয় পান করেন॥ ৮ ॥

যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
কল্পকোটিসহস্রাণি মম লোকে বসন্তি তে॥ ৯ ॥

বিষ্ণুভক্ত মানুষকে যে ভক্তিযুক্তচিত্তে ভাগবত শাস্ত্র দান করে সে সহস্রকোটি কল্প পর্যন্ত (অনন্তকাল পর্যন্ত) আমার বৈকুণ্ঠধামে নিবাস করে॥ ৯ ॥

যেঽর্চয়ন্তি সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং নরাঃ।
প্রীণিতাস্তৈশ্চ বিবুধা যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১০ ॥

নিজ গৃহে ভাগবতশাস্ত্র পূজনকারী ব্যক্তি এক কল্প পর্যন্ত সমস্ত দেবতাদের পরিতৃপ্ত করে॥ ১০ ॥

শ্লোকার্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে।
শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ॥ ১১ ॥

নিজ গৃহে ভাগবতের অর্দ্ধ বা একচতুর্থ শ্লোকও যদি থাকে তবে তার কাছে অন্যান্য শত সহস্র গ্রন্থের সংগ্রহও তুচ্ছ॥ ১১ ॥

ন যস্য তিষ্ঠতে শাস্ত্রং গৃহে ভাগবতং কলৌ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্যাম্যপাশাৎ কদাচন॥ ১২ ॥

কলিযুগে যার গৃহে ভাগবতশাস্ত্র না থাকে, যমপাশ থেকে তার কখনও মুক্তি নেই॥ ১২ ॥

কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥ ১৩ ॥

এই কলিযুগে যার গৃহে ভাগবতশাস্ত্র নেই, তাকে কি বৈষ্ণব বলা যায় ? সে তো চণ্ডালেরও অধম॥ ১৩ ॥

সর্বস্বেনাপি লোকেশ কর্তব্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ।
বৈষ্ণবস্তু সদা ভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং মম পুত্রক॥ ১৪ ॥

হে লোকেশ ব্রহ্মা ! বৎস ! আমার নিত্য সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্বের বিনিময়েও মানুষের বৈষ্ণবশাস্ত্রের সংগ্রহ করা

উচিত॥ ১৪ ॥

যত্র যত্র ভবেৎ পুণ্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র সদৈবাহং ভবামি ত্রিদশৈঃ সহ॥ ১৫ ॥

এই কলিযুগে যেখানে যেখানে পবিত্র ভাগবতশাস্ত্র রক্ষিত থাকে, দেবতাদের সাথে নিয়ে আমি সর্বদাই সেখানে উপস্থিত থাকি॥ ১৫ ॥

তত্র সর্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ।
যজ্ঞাঃ সপ্তপুরী নিত্যং পুণ্যাঃ সর্বে শিলোচ্চয়াঃ॥ ১৬ ॥

শুধু তাই নয়, সেখানে গঙ্গাদি নদী, ব্রহ্মপুত্রাদি নদ ও মানসাদি সরোবররূপ প্রসিদ্ধ সকল তীর্থ বাস করে ; সম্পূর্ণ যজ্ঞ, মুক্তিদাত্রী অযোধ্যাদি সপ্তপুরী এবং পাবন পর্বতসমূহও সেখানে সতত নিবাস করে॥ ১৬ ॥

শ্রোতব্যং মম শাস্ত্রং হি যশোধর্মজয়ার্থিনা।
পাপক্ষয়ার্থং লোকেশ মোক্ষার্থং ধর্মবুদ্ধিনা॥ ১৭ ॥

হে লোকেশ ! যশ, ধর্ম ও বিজয়প্রাপ্তির জন্য এবং পাপক্ষয় ও মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ধার্মিক মানুষের সদাই আমার ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত॥ ১৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যমায়ুরারোগ্যপুষ্টিদম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্ বাপি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৮ ॥

এই পাবন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ আয়ু, আরোগ্য ও পুষ্টিদাতা ; এই শাস্ত্র পাঠ অথবা শ্রবণে মানুষ সকলরকম পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ১৮ ॥

ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
সত্যং সত্যং হি লোকেশ তেষাং স্বামী সদা যমঃ॥ ১৯ ॥

হে লোকেশ ! এই পরম উত্তম ভাগবত যে শ্রবণ না করে, আর শুনলেও যে আনন্দিত হয় না, যমরাজই তাদের প্রভু—তারা সর্বদাই যমরাজের বশে থাকে—আমি একথা সত্য করে বলছি॥ ১৯ ॥

ন গচ্ছতি যদা মর্ত্যঃ শ্রোতুং ভাগবতং সুত।
একাদশ্যাং বিশেষেণ নাস্তি পাপরতস্ততঃ॥ ২০ ॥

হে পুত্র ! যে মানুষ সদাই—বিশেষত একাদশী তিথিতে ভাগবত শুনতে না যায়, তার মতো পাপী আর কেউ নেই॥ ২০ ॥

শ্লোকং ভাগবতং চাপি শ্লোকার্ধং পাদমেব বা।
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য বসাম্যহম্॥ ২১ ॥

যার ঘরে ভাগবতের একটি শ্লোক, অর্দ্ধেক শ্লোক অথবা শ্লোকের একটি পাদ লেখা থাকে, তার ঘরে আমি নিবাস করি॥ ২১ ॥

সর্বাশ্রমাভিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্।
ন তথা পাবনং নৃণাং শ্রীমদ্ভাগবতং যথা॥ ২২ ॥

মনুষ্যলোকে সমস্ত পুণ্য-আশ্রমে ভ্রমণ বা সম্পূর্ণ তীর্থসমূহে স্নানও তত পুণ্যকারক নয়, একক এই শ্রীমদ্ভাগবত যত পুণ্যকারক॥ ২২ ॥

যত্র যত্র চতুর্বক্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতং ভবেৎ।
গচ্ছামি তত্র তত্রাহং গৌর্যথা সুতবৎসলা॥ ২৩ ॥

হে চতুর্মুখ ! যেখানে যেখানে ভাগবত কথা পাঠ হয়, বৎসপ্রিয়া গাভীর মতো আমি সেখানে সেখানে গমন করি॥ ২৩ ॥

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥ ২৪ ॥

যে আমার এই ভাগবত কথা পাঠ করে, যে সদাই ভাগবত কথা শ্রবণ করে আর আমার এই কথা শুনে যে হার্দিক প্রীতি লাভ করে তাকে আমি কখনও ত্যাগ করি না॥ ২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠতে হি যঃ।
সাংবৎসরং তস্য পুণ্যং বিলয়ং যাতি পুত্রক॥ ২৫ ॥

হে পুত্র ! যে ব্যক্তি এই পরম পুণ্যময় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র দেখে নিজের আসন থেকে উঠে না দাঁড়ায়, তার এক বছরের অর্জিত ধর্মকর্মের সমস্ত পুণ্যই নষ্ট হয়ে যায়॥ ২৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং দৃষ্ট্বা প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ।
সম্মানয়েত তং দৃষ্ট্বা ভবেৎ প্রীতির্মমাতুলা॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ দেখে যে প্রত্যুত্থান, প্রণাম ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাকে দেখে আমি অনুপম আনন্দ লাভ করি॥ ২৬ ॥

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ প্রক্রমেৎ সম্মুখং হি যঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ২৭ ॥

যে দূর থেকে শ্রীমদ্ভাগবতকে দর্শন করে তার সামনে যায়, সে প্রতি পদক্ষেপেই অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ করে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই॥ ২৭ ॥

উত্থায় প্রণমেদ্ যো বৈ শ্রীমদ্ভাগবতং নরঃ।
ধনপুত্রাংস্তথা দারান্ ভক্তিং চ প্রদদাম্যহম্॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতকে দর্শন করে দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম করে, তাকে আমি ধন, স্ত্রী, পুত্র আর আমার ভক্তি প্রদান করি॥ ২৮ ॥

মহারাজোপচারৈস্তু শ্রীমদ্ভাগবতং সুত।
শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা তেষাং বশ্যো ভবাম্যহম্॥ ২৯ ॥

হে পুত্র ! মহারাজোচিত সামগ্রীসমূহে যুক্ত হয়ে ভক্তিভরে যে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রবণ করে, আমি তার বশীভূত হয়ে যাই॥ ২৯ ॥

মমোৎসবেষু সর্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা মম প্রীত্যৈ চ সুব্রত॥ ৩০ ॥
বস্ত্রালঙ্করণৈঃ পুষ্পৈর্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
বশীকৃতো হ্যহং তৈশ্চ সৎস্ত্রিয়া সৎপতির্যথা॥ ৩১ ॥[1]

হে সুব্রত ! যে ব্যক্তি পার্বণ সম্বন্ধীয় সমস্ত উৎসবাদিতে আমার প্রসন্নতার জন্য বস্ত্র, অলংকার, পুষ্প, ধূপ ইত্যাদি অর্পণ করে পরম উত্তম শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ ভক্তিভরে শ্রবণ করে, পতিব্রতা রমণী যেমন সচ্চরিত্র স্বামীকে বশীভূত করে, ওই ব্যক্তি আমাকে সেইরকমই নিজের বশীভূত করে রাখে॥ ৩০-৩১ ॥

শ্রীশুকদেব-বন্দনা

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥
(১।২।২)

শ্রীশুকদেবের তখন উপনয়নসংস্কারও হয়নি, ফলতঃ লৌকিক ও বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের অধিকার তিনি লাভ করেননি, সেই সময় তাঁকে একাকী সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্দেশ্যে যেতে দেখে পিতা বেদব্যাস পুত্রবিরহে কাতর হয়ে 'পুত্র !' 'পুত্র !' বলে আহ্বান করছিলেন ; সেই সময় তন্ময় থাকা শ্রীশুকদেবের হয়ে বৃক্ষলতাদি প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত সেই শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি॥ ১ ॥

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥
(১।২।৩)

এই শ্রীমদ্ভাগবত অত্যন্ত গোপনীয় একটি রহস্যাত্মক পুরাণ। এটি ভগবৎস্বরূপের অনুভবপ্রদায়িনী এবং সমস্ত বেদের সারভূত। সংসারচক্রে বাঁধা যে সব লোক ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের থেকে নিস্তার পেতে ইচ্ছা করে তাদের জন্য এই পুরাণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বপ্রকাশক এক অদ্বিতীয় দীপস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে মুনিগণের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে শ্রেষ্ঠ মুনিবৃন্দের আচার্য শ্রীশুকদেব এই পুরাণ বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করি।

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥
(১২।১২।৬৮)

শ্রীশুকদেব মহারাজ নিজ আত্মানন্দেই নিমগ্ন ছিলেন। এই অখণ্ড অদ্বৈত স্থিতি নিবন্ধন— সব কিছুর থেকে তাঁর ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছিল। তবুও মুরলীমনোহর শ্যামসুন্দরের মধুময়ী, মঙ্গলময়ী, মনোহারিণী লীলাসমূহ শুকদেবের চিত্তবৃত্তিসমূহকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল এবং তিনি (শুকদেব) জগৎসংসারের প্রাণীদের প্রতি কৃপাবশত ভগবৎতত্ত্ব প্রকাশক এই মহাপুরাণ প্রচার করেছেন। আমি সেই সর্বপাপহারী ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেবের চরণে প্রণিপাত জানাই।

---

[1]স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ড, মার্গশীর্ষমাহাত্ম্য অধ্যায় ১৬।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠবিধি

প্রাতঃস্নানান্তে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম সমাপনান্তে শুদ্ধ হয়ে দু'বার আচমন করে ভগবৎ সম্বন্ধীয় স্তোত্র ইত্যাদি দ্বারা মঙ্গলাচরণ পাঠপূর্বক ভগবৎ প্রণাম। অতঃপর আচমন ও প্রাণায়ামান্তে—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাঁ সস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥ *

—মন্ত্রে শান্তিপাঠ করতে হবে। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্যাসদেব, শুকদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ষোড়শোপচারে পূজা করণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ষোড়শোপচার পূজার মন্ত্র, বিধি ইত্যাদি নিম্নে দেওয়া হল, এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও পূজা করা কর্তব্য। তারপর পাঠারম্ভের আগে '**ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়**' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, এবং '**ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা**' এই গোপালমন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করা উচিত। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিনিয়োগ করবে। দক্ষিণ হাতের অনামিকায় কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করে এক গণ্ডুষ জল নিয়ে এই মন্ত্র—

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যস্তোত্রমন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ। বৃহতী ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা। ব্রহ্ম বীজম্। ভক্তিঃ শক্তিঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যে কীলকম্। মম শ্রীমদ্ভগবৎ প্রসাদসিদ্ধ্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ।

পাঠ করে ভূমিতে জল নিক্ষেপ করবে। মন্ত্রের অর্থ হল —এই শ্রীমদ্ভাগবতস্তোত্র মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দ বৃহতী, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবতা, বীজ ব্রহ্ম, শক্তি ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য কীলক। আমার প্রতি ভগবান প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি তাঁর কৃপা সদাই বর্ষিত হোক ; এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে পাঠকর্মে এই ভাগবতের বিনিয়োগ (উপযোগ) করা হচ্ছে।

ন্যাস

(বিনিয়োগে উচ্চারিত ঋষি প্রভৃতি এবং প্রধান দেবতাদের মন্ত্রাক্ষরের দ্বারা নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে স্থাপনের নাম 'ন্যাস'। মন্ত্রের প্রতিটি অক্ষর চিন্ময়, তারা মূর্তিমান দেবতাদের প্রতিভূ। মন্ত্রাক্ষর দ্বারা স্থাপনের ফলে পূজক স্বয়ং মন্ত্রময় হয়ে যায়, তার হৃদয়ে দিব্য চেতনার প্রকাশ হয়, মন্ত্রের দেবতা স্বরূপ ধারণ করে তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। এইভাবেই '**দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ**' এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে স্বয়ং দেবস্বরূপ হয়ে দেবতার পূজা করা উচিত। ঋষ্যাদি ন্যাস মস্তকাদি কতিপয় অঙ্গে হয়। মন্ত্রপদ বা মন্ত্রাক্ষর ন্যাস প্রায়শঃই হস্তাঙ্গুলি এবং হৃদয়াদি অঙ্গে হয়। এদের বলা হয় 'করন্যাস' ও 'অঙ্গন্যাস'। কোনও কোনও মন্ত্রের ন্যাস সর্বাঙ্গে হয়। ন্যাসের দ্বারা অন্তর-বাহির শুদ্ধি, দিব্যশক্তিলাভ এবং সাধনায় নির্বিঘ্ন পূর্তি লাভ হয়।)

ঋষ্যাদিন্যাস

নারদর্ষয়ে নমঃ (শিরসি)॥ ১ ॥ বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ (মুখে)॥ ২ ॥ শ্রীকৃষ্ণপরমাত্মদেবতায়ৈ নমঃ (হৃদয়ে)॥ ৩ ॥ ব্রহ্মবীজায় নমঃ (গুহ্যে)॥ ৪ ॥ ভক্তি-শক্তয়ে নমঃ (পাদয়োঃ)॥ ৫ ॥ জ্ঞানবৈরাগ্যকীলকাভ্যাং নমঃ (নাভৌ)॥ ৬ ॥ শ্রীমদ্ভগবৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থকপাঠ-বিনিয়োগায় নমঃ॥ ৭ ॥

করন্যাস

ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্লীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুম্, ওঁ ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বষট্, ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

অঙ্গন্যাস

ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্লূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্লৈং কবচায় হুম্, ওঁ ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্।

---

*হে দেবগণ! আমি যেন কানের দ্বারা সেইসব বচনই শুনি ; যা পরিণামে মঙ্গলকারী হয়। এই যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে আমার এই চোখ দিয়ে আমি যেন সর্বদা শোভন বস্তুই দর্শন করি—অশুভ যেন কখনও দর্শন না করি। আমার দেহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব যেন সুস্থ-পুষ্ট থাকে এবং তা দিয়ে আমি পরমাত্মার স্তুতি—ভগবানের সেবায় রত থেকে যেন এমনভাবে আমার জীবনের সদুপযোগ করি, এমনভাবে জীবন অতিবাহিত করি যা দেবতাদের জন্য হিতকরী হয়। দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা যেন সর্বদা দেবকার্য নিষ্পন্ন হয়।

ধ্যান

কস্তুরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণম্।
সর্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ॥
অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্বাণনির্ব্যাকুলম্।
স্রস্তস্রস্তনিবন্ধনীবিবিলসদ্গোপীসহস্রাবৃতং
হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি॥

পূজোর আগে স্বস্তিবাচন করে সংকল্প করবে।

ভাগবতপাঠে সংকল্প বাক্য—দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে কুশাঙ্গুরী ধারণ করে কুশীতে তিনটি হরীতকী, কুশ নিয়ে বাঁ হাতে রেখে ডান হাত দিয়ে ঢেকে নিম্নলিখিত সংকল্পবাক্য পাঠ করবে—

ওঁ তৎসৎ। ওঁ বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ ওমদ্যৈতস্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয়পরার্ধে শ্রীশ্বেতবারাহকল্পে জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে আর্যাবর্তৈকদেশান্তর্গতে পুণ্যস্থানে কলিযুগে কলিপ্রথমচরণে অমুকসংবৎসরে অমুকমাসে অমুকপক্ষে (অমুকযোগবারাংশকলগ্নমুহূর্তকরণান্বিতায়াং) শুভ-পুণ্যতিথৌ অমুকবাসরে অমুকগোত্রোৎপন্নস্য অমুকশর্মণঃ (বর্মণঃ গুপ্তস্য বা) মম সকুটুম্বস্য সপরিবারস্য শ্রীগোবর্ধনধরণ-চরণারবিন্দপ্রসাদাৎ সর্বসমৃদ্ধিপ্রাপ্ত্যর্থং ভগবদনুগ্রহপূর্বকভগবদীয়-প্রেমোপলব্ধয়ে চ শ্রীভগবন্নামাত্মকভগবৎস্বরূপ-শ্রীভাগবতস্য পাঠেঽধিকারসিদ্ধ্যর্থং শ্রীমদ্ভাগবতস্য প্রতিষ্ঠাং পূজনং চাহং করিষ্যে।

এখানে ভাগবত মহাপুরাণের ষোড়শোপচারে পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা পূজার উল্লেখ করা হল। ভগবান বাসুদেব তথা অন্যান্য দেবতাদের পূজাও যথাবিধি করতে হবে।

তারপর কোনও উত্তম আসনে বা সিংহাসনে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থ স্থাপনা করবে—

তদস্তু মিত্রাবরুণা তদগ্নে
শংযোঽস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্।
অশীমহি গাধমুত প্রতিষ্ঠাং
নমো দিবে বৃহতে সাদনায়॥*

—o—

*হে পরমাত্মন্ ! তুমি সকলের মিত্র—হিতকারী হওয়াতে মিত্র নামে অভিহিত হও, সকলের উপরে—শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তুমি বরুণ, সব কিছুর গৃহীতা হওয়াতে তুমি অগ্নি। আমি তোমাকে 'মিত্র', 'বরুণ' ও 'অগ্নি' নামে অভিহিত করে প্রার্থনা করি যে এই সূক্ত (তোমার গুণগানে পূর্ণ এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সুন্দর উক্তি) অত্যন্ত প্রশস্ত হোক—সর্বোত্তম হওয়ার সাথেই এঁর খ্যাতি এবং প্রসার হোক তথা এই সূক্ত আমাদের জন্য এমন সুখ ও শান্তি প্রদান করুন, যার সঙ্গে দুঃখ বা অশান্তির সম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ এর থেকে নিত্যসুখ, নিত্যশান্তি লাভ করি। আমি চাই অবিচল স্থিতি, শাশ্বত প্রতিষ্ঠা—এই সূক্তের দ্বারা আমি যেন তা লাভ করি। হে দেবদেব ! আপনার এই যে অত্যন্ত প্রকাশমান, পরম মহান্, সর্বলোকাশ্রয়ভূত 'সূর্য' নামক স্বরূপ, তাঁকে আমি সর্বদাই নমস্কার করি।

পূজাবিধি

আবাহনম্

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতস্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১ ॥*

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। আবাহয়ামি।

—এই মন্ত্রে ভগবানের নামস্বরূপ ভাগবতকে নমস্কার করে আবাহন করবে।

আসনদানম্

ওঁ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২ ॥

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। আসনং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে আসন সমর্পণ করবে।

পাদ্যসমর্পণম্

ওঁ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াঁশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩ ॥

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। পাদ্যং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্র এক এক বার পাঠ করে কুশীতে করে গঙ্গাজল সমর্পণ করবে। এ রকম দু'বার করবে।

অর্ঘ্য নিবেদনম্

ওঁ ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ ৪ ॥

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। অর্ঘ্যং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে অর্ঘ্য (তিল, তুলসী, গন্ধ শ্বেতপুষ্প, দূর্বা) নিবেদন করবে।

আচমনীয়প্রদানম্

ওঁ তস্মাদ্ বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। আচমনং সমর্পয়ামি।

১—সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সবদিকে ব্যাপ্ত হয়ে স্থিত রয়েছেন এবং একে অতিক্রম করে আরো দশ আঙুল বিস্তৃত হয়ে রয়েছেন। সেই পরমাত্মার মস্তক, নেত্র ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং চরণ ইত্যাদি অসংখ্য কর্মেন্দ্রিয়।

২—যা কিছু এখানে বর্তমান, সবই পরমাত্মারই স্বরূপভূত, যা কিছু হবে, তা-ও পরমাত্মা নিজেই। শুধু তাই নয়, এই পরমাত্মা মুক্তির অধিপতি, তবুও অন্ন থেকে উৎপন্ন যে জীব, সেই সকলেরও শাসক— সকলকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখার কর্তাও এই পরমাত্মাই।

৩—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের সঙ্গে সম্পর্কিত যত জগৎ আছে—এ সবই এই পুরুষের মহিমা, এই পরমাত্মার বিভূতির বিস্তার। তাঁর পরমার্থিক স্বরূপ শুধু এটুকুই নয়, এই পুরুষ এই ব্রহ্মাণ্ডময় বিরাট স্বরূপের থেকেও আরও বিরাট। এই সমগ্র বিশ্ব (ত্রিলোক) তো তাঁর একটি চরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তাঁর এক চতুর্থাংশের মধ্যে রক্ষিত। তাঁর তিন পাদ এখনও বাকি। এই ত্রিপাদ অমৃত স্বরূপ—অবিনাশী ও পরম প্রকাশময় দ্যুলোক অর্থাৎ তাঁর স্বরূপের মধ্যেই স্থিত।

৪—এই ত্রিপাদ পুরুষ উর্ধ্বে অবস্থান করছেন অর্থাৎ এই পরমাত্মা অজ্ঞানের কার্যভূত এই সংসার থেকে পৃথক তথা এই সংসারের গুণদোষের সংস্পর্শরহিত থেকে উচ্চস্থিতিতে অবস্থান করছেন। তাঁর একটি মাত্র অংশ মায়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই জগৎরূপে প্রতিভাত হচ্ছে আর সেই মায়াবশ জড়-চেতন নানাপ্রকার সৃষ্টির রূপে তিনি নিজেই সব কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।

৫—সেই আদিপুরুষ পরমাত্মার থেকে বিরাটের উৎপত্তি হয়েছে—এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী এক পুরুষ প্রকট হয়েছেন। তাৎপর্য হল যে পরমাত্মা তাঁর মায়ার দ্বারা বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে তিনি নিজেই তার মধ্যে জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনিই জীব ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী দেবতা (হিরণ্যগর্ভ) হয়েছেন। এইভাবে উৎপন্ন হয়ে এই বিরাট পুরুষ আবার দেবতা, তির্যক ও মনুষ্য প্রভৃতি নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তারপর তিনি ভূমি (ক্ষিতি) সৃষ্টি করেছেন, পরে জীবশরীর রচনা করেছেন।

---

*কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে—''স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা'' পাঠ ভেদ আছে।

—এই মন্ত্রে আচমনের উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল সমর্পণ করবে।

স্নানীয়ার্পণম্

ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ৬ ॥•

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। স্নানীয়ং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে গঙ্গাজল অর্পণ করবে।

বস্ত্রদানম্

ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ ৭ ॥†

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। বস্ত্রং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে বস্ত্র সমর্পণ করবে।

যজ্ঞোপবীতপ্রদানম্

ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্ তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে॥ ৮ ॥*

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। যজ্ঞোপবীতং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত সমর্পণ করবে।

চন্দনসমর্পণম্

ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥ ৯ ॥•

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। চন্দনং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে চন্দন সমর্পণ করবে।

পুষ্পপ্রদানম্

ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥ ১০ ॥+

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। পুষ্পং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে পুষ্প সমর্পণ করবে।

৬—সেই সময় দেবতারা যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু যজ্ঞের কোনও উপকরণ ছিল না, তখন তাঁকে পুরুষস্বরূপেই হবিঃরূপে ভাবনা করেছিলেন। পুরুষরূপ হবিঃ দিয়েই দেবতারা যখন যজ্ঞের বিস্তার করলেন তখন তাঁদের সংকল্পানুসারে বসন্ত ঋতু হয়ে গেল ঘি, গ্রীষ্ম ঋতু হল সমিধ আর বিশেষ রকমের চরু-পুরোডাশাদি হবিষ্যের প্রয়োজন পূরণ করেছে শরৎ ঋতু।

৭—সর্বপ্রথম সৃষ্ট সেই পুরুষই তখন যজ্ঞের সাধন ছিলেন, দেবগণ মানসিকভাবে তাঁকে যূপবদ্ধ পশু মনে করে সেই মানসিক যজ্ঞে এই সংকল্পিত পশুকে ভাবনাদ্বারাই প্রোক্ষণ ইত্যাদি সংস্কার সাধন করেন। এইরকম মানসিক সংস্কারসম্পন্ন সেই পুরুষরূপী পশুদ্বারা দেবতা, সাধ্য আর ঋষিগণ সেই মানসিক যজ্ঞ পূর্ণ করেন।

৮—যাঁর মধ্যে সব কিছু আহুতি দেওয়া হয়েছে সেই পুরুষরূপ যজ্ঞের থেকে দই-ঘি ইত্যাদি সামগ্রী উৎপন্ন হয়েছে। সেই পুরুষ হরিণ প্রভৃতি বন্য প্রাণী এবং গৃহপালিত গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি বায়ু দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিখ্যাত পশুদেরও সৃষ্টি করেছেন।

৯—যাঁর মধ্যে সব কিছু আহুতি দেওয়া হয়েছে সেই যজ্ঞপুরুষ থেকে ঋগ্বেদ ও সামবেদ প্রকট হয়েছে, তার থেকে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে আর তার থেকেই যজুর্বেদেরও উদ্ভব হয়েছে।

১০—সেই যজ্ঞপুরুষের থেকে অশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, অশ্ব ছাড়াও ওপরে নীচে—দুপাটিতেই দাঁতওয়ালা খচ্চর, গর্দভ প্রভৃতি প্রাণীও তাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর থেকেই গো-জাতি, ভেড়া, ছাগল সবই সৃষ্টি হয়েছে।

•কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে-এর পরিবর্তে "ওঁ ধাতা পুরস্তাদ্যমুদাজহার শক্রঃ প্রবিদ্বান্ প্রদিশশ্চতস্রঃ। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে॥"—এই মন্ত্র আছে।

†কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে -এর পরিবর্তে "ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে"—এই মন্ত্র আছে।

*কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে "ওঁ যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত"—এইরকম মন্ত্র আছে।

•কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে -এর পরিবর্তে "ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ"—এই মন্ত্র আছে।

+কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে -এর পরিবর্তে "ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্"—এই মন্ত্র আছে।

धूपदानम्

ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কিমূরু পাদা উচ্যেতে ॥ ১১ ॥*

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। ধূপমাঘ্রাপয়ামি।

—এই মন্ত্রে ধূপ নিবেদন করবে। ধূপের দ্বারা আরতিও করা যায়।

দীপনিবেদনম্

ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ॥+

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। দীপং দর্শয়ামি।

—এই মন্ত্রে ঘি এর প্রদীপ দিয়ে আরতি করবে। (এরপর হাত ধুয়ে ফেলবে।)

নৈবেদ্যার্পণম্

ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১৩ ॥*

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করবে।

পানীয় সমর্পণম্

নৈবেদ্য নিবেদনের পরে "মধ্যে পানীয়ং সমর্পয়ামি" এবং 'উত্তরাপোশনং সমর্পয়ামি'॥ ১৪ ॥

—এই মন্ত্রে তিন তিন কুশী জল তাম্রপাত্রে নিক্ষেপ করবে।

তাম্বুলাদিদানম্

ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ততঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথালোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৫ ॥*

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। এলাচ-লবঙ্গ-পুগীফলকর্পূরসহিতং তাম্বুলং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে তাম্বুলাদি প্রদান করবে।

দক্ষিণাপ্রদানম্

ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥ ১৬ ॥†

১১—প্রাণময় দেবগণ যখন সেই যজ্ঞপুরুষ (প্রজাপতি) কে প্রকট করলেন তখন তাঁর অবয়বের রূপে কত বিভাগ করেছিলেন। এই পুরুষের মুখ কী ছিল—দুটি বাহু কী রকম ছিল। তাঁর দুই জঙ্ঘা, দুই পা কারা ছিল।

১২—ব্রাহ্মণ ছিল সেই পুরুষের মুখ অর্থাৎ তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি হয়েছিল। দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি হল অর্থাৎ দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয় জাতির প্রাকট্য হয়। সেই পুরুষের দুই জঙ্ঘা হল বৈশ্য জাতি—জঙ্ঘা থেকে বৈশ্য জাতির উৎপত্তি হয়েছিল আর দুই পা থেকে শূদ্র জাতি প্রকট হয়েছিল।

১৩—তাঁর মন থেকে চন্দ্র উৎপন্ন হয়, নেত্র থেকে সূর্যের উৎপত্তি হয়। শ্রোত্র (কান) থেকে বায়ু ও প্রাণের উৎপত্তি হয় এবং মুখ থেকে অগ্নির উদ্ভব হয়।

১৫—নাভি থেকে অন্তরীক্ষ লোকের উৎপত্তি হয়, মস্তক থেকে স্বর্গলোক প্রকট হয়েছে, পায়ের থেকে পৃথিবী প্রকট হয় এবং কর্ণ থেকে দিক্‌সকল আবির্ভূত হয়। তাঁরা এইভাবে সমস্ত লোকের কল্পনা করেছিলেন।

১৬—প্রজাপতির প্রাণরূপী দেবগণ মানসিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় সঙ্কল্প দ্বারা পুরুষরূপী পশুকে যখন বন্ধন করেছিলেন সেই সময়ে এই যজ্ঞের পরিধি ছিল সপ্ত সমুদ্র এবং একুশ রকম ছন্দের ব্যবহার হয়েছিল।

---

*কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে -এর পরিবর্তে "ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ" — এই মন্ত্র আছে। এতে পাঠান্তর নেই।

+কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে -এর পরিবর্তে "ওঁ যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কিং বাহূ কা উরু পাদা উচ্যেতে।" —এই মন্ত্র আছে।

*কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে -এর পরিবর্তে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখবাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।" —এই মন্ত্র আছে।

*কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে-এর পরিবর্তে "ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।" —এই মন্ত্র আছে।

†কৃষ্ণযজুর্বেদীয় পুরুষসূক্তে -এর পরিবর্তে "ওঁ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে। সর্বাণি ভূতানি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে।" —এই মন্ত্র আছে।

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। দক্ষিণাং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য খণ্ড প্রদান করবে।

নমস্কারঃ

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরাস্তাৎ।
সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। নমস্করোমি।

—এই মন্ত্রে প্রণাম করবে।

প্রদক্ষিণম্

ধাতা পুরস্তাদ্ যমুদাজহার শক্রঃ প্রবিদ্বান্ প্রদিশশ্চতস্রঃ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। প্রদক্ষিণং করোমি।

—এই মন্ত্রে ভাগবত গ্রন্থকে প্রদক্ষিণ করবে।

পুষ্পাঞ্জলিপ্রদানম্

ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ। মন্ত্রপুষ্পং সমর্পয়ামি।

—এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে।

———o———

১৭—অন্ধকারের পরপারে এই সূর্যের মতো প্রকাশমান মহান পুরুষকে আমি জেনেছি। (তাঁর) সকল রূপ ধ্যানপূর্বক উচ্চারণ করে ধীর ব্যক্তি তাঁকে অভিবাদন করে অবস্থান করেন।

১৮—বিধাতা পূর্বে চতুর্দিক সম্পর্কে সম্যক্ অবগত হয়ে ইন্দ্রকে যা বলেছিলেন, মানুষ তা জেনে ইহলোকে অমরত্বলাভ করে থাকে, স্থিতির (অমৃতত্ব লাভের) অন্য কোনো পথ নেই।

১৯—দেবতারা পূর্বোক্ত মানসিক যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞস্বরূপ পুরুষ প্রজাপতির আরাধনা করেছিলেন। এই আরাধনার ফলে সমগ্র জগৎকে ধারণকারী এই পৃথিবী প্রভৃতি মুখ্য ভূত প্রকট হয়। এই যজ্ঞের উপাসনাকারী মহত্মাবৃন্দ সেই স্বর্গলোক লাভ করেন যেখানে প্রাচীন সাধ্য দেবতা নিবাস করেন।

প্রার্থনা

বন্দে শ্রীকৃষ্ণদেবং মুরনরকভিদং বেদবেদান্তবেদ্যং
লোকে ভক্তিপ্রসিদ্ধং যদুকুলজলধৌ প্রাদুরাসীদপারে।
যস্যাসীদ্ রূপমেবং ত্রিভুবনতরণে ভক্তিবচ্চ স্বতন্ত্রং
শাস্ত্রং রূপং চ লোকে প্রকটয়তি মুদা যঃ স নো ভূতিহেতুঃ॥

এই জগতে ভক্তিদ্বারাই যিনি লভ্য হন, বেদ-বেদান্ত দ্বারাই শুধু যাঁর তত্ত্ব অধিগম্য হয়, যিনি অপার যাদবরূপী সমুদ্রে প্রকট হয়েছিলেন, মুর ও নরকাসুরকে নিধনকারী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি সাদরে প্রণাম করি। এই সংসারে স্বীয় স্বরূপ তথা শাস্ত্রকে সানন্দে যিনি প্রকাশিত করেন এবং ত্রিভুবনের পরপারে যাওয়ার জন্য সত্যসত্যই যাঁর স্বরূপ ভক্তির ন্যায় স্বতন্ত্র নৌকারূপ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মঙ্গল করুন।

নমঃ কৃষ্ণপদাব্জায় ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনে।
আরক্তং রোচয়েচ্ছশ্বন্মামকে হৃদয়াম্বুজে॥

কিছু কিছু লালিমাসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের যে পাদপদ্ম আমার হৃদিকমলে সদাই দিব্য প্রকাশরূপে আছেন, ভক্তমনোবাঞ্ছা পূরণকারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বারংবার প্রণাম করি।

শ্রীভাগবতরূপং তৎ পূজয়েদ্ ভক্তিপূর্বকম্।
অর্চকায়াখিলান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ন সংশয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত হলেন ভগবানের স্বরূপ, ভক্তিভরে এঁর পূজা করা উচিত। ভক্তিভরে পূজিত হয়ে এই শ্রীমদ্ভাগবত পূজকের সকল কামনা পূরণ করেন, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয় নিয়ম

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ পারায়ণ তথা শ্রবণের সুন্দর মাহাত্ম্যের কথা পুরাণে কথিত আছে। সুতরাং ভাগবত প্রেমীদের জন্য সপ্তাহ পারায়ণের আবশ্যকীয় নিয়মাবলী এখানে সংক্ষেপে বলা হল।

সময় নির্ধারণ—সময় নির্ধারণের ব্যাপারে নক্ষত্রগণের মধ্যে হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, পুনর্বসু, পুষ্যা, রেবতী, অশ্বিনী, মৃগশিরা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা বা পূর্বাভাদ্র উত্তম নক্ষত্র। তিথিদের মধ্যে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী, বা দ্বাদশী তিথিকে এই পারায়ণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। সোম, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র হল সর্বোত্তম বার। তিথি, বার, নক্ষত্র বিবেচনার সময় মনে রাখতে হবে যে শুক্র বা বৃহস্পতি অস্ত, স্বল্প অথবা বৃদ্ধ যেন না হয়। কথা প্রারম্ভের মুহূর্ত ভদ্রাদি দোষযুক্ত যেন না হয়। সেদিন ধরণী যেন জাগ্রত থাকেন এবং বক্তা এবং শ্রোতার চন্দ্রবল ঐক্যমত থাকে। লগ্নে শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি যেন থাকে। শুভ গ্রহের স্থিতি যদি মধ্যে বা ত্রিকোণে থাকে তাহলে উত্তম। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসকে কথা আরম্ভের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ মাস মানা হয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে চৈত্র এবং পৌষ ছাড়া আর সব মাসই উপযুক্ত।

স্থান নির্ণয়—সপ্তাহ পারায়ণের জন্য উত্তম পবিত্র স্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। যথেষ্ট সংখ্যক শ্রোতার বসবার উপযুক্ত স্থান বেছে নিতে হয়। নদীর তীর, বাগান, দেব-মন্দির, অথবা নিজেদের নিবাস স্থান—এ সবই কথা অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত। কথাস্থল ধোয়া-পোছা পবিত্র হওয়া দরকার। পবিত্র এবং সুন্দর আসন পাতা দরকার। কথাস্থলের উপরে চাঁদোয়া দেওয়া উচিত। কোনও কাপড় যেন নীল রংয়ের না হয়। যজমানের হাতের মাপে ষোল হাত লম্বা, ষোল হাত চওড়া জায়গা মণ্ডপের পক্ষে উপযুক্ত। সবুজ বাঁশের খুঁটি, কলাগাছ, নবপল্লবগুচ্ছ, পুষ্পমালা এবং ধ্বজা পতাকা দিয়ে মণ্ডপ সুসজ্জিত করা দরকার। উপরে সুন্দর চাঁদোয়া, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পাঠক ও মুখ্যশ্রোতার আসন করবে। শেষ ভাগে দেবতা ও ঘটাদি স্থাপন করবে। কথা পাঠকের জন্য উঁচু চৌকির ব্যবস্থা করবে। তার ওপরে শুদ্ধ নূতন গদি বিছিয়ে দেবে, পেছনে এবং দুই পাশে তাকিয়া রাখবে। শ্রীমদ্ভাগবতকে স্থাপনার

জন্য একটি স্বর্ণমণ্ডিত ছোট চৌকি[১] বা আধারপীঠ তৈরী করিয়ে তার উপর পবিত্র বস্ত্র বিছিয়ে দেবে। নিম্নে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে অষ্টদল পদ্ম তৈরী করে পূজা করে শ্রীমদ্ভাগবত পুস্তককে স্থাপিত করবে। পাঠক হবেন বিদ্বান, সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম, দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রোতাদের বোঝাতে সমর্থ, সদাচারী ও সদগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। সুশীলতা, কৌলিন্য, গাম্ভীর্য তথা শ্রীকৃষ্ণভক্তি তাঁর পরম আবশ্যক। তিনি হবেন অসূয়া, পরনিন্দা ইত্যাদি দোষমুক্ত ও নিস্পৃহ। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে, ছত্র-চামর এর সাথে পবিত্র আধারে রেখে নিজের মাথায় করে কথা মণ্ডপে নিয়ে এসে স্থাপনা করবে। সেই সময় গীতবাদ্য, শঙ্খধ্বনি, কাঁসর-ঘণ্টা বাজান দরকার। মণ্ডপের দেওয়ালে চতুর্দিকে ভগবানের লীলা বিষয়ক চিত্রাদি টানিয়ে রাখবে। পাঠকের মুখ যদি উত্তরদিকে হয় তবে মুখ্য শ্রোতার মুখ হবে পূর্বদিকে। পাঠক যদি পূর্বমুখী হয় তবে শ্রোতা হবে উত্তরমুখী।

সপ্তাহ পারায়ণ এক মহান যজ্ঞ। এই যজ্ঞ উদ্যাপনের জন্য বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য নেওয়া দরকার। আগের থেকে পরিমিত অর্থের যোগাড় রাখা দরকার। পাঁচ সাতদিন বা তারও আগে থেকে দূর-দূরান্তরে সর্বত্রই পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের পারায়ণে উপস্থিত থেকে কথা শ্রবণের আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। পূর্ণ সময় উপস্থিত থাকতে না পারলেও অন্তত একদিনও যাতে আমন্ত্রিত ব্যক্তি এসে কথা শোনেন সেকথাও আমন্ত্রণ লিপিতে লিখবে। দূরাগত অতিথিদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থাও রাখা দরকার। ব্রত গ্রহণের পূর্বদিনই বক্তার ক্ষৌরকর্ম শেষ করে ফেলা দরকার। সপ্তাহ পারায়ণ শুরু হওয়ার একদিন আগেই দেবস্থাপন পূজনাদি করে ফেলা প্রশস্ত। কথাবাচক প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করে শুচিশুদ্ধভাবে নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সংক্ষেপে শেষ করে ফেলবে এবং পাঠে যাতে কোনও বিঘ্ন না হয় সেইজন্য নিত্যদিন বিঘ্ননাশক গণেশ ঠাকুরের পূজা করবে।

সপ্তাহের প্রথম দিন স্নানান্তে শুচিশুদ্ধ হয়ে নিত্যক্রিয়া সমাপনের পরে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ আগেও করা যেতে পারে। পারায়ণের একুশ দিন আগেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকর্মের বিধান আছে।

গণেশ পূজার পর ব্রহ্মাদিদেবগণসহ ষোড়শ মাতৃকা, সপ্তচিরজীবি (অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপাচার্য ও পরশুরাম) এবং ঘটস্থাপন ও পূজা করবে। সর্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করে তার কেন্দ্রবিন্দুতে ঘটস্থাপন করবে। ঘটের উপরে ভগবান লক্ষ্মীনারায়ণের সোনার মূর্তি স্থাপনা করবে। ঘটের পাশেই সিংহাসনের উপর ভগবান শালগ্রাম শিলার স্থাপনা করবে। সর্বতোভদ্র মণ্ডলস্থিত সমস্ত দেবতাদের পূজা করে তারপর ভগবান নরনারায়ণ, গুরু, বায়ু, সরস্বতী, অনন্ত, সনকাদি কুমারগণ, সাংখ্যায়ন, পরাশর, বৃহস্পতি, মৈত্রেয় এবং উদ্ধবেরও আবাহন, স্থাপন এবং পূজন করবে। তারপর ত্রয্যারুণি প্রভৃতি পৌরাণিক ষড়ৃষিরও স্থাপন-পূজন করে একটি আলাদা পীঠের উপর সুন্দর বস্ত্রে জড়িয়ে নারদমুনির স্থাপনা-অর্চনা করবে। তারপর আধারপীঠ, গ্রন্থ এবং পাঠকাচার্যকে যথালভ্য উপচারে পূজা করবে। সপ্তাহ পারায়ণ নির্বিঘ্নে উদ্যাপনের জন্য গণেশ-মন্ত্র, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র জপ, বিষ্ণুসহস্রনাম ও গীতা পাঠের জন্য নিজের সামর্থ্য মত সাত, পাঁচ বা তিনজন ব্রাহ্মণকে বরণ করবে। শ্রীমদ্ভাগবতের মূল পাঠের জন্য একজন আলাদা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাঠকের ব্যবস্থা রাখবে।

কথামণ্ডপের চারদিকে বা চার কোণে চারটি ঘট স্থাপন করবে এবং মধ্যভাগে আর একটি ঘট—এই পাঁচটি ঘট স্থাপন করবে। চারদিকের চারটি ঘটের উপর পূর্বদিকের ঘটে ঋগ্বেদের, দক্ষিণদিকের ঘটের উপর যজুর্বেদের, পশ্চিমের ঘটের ওপর সামবেদের এবং উত্তর দিকের ঘটের ওপর অথর্ববেদের স্থাপনা এবং পূজা করবে। কোনও কোনও জায়গায় মণ্ডপের মধ্যস্থলে সর্বতোভদ্র মণ্ডলের মধ্যস্থলে একটি ঘটস্থাপন করে মণ্ডলের চারকোণে চারটি ঘটেরও ব্যবস্থা করা হয়। সেই মধ্যের ঘটে লক্ষ্মীনারায়ণের সোনা বা রূপোর মূর্তি বসিয়ে ষোড়শোপচারে তাঁর পূজো করা হবে।

একটি রক্ষাপ্রদীপ (অখণ্ড জ্যোতি) প্রজ্জ্বলিত করবে। প্রদীপে ঘি দিয়ে তারমধ্যে তুলোর সলতে জ্বালিয়ে একটি হাঁড়ির মধ্যে বসিয়ে হাড়ির ঢাকনাটি একটু খোলা রেখে

[১] এই চৌকিটি ৩ ভরির সোনার পাত দ্বারা মুড়ে দিতে হবে। নিজের ক্ষমতা অনুসারেই ব্যবস্থা করবে তবে সামর্থ্য থাকলে কোনও কৃপণতা করবে না।

হাঁড়িটিকে আতপ চালের উপর সুরক্ষিত স্থানে বসাবে, সাতদিন যেন হাওয়া বা অন্য কোনও কারণে রক্ষাপ্রদীপ নিভে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। তারপর স্বস্তিবাচন পাঠ, মঙ্গলাচরণ ও সর্বদেব-নমস্কার করে দেবতা স্থাপন এবং পূজোর আগে স্বস্তিবাচন করে তিল তুলসী, কুশ, হরিতকী কুশীর মধ্যে নিয়ে এক মহাসংকল্প বাক্য পাঠ করবে। সংকল্পবাক্য—

ওঁ তৎসদদ্য শ্রীমহাভগবতো বিষ্ণোরাজ্ঞয়া প্রবর্তমানস্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয়ে পরার্ধে শ্রীশ্বেতবারাহকল্পে জম্বূদ্বীপে ভরতখণ্ডে আর্যাবর্তে বিষ্ণুপ্রজাপতিক্ষেত্রে বৈবস্বতমনুভোগ্যৈকসপ্ততিযুগচতুষ্টয়ান্তর্গতাষ্টাবিংশতি-তমকলিপ্রথমচরণে বৌদ্ধাবতারে অমুকসংবৎসরে অমুকায়নে অমুকর্তৌ অমুকরাশিস্থিতে ভগবতি সবিতরি অমুকামুকরাশিস্থিতেষু চান্যেষু গ্রহেষু মহামাঙ্গল্যপ্রদে মাসানামুত্তমে অমুকমাসে অমুকপক্ষে অমুকবাসরে অমুকনক্ষত্রে অমুকমুহূর্তকরণাদিযুতায়াম্ অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকশর্মা (বর্মা, গুপ্তঃ) অহং পূর্বাতীতানেকজন্মসংচিতাখিলদুষ্কৃতনিবৃত্তিপুরস্সরৈহি-কাধ্যাত্মিকাদিবিবিধতাপপাপাপনোদার্থং দশাশ্বমেধযজ্ঞ-জন্যসমাগিষ্টরাজসূয়যজ্ঞসহস্রপুণ্যসমপুণ্যচন্দ্রসূর্যগ্রহণ-কালিকবহুব্রাহ্মণসম্প্রদানকসর্বসস্যপূর্ণসর্বরত্নোপশোভিত-মহীদানপুণ্যপ্রাপ্তয়ে শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দযুগলে নিরন্তর-মুত্তরোত্তরমেধমাননিস্সীমপ্রেমোপলব্ধয়ে তদীয়পরমানন্দ-ময়গোলোকধাম্নি নিত্যনিবাসপূর্বকতৎপরিচর্যারসাস্বাদন-সৌভাগ্যসিদ্ধয়ে চ অমুকগোত্রামুকপ্রবরামুকশর্মব্রাহ্মণ-বদনারবিন্দাচ্ছ্রীকৃষ্ণবাঙ্‌ময়মূর্তীভূতং শ্রীমদ্ভাগবতমষ্টা-দশপুরাণপ্রকৃতিভূতমনেকশ্রোতৃশ্রবণপূর্বকমমুকদিনাদার-ভ্যামুকদিনপর্যন্তং সপ্তাহ যজ্ঞরূপতয়া শ্রোষ্যামি[১] প্রারপ্স্যমানেঽস্মিন্ সপ্তাহযজ্ঞে বিঘ্নপূগনিবারণপূর্বকং যজ্ঞরক্ষাকরণার্থং গণপতিব্রহ্মাদিসহিতনবগ্রহষোড়শ-মাতৃকাসপ্তচিরজীবিপুরুষসর্বতোভদ্রমণ্ডলস্থদেবকলশাদ্য-র্চনপুরস্সরং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণপ্রতিমাশালগ্রামনরনারায়ণ-গুরুবায়ুসরস্বতীশেষসনৎকুমারসাংখ্যায়নপরাশরবৃহস্পতি-মৈত্রেয়োদ্ধবত্রয্যারুণিকশ্যপরামশিষ্যাকৃত্ত্রণবৈশম্পায়ন-হরীতনারদপূজনমাধারপীঠপুস্তকব্যাসপূজনঞ্চ যথালব্ধো-পচারৈঃ করিষ্যে।

এরপর গণেশ পূজা করবে। গণেশের আবাহন মন্ত্র— **'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ গণপতে ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ মম পূজাং গৃহাণ।'** আবাহনের পরে ['গজাননং ভূত' ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করতে করতে তদনুরূপ] ধ্যান করবে। ধ্যানমন্ত্রে গণেশের ধ্যান করে 'ওঁ শ্রীগণপতয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পাদ্যাদিভিঃ পূজা করে নিম্নমন্ত্রে প্রার্থনা করবে।

ওঁ লম্বোদরং পরমসুন্দরমেকদন্তং
রক্তাম্বরং ত্রিনয়নং পরমং পবিত্রম্।
উদ্যদ্দিবাকরকরোজ্জ্বলকায়কান্তং
বিঘ্নেশ্বরং সকলবিঘ্নহরং নমামি॥
ত্বাং দেব বিঘ্নদলনেতি চ সুন্দরেতি
ভক্তপ্রিয়েতি সুখদেতি ফলপ্রদেতি।
বিদ্যাপ্রদেত্যঘহরেতি চ যে স্তুবন্তি
তেভ্যো গণেশ বরদো ভব নিত্যমেব॥

তারপর **'অনয়া পূজয়া গণপতিঃ প্রীয়তাং ন মম'** — মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, নবগ্রহের পূজা করবে (গণেশপূজার ক্রম অনুসারে)।

আবাহন—**'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবসহিত-সূর্যাদিনবগ্রহা ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠত মম পূজাং গৃহ্নীত'**। পূজা (গণেশপূজার ক্রম), **'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ সূর্যায় নমঃ, ওঁ চন্দ্রমসে নমঃ, ওঁ ভৌমায় নমঃ, ওঁ বুধায় নমঃ, ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ, ওঁ ভার্গবায় নমঃ, ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ, ওঁ রাহবে নমঃ, ওঁ**

---

[১]সন্তান লাভের ইচ্ছায় সংকল্পে এটি সংযোজন করে নিতে হবে— 'অতীতানন্তজন্মসংপাদিতদুষ্কৃতপরিপাকবশপ্রাপ্ত-জন্মাঙ্গক্রূরগ্রহসূচিতপত্নীবন্ধ্যাত্বকাকবন্ধ্যাত্বমৃতবৎসাত্বস্রবদগর্ভাত্বাদিরূপসন্ততিপ্রতিবন্ধকদোষনিবৃত্তয়ে সদ্‌গুণসম্পন্নচিরজীবিস্বস্থ-সুন্দরসুপুত্রপ্রাপ্তয়ে চ....।'

যদি কোন মৃত ব্যক্তির সদ্‌গতির উদ্দেশ্যে পারায়ণ করা হয় তাহলে এরূপ সংযোজন করতে হয়—'শ্রীয়ানন্তদুষ্কৃত-পরিপাকবশাযানাবিধদুঃখক্ষেত্রযোনিনাম্ পিতৄণাম্ অমুকামুকশর্মণাম্ (... যোনেঃ পিতুঃ অমুকশর্মণঃ অন্যস্য বা কস্যচিৎ) প্রেতত্বনিবৃত্তিপূর্বকমুত্তমবৈকুণ্ঠধামোপলব্ধয়ে......।'

এরূপ প্রয়োজনানুসারে উদ্দেশ্য মতো সংযোজন করে নিতে হবে।

কেতবে নমঃ'। পাদ্যাদিভিঃ পূজার পরে প্রার্থনা—

ওঁ ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী

ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।

গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতবঃ

সর্বে গ্রহাঃ শান্তিকরা ভবন্তু॥

—'অনয়া পূজয়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবসহিতসূর্যাদিনবগ্রহাঃ প্রীয়ন্তাং ন মম'—বলে মন্ত্রের প্রার্থনা করে পুষ্পাঞ্জলি দেবে।

তারপর 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভো গৌর্যাদিষোড়শমাতর ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠত মম পূজাং গৃহ্নীত' মন্ত্রে গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকার আবাহন। পূজার মন্ত্র—(১) ওঁ গৌর্যৈ মাত্রে নমঃ। (২) ওঁ পদ্মায়ৈ মাত্রে নমঃ। (৩) ওঁ শচ্যৈ মাত্রে নমঃ। (৪) ওঁ মেধায়ৈ মাত্রে নমঃ। (৫) ওঁ সাবিত্র্যৈ মাত্রে নমঃ। (৬) ওঁ বিজয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ। (৭) ওঁ জয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ। (৮) ওঁ দেবসেনায়ৈ মাত্রে নমঃ। (৯) ওঁ স্বধায়ৈ মাত্রে নমঃ। (১০) ওঁ স্বাহায়ৈ মাত্রে নমঃ। (১১) ওঁ মাতৃভ্যো নমঃ। (১২) ওঁ লোকমাতৃভ্যো নমঃ। (১৩) ওঁ হৃষ্ট্যৈ মাত্রে নমঃ। (১৪) ওঁ পুষ্ট্যৈ মাত্রে নমঃ। (১৫) ওঁ তুষ্ট্যৈ মাত্রে নমঃ। (১৬) ওঁ আত্মকুলদেবতায়ৈ মাত্রে নমঃ—পাদ্যাদিভিঃ অথবা গন্ধপুষ্পের পূজার পর প্রার্থনা করবে—

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।

দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ॥

হৃষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা তুষ্টিরাত্মনঃ কুলদেবতা।

ইত্যেতা মাতরঃ সর্বা বৃদ্ধিং কুর্বন্তু মে সদা॥

—'অনয়া পূজয়া গৌর্যাদিষোড়শমাতরঃ প্রীয়ন্তাং ন মম' এই মন্ত্রে প্রার্থনা করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে।

তদনন্তর 'ভো অশ্বত্থামাদিসপ্তচিরজীবিনঃ ইহাগচ্ছত ইহ তিষ্ঠত মম পূজাং গৃহ্নীত' মন্ত্রে আবাহন করে পূর্ববৎ পূজা, মন্ত্র যথা—

(১) ওঁ অশ্বত্থাম্নে নমঃ। (২) ওঁ বলয়ে নমঃ। (৩) ওঁ ব্যাসায় নমঃ। (৪) ওঁ হনুমতে নমঃ। (৫) ওঁ বিভীষণায় নমঃ। (৬) ওঁ কৃপায় নমঃ। (৭) ওঁ পরশুরামায় নমঃ।

শেষে হাতে ফুল নিয়ে প্রার্থনা—

অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ।

কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥

যজমানগৃহে নিত্যং সুখদাঃ সিদ্ধিদাঃ সদা॥

—'অনয়া পূজয়া অশ্বত্থামাদিসপ্তচিরজীবিনঃ প্রীয়ন্তাং ন মম' বলে গন্ধপুষ্প প্রদান করবে।

অনন্তর দেবপূজাপদ্ধতি অনুসারে সর্বতোভদ্রমণ্ডলস্থ দেবতাদের আবাহন ও পূজন করবে। তারপর স্বশাখোক্তমন্ত্রে মণ্ডলের কেন্দ্রে ঘটস্থাপন করবে। ঘটস্থাপনের পর চার কোণের চারটি ঘটে চার বেদ স্থাপন করবে। পূর্বদলে ঘটে 'ওঁ অগ্নিমীলে' ইত্যাদি মন্ত্রে ঋগ্বেদ, দক্ষিণে 'ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে যজুর্বেদ, পশ্চিমে 'ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' ইত্যাদি মন্ত্রে সামবেদ এবং 'ওঁ শন্নো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরের ঘটে অথর্ববেদের স্থাপনা করবে। চারটি ঘটেই স্বশাখোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপনার পর বেদের স্থাপনা করবে।

তারপর 'ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে লাল কাপড় দিয়ে ঘট আচ্ছাদন করবে। তারপর 'ওঁ পূর্ণাদর্বি' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ণপাত্র ঘটের ওপর রাখবে। তদনন্তর 'ওঁ শ্রীশ্চতে' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ণপাত্রের উপর লাল কাপড়ে মোড়া নারকেল রাখবে। এরপর হাতে আতপচাল নিয়ে 'ওঁ মনো জূতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ঘটে আতপচাল নিক্ষেপ করবে। অতঃপর ঘটের জলে তীর্থাদি আবাহন করে গঙ্গাদি তীর্থাদির গন্ধপুষ্পাদি পূজা করবে। অনন্তর প্রার্থনা করবে—

দেবদানবসংবাদে মথ্যমানে জলার্ণবে।

উৎপন্নোঽসি তদা কুম্ভ বিধৃতো বিষ্ণুনা স্বয়ম্॥

ত্বত্তোয়ে সর্বতীর্থানি দেবাঃ সর্বে ত্বয়ি স্থিতাঃ।

ত্বয়ি তিষ্ঠন্তি ভূতানি ত্বয়ি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

শিবঃ স্বয়ং ত্বমেবাসি বিষ্ণুস্ত্বং চ প্রজাপতিঃ।

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবাঃ সপৈতৃকাঃ॥

ত্বয়ি তিষ্ঠন্তি সর্বেঽপি যতঃ কামফলপ্রদাঃ।

ত্বৎপ্রসাদাদিমং যজ্ঞং কর্তুমীহে জলোদ্ভব॥

সান্নিধ্যং কুরু মে দেব প্রসন্নো ভব সর্বদা।

ব্রহ্মণৈর্নির্মিতস্ত্বং হি মন্ত্রৈরেবামৃতোদ্ভবৈঃ॥

প্রার্থয়ামি চ কুম্ভ ত্বাং বাঞ্ছিতার্থং দদস্ব মে।

পুরা হি সৃষ্টশ্চ পিতামহেন

মহোৎসবানাং প্রথমো বরিষ্ঠঃ।

দূর্বাপ্রসাশ্বত্থসুপল্লবৈর্যুক্

করোতু শান্তিং কলশঃ সুবাসাঃ॥

এই প্রার্থনার পরে ঘটের উপর ষোড়শোপচারে গণেশ এবং বরুণের পূজা করবে। (আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প-বিল্বপত্র, বসন-আভরণ, যজ্ঞোপবীত, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য-পানীয়, তাম্বুল, নমস্কার—ষোড়শোপচার।) পূজার মন্ত্র যথা—গণেশের 'ওঁ

গণানাং ত্বা' বরুণের 'ওঁ তত্ত্বায়ামি'। অতঃপর 'অনয়া পূজয়া বরুণাদ্যাবাহিতদেবতাঃ প্রীয়ন্তাম্ ন মম' মন্ত্র উচ্চারণ করে ঘটে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে।

তদনন্তর সুবর্ণময়ী লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি সংস্কার করে ঘটের উপর স্থাপন করবে। অতঃপর পূর্বোক্ত পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা করবে। শালগ্রাম শিলা থাকলে এই সাথে শালগ্রামশিলারও পূজা করবে। পূজান্তে—

ব্রহ্মসত্রং করিষ্যামি তবানুগ্রহতো বিভো।
তন্নির্বিঘ্নং ভবেদ্দেব রমানাথ ক্ষমস্ব মে॥

—অনয়া পূজয়া লক্ষ্মীসহিতো ভগবান নারায়ণঃ 'প্রীয়তাং, ন মম' মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে। সমস্ত পূজনেরই এই ক্রম।

অতঃপর 'ওঁ নরনারায়ণাভ্যাং নমঃ' মন্ত্রে ভগবান নরনারায়ণের আবাহন পূজনাদি অন্তে প্রার্থনা করবে—

যো মায়য়া বিরচিতং নিজমাত্মনীদং
খে রূপভেদমিব তৎপ্রতিচক্ষণায়।
এতেন ধর্মসদনে ঋষিমূর্তিনাদ্য
প্রাদুশ্চকার পুরুষায় নমঃ পরস্মৈ॥
সোঽয়ং স্থিতিব্যতিকরোপশমায় সৃষ্টান্
সত্ত্বেন নঃ সুরগণাননুমেয়তত্ত্বঃ।
দৃশ্যাদদভ্রকরুণেন বিলোকনেন
যচ্ছ্রীনিকেতমমলং ক্ষিপতারবিন্দম্॥

—'অনয়া পূজয়া ভগবন্তৌ নরনারায়ণৌ প্রীয়েতাং, ন মম' বলে প্রার্থনা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে।

এরপর পাঠক ও শ্রোতার সব রকম বিকার দূর করার জন্য বায়ুদেবতার আবাহন করে পূজা করবে—'ওঁ বায়বে সর্বকল্যাণকর্ত্রে নমঃ' এই মন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করে প্রার্থনা করবে, যথা—

অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্যাত্মকেতুভিঃ।
অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে স্ফুটম্॥

—'অনয়া পূজয়া সর্বকল্যাণকর্তা বায়ুঃ প্রীয়তাং, ন মম।'

বায়ুর পূজার পর গুরুদেবের পূজা—'ওঁ গুরবে নমঃ' এই মন্ত্রে পূর্বোক্ত রূপে (সব পূজায় একই প্রকারে) পূজা করে প্রার্থনা করবে, যথা—

ব্রহ্মস্থানসরোজমধ্যবিলসচ্ছীতাংশুপীঠস্থিতং
স্ফূর্জৎসূর্যরুচিং বরাভয়করং কর্পূরকুন্দোজ্জ্বলম্।
শ্বেতস্রগ্বসনানুলেপনযুতং বিদ্যুদ্রুচা কান্তয়া
সংশ্লিষ্টার্ধতনুং প্রসন্নবদনং বন্দে গুরুং সাদরম্॥

—'অনয়া পূজয়া গুরুদেবঃ প্রীয়তাং, ন মম।'

অতঃপর সরস্বতীর পূজা, (শ্বেতপুষ্পদ্বারা)। 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' মন্ত্রে সরস্বতী দেবীর পূর্ববৎ পূজা করে, প্রার্থনা করবে। যথা—

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

—'অনয়া পূজয়া ভগবতী সরস্বতী প্রীয়তাং, ন মম।' পাঠ করবে।

সরস্বতীর পূজার পর 'ওঁ শেষায় নমঃ', 'ওঁ সনৎকুমারায় নমঃ', 'ওঁ সাংখ্যায়নায় নমঃ', 'ওঁ পরাশরায় নমঃ', 'ওঁ মৈত্রেয়ায় নমঃ', 'ওঁ উদ্ধবায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে যথাপূর্ব শেষাদি দেবতাদের পূজা করে প্রার্থনা করবে। যথা—

শেষঃ সনৎকুমারশ্চ সাংখ্যায়নপরাশরৌ।
বৃহস্পতিশ্চ মৈত্রেয় উদ্ধবশ্চাত্র কর্মণি॥
প্রত্যূহবৃন্দং সততং হরন্তাং পূজিতা ময়া॥

—'অনয়া পূজয়া শেষসনৎকুমারসাংখ্যায়নপরাশর-বৃহস্পতিমৈত্রেয়োদ্ধবাঃ প্রীয়ন্তাং, ন মম।'

তারপর 'ওঁ ত্রয্যারুণয়ে নমঃ', 'ওঁ কশ্যপায় নমঃ', 'ওঁ রামশিষ্যায় নমঃ', 'ওঁ অকৃতব্রণায় নমঃ', 'ওঁ বৈশম্পায়নায় নমঃ', 'ওঁ হারীতায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পূর্ববৎ ত্রয্যারুণি প্রমুখ ষড় ঋষির পূজা করে প্রার্থনা করবে। যথা—

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড় বৈ পৌরাণিকা ইমে॥
সুখদাঃ সন্তু মে নিত্যমনয়া পূজয়ার্চিতাঃ॥

—'এতয়া পূজয়া ত্রয্যারুণিপ্রভৃতয়ঃ ষট্ পৌরাণিকাঃ প্রীয়ন্তাং, ন মম।'

তারপর 'ওঁ ভগবতে ব্যাসায় নমঃ' মন্ত্রে ভগবান ব্যাসদেবের স্থাপনা ও পূজা করে প্রার্থনা করবে। যথা—

নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়ামিততেজসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্॥

—'অনয়া পূজয়া ভগবান্ ব্যাসঃ প্রীয়তাং, ন মম।'

এরপরে সপ্তাহযজ্ঞের উপদেশক ভগবান সূর্যের স্থাপনা করে প্রতিদিন তাঁরও পূজা করবে। পূজার মন্ত্র : 'ওঁ ভগবতে সূর্যায় নমঃ।' পূজান্তে প্রার্থনা করবে। প্রার্থনার মন্ত্র—

লোকেশ ত্বং জগচ্চক্ষুঃ সৎকর্ম তব ভাষিতম্।
করোমি তচ্চ নির্বিঘ্নং পূর্ণমস্তু ত্বদর্চনাৎ॥

—'অনয়া পূজয়া সপ্তাহযজ্ঞোপদেষ্টা ভগবান্ সূর্যঃ

প্রীয়তাং, ন মম।'

অতঃপর দশাবতারগণকে এবং শুকদেবকেও যথাস্থানে স্থাপনা করে পূজা করবে। তদনন্তর নারদপীঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থপীঠের একত্রে পূজা করবে। পূজার সময় প্রথমে দুই পীঠকে জলের দ্বারা অভিষেক করে পীঠস্থান দুটির ওপরে চন্দনাদি দ্বারা অষ্টদল কমল নির্মাণ করবে। তারপর **'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ', 'ওঁ মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ', 'ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ', 'ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ', 'ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ', 'ওঁ রত্নমণ্ডপায় নমঃ', 'ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ'** প্রভৃতি মন্ত্রে পীঠস্থান দুটির ওপর আধারশক্তি প্রভৃতির ভাবনা দ্বারা পূজা করবে। তারপর চার দিকের পূজায় প্রথমে পূর্বদিক থেকে **'ওঁ ধর্মায় নমঃ', 'ওঁ জ্ঞানায় নমঃ', 'ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ', 'ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ'** মন্ত্রে চারদিকে ধর্মাদির ভাবনা দ্বারা পূজা করে পীঠের মধ্যভাগে **'ওঁ অনন্তায় নমঃ'** মন্ত্রের দ্বারা অনন্তদেবের এবং **'ওঁ মহাপদ্মায় নমঃ'** মন্ত্রের দ্বারা মহাপদ্মের পূজা করবে। পূজান্তে চিন্তা করবে—এই মহাপদ্মের স্কন্দ (মূলভাগ) আনন্দময়, নাল সংবিৎস্বরূপ, দলসমূহ প্রকৃতিময়, কেশরসমূহ বিকৃতিরূপা, বীজ পঞ্চাশৎ বর্ণস্বরূপ—এবং সেই সমস্তের দ্বারা মহাপদ্মের কর্ণিকাসমূহ বিভূষিত। ওই কর্ণিকাসমূহের মধ্যে অর্কমণ্ডল, সোমমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডল বিদ্যমান। তার মধ্যেই প্রবোধাত্মক সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোও বিদ্যমান রয়েছে। এইরূপে চিন্তনের পর এঁদের সকলের পঞ্চোপচারে পূজা করবে। পূজার মন্ত্র যথা—**'ওঁ আনন্দময়কন্দায় নমঃ', 'ওঁ সংবিন্নালায় নমঃ', 'ওঁ প্রকৃতিময়পত্রেভ্যো নমঃ', 'ওঁ বিকৃতিময়কেসরেভ্যো নমঃ', 'ওঁ পঞ্চাশদ্বর্ণবীজভূষিতায়ৈ কর্ণিকায়ৈ নমঃ', 'ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ', 'ওঁ সং সোমমণ্ডলায় নমঃ', 'ওঁ বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ', 'ওঁ সং প্রবোধাত্মনে সত্ত্বায় নমঃ', 'ওঁ রং রজসে নমঃ', 'ওঁ তং তমসে নমঃ'**। এই সমস্ত পূজার পর পদ্মের সবদিকে পূর্বদিক থেকে আরম্ভ করে আট দিকে ক্রমশ **'ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ', 'ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ', 'ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ', 'ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ', 'ওঁ যোগায়ৈ নমঃ', 'ওঁ প্রহ্বয়ৈ নমঃ' 'ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ', 'ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ'**—মন্ত্র দ্বারা বিমলাদি প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করে পদ্মপীঠের কেন্দ্রস্থলে **'ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ'** মন্ত্রে অনুগ্রহ নাম্নী শক্তির পূজা করবে। তারপর **'ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় পদ্মপীঠাত্মনে নমঃ'** মন্ত্রে সম্পূর্ণ পদ্মপীঠের পূজা করে তার উপর সুন্দর বস্ত্র আচ্ছাদন করে তার উপর স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে হাতে নিয়ে **'ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবা সা পর্বতা ইমে। ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ ধ্রুবো রাজা বিশামসি'** মন্ত্রপাঠ করে গ্রন্থকে পীঠোপরি স্থাপনা করবে। তদনন্তর **'ওঁ মনো জুতিঃ'** ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রন্থকে প্রতিষ্ঠা করে পূর্বোক্ত পুরুষসূক্তের মন্ত্রের দ্বারা ষোড়শোপচারে গ্রন্থের পূজা করবে। [এই মন্ত্র পূর্বে (অনুবাদের অষ্টম পৃষ্ঠায়) দেওয়া হয়েছে]। তারপর দ্বিতীয় পীঠটিকে শ্বেতবস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদন করে দেবর্ষি নারদকে স্থাপন করবে। স্থাপনার পর **'ওঁ সুরর্ষিবরনারদায় নমঃ'** মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করে প্রার্থনা করবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে জ্ঞানবৈরাগ্যশালিনে।
নারদায় সর্বলোকপূজিতায় সুরর্ষয়ে॥

—'অনয়া পূজয়া দেবির্ষিনারদঃ প্রীয়তাং, ন মম'

এইভাবে পূজা সমাপন হবার পর যজমান কথা বাচককে বরণ করবে। পুষ্প, চন্দন, তাম্বুল, বস্ত্র, দক্ষিণা, সুপারি ও রক্ষাসূত্র হাতে নিয়ে যজমান সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করবে, যথা **'ওঁ অদ্যামুকগোত্রমমুকপ্রবরমমুকশর্মাণং ব্রাহ্মণমেভির্বরণদ্রব্যৈঃ সর্বেষ্টদশ্রীমদ্ভাগবতবক্তৃত্বেন ভবন্তমহং বৃণে'**। বরণের পর পাঠকের হাতে সর্বদ্রব্য সমর্পণ করে হাতে রক্ষাসূত্রটি দেবে। পাঠক আচার্য বলবেন **'বৃতোঽস্মি'**। অতঃপর সপ্তাহযজ্ঞবিঘ্ন নিবারণের জন্য গণেশ-গায়ত্রী-বাসুদেব মন্ত্রের জাপক এবং গীতা ও বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠকগণকে পূর্বোক্তরূপে বরণ করবে। সংকল্প বাক্য হল—**'অদ্যাহমমুকগোত্রানমুকপ্রবরানমুকশর্মণো যথাসংখ্যাকান্ব্রাহ্মণানেভির্বরণদ্রব্যৈর্গাথাবিঘ্নাপনোদার্থং গণেশগায়ত্রীবাসুদেবমন্ত্রজপকর্তৃত্বেন গীতাবিষ্ণুসহস্রনাম-পাঠকর্তৃত্বেন চ বো বিভজ্য বৃণে।'** বরণের পরে ব্রাহ্মণদের বরণসামগ্রী সমর্পণ করবে। বরণ সামগ্রী গ্রহণ করে জাপক ও পাঠক ব্রাহ্মণগণ বলবেন **'বৃতাঃ স্মঃ'**। অতঃপর আচার্যের হাত থেকে রক্ষাসূত্রটি নিয়ে আচার্য এবং এঁদের হাতে বেঁধে দেবে। আচার্য তখন মন্ত্র পাঠ করবেন, যথা—**'ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াঽঽপ্নোতি দক্ষিণাম্। দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।'** রক্ষাবন্ধনের পর যজমান সকলের কপালে কুঙ্কুম ও আতপচাল দ্বারা তিলকাঙ্কন করবে।

অতঃপর পীতবর্ণ অক্ষত (আতপচাল) হাতে নিয়ে যজমান নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতে করতে সব দিকে সেই অক্ষত নিক্ষেপ করবে—

পূর্বে নারায়ণঃ পাতু বারিজাক্ষশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে পাতু গোবিন্দ উত্তরে মধুসূদনঃ॥
ঐশান্যাং বামনঃ পাতু চাগ্নেয্যাং চ জর্নাদনঃ।
নৈর্ঋত্যাং পদ্মনাভশ্চ বায়ব্যাং মাধবস্তথা॥
উর্দ্ধং গোবর্ধনধরো হ্যধস্তাচ্চ ত্রিবিক্রমঃ।
রক্ষাহীনং তু যৎস্থানং তৎসর্বং রক্ষতাং হরিঃ॥

অতঃপর পাঠকআচার্য যজমানের হাতে রক্ষাসূত্র বাঁধবেন। মন্ত্র—

যেন বদ্ধো বলী রাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
তেন ত্বাং প্রতিবধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল॥

তারপর যজমানের কপালে পূর্ববৎ তিলকাঙ্কন করবে। মন্ত্র—

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবা মরুদ্‌গণাঃ।
তিলকং তে প্রযচ্ছন্তু ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥

অনন্তর 'ওঁ ব্যাসাসনায় নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প দ্বারা যজমান ব্যাসাসনের পূজা করবে।

এরপর ব্রাহ্মণ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রণাম করে এবং গুরুকে স্মরণ করে সকলের অনুমতি নিয়ে পাঠক-আচার্য ব্যাসাসনে বসবেন। মনে মনে গণেশ এবং নারদাদিকে স্মরণ এবং পূজন করবেন। অতঃপর 'ওঁ নমঃ পুরাণপুরুষোত্তমায়' এই মন্ত্রে যজমান শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থকে গন্ধ, পুষ্প, তুলসীপত্র এবং দক্ষিণা দ্বারা পূজা করবে।

অতঃপর গন্ধ, পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা পাঠক-আচার্যকে পূজা করে নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করবে—

জয়তি পরাশরসূনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।
যস্যাস্যকমলগলিতং বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি॥

তারপর প্রার্থনা শ্লোক পাঠ করবে, যথা—

শুকরূপ প্রবোধজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
এতৎ কথাপ্রকাশেন মদজ্ঞানং বিনাশয়॥
সংসারসাগরে মগ্নং দীনং মাং করুণানিধে।
কর্মগ্রাহগৃহীতাঙ্গং মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ॥

তারপর—

শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যোঽয়ং প্রত্যক্ষঃ কৃষ্ণ এব হি।
স্বীকৃতোঽসি ময়া নাথ মুক্ত্যর্থং ভবসাগরে॥
মনোরথো মদীয়োঽয়ং সর্বথা সফলস্ত্বয়া।
নির্বিঘ্নেনৈব কর্তব্যো দাসোঽহং তব কেশব॥

এই শ্লোক পাঠ করে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ওপর গন্ধ, পুষ্প, নারিকেল ইত্যাদি অর্পণ করবে। কথামণ্ডপে বায়ুরূপধারী অতিবাহিক দেহধারী জীববিশেষের জন্য সপ্তগ্রন্থিযুক্ত একটি বাঁশের কঞ্চি দাঁড় করিয়ে রাখবে।

(বেদ পদ্ধতি অনুসারে পূজাপদ্ধতি দেওয়া হল। বঙ্গদেশে প্রচলিত পদ্ধতি স্থলবিশেষে কোথাও কোথাও প্রভেদ আছে। সেইসব ব্যতিক্রম প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে অনুসরণীয়।)

তারপর ভগবানকে স্মরণ করে মুখ্যপাঠক সেদিন শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য শ্রোতাদের কাছে শোনাবেন। তারপর থেকে প্রতিদিন দেবপূজা, গ্রন্থপূজা, ব্যাসপূজা ও আরতি করে মুখ্যপাঠক কথা আরম্ভ করবেন। সন্ধ্যাকালে কথা সমাপ্ত হলে প্রতিদিন গ্রন্থ ও পাঠকের পূজা, আরতি ও প্রসাদ এবং তুলসীপত্র বিতরণ, ভগবন্নাম সংকীর্তন ও শঙ্খধ্বনি করা উচিত। কথা চলাকালীন প্রারম্ভে এবং মাঝে মাঝে বিরামের সময় ভগবন্নাম সংকীর্তন করবে।

সূর্যোদয়ে সুরু করে প্রতিদিন সাড়ে তিন প্রহর কথা পাঠ আবশ্যক। মধ্যাহ্নে দুঘণ্টা পাঠ বন্ধ রাখা দরকার। প্রাতঃকাল থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত মূল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং মধ্যাহ্ন থেকে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত প্রাতঃকালের পঠিত অংশের ভাবার্থ প্রবচন করা দরকার। মধ্যাহ্নে স্বল্প বিশ্রাম সময় এবং রাত্রিতে ভগবন্নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

<u>শ্রোতাদের স্থান</u>—পাঠকের সামনে শ্রোতাদের আগে পিছে করে সাতটি পংক্তি করতে হবে। প্রথম সারির নাম সত্যলোক, এখানে সাধু-সন্ন্যাসী, বৈরাগী, বৈষ্ণব প্রমুখগণ বসবেন। দ্বিতীয় সারিতে তপোলোকে বানপ্রস্থীরা বসবেন। তৃতীয় সারি, জনলোকে ব্রহ্মচারী শ্রোতাগণ বসবেন। চতুর্থ সারি মহর্লোকে ব্রাহ্মণ শ্রোতাদের স্থান। পঞ্চম সারি স্বর্লোকে ক্ষত্রিয় শ্রোতারা বসবেন। ষষ্ঠ সারিতে ভুবর্লোকে বৈশ্য শ্রোতাগণ বসবেন। সপ্তম সারি ভূর্লোকে শূদ্র শ্রোতাদের বসবার স্থান। নারীশ্রোতাগণ যাঁরা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কথা শ্রবণ করবেন তাঁরা বক্তার বামদিকে ভূমিতে বসবেন, আর যাঁরা অনিয়মিতভাবে শ্রবণ করবেন তাঁরা পাঠকের দক্ষিণদিকে বসবেন।

<u>শ্রোতাদের জন্য নিয়ম</u>—প্রতিদিন একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করবে। পতিত, দুর্জনদের সঙ্গ তো দূরস্থান, তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপও করবে না। ব্রহ্মচর্য পালন ও ভূমিশয্যা সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। একাগ্রচিত্তে কথাশ্রবণ প্রয়োজন। কথাশ্রবণের দিন কটিতে স্ত্রী, পুত্র, ধন, সংসার, লৌকিক লাভ-লোকসানের সব রকম চিন্তা পরিত্যাগ করবে। মলমূত্রের বেগ সংযত রাখার জন্য লঘুপাক আহার বিধেয়। সামর্থ্য থাকলে সাতদিন উপবাস করে কথাশ্রবণ

করবে, নতুবা শুধুমাত্র দুধপান করে কথা শ্রবণ করবে। এতেও অসক্ত হলে ফলাহার বা একবার অন্নগ্রহণ করবে। শরীর মন শান্ত যাতে থাকে সেইভাবে ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেক দিন কথা শেষ হওয়ার পরেই ভোজন করবে। ডাল, মধু, তেল, গুরুপাক অন্ন, ভাবদূষিত কিংবা বাসি অন্ন গ্রহণ করবে না। কাম, ক্রোধ, মদ, মান, ঈর্ষা, লোভ, দম্ভ, মোহ ও দ্বেষ থেকে দূরে থাকবে। বেদ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গুরু, গৌ, ব্রতী, স্ত্রী, রাজা তথা মহাপুরুষদের ভুলেও নিন্দা করবে না। রজঃস্বলা, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রতহীন, ব্রাহ্মণদ্রোহী তথা বেদবহিষ্কৃত মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপও করবে না। মনের মধ্যে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, সারল্য, বিনয় তথা ঔদার্য রক্ষা করবে। বক্তার চেয়ে উচ্চ আসনে শ্রোতাদের কখনই বসা উচিত নয়।

<u>কিছু বিশেষ কথা</u>—প্রত্যেক স্কন্ধের পাঠ শেষে গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য দিয়ে গ্রন্থের পূজা করে আরতি করা উচিত। শুকদেবের আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রসঙ্গক্ষণেও আরতি করা উচিত। দ্বাদশ স্কন্ধ শেষ হয়ে গেলে গ্রন্থ এবং পাঠককে ভক্তিভরে পূজা করা কর্তব্য। পাঠক যদি গৃহী হন তাহলে তাঁকে নিজ সমার্থ্যানুসারে উদারভাবে বস্ত্রালংকার তথা নগদ পারিতোষিক দেওয়া উচিত। খোল করতাল নিয়ে উচ্চৈস্বরে কীর্তন করা প্রয়োজন। জয়ধ্বনি, নমস্কার ও শঙ্খধ্বনি করা দরকার। ব্রাহ্মণ ও প্রার্থীদের অন্ন ও ধনদান করা কর্তব্য। পাঠকের হাত থেকে শ্রোতাদের প্রসাদ ও তুলসীপত্র নেওয়া উচিত। কথাপাঠের প্রারম্ভে ও শেষে আরতি অত্যাবশ্যক। (শ্রীমদ্ভাগবতের আরতি অন্যত্র দেওয়া হয়েছে)।

ভাগবতের নির্দিষ্ট স্থানেই প্রতিদিনের পাঠ বন্ধ করা উচিত। প্রথম দিন মনু-কর্দম সংবাদ পর্যন্ত, দ্বিতীয় দিন ভরতচরিত্র, তৃতীয় দিন সপ্তম স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত ; চতুর্থ দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পর্যন্ত, পঞ্চম দিন রুক্মিণী-বিবাহ, ষষ্ঠ দিনে হংসোপাখ্যান পর্যন্ত এবং সপ্তমদিনে অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করা প্রয়োজন।[১] প্রতি স্কন্ধের প্রথম ও শেষ শ্লোক কয়েকবার উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা উচিত। কথা সমাপ্তির দ্বিতীয় দিনে স্থাপিত সব দেবতাদের পূজা করে যজ্ঞবেদীর উপর পঞ্চভূসংস্কার, অগ্নিস্থাপন ও কুশকণ্ডিকা করবে। তারপর ব্রাহ্মণকে দিয়ে বিধিমত যজ্ঞ, তর্পণ এবং মার্জন করিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের শোভাযাত্রা নিষ্ক্রামণ ও ব্রাহ্মণভোজন করাবে। মধুমিশ্রিত পায়েস এবং তিল ইত্যাদি দিয়ে ভাগবতের শ্লোকসমূহের দশাংশ (অর্থাৎ ১৮০০) আহুতি প্রদান করবে। পায়েসের অভাবে তিল, চাল, জৌ, ক্ষীর, শুদ্ধ ঘি ও চিনি একত্রে মেখে যজ্ঞপদার্থ তৈরী করা দরকার। এর মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য { কর্পূর-কাচরী, নাগরমোথা, ঘড়ছড়ীলা, অগর-তগর }, চন্দনচূর্ণ ইত্যাদিও) মাখা দরকার। পূর্বোক্ত ১৮০০ আহুতি গায়ত্রীমন্ত্র অথবা দশমস্কন্ধের প্রতিটি শ্লোক দিয়ে করা উচিত। যজ্ঞের শেষে দিকপাল প্রভৃতিদের জন্য বলি, ক্ষেত্রপাল পূজা, ছায়াপাত্র-দান, যজ্ঞের দশাংশ তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ মার্জন করা দরকার। তারপর আরতির শেষে কোনও নদী, সরোবর বা কূপ ইত্যাদিতে গিয়ে অবভৃত স্নান (যজ্ঞান্ত স্নান)ও করা দরকার। এই স্নানের সময় সকলের সাথে শোভাযাত্রা বের করে হাতি, ঘোড়ার সাথে কীর্তন করতে করতে যাওয়া উচিত। যজমান শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে নিজের মাথায় করে শোভাযাত্রার আগে আগে যাবেন, সঙ্গে পাঠক ও শ্রোতারাও যাবেন। হরিকীর্তন চলতেই থাকবে। ভাগবত গ্রন্থের ওপর চামর দোলাতে হবে। খোল, করতাল, শঙ্খ ইত্যাদি বাজবে। পূর্ণ যজ্ঞ করতে অসমর্থ হলে যথাশক্তি যজ্ঞীয় পদার্থ দান করবে। অবশেষে কমপক্ষে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে মধুমিশ্রিত পায়েস ভোজন করানো দরকার। ব্রত পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তির জন্য সুবর্ণ দান ও গোদান করা উচিত। সুবর্ণ সিংহাসনে বিরাজিত সুন্দর অক্ষরে লেখা শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে সেই গ্রন্থখানি দক্ষিণার সাথে কথাপাঠক আচার্যকে দান করে দেবে। শেষকালে সব রকম ত্রুটির পূর্ণতার জন্য বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ কথাপাঠক আচার্যের মুখ থেকে শুনবে। বৈরাগী শ্রোতাদের 'গীতা' শোনা উচিত।

———○———

[১]মনুকর্দমসংবাদপর্যন্তং প্রথমেঽহনি। ভরতাখ্যানপর্যন্তং দ্বিতীয়েঽহনি বাচয়েৎ॥
তৃতীয়ে দিবসে কুর্যাৎ সপ্তমস্কন্ধপূরণম্। কৃষ্ণাবির্ভাবপর্যন্তং চতুর্থে দিবসে বদেৎ॥
রুক্মিণ্যুদ্বাহপর্যন্তং পঞ্চমেঽহনি শস্যতে। শ্রীহংসাখ্যানপর্যন্তং ষষ্ঠেঽহনি বদেৎ সুধীঃ॥
সপ্তমে তু দিনে কুর্যাৎ পূর্তিং ভাগবতস্য বৈ। এবং নির্বিঘ্নতাসিদ্ধির্বিপর্যয় ইতোঽন্যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণের পূর্বে সংগ্রহণীয় সামগ্রীর ফর্দ

পূজা সামগ্রী—গঙ্গাজল, কুঙ্কুম, রক্ষাসূত্র, চন্দন, শুদ্ধ কেশর, কর্পূর, পুষ্প, পুষ্পমালা, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, দূর্বা, ধূপ, শুদ্ধ ধূপকাঠি, পঞ্চামৃত (দুধ, দই, মধু, চিনি, ঘি), দীপ (তুলো এবং ঘি), পানপাতা ৫০টি, সুপারি ২৫টি, পৈতা ২৫টি, এলাচ, লবঙ্গ, সন্দেশ, মেওয়া, গুড়, চাল, গম, মালসা ২টি (মাটিতে গম দেবার জন্য), হলুদ সরষে, আবীর, গুলাল, ঋতুফল—কলা, মুশম্বী লেবু ইত্যাদি, সাদা কাপড় ৫ গজ, লাল শালু ৫ গজ, হলুদ কাপড় ৫ গজ, রেশমী কাপড় ১।। গজ, সর্বতোভদ্র মণ্ডল রচনার জন্য হলুদ, লাল, কালো, সবুজ ও গোলাপী গুড়া রং, গোবর, নারকেল ২টি বা ৭টি, শুদ্ধ আতর, কুশা, সিন্দুর, টাকা, খুচরা-পয়সা, আরতির থালা, ঘণ্টা, করতাল, শঙ্খ, কোসা ৫০টি, দিয়াশলাই, সর্বতোভদ্র মণ্ডলের জন্য চৌকি, নারদের চৌকি ; নবগ্রহের, ষোড়শমাতৃকা ও গণেশের চৌকি, ব্যাসদেবের চৌকি, শুকদেব, সপ্ত চিরঞ্জীবি ও পৌরাণিকদের জন্য এবং সনৎকুমারগণের জন্য চৌকি।

ঘটস্থাপনের সামগ্রী—তামার ঘট ১টি, তামা বা কাঁসার থালা ১টি, ৫টি মাটির ঘট, সপ্তশস্য (যব, গম, ধান, তিল, কাঁগনী, সাঁবা, চীনা), পঞ্চপল্লব (আম, পীপল, পাকুড়, গুলর ও বট), দূর্বা, কুশ, সুপারী, সোনার পাত ৪টি, পঞ্চরত্ন (হীরা, নীলা, চুনী, মুক্তা ও সোনা) অভাবে যথাশক্তি সোনা, চন্দন, আতপচাল, ফুল, তীর্থবারি, সাগরের জল, সপ্তমৃত্তিকা (ঘোড়ার আস্তাবলের মাটি, হাতিশালের মাটি, উই ঢিবির মাটি, নদীসঙ্গমের মাটি, রাজদ্বারের মাটি, গরুর গোয়ালের মাটি, পুকুরের মাটি), সর্বৌষধি (কুট, জটামাংসী, গোটা হলুদ ২টি, রাভট, মুরা, শৈলেভ, চন্দন, বচা, চন্দন, চম্পক, নাগরমোথা কিংবা হলুদ) নদী সঙ্গমের জল, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের স্বর্ণময়ী বা রৌপ্যময়ী প্রতিমা।

কথামণ্ডপের সামগ্রী—চাঁদোয়ার কাপড়, চারকোণাযুক্ত মণ্ডপ, কলাগাছ ৪টি, বাঁশের কঞ্চি (৭ গ্রন্থিযুক্ত), মণ্ডপের চারদিকে ফুল, মালা, পাতা দিয়ে সাজান, চারদিকে পতাকা বিন্যাস, কাপড় এবং পতাকা প্রভৃতি দিয়ে সাজান, ব্যাসের চৌকী, গদী, তোষক, তাকিয়া, কম্বল, চাদর, ৫টি হাঁড়ি, গ্রন্থের আচ্ছাদন, গ্রন্থের জন্য চৌকি, আম পাতার বন্দনবার (দড়িতে আমপাতা পরিয়ে যেটি দরজায় টাঙানো হয়)।

গণেশ, দেবগণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও আচার্যের পূজার জন্য প্রতিদিন চন্দন, ফুল, মালা, ধূপ, দীপ প্রভৃতি।

বরণ সামগ্রী—পাঠকের চাদর, ধুতি, গামছা, আসন, দক্ষিণা, রুদ্রাক্ষমালা, তুলসীমালা, জলপাত্র ইত্যাদি। জাপকদের জন্য যথাসম্ভব বস্ত্র ইত্যাদি।

পাঠের জন্য পুস্তক—ভাগবত, রামায়ণ, গীতা, বিষ্ণু-সহস্রনাম প্রভৃতি পুস্তক।

যজ্ঞ সামগ্রী—বেদীর জন্য পরিষ্কার এক বস্তা বালি, বেল কাঠ, কুশণ্ডিকার জন্য কুশ, দূর্বা, অগ্নিগ্রহণের জন্য দুটি কাঁসার থালা, পিতলের পূর্ণপাত্র একটি, যজ্ঞপাত্র—প্রণীতা, প্রোক্ষণী, স্রুবা, স্রুক্, পূর্ণাহুতিপাত্র, চরুস্থালী, আজ্যস্থালী।

মধুমিশ্রিত পায়েস, ছায়াপাত্র দানের জন্য ছোট একটি কাঁসার বাটি এবং তার মধ্যে ঘি। তিল ১০ কিলো, আতপচাল ৫ কিলো, শুদ্ধ ঘি ৪ কিলো, চিনি ২ কিলো, পঞ্চমেওয়া (পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, আখরোট ও কাজু) এই সব একত্র মেখে যজ্ঞ সামগ্রী তৈরী করা হয়। তারপর এর মধ্যে সুগন্ধিত দ্রব্য (কর্পূর, তগর, নাগরমোথা, আতর, চন্দনচূর্ণ প্রভৃতি) প্রয়োজনানুপাতে মিশ্রণ করা দরকার। বলির জন্য পাপড়, মাসকলাই, দৈ, আতপচাল, তুলোর প্রদীপ, দক্ষিণা, ক্ষেত্রপাল—বলি দেওয়ার জন্য হাঁড়ি, কাজল, সিন্দুর, প্রদীপ, দক্ষিণা ইত্যাদি। পূর্ণাহুতির জন্য শুকনো আস্ত নারকেল অথবা পানপাতা দিয়ে মোড়া মর্তমান কলা ইত্যাদি, বিতরণের জন্য প্রসাদ। ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য মধুমিশ্রিত পায়েস তথা অন্যান্য মধুর ভোজ্য ইত্যাদি।

কথাশেষের পরে কথাপাঠককে উপহার দেবার জন্য বস্ত্র, অলংকার, নগদ টাকাকড়ি ইত্যাদি।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যম্

কৃষ্ণং নারায়ণং বন্দে কৃষ্ণং বন্দে ব্রজপ্রিয়ম্।
কৃষ্ণং দ্বৈপায়নং বন্দে কৃষ্ণং বন্দে পৃথাসুতম্।।

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

দেবর্ষি নারদের ভক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

সচ্চিদানন্দরূপায় বিশ্বোৎপত্ত্যাদিহেতবে।
তাপত্রয়বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নুমঃ।। ১

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি।। ২

নৈমিষে সূতমাসীনমভিবাদ্য মহামতিম্।
কথামৃতরসাস্বাদকুশলঃ শৌনকোঽব্রবীৎ ।। ৩

শৌনক উবাচ

অজ্ঞানধ্বান্তবিধ্বংসকোটিসূর্যসমপ্রভ।
সূতাখ্যাহি কথাসারং মম কর্ণরসায়নম্।। ৪

যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের হেতু এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ বিনাশক, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি।। ১ ।।

ব্যাসপুত্র শুকদেবের তখনও উপনয়ন-সংস্কার হয়নি অর্থাৎ তাঁর লৌকিক বৈদিক সমস্ত কর্মানুষ্ঠান বাকি, এমত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিয়ে একাই গৃহত্যাগে উদ্যোগী হয়েছেন। তাই দেখে তাঁর পিতা ব্যাসদেব পুত্রবিরহে কাতরস্বরে বলে উঠলেন—পুত্র ! তুমি কোথায় চলেছো ? সেই সময় তন্ময় হওয়ার ফলে বৃক্ষরাজি শুকদেবের হয়ে উত্তর দিয়েছিল। এরূপ সর্বভূত-হৃদয়স্বরূপ শুকদেবমুনিকে আমি প্রণাম করি।। ২ ।।

একদা ভগবৎকথামৃত রসাস্বাদনকুশল মুনিবর শৌনক নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে বিরাজমান মহামতি সূতকে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন।। ৩ ।।

শৌনক বললেন—হে সূত ! অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে আপনার জ্ঞান কোটি সূর্যের সমান প্রভাময়। আপনি

ভক্তিজ্ঞানবিরাগাপ্তো বিবেকো বর্ধতে মহান্।
মায়ামোহনিরাসশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ক্রিয়তে কথম্॥ ৫

ইহ ঘোরে কলৌ প্রায়ো জীবশ্চাসুরতাং গতঃ।
ক্লেশাক্রান্তস্য তস্যৈব শোধনে কিং পরায়ণম্॥ ৬

শ্রেয়সাং যদ্ভবেচ্ছ্রেয়ঃ পাবনানাং চ পাবনম্।
কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং শশ্বৎ সাধনং তদ্বদাধুনা॥ ৭

চিন্তামণির্লোকসুখং সুরদ্রুঃ স্বর্গসম্পদম্।
প্রযচ্ছতি গুরুঃ প্রীতো বৈকুণ্ঠং যোগিদুর্লভম্॥ ৮

সূত উবাচ

প্রীতিঃ শৌনক চিত্তে তে হ্যতো বচ্মি বিচার্য চ।
সর্বসিদ্ধান্তনিষ্পন্নং সংসারভয়নাশনম্॥ ৯

ভক্ত্যোঘবর্ধনং যচ্চ কৃষ্ণসংতোষহেতুকম্।
তদহং তেঽভিধাস্যামি সাবধানতয়া শৃণু॥ ১০

কালব্যালমুখগ্রাসত্রাসনির্ণাশহেতবে।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ ভাষিতম্॥ ১১

এতস্মাদপরং কিঞ্চিন্মনঃশুদ্ধ্যৈ ন বিদ্যতে।
জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যং তদা ভাগবতং লভেৎ॥ ১২

পরীক্ষিতে কথাং বক্তুং সভায়াং সংস্থিতে শুকে।
সুধাকুম্ভং গৃহীত্বৈব দেবাস্তত্র সমাগমন্॥ ১৩

শুকং নত্বাবদন্ সর্বে স্বকার্যকুশলাঃ সুরাঃ।
কথাসুধাং প্রযচ্ছস্ব গৃহীত্বৈব সুধামিমাম্॥ ১৪

এবং বিনিময়ে জাতে সুধা রাজ্ঞা প্রপীয়তাম্।
প্রপাস্যামো বয়ং সর্বে শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্॥ ১৫

আমাদের কর্ণের তৃপ্তিবিধানকারী অমৃতস্বরূপ সারগর্ভ কথা বলুন॥ ৪ ॥

ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা লভ্য মহান বিবেকের বিকাশ কী করে হয় এবং বৈষ্ণবগণ সর্বপ্রকার মায়া-মোহ থেকে নিজেদের কী করে মুক্ত করেন ? ॥ ৫ ॥

এই ঘোর কলিকালে জীব প্রায়শই আসুরী-স্বভাব পেয়েছে, নানাবিধ ক্লেশে ক্লিষ্ট এই জীবকে পরিশুদ্ধ করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কী ? ॥ ৬ ॥

হে সূত ! আপনি এমন কোনও শাশ্বত সাধন-পথের সন্ধান দিন, যা সর্বাপেক্ষা কল্যাণকারী এবং পবিত্রকর আর যার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় ॥ ৭ ॥

চিন্তামণি কেবলমাত্র লৌকিক সুখই দিতে পারে আর কল্পবৃক্ষ বড় জোর স্বর্গীয় সম্পদাদি দিতে পারে ; কিন্তু গুরুদেব প্রসন্ন হলে ভগবানের যোগীদুর্লভ নিত্য বৈকুণ্ঠধাম দিতে পারেন॥ ৮ ॥

সূত বললেন—হে শৌনক ! তোমার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম রয়েছে ; তাই আমি বিচার করে তোমাকে সমস্ত সিদ্ধান্তের সারকথা শোনাচ্ছি, যা জন্মমৃত্যুর ভয় দূর করে॥ ৯ ॥

আমি তোমাকে ভক্তিপ্রবাহ বৃদ্ধিকারী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা অর্জনকারী সাধনের কথা বলব ; মন দিয়ে শোনো ॥ ১০ ॥

শুকদেব কলিযুগে জীবকে কালরূপী সর্পের গ্রাসে পতিত হওয়ার মহাভয় থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের প্রবচন করেছেন ॥ ১১ ॥

চিত্তশুদ্ধির জন্য এর থেকে মঙ্গলকারী আর কোনও সাধন নেই। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যের উদয় হলে তবেই মানুষের এই ভাগবত শাস্ত্রের প্রাপ্তি হয়॥ ১২ ॥

রাজা পরীক্ষিৎকে এই ভাগবতকথা শোনাবার জন্য শুকদেব যখন সভায় সমাসীন ছিলেন, তখন অমৃতকুম্ভ নিয়ে দেবতারা তাঁর কাছে আসেন॥ ১৩ ॥

নিজেদের কার্যসিদ্ধিতে অতীব কুশল দেবতারা মহর্ষি শুকদেবকে প্রণাম করে বললেন—আপনি এই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করে তার পরিবর্তে আপনার কথামৃত আমাদের প্রদান করুন॥ ১৪ ॥

এই প্রকারে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথামৃত ও অমৃত বিনিময় করে মহারাজ পরীক্ষিৎ অমৃত পান করতে থাকুন আর আমরা সকলে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অমৃত পান

ক্ব সুধা ক্ব কথা লোকে ক্ব কাচঃ ক্ব মণির্মহান্।
ব্রহ্মরাতো বিচার্যৈবং তদা দেবাঞ্জহাস হ॥ ১৬

অভক্তাংস্তাংশ্চ বিজ্ঞায় ন দদৌ স কথামৃতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতী বার্তা সুরাণামপি দুর্লভা॥ ১৭

রাজ্ঞো মোক্ষং তথা বীক্ষ্য পুরা ধাতাপি বিস্মিতঃ।
সত্যলোকে তুলাং বদ্ধ্বাতোলয়ৎ সাধনান্যজঃ॥ ১৮

লঘূন্যন্যানি জাতানি গৌরবেণ ইদং মহৎ।
তদা ঋষিগণাঃ সর্বে বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ১৯

মেনিরে ভগবদ্রূপং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
পঠনাচ্ছ্রবণাৎ সদ্যো বৈকুণ্ঠফলদায়কম্॥ ২০

সপ্তাহেন শ্রুতং চৈতৎ সর্বথা মুক্তিদায়কম্।
সনকাদ্যৈঃ পুরা প্রোক্তং নারদায় দয়াপরৈঃ॥ ২১

যদ্যপি ব্রহ্মসম্বন্ধাচ্ছ্রুতমেতৎ সুরর্ষিণা।
সপ্তাহশ্রবণবিধিঃ কুমারৈস্তস্য ভাষিতঃ॥ ২২

শৌনক উবাচ

লোকবিগ্রহমুক্তস্য নারদস্যাস্থিরস্য চ।
বিধিশ্রবে কুতঃ প্রীতিঃ সংযোগঃ কুত্র তৈঃ সহ॥ ২৩

সূত উবাচ

অত্র তে কীর্তয়িষ্যামি ভক্তিযুক্তং কথানকম্।
শুকেন মম যৎ প্রোক্তং রহঃ শিষ্যং বিচার্য চ॥ ২৪

একদা হি বিশালায়াং চত্বার ঋষয়োঽমলাঃ।
সৎসঙ্গার্থং সমায়াতা দদৃশুস্তত্র নারদম্॥ ২৫

কুমারা ঊচুঃ

কথং ব্রহ্মন্ দীনমুখঃ কুতশ্চিন্তাতুরো ভবান্।
ত্বরিতং গম্যতে কুত্র কুতশ্চাগমনং তব॥ ২৬

করি॥ ১৫ ॥

এই সংসারে কাঁচ আর মহামূল্য মণি যেমন, তেমনি কোথায় অমৃত আর কোথায় ভাগবতকথা! এইসব চিন্তা করে শুকদেব দেবতাদের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন॥ ১৬ ॥ দেবতাদের ভক্তিহীন (কথা শ্রবণে অনধিকারী) বুঝতে পেরে শুকদেব তাঁদের কথামৃত দেননি, এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতকথা দেবতাদেরও দুর্লভ বলা হয়॥ ১৭ ॥

পুরাকালে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতকে মোক্ষলাভ করতে দেখে ব্রহ্মাও বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সত্যলোকে সকল প্রকার সাধনকে ওজনে বিচার করেছিলেন॥ ১৮ ॥

ওজনে ভাগবতই নিজ মাহাত্ম্যে সব সাধন অপেক্ষা ভারি হয়। তা দেখে মুনিঋষিরা সকলেই চমৎকৃত হন॥ ১৯ ॥

তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে কলিযুগে এই ভগবৎস্বরূপ ভাগবত শাস্ত্রেরই পাঠ এবং শ্রবণে তাৎক্ষণিক মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব॥ ২০ ॥

সপ্তাহ-বিধি অনুসারে শ্রবণে শ্রীমদ্ভাগবত নিশ্চিত ভক্তি প্রদান করে। পুরাকালে দয়ালু সনকাদি ঋষিগণ দেবর্ষি নারদকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করিয়েছিলেন॥ ২১ ॥

দেবর্ষি নারদ যদিও পূর্বেই ব্রহ্মার নিকট এই শাস্ত্র শ্রবণ করেন তবুও সপ্তাহ-শ্রবণের বিধি সনকাদি ঋষিগণই তাঁকে বলেছিলেন॥ ২২ ॥

শৌনক প্রশ্ন করলেন—সাংসারিক প্রপঞ্চ থেকে মুক্ত পরিব্রাজক নারদমুনির সঙ্গে সনকাদির কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং বিধিসম্মত সপ্তাহান্তিক শ্রবণে তিনি কী প্রকারে প্রীত হয়েছিলেন? ॥ ২৩ ॥

সূত বললেন—আমি তোমাকে এখন সেই ভক্তিমূলক কাহিনী শোনাচ্ছি, যে কাহিনী শুকদেব তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যোগ্য বিবেচনায় আমাকে একান্তে শুনিয়েছিলেন॥ ২৪ ॥

একদিন এই চারজন পবিত্র ঋষি সৎসঙ্গের জন্য বিশাল নগরীতে এসেছিলেন। তাঁরা সেখানে নারদকে দেখতে পান॥ ২৫ ॥

সনকাদি ঋষিগণ প্রশ্ন করলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনাকে এত ব্যাকুল দেখাচ্ছে কেন? এত কী চিন্তা করছেন? এত দ্রুত চলেছেনই বা কোথায়? আর আপনি

ইদানীং শূন্যচিত্তোঽসি গতবিত্তো যথা জনঃ।
ত্বেদং মুক্তসঙ্গস্য নোচিতং বদ কারণম্॥ ২৭

নারদ উবাচ

অহং তু পৃথিবীং যাতো জ্ঞাত্বা সর্বোত্তমামিতি।
পুষ্করং চ প্রয়াগং চ কাশীং গোদাবরীং তথা॥ ২৮

হরিক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং শ্রীরঙ্গং সেতুবন্ধনম্।
এবমাদিষু তীর্থেষু ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ॥ ২৯

নাপশ্যং কুত্রচিচ্ছর্ম মনঃসন্তোষকারকম্।
কলিনাধর্মমিত্রেণ ধরেয়ং বাধিতাধুনা॥ ৩০

সত্যং নাস্তি তপঃ শৌচং দয়া দানং ন বিদ্যতে।
উদরম্ভরিণো জীবা বরাকাঃ কূটভাষিণঃ॥ ৩১

মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ।
পাখণ্ডনিরতাঃ সন্তো বিরক্তাঃ সপরিগ্রহাঃ॥ ৩২

তরুণীপ্রভুতা গেহে শ্যালকো বুদ্ধিদায়কঃ।
কন্যাবিক্রয়িণো লোভাদ্দম্পতীনাং চ কল্কনম্॥ ৩৩

আশ্রমা যবনৈ রুদ্ধাস্তীর্থানি সরিতস্তথা।
দেবতায়তনান্যত্র দুষ্টৈর্নষ্টানি ভূরিশঃ॥ ৩৪॥

ন যোগী নৈব সিদ্ধো বা ন জ্ঞানী সৎক্রিয়ো নরঃ।
কলিদাবানলেনাদ্য সাধনং ভস্মতাং গতম্॥ ৩৫

অট্টশূলা[১] জনপদাঃ শিবশূলা দ্বিজাতয়ঃ।
কামিন্যঃ কেশশূলিন্যঃ সম্ভবন্তি কলাবিহ॥ ৩৬

এবং পশ্যন্ কলের্দোষান্ পর্যটন্নবনীমহম্।
যামুনং তটমাপন্নো যত্র লীলা হরেরভূৎ॥ ৩৭

তত্রাশ্চর্যং ময়া দৃষ্টং শ্রূয়তাং তন্মুনীশ্বরাঃ।
একা তু তরুণী তত্র নিষণ্ণা খিন্নমানসা॥ ৩৮

বৃদ্ধৌ দ্বৌ পতিতৌ পার্শ্বে নিঃশ্বসন্তাবচেতনৌ।
শুশ্রূষন্তী প্রবোধন্তী রুদতী চ তয়োঃ পুরঃ॥ ৩৯

এলেনই বা কোথা থেকে? ॥ ২৬ ॥

হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির মতো আপনাকে ব্যাকুল দেখাচ্ছে। আপনার মতো নিরাসক্ত পুরুষের পক্ষে এরকম ব্যাকুলতা শোভা পায় না। এর কারণ কী বলুন? ॥ ২৭ ॥

নারদ বললেন—পৃথিবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক মনে করে আমি এখানে এসেছি। এখানকার পুষ্কর, প্রয়াগ, কাশী, গোদাবরী (নাসিক), হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গ এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরাদি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেছি; কিন্তু মনের শান্তি কোথাও পেলাম না। বর্তমানে অধর্মের সহায়ক কলিযুগ পৃথিবীকে ক্লিষ্ট করে রেখেছে॥ ২৮-৩০ ॥ এখন এখানে সত্য, তপস্যা, শৌচ (অন্তর ও বাহিরে পবিত্রতা), দয়া, দান ইত্যাদি কিছুই নেই। হতভাগ্য জীবগণ কেবল নিজ নিজ উদরপূর্তির চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত। তারা অসত্যভাষী, অলস, মন্দবুদ্ধি, ভাগ্যহীন ও উপদ্রবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সাধু, সন্ত যাদের বলা হয় তারা সকলেই পাষণ্ডাচারনিরত হয়ে গেছে, দেখতে বৈরাগী হলেও তারা স্ত্রীধনাদি নির্বিকারেই গ্রহণ করে। বাড়িতে স্ত্রীরাজত্ব, শ্যালকগণই পরামর্শদাতা, লোকেরা লোভে পড়ে কন্যাবিক্রয় করে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে নিত্যই কলহ ॥ ৩১-৩৩ ॥ মহাত্মাদের আশ্রম, তীর্থ ও পবিত্র নদীগুলি বিধর্মীরা দখল করে রেখেছে, ওই সব দুর্বৃত্ত বহু দেবালয় ধ্বংস করেছে॥ ৩৪ ॥ বর্তমানে পৃথিবীতে না আছে কোনও যোগী না কোনও সিদ্ধপুরুষ, না আছে কোনও জ্ঞানী পুরুষ, না কোনও সৎকর্মপরায়ণ মানুষ। যা কিছু সাধন সবই এই কলিরূপ দাবানলে ভস্মীভূত হয়ে গেছে॥ ৩৫ ॥ এই কলিযুগে প্রায় সকলেই অন্ন বিক্রয় করছে, ব্রাহ্মণেরা অর্থের বিনিময়ে বেদ শিক্ষা দিচ্ছে আর স্ত্রীলোকেরা বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছে॥ ৩৬ ॥

এইভাবে কলির দোষসকল দেখতে দেখতে পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে আমি যমুনা তীরে ভগবান কৃষ্ণের লীলাভূমিতে উপস্থিত হই॥ ৩৭ ॥ হে মুনিগণ! শুনুন, সেখানে আমি এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। এক যুবতী স্ত্রী বিষণ্ণ মনে বসেছিল॥ ৩৮ ॥ তার পাশে দুজন অচেতন বৃদ্ধ পুরুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। ওই স্ত্রীলোকটি কখনও তাদের শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছিল আবার কখনও তাদের সামনে বসে কাঁদছিল॥ ৩৯ ॥

[১]অট্টমন্নং শিবো বেদঃ শূলো বিক্রয় উচ্যতে। কেশো ভগমিতি প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

দশদিক্ষু নিরীক্ষন্তী রক্ষিতারং নিজং বপুঃ।
বীজ্যমানা শতস্ত্রীভির্বোধ্যমানা মুহুর্মুহুঃ॥ ৪০

দৃষ্ট্বা দূরাদ্‌গতঃ সোঽহং কৌতুকেন তদন্তিকম্।
মাং দৃষ্ট্বা চোত্থিতা বালা বিহ্বলা চাব্রবীদ্বচঃ॥ ৪১

বালোবাচ

ভো ভোঃ সাধো ক্ষণং তিষ্ঠ মচ্চিন্তামপি নাশয়।
দর্শনং তব লোকস্য সর্বথাঘহরং পরম্॥ ৪২

বহুধা তব বাক্যেন দুঃখশান্তির্ভবিষ্যতি।
যদা ভাগ্যং ভবেদ্ভূরি ভবতো দর্শনং তদা॥ ৪৩

নারদ উবাচ

কাসি ত্বং কাবিমৌ চেমা নার্যঃ কাঃ পদ্মলোচনাঃ।
বদ দেবি সবিস্তারং স্বস্য দুঃখস্য কারণম্॥ ৪৪

বালোবাচ

অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতৌ।
জ্ঞানবৈরাগ্যনামানৌ কালযোগেন জর্জরৌ॥ ৪৫

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চেমা মৎসেবার্থং সমাগতাঃ।
তথাপি ন চ মে শ্রেয়ঃ সেবিতায়াঃ সুরৈরপি॥ ৪৬

ইদানীং শৃণু মদ্বার্তাং সচিত্তস্ত্বং তপোধন।
বার্তা মে বিততাপ্যস্তি তাং শ্রুত্বা সুখমাবহ॥ ৪৭

উৎপন্না দ্রবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা॥ ৪৮

তত্র ঘোরকলের্যোগাৎ পাখণ্ডৈঃ খণ্ডিতাঙ্গকা।
দুর্বলাহং চিরং যাতা পুত্রাভ্যাং সহ মন্দতাম্॥ ৪৯

বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবীনেব সুরূপিণী।
জাতাহং যুবতী সম্যক্ প্রেষ্ঠরূপা তু সাম্প্রতম্॥ ৫০

ইমৌ তু শয়িতাবত্র সুতৌ মে ক্লিশ্যতঃ শ্রমাৎ।
ইদং স্থানং পরিত্যজ্য বিদেশং গম্যতে ময়া॥ ৫১

ওই অবস্থায় সে তার শরীরের রক্ষক পরমাত্মাকে দশদিকে দর্শন করছিল, শত শত নারী তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল আর প্রবোধ দিচ্ছিল॥ ৪০ ॥ দূর থেকে এই ঘটনা দেখে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমি যুবতির কাছে গেলাম। আমাকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল আর অত্যন্ত আকুল হয়ে বলতে লাগল॥ ৪১ ॥

যুবতিটি বলল—হে মহাত্মন ! কৃপা করে ক্ষণকাল অবস্থান করুন এবং আমাকে দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত করুন। আপনার দর্শনে মানুষের সব পাপ দূর হয় ॥ ৪২ ॥ আপনার উপদেশবাক্যে আমার দুঃখেরও শান্তি হবে। বহু ভাগ্যে আপনার দর্শন পাওয়া যায়॥ ৪৩॥

নারদ বললেন—আমি তখন সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করলাম—দেবী ! তুমি কে ? এই পুরুষ দুজন তোমার কে হয় ? আর তোমার চারপাশে এই যে সব কমলনয়না নারীরা রয়েছে, এরা কারা ? তোমার দুঃখের কথা সবিস্তারে আমাকে বলো ॥ ৪৪ ॥

যুবতিটি বলল—আমার নাম ভক্তি, এই পুরুষ দুজন আমার দুই ছেলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য। কালের গতিতে (সময়ের ফেরে) এদের এমন জর্জরিত অবস্থা ॥ ৪৫ ॥ এইসব দেবীগণ গঙ্গা আদি নদীবৃন্দ, আমার সেবা করবার জন্যই এসেছে। এরূপ সাক্ষাৎ দেবীগণের সেবা পেয়েও আমার মনে শান্তি নেই॥ ৪৬ ॥ হে তপোধন ! দয়া করে ধৈর্য ধরে আমার কাহিনী শুনুন। আমার কাহিনী যদিও জগতে সুবিদিত, তবুও তা শুনে আপনি আমাকে শান্তিপ্রদান করুন॥ ৪৭ ॥

আমি দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন হয়ে কর্ণাটকে বড় হয়েছি, মহারাষ্ট্রের কোথাও কোথাও আমি সম্মানিত হলেও গুজরাটে এসে আমি অশক্ত হয়ে পড়ি॥ ৪৮ ॥ সেখানে ঘোর কলিকালের প্রভাবে পাষণ্ডগণ আমার সর্বাঙ্গ ভেঙে দিয়েছে। বহুকাল এই অবস্থায় থাকাতে আমার ছেলেরাও দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে॥ ৪৯ ॥ এরপর বৃন্দাবনে পৌঁছে আমি পরম রূপবতী যুবতিতে পরিণত হয়েছি॥ ৫০ ॥ কিন্তু এখানে শয়ান আমার দুই ছেলে পরিশ্রমবশত অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আমি এখন এই স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র যেতে চাই॥ ৫১ ॥

জরঠত্বং সমায়াতৌ তেন দুঃখেন দুঃখিতা।
সাহং তু তরুণী কস্মাৎ সুতৌ বৃদ্ধাবিমৌ কুতঃ॥ ৫২
ত্রয়াণাং সহচারিত্বাদ্ বৈপরীত্যং কুতঃ স্থিতম্।
ঘটতে জরঠা মাতা তরুণৌ তনয়াবিতি॥ ৫৩
অতঃ শোচামি চাত্মানং বিস্ময়াবিষ্টমানসা।
বদ যোগনিধে ধীমন্ কারণং চাত্র কিং ভবেৎ॥ ৫৪

নারদ উবাচ

জ্ঞানেনাত্মনি পশ্যামি সর্বমেতত্তবানঘে।
ন বিষাদস্ত্বয়া কার্যো হরিঃ শং তে করিষ্যতি॥ ৫৫

সূত উবাচ

ক্ষণমাত্রেণ তজ্জ্ঞাত্বা বাক্যমূচে মুনীশ্বরঃ॥ ৫৬

নারদ উবাচ

শৃণুষ্বাবহিতা বালে যুগোঽয়ং দারুণঃ কলিঃ।
তেন লুপ্তঃ সদাচারো যোগমার্গস্তপাংসি চ॥ ৫৭
জনা অঘাসুরায়ন্তে শাঠ্যদুষ্কর্মকারিণঃ।
ইহ সন্তো বিষীদন্তি প্রহৃষ্যন্তি হ্যসাধবঃ।
ধত্তে ধৈর্যং তু যো ধীমান্ স ধীরঃ পণ্ডিতোঽথবা॥ ৫৮
অস্পৃশ্যানবলোক্যেয়ং শেষভারকরী ধরা।
বর্ষে বর্ষে ক্রমাজ্জাতা মঙ্গলং নাপি দৃশ্যতে॥ ৫৯
ন ত্বামপি সুতৈঃ সাকং কোঽপি পশ্যতি সাম্প্রতম্।
উপেক্ষিতানুরাগান্ধৈর্জর্জরত্বেন সংস্থিতা॥ ৬০
বৃন্দাবনস্য সংযোগাৎ পুনস্ত্বং তরুণী নবা।
ধন্যং বৃন্দাবনং তেন ভক্তির্নৃত্যতি যত্র চ॥ ৬১
অত্রেমৌ গ্রাহকাভাবান্ন জরামপি মুঞ্চতঃ।
কিঞ্চিদাত্মসুখেনেহ প্রসুপ্তির্মন্যতেঽনয়োঃ॥ ৬২

ভক্তিরুবাচ

কথং পরীক্ষিতা রাজ্ঞা স্থাপিতো হ্যশুচিঃ কলিঃ।
প্রবৃত্তে তু কলৌ সর্বসারঃ কুত্র গতো মহান্॥ ৬৩
করুণাপরেণ হরিণাপ্যধর্মঃ কথমীক্ষ্যতে।
ইমং মে সংশয়ং ছিন্ধি ত্বদ্বাচা সুখিতাস্ম্যহম্॥ ৬৪

এদের বৃদ্ধাবস্থা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। আমি নিজে তরুণী, আর আমার পুত্র এরা দুজন বুড়ো কেন ? ॥ ৫২ ॥ আমরা তিনজন একসাথে থাকি কিন্তু এই বৈপরীত্য কেন ? মা বৃদ্ধা হবে আর ছেলেরা তরুণ থাকবে এমনটিই তো হওয়া উচিত ॥ ৫৩ ॥ এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে আমার এই দুরবস্থার জন্য শোক করছি। আপনি পরম বুদ্ধিমান এবং যোগ-নিধি। এর কারণ কী হতে পারে তা আমাকে বলুন॥ ৫৪ ॥

নারদ বললেন—সাধ্বী ! অন্তরের জ্ঞান-দৃষ্টিতে তোমার সব দুঃখের কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার দুঃখ করা উচিত নয়। ভগবান শ্রীহরি তোমার মঙ্গল করবেন ॥ ৫৫ ॥

সূত বললেন—মুনিবর নারদ মুহূর্তের মধ্যে এর কারণ জানলেন এবং বললেন ॥ ৫৬ ॥

নারদ বললেন—দেবী ! মন দিয়ে শোনো। এখন দারুণ কলিযুগ। তার ফলে সদাচার সকল, যোগমার্গ, (যোগধ্যান), তপস্যাদি সব লুপ্ত হয়ে গেছে॥ ৫৭ ॥ এ যুগে জীব শঠতা ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে অঘাসুর হয়ে গেছে। সংসারে যেদিকে তাকাবে দেখবে সৎলোকেরা দুঃখে ম্লান হয়ে রয়েছে আর দুষ্টের দল সুখে থেকে উন্নতি করছে। এই সময়ে যে সকল বুদ্ধিমান মানুষের ধৈর্য অটুট রয়েছে, তারা জ্ঞানী ও পণ্ডিত॥ ৫৮ ॥ পৃথিবী ক্রমশই বছরের পর বছর অনন্তনাগের ওপর ভার হয়ে পড়ছে। এই পৃথিবী পাপের ভারে স্পর্শযোগ্যা তো নয়ই এমনকি দেখবারও উপযুক্ত নয়, আর এতে মঙ্গলজনকও কিছু দেখা যাচ্ছে না॥ ৫৯ ॥ এখন সপুত্র তোমার প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করে না। বিষয়ানুরাগে অন্ধ জীবের উপেক্ষিত হয়ে তুমি জর্জরিত হয়ে রয়েছ॥ ৬০ ॥ বৃন্দাবনে এসে পড়ার ফলে তুমি আবার নবীনা তরুণী হয়ে গেছ। ধন্য এই বৃন্দাবনধাম যেখানে ভক্তি সর্বদাই নৃত্য করছে॥ ৬১ ॥ কিন্তু তোমার এই দুই ছেলের এখানে কোনও গুণগ্রাহী নেই, এইজন্য এদের বৃদ্ধাবস্থা দূর হচ্ছে না। এখানে এদের কিছু আত্মসুখ (ভগবৎস্পর্শজনিত আনন্দ) প্রাপ্তির ফলে যেন নিদ্রাচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে॥ ৬২ ॥

ভক্তিদেবী বললেন—রাজা পরীক্ষিৎ এই পাপী কলিযুগকে থাকতে দিয়েছেন কেন ? এর আসার ফলেই তো সব জিনিসের সার কোথায় যেন হারিয়ে

নারদ উবাচ

যদি পৃষ্টস্ত্বয়া বালে প্রেমতঃ শ্রবণং কুরু।
সর্বং বক্ষ্যামি তে ভদ্রে কশ্মলং তে গমিষ্যতি।। ৬৫

যদা মুকুন্দো ভগবান্ ক্ষ্মাং ত্যক্ত্বা স্বপদং গতঃ।
তদ্দিনাৎ কলিরায়াতঃ সর্বসাধনবাধকঃ।। ৬৬

দৃষ্টো দিগ্বিজয়ে রাজ্ঞা দীনবচ্ছরণং গতঃ।
ন ময়া মারণীয়োঽয়ং সারঙ্গ ইব সারভুক্।। ৬৭

যৎ ফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা।
তৎ ফলং লভতে সম্যক্ কলৌ কেশবকীর্তনাৎ।। ৬৮

একাকারং কলিং দৃষ্ট্বা সারবৎ সারনীরসম্।
বিষ্ণুরাতঃ স্থাপিতবান্ কলিজানাং সুখায় চ।। ৬৯

কুকর্মাচরণাৎ সারঃ সর্বতো নির্গতোঽধুনা।
পদার্থাঃ সংস্থিতা ভূমৌ বীজহীনাস্তুষা যথা।। ৭০

বিপ্রৈর্ভাগবতী বার্তা গেহে গেহে জনে জনে।
কারিতা কণলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ।। ৭১

অত্যুগ্রভূরিকর্মাণো নাস্তিকা রৌরবা জনাঃ।
তেঽপি তিষ্ঠন্তি তীর্থেষু তীর্থসারস্ততো গতঃ।। ৭২

কামক্রোধমহালোভতৃষ্ণাব্যাকুলচেতসঃ।
তেঽপি তিষ্ঠন্তি তপসি তপঃসারস্ততো গতঃ।। ৭৩

মনসশ্চাজয়াল্লোভাদ্দম্ভাৎ পাখণ্ডসংশ্রয়াৎ।
শাস্ত্রানভ্যসনাচ্চৈব ধ্যানযোগফলং গতম্।। ৭৪

পণ্ডিতাস্তু কলত্রেণ রমন্তে মহিষা ইব।
পুত্রস্যোৎপাদনে দক্ষা অদক্ষা মুক্তিসাধনে।। ৭৫

ন হি বৈষ্ণবতা কুত্র সম্প্রদায়পুরঃসরা।
এবং প্রলয়তাং প্রাপ্তো বস্তুসারঃ স্থলে স্থলে।। ৭৬

অয়ং তু যুগধর্মো হি বর্ততে কস্য দূষণম্।
অতস্তু পুণ্ডরীকাক্ষঃ সহতে নিকটে স্থিতঃ।। ৭৭

গেল ।। ৬৩ ।। করুণাময় শ্রীহরিই বা এইসব অনাচার কিভাবে সহ্য করছেন ? হে মুনিবর ! আমার এই সংশয় আপনি নিরসন করুন। আপনার কথায় আমি বড়ই শান্তি পেয়েছি।। ৬৪ ।।

নারদ বললেন—হে সাধ্বী ! তুমি জিজ্ঞাসাই যখন করলে তখন মন দিয়ে শোনো ! আমি তোমাকে সব খুলে বলব। তাতে তোমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।। ৬৫ ।। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন এই মর্ত্যলোক ছেড়ে নিজের পরমধামে চলে গেলেন, সেইদিন থেকেই এই মর্তে সবরকম সাধনভজনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কলিযুগ প্রবেশ করেছে।। ৬৬ ।। দিগ্বিজয়ের সময় রাজা পরীক্ষিতের নজরে পড়লে কলিযুগ অতি দীনভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করল। মৌমাছির মতো সারগ্রাহী রাজা ঠিক করলেন যে একে বধ করা আমার উচিত হবে না।। ৬৭ ।। কারণ যোগসাধন, তপস্যা বা সমাধি দ্বারা যে ফল লাভ করা যায় না, কলিযুগে সেই ফল অতি উত্তমরূপে কেবলমাত্র শ্রীহরির নামকীর্তনের দ্বারাই লাভ করা যায় ।। ৬৮ ।। এইরকম অসার হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র একটা দিকে সারযুক্ত হওয়াতে তিনি কলিযুগে জন্মগ্রহণ করা জীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাকে আশ্রয় দিলেন।। ৬৯ ।। এই যুগে কুকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে মানুষের সব কিছুরই সার নষ্ট হয়ে গেছে এবং পৃথিবীর সব জিনিস বীজহীন তুষের মতো হয়ে গেছে।। ৭০ ।। ব্রাহ্মণেরা কেবলমাত্র অন্নধনাদির লোভে ঘরে ঘরে গিয়ে জনে জনে ভাগবতী কথা শোনাচ্ছে। তার ফলে কথার সারবস্তুই আর থাকছে না।। ৭১ ।। তীর্থসকলে নানারকম অত্যন্ত ঘোর কুকর্মকারী, নাস্তিক ও নারকী সব মানুষ বাস করছে এর ফলে তীর্থসকলের মাহাত্ম্যও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।। ৭২ ।। যাদের চিত্ত নিরন্তর কাম, ক্রোধ, অতিশয় লোভ এবং বিষয় তৃষ্ণায় তাপিত হচ্ছে তারাও তপস্যার ভান করছে, এর ফলে তপস্যারও সারভাগ নষ্ট হয়ে গেছে।। ৭৩ ।। মনকে বশীভূত না করে লোভ, দম্ভ ও পাষণ্ডাচারের আশ্রয় নেওয়ায় এবং শাস্ত্রের অধ্যয়ন না করার ফলে ধ্যানযোগের ফল শেষ হয়ে গেছে ।। ৭৪ ।। পণ্ডিত বিদ্বানদের আজ এমন দশা যে তারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে মহিষের মতো রতিক্রিয়া করছে ; সন্তান উৎপাদনেই তারা দক্ষ, মুক্তির সাধনে তারা সর্বতোভাবে অযোগ্য হয়ে উঠেছে ।। ৭৫ ।। সম্প্রদায়গতভাবে প্রাপ্ত বৈষ্ণবের লক্ষণও কোথাও দেখা যায় না। এইভাবে সর্বত্রই সব কিছুর সারভাগ লুপ্ত হয়ে গেছে।। ৭৬ ।। এ

সূত উবাচ

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতা।
ভক্তিরূচে বচো ভূয়ঃ শ্রূয়তাং তচ্চ শৌনক।। ৭৮

ভক্তিরুবাচ

সুরর্ষে ত্বং হি ধন্যোঽসি মদ্ভাগ্যেন সমাগতঃ।
সাধূনাং দর্শনং লোকে সর্বসিদ্ধিকরং পরম্।। ৭৯

জয়তি জগতি মায়াং যস্য কায়াধবস্তে
বচনরচনমেকং কেবলং চাকলয্য।
ধ্রুবপদমপি যাতো যৎকৃপাতো ধ্রুবোঽয়ং
সকলকুশলপাত্রং ব্রহ্মপুত্রং নতাস্মি।। ৮০

যুগের এটিই স্বভাব, এতে কারও দোষ নেই। সেইজন্য ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ অত্যন্ত কাছে থাকা সত্ত্বেও সব সহ্য করছেন।। ৭৭ ।।

সূত বললেন—হে শৌনক ! দেবর্ষি নারদের এই সব কথা শুনে ভক্তি বড়ই বিস্মিত হলেন ; তারপর তিনি যা বলেছিলেন তা শোনো।। ৭৮ ।।

ভক্তি বললেন—হে দেবর্ষি ! আপনি ধন্য ! আমার অতীব সৌভাগ্য যে আপনি এখানে এসেছেন। সংসারে সাধুর দর্শনই সমস্ত সিদ্ধিলাভের পরম কারণ ।। ৭৯ ।। আপনার উপদেশ কেবল একবারমাত্র গ্রহণ করে কয়াধু-কুমার প্রহ্লাদ মায়াকে জয় করেছিল। ধ্রুবও আপনারই কৃপায় ধ্রুবপদ লাভ করেছিল। আপনি সর্বমঙ্গলময় এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পুত্র, আমি আপনাকে প্রণাম করছি।। ৮০ ।।

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে ভক্তিনারদসমাগমো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে ভক্তিনারদসমাগম নামক প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১ ।।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তির দুঃখ দূর করার জন্য নারদের উদ্যোগ

নারদ উবাচ

বৃথা খেদয়সে বালে অহো চিন্তাতুরা কথম্।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজং স্মর দুঃখং গমিষ্যতি।। ১
দ্রৌপদী চ পরিত্রাতা যেন কৌরবকশ্মলাৎ।
পালিতা গোপসুন্দর্যঃ স কৃষ্ণঃ ক্বাপি নো গতঃ।। ২
ত্বং তু ভক্তিঃ প্রিয়া তস্য সততং প্রাণতোঽধিকা।
ত্বয়াহূতস্তু ভগবান্ যাতি নীচগৃহেষ্বপি।। ৩
সত্যাদিত্রিযুগে বোধবৈরাগ্যৌ মুক্তিসাধকৌ।
কলৌ তু কেবলা ভক্তির্ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী।। ৪
ইতি নিশ্চিত্য চিদ্রূপঃ সদ্রূপাং ত্বাং সসর্জ হ।
পরমানন্দচিন্মূর্তিঃ সুন্দরীং কৃষ্ণবল্লভাম্।। ৫

নারদ বললেন—হে সাধ্বী ! তুমি বৃথা কেন দুঃখ করছ ? আহা ! তুমি এত চিন্তাগ্রস্তই বা কেন হয়েছ ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের ধ্যান করো, তাঁর কৃপায় তোমার সকল দুঃখের অবসান হবে ।। ১ ।। কৌরবদের অত্যাচার থেকে যিনি দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছিলেন আর গোপাঙ্গনাদের যিনি সাহচর্য দিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ সত্যিই তো কোথাও যাননি।। ২ ।। আর তুমি তো ভক্তিদেবী স্বয়ং এবং সর্বদাই তাঁর প্রাণাধিকা, তোমার আহ্বানে তিনি তো অতি নীচ ঘরেও চলে আসেন ।। ৩ ।। সত্য, ত্রেতা আর দ্বাপর—এই তিন যুগে জ্ঞান আর বৈরাগ্য ছিল মুক্তির সাধন ; কিন্তু কলিযুগে তো কেবল ভক্তিই ব্রহ্মসাযুজ্য (মোক্ষ) দান করে ।। ৪ ।। এই ভেবেই পরমানন্দ চিন্ময়মূর্তি জ্ঞানস্বরূপ শ্রীহরি তাঁর নিজ

বদ্ধাঞ্জলিং ত্বয়া পৃষ্টং কিং করোমীতি চৈকদা।
ত্বাং তদাহজ্ঞাপয়ৎ কৃষ্ণো মদ্ভক্তান্ পোষয়েতি চ॥ ৬

অঙ্গীকৃতং ত্বয়া তদ্বৈ প্রসন্নোঽভূদ্ধরিস্তদা।
মুক্তিং দাসীং দদৌ তুভ্যং জ্ঞানবৈরাগ্যকাবিমৌ॥ ৭

পোষণং স্বেন রূপেণ বৈকুণ্ঠে ত্বং করোষি চ।
ভূমৌ ভক্তবিপোষায় ছায়ারূপং ত্বয়া কৃতম্॥ ৮

মুক্তিং জ্ঞানং বিরক্তিং চ সহ কৃত্বা গতা ভুবি।
কৃতাদিদ্বাপরস্যান্তং মহানন্দেন সংস্থিতা॥ ৯ ॥

কলৌ মুক্তিঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তা পাখণ্ডাময়পীড়িতা।
ত্বদাজ্ঞয়া গতা শীঘ্রং বৈকুণ্ঠং পুনরেব সা ॥ ১০

স্মৃতা ত্বয়াপি চাত্রৈব মুক্তিরায়াতি যাতি চ।
পুত্রীকৃত্য ত্বয়েমৌ চ পার্শ্বে স্বস্যৈব রক্ষিতৌ ॥ ১১

উপেক্ষাতঃ কলৌ মন্দৌ বৃদ্ধৌ জাতৌ সুতৌ তব।
তথাপি চিন্তাং মুঞ্চ ত্বমুপায়ং চিন্তয়াম্যহম্॥ ১২

কলিনা সদৃশঃ কোঽপি যুগো নাস্তি বরাননে।
তস্মিংস্ত্বাং স্থাপয়িষ্যামি গেহে গেহে জনে জনে॥ ১৩

অন্যধর্মাংস্তিরস্কৃত্য পুরস্কৃত্য মহোৎসবান্।
তদা নাহং হরের্দাসো লোকে ত্বাং ন প্রবর্তয়ে॥ ১৪

ত্বদন্বিতাশ্চ যে জীবা ভবিষ্যন্তি কলাবিহ।
পাপিনোঽপি গমিষ্যন্তি নির্ভয়ং কৃষ্ণমন্দিরম্॥ ১৫

যেষাং চিত্তে বসেদ্ভক্তিঃ সর্বদা প্রেমরূপিণী।
ন তে পশ্যন্তি কীনাশং স্বপ্নেঽপ্যমলমূর্তয়ঃ॥ ১৬

ন প্রেতো ন পিশাচো বা রাক্ষসো বাসুরোঽপি বা।
ভক্তিযুক্তমনস্কানাং স্পর্শনে ন প্রভুর্ভবেৎ ॥ ১৭

ন তপোভির্ন বেদৈশ্চ ন জ্ঞানেনাপি কর্মণা।
হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥ ১৮

সৎস্বরূপে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ; তুমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরমাসুন্দরী প্রিয়া ॥ ৫ ॥ তুমি যখন একবার হাত জোড় করে প্রশ্ন করেছিলে যে 'আমি কী করব ?' তখন ভগবান তোমাকে এই নির্দেশই দিয়েছিলেন যে 'আমার ভক্তদের পোষণ করো' ॥ ৬ ॥ তুমি ভগবানের সেই আদেশ স্বীকার করেছিলে ; ভগবান শ্রীহরি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে সেবা করার জন্য মুক্তিকে তোমার দাসীরূপে এবং এই জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে তোমার পুত্ররূপে দান করেন॥ ৭ ॥ তুমি তোমার সাক্ষাৎ স্বরূপে বৈকুণ্ঠধামে ভক্তদের পোষণ করো, মর্তলোকে তুমি তো ভক্তদের পোষণের জন্য কেবলমাত্র ছায়ারূপ ধারণ করে রয়েছ॥ ৮ ॥

সেই থেকে তুমি মুক্তি, জ্ঞান আর বৈরাগ্যকে সাথে নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ এবং সত্য থেকে দ্বাপর পর্যন্ত খুবই আনন্দে ছিলে॥ ৯ ॥ কলিযুগে তোমার দাসী মুক্তি ভণ্ডামীরূপ রোগে আক্রান্ত হয়ে শীর্ণ হতে লাগল, সেইজন্য তোমারই আদেশে অতি সত্বর বৈকুণ্ঠলোকে চলে গেছে॥ ১০ ॥ এই লোকেও তোমার স্মরণমাত্রেই সে উপস্থিত হয় এবং আবার বৈকুণ্ঠধামে চলে যায় ; কিন্তু এই জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে নিজ পুত্রবোধে নিজের কাছেই রেখেছ॥ ১১ ॥ তবুও কলিযুগে এদের উপেক্ষা হওয়ার দরুন তোমার এই ছেলে দুটি উৎসাহহীন ও বৃদ্ধ হয়ে গেছে ; কিন্তু তুমি চিন্তা করো না, আমি এদের নবজীবন লাভের উপায় চিন্তা করছি॥ ১২ ॥ হে সুমুখি ! কলির মতো কোনও যুগ নেই, এই যুগে আমি প্রতিটি ঘরে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেব ॥ ১৩ ॥ দেখো, অন্য সব ধর্মকে দমন করে এবং ভক্তিবিষয়ক মহোৎসবের আদর বাড়িয়ে যদি আমি এই ভূমণ্ডলে তোমার প্রচার না করি তো আমি শ্রীহরির দাস নই॥ ১৪ ॥ এই কলিযুগে যে সকল জীব তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকবে তারা পাপী হলেও নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভয় ধাম প্রাপ্ত হবে ॥ ১৫ ॥ যার হৃদয়ে প্রেমরূপিণী ভক্তি সততই বিরাজ করে সেই শুদ্ধ-অন্তঃকরণ জীব স্বপ্নেও যমরাজকে দর্শন করে না॥ ১৬ ॥ যার হৃদয়ে ভক্তি দেবীর নিবাস, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস বা দৈত্যদানব তাকে স্পর্শও করতে পারে না॥ ১৭ ॥ তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞান ও বৈদিক কর্মাদি কোনও সাধনেই ভগবান বশীভূত হন না ; ইনি কেবল ভক্তিতেই

নৃণাং জন্মসহস্রেণ ভক্তৌ প্রীতির্হি জায়তে।
কলৌ ভক্তিঃ কলৌ ভক্তির্ভক্ত্যা কৃষ্ণঃ পুরঃ স্থিতঃ॥ ১৯

ভক্তিদ্রোহকরা যে চ তে সীদন্তি জগৎত্রয়ে।
দুর্বাসা দুঃখমাপন্নঃ পুরা ভক্তবিনিন্দকঃ॥ ২০

অলং ব্রতৈরলং তীর্থৈরলং যোগৈরলং মখৈঃ।
অলং জ্ঞানকথালাপৈর্ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা॥ ২১

সূত উবাচ

ইতি নারদনির্ণীতং স্বমাহাত্ম্যং নিশম্য সা।
সর্বাঙ্গপুষ্টিসংযুক্তা নারদং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২২

ভক্তিরুবাচ

অহো নারদ ধন্যোঽসি প্রীতিস্তে ময়ি নিশ্চলা।
ন কদাচিদ্বিমুঞ্চামি চিত্তে স্থাস্যামি সর্বদা॥ ২৩

কৃপালুনা ত্বয়া সাধো মদ্বাধা ধ্বংসিতা ক্ষণাৎ।
পুত্রয়োশ্চেতনা নাস্তি ততো বোধয় বোধয়॥ ২৪

সূত উবাচ

তস্যা বচঃ সমাকর্ণ্য কারুণ্যং নারদো গতঃ।
তয়োর্বোধনমারেভে করাগ্রেণ বিমর্দয়ন্॥ ২৫

মুখং সংযোজ্য কর্ণান্তে শব্দমুচ্চৈঃ সমুচ্চরন্।
জ্ঞান প্রবুধ্যতাং শীঘ্রং রে বৈরাগ্য প্রবুধ্যতাম্॥ ২৬

বেদবেদান্তঘোষৈশ্চ গীতাপাঠৈর্মুহুর্মুহুঃ।
বোধ্যমানৌ তদা তেন কথংচিচ্চোত্থিতৌ বলাৎ॥ ২৭

নেত্রৈরনবলোকন্তৌ জৃম্ভন্তৌ সালসাবুভৌ।
বকবৎ পলিতৌ প্রায়ঃ শুষ্ককাষ্ঠসমাঙ্গকৌ॥ ২৮

ক্ষুৎক্ষামৌ তৌ নিরীক্ষ্যৈব পুনঃ স্বাপপরায়ণৌ।
ঋষিশ্চিন্তাপরো জাতঃ কিং বিধেয়ং ময়েতি চ॥ ২৯

অহো নিদ্রা কথং যাতি বৃদ্ধত্বং চ মহত্তরম্।
চিন্তয়ন্নিতি গোবিন্দং স্মারয়ামাস ভার্গব॥ ৩০

বশীভূত হন ; গোপাঙ্গনারা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ ॥ ১৮ ॥ সহস্র জন্মের পুণ্যফলে মানুষের ভক্তিতে অনুরাগ হয়। কলিযুগে কেবল ভক্তি, শুধু ভক্তিই সার। ভক্তির টানে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সামনে এসে দাঁড়ান॥ ১৯ ॥ ভক্তির প্রতি যে অবজ্ঞা করে, শত্রুতা করে এই তিনলোকে তার কেবল দুঃখ আর দুঃখই প্রাপ্তি হয়। পুরাকালে ভক্তকে তিরস্কার করার জন্য দুর্বাসা মুনিকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল॥ ২০ ॥ ব্রত, তীর্থপর্যটন, যাগ, যজ্ঞ বা জ্ঞানচর্চা ইত্যাদি নানাবিধ সাধনের কোনও আবশ্যকতাই নেই ; একমাত্র ভক্তিই মুক্তিদায়িনী॥ ২১ ॥

সূত বললেন—নারদমুনির কাছে এইভাবে নিজের মাহাত্ম্য শুনে ভক্তির সর্বাঙ্গই পুষ্টিলাভ করল এবং তিনি নারদমুনিকে বলতে লাগলেন॥ ২২ ॥

ভক্তি বললেন—হে নারদমুনি ! আপনি ধন্য। আমার ওপরে আপনার নিশ্চলা প্রীতি রয়েছে। আমি সদাই আপনার হৃদয়ে থাকব, কখনও আপনাকে ছেড়ে যাব না॥ ২৩ ॥ হে সাধু ! আপনি অত্যন্ত কৃপালু। আপনি ক্ষণকাল মধ্যেই আমার সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন। কিন্তু আমার পুত্রদের অচেতনতা এখনও দূর হল না ; শীঘ্রই আপনি এদের চেতনা ফিরিয়ে দিন, এদের জাগিয়ে দিন ॥ ২৪ ॥

সূত বললেন—ভক্তির এই কথা শুনে নারদের বড়ই করুণা হল এবং তিনি হাত দিয়ে তাদের অঙ্গমর্দন করে জাগাবার চেষ্টা করলেন॥ ২৫ ॥ তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, আরে জ্ঞান, তাড়াতাড়ি জেগে ওঠো ; ওহে বৈরাগ্য ! তাড়াতাড়ি জেগে ওঠো ॥ ২৬ ॥ আবার বেদধ্বনি, বেদান্তবাক্য উচ্চারণ এবং বারবার গীতাপাঠ করে তিনি তাদের জাগালেন ; ফলে তারা কোনওপ্রকারে নিজেদের যথাসাধ্য শক্তিতে উঠে দাঁড়াল ॥ ২৭ ॥ কিন্তু আলস্যবশত হাই তুলতে লাগল, চোখ খুলতে পারল না। তাদের চুলগুলো বকের পালকের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুকনো কাঠের মতো নিস্তেজ ও শক্ত হয়ে গিয়েছিল॥ ২৮ ॥ এইরকম ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় তাদের আবার ঘুমোতে দেখে নারদের বড়ই চিন্তা হল এবং মনে মনে ভাবলেন এখন আমি কী করি ? ॥ ২৯ ॥ এদের এই নিদ্রা এবং তার চাইতেও গুরুতর বৃদ্ধাবস্থা কী করে দূর করি ? হে শৌনক !

ব্যোমবাণী তদৈবাভূন্মা ঋষে খিদ্যতামিতি।
উদ্যমঃ সফলস্তেঽয়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ৩১

এতদর্থং তু সৎকর্ম সুরর্ষে ত্বং সমাচর।
তত্তে কর্মাভিধাস্যন্তি সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।। ৩২

সৎকর্মণি কৃতে তস্মিন্ সনিদ্রা বৃদ্ধতানয়োঃ।
গমিষ্যতি ক্ষণাদ্ভক্তিঃ সর্বতঃ প্রসরিষ্যতি।। ৩৩ ।।

ইত্যাকাশবচঃ স্পষ্টং তৎসর্বৈরপি বিশ্রুতম্।
নারদো বিস্ময়ং লেভে নেদং জ্ঞাতমিতি ব্রুবন্।। ৩৪

নারদ উবাচ

অনয়াঽকাশবাণ্যাপি গোপ্যত্বেন নিরূপিতম্।
কিং বা তৎসাধনং কার্যং যেন কার্যং ভবেত্তয়োঃ।। ৩৫

ক্ব ভবিষ্যন্তি সন্তস্তে কথং দাস্যন্তি সাধনম্।
ময়াত্র কিং প্রকর্তব্যং যদুক্তং ব্যোমভাষয়া।। ৩৬

সূত উবাচ

তত্র দ্বাবপি সংস্থাপ্য নির্গতো নারদো মুনিঃ।
তীর্থং তীর্থং বিনিষ্ক্রম্য পৃচ্ছন্মার্গে মুনীশ্বরান্।। ৩৭

বৃত্তান্তঃ শ্রূয়তে সর্বৈঃ কিংচিন্নিশ্চিত্য নোচ্যতে।
অসাধ্যং কেচন প্রোচুর্দুর্জ্ঞেয়মিতি চাপরে।
মূকীভূতাস্তথান্যে তু কিয়ন্তস্তু পলায়িতাঃ।। ৩৮

হাহাকারো মহানাসীৎ ত্রৈলোক্যে বিস্ময়াবহঃ।
বেদবেদান্তঘোষৈশ্চ গীতাপাঠৈর্বিবোধিতম্।। ৩৯

ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং নোদতিষ্ঠৎ ত্রিকং যদা।
উপায়ো নাপরোঽস্তীতি কর্ণে কর্ণেঽজপঞ্জনাঃ।। ৪০

যোগিনা নারদেনাপি স্বয়ং ন জ্ঞায়তে তু যৎ।
তৎ কথং শক্যতে বক্তুমিতরৈরিহ মানুষৈঃ।। ৪১

এবমৃষিগণৈঃ পৃষ্টৈর্নির্ণীয়োক্তং দুরাসদম্।। ৪২

ততশ্চিন্তাতুরঃ সোঽথ বদরীবনমাগতঃ।
তপশ্চরামি চাত্রেতি তদর্থং কৃতনিশ্চয়ঃ।। ৪৩

এইরকম চিন্তা করতে করতে তিনি ভগবান গোবিন্দকে স্মরণ করতে লাগলেন ।। ৩০ ।। এমন সময় দৈববাণী হল যে 'হে মুনি ! দুঃখ করো না, তোমার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সফল হবে।। ৩১ ।। হে দেবর্ষি ! এর জন্য তুমি একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করো। সেই কর্মের কথা সন্তশিরোমণি সাধুরা বলে দেবেন ।। ৩২ ।। সেই সৎকর্মের অনুষ্ঠান করলেই এদের নিদ্রা এবং বৃদ্ধাবস্থা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে সর্বত্র ভক্তির প্রচার হবে' ।। ৩৩ ।। সেখানে সকলেই সেই দৈববাণী শুনতে পেলেন। নারদ খুবই অবাক হলেন এবং বললেন—'আমি তো ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না।' ।। ৩৪ ।।

নারদমুনি বললেন—'এই দৈববাণীও গুহ্যভাবে কথা বলেছে। এই বাণী বলেনি যে কোন্ সেই সাধন, যার দ্বারা এই কার্য সিদ্ধি হবে ।। ৩৫ ।। কে জানে কোথায় সেই সাধু পাওয়া যাবে আর কীভাবেই বা তাঁরা সেই সাধন দান করবেন ? দৈববাণী যা বলল সেইমতো আমারই বা এখন কী কর্তব্য ? ।।৩৬ ।।

সূত বললেন—হে শৌনক ! নারদমুনি তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ওখানে রেখে প্রস্থান করলেন এবং তীর্থে তীর্থে গিয়ে এবং পথের মধ্যেও মুনীশ্বরদের সাথে দেখা করে সেই সাধনের ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ।। ৩৭ ।। তাঁর সেই প্রশ্ন সকলেই শুনলেন কিন্তু কেউই কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না। কেউ বললেন, 'অসাধ্য' ; কেউ বললেন—'এর সঠিক বিবরণ অতি দুঃসাধ্য।' কেউ কেউ শুনে চুপ করে রইলেন, আবার কেউ কেউ নিজের অজ্ঞতা প্রকাশের ভয়ে এদিক ওদিক করে পাশ কাটিয়ে গেলেন।। ৩৮ ।। ত্রিভুবনে মহা আশ্চর্যজনক হাহাকার পড়ে গেল। সকলে নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করতে লাগল—'ভাই রে ! বেদধ্বনি, বেদান্তনির্ঘোষ, বারবার গীতাপাঠেও যখন ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে জাগান গেল না তখন আর কোনও উপায় নেই'।। ৩৯-৪০ ।। 'স্বয়ং যোগীরাজ নারদ পর্যন্ত যা জানেন না, অন্য কোনও সংসারী লোক সে ব্যাপার কিভাবে বলবে' ? ।। ৪১ ।। এইভাবে যে যে ঋষির কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁরা বিবেচনা করে বললেন যে, 'এই প্রশ্নের উত্তর বড়ই দুঃসাধ্য' ।। ৪২ ।।

নারদ তখন অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বদরিকা বনে এলেন। জ্ঞান-বৈরাগ্যকে জাগাবার জন্য সেখানে বসে

তাবদ্দদর্শ পুরতঃ সনকাদীন্মুনীশ্বরান্।
কোটিসূর্যসমাভাসানুবাচ মুনিসত্তমঃ।। ৪৪

নারদ উবাচ

ইদানীং ভূরিভাগ্যেন ভবদ্ভিঃ সংগমোঽভবৎ।
কুমারা ব্রুবতাং শীঘ্রং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি।। ৪৫

ভবন্তো যোগিনঃ সর্বে বুদ্ধিমন্তো বহুশ্রুতাঃ।
পঞ্চহায়নসংযুক্তাঃ পূর্বেষামপি পূর্বজাঃ।। ৪৬

সদা বৈকুণ্ঠনিলয়া হরিকীর্তনতৎপরাঃ।
লীলামৃতরসোন্মত্তাঃ কথামাত্রৈকজীবিনঃ।। ৪৭

হরিঃ শরণমেবং হি নিত্যং যেষাং মুখে বচঃ।
অতঃ কালসমাদিষ্টা জরা যুষ্মান্ন বাধতে।। ৪৮

যেষাং ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ দ্বারপালৌ হরেঃ পুরা।
ভূমৌ নিপতিতৌ সদ্যো যৎকৃপাতঃ পুরং গতৌ।। ৪৯

অহো ভাগ্যস্য যোগেন দর্শনং ভবতামিহ।
অনুগ্রহস্তু কর্তব্যো ময়ি দীনে দয়াপরৈঃ।। ৫০

অশরীরগিরোক্তং যত্তৎ কিং সাধনমুচ্যতাম্।
অনুষ্ঠেয়ং কথং তাবৎ প্রব্রুবন্তু সবিস্তরম্।। ৫১

ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং সুখমুৎপদ্যতে কথম্।
স্থাপনং সর্ববর্ণেষু প্রেমপূর্বং প্রযত্নতঃ।। ৫২

কুমারা উচুঃ

মা চিন্তাং কুরু দেবর্ষে হর্ষং চিত্তে সমাবহ।
উপায়ঃ সুখসাধ্যোঽত্র বর্ততে পূর্ব এব হি।। ৫৩

অহো নারদ ধন্যোঽসি বিরক্তানাং শিরোমণিঃ।
সদা শ্রীকৃষ্ণদাসানামগ্রণীর্যোগভাস্করঃ।। ৫৪

ত্বয়ি চিত্রং ন মন্তব্যং ভক্ত্যর্থমনুবর্তিনি।
ঘটতে কৃষ্ণদাসস্য ভক্তেঃ সংস্থাপনা সদা।। ৫৫

ঋষিভির্বহবো লোকে পন্থানঃ প্রকটীকৃতাঃ।
শ্রমসাধ্যাশ্চ তে সর্বে প্রায়ঃ স্বর্গফলপ্রদাঃ।। ৫৬

তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে 'আমি তপস্যা করব'।। ৪৩ ।। সেই সময় তিনি কোটি সূর্যের সমান তেজোময় সনকাদি মুনীশ্বরদের তাঁর সামনে দেখতে পেলেন। তাঁদের দেখে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ বললেন ।। ৪৪ ।।

নারদ বললেন—হে মহাত্মাগণ ! আজ বহু ভাগ্যের ফলে আপনাদের সাথে আমার মিলন হল, দয়া করে আপনারা আমাকে সেই সাধন শীঘ্রই বলুন ।। ৪৫ ।। আপনারা সকলে মহাযোগী, বুদ্ধিমান আর বিদ্বান। দেখতে আপনারা পাঁচ বছরের বালকের মতো কিন্তু আপনারা পূর্বপুরুষদেরও পূর্বজ।। ৪৬ ।। আপনারা সদাই বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন, নিরন্তর হরিগুণগানে মগ্ন থেকে শ্রীভগবৎলীলারস আস্বাদন করে সর্বদা তাতেই মত্ত রয়েছেন আর একমাত্র ভগবৎকথাই আপনাদের জীবনের আধার ।। ৪৭ ।। 'হরিঃ শরণম্' (ভগবানই আমার রক্ষক), এই বাক্য (মন্ত্র) সর্বদাই আপনাদের মুখে রয়েছে ; আর তার ফলে কালপ্রেরিত জরাও আপনাদের স্পর্শ করতে পারে না।। ৪৮ ।। পুরাকল্পে আপনাদের ভ্রূকুটি মাত্রে ভগবান বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় আর বিজয় মুহূর্তের মধ্যে বৈকুণ্ঠ থেকে মর্তে পতিত হয় আবার আপনাদেরই কৃপায় তারা বৈকুণ্ঠধাম পুনঃপ্রাপ্ত হয় ।। ৪৯ ।। অহো ! ধন্য আমি, অসীম সৌভাগ্যের ফলেই আজ আপনাদের দর্শন হল। আমি অতীব দীন আর আপনারা স্বভাবতই দয়ালু ; অতএব আমার ওপর আপনাদের অবশ্যই কৃপা করা উচিত।। ৫০ ।। দৈববাণী যে কথা বলেছেন সেই সাধনটি কী ? কীভাবেই বা সেটি অনুষ্ঠান করব ? আপনারা সবিস্তারে আমাকে তা বলুন।। ৫১ ।। ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এদের সুখ কীভাবে লাভ হবে ? আর কীভাবে সমস্ত বর্ণের মধ্যে প্রীতি ও যত্নের সঙ্গে এদের প্রতিষ্ঠা করা যায় ? ।। ৫২ ।।

সনকাদিকুমারগণ বললেন—দেবর্ষি ! আপনি চিন্তা করবেন না, মনে আনন্দ রাখুন ; এদের উদ্ধারের একটা অতি সহজ উপায় আগের থেকেই বিদ্যমান রয়েছে ।। ৫৩ ।। হে নারদ ! আপনি ধন্য ! আপনি বৈরাগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং শ্রীকৃষ্ণের দাসগণের শাশ্বত পথপ্রদর্শক এবং ভক্তিযোগের ভাস্কর।। ৫৪ ।। আপনি ভক্তির জন্য যে উদ্যোগ করছেন তা আপনার পক্ষে কোনও আশ্চর্য ব্যাপার নয়। ভগবৎ ভক্তদের সদাই ভক্তির স্থাপনা তো করাই উচিত ।। ৫৫ ।। মুনিঋষিরা

বৈকুণ্ঠসাধকঃ পন্থাঃ স তু গোপ্যো হি বর্ততে।
তস্যোপদেষ্টা পুরুষঃ প্রায়ো ভাগ্যেন লভ্যতে॥ ৫৭

সৎকর্ম তব নির্দিষ্টং ব্যোমবাচা তু যৎ পুরা।
তদুচ্যতে শৃণুষ্বাদ্য স্থিরচিত্তঃ প্রসন্নধীঃ॥ ৫৮

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ তে তু কর্মবিসূচকাঃ॥ ৫৯

সৎকর্মসূচকো নূনং জ্ঞানযজ্ঞঃ স্মৃতো বুধৈঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতালাপঃ স তু গীতঃ শুকাদিভিঃ ॥ ৬০

ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং তদ্‌ঘোষেণ বলং মহৎ।
ব্রজিষ্যতি দ্বয়োঃ কষ্টং সুখং ভক্তের্ভবিষ্যতি॥ ৬১

প্রলয়ং হি গমিষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতধ্বনেঃ।
কলের্দোষা ইমে সর্বে সিংহশব্দাদ্ বৃকা ইব॥ ৬২

জ্ঞানবৈরাগ্যসংযুক্তা ভক্তিঃ প্রেমরসাবহা।
প্রতিগেহং প্রতিজনং ততঃ ক্রীড়াং করিষ্যতি॥ ৬৩

নারদ উবাচ

বেদবেদান্তঘোষৈশ্চ গীতাপাঠৈঃ প্রবোধিতম্।
ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং নোদতিষ্ঠৎ ত্রিকং যদা॥ ৬৪

শ্রীমদ্ভাগবতালাপাত্তৎ কথং বোধমেষ্যতি।
তৎ কথাসু তু বেদার্থঃ শ্লোকে শ্লোকে পদে পদে॥ ৬৫

ছিন্দন্তু সংশয়ং হ্যেনং ভবন্তোঽমোঘদর্শনাঃ।
বিলম্বো নাত্র কর্তব্যঃ শরণাগতবৎসলাঃ॥ ৬৬

কুমারা ঊচুঃ

বেদোপনিষদাং সারাজ্জাতা ভাগবতী কথা।
অত্যুত্তমা ততো ভাতি পৃথগ্‌ভূতা ফলাকৃতিঃ॥ ৬৭

আমূলাগ্রং রসস্তিষ্ঠন্নাস্তে ন স্বাদ্যতে যথা।
স ভূয়ঃ সংপৃথগ্‌ভূতঃ ফলে বিশ্বমনোহরঃ ॥ ৬৮

সংসারে অনেক রকম সাধন মার্গ প্রকটিত করেছেন ; কিন্তু সেই সব মার্গই কষ্টসাধ্য এবং পরিণামে তারা প্রায় স্বর্গ প্রাপ্তিই করায় ॥ ৫৬ ॥ ভগবানকে পাওয়ার যে সাধন তা আজ পর্যন্ত গুপ্তই থেকে গেছে। তার উপদেষ্টা পুরুষ তো অতি সৌভাগ্যের ফলেই কদাচিৎ পাওয়া যায়॥ ৫৭ ॥ দৈববাণী আপনাকে যে সৎকর্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন, আমরা আপনাকে তা বলছি ; আপনি প্রসন্নমনে একাগ্রচিত্তে শুনুন॥ ৫৮ ॥

হে নারদ ! দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ—এ সবই তো কেবল স্বর্গাদি লাভের কর্মের ইঙ্গিত বহন করে॥ ৫৯ ॥ পণ্ডিতগণ জ্ঞানযজ্ঞকেই সৎকর্মের (মুক্তিদায়ক কর্মের) সূচক বলে মনে করেন। সেই কর্ম হল শ্রীমদ্ভাগবতের পারায়ণ (নিয়মিত সময়ের মধ্যে গ্রন্থপাঠ-সমাপ্তি), যার কীর্তন শুকদেবাদি মহানুভবেরা করেছেন॥ ৬০ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দ কানে গেলেই ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মহাশক্তি লাভ হবে। তার ফলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কষ্ট দূর হবে এবং ভক্তির আনন্দ হবে ॥ ৬১ ॥ সিংহের গর্জন শুনলে যেমন নেকড়ে বাঘেরা পালায়, তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতের ধ্বনিতে কলিযুগের সমস্ত দোষ নষ্ট হয়ে যাবে ॥ ৬২ ॥ তখন প্রেমরসপ্রবাহিনী ভক্তি তার দুই ছেলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি গৃহে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে ক্রীড়া করবেন ॥ ৬৩ ॥

নারদ বললেন—বেদ-বেদান্তের ধ্বনি এবং গীতাপাঠ করে আমি তাদের জাগাবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তবুও ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই তিনজন জাগেননি॥ ৬৪ ॥ এই অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবত শোনালে এরা কী করে জাগবে ? কারণ ওই ভাগবতকথার প্রতি শ্লোকে এবং প্রত্যেক পদেই সেই বেদেরই তো সারাংশ রয়েছে ॥ ৬৫ ॥ আপনারা শরণাগতবৎসল এবং আপনাদের দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, সেইজন্য আমার এই সন্দেহ আপনারা দূর করে দিন, দেরি করবেন না॥ ৬৬ ॥

সনকাদিকুমারগণ বললেন—শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বেদ ও উপনিষদের সারাংশ নিয়েই তৈরি। সুতরাং বেদ থেকে আলাদা এবং তার ফলস্বরূপ হওয়াতে শ্রীমদ্ভাগবত অতি উত্তম বলে মনে করা হয় ॥ ৬৭ ॥ গাছের শিকড় থেকে শুরু করে শাখাপ্রশাখা পর্যন্ত যেমন রসে সিক্ত থাকে কিন্তু

যথা দুগ্ধে স্থিতং সর্পির্ন স্বাদায়োপকল্পতে।
পৃথগ্‌ভূতং হি তদ্ গব্যং দেবানাং রসবর্ধনম্॥ ৬৯

ইক্ষূণামপি মধ্যান্তং শর্করা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
পৃথগ্‌ভূতা চ সা মিষ্টা তথা ভাগবতী কথা॥ ৭০

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং স্থাপনায় প্রকাশিতম্॥ ৭১

বেদান্তবেদসুস্নাতে গীতায়া অপি কর্তরি।
পরিতাপবতি ব্যাসে মুহ্যত্যজ্ঞানসাগরে॥ ৭২

তদা ত্বয়া পুরা প্রোক্তং চতুঃশ্লোকসমন্বিতম্।
তদীয়শ্রবণাৎ সদ্যো নির্বাধো বাদরায়ণঃ॥ ৭৩

তত্র তে বিস্ময়ঃ কেন যতঃ প্রশ্নকরো ভবান্।
শ্রীমদ্ভাগবতং শ্রাব্যং শোকদুঃখবিনাশনম্॥ ৭৪

নারদ উবাচ

যদ্দর্শনং চ বিনিহন্ত্যশুভানি সদ্যঃ
শ্রেয়স্তনোতি ভবদুঃখদবার্দিতানাম্।
নিঃশেষশেষমুখগীতকথৈকপানাঃ
প্রেমপ্রকাশকৃতয়ে শরণং গতোঽস্মি॥ ৭৫

ভাগ্যোদয়েন বহুজন্মসমর্জিতেন
সৎসঙ্গমং চ লভতে পুরুষো যদা বৈ।
অজ্ঞানহেতুকৃতমোহমদান্ধকার-
নাশং বিধায় হি তদোদয়তে বিবেকঃ॥ ৭৬

সেই অবস্থায় ওই রস আস্বাদন করা যায় না; সেই রসই বৃক্ষের ফলরূপে পরিণত হলে সংসারে সকলের কাছে প্রিয় হয়॥ ৬৮ ॥ দুধের মধ্যে ঘি তো থাকেই কিন্তু দুধের মধ্যে তার আলাদা স্বাদ পাওয়া যায় না; দুধ থেকে পৃথক হয়ে যখন ঘি উৎপন্ন হয় তখনই তা দেবতাদেরও স্বাদবর্ধক হয়ে যায় ॥ ৬৯ ॥ চিনি আখের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে কিন্তু আখ থেকে পৃথক করে প্রস্তুত চিনির স্বাদ খুবই বিশেষ ধরনের হয়। এই রকমই হল ভাগবত কথা ॥ ৭০ ॥ এই ভাগবতপুরাণ বেদের সমান। ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস এটি প্রকাশিত করেছেন ॥ ৭১ ॥ পুরাকালে একসময় যখন বেদবেদান্ত পারঙ্গম এবং গীতার মতো গ্রন্থের রচয়িতা ভগবান ব্যাসদেব দুঃখিত অন্তরে অজ্ঞানসমুদ্রে নিমগ্ন ছিলেন সেইসময় আপনিই তাঁকে চারটি শ্লোকে এর উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশ শুনেই তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায় ॥ ৭২-৭৩ ॥ সুতরাং এতে আপনার অবাক লাগছে কেন আর আপনি প্রশ্ন করছেন কেন? শোক ও দুঃখবিনাশকারী শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণই আপনার পক্ষে তাদের শোনানো উচিত ॥ ৭৪ ॥

নারদ বললেন—হে মহানুভব! আপনাদের দর্শন জীবের সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ দূর করে এবং সংসার-দুঃখরূপ দাবানলে তাপিত ব্যক্তির ওপর শীঘ্রই শান্তিবারি বর্ষণ করে। অনন্তনাগের সহস্রমুখনিঃসৃত ভগবৎকথামৃত গানই আপনারা নিরন্তর পান করেন। প্রেমলক্ষণ ভক্তির প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনাদের শরণ গ্রহণ করছি ॥ ৭৫ ॥ বহুজন্মের অর্জিত পুণ্যের উদয় হলে মানুষের যখন সৎসঙ্গ লাভ হয়, তখন তার অজ্ঞানজনিত মোহ ও মদ (গর্ব)-রূপ অন্ধকার নাশ হয়ে বিবেক জাগ্রত হয়॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে কুমারনারদসংবাদো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে কুমারনারদসংবাদ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

ভক্তির কষ্টের উপশম

নারদ উবাচ

জ্ঞানযজ্ঞং করিষ্যামি শুকশাস্ত্রকথোজ্জ্বলম্।
ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং স্থাপনার্থং প্রযত্নতঃ॥ ১
কুত্র কার্যো ময়া যজ্ঞঃ স্থলং তদ্বাচ্যতামিহ।
মহিমা শুকশাস্ত্রস্য বক্তব্যো বেদপারগৈঃ॥ ২
কিয়দ্ভির্দিবসৈঃ শ্রাব্যা শ্রীমদ্ভাগবতী কথা।
কো বিধিস্তত্র কর্তব্যো মমেদং ব্রুবতামিতঃ॥ ৩

নারদ বললেন—এখন আমি ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রীশুকদেব কথিত ভাগবতশাস্ত্রের কথামৃতের দ্বারা অতীব যত্ন সহকারে উজ্জ্বল জ্ঞানযজ্ঞ আরম্ভ করব॥ ১ ॥ এই যজ্ঞ যেখানে করব এরকম একটি উপযুক্ত স্থানের আপনারা নির্দেশ করুন। আপনারা বেদজ্ঞ অতএব শুকশাস্ত্রের মহিমা আমাকে জানান॥ ২ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতকথা কত দিনে শুনাতে হয় এবং তার বিধি-নিয়মাদি কী, তাও আমাকে বলুন ॥ ৩ ॥

কুমারা ঊচুঃ

শৃণু নারদ বক্ষ্যামো বিনম্রায় বিবেকিনে।
গঙ্গাদ্বারসমীপে তু তটমানন্দনামকম্॥ ৪
নানাঋষিগণৈর্জুষ্টং দেবসিদ্ধনিষেবিতম্।
নানাতরুলতাকীর্ণং নবকোমলবালুকম্॥ ৫
রম্যমেকান্তদেশস্থং হেমপদ্মসুসৌরভম্।
যৎসমীপস্থজীবানাং বৈরং চেতসি ন স্থিতম্॥ ৬
জ্ঞানযজ্ঞস্ত্বয়া তত্র কর্তব্যো হ্যপ্রযত্নতঃ।
অপূর্বরসরূপা চ কথা তত্র ভবিষ্যতি॥ ৭
পুরঃস্থং নির্বলং চৈব জরাজীর্ণকলেবরম্।
তদ্দ্বয়ং চ পুরস্কৃত্য ভক্তিস্তত্রাগমিষ্যতি॥ ৮
যত্র ভাগবতী বার্তা তত্র ভক্ত্যাদিকং ব্রজেৎ।
কথাশব্দং সমাকর্ণ্য তৎত্রিকং তরুণায়তে॥ ৯

সনকাদি কুমারগণ বললেন—হে নারদ ! আপনি অত্যন্ত বিনীত ও বিবেকশীল, সেইজন্য এই সবই আপনাকে বলছি, শুনুন। হরিদ্বারের কাছে আনন্দঘাট নামে গঙ্গার একটি ঘাট আছে ॥ ৪ ॥ সেখানে অনেক ঋষিরা বাস করেন, দেবতা ও সিদ্ধগণও সেখানে যান। জায়গাটি বৃক্ষ ও লতাপাতায় নিবিড় এবং স্থলভূমি নতুন মসৃণ বালিতে পরিপূর্ণ॥ ৫ ॥ এই ঘাটটি অতীব রমণীয় এবং নির্জন স্থানে অবস্থিত, সর্বদা স্বর্ণকমলের সুগন্ধে সুবাসিত। সেখানে বসবাসকারী সিংহ, হাতি ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী প্রাণীদের মধ্যেও কোনও শত্রুভাব নেই ॥ ৬ ॥ আপনি সেখানে গিয়ে বিশেষ রকম কোনও প্রযত্ন ছাড়াই জ্ঞানযজ্ঞ আরম্ভ করুন, সেখানে স্থানমাহাত্ম্যের ফলে কথায় অপূর্ব রসের উদয় হবে॥ ৭ ॥ ভক্তিদেবীও তাঁর চোখের সামনে নির্বল ও জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকা জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবেন॥ ৮ ॥ কারণ ভাগবতকথা যেখানেই হোক না কেন, সেখানে ভক্তিদেবী আপনি আপনিই পৌঁছে যান এবং এই ভাগবতকথা কানে গেলেই এই তিনজনে তারুণ্য প্রাপ্ত হবেন॥ ৯ ॥

সূত উবাচ

এবমুক্ত্বা কুমারাস্তে নারদেন সমং ততঃ।
গঙ্গাতটং সমাজগ্মুঃ কথাপানায় সত্বরাঃ॥ ১০
যদা যাতাস্তটং তে তু তদা কোলাহলোঽপ্যভূৎ।
ভূর্লোকে দেবলোকে চ ব্রহ্মলোকে তথৈব চ॥ ১১
শ্রীভাগবতপীযূষপানায় রসলম্পটাঃ।
ধাবন্তোঽপ্যাযযুঃ সর্বে প্রথমং যে চ বৈষ্ণবাঃ॥ ১২

সূত বললেন—এই কথা বলে সনকাদিকুমারগণও নারদের সাথে শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত পান করার লোভে সেখান থেকে সত্বর গঙ্গাতটে উপস্থিত হলেন ॥ ১০ ॥ তাঁরা যখন সেই গঙ্গাতটে পৌঁছলেন তারমধ্যেই ভূলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক সর্বত্র এই সংবাদ রটে গেছে ॥

ভৃগুর্বসিষ্ঠশ্চ্যবনশ্চ গৌতমো
মেধাতিথির্দেবলদেবরাতৌ।
রামস্তথা গাধিসুতশ্চ শাকলো
মৃকণ্ডুপুত্রাত্রিজপিপ্পলাদাঃ॥ ১৩
যোগেশ্বরৌ ব্যাসপরাশরৌ চ
ছায়াশুকো জাজলিজহ্নুমুখ্যাঃ।
সর্বেঽপ্যমী মুনিগণাঃ সহপুত্রশিষ্যাঃ
স্বস্ত্রীভিরাযযুরতিপ্রণয়েন যুক্তাঃ॥ ১৪
বেদান্তানি চ বেদাশ্চ মন্ত্রাস্তন্ত্রাঃ সমূর্তয়ঃ।
দশসপ্তপুরাণানি ষট্শাস্ত্রাণি তথাঽযযুঃ॥ ১৫
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তত্র পুষ্করাদিসরাংসি চ।
ক্ষেত্রাণি চ দিশঃ সর্বা দণ্ডকাদিবনানি চ॥ ১৬
নগাদয়ো যযুস্তত্র দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
গুরুত্বাত্তত্র নায়াতান্ ভৃগুঃ সম্বোধ্য চানয়ৎ ॥ ১৭
দীক্ষিতা নারদেনাথ দত্তমাসনমুত্তমম্।
কুমারা বন্দিতাঃ সর্বৈর্নিষেদুঃ কৃষ্ণতৎপরাঃ॥ ১৮
বৈষ্ণবাশ্চ বিরক্তাশ্চ ন্যাসিনো ব্রহ্মচারিণঃ।
মুখভাগে স্থিতাস্তে চ তদগ্রে নারদঃ স্থিতঃ॥ ১৯
একভাগে ঋষিগণাস্তদন্যত্র দিবৌকসঃ।
বেদোপনিষদোঽন্যত্র তীর্থান্যত্র স্ত্রিয়োঽন্যতঃ ॥ ২০
জয়শব্দো নমঃশব্দঃ শঙ্খশব্দস্তথৈব চ।
চূর্ণলাজাপ্রসূনানাং নিক্ষেপঃ সুমহানভূৎ ॥ ২১
বিমানানি সমারুহ্য কিয়ন্তো দেবনায়কাঃ।
কল্পবৃক্ষপ্রসূনৈস্তান্ সর্বাংস্তত্র সমাকিরন্॥ ২২

সূত উবাচ

এবং তেষ্বেকচিত্তেষু শ্রীমদ্ভাগবতস্য চ।
মাহাত্ম্যমূচিরে স্পষ্টং নারদায় মহাত্মনে॥ ২৩

কুমারা ঊচুঃ

অথ তে বর্ণ্যতেঽস্মাভির্মহিমা শুকশাস্ত্রজঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুক্তিঃ করতলে স্থিতা॥ ২৪
সদা সেব্যা সদা সেব্যা শ্রীমদ্ভাগবতী কথা।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ হরিশ্চিত্তং সমাশ্রয়েৎ ॥ ২৫

১১ ॥ ভগবৎকথারসিক বিষ্ণুভক্তেরা যে যেখানে ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতামৃত পান করার জন্য সকলের আগে দৌড়ে দৌড়ে আসতে লাগলেন॥ ১২ ॥ ভৃগু, বশিষ্ঠ, চ্যবন, গৌতম, মেধাতিথি, দেবল, দেবরাত, পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, শাকল, মার্কণ্ডেয়, দত্তাত্রেয়, পিপ্পলাদ, যোগেশ্বর ব্যাস এবং পরাশর, ছায়াশুক, জাজলি এবং জহ্নু আদি সব প্রধান প্রধান মুনিগণই আপনাপন পুত্র, শিষ্য ও সহধর্মিণীদের নিয়ে আনন্দের সাথে সেখানে এলেন ॥ ১৩-১৪ ॥ এ ছাড়া বেদ, বেদান্ত (উপনিষদ), মন্ত্র, তন্ত্র, সপ্তদশ পুরাণ এবং ছয় শাস্ত্র মূর্তিধারণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন॥ ১৫ ॥

গঙ্গা ইত্যাদি নদী, পুষ্করাদি সরোবর, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্র, দিক্ সমূহ, দণ্ডকাদি অরণ্য, হিমালয়াদি পর্বত এবং দেব গন্ধর্ব ও দানবাদি সকলেই সেই ভাগবত-কথা শোনার জন্য এসে গেলেন। যাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে আসতে চাইলেন না, মহর্ষি ভৃগু তাঁদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

তখন কথা শোনাবার জন্য দীক্ষিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ সনকাদি কুমারগণ নারদপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন। সমস্ত শ্রোতারা তাঁদের বন্দনা করলেন॥ ১৮ ॥ শ্রোতাদের মধ্যে বৈষ্ণব, বৈরাগী, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ সকলের সামনে বসলেন, তাঁদেরও সামনে বসলেন নারদ॥ ১৯ ॥ একদিকে ঋষিগণ, অপরদিকে দেবতারা, অন্যদিকে বেদ ও উপনিষদাদি আর একদিকে তীর্থগণ বসলেন আর অন্যদিকে স্ত্রীলোকেরা বসলেন॥ ২০ ॥ চারদিকে জয়জয়কার, বাচিক নমস্কার শব্দ ও শঙ্খধ্বনি হতে লাগল আর আবীর-গুলাল, খৈ, ফুল বর্ষণ হতে থাকল॥ ২১ ॥ কোনও কোনও দেবশ্রেষ্ঠগণ তো বিমানে চড়ে সেখানে উপবিষ্ট সকলের ওপর কল্পবৃক্ষের পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন॥ ২২ ॥

সূত বললেন—এইভাবে পূজা ও সম্মানাদি প্রদর্শন পর্ব শেষ হলে যখন সকলে একাগ্রচিত্ত হলেন তখন সনকাদি ঋষিগণ মহাত্মা নারদকে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বিশদভাবে শোনাতে লাগলেন॥ ২৩ ॥

সনকাদি মুনিগণ বললেন—আমরা এখন আপনাদের এই ভাগবতশাস্ত্রের মহিমা শোনাব। এই মহিমা শ্রবণমাত্রই মুক্তি করতলগতা হন॥ ২৪ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতকথা সর্বদা সেবন ও আস্বাদন করা উচিত। এই কথা শ্রবণমাত্রই

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ।
পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদঃ শৃণু ভাগবতং চ তৎ॥ ২৬
তাবৎ সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতেঽজ্ঞানতঃ পুমান্।
যাবৎ কর্ণগতা নাস্তি শুকশাস্ত্রকথা ক্ষণম্॥ ২৭
কিং শ্রুতৈর্বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ পুরাণৈশ্চ ভ্রমাবহৈঃ।
একং ভাগবতং শাস্ত্রং মুক্তিদানেন গর্জতি॥ ২৮
কথা ভাগবতস্যাপি নিত্যং ভবতি যদ্গৃহে।
তদ্গৃহং তীর্থরূপং হি বসতাং পাপনাশনম্॥ ২৯
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
শুকশাস্ত্রকথায়াশ্চ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৩০
তাবৎ পাপানি দেহেঽস্মিন্নিবসন্তি তপোধনাঃ।
যাবন্ন শ্রূয়তে সম্যক্ শ্রীমদ্ভাগবতং নরৈঃ॥ ৩১
ন গঙ্গা ন গয়া কাশী পুষ্করং ন প্রয়াগকম্।
শুকশাস্ত্রকথায়াশ্চ ফলেন সমতাং নয়েৎ॥ ৩২
শ্লোকার্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্।
পঠস্ব স্বমুখেনৈব যদীচ্ছসি পরাং গতিম্॥ ৩৩
বেদাদির্বেদমাতা চ পৌরুষং সূক্তমেব চ।
ত্রয়ী ভাগবতং চৈব দ্বাদশাক্ষর এব চ॥ ৩৪
দ্বাদশাত্মা প্রয়াগশ্চ কালঃ সংবৎসরাত্মকঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চাগ্নিহোত্রং চ সুরভির্দ্বাদশী তথা॥ ৩৫
তুলসী চ বসন্তশ্চ পুরুষোত্তম এব চ।
এতেষাং তত্ত্বতঃ প্রাজ্ঞৈর্ন পৃথগ্ভাব ইষ্যতে॥ ৩৬
যশ্চ ভাগবতং শাস্ত্রং বাচয়েদর্থতোঽনিশম্।
জন্মকোটিকৃতং পাপং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৭
শ্লোকার্ধং শ্লোকপাদং বা পঠেদ্ভাগবতং চ যঃ।
নিত্যং পুণ্যমবাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ॥ ৩৮
উক্তং ভাগবতং নিত্যং কৃতং চ হরিচিন্তনম্।
তুলসীপোষণং চৈব ধেনূনাং সেবনং সমম্॥ ৩৯
অন্তকালে তু যেনৈব শ্রূয়তে শুকশাস্ত্রবাক্।
প্রীত্যা তস্যৈব বৈকুণ্ঠং গোবিন্দোঽপি প্রযচ্ছতি॥ ৪০

ভগবান শ্রীহরি হৃদয়ে এসে আসন গ্রহণ করেন॥ ২৫ ॥ এই গ্রন্থে আঠারো হাজার শ্লোক এবং বারোটি স্কন্ধ আছে এবং রাজা পরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেবের কথোপকথনে এটি সমৃদ্ধ। আপনারা এই ভাগবতশাস্ত্র মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন॥ ২৬ ॥ যতদিন পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও এই শুকশাস্ত্রের কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে ততদিন পর্যন্ত মানুষ অজ্ঞানবশত সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করতেই থাকে॥ ২৭ ॥ অনেকানেক শাস্ত্র ও পুরাণ শ্রবণে কী লাভ ? এতে তো বৃথা ভ্রম (সংশয়ই) বাড়তে থাকে। মুক্তি প্রদানের জন্য তো একমাত্র ভাগবত শাস্ত্রই উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করছে॥ ২৮ ॥ যে গৃহে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ হয়, সেই গৃহ তীর্থের রূপ ধারণ করে এবং যারা সেখানে বাস করে তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়॥ ২৯ ॥ বহু হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত শত বাজপেয় যজ্ঞও এই শুকশাস্ত্রকথার ষোল ভাগের একভাগের সমকক্ষ নয়॥ ৩০ ॥ হে তপোধনগণ ! শ্রীমদ্ভাগবত যতক্ষণ না সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের শরীরে পাপ ভর করে থাকে ॥ ৩১ ॥ ফলের দৃষ্টিতে গয়া, গঙ্গা, কাশী, পুষ্কর বা প্রয়াগ কোনও তীর্থই এই শুকশাস্ত্রকথা শ্রবণের ফলের সমান হতে পারে না॥ ৩২ ॥

যদি আপনাদের পরম গতি প্রাপ্তির ইচ্ছা হয় তাহলে উচ্চারণ করেই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্ধ বা একচতুর্থাংশ শ্লোক নিত্য নিয়মিত পাঠ করুন॥ ৩৩ ॥ ওঁকার, গায়ত্রী, পুরুষসূক্ত, তিনটি বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত, 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, দ্বাদশমূর্তি সূর্যদেব, প্রয়াগ, সংবৎসররূপ কাল, ব্রাহ্মণ, অগ্নিহোত্র, গো, দ্বাদশী তিথি, তুলসী, বসন্ত ঋতু এবং ভগবান পুরুষোত্তম—পণ্ডিতেরা এদের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখেন না॥ ৩৪-৩৬ ॥ যে মানুষ অর্থবোধসহ সদাই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র পাঠ করে—তার কোটি জন্মের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায় এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই॥ ৩৭ ॥ ভাগবতের শ্লোকার্ধ বা একচতুর্থাংশ শ্লোকও যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করে তার রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৩৮ ॥ নিত্য ভাগবতপাঠ, শ্রীহরির ধ্যান, তুলসীবৃক্ষে জল সিঞ্চন এবং গোসেবা—এই চারটি কর্ম সমফলদায়ক॥ ৩৯ ॥ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যে ভাগবতের শ্লোক শ্রবণ করে ভগবান তার ওপর

হেমসিংহযুতং চৈতদ্বৈষ্ণবায় দদাতি চ।
কৃষ্ণেন সহ সাযুজ্যং স পুমাঁল্লভতে ধ্রুবম্॥ ৪১

আজন্মমাত্রমপি যেন শঠেন কিংচি-
চ্চিত্তং বিধায় শুকশাস্ত্রকথা ন পীতা।
চাণ্ডালবচ্চ খরবদ্বত তেন নীতং
মিথ্যা স্বজন্ম জননীজনিদুঃখভাজা॥ ৪২

জীবচ্ছবো নিগদিতঃ স তু পাপকর্মা
যেন শ্রুতং শুককথাবচনং ন কিংচিৎ।
ধিক্ তং নরং পশুসমং ভুবি ভাররূপ-
মেবং বদন্তি দিবি দেবসমাজমুখ্যাঃ॥ ৪৩

দুর্লভৈব কথা লোকে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ভবা।
কোটিজন্মসমুত্থেন পুণ্যেনৈব তু লভ্যতে॥ ৪৪

তেন যোগনিধে ধীমন্ শ্রোতব্যা সা প্রযত্নতঃ।
দিনানাং নিয়মো নাস্তি সর্বদা শ্রবণং মতম্॥ ৪৫

সত্যেন ব্রহ্মচর্যেণ সর্বদা শ্রবণং মতম্।
অশক্যত্বাৎ কলৌ বোধ্যো বিশেষোঽত্র শুকাজ্ঞয়া॥ ৪৬

মনোবৃত্তিজয়শ্চৈব নিয়মাচরণং তথা।
দীক্ষা কর্তুমশক্যত্বাৎ সপ্তাহশ্রবণং মতম্॥ ৪৭

শ্রদ্ধাতঃ শ্রবণে নিত্যং মাঘে তাবদ্ধি যৎ ফলম্।
তৎ ফলং শুকদেবেন সপ্তাহশ্রবণে কৃতম্॥ ৪৮

মনসশ্চাজয়াদ্রোগাৎ পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ।
কলের্দোষবহুত্বাচ্চ সপ্তাহশ্রবণং মতম্॥ ৪৯

যৎ ফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা।
অনায়াসেন তৎ সর্বং সপ্তাহশ্রবণে লভেৎ॥ ৫০

যজ্ঞাদ্‌গর্জতি সপ্তাহঃ সপ্তাহো গর্জতি ব্রতাৎ।
তপসো গর্জতি প্রোচ্চৈস্তীর্থান্নিত্যং হি গর্জতি॥ ৫১

যোগাদ্‌গর্জতি সপ্তাহো ধ্যানাজ্‌জ্ঞানাচ্চ গর্জতি।
কিং ব্রূমো গর্জনং তস্য রে রে গর্জতি গর্জতি॥ ৫২

প্রসন্ন হয়ে তাকে বৈকুণ্ঠলোকে স্থান দেন ॥ ৪০ ॥ সোনার সিংহাসনে রেখে বিষ্ণুভক্তকে যে এই ভাগবত গ্রন্থ দান করে সে অবশ্যই ভগবৎ সাযুজ্য লাভ করে॥ ৪১ ॥

সারাজীবনে চিত্তকে একাগ্র করে যে দুষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের সামান্য রসাস্বাদনও না করেছে সে তো নিজের জন্মটাই চণ্ডাল ও গাধার মতো ব্যর্থভাবেই কাটিয়েছে ; তার জন্ম তো শুধু মাকে প্রসব যন্ত্রণা দেবার জন্যই হয়েছে॥ ৪২ ॥ এই শুকশাস্ত্রের সামান্য কিছু কথাও যে শোনেনি সেই পাপাত্মা তো জীবনধারণ করেও মৃতের সমান। 'পৃথিবীর ভারস্বরূপ সেই পশুতুল্য মানুষকে ধিক্'—স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদি দেবরাজগণ এই কথা আলোচনা করে থাকেন॥ ৪৩ ॥

সংসারে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রবণের সুযোগ পাওয়া অবশ্যই কঠিন ; কোটি জন্মের পুণ্য একত্রে সঞ্চিত হলে তবেই এই সুযোগ আসে॥ ৪৪ ॥ হে নারদ ! আপনি বুদ্ধিমান ও যোগনিধি, আপনি মন দিয়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করুন। এই শ্রবণের জন্য কোনও দিনক্ষণের প্রয়োজন নেই, এই কথা শ্রবণ সদাই মঙ্গলকারী॥ ৪৫ ॥ সত্যভাষণ ও ব্রহ্মচর্য ধারণ করে শ্রবণ করা শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। কিন্তু কলিযুগে এত সব হয়ে ওঠা কঠিন ; সেইজন্য শুকদেব যে বিশেষ বিধি বলে গেছেন, সেটি জেনে নেওয়া দরকার॥ ৪৬ ॥ অনেকদিন ধরে চিত্তবৃত্তিকে বশে রাখা, নিজেকে নিয়মে বেঁধে রেখে কোনও শুভকার্যের জন্য দীক্ষিত হয়ে থাকা কলিযুগে খুবই কঠিন ; এইজন্য সপ্তাহ শ্রবণের বিধি রয়েছে॥ ৪৭ ॥ শ্রদ্ধার সাথে যে কোনও সময় শ্রবণ করলে অথবা মাঘ মাসে শ্রবণ করলে যে ফল লাভ হয়, সপ্তাহ ধরে শ্রবণে সেই ফলই লাভ হয়, শুকদেব একথা নির্ধারণ করে দিয়েছেন॥ ৪৮ ॥ মনের অসংযম, রোগের প্রকোপ এবং আয়ুর স্বল্পতা এবং কলিযুগে অনেক দোষের সম্ভাবনার দরুনই সপ্তাহ শ্রবণের বিধান করা হয়েছে॥ ৪৯ ॥ তপস্যা, যোগসাধন ও সমাধির দ্বারা যে ফল লাভ করা যায় না সেই ফল ভাগবতের সপ্তাহ শ্রবণে সহজেই লাভ করা যায়॥ ৫০ ॥ এই সপ্তাহশ্রবণ যজ্ঞ, তপস্যার থেকে অধিক ফলদায়ী। তীর্থভ্রমণের চেয়ে তো সর্বদাই অধিক, যোগসাধনের চেয়েও অধিক তো বটেই—এমন কী ধ্যান এবং জ্ঞানের চেয়েও বেশি ফলদায়ী। এর বৈশিষ্ট্য কত আর বলা যায়, এ তো সমস্ত সাধনার থেকেও অধিক

শৌনক উবাচ

সাশ্চর্যমেতৎ কথিতং কথানকং
জ্ঞানাদিধর্মান্ বিগণয্য সাম্প্রতম্।
নিঃশ্রেয়সে ভাগবতং পুরাণং
জাতং কুতো যোগবিদাদিসূচকম্॥ ৫৩

সূত উবাচ

যদা কৃষ্ণো ধরাং ত্যক্ত্বা স্বপদং গন্তুমুদ্যতঃ।
একাদশং পরিশ্রুত্যাপ্যুদ্ধবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫৪

উদ্ধব উবাচ

ত্বং তু যাস্যসি গোবিন্দ ভক্তকার্যং বিধায় চ।
মচ্চিত্তে মহতী চিন্তা তাং শ্রুত্বা সুখমাবহ॥ ৫৫

আগতোঽয়ং কলির্ঘোরো ভবিষ্যন্তি পুনঃ খলাঃ।
তৎসঙ্গেনৈব সন্তোঽপি গমিষ্যন্ত্যুগ্রতাং যদা॥ ৫৬

তদা ভারবতী ভূমির্গোরূপেয়ং কমাশ্রয়েৎ।
অন্যো ন দৃশ্যতে ত্রাতা ত্বত্তঃ কমললোচন॥ ৫৭

অতঃ সৎসু দয়াং কৃত্বা ভক্তবৎসল মা ব্রজ।
ভক্তার্থং সগুণো জাতো নিরাকারোঽপি চিন্ময়ঃ॥ ৫৮

ত্বদ্বিয়োগেন তে ভক্তাঃ কথং স্থাস্যন্তি ভূতলে।
নির্গুণোপাসনে কষ্টমতঃ কিংচিদ্‌বিচারয়॥ ৫৯

ইত্যুদ্ধববচঃ শ্রুত্বা প্রভাসেঽচিন্তয়দ্ধরিঃ।
ভক্তাবলম্বনার্থায় কিং বিধেয়ং ময়েতি চ॥ ৬০

স্বকীয়ং যদ্‌ভবেত্তেজস্তচ্চ ভাগবতেঽদধাৎ।
তিরোধায় প্রবিষ্টোঽয়ং শ্রীমদ্ভাগবতার্ণবম্॥ ৬১

তেনেয়ং বাঙ্ময়ী মূর্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ততে হরেঃ।
সেবনাচ্ছ্রবণাৎ পাঠাদ্দর্শনাৎ পাপনাশিনী॥ ৬২

সপ্তাহশ্রবণং তেন সর্বেভ্যোঽপ্যধিকং কৃতম্।
সাধনানি তিরস্কৃত্য কলৌ ধর্মোঽয়মীরিতঃ॥ ৬৩

দুঃখদারিদ্র্যদৌর্ভাগ্যপাপপ্রক্ষালনায় চ।
কামক্রোধজয়ার্থং হি কলৌ ধর্মোঽয়মীরিতঃ॥ ৬৪

ফলদায়ক॥ ৫১-৫২ ॥

শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—হে সূত ! এ তো আপনি আশ্চর্য কথা বললেন। অবশ্যই এই ভাগবতপুরাণ যোগবেত্তা ব্রহ্মারও আদিকারণ নারায়ণকে নিরূপণ করে ; কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য সম্পাদিত জ্ঞানাদি সব সাধনকে নগণ্য করে এই যুগে সেই সব সাধনের চেয়েও ভাগবতীকথা কী করে বড় হল ? ॥ ৫৩ ॥

সূত বললেন—হে শৌনক ! মর্তধাম ছেড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর শ্রীমুখ থেকে একাদশ স্কন্ধের জ্ঞানোপদেশ শুনে উদ্ধবও এই প্রশ্ন করেছিলেন॥ ৫৪ ॥

উদ্ধব বলেন—হে গোবিন্দ ! আপনার ভক্তদের কার্য সমাপন করে আপনি নিজ পরমধামে যাচ্ছেন ; কিন্তু আমার মনে একটা মহতী চিন্তার উদয় হয়েছে। সেই সংশয় নিরসন করে আপনি আমাকে শান্ত করুন॥ ৫৫ ॥ অতি শীঘ্রই কলিকাল আসছে, তাই সংসারে অনেক দুষ্ট লোকের প্রাদুর্ভাব হবে, তাদের সংসর্গে অনেক সৎব্যক্তিও উগ্র স্বভাবের হয়ে যাবে। তখন তাদের ভারে পীড়িতা হয়ে গো-রূপিণী ধরিত্রী কার শরণ নেবে ? হে কমলনয়ন ! আমি তো আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে এর রক্ষাকর্তা দেখছি না॥ ৫৬-৫৭ ॥ সুতরাং হে ভক্তবৎসল ! আপনি সাধুদের প্রতি কৃপা করে এখান থেকে যাবেন না। হে ভগবান ! আপনি বস্তুতঃ নিরাকার ও চিন্মাত্র হয়েও শুধুমাত্র ভক্তের জন্যই তো এই সগুণ রূপ ধারণ করেছেন॥ ৫৮ ॥ তাহলে আপনার বিয়োগে এই ভক্তজন পৃথিবীতে কী করে বাস করবে ? নির্গুণ উপাসনা তো বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। সুতরাং অন্য কিছু চিন্তা করুন॥ ৫৯ ॥

প্রভাসক্ষেত্রে উদ্ধবের ওই কথা শুনে ভগবান চিন্তা করতে লাগলেন যে ভক্তদের আশ্রয়ের জন্য আমার কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ?॥ ৬০ ॥ হে শৌনক ! ভগবান তখন তাঁর সমস্ত শক্তি ভাগবতের মধ্যে রেখে দিলেন ; তিনি অন্তর্ধান করে এই ভাগবতসমুদ্রে প্রবেশ করে গেলেন॥ ৬১ ॥ তাই এই ভাগবত ভগবানের সাক্ষাৎ শব্দময়ী মূর্তি। এঁর পূজা, শ্রবণ, পাঠ অথবা শুধুমাত্র দর্শনেই মানুষের সব পাপ নাশ হয়ে যায়॥ ৬২ ॥ এইজন্য এই ভাগবতের সপ্তাহশ্রবণ সর্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করা হয়। আর কলিযুগে তো অন্য সমস্ত সাধনের চেয়ে এই ভাগবত ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে॥ ৬৩ ॥ কলিকালে এই

অন্যথা বৈষ্ণবী মায়া দেবৈরপি সুদুস্ত্যজা।
কথং ত্যাজ্যা ভবেৎ পুম্ভিঃ সপ্তাহোঽতঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ৬৫

সূত উবাচ

এবং নগাহশ্রবণোরুধর্মে
প্রকাশ্যমানে ঋষিভিঃ সভায়াম্।
আশ্চর্যমেকং সমভূত্তদানীং
তদুচ্যতে সংশৃণু শৌনক ত্বম্॥ ৬৬
ভক্তিঃ সুতৌ তৌ তরুণৌ গৃহীত্বা
প্রেমৈকরূপা সহসাঽবিরাসীৎ।
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে
নাথেতি নামানি মুহুর্বদন্তী॥ ৬৭
তাং চাগতাং ভাগবতার্থভূষাং
সুচারুবেষাং দদৃশুঃ সদস্যাঃ।
কথং প্রবিষ্টা কথমাগতেয়ং
মধ্যে মুনীনামিতি তর্কয়ন্তঃ॥ ৬৮
উচুঃ কুমারা বচনং তদানীং
কথার্থতো নিষ্পতিতাধুনেয়ম্।
এবং গিরঃ সা সসুতা নিশম্য
সনৎকুমারং নিজগাদ নম্রা॥ ৬৯

ভক্তিরুবাচ

ভবদ্ভিরদ্যৈব কৃতাস্মি পুষ্টা
কলিপ্রণষ্টাপি কথারসেন।
ক্বাহং তু তিষ্ঠাম্যধুনা ব্রুবন্তু
ব্রাহ্মা ইদং তাং গিরমূচিরে তে॥ ৭০
ভক্তেষু গোবিন্দস্বরূপকর্ত্রী
প্রেমৈকধর্ত্রী ভবরোগহন্ত্রী।
সা ত্বং চ তিষ্ঠস্ব সুধৈর্যসংশ্রয়া
নিরন্তরং বৈষ্ণবমানসানি॥ ৭১
ততোঽপি দোষাঃ কলিজা ইমে ত্বাং
দ্রষ্টুং ন শক্তাঃ প্রভবোঽপি লোকে।
এবং তদাজ্ঞাবসরেঽপি ভক্তি-
স্তদা নিষণ্ণা হরিদাসচিত্তে॥ ৭২
সকলভুবনমধ্যে নির্ধনাস্তেঽপি ধন্যা
নিবসতি হৃদি যেষাং শ্রীহরের্ভক্তিরেকা।

শাস্ত্রই হল এমন একটি ধর্ম যা দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য আর পাপ মোচন করে দেয় এবং কামক্রোধাদি রিপুর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে॥ ৬৪ ॥ নচেৎ ভগবানের এই মায়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেখানে দেবগণের পক্ষেও দুঃসাধ্য সেখানে মানুষের আর কী কথা ! সুতরাং এই মায়ামোহ মুক্তির জন্যেও সপ্তাহশ্রবণের বিধান করা হয়েছে॥ ৬৫ ॥

সূত বললেন—হে শৌনক ! সনকাদি মুনীশ্বরগণ যখন সপ্তাহশ্রবণের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন সভায় একটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। আমি সেই কাহিনী তোমাকে বলছি, শোনো॥ ৬৬ ॥ তরুণাবস্থা প্রাপ্ত তাঁর দুই ছেলেকে সাথে নিয়ে বিশুদ্ধ প্রেমরূপা ভক্তিদেবী বারবার 'শ্রীকৃষ্ণ ! গোবিন্দ ! হরে ! মুরারে ! হে নাথ ! নারায়ণ ! বাসুদেব !' ইত্যাদি ভগবন্নাম উচ্চারণ করতে করতে অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন ॥ ৬৭ ॥ সমস্ত সভাসদেরা দেখল যে পরমাসুন্দরী ভক্তিরাণী ভাগবতের অর্থের ভূষণ ধারণ করে সেখানে এসেছেন, মুনিগণের সেই সভায় সকলে আলোচনা করতে লাগলেন ইনি এখানে কীভাবে এলেন ॥ ৬৮ ॥ তখন সনকাদি মুনিগণ বললেন—'এই ভক্তিদেবী এইমাত্র ভাগবতকথার অর্থ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন।' তাঁদের এই কথা শুনে ভক্তি তাঁর পুত্রদের সাথে অত্যন্ত বিনম্রভাবে সনৎকুমারদের বললেন॥ ৬৯ ॥

ভক্তিদেবী বললেন—কলিযুগে আমি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলাম, আপনাদের কথামৃত সিঞ্চন আমাকে আবার পুষ্ট করেছে। এখন আপনারা বলুন যে আমি কোথায় থাকব ? এই কথা শুনে সনকাদি মুনিগণ বললেন—॥ ৭০ ॥ 'তুমি ভক্তদের কাছে ভগবানের স্বরূপ প্রদান-কারিণী, অনন্য প্রেমদায়িনী এবং ভবরোগ নির্মূলকারিণী ; অতএব ধৈর্য ধারণ করে তুমি নিত্যনিরন্তর বিষ্ণুভক্তদের হৃদয়ে বাস করো॥ ৭১ ॥ এই কলিযুগের দোষসকল সর্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার করলেও সেখানে তোমার ওপর দৃষ্টি পর্যন্ত ফেলতে পারবে না।' এইভাবে তাঁদের অনুমতি পাওয়ামাত্রই ভক্তিদেবী অবিলম্বে ভগবদ্‌ভক্তগণের হৃদয়ে গিয়ে স্থান নিলেন॥ ৭২ ॥

যার হৃদয়ে শুধুমাত্র শ্রীহরির প্রতি ভক্তি নিবাস করে, সে ত্রিলোকের মধ্যে অত্যন্ত নির্ধন হলেও পরম ধন্য, কারণ এই ভক্তির সূত্রে বাঁধা পড়ে তো সাক্ষাৎ ভগবানও নিজের পরমধাম ছেড়ে তার হৃদয়ে এসে

হরিরপি নিজলোকং সর্বথাতো বিহায়
প্রবিশতি হৃদি তেষাং ভক্তিসূত্রোপনদ্ধঃ॥ ৭৩
ব্রূমোঽদ্য তে কিমধিকং মহিমানমেবং
ব্রহ্মাত্মকস্য ভুবি ভাগবতাভিধস্য।
যৎসংশ্রয়ান্নিগদিতে লভতে সুবক্তা
শ্রোতাপি কৃষ্ণসমতামলমন্যধর্মৈঃ॥ ৭৪

বাস করেন॥ ৭৩ ॥ মর্তধামে এই ভাগবত পরম-ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, এর মহিমা আমি কতটুকুই বা বর্ণনা করতে পারি! এই ভাগবতের আশ্রয় নিয়ে এই কথা পাঠ করে শোনালে তো শ্রোতা এবং পাঠক বা কথক উভয়েরই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। অতএব একে ছেড়ে অন্য ধর্মের আশ্রয়ের আর কী প্রয়োজন? ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে ভক্তিকষ্টনিবর্তনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে
ভক্তিকষ্ট নিবৃত্তি নামক তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

গোকর্ণ উপাখ্যান

সূত উবাচ

অথ বৈষ্ণবচিত্তেষু দৃষ্ট্বা ভক্তিমলৌকিকীম্।
নিজলোকং পরিত্যজ্য ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ॥ ১

বনমালী ঘনশ্যামঃ পীতবাসা মনোহরঃ।
কাঞ্চীকলাপরুচিরো লসন্মুকুটকুণ্ডলঃ॥ ২

ত্রিভঙ্গললিতশ্চারুকৌস্তুভেন বিরাজিতঃ।
কোটিমন্মথলাবণ্যো হরিচন্দনচর্চিতঃ॥ ৩

পরমানন্দচিন্মূর্তির্মধুরো মুরলীধরঃ।
আবিবেশ স্বভক্তানাং হৃদয়ান্যমলানি চ॥ ৪

বৈকুণ্ঠবাসিনো যে চ বৈষ্ণবা উদ্ধবাদয়ঃ।
তৎকথাশ্রবণার্থং তে গূঢ়রূপেণ সংস্থিতাঃ॥ ৫

তদা জয়জয়ারাবো রসপুষ্টিরলৌকিকী।
চূর্ণপ্রসূনবৃষ্টিশ্চ মুহুঃ শঙ্খরবোঽপ্যভূৎ॥ ৬

সূত বললেন—হে মুনিবর! সেই সময়ে নিজ ভক্তদের মনে অলৌকিক ভক্তির প্রাদুর্ভাব দেখে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান তাঁর নিজধাম ছেড়ে সেখানে এলেন॥ ১ ॥ তাঁর গলায় বনমালা শোভিত ছিল, শ্রীঅঙ্গ সজল জলধরের মতো শ্যামবর্ণ, পরনে মনোহর পীতাম্বর, কটিদেশ কাঞ্চীদামে সুসজ্জিত, মস্তকে মুকুট এবং কর্ণে কুণ্ডল ঝিকমিক করছিল॥ ২ ॥ তিনি ত্রিভঙ্গললিতভাবে দাঁড়িয়ে ভক্তদের মনোহরণ করছিলেন। বক্ষে কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছিল, সারা অঙ্গ হরিচন্দনে চর্চিত ছিল। সেই রূপের শোভার কী বর্ণনা করব! তখন মনে হচ্ছিল কোটি কামদেবের রূপমাধুরী বুঝি একত্র সজ্জিত হয়েছে॥ ৩ ॥ পরমানন্দ চিন্ময়বিগ্রহ মধুরাতিমধুর মুরলীধর এক অপূর্ব ভুবনমোহন মূর্তিতে নিজ ভক্তদের নির্মল চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন॥ ৪ ॥ ভগবানের নিত্যলোকনিবাসী লীলা-সহচর উদ্ধবাদি অদৃশ্যভাবে সেই ভাগবতকথা শ্রবণের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন॥ ৫ ॥ প্রভু আবির্ভূত হওয়া মাত্রই চারিদিকে 'জয় হোক! জয় হোক!!' ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল। সেই সময়ে ভক্তিরসের অদ্ভুত প্রবাহ বইতে লাগল। বারবার আবীর, গুলাল এবং পুষ্পবর্ষণ

তৎসভাসংস্থিতানাং চ দেহগেহাত্মবিস্মৃতিঃ।
দৃষ্ট্বা চ তন্ময়াবস্থাং নারদো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭
অলৌকিকোঽয়ং মহিমা মুনীশ্বরাঃ
সপ্তাহজন্যোঽদ্য বিলোকিতো ময়া।
মূঢ়াঃ শঠা যে পশুপক্ষিণোঽত্র
সর্বেঽপি নিষ্পাপতমা ভবন্তি॥ ৮
অতো নৃলোকে ননু নাস্তি কিংচি-
চ্চিত্তস্য শোধায় কলৌ পবিত্রম্।
অঘৌঘবিধ্বংসকরং তথৈব
কথাসমানং ভুবি নাস্তি চান্যৎ॥ ৯
কে কে বিশুধ্যন্তি বদন্তু মহ্যং
সপ্তাহযজ্ঞেন কথাময়েন।
কৃপালুভির্লোকহিতং বিচার্য
প্রকাশিতঃ কোঽপি নবীনমার্গঃ॥ ১০
কুমারা ঊচুঃ
যে মানবাঃ পাপকৃতস্তু সর্বদা
সদা দুরাচাররতা বিমার্গগাঃ।
ক্রোধাগ্নিদগ্ধাঃ কুটিলাশ্চ কামিনঃ
সপ্তাহযজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে॥ ১১
সত্যেন হীনাঃ পিতৃমাতৃদূষকা-
স্তৃষ্ণাকুলাশ্চাশ্রমধর্মবর্জিতাঃ।
যে দাম্ভিকা মৎসরিণোঽপি হিংসকাঃ
সপ্তাহযজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে॥ ১২
পঞ্চোগ্রপাপাশ্ছলছদ্মকারিণঃ
ক্রূরাঃ পিশাচা ইব নির্দয়াশ্চ যে।
ব্রহ্মস্বপুষ্টা ব্যভিচারকারিণঃ
সপ্তাহযজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে॥ ১৩
কায়েন বাচা মনসাপি পাতকং
নিত্যং প্রকুর্বন্তি শঠা হঠেন যে।
পরস্বপুষ্টা মলিনাঃ দুরাশয়াঃ
সপ্তাহযজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে॥ ১৪
অত্র তে কীর্তয়িষ্যাম ইতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ পাপহানিঃ প্রজায়তে॥ ১৫

আর শঙ্খধ্বনি হচ্ছিল॥ ৬ ॥ সেই সভায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কারুরই নিজেদের দেহ, গৃহ এবং নিজ সম্পর্কে হুঁশ ছিল না। তাঁদের এই অদ্ভুত তন্ময়তা দেখে নারদ বলতে লাগলেন—॥ ৭ ॥

হে মুনীশ্বরগণ! আজ আমি এই সপ্তাহ শ্রবণের অতীব অলৌকিক মহিমা দর্শন করলাম। এখানে যেসব অতি মূর্খ, দুষ্ট আর পশুপক্ষীও রয়েছে তারা সকলে একেবারে নিষ্পাপ হয়ে গেল॥ ৮ ॥ সুতরাং এতে সন্দেহ রইল না যে কলিযুগে চিত্তশুদ্ধির জন্য, পাপরাশি নষ্ট করার জন্য মর্তলোকে এই ভাগবতকথার সমান পবিত্র দ্বিতীয় কিছু নেই॥ ৯ ॥ হে মুনিবর! আপনারা অত্যন্ত কৃপালু, সংসারের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে এই সম্পূর্ণ নতুন এক পন্থা প্রচলিত করেছেন। আপনারা দয়া করে বলুন যে এই কথারূপ সপ্তাহযজ্ঞের দ্বারা সংসারে কোন্ কোন্ মানুষ পবিত্র হবে॥ ১০ ॥

সনকাদি মুনিগণ বললেন—যে সকল মানুষ সদা সর্বদা নানা রকম পাপকর্ম করে, নিরন্তর দুরাচারেই লিপ্ত এবং অসৎপথগামী আর ক্রোধানলে দগ্ধ, কুটিল ও কামপরায়ণ—এরা সকলেই এই কলিযুগে সপ্তাহযজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়॥ ১১ ॥ যারা সত্য থেকে চ্যুত, মাতা-পিতার নিন্দুক, নানারকম বিষয়বাসনায় জর্জরিত, আশ্রম-ধর্মরহিত, দাম্ভিক, মাৎসর্যপরায়ণ এবং হিংসুক বা অপরকে পীড়নকারী, তারাও কলিযুগে সপ্তাহযজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়॥ ১২ ॥ যারা মদ্যপান, ব্রহ্মহত্যা, সুবর্ণচুরি, গুরুপত্নীগমন ও বিশ্বাসঘাতকতা—এই পঞ্চমহাপাতক আচরণকারী, ছলচাতুরীপরায়ণ, ক্রূর, পিশাচের মতো নির্দয়, ব্রাহ্মণদের ধনে পুষ্ট ও ব্যভিচারী, এরাও কলিযুগে সপ্তাহযজ্ঞে পবিত্র হয়ে যায়॥ ১৩ ॥ যে দুষ্ট ব্যক্তি সর্বদা দুরাগ্রহবশত কায়মনোবাক্যে কেবল পাপই করে, যে অপরের ধনেই পুষ্ট হয়, যার মন কলুষিত এবং হৃদয় কুভাবনাযুক্ত তারা সকলেই কলিযুগে সপ্তাহযজ্ঞে পবিত্র হয়ে যায়॥ ১৪ ॥ হে নারদ! এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস তোমাকে শোনাচ্ছি। সেই কাহিনী শুনলেও সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়॥ ১৫ ॥

তুঙ্গভদ্রাতটে পূর্বমভূৎ পত্তনমুত্তমম্।
যত্র বর্ণাঃ স্বধর্মেণ সত্যসৎকর্মতৎপরাঃ॥ ১৬

আত্মদেবঃ পুরে তস্মিন্ সর্ববেদবিশারদঃ।
শ্রৌতস্মার্তেষু নিষ্ণাতো দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ১৭

ভিক্ষুকো বিত্তবাঁল্লোকে তৎপ্রিয়া ধুন্ধুলী স্মৃতা।
স্ববাক্যস্থাপিকা নিত্যং সুন্দরী সুকুলোদ্ভবা॥ ১৮

লোকবার্তারতা ক্রূরা প্রায়শো বহুজল্পিকা।
শূরা চ গৃহকৃত্যেষু কৃপণা কলহপ্রিয়া॥ ১৯

এবং নিবসতোঃ প্রেম্ণা দম্পত্যো রমমাণয়োঃ।
অর্থাঃ কামাস্তয়োরাসন্ন সুখায় গৃহাদিকম্॥ ২০

পশ্চাদ্ধর্মাঃ সমারব্ধাস্তাভ্যাং সন্তানহেতবে।
গোভূহিরণ্যবাসাংসি দীনেভ্যো যচ্ছতঃ সদা॥ ২১

ধনার্ধং ধর্মমার্গেণ তাভ্যাং নীতং তথাপি চ।
ন পুত্রো নাপি বা পুত্রী ততশ্চিন্তাতুরো ভৃশম্॥ ২২

একদা স দ্বিজো দুঃখাদ্ গৃহং ত্যক্ত্বা বনং গতঃ।
মধ্যাহ্নে তৃষিতো জাতস্তড়াগং সমুপেয়িবান্॥ ২৩

পীত্বা জলং নিষণ্ণস্তু প্রজাদুঃখেন কর্শিতঃ।
মুহূর্তাদপি তত্রৈব সন্ন্যাসী কশ্চিদাগতঃ॥ ২৪

দৃষ্ট্বা পীতজলং তং তু বিপ্রো যাতস্তদন্তিকম্।
নত্বা চ পাদয়োস্তস্য নিঃশ্বসন্ সংস্থিতঃ পুরঃ॥ ২৫

যতিরুবাচ

কথং রোদিষি বিপ্র ত্বং কা তে চিন্তা বলীয়সী।
বদ ত্বং সত্বরং মহ্যং স্বস্য দুঃখস্য কারণম্॥ ২৬

ব্রাহ্মণ উবাচ

কিং ব্রবীমি ঋষে দুঃখং পূর্বপাপেন সংচিতম্।
মদীয়াঃ পূর্বজাস্তোয়ং কবোষ্ণমুপভুঞ্জতে॥ ২৭

মদ্দত্তং নৈব গৃহ্ণন্তি প্রীত্যা দেবা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রজাদুঃখেন শূন্যোঽহং প্রাণাংস্ত্যক্তুমিহাগতঃ॥ ২৮

পুরাকালে তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে এক অনুপম সুন্দর নগর ছিল। সেখানে সমস্ত বর্ণের মানুষই নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে সত্যাশ্রয়ী ও সৎকর্মপরায়ণ ছিল॥ ১৬ ॥ সেই নগরে সর্ববেদবিশেষজ্ঞ এবং শ্রৌত স্মার্ত কর্মনিপুণ আত্মদেব নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি দ্বিতীয় সূর্যের মতো তেজস্বী ছিলেন॥ ১৭ ॥ ধনী হয়েও তিনি ভিক্ষাজীবী ছিলেন। ধুন্ধুলী নামে তাঁর প্রিয়া পত্নী কুলীন এবং সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও জেদী স্বভাবের ছিলেন॥ ১৮ ॥ পরচর্চায় তিনি খুব আনন্দ পেতেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন ক্রূর। সব সময়ই কিছু না কিছু বকবক্ করতেন। গৃহকর্মে নিপুণা, কৃপণ এবং ঝগড়াটে ছিলেন ॥ ১৯ ॥ এই ব্রাহ্মণদম্পতি সুখে থেকে গৃহস্থজীবন যাপন করতেন। অর্থ ও ভোগবিলাস সামগ্রী তাঁদের প্রচুর ছিল। ঘরবাড়িও সুন্দর ছিল কিন্তু তাঁদের মনে শান্তি ছিল না॥ ২০ ॥ যখন এইভাবে বয়স অনেক বেড়ে গেল তখন সন্তানলাভের জন্য তাঁরা নানারকম পুণ্যকর্ম করতে আরম্ভ করলেন এবং দীনদুঃখীদের গো, ভূমি, সুবর্ণ ও বস্ত্রাদি দান করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ এইরকম ধর্ম-কর্ম দ্বারা তাঁরা তাঁদের অর্ধেক সম্পত্তি শেষ করে ফেললেন, তবুও পুত্র বা কন্যা জন্মাল না। ফলে সেই ব্রাহ্মণ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন॥ ২২ ॥

একদিন সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে চললেন। দ্বিপ্রহরকালে তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি এক সরোবরের কাছে পৌঁছলেন ॥ ২৩ ॥ সন্তানের অভাব-জনিত দুঃখে তাঁর দেহ অত্যন্ত কৃশ হয়ে গিয়েছিল। তাই ক্লান্ত হয়ে জলপান করে তিনি ওখানেই বসে পড়লেন। প্রায় এক ঘন্টা পরে ওখানে এক সন্ন্যাসী মহাত্মা এলেন॥ ২৪ ॥ ব্রাহ্মণ যখন দেখলেন যে সন্ন্যাসীর জলপান শেষ হয়েছে তখন তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং প্রণাম করে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন॥ ২৫ ॥

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন—হে বিপ্র ! তুমি রোদন করছ কেন ? তোমার এমন কী দুশ্চিন্তা রয়েছে ? তোমার দুঃখের কারণ শীঘ্র আমাকে বল ॥ ২৬ ॥

ব্রাহ্মণ বললেন—প্রভু ! আমার পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের কথা কী আর বলব ? আমার পিতৃপুরুষগণ আমার দেওয়া জলাঞ্জলির জল নিজ চিন্তাজনিত দীর্ঘশ্বাসে ঈষৎ উষ্ণ করে পান করছেন॥ ২৭ ॥ দেবতা ও ব্রাহ্মণেরা আমার দেওয়া জিনিস প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন না।

ধিগ্ জীবিতং প্রজাহীনং ধিগ্‌গৃহং চ প্রজাং বিনা।
ধিগ্ধনং চানপত্যস্য ধিক্কুলং সন্ততিং বিনা॥ ২৯

পাল্যতে যা ময়া ধেনুঃ সা বন্ধ্যা সর্বথা ভবেৎ।
যো ময়া রোপিতো বৃক্ষঃ সোঽপি বন্ধ্যাত্বমাশ্রয়েৎ॥ ৩০

যৎ ফলং মদ্‌গৃহায়াতং তচ্চ শীঘ্রং বিনশ্যতি।
নির্ভাগ্যস্যানপত্যস্য কিমতো জীবিতেন মে॥ ৩১

ইত্যুক্ত্বা স রুরোদোচ্চৈস্তৎপার্শ্বং দুঃখপীড়িতঃ।
তদা তস্য যতেশ্চিত্তে করুণাভূদ্ গরীয়সী॥ ৩২

তদ্ভালাক্ষরমালাং চ বাচয়ামাস যোগবান্।
সর্বং জ্ঞাত্বা যতিঃ পশ্চাদ্‌বিপ্রমূচে সবিস্তরম্॥ ৩৩

যতিরুবাচ

মুঞ্চাজ্ঞানং প্রজারূপং বলিষ্ঠা কর্মণো গতিঃ।
বিবেকং তু সমাসাদ্য ত্যজ সংসারবাসনাম্॥ ৩৪

শৃণু বিপ্র ময়া তেঽদ্য প্রারব্ধং তু বিলোকিতম্।
সপ্তজন্মাবধি তব পুত্রো নৈব চ নৈব চ॥ ৩৫

সন্ততেঃ সগরো দুঃখমবাপাঙ্গঃ পুরা তথা।
রে মুঞ্চাদ্য কুটুম্বাশাং সংন্যাসে সর্বথা সুখম্॥ ৩৬

ব্রাহ্মণ উবাচ

বিবেকেন ভবেৎ কিং মে পুত্রং দেহি বলাদপি।
নো চেত্ত্যজাম্যহং প্রাণাংস্ত্বদগ্রে শোকমূর্চ্ছিতঃ॥ ৩৭

পুত্রাদিসুখহীনোঽয়ং সংন্যাসঃ শুষ্ক এব হি।
গৃহস্থঃ সরসো লোকে পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ॥ ৩৮

ইতি বিপ্রাগ্রহং দৃষ্ট্বা প্রাব্রবীৎ স তপোধনঃ।
চিত্রকেতুর্গতঃ কষ্টং বিধিলেখবিমার্জনাৎ॥ ৩৯

ন যাস্যসি সুখং পুত্রাদ্‌যথা দৈবহতোদ্যমঃ।
অতো হঠেন যুক্তোঽসি হ্যর্থিনং কিং বদাম্যহম্॥ ৪০

তস্যাগ্রহং সমলোক্য ফলমেকং স দত্তবান্।
ইদং ভক্ষয় পত্ন্যা ত্বং ততঃ পুত্রো ভবিষ্যতি॥ ৪১

সন্তানের অভাবে আমি এত দুঃখী যে আমি সব কিছু শূন্য দেখছি। আমি প্রাণত্যাগ করার জন্য এখানে এসেছি॥ ২৮ ॥ সন্তানহীন আমার এই জীবনে ধিক্ ! সন্তানহীন গৃহকে ধিক্ ! সন্তানহীন ধনে ধিক্, নিঃসন্তান বংশকেও ধিক্ ! ॥ ২৯ ॥ আমি যেই গাভী পালন করছি, সেটিও সর্বদা বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে ; যে গাছ লাগাই তাতেও ফুল-ফল আসে না॥ ৩০ ॥ আমার বাড়িতে যে ফল আনা হয় তাও অতি শীঘ্র পচে যায়। আমার মতো অভাগা ও পুত্রহীনের এই জীবন কোন্ কাজে লাগবে ? ॥ ৩১ ॥ এই কথা বলে সেই ব্রাহ্মণ দুঃখে ব্যাকুল হয়ে সন্ন্যাসী মহাত্মার কাছে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। সন্ন্যাসীর হৃদয়ে বড়ই করুণার উদ্রেক হল॥ ৩২ ॥ তিনি যোগনিষ্ঠ ছিলেন ; ব্রাহ্মণের ললাটরেখা দেখে তিনি সবই জানতে পারলেন এবং বিস্তৃতভাবে সব বলতে লাগলেন॥ ৩৩ ॥

সন্ন্যাসী বললেন—হে বিপ্র ! পুত্রলাভের এই মোহ তুমি ত্যাগ করো। কর্মের গতি অতি প্রবল, বিবেকের আশ্রয় নিয়ে সংসারের বাসনা ত্যাগ করো॥ ৩৪ ॥ হে বিপ্রবর ! শোনো ! তোমার প্রারব্ধ (ভাগ্য) দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আগামী সাত জন্ম পর্যন্ত কোনও রকমেই তোমার কোনও সন্তান হবে না॥ ৩৫ ॥ পুরাকালে রাজা সগর এবং অঙ্গকেও সন্তানজনিত দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। হে ব্রাহ্মণ ! তুমি এখন বংশরক্ষার আশা পরিত্যাগ করো, সন্ন্যাসেই সব রকম সুখ বিদ্যমান আছে॥ ৩৬ ॥

ব্রাহ্মণ বললেন—হে মহাত্মা ! বিবেক দিয়ে আমার কী হবে ? আপনার যোগবলে আপনি আমাকে পুত্র দান করুন ; তা নাহলে আমি আপনার সামনেই শোকমূর্চ্ছিত হয়ে নিজের প্রাণত্যাগ করছি॥ ৩৭ ॥ যার মধ্যে স্ত্রী-পুত্রের সুখ নেই এই রকম সন্ন্যাস তো সর্বতোভাবেই নীরস। সংসারে পুত্র-পৌত্রাদিতে মুখরিত গৃহস্থাশ্রমই তো সবচেয়ে সরস॥ ৩৮ ॥

ব্রাহ্মণের এই রকম আগ্রহ দেখে সন্ন্যাসী বললেন, বিধিলিপির ওপর হঠকারিতা করতে গিয়ে রাজা চিত্রকেতুর অশেষ কষ্টভোগ হয়েছিল॥ ৩৯ ॥ অতএব দৈব যার সকল চেষ্টা নিষ্ফল করে দেয় সেই মানুষের মতো তোমার ভাগ্যেও পুত্রসুখ নেই। তুমি তো বিষম জিদ ধরে প্রার্থীরূপে আমার কাছে এসেছ ; এই অবস্থায় আমি তোমাকে কী বলব ? ॥ ৪০ ॥

সেই মহাত্মা যখন বুঝলেন যে এই ব্রাহ্মণ কিছুতেই

সত্যং শৌচং দয়া দানমেকভক্তং তু ভোজনম্।
বর্ষাবধি স্ত্রিয়া কার্যং তেন পুত্রোঽতিনির্মলঃ॥ ৪২

এবমুক্ত্বা যযৌ যোগী বিপ্রস্তু গৃহমাগতঃ।
পত্ন্যাঃ পাণৌ ফলং দত্ত্বা স্বয়ং যাতস্তু কুত্রচিৎ॥ ৪৩

তরুণী কুটিলা তস্য সখ্যগ্রে চ রুরোদ হ।
অহো চিন্তা মমোৎপন্না ফলং চাহং ন ভক্ষয়ে॥ ৪৪

ফলভক্ষেণ গর্ভঃ স্যাদ্ গর্ভেণোদরবৃদ্ধিতা।
স্বল্পভক্ষং ততোঽশক্তির্গৃহকার্যং কথং ভবেৎ॥ ৪৫

দৈবাদ্ ধাটী ব্রজেদ্গ্রামে পলায়েদ্ গর্ভিণী কথম্।
শুকবন্নিবসেদ্ গর্ভস্তং কুক্ষেঃ কথমুৎসৃজেৎ॥ ৪৬

তির্যক্‌চেদাগতো গর্ভস্তদা মে মরণং ভবেৎ।
প্রসূতৌ দারুণং দুঃখং সুকুমারী কথং সহে॥ ৪৭

মন্দায়াং ময়ি সর্বস্বং ননান্দা সংহরেত্তদা।
সত্যশৌচাদিনিয়মো দুরারাধ্যঃ স দৃশ্যতে॥ ৪৮

লালনে পালনে দুঃখং প্রসূতায়াশ্চ বর্ততে।
বন্ধ্যা বা বিধবা নারী সুখিনী চেতি মে মতিঃ॥ ৪৯

এবং কুতর্কযোগেন তৎ ফলং নৈব ভক্ষিতম্।
পত্যা পৃষ্টং ফলং ভুক্তং ভুক্তং চেতি তয়েরিতম্॥ ৫০

একদা ভগিনী তস্যাস্তদ্গৃহং স্বেচ্ছয়াঽগতা।
তদগ্রে কথিতং সর্বং চিন্তেয়ং মহতী হি মে॥ ৫১

দুর্বলা তেন দুঃখেন হ্যনুজে করবাণি কিম্।
সাব্রবীন্মম গর্ভোঽস্তি তং দাস্যামি প্রসূতিতঃ॥ ৫২

তাবৎ কালং সগর্ভেব গুপ্তা তিষ্ঠ গৃহে সুখম্।
বিত্তং ত্বং মৎপতের্যচ্ছ স তে দাস্যতি বালকম্॥ ৫৩

নিজের জিদ ছাড়বে না তখন তিনি ব্রাহ্মণকে একটি ফল দিয়ে বললেন—'এই ফলটি তুমি তোমার স্ত্রীকে খাইয়ে দাও, এতে তার এক পুত্র হবে॥ ৪১ ॥ এক বছর পর্যন্ত তোমার স্ত্রীকে সত্য, শৌচ, দয়া, দান ও একাহারের নিয়ম পালন করতে হবে। এইরকম করলে তোমার সেই পুত্র অত্যন্ত শুদ্ধস্বভাব হবে॥' ॥ ৪২ ॥

এই কথা বলে সেই যোগীরাজ চলে গেলেন আর ব্রাহ্মণ নিজের বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ি এসে সেই ফলটি তিনি তাঁর স্ত্রীর হাতে দিয়ে অন্য কাজে বেরিয়ে গেলেন॥ ৪৩ ॥ তাঁর স্ত্রী তো কুটিল স্বভাবের ছিলেনই, তিনি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর এক বান্ধবীকে বলতে লাগলেন—'সই লো, আমার তো বড় চিন্তা হচ্ছে, আমি এই ফল খাব না॥ ৪৪ ॥ ফল খেলে গর্ভ হবে, গর্ভ হলে পেট বড় হয়ে যাবে, তার পর খাওয়া-দাওয়া কমে যাবে, ফলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। তাহলে আমি ঘরের কাজ কী করে করব ? ॥ ৪৫ ॥ আর যদি কোনও দিন দৈববশে গ্রামে ডাকাত পড়ে তাহলে গর্ভিনী নারী কী করে পালাবে ? শুকদেবের মতো গর্ভ যদি পেটের মধ্যেই থেকে যায় তবে তাকে বের করা যাবে কী করে ? ॥ ৪৬ ॥ আর যদি প্রসবের সময় সে বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসে তাহলে তো আমার প্রাণসংশয় হবে। এমনিতেই প্রসবের সময় ভয়ানক যন্ত্রণা হয় ; আমি সুকুমারী হয়ে সেই যন্ত্রণা কী করে সহ্য করব ? ॥ ৪৭ ॥ আমি যখন দুর্বল হয়ে পড়ব তখন আমার ননদরা এসে বাড়ির সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাবে। আর এই সত্য শৌচাদি নিয়ম পালনও তো আমার পক্ষে কঠিন॥ ৪৮ ॥ যে নারী সন্তান জন্ম দেয়, সেই সন্তানকে লালন পালন করতেও তার খুব কষ্ট হয়। আমার বিবেচনায় তো বন্ধ্যা বা বিধবা স্ত্রীরাই সুখী'॥ ৪৯ ॥

মনের মধ্যে এই রকম নানা প্রকার কুচিন্তা করে ওই ফলটি সে খেল না। তার স্বামী এসে যখন জিজ্ঞাসা করল—'ফল খেয়েছ ?' সে তখন বলে দিল—'হ্যাঁ, খেয়েছি'॥ ৫০ ॥ একদিন তার বোন ঘটনাচক্রে তার বাড়ি বেড়াতে এল ; তখন সে তার বোনকে সমস্ত কাহিনী শুনিয়ে বলল যে—'আমার মনে বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে॥ ৫১ ॥ এই দুশ্চিন্তার ফলে আমি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি। বল তো বোন, কী করা যায় ?' বোন বলল—'আমার পেটে সন্তান রয়েছে। এই সন্তানের জন্ম হলে আমি একে তোমায় দিয়ে দেব॥ ৫২ ॥ ততদিন পর্যন্ত

যাণ্মাসিকো মৃতো বাল ইতি লোকো বদিষ্যতি।
তং বালং পোষয়িষ্যামি নিত্যমাগত্য তে গৃহে॥ ৫৪

ফলমর্পয় ধেন্বৈ ত্বং পরীক্ষার্থং তু সাম্প্রতম্।
তৎ তদাচরিতং সর্বং তথৈব স্ত্রীস্বভাবতঃ॥ ৫৫

অথ কালেন সা নারী প্রসূতা বালকং তদা।
আনীয় জনকো বালং রহস্যে ধুন্ধুলীং দদৌ॥ ৫৬

তয়া চ কথিতং ভর্ত্রে প্রসূতঃ সুখমর্ভকঃ।
লোকস্য সুখমুৎপন্নমাত্মদেবপ্রজোদয়াৎ॥ ৫৭

দদৌ দানং দ্বিজাতিভ্যো জাতকর্ম বিধায় চ।
গীতবাদিত্রঘোষোঽভূৎ তদ্দ্বারে মঙ্গলং বহু॥ ৫৮

ভর্তুরগ্রেঽব্রবীদ্‌বাক্যং স্তন্যং নাস্তি কুচে মম।
অন্যস্তন্যেন নির্দুগ্ধা কথং পুষ্ণামি বালকম্॥ ৫৯

মৎস্বসুশ্চ প্রসূতায়া মৃতো বালস্তু বর্ততে।
তামাকার্য গৃহে রক্ষ সা তেঽর্ভং পোষয়িষ্যতি॥ ৬০

পতিনা তৎ কৃতং সর্বং পুত্ররক্ষণহেতবে।
পুত্রস্য ধুন্ধুকারীতি নাম মাত্রা প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৬১

ত্রিমাসে নির্গতে চাথ সা ধেনুঃ সুষুবেঽর্ভকম্।
সর্বাঙ্গসুন্দরং দিব্যং নির্মলং কনকপ্রভম্॥ ৬২

দৃষ্ট্বা প্রসন্নো বিপ্রস্তু সংস্কারান্ স্বয়মাদধে।
মত্বাঽশ্চর্যং জনাঃ সর্বে দিদৃক্ষার্থং সমাগতাঃ॥ ৬৩

ভাগ্যোদয়োঽধুনা জাত আত্মদেবস্য পশ্যত।
ধেন্বা বালঃ প্রসূতস্তু দেবরূপীতি কৌতুকম্॥ ৬৪

ন জ্ঞাতং তদ্রহস্যং তু কেনাপি বিধিযোগতঃ।
গোকর্ণং তং সুতং দৃষ্ট্বা গোকর্ণং নাম চাকরোৎ॥ ৬৫

কিয়ৎ কালেন তৌ জাতৌ তরুণৌ তনয়াবুভৌ।
গোকর্ণঃ পণ্ডিতো জ্ঞানী ধুন্ধুকারী মহাখলঃ॥ ৬৬

গর্ভবতীর মতো গুপ্তভাবে সুখে বাস করতে থাক। তুমি আমার স্বামীকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিও, সে তোমাকে তার ছেলে দান করে দেবে॥ ৫৩ ॥ (আমি এমনভাবে প্রচার করব) যাতে সকলেই এই কথাই বলবে যে 'আমার ছেলে জন্মের ছয় মাসে মারা গেছে' আর আমি রোজ তোমার বাড়ি এসে তোমার ছেলেকে লালন-পালন করতে থাকব॥ ৫৪ ॥ তুমি এখন পরীক্ষা করার জন্য এই ফলটি গরুকে খাইয়ে দাও।' স্ত্রীসুলভ স্বভাববশত বোন যা বলল ব্রাহ্মণী তাই করল ॥ ৫৫ ॥

এরপরে যথা সময়ে ওই বোনের ছেলে হল, তখন ছেলের বাবা চুপি চুপি এসে ব্রাহ্মণপত্নী ধুন্ধুলীকে ছেলেটি দিয়ে দিল॥ ৫৬ ॥ এদিকে সে নিজের পতি আত্মদেবকে বলল যে আমি নির্বিঘ্নে পুত্র প্রসব করেছি। এইভাবে আত্মদেবের ছেলে হয়েছে শুনে সকলেরই খুব আনন্দ হল॥ ৫৭ ॥ পিতা ছেলের জাতকর্ম সংস্কার করে ব্রাহ্মণদের দান দিলেন এবং বাড়িতে গানবাজনা ও নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে লাগল॥ ৫৮ ॥ ধুন্ধুলী তার স্বামীকে বলল, আমার স্তনে তো দুধই নেই ; তাহলে গোরু বা অন্য প্রাণীর দুধে কী করে আমি এই বালককে মানুষ করব ? ॥ ৫৯ ॥ আমার বোনের ইদানীং ছেলে হয়েছিল, সে তো মারা গেছে ; তাকে ডেকে এনে এখানে রাখি সে নিজের বুকের দুধ দিয়ে এই শিশুকে মানুষ করবে॥ ৬০ ॥ তখন নিজের ছেলের মুখ চেয়ে আত্মদেবও তাতে রাজি হলেন। মাতা ধুন্ধুলী ছেলের নাম রাখল ধুন্ধুকারী॥ ৬১ ॥

এর পরে তিন মাস কেটে যাবার পর সেই গোরুটির মানুষের মতো একটি বাচ্চা হল। সেই বাচ্চাটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর, দিব্য, নির্মল ও সোনার মতো কান্তিমান॥ ৬২ ॥ তাকে দেখে ব্রাহ্মণের খুব আনন্দ হল এবং তিনি নিজেই সেই বাচ্চার সব সংস্কার করলেন। এই খবর পেয়ে সকলেরই খুব অবাক লাগল এবং তারা ওই বাচ্চাকে দেখতে আসতে লাগল॥ ৬৩ ॥ তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'দেখো ভাই ! আত্মদেবের কেমন সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে ! কেমন আশ্চর্য ব্যাপার যে গোরুর পেটেও এইরকম দিব্যকান্তি ছেলে জন্মাল॥ ৬৪ ॥ দৈবযোগে এই গুপ্ত রহস্যের ব্যাপার কেউই জানতে পারল না। ছেলেটির কান দুটি গোরুর কানের মতো দেখতে হওয়াতে আত্মদেব তার নাম রাখলেন গোকর্ণ ॥ ৬৫ ॥

স্নানশৌচক্রিয়াহীনো দুর্ভক্ষী ক্রোধবর্ধিতঃ।
দুষ্পরিগ্রহকর্তা চ শবহস্তেন ভোজনম্॥ ৬৭

চৌরঃ সর্বজনদ্বেষী পরবেশ্মপ্রদীপকঃ।
লালনায়ার্ভকান্ ধৃত্বা সদ্যঃ কূপে ন্যপাতয়ৎ॥ ৬৮

হিংসকঃ শস্ত্রধারী চ দীনান্ধানাং প্রপীড়কঃ।
চাণ্ডালাভিরতো নিত্যং পাশহস্তঃ শ্বসংগতঃ॥ ৬৯

তেন বেশ্যাকুসঙ্গেন পিত্র্যং বিত্তং তু নাশিতম্।
একদা পিতরৌ তাড্য পাত্রাণি স্বয়মাহরৎ॥ ৭০

তৎপিতা কৃপণঃ প্রোচ্চৈর্ধনহীনো রুরোদ হ।
বন্ধ্যাত্বং তু সমীচীনং কুপুত্রো দুঃখদায়কঃ॥ ৭১

ক্ব তিষ্ঠামি ক্ব গচ্ছামি কো মে দুঃখং ব্যপোহয়েৎ।
প্রাণাংস্ত্যজামি দুঃখেন হা কষ্টং মম সংস্থিতম্॥ ৭২

তদানীং তু সমাগত্য গোকর্ণো জ্ঞানসংযুতঃ।
বোধয়ামাস জনকং বৈরাগ্যং পরিদর্শয়ন্॥ ৭৩

অসারঃ খলু সংসারো দুঃখরূপী বিমোহকঃ।
সুতঃ কস্য ধনং কস্য স্নেহবাঞ্জ্বলতেঽনিশম্॥ ৭৪

ন চেন্দ্রস্য সুখং কিংচিন্ন সুখং চক্রবর্তিনঃ।
সুখমস্তি বিরক্তস্য মুনেরেকান্তজীবিনঃ॥ ৭৫ ॥

মুঞ্চাজ্ঞানং প্রজারূপং মোহতো নরকে গতিঃ।
নিপতিষ্যতি দেহোঽয়ং সর্বং ত্যক্ত্বা বনং ব্রজ॥ ৭৬

কিছুকাল অতীত হলে এই দুই বালক বড় হয়ে যুবক হল। তার মধ্যে গোকর্ণ খুব বড় পণ্ডিত ও জ্ঞানী হল, কিন্তু ধুন্ধুকারী হল একটি শয়তান ॥ ৬৬ ॥ সে স্নান-শৌচাদি ব্রাহ্মণোচিত আচরণের বিন্দুমাত্রও জানত না এবং খাওয়া-দাওয়ার তার কোনও বাছ-বিচার ছিল না। তার মধ্যে ক্রোধ অতিশয় তীব্র ছিল। সবরকম খারাপ খারাপ জিনিস সে সংগ্রহ করে আনত। মৃতদেহের স্পর্শ করা অন্নও সে অবলীলাক্রমে গ্রহণ করত॥ ৬৭ ॥ অপরের জিনিস চুরি করা এবং সকলের প্রতি দ্বেষ করা তার স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যের বাড়িতে সে আগুন লাগিয়ে দিত। অন্য লোকের সন্তানদের খেলার জন্য কোলে তুলে নিয়ে তাদের কুয়োর মধ্যে ফেলে দিত॥ ৬৮ ॥ হিংসা তার কাছে এক মহা আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সর্বদাই সে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করত আর দীনদুঃখী এবং অন্ধ-আতুরদের অকারণে লাঞ্ছনা করত। চণ্ডালদের সাথে তার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল ; তাদের মতো হাতে জাল নিয়ে কুকুরের পাল সাথে করে পশুপাখি শিকার করার জন্য ঘুরে বেড়াত॥ ৬৯ ॥ বেশ্যাদের কুসঙ্গে পড়ে সে তার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিল। একদিন বাবা-মাকে মারধর করে বাড়ির সব বাসন-কোশন নিয়ে চলে গেল॥ ৭০ ॥

এইভাবে যখন সব ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল, তখন তার কৃপণ পিতা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন—'এর থেকে তো ওর মায়ের বন্ধ্যা থাকাই ভালো ছিল ; কুপুত্র তো কেবল দুঃখদায়ীই হয়॥ ৭১ ॥ আমি এখন কোথায় থাকব ? কোথায় যাব ? আমার এই সংকটে কে আমাকে উদ্ধার করবে ? হায় ! আমার তো এমনই বিপদ হয়েছে যে, আমাকে হয়তো একদিন এইজন্যই প্রাণত্যাগ করতে হবে।'॥ ৭২ ॥ সেই সময় পরম জ্ঞানী গোকর্ণ সেখানে এলেন এবং পিতাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়ে অনেক বোঝালেন॥ ৭৩ ॥ তিনি বললেন, 'হে পিতা ! এই সংসার অসার। এ কেবল দুঃখময় ও মোহ উৎপন্নকারী। ছেলে কার ? ধনসম্পত্তি কার ? স্নেহাসক্ত মানুষ দিবারাত্র প্রদীপের মতো কেবল জ্বলতেই থাকে॥ ৭৪ ॥ সুখ তো ইন্দ্রেরও নেই, চক্রবর্তী রাজারও নেই, সুখ তো আছে কেবল বৈরাগী, নির্জনবাসী মুনিদের মধ্যে॥ ৭৫ ॥ 'এ আমার ছেলে' এই অজ্ঞান ত্যাগ করুন। মোহ থেকে নরকপ্রাপ্তি হয়। এই শরীর তো একদিন নষ্ট হবেই। তাই সব কিছু ছেড়ে বনে

তদ্বাক্যং তু সমাকর্ণ্য গন্তুকামঃ পিতাব্রবীৎ।
কিং কর্তব্যং বনে তাত তত্ত্বং বদ সবিস্তরম্॥ ৭৭

অন্ধকূপে স্নেহপাশে বদ্ধঃ পঙ্গুরহং শঠঃ।
কর্মণা পতিতো নূনং মামুদ্ধর দয়ানিধে॥ ৭৮

গোকর্ণ উবাচ

দেহেঽস্থিমাংসরুধিরেঽভিমতিং ত্যজ ত্বং
জায়াসুতাদিষু সদা মমতাং বিমুঞ্চ।
পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠং
বৈরাগ্যরাগরসিকো ভব ভক্তিনিষ্ঠঃ॥ ৭৯

ধর্মং ভজস্ব সততং ত্যজ লোকধর্মান্
সেবস্ব সাধুপুরুষাঞ্জহি কামতৃষ্ণাম্।
অন্যস্য দোষগুণচিন্তনমাশু মুক্ত্বা
সেবাকথারসমহো নিতরাং পিব ত্বম্॥ ৮০

এবং সুতোক্তিবশতোঽপি গৃহং বিহায়
যাতো বনং স্থিরমতির্গতষষ্টিবর্ষঃ।
যুক্তো হরেরনুদিনং পরিচর্যয়াসৌ
শ্রীকৃষ্ণমাপ নিয়তং দশমস্য পাঠাৎ॥ ৮১

গিয়ে থাকুন॥ ৭৬ ॥

গোকর্ণের কথা শুনে আত্মদেব বনে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন এবং তাকে বললেন, 'বাছা ! বনে গিয়ে আমার কী করা উচিত বিস্তারিতভাবে আমাকে সে কথা বলো॥ ৭৭ ॥ আমি অত্যন্ত মূর্খ। আজ পর্যন্ত কর্মবশতঃ স্নেহপাশে বদ্ধ থেকে পঙ্গুর মত এই সংসাররূপী অন্ধকূপেই পড়ে রয়েছি। তুমি বড়ই দয়ালু, এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করো॥ ৭৮ ॥

গোকর্ণ বললেন—হে পিতা ! এই দেহ হাড় মাংস আর রক্তের পিণ্ড ; এর প্রতি 'অহং'-বুদ্ধি আপনি ত্যাগ করুন এবং স্ত্রীপুত্রদের ওপর কখনও 'মমতা' করবেন না। এই সংসারকে সর্বদা ক্ষণভঙ্গুর রূপে দেখবেন। সংসারের কোনও জিনিসকেই স্থায়ী মনে করে তাতে অনুরাগ (আসক্তি) করবেন না। একমাত্র বৈরাগ্য রসের রসিক হয়ে ভগবদ্‌ভক্তিতে নিরত থাকুন॥ ৭৯ ॥ ভগবদ্-ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিরন্তর তাই নিয়ে থাকুন। অন্য যাবতীয় লৌকিক ধর্ম ত্যাগ করুন। সর্বদা সাধুব্যক্তিদের সেবা করুন। কোনও রকম ভোগ-বাসনার পাশে বদ্ধ হবেন না এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপরের দোষগুণ বিচার করা ত্যাগ করে একমাত্র ভগবৎসেবা এবং ভাগবতী কথার রসই পান করতে থাকুন ॥ ৮০ ॥

পুত্রের এই উপদেশে প্রভাবিত হয়ে আত্মদেব গৃহত্যাগ করলেন এবং বনে গমন করলেন। যদিও তাঁর বয়স তখন ষাট বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল, তবুও বুদ্ধির প্রখরতা পুরোপুরিই ছিল। বনে গিয়ে দিনরাত ভগবানের সেবা-পূজা করে আর নিয়মিত ভাগবতের দশম স্কন্ধ পাঠ করে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে বিপ্রমোক্ষো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে
বিপ্রমোক্ষ নামক চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

ধুন্ধুকারীর প্রেতযোনি প্রাপ্তি এবং তা থেকে মুক্তি

সূত উবাচ

পিতর্যুপরতে তেন জননী তাড়িতা ভৃশম্।
ক্ব বিত্তং তিষ্ঠতি ব্রূহি হনিষ্যে লত্তয়া ন চেৎ॥ ১

ইতি তদ্বাক্যসংত্রাসাজ্জনন্যা পুত্রদুঃখতঃ।
কূপে পাতঃ কৃতো রাত্রৌ তেন সা নিধনং গতা॥ ২

গোকর্ণস্তীর্থযাত্রার্থং নির্গতো যোগসংস্থিতঃ।
ন দুঃখং ন সুখং তস্য ন বৈরী নাপি বান্ধবঃ॥ ৩

ধুন্ধুকারী গৃহেঽতিষ্ঠৎ পঞ্চপণ্যবধূবৃতঃ।
অত্যুগ্রকর্মকর্তা চ তৎপোষণবিমূঢ়ধীঃ॥ ৪

একদা কুলটাস্তাস্তু ভূষণান্যভিলিপ্সবঃ।
তদর্থং নির্গতো গেহাৎ কামান্ধো মৃত্যুমস্মরন্॥ ৫

যতস্ততশ্চ সংহৃত্য বিত্তং বেশ্ম পুনর্গতঃ।
তাভ্যোঽযচ্ছৎ সুবস্ত্রাণি ভূষণানি কিয়ন্তি চ॥ ৬

বহুবিত্তচয়ং দৃষ্টা রাত্রৌ নার্যো ব্যচারয়ন্।
চৌর্যং করোত্যসৌ নিত্যমতো রাজা গ্রহীষ্যতি॥ ৭

বিত্তং হৃত্বা পুনশ্চৈনং মারয়িষ্যতি নিশ্চিতম্।
অতোঽর্থগুপ্তয়ে গূঢ়মস্মাভিঃ কিং ন হন্যতে॥ ৮

নিহত্যৈনং গৃহীত্বার্থং যাস্যামো যত্র কুত্রচিৎ।
ইতি তা নিশ্চয়ং কৃত্বা সুপ্তং সম্বদ্ধ্য রশ্মিভিঃ॥ ৯

পাশং কণ্ঠে নিধায়াস্য তন্মৃত্যুমুপচক্রমুঃ।
ত্বরিতং ন মমারাসৌ চিন্তাযুক্তাস্তদাভবন্॥ ১০

তপ্তাঙ্গারসমূহাংশ্চ তন্মুখে হি বিচিক্ষিপুঃ।
অগ্নিজ্বালাতিদুঃখেন ব্যাকুলো নিধনং গতঃ॥ ১১

তং দেহং মুমুচুর্গর্তে প্রায়ঃ সাহসিকা স্ত্রিয়ঃ।
ন জ্ঞাতং তদ্রহস্যং তু কেনাপীদং তথৈব চ॥ ১২

সূত বললেন—হে শৌনক ! পিতা আত্মদেব যখন বনে চলে গেলেন তখন একদিন ধুন্ধুকারী তার মাকে বেদম প্রহার করে বলল—টাকা পয়সা কোথায় রেখেছ বলো, নয়ত এখুনি এই জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পুড়িয়ে মারব॥ ১ ॥ ওর এই ধমকানিতে ভয় পেয়ে এবং ছেলের অত্যাচারে ত্রস্ত হয়ে সেই রাত্রে ধুন্ধুলী কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেল॥ ২ ॥ যোগনিষ্ঠ গোকর্ণ তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। এই ঘটনায় তাঁর কোনও সুখ বা দুঃখ কিছুই হল না ; কারণ তাঁর কোনও শত্রুও ছিল না মিত্রও ছিল না॥ ৩ ॥

পাঁচটি বেশ্যাকে নিয়ে ধুন্ধুকারী বাড়িতে বাস করতে লাগল। সেই বেশ্যাদের জন্য ভোগাবস্তু জোগাড়ের চিন্তায় তার বুদ্ধিভ্রম হল এবং সে নানারকম ক্রূর কর্ম করতে লাগল॥ ৪ ॥ সেই কুলটারা একদিন তার কাছে অনেক গয়না চাইল। ধুন্ধুকারী তো কামে উন্মত্ত হয়েই ছিল, মৃত্যুর কোনও চিন্তাই কখনও তার হত না। সেই গয়না জোগাড় করতে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল॥ ৫ ॥ নানা জায়গা থেকে সে অনেক টাকা পয়সা চুরি করে বাড়ি নিয়ে এল। তারপর কিছু সুন্দর কাপড়চোপড় এবং গয়নাগাটি এনে তাদের দিল॥ ৬ ॥ চুরি করা প্রচুর ধনসম্পত্তি দেখে একদিন রাত্রে সেই বেশ্যারা চিন্তা করল যে 'ধুন্ধুকারী রোজই চুরি করে, এর ফলে একদিন না একদিন রাজার লোকেরা একে ধরে নিয়ে যাবে॥ ৭ ॥ এই সব ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিশ্চয়ই একে প্রাণদণ্ড দেবে। একদিন যখন একে মরতেই হবে তখন এই ধনসম্পত্তির জন্য একে গোপনে হত্যা করি না কেন॥ ৮ ॥ একে খুন করে এর টাকা পয়সা সব নিয়ে আমরা কোথাও চলে যাই।' এই চিন্তা করে তারা ঘুমন্ত ধুন্ধুকারীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করল। এতে যখন ধুন্ধুকারী মরল না তখন তারা খুব চিন্তায় পড়ে গেল ॥ ৯-১০ ॥ তারা তখন ওর মুখের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার ঢুকিয়ে দিল। আগুনের জ্বালায় তখন সে ছট্‌ফট্ করতে করতে মরে গেল॥ ১১ ॥ সেই বেশ্যারা ধুন্ধুকারীর

লোকৈঃ পৃষ্টা বদন্তি স্ম দূরং যাতঃ প্রিয়ো হি নঃ।
আগমিষ্যতি বর্ষেঽস্মিন্ বিত্তলোভবিকর্ষিতঃ॥ ১৩

স্ত্রীণাং নৈব তু বিশ্বাসং দুষ্টানাং কারয়েদ্ বুধঃ।
বিশ্বাসে যঃ স্থিতো মূঢ়ঃ স দুঃখৈঃ পরিভূয়তে॥ ১৪

সুধাময়ং বচো যাসাং কামিনাং রসবর্ধনম্।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং প্রিয়ঃ কো নাম যোষিতাম্॥ ১৫

সংহৃত্য বিত্তং তা যাতাঃ কুলটা বহুভর্তৃকাঃ।
ধুন্ধুকারী বভূবাথ মহান্ প্রেতঃ কুকর্মতঃ॥ ১৬

বাত্যারূপধরো নিত্যং ধাবন্ দশদিশোঽন্তরম্।
শীতাতপপরিক্লিষ্টো নিরাহারঃ পিপাসিতঃ॥ ১৭

ন লেভে শরণং ক্বাপি হা দৈবেতি মুহুর্বদন্।
কিয়ৎ কালেন গোকর্ণো মৃতং লোকাদবুধ্যত॥ ১৮

অনাথং তং বিদিত্বৈব গয়াশ্রাদ্ধমচীকরৎ।
যস্মিংস্তীর্থে তু সংযাতি তত্র শ্রাদ্ধমবর্তয়ৎ॥ ১৯

এবং ভ্রমন্ স গোকর্ণঃ স্বপুরং সমুপেয়িবান্।
রাত্রৌ গৃহাঙ্গণে স্বপ্তুমাগতোঽলক্ষিতঃ পরৈঃ॥ ২০

তত্র সুপ্তং স বিজ্ঞায় ধুন্ধুকারী স্ববান্ধবম্।
নিশীথে দর্শয়ামাস মহারৌদ্রতরং বপুঃ॥ ২১

সকৃন্মেষঃ সকৃদ্ধস্তী সকৃচ্চ মহিষোঽভবৎ।
সকৃদিন্দ্রঃ সকৃচ্চাগ্নিঃ পুনশ্চ পুরুষোঽভবৎ॥ ২২

বৈপরীত্যমিদং দৃষ্টা গোকর্ণো ধৈর্যসংযুতঃ।
অয়ং দুর্গতিকঃ কৌঽপি নিশ্চিত্যাথ তমব্রবীৎ॥ ২৩

গোকর্ণ উবাচ

কস্ত্বমুগ্রতরো রাত্রৌ কুতো যাতো দশামিমাম্।
কিং বা প্রেতঃ পিশাচো বা রাক্ষসোঽসীতি শংস নঃ॥ ২৪

সূত উবাচ

এবং পৃষ্টস্তদা তেন রুরোদোচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ।
অশক্তো বচনোচ্চারে সংজ্ঞামাত্রং চকার হ॥ ২৫

দেহটাকে একটা গর্তে পুঁতে দিল। আসলে (অসৎ) নারীরা এরকম দুঃসাহসীই হয়। তাদের এই কর্মের খবর কেউ জানতে পারল না॥ ১২ ॥ লোকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল—আমাদের প্রিয়তম, টাকা-পয়সার সন্ধানে এবার দূরদেশে চলে গেছেন। এই বছরের মধ্যেই ফিরে আসবেন ॥ ১৩ ॥ বুদ্ধিমান মানুষদের এই সব দুষ্টা নারীদের কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। যেসকল মূর্খ এদের বিশ্বাস করে তাদের দুঃখ পেতে হয়॥ ১৪ ॥ এদের রসাল কথা কামুকদের হৃদয়ে অমৃতরসের সঞ্চার করে ; কিন্তু এদের হৃদয় শাণিত ছুরির মতো তীক্ষ্ণ হয়। কাজেই এই সব নারীরা কার প্রতি আসক্ত হবে ? ॥ ১৫ ॥

এই কুলটারা ধুন্ধুকারীর সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল ; তাদের এইরকম পতি না জানি আরও কতজন ছিল। এদিকে ধুন্ধুকারী নিজের কুকর্মের ফলে ভয়ংকর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হল॥ ১৬ ॥

সে ভীষণ ঝড়ের রূপ ধরে সর্বদা দশ দিক উত্যক্ত করে বেড়াত। শীত-গ্রীষ্মে জর্জরিত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে 'হায় আমার ভাগ্য, হায় আমার ভাগ্য' বলে চেঁচাত। কিন্তু কোথাও-ই তার আশ্রয় মিলল না। কিছুকাল পরে গোকর্ণও লোকমুখে ধুন্ধুকারীর মৃত্যুসংবাদ পেলেন॥ ১৭-১৮ ॥ তখন ধুন্ধুকারীকে অনাথ বুঝতে পেরে গয়াতীর্থে গিয়ে তার শ্রাদ্ধ করেন এবং অন্যান্য যে সব তীর্থে তিনি যেতেন সেখানেও আবশ্যকীয় শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদি করলেন॥ ১৯ ॥

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে গোকর্ণ নিজের বাড়ি এলেন এবং রাত্রিবেলা অন্যের অলক্ষ্যে সোজা নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় রাত্রিবাস করতে এলেন ॥ ২০ ॥ সেখানে নিজের ভাইকে রাত্রিবেলা ঘুমোতে দেখে ধুন্ধুকারী নিজের মহাভয়ংকর মূর্তি দেখাল॥ ২১ ॥ কখনও ভেড়া, কখনও হাতি, কখনও মহিষ, কখনও ইন্দ্র, কখনও অগ্নির রূপ ধারণ করল। শেষকালে আবার মানুষরূপে দেখা দিল॥ ২২ ॥ এইসব অসাধারণ ব্যাপার দেখে গোকর্ণ স্থির করলেন যে এ কোনও দুর্গতিপ্রাপ্ত। তখন তিনি ধৈর্য ধরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন॥ ২৩ ॥

গোকর্ণ বললেন—তুমি কে ? রাত্রিবেলা এইসব ভয়ানক রূপ দেখাচ্ছ কেন ? তোমার এই দশা কী করে হল ? আমাকে ঠিক করে বল—তুমি প্রেত, পিশাচ অথবা রাক্ষস, কে ? ॥ ২৪ ॥

সূত বললেন—গোকর্ণ এই রকম প্রশ্ন করাতে সে

ততোঽঞ্জলৌ জলং কৃত্বা গোকর্ণস্তমুদৈরয়ৎ।
তৎসেকহতপাপোঽসৌ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২৬

প্রেত উবাচ

অহং ভ্রাতা ত্বদীয়োঽস্মি ধুন্ধুকারীতি নামতঃ।
স্বকীয়েনৈব দোষেণ ব্রহ্মত্বং নাশিতং ময়া॥ ২৭
কর্মণো নাস্তি সংখ্যা মে মহাজ্ঞানে বিবর্তিনঃ।
লোকানাং হিংসকঃ সোঽহং স্ত্রীভির্দুঃখেন মারিতঃ॥ ২৮
অতঃ প্রেতত্বমাপন্নো দুর্দশাং চ বহাম্যহম্।
বাতাহারেণ জীবামি দৈবাধীনফলোদয়াৎ॥ ২৯
অহো বন্ধো কৃপাসিন্ধো ভ্রাতর্মামাশু মোচয়।
গোকর্ণো বচনং শ্রুত্বা তস্মৈ বাক্যমথাব্রবীৎ॥৩০

গোকর্ণ উবাচ

ত্বদর্থং তু গয়াপিণ্ডো ময়া দত্তো বিধানতঃ।
তৎ কথং নৈব মুক্তোঽসি মমাশ্চর্যমিদং মহৎ॥ ৩১
গয়াশ্রাদ্ধান্ন মুক্তিশ্চেদুপায়ো নাপরস্ত্বিহ।
কিং বিধেয়ং ময়া প্রেত তত্ত্বং বদ সবিস্তরম্॥ ৩২

প্রেত উবাচ

গয়াশ্রাদ্ধশতেনাপি মুক্তির্মে ন ভবিষ্যতি।
উপায়মপরং কংচিত্ত্বং বিচারয় সাম্প্রতম্॥ ৩৩
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য গোকর্ণো বিস্ময়ং গতঃ।
শতশ্রাদ্ধৈর্ন মুক্তিশ্চেদসাধ্যং মোচনং তব॥ ৩৪
ইদানীং তু নিজং স্থানমাতিষ্ঠ প্রেত নির্ভয়ঃ।
ত্বন্মুক্তিসাধকং কিংচিদাচরিষ্যে বিচার্য চ॥ ৩৫
ধুন্ধুকারী নিজস্থানং তেনাদিষ্টস্ততো গতঃ।
গোকর্ণশ্চিন্তয়ামাস তাং রাত্রিং ন তদধ্যগাৎ॥ ৩৬
প্রাতস্তমাগতং দৃষ্টা লোকাঃ প্রীত্যা সমাগতাঃ।
তৎ সর্বং কথিতং তেন যজ্জাতং চ যথা নিশি॥ ৩৭
বিদ্বাংসো যোগনিষ্ঠাশ্চ জ্ঞানিনো ব্রহ্মবাদিনঃ।
তন্মুক্তিং নৈব তেঽপশ্যন্ পশ্যন্তঃ শাস্ত্রসংচয়ান্॥ ৩৮

বারে বারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল। তার কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। তাই সে ইশারা দিয়ে বোঝাতে লাগল॥ ২৫ ॥ গোকর্ণ তখন গণ্ডুষে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে সেই জল তার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। এতে তার পাপ কিছু নষ্ট হওয়াতে সে এই কথা বলতে লাগল॥ ২৬ ॥

প্রেত বলল—'আমি তোমার ভাই। আমার নাম ধুন্ধুকারী। আমার নিজের দোষেই আমি নিজের ব্রাহ্মণত্ব খুইয়েছি॥ ২৭ ॥ আমার কুকর্মের সীমা নেই। আমি ভয়ানক অজ্ঞানান্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। ফলে আমি অনেক মানুষের ক্ষতি করেছি। অবশেষে কুলটা মেয়েগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে হত্যা করেছে॥ ২৮ ॥ এর ফলে বর্তমানে এই প্রেতযোনিতে পড়ে এই দুর্দশা ভোগ করছি। এখন দৈববশে কর্মফলের উদয়ে কেবল বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করছি॥ ২৯ ॥ ভাই ! তুমি তো দয়ার সাগর, এখন কোনওরকমে তাড়াতাড়ি আমাকে এই যোনি থেকে মুক্ত করো।' গোকর্ণ ধুন্ধুকারীর সব কথা শুনে বললেন॥ ৩০ ॥

গোকর্ণ বললেন—ভাই হে ! ব্যাপারটা আমার বড় আশ্চর্য ঠেকছে—আমি গয়ায় গিয়ে শাস্ত্রমতে পিণ্ড-দান করেছি, তবুও তুমি প্রেতযোনি থেকে উদ্ধার হওনি ? ॥ ৩১ ॥ গয়াশ্রাদ্ধতে যদি তোমার মুক্তি না হয়ে থাকে তবে আমি তো আর কোনও উপায় দেখছি না। তুমি সব কথা খুলে বল—আমার এখন কী করা কর্তব্য ?॥ ৩২ ॥

প্রেত বলল—শত গয়াশ্রাদ্ধতেও আমার মুক্তি হবে না। তুমি এর অন্য কোনও উপায় করো॥ ৩৩ ॥

প্রেতের এই কথা শুনে গোকর্ণের বড় আশ্চর্য লাগল। তিনি বলতে লাগলেন—'শত গয়াশ্রাদ্ধতেও যদি তোমার উদ্ধার না হয় তবে তো তোমার উদ্ধার অসম্ভবই॥ ৩৪ ॥ আচ্ছা, এখন তো তুমি নির্ভয়ে স্বস্থানে থাক, আমি চিন্তা ভাবনা করে তোমার উদ্ধারের কোনও উপায় করব'॥ ৩৫ ॥

গোকর্ণের আদেশ পেয়ে ধুন্ধুকারী সেখান থেকে নিজের জায়গায় চলে গেল। এদিকে গোকর্ণ সারারাত ধরে চিন্তা করলেন কিন্তু কোনও উপায় খুঁজে পেলেন না॥ ৩৬ ॥ সকাল বেলা সকলে তাঁকে বাড়িতে দেখে খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাত্রে যে সব ঘটনা ঘটেছিল গোকর্ণ তা সকলকে বললেন ॥ ৩৭ ॥ তাদের মধ্যে যারা যোগনিষ্ঠ, বিদ্বান, জ্ঞানী ও বেদজ্ঞ

ততঃ সর্বৈঃ সূর্যবাক্যং তন্মুক্তৌ স্থাপিতং পরম্।
গোকর্ণঃ স্তম্ভনং চক্রে সূর্যবেগস্য বৈ তদা॥ ৩৯

তুভ্যং নমো জগৎসাক্ষিন্ ব্রূহি মে মুক্তিহেতুকম্।
তচ্ছ্রুত্বা দূরতঃ সূর্যঃ স্ফুটমিত্যভ্যভাষত ॥ ৪০

শ্রীমদ্ভাগবতান্মুক্তিঃ সপ্তাহং বাচনং কুরু।
ইতি সূর্যবচঃ সর্বৈর্ধর্মরূপং তু বিশ্রুতম্॥ ৪১

সর্বেঽব্রুবন্ প্রযত্নেন কর্তব্যং সুকরং ত্বিদম্।
গোকর্ণো নিশ্চয়ং কৃত্বা বাচনার্থং প্রবর্তিতঃ ॥ ৪২

তত্র সংশ্রবণার্থায় দেশগ্রামাজ্জনা যযুঃ।
পঙ্গ্বন্ধবৃদ্ধমন্দাশ্চ তেঽপি পাপক্ষয়ায় বৈ॥ ৪৩

সমাজস্তু মহাঞ্জাতো দেববিস্ময়কারকঃ।
যদৈবাসনমাস্থায় গোকর্ণোঽকথয়ৎ কথাম্॥ ৪৪

স প্রেতোঽপি তদাঽয়াতঃ স্থানং পশ্যন্নিতস্ততঃ।
সপ্তগ্রন্থিযুতং তত্রাপশ্যৎ কীচকমুচ্ছ্রিতম্॥ ৪৫

তন্মূলচ্ছিদ্রমাবিশ্য শ্রবণার্থং স্থিতো হ্যসৌ।
বাতরূপী স্থিতিং কর্তুমশক্তো বংশমাবিশৎ॥ ৪৬

বৈষ্ণবং ব্রাহ্মণং মুখ্যং শ্রোতারং পরিকল্প্য সঃ।
প্রথমস্কন্ধতঃ স্পষ্টমাখ্যানং ধেনুজোঽকরোৎ॥ ৪৭

দিনান্তে রক্ষিতা গাথা তদা চিত্রং বভূব হ।
বংশৈকগ্রন্থিভেদোঽভূৎ সশব্দং পশ্যতাং সতাম্॥ ৪৮

দ্বিতীয়েঽহ্নি তথা সায়ং দ্বিতীয়গ্রন্থিভেদনম্।
তৃতীয়েঽহ্নি তথা সায়ং তৃতীয়গ্রন্থিভেদনম্॥ ৪৯

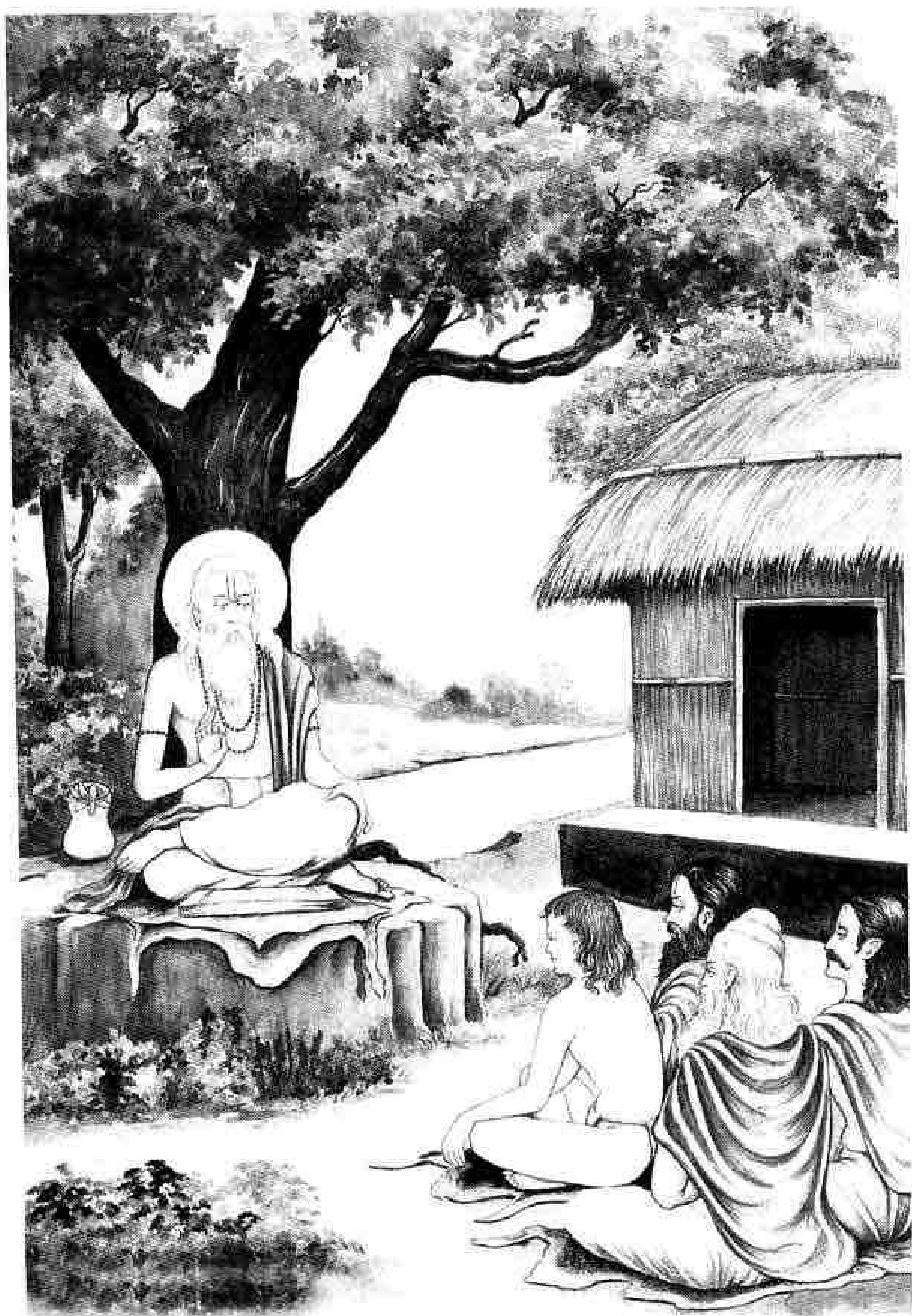
এবং সপ্তদিনৈশ্চৈব সপ্তগ্রন্থিবিভেদনম্।
কৃত্বা স দ্বাদশস্কন্ধশ্রবণাৎ প্রেততাং জহৌ॥ ৫০

ছিলেন তাঁরাও অনেক শাস্ত্রবিচার করে দেখলেন, কিন্তু উদ্ধারের কোনও পথ পাওয়া গেল না॥ ৩৮ ॥

তখন সকলে সিদ্ধান্তই করলেন যে, এই বিষয়ে সূর্যদেব যা বিধান দেবেন তাই করা উচিত। গোকর্ণ তখন নিজের তপোবলে সূর্যের গতি রুদ্ধ করে দিলেন॥ ৩৯ ॥ তারপর স্তুতি করলেন—'হে ভগবান ! আপনি সমগ্র জগতের সাক্ষী, আমি আপনাকে প্রণাম করছি। আপনি অনুগ্রহ করে ধুন্ধুকারীর উদ্ধারের উপায় বলুন।' গোকর্ণের এই প্রার্থনা শুনে সূর্যদেব দূর থেকেই পরিষ্কারভাবে বললেন—'শ্রীমদ্ভাগবতে মুক্তি হতে পারে। সুতরাং তুমি ওর জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ পারায়ণ করাও।' সূর্যের এই ধর্মবাক্য সকলেই শুনতে পেলেন॥ ৪০-৪১ ॥ তখন সকলে বললেন 'নিষ্ঠাভরে এই অনুষ্ঠান করো, আর এই অনুষ্ঠানও অতি সরল।' তখন গোকর্ণও সেই অনুসারে মনস্থির করে ভাগবত কথা পাঠের জন্য প্রস্তুতি নিলেন॥ ৪২ ॥

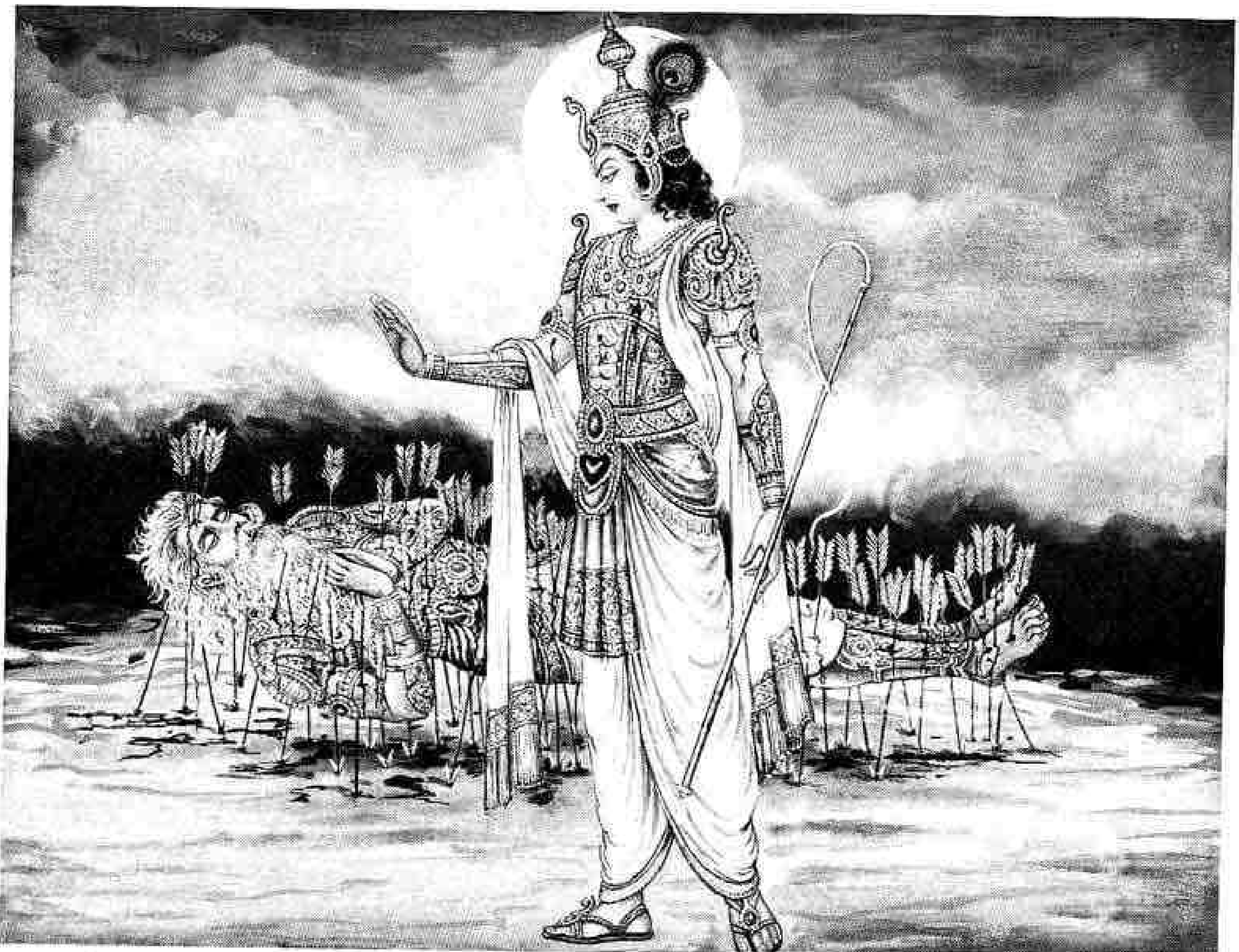
নানাদেশ, গ্রামগঞ্জ থেকে কথা শোনবার জন্য লোকের আগমন হল। অনেক পঙ্গু, অন্ধ, বৃদ্ধ, মন্দবুদ্ধি মানুষও নিজেদের পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে পৌঁছল॥ ৪৩ ॥ ফলে সেখানে এমন লোক সমাগম হল যে তা দেখে দেবতারা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। গোকর্ণ যখন ব্যাসাসনে বসে কথা পাঠ করতে লাগলেন তখন সেই প্রেতও সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং বসবার জন্য এদিক-ওদিক জায়গা খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে একটা সোজা করে রাখা সাত গাঁটযুক্ত বাঁশের ওপর তার নজর পড়ল॥ ৪৪-৪৫ ॥ সেই বাঁশের নিচের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সে পাঠ শ্রবণের জন্য বসে পড়ল। বায়ুরূপী হওয়াতে সে বাইরে কোথাও বসতে পারল না। তাই বাঁশের মধ্যে ঢুকে গেল॥ ৪৬ ॥

একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে গোকর্ণ মুখ্য শ্রোতারূপে স্থির করলেন এবং প্রথম স্কন্ধ থেকে স্পষ্ট স্বরে কথা পাঠ আরম্ভ করলেন॥ ৪৭ ॥ সন্ধ্যাবেলা যখন পাঠের বিশ্রাম দেওয়া হল তখন এক বড়ই বিচিত্র ঘটনা ঘটল। সভাস্থ সকলের সামনেই সেই বাঁশটির একটি গাঁট মট্‌মট্ করে ফেটে গেল॥ ৪৮ ॥ এইভাবে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা দ্বিতীয় গাঁটটি ফেটে গেল এবং তৃতীয় দিন একই সময়ে তৃতীয় গাঁটটি ফেটে গেল॥ ৪৯ ॥ এইভাবে সাতদিনে সাতটি গাঁট ভেদ করে ধুন্ধুকারী বারোটি স্কন্ধ শ্রবণ করে



भगवान् व्यासका पुराण-प्रवचन

Vyāsa discourses on Purāṇas

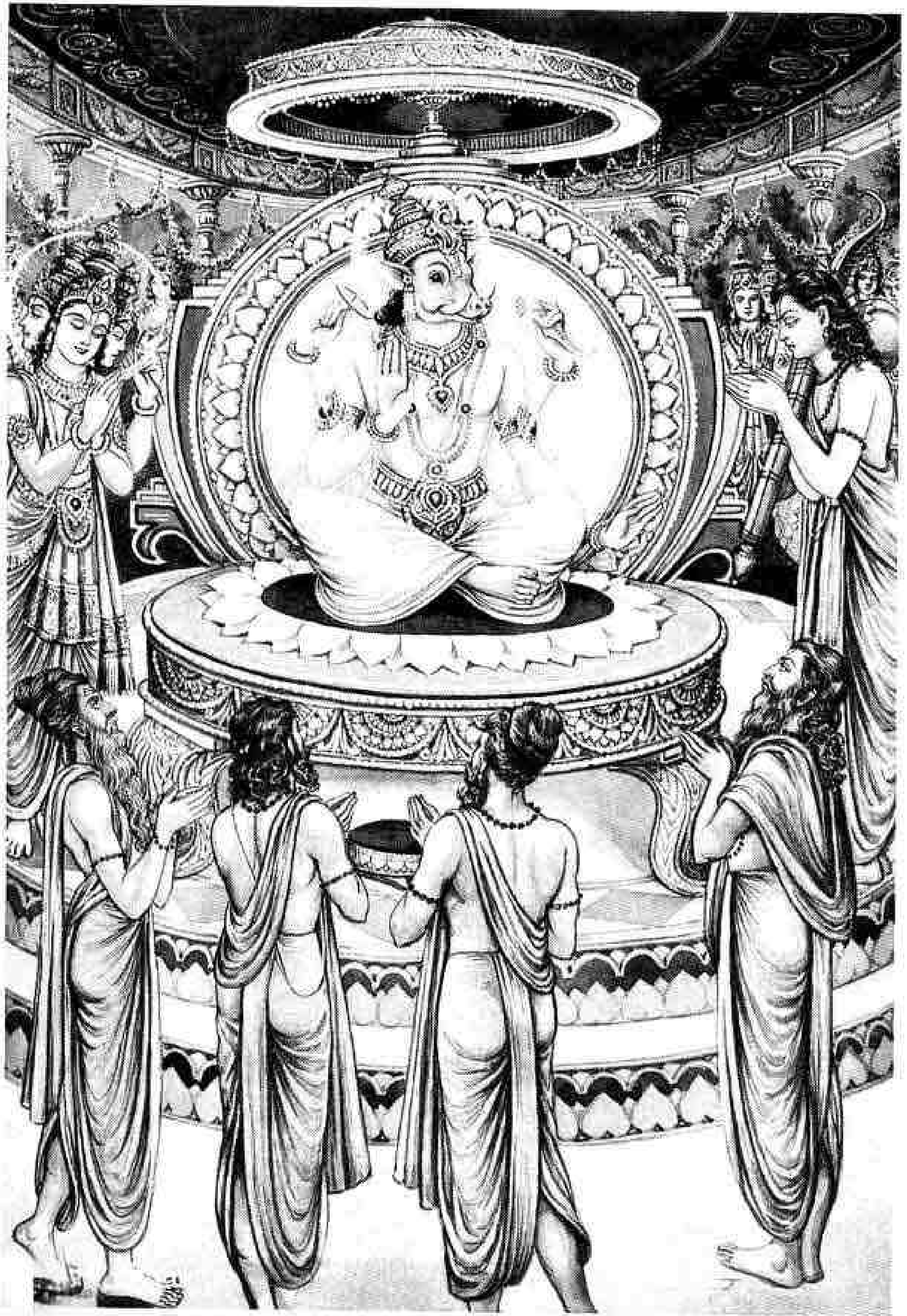


महाप्रयाणके समय भीष्मपर भगवान्‌की कृपा

The departing Bhīṣma graced by the Lord



भगवान् नारायणके नाभि-कमलसे लोकपितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति
Brahmā emanates from the navel-lotus of Nārāyaṇa



देवों तथा ऋषिगणोंको भगवान् वराहके दिव्य दर्शन

Vision of Lord Varāha to Gods and Ṛṣis



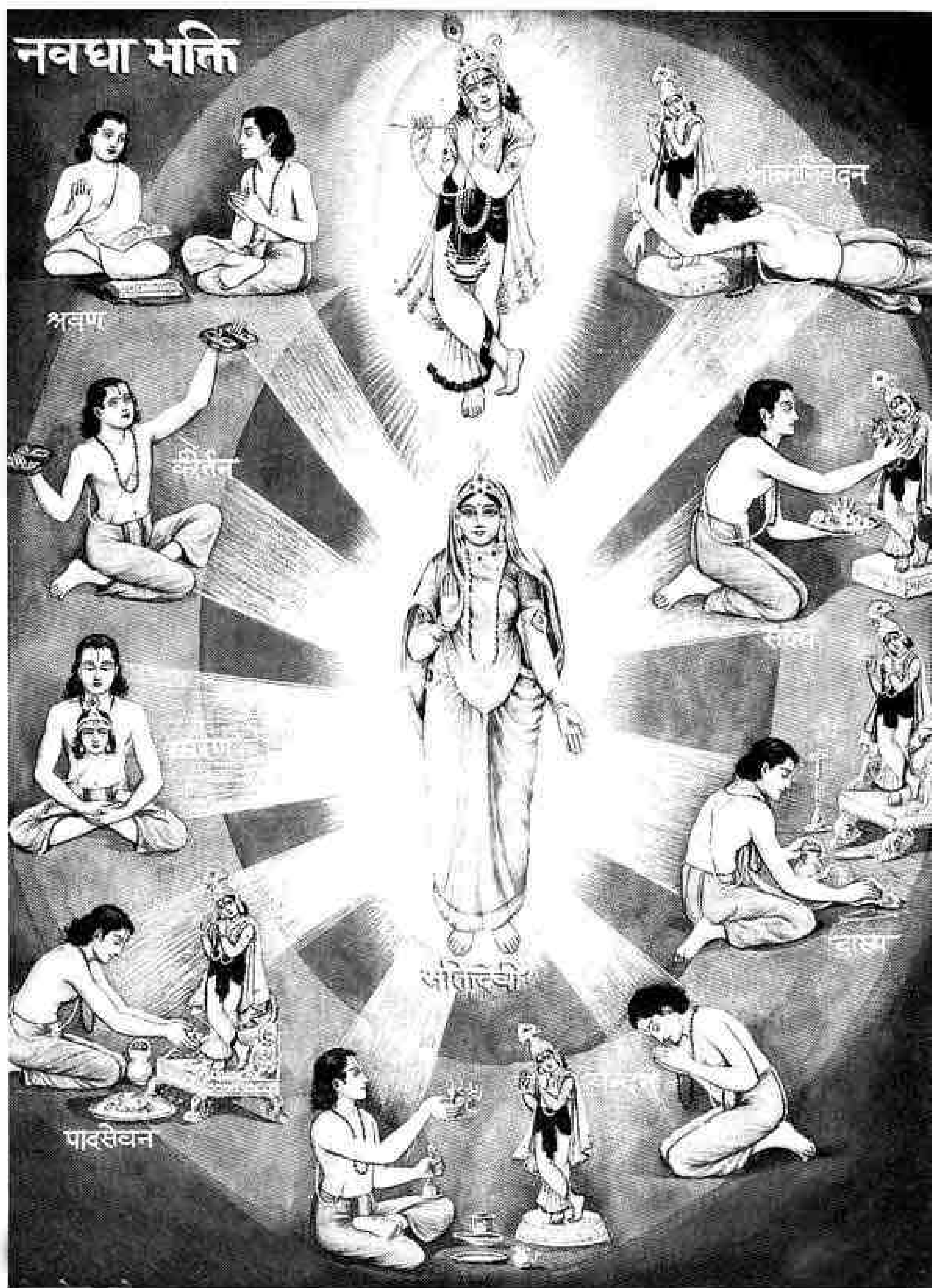
माता देवहूतिको भगवान् कपिलका तत्त्वोपदेश

Kapila preaches knowledge to mother Devahūti



बालक ध्रुवपर भगवान्का अनुग्रह

The grace of Lord descends on Dhruva



भक्तिके नौ प्रकार

Ninefold devotion



भगवान् विष्णु वामन-रूपमें

Lord Viṣṇu as a Dwarf

দিব্যরূপধরো জাতস্তুলসীদামমণ্ডিতঃ।
পীতবাসা ঘনশ্যামো মুকুটী কুণ্ডলান্বিতঃ॥ ৫১

ননাম ভ্রাতরং সদ্যো গোকর্ণমিতি চাব্রবীৎ।
ত্বয়াহং মোচিতো বন্ধো কৃপয়া প্রেতকশ্মলাৎ॥ ৫২

ধন্যা ভাগবতী বার্তা প্রেতপীড়াবিনাশিনী।
সপ্তাহোঽপি তথা ধন্যঃ কৃষ্ণলোকফলপ্রদঃ॥ ৫৩

কম্পন্তে সর্বপাপানি সপ্তাহশ্রবণে স্থিতে।
অস্মাকং প্রলয়ং সদ্যঃ কথা চেয়ং করিষ্যতি॥ ৫৪

আর্দ্রং শুষ্কং লঘু স্থূলং বাঙ্মনঃকর্মভিঃ কৃতম্।
শ্রবণং বিদহেৎ পাপং পাবকঃ সমিধো যথা॥ ৫৫

অস্মিন্ বৈ ভারতে বর্ষে সূরিভির্দেবসংসদি।
অকথাশ্রাবিণাং পুংসাং নিষ্ফলং জন্ম কীর্তিতম্॥ ৫৬

কিং মোহতো রক্ষিতেন সুপুষ্টেন বলীয়সা।
অধ্রুবেণ শরীরেণ শুকশাস্ত্রকথাং বিনা॥ ৫৭

অস্থিস্তম্ভং স্নায়ুবদ্ধং মাংসশোণিতলেপিতম্।
চর্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধং পাত্রং মূত্রপুরীষয়োঃ॥ ৫৮

জরাশোকবিপাকার্তং রোগমন্দিরমাতুরম্।
দুষ্পূরং দুর্ধরং দুষ্টং সদোষং ক্ষণভঙ্গুরম্॥ ৫৯

কৃমিবিড্ভস্মসংজ্ঞান্তং শরীরমিতি বর্ণিতম্।
অস্থিরেণ স্থিরং কর্ম কুতোঽয়ং সাধয়েন্ন হি॥ ৬০

যৎ প্রাতঃ সংস্কৃতং চান্নং সায়ং তচ্চ বিনশ্যতি।
তদীয়রসসম্পুষ্টে কায়ে কা নাম নিত্যতা॥ ৬১

সপ্তাহশ্রবণাল্লোকে প্রাপ্যতে নিকটে হরিঃ।
অতো দোষনিবৃত্ত্যর্থমেতদেব হি সাধনম্॥ ৬২

পবিত্র হয়ে প্রেতযোনি থেকে মুক্ত হয়ে গেল এবং দিব্যরূপ ধারণ করে সকলের সামনে দেখা দিল। তার নবঘনশ্যাম দেহ, পীতাম্বর ও তুলসীমালায় শোভিত, মাথায় মনোহর মুকুট আর কর্ণে কমনীয় কুণ্ডল চিক্‌চিক করছিল॥ ৫০-৫১ ॥ নিজের ভাই গোকর্ণকে সত্বর প্রণাম করে সে বলল—'ভাই হে ! তুমি কৃপা করে আমাকে প্রেতযোনি থেকে মুক্তি দিয়েছ॥ ৫২ ॥ প্রেতপীড়া নাশকারী এই শ্রীমদ্ভাগবতকথা ধন্য ! আর শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম প্রদানকারী এই শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ পারায়ণও ধন্য ! ॥ ৫৩ ॥ সপ্তাহশ্রবণের এই অনুষ্ঠান যখন হয়, সকল পাপরাশি কাঁপতে থাকে কারণ তারা বুঝতে পারে যে এই ভাগবতীকথা তাদের এখনই ধ্বংস করে দেবে॥ ৫৪ ॥ আগুন যেমন ভেজা-শুকনো, ছোট-বড় সব রকম কাঠকেই ভস্মীভূত করে, সেইরকম এই সপ্তাহশ্রবণ, মন, বাক্য ও কর্মদ্বারা কৃত নূতন-পুরাতন, ছোট-বড়, সব রকম পাপই ভস্ম করে দেয়॥ ৫৫ ॥

পণ্ডিতগণ দেবতাদের সভায় বলেছিলেন, যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতকথা না শোনে, তার জন্মই বৃথা॥ ৫৬ ॥ সত্যিই তো, মোহবশে এই অনিত্য শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান করে যদি শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ না শোনে তবে সেই শরীরে কী লাভ ? ॥ ৫৭ ॥ অস্থি এই শরীরের কাঠামো, স্নায়ুরূপ দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা, তার ওপরে এতে মাংস আর রক্ত লেপে দিয়ে চামড়া দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতি অঙ্গে দুর্গন্ধ, কারণ আসলে এ তো মলমূত্রের ভাণ্ডমাত্র॥ ৫৮ ॥ বৃদ্ধাবস্থা ও নানা দুঃখের জন্য এটি পরিণামে দুঃখময় আর বিভিন্ন রোগের আশ্রয়স্থান। সদা সর্বদা কোনও না কোনও কামনায় এই শরীর পীড়িত থাকে, কখনোই তৃপ্তি নেই। একে ধারণ করে থাকাও একটা ভারস্বরূপ ; এর প্রতি রোমকূপ নানা দোষে পরিপূর্ণ এবং এই শরীর শেষ হয়ে যেতে মুহূর্তও লাগে না॥ ৫৯ ॥ মরণের পর যদি একে কবর দেওয়া হয় তাহলে কৃমিতে পরিণত হয়, কোনও পশু যদি এই দেহ খেয়ে ফেলে তো এই শরীর বিষ্ঠায় পরিণত হয় আর যদি আগুনে জ্বালিয়ে দাও তাহলে একগাদা ছাই তৈরি হয়। এই শরীরের এই তিন পরিণতিই বলা হয়। এই রকম নশ্বর শরীর দিয়ে মানুষ অবিনশ্বর ফলদায়ী কর্ম কেন করে না ? ॥ ৬০ ॥ যে অন্ন সকালে রান্না করা হয় সন্ধ্যাকালে তা পচে যায় ; সেই অন্ন দিয়ে পুষ্ট শরীরের নিত্যতা কী

বুদ্বুদা ইব তোয়েষু মশকা ইব জন্তুষু।
জায়ন্তে মরণায়ৈব কথাশ্রবণবর্জিতাঃ॥ ৬৩

জড়স্য শুষ্কবংশস্য যত্র গ্রন্থিবিভেদনম্।
চিত্রং কিমু তদা চিত্তগ্রন্থিভেদঃ কথাশ্রবাৎ॥ ৬৪

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি সপ্তাহশ্রবণে কৃতে॥ ৬৫

সংসারকর্দমালেপপ্রক্ষালনপটীয়সি।
কথাতীর্থে স্থিতে চিত্তে মুক্তিরেব বুধৈঃ স্মৃতা॥ ৬৬

এবং ব্রুবতি বৈ তস্মিন্ বিমানমাগমত্তদা।
বৈকুণ্ঠবাসিভির্যুক্তং প্রস্ফুরদ্দীপ্তিমণ্ডলম্॥ ৬৭

সর্বেষাং পশ্যতাং ভেজে বিমানং ধুন্ধুলীসুতঃ।
বিমানে বৈষ্ণবান্ বীক্ষ্য গোকর্ণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬৮

গোকর্ণ উবাচ

অত্রৈব বহবঃ সন্তি শ্রোতারো মম নির্মলাঃ।
আনীতানি বিমানানি ন তেষাং যুগপৎ কুতঃ॥ ৬৯

শ্রবণং সমভাগেন সর্বেষামিহ দৃশ্যতে।
ফলভেদঃ কুতো জাতঃ প্রব্রুবন্তু হরিপ্রিয়াঃ॥ ৭০

হরিদাসা ঊচুঃ

শ্রবণস্য বিভেদেন ফলভেদোঽত্র সংস্থিতঃ।
শ্রবণং তু কৃতং সর্বৈর্ন তথা মননং কৃতম্॥
ফলভেদস্ততো জাতো ভজনাদপি মানদ॥ ৭১

সপ্তরাত্রমুপোষ্যৈব প্রেতেন শ্রবণং কৃতম্।
মননাদি তথা তেন স্থিরচিত্তে কৃতং ভৃশম্॥ ৭২

অদৃঢ়ং চ হতং জ্ঞানং প্রমাদেন হতং শ্রুতম্।
সংদিগ্ধো হি হতো মন্ত্রো ব্যগ্রচিত্তো হতো জপঃ॥ ৭৩

অবৈষ্ণবো হতো দেশো হতং শ্রাদ্ধমপাত্রকম্।
হতমশ্রোত্রিয়ে দানমনাচারং হতং কুলম্॥ ৭৪

করে হবে? ॥ ৬১ ॥

এই ভূলোকে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহশ্রবণে মানুষের ভগবৎপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হতে পারে। তাই সব রকম পাপ স্খালনের এটিই একমাত্র উপায়॥ ৬২ ॥ যে সকল ব্যক্তি ভাগবতকথা থেকে বঞ্চিত তারা তো জলের মধ্যে বুদ্বুদ আর জীবের মধ্যে মশার সমান—কেবল মৃত্যুর জন্যই জন্মায়॥ ৬৩ ॥ যার প্রভাবে জড় ও শুকনো বাঁশের গাঁট ফাটতে পারে, সেই ভাগবতকথা শ্রবণে মনের গ্রন্থিভেদ কোন্ বড় কথা?॥ ৬৪ ॥ সপ্তাহশ্রবণে মানুষের হৃদয়গ্রন্থি খুলে যায়। মনের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায় এবং সমস্ত কর্ম ক্ষীণ হয়ে যায়॥ ৬৫ ॥ এই ভাগবত-কথারূপ তীর্থ সংসারের ক্লেশ ধুয়েমুছে পরিষ্কার করতে অতিশয় পটু। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই কথা হৃদয়ে বিরাজ করলে সেই মানুষের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী॥ ৬৬ ॥

ধুন্ধুকারী যখন এসব কথা বলছিল সেই সময় ভগবানের বৈকুণ্ঠবাসী পার্ষদদের নিয়ে এক দিব্য বিমান সেখানে উপস্থিত হল। সেই বিমান থেকে সর্বত্র মণ্ডলাকার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল॥ ৬৭ ॥ সকলের চোখের সামনে ধুন্ধুকারী সেই বিমানে উঠে বসল। তখন সেই বিমানে আগত পার্ষদদের দেখে গোকর্ণ এই কথা বললেন॥ ৬৮ ॥

গোকর্ণ প্রশ্ন করলেন—হে ভগবানের প্রিয় পার্ষদবৃন্দ! এখানে তো আমাদের অনেক শুদ্ধঅন্তঃকরণ শ্রোতারা রয়েছেন, এদের সকলের জন্য আপনারা একসঙ্গে অনেকগুলো বিমান কেন আনেননি? আমি তো দেখছি যে এখানে সকলে সমানভাবে পাঠ শুনেছে, কিন্তু ফলপ্রাপ্তিতে এইরকম পার্থক্য কেন হল, একথা আমাকে বলুন॥ ৬৯-৭০ ॥

শ্রীভগবানের সেবকগণ বললেন—হে মান্যবর! এই ফলভেদের কারণ এদের শ্রবণেরই পার্থক্য। একথা ঠিকই যে শ্রবণ সকলেই সমানভাবে করেছে কিন্তু ধুন্ধুকারীর মতো কেউই মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। সেইজন্য একসাথে শ্রবণ করলেও শ্রবণের ফলের পার্থক্য হয়েছে॥ ৭২ ॥ এই প্রেত সাতদিন উপোস করে শ্রবণ করেছে এবং শ্রুত বিষয়গুলি এই প্রেত স্থিরচিত্তে উত্তমরূপে মনন ও নিদিধ্যাসন করেছে॥ ৭২ ॥ যে জ্ঞান দৃঢ় না হয় তা ব্যর্থ হয়ে যায়। সেইরূপ মনোযোগ না দিলে শ্রবণের, সন্দেহ থাকলে মন্ত্রের, চিত্তের চাঞ্চল্য থাকলে জপের কোনও ফল হয় না॥ ৭৩ ॥ বৈষ্ণবহীন দেশ, অপাত্র-কৃত

বিশ্বাসো গুরুবাক্যেষু স্বস্মিন্ দীনত্বভাবনা।
মনোদোষজয়শ্চৈব কথায়াং নিশ্চলা মতিঃ॥ ৭৫
এবমাদি কৃতং চেৎ স্যাত্তদা বৈ শ্রবণে ফলম্।
পুনঃ শ্রবান্তে সর্বেষাং বৈকুণ্ঠে বসতির্ধ্রুবম্॥ ৭৬
গোকর্ণ তব গোবিন্দো গোলোকং দাস্যতি স্বয়ম্।
এবমুক্ত্বা যযুঃ সর্বে বৈকুণ্ঠং হরিকীর্তনাঃ॥ ৭৭
শ্রাবণে মাসি গোকর্ণঃ কথামূচে তথা পুনঃ।
সপ্তরাত্রবতীং ভূয়ঃ শ্রবণং তৈঃ কৃতং পুনঃ॥ ৭৮
কথাসমাপ্তৌ যজ্জাতং শ্রূয়তাং তচ্চ নারদ॥ ৭৯
বিমানৈঃ সহ ভক্তৈশ্চ হরিরাবির্বভূব হ।
জয়শব্দা নমঃশব্দাস্তত্রাসন্ বহবস্তদা॥ ৮০
পাঞ্চজন্যধ্বনিং চক্রে হর্ষাত্তত্র স্বয়ং হরিঃ।
গোকর্ণং তু সমালিঙ্গ্যাকরোৎ স্বসদৃশং হরিঃ॥ ৮১
শ্রোতৄনন্যান্ ঘনশ্যামান্ পীতকৌশেয়বাসসঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনস্তথা চক্রে হরিঃ ক্ষণাৎ॥ ৮২
তদ্গ্রামে যে স্থিতা জীবা আশ্বচাণ্ডালজাতয়ঃ।
বিমানে স্থাপিতাস্তেঽপি গোকর্ণকৃপয়া তদা॥ ৮৩
প্রেষিতা হরিলোকে তে যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ।
গোকর্ণেন স গোপালো গোলোকং গোপবল্লভম্।
কথাশ্রবণতঃ প্রীতো নির্যযৌ ভক্তবৎসলঃ॥ ৮৪
অযোধ্যাবাসিনঃ পূর্বং যথা রামেণ সংগতাঃ।
তথা কৃষ্ণেন তে নীতা গোলোকং যোগিদুর্লভম্॥ ৮৫
যত্র সূর্যস্য সোমস্য সিদ্ধানাং ন গতিঃ কদা।
তং লোকং হি গতাস্তে তু শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবাৎ॥ ৮৬
ব্রূমোঽত্র তে কিং ফলবৃন্দমুজ্জ্বলং
সপ্তাহযজ্ঞেন কথাসু সংচিতম্।
কর্ণেন গোকর্ণকথাক্ষরো যৈঃ
পীতশ্চ তে গর্ভগতা ন ভূয়ঃ॥ ৮৭
বাতাম্বুপর্ণাশনদেহশোষণৈ-
স্তপোভিরুগ্রৈশ্চিরকালসংচিতৈঃ।
যোগৈশ্চ সংযান্তি ন তাং গতিং বৈ
সপ্তাহগাথাশ্রবণেন যান্তি যাম্॥ ৮৮

শ্রাদ্ধান্নভোজন, অশ্রোত্রিয়কে প্রদত্ত দান এবং আচারহীন কুল—এ সব নষ্ট হয়ে যায়॥ ৭৪ ॥ গুরুবাক্যে বিশ্বাস, নিজের দীনভাব, মনের দোষসমূহের ওপর আধিপত্য এবং পাঠ শ্রবণে চিত্তের একাগ্রতা—এইসব নিয়ম যদি পালন করা যায় তাহলে শ্রবণের যথার্থ ফল লাভ হয়। এই সব শ্রোতারা যদি পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করে তবে এরা সকলেই নিশ্চিতভাবে বৈকুণ্ঠগতি লাভ করবে॥ ৭৫-৭৬ ॥ আর হে গোকর্ণ ! আপনাকে তো স্বয়ং ভগবান এসে গোলোকধামে নিয়ে যাবেন। এই কথা বলে সেই পার্ষদগণ হরিকীর্তন করতে করতে বৈকুণ্ঠধামে চলে গেলেন॥ ৭৭ ॥

শ্রাবণ মাসে গোকর্ণ আবার ওই রকমভাবে সপ্তাহব্যাপী পাঠ করেন এবং সেই শ্রোতারা আবার সেই পাঠ শ্রবণ করেন॥ ৭৮ ॥ হে নারদ ! এই পাঠের শেষে যা কিছু হয়েছিল সে সব শুনুন॥ ৭৯ ॥ ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ বিমান নিয়ে ভগবান সেখানে আবির্ভূত হন। সবদিক থেকে খুব জয়-জয়কার ও নমস্কারজ্ঞাপক ধ্বনি উঠতে লাগল॥ ৮০ ॥ ভগবান স্বয়ং আনন্দিত হয়ে নিজের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন এবং গোকর্ণকে বুকে জড়িয়ে নিজের সদৃশ করে দিলেন॥ ৮১ ॥ ক্ষণকাল মধ্যেই তিনি অন্য সব শ্রোতাদেরও নবঘনশ্যাম, রেশমী-পীতাম্বরধারী এবং কিরীট ও কুণ্ডলাদি শোভিত করে দিলেন॥ ৮২ ॥ সেই গ্রামে কুকুর ও চণ্ডাল পর্যন্ত যত জীব ছিল তারা সকলেই গোকর্ণের কৃপায় বিমানে জায়গা পেল॥ ৮৩ ॥ এবং যোগীরা যে স্থানে গমন করেন সেই ভগবৎধামে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল। এইরূপে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঠ শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে গোকর্ণকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গোপপ্রিয় গোলোকধামে চলে গেলেন॥ ৮৪ ॥ পুরাকালে যেভাবে অযোধ্যাবাসীরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সাথে সাকেতধামে গমন করেছিলেন, সেইরকমই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকলকে যোগীদুর্লভ গোলোকধামে নিয়ে গেলেন॥ ৮৫ ॥ যেই লোকে সূর্য, চন্দ্র বা সিদ্ধগণেরও গতি হয় না, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রোতারা সেই লোকে গমন করল॥ ৮৬ ॥

হে নারদ ! সপ্তাহযজ্ঞের দ্বারা পাঠশ্রবণে যে রকম উজ্জ্বল ফল সঞ্চিত হয় সে বিষয়ে আপনাকে কী আর বলব ? অহো ! নিজকর্ণে যে গোকর্ণের পাঠের এক অক্ষরও শ্রবণ করেছে সে আর দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেনি॥ ৮৭ ॥ শুধুমাত্র বায়ু, জল ও গাছের পাতা খেয়ে

ইতিহাসমিমং পুণ্যং শাণ্ডিল্যোঽপি মুনীশ্বরঃ।
পঠতে চিত্রকূটস্থো ব্রহ্মানন্দপরিপ্লুতঃ॥ ৮৯

শরীরকে শীর্ণ করে, বহুকাল ঘোর তপস্যা করে বা যোগসাধন করেও যে গতি লাভ করা যায় না, সেই গতি শুধুমাত্র সপ্তাহশ্রবণেই সহজলভ্য হয়॥ ৮৮ ॥ চিত্রকূটে বসে এই পরমপবিত্র ইতিহাস মুনীশ্বর শাণ্ডিল্যও ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে পাঠ করতে থাকেন॥ ৮৯ ॥

আখ্যানমেতৎ পরমং পবিত্রং
শ্রুতং সকৃদ্ বৈ বিদহেদঘৌঘম্।
শ্রাদ্ধে প্রযুক্তং পিতৃতৃপ্তিমাবহে-
ন্নিত্যং সুপাঠাদপুনর্ভবং চ॥ ৯০

এই কথা বড়ই পবিত্র। একবার মাত্র শ্রবণেই সমগ্র পাপরাশিকে ভস্মীভূত করে দেয়। শ্রাদ্ধকালে পাঠ করলে পিতৃগণের অত্যন্ত তৃপ্তি হয় আর নিত্য পাঠ করলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে গোকর্ণমোক্ষবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে গোকর্ণমোক্ষ বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তাহযজ্ঞের নিয়ম

কুমারা ঊচুঃ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামঃ সপ্তাহশ্রবণে বিধিম্।
সহায়ৈর্বসুভিশ্চৈব প্রায়ঃ সাধ্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ১
দৈবজ্ঞং তু সমাহূয় মুহূর্তং পৃচ্ছ্য যত্নতঃ।
বিবাহে যাদৃশং বিত্তং তাদৃশং পরিকল্পয়েৎ॥ ২
নভস্য আশ্বিনোর্জৌ চ মার্গশীর্ষঃ শুচির্নভাঃ।
এতে মাসাঃ কথারম্ভে শ্রোতৄণাং মোক্ষসূচকাঃ॥ ৩
মাসানাং বিপ্র হেয়ানি তানি ত্যাজ্যানি সর্বথা।
সহায়াশ্চেতরে তত্র কর্তব্যাঃ সোদ্যমাশ্চ যে॥ ৪
দেশে দেশে তথা সেয়ং বার্তা প্রেষ্যা প্রযত্নতঃ।
ভবিষ্যতি কথা চাত্র আগন্তব্যং কুটুম্বিভিঃ॥ ৫
দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্ দূরে চাচ্যুতকীর্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়ো যে চ তেষাং বোধো যতো ভবেৎ॥ ৬
দেশে দেশে বিরক্তা যে বৈষ্ণবাঃ কীর্তনোৎসুকাঃ।
তেষ্বেব পত্রং প্রেষ্যং চ তল্লেখনমিতীরিতম্ ॥ ৭

সনকাদি কুমারগণ বললেন—হে নারদ ! আমরা এখন তোমাকে সপ্তাহশ্রবণের নিয়ম বলছি। এই বিধি সাধারণ মানুষের সহযোগে ও অর্থের দ্বারা সাধ্য বলা হয়েছে॥ ১ ॥ সর্বপ্রথমে পণ্ডিতদৈবজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে দিনক্ষণ দেখা দরকার, তারপর বিবাহে যেমন একটা খরচের ব্যাপার হিসাব করতে হয় এখানেও সেইরকম অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন ॥ ২ ॥ কথা আরম্ভ করতে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই ছয়মাসই শ্রোতাদের মোক্ষের পক্ষে প্রশস্ত॥ ৩ ॥ হে দেবর্ষি ! এই মাসগুলির মধ্যে আবার ভদ্রা-ব্যতীপাত ইত্যাদি দোষযুক্ত যোগগুলি সর্বদা ছেড়ে দেওয়া দরকার। তারপরে অন্যান্য লোকেরা যারা এই ব্যাপারে উৎসাহী তাদের ডেকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন ॥ ৪ ॥ তারপর সর্বত্র এই খবর প্রচার করা দরকার যে এখানে ভাগবত কথা হবে। সকলের সপরিবারে অংশগ্রহণ প্রার্থনা করবে॥ ৫ ॥ নারী এবং শূদ্রাদিগণ ভাগবতকথা এবং হরিসংকীর্তন থেকে দূরে রয়েছে। তাদের কাছেও যাতে সংবাদ পৌঁছায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে॥ ৬ ॥ দেশে বিদেশে যে সব বৈষ্ণবভক্ত এবং হরিসংকীর্তন প্রেমী রয়েছেন তাঁদের কাছে অবশ্যই নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো দরকার। সেই নিমন্ত্রণপত্র লেখারও

সতাং সমাজো ভবিতা সপ্তরাত্রং সুদুর্লভঃ।
অপূর্বরসরূপৈব কথা চাত্র ভবিষ্যতি॥ ৮
শ্রীভাগবতপীযূষপানায় রসলম্পটাঃ।
ভবন্তশ্চ তথা শীঘ্রমায়াত প্রেমতৎপরাঃ॥ ৯
নাবকাশঃ কদাচিচ্চেদ্দিনমাত্রং তথাপি তু।
সর্বথাঽগমনং কার্যং ক্ষণোঽত্রৈব সুদুর্লভঃ॥ ১০
এবমাকারণং তেষাং কর্তব্যং বিনয়েন চ।
আগন্তুকানাং সর্বেষাং বাসস্থানানি কল্পয়েৎ॥ ১১
তীর্থে বাপি বনে বাপি গৃহে বা শ্রবণং মতম্।
বিশালা বসুধা যত্র কর্তব্যং তৎ কথাস্থলম্॥ ১২
শোধনং মার্জনং ভূমের্লেপনং ধাতুমণ্ডনম্।
গৃহোপস্করমুদ্ধৃত্য গৃহকোণে নিবেশয়েৎ॥ ১৩
অর্বাক্ পঞ্চাহতো যত্নাদাস্তীর্ণানি প্রমেলয়েৎ।
কর্তব্যো মণ্ডপঃ প্রোচ্চৈঃ কদলীখণ্ডমণ্ডিতঃ॥ ১৪
ফলপুষ্পদলৈর্বিষ্বগ্বিতানেন বিরাজিতঃ।
চতুর্দিক্ষু ধ্বজারোপো বহুসম্পদ্বিরাজিতঃ॥ ১৫
ঊর্ধ্বং সপ্তৈব লোকাশ্চ কল্পনীয়াঃ সবিস্তরম্।
তেষু বিপ্রা বিরক্তাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রবোধ্য চ॥ ১৬
পূর্বং তেষামাসনানি কর্তব্যানি যথোত্তরম্।
বক্তুশ্চাপি তদা দিব্যমাসনং পরিকল্পয়েৎ॥ ১৭
উদঙ্মুখো ভবেদ্বক্তা শ্রোতা বৈ প্রাঙ্মুখস্তদা।
প্রাঙ্মুখশ্চেদ্ভবেদ্বক্তা শ্রোতা চোদঙ্মুখস্তদা॥ ১৮
অথবা পূর্বদিগ্জ্ঞেয়া পূজ্যপূজকমধ্যতঃ।
শ্রোতৃণামাগমে প্রোক্তা দেশকালাদিকোবিদৈঃ॥ ১৯
বিরক্তো বৈষ্ণবো বিপ্রো বেদশাস্ত্রবিশুদ্ধিকৃৎ।
দৃষ্টান্তকুশলো ধীরো বক্তা কার্যোঽতিনিঃস্পৃহঃ॥ ২০
অনেকধর্মবিভ্রান্তাঃ স্ত্রৈণাঃ পাখণ্ডবাদিনঃ।
শুকশাস্ত্রকথোচ্চারে ত্যাজ্যাস্তে যদি পণ্ডিতাঃ॥ ২১
বক্তুঃ পার্শ্বে সহায়ার্থমন্যঃ স্থাপ্যস্তথাবিধঃ।
পণ্ডিতঃ সংশয়চ্ছেত্তা লোকবোধনতৎপরঃ॥ ২২

বিধি এইরকম বলা হয়েছে॥ ৭ ॥ 'হে মহানুভবগণ! এখানে সপ্তাহব্যাপী সৎপুরুষদের অতি দুর্লভ সম্মেলন হবে এবং অপূর্ব রসময়ী শ্রীমদ্ভাগবতকথা পাঠ হবে॥ ৮ ॥ আপনারা ভাগবতরসের রসিক, অতএব শ্রীমদ্ভাগবতামৃত পান করতে প্রেমভরে সত্বর আগমন করুন॥ ৯ ॥ যদি বিশেষ কোনও কার্যবশত সাতদিনের জন্য যোগ দিতে না পারেন, তাহলেও অন্তত একদিনের জন্য তো অবশ্যই কৃপা করে আসবেন ; কারণ এখানকার এক মুহূর্তও তো অত্যন্ত দুর্লভ॥ ১০ ॥ এইরকম বিনীতভাবে তাঁদের নিমন্ত্রণ করতে হবে এবং যাঁরা আসবেন তাঁদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে॥ ১১ ॥ কথাশ্রবণ কোনও তীর্থস্থানে, বনে অথবা নিজের বাড়িতেও শুভ বলে মনে করা হয়। যেখানে বেশ বড়সড় খোলা জায়গা আছে সেটাই কথাস্থল হওয়া উচিত॥ ১২ ॥ ভূমির শোধন, মার্জন ও লেপন করে রং-বেরংয়ের ধাতু দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করবে। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র জড়ো করে এক কোণে রেখে দেবে॥ ১৩ ॥ পাঁচদিন আগে থেকে সযত্নে পাতবার কাপড় ইত্যাদি জোগাড় করবে এবং কলাগাছে সুশোভিত এক উঁচু মঞ্চ তৈরি করবে॥ ১৪ ॥ তার চারদিকে ফল, পুষ্প এবং চাঁদোয়া দিয়ে সুসজ্জিত করবে। চারদিকে ধ্বজা ও নানারকম সামগ্রী দিয়ে সাজিয়ে দেবে॥ ১৫ ॥ সেই মঞ্চের খানিকটা উঁচু জায়গা করে সাতটি বিশাল লোকের কল্পনা করে সেখানে নিরাসক্ত ব্রাহ্মণদের ডেকে ডেকে বসাবে॥ ১৬ ॥ সামনের দিকে তাদের জন্য যথাযোগ্য আসন তৈরি রাখবে। তার পেছনে বক্তা (পাঠক)র জন্যও এক দিব্য সিংহাসনের ব্যবস্থা রাখবে॥ ১৭ ॥ পাঠকের মুখ যদি উত্তরদিকে হয় তবে শ্রোতাদের মুখ পূর্বমুখী হবে আর পাঠক যদি পূর্ব দিকে মুখ করে বসেন তবে শ্রোতাদের উত্তরমুখী হয়ে বসা প্রয়োজন॥ ১৮ ॥ অথবা পাঠক এবং শ্রোতা সকলেরই পূর্বদিকে মুখ করে বসা প্রয়োজন। দেশকালাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ শ্রোতাদের জন্য এইরকম নিয়মই বলেছেন ॥ ১৯ ॥ বেদ শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা করতে যিনি সমর্থ, নানারকম উদাহরণ দিতে পারেন এবং অত্যন্ত নিস্পৃহ, এইরকম নিরাসক্ত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে পাঠকর্তা করা দরকার॥ ২০ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবচনে সেই সব লোককে ভার দেওয়া উচিত নয় যারা পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও নানারকম ধর্মের মতবাদে বিভ্রান্ত, কামুক এবং পাষণ্ড-প্রচারক॥ ২১ ॥ পাঠকের সঙ্গে তাকে সাহায্য করার জন্য তারই মতো আরও একজন বিদ্বান পণ্ডিত থাকবেন। সেই

বক্ত্রা ক্ষৌরং প্রকর্তব্যং দিনাদর্বাগ্ ব্রতাপ্তয়ে।
অরুণোদয়েঽসৌ নির্বর্ত্য শৌচং স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৩
নিত্যং সংক্ষেপতঃ কৃত্বা সন্ধ্যাদ্যং স্বং প্রযত্নতঃ।
কথাবিঘ্নবিঘাতায় গণনাথং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪
পিতৃন্ সংতর্প্য শুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
মণ্ডলং চ প্রকর্তব্যং তত্র স্থাপ্যো হরিস্তথা ॥ ২৫
কৃষ্ণমুদ্দিশ্য মন্ত্রেণ চরেৎ পূজাবিধিং ক্রমাৎ।
প্রদক্ষিণনমস্কারান্ পূজান্তে স্তুতিমাচরেৎ ॥ ২৬
সংসারসাগরে মগ্নং দীনং মাং করুণানিধে।
কর্মমোহগৃহীতাঙ্গং মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ॥ ২৭
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাপি ততঃ পূজা প্রযত্নতঃ।
কর্তব্যা বিধিনা প্রীত্যা ধূপদীপসমন্বিতা ॥ ২৮
ততস্তু শ্রীফলং ধৃত্বা নমস্কারং সমাচরেৎ।
স্তুতিঃ প্রসন্নচিত্তেন কর্তব্যং কেবলং তদা ॥ ২৯
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যোঽয়ং প্রত্যক্ষঃ কৃষ্ণ এব হি।
স্বীকৃতোঽসি ময়া নাথ মুক্ত্যর্থং ভবসাগরে ॥ ৩০
মনোরথো মদীয়োঽয়ং সফলঃ সর্বথা ত্বয়া।
নির্বিঘ্নেনৈব কর্তব্যো দাসোঽহং তব কেশব ॥ ৩১
এবং দীনবচঃ প্রোচ্য বক্তারং চাথ পূজয়েৎ।
সম্ভূষ্য বস্ত্রভূষাভিঃ পূজান্তে তং চ সংস্তবেৎ ॥ ৩২
শুকরূপ প্রবোধজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
এতৎকথাপ্রকাশেন মদজ্ঞানং বিনাশয় ॥ ৩৩
তদগ্রে নিয়মঃ পশ্চাৎ কর্তব্যঃ শ্রেয়সে মুদা।
সপ্তরাত্রং যথাশক্ত্যা ধারণীয়ঃ স এব হি ॥ ৩৪
বরণং পঞ্চবিপ্রাণাং কথাভঙ্গনিবৃত্তয়ে।
কর্তব্যং তৈর্হরের্জাপ্যং দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণান্ বৈষ্ণবাংশ্চান্যাংস্তথা কীর্তনকারিণঃ।
নত্বা সম্পূজ্য দত্তাজ্ঞঃ স্বয়মাসনমাবিশেৎ ॥ ৩৬
লোকবিত্তধনাগারপুত্রচিন্তাং ব্যুদস্য চ।
কথাচিত্তঃ শুদ্ধমতিঃ স লভেৎ ফলমুত্তমম্ ॥ ৩৭

পণ্ডিতও যেন সব রকম সংশয় নিরসন করতে সমর্থ এবং শ্রোতাদের বোঝানোর ব্যাপারে পারদর্শী হন ॥ ২২ ॥

পাঠ শুরু করার একদিন আগে ব্রতগ্রহণ করার জন্য বক্তা ক্ষৌরকর্ম শেষ করে রাখবেন এবং সূর্যোদয়কালে শৌচাদি সমাপন করে উত্তমরূপে স্নান করবেন ॥ ২৩ ॥ পরে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম সংক্ষেপে সমাপন করে পাঠে বিঘ্ননাশ নিরোধের উদ্দেশ্যে গণেশের পূজা করবেন ॥ ২৪ ॥ তারপর পিতৃগণের তর্পণ করে নিজের পূর্বকৃত পাপের শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবেন এবং একটি মণ্ডল প্রস্তুত করে তার মধ্যে শ্রীহরিকে স্থাপন করবেন ॥ ২৫ ॥ তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর ষোড়শোপচারে পুজো করবেন এবং অবশেষে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারাদি করে এই বলে স্তুতি করবেন ॥ ২৬ ॥ 'হে করুণানিধান ! আমি ভবসাগরে নিমজ্জিত এক অতি দীন অধম। কর্মের মোহ আমাকে গ্রাস করে রেখেছে, আপনি এর থেকে উদ্ধার করুন' ॥ ২৭ ॥ এরপরে শ্রীমদ্ভাগবতকেও বিধিপূর্বক প্রীতি সহকারে পূজা করবেন ॥ ২৮ ॥ তারপর পুস্তকের সামনে নারকেল রেখে নমস্কার করে আনন্দের সাথে স্তুতি করবেন ॥ ২৯ ॥ 'শ্রীমদ্ভাগবতের রূপে আপনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই এখানে বিরাজমান। হে নাথ ! ভবসমুদ্র পার হওয়ার জন্য আমি আপনার শরণ গ্রহণ করেছি ॥ ৩০ ॥ আমার এই মনস্কামনা আপনি নির্বিঘ্নে পূরণ করুন। হে কেশব ! আমি আপনার দাস।' ॥ ৩১ ॥

এরূপে দীনভাবে প্রার্থনা করে তারপর মূল পাঠককে পূজা করবে। তাঁকে সুন্দর বস্ত্র ভূষণাদিতে শোভিত করে পূজা করে এইভাবে স্তুতি করবে—॥ ৩২ ॥ 'হে শুকস্বরূপ ভগবান ! আপনি প্রবোধজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রবিশারদ ! কৃপা করে এই ভাগবতকথা প্রকাশ করে আমার অজ্ঞান দূর করুন।' ॥ ৩৩ ॥ এরপরে নিজের মঙ্গলার্থে তাঁর সামনে নিয়ম ধারণ করবে এবং সাতদিন ধরে সেই নিয়ম যথাশক্তি পালন করবে ॥ ৩৪ ॥ কথাভঙ্গ নিবৃত্তির জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বরণ করবে ; তাঁরা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) দ্বারা ভগবানের নাম জপ করবেন ॥ ৩৫ ॥ পরে ব্রাহ্মণ, অন্যান্য বিষ্ণুভক্ত এবং কীর্তনীয়াদের প্রণাম এবং পূজা করে তাঁদের আজ্ঞা নিয়ে নিজের আসন গ্রহণ করবে ॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি, ধনসম্পত্তি, গৃহ কলত্রাদির চিন্তা পরিত্যাগ করে শুদ্ধচিত্তে শুধুমাত্র পাঠেই মন নিরত রাখে, এই পাঠ শ্রবণে তার উত্তম ফল লাভ হয় ॥ ৩৭ ॥ সুধী বক্তা সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে সাড়ে

আসূর্যোদয়মারভ্য সার্ধত্রিপ্রহরান্তকম্।
বাচনীয়া কথা সম্যগ্ ধীরকণ্ঠং সুধীমতা।। ৩৮
কথাবিরামঃ কর্তব্যো মধ্যাহ্নে ঘটিকাদ্বয়ম্।
তৎকথামনু কার্যং বৈ কীর্তনং বৈষ্ণবৈস্তদা।। ৩৯
মলমূত্রজয়ার্থং হি লঘ্বাহারঃ সুখাবহঃ।
হবিষ্যান্নেন কর্তব্যো হ্যেকবারং কথার্থিনা।। ৪০
উপোষ্য সপ্তরাত্রং বৈ শক্তিশ্চেচ্ছৃণুয়াত্তদা।
ঘৃতপানং পয়ঃপানং কৃত্বা বৈ শৃণুয়াৎ সুখম্।। ৪১
ফলাহারেণ বা ভাব্যমেকভুক্তেন বা পুনঃ।
সুখসাধ্যং ভবেদ্‌যত্তু কর্তব্যং শ্রবণায় তৎ।। ৪২
ভোজনং তু বরং মন্যে কথাশ্রবণকারকম্।
নোপবাসো বরঃ প্রোক্তঃ কথাবিঘ্নকরো যদি।। ৪৩
সপ্তাহব্রতিনাং পুংসাং নিয়মাঞ্শৃণু নারদ।
বিষ্ণুদীক্ষাবিহীনানাং নাধিকারঃ কথাশ্রবে।। ৪৪
ব্রহ্মচর্যমধঃসুপ্তিঃ পত্রাবল্যাং চ ভোজনম্।
কথাসমাপ্তৌ ভুক্তিং চ কুর্যান্নিত্যং কথাব্রতী।। ৪৫
দ্বিদলং মধু তৈলং চ গরিষ্ঠান্নং তথৈব চ।
ভাবদুষ্টং পর্যুষিতং জহ্যান্নিত্যং কথাব্রতী।। ৪৬
কামং ক্রোধং মদং মানং মৎসরং লোভমেব চ।
দম্ভং মোহং তথা দ্বেষং দূরয়েচ্চ কথাব্রতী।। ৪৭
বেদবৈষ্ণববিপ্রাণাং গুরুগোব্রতিনাং তথা।
স্ত্রীরাজমহতাং নিন্দাং বর্জয়েদ্যঃ কথাব্রতী।। ৪৮
রজস্বলান্ত্যজম্লেচ্ছপতিতব্রাত্যকৈস্তদা।
দ্বিজদ্বিড্‌বেদবাহ্যৈশ্চ ন বদেদ্যঃ কথাব্রতী।। ৪৯
সত্যং শৌচং দয়াং মৌনমার্জবং বিনয়ং তথা।
উদারমানসং তদ্বদেবং কুর্যাৎ কথাব্রতী।। ৫০
দরিদ্রশ্চ ক্ষয়ী রোগী নির্ভাগ্যঃ পাপকর্মবান্।
অনপত্যো মোক্ষকামঃ শৃণুয়াচ্চ কথামিমাম্।। ৫১
অপুষ্পা কাকবন্ধ্যা চ বন্ধ্যা যা চ মৃতার্ভকা।
স্রবদ্গর্ভা চ যা নারী তয়া শ্রাব্যা প্রযত্নতঃ।। ৫২
এতেষু বিধিনা শ্রাবে তদক্ষয়তরং ভবেৎ।
অত্যুত্তমা কথা দিব্যা কোটিযজ্ঞফলপ্রদা।। ৫৩

তিন প্রহর পর্যন্ত মধ্যম স্বরে উত্তমরূপে ভাগবতকথা পাঠ করবেন।। ৩৮ ।। মধ্যাহ্ন সময়ে প্রায় দুই ঘণ্টা কথাপাঠ বন্ধ রাখবেন। সেই সময় কথাপাঠের প্রসঙ্গ অনুসারে বৈষ্ণবগণ ভগবানের গুণগান কীর্তন করবেন—বৃথা কথায় সময় নষ্ট করবেন না।। ৩৯ ।। কথা পাঠের সময় মলমূত্রের বেগ সংযমিত রাখার জন্য স্বল্পাহার উপকারী হয় ; এইজন্য শ্রোতারা একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করবেন।। ৪০ ।। সামর্থ্য থাকলে সাতদিন উপবাস করে অথবা কেবলমাত্র ঘি বা দুধ পান করে কথা শ্রবণ করবেন।। ৪১ ।। অথবা ফলাহার বা একাহারই করবেন। যার পক্ষে যে রকম নিয়ম পালন সুখসাধ্য হয় সে সেই রকম নিয়মই পালন করবে।। ৪২ ।। আমি তো উপবাস অপেক্ষা ভোজন করাই ভালো বলে মনে করি, যদি তা কথাশ্রবণের অনুকূল হয়। উপবাস করলে যদি কথা শ্রবণে কষ্ট উপলব্ধি হয় তাহলে সেই নিয়ম কোনও কাজের নয়।। ৪৩ ।। হে নারদ ! নিয়মপালন করে যারা সপ্তাহব্যাপী কথা শ্রবণ করে তাদের সেই নিয়ম শ্রবণ করুন। যারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেনি তারা এই কথা শ্রবণের অধিকারী নয়।। ৪৪ ।। নিয়ম পালন করে যে কথা শ্রবণ করবে সে ব্রহ্মচর্য পালন, ভূমিশয্যা গ্রহণ এবং প্রতিদিন কথাশ্রবণের পর পাতায় ভোজ্য রেখে ভোজন করবে।। ৪৫ ।। ডাল, মধু, তেল, গরিষ্ঠ অন্ন, ভাব-দূষিত পদার্থ এবং বাসী অন্ন, কথাশ্রবণকারীর নিত্য ত্যাজ্য।। ৪৬ ।। কাম, ক্রোধ, মদ, অভিমান, মাৎসর্য, লোভ, দম্ভ, মোহ এবং দ্বেষ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে।। ৪৭ ।। বেদ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গুরু, গো-সেবক এবং স্ত্রী, রাজা এবং মহাপুরুষদের নিন্দা থেকে দূরে থাকবে।। ৪৮ ।। নিয়মপূর্বক কথা শ্রবণকারী রজঃস্বলা নারী, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, পতিত, গায়ত্রীহীন দ্বিজ, ব্রাহ্মণদ্বেষী এবং বেদ-নিন্দুকের সাথে বাক্যালাপ করবে না।। ৪৯ ।। সর্বদা সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, সরলতা, বিনয় ও উদারতা—এই সব গুণকে আশ্রয় করবে।। ৫০ ।। নির্ধন, ক্ষয়রোগী, রোগগ্রস্ত, ভাগ্যহীন, পাপী, পুত্রহীন ও মুমুক্ষু ব্যক্তিও এই কথা শ্রবণ করবে।। ৫১ ।। ঋতুবন্ধনারী, একটি সন্তানের পর সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট ; বন্ধ্যা, যার সন্তান হয়ে বাঁচে না অথবা যার গর্ভপাত হয়ে যায়, তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে এই কথা শ্রবণ করবে।। ৫২ ।। এরা সকলে যদি বিধিমতো কথাপাঠ শ্রবণ করে তবে অক্ষয় ফল লাভ করবে। এই অত্যুত্তম দিব্য

এবং কৃত্বা ব্রতবিধিমুদ্‌যাপনমথাচরেৎ।
জন্মাষ্টমীব্রতমিব কর্তব্যং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ৫৪
অকিঞ্চনেষু ভক্তেষু প্রায়ো নোদ্‌যাপনাগ্রহঃ।
শ্রবণেনৈব পূতাস্তে নিষ্কামা বৈষ্ণবা যতঃ॥ ৫৫
এবং নগাহযজ্ঞেঽস্মিন্ সমাপ্তে শ্রোতৃভিস্তদা।
পুস্তকস্য চ বক্তুশ্চ পূজা কার্যাতিভক্তিতঃ॥ ৫৬
প্রসাদতুলসীমালা শ্রোতৃভ্যশ্চাথ দীয়তাম্।
মৃদঙ্গতালললিতং কর্তব্যং কীর্তনং ততঃ॥ ৫৭
জয়শব্দং নমঃশব্দং শঙ্খশব্দং চ কারয়েৎ।
বিপ্রেভ্যো যাচকেভ্যশ্চ বিত্তমন্নং চ দীয়তাম্॥ ৫৮
বিরক্তশ্চেত্তবেচ্ছ্রোতা গীতা বাচ্যা পরেঽহনি।
গৃহস্থশ্চেত্তদা হোমঃ কর্তব্যঃ কর্মশান্তয়ে॥ ৫৯
প্রতিশ্লোকং তু জুহুয়াদ্‌বিধিনা দশমস্য চ।
পায়সং মধু সর্পিশ্চ তিলান্নাদিকসংযুতম্॥ ৬০
অথবা হবনং কুর্যাদ্ গায়ত্র্যা সুসমাহিতঃ।
তন্ময়ত্বাৎ পুরাণস্য পরমস্য চ তত্ত্বতঃ॥ ৬১
হোমাশক্তৌ বুধো হৌম্যং দদ্যাত্তৎফলসিদ্ধয়ে।
নানাচ্ছিদ্রনিরোধার্থং ন্যূনতাধিকতানয়োঃ॥ ৬২
দোষয়োঃ প্রশমার্থং চ পঠেন্নামসহস্রকম্।
তেন স্যাৎ সফলং সর্বং নাস্ত্যস্মাদধিকং যতঃ॥ ৬৩
দ্বাদশ ব্রাহ্মণান্ পশ্চাদ্ ভোজয়েন্মধুপায়সৈঃ।
দদ্যাৎ সুবর্ণং ধেনুং চ ব্রতপূর্ণত্বহেতবে॥ ৬৪
শক্তৌ পলত্রয়মিতং স্বর্ণসিংহং বিধায় চ।
তত্রাস্য পুস্তকং স্থাপ্যং লিখিতং ললিতাক্ষরম্॥ ৬৫
সম্পূজ্যাবাহনাদ্যৈস্তদুপচারৈঃ সদক্ষিণম্।
বস্ত্রভূষণগন্ধাদ্যৈঃ পূজিতায় যতাত্মনে॥ ৬৬
আচার্যায় সুধীর্দত্ত্বা মুক্তঃ স্যাত্তববন্ধনৈঃ।
এবং কৃতে বিধানে চ সর্বপাপনিবারণে॥ ৬৭
ফলদং স্যাৎ পুরাণং তু শ্রীমদ্ভাগবতং শুভম্।
ধর্মকামার্থমোক্ষাণাং সাধনং স্যান্ন সংশয়ঃ॥ ৬৮

কথা কোটি যজ্ঞের ফল দান করে॥ ৫৩ ॥ এইভাবে এই ব্রতপালন করে ব্রত উদ্‌যাপন করবে। যার এর থেকে বিশেষ ফল লাভের বাসনা থাকে সে জন্মাষ্টমী ব্রতেরই মতো এই কথাব্রত উদ্‌যাপন করবে॥ ৫৪ ॥ কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের অকিঞ্চন ভক্ত, তার পক্ষে এই ব্রত উদ্‌যাপনের কোনও প্রয়োজন নেই। সে শ্রবণেই পবিত্র হয়ে যায় ; কারণ সে তো নিষ্কাম ভগবৎভক্ত॥ ৫৫ ॥ এইভাবে সপ্তাহযজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে অত্যন্ত ভক্তিভরে শ্রোতাদের শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ও পাঠকের পূজা করা প্রয়োজন॥ ৫৬ ॥ তারপর পাঠক শ্রোতাদের প্রসাদ, তুলসী ও প্রসাদী মালা দেবে এবং সকলে মিলে খোল করতাল নিয়ে মনোহর ধ্বনিতে সুন্দর কীর্তন করবে॥ ৫৭ ॥ জয়ধ্বনি করে, নমস্কার ও শঙ্খধ্বনি করে এবং ব্রাহ্মণ ও প্রার্থীদের ধন ও অন্ন দান করবে॥ ৫৮ ॥ শ্রোতা যদি নিরাসক্ত হন তবে কর্মের শান্তির জন্য দ্বিতীয় দিন গীতাপাঠ করবে ; গৃহস্থ হলে হোম করবে॥ ৫৯ ॥ সেই হোমে দশম স্কন্ধের এক একটি শ্লোক পাঠ করে বিধিপূর্বক, পায়স, মধু, ঘৃত, তিল ও অন্নাদি সামগ্রী দিয়ে আহুতি দেবে॥ ৬০ ॥ অথবা একাগ্রচিত্তে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা হোম করবে ; কারণ তত্ত্বত এই মহাপুরাণ গায়ত্রীরই স্বরূপ॥ ৬১ ॥ হোম করবার শক্তি না থাকলে হোমের ফলপ্রাপ্তির জন্য ব্রাহ্মণদের হবনসামগ্রী দান করবে এবং বিভিন্ন ত্রুটি দূর করবার জন্য এবং বিধিপালনের মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে সেই অপরাধক্ষালনের জন্য বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করবে। বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠে সব কর্মই সফল হয়ে যায় ; কারণ এই বিষ্ণুসহস্রনামের পাঠের চেয়ে বড় কর্ম আর কিছু নেই॥ ৬২-৬৩ ॥

তারপর দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে পায়স, মধু ইত্যাদি ভালো ভালো খাদ্য ভোজন করাবে এবং ব্রত পূর্তির জন্য গো এবং সুবর্ণ দান করবে॥ ৬৪ ॥ সামর্থ্য থাকলে তিন ভরি সোনা দিয়ে সিংহাসন তৈরি করিয়ে তার ওপরে সুন্দর অক্ষরে লেখা শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ স্থাপন করে আবাহনাদি বিবিধ উপচারে তার পূজা করবে এবং পরে জিতেন্দ্রিয় আচার্যকে বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গন্ধাদি দ্বারা পূজা করে তাঁকে ওই স্বর্ণসিংহাসন সমেত শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ দক্ষিণা দিয়ে সমর্পণ করবে॥ ৬৫-৬৬ ॥ এর ফলে সেই বুদ্ধিমান দাতা জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই সপ্তাহপারায়ণ বিধি সর্বপাপনাশক। এই পারায়ণ ঠিক ঠিক পালন করলে এই মঙ্গলময় ভাগবত পুরাণ অভীষ্ট ফল প্রদান করে এবং অর্থ, ধর্ম, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল লাভের সাধন নিষ্পন্ন হয় এতে কোনও সন্দেহ নেই॥ ৬৭-৬৮ ॥

কুমারা ঊচুঃ

ইতি তে কথিতং সর্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।
শ্রীমদ্ভাগবতেনৈব ভুক্তিমুক্তী করে স্থিতে॥ ৬৯

সূত উবাচ

ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানঃ প্রোচুর্ভাগবতীং কথাম্।
সর্বপাপহরাং পুণ্যাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্॥ ৭০
শৃণ্বতাং সর্বভূতানাং সপ্তাহং নিয়তাত্মনাম্।
যথাবিধি ততো দেবং তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্॥ ৭১
তদন্তে জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তীনাং পুষ্টতা পরা।
তারুণ্যং পরমং চাভূৎ সর্বভূতমনোহরম্॥ ৭২
নারদশ্চ কৃতার্থোঽভূৎ সিদ্ধে স্বীয়ে মনোরথে।
পুলকীকৃতসর্বাঙ্গঃ পরমানন্দসম্ভৃতঃ॥ ৭৩
এবং কথাং সমাকর্ণ্য নারদো ভগবৎপ্রিয়ঃ।
প্রেমগদ্‌গদয়া বাচা তানুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৭৪

নারদ উবাচ

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবদ্ভিঃ করুণাপরৈঃ।
অদ্য মে ভগবাঁল্লব্ধঃ সর্বপাপহরো হরিঃ॥ ৭৫
শ্রবণং সর্বধর্মেভ্যো বরং মন্যে তপোধনাঃ।
বৈকুণ্ঠস্থো যতঃ কৃষ্ণঃ শ্রবণাদ্ যস্য লভ্যতে॥ ৭৬

সূত উবাচ

এবং ব্রুবতি বৈ তত্র নারদে বৈষ্ণবোত্তমে।
পরিভ্রমন্ সমায়াতঃ শুকো যোগেশ্বরস্তদা॥ ৭৭
তত্রাযযৌ ষোড়শবার্ষিকস্তদা
ব্যাসাত্মজো জ্ঞানমহাব্ধিচন্দ্রমাঃ।
কথাবসানে নিজলাভপূর্ণঃ
প্রেম্ণা পঠন্ ভাগবতং শনৈঃ শনৈঃ॥ ৭৮
দৃষ্ট্বা সদস্যাঃ পরমোরুতেজসং
সদ্যঃ সমুত্থায় দদুর্মহাসনম্।
প্রীত্যা সুরর্ষিস্তমপূজয়ৎ সুখং
স্থিতোঽবদৎ সংশৃণুতামলাং গিরম্॥ ৭৯

শ্রীশুক উবাচ

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং

সনকাদি মুনিগণ বললেন—হে নারদ ! এইরূপে এই সপ্তাহশ্রবণের বিধি আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমাকে বললাম, এখন আর কী শুনতে চাও বল ? এই শ্রীমদ্ভাগবত থেকে ভোগ এবং মোক্ষ দুইই করতলগত হয়॥ ৬৯ ॥

সূত বললেন—হে শৌনক ! এই কথা বলে মহামুনি সনৎকুমারগণ এক সপ্তাহ ধরে বিধিমতো এই সর্বপাপ-বিনাশিনী, পরম পবিত্র এবং ভোগ ও মোক্ষ প্রদানকারী ভাগবতকথা প্রবচন করেছিলেন। সমস্ত প্রাণী নিয়ম-মতো সেই প্রবচন শ্রবণ করে। তারপর তাঁরা বিধিপূর্বক ভগবান পুরুষোত্তমের স্তুতি করেছিলেন॥ ৭০-৭১ ॥ ভাগবতকথার শেষ হলে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিদেবীর সাতিশয় পুষ্টি হয়েছিল, তাঁরা তিনজনেই একেবারে তারুণ্য প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত জীবকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন॥ ৭২ ॥ নিজের মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে নারদও অতীব আনন্দিত হয়েছিলেন, তাঁর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হল এবং তিনি পরমানন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন॥ ৭৩ ॥ এইভাবে কথাপাঠ শ্রবণ করে ভগবানের প্রিয় নারদ-মুনি জোড়হাতে প্রেমগদগদচিত্তে সনকাদি কুমারদের বললেন॥ ৭৪

নারদ বললেন—আমি ধন্য হলাম, আপনারা করুণা করে আমাকে বড়ই অনুগৃহীত করেছেন, আজ আমি সর্বপাপহারী ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করলাম॥ ৭৫ ॥ হে তপোধনগণ ! আমি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণই সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করি ; কারণ এই শ্রবণে বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় ॥ ৭৬ ॥

সূত বললেন—হে শৌনক ! বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ এইকথা বলছেন এমন সময় ভ্রমণ করতে করতে যোগেশ্বর শুকদেব এসে উপস্থিত ॥ ৭৭ ॥ কথা সমাপ্ত হওয়া মাত্রই ব্যাসনন্দন শুকদেব ওখানে এলেন। ষোল বৎসর বয়সের শুকদেব আত্মানন্দে পূর্ণ, জ্ঞানরূপী মহাসাগরকে সংবর্ধন করার জন্য চন্দ্রের মতো ছিলেন। তিনি নিম্নস্বরে প্রেমভরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করছিলেন॥ ৭৮ ॥ পরম তেজস্বী শুকদেবকে দেখে সভাস্থ সকলে তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে একটি উচ্চাসনে বসালেন। তারপর দেবর্ষি নারদ তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করলেন। তিনি সুখাসনে বসে বললেন—'আপনারা আমার নির্মল বাণী শ্রবণ করুন'॥ ৭৯ ॥

শুকদেব বললেন—হে রসিক এবং ভাবুক সভাসদগণ ! এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের পরিপক্ব

শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ৮০

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৮১

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণতিলকং যদ্বৈষ্ণবানাং ধনং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেবমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ প্রপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥ ৮২

স্বর্গে সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্ত্যয়ং রসঃ।
অতঃ পিবন্তু সদ্ভাগ্যা মা মা মুঞ্চত কর্হিচিৎ॥ ৮৩

সূত উবাচ

এবং ব্রুবাণে সতি বাদরায়ণৌ
মধ্যে সভায়াং হরিরাবিরাসীৎ।
প্রহ্লাদবল্যুদ্ধবফাল্গুনাদিভি-
র্বৃতঃ সুরর্ষিস্তমপূজয়চ্চ তান্॥ ৮৪

দৃষ্ট্বা প্রসন্নং মহদাসনে হরিং
তে চক্রিরে কীর্তনমগ্রতস্তদা।
ভবো ভবান্যা কমলাসনস্তু
তত্রাগমৎ কীর্তনদর্শনায়॥ ৮৫

প্রহ্লাদস্তালধারী তরলগতিতয়া চোদ্ধবঃ কাংস্যধারী
বীণাধারী সুরর্ষিঃ স্বরকুশলতয়া রাগকর্তার্জুনোঽভূৎ।
ইন্দ্রোঽবাদীন্মৃদঙ্গং জয় জয় সুকরাঃ কীর্তনে তে কুমারা
যত্রাগ্রে ভাববক্তা সরসরচনয়া ব্যাসপুত্রো বভূব॥ ৮৬

ননর্ত মধ্যে ত্রিকমেব তত্র
ভক্ত্যাদিকানাং নটবৎ সুতেজসাম্।
অলৌকিকং কীর্তনমেতদীক্ষ্য

ফল। শ্রীশুকদেবরূপ শুক-মুখের সংযোগ হওয়ায় ইনি অমৃতরসে পরিপূর্ণ। এ কেবল রস আর রস। এর মধ্যে না আছে খোসা, না আছে বীচি। এই লোকেই এই ভাগবত সুলভ। দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ আপনারা বারবার এই রস পান করুন॥ ৮০ ॥ মহামুনি ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করেছেন। এর মধ্যে নিষ্কপট নিষ্কাম ধর্মের নিরূপণ রয়েছে। এতে শুদ্ধান্তঃকরণ সৎপুরুষের জানার উপযুক্ত কল্যাণকারী প্রকৃত তত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে, যার থেকে ত্রিতাপ জ্বালা শান্ত হয়ে যায়। এর শরণ গ্রহণ করলে অন্য কোনও শাস্ত্র বা সাধনের আবশ্যকতা থাকে না। যখন কোনও পুণ্যবান ব্যক্তি এঁর শ্রবণের ইচ্ছা করেন, তখনই ভগবান পরমেশ্বর তাঁর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যান॥ ৮১ ॥ এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণসমূহের তিলক এবং বৈষ্ণবদের পরম ধন। এর মধ্যে পরমহংসদের প্রাপ্য বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই বর্ণনা রয়েছে এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সাথে নিবৃত্তিমার্গকে প্রকাশিত করা হয়েছে। যে মানুষ ভক্তিপূর্বক এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে, পঠন ও মননে তৎপর থাকে সে মুক্তিলাভ করে॥ ৮২ ॥ এই রস স্বর্গলোক, সত্যলোক, কৈলাস এবং বৈকুণ্ঠেও নেই। তাই হে ভাগ্যবান শ্রোতৃবৃন্দ! তোমরা এই রস খুব করে পান করো; একে কখনো ছেড়ো না, ছেড়ো না॥ ৮৩ ॥

সূত বললেন—শুকদেব এই সব বলছিলেন এমন সময় ওই সভার মধ্যস্থলে প্রহ্লাদ, বলি, উদ্ধব এবং অর্জুনাদি পার্ষদদের নিয়ে সাক্ষাৎ শ্রীহরি আবির্ভূত হলেন। তখন দেবর্ষি নারদ ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের যথোচিত পূজা করলেন॥ ৮৪ ॥ ভগবানকে খুশি দেখে দেবর্ষি তাঁকে একটা বিশাল সিংহাসনে বসালেন এবং সকলে মিলে তাঁর সামনে সংকীর্তন করতে লাগলেন। সেই সংকীর্তন দেখবার জন্য পার্বতীকে নিয়ে মহাদেব এবং ব্রহ্মাও এলেন॥ ৮৫ ॥ কীর্তন আরম্ভ হল। প্রহ্লাদ তো চঞ্চলগতি (স্ফূর্তিতে) হওয়াতে করতাল বাজাতে লাগলেন, উদ্ধব কাঁসী বাজাতে লাগলেন, দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাতে লাগলেন, স্বরবিজ্ঞানে (সঙ্গীতবিদ্যায়) কুশল অর্জুন রাগ আলাপ করতে লাগলেন, ইন্দ্র মৃদঙ্গ বাদ্য বাজাতে আরম্ভ করলেন, সনকাদি কুমারগণ মাঝে মাঝেই 'জয়ধ্বনি' করতে লাগলেন এবং এঁদের সকলের অগ্রভাগে শুকদেব মাঝে মাঝে সরস অঙ্গভঙ্গী করে ভাবপ্রকাশ করতে লাগলেন॥ ৮৬ ॥ এঁদের সকলের মধ্যে পরম তেজস্বী

হরিঃ প্রসন্নোঽপি বচোঽব্রবীত্তৎ॥ ৮৭

মত্তো বরং ভাববৃতাদ্‌বৃণুধ্বং
প্রীতঃ কথাকীর্তনতোঽস্মি সাম্প্রতম্।
শ্রুত্বেতি তদ্বাক্যমতিপ্রসন্নাঃ
প্রেমার্দ্রচিত্তা হরিমূচিরে তে॥ ৮৮
নগাহগাথাসু চ সর্বভক্তৈ-
রেভিস্ত্বয়া ভাব্যমিতি প্রযত্নাৎ।
মনোরথোঽয়ং পরিপূরণীয়-
স্তথেতি চোক্ত্বান্তরধীয়তাচ্যুতঃ॥ ৮৯
ততোঽনমত্তচ্চরণেষু নারদ-
স্তথা শুকাদীনপি তাপসাংশ্চ।
অথ প্রহৃষ্টাঃ পরিনষ্টমোহাঃ
সর্বে যযুঃ পীতকথামৃতাস্তে॥ ৯০
ভক্তিঃ সুতাভ্যাং সহ রক্ষিতা সা
শাস্ত্রে স্বকীয়েঽপি তদা শুকেন।
অতো হরির্ভাগবতস্য সেবনা-
চ্চিত্তং সমায়াতি হি বৈষ্ণবানাম্॥ ৯১
দারিদ্র্যদুঃখজ্বরদাহিতানাং
মায়াপিশাচীপরিমর্দিতানাম্।
সংসারসিন্ধৌ পরিপাতিতানাং
ক্ষেমায় বৈ ভাগবতং প্রগর্জতি॥ ৯২

শৌনক উবাচ

শুকেনোক্তং কদা রাজ্ঞে গোকর্ণেন কদা পুনঃ।
সুরর্ষয়ে কদা ব্রাহ্মৈশ্ছিন্ধি মে সংশয়ং ত্বিমম্॥ ৯৩

সূত উবাচ

আকৃষ্ণনির্গমাৎত্রিংশদ্বর্ষাধিকগতে কলৌ।
নবমীতো নভস্যে চ কথারম্ভং শুকোঽকরোৎ॥ ৯৪
পরীক্ষিচ্ছ্রবণান্তে চ কলৌ বর্ষশতদ্বয়ে।
শুদ্ধে শুচৌ নবম্যাং চ ধেনুজোঽকথয়ৎ কথাম্॥ ৯৫
তস্মাদপি কলৌ প্রাপ্তে ত্রিংশদ্বর্ষগতে সতি।
ঊচুরূর্জে সিতে পক্ষে নবম্যাং ব্রহ্মণঃ সুতাঃ॥ ৯৬

ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য নর্তকের মতো নৃত্য করতে লাগলেন। এই রকম অলৌকিক কীর্তন দেখে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং এইরকম বলতে লাগলেন—॥ ৮৭ ॥ 'আমি তোমাদের এই কথাপাঠ এবং কীর্তনে অতীব প্রসন্ন হয়েছি, তোমাদের এই ভক্তিভাব দিয়ে তোমরা আমাকে বশীভূত করে ফেলেছ। অতএব তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা করো।' ভগবানের এই কথা শুনে সকলে অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং প্রেমার্দ্রচিত্তে তাঁকে বললেন॥ ৮৮ ॥ 'হে ভগবান! আমরা এই ইচ্ছা করি যে ভবিষ্যতেও যেখানে যেখানে সপ্তাহপারায়ণ হবে, সেখানে আপনি পার্ষদদের নিয়ে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। আমাদের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।' ভগবান 'তথাস্তু' বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন॥ ৮৯ ॥

তারপর নারদ ভগবান ও তাঁর পার্ষদদের চরণের উদ্দেশে প্রণাম করলেন এবং পুনরায় শুকদেব প্রমুখ তপস্বীদেরও প্রণাম করলেন। কথামৃত পান করে সকলেরই অত্যন্ত আনন্দ হল, তাদের মোহ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেল। তারপর সকলে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন॥ ৯০ ॥ সেই সময় শুকদেব ভক্তিদেবীকে তাঁর পুত্রদ্বয়ের সাথে তাঁর নিজের শাস্ত্রের মধ্যে স্থাপিত করে দিলেন। এইজন্য ভাগবত সেবন করলে ভগবান শ্রীহরি বৈষ্ণবদের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করেন॥ ৯১ ॥ যেসব মানুষ দারিদ্র্য দুঃখের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে, যারা মায়ারূপিনী পিশাচীদ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং যারা সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদের মঙ্গলার্থে শ্রীমদ্ভাগবত সিংহনাদ শ্রবণ অতীব ফলপ্রসূ॥ ৯২

শৌনক প্রশ্ন করলেন—হে সূত! শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে, গোকর্ণ ধুন্ধুকারকে এবং সনকাদি কুমারগণ নারদকে কোন্ কোন্ সময়ে এই গ্রন্থ শুনিয়েছিলেন—আমার এই সংশয় আপনি দূর করুন॥ ৯৩ ॥

সূত বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমনের পর কলিযুগের ত্রিশ বৎসরের একটু বেশি পার হয়ে গেলে ভাদ্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে শুকদেব কথা আরম্ভ করেছিলেন॥ ৯৪ ॥ রাজা পরীক্ষিতের কথা শোনার পর কলিযুগের দুইশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে গোকর্ণ এই কথা শুনিয়েছিলেন॥ ৯৫ ॥ এর পর কলিযুগের ত্রিশ বছর পার হয়ে গেলে কার্তিক শুক্লা নবমী থেকে সনকাদি কুমারগণ এই কথা শুরু করেন॥ ৯৬ ॥ হে নিষ্পাপ শৌনক! আপনি যা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার সব উত্তর আমি দিয়ে

ইত্যেতত্তে সমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ।
কলৌ ভাগবতী বার্তা ভবরোগবিনাশিনী॥ ৯৭

কৃষ্ণপ্রিয়ং সকলকল্মষনাশনং চ
মুক্ত্যেকহেতুমিহ ভক্তিবিলাসকারি।
সন্তঃ কথানকমিদং পিবতাদরেণ
লোকে হি তীর্থপরিশীলনসেবয়া কিম্॥ ৯৮

স্বপুরুষমপি বীক্ষ্য পাশহস্তং
বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।
পরিহর ভগবৎকথাসু মত্তান্
প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্॥ ৯৯

অসারে সংসারে বিষয়বিষসঙ্গাকুলধিয়ঃ
ক্ষণার্ধং ক্ষেমার্থং পিবত শুকগাথাতুলসুধাম্।
কিমর্থং ব্যর্থং ভো ব্রজত কুপথে কুৎসিতকথে
পরীক্ষিৎসাক্ষী যচ্ছ্রবণগতমুক্ত্যুক্তিকথনে॥ ১০০

রসপ্রবাহসংস্থেন শ্রীশুকেনেরিতা কথা।
কণ্ঠে সম্বধ্যতে যেন স বৈকুণ্ঠপ্রভুর্ভবেৎ॥ ১০১

ইতি চ পরমগুহ্যং সর্বসিদ্ধান্তসিদ্ধং
সপদি নিগদিতং তে শাস্ত্রপুঞ্জং বিলোক্য।
জগতি শুককথাতো নির্মলং নাস্তি কিঞ্চিৎ
পিব পরসুখহেতোর্দ্বাদশস্কন্ধসারম্॥ ১০২

এতাং যো নিয়ততয়া শৃণোতি ভক্ত্যা
যশ্চৈনাং কথয়তি শুদ্ধবৈষ্ণবাগ্রে।
তৌ সম্যগ্বিধিকরণাৎ ফলং লভেতে
যাথার্থ্যান্ন হি ভুবনে কিমপ্যসাধ্যম্॥ ১০৩

দিয়েছি। এই কলিযুগে ভাগবতের কথা ভবরোগ নাশের মোক্ষম ঔষধ॥ ৯৭ ॥

হে সাধুগণ! আপনারা আনন্দের সাথে এই কথামৃত পান করুন। এই কথা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, সর্বপাপহারী, মুক্তির একমাত্র কারণ এবং ভক্তিবৃদ্ধির পথ। এই পৃথিবীতে অন্যান্য কল্যাণকারী সাধনপথের চিন্তা করে এবং তীর্থভ্রমণে কী হবে? ॥ ৯৮ ॥ নিজের দূতকে পাশ অস্ত্র হাতে নিতে দেখে যমরাজ তাকে কানে কানে বললেন—'দেখো, ভগবৎ-কথাবার্তায় যারা মত্ত হয়ে রয়েছে, তাদের কাছে যেও না তাদের থেকে দূরে থাকবে; আমি অন্য সকলকে দণ্ডদানে সমর্থ কিন্তু বৈষ্ণবদের নয়॥ ৯৯ ॥ এই অসার সংসারে বিষয়রূপ বিষের আসক্তিতে ব্যাকুলবুদ্ধি মানুষসব! নিজের মঙ্গলের জন্য মুহূর্তের জন্যও এই শুককথারূপ অনুপম সুধা পান করো। এসো সকল ভাইসব! নিন্দিত কথাসম্বলিত কুপথে বৃথাই কেন ঘুরে মরছ? এই কথা কানে প্রবেশ করা মাত্র মুক্তি হয়ে যায়, এর প্রমাণ রাজা পরীক্ষিৎ॥ ১০০ ॥ শ্রীশুকদেব প্রেমরস প্রবাহে স্থিত থেকে এই কথা বলেছিলেন। এই কথা যার কণ্ঠলগ্ন হয়ে গেছে, সে বৈকুণ্ঠপতি হয়ে যায়॥ ১০১ ॥ হে শৌনক! আমি অনেক শাস্ত্র দেখার পর আপনাকে এই পরম গোপনীয় রহস্য শোনালাম। সর্বশাস্ত্রের সারতত্ত্বই এই কথা। পৃথিবীতে এই শুকশাস্ত্রের থেকে পবিত্র আর কোনও বস্তু নেই; অতএব পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য এই দ্বাদশ স্কন্ধরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের রস পান করুন॥ ১০২ ॥ যে ব্যক্তি নিয়ম করে এই কথা ভক্তিভরে শ্রবণ করে আর যে ব্যক্তি শুদ্ধমনে ভগবদ্ভক্তদের সামনে এই কথা কীর্তন করে তারা দুজনেই ঠিক ঠিকভাবে নিয়ম পালন করার ফলে এর যথার্থ ফল লাভ করে—তাদের জন্য ত্রিলোকে কোনও কিছুই অসাধ্য থাকে না॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে শ্রবণবিধিকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে শ্রবণবিধিকথন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

॥ শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

প্রথম স্কন্ধঃ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

সূতের কাছে শৌনকাদি মুনিগণের প্রশ্ন

মঙ্গলাচরণ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি॥ ১

পূর্বাভাস—ভগবান বেদব্যাস সকল বেদের সার সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে মহাভারত প্রণয়ন করেছিলেন। তারপর তিনি বেদান্তের সার সংগ্রহের জন্য এবং দেবর্ষি নারদের উপদেশে মুমুক্ষুদের অনুগ্রহ করার জন্য কল্পবৃক্ষের মতো অভীষ্টপ্রদ শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ প্রণয়ন করতে প্রবৃত্ত হন। তারই মঙ্গলাচরণ কর্মে উপনিষদ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-পদবাচ্য ভগবানের লক্ষণ নিরূপণ করার জন্য পরমতনিরাকরণ করছেন—

যাঁর থেকে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়ে থাকে কারণ তিনিই সমস্ত পদার্থে, সদ্রূপে বিদ্যমান আছেন এবং অসৎ পদার্থ থেকে পৃথক্ ; জড় নয় চেতনরূপে আছেন ; পরতন্ত্র নয়, স্বয়ং প্রকাশরূপে আছেন ; যিনি ব্রহ্মা অথবা হিরণ্যগর্ভ নন, বস্তুত যিনি নিজ সংকল্প মাত্রই ব্রহ্মার নিকটে সেই বেদজ্ঞান প্রকাশ করেছেন ; যাঁর তত্ত্বনিরূপণে জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতেরাও স্তব্ধ হয়ে যান ; যেমন তেজোময় সূর্যরশ্মিতে জলের, জলেতে স্থলের এবং স্থলেতে জলের ভ্রম হয় তেমনই যাঁর মধ্যে এই ত্রিগুণময়ী জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপা সৃষ্টি মিথ্যা হলেও অধিষ্ঠান-সত্তাতে সত্যের ন্যায় প্রতীত হচ্ছে, নিজের সেই স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতি দ্বারা সর্বদা এবং সর্বতোভাবে মায়া এবং মায়ার কার্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রূপে অবস্থিত পরম সত্যরূপ পরমাত্মাকে আমরা ধ্যান করি॥ ১ ॥ মহামুনি ব্যাসদেব রচিত এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে মোক্ষফল-কামনা থেকেও মুক্ত পরম ধর্মের নিরূপণ করা হয়েছে।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ২

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ৩

নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত॥ ৪

ত একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ।
সৎকৃতং সূতমাসীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ॥ ৫

ঋষয় ঊচুঃ

ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ।
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্মশাস্ত্রাণি যান্যুত॥ ৬

যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
অন্যে চ মুনয়ঃ সূত পরাবরবিদো বিদুঃ॥ ৭

বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত॥ ৮

তত্র তত্রাঞ্জসাঽয়ুষ্মন্ ভবতা যদ্‌বিনিশ্চিতম্।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি॥ ৯

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ॥ ১০

এই পুরাণে শুদ্ধান্তঃকরণ সৎপুরুষদের জ্ঞাতব্য সেই যথার্থ পরমাত্মতত্ত্বের নিরূপণ করা হয়েছে, যা ত্রিতাপ জ্বালানাশকারী এবং পরম মঙ্গলদায়ী। তাহলে এখন অন্য কোনও অবলম্বন বা শাস্ত্রের আর কী প্রয়োজন ? সুকৃতী পুরুষের যখনই এই পুরাণ শ্রবণের ইচ্ছা জাগে, সেই মুহূর্তেই অবিলম্বে ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে এসে আসন গ্রহণ করেন॥ ২ ॥ হে রসিক ভক্তবৃন্দ ! এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ব ফল। শুকদেবরূপ তোতা-পাখির (প্রবাদ আছে যে তোতাপাখির এঁটো ফল বেশি মিষ্টি হয়) মুখনিঃসৃত হওয়াতে এই গ্রন্থ পরমানন্দময়ী সুধাতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই ফলের মধ্যে খোসা, আঁটি ইত্যাদি ত্যাজ্য অংশ একটুও নেই। এ শুধু মূর্তিমান রস। দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ এই দিব্য ভগবৎরস নিরন্তর পান করতে থাকো। এই রস কেবলমাত্র এই মর্ত্যভূমিতেই সুলভ॥ ৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতকথার প্রারম্ভ

পুরাকালে একদা ভগবান বিষ্ণু এবং দেবতাদের পরম পুণ্যময় ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত সহস্রবৎসরে নিষ্পাদ্য একটি বিশিষ্ট যজ্ঞ করেছিলেন॥ ৪ ॥ একদিন সেই ঋষিগণ প্রাতঃকালে নিত্যনৈমিত্তিক হোমাদি কর্ম সমাপ্ত করে সূতকে সমাদরে আপ্যায়ন করে পূজা করেছিলেন এবং তাঁকে উচ্চাসনে বসিয়ে আগ্রহ সহকারে এই প্রশ্ন করেছিলেন॥ ৫ ॥

ঋষিগণ বললেন—হে নিষ্পাপ সূত ! আপনি সমস্ত ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র বিধিপূর্বক অধ্যয়ন করেছেন এবং ভালোভাবে সেগুলির ব্যাখ্যাও করেছেন॥ ৬ ॥ বেদবেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান বাদরায়ণ এবং ভগবানের সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ অন্যান্য মুনিগণও যা জেনেছেন—তাঁদের যে জ্ঞান সেই সবই আপনি যথাযথ অবগত আছেন। আপনার মন সরল ও শুদ্ধ, তাই আপনি তাঁদের কৃপা ও অনুগ্রহের পাত্র হয়েছেন। গুরুজনগণ তাঁদের স্নেহের পাত্র শিষ্যকে গুহ্য থেকে গুহ্যতম তত্ত্বও উপদেশ দিয়ে থাকেন ॥ ৭-৮ ॥ হে আয়ুষ্মান ! সেই সব শাস্ত্র, পুরাণ আর গুরুজনদের উপদেশ—সকলের মধ্যে কলিযুগের জীবের পরম কল্যাণকরী সহজ সাধন আপনি কী মনে করেন,

ভূরীণি ভূরিকর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যেনাত্মা সম্প্রসীদতি ॥ ১১

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া॥ ১২

তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ॥ ১৩

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্‌বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ ১৪

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥ ১৫

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্ যশঃ কলিমলাপহম্॥ ১৬

তস্য কর্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ॥ ১৭

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥ ১৮

বয়ং তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ১৯

কৃতবান্ কিল বীর্যাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ॥ ২০

আমাদের উপদেশ করুন॥ ৯ ॥ আপনি সাধুসমাজের ভূষণ। এই কলিযুগে মানুষের আয়ু অল্প। সাধনভজনে তাদের রুচি এবং প্রবৃত্তিও নেই। মানুষ অলস হয়ে গেছে। তাদের ভাগ্য তো মন্দই, বুদ্ধিও অতি সামান্য। সেই সঙ্গে তারা নানারকম বাধাবিঘ্নে বিপর্যস্ত ॥ ১০ ॥ শাস্ত্রও অনেক কিন্তু তার মধ্যে কোনও একটা নিশ্চিত সাধন বলা হয়নি, বহুবিধ কর্মের কথা বলা আছে। এছাড়া সে-সব এত বিস্তারিত যে তার এক অংশও শোনা বেশ কঠিন। আপনি পরোপকারী, আপনার অভিজ্ঞতায় জীবের মঙ্গলের জন্য সকল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব আমাদের বলুন, যাতে আমাদের অন্তঃকরণ নির্মল হয়॥ ১১ ॥

হে প্রিয় সূত ! আপনার মঙ্গল হোক। যদুবংশীয়দের রক্ষক ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে কেন অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা তো আপনি জানেনই॥ ১২ ॥ আমরা সে বৃত্তান্ত শুনতে চাই। আপনি দয়া করে আমাদের সেই কাহিনী বর্ণনা করুন। কারণ জীবের মঙ্গল এবং ভগবৎপ্রেম বৃদ্ধি করার জন্যই ভগবানের অবতার হয়॥ ১৩ ॥ প্রকৃতির বশীভূত জীব জন্মমৃত্যুর ঘোর চক্রে পাক খাচ্ছে—এই অবস্থাতেও যদি সে কখনও ভগবানের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করে তাহলে সেই ক্ষণেই সে মুক্ত হয়ে যায় ; কারণ স্বয়ং ভয়ও ভগবানকে ভয় করে ॥ ১৪ ॥ হে সূত ! পরম অনাসক্ত ও শান্ত মুনিগণ সর্বদা ভগবানের শ্রীচরণের শরণেই থাকেন। তাই তাঁদের স্পর্শমাত্রেই জীবকুল তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু বহুদিন ধরে গঙ্গাজলে স্নানাদি করলে তবেই সে পবিত্র হয়॥ ১৫ ॥ এরূপ পুণ্যকীর্তি ভক্ত যাঁর লীলাকীর্তন করতে থাকে সেই ভগবানের কলিদুঃখাপহারিণী পবিত্র কীর্তি মুমুক্ষু কোন্ ব্যক্তিই বা শ্রবণ না করবে ?॥ ১৬ ॥ তিনি লীলাচ্ছলেই অবতার ধারণ করেন। নারদাদি মহাত্মাগণ তাঁর উদার কীর্তিকাহিনী গান করেছেন। দয়া করে আমাদের কাছে সেই কাহিনী বর্ণনা করুন॥ ১৭ ॥

হে ধীমন সূত ! সর্বসমর্থ প্রভু নিজ মায়াশক্তি দ্বারা স্বচ্ছন্দে লীলা বিহার করেন। আপনি এবার সেই শ্রীহরির মঙ্গলময়ী অবতার-কাহিনী বর্ণনা করুন॥ ১৮ ॥ পুণ্যকীর্তি ভগবানের লীলালহরী শুনতে শুনতে আমাদের কখনও তৃপ্তি হতে পারে না ; কারণ রসজ্ঞ শ্রোতার পদে পদে ভগবানের লীলার মধ্যে নব নব রসের অনুভূতি হয়॥ ১৯ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোপন রেখে

কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ॥ ২১

ত্বং নঃ সংদর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্॥ ২২

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং গতঃ॥ ২৩

লোকচক্ষুর সামনে এমন আচরণ করতেন যেন মনে হতো তিনি কোনও সাধারণ মানুষ, যদিও বলরামের সাথে এমন লীলাও করেছেন, এমন পরাক্রমও দেখিয়েছেন, যা মানুষের পক্ষে অসাধ্য॥ ২০ ॥ কলিযুগ আগত জেনে আমরা এই বিষ্ণুক্ষেত্রে এক দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের সঙ্কল্প করেছি। শ্রীহরির কথা শ্রবণের সুযোগ পেয়েছি॥ ২১ ॥ এই কলিযুগ অন্তঃকরণের পবিত্রতা ও বীর্য নাশকারী। এর থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। সমুদ্র পার হওয়ার জন্য যেমন কর্ণধার প্রয়োজন সেইরকমই কলিযুগের দুষ্টপ্রভাব থেকে নিস্তার পেতে ইচ্ছুক আমাদের কাছে ব্রহ্মা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ॥ ২২ ॥ ধর্মরক্ষক, ব্রাহ্মণ-ভক্ত, যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ধামে গমন করায় ধর্ম এখন কাকে আশ্রয় করে রয়েছেন—সে কথা বলুন॥ ২৩ ॥

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
নৈমিষীয় উপাখ্যানে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

———০———

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবৎকথা ও ভগবদ্‌ভক্তির মাহাত্ম্য

ব্যাস উবাচ

ইতি সম্প্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।
প্রতিপূজ্য বচস্তেষাং প্রবক্তুমুপচক্রমে॥ ১

সূত উবাচ

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥ ২
যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।

ব্যাসদেব বললেন—শৌনকাদি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের এই প্রশ্ন শুনে রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবার খুব আনন্দ হল। ঋষিদের এই মঙ্গলময় প্রশ্নের প্রশংসা করে তিনি উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন ॥ ১ ॥

সূত বললেন—শুকদেবের তখনও উপনয়ন সংস্কার হয়নি সুতরাং তাঁর কোনও লৌকিক বা বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের সুযোগ নেই। এই অবস্থায় তিনি একলাই সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছিলেন দেখে তাঁর পিতা ব্যাসদেব বিরহে কাতর হয়ে হে পুত্র ! হে পুত্র ! বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন। সেই সময় বৃক্ষসকলও যেন শুকদেবের সঙ্গে একাত্মবোধ করে তাঁর হয়ে উত্তর দিয়েছিল। সেই সর্বভূতহৃদয় শুকদেবকে নমস্কার॥ ২ ॥

সংসারিণাং করুণয়াহহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাম্॥ ৩

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ৪

মুনয়ঃ[১] সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎকৃতঃ কৃষ্ণসম্প্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি॥ ৫

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াঽত্মা সম্প্রসীদতি॥ ৬

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্॥ ৭

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ ৮

ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥ ৯

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ॥ ১০

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১১

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া[২]।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ ১২

এই শ্রীমদ্ভাগবত অত্যন্ত গোপনীয়—রহস্যাত্মক পুরাণ। এই পুরাণ ভগবৎস্বরূপকে অনুভব করায় এবং সমস্ত বেদের সার। সংসারচক্রে আবদ্ধ জীব—যারা এই অজ্ঞানান্ধকার থেকে পার হতে চায় তাদের কাছে আধ্যাত্মিক তত্ত্বপ্রকাশক এ এক অদ্বিতীয় প্রদীপ। প্রকৃতপক্ষে বড় বড় মুনিঋষিদেরও আচার্য শুকদেব করুণা পরবশ হয়ে এর বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করছি॥ ৩ ॥ মনুষ্য মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের অবতার ঋষি নর-নারায়ণকে, দেবী সরস্বতীকে এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম করে অন্তরের সমস্ত বিকার দূরকারী এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ পাঠ করা কর্তব্য॥ ৪ ॥

হে ঋষিবৃন্দ! সমগ্র জগতের কল্যাণকারী অতি সুন্দর প্রশ্ন আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন ; কারণ এই প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে আত্মশুদ্ধি হয় ॥ ৫ ॥ মানুষের পক্ষে সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, যাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি জন্মায়—ভক্তিও এমন, যার মধ্যে কোনও রকম কামনা নেই এবং যে ভক্তি নিত্য নিরন্তর জাগ্রত থাকে ; এরূপ ভক্তিতে হৃদয় আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে কৃতকৃত্য হয়ে যায়॥ ৬ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হওয়া মাত্রই—অনন্য প্রেমে তাঁর সঙ্গে মনকে যুক্ত করা মাত্রই, নিষ্কাম জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়॥ ৭ ॥ ঠিক ঠিক ধর্মপালন করেও যদি মনুষ্যহৃদয়ে ভগবানের লীলাকথার প্রতি অনুরাগ না জন্মায় তাহলে সেই কর্ম বৃথা শ্রমমাত্র॥ ৮ ॥ ধর্মের ফল হল মোক্ষ, তার ফল অর্থলাভ নয়। অর্থ কেবল ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য। ভোগবিলাস বা ভোগ্যপদার্থ লাভ ধর্মকর্মের ফল নয়॥ ৯ ॥ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিষয়-ভোগের ফল নয়, বিষয়ভোগ প্রয়োজন কেবলমাত্র জীবন-নির্বাহের জন্য। জীবনের লক্ষ্যও হল তত্ত্বজিজ্ঞাসা। নানারকম কর্মের অনুষ্ঠান করে স্বর্গাদি লাভ করাও এর ফল বা লক্ষ্য নয়॥ ১০ ॥ তত্ত্ববেত্তাগণ জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়ের অভেদ অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলে থাকেন। সেই তত্ত্বকেই কেউ বলেন ব্রহ্ম, কেউ বলেন পরমাত্মা আর কেউ বা বলেন ভগবান ॥ ১১ ॥ শ্রদ্ধালু মুনিজন ভাগবত শ্রবণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিতে নিজ হৃদয়ে সেই পরমাত্মস্বরূপ

[১]এখানে প্রাচীন পুস্তকে 'সূত উবাচ' এই পাঠ অধিক আছে। [২]প্রা.পা.—যুক্তয়াঃ।

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥ ১৩

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥ ১৪

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাৎকথারতিম্॥ ১৫

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ ১৬

শৃণ্বতাং স্বকথাং কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥ ১৭

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া[১]।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ ১৮

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥ ১৯

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥ ২০

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ ২১

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥ ২২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ ২৩

পরমাত্মার অনুভব করেন॥ ১২ ॥ হে শৌনকাদি ঋষিগণ! নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে মানুষ যে ধর্মের অনুষ্ঠান করে তার পূর্ণসিদ্ধি হল শ্রীহরির প্রীতি সম্পাদন॥ ১৩ ॥ তাই একাগ্র মনে ভক্তবৎসল ভগবানের নিত্য নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও আরাধনা করা দরকার॥ ১৪ ॥ কর্মের বন্ধন বড় কঠিন। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভগবৎ-চিন্তনরূপ তরোয়াল দিয়ে সেই গ্রন্থিবন্ধন ছিন্ন করেন। অতএব সেই ভগবৎ লীলাকথামৃতে এমন কোন্ মানুষ আছে যার অনুরাগ না হবে॥ ১৫ ॥

হে বিপ্রগণ! পবিত্র তীর্থে বাস করলে মহৎসেবা, তারপর শ্রবণের ইচ্ছা, অতঃপর শ্রদ্ধা, তারপর ভগবত কথায় রুচি জন্মে ॥ ১৬ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা শ্রবণ ও কীর্তন দুইই পুণ্যকারী। তাঁর লীলাকাহিনী শ্রবণকারীর হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন এবং তার অশুভ কামনাবাসনাকে বিনাশ করেন ; কারণ তিনি সজ্জনদের নিত্য হিতকারী॥ ১৭ ॥ নিরন্তর ভগবৎভক্তদের পরিচর্যা দ্বারা অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ ও কীর্তনাদির দ্বারা যখন ভক্তিযোগের প্রতিবন্ধক অমঙ্গলসমূহ নষ্ট হয়ে যায় তখন পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চলা ভক্তি জাগ্রত হয়॥ ১৮ ॥ তখন রজোগুণ ও তমোগুণের থেকে উৎপন্ন কাম ও লোভ প্রভৃতি রিপু শান্ত হয়ে যায় এবং মন এদের থেকে মুক্ত হয়ে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্মল হয় ॥ ১৯ ॥ প্রেমময়ী ভক্তির প্রভাবে যখন সংসারের সমস্ত আসক্তি শেষ হয়ে যায়, হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে যায় তখন ভগবানের তত্ত্ব আপনা থেকেই অনুভব হয় ॥ ২০ ॥ হৃদয়ে আত্মস্বরূপ ভগবানের দর্শনমাত্রই হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ আমিত্ব ছিন্ন হয়, সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয় এবং কর্মবন্ধন ক্ষীণ হয়ে যায়॥ ২১ ॥ পণ্ডিত ব্যক্তিরা এইজন্যই সর্বদাই অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে থাকেন, যাঁর দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ হয়ে থাকে॥ ২২ ॥

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজ আর তমঃ। এই তিনটি গুণকে স্বীকার করে এর মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে, এদের আশ্রয় করে, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিনটি রূপে প্রকাশিত হন। তবুও বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি ভগবান

[১]প্রাঃ পা.—ভগবদাশ্রয়াৎ।

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্।। ২৪

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ।। ২৫

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ[১] শান্তা[২] ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।। ২৬

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্যপ্রজেপ্সবঃ।। ২৭

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।। ২৮

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।। ২৯

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ।। ৩০

তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ।। ৩১

যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্।। ৩২

শ্রীহরির থেকেই মানুষের পরম মঙ্গল হয়ে থাকে।। ২৩ ।। যেমন পৃথিবীর পরিণাম (পৃথিবীজাত) কাঠের থেকে ধোঁয়া শ্রেয় (কারণ কাঠের নিজের কোনও গমনাদি ক্রিয়া হয় না, আলো হয় না কিন্তু ধোঁয়ার গতি ও আলো আছে) আবার ধোঁয়ার থেকেও শ্রেষ্ঠ হল অগ্নি—কারণ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি দ্বারা অগ্নি সদ্‌গতি প্রদান করে—তেমনই তমোগুণ থেকে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ আর রজোগুণ থেকেও সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ ; কারণ সত্ত্বগুণই ভগবদ্দর্শন (ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার) করাতে পারে।। ২৪ ।। প্রাচীন যুগে মহাত্মাগণ স্বীয় কল্যাণের জন্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় ভগবান বিষ্ণুরই পূজা করতেন। আজও যারা তাঁদের অনুসরণ করে, তারাও কল্যাণ লাভ করে।। ২৫ ।। যারা এই ভবসাগর পার হতে চায় যদিও তারা কারও নিন্দা করে না বা কারও দোষ দেখে না তবুও ভীষণমূর্তি তমোগুণী-রজোগুণী ভৈরবাদি ভূতপতি প্রজাপতিদের পূজা না করে সত্ত্বগুণী বিষ্ণুভগবান এবং তাঁর অংশোদ্ভূত অবতার-গণেরই পূজা করে।। ২৬ ।। কিন্তু রাজস ও তামস স্বভাবাপন্ন মানুষ ধন, ঐশ্বর্য ও সন্তান কামনায় ভূত, প্রজাপতি ও পিতৃ প্রভৃতি দেবতাদের পূজা করে ; কারণ এই সব মানুষদের স্বভাবও ওইসব দেবতাদের স্বভাবের অনুবর্তী।। ২৭ ।। সমগ্র বেদের তাৎপর্য বাসুদেবেরই প্রতিপাদন। যজ্ঞের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ, যোগ সম্পাদনও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই করা হয় এবং সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তিও শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং।। ২৮ ।। জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া যায়, তপস্যা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্যই করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্যই ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয় এবং সমস্ত গতিই (অর্চিরাদি মার্গে গমনও) শ্রীকৃষ্ণেই সমর্পিত।। ২৯ ।। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও প্রকৃতি এবং তার গুণের অতীত, তবুও নিজের গুণময়ী মায়াদ্বারা—যা প্রপঞ্চদৃষ্টিতে সত্য কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে নয়, তিনিই সর্বাগ্রে (মহাপ্রলয়ের পরে) এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি করেছিলেন।। ৩০ ।। সত্ত্ব, রজ আর তম —এই তিনটি গুণ তাঁর মায়াবিলাসমাত্র ; দেখলে মনে হয় যে এর মধ্যে প্রবিষ্ট থেকে তিনি এই গুণযুক্ত , বাস্তবে তো তিনি বিজ্ঞানানন্দঘন।। ৩১ ।। অগ্নি তো বস্তুত একই কিন্তু অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে

[১]প্রা. পা—কলাং। [২]প্রা. পা—শান্তাং

অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্মিতেষু নির্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্‌॥ ৩৩

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্‌ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো[১] দেবতির্যঙ্‌নরাদিষু॥ ৩৪

বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। সেই রকমই সকলের আত্মস্বরূপ ভগবান তো একই কিন্তু প্রাণীজগতের বিভিন্নতাহেতু, নানারূপে প্রতীয়মান হন॥ ৩২ ॥ ভগবানই সূক্ষ্ম ভূত—তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়াদি তথা অন্তঃকরণ প্রভৃতি গুণের পরিবর্তনের মাধ্যমে নানা প্রকার স্থূলদেহের নির্মাণ করেন এবং তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের রূপে প্রবিষ্ট হয়ে সেই সব দেহের অনুরূপ বিষয়ের উপভোগ করেন এবং করান॥ ৩৩ ॥ তিনিই সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং দেবতা, পশু-পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি নানা দেহরূপ স্থূলাবস্থাতে লীলাবতার গ্রহণ করে সত্ত্বগুণের দ্বারা জীবের পালন করে থাকেন ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
নৈমিষীয়োপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
নৈমিষীয় উপাখ্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

ভগবানের অবতারগণের বর্ণনা

সূত উবাচ

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ ১
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥ ২
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্‌বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্‌॥ ৩
পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা
সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্‌।

সূত বললেন—সৃষ্টির প্রথমে ভগবান লোকসমূহ নির্মাণের ইচ্ছা করলেন। ইচ্ছা হওয়ামাত্রই তিনি মহৎ-তত্ত্বাদি সম্পন্ন পুরুষরূপ গ্রহণ করলেন। তার মধ্যে দশ ইন্দ্রিয়, মন আর পঞ্চভূত—এই ষোলটি কলা ছিল॥ ১ ॥ তিনি যখন কারনার্ণবে শায়িত হয়ে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, তখন তাঁর নাভিহ্রদ থেকে এক পদ্মের সৃষ্টি হল, এবং সেই কমল থেকে প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন॥ ২ ॥ ভগবানের সেই বিরাটরূপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যেই সমস্ত লোকের কল্পনা করা হয়েছে, তাঁর সেই রূপ বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় সত্ত্বময় শ্রেষ্ঠ রূপ॥ ৩ ॥ যোগীগণ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ভগবানের সেই রূপ

[১]প্রা. পা—লীলাবতারানুরতস্তির্যঙ্‌নরসুরাদিষু।

সহস্রমূর্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং
সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥ ৪

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্যঙ্নরাদয়ঃ॥ ৫

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাস্থিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্যমখণ্ডিতম্॥ ৬

দ্বিতীয়ং তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ সৌকরং বপুঃ॥ ৭

তৃতীয়মৃষিসর্গং চ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ॥ ৮

তুর্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাঽঽত্মোপশমোপেতমকরোদ্ দুশ্চরং তপঃ॥ ৯

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥ ১০

ষষ্ঠে অত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্॥ ১১

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্॥ ১২

অষ্টমে মেরুদেব্যাং তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্বাশ্রমনমস্কৃতম্॥ ১৩

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ॥ ১৪

দর্শন করেন। ভগবানের সেই রূপে অসংখ্য পদ, উরু, হস্ত ও মুখ থাকায় তা অতিশয় আশ্চর্যজনক ; তার মধ্যে অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য কর্ণ, অসংখ্য চক্ষু ও অসংখ্য নাসিকা রয়েছে এবং সেই রূপ অসংখ্য মুকুট, বস্ত্র ও কুণ্ডলাদি অলংকারে শোভিত॥ ৪ ॥ ভগবানের সেই পুরুষরূপ, যাঁকে নারায়ণ বলা হয়, অনেক অবতারের অক্ষয় বীজস্বরূপ—এখান থেকেই সকল অবতারের প্রকাশ। এই রূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দ্বারা দেবতা, পশুপক্ষী ও মনুষ্যাদি দেহের সৃষ্টি হয়॥ ৫ ॥

সেই প্রভু প্রথমে কৌমারসর্গে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারজন ব্রাহ্মণের রূপে অবতার গ্রহণ করে অত্যন্ত কঠিন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেন॥ ৬ ॥ দ্বিতীয়বার এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর সেই ভগবানই রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ গ্রহণ করেন॥ ৭ ॥ ঋষিসর্গে তিনি দেবর্ষি নারদ রূপে তৃতীয় অবতার ধারণ করেন এবং সাত্বত তন্ত্র (যাকে নারদ-পাঞ্চরাত্র বলা হয়) প্রচার করেছিলেন ; সেই তন্ত্রে কর্মের দ্বারা কী করে কর্মবন্ধনের থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার বর্ণনা আছে॥ ৮ ॥ ধর্মের পত্নী মূর্তির গর্ভে তিনি নর-নারায়ণরূপে চতুর্থ অবতার গ্রহণ করেন। এই অবতারে ঋষিরূপে মন ও ইন্দ্রিয়ের সর্বথা সংযম করে খুবই কঠিন তপস্যা করেছিলেন॥ ৯ ॥ পঞ্চম অবতারে তিনি সিদ্ধগণশ্রেষ্ঠ কপিলরূপে আবির্ভূত হন এবং কালবশত লুপ্তপ্রায় তত্ত্বসমূহের নিশ্চায়ক সাংখ্যশাস্ত্র আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে উপদেশ করেছিলেন॥ ১০ ॥ অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রার্থনায় ষষ্ঠ অবতারে তিনি অত্রিমুনির পুত্র দত্তাত্রেয় নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই অবতারে তিনি অলর্ক প্রহ্লাদ প্রমুখকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেছিলেন॥ ১১ ॥ সপ্তম-বার রুচিনামক প্রজাপতির পত্নী আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নাম নিয়ে তিনি অবতরণ করেছিলেন। সেই অবতারে তিনি নিজপুত্র যাম প্রমুখ দেবগণের সাথে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর প্রতিপালন করেছিলেন॥ ১২ ॥ রাজা নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবরূপে ভগবান অষ্টম অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই অবতারে তিনি পণ্ডিতগণকে সমস্ত আশ্রমের শ্রেষ্ঠ পরমহংস সেবিত পথ প্রদর্শন করেছিলেন॥ ১৩ ॥ ঋষিদের প্রার্থনায় নবমবার তিনি রাজা পৃথুরূপে এসেছিলেন। হে শৌনকাদি ঋষিগণ! এই

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসম্প্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্ বৈবস্বতং মনুম্॥ ১৫

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশো বিভুঃ॥ ১৬

ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া॥ ১৭

চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জিতম্।
দদার করজৈর্বক্ষস্যেরকাং কটকৃদ্ যথা॥ ১৮

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিবিষ্টপম্॥ ১৯

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥ ২০

ততঃ সপ্তদশো জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥ ২১

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্যাণ্যতঃ পরম্॥ ২২

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্॥ ২৩

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাজনসুতঃ[১] কীকটেষু ভবিষ্যতি॥ ২৪

অথাসৌ যুগসংধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ॥ ২৫

অবতারে তিনি পৃথিবী থেকে সমস্ত ওষধি প্রভৃতি বস্তু দোহন করেছিলেন, এর ফলে পৃথু অবতার অতীব কমনীয় হয়েছিল॥ ১৪ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে যখন সমগ্র ত্রিভুবন সমুদ্রপ্লাবিত হয়েছিল তখন তিনি মৎস্যের রূপে দশম অবতার গ্রহণ করেছিলেন এবং পৃথ্বীরূপী (পৃথিবীরূপ) নৌকাতে আরোহণ করিয়ে পরবর্তী মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেছিলেন॥ ১৫ ॥ দেবতা এবং দানবেরা যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন সেই সময় কূর্মরূপ ধারণ করে তিনি একাদশ অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করে মন্দার পর্বতকে নিজের পিঠে ধারণ করেছিলেন॥ ১৬ ॥ দ্বাদশবার ধন্বন্তরি মূর্তি ধারণ করে অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলেন এবং ত্রয়োদশ অবতারে মোহিনীরূপ ধারণ করে দানবদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন॥ ১৭ ॥ চতুর্দশ অবতারে তিনি নৃসিংহরূপ পরিগ্রহ করে নিজের নখ দিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বুক বিদীর্ণ করেছিলেন যেমনভাবে কটকার (যারা মাদুর বোনে) এরকা (তৃণবিশেষ) নখ দিয়ে বিদীর্ণ করে॥ ১৮ ॥ পঞ্চদশ অবতারে বামনরূপ ধারণ করে তিনি দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থলে গমন করেন। বলির কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের জন্য চাইলেন কেবল মাত্র তিন পাদ পরিমিত ভূমি॥ ১৯ ॥ ষোড়শ অবতারে পরশুরাম-রূপে ক্ষত্রিয় নৃপতিদের ব্রহ্মবিদ্বেষী ও ব্রাহ্মণহন্তারূপে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দিয়েছিলেন॥ ২০ ॥ এরপর তিনি সপ্তদশ অবতারে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির ঔরসে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। সেই সময় মনুষ্যগণকে অল্পবুদ্ধি দেখে বেদরূপ বৃক্ষের শাখাবিভাজন করেছিলেন॥ ২১ ॥ অষ্টাদশ অবতারে দেবকার্য সম্পাদনের জন্য নরপতি-রূপে রাম অবতার গ্রহণ করেন এবং সেতুবন্ধন, রাবণ-বধ প্রভৃতি নানাবিধ বীরোচিত লীলা করেছিলেন॥ ২২ ॥ ঊনবিংশ এবং বিংশ অবতারে যদুবংশে তিনি বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ নাম নিয়ে প্রকট হয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন॥ ২৩ ॥ তারপর কলিযুগ এসে গেলে মগধদেশে দেবদ্বেষী দানবদের মোহিত করার জন্য অজনের পুত্ররূপে বুদ্ধাবতার হবেন॥ ২৪ ॥ এর অনেক পরে যখন কলিযুগের অবসান হয়ে আসবে এবং রাজারা সব দস্যুভাবাপন্ন হয়ে যাবে তখন জগৎপালক ভগবান

[১]প্রা. পা—জিনসুতঃ।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনির্ধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ২৬

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়স্তথা॥ ২৭

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২৮

জন্ম গুহ্যং ভগবতো য এতৎ প্রযতো নরঃ।
সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্ বিমুচ্যতে॥ ২৯

এতদ্ রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি॥ ৩০

যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥ ৩১

অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ॥ ৩২

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াঽঽত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥ ৩৩

বিষ্ণুযশা নামে ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন*॥ ২৫ ॥

হে শৌনকাদি ঋষিগণ! অগাধ জলাশয় থেকে যেমন হাজার হাজার ছোট ছোট জলপ্রবাহ নির্গত হয়ে থাকে সেইরকমই সত্ত্বনিধি ভগবান শ্রীহরির থেকেই অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হয়ে থাকেন॥ ২৬ ॥ ঋষি, মনু, দেবতা, প্রজাপতি, মনুপুত্র এবং যত মহাবীর্যশালী আছেন এঁরা সকলেই শ্রীভগবানেরই অংশ॥ ২৭ ॥ এইসব অবতার হল ভগবানের অংশাবতার অথবা কলাবতার, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো স্বয়ং ভগবান (অবতারী)। অসুরদের অত্যাচারে যখন মানুষ পীড়িত হয়ে পড়ে তখন যুগে যুগে নানা রূপ ধারণ করে ভগবান তাদের রক্ষা করেন॥ ২৮ ॥ ভগবানের দিব্য জন্মের এই কথা কাহিনী অত্যন্ত গুহ্য ও রহস্যময়; যে মানুষ একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে নিয়মিতভাবে ভক্তিসহকারে এই কথা পাঠ করে সে সব রকম দুঃখের থেকে পরিত্রাণ পায়॥ ২৯ ॥

প্রাকৃতরূপ বর্জিত চিন্ময় ভগবানের এই যে জগদাকার স্থূল রূপ, এটি ভগবানের মায়াগুণ অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য মহৎ-তত্ত্বাদি গুণের দ্বারা ভগবানেই কল্পিত হয়েছে॥ ৩০ ॥ মেঘ যেমন বায়ুর আশ্রয়ে থাকে এবং ধূসরবর্ণ পৃথিবীর ধূলিকণার থেকেই সৃষ্টি হয়, কিন্তু বুদ্ধিহীন নির্বোধ মানুষ মনে করে মেঘ আকাশে থাকে এবং ওই ধূসরবর্ণকে বায়ুতে আরোপ করে—সেই রকমই অজ্ঞব্যক্তি সব কিছুর সাক্ষী আত্মাতে স্থূল দৃশ্যরূপ জগৎকে আরোপ করে॥ ৩১ ॥ এই স্থূলদেহ থেকে উৎকৃষ্ট, ভগবানের এক সূক্ষ্ম অব্যক্ত রূপ আছে—যে রূপ না স্থূলের মতো আকাশাদি গুণযুক্ত আর না তাকে দেখা যায় বা শোনা যায়, সেটাই হল সূক্ষ্মশরীর তাতে আত্মাকে আরোপ করা বা তার মধ্যে আত্মার অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতেই তাকে জীব উপাধি দেওয়া হয় বা জীব বলা হয় এবং এই জীবেরই বার বার জন্ম হয়॥ ৩২ ॥ উপরোক্ত সূক্ষ্ম আর স্থূল শরীর অবিদ্যার কারণেই আত্মাতে আরোপিত হয়।

*এখানে বাইশটি অবতারের বর্ণনা রয়েছে কিন্তু এটি লোকপ্রসিদ্ধি যে অবতার হল চব্বিশটি। কারো কারো মতে রাম এবং কৃষ্ণ এই দুটি অবতারকে না ধরে অবশিষ্ট চারটি অবতারকে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশাবতার বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হলেন পূর্ণ পরমেশ্বর, তিনি অবতার নন, তিনি হলেন অবতারী। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে বিবেচিত হন না। তাঁর চারটি অংশাবতার হল—(১) কেশ, (২) সুতপা এবং পৃশ্নির প্রতি কৃপাকারী অবতার, (৩) সংকর্ষণ-বলরাম এবং (৪) পরব্রহ্ম। এইরূপে এই চারটি অবতার থেকে বিশিষ্ট হলেন স্বয়ং ভগবান বাসুদেব। অন্যান্য বিজ্ঞব্যক্তি পূর্বোক্ত বাইশটি অবতারের সঙ্গে হংস এবং হয়গ্রীব অবতার সম্মিলিত করে চব্বিশটি অবতারের কথা বলে থাকেন।

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥ ৩৪

এবং জন্মানি কর্মাণি হ্যকর্তুরজনস্য চ।
বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ॥ ৩৫

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ
সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ
ষাড়্‌বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ॥ ৩৬

ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ
সন্তন্বতো নটচর্যামিবাজ্ঞঃ॥ ৩৭

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য
দুরন্তবীর্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সংততয়ানুবৃত্ত্যা
ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্॥ ৩৮

অথেহ ধন্যা ভগবন্ত ইত্থং
যদ্‌বাসুদেবেঽখিললোকনাথে[১]।
কুর্বন্তি সর্বাত্মকমাত্মভাবং
ন যত্র ভূয়ঃ পরিবর্ত উগ্রঃ॥ ৩৯

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥ ৪০

যেই স্থিতিতে আত্মস্বরূপের জ্ঞানের দ্বারা এই আরোপ করার ভাব দূরীভূত হয় সেই স্থিতিই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার॥ ৩৩॥ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা জানেন যে এই বুদ্ধিরূপা পরমেশ্বরের মায়া যখন নিবৃত্ত হয়ে যায়, সেই সময়েই জীব পরমানন্দে মগ্ন হয়ে যায় এবং ধ্রুবাস্মৃতি প্রাপ্ত হওয়াতে নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত হয়॥ ৩৪॥ প্রকৃতপক্ষে যার জন্ম নেই এবং কর্মও নেই সেই অন্তর্যামী ভগবানের অপ্রাকৃত জন্ম এবং কর্মকে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ এইভাবেই বর্ণনা করেন ; কারণ তাঁর জন্ম এবং কর্ম বেদের এক অতি গুহ্য রহস্য॥ ৩৫॥

ভগবানের লীলা অমোঘ। তিনি লীলার দ্বারাই এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ করে থাকেন, কিন্তু এর মধ্যে আসক্ত হন না। জীবের হৃদয়ে গুপ্ত থেকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনের নিয়ন্তারূপে সমস্ত বিষয়ের রস উপভোগও করেন কিন্তু তার থেকে (অর্থাৎ উপভোগরূপ কর্মের থেকে) দূরে থাকেন, তিনি পরম স্বতন্ত্র—এইসব বিষয়রূপ রস, গন্ধ ইত্যাদি তাঁকে কখনও লিপ্ত করতে পারে না॥ ৩৬॥ যেমন মূর্খ ব্যক্তি অভিনয়ের সময় যাদুকর বা নটের কর্মের বা অভিনয়ের সংকেত বুঝতে না পেরে যাদুকর বা নটের প্রকৃত চরিত্রের কিছুই অনুধাবন করতে পারে না সেইরকমই সত্যসংকল্প বা বেদবাণীর দ্বারা প্রকটিত ভগবানের বিবিধ নাম এবং রূপের তথা লীলার রহস্য অবিবেকী মানুষ নানারকম যুক্তি তর্কের দ্বারা ধারণায়ও আনতে পারে না॥ ৩৭॥ চক্রপাণি ভগবানের শক্তি ও পরাক্রম অসীম—তার শেষ অনুধাবন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা হয়েও তিনি এর বাইরে। তাঁর স্বরূপ বা তাঁর লীলা একমাত্র সেই জানতে পারে যে নিত্যনিরন্তর নিষ্কপটভাবে একাগ্রচিত্তে তাঁর পাদপদ্মের সেবা-চিন্তন করে॥ ৩৮॥ হে শৌনকাদি ঋষিগণ! আপনারা অতীব সৌভাগ্যশালী ও ধন্য, যেহেতু আপনারা এই জীবদ্দশায় বাধাবিঘ্নসঙ্কুল এই সংসারবর্ত্মে সর্বলোকপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই সর্বাত্মক আত্মভাব, এইরকম অনির্বচনীয় অনন্য অনুরাগ পোষণ করেন, যার ফলে এই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারের ভয়ংকর চক্রে আর পড়তে হবে না॥ ৩৯॥

ভগবান বেদব্যাস বেদতুল্য ভগবৎলীলাপ্রধান এই ভাগবতগ্রন্থ নামে পুরাণ রচনা করেছেন॥ ৪০॥

[১]প্রা. পা—ঽখিলবিশ্বনাথে।

নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তদিদং[১] গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্॥ ৪১

তিনি এই প্রশংসার্হ, কল্যাণপ্রদ, বিস্তৃত পুরাণ পরম লোককল্যাণের জন্য নিজের আত্মজ্ঞানীশিরোমণি পুত্রকে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন (বা বলেছিলেন)॥ ৪১ ॥ এই গ্রন্থে সমগ্র বেদ আর ইতিহাসের সারাংশ সংগ্রহ করা হয়েছে। শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে এটি শুনিয়েছিলেন॥ ৪২ ॥ সেই সময় রাজা পরীক্ষিৎ মহর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হয়ে আমরণ অনশন ব্রতাবলম্বী হয়ে গঙ্গাতীরে অবস্থান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম ও জ্ঞান প্রভৃতিকে সাথে নিয়ে নিজের পরমধামে গমন করার পর এই কলিযুগের জ্ঞানচক্ষুরহিত অজ্ঞানীদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করার জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণরূপ জ্ঞানসূর্য প্রকটিত হয়েছে। হে শৌনকাদি মুনিগণ ! মহাতেজস্বী শ্রীশুকদেব মহারাজ যখন সেখানে এই পুরাণকথা প্রবচন করছিলেন, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমি তাঁর অনুগ্রহে এই পুরাণ অবগত হয়েছি। আমি যেমন অবগত হয়েছি এবং আমার বুদ্ধি দ্বারা যেমনভাবে যতটা গ্রহণ করতে পেরেছি, সেইমত আমি আপনাদের শোনাব॥ ৪৩-৪৫ ॥

সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্‌ধৃতম্।
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্॥ ৪২

প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ।
কৃষ্ণে[২] স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ॥ ৪৩

কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।
তত্র কীর্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ॥ ৪৪

অহং চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ।
সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে [৩]
নৈমিষীয়োপাখ্যানে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয় উপাখ্যানে তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

মহর্ষি ব্যাসের অপ্রসন্নতা

ব্যাস উবাচ

ইতি ব্রুবাণং সংস্তূয় মুনীনাং দীর্ঘসত্রিণাম্।
বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহ্‌বৃচঃ শৌনকোঽব্রবীৎ॥ ১

ব্যাসদেব বললেন—সেই দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞে সম্মিলিত মুনিদের মধ্যে বিদ্যাবয়োবৃদ্ধ ঋষিকুলশ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদবেত্তা শৌনক ঋষি সূতমহাশয়ের পূর্বোক্ত বক্তব্য শুনে তাঁর প্রশংসা করে বললেন॥ ১ ॥

শৌনক উবাচ

সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাং বর।

শৌনকমুনি বললেন—হে সূত ! হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ! হে মহাভাগ্যশালিন্! ভগবান শ্রীশুকদেব যে পবিত্র

[১]পা.পা.—ততঃ সংগ্রাহয়ামাস। [২]'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে.......'—এখান থেকে '............ঽধুনোদিতঃ।' এই পাঠ প্রাচীন বইতে নেই। [৩]এখানে 'জন্মগুহ্যং' এই পাঠ অধিক আছে।

কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবাঞ্ছুকঃ॥ ২

কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা।
কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং মুনিঃ॥ ৩

তস্য পুত্রো মহাযোগী সমদৃঙ্নির্বিকল্পকঃ।
একান্তমতিরুন্নিদ্রো গূঢ়ো মূঢ় ইবেয়তে॥ ৪

দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং[১]
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি
স্ত্রীপুম্ভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ॥ ৫

কথমালক্ষিতঃ পৌরৈঃ সম্প্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্।
উন্মত্তমূকজড়বদ্‌বিচরন্ গজসাহ্বয়ে॥ ৬

কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূৎ তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ॥ ৭

স গোদোহনমাত্রং হি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
অবেক্ষতে মহাভাগস্তীর্থীকুর্বংস্তদাশ্রমম্॥ ৮

অভিমন্যুসুতং সূত প্রাহুর্ভাগবতোত্তমম্।
তস্য জন্ম মহাশ্চর্যং কর্মাণি চ গৃণীহি নঃ॥ ৯

স সম্রাট্ কস্য বা হেতোঃ পাণ্ডূনাং মানবর্ধনঃ।
প্রায়োপবিষ্টো গঙ্গায়ামনাদৃত্যাধিরাট্‌শ্রিয়ম্॥ ১০

নমন্তি যৎপাদনিকেতমাত্মনঃ
শিবায় হানীয় ধনানি শত্রবঃ।
কথং স বীরঃ শ্রিয়মঙ্গ দুস্ত্যজাং
যুবৈষতোৎস্রষ্টুমহো সহাসুভিঃ॥ ১১

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে
য উত্তমশ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং
মুমোচ নির্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্॥ ১২

ভাগবতকথা বলেছিলেন সেই কথা আমাদের বলুন॥ ২ ॥

সেই ভাগবতী কথা কোন্ যুগে, কোন্ স্থানে এবং কী কারণে হয়েছিল ? মুনিবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কার প্রেরণাতে এই পরমহংস-সংহিতা প্রণয়ন করেন ? ॥ ৩ ॥ তাঁর পুত্র শুকদেব তো পরম যোগী, সমদর্শী, ভেদজ্ঞানশূন্য, সংসারনিদ্রার থেকে জাগরূক অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থিত, প্রচ্ছন্নভাবে থাকার জন্য অন্যের কাছে মূঢ়ের মতো প্রতীত হয়ে থাকতেন॥ ৪ ॥ ব্যাসদেবের পুত্র যখন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বনপথে যাচ্ছিলেন, ব্যাসদেব তখন তাঁর অনুগমন করছিলেন। সেই সময় জলক্রীড়ারত নারীগণ নগ্ন শুকদেবকে দেখে তো বস্ত্র পরেনি, কিন্তু বস্ত্র পরিহিত ব্যাসদেবকে দেখে লজ্জায় কাপড় পরে নিয়েছিল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে ব্যাসদেব যখন সেই অঙ্গনাদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা উত্তর দিয়েছিল যে 'আপনার দৃষ্টিতে তো এখনও স্ত্রী-পুরুষে ভেদজ্ঞান রয়েছে, কিন্তু আপনার পুত্রের শুদ্ধ দৃষ্টিতে এই ভেদজ্ঞান নেই'॥ ৫ ॥ কুরুজাঙ্গল দেশে পৌঁছে হস্তিনাপুরে তিনি যখন উন্মাদ, মূক ও জড়ের মতো বিচরণ করছিলেন, পুরবাসীগণ তাঁকে কিরূপে চিনতে পেরেছিল ? ॥ ৬ ॥ পাণ্ডবনন্দন রাজর্ষি পরীক্ষিতের সাথে এই মৌনী শুকদেবের আলাপ কীভাবে হয়েছিল, যার ফলে ভাগবতসংহিতার প্রবচন হয়েছিল ?॥ ৭ ॥ মহাভাগ শুকদেব তো গৃহস্থের বাড়ি তীর্থস্বরূপ করার জন্য গোদোহনকাল সময় মাত্র সেখানে দাঁড়াতেন॥ ৮ ॥ হে সূত ! আমরা জানি যে অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিৎ একজন শ্রেষ্ঠ ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন। তাঁর অদ্ভুত আশ্চর্য জন্মবৃত্তান্ত ও কর্মসকলও আমাদের কাছে বর্ণনা করুন॥ ৯ ॥ তিনি তো পাণ্ডুবংশের কীর্তিবর্ধক সম্রাট ছিলেন। তিনি কী কারণে সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করে গঙ্গাতটে আমৃত্যু অনশনব্রত ধারণ করেছিলেন ? ॥ ১০ ॥ শত্রুনৃপতিবর্গ কৃপা ভিক্ষার জন্য বহুবিধ ধনরত্ন নিয়ে তাঁর চরণে উপঢৌকন দিতেন। তিনি নিজে একজন বীর যুবক। সেই দুস্ত্যাজ্য রাজ্যলক্ষ্মীসহ নিজের প্রাণ ত্যাগ করার সংকল্প তিনি কেন করেছিলেন ? ॥ ১১ ॥ যে সকল মানুষ ভগবানের শরণাপন্ন তারা তো জগতের মঙ্গলের জন্য, ঐশ্বর্যের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্যই জীবন ধারণ করেন। এতে তাঁদের কোনও স্বার্থ থাকে না। তাঁর দেহধারণ তো

[১]প্রা.পা.—মস্ত্র মগ্নাঃ।

তৎসর্বং নঃ সমাচক্ষ্ব পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন।
মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ॥ ১৩

সূত উবাচ

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ॥ ১৪

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচি।
বিবিক্তদেশ আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে॥ ১৫

পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে॥ ১৬

ভৌতিকানাং চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসং চ তৎ কৃতম্।
অশ্রদ্দধানান্নিঃসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ॥ ১৭

দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্॥ ১৮

চাতুর্হোত্রং কর্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যদধাদ্ যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্বিধম্॥ ১৯

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে॥ ২০

তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো[১] নিষ্ণাতো যজুষামুতঃ॥ ২১

অথর্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ॥ ২২

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোহভবন্॥ ২৩

ত এব বেদা দুর্মেধৈর্ধার্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥ ২৪

জনহিতের জন্য, সেই জীবনে বিরাগী হয়ে কী কারণে তিনি শরীর ত্যাগ করেছিলেন? ॥ ১২ ॥ বেদ ছাড়া আপনি আর সকল শাস্ত্রেই পারদর্শী, বিদ্বান। হে সূত মহারাজ! সেইজন্য এখন আমরা যা কিছু আপনাকে প্রশ্ন করলাম কৃপা করে আমাদের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করুন॥ ১৩ ॥

সূত বললেন—বর্তমান চতুর্যুগের তৃতীয় যুগ দ্বাপরে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে বসু-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে ভগবানের কলাবতার যোগীরাজ ব্যাসদেবের জন্ম হয়॥ ১৪ ॥ এক দিন সূর্যোদয়কালে সরস্বতী নদীর পবিত্র জলে স্নানাদি সমাপন করে এক নির্জন পবিত্র স্থানে তিনি বসেছিলেন॥ ১৫ ॥ মহর্ষি ভূত ও ভবিষ্যৎ সব জানতেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখলেন যে মানুষের অজ্ঞাত অলক্ষিতগতি কালের স্রোতে যুগধর্মাদির ক্ষয় ও তার প্রভাবে পাঞ্চভৌতিক বস্তুসকলেরও শক্তিহ্রাস হয়। মানুষ বুদ্ধিভ্রংশ ও স্বল্পায়ু হতে থাকে। তাদের বুদ্ধি সঠিক কর্তব্য নিশ্চয় করতে পারে না, মানুষের আয়ুও কমে যায়। মানুষের এই ভাগ্যহীনতা দেখে সেই মুনিবর নিজের দিব্যজ্ঞান দ্বারা সকল আশ্রম ও বর্ণের পক্ষে যা মঙ্গলজনক, সেই চিন্তা করতে লাগলেন॥ ১৬-১৮ ॥ তিনি ভাবলেন যে বেদের চাতুর্হোত্র* কর্ম মানুষের চিত্ত-শুদ্ধিকর। এই চিন্তা থেকে তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেদকে চারভাগে বিভক্ত করলেন॥ ১৯ ॥ ব্যাসদেবের দ্বারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চারটি বেদের উদ্ধার (পৃথকীকরণ) হল। ইতিহাস এবং পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হয়॥ ২০ ॥ তার মধ্যে ঋক্‌বেদের পৈল, সামগানের বিদ্বান জৈমিনি এবং যজুর্বেদের একমাত্র স্নাতক ছিলেন বৈশম্পায়ন॥ ২১ ॥ অথর্ববেদে প্রবীণ হলেন দারুণনন্দন সুমন্তু মুনি। ইতিহাস ও পুরাণে পারদর্শী ছিলেন আমার পিতা রোমহর্ষণ॥ ২২ ॥ পূর্বোক্ত এই ঋষিগণ নিজ নিজ শাখাকে আরও অনেক ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে শিষ্য, প্রশিষ্য এবং তাদের শিষ্যদের দ্বারা ক্রমে বেদের অনেক শাখা-প্রশাখা হয়ে গেল॥ ২৩ ॥ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রতি কৃপা করে ভগবান বেদব্যাস বেদের এই বিভাজন এইজন্য করেছিলেন যাতে যাদের স্মরণশক্তি নেই বা কম আছে তারাও বেদের ধারণা করতে পারে॥ ২৪ ॥

[১]প্রা. পা.—একত্র।

*হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা—এই চার পুরোহিতের দ্বারা সম্পাদিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকে চাতুর্হোত্র বলা হয়।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥ ২৫

এবং প্রবৃত্তস্য সদা ভূতানাং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ।
সর্বাত্মকেনাপি যদা নাতুষ্যদ্‌ধৃদয়ং ততঃ॥ ২৬

নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদং প্রোবাচ ধর্মবিৎ॥ ২৭

ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতং চানুশাসনম্॥ ২৮

ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থশ্চ দর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত॥ ২৯

তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্যসত্তমঃ॥ ৩০

কিং বা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ॥ ৩১

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্॥ ৩২

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ নারদং সুরপূজিতম্॥ ৩৩

- স্ত্রী, শূদ্র, পতিত দ্বিজাতি—এরা তিন শ্রেণীই বেদ শ্রবণের অনধিকারী। এইজন্য তারা কল্যাণকারী শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানে ত্রুটিপ্রমাদ করে বসে। এইসব শ্রেণীর মানুষদেরও যাতে মঙ্গল হয়, সেই চিন্তা করে মহামুনি ব্যাসদেব অত্যন্ত কৃপা করে মহাভারত ইতিহাস প্রণয়ন করেছিলেন॥ ২৫ ॥ হে শৌনকাদি মুনিবৃন্দ ! ব্যাসদেব যদিও এইভাবে পূর্ণশক্তিতে সদাসর্বদা জীবের কল্যাণেই লিপ্ত ছিলেন, তবুও তাঁর মনে শান্তি ছিল না॥ ২৬ ॥ তাঁর মন বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে পড়েছিল। সরস্বতী নদীর তীরে নির্জনে বসে ধর্মজ্ঞ ব্যাসদেব চিন্তা করতে করতে এই বক্ষ্যমান বাক্য বললেন—॥ ২৭ ॥ 'আমি নিষ্কপটভাবে ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত পালন করে বেদ, গুরুজন ও অগ্নিকে পূজা করেছি এবং তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছি॥ ২৮ ॥ মহাভারত প্রণয়ন ছলে বেদের অর্থ সরলভাবে প্রকাশ করেছি—যাতে স্ত্রী, শূদ্রাদিগণও আপন আপন ধর্ম ও কর্মের জ্ঞান লাভ করতে পারে ॥ ২৯ ॥ যদিও আমি ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ও সমর্থ, তবুও আমার মন যেন অপূর্ণকাম বলে মনে হচ্ছে ॥ ৩০ ॥ আজ পর্যন্ত হয়তো আমি ঈশ্বর প্রাপ্তিযোগ্য ধর্মের নিরূপণ করিনি। এই ধর্মই পরমহংসদের প্রিয় এবং এই ধর্মই ভগবানেরও প্রিয় (হোক না হোক আমার মানসিক অপূর্ণতার কারণই হয়ত এই)' ॥ ৩১ ॥ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এইভাবে নিজের অপূর্ণতা বিবেচনা করে যখন দুঃখিত হয়ে রয়েছেন সেই সময়েই পূর্বোক্ত আশ্রমে নারদ এসে উপস্থিত হলেন॥ ৩২ ॥ তাঁকে আসতে দেখে ব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেববন্দিত দেবর্ষি নারদকে যথাবিধি পূজা করলেন॥ ৩৩ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
নৈমিষীয়োপাখ্যানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ[১]॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
নৈমিষীয় উপাখ্যানে চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

———o———

[১]এখানে প্রাচীন 'নারদাগমনং' এই পাঠ বেশি আছে।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

ভগবানের যশকীর্তনের মহিমা ও দেবর্ষি নারদ কর্তৃক তাঁর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত কথন

সূত উবাচ

অথ তং সুখমাসীন উপাসীনং বৃহচ্ছ্রবাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিং বীণাপাণিঃ স্ময়ন্নিব॥ ১

নারদ উবাচ

পারাশর্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা॥ ২
জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতম্।
কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্বার্থপরিবৃংহিতম্॥ ৩
জিজ্ঞাসিতমধীতং চ যত্তদ্‌ব্রহ্ম সনাতনম্।
অথাপি[১] শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো॥ ৪

ব্যাস উবাচ

অস্ত্যেব মে সর্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছামহে ত্বাঽঽত্মভবাত্মভূতম্॥ ৫
স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্য-
মুপাসিতো যৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং
সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ॥ ৬
ত্বং পর্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকী-
মন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী।
পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্মতো ব্রতৈঃ
স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব॥ ৭

শ্রীনারদ উবাচ

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥ ৮

সূত বললেন—অনন্তর বিস্তৃতকীর্তি বীণাপাণি দেবর্ষি নারদ সুখাসনে বসে ঈষৎ হেসে পাশে উপবিষ্ট ব্রহ্মর্ষি ব্যাসকে বললেন॥ ১ ॥

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহাভাগ্যশালিন্ ! আপনার শরীর এবং মন—কর্ম ও চিন্তা নিয়ে ভালো আছে তো ? ॥ ২ ॥ আপনার মনের জিজ্ঞাসা তো অবশ্যই পূর্ণ হয়েছে ; কারণ আপনি যে মহাভারত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সে তো এক অপরূপ রচনা। কারণ তাতে ধর্ম ইত্যাদি সবই পূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে॥ ৩ ॥ সনাতন ব্রহ্মতত্ত্বেরও আপনি সূক্ষ্ম বিচার করেছেন এবং বুঝেছেন। তবুও হে মহাত্মন্ ! আপনি অকৃতকার্য ব্যক্তির মতো নিজের সম্পর্কে কেন অনুশোচনা করছেন ? ॥ ৪ ॥

ব্যাসদেব বললেন—আমার সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তা সবই সত্যি তবুও আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না। কী জানি, এর কী কারণ। আপনি অপরিমিত জ্ঞানসম্পন্ন। আপনি স্বয়ং ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাই আপনাকেই এর কারণ জিজ্ঞাসা করছি॥ ৫ ॥ হে দেবর্ষি ! আপনি সব শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য অবশ্যই অবগত আছেন ; কারণ আপনি সেই পুরাণপুরুষের উপাসনা করেছেন, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়েরই প্রভু এবং নির্লিপ্ত থেকেও নিজ সংকল্পমাত্রই ত্রিগুণের দ্বারা এই জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করে থাকেন॥ ৬ ॥ আপনি সূর্যের মতো ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেন এবং আপনি যোগবলে প্রাণবায়ুর মতো সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট থেকে অন্তঃকরণের ভাবটি পর্যন্ত দেখতে সমর্থ ও সাক্ষী স্বরূপ। যোগানুষ্ঠান এবং নিয়মপালনদ্বারা পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম দুইয়েতেই অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে যে অপূর্ণতা রয়েছে তার কারণ আপনি বলুন॥ ৭ ॥

নারদ বললেন—হে বেদব্যাস ! ভগবানের নির্মল যশঃকীর্তন, ভগবৎ মহিমা বর্ণন আপনার দ্বারা প্রায় অনুক্তই রয়ে গেছে। আমার মনে হয়, ভগবান যাতে

[১]প্রা. পা—তথাপি।

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্যানুকীর্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥ ৯
ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়া॥ ১০
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ।
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥ ১১
নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥ ১২
অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥ ১৩
ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কুত্রচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি-
র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥ ১৪
জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥ ১৫
বিচক্ষণোঽস্যাহতি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্তমানস্য গুণৈরনাত্মন-
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভোঃ॥ ১৬

প্রীতিলাভ করেন না, সেই শাস্ত্র বা জ্ঞান ব্যর্থ॥ ৮ ॥ আপনি ধর্মাদি পুরুষার্থচতুষ্টয় যেমনভাবে কীর্তন করেছেন, তেমনভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কীর্তন করেননি॥ ৯ ॥ যে বাক্য তা যতই রস-ভাব-অলঙ্কারযুক্ত হোক না কেন—জগৎপাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশকীর্তন না করে, সে বাক্য তো কাকের জন্য উচ্ছিষ্ট ফেলার স্থান আস্তাকুঁড়ের মতোই অপবিত্র। মানস সরোবরের কমনীয় পদ্মবনে বিচরণকারী হংসের মতো ব্রহ্মানন্দ বিহারকারী ভগবচ্চরণারবিন্দাশ্রিত পরমহংস ভক্ত কখনও সেই বাক্যে আনন্দ অনুভব করেন না॥ ১০ ॥ অপরপক্ষে সুন্দর রচনাশৈলী নেই, অপভাষায় রচিত কিন্তু যে রচনার প্রত্যেক শ্লোক ভগবানের পবিত্র গুণাবলীযুক্ত, সেই বাক্য লোকের সমস্ত পাপ নাশ করে দেয় ; কারণ মহাপুরুষগণ এইরকম বাণীই শ্রবণ, বর্ণন, কীর্তন করেন॥ ১১ ॥ মোক্ষলাভের নিশ্চিত সাধন সেই নির্মল জ্ঞানও যদি ভগবদ্ভক্তিশূন্য হয়, তাহলে তাও শোভা পায় না। সুতরাং যে সাধন আর যে সিদ্ধি—দুই অবস্থাতেও সর্বদাই অমঙ্গলরূপ হয় সেই কাম্য (সকাম) কর্ম এবং ভগবানে অর্পিত হয়নি এরকম অহৈতুক (নিষ্কাম) কর্ম কী করে সুশোভিত হতে পারে॥ ১২ ॥ হে মহাভাগ ব্যাসদেব ! আপনি অব্যর্থদৃষ্টিসম্পন্ন, পবিত্রকীর্তি, সত্য-পরায়ণ ও দৃঢ়ব্রত। সুতরাং জীবের বন্ধনমুক্তির জন্য সমাধিযোগের দ্বারা অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের লীলাসকল ধ্যান করুন॥ ১৩ ॥ যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দলীলা ছাড়া অন্য কিছু বলতে ইচ্ছা করে সে স্ব-ইচ্ছায় নির্মিত নাম-রূপের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার বুদ্ধি ভেদাভেদ জ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়। যেমন ঝড়-জলে পড়লে নৌকা চঞ্চল, বেহাল হয়, সেইরকমই তার মনও স্থির হতে পারে না॥ ১৪ ॥ সংসারী মানুষ স্বভাবতই বিষয়-বিষে আক্রান্ত। ধর্মসাধনের উদ্দেশ্যে আপনি তাদের নিন্দনীয় (পশু-হিংসাযুক্ত) কাম্য কর্মেরও উপদেশ দিয়েছেন। এটা হিতে বিপরীত অর্থাৎ অন্যায় হয়েছে ; কারণ অজ্ঞ মানুষ আপনার অনুশাসন গ্রহণ করে পূর্বোক্ত নিন্দিত (সকাম, পশুহিংসাদি) কর্মকেই ধর্ম বলে মনে করে এই কর্মানুষ্ঠানই মুখ্য ধর্ম, এইভাবে দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত হয়ে সেই কাম্যকর্মের নিষেধকে গ্রাহ্য করে না॥ ১৫ ॥ ভগবান অনন্ত। বিবেকী পুরুষই নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করে শ্রীগোবিন্দের সেবাসুখ আস্বাদনে সমর্থ হয়। সুতরাং যারা জড়বুদ্ধি এবং গুণত্রয় দ্বারা প্রভাবিত হয়ে

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ॥ ১৭

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা॥ ১৮

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো যতঃ॥ ১৯

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎ স্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি বৈ[১]
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥ ২০

ত্বমাত্মনাঽঽত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্।
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় ত-
ন্মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্ ॥ ২১

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ[২]।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্[৩] ॥ ২২

অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে[৪]
দাস্যাস্তু কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥ ২৩

সংসার চক্রে আবদ্ধ, তাদের মঙ্গলার্থেই শ্রীগোবিন্দের লীলা-সমূহ সর্বসাধারণের মঙ্গলের দৃষ্টিতে বর্ণনা করুন॥ ১৬ ॥ যে ব্যক্তি স্বধর্ম পরিত্যাগ করে শ্রীহরির চরণকমল ভজনরত হয় ভজনে সিদ্ধিলাভ করলে তো কথাই নেই—এমন কী তার আগেও যদি সে ভজনচ্যুত হয়, তাহলেও তার কী অকল্যাণ হতে পারে ? আবার যারা গোবিন্দভজন না করে কেবল স্বধর্মই পালন করে তাদেরই বা কী ফল লাভ হয় ? ॥ ১৭ ॥ কর্মহেতু তৃণ থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত সকল যোনিতে গমনাগমনের দ্বারাও যাকে পাওয়া যায় না, সেই বস্তুকে লাভ করার জন্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রযত্নশীল হওয়া উচিত। দুঃখ যেমন পূর্বজন্মের কর্মবশত আপনিই আসে, সাংসারিক বিষয়সুখও তেমনই অচিন্ত্যগতি কালের প্রভাবে বিনা চেষ্টাতেই আপনি আপনি আসে॥ ১৮ ॥ হে ব্যাসদেব ! শ্রীগোবিন্দচরণ সেবন-পরায়ণ ব্যক্তি যদি ভগবৎভজনহীন ব্যক্তির মতো দৈবাৎ কোনও দুরভিনিবেশ যুক্ত হয়ে পড়েন, তবুও কখনও জন্মমৃত্যুময় সংসারে আর ফিরে আসেন না। তাঁরা ভগবানের পাদপদ্ম আলিঙ্গন স্মরণ করে আর সেই স্মরণ ত্যাগ করতে চান না, কারণ তাঁরা অমৃতরসের রসিক হয়ে যান॥ ১৯ ॥ যাঁর থেকে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হয় সেই ঈশ্বরই এই বিশ্বের রূপেও বর্তমান। এ সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই সম্পর্কিত নন। এ কথা আপনি জানেন তবুও আপনাকে সামান্য দিগ্‌দর্শন করালাম মাত্র॥ ২০ ॥ হে পরাশরনন্দন ! আপনি অভ্রান্তদ্রষ্টা ! আপনি নিজেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের কলাবতার। অজন্মা হয়েও জগৎ কল্যাণের কারণে আপনি দেহধারণ করেছেন। সুতরাং আপনি শ্রীহরির লীলাসকল বিস্তারিতভাবে কীর্তন করুন॥ ২১ ॥ পণ্ডিতেরা বলেন যে শ্রীগোবিন্দগুণ ও লীলাবর্ণনই জীবের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, জ্ঞান ও দানের একমাত্র উদ্দেশ্য॥ ২২ ॥

হে মুনিবর ! অতীতকল্পে পূর্বজন্মে আমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কোনও এক দাসীর গর্ভে জন্মেছিলাম। বর্ষাকালে চাতুর্মাস্য ব্রত উপলক্ষে তাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন। বাল্যকালেই আমি তাঁদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলাম॥ ২৩ ॥ যদিও আমি বালক তবুও বালকসুলভ চাপল্য আমাতে ছিল না। সংযতেন্দ্রিয়, ক্রীড়ায় অনাসক্ত

[১]প্রা. পা—তে প্রদেশ.। [২]প্রা. পা—বুদ্ধঃ.। [৩]প্রা. পা—গুণানুকীর্তনম্। [৪]প্রা. পা—সুতো।

তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে
দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি॥ ২৪

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎস্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে॥ ২৫

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ[১]॥ ২৬

তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামুনে[২]
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে॥ ২৭

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সংকীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোঽপহা[৩] ॥ ২৮

তস্যৈব মেঽনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ।
শ্রদ্দধানস্য বালস্য দান্তস্যানুচরস্য চ॥ ২৯

জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ॥ ৩০

যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্॥ ৩১

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ ৩২

আর আজ্ঞাবহ হয়ে তাঁদের সেবা করতাম। আমি কথাও কম বলতাম। আমার এই স্বভাব দেখে সমদর্শী মুনিগণ আমাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করেছিলেন॥ ২৪ ॥ তাঁদের আজ্ঞানুসারে তাঁদের ভিক্ষা-পাত্রলগ্ন প্রসাদ আমি দিনে একবার ভোজন করতাম। সেই উচ্ছিষ্টভোজনের ফলে আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে গেল। এইভাবে তাঁদের সেবা করতে করতে আমার চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেল এবং তাঁরা যেমন ভজন-পূজন করতেন, আমারও তাতে রুচি জন্মাল॥ ২৫ ॥ হে মুনিবর! সৎসঙ্গে সেই লীলাগানরত মহাত্মাদের অনুগ্রহে প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলাকথা শ্রবণ করতাম। শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিটি কথা শ্রবণ করতে করতে প্রিয়কীর্তি ভগবানে আমার অনুরাগ জন্মাল॥ ২৬ ॥

হে মহামতে! আমার যখন ভগবানে অনুরাগ জন্মাল তখন আমার চিত্তবৃত্তি শ্রীগোবিন্দনিষ্ঠ হয়ে গেল। সেই নিশ্চল বুদ্ধির প্রভাবে এই সম্পূর্ণ সৎ ও অসৎরূপ জগৎকে নিজ পরমহংসরূপ আত্মাতে মায়াকল্পিত ভগবৎশক্তির দ্বারা রচিত দেখতে লাগলাম॥ ২৭ ॥ এইভাবে শরৎ ও বর্ষা এই দুই ঋতু ধরে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় সেই মহাত্মা মুনিগণ শ্রীহরির নির্মল যশকীর্তন করতেন এবং আমি শ্রদ্ধাভরে প্রতিটি শব্দ শুনতাম। ক্রমে আমার হৃদয়ে রজ ও তমোগুণনাশক ভক্তির প্রাদুর্ভাব হল॥ ২৮ ॥ আমি তাঁদের অতীব অনুরাগী ছিলাম, বিনয়ী ছিলাম ; তাঁদের সেবার ফলে আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা ছিল, ইন্দ্রিয়সংযম ছিল এবং আমি কায়মনোবাক্যে তাঁদের আজ্ঞাবহ ছিলাম॥ ২৯ ॥ সেই দীনবৎসল মহাত্মাবৃন্দ যাওয়ার সময় কৃপাপূর্বক ভগবদুপদিষ্ট অত্যন্ত গোপনীয় জ্ঞান আমাকে উপদেশ করেছিলেন॥ ৩০ ॥ সেই উপদেশের ফলেই জগৎ নির্মাতা মায়াধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তিবৈভব জানতে পারলাম, যার ফলে সেই পরমপদ লাভ হয়॥ ৩১ ॥

হে সত্যসংকল্প ব্যাস! পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমস্ত কর্ম সমর্পিত করে দেওয়াই সংসারের ত্রিতাপজ্বালার একমাত্র ওষুধ, এ কথা আপনাকে প্রসঙ্গত বললাম॥ ৩২ ॥ যে জিনিস খেলে যে রোগ হয়, সেই

[১]প্রা. পা—মমাভবব্রতিঃ। [২]প্রা. পা—মহামতে। [৩]প্রা. পা—তমোহরা।

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥ ৩৩

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ ৩৪

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥ ৩৫

কুর্বাণা যত্র কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥ ৩৬

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥ ৩৭

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্তিমমূর্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্ দর্শনঃ পুমান্॥ ৩৮

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্যং স্বস্মিন্ ভাবং চ কেশবঃ॥ ৩৯

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
আখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্বাণমুশন্তি নান্যথা॥ ৪০

জিনিসই চিকিৎসা-শাস্ত্রের নির্দেশ মতো গ্রহণ করলে সেই রোগেরই কি নিবৃত্তি হয় না? ॥ ৩৩ ॥ সেই রকমই যদিও সব কর্মই জীবের জন্ম-মরণ প্রবাহরূপ সংসারে গমনাগমনের কারণ তবুও যখন সেই কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া হয় তখন সেই কর্মের কর্তৃত্ববোধই নষ্ট হয়ে যায়॥ ৩৪ ॥ এই সংসারে শাস্ত্রবিহিত যে সব কর্ম ভগবানের প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় তার ফলেই পরাভক্তিযুক্ত জ্ঞানলাভ হয়॥ ৩৫ ॥ সেইসব ভাগবতী কর্মমার্গে ভগবৎ-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান করতে করতে মানুষ বার বার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামগুণগান কীর্তন ও ধ্যান করতে থাকে॥ ৩৬ ॥ হে প্রভু ! আপনি ভগবান শ্রীবাসুদেব, আপনাকে প্রণাম। আমি আপনার ধ্যান করি। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সংকর্ষণকেও প্রণাম করি॥ ৩৭ ॥ এইভাবে যে মানুষ চতুর্ব্যূহরূপী ভগবন্মূর্তির নামদ্বারা প্রাকৃত মূর্তিরহিত অপ্রাকৃত মন্ত্রমূর্তি ভগবান যজ্ঞপুরুষকে পূজা করেন, তাঁর জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান ও সত্যিকারের জ্ঞান॥ ৩৮ ॥

হে ব্যাসদেব ! আমি যখন ভগবানের আজ্ঞা এইভাবে পালন করেছি, তখন সে কথা জানতে পেরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আত্মজ্ঞান, ঐশ্বর্যজ্ঞান ও তাঁর ভাবরূপ প্রেমভক্তি প্রদান করলেন॥ ৩৯ ॥ হে ব্যাসদেব ! আপনি পূর্ণজ্ঞানী, আপনি ভগবানের কীর্তিকাহিনী, তাঁর প্রেমময়ী লীলার বর্ণনা করুন। সেই লীলাকাহিনীর দ্বারা বড় বড় জ্ঞানীদেরও জিজ্ঞাসা পূর্ণ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি দুঃখ-ত্রয়ের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক) দ্বারা পুনঃ পুনঃ পীড়িত হচ্ছে, তার দুঃখের নিবৃত্তিও এর দ্বারাই হতে পারে। এর অন্য কোনও উপায় নেই॥ ৪০ ॥

———○———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
ব্যাসনারদসংবাদে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
ব্যাসনারদসংবাদে পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

———○———

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদের পূর্বজন্মের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত

সূত উবাচ

এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্ম কর্ম চ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।। ১

ব্যাস উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব।
বর্তমানো বয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্।। ২

স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্তিতং তে পরং বয়ঃ।
কথং চেদমুদস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম্।। ৩

প্রাক্কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে সুরসত্তম।
ন হ্যেষ ব্যবধাৎ কাল এষ সর্বনিরাকৃতিঃ।। ৪

নারদ উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভির্মম।
বর্তমানো বয়স্যাদ্যে তত এতদকারষম্[১]।। ৫

একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী।
ময্যাত্মজেঽনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্।। ৬

সাস্বতন্ত্রা ন কল্পাসীদ্ যোগক্ষেমং মমেচ্ছতী।
ঈশস্য হি বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা।। ৭

অহং চ তদ্ ব্রহ্মকুলে ঊষিবাংস্তদপেক্ষয়া।
দিগ্‌দেশকালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ।। ৮

একদা নির্গতাং গেহাদ্ দুহন্তীং নিশি গাং পথি।
সর্পোঽদশৎ পদা স্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ।। ৯

তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্।। ১০

সূত বললেন—হে শৌনক ! দেবর্ষি নারদের জন্ম ও সাধনার কাহিনী শুনে সত্যবতীনন্দন ভগবান বেদব্যাস তাঁকে আবার প্রশ্ন করলেন।। ১ ।।

ব্যাসদেব বললেন—হে দেবর্ষি ! আপনার সেই তত্ত্বোপদেশক ব্রাহ্মণগণ চলে যাওয়ার পর আপনি কী করলেন ? সে সময়ে তো আপনি খুবই ছোট ছিলেন।। ২ ।। হে ব্রহ্মানন্দন ! পরবর্তী জীবন আপনি কীভাবে অতিবাহিত করেছিলেন এবং মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে কীভাবেই বা আপনি দেহত্যাগ করলেন ? ।। ৩ ।। হে মুনিসত্তম ! কাল তো সব কিছু নষ্ট করে দেয়, কিন্তু সেই কাল আপনার এই পূর্বজন্মের স্মৃতি কেন নষ্ট করতে পারেনি ? ।। ৪ ।।

নারদ বললেন—আমার তত্ত্বোপদেশকগণ যখন চলে গেলেন তখন এইভাবে আমার জীবন অতিবাহিত করলাম—যদিও সে সময় আমার বয়স অতি অল্পই ছিল।। ৫ ।। আমার মায়ের আমি একমাত্র পুত্র ছিলাম। একে তো তিনি ছিলেন স্ত্রী-জাতি, দ্বিতীয়ত বুদ্ধিহীনা এবং তৃতীয়ত দাসী। আমারও মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমাকে তিনি স্নেহপাশে বেঁধে রেখেছিলেন।। ৬ ।। তিনি আমার ভরণপোষণের চিন্তা তো খুবই করতেন, কিন্তু স্বাধীনতা না থাকায় কিছুই করতে পারতেন না। পুতুল-নাচের কাঠের পুতুল যেমন ব্যক্তির ইচ্ছামতো নাচে, সেইরকমই সমস্ত বিশ্বসংসার ঈশ্বরেরই অধীন।। ৭ ।। আমিও আমার মায়ের স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়ে সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতেই বাস করছিলাম। আমার তখন পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স ; দিক, দেশ এবং কাল সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না।। ৮ ।। একদিনের কথা, আমার মা গো দোহনের জন্য রাত থাকতে বাইরে গেলেন। পথে দৈবাৎ এক পদাহত সর্প আমার সেই দুর্ভাগিনী মাকে দংশন করল। সেই সাপের আর দোষ কী, কারণ কালই তো তাকে পাঠিয়েছিল।। ৯ ।। আমি মনে বুঝলাম যে ভক্তের কল্যাণকামী ভগবানের এও এক অনুগ্রহই বটে।

[১]প্রা.পা.—কারিষম্।

স্ফীতাঞ্জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্।
খেটখর্বটবাটীশ্চ[১] বনান্যুপবনানি চ॥ ১১

চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীনিভভগ্নভুজদ্রুমান্।
জলাশয়াঞ্ছিবজলান্নলিনীঃ সুরসেবিতাঃ॥ ১২

চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈর্বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ।
[২]নলবেণুশরস্তন্বকুশকীচকগহ্বরম্[৩] ॥ ১৩

এক এবাতিযাতোঽহমদ্রাক্ষং[৪] বিপিনং মহৎ।
ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলূকশিবাজিরম্॥ ১৪

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্পরীতো বুভুক্ষিতঃ।
স্নাত্বা পীত্বা হ্রদে নদ্যা উপস্পৃষ্টো গতশ্রমঃ॥ ১৫

তস্মিন্নির্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ[৫]।
আত্মনাঽঽত্মানমাত্মস্থং[৬] যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্॥ ১৬

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ॥ ১৭

প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসম্প্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে॥ ১৮

রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্।
অপশ্যন্[৭] সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্ দুর্মনা ইব॥ ১৯

দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি।
বীক্ষমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ॥ ২০

এরপর আমি উত্তরদিকে যাত্রা করলাম॥ ১০ ॥

সেই পথে চলতে চলতে বহু সুসমৃদ্ধ জনপদ, নগর, গ্রাম, গোপনিবাস, রত্নাদির খনি, কৃষকগ্রাম, নদী এবং পর্বত নিকটস্থ গ্রাম, পুষ্পবাটিকা, বন-উপবন এবং রং-বেরংয়ের ধাতু শোভিত পর্বতশ্রেণী দেখতে পেলাম। কোথাও কোথাও হাতিদের ভেঙে দেওয়া ডালপালা সমেত জংলি গাছ দেখা গেল। শীতল জলে পূর্ণ জলাশয়ের মধ্যে দেবকার্যে ব্যবহারযোগ্য পদ্মফুল সুশোভিত ছিল ; তার চারিদিকে নানাবিধ মধুরকণ্ঠ পাখিদের কলতানে প্রণোদিত ভ্রমরেরা ইতস্তত বিচরণ করছিল। এইসব দেখতে দেখতে আমি এগিয়ে চললাম। আমি একাই ছিলাম। এই বিশাল পথ অতিক্রম করার পর আমি একটি ঘোর জঙ্গল দেখতে পেলাম। সেই জঙ্গল নল, বেণু, শর, গুল্ম, কুশ ও কীচকে আকীর্ণ ছিল। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সেই অরণ্য ছিল বিশাল আর সর্প, শৃগাল, পেঁচা প্রভৃতি প্রাণীর বাসস্থান এই জঙ্গল খুবই ভয়াবহ ছিল॥ ১১-১৪ ॥ পথ চলতে চলতে আমার দেহ ইন্দ্রিয়াদি অবসন্ন হয়ে গেল। ভয়ানক পিপাসা পেল, ক্ষুধার্ত তো ছিলামই। পথে একটা নদী পাওয়া গেল। তার জলে স্নান, জল পান ও আচমন করলাম। আমার শ্রান্তি দূর হল॥ ১৫ ॥ সেই নির্জন বনে এক অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে উপবেশন করলাম। মহাত্মাদের কাছে যেরকম উপদেশ পেয়েছিলাম সেই অনুযায়ী হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম॥ ১৬ ॥ হরিভক্তিভাবিত চিত্তে তাঁর চরণকমল ধ্যান করতে করতে ভগবৎদর্শনের তীব্র লালসাজনিত উৎকণ্ঠায় আমার দুচোখ জলে ভরে গেল এবং ধীরে ধীরে শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হলেন॥ ১৭ ॥ হে মুনি! সেই সময়ে প্রেমাতিশয্যে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হল, হৃদয় শান্ত ও শীতল হয়ে উঠল। সেই আনন্দসাগরে আমি এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেলাম যে উপাস্য ও উপাসকের কোনো পার্থক্য মনে রইল না॥ ১৮ ॥ ভগবানের সেই অনির্বচনীয় রূপ সর্বশোকের বিনাশক ও মনোভীষ্টপ্রদ ছিল। সহসা সেই মূর্তি হারিয়ে গেল। আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম এবং অন্যমনস্কের মতো হয়ে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালাম॥ ১৯ ॥ আমি আবার

[১]প্রা.পা.—খেটান্। [২]প্রা.পা.—রত্নরেণু.। [৩]প্রা.পা.—কীচকমস্করি। [৪]প্রা.পা.—এবাভি.। [৫]প্রা.পা.—আশ্রিতঃ। [৬]প্রা.পা.—আত্মনাঽত্মস্থমাত্মানং। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'অবশ্যন্ সহসোত্তস্থে..........' থেকে '............দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্' এই পর্যন্ত সাড়ে তিন শ্লোক নেই।

এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাম্।
গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব॥ ২১

হন্তাস্মিঞ্জন্মনি ভবান্মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥ ২২

সকৃদ্ যদ্ দর্শিতং রূপমেতৎকামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥ ২৩

সৎসেবয়াদীর্ঘয়া তে জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি॥ ২৪

মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ।
প্রজাসর্গনিরোধেঽপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ॥ ২৫

এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ্
ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্।
অহং চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে
শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ॥ ২৬

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্ বিমদো বিমৎসরঃ[১]॥ ২৭

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী[২] যথা ॥ ২৮

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্মনির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥ ২৯

সেই স্বরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করলাম ; কিন্তু মনকে হৃদয়কমলে সমাহিত করে বার বার চেষ্টা করেও তা আর দেখতে পেলাম না। আমি অতৃপ্তিতে কাতর হয়ে পড়লাম॥ ২০ ॥ জনশূন্য অরণ্যে আমাকে বারে বারে প্রযত্ন করতে দেখে অবাঙ্মানসগোচর স্বয়ং ভগবান গম্ভীর অথচ মধুর বাক্যে আমার শোকপ্রশমনার্থে বললেন॥ ২১ ॥ 'বৎস নারদ ! দুঃখের বিষয় যে এই দেহে তুমি আমাকে আর দেখতে পাবে না। যাদের বাসনা কামনার পূর্ণ নিবৃত্তি না হয়েছে সেই অপরিপক্ব যোগীদের পক্ষে আমার দর্শন অতীব দুর্লভ॥ ২২ ॥ হে নিষ্পাপ বালক ! তোমার হৃদয়ে আমাকে পাওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত করার জন্যই আমি একবারের জন্য তোমাকে আমার এই রূপের ঝলকমাত্র দেখালাম। আমাকে লাভ করতে ইচ্ছুক সাধক ধীরে ধীরে হৃদয়গত রাগ-দ্বেষাদিদোষসকল পরিত্যাগ করে॥ ২৩ ॥ অল্পকাল সাধুসেবাতেই তোমার চিত্তবৃত্তি আমাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবার তুমি এই প্রাকৃত মলিন পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করে আমার পার্ষদ হবে ॥ ২৪ ॥ আমাতে নিবিষ্ট তোমার এই চিত্তবৃত্তি কখনও কোনওভাবেই আর চ্যুত হবে না। সৃষ্টি বিলয়প্রাপ্ত হলেও আমার কৃপায় তোমার এই সাধকদেহের স্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হবে না'॥ ২৫ ॥ আকাশসদৃশ অব্যক্ত সর্বশক্তিমান পরমাত্মা এই কথা বলে বিরত হলেন। তাঁর এই কৃপা অনুভব করে আমি সেই মহৎ থেকে মহত্তম শ্রীভগবানের চরণে মাথা নত করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম॥ ২৬ ॥ সেই থেকে সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে ভগবানের অতি অপূর্ব রহস্যময় ও মঙ্গলময় মধুর নাম আর তাঁর লীলাসকল কীর্তন ও স্মরণ করতে লাগলাম। মদ, মাৎসর্য, আসক্তি এসব আমার আগেই নিবৃত্তি হয়েছিল। এখন আমি মহানন্দে 'কবে আমি সেই অধিকার পাব' এই অপেক্ষায় পৃথিবীতে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতে লাগলাম ॥ ২৭ ॥

হে ব্যাসদেব ! এইভাবে ভগবানের কৃপায় আমার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়ে গেল, আসক্তিশূন্য হল এবং আমি কৃষ্ণগতচিত্ত হয়ে গেলাম। কিছুকাল বাদে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মৃত্যু এসে উপস্থিত হল॥ ২৮ ॥ শুদ্ধ ভাগবতীতনু বা (উপযোগী) ভগবৎপার্ষদ দেহপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হওয়ায় এবং প্রারব্ধকর্ম শেষ হওয়ার ফলে আমার এই

[১]প্রা.পা.—প্রতীক্ষ্যমদো। [২]প্রা.পা.—বিদ্যুৎ।

কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেঽম্ভস্যুদন্বতঃ।
শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেঽন্তরহং বিভোঃ॥ ৩০

সহস্রযুগপর্যন্তে উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহং চ জজ্ঞিরে॥ ৩১

অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ[১] ক্বচিৎ॥ ৩২

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্॥ ৩৩

প্রগায়তঃ স্ববীর্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥ ৩৪

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্যানুবর্ণনম্॥ ৩৫

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাঽত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥ ৩৬

সর্বং তদিদমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ।
জন্মকর্মরহস্যং মে ভবতশ্চাত্মতোষণম্॥ ৩৭

সূত উবাচ

এবং সম্ভাষ্য ভগবান্নারদো বাসবীসুতম্।
আমন্ত্র্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ॥ ৩৮

পাঞ্চভৌতিক দেহ নষ্ট হয়ে গেল॥ ২৯ ॥ কল্পের অন্তে যে সময় ভগবান নারায়ণ একার্ণবে (প্রলয়জলধিতে) শায়িত থাকেন সেই সময়ে তাঁর হৃদয়ে নিবাস করার ইচ্ছায় সমগ্র সৃষ্টিকে সংহৃত করে ব্রহ্মা যখন সেই হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর নিঃশ্বাসের সাথে আমিও তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে গেলাম॥ ৩০ ॥ তারপর এক সহস্র চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মা যখন নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়ের থেকে মরীচি আদি ঋষিদের সাথে আমিও সংসারে এলাম॥ ৩১ ॥ সেই থেকে ভগবৎকৃপাতে আমি বৈকুণ্ঠাদিতে এবং ত্রিভুবনের ভেতরে ও বাইরে অপ্রতিহত গতিতে পর্যটন করে থাকি। আমার জীবনে একমাত্র ব্রত—অখণ্ডরূপে ভগবদ্ভজন হয়েই চলেছে॥ ৩২ ॥ ভগবৎ প্রদত্ত স্বরব্রহ্মসমন্বিত* এই বীণার মূর্চ্ছনালাপ সংযোগে শ্রীগোবিন্দগুণগান করে আমি সর্বত্র ভ্রমণ করি॥ ৩৩ ॥ আমি যখন তাঁর লীলাকীর্তন করতে থাকি তখন সেই প্রভু—যাঁর চরণে সর্বতীর্থের উদ্‌গম এবং যাঁর লীলাকীর্তন আমার অতীব প্রিয়—যেন আহূতের মতো তাড়াতাড়ি এসে আমার হৃদয়ে দর্শন প্রদান করেন॥ ৩৪ ॥ পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগবাসনায় ব্যাকুলচিত্ত সংসারী জীবের পক্ষে হরিগুণানুকীর্তনই ভবপারের তরণী, এটি আমার প্রত্যক্ষ অনুভব॥ ৩৫ ॥ কামলোভাদির দ্বারা নিরন্তর নিপীড়িত অন্তঃকরণ শ্রীগোবিন্দচরণ সেবা দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষ শান্তি পায়, যম-নিয়মাদি যোগমার্গের সাধনে সেই শান্তি পায় না॥ ৩৬ ॥ হে ব্যাসদেব, আপনি নিষ্পাপ ! আপনি আমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তরে নিজ জন্ম ও সাধনার রহস্য এবং আপনার চিত্তভুষ্টির উপায়সমূহ আপনার কাছে বর্ণনা করলাম॥ ৩৭ ॥

সূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে এই কথা বলে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে বীণা বাজাতে বাজাতে স্বচ্ছন্দ বিচরণের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন॥ ৩৮ ॥

আহা ! সেই দেবর্ষি নারদ ধন্য ! কারণ তিনি শার্ঙ্গপাণি

[১]প্রা. পা.—অনুগ্রহাদহং বিষ্ণো.।

*ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ্—এই সপ্তস্বর ব্রহ্মব্যঞ্জক হওয়ায় ব্রহ্মরূপ বলা হয়েছে।

অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যৎকীর্তিং[১] শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ॥ ৩৯ ॥

ভগবানের গুণসকল নিজের বীণাযন্ত্র সহকারে কীর্তন করে নিজে তো আনন্দময় থাকেনই, সাথে সাথে এই ত্রিতাপতপ্ত জগৎকেও আনন্দিত করতে থাকেন॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে ব্যাসনারদসংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে ব্যাসনারদসংবাদে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৬ ॥

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

অশ্বত্থামা কর্তৃক দ্রৌপদীর পুত্রদের নিধন এবং অর্জুনের দণ্ডদান

শৌনক উবাচ

নির্গতে নারদে সূত ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
শ্রুতবাংস্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোদ্বিভুঃ॥ ১

সূত উবাচ

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্ধনঃ॥ ২
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীখণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্॥ ৩
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্বং মায়াং চ তদপাশ্রয়াম্॥ ৪
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ কৃতং চাভিপদ্যতে॥ ৫
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥ ৬
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥ ৭

শৌনক বললেন—হে সূত ! সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ব্যাসদেব নারদের কথা শুনলেন। তারপর নারদমুনি প্রস্থান করলে ব্যাসদেব কী করলেন ? ॥ ১ ॥

সূত বললেন—ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে শম্যাপ্রাস নামে একটি আশ্রম আছে। সেখানে মুনিঋষিদের যজ্ঞ ইত্যাদি হতেই থাকে॥ ২ ॥ সেটিই হল ব্যাসদেবের আশ্রম, সেই আশ্রমের চারিধার সুন্দর বদরীবৃক্ষে (কুলগাছে) পূর্ণ। সেখানে বসে তিনি আচমন করে নিজের মনকে ভগবদ্ধ্যানে সমাহিত করলেন॥ ৩ ॥ হরি-ভক্তিযোগে নিজের মনকে পূর্ণরূপে একাগ্র ও নির্মল করে আদিপুরুষ পরমাত্মা এবং তাঁর আশ্রিত মায়াকে দেখতে পেলেন॥ ৪ ॥ এই মায়ায় মোহিত হয়েই জীবসকল ত্রিগুণাতীত হয়েও নিজেদের ত্রিগুণাত্মক বলে মনে করে এবং এর ফলে নানারকম কষ্ট ভোগ করে॥ ৫ ॥ এই দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার অব্যর্থ উপায় হচ্ছে—কেবলমাত্র ভগবানে ভক্তি, কিন্তু সংসারী মানুষ একথা জানে না। এই চিন্তা করে তিনি এই পরমহংসসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করলেন॥ ৬ ॥ এই ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করলেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম প্রেমময়ী ভক্তির উদয় হয়, যার ফলে জীবের শোক, মোহ ও ভয় দূর হয়ে যায়॥ ৭ ॥

[১]প্রা.পা.—যঃ কীর্তিং।

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিঃ॥ ৮

শৌনক উবাচ

স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ॥ ৯

সূত উবাচ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ১০
হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥ ১১
পরীক্ষিতোহথ রাজর্ষের্জন্মকর্মবিলাপনম্।
সংস্থাং চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ম্॥ ১২
যদা মৃধে কৌরবসৃঞ্জয়ানাং
বীরেষ্বথো বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্শ-
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে॥ ১৩
ভর্তুঃ প্রিয়ং দ্রৌণিরিতি স্ম পশ্যন্
কৃষ্ণাসুতানাং স্বপতাং শিরাংসি।
উপাহরদ্ বিপ্রিয়মেব তস্য
জুগুপ্সিতং কর্ম বিগর্হয়ন্তি॥ ১৪
মাতা শিশূনাং(১) নিধনং সুতানাং
নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা।
তদারুদদ্‌বাষ্পকলাকুলাক্ষী
তাং সান্ত্বয়ন্নাহ কিরীটমালী॥ ১৫
তদা শুচস্তে প্রমৃজামি(২) ভদ্রে
যদ্ব্রহ্মবন্ধোঃ শির আততায়িনঃ।
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈরুপাহরে
ত্বাক্রম্য(৩) যৎ স্নাস্যসি দগ্ধপুত্রা॥ ১৬
ইতি প্রিয়াং বল্গুবিচিত্রজল্পৈঃ

তিনি এই ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করে তারপর পুনরাবৃত্তি করে নিজের নিবৃত্তিপরায়ণ পুত্র শ্রীশুকদেবকে পাঠ করান॥ ৮ ॥

শৌনক প্রশ্ন করলেন—শুকদেব তো একান্তরূপেই নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী ছিলেন। তাঁর তো কোনও কিছুতেই আসক্তি ছিল না। তিনি সর্বদাই ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকতেন। তাহলে কী কারণে তিনি এই বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করলেন ? ॥ ৯ ॥

সূত বললেন—যাঁরা জ্ঞানী, যাঁদের অবিদ্যা গ্রন্থির মোচন হয়েছে, আর যাঁরা সর্বদা আত্মারাম বা ব্রহ্মভূত অবস্থায় স্থিত, তাঁরাও ভগবানে অহৈতুকী (নিষ্কাম) ভক্তি করে থাকেন ; কারণ ভগবানের গুণই এমন মধুর যে সকলকেই তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করেন॥ ১০ ॥ তা ছাড়া শুকদেব তো ভগবদ্ভক্তগণের অত্যন্ত প্রিয় এবং স্বয়ং ভগবান বেদব্যাসের পুত্র। শ্রীহরির গুণে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হয়ে পড়েন আর সেই আকর্ষণে মোহিত হয়ে তিনি এই বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন ॥ ১১ ॥

হে শৌনক! এখন আমি রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম ও মোক্ষ এবং পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের কাহিনী বলছি ; কারণ এর থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের-কথার অবতারণা হয়েছে॥ ১২ ॥ মহাভারতের যুদ্ধে যখন কৌরব ও পাণ্ডব —দুপক্ষের অগণিত বীর বীরগতি (স্বর্গপ্রাপ্ত) প্রাপ্ত হলেন এবং ভীমের পদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হল, তখন অশ্বত্থামা দুর্যোধনের প্রিয় কার্য মনে করে দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পুত্রদের মুণ্ড কেটে নিয়ে দুর্যোধনকে উপহার দেন। এই কাজ দুর্যোধনেরও মনঃপূত হয়নি ; কারণ এই রকম হীন কর্ম সর্বজননিন্দিত॥ ১৩-১৪ ॥ পুত্রদের নিধনবার্তা শুনে দ্রৌপদী অত্যন্ত শোকাকুলা হলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জলধারা বইতে লাগল—তিনি কাঁদতে লাগলেন। অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন॥ ১৫ ॥ 'হে কল্যাণী ! আমি তোমার চোখের জল তখনই মুছিয়ে দেব যখন ওই আততায়ী* ব্রাহ্মণাধমের মুণ্ড আমি গাণ্ডীবের বাণ দিয়ে ছেদন করে তোমাকে উপহার দেব আর ছেলেদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তুমি সেই মুণ্ড পায়ের নিচে রেখে স্নান করবে'॥ ১৬ ॥ এইরকম সুমিষ্ট ও অদ্ভুত বাক্য দ্বারা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে অর্জুন তাঁর সখা ভগবান

(১)প্রা.পা.—মাতা সুতানাং নিধনং শিশূনাং। (২)প্রা.পা.—বিমৃজামি। (৩)প্রা.পা.—আক্রম্য

*অগ্নি সংযোগকারী, বিষ প্রদানকারী, হত্যা করতে উদ্যত অস্ত্র ধারণকারী, সম্পদ অপহরণকারী, চাষের জমি এবং স্ত্রী অপহরণকারী—এই ছয়জনকে আততায়ী বলা হয়।

স সান্ত্বয়িত্বাচ্যুতমিত্রসূতঃ।
অন্বাদ্রবদ্দংশিত উগ্রধন্বা
কপিধ্বজো গুরুপুত্রং রথেন॥ ১৭

তমাপতন্তং স বিলক্ষ্য দূরাৎ
কুমারহোদ্বিগ্নমনা রথেন।
পরাদ্রবৎ প্রাণপরীপ্সুরুর্ব্যাং
যাবদ্গমং রুদ্রভয়াদ্যথার্কঃ॥ ১৮

যদাশরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রান্তবাজিনম্।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ॥ ১৯

অথোপস্পৃশ্য সলিলং সংদধে তৎসমাহিতঃ।
অজানন্নুপসংহারং প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিতে॥ ২০

ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্বতোদিশম্।
প্রাণাপদমভিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচ হ॥ ২১

অর্জুন [১] উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো[২] ভক্তানামভয়ঙ্কর।
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ॥ ২২

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ ২৩

স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্যেণ শ্রেয়ো ধর্মাদিলক্ষণম্॥ ২৪

তথায়ং চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাং চানন্যভাবানামনুধ্যানায়[৩] চাসকৃৎ॥ ২৫

কিমিদং স্বিৎ কুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্ম্যহম্।
সর্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম্॥ ২৬

শ্রীভগবানুবাচ

বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতম্।
নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণবাধ উপস্থিতে॥ ২৭

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁকে রথের সারথি করে কবচ ধারণ করে গাণ্ডীব ধনুক হাতে নিয়ে রথে চড়ে গুরুপুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করলেন॥ ১৭ ॥ বালকদের হত্যা করে এমনিতেই অশ্বত্থামার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। দূর থেকেই তিনি যখন অর্জুনকে তার দিকে আসতে দেখলেন তখন প্রাণভয়ে রথে চড়ে যেখানেই পারলেন পালাতে লাগলেন যেমনভাবে মহাদেবের ভয়ে সূর্যদেব* পালিয়েছিলেন॥ ১৮ ॥ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন দেখলেন যে তাঁর রথের ঘোড়াগুলি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং তিনি নিজে একেবারে নিরাশ্রয় তখন একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্রকেই তাঁর প্রাণরক্ষাকারী বলে মনে করলেন॥ ১৯ ॥ যদিও তিনি ব্রহ্মাস্ত্র উপসংহারের নিয়ম জানতেন না তবুও প্রাণসংকটকালে তিনি আচমন করে ধ্যানস্থ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্রের নিক্ষেপণ করলেন॥ ২০ ॥ সেই অস্ত্র থেকে নির্গত প্রচণ্ড তেজে দশদিক জ্বলতে লাগল। অর্জুন দেখলেন যে এবার তো তাঁর নিজেরই প্রাণ সংকট উপস্থিত, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন॥ ২১ ॥

অর্জুন বললেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। তুমি অনন্তশক্তি, তুমি ভক্তগণের ভয়হরণকারী। সংসারতাপতপ্ত জীবের তুমিই একমাত্র তাপহর॥ ২২ ॥ তুমি পরা ও অপরা প্রকৃতির থেকেও শ্রেষ্ঠ আদিপুরুষ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। নিজ স্বরূপশক্তির সাহায্যে বহিরঙ্গ এবং ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অভিভূত করে নিজ অদ্বিতীয় স্বরূপে স্থিত রয়েছ ॥ ২৩ ॥ সেই তুমি অসাধারণ কৃপাশক্তির প্রভাবে মায়ামোহিত জীবের কল্যাণের জন্য ধর্মসংস্থাপনাদি করছ ॥ ২৪ ॥ তোমার এই অবতার পৃথিবীর ভার হরণের উদ্দেশ্যে এবং তোমার অনন্য প্রেমী ভক্তগণের স্মরণ-ধ্যানের জন্যই হয়েছে ॥ ২৫ ॥ স্বয়ং-প্রকাশস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ! সবদিক ব্যাপ্ত করে এই ভয়ংকর তেজ আমার দিকে আসছে। এই তেজ কার, কোথা থেকে এবং কেন আসছে—এ তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন! এই তেজ হল অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের। প্রাণসংকট উপস্থিত হওয়াতে অশ্বত্থামা এর প্রয়োগ তো করেছে কিন্তু সে এই অস্ত্রের নিবারণের উপায় (উপসংহার) জানে

[১]প্রাচীন বইয়ে 'অর্জুন উবাচ' এইটি নেই। [২]প্রা. পা.— মহাভাগ। [৩]প্রা.পা.—স্বানামনন্য.।

*শিবভক্ত দৈত্য বিদ্যুন্মালীকে যখন সূর্যদেব পরাজিত করেন তখন সূর্যের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান রুদ্র ত্রিশূল হাতে নিয়ে সূর্যের দিকে ধাবিত হন। সূর্যদেব পালাতে পালাতে পৃথিবীতে কাশীক্ষেত্রে এসে পড়েন। তাই সেখানে তাঁর নাম হয় 'লোলার্ক'।

ন হ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্শনম্।
জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা।। ২৮

সূত উবাচ

শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
স্পৃষ্ট্বাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মায় সংদধে।। ২৯

সংহত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসংবৃতে।
আবৃত্য রোদসী খং চ ববৃধাতেঽর্কবহ্নিবৎ।। ৩০

দৃষ্ট্বাস্ত্রতেজস্তু তয়োস্ত্রীঁল্লোকান্ প্রদহন্মহৎ।
দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সাংবর্তকমমংসত।। ৩১

প্রজোপপ্লবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরং চ তম্।
মতং চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জুনো দ্বয়ম্।। ৩২

তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতম্।
ববন্ধামর্ষতাম্রাক্ষঃ পশুং রশনয়া যথা।। ৩৩

শিবিরায় নিনীষন্তং দাম্না[১] বদ্ধ্বা রিপুং বলাৎ।
প্রাহার্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ।। ৩৪

মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুং ব্রহ্মবন্ধুমিমং জহি।
যোঽসাবনাগসঃ সুপ্তানবধীন্নিশি বালকান্।। ৩৫

মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্মবিৎ।। ৩৬

স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ খলঃ।
তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয়ো যদ্দোষাদ্‌যাত্যধঃ পুমান্।। ৩৭

প্রতিশ্রুতং চ ভবতা পাঞ্চাল্যৈ শৃণ্বতো মম।
আহরিষ্যে শিরস্তস্য যস্তে মানিনি পুত্রহা।। ৩৮

তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা।
ভর্তুশ্চ বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কুলপাংসনঃ।। ৩৯

এবং পরীক্ষতা ধর্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ।
নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্।। ৪০

না।। ২৭ ।। অন্য কোনো অস্ত্রের একে নিবারণ করার শক্তি নেই। তুমি শস্ত্রাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী, ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ দ্বারাই এই ব্রহ্মাস্ত্রের ভয়ঙ্কর তেজ নির্বাপিত করো।। ২৮।।

সূত বললেন—শত্রুবিনাশী অর্জুন ভগবানের কথা শুনে আচমন করে কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্রই নিক্ষেপ করলেন।। ২৯ ।। অর্জুন ও অশ্বত্থামার দুই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ প্রলয়কালীন সূর্য ও অগ্নির মতো পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আকাশ আর দশদিক ব্যাপ্ত করে বৃদ্ধি পেতে লাগল।। ৩০ ।। ত্রিলোকদগ্ধকারী সেই দুই অস্ত্রের তেজে মানুষ জ্বলতে লাগল এবং মনে ভাবল যে এই তেজ নিশ্চয়ই প্রলয়াগ্নি।। ৩১ ।। সেই আগুনে প্রজানাশ এবং ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হবার উপক্রম দেখে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত অনুযায়ী ওই দুটি অস্ত্রকেই অর্জুন উপসংহার করলেন।। ৩২ ।। ক্রোধে অর্জুনের চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি সবেগে ক্রূরকর্মা অশ্বত্থামাকে ধরে পশুর মতো তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন।। ৩৩ ।। বলপূর্বক অশ্বত্থামাকে বেঁধে অর্জুন যখন শিবিরে নিয়ে যেতে চাইলেন সেই সময় কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বললেন—।। ৩৪ ।। 'অর্জুন! এই ব্রাহ্মণাধমকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, একে বধই করো। রাত্রিকালে ঘুমন্ত নিরপরাধ শিশুদের এ বধ করেছে ।। ৩৫ ।। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি অসাবধান, মদ্যপানে মত্ত, পাগল, নিদ্রিত, বালক, স্ত্রী, বিবেকজ্ঞানশূন্য, শরণাগত, রথহীন এবং ভীত শত্রুকে কখনও বধ করেন না।। ৩৬ ।। কিন্তু যে দুষ্ট ও ক্রূর ব্যক্তি অপরকে হত্যা করে নিজের জীবন পরিপোষণ করে, তাকে বধ করাই তার পক্ষে মঙ্গল ; কারণ এই স্বভাব নিয়ে যদি সে জীবিত থাকে তাহলে সে আরও পাপ করবে এবং পরিণামে নরকগামী হবে।। ৩৭ ।। বিশেষত আমার সাক্ষাতেই তুমি দ্রৌপদীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ যে, 'হে মানিনি! তোমার পুত্রদের যে হত্যা করেছে তার মুণ্ড আমি কেটে আনব'।। ৩৮ ।। এই পাপী কুলাঙ্গার আততায়ী তোমার পুত্রদের বধ করেছে এবং নিজের প্রভু দুর্যোধনেরও অপ্রীতিভাজন হয়েছে। অতএব হে অর্জুন, একে বধই করো।। ৩৯ ।। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য এইভাবে প্রেরণা দিলেন কিন্তু অর্জুনের হৃদয় তো মহান। অশ্বত্থামা

[১]প্রা.পা.—রজ্জ্বা।

অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ।
ন্যবেদয়ত্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যা আত্মজান্ হতান্।। ৪১

তথাহহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধ-
মবাঙ্মুখং কর্মজুগুপ্সিতেন।
নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ সুতং
বামস্বভাবা কৃপয়া ননাম চ।। ৪২

উবাচ চাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী।
মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ।। ৪৩

সরহস্যো ধনুর্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ।
অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ।। ৪৪

স এষ ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ততে।
তস্যাত্মনোঽর্ধং পত্ন্যাস্তে নান্বগাদ্বীরসূঃ কৃপী।। ৪৫

তদ্ ধর্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরবং কুলম্।
বৃজিনং নার্হতি প্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্ষ্ণশঃ।। ৪৬

মা রোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসাহর্তা রোদিম্যশ্রুমুখী মুহুঃ।। ৪৭

যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ।
তৎ কুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিতম্[1]।। ৪৮

সূত উবাচ

ধর্ম্যং ন্যায্যং সকরুণং নির্ব্যলীকং সমং মহৎ।
রাজা ধর্মসুতো রাজ্ঞ্যাঃ প্রত্যনন্দদ্বচো দ্বিজাঃ।। ৪৯

নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানো ধনঞ্জয়ঃ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রো যে চান্যে যাশ্চ যোষিতঃ।। ৫০

তত্রাহামর্ষিতো ভীমস্তস্য শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ।

যদিও তার পুত্রদের হত্যা করেছে, তবুও অর্জুনের মনে গুরুপুত্র হত্যার প্রবৃত্তি হল না।। ৪০ ।।

তারপর নিজ সখা ও সারথি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন নিজের শিবিরে এলেন। সেখানে মৃত পুত্রদের জন্য শোকাতুরা দ্রৌপদীর হাতে অশ্বত্থামাকে সমর্পণ করলেন।। ৪১ ।। দ্রৌপদী দেখলেন যে অশ্বত্থামা পশুর মতো রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। নিন্দিত কর্মের অনুশোচনায় তার মুখ অধোবদন, নিজের অনিষ্টকারী গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে এই রকম অপমানিত দেখে দ্রৌপদীর কোমল হৃদয় দয়ায় ভরে উঠল এবং তিনি অশ্বত্থামাকে প্রণাম করলেন।। ৪২ ।। গুরুপুত্রকে এইভাবে বেঁধে আনা দ্রৌপদীর সহ্য হল না। তিনি বললেন—'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ইনি ব্রাহ্মণ, আমাদের অত্যন্ত পূজনীয়।। ৪৩ ।। যাঁর কৃপায় তুমি গোপনীয় মন্ত্র, তার প্রয়োগ ও উপসংহারসহ সমস্ত শস্ত্র-অস্ত্রাদি বিদ্যা শিখেছ, ইনি তোমার সেই আচার্য দ্রোণ পুত্ররূপেই এখানে বর্তমান। দ্রোণাচার্যের অর্ধাঙ্গিনী কৃপী তাঁর বীরপুত্রের প্রতি মমতাবশতই পতির সাথে সহমরণে যেতে পারেননি, তিনি আজও জীবিতা।। ৪৪-৪৫ ।। হে ধর্মজ্ঞ ! মহাভাগ ! গুরুবংশ নিত্য পূজনীয় ও বন্দনীয়, তাঁদের দুঃখ ও ব্যথা দেওয়া তোমার কখনোই উচিত নয়।। ৪৬ ।। নিজের সন্তানদের মৃত্যুতে আমি যেভাবে শোকার্ত হয়ে অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করছি, এঁর মা পতিব্রতা গৌতমীর যেন সেই দশা না হয়।। ৪৭ ।। যে সব উচ্ছৃঙ্খল রাজা নিজেদের কুকীর্তির দ্বারা ব্রাহ্মণকুলকে ক্রুদ্ধ করে, সেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণকুল সেই রাজাদের সপরিবারে শোকানলে অচিরেই ভস্ম করে'।। ৪৮ ।।

সূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! দ্রৌপদীর কথা ছিল ধর্ম ও ন্যায়সঙ্গত। তার মধ্যে কপটতা ছিল না, বরং করুণা ও সমদর্শিতা ছিল। সুতরাং রাজা যুধিষ্ঠির রানির এই হিতগর্ভ মহান বক্তব্যের অনুমোদন করলেন।। ৪৯ ।।

সঙ্গে সঙ্গে নকুল, সহদেব, সাত্যকি, অর্জুন, স্বয়ং ভগবান এবং উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষগণ সকলে দ্রৌপদীর বক্তব্য সমর্থন করলেন।। ৫০ ।। সেই সময়ে কেবলমাত্র ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'যে অশ্বত্থামা না নিজের প্রয়োজনে, না তার প্রভুর প্রয়োজনে, নিরর্থকই নিদ্রিত শিশুদের বধ করেছে, তাকে বধ করাই উচিত'।। ৫১ ।।

[1]প্রা.পা.—শুচার্দিতম্।

ন ভর্তুর্নাত্মনশ্চার্থে যোঽহন্ সুপ্তান্ শিশূন্ বৃথা[১]॥ ৫১

নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ।
আলোক্য বদনং সখ্যুরিদমাহ হসন্নিব॥ ৫২

শ্রীকৃষ্ণঃ[২] উবাচ

ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ[২]।
ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্॥ ৫৩

কুরু প্রতিশ্রুতং সত্যং যত্তৎ সান্ত্বয়তা প্রিয়াম্।
প্রিয়ং চ ভীমসেনস্য পাঞ্চাল্যা মহ্যমেব চ॥ ৫৪

সূত উবাচ

অর্জুনঃ সহসাঽজ্ঞায়[৩] হরের্হার্দমথাসিনা।
মণিং জহার মূর্ধন্যং দ্বিজস্য সহমূর্ধজম্॥ ৫৫

বিমুচ্য রশনাবদ্ধং বালহত্যাহতপ্রভম্।
তেজসা মণিনা হীনং শিবিরান্নিরযাপয়ৎ॥ ৫৬

বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা।
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ॥ ৫৭

পুত্রশোকাতুরাঃ সর্বে পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া।
স্বানাং মৃতানাং যৎ কৃত্যং চক্রুর্নির্হরণাদিকম্॥ ৫৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী এবং ভীমের কথা শুনে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন॥ ৫২ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'পতিত ব্রাহ্মণকেও বধ করা উচিত নয় আর আততায়ীকে বধ করাই কর্তব্য', শাস্ত্রে আমি এই দুই রকম অনুশাসনই দিয়েছি। সুতরাং তুমি এই দুইয়েরই মর্যাদা রক্ষা কর॥ ৫৩ ॥ দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দেবার সময় যে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছিলে সেই প্রতিজ্ঞাও পালন করো ; এবং ভীম, দ্রৌপদী ও আমার যা প্রীতিকর হয় তাও করো'॥ ৫৪ ॥

সূত বললেন—ভগবানের অন্তরের কথা অর্জুন তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে, নিজের তরোয়াল দিয়ে অশ্বত্থামার শিরোমণি কেশসহ কর্তন করলেন॥ ৫৫ ॥ বালকদের বধ করাতে অশ্বত্থামা আগেই তো শ্রীহীন হয়ে ছিলেন, এখন মণি এবং ব্রহ্মতেজও গেল। তারপর তাঁর দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে শিবির থেকে বের করে দিলেন॥ ৫৬ ॥ মস্তকমুণ্ডন, অর্থদণ্ড ও নিবাসস্থল থেকে বিতাড়ণ—এগুলো ব্রাহ্মণাধমের পক্ষে বধেরই সমান দণ্ড। এইজন্য এদের অন্য কোনও দৈহিক দণ্ডের বিধান করা হয়নি॥ ৫৭ ॥ পুত্রদের মৃত্যুতে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবরা সকলেই শোকাতুর হয়ে ছিলেন। এখন তারা মৃত ভাই-বন্ধুদের দাহ ইত্যাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
দ্রৌণিনিগ্রহো[৪] নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
দ্রৌণিনিগ্রহ নামক সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

---

[১],[২] প্রাচীন বইয়ে 'বৃথা' শব্দ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণ উবাচ'-এর 'শ্রী' পর্যন্ত বিষয় খণ্ডিত হয়েছে এবং ওখানে 'কৃষ্ণ উবাচ'-এর স্থানে 'ভগবানুবাচ' পাঠ আছে। [২]প্রা.পা.—বধার্হকঃ। [৩]প্রা. পা.— সহসা জ্ঞাত্বা। [৪]প্রা. পা.— প্রাচীন বইয়ে ' দ্রৌণিনিগ্রহো নাম'-এর স্থানে 'পারিক্ষিতে' এই পাঠ আছে।

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

উত্তরার গর্ভে ভগবান কর্তৃক পরীক্ষিৎকে রক্ষা, কুন্তী-কৃত শ্রীকৃষ্ণস্তব ও যুধিষ্ঠিরের শোক

সূত উবাচ

অথ তে[১] সম্পরেতানাং স্বানামুদকমিচ্ছতাম্।
দাতুং সকৃষ্ণা গঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যযুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১

তে নিনীয়োদকং সর্বে বিলপ্য চ ভৃশং পুনঃ।
আপ্লুতা হরিপাদাব্জরজঃপূতসরিজ্জলে॥ ২

তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং সহানুজম্।
গান্ধারীং পুত্রশোকার্তাং পৃথাং কৃষ্ণাং চ মাধবঃ॥ ৩

সান্ত্বয়ামাস মুনিভির্হতবন্ধূঞ্শুচার্পিতান্[২]।
ভূতেষু কালস্য গতিং দর্শয়ন্নপ্রতিক্রিয়াম্॥ ৪

সাধয়িত্বাজাতশত্রোঃ স্বং রাজ্যং কিতবৈর্হৃতম্।
ঘাতয়িত্বাসতো রাজ্ঞঃ কচস্পর্শক্ষতায়ুষঃ॥ ৫

যাজয়িত্বাশ্বমেধৈস্তং ত্রিভিরুত্তমকল্পকৈঃ।
তদ্‌যশঃ পাবনং দিক্ষু শতমন্যোরিবাতনোৎ॥ ৬

আমন্ত্র্য পাণ্ডুপুত্রাংশ্চ শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ।
দ্বৈপায়নাদিভির্বিপ্রৈঃ পূজিতৈঃ প্রতিপূজিতঃ॥ ৭

গন্তুং কৃতমতির্ব্রহ্মন্ দ্বারকাং রথমাস্থিতঃ।
উপলেভেঽভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয়বিহ্বলাম্॥ ৮

উত্তরোবাচ

পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে।
নান্যং[৩] ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্॥ ৯

সূত বললেন—অনন্তর পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের সাথে তর্পণজলপ্রার্থী জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার জন্য স্ত্রীলোকদের সামনে রেখে গঙ্গার ধারে গেলেন॥ ১ ॥ সেখানে তাঁরা মৃতদের উদ্দেশ্যে গঙ্গাজলে তর্পণ করলেন এবং তাঁদের গুণরাশি স্মরণ করে অনেক বিলাপ করলেন। তারপর হরিপাদপদ্মের ধূলিতে পবিত্র গঙ্গাজলে আবার স্নান করলেন॥ ২ ॥ সেখানে নিজেদের ভাইদের সাথে কুরুপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রশোকে কাতরা গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদী—সকলে মৃত স্বজনদের জন্য শোক করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধৌম্যাদি মুনিবৃন্দের সাথে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, সংসারে জীবমাত্রই কালের অধীন, মৃত্যুর হাত থেকে কারুরই পরিত্রাণ নেই॥ ৩-৪ ॥

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই রাজ্য, যা ধূর্তগণ ছলপূর্বক আত্মসাৎ করেছিল, ফিরিয়ে দিলেন এবং দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের দ্বারা যাদের আয়ু ক্ষীণ হয়েছিল, সেইসব দুষ্ট রাজাদের বধ করালেন॥ ৫ ॥ সেইসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে উত্তম সামগ্রী এবং বিখ্যাত পুরোহিতদের দিয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করালেন। এইভাবে যুধিষ্ঠিরের পবিত্র যশ শত যজ্ঞকারী ইন্দ্রের মতো চারদিকে বিস্তার করালেন॥ ৬ ॥ এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে বিদায় নেবার মনস্থ করলেন। পাণ্ডবদের কাছে তিনি বিদায় নিলেন এবং ব্যাস ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। তাঁরাও ভগবানকে প্রতিপূজা করলেন। এরপর সাত্যকি ও উদ্ধবকে নিয়ে তিনি দ্বারকা যাবার জন্য রথে উঠলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন যে উত্তরা ভয়ে বিহ্বলা হয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসছে॥ ৭-৮ ॥

উত্তরা বললেন—হে দেবদেব! হে জগদীশ্বর! আপনি মহাযোগী। আপনি আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনি ছাড়া আমাকে অভয়দানকারী আর কেউ নেই;

---

[১]প্রা.পা.— তেষাং পরেতানাং। [২]প্রা.পা.—শুচার্দিতান্। [৩]প্রা.পা.—নান্যত্র ত্বভয়ং।

অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সো বিভো।
কামং দহতু[১] মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্।। ১০

সূত[২]উবাচ

উপধার্য বচস্তস্যা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
অপাণ্ডবমিদং কর্তুং দ্রৌণেরস্ত্রমবুধ্যত।। ১১

তর্হ্যেবাথ মুনিশ্রেষ্ঠ[৩] পাণ্ডবাঃ পঞ্চ সায়কান্।
আত্মনোঽভিমুখান্ দীপ্তানালক্ষ্যাস্ত্রাণ্যুপাদদুঃ।। ১২

ব্যসনং বীক্ষ্য তত্তেষামনন্যবিষয়াত্মনাম্।
সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাদ্‌বিভুঃ।। ১৩

অন্তঃস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা যোগেশ্বরো হরিঃ।
স্বমায়য়াঽবৃণোদ্ গর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে।। ১৪

যদ্যপ্যস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্ত্বমোঘং চাপ্রতিক্রিয়ম্।
বৈষ্ণবং তেজ আসাদ্য সমশাম্যদ্ ভৃগূদ্বহ।। ১৫

মা মংস্থা হ্যেতদাশ্চর্যং সর্বাশ্চর্যময়েঽচ্যুতে।
য ইদং মায়য়া দেব্যা সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ।। ১৬

ব্রহ্মতেজোবিনির্মুক্তৈরাত্মজৈঃ সহ কৃষ্ণয়া।
প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণমিদমাহ পৃথা সতী।। ১৭

কুন্ত্যুবাচ

নমস্যে পুরুষং ত্বাঽদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্[৪]।। ১৮

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা।। ১৯

কারণ এই সংসারে সকলেই পরস্পর পরস্পরের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে ।। ৯ ।। হে প্রভু ! আপনি সর্বশক্তিমান। এই উত্তপ্ত লৌহশলাময় বাণ আমার দিকে ধেয়ে আসছে। হে নাথ ! ওই শস্ত্র আমাকে দগ্ধ করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার গর্ভস্থ সন্তান যেন নষ্ট না করে—এই কৃপা করুন।। ১০ ।।

সূত বললেন—ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে পাণ্ডববংশ নির্বংশ করার উদ্দেশ্যে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।। ১১ ।। হে শৌনক ! সেই সময় পাণ্ডবরাও দেখলেন যে পাঁচটি জ্বলন্ত বাণ তাঁদের দিকে ধেয়ে আসছে। অমনি শশব্যস্তে সেই বাণ নিবারণ করবার জন্য তাঁরাও অস্ত্রধারণ করলেন।। ১২ ।। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্যচিত্ত, শরণাগত ভক্তদের আসন্ন এই মহাবিপদ দেখে নিজের অস্ত্র সুদর্শনচক্র দিয়ে তাঁর আত্মীয়জনদের রক্ষা করলেন।। ১৩ ।। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামীরূপে সর্বজীবের অন্তরস্থ আত্মা। পাণ্ডবদের বংশপরম্পরা ধরে রাখার জন্য উত্তরার গর্ভকে নিজের মায়াকবচ দিয়ে আচ্ছাদন করে দিলেন।। ১৪ ।। হে শৌনক ! ব্রহ্মাস্ত্র যদিও অব্যর্থ ও অনিবার্য, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তেজের সামনে পড়ে সে শান্ত হয়ে গেল—নিবারিত হয়ে গেল।। ১৫ ।। এই ঘটনাকে অসম্ভব মনে করা ঠিক নয় ; কারণ ভগবান অচিন্ত্যশক্তিশালী, তিনিই তাঁর নিজ শক্তি মায়ার দ্বারা স্বয়ং অজন্মা হয়েও এই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করেন।। ১৬ ।। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন তখন ব্রহ্মাস্ত্র থেকে পরিত্রাত পঞ্চপুত্র ও দ্রৌপদীর সঙ্গে কুন্তীদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে স্তব করলেন।। ১৭ ।।

কুন্তীদেবী বললেন—আপনি সমস্ত জীবের অন্তরে ও বাইরে একভাবে অবস্থিত কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর ; কারণ আপনি প্রকৃতির অতীত আদিপুরুষ পরমেশ্বর। আমি আপনাকে প্রণাম করছি।। ১৮ ।। ইন্দ্রিয়দ্বারা যা কিছু বুঝতে পারা যায় তাও আপনি এবং আপনিই মায়ারূপা যবনিকা দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। আমি অবোধ নারী, অবিনাশী পুরুষোত্তম আপনাকে কী করে চিনতে পারি ? নাট্যরসানভিজ্ঞ মানুষ যেমন চরিত্রানুরূপ পোশাক

[১]প্রা.পা.—দহতি। [২]প্রাচীন বইতে 'সূত উবাচ' নেই। [৩]প্রা.পা.—ভৃগুশ্রেষ্ঠ। [৪]প্রা.পা.—বহিরপিধ্রুবম্।

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ।। ২০

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। ২১

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে।। ২২

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহং চ সহাত্মজা বিভো
ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ।। ২৩

বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা-
দসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো
দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ।। ২৪

বিপদঃ সন্তু নঃ[১] শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্।। ২৫

জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।। ২৬

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ।। ২৭

মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভুম্।
সমং চরন্তং সর্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ।। ২৮

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং
তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্
দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাম্।। ২৯

পরা নটকে প্রত্যক্ষ দেখেও তাকে স্বরূপে চিনতে পারে না, সেইরকমই আপনাকে দেখেও চেনা যায় না।। ১৯ ।। আপনি শুদ্ধান্তঃকরণ, বিবেকী, জীবন্মুক্ত পরমহংসদের হৃদয়ে আপনার প্রেমময়ী ভক্তি শিক্ষা দেবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। তাহলে আমার মতো অল্পবুদ্ধি নারী আপনাকে কী করে চিনতে পারবে ? ।। ২০ ।। আপনি শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকীনন্দন, নন্দগোপের আদরের দুলাল, আপনাকে বারংবার প্রণাম ।। ২১ ।। ব্রহ্মার উদ্‌গমস্থান কমল যাঁর নাভি হতে প্রকটিত, সুন্দর কমলমালাধারী, কমলনয়ন, কমল-চিহ্নযুক্ত কমলচরণ—হে শ্রীকৃষ্ণ ! সেই আপনাকে আমার বারংবার প্রণাম।। ২২ ।। হে হৃষীকেশ ! আপনি যেভাবে দুষ্ট কংসের দ্বারা কারারুদ্ধা, শোকাতুরা দেবকীকে রক্ষা করেছেন, সেইরকমই আমার পুত্রদের সাথে আমাকে বারবার বহু বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আপনিই আমার প্রভু। আপনি সর্বশক্তিমান। হে শ্রীকৃষ্ণ ! কত বলব—বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহের ভয়ংকর আগুন, হিড়িম্বাদি রাক্ষসদের আক্রমণ, দুর্যোধনের দ্যূতসভা, বনবাসের বিপদাপদ এবং নানা যুদ্ধে নানা মহারথীদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সদ্য সদ্য এই অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকেও আপনিই আমাদের রক্ষা করেছেন।। ২৩-২৪ ।। হে জগদ্গুরু ! আমাদের জীবনে পদে পদে বিপদ আসুক ; কারণ বিপদের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে আপনার দর্শনলাভ হয় এবং আপনার দর্শনলাভ হলে আর জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়তে হয় না।। ২৫ ।। উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও সৌভাগ্য গর্বে গর্বিত পুরুষ তো আপনার নামও উচ্চারণ করতে পারে না ; কারণ আপনি তো শুধু অকিঞ্চনদেরই দর্শন দান করেন।। ২৬ ।। আপনি নির্ধনের পরম ধন। মায়ার প্রপঞ্চ আপনাকে স্পর্শও করতে পারে না। আপনি আত্মারাম, পরম শান্তস্বরূপ। আপনিই কৈবল্য ও মোক্ষের অধিপতি। আপনাকে বারবার প্রণাম করি।। ২৭ ।।

আমি আপনাকে অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপক, সর্বনিয়ন্তা কালরূপ পরমেশ্বর বলে মনে করি। জগৎ সংসারের জীবগণ নিজেদের কর্মানুযায়ী পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করে কিন্তু আপনি সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান রয়েছেন।। ২৮ ।। ভগবান ! আপনি যখন মানুষের মতো লীলা করেন তখন আপনার কী উদ্দেশ্য (নরলীলার তত্ত্ব) কেউ বোঝে না। আপনার প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই। তথাপি মোহান্ধ জীব আপনাকে

[১]প্রা.পা.—তাঃ।

জন্ম কর্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্তুরাত্মনঃ।
তির্যঙ্‌নৃষিষু[১] যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্‌॥ ৩০

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্‌
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্‌[২]।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥ ৩১

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্‌॥ ৩২

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্‌॥ ৩৩

ভারাবতারণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ॥ ৩৪

ভবেঽস্মিন্‌ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি[৩] কেচন॥ ৩৫

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ[৪]
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্‌॥ ৩৬

পক্ষপাতদুষ্ট মনে করে॥ ২৯॥ আপনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বরূপ। আপনি জন্মগ্রহণও করেন না, আপনি কোনও কর্ম করেন না। তবুও পশু-পক্ষী, মানুষ, ঋষি, জলচরাদিরূপে আপনি স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই সেই যোনির অনুরূপ দিব্য কর্মও সম্পাদিত করেন। এসব তো আপনার লীলামাত্রই॥ ৩০ ॥ শৈশবলীলায় আপনি যখন দুধের ভাণ্ড ভেঙে যশোদা-মাকে শিক্ষা দিলেন আর তিনি আপনাকে বাঁধবার জন্য হাতে দড়ি নিয়েছিলেন, তখন ভয়ে আপনার দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। সেই অশ্রু কাজল ভিজিয়ে নয়নযুগল ভয়ব্যাকুল করে দিয়েছিল আর আপনি অধোবদনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলেন ! আপনার সেই অবস্থা—লীলাচ্ছবি ধ্যান করে আমি মোহিত হয়ে যাই। যাঁর নামে ভয়ও ভীত হয়ে পালায়, তাঁর এ কী লীলা ! ॥ ৩১ ॥ অজন্মা হয়েও আপনি কেন জন্মগ্রহণ করেছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করে কোনও কোনও মহাপুরুষ বলেন যে মলয় পর্বতের যশ বিস্তার করার জন্য যেমন সেখানে চন্দন গাছ জন্মায় তেমনই আপনার প্রিয় ভক্ত পুণ্যশ্লোক রাজা যদুর কীর্তি বিস্তারের জন্যই আপনি তাঁর বংশে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৩২ ॥ আবার কেউ কেউ বলে, যে বসুদেব ও দেবকী পূর্বজন্মে (সুতপা ও পৃশ্নিরূপে) আপনার থেকে এই বর লাভ করেছিলেন, সেইজন্য অজন্মা হওয়া সত্ত্বেও জগৎকল্যাণের কারণে এবং অসুরনাশনের জন্য তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন॥ ৩৩ ॥ কেউ কেউ আবার এ কথাও বলে, যে এই পৃথিবী দৈত্যভারে সমুদ্রে মজ্জমান হয়ে টলমল করছিল—পীড়িত হচ্ছিল, তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় সেই ভারহরণের জন্য আপনি আবির্ভূত হয়েছেন॥ ৩৪ ॥ কোনও কোনও মহাপুরুষ আবার একথাও বলেন যে জীবসকল এই সংসারে অজ্ঞান, কামনা ও কর্মবন্ধনে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে, সেই সব জীবের কল্যাণার্থে শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলা করবার জন্যই আপনি অবতার গ্রহণ করেছেন॥ ৩৫ ॥ ভক্তগণ বার বার আপনার চরিত্রলীলা শ্রবণ করেন, গান করেন, কীর্তন করেন এবং স্মরণ করে আনন্দিত হয়ে থাকেন ; তাঁরা অচিরেই আপনার সেই চরণকমলের দর্শন লাভ করেন, যাঁর দর্শনে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রবাহ চিরতরে শেষ হয়॥ ৩৬ ॥

[১]প্রা.পা.—নৃষপি যাদস্‌সু [২]প্রা. পা.— মুখা। [৩]প্রা.পা.—করিষ্য ইতি। [৪]প্রা.পা.—বদন্ত্য।

অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত[1] প্রভো
জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ
পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাম্॥ ৩৭

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
ভবতোঽদর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ॥ ৩৮

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎপদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ॥ ৩৯

ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্কৌষধিবীরুধঃ।
বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তো হ্যেধন্তে তব বীক্ষিতৈঃ[2]॥ ৪০

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু॥ ৪১

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা[3] গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি॥ ৪২

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্তিহরাবতার
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে॥ ৪৩

সূত উবাচ

পৃথয়েত্থং কলপদৈঃ পরিণূতাখিলোদয়ঃ।
মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠো মোহয়ন্নিব মায়য়া॥ ৪৪

তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্র্য প্রবিশ্য গজসাহ্বয়ম্।
স্ত্রিয়শ্চ স্বপুরং যাস্যন্ প্রেম্ণা রাজ্ঞা নিবারিতঃ॥ ৪৫

হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু! আপনি কী আজ আপনার আশ্রিত ও স্বজনদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন ? আপনি জানেন যে আপনার চরণকমল ছাড়া আমাদের আর কোনো আশ্রয় নেই। পৃথিবীর নৃপতিকুলে তো আমরা সব শত্রু হয়ে গিয়েছি॥ ৩৭ ॥ প্রাণ-বায়ুর অবর্তমানে ইন্দ্রিয়গণ যেমন শক্তিহীন হয়ে যায় সেইরকমই আপনার অদর্শনে যাদব বা আমার পুত্র পাণ্ডবদের নাম অথবা রূপের কী অস্তিত্ব আছে? ॥ ৩৮ ॥ হে গদাধর ! এখন আপনার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশলক্ষণ চরণচিহ্নাঙ্কিত এই হস্তিনাপুরভূমি যে শোভা ধারণ করেছে, আপনি চলে গেলে এই শোভা আর থাকবে না॥ ৩৯ ॥ আপনার কৃপাদৃষ্টিতেই এই দেশ সুপক্ক ফসল ও লতাবৃক্ষে সুসমৃদ্ধ হচ্ছে। এই বন, পর্বত, নদী এবং সমুদ্রও আপনার কৃপাদৃষ্টিতেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে ॥ ৪০ ॥ আপনি জগতের প্রভু, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বরূপ ! আত্মীয় যাদবগণ ও পাণ্ডব-গণের মধ্যে আমার সুদৃঢ় মমতা-বন্ধন জড়িয়ে গেছে। এই স্নেহবন্ধন আপনি দূর করে দিন॥ ৪১ ॥ হে শ্রীকৃষ্ণ ! গঙ্গা যেমন তাঁর জলপ্রবাহকে অবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রে প্রবাহিত করেন, তেমনই আমার মতিও যেন অন্য বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে সাক্ষাৎ আপনাতে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগপ্রবাহ বহন করে॥ ৪২ ॥ হে শ্রীকৃষ্ণ ! অর্জুনের প্রিয়সখা যদুকুলশিরোমণি ! আপনি পৃথিবীর ভারস্বরূপ রাজবেশধারী দৈত্যদের দহনের জন্য অগ্নিতুল্য। আপনার শক্তি অনন্ত। হে গোবিন্দ ! আপনার এই অবতার গো-ব্রাহ্মণ-দেবগণের দুঃখ নিবারণের জন্যই হয়েছে। হে যোগেশ্বর ! হে জগদ্গুরু ! আমি আপনাকে প্রণাম করছি॥ ৪৩ ॥

সূত বললেন—এইভাবে কুন্তীদেবী অতীব মধুর বাক্যের দ্বারা ভগবানের অধিকাংশ লীলার বর্ণনা করলেন। এইসব শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীকে নিজ মায়াদ্বারা মোহিত করে যেন মৃদু মৃদু হাস্য করতে লাগলেন॥ ৪৪ ॥ তিনি কুন্তীকে বললেন—'আচ্ছা, তাই হবে' এবং রথ থেকে নেমে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। সেখানে কুন্তী ও সুভদ্রা প্রমুখ রমণীদের থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যখন নিজপুরী দ্বারকাতে যেতে উদ্যত হলেন তখন

[1]প্রা.পা.—স্বকৃতেহিতঃ। [2]প্রা.পা.—বীক্ষিতাঃ। [3]প্রা. পা.— রতিমুদ্বহতাং তদ্বৎ।

ব্যাসাদ্যৈরীশ্বরেহাজ্ঞৈঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
প্রবোধিতোঽপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচার্পিতঃ[১]॥ ৪৬

আহ রাজা ধর্মসুতশ্চিন্তয়ন্ সুহৃদাং বধম্।
প্রাকৃতেনাত্মনা বিপ্রাঃ স্নেহমোহবশং গতঃ॥ ৪৭

অহো মে পশ্যতাজ্ঞানং হৃদি রূঢ়ং দুরাত্মনঃ।
পারক্যস্যৈব দেহস্য বহ্ব্যো মেঽক্ষৌহিণীর্হতাঃ॥ ৪৮

বালদ্বিজসুহৃন্মিত্রপিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রুহঃ।
ন মে স্যান্নিরয়ান্মোক্ষো হ্যপি বর্ষাযুতাযুতৈঃ॥ ৪৯

নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাভর্তুর্ধর্মযুদ্ধে বধো দ্বিষাম্।
ইতি মে ন তু বোধায় কল্পতে[২] শাসনং বচঃ॥ ৫০

স্ত্রীণাং মদ্ধতবন্ধূনাং দ্রোহো যোঽসাবিহোত্থিতঃ।
কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈর্নাহং কল্পো ব্যপোহিতুম্॥ ৫১

যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ[৩] সুরয়া বা সুরাকৃতম্।
ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং[৪] ন যজ্ঞৈর্মার্ষ্টুমর্হতি॥ ৫২

রাজা যুধিষ্ঠির অতীব প্রীতিপূর্ণভাবে তাঁকে নিবারণ করলেন॥ ৪৫ ॥ নিজের ভাই-বন্ধুদের মৃত্যুতে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকার্ত ছিলেন। ভগবৎলীলামর্মজ্ঞ ব্যাস ইত্যাদি মহর্ষিগণ এবং স্বয়ং অদ্ভুত রহস্যময় লীলাধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বহু কথা-কাহিনী বর্ণনা করে যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করবার অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু শোকে অভিভূত রাজা যুধিষ্ঠির প্রবোধ মানলেন না॥ ৪৬ ॥ হে শৌনকাদি ঋষিগণ! ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনের বিনাশে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিত্তে স্নেহ ও মোহবশে বলতে লাগলেন—'আমি এতই দুষ্টাত্মা ও অজ্ঞ যে আহা! শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য এই অনাত্মা দেহের সুখের জন্য কত অক্ষৌহিণী* সেনা নাশ করলাম॥ ৪৭-৪৮ ॥

আমি বালক, ব্রাহ্মণ, আত্মীয়, মিত্র, পিতৃব্য, ভাই-বন্ধু এবং গুরুজনদের প্রতি শত্রুতা করে তাঁদের বধ করেছি। অনন্তকাল নরকভোগেও আমার নিস্তার হবে না॥ ৪৯ ॥ শাস্ত্র যদিও বলে যে প্রজাপালনের জন্য রাজা যদি ধর্মযুদ্ধে শত্রুনাশ করে তাহলে তাতে পাপ হয় না তবুও এই শাস্ত্রবচন আমাকে প্রবোধ দিতে পারছে না॥ ৫০ ॥ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কুলরমণীদের পতি, পুত্র, ভ্রাতা-বন্ধুদের বধ করাতে তাঁদের প্রতি আমার যে অপরাধ হয়েছে, গৃহস্থাশ্রমোচিত যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে সেই অপরাধ স্খালন হবে না॥ ৫১ ॥ কাদা দিয়ে যেমন ঘোলা জল স্বচ্ছ করা যায় না, অপবিত্র জিনিস যেমন সুরা দিয়ে ধুলেও পবিত্র হয় না, তেমনই প্রাণীবধরূপ একটি মাত্র দুষ্কর্ম হিংসাময় যজ্ঞের দ্বারা দূর করা যায় না॥ ৫২ ॥

—o—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
কুন্তীস্তুতির্যুধিষ্ঠিরানুতাপো[৫] নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
কুন্তীস্তুতির্যুধিষ্ঠিরানুতাপ নামক অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

—o—

[১]প্রা.পা.—শুচার্দিতঃ। [২]প্রা.পা.—কল্পতে শাশ্বতং। [৩]প্রা.পা.—পঙ্কোত্থং। [৪]প্রা. পা.—তথৈকাং তু।
[৫]প্রা.পা.—প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে যুধিষ্ঠিরানুতাপেঽষ্টমো।

*২১৮১০টি রথ, ২১৮৭০টি হাতি, ১০৯৩৫০ জন পদাতিক এবং ৬৫৬১০ অশ্বারোহী সমন্বিত সেনাবাহিনীকে এক অক্ষৌহিণী সেনা বলা হয়। (মহাভারত)

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরাদির গমন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতঃ ভীষ্মের মহাপ্রস্থান

সূত উবাচ

ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্বধর্মবিবিৎসয়া।
ততো বিনশনং প্রাগাদ্ যত্র দেবব্রতোঽপতৎ ॥ ১

তদা তে ভ্রাতরঃ সর্বে সদশ্বৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ।
অন্বগচ্ছন্ রথৈর্বিপ্রা ব্যাসধৌম্যাদয়স্তথা ॥ ২

ভগবানপি বিপ্রর্ষে রথেন সধনঞ্জয়ঃ।
স তৈর্ব্যরোচত নৃপঃ কুবের ইব গুহ্যকৈঃ ॥ ৩

দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবামরম্।
প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্মং সানুগাঃ সহ চক্রিণা ॥ ৪

তত্র ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে দেবর্ষয়শ্চ সত্তম।
রাজর্ষয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রষ্টুং ভরতপুঙ্গবম্ ॥ ৫

পর্বতো নারদো ধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
বৃহদশ্বো ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণুকাসুতঃ ॥ ৬

বসিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমদস্ত্রিতো গৃৎসমদোঽসিতঃ।
কক্ষীবান্ গৌতমোঽত্রিশ্চ কৌশিকোঽথ সুদর্শনঃ ॥ ৭

অন্যে চ মুনয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মরাতাদয়োঽমলাঃ।
শিষ্যৈরুপেতা আজগ্মুঃ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥ ৮

তান্ সমেতান্ মহাভাগানুপলভ্য বসূত্তমঃ।
পূজয়ামাস ধর্মজ্ঞো দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৯

কৃষ্ণং চ তৎপ্রভাবজ্ঞ আসীনং জগদীশ্বরম্।
হৃদিস্থং পূজয়ামাস মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্ ॥ ১০

পাণ্ডুপুত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্[১]।
অভ্যাচষ্টানুরাগাস্রৈরন্ধীভূতেন চক্ষুষা ॥ ১১

সূত বললেন—এইভাবে রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাদ্রোহের ভয়ে ভীত হয়ে রাজধর্মাদি বিশদভাবে জানবার জন্য কুরুক্ষেত্রে যেখানে মহারথী ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত ছিলেন সেখানে তাঁর কাছে গেলেন ॥ ১ ॥ হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! পাণ্ডব ভাইয়েরা উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণালংকারে ভূষিত রথে আরোহণ করে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করলেন। তাঁদের সাথে ব্যাস, ধৌম্য প্রমুখ ব্রাহ্মণগণও ছিলেন ॥ ২ ॥ হে শৌনক ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের সঙ্গে রথে করে তাঁদের অনুসরণ করলেন। সেই দৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যেন যক্ষগণে পরিবেষ্টিত হয়ে ধনাধিপতি কুবের যাত্রা করেছেন ॥ ৩ ॥ পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণ ও অনুচরদের সাথে সেখানে গিয়ে দেখলেন যে পিতামহ ভীষ্ম যেন স্বর্গ থেকে পতিত দেবতার মতো পৃথিবীতে পড়ে রয়েছেন। তাঁরা পিতামহকে প্রণাম করলেন ॥ ৪ ॥ হে শৌনক ! সেই সময় ভরতকুলতিলক ভীষ্মপিতামহকে দর্শনের জন্য সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং রাজর্ষিরা সেখানে এসেছিলেন ॥ ৫ ॥ পর্বত, নারদ, ধৌম্য, ভগবান ব্যাস, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, শিষ্যদের নিয়ে পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, সুদর্শন এবং শুকদেবাদি শুদ্ধহৃদয় মহাত্মাবৃন্দ এবং শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কশ্যপ, অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি প্রমুখ মুনি সেখানে এসেছিলেন ॥ ৬-৮ ॥ ভীষ্ম ধর্ম এবং দেশকালের বিভাগ—কোথায়, কখন কী করা উচিত, এইসব জানতেন। সেইসব মহাপ্রভাব ঋষিদের সম্মিলিত হতে দেখে তিনি তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান করলেন ॥ ৯ ॥ পিতামহ ভীষ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবও জানতেন। সুতরাং লীলাবশে মনুষ্যদেহে সেখানে উপবিষ্ট এবং জগদীশ্বর রূপে হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে বাহিরে উভয়ভাবেই পূজা করলেন ॥ ১০ ॥

বিনম্র ও স্নেহবিগলিত পাণ্ডবগণ তাঁর কাছে গিয়ে

[১]প্রা.পা.—সন্নতান্।

অহো কষ্টমহোঽন্যায্যং যদ্‌যূয়ং ধর্মনন্দনাঃ।
জীবিতুং নার্হথ ক্লিষ্টং[১] বিপ্রধর্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ॥ ১২

সংস্থিতেঽতিরথে[২] পাণ্ডৌ পৃথা বালপ্রজা বধূঃ।
যুষ্মৎ কৃতে বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা তোকবতী মুহুঃ॥ ১৩

সর্বং কালকৃতং মন্যে ভবতাং চ যদপ্রিয়ম্।
সপালো যদ্বশে লোকো বায়োরিব ঘনাবলিঃ॥ ১৪

যত্র ধর্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ॥ ১৫

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি॥ ১৬

তস্মাদিদং দৈবতন্ত্রং ব্যবস্য ভরতর্ষভ।
তস্যানুবিহিতোঽনাথা নাথ পাহি প্রজাঃ প্রভো[৩]॥ ১৭

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু॥ ১৮

অস্যানুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতমং শিবঃ।
দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলো নৃপ[৪]॥ ১৯

যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমম্।
অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিম্॥ ২০

সর্বাত্মনঃ সমদৃশো হ্যদ্বয়স্যানহঙ্কৃতেঃ।
তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন ক্বচিৎ॥ ২১

তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতম্[৫]।
যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ॥ ২২

বসলেন। তাঁদের দেখে ভীষ্মের দু'নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হয়ে গেল। তিনি তাঁদের বললেন—॥ ১১ ॥ হে ধর্মপুত্র পাণ্ডবগণ! হায়! হায়! বড়ই অন্যায় ও দুঃখের কথা যে, ব্রাহ্মণ, ধর্ম ও ভগবানের আশ্রিত হয়েও তোমাদের এই কষ্টকর জীবন যাপন করতে হয়েছে, তোমরা কোনোদিনই এর উপযুক্ত ছিলে না॥ ১২ ॥ মহারথী পাণ্ডুর মৃত্যুর সময় তোমরা বালক ছিলে। সেইসময়ে তোমাদের জন্য কুন্তীদেবীকে এবং তোমাদেরও অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে ॥ ১৩ ॥ মেঘ যেমন বায়ুর দ্বারা চালিত হয়, সেই রকমই লোকপালগণসহ সমগ্র জগৎ মহাকাল ভগবানের দ্বারাই চালিত হয়। আমার ধারণা যে তোমাদের জীবনে যত কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে এ সবই তাঁরই লীলামাত্র॥ ১৪ ॥ নচেৎ যেখানে সাক্ষাৎ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রয়েছেন, গদাধারী ভীম ও রক্ষকরূপে ধনুর্ধারী অর্জুন রয়েছেন, গাণ্ডীবধনু রয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাদের পরম বান্ধব—সেখানে কোনও রকমেরই বিপদ কী আসতে পারে? ॥ ১৫ ॥ এই যে কালরূপ শ্রীকৃষ্ণ, ইনি কখন কী করতে ইচ্ছা করেন, এ খবর কেউ কখনো জানতে পারে না। বড় বড় জ্ঞানী পুরুষও তাঁর এই অভিলাষ জানবার চেষ্টা করে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন॥ ১৬ ॥ হে যুধিষ্ঠির! জগৎসংসারের এই সব ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। সেই ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হয়ে তুমি এইসকল অনাথ প্রজাদের প্রতিপালন করো; কারণ তুমিই এখন এদের প্রভু এবং এদের পালনে সমর্থ॥ ১৭ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। সকলের আদি কারণ ও পরমপুরুষ নারায়ণ। নিজের মায়া দিয়ে বিশ্বসংসারকে মোহিত করে যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে প্রচ্ছন্ন থেকে লীলা করছেন॥ ১৮ ॥ এঁর মহাপ্রভাব অগম্য ও রহস্যময়। হে যুধিষ্ঠির! ভগবান শংকর, দেবর্ষি নারদ এবং স্বয়ং ভগবান কপিলই তা জানেন॥ ১৯ ॥ তোমরা যাঁকে মাতুল সম্পর্কিত ভাই, প্রিয় মিত্র এবং সর্বাপেক্ষা হিতকারী বলে মনে কর এবং স্নেহবশত যাঁকে কখনো মন্ত্রী, কখনো দূত আবার কখনো সারথি করতেও ইতস্তত করনি, তিনি স্বয়ং পরমাত্মা॥ ২০ ॥ এই সর্বাত্মা, সমদর্শী, অদ্বিতীয়, নিরহংকার এবং নিষ্পাপ পরমাত্মাতে উঁচু-নিচু কোনো কাজেই যোগ্যাযোগ্যের বিচার নেই॥ ২১ ॥ হে যুধিষ্ঠির! এইভাবে সর্বত্র সমভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও, চেয়ে দেখো তো, তাঁর অনন্যপ্রেমী ভক্তদের প্রতি তাঁর কী অসীম

[১]প্রা. পা.—কৃচ্ছ্রং। [২]প্রা.পা.—সংস্থিতে বিরথো [৩]প্রা.পা.—বিভো। [৪]প্রা.পা.—মুনিঃ। [৫]প্রা.পা.—ভূতানু.।

ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্মভিঃ[১] ॥ ২৩
স দেবদেবো ভগবান্ প্রতীক্ষতাং
কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহম্।
প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লস-
মুখাম্বুজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৪

সূত উবাচ

যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে।
অপৃচ্ছদ্‌বিবিধান্ ধর্মানৃষীণাং চানুশৃণ্বতাম্ ॥ ২৫
পুরুষস্বভাববিহিতান্ যথাবর্ণং যথাশ্রমম্।
বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যামাম্নাতোভয়লক্ষণান্ ॥ ২৬
দানধর্মান্ রাজধর্মান্ মোক্ষধর্মান্ বিভাগশঃ।
স্ত্রীধর্মান্ ভগবদ্ধর্মান্ সমাসব্যাসযোগতঃ ॥ ২৭
ধর্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সহোপায়ান্ যথা মুনে[২]।
নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥ ২৮
ধর্মং প্রবদতস্তস্য স কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
যো যোগিনশ্ছন্দমৃত্যোর্বাঞ্ছিতস্তূত্তরায়ণঃ ॥ ২৯
তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী-
র্বিমুক্তসঙ্গং[৩] মন আদিপুরুষে।
কৃষ্ণে লসৎপীতপটে চতুর্ভুজে
পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্‌ব্যধারয়ৎ ॥ ৩০
বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভ[৪]-
স্তদীক্ষয়ৈবাশু গতায়ুধব্যথঃ।
নিবৃত্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রম-
স্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজঞ্জনার্দনম্ ॥ ৩১

শ্রীভীষ্ম উবাচ

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা
ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্‌বিহর্তুং
প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥ ৩২

কৃপা! এই কারণেই প্রাণত্যাগের সময়ে তিনি আমাকে দর্শন দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন ॥ ২২ ॥ ভগবৎ-পরায়ণ যোগীপুরুষগণ ভক্তিপূর্ণ মনে, মুখে হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ প্রভৃতি নাম কীর্তন করতে করতে দেহত্যাগ করে কামনা ও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান ॥ ২৩ ॥ ইনিই দেবাদিদেব ভগবান, তাঁর প্রসন্ন হাস্য ও রক্তকমলসম অরুণ নয়নে শোভিত এবং চতুর্ভুজ রূপ, যার দর্শন মানুষের কেবল ধ্যানযোগেই হয়, যতক্ষণ না আমার এই দেহত্যাগ হয় সেই পর্যন্ত আমার কাছে অপেক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥

সূত বললেন—যুধিষ্ঠির তাঁর এই উপদেশ শুনে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে সমবেত ঋষিগণের সামনেই ধর্মবিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন ॥ ২৫ ॥ তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম তখন বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী স্বাভাবিক ধর্ম এবং বৈরাগ্যরূপ নিবৃত্তিমার্গ ও আসক্তিরূপ প্রবৃত্তিমার্গ, দানধর্ম, রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম, স্ত্রীধর্ম ও ভগবৎধর্ম—এইসবের পৃথক পৃথক সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। হে শৌনক! সেই সঙ্গে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ এবং অনেক ইতিহাস, উপাখ্যান দ্বারা ব্যাখ্যা করে এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির বর্ণনা করলেন ॥ ২৬-২৮ ॥ ভীষ্ম এইসব ধর্মের প্রবচন করতে করতে যোগীদের বাঞ্ছিত ইচ্ছামৃত্যুর কাল উত্তরায়ণের সময় এসে গেল যা ইচ্ছামৃত্যু সম্পন্ন ভগবৎশরণাগত যোগীগণের অভীষ্ট ॥ ২৯ ॥ তখন সহস্ররথিনায়ক ভীষ্ম বাকসংযম করে মনকে সব কিছু থেকে আকর্ষণ করে সম্মুখে অবস্থিত আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমাহিত করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চর্তুর্ভুজ সুন্দর বিগ্রহরূপ, সেই সময় তিনি পীতাম্বর ধারণ করেছিলেন। ভীষ্মদেবের চোখ দুটি তাতে নিবদ্ধ হয়ে গেল ॥ ৩০ ॥ শস্ত্রাঘাতে তাঁর যে পীড়া হচ্ছিল, তা তো ভগবানের দর্শনমাত্রেই অবিলম্বে দূর হয়ে গিয়েছিল এবং ভগবৎবিষয়ক বিশুদ্ধ ধারণা দ্বারা তাঁর ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বিঘ্নসমূহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন দেহত্যাগের সময়ে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির চাঞ্চল্য স্তব্ধ করে দিয়ে অতীব ভক্তিসহকারে ভগবানের স্তব করলেন ॥ ৩১ ॥

ভীষ্মদেব বললেন—নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা অত্যন্ত

[১]প্রা.পা.—সর্ব.। [২]প্রা.পা.—মুনিঃ। [৩]প্রা.পা.—বিমুক্তসঙ্গো। [৪]প্রা.পা.—হতাঃ।

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু[১] মেঽনবদ্যা॥ ৩৩

যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্-
কচলুলিতশ্রমবার্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমান-
ত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥ ৩৪

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে
নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য[২]।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা
হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু[৩]॥ ৩৫

ব্যবহিতপৃতনামুখং[৪] নিরীক্ষ্য
স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষ[৫] বুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া য-
শ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য[৬] মেঽস্তু॥ ৩৬

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ৩৭

শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ
ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং
স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ॥ ৩৮

শুদ্ধ ও নিরাসক্ত হয়ে গেছে, আমার সেই বুদ্ধি আমি যদুকুলশিরোমণি অনন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করছি—যেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরমানন্দ স্বরূপে অবস্থিত থেকেই কখনো কখনো লীলাবিস্তার করার জন্য প্রকৃতিকে (যোগমায়াকে) আশ্রয় করেন—যার ফলে প্রকৃতির এই সৃষ্টিপরম্পরা প্রবহমান থাকে॥ ৩২ ॥ যাঁর দেহ ত্রিভুবন-সুন্দর, তমালসদৃশ নীলবর্ণ, যেই দেহ সূর্যকিরণসদৃশ উৎকৃষ্ট পীতাম্বরে পরিবৃত এবং রাশি রাশি কুঞ্চিত কেশ দ্বারা যার মুখখানি আচ্ছাদিত সেই অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণে আমার অকপট মতি হোক॥ ৩৩ ॥ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রের তাঁর সেই বিলক্ষণ মূর্তি আমার মনে আসছে। তাঁর মুখমণ্ডলে ইতস্তত সঞ্চারিত কেশরাশি অশ্বখুরোত্থিত ধূলিরাশিতে মলিন হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর মুখকমলে ছোট ছোট ঘর্ম বিন্দু চক্‌চক করছিল। আমি আমার তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত করেছিলাম। সেই সুন্দর বর্মপরিহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার দেহ, মন ও আত্মা সমর্পিত হোক॥ ৩৪ ॥ নিজসখা অর্জুনের কথা স্বীকার করে যিনি অবিলম্বেই পাণ্ডব ও কৌরব সেনার মধ্যে নিজ রথ স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে স্থিত হয়ে নিজের দৃষ্টির দ্বারাই শত্রুপক্ষের আয়ু হরণ করেছিলেন, সেই পার্থসখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার পরম প্রীতি হোক॥ ৩৫ ॥ দূরে অবস্থিত স্বজন কৌরবসৈন্য এবং আমাদের দেখে সেই অর্জুন স্বজন নিধনে বিরত হয়েছিল। সেই সময় যিনি গীতারূপে আত্মবিদ্যা উপদেশ দিয়ে অর্জুনের সাময়িক অজ্ঞান দূর করেছিলেন সেই পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার প্রীতি অবিচলিত থাকুক॥ ৩৬ ॥ আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্র গ্রহণে বাধ্য করব ; সেই প্রতিজ্ঞা সত্য করার জন্য তিনি তাঁর নিজ শস্ত্র গ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন। তখন তিনি রথ থেকে লাফিয়ে নিচে নামেন এবং সিংহ যেমন হাতিকে বধ করার জন্য ধাবিত হয়, সেইভাবেই রথের চাকা হাতে নিয়ে আমার দিকে দৌড়ে আসেন। সেই সময় তিনি এমন বেগে ধাবিত হন যে তাঁর শরীরস্থ উত্তরীয়খানি মাটিতে পড়ে যায় এবং মেদিনী কম্পিত হতে থাকে॥ ৩৭ ॥ আমি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তাঁর কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করে

[১]প্রা.পা.—মতি.। [২]প্রা.পা.—প্রবেশ্য। [৩]প্রা.পা.—নতি.। [৪]প্রা.পা.—ব্যবসিত.। [৫]প্রা.পা.—ধর্মবুদ্ধ্যা। [৬]প্রা.পা.— মেঽস্তু তস্য।

বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে
ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষো-
র্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ সরূপম্॥ ৩৯

ললিতগতিবিলাসবল্গুহাস-
প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ
প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ॥ ৪০

মুনিগণনৃপবর্যসংকুলেহন্তঃ-
সদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশিগোচর এব আবিরাত্মা॥ ৪১

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি[১] ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব[২] নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥ ৪২

সূত উবাচ

কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ[৩]।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোহন্তঃশ্বাস উপারমৎ॥ ৪৩

সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
সর্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে[৪]॥ ৪৪

তত্র দুন্দুভয়ো নেদুর্দেবমানববাদিতাঃ।[৫]
শশংসুঃ সাধবো রাজ্ঞাং[৬] খাৎ পেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥ ৪৫

দিয়েছিলাম যার ফলে তাঁর সমস্ত শরীর রক্তাপ্লুত হয়ে গিয়েছিল, অর্জুনের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সবলে আমাকে বধ করার জন্য আমার দিকে ধেয়ে এলেন। এমত অবস্থাতেও সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি অনুগ্রহ এবং ভক্তবাৎসল্যে পরিপূর্ণ ছিলেন, তিনিই আমার একমাত্র গতি হোন—আশ্রয় হোন॥ ৩৮ ॥ অর্জুনের রথের রক্ষায় সতর্ক যেই শ্রীকৃষ্ণের বাম হাতে ঘোড়ার লাগাম ছিল এবং ডান হাতে চাবুক ছিল—এই দুয়ের শোভায় সেই সময় যিনি অপূর্ব রূপ ধারণ করেছিলেন এবং ভারতযুদ্ধে নিহত যোদ্ধাগণ এই রূপের দর্শন করে সারূপ্য মোক্ষ লাভ করেছিলেন সেই পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মৃত্যুপথযাত্রী আমার পরম প্রীতি হোক॥ ৩৯ ॥ যাঁর সুন্দর গমন, পরিহাসবাক্য, মধুর মৃদু হাস্য, সপ্রেম কটাক্ষভঙ্গী দ্বারা পরম সম্মানিতা গোপীগণ রাসলীলার মধ্যে তাঁর অন্তর্ধানে মহাপ্রেমবিকারগ্রস্তা হয়ে ভগবল্লীলা অনুকরণ করে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার পরম প্রীতি হোক॥ ৪০ ॥ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় মুনিগণ ও শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সেই সভামধ্যে সকলের প্রতিনিধিরূপে সর্বাগ্রগণ্য ও দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা আমার চোখের সামনেই সম্পন্ন হয়েছিল ; তিনিই সকলের আত্মা ও প্রভু। আজ তিনিই মৃত্যুকালে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন॥ ৪১ ॥ আকাশের একই সূর্য যেমন নানাস্থানে অবস্থিত নানাব্যক্তির চোখে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন, সেইরকমই অজন্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন দেহীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন ; প্রকৃতপক্ষে তো তিনি এক এবং সকল জীবের হৃদয়েই বিরাজমান। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি, ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে এক এবং অদ্বিতীয়রূপে বুঝতে পেরেছি॥ ৪২ ॥

সূত বললেন—এইভাবে ভীষ্ম মন, বাক্য ও চক্ষুসহ নিজেকে আত্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে লীন করে দিলেন। তাঁর প্রাণ শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হয়ে গেল॥ ৪৩ ॥ তিনি অনন্ত ব্রহ্মে লীন হয়েছেন বুঝতে পেরে, দিনের অবসানে পক্ষীকুল যেমন নীরব হয়ে যায়,—সকলেই নির্বাক্ হয়ে গেলেন॥ ৪৪ ॥ সেই সময় স্বর্গে ও মর্ত্যে দুন্দুভিধ্বনি

[১]প্রা.পা.—বিদধে স্থিতমাত্ম.। [২]প্রা.পা.—প্রতিদিশমিব। [৩]প্রা.পা.—মনোবাগ্বৃত্তিদৃষ্টিভিঃ। [৪]প্রা.পা.—দিবাত্যয়ে। [৫]প্রা.পা.—দানব.। [৬]প্রা.পা.—রাজন্।

তস্য নির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব।
যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্তং দুঃখিতোঽভবৎ॥ ৪৬

তুষ্টুবুর্মুনয়ো হৃষ্টাঃ কৃষ্ণং তদ্‌গুহ্যনামভিঃ।
ততস্তে কৃষ্ণহৃদয়াঃ স্বাশ্রমান্ প্রযযুঃ পুনঃ॥ ৪৭

ততো যুধিষ্ঠিরো গত্বা সহকৃষ্ণো গজাহ্বয়ম্।
পিতরং সান্ত্বয়ামাস গান্ধারীং চ তপস্বিনীম্॥ ৪৮

পিত্রা চানুমতো রাজা বাসুদেবানুমোদিতঃ।
চকার রাজ্যং ধর্মেণ পিতৃপৈতামহং বিভুঃ॥ ৪৯

হতে থাকল। সাধুহৃদয় রাজন্যবর্গ সকলেই ভীষ্মদেবের গুণগান করতে লাগলেন এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল॥ ৪৫ ॥ হে শৌনকমুনি ! মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের পাঞ্চভৌতিক শরীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে শোকগ্রস্ত হয়ে রইলেন ॥ ৪৬ ॥ মুনিগণ পুলকিত হয়ে শ্রীগোবিন্দের বেদগুহ্য নামসমূহের দ্বারা তাঁর স্তুতি করলেন। তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণগতচিত্ত হয়ে তাঁরা নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন॥ ৪৭ ॥ এরপর যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে হস্তিনাপুরে গমন করে পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র ও শোকসন্তপ্তা গান্ধারীকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন॥ ৪৮ ॥ তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে পৈতৃক রাজ্যভার গ্রহণ করে যথাধর্ম রাজ্য প্রতিপালন করতে লাগলেন॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিররাজ্যপ্রলম্ভো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
যুধিষ্ঠিররাজ্যপ্রলম্ভ নামক নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৯ ॥

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন

শৌনক উবাচ

হত্বা স্বরিক্‌থস্পৃধ আততায়িনো
যুধিষ্ঠিরো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
সহানুজৈঃ প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ
কথং প্রবৃত্তং কিমকারষীৎ ততঃ॥ ১

সূত উবাচ

বংশং কুরোর্বংশদবাগ্নিনির্হৃতং[১]
সংরোহয়িত্বা ভবভাবনো হরিঃ।
নিবেশয়িত্বা নিজরাজ্য ঈশ্বরো
যুধিষ্ঠিরং প্রীতমনা বভূব হ॥ ২

নিশম্য ভীষ্মোক্তমথাচ্যুতোক্তং

শৌনক প্রশ্ন করলেন—ধার্মিকশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্যধন অপহরণ করার জন্য যারা যুদ্ধ করেছে, সেই আততায়ী শত্রুদের বধ করে নিজের ভাইদের সাথে নিয়ে কীভাবে রাজ্যপালন করেছিলেন এবং কী কী কাজ করেছিলেন ? কারণ, ভোগে তো তাঁর প্রবৃত্তিই ছিল না॥ ১ ॥

সূত বললেন—বিশ্বের পালনকারী শ্রীহরি পরস্পর বিদ্বেষের ক্রোধরূপ অগ্নিতে দগ্ধ কুরুবংশকে পুনঃ অঙ্কুরিত করে এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে পরম প্রীত হলেন॥ ২ ॥ ভীষ্মদেব ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠিরের মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হল এবং ভ্রান্তি দূর হল। শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয়রূপে অবলম্বন করে তিনি আসমুদ্রহিমাচল পৃথিবী ইন্দ্রের মতো শাসন করতে

[১]প্রা.পা.—নির্হৃতং।

প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ।
শশাস গামিন্দ্র ইবাজিতাশ্রয়ঃ
পরিধ্যুপান্তামনুজানুবর্তিতঃ ॥ ৩

কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্বকামদুঘা মহী।
সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা॥ ৪

নদ্যঃ সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ সবনস্পতিবীরুধঃ।
ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্বাঃ কামমন্বৃতু[১] তস্য বৈ॥ ৫

নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দৈবভূতাত্মহেতবঃ[২]।
অজাতশত্রাবভবন্ জন্তূনাং রাজ্ঞি কর্হিচিৎ॥ ৬

উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ।
সুহৃদাং চ বিশোকায় স্বসুশ্চ প্রিয়কাম্যয়া॥ ৭

আমন্ত্র্য চাভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিষ্বজ্যাভিবাদ্য তম্[৩]।
আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিষ্বক্তোঽভিবাদিতঃ॥ ৮

সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাটতনয়া তথা।
গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যুযুৎসুর্গৌতমো যমৌ॥ ৯

বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চ স্ত্রিয়ো মৎস্যসুতাদয়ঃ।
ন সেহিরে বিমুহ্যন্তো বিরহং শার্ঙ্গধন্বনঃ॥ ১০

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো[৪] হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥ ১১

তস্মিন্ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্।
দর্শনস্পর্শসংলাপশয়নাসনভোজনৈঃ[৫] ॥ ১২

সর্বে তেঽনিমিষৈরক্ষৈস্তমনুদ্রুতচেতসঃ।
বীক্ষন্তঃ স্নেহসম্বদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ॥ ১৩

ন্যরুন্ধন্নুদ্গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে।
নির্যাত্যগারান্নোঽভদ্রমিতি[৬] স্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ[৭]॥ ১৪

লাগলেন। ভীম ও অন্যান্য ভাইয়েরা সম্পূর্ণভাবে তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে ছিলেন॥ ৩ ॥ যুধিষ্ঠিরের শাসনকালে রাজ্যে প্রয়োজনানুযায়ী মেঘ যথেষ্ট বর্ষণ করত, পৃথিবীতে সমস্ত অভীষ্ট বস্তু সৃষ্টি হত, প্রচুর দুগ্ধবতী গাভী অত্যন্ত আনন্দে দুগ্ধধারায় গোষ্ঠভূমি সিক্ত করত॥ ৪ ॥ নদী, সমুদ্র, পর্বত, বনস্পতি, লতা ও ওষধিসকল প্রত্যেক ঋতুতেই পর্যাপ্তভাবে ফলিত হত ॥ ৫ ॥ অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে প্রজাদের কখনোই আধি-ব্যাধি অথবা দৈবিক-ভৌতিক ও আত্মিক কষ্ট ছিল না॥ ৬

নিজসুহৃদ পাণ্ডবদের দুঃখ অপনোদনের জন্য এবং নিজভগ্নী সুভদ্রার সুখের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক মাস হস্তিনাপুরেই অবস্থান করলেন॥ ৭ ॥ তারপর তিনি যখন রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে দ্বারকা যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, তখন যুধিষ্ঠির আলিঙ্গন করে তাঁর অভিপ্রায় স্বীকার করে নিলেন। ভগবান তাঁকে অভিবাদন করে রথে আরোহণ করলেন। কিছু কিছু লোক (সমবয়সীগণ) তাঁকে আলিঙ্গন করলেন আর কিছু কিছু লোক (বয়ঃকনিষ্ঠগণ) তাঁকে প্রণাম করলেন॥ ৮ ॥ সেইসময় সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, কৃপাচার্য, নকুল, সহদেব, ভীম, ধৌম্য এবং সত্যবতী প্রমুখ রমণীগণ অত্যন্ত কাতর হয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণের বিরহব্যথা সহ্য করতে পারেননি॥ ৯-১০ ॥ ভগবদ্‌ভক্ত সৎপুরুষের সাহচর্যে যাঁর দুষ্টসঙ্গ পরিহার হয়ে গেছে সেই বিবেকী ব্যক্তি ভগবানের মধুর-মনোহর রুচিকর লীলাচরিত্র একবার মাত্র শ্রবণ করেও তা ত্যাগ করার কল্পনাও করতে পারেন না। সেই ভগবানের দর্শন-স্পর্শন, তাঁর সাথে আলাপ-সম্ভাষণ, একত্রে শয়ন, ওঠা-বসা, ভোজনাদিদ্বারা যাঁদের মনপ্রাণ সেই ভগবানেই সমর্পিত হয়ে গিয়েছিল সেই পাণ্ডবগণ কেমন করে তাঁর বিরহ সহ্য করবেন॥ ১১-১২ ॥ তাঁরা প্রেমবিগলিতচিত্তে নির্নিমেষ নয়নে কৃষ্ণদর্শন করতে করতে তাঁর অনুগমন করলেন॥ ১৩ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বাড়ির বাইরে এলেন তখন বন্ধুনারীগণের নয়নসকল শ্রীকৃষ্ণবিরহের উৎকণ্ঠায় অশ্রুব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু যাত্রাসময়ে 'অমঙ্গল যেন না হয়' সেই আশঙ্কায় তাঁরা কোনও ক্রমে সেই অশ্রু রোধ

[১]প্রা.পা.—কামতা মৃত্যুরত্র বৈ। [২]প্রা.পা.—ভূতা ইহেতবঃ। [৩]প্রা.পা.—তান্। [৪]প্রা.পা.— তৎসংগা.। [৫]প্রা.পা.—স্পর্শনালাপ.। [৬]প্রা.পা.—সুজন্মনা। [৭]প্রা.পা.—বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।

মৃদঙ্গশঙ্খভের্যশ্চ বীণাপণবগোমুখাঃ।
ধুন্ধুর্যানকঘণ্টাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়স্তথা॥ ১৫
প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ কুরুনার্যো দিদৃক্ষয়া।
ববৃষুঃ[১] কুসুমৈঃ কৃষ্ণং প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ॥ ১৬
সিতাতপত্রং জগ্রাহ মুক্তাদামবিভূষিতম্।
রত্নদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্য হ॥ ১৭

উদ্ধবঃ সাত্যকিশ্চৈব ব্যজনে পরমাদ্ভুতে।
বিকীর্যমাণঃ[২] কুসুমৈ রেজে মধুপতিঃ পথি॥ ১৮
অশ্রূয়ন্তাশিষঃ সত্যাস্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ।
নানুরূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১৯
অন্যোন্যমাসীৎ সংজল্প উত্তমশ্লোকচেতসাম্।
কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং সর্বশ্রুতিমনোহরঃ॥ ২০
স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো
য এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে
নিমীলিতাত্মন্নিশি সুপ্তশক্তিষু॥ ২১
স এব ভূয়ো নিজবীর্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোহনুসসার শাস্ত্রকৃৎ॥ ২২
স বা অয়ং যৎপদমত্র সূরয়ো
জিতেন্দ্রিয়া নির্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎকলিতামলাত্মনা
নন্বেষ সত্ত্বং পরিমার্ষ্টুমর্হতি॥ ২৩

স বা অয়ং সখ্যনুগীতসৎকথো
বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ।
য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে॥ ২৪

করেছিলেন॥ ১৪ ॥

ভগবানের প্রস্থানের সময় মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, বীণা, ঢোল, গোমুখী, ধুধুরা, আনক, ঘণ্টা, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজতে লাগল॥ ১৫ ॥ কুরুনারীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় অট্টালিকার শিখরে আরোহণ করে এবং প্রেমজনিত লজ্জাহাস্যাদি সহকারে কৃষ্ণদর্শন করতে করতে তাঁর ওপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন॥ ১৬ ॥ সেই সময় ভগবানের প্রিয় সখা কুঞ্চিতকুন্তল অর্জুন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের রত্নদণ্ডশোভিত, মুক্তামালাবিভূষিত শ্বেত ছত্র নিজের হাতে ধারণ করলেন॥ ১৭ ॥ উদ্ধব ও সাত্যকি পরম রমণীয় চামর ব্যজন করতে লাগলেন। চলার পথে চতুর্দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণের ওপর পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব শোভাযাত্রাসহ যাত্রা করলেন॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণের গমনপথে বিভিন্নস্থানে ব্রাহ্মণগণের উচ্চারিত অমোঘ আশীর্বাদ শোনা যেতে লাগল। সেই আশীর্বচনগুলি সগুণ ভগবানের উপযুক্ত ছিল, কারণ তাঁর মধ্যে সবকিছুই আছে, কিন্তু নির্গুণ স্বরূপের উপযুক্ত ছিল না, কারণ তাঁর মধ্যে কোন প্রাকৃত গুণই নেই॥ ১৯ ॥ হস্তিনাপুরের শ্রীকৃষ্ণার্পিতচিত্ত কুরুকুল-রমণীগণ পরস্পর সর্বশ্রুতিমনোহর (চিত্তা-কর্ষক) কথোপকথন করছিলেন॥ ২০ ॥

তাঁরা বলাবলি করছিলেন—'সখি ! ইনিই সেই সনাতন পরম পুরুষ, যিনি প্রলয়কালেও নিজ অদ্বিতীয় নির্বিশেষ স্বরূপে স্থিত থাকেন। সেই সময়ে সৃষ্টির মূল এই তিন গুণও থাকে না। জীবও জগদাত্মা ঈশ্বরে লীন হয়ে যায় এবং মহত্তত্ত্বাদি সমস্ত শক্তিসকল নিজ নিজ কারণ অব্যক্তে সুপ্ত হয়ে যায়॥ ২১ ॥ তিনিই আবার নিজ নামরূপরহিত স্বরূপের মধ্যে নামরূপ সৃষ্টির ইচ্ছা তথা নিজ কালশক্তি দ্বারা প্রেরিত প্রকৃতি, যিনি তাঁর অংশভূত জীবকে মোহিত করে সৃষ্টিকর্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁকে অনুসরণ করেছেন ও ব্যবহারাদির জন্য বেদাদি শাস্ত্র রচনা করেছেন॥ ২২ ॥ এই জগতে জিতেন্দ্রিয় যোগীগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণবায়ুকে বশীভূত করে ভক্তিসাধন-জনিত প্রফুল্ল নির্মল অন্তঃকরণের দ্বারা যাঁর স্বরূপ দর্শন করেন এই শ্রীকৃষ্ণই সেই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। বাস্তবে এঁর প্রতি ভক্তি দ্বারাই অন্তঃকরণের পূর্ণ শুদ্ধি হতে পারে,

[১]প্রা.পা.—ববর্ষুঃ। [২]প্রা.পা.—অবকীর্যমাণঃ.।

যদা হ্যধর্মেণ তমোধিয়ো নৃপা
জীবন্তি তত্রৈষ হি সত্ত্বতঃ[১] কিল।
ধত্তে ভগং সত্যমৃতং দয়াং যশো
ভবায় রূপাণি দধদ্ যুগে যুগে।। ২৫

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা[২] চঙ্ক্রমণেন চাঞ্চতি।। ২৬

অহো বত স্বর্যশসস্তিরস্করী
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং[৩]
স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ।। ২৭

নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
সমর্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং[৪] মুহু-
র্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সম্মুমুহুর্যদাশয়াঃ।। ২৮

যা বীর্যশুল্কেন হৃতাঃ স্বয়ংবরে
প্রমথ্য চৈদ্যপ্রমুখান্ হি শুষ্মিণঃ[৫]।
প্রদ্যুম্নসাম্বাম্বসুতাদয়োঽপরা[৬]
যাশ্চাহৃতা ভৌমবধে সহস্রশঃ।। ২৯

এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং
নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্বতে।
যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতি-
র্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্।। ৩০

যোগাদির দ্বারা নয়।। ২৩ ।। হে সখি ! আসলে ইনিই তিনি, যাঁর সুন্দর লীলাকীর্তিসমূহ বেদ এবং অন্যান্য গুহ্য শাস্ত্রে ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিগণ বর্ণনা করেছেন—তিনি এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং নিজলীলার দ্বারা জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, কিন্তু তাতে লিপ্ত হন না।। ২৪ ।। যে সময়ে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন নরপতিগণ অধর্মের দ্বারা অর্থাৎ পাপকার্যের দ্বারা আত্মপোষণ করতে রত হন তখন ইনিই সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে ঐশ্বর্য, সত্য, ঋত, দয়া ও যশ প্রকটিত করেন এবং জগৎ কল্যাণের জন্য যুগে যুগে অনেকানেক অবতার ধারণ করেন।। ২৫ ।। আহা ! এই যদুকুল ধন্য, কারণ লক্ষ্মীপতি, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ওই বংশে জন্মগ্রহণ করে তাকে সম্মানিত করেছেন। আর এই পবিত্র মধুবন (ব্রজমণ্ডল)ও অতিশয় ধন্য, যেখানে তিনি শৈশব ও কৈশোরকালে সর্বত্র ভ্রমণ করে লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন।। ২৬ ।। বড়ই আনন্দের কথা যে এই দ্বারকাপুরী স্বর্গের যশকে পরাজিত করে পৃথিবীর পবিত্র যশ বৃদ্ধি করেছে। কারণ এই প্রজাগণ তাদের প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি মৃদুমন্দ হাসির সঙ্গে তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, তাঁকে প্রতি দিনই নিরন্তর দর্শন করতে পারেন।। ২৭ ।। হে সখি ! এই শ্রীকৃষ্ণ যাদের পাণিগ্রহণ করেছেন, সেইসব নারীগণ অবশ্যই ব্রত, স্নান, হোম ইত্যাদি দ্বারা এই পরমাত্মার আরাধনা করে থাকবে ; কারণ তাদের সৌভাগ্য হয়েছে এঁর সেই অধরসুধা পান করবার, যাঁর স্মরণ-মাত্রই গোপীগণ আনন্দে মূর্চ্ছিতা হয়ে যেত ।। ২৮ ।। শিশুপালাদি শক্তিশালী রাজাদের পরাজিত করে স্বয়ম্বর সভা থেকে নিজের বাহুবলে যাঁদের হরণ করে এনেছিলেন, যাঁদের পুত্র প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, আম্ব প্রমুখ, সেই রুক্মিণী প্রমুখ আট পাটরাণী এবং ভৌমাসুরকে বধ করে যে সব সহস্র সহস্র পত্নীদের জয় করে এনেছেন, তাঁরা সকলেই অতীব ধন্যা। কারণ এঁরা সকলে পরাধীন ও অপবিত্র নারীকুলকে পবিত্র এবং উজ্জ্বল করেছেন। এঁদের মহিমা বর্ণনা করা কি কারুর পক্ষে সম্ভব ? এঁদের স্বামী সাক্ষাৎ কমল-নয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নানাপ্রকার প্রিয়বস্তু আহরণ করে এবং স্বর্গীয় পারিজাত প্রভৃতি দুর্লভ বস্তু উপহারের দ্বারা তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ দিয়ে মনোরঞ্জন করেছেন এবং কখনও তাঁদের ছেড়ে

[১]প্রা.পা.—সাত্বতঃ। [২]প্রা.পা.—সুজন্মনা। [৩]প্রা.পা.—যদনুগ্রহোষিতং স্মিতাং.। [৪]প্রা.পা.—সখ্যমৃতাধরং। [৫]প্রা.পা.— বিশুষ্মিণঃ.। [৬]প্রা.পা.—সাম্বপ্রসবাদয়োঽপরাঃ।

এবংবিধা গদন্তীনাং স গিরঃ পুরযোষিতাম্।
নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ॥ ৩১

অজাতশত্রুঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ।
পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎ প্রাযুঙ্ক্ত চতুরঙ্গিণীম্॥ ৩২

অথ দূরাগতান্ শৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্[১]।
সংনিবর্ত্য দৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ প্রায়াৎ স্বনগরীং প্রিয়ৈঃ॥ ৩৩

কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্।
ব্রহ্মাবর্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ॥ ৩৪

মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্।
আনর্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্‌বিভুঃ॥ ৩৫

তত্র তত্র হ তত্রত্যৈর্হরিঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ।
সায়ং ভেজে দিশং পশ্চাদ্ গবিষ্ঠো গাং গতস্তদা॥ ৩৬

অন্যত্র যেতেন না॥ ২৯-৩০ ॥

হস্তিনাপুরের পুরনারীগণ এই রকম কথোপকথন করছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য দৃষ্টিতে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে সেখান থেকে দ্বারকার পথে চলতে লাগলেন॥ ৩১ ॥ পাছে কোনও শত্রু তাঁকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহবশত শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করবার জন্য হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সেনা তাঁর সাথে দিয়ে দিলেন॥ ৩২ ॥ অনন্তর অত্যন্ত প্রীতিবশত কুরুবংশী পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাথে বহুদূর পর্যন্ত অনুগমন করলেন। তাঁরা ভাবী বিরহে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সাথে তাঁদের নিবৃত্ত করে সাত্যকি, উদ্ধব প্রমুখ প্রিয় বন্ধুদের সাথে দ্বারকা যাত্রা করলেন॥ ৩৩ ॥ হে শৌনক ! তিনি কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেন, যমুনার তীরবর্তী প্রদেশ ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বত ও মরুধন্ব দেশ অতিক্রম করে সৌবীর ও আভীর দেশের পশ্চিম দিকে আনর্ত দেশে এসে পৌঁছালেন। বহুপথ চলার পরিশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের রথের ঘোড়াগুলিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল॥ ৩৪-৩৫ ॥ পথের মধ্যে জায়গায় জায়গায় স্থানীয় অধিবাসীরা ভগবানকে নানা-বিধ উপঢৌকন দিয়ে পূজা, আপ্যায়ন করল ; সন্ধ্যা-কালে তিনি দ্বারকার প্রান্তে উপস্থিত হলেন ; সূর্যও অস্তগামী হলেন॥ ৩৬ ॥

ইতি[২] শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
নৈমিষীয়োপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণদ্বারকাগমনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০ ॥
শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
শ্রীকৃষ্ণদ্বারকাগমন নামক দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

অথ একাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজোচিত অভ্যর্থনা

সূত উবাচ

আনর্তান্ স উপব্রজ্য স্বৃদ্ধাঞ্জনপদান্ স্বকান্।
দধ্মৌ দরবরং[৩] তেষাং বিষাদং শময়ন্নিব॥ ১

সূত বললেন—শ্রীকৃষ্ণ সমৃদ্ধিশালী আনর্ত নামক নিজের দেশে পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের ভগবদ্বিচ্ছেদজনিত দুঃখ প্রশমিত করে নিজের

[১]প্রা.পা.—বিদুরান্বিতান্। [২]প্রাচীন বইয়ে 'ইতি...' থেকে '...সূত উবাচ।' পর্যন্ত নেই। । [৩]প্রা.পা.—শঙ্খবরং।

স[১] উচ্চকাশে ধবলোদরো দরো-

ঽপ্যুরুক্রমস্যাধরশোণশোণিমা।

দাধ্মায়মানঃ করকঞ্জসম্পুটে

যথাব্জখণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ॥ ২

তমুপশ্রুত্য নিনদং জগদ্ভয়ভয়াবহম্।

প্রত্যুদ্যযুঃ প্রজাঃ সর্বা ভর্তৃদর্শনলালসাঃ॥ ৩

তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ।

আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা॥ ৪

প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদয়া গিরা।

পিতরং সর্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ[২]॥ ৫

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং

বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্।

পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং

ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ[৩] প্রভুঃ॥ ৬

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন

ত্বমেব মাতাথ[৪] সুহৃৎ পতিঃ পিতা।

ত্বং সদ্গুরুর্নঃ পরমং চ দৈবতং

যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম॥ ৭

অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং

ত্রৈবিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্।

প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং

পশ্যেম রূপং তব সর্বসৌভগম্॥ ৮

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্

কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।

তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্

রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত[৫]॥ ৯

ইতি চোদীরিতা বাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎসলঃ।

শৃণ্বানোঽনুগ্রহং দৃষ্ট্যা বিতন্বন্ প্রাবিশৎ পুরীম্[৬]॥ ১০

বিখ্যাত পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খে ধ্বনি করলেন॥ ১ ॥ ভগবানের রক্তবর্ণ অধররাগে রঞ্জিত হয়ে সেই শ্বেতবর্ণ শঙ্খ ধ্বনিকালে শ্রীকৃষ্ণের করকমলদ্বয়ের মধ্যে এমন শোভিত হচ্ছিল যেন রক্তপদ্মের মধ্যে বসে কোনও রাজহংস উচ্চৈঃস্বরে মধুর কলরব করছে॥ ২ ॥ ভগবানের শঙ্খের সেই ধ্বনি জগতের ভয়কে ভীত করছিল। সেই ধ্বনি শুনে সকল প্রজাবৃন্দ তাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের মানসে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল॥ ৩ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, তিনি নিজে সর্বদাই আনন্দস্বরূপে বর্তমান থেকে পূর্ণকাম, তা হলেও মানুষ যেমন অতীব শ্রদ্ধা সহকারে ভগবান সূর্যকেও দীপ জেলে পূজা করে, সেই রকমই বহুবিধ উপহার সামগ্রী প্রদান করে পুরবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করল॥ ৪ ॥ সকলের মুখই আনন্দে প্রফুল্ল হয়েছিল। তারা সকলে আনন্দ গদ্গদ বাক্যে সকলের বন্ধু ও তাদের রক্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক এমনভাবে স্তুতি করতে লাগল যেমনভাবে বালক তার পিতার সাথে নিজের আধ আধ বুলি দিয়ে কথোপকথন করে॥ ৫ ॥ হে প্রভু! আমরা আপনার সেই চরণকমলে সদাসর্বদাই প্রণাম জানাই যেই পাদপদ্ম ব্রহ্মা, মহাদেব ও ইন্দ্র পর্যন্ত বন্দনা করেন, যেই পাদপদ্ম এই জগতে পরম কল্যাণকামীর কাছে সর্বোত্তম আশ্রয়, যার শরণ গ্রহণ করলে মহাশক্তিশালী কালও বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারে না॥ ৬ ॥ হে বিশ্বভাবন! আপনিই আমাদের মাতা, বন্ধু, প্রভু ও পিতা ; আপনিই আমাদের সদ্গুরু ও ইষ্টদেব। আপনার চরণ সেবার অধিকার পেয়ে আমরা কৃতার্থ হয়েছি। আপনিই আমাদের কল্যাণকারী ॥ ৭ ॥ আহা! আপনাকে পেয়ে আজ আমরা রক্ষাকারী পেলাম অর্থাৎ অভিভাবক পেলাম ; কারণ আপনার সর্ব-সৌন্দর্যসার অনুপম রূপ আমরা দর্শন করতে পারছি, কী অপরূপ বদনমণ্ডল। প্রেমহাস্যবিজড়িত স্নিগ্ধদৃষ্টি! এই দর্শন তো দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ॥ ৮ ॥ হে কমললোচন! হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যখন আপনার আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য হস্তিনাপুরে অথবা মথুরাপুরীতে যান, তখন আপনার অদর্শনে আমাদের এক একটি মুহূর্তও কোটি বৎসরের মতো দীর্ঘ মনে হয়। আপনাকে ছাড়া আমাদের সেই দশা হয় যেমন সূর্য না

[১]প্রাচীন বইয়ে এই শ্লোক নেই। [২]প্রা.পা.—সুহৃদং সবিতার.। [৩]প্রা.পা.—পরঃ প্রভো। [৪]প্রা.পা.—মাতাত্মসুহৃৎ পিতা পতিঃ। [৫]প্রাচীন বইয়ে নবম শ্লোকের পরে একটি শ্লোক বেশী আছে, যা এই রকম—'কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্। জীবাম তে সুন্দরহাসশোভিতমপশ্যমানা বদনং মনোহরম্॥' [৬]প্রা.পা.—পুরম্।

মধুভোজদশার্হার্হকুকুরান্ধকবৃষ্ণিভিঃ।
আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব॥ ১১

সর্বর্তুসর্ববিভবপুণ্যবৃক্ষলতাশ্রমৈঃ।
উদ্যানোপবনারামৈর্বৃতপদ্মাকরশ্রিয়ম্ ॥ ১২

গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাম্।
চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরন্তঃ প্রতিহতাতপাম্॥ ১৩

সম্মার্জিতমহামার্গরথ্যাপণকচত্বরাম্।
সিক্তাং গন্ধজলৈরুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ॥ ১৪

দ্বারি দ্বারি গৃহাণাং চ দধ্যক্ষতফলেক্ষুভিঃ।
অলংকৃতাং পূর্ণকুম্ভৈর্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ[১]॥ ১৫

নিশম্য প্রেষ্ঠমায়ান্তং বসুদেবো মহামনাঃ।
অক্রূরশ্চোগ্রসেনশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ॥ ১৬

প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো[২] জাম্ববতীসুতঃ।
প্রহর্ষবেগোচ্ছশিতশয়নাসনভোজনাঃ ॥ ১৭

বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণৈঃ[৩] সসুমঙ্গলৈঃ।
শঙ্খতূর্যনিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ চাদৃতাঃ।
প্রত্যুজ্জগ্মু[৪] রথৈর্হৃষ্টাঃ[৫] প্রণয়াগতসাধ্বসাঃ॥ ১৮

বারমুখ্যাশ্চ শতশো যানৈস্তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
লসৎ কুণ্ডলনির্ভাতকপোলবদনশ্রিয়ঃ[৬]॥ ১৯

নটনর্তকগন্ধর্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।
গায়ন্তি[৭] চোত্তমশ্লোকচরিতান্যদ্ভুতানি চ॥ ২০

থাকলে চোখের ! ॥ ৯ ॥ ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রজাদের এই সব কথা শুনতে শুনতে এবং তাদের ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন॥ ১০ ॥

অনন্ত প্রমুখ নাগগণ যেমন তাঁদের ভোগবতী (পাতালপুরী) রক্ষা করেন, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বারকাপুরী অতুলনীয় পরাক্রমশালী মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশী যাদবগণ সুরক্ষিত রেখেছিল॥ ১১ ॥ সেই দ্বারকাপুরী সমস্ত ঋতুর পূর্ণবিভবসম্পন্ন অর্থাৎ ফলপুষ্পাদি এবং পবিত্র বৃক্ষ ও লতামণ্ডপযুক্ত ছিল। স্থানে স্থানে ফলপূর্ণ উদ্যান, পুষ্পবাটিকা এবং বিহারকানন। মাঝে মাঝে পদ্ম-ফুলে শোভিত সরোবর নগরের শোভা বৃদ্ধি করছিল॥ ১২ ॥ পুরীর প্রবেশদ্বার, মহলের দ্বার এবং পথসমূহে উৎসবকালীন তোরণ সংস্থাপিত হয়েছিল। চারদিকে চিত্রবিচিত্র ধ্বজা ও পতাকা সূর্যের তাপ নিবারিত করছিল॥ ১৩ ॥ দ্বারকাপুরীর রাজপথ ও অন্যান্য পথসমূহ, হাট, বাজার এবং চৌরাস্তা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে সুগন্ধি জলে অভিসিঞ্চিত করা হয়েছিল। আবার ভগবানকে অভ্যর্থনা জানাতে ফল, ফুল, তণ্ডুল ও শস্যাঙ্কুর সর্বত্র বিকীর্ণ করা হয়েছিল॥ ১৪ ॥ প্রত্যেক গৃহদ্বার দধি, অক্ষত, ফল, ইক্ষুদণ্ড, পূর্ণকুম্ভ, পূজার উপকরণ ও ধূপ দীপের দ্বারা শোভিত করা হয়েছিল॥১৫॥

উদারহৃদয় বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, মহা-পরাক্রমশালী বলরাম, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্তা পেলেন, তখন আনন্দাতিশয্যে তাঁরা নিজেদের শয়ন, উপবেশন, ভোজন, ইত্যাদি আবশ্যকীয় কার্য পরিত্যাগ করলেন। তাঁদের হৃদয় আবেগে উদ্বেলিত হচ্ছিল। মাঙ্গলিক শোভাযাত্রায় এক রাজহস্তীকে সামনে নিয়ে তাঁর স্বস্ত্যয়ন (বেদমন্ত্র) পাঠ করতে করতে মাঙ্গলিক সামগ্রীতে সুসজ্জিত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে করে চললেন। শঙ্খ ও তূর্য ধ্বনি হতে থাকল আর বেদধ্বনি চলতে লাগল। তাঁরা সকলে আনন্দিত মনে রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন করলেন॥ ১৬-১৮ ॥ সুশোভন কুণ্ডলকান্তিবিকশিতবদনা শত শত বারবধূগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনমানসে পাল্কী চড়ে ভগবানের প্রত্যুদ্গমন করল॥ ১৯ ॥ নট, নর্তক, গায়ক, সূতগণ,

[১]প্রা.পা.—দীপধূপকৈঃ। [২]প্রা.পা.—চারুসাম্বগদাদয়ঃ। [৩]প্রা.পা.—ব্রাহ্মণৈস্ত সুমঙ্গলৈঃ। [৪]প্রা.পা.—প্রতিজগ্মু। [৫]প্রা.পা.—রথৈর্দ্রষ্টুন্। [৬]প্রা.পা.—নির্ভিন্ন.। [৭]প্রা.পা.—গায়ন্ত উত্তমশ্লোক.।

ভগবাংস্তত্র বন্ধূনাং পৌরাণামনুবর্তিনাম্।
যথাবিধ্যুপসংগম্য সর্বেষাং মানমাদধে॥ ২১

প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষকরস্পর্শস্মিতেক্ষণৈঃ[১]।
আশ্বাস্য চাশ্বপাকেভ্যো বরৈশ্চাভিমতৈর্বিভুঃ॥ ২২

স্বয়ং চ গুরুভির্বিপ্রৈঃ সদারৈঃ স্থবিরৈরপি।
আশীর্ভির্যুজ্যমানোঽন্যৈর্বন্দিভিশ্চাবিশৎ পুরম্[২]॥ ২৩

রাজমার্গং গতে কৃষ্ণে দ্বারকায়াঃ[৩] কুলস্ত্রিয়ঃ।
হর্ম্যাণ্যারুরুহুর্বিপ্র তদীক্ষণমহোৎসবাঃ॥ ২৪

নিত্যং নিরীক্ষমাণানাং যদপি দ্বারকৌকসাম্।
নৈব তৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়ো ধামাঙ্গমচ্যুতম্॥ ২৫

শ্রিয়ো নিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্।
বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্॥ ২৬

সিতাতপত্রব্যজনৈরুপস্কৃতঃ
প্রসূনবর্ষৈরভিবর্ষিতঃ পথি।
পিশঙ্গবাসা বনমালয়া বভৌ
ঘনো যথার্কোডুপচাপবৈদ্যুতৈঃ॥ ২৭

প্রবিষ্টস্তু গৃহং পিত্রোঃ[৪] পরিষ্বক্তঃ[৫] স্বমাতৃভিঃ।
ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকীপ্রমুখা মুদা॥ ২৮

তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ॥ ২৯

বংশাবলী পাঠক মাগধগণ এবং স্তুতিপাঠক বন্দীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য লীলাসকল কীর্তন করতে করতে চলল॥ ২০ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, নাগরিক ও সেবকদের সাথে যথাযোগ্যভাবে মিলিত হয়ে সকলকে সম্মান প্রদর্শন করলেন॥ ২১ ॥ কাউকে মাথা নত করে প্রণাম করলেন, কাউকে মুখের কথার সম্ভাষণ, কাউকে আলিঙ্গন, কারুর সাথে করমর্দন, কাউকে মৃদুহাস্যে এবং কাউকে কেবল প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে অভিনন্দিত করলেন। প্রত্যেককে তার বাঞ্ছিত বর দান করলেন। এইভাবে আচণ্ডাল সকলকে সন্তুষ্ট করে গুরুজন, সস্ত্রীক ব্রাহ্মণগণ, বয়োবৃদ্ধগণ ও অন্যান্য সকলেরই আশীর্বাদ গ্রহণ করে আবার বন্দীদের স্তুতিগান শুনতে শুনতে সকলকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করলেন॥ ২২-২৩ ॥

হে শৌনক ! শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দ্বারকার কুলনারীগণ ভগবানকে দর্শনের পরমানন্দ-লাভের জন্য নিজ নিজ অট্টালিকার ওপরে উঠে গিয়েছিলেন॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল মূর্তিমতী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর নিবাসস্থল। তাঁর মুখারবিন্দ চোখ ভরে পান করার জন্য সৌন্দর্যসুধায়পূর্ণ সুধাপাত্রস্বরূপ। তাঁর বাহুদুটি লোকপালদেরও শক্তি দান করে। তাঁর পাদপদ্ম ভক্ত পরমহংসদের আশ্রয়স্থল। তাঁর প্রতি অঙ্গ শোভাধাম। ভগবানের এই মূর্তি দ্বারকাবাসীগণ নিত্য নিরন্তর দর্শন করেন, তবুও ক্ষণকালের জন্যও তাঁদের চোখের তৃপ্তি হত না॥ ২৫-২৬ ॥ দ্বারকার রাজপথে শ্রীকৃষ্ণের মাথায় শ্বেতছত্র ধরা ছিল, দুপাশে শ্বেতচামর ব্যজন করা হচ্ছিল, চতুর্দিক থেকে পুষ্পবর্ষণ হচ্ছিল, তিনি পীতাম্বর ও কণ্ঠে বনমালা ধারণ করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁকে এমন শোভাময় দেখাচ্ছিল যেন একটি শ্যামল মেঘের গায়ে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রনিকর, ইন্দ্রধনু ও স্থির সৌদামিনী একত্র মিলিত হয়েছে॥ ২৭ ॥

সর্বাগ্রে ভগবান তাঁর মাতাপিতার ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি আনন্দ সহকারে দেবকী প্রমুখ সপ্ত মাতাকে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করলেন এবং মায়েরাও তাঁকে আলিঙ্গন করে কোলে বসালেন। স্নেহের আধিক্যবশত তাঁদের স্তন থেকে ক্ষীরধারা ক্ষরণ হতে লাগল, তাঁদের হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল এবং

[১]প্রা.পা.—বান্ধবানথ আশ্লিষ্য। [২]প্রা.পা.—পুরীম্। [৩]প্রা.পা.—দ্বারকায়াং। [৪]প্রা.পা.—কৃষ্ণঃ।
[৫]প্রা.পা.—পরিষ্বক্তশ্চ মাতৃভিঃ।

অথাবিশৎ স্বভবনং সর্বকামমনুত্তমম্।
প্রাসাদা যত্র পত্নীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ॥ ৩০

পত্ন্যঃ পতিং প্রোষ্য গৃহানুপাগতং
বিলোক্য সংজাতমনোমহোৎসবাঃ।
উত্তস্থুরারাৎ সহসাহসনাশয়াৎ[১]
সাকং ব্রতৈর্ব্রীড়িতলোচনাননাঃ॥ ৩১

তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা
দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্।
নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু নেত্রয়ো-
র্বিলজ্জতীনাং[২] ভৃগুবর্য বৈক্লবাৎ॥ ৩২

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগত-
স্তথাপি[৩] তস্যাঙ্‌ঘ্রিযুগং নবং নবম্।
পদে পদে কা বিরমেত তৎপদা-
চ্চলাপি যচ্ছ্রীর্ন জহাতি কর্হিচিৎ॥ ৩৩

এবং নৃপাণাং ক্ষিতিভারজন্মনা-
মক্ষৌহিণীভিঃ পরিবৃত্ততেজসাম্[৪]।
বিধায় বৈরং শ্বসনো যথানলং
মিথো বধেনোপরতো[৫] নিরায়ুধঃ॥ ৩৪

স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা॥ ৩৫

আনন্দাশ্রু দিয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করতে লাগলেন॥ ২৮-২৯ ॥ মায়েদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি সমস্ত ভোগসামগ্রীতে পরিপূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে ষোল হাজার পত্নীর জন্য আলাদা আলাদা মহল ছিল॥ ৩০ ॥ প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ বহু দিন প্রবাসে কাটিয়ে বাড়িতে ফিরে আসাতে তাঁরা খুবই আনন্দিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণকে সামনে দেখে কৃষ্ণধ্যান পরিত্যাগ করে তাঁরা সহসা উঠে দাঁড়ালেন ; তাঁরা কেবল আসনই নয় এমনকি ব্রতধারণ* পর্যন্ত পরিত্যাগ করলেন—যে ব্রত পতি প্রবাসে থাকার জন্য তাঁরা পালন করছিলেন। সেই সময়ে তাঁদের চোখ মুখ লজ্জায় কাতর হয়ে গিয়েছিল॥ ৩১ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। প্রথমে মনে মনে, তারপর দৃষ্টি দিয়ে, তারপর পুত্রদের ছলে দেহ দ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। হে শৌনক ! সেই সময়ে তাঁরা লজ্জাবশত প্রেমাশ্রু নিরুদ্ধ করে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রেমের অবশতা হেতু কিছু নয়নবারি ঝরে পড়ল॥ ৩২ ॥ যদিও শ্রীকৃষ্ণ একান্তে সর্বদাই তাঁদের কাছে থাকতেন তবুও তাঁর চরণকমল প্রতিক্ষণে তাঁদের কাছে নতুন নতুন মনে হত। স্বভাবত চঞ্চলা হয়েও লক্ষ্মীদেবী যেই শ্রীচরণ এক ক্ষণের জন্যও হাতছাড়া করেন না, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন থেকে অন্য কোন্ নারী নিবৃত্ত হতে পারে ! ॥ ৩৩ ॥

বায়ু যেমন বাঁশের পরস্পর ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন ক'রে দাবানল সৃষ্টি করে সব কিছু জ্বালিয়ে শেষ ক'রে দেয়, সেইরকমই পৃথিবীর ভারস্বরূপ ও শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরোধ জন্মিয়ে, নিজে কোনও শস্ত্রধারণ না করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক অক্ষৌহিণী সেনাসমেত পরস্পরকে দিয়ে পরস্পরকে বিনাশ করে শেষে নিজে নিবৃত্ত হয়েছিলেন॥ ৩৪ ॥ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই নিজ লীলা দ্বারা এই মর্তভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সহস্র রমণীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো বিহার করেছেন॥ ৩৫ ॥ যাঁদের নির্মল ও মধুর হাসি তাঁদের মনের উন্মুক্ত ভাব

[১]প্রা.পা.—সহসাসনাশ্রয়াৎ সকঞ্চুকা ব্রীড়িত.। [২]প্রা.পা.—বিলজ্জিতানাং। [৩]প্রা.পা.—রহোগতস্তাসাং তথাপ্যঙ্‌ঘ্রিযুগং। [৪]প্রা.পা.—পরিবৃদ্ধ.। [৫]প্রা.পা.—বধায়োপরতো।

*পতি ভিন্ন দেশে গমন করলে স্ত্রীর পক্ষে পালনীয় কর্তব্য হল—ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্। হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎপ্রোষিতভর্তৃকা॥ আমোদ-প্রমোদ, শৃঙ্গার, উৎসবে যোগদান, হাসি-ঠাট্টা এবং অপরের গৃহে যাওয়া—স্ত্রীর পক্ষে এই পাঁচটি কর্ম ত্যাগ করা উচিত। (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি)

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
শ্রীড়াবলোকনিহতো মদনোঽপি যাসাম্।
সম্মুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ॥ ৩৬

তময়ং[১] মন্যতে লোকো হ্যসঙ্গমপি সঙ্গিনম্।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং[২] যতোঽবুধঃ॥ ৩৭

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ৩৮

তং মেনিরেঽবলা মূঢ়াঃ স্ত্রৈণং চানুব্রতং রহঃ।
অপ্রমাণবিদো ভর্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা॥ ৩৯

প্রকাশ করতঃ যে সলজ্জ হাসি ও দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে বিশ্ববিজয়ী কামদেব পর্যন্ত তাঁর ফুলধনু ত্যাগ করে দিয়েছিলেন—সেই সুন্দরী কামিনীগণ তাঁদের কপট কটাক্ষ বিক্ষেপাদি দ্বারা যাঁর বিন্দুমাত্রও মনঃক্ষোভ উৎপাদন করতে পারেননি, সেই অসঙ্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মায়াবদ্ধ সংসারী মানুষ নিজেদের মত ব্যবহার করতে দেখে তাঁকে প্রাকৃত গুণযুক্ত বলে মনে করে—এটি তাদের মূর্খতা॥ ৩৬-৩৭ ॥ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই তো এই যে, তিনি প্রকৃতিতে থেকেও প্রাকৃত গুণের দ্বারা কখনও লিপ্ত হন না, যেমন ভগবানে আশ্রিত বুদ্ধি কর্তৃত্বাদি কর্মে, প্রাকৃত গুণাদিতে কার্যরত থেকেও তাতে লিপ্ত হয় না॥ ৩৮ ॥ সেই মূঢ়া রমণীগণও শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত অনুগত ও স্ত্রৈণ বলে মনে করতেন ; কারণ তাঁরা স্বামীর ঐশ্বর্য প্রভাব জানতেন না—যেমন অহংকারবৃত্তি ঈশ্বরকে নিজের ধর্মে যুক্ত বলে মনে করে (অহংকারে কৃত কার্যগুলি যেমন আত্মাকে নিজের গুণের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করে)॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণদ্বারকাপ্রবেশো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে কৃষ্ণদ্বারকাপ্রবেশ নামক একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১১ ॥

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের জন্ম

শৌনক উবাচ

অশ্বত্থাম্নোপসৃষ্টেন[৩] ব্রহ্মশীর্ষ্ণোরুতেজসা।
উত্তরায়া হতো গর্ভ ঈশেনাজীবিতঃ পুনঃ॥ ১
তস্য জন্ম মহাবুদ্ধেঃ কর্মাণি চ মহাত্মনঃ।
নিধনং চ যথৈবাসীৎ স প্রেত্য গতবান্ যথা॥ ২
তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো গদিতুং[৪] যদি মন্যসে।

শৌনক বললেন—অশ্বত্থামা যে মহাতেজোময় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন তাতে উত্তরার গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে পুনরায় জীবিত করে দিয়েছিলেন॥ ১ ॥ সেই গর্ভের থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাজ্ঞানী, মহাত্মা পরীক্ষিৎ যাঁকে ব্যাসনন্দন শুকদেব শ্রীভগবানের লীলাকথা শুনিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে যে গতি—

[১]প্রা.পা.—মন্বতে তময়ং লোকো। [২]প্রা.পা.—ব্যাপৃণ্বানমতোঽবুধঃ। [৩]প্রা.পা.—অশ্বত্থাম্না বিসৃষ্টেন।
[৪]প্রা.পা.—স ত্বং বা।

ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যস্য জ্ঞানমদাচ্ছুকঃ॥ ৩

সূত উবাচ

অপীপলদ্ধর্মরাজঃ[১] পিতৃবদ্ রঞ্জয়ন্ প্রজাঃ।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদাব্জসেবয়া[২]॥ ৪

সম্পদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরো মহী।
জম্বূদ্বীপাধিপত্যং চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতম্॥ ৫

কিং তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজাঃ[৩]।
অধিজহ্রুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে॥ ৬

মাতুর্গর্ভগতো বীরঃ স তদা[৪] ভৃগুনন্দন।
দদর্শ পুরুষং কঞ্চিদ্দহ্যমানোঽস্ত্রতেজসা[৫]॥ ৭

অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনম্[৬]।
অপীচ্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্‌বাসসমচ্যুতম্॥ ৮

শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্বাহুং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্।
ক্ষতজাক্ষং[৭] গদাপাণিমাত্মনঃ সর্বতোদিশম্।
পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ॥ ৯

অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোপতিঃ।
বিধমন্তং সংনিকর্ষে পর্যৈক্ষত ক ইত্যসৌ॥ ১০

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্মগুব্ বিভুঃ।
মিষতো দশমাসস্য তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ॥ ১১

সেই সব বৃত্তান্ত আপনি যদি উচিত মনে করেন তাহলে আমাদের বলুন। আমরা সেই বৃত্তান্তে অতীব শ্রদ্ধাশীল অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, আমরা তা শুনতে চাই॥ ২-৩॥

সূত বললেন—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃবৎ পরম স্নেহে প্রজাপালন করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অনুরাগবশতই ঐহিক ও পারত্রিক সব রকম কামনাতেই তিনি বীতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন॥ ৪ ॥

হে শৌনকাদি ঋষিগণ! তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন, বড় বড় যজ্ঞ করেছিলেন এবং সেই যজ্ঞের ফলস্বরূপ শ্রেষ্ঠ লোকসমূহের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর মহিষীগণ এবং ভাইয়েরা তাঁর অনুগত ছিল। সসাগরা পৃথিবীর তিনি অধিপতি ছিলেন, তিনি জম্বুদ্বীপের প্রভু ছিলেন এবং তাঁর পুণ্যকীর্তি স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল॥ ৫ ॥ দেবদুর্লভ ভোগসামগ্রী তাঁর করায়ত্ত ছিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাদ্যদ্রব্য ছাড়া মালাচন্দনাদি অন্যান্য দ্রব্যের যেমন কোনও কদর থাকে না, তেমনই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোনও কিছুই তাঁর প্রীতি উৎপাদন করতে পারত না॥ ৬ ॥

হে শৌনক! উত্তরার গর্ভস্থ সেই বীর শিশু পরীক্ষিৎ যখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দগ্ধ হচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান অপূর্বদর্শন এক পুরুষকে দেখতে পেয়েছিলেন॥ ৭ ॥ সেই পুরুষ দেখতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত, নির্মল কান্তিযুক্ত। শ্যামবর্ণ দেহলতা, বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল পীতবসন পরিহিত, মস্তকে অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ কিরীট। সেই নির্বিকার পুরুষের আজানুলম্বিত সুন্দর চারটি বাহু। কর্ণে তপ্ত কাঞ্চনের সুবর্ণকুণ্ডল, আরক্তলোচন, প্রজ্বলিত উল্কাদণ্ডের মতো দীপ্তিসম্পন্ন গদা চালিয়ে তিনি পরীক্ষিতের চতুর্দিকে ঘুরছিলেন॥ ৮-৯ ॥ সূর্য যেমন নিজের কিরণজালে হিমকণাসকল গলিয়ে দেয়, সেইরকমই তিনি তাঁর সেই গদা দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজকে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছিলেন। সেই পুরুষকে নিজের সন্নিকটে দেখে সেই গর্ভস্থ শিশু চিন্তা করতে লাগলেন যে, এই পুরুষ কে! ॥ ১০ ॥ এইভাবে ধর্মরক্ষক, অপ্রমেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ নিষ্প্রভ করে সেই দশমাস বয়স্ক শিশুর সামনেই অন্তর্ধান করলেন॥ ১১ ॥

তারপর অনুকূল গ্রহগণের উদয়ে সকল গুণের

[১]প্রা.পা.—অপালয়দ্। [২]প্রা.পা.—পাদানুসেবয়া। [৩]প্রা.পা.—দ্বিজ। [৪]প্রা.পা.—তথা।
[৫]প্রা.পা.—দহ্যমানস্ত্র তেজসা। [৬]প্রা.পা.—মৌলিকম্। [৭]প্রা.পা.—শঙ্খচক্রাগদা.।

ততঃ সর্বগুণোদর্কে সানুকূলগ্রহোদয়ে।
জজ্ঞে বংশধরঃ পাণ্ডোর্ভূয়ঃ পাণ্ডুরিবৌজসা॥ ১২

তস্য প্রীতমনা রাজা বিপ্রৈর্ধৌম্যকৃপাদিভিঃ[১]।
জাতকং কারয়ামাস বাচয়িত্বা চ মঙ্গলম্॥ ১৩

হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্নৃপতির্বরান্[২]।
প্রাদাৎ স্বন্নং[৩] চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্থে স তীর্থবিৎ॥ ১৪

তমূচুর্ব্রাহ্মণাস্তুষ্টা রাজানং প্রশ্রয়ান্বিতম্।
এষ হ্যস্মিন্ প্রজাতন্তৌ পুরূণাং পৌরবর্ষভ[৪]॥ ১৫

দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ুষি।
রাতো বোঽনুগ্রহার্থায়[৫] বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ১৬

তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে বৃহচ্ছ্রবাঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মহাভাগবতো মহান্॥ ১৭

যুধিষ্ঠির[৬] উবাচ

অপ্যেষ বংশ্যান্ রাজর্ষীন্[৭] পুণ্যশ্লোকান্ মহাত্মনঃ।
অনুবর্তিতা স্বিদ্‌যশসা সাধুবাদেন সত্তমাঃ॥ ১৮

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ

পার্থ প্রজাবিতা সাক্ষাদিক্ষ্বাকুরিব মানবঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা॥ ১৯

এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যৌশীনরঃ শিবিঃ।
যশো বিতনিতা[৮] স্বানাং দৌষ্যন্তিরিব যজ্বনাম্॥ ২০

ধন্বিনামগ্রণীরেষ তুল্যশ্চার্জুনয়োর্দ্বয়োঃ।
হুতাশ ইব দুর্ধর্ষঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ॥ ২১

উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসূচক শুভলগ্নে পাণ্ডু বংশধর পরীক্ষিতের জন্ম হল। জন্মের সময়ই সেই বালককে এমন তেজস্বী দেখাচ্ছিল যেন স্বয়ং রাজা পাণ্ডুই পুনর্জন্ম গ্রহণ করলেন॥ ১২ ॥ পৌত্রের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ শুনে রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় আহ্লাদিত হলেন। তিনি ধৌম্য, কৃপাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন ও নবজাতকের জাতকর্ম সম্পাদন করালেন॥ ১৩ ॥ মহারাজ যুধিষ্ঠির দানের উপযুক্ত অবসর বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রজাতীর্থ* নামক লগ্নে অর্থাৎ নাড়ী কাটবার পূর্বেই, ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ, গাভী, ভূমি, গ্রাম, উৎকৃষ্ট হস্তী ও অশ্ব এবং উত্তম অন্নাদি দান করলেন॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হয়ে বিনয়াবনত যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'হে পুরুবংশ-প্রদীপ ! কালের দুর্জয় প্রভাবে এই পুরুবংশ প্রায় নষ্ট হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেই ভগবান বিষ্ণু এই নবজাত বালকটি দান করে তোমাদের বংশ রক্ষা করে দিয়েছেন॥ ১৫-১৬ ॥ তাই এর নাম হবে বিষ্ণুরাত। এই বালক যে জগতে বিপুল যশস্বী ও পরমভাগবত মহাপুরুষ হবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই'॥ ১৭ ॥

যুধিষ্ঠির বললেন—হে বিপ্রগণ ! এই বালক স্বীয় উজ্জ্বল যশের দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্রকীর্তি ও উদারচরিত্র রাজর্ষিগণের অনুবৃত্তি করবে তো ? ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণগণ বললেন—হে ধর্মরাজ ! এই বালক মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর মতো আপন প্রজাদের পালন করবে এবং দশরথ-নন্দন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সমান ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হবে॥ ১৯ ॥ উশীনর দেশের রাজা শিবির মতো দাতা ও শরণাগতবৎসল হবে এবং যাজ্ঞিকদের মধ্যে দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের মতো নিজ বংশের যশ বিস্তার করবে॥ ২০ ॥ ধনুর্ধরীদের মধ্যে এ সহস্রবাহু অর্জুন এবং নিজ পিতামহ পার্থের মতো শীর্ষস্থানীয় হবে। অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ এবং সমুদ্রের মতো দুস্তর হবে ॥ ২১ ॥ সিংহের

[১]প্রা.পা.—বিপ্রৈর্জাতক্রিয়াদিভিঃ। [২]প্রা.পা.—হয়াশ্চ নৃপতি.। [৩]প্রা.পা.—প্রাদাৎ স্বয়ং চ। [৪]প্রা.পা.—পৌরবর্ষভঃ। [৫]প্রা.পা.— বৌ। [৬]প্রা.পা.—রাজোবাচ। [৭]প্রা.পা.—রাজর্ষিঃ। [৮]প্রা.পা.—যথোচিতবিধাতা চ দৌষ্যন্তি.।

*নাড়ি ছেদনের পূর্বে অশৌচ স্পর্শ করে না। কাজেই বলা হয় যে—'যাবন্ন ছিদ্যতে নালং তাবন্নাপ্নোতি সূতকম্। ছিন্নে নালে ততঃ পশ্চাৎ সূচকং তু বিধীয়তে॥' এই সময়টুকুকে 'প্রজাতীর্থ' সময় বলা হয়। এই সময়ে যে দান করা হয় তা অক্ষয় হয়ে থাকে। স্মৃতিতে বলা হয়েছে—'পুত্রে জাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্।' অর্থাৎ পুত্রের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে তথা ব্যতীপাতকালে যে দান দেওয়া হয় তা অক্ষয় হয়ে থাকে।

মৃগেন্দ্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব।
তিতিক্ষুর্বসুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব॥ ২২

পিতামহসমঃ সাম্যে প্রসাদে গিরিশোপমঃ।
আশ্রয়ঃ সর্বভূতানাং যথা দেবো রমাশ্রয়ঃ॥ ২৩

সর্বসদ্‌গুণমাহাত্ম্যে[১] এষ কৃষ্ণমনুব্রতঃ।
রন্তিদেব ইবোদারো যযাতিরিব ধার্মিকঃ॥ ২৪

ধৃত্যা বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদ্‌গ্রহঃ[২]।
আহর্তৈষোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্যুপাসকঃ॥ ২৫

রাজর্ষীণাং জনয়িতা শাস্তা চোৎপথগামিনাম্।
নিগ্রহীতা কলেরেষ ভুবো ধর্মস্য কারণাৎ॥ ২৬

তক্ষকাদাত্মনো মৃত্যুং দ্বিজপুত্রোপসর্জিতাৎ।
প্রপৎস্যত উপশ্রুত্য মুক্তসঙ্গঃ পদং হরেঃ॥ ২৭

জিজ্ঞাসিতাত্মযাথাত্ম্যো মুনের্ব্যাসসুতাদসৌ।
হিত্বেদং নৃপ গঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধাকুতোভয়ম্॥ ২৮

ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা জাতককোবিদাঃ।
লব্ধাপচিতয়ঃ সর্বে প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্॥ ২৯

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে[৩] দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ॥ ৩০

স রাজপুত্রো ববৃধে আশু শুক্ল ইবোড়ুপঃ।
আপূর্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব সোঽন্বহম্॥ ৩১

যক্ষ্যমাণোঽশ্বমেধেন জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া।
রাজালব্ধধনো[৪] দধ্যাবন্যত্র[৫] করদণ্ডয়োঃ॥ ৩২

তদভিপ্রেতমালক্ষ্য ভ্রাতরোঽচ্যুতচোদিতাঃ।
ধনং প্রহীণমাজহ্রুরুদীচ্যাং দিশি[৬] ভূরিশঃ॥ ৩৩

মতো পরাক্রমী, হিমালয়ের মতো সুখসেব্য, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল এবং পিতামাতার মতো সহিষ্ণু হবে॥ ২২ ॥ এই বালক ব্রহ্মার মতো সমদৃষ্টি, শিবের মতো আশুতোষ এবং রমাপতি বিষ্ণুর মতো প্রাণীগণের আশ্রয়দাতা (পালনকারী) হবে॥ ২৩ ॥ এই বালক শ্রীকৃষ্ণের মতো সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন, রন্তিদেবের মতো উদার ও যযাতির মতো ধার্মিক হবে॥ ২৪ ॥ ধৈর্যে বলিরাজের মতো, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠায় প্রহ্লাদের মতো হবে। বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা এবং বয়োবৃদ্ধদের সেবক হবে॥ ২৫ ॥ এঁর পুত্র রাজর্ষি হবে, এই বালক ধর্মমর্যাদালঙ্ঘনকারীদের শাসন করে দণ্ডপ্রদান করবে। ধরিত্রীমাতা ও ধর্মরক্ষার জন্য কলিযুগের নিগ্রহকারী হবে॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণকুমারের শাপে তক্ষক-দংশনে ভবিষ্যৎ মৃত্যুর সংবাদ জেনে এই বালক সর্বাসক্তি ত্যাগ করে শ্রীগোবিন্দচরণ আশ্রয় গ্রহণ করবে॥ ২৭ ॥ হে রাজন্ ! ব্যাসনন্দন শুকদেবের কাছে উপদেশ শুনে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে এবং অন্তকালে গঙ্গাতটে নিজের দেহ ত্যাগ করে নিশ্চিতভাবে অভয়পদ লাভ করবে॥ ২৮ ॥

এইভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুনিপুণ সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে জাতকের জন্মলগ্নফল জানিয়ে এবং যথাযোগ্য দান দক্ষিণা পেয়ে যার যার বাড়ি ফিরে গেলেন॥ ২৯ ॥ সেই বালক পৃথিবীতে পরীক্ষিৎ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন ; কারণ এই বিষ্ণুরাত বালক গর্ভে থাকাকালীন যে পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁকে সর্বদা স্মরণে রেখে পৃথিবীর মানুষকে ইনি পরীক্ষা করতে থাকতেন যে এই মানুষদের মধ্যে সেই পুরুষ কোন্ জন॥ ৩০ ॥ শুক্লপক্ষে চন্দ্র যেমন প্রতিদিন কলায় কলায় বাড়তে থাকে, সেইভাবেই এই রাজকুমারও তাঁর গুরুজনদের দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে ক্রমশ দিনে দিনে বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন॥ ৩১

এই সময় স্বজন বধের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চনা করতে মনস্থ করলেন, কিন্তু রাজকর ও দণ্ডবাবদ প্রজাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ছাড়া আর কোনো অর্থাগম না থাকাতে তিনি বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন॥ ৩২ ॥ তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় তাঁর ভাইয়েরা উত্তরদিকে রাজা মরুত্ত

[১]প্রা.পা.—মাহাত্ম্যমেষ কৃষ্ণ.। [২]প্রা.পা.—নির্ভরঃ। [৩]প্রা.পা.—পূর্বদৃষ্ট.। [৪]প্রা.পা.—রাজা লব্ধ.।
[৫]প্রা.পা.—দধ্যৌ নান্যত্র। [৬]প্রা.পা.—ভূরিশো দিশি।

তেন সম্ভৃতসম্ভারো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বাজিমেধৈস্ত্রিভির্ভীতো[১] যজ্ঞৈঃ সমযজদ্ধরিম্॥ ৩৪

আহূতো ভগবান্ রাজ্ঞা যাজয়িত্বা দ্বিজৈর্নৃপম্।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদাং প্রিয়কাম্যয়া॥ ৩৫

ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়া সহ বন্ধুভিঃ।
যযৌ দ্বারবতীং ব্রহ্মন্ সার্জুনো যদুভির্বৃতঃ[২]॥ ৩৬

ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিত্যক্ত* বহু সোনাদানা এবং ধনরত্ন নিয়ে এলেন॥ ৩৩ ॥ সেইসব ধনসম্পদ দিয়ে যজ্ঞ-সামগ্রী একত্রিত করে ধর্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চনা করলেন॥ ৩৪ ॥ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞে এসে ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ করিয়ে নিজের আত্মীয়দের প্রীতিবিধানার্থে কয়েকমাস সেখানে থেকে গেলেন॥ ৩৫ ॥ হে শৌনক! তারপর ভাইদের সাথে রাজা যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীর কাছে অনুমতি নিয়ে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে যদুগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে পরীক্ষিজ্জন্মাদ্যুৎকর্ষো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিৎ-জন্ম-উৎকর্ষ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিদুরের উপদেশে গান্ধারীসহ ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন

সূত উবাচ

বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনো গতিম্।
জ্ঞাত্বাগাদ্ধাস্তিনপুরং তয়াবাপ্তবিবিৎসিতঃ॥ ১
যাবতঃ[৩] কৃতবান্ প্রশ্নান্ ক্ষত্তা কৌষারবাগ্রতঃ।
জাতৈকভক্তির্গোবিন্দে তেভ্যশ্চোপররাম হ॥ ২
তং বন্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা ধর্মপুত্রঃ সহানুজঃ[৪]।
ধৃতরাষ্ট্রো যুযুৎসুশ্চ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা॥ ৩

সূত বললেন—তীর্থভ্রমণকালে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করে মহামতি বিদুর হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। তাঁর যা কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল সবই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল॥ ১ ॥ মৈত্রেয় মুনির কাছে বিদুর যে সব প্রশ্ন করেছিলেন সেই সকল প্রশ্নের উত্তর শোনবার আগেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ঐকান্তিকী ভক্তি জাগ্রত হওয়ায় তিনি অবশিষ্ট সব প্রশ্নের উত্তর শোনার থেকে বিরত হলেন ॥ ২ ॥ হে শৌনক! পিতৃব্য বিদুরকে

[১]প্রা.পা.—ত্রিভী রাজা যজ্ঞৈঃ। [২]প্রাচীন বইয়ে 'যদুভির্বৃতঃ' ॥ ৩৬ ॥ এর পরে 'যাবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ ক্ষত্তা কৌষারবেশতঃ' এই পর্যন্ত পাঠ অধিক আছে। অন্যান্য কিছু টীকাকারগণ ৩৫ এবং ৩৬ নং শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'যাবতঃ...' থেকে 'কৌষারবাগ্রতঃ' এই পর্যন্ত পাঠ নেই। [৪]প্রা.পা.—সহানুগঃ।

*পূর্বে রাজা মরুত্ত যে যজ্ঞ করেছিলেন সেখানে ব্যবহৃত সমস্ত পাত্রই ছিল স্বর্ণের। যজ্ঞ সম্পন্ন হলে তিনি সেই সমস্ত পাত্র উত্তর দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। ব্রাহ্মণদেরও তিনি এত বেশি দক্ষিণা দিয়েছিলেন যে তাঁরা সে সব নিয়ে যেতে পারেননি এবং সেগুলিও উত্তর দিকে রেখে ফিরে এসেছিলেন। এভাবে পরিত্যক্ত ধনে রাজার অধিকার থাকে, সেইজন্য সেই সমস্ত ধন আনিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়েছিলেন।

গান্ধারী দ্রৌপদী ব্রহ্মন্ সুভদ্রা চোত্তরা কৃপী।
অন্যাশ্চ জাময়ঃ পাণ্ডোর্জ্ঞাতয়ঃ সসুতাঃ স্ত্রিয়ঃ।। ৪

প্রত্যুজ্জগ্মুঃ প্রহর্ষেণ প্রাণং তন্ব ইবাগতম্।
অভিসংগম্য বিধিবৎ পরিষ্বঙ্গাভিবাদনৈঃ।। ৫

মুমুচুঃ প্রেমবাষ্পৌঘং বিরহৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ।
রাজা তমর্হয়াঞ্চক্রে কৃতাসনপরিগ্রহম্।। ৬

তং[১] ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমাসীনং সুখমাসনে।
প্রশ্রয়াবনতো রাজা প্রাহ তেষাং[২] চ শৃণ্বতাম্।। ৭

যুধিষ্ঠির[৩] উবাচ

অপি স্মরথ নো যুষ্মৎপক্ষচ্ছায়াসমেধিতান্।
বিপদ্গণাদ্ বিষাগ্ন্যাদের্মোচিতা যৎ সমাতৃকাঃ।। ৮

কয়া বৃত্ত্যা বর্তিতং বশ্চরদ্ভিঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্।
তীর্থানি ক্ষেত্রমুখ্যানি সেবিতানীহ ভূতলে।। ৯

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো[৪]।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন[৫] গদাভৃতা।। ১০

অপি নঃ সুহৃদস্তাত বান্ধবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা যদবঃ স্বপুর্যাং সুখমাসতে।। ১১

ইত্যুক্তো ধর্মরাজেন সর্বং তৎ সমবর্ণয়ৎ।
যথানুভূতং ক্রমশো[৬] বিনা যদুকুলক্ষয়ম্।। ১২

সমাগত দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর চার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, সঞ্জয়, কৃপাচার্য, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী, পাণ্ডব পরিবারের অন্য সব নরনারী এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে অন্যান্য স্ত্রীগণ সকলেই অতীব আনন্দের সাথে, যেন মৃত শরীরে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে—এইরকম অনুভব করে বিদুরের প্রত্যুদ্গমন করলেন। যথাযোগ্য আলিঙ্গন ও প্রণামাদি করে সকলে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে প্রেমাশ্রুপাত করতে লাগলেন। আসন পেতে বসিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর যথোচিত আপ্যায়ন করলেন।। ৩-৬ ।। ভোজন ও বিশ্রামের পর তিনি যখন সুখাসনে উপবিষ্ট হলেন, তখন যুধিষ্ঠির বিনয়াবনত হয়ে সকলের সমক্ষেই বিদুরকে বলতে লাগলেন।। ৭ ।।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে পিতৃব্য ! পাখিরা যেমন নিজেদের ডানার নিচে রেখে নিজ ডিমকে রক্ষা করে এবং উত্তাপ দিয়ে বড় করে তোলে সেইরকমই অত্যন্ত স্নেহে আপনার করকমলের ছত্রছায়ায় আপনি আমাদের পালন-পোষণ করেছেন। বারবার আপনি আমাদের ও আমাদের মাকে বিষপ্রদান, জতুগৃহদাহ ইত্যাদি বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমাদের কথা কখনও কি আপনার মনে হয়েছে ? ।। ৮ ।। তীর্থভ্রমণ কালে কিভাবে আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়েছে ? এই পৃথিবীতে কোন্ কোন্ তীর্থ এবং প্রধান ক্ষেত্রে আপনি ভ্রমণ করেছেন ? ।। ৯ ।। হে বিভো ! আপনার মতো ভগবানের প্রিয় ভক্ত স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ। আপনারা আপনাদের হৃদয়ে স্থিত ভগবানের প্রভাবে তীর্থকে মহাতীর্থে পরিণত করে ভ্রমণ করে থাকেন ।। ১০ ।। হে পিতৃব্য ! তীর্থ ভ্রমণের সময় আপনি নিশ্চয়ই দ্বারকাতেও গিয়ে থাকবেন। সেখানে আমাদের আত্মীয় ভাই-বন্ধু কৃষ্ণগতপ্রাণ যাদবগণ সুখে আছেন তো ? আপনি যদি সেখানে না গিয়ে থাকেন বা না দেখে থাকেন তবে তাদের সম্বন্ধে শুনেছেন তো নিশ্চয়ই।। ১১ ।।

যুধিষ্ঠিরের এই সব প্রশ্নের উত্তরে তীর্থ এবং যাদবদের সম্বন্ধে বিদুর যা কিছু দেখেছেন শুনেছেন বা অনুভব করেছেন সবই ধীরে ধীরে বললেন, কেবলমাত্র যদুবংশ ধ্বংসের কথা বললেন না।। ১২ ।।

[১]প্রাচীন বইতে এই পূর্বার্ধটি এইপ্রকার—'তং সংকৃতং তু বিশ্রান্তমাসীনং সুখমাসনে।' [২]প্রা.পা.—স্বানাং বিশৃণ্বতাম্। [৩]প্রাচীন বইতে 'যুধিষ্ঠির উবাচ' নেই। [৪]প্রা.পা.—প্রভো। [৫]প্রা.পা.—আত্মস্থেন। [৬]প্রা.পা.—ভ্রমতো।

নন্বপ্রিয়ং দুর্বিষহং[১] নৃণাং স্বয়মুপস্থিতম্।
নাবেদয়ৎ[২] সকরুণো দুঃখিতান্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ॥ ১৩

কঞ্চিৎ কালমথাবাৎসীৎ সৎকৃতো দেববৎ সুখম্[৩]।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শ্রেয়স্কৃৎ সর্বেষাং প্রীতিমাবহন্॥ ১৪

অবিভ্রদর্যমা দণ্ডং যথাবদঘকারিষু।
যাবদ্দধার শূদ্রত্বং শাপাদ্ বর্ষশতং যমঃ॥ ১৫

যুধিষ্ঠিরো লব্ধরাজ্যো দৃষ্ট্বা পৌত্রং কুলন্ধরম্[৪]।
ভ্রাতৃভির্লোকপালাভৈর্মুমুদে পরয়া শ্রিয়া॥ ১৬

এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া।
অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ॥ ১৭

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত।
রাজন্নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্॥ ১৮

প্রতিক্রিয়া[৫] ন যস্যেহ কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ প্রভো।
স এব ভগবান্ কালঃ সর্বেষাং নঃ[৬] সমাগতঃ॥ ১৯

যেন চৈবাভিপন্নোঽয়ং প্রাণৈঃ প্রিয়তমৈরপি।
জনঃ সদ্যো বিযুজ্যেত কিমুতান্যৈর্ধনাদিভিঃ॥ ২০

পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রা হতাস্তে বিগতং বয়ঃ।
আত্মা চ জরয়া গ্রস্তঃ পরগেহমুপাসসে॥ ২১

করুণহৃদয় বিদুর পাণ্ডবদের দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না। সেইজন্য তিনি সেই অপ্রিয় এবং অসহ্য ঘটনা পাণ্ডবদের বললেন না ; কারণ সেই ঘটনা তো একদিন না একদিন আপনিই প্রকাশ পাবে॥ ১৩ ॥

পাণ্ডবরা বিদুরকে দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কিছুদিন তাঁর দাদা ধৃতরাষ্ট্রের মঙ্গলার্থে সকলকে খুশি করে আনন্দে হস্তিনাপুরে বাস করলেন॥ ১৪ ॥ বিদুর তো আসলে সাক্ষাৎ ধর্মরাজ। মাণ্ডব্য ঋষির শাপে তিনি একশ বছর শূদ্রের জীবন যাপনের জন্য মর্ত্যে আসেন।* ততদিন যমরাজের অবর্তমানে তাঁর আসনে অর্যমা উপবিষ্ট ছিলেন এবং তিনিই পাপপুণ্যের বিচার করে দণ্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন॥ ১৫ ॥ রাজত্ব লাভ করার পর লোকপালদের মতো ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভাইদের এবং নিজ বংশধর পরীক্ষিৎকে অতুল সম্পত্তির অধিকারী দেখে যুধিষ্ঠির বেশ আনন্দ পেলেন॥ ১৬ ॥ এইভাবে পাণ্ডবগণ গার্হস্থ্যধর্মে ব্যস্ত হয়ে গেলেন এবং ভুলে গেলেন যে অলক্ষিতভাবে জীবন একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ; দেখতে দেখতে তাঁদের সেই সময় এল যা অবশ্যম্ভাবী॥ ১৭ ॥

কিন্তু বিদুর কালের গতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'মহারাজ ! সতর্ক হোন। বড়ই ভয়ংকর সময় এসেছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন॥ ১৮ ॥ আমাদের সকলের মাথার ওপর সেই সর্বশক্তিমান কাল নৃত্য করছে, এথেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও পথই নেই॥ ১৯ ॥ কালের বশীভূত হয়ে জীবের প্রিয়তম প্রাণও তৎক্ষণাৎ তাকে ত্যাগ করে চলে যায় ; ধন, জন, বিষয়-আশয়ের তো কথাই নেই॥ ২০ ॥ আপনার কাকা, জ্যাঠা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয় পরিজন এবং পুত্রগণ—সকলেরই মৃত্যু হয়েছে, আপনার পরমায়ুও গতপ্রায়, শরীর জরাগ্রস্ত, তবুও এখন পর্যন্ত আপনি

[১]প্রা.পা.—দুর্বিষহং। [২]প্রা.পা.—নাবেদয়ৎ। [৩]প্রা.পা.—স্বকৈঃ। [৪]প্রা.পা.—কুলোদ্বহম্।
[৫]প্রা.পা.—প্রতিক্রিয়াং ন পশ্যেঽহং কুতশ্চিৎ। [৬]প্রা.পা.—বঃ।

*এক সময় রাজার অনুচরগণ মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে কিছু চোরকে খুঁজে পায় এবং তাদের গ্রেপ্তার করে। তারা ভুলক্রমে মুনিকেও চোরদের দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে ধরে নেয় এবং বিচারে চোরদের সাথে মুনিরও শূলদণ্ড হয়। মুনির সম্বন্ধে অবগত হওয়া মাত্র রাজা মুনিকে শূল থেকে নামিয়ে আনেন এবং অপরাধের জন্য করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। মাণ্ডব্য ঋষি যমরাজের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'কোন্ অপরাধের জন্য আমাকে শূলদণ্ড দেওয়া হয়েছে ?' যমরাজ জানালেন যে 'বাল্যকালে কুশাগ্র দিয়ে একটি ফড়িংকে যাতনা দেওয়ায় তোমার এই দণ্ড হয়েছে।' মাণ্ডব্য ঋষি বললেন—'তখন অজ্ঞানাবশে এটি হয়ে থাকবে। এই সামান্য অপরাধের জন্য তুমি আমাকে এতো কঠোর দণ্ড দিলে ! অতএব তুমি একশত বছর শূদ্র হয়ে থাক।' মাণ্ডব্য ঋষির এই অভিশাপের ফলেই যমরাজ বিদুর রূপে অবতার গ্রহণ করেছিলেন।

অহো মহীয়সী জন্তোর্জীবিতাশা যয়া ভবান্।
ভীমাপবর্জিতং পিণ্ডমাদত্তে গৃহপালবৎ॥ ২২

অগ্নির্নিসৃষ্টো দত্তশ্চ গরো দারাশ্চ দূষিতাঃ।
হৃতং ক্ষেত্রং ধনং যেষাং তদ্দত্তৈরসুভিঃ কিয়ৎ॥ ২৩

তস্যাপি তব দেহোঽয়ং কৃপণস্য জিজীবিষোঃ।
পরৈত্যনিচ্ছতো জীর্ণো জরয়া বাসসী ইব॥ ২৪

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ[1] স বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥ ২৫

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ[2] স নরোত্তমঃ॥ ২৬

অথোদীচীং দিশং যাতু স্বৈরজ্ঞাতগতির্ভবান্।
ইতোঽর্বাক্ প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ॥ ২৭

এবং রাজা বিদুরেণানুজেন
প্রজ্ঞাচক্ষুর্বোধিত আজমীঢ়ঃ।
ছিত্ত্বা স্বেষু স্নেহপাশান্ দ্রঢ়িম্নো
নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা॥ ২৮

পতিং প্রয়ান্তং সুবলস্য পুত্রী
পতিব্রতা চানুজগাম সাধ্বী।
হিমালয়ং ন্যস্তদণ্ডপ্রহর্ষং
মনস্বিনামিব সৎসম্প্রহারঃ[3]॥ ২৯

পরগৃহে পড়ে রয়েছেন॥ ২১ ॥ অহো ! জীবের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা কী বলবতী ! আপনি সেই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই, যে ভীম আপনার শত পুত্র নাশ করেছে—সেই ভীমের দেওয়া অন্ন কুকুরের মতো ভোজন করছেন॥ ২২ ॥ যাদের বিনাশের জন্য আপনি জতুগৃহে আগুন লাগিয়েছিলেন, বিষ খাইয়ে ছিলেন, পূর্ণ রাজসভায় যাদের বিবাহিত পত্নীর অপমান করেছেন, যাদের রাজ্য, ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করেছিলেন, তাদের অন্নে প্রাণধারণ করে কী গৌরব আছে ? ॥ ২৩ ॥ আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি সব কি লোপ পেয়ে গেছে যে আপনি এখনও জীবিত থাকতে চাইছেন ? কিন্তু আপনার চাওয়াতে কী হবে ; জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো গলিত পলিত জরাগ্রস্ত এই শরীর আপনি না চাইলেও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে॥ ২৪ ॥ আপনার এই দেহ দ্বারা এখন আপনার আর কোনও স্বার্থসিদ্ধি হবে না ; এর প্রতি আসক্তি ছাড়ুন, মমতার বন্ধন ছেদন করুন। যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করে অন্যের অলক্ষিতে অর্থাৎ অরণ্যবাসী হয়ে নিজের দেহ ত্যাগ করেন তিনিই ধীর বলে কথিত হন॥ ২৫ ॥ নিজের বুদ্ধিবলেই হোক বা অন্যের উপদেশেই হোক—যিনি 'এই সংসার দুঃখময়', এই জ্ঞানের প্রভাবে বৈরাগ্যবান হয়ে নিজের মনকে বশীভূত করে শ্রীহরিকে হৃদয়ে স্থাপন করে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তিনিই নরোত্তম॥ ২৬ ॥ এর পরে যে সময় আসছে, সেটি মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণগুলির বিনাশকারী হবে ; অতএব আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনের অলক্ষ্যে উত্তরাখণ্ডে যাত্রা করুন॥ ২৭ ॥

কনিষ্ঠভ্রাতা বিদুর যখন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইভাবে বোঝালেন, তখন তাঁর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল ; তিনি ভাই-বন্ধুদের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে বিদুরের নির্দেশিত পথে বেরিয়ে পড়লেন॥ ২৮ ॥ পরম পতিব্রতা সুবল-নন্দিনী গান্ধারী যখন দেখলেন যে তাঁর পতিদেবতা সেই হিমালয়ের পথে যাত্রা করেছেন, যা রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ন্যায়োচিত অস্ত্রাঘাতে বীর সৈনিকদের হৃদয়ে সুখপ্রদানের ন্যায় যোগীদের আনন্দবর্ধন করে, তখন তিনিও পতির অনুগমন করলেন॥ ২৯ ॥

[1]প্রা.পা.—মতি.। [2]প্রা.পা.—সম্যক্ প্রব্র.। [3]প্রা.পা.—সম্প্রসারম্।

অজাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রো[১] হুতাগ্নি-
বিপ্রান্ নত্বা তিলগোভূমিরুক্মৈঃ[২]।
গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায়
ন[৩] চাপশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীং চ॥ ৩০

তত্র সঞ্জয়মাসীনং পপ্রচ্ছোদ্বিগ্নমানসঃ।
গাবল্গণে ক্ব নস্তাতো[৪] বৃদ্ধো হীনশ্চ নেত্রয়োঃ॥ ৩১

অম্বা চ হতপুত্রার্তা পিতৃব্যঃ ক্ব গতঃ সুহৃৎ[৫]।
অপি ময্যকৃতপ্রজ্ঞে হতবন্ধুঃ স ভার্যয়া।
আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং দুঃখিতোঽপতৎ॥ ৩২

পিতর্যুপরতে পাণ্ডৌ সর্বান্নঃ সুহৃদঃ শিশূন্।
অরক্ষতাং ব্যসনতঃ পিতৃব্যৌ ক্ব গতাবিতঃ॥ ৩৩

সূত উবাচ

কৃপয়া স্নেহবৈক্লব্যাৎ সূতো বিরহকর্শিতঃ।
আত্মেশ্বরমচক্ষাণো ন প্রত্যাহাতিপীড়িতঃ॥ ৩৪

বিমৃজ্যাশ্রূণি[৬] পাণিভ্যাং বিষ্টভ্যাত্মানমাত্মনা।
অজাতশত্রুং প্রত্যূচে প্রভোঃ পাদাবনুস্মরন্॥ ৩৫

সঞ্জয় [৭] উবাচ

নাহং[৮] বেদ ব্যবসিতং পিত্রোর্বঃ কুলনন্দন।
গান্ধার্যা বা মহাবাহো মুষিতোঽস্মি মহাত্মভিঃ॥ ৩৬

অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং হোমাদি কর্ম সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন এবং তাঁদের তিল, গাভী, ভূমি ও সুবর্ণ দান দিলেন। তারপর গুরুজনদের প্রণাম করার জন্য যখন অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীকে দেখতে পেলেন না॥ ৩০ ॥ উদ্বিগ্ন চিত্তে যুধিষ্ঠির সেখানে উপবিষ্ট সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেন—'হে সঞ্জয়! বৃদ্ধ ও নেত্রহীন আমাদের পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র কোথায়? ॥ ৩১ ॥ পুত্রশোকাতুরা মাতা গান্ধারী আর আমাদের পরম সুহৃদ পিতৃব্য বিদুরই বা কোথায় গেলেন? পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র নিজের সন্তান এবং আত্মীয়স্বজনের নিধনে বড়ই দুঃখিত ছিলেন। আমি নিজে তো বড়ই মন্দবুদ্ধি—আমার থেকে আরও কোনো অনিষ্ট আশংকা করে তিনি আবার মা গান্ধারীকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেননি তো! ॥ ৩২ ॥ আমাদের পিতৃদেব মহারাজ পাণ্ডু লোকান্তরে গমন করলে শৈশবকালে এঁরা দুই পিতৃব্যই নানাবিধ বিপদ-আপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। আমাদের প্রতি এঁদের অত্যন্ত স্নেহ ছিল। হায়! আজ তাঁরা কোথায় গেলেন?'॥ ৩৩ ॥

সূত বললেন—নিজের প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে দেখতে না পেয়ে তাঁর দয়া এবং স্নেহ স্মরণ করে সঞ্জয় অত্যন্ত কাতর ও বিরহাতুর হয়ে পড়লেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কোনো উত্তর দিতে পারলেন না॥ ৩৪ ॥ তারপর ধীরে ধীরে মনকে স্থির করে, হাত দিয়ে চোখের জল মুছে আপন প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণ স্মরণ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় বললেন—হে কুলনন্দন! আমি তোমাদের পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীর সংকল্পের কথা কিছুই জানি না। হে মহাবাহো! আমি সেই মহাত্মাদের দ্বারা তো বঞ্চিত হয়েছি অর্থাৎ তাঁরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে

[১]প্রা.পা.—কৃতমৈত্রসৎক্রিয়ো বিপ্রান্। [২]প্রা.পা.—বসু। [৩]প্রা.পা.—পরং ন পশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীং চ। [৪]প্রা.পা.—যাতোঽসৌ। [৫]প্রা.পা.—সুকৃৎ। [৬]প্রা.পা.—বিমৃজ্য পাণিনাশ্রূণি বিষ্ট.। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'সঞ্জয় উবাচ' নেই। [৮]প্রাচীন বইয়ে 'নাহং বেদ......' থেকে '......বহন্তি বলিমীশিতুঃ॥'—এই পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোক এইভাবে আছে—

অহং ব্যবসিতং রাত্রৌ পিত্রোস্তে কুলনন্দন। ন বেদ সাধ্ব্যা গান্ধার্যা মুষিতোঽস্মি মহাত্মভিঃ।
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র নারদঃ প্রত্যদৃশ্যত। বীণাং ত্রিতন্ত্রীং ধ্বনয়ন্ ভগবান্ সহতুম্বুরুঃ॥
রাজা নত্বোপনীতার্ঘ্যঃ প্রত্যুত্থায়াভিবন্দিতম্। পরমাসন আসীনং পৌরবেন্দ্রোঽভ্যভাষত॥
নাহং বেদ গতিং পিত্রোর্ভগবন্ ক্ব গতাবিতি। কর্ণধার ইবাপারে সীদতাং পারদর্শকঃ॥
নারদ উবাচ—
মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশে জগৎ। লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ॥

অথাজগাম ভগবান্ নারদঃ সহতুম্বুরুঃ।
প্রত্যুত্থায়াভিবাদ্যাহ সানুজোঽভ্যর্চয়ন্নিব॥ ৩৭

যুধিষ্ঠির উবাচ

নাহং বেদ গতিং পিত্রোর্ভগবন্ ক্ব গতাবিতঃ।
অম্বা বা হতপুত্রার্তা ক্ব গতা চ তপস্বিনী॥ ৩৮

কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ।
অথাবভাষে ভগবান্ নারদো মুনিসত্তমঃ॥ ৩৯

মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ।
লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ।
স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ॥ ৪০

যথা গাবো নসি প্রোতাস্তন্ত্যাং বদ্ধাঃ স্বদামভিঃ।
বাক্তন্ত্যাং নামভির্বদ্ধা বহন্তি বলিমীশিতুঃ॥ ৪১

যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্॥ ৪২

যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন চোভয়ম্।
সর্বথা ন হি শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ॥ ৪৩

তস্মাজ্জহ্যঙ্গ বৈক্লব্যমজ্ঞানকৃতমাত্মনঃ।
কথং ত্বনাথাঃ কৃপণা বর্তেরংস্তে চ মাং বিনা॥ ৪৪

কালকর্মগুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।
কথমন্যাংস্তু গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথা পরম্॥ ৪৫

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥ ৪৬

গেছেন॥ ৩৬ ॥ সঞ্জয় এইভাবে নানা বিলাপ করছেন এমন সময় তুম্বুরুকে সঙ্গে নিয়ে দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে হাজির হলেন। ভাইদের সাথে যুধিষ্ঠির উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—॥ ৩৭ ॥

যুধিষ্ঠির বললেন—'হে ভগবান ! আমি আমার দুই পিতৃব্যের কোনও খবর পাচ্ছি না ; তাঁরা দুজনে কোথায় গেলেন ? আমাদের মাতৃতুল্য পুত্র শোকাতুরা গান্ধারীই বা কোথায় গেলেন ? হে ভগবান ! অপার সমুদ্রে কাণ্ডারীর মতো আপনিই আমার পথপ্রদর্শক।' তখন পরম ভগবদ্ভক্ত ভগবন্ময় দেবর্ষি নারদ বললেন—॥ ৩৮-৩৯ ॥ হে ধর্মরাজ ! তুমি কারুর জন্যই শোক করো না ; কারণ এই সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের অধীন। সমস্ত লোক এবং লোকপালগণ বিবশ হয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে চলেছে। তিনিই প্রাণীদের মিলিত করান আবার তিনিই তাদের বিচ্ছিন্ন করেন॥ ৪০ ॥ বলদ যেমন বড় দড়ি দিয়ে খুটিতে বাঁধা থাকে আর ছোট ছোট দড়ি দিয়ে নাকের মধ্যে বাঁধা থেকে প্রভুর আজ্ঞা পালন করে সেইরকমই মানুষও বর্ণাশ্রমাদি নামের নানাপ্রকার ছোট ছোট দড়িতে বাঁধা অবস্থায় বেদরূপ বড় দড়িতে আবদ্ধ হয়ে পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করে থাকে॥ ৪১ ॥ এই জগতে যেমন সূত্রধারের ইচ্ছাতে খেলার উপকরণের কখনও সংযোগ হয় কখনও বিয়োগ হয়, সেইরকমই ভগবানের ইচ্ছাতেই মানুষের সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে থাকে॥ ৪২ ॥ জীবাত্মার স্বরূপ চিন্তা করে যদি জীবকে নিত্য মনে কর বা দেহরূপে অনিত্য অথবা জড়রূপে অনিত্য বা চেতনরূপে নিত্য অথবা শুদ্ধব্রহ্মরূপে কিছুই না মনে কর—তাহলেও অর্থাৎ এই তিন রকমেই স্নেহজনিত মোহ ছাড়া কেউই শোকের বশীভূত হতে পারে না। (অর্থাৎ তুমি যে শোক করছ তা কেবল স্নেহজনিত মোহবশতই, আসলে কোনও প্রকারেই তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়।)॥ ৪৩ ॥ এইজন্যই হে ধর্মরাজ ! এই দীনদুঃখী পিতৃব্য ও গান্ধারী অসহায় অবস্থায় আমাদের ছাড়া কিভাবে থাকবেন এই অজ্ঞানপ্রসূত মানসিক বৈকল্য ছেড়ে দাও ॥ ৪৪ ॥ এই পাঞ্চভৌতিক শরীর কাল, কর্ম আর গুণের অধীন। অজগরের মুখে পড়া জীবের মতো এই পরাধীন শরীর অন্যকে রক্ষার জন্য কী আর করতে পারে॥ ৪৫ ॥ এই জগতে হস্তবিহীন প্রাণীগণ সহস্ত মানুষের খাদ্য, চতুষ্পদ পশুদের পক্ষে পদবিহীন (তৃণগুল্মাদি) এবং তাদের

তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাঽঽত্মনাং স্বদৃক্।
অন্তরোঽনন্তরো ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা॥ ৪৭

সোঽয়মদ্য মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কালরূপোঽবতীর্ণোঽস্যামভাবায় সুরদ্বিষাম্॥ ৪৮

নিষ্পাদিতং দেবকৃত্যমবশেষং প্রতীক্ষতে।
তাবদ্ যূয়মবেক্ষধ্বং ভবেদ্ যাবদিহেশ্বরঃ॥ ৪৯

ধৃতরাষ্ট্রঃ সহ ভ্রাত্রা গান্ধার্যা চ স্বভার্যয়া[১]।
দক্ষিণেন[২] হিমবত ঋষীণামাশ্রমং গতঃ॥ ৫০

স্রোতোভিঃ সপ্তভির্যা বৈ স্বর্ধুনী সপ্তধা ব্যধাৎ[৩]।
সপ্তানাং প্রীতয়ে নানা সপ্তস্রোতঃ[৪] প্রচক্ষতে॥ ৫১

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ হুত্বা চাগ্নীন্ যথাবিধি।
অব্ভক্ষ উপশান্তাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ॥ ৫২

জিতাসনো জিতশ্বাসঃ প্রত্যাহৃতষড়িন্দ্রিয়ঃ।
হরিভাবনয়া ধ্বস্তরজঃসত্ত্বতমোমলঃ॥ ৫৩

বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য তম্।
ব্রহ্মণ্যাত্মানমাধারে ঘটাম্বরমিবাম্বরে॥ ৫৪

ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কো নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ।
নিবর্তিতাখিলাহার আস্তে স্থাণুরিবাচলঃ।
তস্যান্তরায়ো মৈবাভূঃ সংন্যস্তাখিলকর্মণঃ॥ ৫৫

মধ্যেও ক্ষুদ্রদেহী বড় দেহীর খাদ্য হয়। এইভাবে এক জীব অন্য জীবের খাদ্য॥ ৪৬ ॥ এই সব রূপের মধ্যে জীবের ভেতরে ও বাইরে এক স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান, যিনি সমগ্র আত্মার আত্মা, কেবলমাত্র মায়াদ্বারা মায়াপ্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন। তুমি কেবল তাঁরই ধ্যান করো॥ ৪৭ ॥ হে মহারাজ! সেই মহামায়াময় প্রাণীগণের জীবনদানকারী সেই ভগবানই বর্তমানে এই পৃথিবীতে দেবদ্রোহীদের নিধনের জন্য কালরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৪৮ ॥ তিনি দেবগণের জন্য কর্ম সমাপন করেছেন। সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে, সেইজন্যই তিনি রয়ে গেছেন, অপেক্ষা করছেন। যতদিন সেই প্রভু ইহলোকে অবস্থান করেন ততদিন তোমরাও অপেক্ষা করো॥ ৪৯ ॥

হে ধর্মরাজ! হিমালয়ের দক্ষিণে যেখানে সপ্তর্ষিদের সন্তুষ্টির জন্য গঙ্গাদেবী সাতটি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়েছে—যাকে সপ্তস্রোত বলা হয়, নিজের পত্নী গান্ধারীর সাথে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ভাই বিদুরকে নিয়ে সেখান মুনিদের আশ্রমে গেছেন॥ ৫০-৫১ ॥ তাঁরা সেখানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নিতে হোম সম্পন্ন করছেন। বর্তমানে ধৃতরাষ্ট্রের মনে আর কোনও কামনার অবশিষ্ট নেই। তিনি কেবল জলমাত্র পান করে শান্ত চিত্তে সেখানে বাস করছেন॥ ৫২ ॥ তিনি আসনজয়, প্রাণায়ামসিদ্ধি এবং শব্দাদিবিষয় থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে নিয়মিত করে অন্তর্মুখী করেছেন। শ্রীহরির ধ্যানের দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের চিত্তমালিন্য দূর করেছেন॥ ৫৩ ॥ অহংকারকে স্থূলদেহের থেকে স্বতন্ত্র বলে বুঝতে পেরে সেই অহংকারকে বুদ্ধিতত্ত্বে এক করে দিয়েছেন ; আর সেই বুদ্ধিতত্ত্বকে দৃশ্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাতে লীন করে দিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞকে মহাকাশে ঘটাকাশের মতো (ঘট ভেঙে গেলে ঘটের জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত সীমাবদ্ধ আকাশ যেমন মহাকাশে এক হয়ে যায়) সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মে এক করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করে রূপ রসাদি সর্ববিধ বিষয় গ্রহণ ত্যাগ করে দিয়েছেন এবং মায়াগুণের শেষ ফল বাসনাও সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন। সর্বকর্ম সন্ন্যাস করে (ত্যাগ করে) এই সময় তিনি স্থাণুর মতো নিশ্চল হয়ে অবস্থান করছেন, সুতরাং তুমি তাঁর সাধনপথে বিঘ্ন

[১]প্রা.পা.—সুভার্যয়া। [২]প্রা.পা.—দক্ষিণে হিমবৎপার্শ্বে। [৩]প্রা.পা.—সপ্তধাভবৎ। [৪]প্রা.পা.—সপ্তস্রোতাঃ।

স বা অদ্যতনাদ্ রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেঽহনি।
কলেবরং হাস্যতি স্বং তচ্চ ভস্মীভবিষ্যতি॥ ৫৬

দহ্যমানেঽগ্নিভির্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে।
বহিঃ স্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনু বেক্ষ্যতি॥ ৫৭

বিদুরস্তু তদাশ্চর্যং নিশাম্য কুরুনন্দন।
হর্ষশোকযুতস্তস্মাদ্ গন্তা তীর্থনিষেবকঃ॥ ৫৮

ইত্যুক্ত্বাথারুহৎ[১] স্বর্গং নারদঃ সহতুম্বুরুঃ।
যুধিষ্ঠিরো বচস্তস্য হৃদি কৃত্বাজহাচ্ছুচঃ॥ ৫৯

হয়ো না* ॥ ৫৪-৫৫ ॥ হে ধর্মরাজ! আজ থেকে পঞ্চম দিনে তিনি তাঁর স্থূলদেহ পরিত্যাগ করবেন আর সেই দেহও যোগাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যাবে॥ ৫৬ ॥

গার্হপত্যাদি অগ্নির দ্বারা পর্ণকুটীরসমেত নিজের পতির মৃতদেহ দগ্ধ হতে দেখে বাইরে অপেক্ষমান সাধ্বী গান্ধারীও পতির অনুগমন করে ওই আগুনে প্রবেশ করবেন॥ ৫৭ ॥ হে ধর্মরাজ! মহাত্মা বিদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরমাশ্চর্য মোক্ষপ্রাপ্তি দেখে আনন্দিত ও তাঁদের বিচ্ছেদে শোকার্ত হয়ে তীর্থ পর্যটনের মানসে সেখান থেকে চলে যাবেন॥ ৫৮ ॥ এই কথা বলে দেবর্ষি নারদ তুম্বুরুকে সাথে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও নারদের উপদেশ মনে চিন্তা করে শোক ত্যাগ করলেন॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ[২]॥ ১৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধে ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্দশ অধ্যায়

অমঙ্গল চিহ্নসকল দেখে যুধিষ্ঠিরের আশঙ্কা এবং অর্জুনের দ্বারকা থেকে প্রত্যাবর্তন

সূত উবাচ

সম্প্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিষ্ণৌ বন্ধুদিদৃক্ষয়া।
জ্ঞাতুং[৩] চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্॥ ১
ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসাস্তদা নায়াত্ততোঽর্জুনঃ[৪]।
দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি কুরূদ্বহঃ[৫]॥ ২
কালস্য চ গতিং রৌদ্রাং বিপর্যস্তর্তুধর্মিণঃ[৬]।
পাপীয়সীং নৃণাং বার্তাং ক্রোধলোভানৃতাত্মনাম্॥ ৩

সূত বললেন—আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ এবং পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন ক্রিয়াকলাপ, অভিপ্রায় ইত্যাদি জানবার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন॥ ১ ॥ কয়েকমাস কেটে গেলেও অর্জুন ফিরে এলেন না। এদিকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চতুর্দিকে সব অমঙ্গলচিহ্ন দেখতে লাগলেন॥ ২ ॥ তিনি দেখলেন, কালের গতি অতি ভয়ংকর হয়েছে। যে সময়ে যে ঋতুকাল হওয়া উচিত সে সময়ে তা হচ্ছে না এবং তাদের

---

[১]প্রা.পা.—ইত্যুক্ত্বা চারুহৎ। [২]প্রাচীন বইতে এর আগে 'পরীক্ষিতে' এই পাঠ বেশী আছে। [৩]প্রা.পা.—জ্ঞাতুং মায়ামনুষ্যস্য বাসুদেবস্য চেষ্টিতম্। [৪]প্রা.পা.—পাণ্ডুসুতো নৃপঃ। [৫]প্রা.পা.—ভৃগূদ্বহ। [৬]প্রা.পা.—ধর্মণঃ।

*দেবর্ষি নারদ হলেন ত্রিকালদর্শী। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জীবন-যাপনের প্রণালী যেন প্রত্যক্ষ রূপে অবলোকন করে সেটির বর্ণনা করছেন। ধৃতরাষ্ট্র গতকাল রাত্রেই হস্তিনাপুর ত্যাগ করেছিলেন। অতএব এটি ভবিষ্যতের বর্ণনা বলে মনে করতে হবে।

জিহ্মপ্রায়ং ব্যবহৃতং শাঠ্যমিশ্রং চ সৌহৃদম্।
পিতৃমাতৃসুহৃদ্‌ভ্রাতৃদম্পতীনাং চ কল্কনম্॥ ৪

নিমিত্তান্যত্যরিষ্টানি কালে ত্বনুগতে নৃণাম্।
লোভাদ্যধর্মপ্রকৃতিং দৃষ্ট্বোবাচানুজং নৃপঃ॥ ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ

সম্প্রেষিতো দ্বারকায়াং জিষ্ণুর্বন্ধুদিদৃক্ষয়া।
জ্ঞাতুং চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্॥ ৬

গতাঃ সপ্তাধুনা মাসা ভীমসেন তবানুজঃ।
নায়াতি কস্য বা হেতোর্নাহং বেদেদমঞ্জসা॥ ৭

অপি দেবর্ষিণাহদিষ্টঃ স কালোহয়মুপস্থিতঃ।
যদাহত্মনোহঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি॥ ৮

যস্মান্নঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ।
আসন্ সপত্নবিজয়ো লোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ॥ ৯

পশ্যোৎপাতান্নরব্যাঘ্র দিব্যান্ ভৌমান্ সদৈহিকান্।
দারুণান্[১] শংসতোহদূরাদ্ভয়ং নো[২] বুদ্ধিমোহনম্॥ ১০

ঊর্বক্ষিবাহবো মহ্যং স্ফুরন্ত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ।
বেপথুশ্চাপি হৃদয়ে আরাদ্দাস্যন্তি বিপ্রিয়ম্॥ ১১

শিবৈষোদ্যন্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা[৩]।
মামঙ্গ[৪] সারমেয়োহয়মভিরেভত্যভীরুবৎ[৫]॥ ১২

ক্রিয়াও বিপরীত রকমের হচ্ছে। মানুষ হয়ে গেছে লোভী ও অসত্যপরায়ণ ; জীবিকানির্বাহের জন্য তারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে॥ ৩ ॥ মানুষের ব্যবহার কপটতাপূর্ণ, বন্ধুত্ব শঠতাময় ; পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই, স্বামী-স্ত্রী সর্বদাই কলহে রত॥ ৪ ॥ কলিকালের আগমনে মানুষের স্বভাব লোভ, দম্ভ ইত্যাদি অধর্মে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। প্রকৃতির মধ্যেও অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখা যেতে লাগল, এই সব দেখে যুধিষ্ঠির তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীমকে বললেন ॥ ৫ ॥

যুধিষ্ঠির বললেন—হে ভীম ! অর্জুনকে আমি দ্বারকায় এইজন্য পাঠিয়েছি যে, সে সেখানে গিয়ে পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্তমানে কী করছেন সেই খবর নিয়ে আসুক আর আত্মীয়-বন্ধুদের সাথেও দেখা সাক্ষাৎ করে আসুক॥ ৬ ॥ সেই থেকে সাত মাস হয়ে গেল, কিন্তু তোমার ছোটভাই অর্জুন এখনও ফিরে এল না। তার ফিরে না আসার কারণটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না॥ ৭ ॥ আশঙ্কা হচ্ছে দেবর্ষি নারদ যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিগ্রহ সম্বরণ করার কথা বলেছিলেন সেই সময় আসেনি তো ? ॥ ৮ ॥ ভগবানের কৃপাতেই আমরা এই ধন-সম্পদ, রাজত্ব, স্ত্রী, প্রাণ, বংশ, সন্তান, শত্রুবিজয় এবং স্বর্গাদি লোকের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি॥ ৯ ॥ হে বৎস ভীম ! তুমি তো মানুষদের মধ্যে বাঘের মতো বলবান, ঠিক করে দেখো তো আকাশে উল্কাপাতাদি, পৃথিবীতে ভূমিকম্পাদি এবং শরীরের মধ্যে রোগাদি কী সব ভয়ানক অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে ! এর থেকে মনে হচ্ছে যে শিগগিরই আমাদের মতিভ্রমকারী কোনও দুর্যোগ যেন এগিয়ে আসছে॥ ১০ ॥ হে ভীম ! আমার বাম উরু, চোখ এবং বাহু বারবার কাঁপছে, বুক তীব্রভাবে ধড়ফড় করছে। বুকের মধ্যে তীব্রভাবে ধড়ফড়ানি হচ্ছে, খুব শিগগিরই নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হবে॥ ১১ ॥ চেয়ে দেখো, শৃগালীরা উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ উঁচু করে চিৎকার করছে। আরে ! ওগুলোর মুখ দিয়ে তো আগুনও বেরোচ্ছে। এখানে কুকুরগুলি নির্ভীকের মতো আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে॥ ১২ ॥ হে ভীম ! গোরু প্রভৃতি মাঙ্গলিক পশুরা আমাকে বাঁ দিকে রেখে চলে যাচ্ছে আর গর্দভাদি অশুভ পশুরা আমাকে তাদের ডান দিকে রেখে চলে যাচ্ছে। আমার ঘোড়াগুলি যেন মনে হচ্ছে কাঁদছে॥ ১৩ ॥ এই মৃত্যুদূত কপোতটি, পেঁচা এবং

[১]প্রা.পা.—ঘোরমাশংসতো। [২]প্রা.পা.—মে। [৩]প্রা.পা.—মরুণমভিঃ। [৪]প্রা.পা.—মমাগ্রে। [৫]প্রা.পা.—ভীত.।

শস্তাঃ কুর্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোঽপরে।
বাহাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো মম॥ ১৩

মৃত্যুদূতঃ কপোতোঽয়মুলূকঃ কম্পয়ন্ মনঃ।
প্রত্যুলূকশ্চ কুহ্বানৈরনিদ্রৌ[১] শূন্যমিচ্ছতঃ॥ ১৪

ধূম্রা[২] দিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ভূঃ সহাদ্রিভিঃ।
নির্ঘাতশ্চ[৩] মহাংস্তাত সাকং চ স্তনয়িত্নুভিঃ॥ ১৫

বায়ুর্বাতি খরস্পর্শো রজসা বিসৃজংস্তমঃ।
অসৃগ্ বর্ষন্তি জলদা বীভৎসমিব সর্বতঃ॥ ১৬

সূর্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দং মিথো দিবি।
সসংকুলৈর্ভূতগণৈর্জ্বলিতে ইব রোদসী॥ ১৭

নদ্যো নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসি চ মনাংসি চ।
ন জ্বলত্যগ্নিরাজ্যেন কালোঽয়ং কিং বিধাস্যতি॥ ১৮

ন পিবন্তি স্তনং বৎসা ন দুহ্যন্তি চ মাতরঃ।
রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো ন হৃষ্যন্ত্যৃষভা ব্রজে॥ ১৯

দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি হ্যুচ্চলন্তি চ।
ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ।
ভ্রষ্টশ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ॥ ২০

মন্য এতৈর্মহোৎপাতৈর্নূনং ভগবতঃ পদৈঃ।
অনন্যপুরুষশ্রীভির্হীনা ভূর্হতসৌভগা॥ ২১

ইতি চিন্তয়তস্তস্য দৃষ্টারিষ্টেন চেতসা।
রাজ্ঞঃ প্রত্যাগমদ্ ব্রহ্মন্ যদুপুর্যাঃ কপিধ্বজঃ॥ ২২

তং পাদয়োর্নিপতিতময়থাপূর্বমাতুরম্।
অধোবদনমব্বিন্দূন্ সৃজন্তং নয়নাব্জয়োঃ॥ ২৩

বিলোক্যোদ্বিগ্নহৃদয়ো বিচ্ছায়মনুজং নৃপঃ।
পৃচ্ছতি স্ম সুহৃন্মধ্যে সংস্মরন্নারদেরিতম্॥ ২৪

তার প্রতিপক্ষ কাক, রাত্রিবেলা তার কর্ণকঠোর শব্দে আমার মনকে কম্পিত করে বিশ্বকে জনহীন দেখতে চাইছে॥ ১৪ ॥ চতুর্দিক ধূম্রবর্ণ হয়ে গেছে, সূর্য আর চন্দ্রের চারদিক বার বার মণ্ডলাকার ধারণ করছে। পৃথিবী পাহাড়-পর্বতের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে, মেঘের গভীর গর্জনের সাথে যত্র তত্র বজ্রপাত হচ্ছে॥ ১৫ ॥ শরীর কেটে যায় এরকম প্রবল ধূলি-পটল চতুর্দিক অন্ধকার করে প্রবাহিত হচ্ছে। মেঘমালা ভয়ানক বীভৎস দৃশ্য তৈরি করে সব দিকে রক্তবর্ষণ করছে॥ ১৬ ॥ দেখো, সূর্যদেব প্রভাহীন হয়ে পড়েছেন। আকাশে গ্রহগণের পরস্পর সংঘর্ষ হচ্ছে। রুদ্রানুচর ভূতদের পরস্পর মিলনে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ যেন প্রজ্বলিত হচ্ছে॥ ১৭ ॥ নদী, নদ, সরোবর এবং লোকেদের মন ক্ষুভিত হচ্ছে, ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা যাচ্ছে না। এই ভীষণ দুর্যোগ শেষ পর্যন্ত কী করবে কে জানে॥ ১৮ ॥ বাছুরেরা দুধ পান করছে না, গাভীরা দুধ দুইতে দিচ্ছে না, গোয়ালঘরে গোসকল অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করছে, বৃষগণও উদাসীন হয়ে নিস্পৃহ হয়ে রয়েছে॥ ১৯ ॥ দেবপ্রতিমাগুলি যেন রোদন করছে, মনে হচ্ছে যেন তাঁদের শরীর থেকে ঘাম বেরোচ্ছে আর তাঁরা যেন নড়াচড়া করে স্থানচ্যুত হচ্ছেন। ভাইরে! এই দেশ, গ্রাম, শহর, বাগান, আকর (খনি) ও আশ্রম প্রভৃতি হতশ্রী হয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। না জানি এই সব আমাদের কোন্ দুর্দিনের সূচনা করছে॥ ২০ ॥ এই সব ভয়াবহ অশুভ লক্ষণ দেখে আমার তো মনে হচ্ছে যে এই পৃথিবী বোধহয় ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নরূপ অপরূপ শোভা যা অন্য কোথাও কারুর মধ্যে নেই, সেই শ্রীগোবিন্দচরণস্পর্শের সৌভাগ্য খুইয়ে শ্রীহীনা হয়ে যাচ্ছে॥ ২১ ॥ হে শৌনক! এই সকল ভয়ানক অমঙ্গলচিহ্ন দেখে মহারাজ যুধিষ্ঠির মনে মনে যখন খুবই দুশ্চিন্তা করছিলেন এমন সময় অর্জুন দ্বারকা থেকে ফিরে এলেন॥ ২২ ॥ যুধিষ্ঠির দেখলেন যে অর্জুন বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। এর আগে তাঁকে কখনও এমন দেখায়নি। তিনি অবনত বদনে অবস্থান করছিলেন, নয়নকমল থেকে শুধুই অশ্রুপাত হচ্ছিল এবং শরীরে পূর্বের ন্যায় কান্তি বিন্দুমাত্র ছিল না। এই অবস্থায় তাঁকে চরণে পতিত হতে দেখে যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

[১]প্রা.পা.—কুহ্বানো রৌদ্রোঽসৌ শূন্যমিচ্ছতি। [২]প্রা.পা.—দীপ্তাঃ। [৩]প্রা.পা.—তঃ সুমহাং.।

যুধিষ্ঠির উবাচ

কচ্চিদানর্তপুর্যাং নঃ স্বজনাঃ সুখমাসতে।
মধুভোজদশার্হার্হসাত্বতান্ধকবৃষ্ণয়ঃ[১] ॥ ২৫
শূরো মাতামহঃ কচ্চিৎ স্বস্ত্যাস্তে বাথ মারিষঃ।
মাতুলঃ সানুজঃ কচ্চিৎ কুশল্যানকদুন্দুভিঃ॥ ২৬
সপ্ত স্বসারস্তৎপত্ন্যো মাতুলান্যঃ সহাত্মজাঃ।
আসতে সস্নুষাঃ ক্ষেমং দেবকীপ্রমুখাঃ স্বয়ম্॥ ২৭
কচ্চিদ্রাজাহহুকো জীবত্যসৎপুত্রোহস্য চানুজঃ।
হৃদীকঃ সসুতোহক্রূরো জয়ন্তগদসারণাঃ॥ ২৮
আসতে কুশলং কচ্চিদ্ যে চ শত্রুজিদাদয়ঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং রামো ভগবান্ সাত্বতাং প্রভুঃ॥ ২৯
প্রদ্যুম্নঃ সর্ববৃষ্ণীনাং সুখমাস্তে মহারথঃ।
গম্ভীররয়োহনিরুদ্ধো বর্ধতে ভগবানুত॥ ৩০
সুষেণশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
অন্যে চ কার্ষ্ণিপ্রবরাঃ সপুত্রা ঋষভাদয়ঃ॥ ৩১
তথৈবানুচরাঃ শৌরেঃ শ্রুতদেবোদ্ধবাদয়ঃ।
সুনন্দনন্দশীর্ষণ্যা যে চান্যে সাত্বতর্ষভাঃ॥ ৩২
অপি স্বস্ত্যাসতে সর্বে রামকৃষ্ণভুজাশ্রয়াঃ।
অপি স্মরন্তি কুশলমস্মাকং বদ্ধসৌহৃদাঃ॥ ৩৩
ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
কচ্চিৎ পুরে সুধর্মায়াং সুখমাস্তে সুহৃদ্‌বৃতঃ॥ ৩৪
মঙ্গলায় চ[২] লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ।
আস্তে যদুকুলাম্ভোধাবাদ্যোহনন্তসখঃ পুমান্॥ ৩৫
যদ্বাহুদণ্ডগুপ্তায়াং[৩] স্বপুর্যাং যদবোহর্চিতাঃ[৪]।
ক্রীড়ন্তি পরমানন্দং মহাপৌরুষিকা ইব॥ ৩৬
যৎপাদশুশ্রূষণমুখ্যকর্মণা
সত্যাদয়ো দ্ব্যষ্টসহস্রযোষিতঃ।
নির্জিত্য সংখ্যে ত্রিদশাংস্তদাশিষো
হরন্তি বজ্রায়ুধবল্লভোচিতাঃ॥ ৩৭

দেবর্ষি নারদের কথা মনে পড়ল এবং সভার মধ্যে সকলের সামনেই অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন॥ ২৩-২৪

যুধিষ্ঠির বললেন—'হে অর্জুন ! দ্বারকাপুরীতে আমাদের আত্মীয়-কুটুম্ব মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যাদবগণ কুশলে আছেন তো ? ॥ ২৫ ॥ পরম মাননীয় মাতামহ শূরসেন সকুশল তো ? মাতুল বসুদেব তাঁর ভাইদের সাথে কুশলে আছেন তো ? ॥ ২৬ ॥ বসুদেবের পত্নীগণ আমাদের মাতুলানী দেবকী প্রমুখ সাত বোন তাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূদের সাথে সুখে আছেন তো ? ॥ ২৭ ॥ দুষ্ট কংসের পিতা রাজা উগ্রসেন ও তাঁর ছোট ভাই দেবক জীবিত তো ? পুত্র কৃতবর্মার সাথে হৃদীক, অক্রূর, জয়ন্ত, গদ, সারণ তথা শত্রুজিৎ প্রমুখ যাদববীরগণের সকলের মঙ্গলে তো ? যাদবদের প্রভু বলরাম সুখে আছেন তো ? ২৮-২৯ ॥ বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহারথী প্রদ্যুম্ন ভালো তো আছেন ? যুদ্ধে অতি বেগবান ভগবান অনিরুদ্ধ আনন্দে আছেন তো ? ॥ ৩০ ॥ সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীনন্দন সাম্ব এবং সপুত্র ঋষভ প্রমুখ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য সব পুত্রগণের মঙ্গল তো ? ॥ ৩১ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুচরবৃন্দ শ্রুতদেব, উদ্ধব প্রমুখ এবং অন্যান্য সুনন্দ-নন্দ প্রমুখ প্রধান যাদবগণ, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বাহুবলদ্বারা আশ্রিত সকলেরই কুশল তো ? আমাদের প্রতি স্নেহশীল বান্ধবগণ আমাদের কথা কি মনে করেন ? ॥ ৩২-৩৩ ॥

ভক্তবৎসল ব্রাহ্মণভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ সুহৃদবর্গের সাথে দ্বারকা পুরীতে সুধর্মা নাম্নী সভায় সুখে আছেন তো ? ॥ ৩৪ ॥ সেই আদিপুরুষ, বলরামকে সঙ্গে নিয়ে জগতের পরম মঙ্গল, পরম কল্যাণ ও উৎকর্ষের জন্য যদুকুলরূপ ক্ষীরসাগরে বিরাজমান রয়েছেন। তাঁর বাহুবলে, সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে যাদবগণ ত্রিলোকের সম্মান পেয়ে পরমানন্দে বৈকুণ্ঠনাথের পার্ষদদের মতো বিহার করছেন॥ ৩৫-৩৬ ॥ সত্যভামা প্রমুখ ষোল হাজার মহিষীরা তাঁর পাদপদ্ম সেবাতেই নিরত থেকে তাঁর দ্বারা যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও পরাজিত করে শচীদেবীর উপভোগ্য এবং প্রিয় পারিজাত কুসুমাদি উপভোগ করছেন॥ ৩৭ ॥ যদুবংশের বীরগণ শ্রীকৃষ্ণের বাহু

[১]প্রা.পা.—দশার্হান্তে কুকুরান্ধক.। [২]প্রা.পা.—হি। [৩]প্রা.পা.—দণ্ডৈর্গুপ্ত.। [৪]প্রা.পা.—যদবোহজিতাঃ।

যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনো
যদুপ্রবীরা হ্যকুতোভয়া মুহুঃ।
অধিক্রমন্ত্যঙ্‌ঘ্রিভিরাহৃতাং বলাৎ
সভাং সুধর্মাং সুরসত্তমোচিতাম্‌॥ ৩৮

বলের প্রভাবে সুরক্ষিত থেকে নির্ভয়ে আছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণের ভোগ্য সুধর্মা নামক দেবসভা বলপূর্বক অধিকার করে বারংবার পদদলিত করছেন!॥ ৩৮ ॥

কচ্চিত্তেঽনাময়ং তাত ভ্রষ্টতেজা বিভাসি মে।
অলব্ধমানোঽবজ্ঞাতঃ কিং বা তাত চিরোষিতঃ॥ ৩৯

হে অর্জুন! তুমি নিজে শারীরিক কুশলে আছ, একথা তো বল। তোমাকে দেখে শ্রীহীন মনে হচ্ছে ; ওখানে অনেকদিন ছিলে, তোমাকে সেখানে কেউ অনাদর বা অবজ্ঞা করেনি তো ? কেউ তোমায় অপমান করেনি তো ? ॥ ৩৯ ॥ সেখানে কেউ তোমাকে স্নেহ প্রেমাদিশূন্য কঠোর বাক্যের দ্বারা তোমার মনে দুঃখ দেয়নি তো ? অথবা কোনও আশা নিয়ে তোমার কাছে কেউ কিছু যাচ্ঞা করেছিল সেই যাচককে প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি পালনে তুমি অসমর্থ হওনি তো ? ॥ ৪০ ॥

কচ্চিন্নাভিহতোঽভাবৈঃ শব্দাদিভিরমঙ্গলৈঃ।
ন দত্তমুক্তমর্থিভ্য আশয়া যৎ প্রতিশ্রুতম্‌॥ ৪০ ॥

তুমি চিরকাল শরণাগতকে রক্ষা করে এসেছ ; শরণাগত ব্রাহ্মণ, বালক, গো, বৃদ্ধ, রোগী, অবলা অথবা অন্য কোনো শরণাগত প্রাণীকে তুমি ত্যাগ করোনি তো ? ॥ ৪১ ॥ কোনো অগম্যা নারীতে উপগত হওনি তো ? অথবা গম্যা নারীতে অসৎকারপূর্বক উপগত হওনি তো ? পথে কোথাও কোনো সমকক্ষ ব্যক্তি বা নিকৃষ্ট ব্যক্তি দ্বারা পরাজিত হওনি তো ? ॥ ৪২ ॥

কচ্চিৎ ত্বং[১] ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগিণং স্ত্রিয়ম্‌।
শরণোপসৃতং[২] সত্ত্বং নাত্যাক্ষীঃ শরণপ্রদঃ॥ ৪১

কচ্চিৎ ত্বং নাগমোঽগম্যাং গম্যাং বাসৎকৃতাং স্ত্রিয়ম্‌।
পরাজিতো বাথ ভবান্নোত্তমৈর্নাসমৈঃ পথি॥ ৪২

অথবা বুভুক্ষু বৃদ্ধ বা বালককে পরিত্যাগ করে তুমি একলাই ভোজন করনি তো ? আমার বিশ্বাস, তুমি এমন কোনো নিন্দিত কাজ করনি, যা তোমার উপযুক্ত নয় ॥ ৪৩ ॥

অপি স্বিৎপর্যভুঙ্‌ক্থাস্ত্বং সম্ভোজ্যান্ বৃদ্ধবালকান্[৩]।
জুগুপ্সিতং কর্ম কিঞ্চিৎ কৃতবান্ন[৪] যদক্ষমম্‌॥ ৪৩

অথবা এমন তো হয়নি যে তোমার পরম প্রিয়তম অভিন্নহৃদয় পরম সুহৃদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়েছ। আর সেইজন্য নিজেকে শূন্য মনে করছ ? এছাড়া দ্বিতীয় কোনো কারণ আর হতেই পারে না, যাতে তোমার এই রকম মনঃপীড়া হতে পারে॥ ৪৪ ॥

কচ্চিৎ প্রেষ্ঠতমেনাথ হৃদয়েনাত্মবন্ধুনা।
শূন্যোঽস্মি রহিতো নিত্যং মন্যসে তেঽন্যথা ন রুক্‌॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে[৫]যুধিষ্ঠিরবিতর্কো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিরবিতর্ক নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

[১] প্রা.পা.—রুদন্তং। [২]প্রা.পা.—শরণ্যো.। [৩]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'বালবৃদ্ধকান্‌'। এর পরে এই শ্লোকার্ধ বেশী আছে—'উপেক্ষ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ গর্ভিণ্যাতুরকন্যকাঃ'। [৪]প্রা.পা.—কৃতং বা যদ্‌। [৫]প্রা.পা.—পারীক্ষিতোপাখ্যানে যুধিষ্ঠিরারিষ্টদর্শনং চতু.।

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

কৃষ্ণবিরহে ব্যথিত পাণ্ডবদের পরীক্ষিতের হাতে রাজত্ব অর্পণ ও মহাপ্রস্থান

সূত উবাচ

এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাত্রা রাজ্ঞাঽবিকল্পিতঃ।
নানাশঙ্কাস্পদং[১] রূপং কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ॥ ১

শোকেন শুষ্যদ্‌বদনহৃৎসরোজো হতপ্রভঃ।
বিভুং তমেবানুধ্যায়ন্নাশক্নোৎ প্রতিভাষিতুম্॥ ২

কৃচ্ছ্রেণ সংস্তভ্য শুচঃ পাণিনাঽমৃজ্য নেত্রয়োঃ।
পরোক্ষেণ সমুন্নদ্ধপ্রণয়ৌৎকণ্ঠ্যকাতরঃ[২]॥ ৩

সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদং চ সারথ্যাদিষু সংস্মরন্।
নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা॥ ৪

অর্জুন[৩] উবাচ

বঞ্চিতোঽহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা।
যেন মেঽপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ॥ ৫

যস্য ক্ষণবিয়োগেন লোকো হ্যপ্রিয়দর্শনঃ।
উক্‌থেন রহিতো হ্যেষ মৃতকঃ প্রোচ্যতে যথা॥ ৬

যৎ সংশ্রয়াদ্ দ্রুপদগেহমুপাগতানাং
রাজ্ঞাং স্বয়ংবরমুখে স্মরদুর্মদানাম্।
তেজো হৃতং খলু ময়াভিহতশ্চ মৎস্যঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাধিগতা[৪] চ কৃষ্ণা॥ ৭

যৎসংনিধাবহমু খাণ্ডবমগ্নয়েঽদা-
মিন্দ্রং চ সামরগণং তরসা বিজিত্য।
লব্ধা সভা ময়কৃতাদ্ভুতশিল্পমায়া
দিগ্‌ভ্যোঽহরন্নৃপতয়ো বলিমধ্বরে তে॥ ৮

সূত বললেন—কৃষ্ণসখা অর্জুন তো আগের থেকেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কৃশ হচ্ছিলেন। তার ওপর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর বিষণ্ণ অবস্থা দেখে সেই ব্যাপারে নানা রকম আশঙ্কা প্রকাশ করে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন॥ ১ ॥ শোকে অর্জুনের মুখ ও হৃদয় শুষ্ক, চেহারা নিষ্প্রভ হয়েছিল। তিনি সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে এমন মগ্ন ছিলেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলেন না॥ ২ ॥ দৃষ্টিপট থেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে গভীর প্রণয়জনিত উৎকণ্ঠায় তিনি বিবশ হয়েছিলেন। রথ চালনায়, দৌত্যকর্ম ইত্যাদি সময়ে শ্রীকৃষ্ণের হিতৈষিতা, অভিন্নহৃদয়তা এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহার স্মরণ করতে করতে নিজের শোকাবেগ অতিকষ্টে রুদ্ধ করে, হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বাষ্প গদ্‌গদ স্বরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলতে লাগলেন॥ ৩-৪ ॥

অর্জুন বললেন—মহারাজ! আমার মামাতো ভাই অথবা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করেছেন। আমার যে প্রবল পরাক্রম দেখে বড় বড় দেবতারা বিস্মিত হতেন সেই পরাক্রম শ্রীকৃষ্ণ হরণ করে নিয়েছেন॥ ৫ ॥ শরীরের থেকে প্রাণ চলে গেলে যেমন তাকে মৃত বলা হয় সেই রকমই শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণকালমাত্র বিচ্ছেদেই এই সংসার সৌন্দর্যবিহীন বলে মনে হচ্ছে॥ ৬ ॥ তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে দ্রুপদরাজার স্বয়ম্বর সভায় আগত মদোন্মত্ত রাজাদের তেজ আমি হরণ করেছিলাম, শরাসনে গুণ যোজনা করে মৎস্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলাম॥ ৭ ॥ তাঁর সান্নিধ্যমাত্রে আমি সমস্ত দেবতাগণসহ ইন্দ্রকে নিজের বাহুবলে পরাজিত করে অগ্নিদেবের তৃপ্তির জন্য খাণ্ডব বন অগ্নিকে প্রদান করেছিলাম এবং ময় দানব দ্বারা নির্মিত অলৌকিক শিল্পকলামণ্ডিত সভা লাভ করেছিলাম,

[১]প্রা.পা.—ন শশাকাস্য গদিতুম্। [২]প্রা.পা.—সুসংনদ্ধ.। [৩]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে নেই। [৪]প্রা.পা.—ধনুষা বিজিতা।

যত্তেজসা[১] নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রিমহন্মখার্থে
আর্যোঽনুজস্তব গজাযুতসত্ত্ববীর্যঃ।
তেনাহৃতাঃ প্রমথনাথমখায় ভূপা
যন্মোচিতাস্তদনয়ন্ বলিমধ্বরে তে॥ ৯

পত্ন্যাস্তবাধিমখক্লৃপ্তমহাভিষেক-
শ্লাঘিষ্ঠচারুকবরং কিতবৈঃ সভায়াম্।
স্পৃষ্টং বিকীর্য পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যা
যস্তৎস্ত্রিয়োঽকৃত হতেশবিমুক্তকেশাঃ॥ ১০

যো নো জুগোপ বনমেত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ্
দুর্বাসসোঽরিবিহিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ[২]॥ ১১

যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি-
র্বিস্মাপিতঃ সগিরিজোঽস্ত্রমদান্নিজং[৩] মে।
অন্যোঽপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ
প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্ধম্॥ ১২

সেই সভাতেই রাজসূয় যজ্ঞের সময় নানাস্থান থেকে আগত রাজন্যবৃন্দ আপনাকে নানা উপহার প্রদান করেছিলেন॥ ৮ ॥ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশ হাজার হাতির সমান বলশালী ভীমসেন তাঁরই (শ্রীকৃষ্ণের) বলে মহাবলীয়ান হয়ে সমস্ত রাজাদের মস্তকে পদ-অর্পণকারী দাম্ভিক জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন ; তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সব রাজন্যবর্গকে মুক্ত করেছিলেন। মহাভৈরবযজ্ঞে বলি দেবার জন্য জরাসন্ধ যাদের বন্দী করে রেখেছিল সেইসব রাজাগণ আপনার যজ্ঞে আপনার জন্য নানাপ্রকার উপহার নিয়ে এসেছিল॥ ৯ ॥ মহারানি দ্রৌপদীর রাজসূয়যজ্ঞীয় মহাভিষেকের দ্বারা পবিত্র সুন্দর কেশরাশি দুঃশাসনাদি দুষ্টগণ যখন জনপূর্ণ রাজসভায় স্পর্শ করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল, তখন সেই কেশ জাল বিকীর্ণ করে তিনি অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ নিয়েছিলেন। সেই সময়ে ভীমসেন তাঁর সেই ঘোর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করে সেই দুষ্টগণের পত্নীদের এমন দশা করে দিয়েছিলেন যে তারা বিধবা হয়ে গেছিল এবং তার ফলে তাদের নিজেদের চুল নিজেদের হাতেই উন্মোচিত করতে হয়েছিল (এইভাবেই ভগবান শরণাগত দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিকার করিয়েছিলেন)॥ ১০ ॥ বনবাসের সময় আমাদের শত্রু দুর্যোধনের ষড়যন্ত্রে দশ হাজার শিষ্যের সাথে একত্রে ভোজনকারী মহর্ষি দুর্বাসা আমাদের মহা বিপদে ফেলেছিলেন। সেই সংকটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দ্রৌপদীর পাকপাত্রসংলগ্ন অবশিষ্ট শাকের একটিমাত্র কণারই ভোগ নিয়ে আমাদের রক্ষা করেছেন। তাঁর এই ভোগ গ্রহণের ফলেই জলে স্নানরত মুনিগণ অনুভব করেছিলেন যে শুধু তাঁরাই নন, ত্রিভুবনই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে*॥ ১১ ॥ তাঁরই প্রভাবে আমি পার্বতী সহিত ভগবান শংকরকে বিস্ময়ান্বিত করেছিলাম, ফলে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে তাঁর পাশুপত নামক অস্ত্র প্রদান করেছিলেন ; সাথে সাথে

[১]প্রাচীন বইয়ে 'যত্তেজসা' থেকে 'বলিমধ্বরে তে' পর্যন্ত শ্লোক নেই। [২]প্রা.পা.—গাত্রঃ। [৩]প্রা.পা.—হস্ত্রবরং দদম্মে।

*একবার দুর্যোধন মহর্ষি দুর্বাসার খুবই সেবা-যত্ন করেছিলেন। এতে প্রসন্ন হয়ে দুর্বাসা দুর্যোধনকে বর চাইতে বললেন। দুর্যোধন মনে মনে ঋষির শাপদ্বারা পাণ্ডবগণকে ধ্বংস করার এটিই সুযোগ ভেবে মুনিকে বললেন—'ব্রহ্মণ! আমাদের বংশে যুধিষ্ঠিরই প্রধান। আপনি আপনার দশ হাজার শিষ্যসহ তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনি দ্রৌপদী ভোজন করার পর সেখানে যাবেন যাতে তাদের অন্নের অভাবে ক্ষুধার কষ্ট না পেতে হয়।' দ্রৌপদীর কাছে সূর্যপ্রদত্ত একটি পাত্র ছিল। সেই পাত্রে তৈরি করা খাদ্যবস্তু দ্রৌপদী ভোজন না করা পর্যন্ত ফুরিয়ে যেত না, কিন্তু দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গেলে সেটি খালি হয়ে যেত। দুর্যোধনের কথা অনুসারে একদিন দুপুর বেলায় দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গেলে দুর্বাসা তাঁর দশ হাজার শিষ্যসহ সেখানে এলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'আমরা নদীতে স্নান করতে যাচ্ছি, আমাদের সকলের খাবারের ব্যবস্থা করো।' এতে দ্রৌপদী

তত্রৈব মে বিহরতো ভুজদণ্ডযুগ্মং
গাণ্ডীবলক্ষণমরাতিবধায় দেবাঃ।
সেন্দ্রাঃ শ্রিতা যদনুভাবিতমাজমীঢ়
তেনাহমদ্য মুষিতঃ পুরুষেণ ভূম্না॥ ১৩

যদ্‌বান্ধবঃ কুরুবলাব্ধিমনন্তপার-
মেকো রথেন ততরেঽহমতার্যসত্ত্বম্।
প্রত্যাহৃতং বহু[১] ধনং চ ময়া পরেষাং
তেজস্পদং মণিময়ং চ হৃতং শিরোভ্যঃ॥ ১৪

যো ভীষ্মকর্ণগুরুশল্যচমূষ্বদভ্র[২]-
রাজন্যবর্যরথমণ্ডলমণ্ডিতাসু।
অগ্রেচরো মম বিভো রথযূথপানা-
মায়ুর্মনাংসি চ দৃশা সহ ওজ[৩] আর্চ্ছৎ॥ ১৫

যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণ-
নপ্তৃত্রিগর্তশলসৈন্ধববাহ্লিকাদ্যৈঃ।
অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি
নো পস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি॥ ১৬

অন্যান্য লোকপালগণও প্রসন্ন হয়ে তাঁদের নিজেদের দিব্য অস্ত্রাদি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। অন্য কথা আর কী, তাঁরই কৃপায় আমি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলাম এবং ইন্দ্রের সভায় তাঁর সাথে সিংহাসনের অর্ধেক অংশে একত্রে বসার সম্মান লাভ করেছিলাম॥ ১২ ॥ তাঁরই আগ্রহে যখন আমি স্বর্গে কিছুদিন বাস করেছিলাম তখন ইন্দ্রসহ সকল দেবতাগণ নিবাতকবচাদি অসুরদের বিনাশ করার জন্য আমার এই গাণ্ডীবধারী বাহুযুগল আশ্রয় করেছিলেন (সাহায্য নিয়েছিলেন)। হে মহারাজ ! এইসব ঘটনাবলী যাঁর অসীম কৃপার ফল, সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আজ আমি বঞ্চিত হয়েছি॥ ১৩ ॥

হে মহারাজ ! কৌরবসেনা ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ অজেয় মহামৎস্যব্যাপ্ত অনন্ত অপার সমুদ্রের মতো ছিল, কিন্তু তাঁর আশ্রয়ে থেকে আমি একলাই রথে করে সেই সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছিলাম। আপনার হয়ত মনে আছে, তাঁরই সাহায্যে, শত্রুদের থেকে বিরাট রাজার সমস্ত গোধন তো পুনরুদ্ধার করেই ছিলাম উপরন্তু তাদের রাজপ্রভাবসূচক উষ্ণীষ, মুকুট ও মণিময় রত্নালংকারাদিও কেড়ে নিয়েছিলাম॥ ১৪ ॥ হে মহারাজ ! কৌরবসেনা ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, শল্য ও অন্যান্য বড় বড় রাজা ও ক্ষত্রিয় বীরদের রথসমূহে সজ্জিত ছিল। সেখানে আমার রথের সারথিরূপে আগে আগে থেকে তিনি তাঁর দৃষ্টি দিয়েই (কালদৃষ্টি দিয়ে) সেইসকল মহারথী সেনাপতির আয়ু, মন, বুদ্ধি, বল সবকিছু হরণ করে নিতেন॥ ১৫ ॥ দ্রোণাচার্য, কর্ণ, ভীষ্ম, ভূরিশ্রবা, সুশর্মা, শল্য, জয়দ্রথ এবং বহ্লীকাদি বীরগণ আমার প্রতি অব্যর্থপ্রভাব অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন কিন্তু হিরণ্যকশিপু প্রমুখ অসুরদের অস্ত্রশস্ত্র যেমন ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদকে স্পর্শ করতে পারত না তেমনই তাঁদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ আমাকে স্পর্শও করতে পারেনি। এই সবই শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের ছত্রছায়ায়

খুবই চিন্তিত হলেন এবং খুবই কাতর হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান নিজের প্রাসাদ পরিত্যাগ করে দ্রৌপদীর কুটিরে আগমন করলেন এবং বললেন—'দ্রৌপদী, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবার দাও।' ভগবানের এই অনুপম দয়া দেখে দ্রৌপদী কৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন 'হে প্রভু ! আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য যে স্বয়ং বিশ্বম্ভর আমার কাছে খাবার চাইছেন, কিন্তু কী করবো, ঘরে একটি দানা অন্নও নেই।' ভগবান বললেন—'আচ্ছা, সেই পাত্রটি আনো, ওতে তো কিছু থাকবে।' দ্রৌপদী সেই পাত্রটি আনলেন। ওতে অন্নের দু-একটি কণা লেগে ছিল। বিশ্বাত্মা প্রভু সেটিই উদরস্থ করে ত্রিলোক তৃপ্ত করে দিলেন এবং ভীমকে শিষ্যমণ্ডলীসহ দুর্বাসাকে খাবারের জন্য ডেকে আনতে পাঠালেন। কিন্তু ভোজনে তৃপ্ত হয়ে দুর্বাসা তাঁর শিষ্যমণ্ডলীসহ পূর্বেই সেখান হতে পলায়ন করেছিলেন।

[১]প্রা.পা.—পুরু। [২]প্রা.পা.—কৃপ। [৩]প্রা.পা.—সহ উজহার।

সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাঽত্মদ ঈশ্বরো মে
যৎ পাদপদ্মমভবায় ভজন্তি ভব্যাঃ।
মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রথিনো ভুবিষ্ঠং
ন প্রাহরন্ যদনুভাবনিরস্তচিত্তাঃ॥ ১৭

নর্মাণ্যুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি[১]
হে পার্থ হেঽর্জুন সখে কুরুনন্দনেতি।
সংজল্পিতানি নরদেব হৃদিস্পৃশানি
স্মর্তুর্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য॥ ১৮

শয্যাসনাটনবিকত্থনভোজনাদি-
ষ্বৈক্যাদ্‌বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ।
সখ্যুঃ সখেব পিতৃবত্তনয়স্য সর্বং
সেহে মহান্মহিতয়া কুমতেরঘং মে॥ ১৯

সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন
সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জিতোঽস্মি॥ ২০

তদ্ বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাম্॥ ২১

রাজংস্ত্বয়াভিপৃষ্টানাং সুহৃদাং নঃ সুহৃৎপুরে।
বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং নিঘ্নতাং মুষ্টিভির্মিথঃ॥ ২২

বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্।
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ॥ ২৩

থাকার জন্য হয়েছে॥ ১৬ ॥ বিবেকশীল পুরুষ সংসার থেকে মুক্তিলাভের জন্য যাঁর পাদপদ্মের অর্চনা করে থাকেন সেই ভক্তবাৎসল্যে আত্মপর্যন্ত দানকারী ভগবানকে আমি দুর্বুদ্ধিবশত আমার রথের সারথি করেছিলাম। অহো ! যুদ্ধে যখন আমার রথের ঘোড়াগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং আমি রথ থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়িয়েছিলাম সেই সময় বড় বড় মহারথী পর্যন্ত আমাকে প্রহার করতে পারেনি ; কারণ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিমহিমায় তাঁদের বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল॥ ১৭ ॥ হে মহারাজ ! মাধবের সেই গভীর মন্দহাসি শোভিত পরিহাস-সমন্বিত হৃদয়স্পর্শী বচন এবং আমাকে হে পার্থ, হে অর্জুন, হে সখা, হে কুরুনন্দন ইত্যাদি মনোহর সম্বোধনগুলি আমার স্মৃতিপথে এসে আমার হৃদয়কে তোলপাড় করছে ॥ ১৮ ॥ শোওয়া, বসা, ভ্রমণ, আত্মপ্রশংসা আলোচনা এবং ভোজন ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমাদের অনেক সময়ই একসাথে থাকতে হত। কখনও কখনও ব্যঙ্গভরে আমি বলতাম, 'বয়স্য ! তুমি তো খুব সত্যবাদী !' সেই সময়েও ওই মহাপুরুষ নিজমহত্ত্বে বন্ধু যেমন বন্ধুর, পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন সেইভাবে মন্দবুদ্ধি আমার অপরাধসকল সহ্য করতেন॥ ১৯ ॥ হে মহারাজ ! যিনি আমার সখা, প্রিয় বন্ধু শুধু তাই নয় যিনি আমার সব কিছু ছিলেন, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে গেছি। ভগবানের পত্নীদের নিয়ে আমি দ্বারকা থেকে আসছিলাম কিন্তু রাস্তায় দুর্বৃত্ত গোপগণ কর্তৃক আমি এক অবলা নারীর মতো পরাজিত হলাম এবং তাঁদের রক্ষা করতে পারলাম না॥ ২০ ॥ আমার সেই গাণ্ডীব ধনু, সেই বাণ, সেই রথ, সেই ঘোড়া আর সেই রথী আমিই অর্জুন, যার কাছে সমস্ত রাজন্যবৃন্দ মাথা নত করে থাকত, শ্রীকৃষ্ণ বিহনে এই সবকিছু এক মুহূর্তে নিষ্ফল (কার্যাক্ষম) হয়ে গেল— যেমনভাবে ভস্মে ঘৃতাহুতি, কপটতাপূর্ণ সেবা এবং ঊষরভূমিতে বীজ বপন ব্যর্থ হয়॥ ২১ ॥

হে রাজন্ ! আপনি দ্বারকাবাসী যে সব বান্ধবদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন, তারা সকলে ব্রাহ্মণের শাপে মোহিত হয়ে গেছেন এবং বারুণী মদিরাপানে মদোন্মত্ত হয়ে অপরিচিতের মতো পরস্পর মুষ্টি যুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন। মাত্র চার পাঁচজনই অবশিষ্ট রয়েছেন॥ ২২-

[১]প্রা.পা.—কর্মা.।

প্রায়েণৈতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিচেষ্টিতম্।
মিথো নিঘ্নন্তি ভূতানি ভাবয়ন্তি চ যন্মিথঃ॥ ২৪

জলৌকসাং জলে যদ্বন্মহান্তোঽদন্ত্যণীয়সঃ।
দুর্বলান্ বলিনো রাজন্মহান্তো বলিনো মিথঃ॥ ২৫

এবং বলিষ্ঠৈর্যদুভির্মহদ্ভিরিতরান্ বিভুঃ।
যদূন্ যদুভিরন্যোন্যং ভূভারান্ সংজহার হ॥ ২৬

দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানি চ।
হরন্তি স্মরতশ্চিত্তং গোবিন্দাভিহিতানি মে॥ ২৭

সূত উবাচ

এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্।
সৌহার্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাঽসীদ্ বিমলা মতিঃ॥ ২৮

বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা।
ভক্ত্যা নির্মথিতাশেষকষায়ধিষণোঽর্জুনঃ॥ ২৯
গীতং ভগবতা জ্ঞানং যৎ তৎ সংগ্রামমূর্ধনি।
কালকর্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্ বিভুঃ॥ ৩০
বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ।
লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ ॥ ৩১
নিশম্য ভগবন্মার্গং সংস্থাং যদুকুলস্য চ।
স্বঃপথায় মতিং চক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৩২
পৃথাপ্যনুশ্রুত্য ধনঞ্জয়োদিতং
নাশং যদূনাং ভগবদ্গতিং চ তাম্।
একান্তভক্ত্যা ভগবত্যধোক্ষজে
নিবেশিতাত্মোপররাম সংসৃতেঃ॥ ৩৩
যয়াহরদ্[১] ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ।
কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ং চাপীশিতুঃ সমম্॥ ৩৪

২৩ ॥ আসলে এ সবই সর্বশক্তিমান ভগবানেরই লীলা যে সংসারে প্রাণীগণ পরস্পরকে যেমন পালনকরে তেমনই বিনাশও করে॥ ২৪ ॥ হে রাজন্! জলচরদের মধ্যে যেমন বৃহৎ ক্ষুদ্রকে, সবল দুর্বলকে এবং বৃহৎ ও বলশালীরাও একে অপরকে ভক্ষণ করে, সেইভাবে অতিশয় সবল এবং মুখ্য যাদবদের দ্বারা ভগবান অন্যান্য রাজাদের সংহার করিয়েছেন। তারপর যাদবদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের সংঘাত লাগিয়ে তাদের ধ্বংস করেছেন এবং ভূভার হরণ করেছেন॥ ২৫-২৬ ॥ দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী হৃদয়ের তাপ উপশমকারী শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সেই সব উপদেশ আমার স্মরণে আসায় আমার চিত্ত তাতেই মগ্ন হয়ে যাচ্ছে॥ ২৭ ॥

সূত বললেন—এইভাবে অত্যন্ত গভীর অনুরাগের সাথে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করতে করতে অর্জুনের মন নির্মল ও শান্ত হয়ে গেল॥ ২৮ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল অহর্নিশ চিন্তা করতে করতে অর্জুনের ভক্তির বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকল এবং সর্ববিধ বুদ্ধিমালিন্য দূরীভূত হল॥ ২৯ ॥ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যে গীতাজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, যে সব উপদেশ কালের ব্যবধানে এবং কর্মের বিস্তারের ফলে চাপা পড়ে গিয়েছিল, আবার সেই সব উপদেশ স্মরণে এসে গেল॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ফলে মায়ার আবরণ দূর হয়ে গেল এবং গুণাতীত অবস্থা লাভ হল। দ্বৈতের সংশয় দূরীভূত হল। তাঁর সূক্ষ্মশরীরও বিনষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি শোক এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেলেন॥ ৩১ ॥

ভগবানের স্বধাম গমন এবং যদুবংশ ধ্বংসের বৃত্তান্ত শুনে স্থিরচিত্ত যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণের মনস্থ করলেন॥ ৩২ ॥ কুন্তীও অর্জুনের মুখে যদুবংশ ধ্বংস ও ভগবানের স্বধাম গমনের সংবাদ শুনে অনন্য ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করে সংসার থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হলেন॥ ৩৩ ॥ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে যেমন দুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়া হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও লোকদৃষ্টিতে তাঁর যাদবশরীরের মাধ্যমে ভূভার হরণ করলেন, অবশেষে সেই যাদবশরীরও পরিত্যাগ করলেন। ভগবানের দৃষ্টিতে তো ভূ-ভার হরণ ও

[১]প্রাচীন বইয়ে 'যয়াহরদ্ভুবো ভারং' থেকে 'জহৌ তচ্চ কলেবরম্॥' পর্যন্ত শ্লোক পাওয়া যায় না, বিজয়ধ্বজও এই দুই শ্লোককে এবং এর পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিকেও গ্রহণ করেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য চিন্ময় স্বরূপভূত দেহের লোপ সম্ভব নয়, অতএব ভক্তগণ এই দুটি শ্লোককে স্বীকার করেননি। প্রাচীন বইয়ে এই শ্লোকগুলির উল্লেখ না থাকায় এটিই প্রমাণিত হয়।

যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্॥ ৩৫

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং
জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ।
তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসা-
মধর্মহেতুঃ[১] কলিরন্ববর্তত॥ ৩৬

যুধিষ্ঠিরস্তৎপরিসর্পণং বুধঃ[২]
পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি।
বিভাব্য লোভানৃতজিহ্মহিংসনা-
দ্যধর্মচক্রং গমনায় পর্যধাৎ॥ ৩৭

স্বরাট্ পৌত্রং বিনয়িনমাত্মনঃ[৩] সুসমং গুণৈঃ।
তোয়নীব্যাঃ পতিং ভূমেরভ্যষিঞ্চদ্ গজাহ্বয়ে॥ ৩৮

মথুরায়াং তথা বজ্রং শূরসেনপতিং ততঃ।
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমগ্নীনপিবদীশ্বরঃ॥ ৩৯

বিসৃজ্য তত্র তৎ সর্বং দুকূলবলয়াদিকম্।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সংছিন্নাশেষবন্ধনঃ॥ ৪০

বাচং জুহাব মনসি তৎ প্রাণ ইতরে চ তম্।
মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ॥ ৪১

ত্রিত্বে হুত্বাথ পঞ্চত্বং তচ্চৈকত্বেহজুহোন্মুনিঃ।
সর্বমাত্মন্যজুহবীদ্ ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে॥ ৪২

চীরবাসা নিরাহারো বদ্ধবাঙ্ মুক্তমূর্ধজঃ।
দর্শয়ন্নাত্মনো রূপং জড়োন্মত্তপিশাচবৎ॥ ৪৩

অনপেক্ষমাণো নিরগাদশৃণ্বন্ বধিরো যথা।
উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্বাং মহাত্মভিঃ।
হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্নাবর্তেত যতো গতঃ॥ ৪৪

দেহত্যাগ দুইই সমান॥ ৩৪ ॥ নট যেমন একই দেহে অবস্থিত থেকে নানা রূপ ধারণ করে ও ইচ্ছামতো পরিত্যাগ করে সেইরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক নিত্য দেহেই বর্তমান থেকে মৎস্যাদি অবতাররূপ ধারণ করেন এবং ইচ্ছামতো ত্যাগ করেন, তেমনই তিনি যে যাদবশরীর দিয়ে ভূ-ভার হরণ করলেন সেই দেহ ত্যাগ করে দিলেন॥ ৩৫ ॥ যাঁর নামগান লীলাদি কাহিনী শুনলে জীবের অখিল বন্ধন মোচন হয় সেই পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যেদিন শ্রীমূর্তিতে এই পৃথিবী ছেড়ে গেলেন সেই দিন থেকেই মায়াবদ্ধ বিবেকজ্ঞানশূন্য জীবের অনর্থকারী কলিকাল আবির্ভূত হল॥ ৩৬ ॥ কলির আবির্ভাবপ্রাজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে গোপন রইল না। তিনি দেখলেন—দেশে, নগরে, বাড়িতে এবং প্রাণীদের মধ্যে লোভ, মিথ্যা, কপটতা, হিংসাদি অধর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে। এই সব দেখে তিনি মহাপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন॥ ৩৭ ॥ তিনি তাঁর আত্মতুল্য গুণশালী পরমবিনয়ী পরীক্ষিৎকে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিরূপে হস্তিনাপুরে অভিষিক্ত করলেন॥ ৩৮ ॥ শূরসেনাধিপতিরূপে অনিরুদ্ধপুত্র বজ্রকে মথুরায় অভিষিক্ত করলেন। তারপর প্রাজাপত্য যজ্ঞ সমাপ্ত করে আহবনীয়াদি অগ্নিত্রয়কে আত্মাতে লীন করে দিলেন অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রম ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন॥ ৩৯ ॥ রাজোচিত সব বসন-ভূষণ ত্যাগ করে মমতা ও অহংকারশূন্য হয়ে সমস্ত বন্ধন ছেদন করলেন॥ ৪০ ॥ দৃঢ়চিত্তে বাণীকে মনে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে অপানে এবং অপানকে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃত্যুতে এবং মৃত্যুকে পঞ্চভূতাত্মক দেহে আহুতি দিলেন॥ ৪১ ॥ এইভাবে দেহকে মৃত্যুরূপে অনুভব করে তাকে গুণত্রয়ে লীন করে দিলেন। গুণত্রয়কে মূলা প্রকৃতিতে, সর্বকারণরূপা প্রকৃতিকে আত্মাতে এবং আত্মাকে অবিনাশী পরব্রহ্মে বিলীন করে দিলেন। তাঁর তখন এই রকম অনুভব হল যে এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বরূপ॥ ৪২ ॥ তারপর তিনি চীরবস্ত্র ধারণ করলেন, নিরাহারী ও মৌনী হয়ে কেশচর্চা ত্যাগ করলেন। তিনি নিজের রূপ জড়, উন্মত্ত ও পিশাচের মতো করে ফেললেন॥ ৪৩ ॥ কারও জন্যে অপেক্ষা না করে বধিরের মতো কারও নিষেধাদি না শুনে, সর্বাপেক্ষাশূন্য হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। মনে মনে যাঁকে লাভ করলে আর সংসারে পুনরাগমন হয় না,

[১]প্রা.পা.—অভদ্রহেতুঃ। [২]প্রা.পা.—বুধো গৃহে সরাষ্ট্রে চ পুরে তদা.। [৩]প্রা.পা.—বিনিয়তমাত্মনঃ।

সর্বে তমনু নির্জগ্মুর্ভ্রাতরঃ[১] কৃতনিশ্চয়াঃ।
কলিনাধর্মমিত্রেণ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্টাঃ প্রজা ভুবি॥ ৪৫

তে সাধুকৃতসর্বার্থা[২] জ্ঞাত্বাহত্যন্তিকমাত্মনঃ।
মনসা ধারয়ামাসুর্বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজম্॥ ৪৬

তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে।
তস্মিন্ নারায়ণপদে একান্তমতয়ো[৩] গতিম্॥ ৪৭

অবাপুর্দুরবাপাং তে অসদ্ভির্বিষয়াত্মভিঃ।
বিধূতকল্মষাস্থানং বিরজেনাত্মনৈব হি॥ ৪৮

বিদুরোহপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহমাত্মবান্[৪]।
কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ পিতৃভিঃ স্বক্ষয়ং যযৌ॥ ৪৯

দ্রৌপদী চ তদাহজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাম্।
বাসুদেবে ভগবতি হ্যেকান্তমতিরাপ তম্॥ ৫০

যঃ শ্রদ্ধয়ৈতদ্ ভগবৎপ্রিয়াণাং
পাণ্ডোঃ সুতানামিতি সম্প্রয়াণম্।
শৃণোত্যলং স্বস্ত্যয়নং পবিত্রং
লব্ধ্বা হরৌ ভক্তিমুপৈতি সিদ্ধিম্॥ ৫১

সেই পরব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে যে পথে পূর্বকালেও মহাত্মা পুরুষগণ গিয়েছেন, সেই উত্তরদিকে যাত্রা করলেন॥ ৪৪ ॥

ভীম, অর্জুন প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভাইয়েরাও দেখলেন যে পৃথিবীতে অধর্মসহায় কলিকর্তৃক প্রজাগণ আক্রান্ত হচ্ছে ; সুতরাং তাঁরাও গোবিন্দচরণ প্রাপ্তির জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করলেন॥ ৪৫ ॥ সর্ববিষয়ে কৃতার্থ পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণচরণকেই পরম পুরুষার্থ বুঝতে পেরে মনে মনে তাঁরই চিন্তা করতে লাগলেন॥ ৪৬ ॥ হরিপাদপদ্মধ্যানের দ্বারা পাণ্ডবদের ভক্তিভাব গভীরভাবে বৃদ্ধি পেল এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপে একান্তভাবে নিবদ্ধ হয়ে গেল ; যেই স্বরূপে একমাত্র নিষ্পাপ জীবই নিবদ্ধ হতে পারে। ফলতঃ নিজেদের নির্মল বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা তাঁরা সেই গতি লাভ করেছিলেন যেই গতি বিষয়াসক্ত দুর্জন ব্যক্তি কখনই পেতে পারে না॥৪৭-৪৮॥ সংযমী ও শ্রীকৃষ্ণচিন্তামগ্ন শ্রীকৃষ্ণার্ত-চিত্ত বিদুরমহাশয়ও প্রভাসক্ষেত্রে নিজের দেহ পরিত্যাগ করলেন। সেই সময় তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য সমাগত পিতৃগণের সাথে তিনি স্বলোকে (যমলোক) চলে গেলেন॥ ৪৯ ॥ দ্রৌপদী দেখলেন যে পাণ্ডবেরা কেউ কারুর জন্য অপেক্ষা করলো না ; তখন তিনিও অনন্য চিত্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করতে করতে তাঁকে প্রাপ্ত হলেন॥ ৫০ ॥

ভগবানের প্রিয়ভক্ত পাণ্ডবদের মহাপ্রয়াণের এই পরম পবিত্র ও পরম মঙ্গলাস্পদ বৃত্তান্ত যে ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন তিনি নিশ্চিতভাবেই শ্রীহরিতে ভক্তিলাভ করে মোক্ষপ্রাপ্ত হন॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
পাণ্ডবস্বর্গারোহণং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
পাণ্ডবস্বর্গারোহণ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

[১]প্রা.পা.—র্যুয়ুরিতাঃ। [২]প্রা.পা.—সর্বার্থাঃ। [৩]প্রা.পা.—গতয়ো। [৪]প্রা.পা.— দেহমাত্মনঃ।

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

পরীক্ষিতের দিগ্বিজয় এবং ধর্ম ও পৃথিবীর সংবাদ

সূত উবাচ

ততঃ পরীক্ষিদ্ দ্বিজবর্যশিক্ষয়া
মহীং মহাভাগবতঃ শশাস হ।
যথা হি সূত্যামভিজাতকোবিদাঃ
সমাদিশন্ বিপ্র মহদ্‌গুণস্তথা॥ ১

স উত্তরস্য তনয়ামুপযেম ইরাবতীম্।
জনমেজয়াদীংশ্চতুরস্তস্যামুৎপাদয়ৎ সুতান্॥ ২

আজহারাশ্বমেধাংস্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরিদক্ষিণান্।
শারদ্বতং[১] গুরুং কৃত্বা দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ॥ ৩

নিজগ্রাহৌজসা বীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে ক্বচিৎ।
নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গোমিথুনং পদা॥ ৪

শৌনক উবাচ

কস্য হেতোর্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বিজয়ে নৃপঃ।
নৃদেবচিহ্নধৃক্ শূদ্রকোঽসৌ গাং যঃ পদাহনৎ।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্[২]॥ ৫

অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্।
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ॥ ৬

ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্যানামৃতমিচ্ছতাম্।
ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্মণি॥ ৭

ন কশ্চিন্ম্রিয়তে তাবদ্ যাবদাস্ত ইহান্তকঃ।
এতদর্থং হি ভগবানাহূতঃ[৩] পরমর্ষিভিঃ।
অহো নৃলোকে পীয়েত হরিলীলামৃতং বচঃ॥ ৮

সূত বললেন—হে শৌনক ! পাণ্ডবদের মহাপ্রয়াণের পরে মহাভাগবত রাজা পরীক্ষিৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নির্দেশমতো রাজ্য পালন করতে লাগলেন। জন্মলগ্নে জ্যোতির্বিদগণ তাঁর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেই সমস্ত গুণরাশিই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল॥ ১ ॥ তিনি বিরাট-নন্দন উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে বিয়ে করেন, ইরাবতীর গর্ভে তাঁর জনমেজয়াদি চার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন॥ ২ ॥ কৃপাচার্যকে আচার্য বরণ করে তিনি গঙ্গার তীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করা হয়েছিল এবং দেবতারা প্রত্যক্ষরূপে প্রকট হয়ে নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছিলেন॥ ৩ ॥ একবার দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে তিনি দেখলেন যে কলিযুগ শূদ্রের রূপে রাজবেশ ধারণ করে গোমিথুনকে অর্থাৎ গাভী ও বৃষকে পদাঘাত করছে। তখন তিনি নিজবীর্যে কলিকে শাসন করেছিলেন॥ ৪ ॥

শৌনকমুনি প্রশ্ন করলেন—হে মহাভাগাবান সূত ! দিগ্বিজয়কালে মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলেন কেন ? বধ করলেন না কেন ? কারণ রাজবেশ ধারণ করলেও সে তো অধম শূদ্রই ছিল, যে নাকি গাভীকে পদাঘাত করেছিল ? এই বৃত্তান্ত যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অথবা তাঁর পাদপদ্মের সৌন্দর্যরস যাঁরা আস্বাদন করেন সেই সব রসিক মহানুভবদের সম্পর্কিত হয় তাহলে অবশ্যই তা বলুন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তদের কথাবর্জিত অসদালাপে কী লাভ ? এর ফলে তো কেবল বৃথা আয়ুক্ষয়ই হয়॥ ৫-৬ ॥ হে প্রিয় সূত ! যে সব মানুষ মুক্তিকামী কিন্তু আয়ু অল্প হওয়াতে অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের কল্যাণের জন্য ভগবান যমরাজকে ডেকে এনে এখানে শান্তিকর্মে নিযুক্ত করেছেন ॥ ৭ ॥ যমরাজ যতদিন এই কাজে ব্যস্ত থাকবেন ততদিন কারুর মৃত্যু হবে না। মরণশীল মনুষ্যলোকের জীবও যাতে ভগবানের লীলাকথামৃত পান

---

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শারদ্বতং' থেকে 'যত্রাক্ষিগোচরাঃ' পর্যন্ত নেই। [২]প্রা.পা.—বিষ্ণু.। [৩]প্রা.পা.—ভগবানুপহূতো মহর্ষিভি.।

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্মভিঃ॥ ৯

সূত উবাচ

যদা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলেঽশৃণোৎ[১]
কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্তিতে।
নিশম্য বার্তামনতিপ্রিয়াং ততঃ
শরাসনং সংযুগশৌণ্ডিরাদদে[২]॥ ১০

স্বলঙ্কৃতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং
রথং মৃগেন্দ্রধ্বজমাশ্রিতঃ পুরাৎ।
বৃতো রথাশ্বদ্বিপপত্তিযুক্তয়া
স্বসেনয়া দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ॥ ১১

ভদ্রাশ্বং কেতুমালং চ ভারতং চোত্তরান্ কুরূন্।
কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিম্॥ ১২

তত্র তত্রোপশৃণ্বানঃ স্বপূর্বেষাং মহাত্মনাম্।
প্রগীয়মাণং[৩] চ যশঃ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচকম্[৪]॥ ১৩

আত্মানং চ পরিত্রাতমশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রতেজসঃ।
স্নেহং চ বৃষ্ণিপার্থানাং তেষাং ভক্তিং চ কেশবে॥ ১৪

তেভ্যঃ পরমসংতুষ্টঃ প্রীত্যুজ্জৃম্ভিতলোচনঃ।
মহাধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্ মহামনাঃ॥ ১৫

সারথ্যপারষদসেবনসখ্যদৌত্য-
বীরাসনানুগমনস্তবনপ্রণামান্।
স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎ প্রণতিং চ[৫] বিষ্ণো-
র্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে॥ ১৬

করতে পারে এইজন্য মহর্ষিগণ ভগবান যমকে এখানে ডেকে এনেছেন॥ ৮ ॥ একে তো অল্পায়ু, তার ওপর বুদ্ধি অল্প। এই অবস্থায় সংসারের বিষয়ী পুরুষগণের সময় বৃথাই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে—রাত্রিবেলা নিদ্রায় আর দিনের বেলায় বৃথাকর্মে॥ ৯ ॥

সূত বললেন—রাজা পরীক্ষিৎ যখন কুরুজাঙ্গল দেশের সম্রাট হলেন, তখন তিনি শুনতে পেলেন যে তাঁর সেনাবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত সাম্রাজ্যে কলিযুগ প্রবেশ করে গেছে। এই সংবাদ শুনে তিনি আহত হলেন, কিন্তু যুদ্ধ করবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে এই চিন্তা করে তিনি আর বেশি ভাবলেন না। যুদ্ধবীর পরীক্ষিৎ ধনুক হাতে তুলে নিলেন॥ ১০ ॥ নীলবর্ণ অশ্বযোজিত সিংহধ্বজ রথে আরোহণ করে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে নগর থেকে নির্গত হলেন। সেই সময় রথ, হাতি, ঘোড়া আর পদাতিক সেনা তাঁর সাথে চলল॥ ১১ ॥ তিনি ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তরকুরু ও কিম্পুরুষাদি সমস্ত বর্ষকে জয় করে সেই সব স্থানের রাজাদের থেকে রাজকর গ্রহণ করেছিলেন॥ ১২ ॥ তিনি সেই সব দেশে সর্বত্র নিজের পূর্বপুরুষদের মাহাত্ম্যসূচক যশকীর্তন শুনতে পেলেন। সেই সব যশোগাথায় পদে পদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত ছিল॥ ১৩ ॥ এর মধ্যে এসবও তিনি শুনতে পেলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন, তিনি যাদব ও পাণ্ডবদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং পাণ্ডবদের শ্রীকৃষ্ণভক্তিও শুনলেন॥ ১৪ ॥ সেই সব স্তুতিগায়কদের প্রতি রাজা পরীক্ষিৎ অতীব সন্তুষ্ট হলেন ; আনন্দে তাঁর নয়নদ্বয় প্রফুল্ল হয়ে উঠল। অত্যন্ত বদান্য হয়ে তিনি তাঁদের বহুমূল্য বস্ত্র, মণিরত্নাদি উপহার দিলেন॥ ১৫ ॥ তিনি শুনলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপরবশ হয়ে পাণ্ডবদের সারথির কাজ করেছেন, তাঁদের পরামর্শদাতা হয়েছেন—এমনকি তাঁদের অভিলাষ অনুসারে কাজ করে তিনি তাঁদের সেবাও করেছেন। তাঁদের সখা তো ছিলেনই, দূত পর্যন্ত হয়েছিলেন। রাত্রিবেলা শস্ত্র হাতে বীরাসনে বসে পাণ্ডব-শিবিরে প্রহরীর কাজও করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের অনুগমন করতেন, কখনও স্তুতি করতেন, কখনও প্রণত হতেন ; শুধু তাই নয়, সমস্ত জগৎকে তিনি তাঁর স্নেহের পাণ্ডবদের অধীন করে দিয়েছিলেন। এইসব শুনে

[১]প্রা.পা.—ইবসৎ। [২]প্রা.পা.—শৌণ্ড আদদে। [৩]প্রা.পা.—গীয়মানং চ পুরতঃ। [৪]প্রা.পা.—সূচনম্। [৫]প্রা.পা.—স্ম।

তস্যৈবং বর্তমানস্য পূর্বেষাং বৃত্তিমন্বহম্।
নাতিদূরে কিলাশ্চর্যং যদাসীৎ তন্নিবোধ মে॥ ১৭

ধর্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামুপলভ্য গাম্।
পৃচ্ছতি স্মাশ্রুবদনাং বিবৎসামিব মাতরম্॥ ১৮

ধর্ম (১) উবাচ

কচ্চিদ্ভদ্রেঽনাময়মাত্মনস্তে
বিচ্ছায়াসি ম্লায়তেষন্মুখেন।
আলক্ষয়ে ভবতীমন্তরাধিং
দূরে বন্ধুং শোচসি কঞ্চনাম্ব॥ ১৯

পাদৈর্ন্যূনং(২) শোচসি মৈকপাদ-
মাত্মানং(৩) বা বৃষলৈর্ভোক্ষ্যমাণম্।
আহো সুরাদীন্ হৃতযজ্ঞভাগান্
প্রজা উত স্বিন্মঘবত্যবর্ষতি॥ ২০

অরক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয় উর্বি বালান্
শোচস্যথো পুরুষাদৈরিবার্তান্।
বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে কুকর্ম-
ণ্যব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্॥ ২১

কিং ক্ষত্রবন্ধূন্ কলিনোপসৃষ্টান্
রাষ্ট্রাণি বা তৈরবরোপিতানি।
ইতস্ততো বাশনপানবাসঃ-(৪)
স্নানব্যবায়োন্মুখজীবলোকম্ ॥ ২২

যদ্বাম্ব তে ভূরিভরাবতার-
কৃতাবতারস্য হরের্ধরিত্রি।
অন্তর্হিতস্য স্মরতী বিসৃষ্টা
কর্মাণি নির্বাণবিলম্বিতানি॥ ২৩

শ্রীকৃষ্ণচরণে পরীক্ষিতের ভক্তি আরও বৃদ্ধি পেল॥ ১৬॥ এইভাবে পূর্বপুরুষদের আচরণ অনুসরণ করে দিগ্বিজয় করা কালে একদিন তাঁর শিবির থেকে সামান্য দূরত্বে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনা আমি আপনাদের শোনাব॥ ১৭॥ ধর্ম বৃষের রূপ ধারণ করে এক পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক জায়গায় এসে তিনি গাভীরূপিনী পৃথিবীকে দেখতে পেলেন। পুত্রহারা দুঃখিনী মায়ের মতো পৃথিবীর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইছিল। তাঁর শরীর শ্রীহীন হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম পৃথিবীকে প্রশ্ন করলেন॥ ১৮॥

ধর্ম বললেন—কল্যাণী ! তোমার শরীর ভাল আছে তো ? তোমাকে বড় শুষ্ক দেখাচ্ছে। তুমি ম্লান হয়ে রয়েছ, মনে হচ্ছে তোমার অন্তরে কোনো কষ্ট অবশ্যই রয়েছে। তোমার কোনও আত্মীয় দূরদেশে চলে গেছে কি, যার জন্য তুমি এত দুশ্চিন্তা করছ ? ॥ ১৯॥ তুমি আমার জন্য দুঃখ করছ না তো, যে আমার তিনটে পা চলে গেছে কেবল একটাই মাত্র রয়ে গেছে ? আবার এও হতে পারে যে এখন শূদ্রেরা তোমাকে শাসন করবে এই ভেবে দুঃখ করছ। আবার যাগযজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এই সব দেবতারা তাদের যজ্ঞভাগ পাবে না অথবা বৃষ্টি না হওয়াতে আকাল এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের জন্য কি তুমি দুঃখিত ? ॥ ২০॥ হে দেবী ! তুমি কি রাক্ষসরূপী মানুষদের দ্বারা অরক্ষিত বা আর্ত স্ত্রীলোকেরা নিগৃহীত হবে সেইজন্য শোক করছ ? সম্ভবত আচারবিহীন ব্রাহ্মণকুলে বেদরূপা সরস্বতী আশ্রয় গ্রহণ করছেন এবং ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী নৃপতিদের সেবারত হয়েছে সেইজন্য তুমি দুঃখিত হয়েছ॥ ২১॥ বর্তমান ক্ষত্রিয়গণ বড় বড় রাজ্য নষ্ট করে দিয়েছে তারা সব কলি-কর্তৃক আক্রান্ত। তুমি কি সেই রাজাদের জন্য বা সেইসব নষ্ট রাজ্যের জন্য দুঃখ করছ ? এখনকার মানুষ যথেচ্ছভাবে কোনও বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে যেখানে সেখানে পান, ভোজন, বসন, স্নান, মৈথুন করে বেড়াচ্ছে তাই জন্য কি তুমি দুঃখ করছ ? ॥ ২২॥ হে মা বসুন্ধরা ! এখন মনে হচ্ছে হয়তো বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা তোমার স্মরণ হয়েছে ; কারণ তিনি তোমার গুরুভার অপনোদনের জন্যই অবতার গ্রহণ করেছিলেন এবং মোক্ষপ্রদ নানারকম লীলা সম্পাদন করেছেন। এখন তিনি লীলাসম্বরণ করে স্বধামে চলে যাওয়াতে কি তুমি কষ্ট পাচ্ছ॥ ২৩॥ হে দেবী ! তুমি তো ধনরত্নের আকর। যেই

(১)প্রাচীন বইয়ে 'ধর্ম উবাচ' নেই। (২)প্রা.পা.—পাদন্যূনং। (৩)প্রা.পা.—যুতাত্মানং বৃষ.। (৪)প্রা.পা.—বাসনা উত ব্বা.।

ইদং মমাচক্ষ্ব তবাধিমূলং
বসুন্ধরে যেন বিকর্শিতাসি।
কালেন বা তে বলিনাং বলীয়সা
সুরার্চিতং কিং হৃতমম্ব সৌভগম্॥ ২৪

ধরণ্যুবাচ[১]

ভবান্[২] হি বেদ তৎ সর্বং যন্মাং ধর্মানুপৃচ্ছসি।
চতুর্ভির্বর্তসে যেন পাদৈর্লোকসুখাবহৈঃ॥ ২৫
সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ[৩] সন্তোষ আর্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥ ২৬
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্যং শৌর্যং তেজো বলং[৪] স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্যং[৫] মার্দবমেব চ॥ ২৭
প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্যং স্থৈর্যমাস্তিক্যং কীর্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥ ২৮
এতে[৬] চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥ ২৯
তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্।
শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতম্॥ ৩০
আত্মানং চানুশোচামি ভবন্তং চামরোত্তমম্।
দেবান্ পিতৃনৃষীন্ সাধূন্ সর্বান্ বর্ণাংস্তথাঽশ্রমান্॥ ৩১
ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং[৭] যদপাঙ্গমোক্ষ-
কামাস্তপঃ[৮] সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়
যৎপাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা॥ ৩২
তস্যাহমব্জকুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ
শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গী।
ত্রীনত্যরোচ উপলভ্য ততো বিভূতিং[৯]
লোকান্ স মাং ব্যসৃজদুৎস্ময়তীং তদন্তে॥ ৩৩

মানসিক কষ্টে তুমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছ, সেই দুঃখের কারণ আমাকে বল। মনে হচ্ছে, সকল বলশালীদের চেয়েও প্রবল মহাকলি তোমার দেবদুর্লভ সৌভাগ্যরাশি হরণ করে নিয়েছে॥ ২৪ ॥

পৃথিবী বললেন—হে ধর্ম ! তুমি আমাকে যা কিছু জিজ্ঞেস করছ, তা সবই তুমি জান। যে ভগবানের কৃপায় বিশ্বসংসারের সুখাবহ চার পায়ে তুমি বর্তমান ছিলে, যাঁর মধ্যে সত্য, পবিত্রতা, দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, সন্তোষ, সরলতা, শম, দম, তপ, সমতা, তিতিক্ষা, উপরতি, শাস্ত্রবিচার, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, বীরত্ব, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাধীনতা, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য, কোমলতা, নির্ভীকতা, বিনয়, শীল, সাহস, উৎসাহ, বল, সৌভাগ্য, গম্ভীরতা, স্থৈর্য, আস্তিক্য, কীর্তি, গৌরব ও নিরহংকারিতা—এই উনচল্লিশটি অপ্রাকৃত গুণ ও অন্যান্য মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষীদের একান্ত প্রার্থনীয় (শরণাগত-বৎসলতা ইত্যাদি) আরও অনেক মহান গুণ তাঁর সেবা করার জন্য প্রলয়ান্ত পর্যন্ত স্থায়ীরূপে নিত্য বিরাজিত, এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না—সেই সর্ব-গুণাধার, সৌন্দর্যধাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্তমানে মর্ত্যলোক থেকে তাঁর লীলা সংবরণ করেছেন এবং এই সংসার পাপিষ্ঠ কলিযুগের কুদৃষ্টির শিকার হয়েছে। এই সব দেখে আমার গভীর মনোবেদনার সৃষ্টি হয়েছে ॥ ২৫-৩০ ॥ কলিকর্তৃক আক্রান্ত নিজের জন্য, সুরশ্রেষ্ঠ তোমার জন্য এবং দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষি, সাধু আর সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের সকলের জন্য আমি দুঃখ বোধ করছি॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁর শরণাগতরূপে কৃপাকটাক্ষপাতের অভিলাষী হয়ে কঠিন তপস্যা করেন সেই লক্ষ্মীদেবী নিজ বাসস্থান কমলবন ত্যাগ করে যে শ্রীভগবানের চরণসৌন্দর্য-সেবন-সৌভাগ্যশালিনী হতে বাসনা করেন সেই শ্রীভগবানের কমল-বজ্র, ধ্বজাঙ্কুশ চিহ্নযুক্ত সুশোভিত সুন্দর চরণযুগলের দ্বারা অলংকৃতা হয়ে আমি বিপুল বৈভবলাভ করেছিলাম এবং সৌভাগ্যে ত্রিলোককে অতিক্রম করে শোভিতা হয়েছিলাম ; আমার সেই সৌভাগ্য এখন শেষ হয়ে গেছে ! ভগবান হতভাগিনী আমাকে পরিত্যাগ করেছেন ! মনে হচ্ছে যে সৌভাগ্য লাভের ফলে আমার মনে গর্ব হয়েছিল, সেইজন্য তিনি

[১]প্রা.পা.—ধরোবাচ। [২]প্রা.পা.—ভবানেব হি তদ্বেদ যন্মাং। [৩]প্রা.পা.—দানং ত্যাগঃ। [৪]প্রা.পা.—ধৃতিঃ। [৫]প্রা.পা.—কান্তিঃ সৌভাগ্যং মার্দবঃ ক্ষমা। [৬]প্রা.পা.—ইমে। [৭]প্রা.পা.—যদনিশং। [৮]প্রা.পা.—তপোব্রতধরা ভগব। [৯]প্রা.পা.—তপোবিভূতিং।

যো বৈ মমাতিভরমাসুরবংশরাজ্ঞা-
মক্ষৌহিণীশতমপানুদদাত্মতন্ত্রঃ।
ত্বাং দুঃস্থমূনপদমাত্মনি পৌরুষেণ
সম্পাদয়ন্ যদুষু রম্যমবিভ্রদঙ্গম্॥ ৩৪

আমাকে এই শাস্তি দিলেন॥ ৩২-৩৩ ॥

তোমার নিজের তিনটি পা কম হয়ে যাওয়াতে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলে ; নিজের পৌরুষবলে তোমাকে স্বসামর্থ্যে পূর্ণাঙ্গ এবং স্বস্থ করার জন্য অত্যন্ত রমণীয় শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ধারণ করে তিনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অসুরবংশীয় রাজাগণের শত শত অক্ষৌহিণী সেনাকে নিহত করে আমার ভার অপনোদন করেন, কারণ তিনি পরম স্বাধীন ॥ ৩৪ ॥

কা বা সহেত বিরহং পুরুষোত্তমস্য
প্রেমাবলোকরুচিরস্মিতবল্গুজল্পৈঃ।
স্থৈর্যং সমানমহরন্মধুমানিনীনাং
রোমোৎসবো মম যদঙ্ঘ্রি বিটঙ্কিতায়াঃ॥ ৩৫

যিনি তাঁর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, মধুর হাসি এবং মধুর বাক্যালাপে সত্য-ভামা প্রমুখ যদুকুল কামিনীদের মান ও ধৈর্য হরণ করেছিলেন এবং যাঁর চরণযুগলের স্পর্শে আমি সর্বদা আনন্দিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম, সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনদুঃখ কে সহ্য করতে পারে॥৩৫ ॥

তয়োরেবং কথয়তোঃ পৃথিবীধর্ময়োস্তদা।
পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীম্॥ ৩৬

ধর্ম ও পৃথিবী এইভাবে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করতে থাকলে, সেই সময় রাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্ববাহিনী সরস্বতী তীরে (কুরুক্ষেত্রে) এসে পৌঁছলেন॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
পৃথ্বীধর্মসংবাদো[১] নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধে
পৃথ্বীধর্মসংবাদ নামক ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক কলিযুগের দমন

সূত উবাচ

তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমানমনাথবৎ।
দণ্ডহস্তং চ বৃষলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম্॥ ১

সূত বলছেন—হে শৌনক ! সেখানে গিয়ে রাজা পরীক্ষিৎ দেখলেন যে একজন রাজবেশধারী শূদ্র লাঠি হাতে নিয়ে এক গোমিথুনকে এমন প্রহার করছে যেন সেই গোমিথুনের কোনও রক্ষক নেই॥ ১ ॥

বৃষং মৃণালধবলং মেহন্তমিব বিভ্যতম্।

মৃণালের মতো শুভ্রবরণ সেই বৃষটি একপায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

---

[১]প্রা.পা.—পারিক্ষিতে ষোড়.।

বেপমানং পদৈকেন সীদন্তং শূদ্রতাড়িতম্[১]॥ ২

গাং চ ধর্মদুঘাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাম্।
বিবৎসাং সাশ্রুবদনাং ক্ষামাং[২] যবসমিচ্ছতীম্॥ ৩

পপ্রচ্ছ রথমারূঢ়ঃ কার্তস্বরপরিচ্ছদম্।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সমারোপিতকার্মুকঃ॥ ৪

কস্ত্বং মচ্ছরণে লোকে বলাদ্ধংস্যবলান্ বলী।
নরদেবোঽসি বেষেণ নটবৎ কর্মণাদ্বিজঃ॥ ৫

যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহ গাণ্ডীবধন্বনা।
শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসি॥ ৬

ত্বং বা মৃণালধবলঃ পাদৈর্ন্যূনঃ পদা চরন্।
বৃষরূপেণ কিং কশ্চিদ্ দেবো নঃ পরিখেদয়ন্॥ ৭

ন জাতু পৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দণ্ডপরিরম্ভিতে।
ভূতলেঽনুপতন্ত্যস্মিন্ বিনা তে প্রাণিনাং শুচঃ॥ ৮

মা সৌরভেয়ানুশুচো ব্যেতু তে বৃষলাদ্ ভয়ম্।
মা রোদীরম্ব ভদ্রং তে খলানাং ময়ি শাস্তরি॥ ৯

যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্বাস্ত্রস্যন্তে[৩] সাধ্ব্যসাধুভিঃ।
তস্য মত্তস্য নশ্যন্তি কীর্তিরায়ুর্ভগো গতিঃ॥ ১০

এষ রাজ্ঞাং[৪] পরো ধর্মো হ্যার্তানামার্তিনিগ্রহঃ।
অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমম্॥ ১১

কোঽবৃশ্চৎ তব পাদাংস্ত্রীন্ সৌরভেয় চতুষ্পদ[৫]।
মা ভূবংস্ত্বাদৃশা রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষ্ণানুবর্তিনাম্॥ ১২

আখ্যাহি বৃষ ভদ্রং বঃ সাধূনামকৃতাগসাম্।
আত্মবৈরূপ্যকর্তারং পার্থানাং কীর্তিদূষণম্॥ ১৩

কাঁপছে আর সেই শূদ্রের প্রহারে পীড়িত ও ভীত হয়ে মূত্রত্যাগ করছে। ২ ॥ ওই ধেনু যজ্ঞাদিকার্যের জন্য ঘৃতাদি-প্রদানকারী হয়েও শূদ্রের পদাঘাতে অত্যন্ত কাতরা হয়ে রয়েছে। একে তো গাভীটি ক্ষীণদেহা, উপরন্তু বাছুরটিও তার কাছে ছিল না। সে ক্ষুধার্ত ছিল আর তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারাপ্রবাহ নির্গত হচ্ছিল॥ ৩ ॥ স্বর্ণমণ্ডিত রথে আরূঢ় রাজা পরীক্ষিৎ এই দৃশ্য দেখে হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে জলদগম্ভীরস্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন॥ ৪ ॥ ওহে, তুমি কে, যে বলবান হয়েও আমার রাজ্যের মধ্যে এই দুর্বল প্রাণীর ওপর অত্যাচার করছ ? তোমায় নটের মতো সজ্জিত বেশভূষায় তো রাজার মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু ব্যবহার দেখে তো তোমাকে শূদ্র বলে মনে হচ্ছে॥ ৫ ॥ আমার পিতামহ অর্জুনের সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমধামে প্রয়াণ করেছেন বলে তুমি নির্ভয়ে নির্জন স্থানে নিরপরাধকে প্রহার করার অপরাধে অপরাধী ; অতএব তুমি আমার বধ্য ॥ ৬ ॥

তিনি (পরীক্ষিৎ) ধর্মকে প্রশ্ন করলেন—মৃণালের মতো শুভ্র আপনার গাত্রবর্ণ। তিনটে পা না থাকাতে আপনি এক পায়েই চলাফেরা করছেন। এই দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আপনি কি বৃষরূপে কোনো দেবতা ? ॥ ৭ ॥ বর্তমানে এই ভূমণ্ডল কুরুবংশীয় নরপতিগণের বাহুদণ্ডপ্রতাপে সুরক্ষিত রয়েছে। এই পৃথিবীতে আপনি ছাড়া অন্য আর কারুর শোকজনিত অশ্রুপাত আমি দেখিনি॥ ৮ ॥ হে সুরভিনন্দন ! আর দুঃখ করবেন না। এই শূদ্রকে দেখে কিছুমাত্র ভয় করবেন না। হে গোমাতা ! আমি দুষ্টের দণ্ডদাতা। অশ্রুপাত করবেন না, আপনার মঙ্গল হোক॥ ৯ ॥ হে দেবী ! যে রাজার রাজ্যে নিরপরাধ প্রজাবৃন্দ দুষ্টের দ্বারা প্রপীড়িত হয় সেই অযোগ্য রাজার কীর্তি, আয়ু, ঐশ্বর্য এবং পরলোক বিনষ্ট হয়॥ ১০ ॥ দুঃখিত প্রজাদের কষ্ট মোচন করাই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই শূদ্রাধম মহা দুর্বৃত্ত ও প্রাণীপীড়ক। অতএব আমি এখনই একে বধ করব॥ ১১ ॥ হে সুরভিনন্দন ! আপনি তো চতুষ্পদ প্রাণী। আপনার অন্য তিনটি পা কে ছেদন করল ? শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবনপরায়ণ রাজাদের রাজ্যে কেউই যেন আপনার মতো দুঃখ না পায়॥ ১২ ॥ হে বৃষভ ! আপনার মঙ্গল হোক। আপনার মতো নিরপরাধ সাধুব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদ করে কোন্ পাষণ্ড পাণ্ডবদের কীর্তি নষ্ট করেছে তা আপনি আমাকে বলুন॥ ১৩ ॥ নির্দোষ

[১]প্রা.পা.—পীড়িতম্। [২]প্রা.পা.—কৃশাং। [৩]প্রা.পা.—মাতর্হিস্যন্তে। [৪]প্রা.পা.—রাজ্ঞঃ। [৫]প্রা.পা.—চতুষ্পদঃ।

জনেঽনাগস্যঘং যুঞ্জন্ সর্বতোঽস্য চ মদ্ভয়ম্।
সাধূনাং ভদ্রমেব স্যাদসাধুদমনে কৃতে॥ ১৪

অনাগস্বিহ ভূতেষু য আগস্কৃন্নিরঙ্কুশঃ।
আহর্তাস্মি ভুজং সাক্ষাদমর্ত্যস্যাপি সাঙ্গদম্॥ ১৫

রাজ্ঞো হি পরমো ধর্মঃ স্বধর্মস্থানুপালনম্।
শাসতোঽন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানিহ॥ ১৬

ধর্ম উবাচ

এতদ্ বঃ পাণ্ডবেয়ানাং যুক্তমার্তাভয়ং বচঃ।
যেষাং গুণগণৈঃ কৃষ্ণো দৌত্যাদৌ ভগবান্ কৃতঃ॥ ১৭

ন বয়ং ক্লেশবীজানি যতঃ[১] স্যুঃ পুরুষর্ষভ।
পুরুষং তং বিজানীমো বাক্যভেদবিমোহিতাঃ॥ ১৮

কেচিদ্ বিকল্পবসনা আহুরাত্মানমাত্মনঃ[২]।
দৈবমন্যে পরে কর্ম স্বভাবমপরে প্রভুম্[৩]॥ ১৯

অপ্রতর্ক্যাদনির্দেশ্যাদিতি কেষ্বপি নিশ্চয়ঃ।
অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিমৃশ স্বমনীষয়া॥ ২০

সূত উবাচ

এবং ধর্মে প্রবদতি স সম্রাড্ দ্বিজসত্তম[৪]।
সমাহিতেন মনসা বিখেদঃ পর্যচষ্ট[৫] তম্॥ ২১

রাজোবাচ[৬]

ধর্মং ব্রবীষি ধর্মজ্ঞ ধর্মোঽসি বৃষরূপধৃক্।
যদধর্মকৃতঃ[৭] স্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ॥ ২২

অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা।
চেতসো[৮] বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ॥ ২৩

তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ।
অধর্মাংশৈস্ত্রয়ো ভগ্নাঃ স্ময়সঙ্গমদৈস্তব॥ ২৪

প্রাণীকে যে দুঃখ দেয়, সে যেখানেই থাকুক না কেন, আমাকে সে ভয় পাবেই। দুষ্টকে দমন করলে শিষ্টের কল্যাণই সাধিত হয়ে থাকে॥ ১৪ ॥ যেই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি নিরপরাধ প্রাণীদের দুঃখ দেয়, সে সাক্ষাৎ দেবতা হলেও আমি তার বাহু সমূলে ছেদন করব॥ ১৫ ॥ আপৎকাল না হলে শাস্ত্রমর্যাদা উল্লঙ্ঘনকারীদের শাস্ত্রবিহিত দণ্ড দিয়ে স্বধর্মে স্থিত প্রজাদের পরিপালনই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম॥ ১৬ ॥

ধর্ম বললেন—হে রাজন্ ! আপনি মহারাজ পাণ্ডুর বংশধর। বিপন্নের প্রতি এই রকম অভয়বাণী আপনার উপযুক্তই বটে ; কারণ আপনার পূর্বপুরুষদের গুণগ্রাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের দৌত্য, সারথ্য পর্যন্ত স্বীকার করিয়েছিল॥ ১৭ ॥ হে নরেন্দ্র ! শাস্ত্রের নানা রকম বাক্যে মোহিত হয়ে আমি সেই পুরুষকে জানতে পারিনি যাঁর থেকে জীবের দুঃখকষ্টের কারণসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে॥ ১৮ ॥ যাঁরা কোনোরকম দ্বৈত মতবাদ স্বীকার করেন না তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সুখদুঃখের হেতু বলে থাকেন। অপর কেউ বলে প্রারব্ধই এর কারণ ; কেউ বা কর্মকে এর কারণ বলেন। কেউ কেউ স্বভাবকে সুখদুঃখ-প্রদাতা বলেন, আবার কেউ কেউ পরমাত্মাকেই জীবাত্মার সুখদুঃখপ্রদাতা বলে থাকেন॥ ১৯ ॥ কেউ আবার এরকম মতও দেন যে দুঃখের কারণ তর্কের দ্বারা জানা যায় না, বাণীর দ্বারা তাকে ব্যক্তও করা যায় না, হে রাজর্ষি, এই সব মতের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক সেটা আপনার বুদ্ধি দিয়েই বিচার করে দেখুন॥ ২০ ॥

সূত বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ শৌনক ! ধর্মের এই কথা শুনে সম্রাট পরীক্ষিৎ খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর আক্ষেপ দূর হল। তিনি শান্তচিত্তে বৃষরূপী ধর্মকে বললেন॥ ২১ ॥

পরীক্ষিৎ বললেন—হে ধর্মজ্ঞ বৃষভদেব ! আপনি ধর্মের উপদেশ করছেন। আপনি নিশ্চয়ই বৃষভের রূপধারী সাক্ষাৎ ধর্ম। (আপনি আপনার অনিষ্টকারকের নাম এইজন্য বললেন না যে) অধর্ম অনুষ্ঠানকারীর যে নরকাদি প্রাপ্তি হয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে তাঁর নাম প্রকাশ করে দেয় তারও সেই গতি হয়॥ ২২ ॥ অথবা এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে প্রাণীগণের মন ও বাণী দিয়ে পরমেশ্বরের মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করা সম্ভব নয়॥ ২৩ ॥ হে ধর্মদেব ! সত্যযুগে আপনার চারটি চরণ ছিল—তপস্যা, পবিত্রতা, দয়া ও

[১]প্রা.পা.—যতশ্চ। [২]প্রা.পা.—মাত্মনা। [৩]প্রা.পা.—বিভুম্। [৪]প্রা.পা.—দ্বিজসত্তমাঃ। [৫]প্রা.পা.—প্রত্যচষ্ট। [৬]প্রাচীন বইয়ে নেই। [৭]প্রা.পা.—কৃতং। [৮] প্রা.পা.—বচসো মনসশ্চাপি।

ইদানীং ধর্ম পাদস্তে সত্যং নির্বর্তয়েদ্ যতঃ।
তং জিঘৃক্ষত্যধর্মোঽয়মনৃতেনৈধিতঃ কলিঃ॥ ২৫

ইয়ং চ ভূর্ভগবতা ন্যাসিতোরুভরা সতী।
শ্রীমদ্ভিস্তৎপদন্যাসৈঃ সর্বতঃ কৃতকৌতুকা॥ ২৬

শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগেবোজ্ঝিতাধুনা।
অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি॥ ২৭

ইতি ধর্মং মহীং চৈব সান্ত্বয়িত্বা মহারথঃ।
নিশাতমাদদে খড়্গং কলয়েঽধর্মহেতবে॥ ২৮

তং জিঘাংসুমভিপ্রেত্য[১] বিহায় নৃপলাঞ্ছনম্।
তৎপাদমূলং শিরসা সমগাদ্ ভয়বিহ্বলঃ॥ ২৯

পতিতং পাদয়োর্বীরঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ।
শরণ্যো নাবধীচ্ছ্লোক্য আহ চেদং হসন্নিব॥ ৩০

রাজোবাচ

ন তে গুড়াকেশযশোধরাণাং
বদ্ধাঞ্জলের্বৈ[২] ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ।
ন বর্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন
ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্মবন্ধুঃ॥ ৩১

ত্বাং বর্তমানং নরদেবদেহে-
ষ্বনু প্রবৃত্তোঽয়মধর্মপূগঃ।
লোভোঽনৃতং চৌর্যমনার্যমংহো
জ্যেষ্ঠা চ মায়া কলহশ্চ দম্ভঃ॥ ৩২

ন বর্তিতব্যং তদধর্মবন্ধো
ধর্মেণ সত্যেন চ বর্তিতব্যে।
ব্রহ্মাবর্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈ-
র্যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ॥ ৩৩

যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান
ইজ্যামূর্তির্যজতাং[৩] শং তনোতি।
কামানমোঘান্ স্থিরজঙ্গমানা-
মন্তর্বহির্বায়ুরিবৈষ আত্মা॥ ৩৪

সত্য। এত দিনে অধর্মের অংশ গর্ব, আসক্তি ও মদ দ্বারা আপনার তিনটি চরণ নষ্ট হয়ে গেছে॥ ২৪ ॥ এখন আপনার চতুর্থ চরণ কেবল 'সত্য' অবশিষ্ট রয়েছে। তাকে অবলম্বন করেই আপনি জীবিত আছেন। অসত্য দ্বারা পুষ্ট হয়ে এই অধর্মরূপ কলিযুগ সেই চতুর্থ চরণটিও গ্রাস করতে উদ্যত॥ ২৫ ॥ এই গোমাতা সাক্ষাৎ ধরিত্রী। ভগবান এঁর গুরুভার মোচন করেছিলেন আর ইনি ভগবানের অতীব রমণীয় পদচিহ্নে অঙ্কিতা হয়ে সর্বত্র উৎসবের শোভা ধারণ করেছিলেন॥ ২৬ ॥ সম্প্রতি শ্রীভগবান এঁকে পরিত্যাগ করে স্বধামে চলে গেছেন। এই সাধ্বী অভাগিনীর মতো সজল নয়নে এই ভেবে শোক করছেন যে এখন ব্রাহ্মণ অবমাননাকারী রাজবেশধারী শূদ্রগণ আমাকে ভোগ করবে॥ ২৭ ॥

মহাবীর পরীক্ষিৎ এই প্রকারে বৃষরূপী ধর্মকে আর গোরূপিণী ধরিত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর অধর্মের মূল কারণ কলিকে বিনাশ করার জন্য সুতীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে নিলেন॥ ২৮ ॥ কলিযুগ দেখল যে এইবার তো ইনি তাকে বধ করবেনই; তাই সে তাড়াতাড়ি নিজের রাজবেশ পরিত্যাগ করে ভীত ত্রস্তভাবে পরীক্ষিতের পায়ে লুটিয়ে পড়ল॥ ২৯ ॥ শরণাগতরক্ষক, দীনবৎসল, যশস্বী পরীক্ষিৎ কলিযুগকে পায়ে পড়তে দেখে আর তাকে বধ করলেন না, কিন্তু যেন ঈষৎ হেসে বললেন॥ ৩০ ॥

পরীক্ষিৎ বললেন—তুমি যখন করজোড়ে শরণাগত হয়েছ তখন অর্জুনের যশস্বী বংশজাত কোনও বীরের থেকে তোমার কোনও ভয় নেই। কিন্তু তুমি অধর্মের পরমবন্ধু, এইজন্য আমার এই রাজ্যে তুমি থাকতে পারবে না॥ ৩১ ॥ তুমি রাজদেহ আশ্রয় করলেই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, দুর্জনতা, স্বধর্মত্যাগ, দরিদ্রতা, কপটতা, কলহ, দম্ভ এবং অন্যান্য সব অধর্ম এসে উপস্থিত হবে॥ ৩২ ॥ সুতরাং, হে অধর্মের বন্ধু! এই ব্রহ্মাবর্তে তুমি এক মুহূর্তের জন্যও থাকতে পারবে না; কারণ এ জায়গা ধর্ম ও সত্যের নিবাসস্থান। এইখানে যজ্ঞবিধিনিপুণ যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির পূজা অর্চনা করেন॥ ৩৩ ॥ এই দেশে ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞরূপে নিবাস করেন, যজ্ঞের দ্বারা তিনি আরাধিত হন এবং তিনি যজ্ঞকারীদের কল্যাণ করেন। এই সর্বাত্মা ভগবান, বায়ুর মতো চরাচর সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বাহিরে বিরাজমান আছেন এবং তাদের

[১]প্রা.পা.— প্রেক্ষ্য। [২]প্রা.পা.—বদ্ধাঞ্জলেস্তে। [৩]প্রা.পা.—ইষ্টাত্মমূর্তি.।

সূত[1]উবাচ

পরীক্ষিতৈবমাদিষ্টঃ স কলির্জাতবেপথুঃ।
তমুদ্যতাসিমাহেদং দণ্ডপাণিমিবোদ্যতম্।। ৩৫

কলিরুবাচ

যত্র ক্কচন[2] বৎস্যামি সার্বভৌম তবাজ্ঞয়া।
লক্ষয়ে তত্র তত্রাপি ত্বামাত্তেষুশরাসনম্।। ৩৬

তন্মে ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দেষ্টুমর্হসি।
যত্রৈব নিয়তো বৎস্য আতিষ্ঠংস্তেহনুশাসনম্।। ৩৭

সূত উবাচ

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ।। ৩৮

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোহনৃতং মদং[3] কামং রজো বৈরং চ পঞ্চমম্।। ৩৯

অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ।। ৪০

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্কচিৎ।
বিশেষতো ধর্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ।। ৪১

বৃষস্য নষ্টাংস্ত্রীন্ পাদান্ তপঃ শৌচং দয়ামিতি।
প্রতিসংদধ আশ্বাস্য[4] মহীং চ সমবর্ধয়ৎ।। ৪২

স এষ এতর্হ্যধ্যাস্ত[5] আসনং পার্থিবোচিতম্।
পিতামহেনোপন্যস্তং রাজ্ঞারণ্যং বিবিক্ষতা।। ৪৩

আস্তেহধুনা স রাজর্ষিঃ কৌরবেন্দ্রশ্রিয়োল্লসন্।
গজাহ্বয়ে মহাভাগশ্চক্রবর্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ।। ৪৪

ঐহিক ও পারত্রিক সুখবিধান করেন।। ৩৪ ।।

সূত মহাশয় বললেন—মহারাজ পরীক্ষিতের এই আদেশ শুনে কলিযুগ ভয়ে কাঁপতে লাগল। সাক্ষাৎ যমের মতো বধে উদ্যত খড়্গধারী পরীক্ষিৎকে সে বলল।। ৩৫ ।।

কলি বলল—হে সার্বভৌম! আপনার আদেশে আমি পৃথিবীর যেখানেই বাস করি না কেন, সেখানেই ধনুর্বাণ ও খড়্গহস্তে আপনার সম্মুখীন হব।। ৩৬ ।। হে ধার্মিক শিরোমণি! আপনি আমাকে এমন স্থান নির্দেশ করুন যেখানে আপনার আদেশ পালন করে নিরুদ্বেগে থাকতে পারি।। ৩৭ ।।

সূত বললেন—কলিযুগের প্রার্থনা পূরণ করে রাজা পরীক্ষিৎ তাকে চারটি জায়গা দিলেন—পাশাখেলার জায়গা, মদ্যপানের জায়গা, স্ত্রীসংসর্গের জায়গা এবং হিংসার অনুকূল স্থান। এই সব জায়গায় যথাক্রমে অসত্য, মদ, আসক্তি ও নির্দয়তা—এই চার রকমের অধর্ম বাস করে।। ৩৮ ।। কলি (এই সব জায়গা পেয়ে তৃপ্ত না হয়ে) আরও একটু জায়গা প্রার্থনা করল। তখন পরীক্ষিৎ কলির বাসের জন্য আরও একটি অবলম্বন 'সুবর্ণ' (ধন) দিলেন। এইভাবে কলিযুগের বাসযোগ্য পাঁচটি জায়গা জুটল—মিথ্যা, মদ্যপান, কাম, বৈর ও রজোগুণ।। ৩৯ ।। পরীক্ষিতের দেওয়া এই পাঁচটি জায়গায় অধর্মের মূল কারণ কলি পরীক্ষিতের আজ্ঞামতো অধিষ্ঠান করতে লাগল।। ৪০ ।। এইজন্য আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তিগণের এই পাঁচ জায়গায় কখনোই যাওয়া উচিত নয়। ধার্মিক রাজা, লোকাধ্যক্ষ এবং ধর্মোপদেশক গুরুদেবের সযত্নে এই সব জায়গা ত্যাগ করা উচিত।। ৪১ ।। এরপরে পরীক্ষিৎ বৃষভরূপ ধর্মের তিনটি চরণ—তপস্যা, শৌচ ও দয়া—পুনঃসংযোজন করলেন এবং ধরিত্রীমাতাকে আশ্বাস প্রদান করে সংবর্ধন করলেন।। ৪২ ।। সেই মহারাজ পরীক্ষিৎই স্বর্গারোহণে প্রস্থানকালে তাঁর পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রদত্ত সেই রাজসিংহাসনে বিরাজমান।। ৪৩ ।। সেই পরম যশস্বী সৌভাগ্য-ভাজন চক্রবর্তী সম্রাট রাজর্ষি পরীক্ষিৎ বর্তমানে হস্তিনাপুরে কুরুকুল ঐশ্বর্যে দেদীপ্যমান।। ৪৪ ।।

[1]প্রাচীন বইয়ে নেই। [2]প্রা.পা.—ক্ক চাথ। [3]প্রা.পা.—মদঃ কামো। [4]প্রা.পা.—আহ্লায়। [5]প্রা.পা.—এতদধ্যাস্ত।

ইত্থম্ভূতানুভাবোঽয়মভিমন্যুসুতো নৃপঃ।
যস্য পালয়তঃ ক্ষৌণীং যূয়ং সত্রায় দীক্ষিতাঃ॥ ৪৫

অভিমন্যুনন্দন রাজা পরীক্ষিৎ আসলে এতই প্রভাবশালী যে তাঁর শাসনকালে আপনারা এই দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত হতে পেরেছেন॥ ৪৫ ॥*

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে [১]
কলিনিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
কলিনিগ্রহ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

———০———

অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎকে শৃঙ্গী মুনির অভিশাপ

সূত উবাচ

যো বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টো ন মাতুরুদরে মৃতঃ।
অনুগ্রহাদ্ ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্মণঃ॥ ১
ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্ যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ।
ন সম্মুমোহোরুভয়াদ্ ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ॥ ২
উৎসৃজ্য সর্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ।
বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো গঙ্গায়াং স্বং কলেবরম্॥ ৩
নোত্তমশ্লোকবার্তানাং জুষতাং[২] তৎকথামৃতম্।
স্যাৎ সম্ভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্॥ ৪
তাবৎ কলির্ন প্রভবেৎ প্রবিষ্টোঽপীহ সর্বতঃ।
যাবদীশো মহানুর্ব্যামাভিমন্যব একরাট্॥ ৫

সূত বললেন—অদ্ভুতকর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রাজা পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হয়েও মাতৃগর্ভে বিনষ্ট হননি॥ ১ ॥ ব্রহ্মশাপের ফলে তক্ষক যখন তাঁকে দংশন করতে এসেছিল তখনও তিনি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হননি কারণ তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে তাঁর চিত্ত সমর্পণ করে রেখেছিলেন॥ ২ ॥ তিনি সর্ববিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করে, গঙ্গাতীরে বসে ব্যাসনন্দন শুকদেবের উপদেশ মতো ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হয়ে নিজের দেহ ত্যাগ করেছিলেন॥ ৩ ॥ শ্রীগোবিন্দের লীলাকথায় যাঁরা সর্বদা অনুরক্ত থেকে সেই কথামৃত পান করতে করতে তাঁর পাদপদ্ম সর্বদাই চিন্তন করেন, মৃত্যুকালেও তাঁদের কোনও মোহ থাকে না॥ ৪ ॥ অভিমন্যুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ যতদিন সম্রাট ছিলেন ততদিন পর্যন্ত কলিযুগ সর্বত্র প্রবেশ করলেও কোনও

[১]প্রা.পা.— 'পারিক্ষিতে পর্বণি' এই বেশি আছে। [২]প্রা.পা.—কুর্বতাং।

*৪৩ থেকে ৪৫ শ্লোকে পরীক্ষিৎকে যেন 'বর্তমান' অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। 'বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্বা' (পা.সূ ৩।৩।১৩১)। এই পাণিনি সূত্র অনুসারে বর্তমানের কাছাকাছি ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্ণনার উদ্দেশ্যেও বর্তমানের প্রয়োগ করা যায়। জগদ্‌গুরু শ্রীবল্লভাচার্য মহারাজ তাঁর টীকায় বলেছেন যে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল তবুও তাঁর কীর্তি ও প্রভাব বর্তমানের সমানই বিদ্যমান ছিল। তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এখানে দূরত্ব দেখানো হয়নি। তিনি ভগবানের সাযুজ্য লাভ করেছিলেন বলে সূত মহাশয় তাঁকে তাঁর সামনে বিদ্যমান দেখছিলেন। কেবল মহাত্মা সূতেরই নয়, বরং সভায় উপস্থিত সকলেরই সেই রকম প্রতীতি হচ্ছিল। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই শ্রুতিবাক্য অনুযায়ী জনমেজয়ের রূপে তিনিই রাজসিংহাসনে বসেছিলেন। এইসব কারণেই বর্তমান-এর রূপে তাঁকে বর্ণনা করাতে ভাগবতকথার রসও সমৃদ্ধ হয়েছে।

যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ গাম্।
তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্মপ্রভবঃ কলিঃ॥ ৬

নানুদ্বেষ্টি[১] কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্।
কুশলান্যাশু সিদ্ধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ॥ ৭

কিং নু বালেষু শূরেণ কলিনা ধীরভীরুণা।
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু যো বৃকো[২] নৃষু বর্ততে॥ ৮

উপবর্ণিতমেতদ্ বঃ[৩] পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া।
বাসুদেবকথোপেতমাখ্যানং যদপৃচ্ছত॥ ৯

যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্মণঃ।
গুণকর্মাশ্রয়াঃ পুম্ভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ॥ ১০

ঋষয় উচুঃ

সূত জীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতীর্বিশদং যশঃ।
যস্ত্বং শংসসি কৃষ্ণস্য মর্ত্যানামমৃতং হি নঃ॥ ১১

কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ১২

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ১৩

কো নাম তৃপ্যেদ্ রসবিৎকথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ॥ ১৪

তন্নো[৪] ভবান্ বৈ ভগবৎপ্রধানো
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
হরেরুদারং চরিতং বিশুদ্ধং
শুশ্রূষতাং নো বিতনোতু বিদ্বন্[৫]॥ ১৫

প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি॥ ৫ ॥ যেদিন যে মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করেছেন সেই দিন সেই সময় থেকে পৃথিবীতে অধর্মের মূল কারণ কলি প্রবেশ করেছে॥ ৬ ॥ ভ্রমরের মতো সারগ্রাহী সম্রাট পরীক্ষিৎ কলিকে বিনাশ করেননি ; কারণ কলিকালের এক মহৎ গুণ যে সংকল্পমাত্রেই সংকর্মের ফললাভ হয় কিন্তু পাপকর্ম না করলে তা ফলদায়ী হয় না—শুধুমাত্র সংকল্পের দ্বারা পাপকর্ম ফলদায়ী হয় না॥ ৭ ॥ এই কলি অবিবেকী লোকের ওপরেই বীরত্ব প্রকাশ করে আর বিবেকী ধীর লোকেদের সে ভয় পায়। অবিবেকী মানুষদের বশীভূত করার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকে॥ ৮ ॥ হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন ঘটনাসম্বলিত মহারাজ পরীক্ষিতের পরম পবিত্র চরিতকথা বর্ণনা করলাম। আপনারা এই প্রশ্নই করেছিলেন॥ ৯ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনযোগ্য বহুবিধ লীলা করছেন। সেইজন্য তাঁর গুণ ও লীলা সম্বন্ধীয় যেসকল কথা আছে কল্যাণকামী মানুষের সেই সবই শ্রবণ ও কীর্তন করা কর্তব্য॥ ১০ ॥

ঋষিগণ বললেন—হে সৌম্য সূত ! আপনি দীর্ঘায়ু হোন ; কারণ আমাদের মতো জীবের কাছে আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময়ী মোক্ষপ্রদ নির্মল কীর্তিকাহিনী পরিবেশন করছেন॥ ১১ ॥ যজ্ঞ করতে করতে তার ধোঁয়াতে আমাদের শরীর বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবুও এই কর্মের ফল পাব কিনা সন্দেহ। এই সময়ে আপনি তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সুমধুর মকরন্দ পান করিয়ে আমাদের তৃপ্ত করছেন ॥ ১২ ॥ ভগবদ্‌-ভক্তগণের ক্ষণকালের সংসঙ্গের সঙ্গে স্বর্গ অথবা মোক্ষেরও তুলনা চলে না, জাগতিক বিষয়ের তো কথাই নেই॥ ১৩ ॥ এমন কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি আছে যে মহাপুরুষদের একমাত্র জীবনসর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে ? সর্বপ্রকার প্রাকৃত গুণাতীত ভগবানের অচিন্ত্য-অনন্ত কল্যাণময় গুণরাশির অন্ত তো শিববিরিঞ্চি প্রমুখ পরম যোগিগণও খুঁজে পাননি॥ ১৪ ॥ হে বিদ্বন্ ! আপনি ভগবানকেই আপনার জীবনের ধ্রুবতারা বলে মনে করেন। সুতরাং সৎপুরুষদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীভগবানের উদার ও পরম বিমল চরিত্র আমাদের মতো শ্রদ্ধালু শ্রোতাদের কাছে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন॥ ১৫ ॥ সেই পরমবৈষ্ণব মহামতি পরীক্ষিৎ শুকদেবের মুখ থেকে যে জ্ঞানের উপদেশ শুনে

[১]প্রা.পা.—নাভি.। [২]প্রা.পা.—নৃপো। [৩]প্রা.পা.—মেতদ্ধি। [৪]প্রা.পা.—ততো। [৫]প্রা.পা.—বিদ্বান্।

স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্
যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ।
জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন
ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্॥ ১৬
তন্নঃ পরং পুণ্যমসংবৃতার্থ-
মাখ্যানমত্যদ্ভুতযোগনিষ্ঠম্।
আখ্যাহ্যনন্তাচরিতোপপন্নং
পারীক্ষিতং ভাগবতাভিরামম্॥ ১৭
সূত উবাচ
অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম
বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং
মহত্তমানামভিধানযোগঃ॥ ১৮
কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো
মহদ্গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ॥ ১৯
এতাবতালং ননু[১] সূচিতেন
গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্য[২]।
হিত্বেতরান্ প্রার্থয়তো বিভূতি-
র্যস্যাঙ্ঘ্রিরেণুং জুষতেঽনভীপ্সোঃ॥ ২০
অথাপি যৎ পাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥ ২১
যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং[৩]
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্মঃ॥ ২২

মোক্ষস্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করেছিলেন, আপনি অনুগ্রহ করে সেই জ্ঞান এবং পরীক্ষিতের পরম মধুর পবিত্র উপাখ্যানের বর্ণনা করুন ; কারণ তার মধ্যে কোনও কিছু গোপন করা হয়নি আর ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব যোগনিষ্ঠার নিরূপণ করা হয়েছে। অবশ্যই তার প্রতি পদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। ভগবানের প্রিয় ভক্তদের সেই সব প্রসঙ্গ শুনতে বড়ই আনন্দ হয়॥ ১৬-১৭ ॥

সূত বললেন—অহো ! বিলোমবংশে* জন্মেও মহাত্মাদের সেবা করতে পেরে আমার জীবন সফল করতে পেরেছি। কারণ মহাপুরুষদের সঙ্গে সাধারণ আলাপচারিতায়ও নীচ কুলে জন্মের দুঃখ শীঘ্রই দূর হয়॥ ১৮ ॥ যাঁরা মহাপুরুষদের একমাত্র আশ্রয় ভগবানের নামকীর্তন করেন তাঁদের যে মনঃপীড়া থাকবে না সে কথা তো বলাই বাহুল্য। ভগবানের শক্তি অনন্ত, তিনি নিজেও অনন্ত। আসলে তিনি অনন্ত কল্যাণাদি গুণযুক্ত বলেই তাঁকে অনন্ত বলা হয়—বেদ তাঁকে অনন্ত বলে প্রতিপাদন করেছেন॥ ১৯ ॥ ভগবানের গুণের সমকক্ষ যখন কেউ হতে পারে না, তখন তাঁর থেকে বড় কেউ কী করে হতে পারে ? তাঁর গুণের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য এই বললেই যথেষ্ট হয় যে, যে লক্ষ্মীদেবী চরণসেবা-প্রার্থী ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পরিহার করে চলেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও ভগবান না চাওয়া সত্ত্বেও উপযাচকভাবে তাঁর চরণরেণু সেবা করে থাকেন॥ ২০ ॥ ভগবানের শ্রীচরণ প্রক্ষালনের জন্য ব্রহ্মা যে জল সমর্পণ করেছিলেন, সেই জলই তাঁর পাদনখ থেকে নিঃসৃত হয়ে গঙ্গাবারিরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই গঙ্গাবারি দেবাদিদেব মহাদেবসহ সমগ্র জগৎকে পবিত্র করছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ত্রিভুবনে 'ভগবান' শব্দের আর দ্বিতীয় কোনও অর্থ কী হতে পারে ? ॥ ২১ ॥ যে শ্রীগোবিন্দচরণে অনুরক্ত হয়ে সাধু বিবেকবান ব্যক্তিগণ কোনওরকম দ্বিধা না করে দেহ-গেহাদিতে দৃঢ় আসক্তি ত্যাগ করেন এবং ভাগবত পরমহংসপদ প্রাপ্ত হন, যে স্থিতিতে অহিংসা এবং আত্যন্তিক শান্তিই স্বাভাবিকভাবে বিরাজ

[১]প্রা.পা.—বত। [২]প্রা.পা.—রসাম্যৈরতি.। [৩]প্রা.পা.—তে।

*উচ্চবর্ণের মা এবং তদপেক্ষা নিম্নবর্ণের পিতার সংযোগে উৎপন্ন সন্তানকে 'বিলোমজ' বলা হয়। ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং ক্ষত্রিয়-পুরুষের সংযোগে 'সূত'-জাতির সৃষ্টি হওয়ায় শাস্ত্রে একে 'বিলোম' বলা হয়েছে।

অহং হি পৃষ্টোঽর্যমণো ভবদ্ভি-
রাচক্ষ আত্মাবগমোঽত্র যাবান্।
নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতৎত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥ ২৩

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্ মৃগয়াং বনে।
মৃগাননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতস্তৃষিতো ভৃশম্॥ ২৪

জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমম্।
দদর্শ মুনিমাসীনং শান্তং মীলিতলোচনম্॥ ২৫

প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিমুপারতম্।
স্থানত্রয়াৎ পরং প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতমবিক্রিয়ম্॥ ২৬

বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নং রৌরবেণাজিনেন চ।
বিশুষ্যত্তালুরুদকং তথাভূতমযাচত॥ ২৭

অলব্ধতৃণভূম্যাদিরসম্প্রাপ্তার্ঘ্যসূনৃতঃ।
অবজ্ঞাতমিবাত্মানং মন্যমানশ্চুকোপ হ॥ ২৮

অভূতপূর্বঃ সহসা ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যামর্দিতাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণং প্রত্যভূদ্ ব্রহ্মন্ মৎসরো মন্যুরেব চ॥২৯

স[১] তু ব্রহ্মঋষেরংসে গতাসুমুরগং রুষা।
বিনির্গচ্ছন্ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরমাগমৎ[২]॥ ৩০

এষ কিং নিভৃতাশেষকরণো মীলিতেক্ষণঃ।
মৃষা সমাধিরাহোস্বিৎ কিং নু স্যাৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ॥ ৩১

তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী বিহরন্ বালকোঽর্ভকৈঃ।
রাজ্ঞাঘং প্রাপিতং তাতং শ্রুত্বা তত্রেদমব্রবীৎ॥ ৩২

করে ॥ ২২ ॥ হে সূর্যতুল্য ভাস্বর মহাত্মাগণ ! আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন, নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী তার উত্তর জানাচ্ছি। পাখিরা যেমন তাদের নিজ শক্তিমতো আকাশে বিচরণ করে থাকে, সেই রকমই পণ্ডিতগণও নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারেই শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্তন করে থাকেন॥ ২৩ ॥

এক দিন মহারাজ পরীক্ষিৎ ধনুর্বাণ নিয়ে মৃগয়া করতে বনে গিয়েছিলেন। হরিণের অনুসরণ করতে করতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়ে পড়েন॥ ২৪ ॥ কোথাও কোনও জলাশয় দেখতে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে তিনি এক ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। সেখানে একজন ঋষিকে নিমীলিত চোখে শান্তভাবে আসনে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন॥ ২৫ ॥ ঋষি মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ এবং বুদ্ধির থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে সংসারের ঊর্ধ্বে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—তিন অবস্থা থেকে নিবৃত্ত হয়ে নির্বিকার ব্রহ্মরূপ তুরীয়স্থানে অবস্থান করছিলেন॥ ২৬ ॥ বিক্ষিপ্ত জটাজাল ও রুরু নামক কৃষ্ণ মৃগচর্মে তাঁর শরীর আবৃত ছিল। এই রকম অবস্থায় পিপাসায় কাতর রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর কাছে জল প্রার্থনা করলেন॥ ২৭ ॥ সামান্য তৃণের আসন অথবা ভূমিতে পর্যন্ত উপবেশন-স্থান নির্দেশের ভদ্রতা না পেয়ে, কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা না করাতে, পাদ্য, অর্ঘ্য এমন কী একটু সাদর সম্ভাষণও না পেয়ে নিজেকে অবজ্ঞাত মনে করে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন॥ ২৮ ॥ হে শৌনক ! ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ব্রাহ্মণের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ জন্মাল। এইরকম ভয়ানক ক্রোধ ও মাৎসর্য মহারাজ পরীক্ষিতের জীবনে আর কখনও হয়নি॥ ২৯ ॥ আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে একটা মৃত সর্প উঠিয়ে তিনি ঋষির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন॥ ৩০ ॥ তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ঋষির কি সত্যিই ইন্দ্রিয়নিরোধ হয়েছিল অথবা রাজা এখানে এসেছেন তাতে আমার কী—এইভাবে আমাকে অবজ্ঞা করে সমাধির ভান করে বসেছিলেন ? ॥ ৩১ ॥

সেই শমীক মুনির ছেলে ছিলেন ব্রহ্মতেজসম্পন্ন। তিনি আশেপাশেই অন্যান্য ঋষিকুমারদের সাথে খেলা করছিলেন। তিনি যখন শুনতে পেলেন যে রাজা তাঁর পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন তখন তিনি বলতে লাগলেন—॥ ৩২ ॥ বড়ই আশ্চর্য ! এই সব নরপতি-

[১]প্রা.পা.—তস্য ব্রহ্মর্ষেরংসে। [২]প্রা.পা.—মাগতঃ।

অহো অধর্মঃ পালানাং পীব্ন্যং বলিভুজামিব।
স্বামিন্যঘং যদ্ দাসানাং দ্বারপানাং শুনামিব।। ৩৩

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি দ্বারপালো[১] নিরূপিতঃ।
স কথং তদ্‌গৃহে দ্বাঃস্থঃ সভাণ্ডং ভোক্তুমর্হতি[২]।। ৩৪

কৃষ্ণে গতে ভগবতি শাস্তর্যুৎপথগামিনাম্।
তদ্ভিন্নসেতূনদ্যাহং[৩] শাস্মি পশ্যত মে বলম্।। ৩৫

ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষো বয়স্যানৃষিবালকঃ।
কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ হ।। ৩৬

ইতি[৪] লঙ্ঘিতমর্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি।
দঙ্‌ক্ষ্যতি স্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রুহম্[৫]।। ৩৭

ততোঽভ্যেত্যাশ্রমং বালো গলে সর্পকলেবরম্।
পিতরং বীক্ষ্য[৬] দুঃখার্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ।। ৩৮

স বা[৭] আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা সুতবিলাপনম্।
উন্মীল্য শনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বা স্বাংসে[৮] মৃতোরগম্।। ৩৯

বিসৃজ্য পুত্রং পপ্রচ্ছ বৎস কস্মাদ্ধি রোদিষি।
কেন বা তেঽপকৃতমিত্যুক্তঃ স ন্যবেদয়ৎ।। ৪০

নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং
স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যনন্দৎ।
অহো বতাংহো মহদজ্ঞ তে কৃত-
মল্পীয়সি দ্রোহ উরুর্দমো ধৃতঃ।। ৪১

ন বৈ নৃভির্নরদেবং পরাখ্যং
সম্মাতুমর্হস্যবিপক্কবুদ্ধে[৯]।
যত্তেজসা দুর্বিষহেণ গুপ্তা
বিন্দন্তি ভদ্রাণ্যকুতোভয়াঃ প্রজাঃ।। ৪২

বাচ্য ব্যক্তিগণ উচ্ছিষ্টভোজী কাকের মতো হৃষ্টপুষ্ট হয়ে কীরকম অন্যায় করছে ! ব্রাহ্মণদের দাস হয়েও দরজায় প্রহরারত কুকুরের মতো নিজেদের প্রভুকেই তিরস্কার করছে।। ৩৩ ।। ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের তাদের দ্বারপালরূপে নিযুক্ত করেছেন। তাদের উচিত দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়া, ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রভুর বাসনে খাবার খাওয়াতে তাদের অধিকার নেই।। ৩৪ ।। সুতরাং কুপথগামীদের শাসক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমধামে গমন করার পর এই ধর্মমর্যাদালঙ্ঘনকারীকে আমি আজ শাস্তি দেব। আমার তপোবল তোমরা দেখ।। ৩৫ ।। নিজের বন্ধুদের এই কথা বলে ক্রোধে রক্তচক্ষু সেই ঋষিবালক কৌশিকী নদীর জলে আচমন করে তাঁর বজ্রতুল্য অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করলেন।। ৩৬ ।। কুলাঙ্গার পরীক্ষিৎ আমার পিতাকে অপমান করে মর্যাদালঙ্ঘন করেছে, সুতরাং আমার আদেশে আজ থেকে সপ্তম দিনে তাকে তক্ষক নাগ দংশন করবে।। ৩৭ ।।

এর পরে সেই বালক নিজের আশ্রমে প্রবেশ করে পিতার গলায় সর্প দেখে দুঃখে কাতর হয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন।। ৩৮ ।। হে বিপ্রবর শৌনক ! শমীক মুনি তাঁর ছেলের বিলাপ শুনে ধীরে ধীরে চোখ খুললেন এবং দেখলেন যে তাঁর গলায় এক মৃতসর্প ঝুলছে।। ৩৯ ।। সেই সাপটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন—'হে বৎস ! তুমি কাঁদছ কেন ? কেউ কি তোমার কোনও ক্ষতি করেছে ?' পিতার এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষিবালক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন।। ৪০ ।। রাজার প্রতি অভিশাপের কথা শুনে ব্রহ্মর্ষি শমীক পুত্রের কর্মটি সমর্থন করতে পারলেন না। তাঁর মতে পরীক্ষিৎকে শাপ দেওয়া উচিত হয়নি। তিনি বললেন—'অহো মূর্খ বালক ! তুমি মহাপাপ করেছ ! দুঃখের কথা যে সামান্য ত্রুটিতে তুমি তাঁকে এত শাস্তি দিয়েছ ।। ৪১ ।। তোমার বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয়নি। ভগবৎস্বরূপ রাজাকে সাধারণ মানুষের সমান মনে করা তোমার উচিত হয়নি, কারণ নরপতির প্রবল প্রতাপে সুরক্ষিত ও নির্ভয় হয়েই প্রজাগণ নিজ নিজ মঙ্গলসাধনে নিরত রয়েছে।। ৪২ ।। নৃপতির রূপ ধারণ করে নারায়ণ

[১]প্রা.পা.—গৃহপালো। [২]প্রা.পা.—ভক্তুং.। [৩]প্রা.পা.— সেতুমদ্য.। [৪]প্রা.পা.—অতো। [৫]প্রা.পা.—পিতৃদ্রুহম্। [৬]প্রা.পা.— প্রেক্ষ্য। [৭]প্রা.পা.—স বৈবাঙ্গিরসো। [৮]প্রা.পা.—হ্যাংসে। [৯]প্রা.পা.—বুদ্ধিঃ।

অলক্ষ্যমাণে নরদেবনাম্নি
রথাঙ্গপাণাবয়মঙ্গ লোকঃ।
তদা হি চৌরপ্রচুরো বিনঙ্‌ক্ষ্য-
ত্যরক্ষ্যমাণোঽবিবরূথবৎ[১] ক্ষণাৎ॥ ৪৩

তদদ্য নঃ পাপমুপৈত্যনন্বয়ং
যন্নষ্টনাথস্য[২] বসোর্বিলুম্পকাৎ।
পরস্পরং ঘ্নন্তি শপন্তি বৃঞ্জতে
পশূন্ স্ত্রিয়োঽর্থান্ পুরুদস্যবো জনাঃ॥ ৪৪

তদার্যধর্মশ্চ[৩] বিলীয়তে নৃণাং
বর্ণাশ্রমাচারযুতস্ত্রয়ীময়ঃ।
ততোঽর্থকামাভিনিবেশিতাত্মনাং
শুনাং কপীনামিব বর্ণসংকরঃ॥ ৪৫

ধর্মপালো নরপতিঃ স তু সম্রাড্ বৃহচ্ছ্রবাঃ।
সাক্ষান্মহাভাগবতো রাজর্ষির্হয়মেধয়াট্।
ক্ষুত্তৃট্‌শ্রমযুতো দীনো নৈবাস্মচ্ছাপমর্হতি॥ ৪৬

অপাপেষু স্বভৃত্যেষু বালেনাপক্কবুদ্ধিনা।
পাপং কৃতং তদ্‌ভগবান্ সর্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি॥ ৪৭

তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি॥ ৪৮

ইতি পুত্রকৃতাঘেন সোঽনুতপ্তো মহামুনিঃ।
স্বয়ং বিপ্রকৃতো রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ॥ ৪৯

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ॥ ৫০

যখন পৃথিবীতে না থাকবেন তখন চোর ডাকাতের বৃদ্ধি হবে এবং অরক্ষিত মেষপালের মতো প্রজাগণ অল্পকাল-মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে॥ ৪৩ ॥ রাজার নিধন হলে অরাজক অবস্থায় দস্যু-তস্করেরা অবলীলাক্রমে যে পাপ করবে, তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও আমরাও তার জন্য দায়ী হব। কারণ রাজা না থাকলে লুঠতরাজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করবে, কটুকথা বলবে এবং গবাদি পশু, নারী এবং ধনসম্পত্তি অপহরণ করতে থাকবে॥ ৪৪ ॥ তখন চার ধর্মের বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন বেদবিহিত সনাতনধর্ম লুপ্ত হয়ে যাবে, অর্থলোভ এবং কামনা-বাসনায় উন্মত্ত হয়ে মানুষ কুকুর এবং বানরের মতো যথেচ্ছ আহার বিহারে বর্ণসংকরের সৃষ্টি করবে॥ ৪৫ ॥ সম্রাট পরীক্ষিৎ স্বয়ং মহাযশস্বী ও ধর্মরক্ষক। অনেক অশ্বমেধযজ্ঞ তিনি করেছেন। তিনি ভক্তচূড়ামণি ; সেই রাজর্ষি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন, তিনি কখনোই আমাদের অভিশাপের যোগ্য নন॥ ৪৬ ॥ এই অপরিণতবুদ্ধি বালক আমাদের নিষ্পাপ এবং সেবক-স্বভাব রাজার প্রতি অপরাধ করেছে, সর্বান্তর্যামী ভগবান দয়া করে তাকে ক্ষমা করুন॥ ৪৭ ॥ ভগবদ্ভক্তদেরও প্রতিকারের সামর্থ্য থাকে, কিন্তু অপরের দ্বারা কৃত অপমান, বঞ্চনা, অবজ্ঞা, নিন্দা, তাড়না প্রভৃতির কোনও প্রতিশোধ তাঁরা নেন না॥ ৪৮ ॥ পুত্রকৃত অপরাধে শমীক মুনির অত্যন্ত পরিতাপ হয়েছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে তাঁকে অপমান করেছেন সেটা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেও মনে করেননি॥ ৪৯ ॥ মহাত্মাদের স্বভাবই এই যে, তাদের যদি কেউ সুখ বা দুঃখ দেয়, তাহলেও প্রায়ই তাঁরা তাতে হৃষ্ট বা ব্যথিত হন না ; কারণ আত্মার স্বরূপ তো নির্গুণ—সুখ দুঃখের অতীত॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে [৪]
বিপ্রশাপোপলম্ভনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে
বিপ্রশাপোপলম্ভনং নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

[১]প্রা.পা.—হি বিরুদ্ধলক্ষণাৎ। [২]প্রা.পা.—নষ্টস্য নাথস্য। [৩]প্রা.পা.—তদাত্ত ধর্মঃ সুবিলী.।
[৪]প্রা.পা.—'পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পারিক্ষিতোপাখ্যানে' এটুকু বেশি আছে, 'বিপ্র' শব্দের পরিবর্তে 'ব্রহ্ম' শব্দ আছে।

অথৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

ঊনবিংশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের অনশনব্রত ও শুকদেবের আগমন

সূত উবাচ

মহীপতিস্ত্বথ তৎ কর্ম গর্হ্যং
বিচিন্তয়ন্নাত্মকৃতং সুদুর্মনাঃ।
অহো ময়া নীচমনার্যবৎ কৃতং
নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি॥ ১

ধ্রুবং ততো মে কৃতদেবহেলনাদ্
দুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ।
তদস্তু কামং ত্বঘনিষ্কৃতায়[১] মে
যথা ন কুর্যাং পুনরেবমদ্ধা[২]॥ ২

অদ্যৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোশং[৩]
প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলো মে।
দহত্বভদ্রস্য পুনর্ন মেঽভূৎ[৪]
পাপীয়সী ধীর্দ্বিজদেবগোভ্যঃ॥ ৩

স চিন্তয়ন্নিত্থমথাশৃণোদ্[৫] যথা
মুনেঃ সুতোক্তো নির্ঋতিস্তক্ষকাখ্যঃ।
স সাধু মেনে নচিরেণ তক্ষকা-[৬]
নলং প্রসক্তস্য বিরক্তিকারণম্॥ ৪

অথো বিহায়েমমমুং চ লোকং
বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান
উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্যনদ্যাম্॥ ৫

যা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র-
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।
পুনাতি লোকানুভয়ত্র সেশান্
কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ॥ ৬

সূত বললেন—রাজধানীতে ফিরে এসে নিজের নিন্দিত কৃতকর্মের জন্য পরীক্ষিতের অনুতাপ হতে লাগল। তিনি অত্যন্ত দুর্মনা (উদ্বিগ্ন চিত্ত) হলেন এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'আমি নিরপরাধ ও প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সাথে অনার্যের মতো কী নীচ ব্যবহার করেছি। বড়ই দুঃখের ব্যাপার! ॥ ১ ॥ সেই দেবতুল্য মুনিকে অপমান করার ফলে শীঘ্রই আমার উপর দুর্নিবারণীয় কোনও বিপদ নেমে আসবে। আমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এটা হওয়াও উচিত, তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনও এমন দুষ্কর্ম করবার দুঃসাহস হবে না॥ ২ ॥ আজই আমার রাজ্য, সৈন্য এবং পরিপূর্ণ কোষাগার ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাক—যাতে ভবিষ্যতে আমার মতো কুলকলঙ্কের ব্রাহ্মণ, দেবতা ও গোজাতির প্রতি এরকম পাপবুদ্ধি আর না হয়॥ ৩ ॥ তিনি যখন এই সব চিন্তা করছিলেন তখন তিনি শুনলেন যে ঋষিপুত্রের শাপে তক্ষক তাঁকে দংশন করবে। এই ভীষণ বিষাগ্নি সদৃশ তক্ষক দংশন তাঁর কাছে খুব অভিপ্রেত মনে হল। তিনি ভাবলেন যে তিনি আজীবন সংসারে আসক্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর কাছে অভিশাপ তাঁর মঙ্গলপ্রদ বৈরাগ্যের মূল কারণ বলে মনে হল॥ ৪ ॥ এই অভিশাপ শোনার আগে থেকেই তিনি ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ভোগে নিস্পৃহ ছিলেন। এখন এই শাপবাক্য শুনতে পেয়ে ঐহিক সুখ ও স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ জ্ঞানে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করলেন ॥ ৫ ॥ রমণীয় তুলসীবিমিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণচরণরেণু নিয়ে গঙ্গার জল প্রবাহিত হচ্ছে। এই কারণেই সেই গঙ্গাবারি লোকপালদের সাথে ত্রিলোককে পবিত্র করে যাচ্ছে। এমন কোন্ মৃত্যুপথ-যাত্রী আছে যে সেই গঙ্গাকে আশ্রয় না করবে? ॥ ৬ ॥

[১]প্রা.পা.—হ্যঘ। [২]প্রা.পা.—পুনরেব সদ্যঃ। [৩]প্রা.পা.—বলমূর্জ.। [৪]প্রা.পা.—মেঽস্তু। [৫]প্রা.পা.—চিন্তয়ন্নিষ্টমথা.। [৬]প্রা.পা.—তক্ষকাদলং।

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ
প্রায়োপবেশং প্রতি বিষ্ণুপদ্যাম্।
দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্‌ঘ্রিমনন্যভাবো
মুনিব্রতো মুক্তসমস্তসঙ্গঃ ॥ ৭
তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা
মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ ॥ ৮
অত্রির্বসিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বা-
নরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম
উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদেধ্মবাহৌ[1] ॥ ৯
মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো
ভারদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্বঃ কবষঃ[2] কুম্ভযোনি-
র্দ্বৈপায়নো ভগবান্নারদশ্চ ॥ ১০
অন্যে চ দেবর্ষিব্রহ্মর্ষিবর্যা[3]
রাজর্ষিবর্যা অরুণাদয়শ্চ।
নানার্ষেয়প্রবরান্[4] সমেতা-
নভ্যর্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ॥ ১১
সুখোপবিষ্টেষ্বথ তেষু ভূয়ঃ
কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ[5]।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা
উপস্থিতোঽগ্রেঽভিগৃহীতপাণিঃ ॥ ১২

রাজোবাচ

অহো বয়ং ধন্যতমা নৃপাণাং
মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ।

এইভাবে গঙ্গাতীরে আমরণ অনশনের সংকল্প করে তিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করে শমদমাদি ব্রতধারণ করে অনন্যচিত্তে শ্রীগোবিন্দ চরণকমলের ধ্যানে প্রবৃত্ত হলেন ॥ ৭ ॥ সেই সময় ত্রিলোকপাবন মহানুভব ঋষি-মুনিগণ তাঁদের শিষ্যমণ্ডলীসহ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাধুগণ প্রায়শই তীর্থযাত্রাচ্ছলে স্বয়ংই সব তীর্থস্থানকে পবিত্র করেন ॥ ৮ ॥ তাঁদের মধ্যে অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব, কবষ, অগস্ত্য, ভগবান ব্যাস, নারদ এবং এঁরা ছাড়া আরও কত শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি এবং অরুণাদি রাজর্ষিগণের গঙ্গাতীরে শুভাগমন হল। এইরকম বিভিন্ন গোত্রজাত প্রধান প্রধান ঋষি-মুনিদের একত্রিত দেখে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রত্যেকের যথাযোগ্য অর্চনা করে ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁদের প্রণাম করলেন ॥ ৯-১১ ॥ সকলে সুখাসনে উপবেশন করলে, মহারাজ পরীক্ষিৎ আবার তাঁদের প্রণাম করলেন এবং নির্মলচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রায়োপবেশনাদি বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন ॥ ১২ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—অহো ! সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে আমি ধন্য, আমি ধন্যতম। কারণ আমার স্বভাব ও আচরণের দ্বারা আমি আপনাদের মতো মহাপুরুষদের কৃপার পাত্র হতে পেরেছি। রাজকুলের মানুষেরা প্রায়ই নিন্দিত কর্ম করার ফলে ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালনে বিমুখ হয়—এটা বড়ই দুঃখের কথা ॥ ১৩ ॥ আমিও তো রাজাই বটে। ক্রমাগত দেহ-গেহাদিতে আসক্ত থাকার ফলে আমিও পাপরূপই হয়ে গেছি। এরই ফলে স্বয়ং ভগবানই ব্রাহ্মণের শাপরূপে আমার ওপর কৃপা করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এই শাপ বৈরাগ্য উৎপন্নকারী। কারণ এই জাতীয় শাপে সংসারাসক্ত মানুষ

[1]প্রা.পা.—ইন্দ্রপ্রমতিঃ সুবাহুঃ। [2]প্রা.পা.—কবয়ঃ। [3]প্রা.পা.—দেবর্ষি মহর্ষি। [4]প্রা.পা.—নানর্ষিসংঘান্ পুরতঃ। [5]প্রা.পা.—মহৎ।

রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণপাদশৌচাদ্[১]
দূরাদ্ বিসৃষ্টং বত গর্হ্যকর্ম।। ১৩
তস্যৈব মেঽঘস্য পরাবরেশো
ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণম্।
নির্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো
যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে।। ১৪
তং মোপযাতং প্রতিয়ন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ।। ১৫
পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে
রতিঃ[২] প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।
মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং
মৈত্র্যস্তু সর্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ।। ১৬
ইতি স্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ
প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণকূল আস্তে
সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুতন্যস্তভারঃ।। ১৭
এবং চ[৩] তস্মিন্নরদেবদেবে
প্রায়োপবিষ্টে দিবি দেবসঙ্ঘাঃ।
প্রশস্য ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসূনৈ-
র্মুদা মুহুর্দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ।। ১৮
মহর্ষয়ো[৪] বৈ সমুপাগতা যে
প্রশস্য সাধ্বিত্যনুমোদমানাঃ।
উচুঃ প্রজানুগ্রহশীলসারা
যদুত্তমশ্লোকগুণাভিরূপম্[৫] ।। ১৯
ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য চিত্রং

ভীত হয়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়।। ১৪ ।। হে ব্রাহ্মণগণ! এখন আমি আমার মন ভগবানে সমর্পণ করে দিয়েছি। আপনারা এবং মা গঙ্গা আমাকে শরণাগত জেনে কৃপা করুন, ব্রাহ্মণকুমারের শাপে প্রেরিত তক্ষক নাগ সাক্ষাৎরূপে অথবা বঞ্চক হয়ে অন্য কোনো রূপ ধারণ করে আমাকে স্বচ্ছন্দে দংশন করুন, আমি তাতে বিন্দুমাত্র ভীত নই। আপনারা দয়া করে শ্রীভগবানের রসময়ী লীলা কীর্তন করুন।। ১৫ ।। আমি আপনাদের চরণে পুনরায় প্রণাম করে এই প্রার্থনা করছি যে কর্মফলে আমার যে যোনিতেই জন্ম হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে যেন আমার অনুরাগ থাকে, তাঁর চরণাশ্রিত মহাত্মাদের প্রতি যেন আমার বিশেষ প্রীতি থাকে এবং জগতের সব প্রাণীর প্রতি আমার যেন সখ্যভাব থাকে। আপনারা আমায় সেই আশীর্বাদ করুন।। ১৬ ।।

পরম ধৈর্যশালী মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে কৃত-সংকল্প হয়ে গঙ্গার দক্ষিণতীরে পূর্বাগ্র কুশাসনে (যে কুশের অগ্রভাগ পুবদিকে রয়েছে) উত্তরাভিমুখী হয়ে উপবেশন করলেন। রাজ্যভার তো তিনি আগেই পুত্র জনমেজয়ের হাতে দিয়ে এসেছিলেন।। ১৭ ।। পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট পরীক্ষিৎ যখন এই রকম প্রায়োপবেশন গ্রহণ করলেন, তখন আকাশে অবস্থিত দেবতাগণ আনন্দিতচিত্তে তাঁর প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং পুনঃ পুনঃ দুন্দুভি বাদ্য হতে থাকল।। ১৮ ।। সেখানে উপস্থিত সব মহর্ষিগণই পরীক্ষিতের সংকল্পের প্রশংসা করলেন এবং 'সাধু সাধু' বলে তাতে সম্মতি জানালেন। মুনিঋষিগণ তো স্বভাবতই দীনানুগ্রহপরায়ণ ; শুধু তাই নয়, তাঁদের সমস্ত শক্তিই লোককল্যাণের কাজে ব্যয় হয়। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবৈভবে প্রভাবিত পরীক্ষিতের প্রতি বলতে লাগলেন।। ১৯ ।। 'হে রাজর্ষিচূড়ামণি! শ্রীকৃষ্ণসেবক ও কৃষ্ণানুরক্ত! পাণ্ডু-বংশধরের পক্ষে এটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয় ; কারণ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য

[১]প্রা.পা.— শৌচাদারাদ্বিসৃষ্টং। [২]প্রা.পা.—রতিপ্রসঙ্গশ্চ। [৩]প্রা.পা.—তু। [৪]প্রা.পা.—মহর্ষয়স্তে।
[৫]প্রা.পা.—গুণানুরূপম্।

ভবৎসু[১] কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু।
যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং
সদ্যো জহুর্ভগবৎ পার্শ্বকামাঃ॥ ২০ ॥
সর্বে বয়ং তাবদিহাস্মহেঽদ্য[২]
কলেবরং যাবদসৌ বিহায়।
লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং
যাস্যত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ॥ ২১ ॥
আশ্রুত্য তদৃষিগণবচঃ[৩] পরীক্ষিৎ
সমং মধুচ্যুদ্ গুরু চাব্যলীকম্।
আভাষতৈনানভিনন্দ্য[৪] যুক্তান্[৫]
শুশ্রূষমাণশ্চরিতানি বিষ্ণোঃ॥ ২২ ॥
সমাগতাঃ সর্বত এব সর্বে
বেদা যথা মূর্তিধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে[৬]।
নেহাথবামুত্র চ কশ্চনার্থ
ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলম্॥ ২৩ ॥
ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিমং বিপৃচ্ছে
বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্।
সর্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং
শুদ্ধং চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ॥ ২৪ ॥
তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো
যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো
বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেষঃ॥ ২৫ ॥
তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ-
করোরুবাহ্বংসকপোলগাত্রম্।

আপনারা কোটি কোটি নরপতি বন্দিত রাজসিংহাসন এক মুহূর্তে তৃণবৎ পরিত্যাগ করেছেন ॥ ২০ ॥ এই ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ যতদিন পর্যন্ত না নিজের নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে শোকমোহাদিশূন্য প্রপঞ্চাতীত পরমধামে গমন করবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা সকলে এই স্থানে অবস্থান করব॥ ২১ ॥

ঋষিদের এই মধুর, গভীর ভাবযুক্ত, সত্য ও পক্ষপাতশূন্য বাক্য শ্রবণ করে মহারাজা পরীক্ষিৎ সেই সমাহিত যোগী ও ঋষিদের অভিনন্দন করে প্রণাম-পূর্বক মনোহর শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের ইচ্ছাতে প্রার্থনা জানালেন॥ ২২ ॥

তিনি বললেন—হে মুনিগণ ! আপনারা সকলে সব দিক থেকে এখানে এসে পদধূলি দিয়েছেন, আপনারা সত্যলোকনিবাসী মূর্তিমান বেদস্বরূপ। অপরের উপকার করা ছাড়া ইহলোকে বা পরলোকে আপনাদের আর অন্য কোনও প্রয়োজন নেই, এরূপই আপনাদের স্বভাব॥ ২৩ ॥ হে দ্বিজগণ ! আপনাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে আমি আমার ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে এই জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রশ্ন করছি। আপনারা সকলেই বিদ্বান। নিজেদের মধ্যে বিচার করে আমাকে বলুন যে সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় বিশেষত আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের পক্ষে কায়মনে করণীয় নির্দোষ কর্তব্য কী ॥ ২৪ ॥*

সেই সময় যদৃচ্ছাক্রমে বিনা উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে করতে, সর্ববিধ অপেক্ষাশূন্য ব্যাসনন্দন ভগবান শুকদেবমহারাজ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বর্ণ বা আশ্রমের বাহ্যচিহ্নশূন্য, আত্মউপলব্ধিতে পরিতুষ্ট। বস্ত্রাদিবেশশূন্য অবধূতরূপে তিনি ধূলিমুষ্টি-নিক্ষেপ করতালিদানাদিরত বালকগণে পরিবৃত ছিলেন॥ ২৫ ॥ তিনি ষোড়শবর্ষীয় যুবা পুরুষের মতো

[১]প্রা.পা.—ভবেদ্ ধ্রুবং কৃষ্ণমনুব্রতেষু। [২]প্রা.পা.—হথ। [৩]প্রা.পা.—তদৃষিগণস্য বচঃ। [৪]প্রা.পা.—অভা.। [৫]প্রা.পা.—যুক্তঃ। [৬]প্রা.পা.—ত্রিপিষ্টে।

*এখানে ব্রাহ্মণদের কাছে রাজা দুটি প্রশ্ন রেখেছিলেন ; প্রথম প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করেন যে, জীবের পক্ষে সদাসর্বদা কী করা উচিত এবং দ্বিতীয় প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আসন্নমৃত্যুর সময়ে মানুষের কী করা উচিত। এই দুটো প্রশ্নই তিনি শুকদেবের কাছেও করেছেন এবং ক্রমশ এই দুই প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে শুরু করে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত শুকদেব দিয়ে গেছেন।

চার্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ[১]
সুভ্র্বননং কম্বুসুজাতকণ্ঠম্॥ ২৬ ॥

নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষস-
মাবর্তনাভিং বলিবল্গূদরং চ।
দিগম্বরং বক্ত্রবিকীর্ণকেশং
প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভম্॥ ২৭ ॥

শ্যামং সদাপীচ্যবয়োঽঙ্গলক্ষ্ম্যা[২]
স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন[৩]।
প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য-
স্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গূঢ়বর্চসম্॥ ২৮ ॥

স বিষ্ণুরাতোঽতিথয়[৪] আগতায়
তস্মৈ সপর্যাং শিরসাঽজহার।
ততো নিবৃত্তা হ্যবুধাঃ স্ত্রিয়োঽর্ভকা
মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ॥ ২৯

স সংবৃতস্তত্র মহান্ মহীয়সাং
ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিদেবর্ষিসঙ্ঘৈঃ।
ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দু-
র্গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ॥ ৩০

প্রশান্তমাসীনমকুণ্ঠমেধসং
মুনিং নৃপো ভাগবতোঽভ্যুপেত্য।
প্রণম্য মূর্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্নত্বা গিরা সূনৃতয়ান্বপৃচ্ছৎ॥ ৩১

আকৃতিবিশিষ্ট ; তাঁর হাত, পা, উরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল ও দেহ সুকোমল ; মনোহর আয়তলোচন, উন্নত নাসিকা, সম ও সুললিত কর্ণদ্বয় এবং সুচারু ভ্রূযুগলে মুখমণ্ডল সুশোভিত এবং শঙ্খের মতো কণ্ঠদেশ রেখাত্রয়যুক্ত ॥ ২৬ ॥ স্কন্ধদেশের অস্থিদুটি মাংসে আবৃত, বিশাল ও উন্নত বক্ষদেশ, জলের ঘূর্ণির মতো গভীর নাভিদেশ, উদর বলিত্রয়ের দ্বারা রমণীয়, আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহু, মুখমণ্ডল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কুটিল কুন্তলজালমণ্ডিত, দিগম্বরবেশে তিনি দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর মতো তেজস্বী কান্তিযুক্ত দেখাচ্ছিলেন॥ ২৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণতুল্য শ্যামকান্তিবিশিষ্ট, মধুর মৃদুহাস্যের দ্বারা স্ত্রীলোকদের চিত্ত আকর্ষণকারী অঙ্গচ্ছটায় তিনি মণ্ডিত ছিলেন। যদিও তিনি প্রচ্ছন্নতেজা ছিলেন তবুও তাঁর অনন্যসাধারণ লক্ষণের দ্বারা মুনিগণ তাঁকে চিনতে পারলেন এবং সকলেই নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন॥ ২৮ ॥

মহারাজা পরীক্ষিৎ সমাগত সেই অতিথি শুকদেবকে তাঁর কাছে গিয়ে অবনত মস্তকে প্রণাম করে পূজা করলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁকে এরকম সম্মান করছেন দেখে যে সব বালক ও স্ত্রীলোক তাঁর চারদিকে ঘিরে মজা করছিল, তারা সেখান থেকে চলে গেল ; সকলের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে শুকদেব রাজপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন॥ ২৯ ॥ মহাসনে উপবিষ্ট হয়ে মহৎ অপেক্ষাও সুমহৎ সেই ভগবান শুকদেব ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিদের মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে শুক্রাদি গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো শোভা পেতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মহাত্মাদেরও আদরণীয় ছিলেন॥ ৩০ ॥ প্রখরবুদ্ধি শুকদেব শান্তভাবে আসনে উপবিষ্ট হলে, পরম ভাগবত পরীক্ষিৎ তাঁর সামনে এসে ভূলুণ্ঠিত হয়ে

[১]প্রা.পা.—চার্বারুণাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণং শুভ্রাননম্। [২]প্রা.পা.—পীনবয়ো। [৩]প্রা.পা.—স্ময়েন। [৪]প্রা.পা.—রাতো মুনয়ে।

পরীক্ষিদুবাচ

অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ॥ ৩২

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং[১] সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ ৩৩

সাংনিধ্যাত্তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি।
সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ॥ ৩৪

অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ।
পৈতৃষ্বসেয়প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্যাত্তবান্ধবঃ॥ ৩৫

অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নঃ কথং নৃণাম্।
নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ[২]॥ ৩৬

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎ কার্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বথা॥ ৩৭

যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্যয়ম্॥ ৩৮

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।

চরণে প্রণাম করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে প্রণাম করলেন। তারপর পরম মধুরবাক্যে তাঁকে প্রশ্ন করলেন॥ ৩১ ॥

পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রহ্মন্! আজ আমি অতীব ভাগ্যবান; কারণ ক্ষত্রিয়াধম হওয়া সত্ত্বেও আমি সাধুপুরুষদের সেবার অধিকারী হলাম। অতিথিরূপে এখানে এসে আপনি আমাকে তীর্থতুল্য পবিত্র করে দিয়েছেন॥ ৩২ ॥ আপনার মতো মহাত্মাকে স্মরণ করা মাত্রই গৃহস্থদের গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়; অতএব দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং চরণপ্রান্তে উপবেশন করলে যে পরম পবিত্রতা লাভ হবে এ আর অসম্ভব কী? ॥ ৩৩ ॥ হে মহাযোগী! ভগবান বিষ্ণুর নিকটস্থ হলে যেমন অসুরগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয় তেমনই আপনার সান্নিধ্যবশত মানুষের মহাপাতকসকলও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যায়॥ ৩৪ ॥ পাণ্ডবসখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই আমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন আছেন; তিনি তাঁর পিতৃষ্বসা কুন্তীদেবীর পুত্র যুধিষ্ঠিরাদির প্রীতির জন্য সেই পাণ্ডবদের বংশজাত আমার প্রতি হিতসাধনের জন্য আমার সঙ্গে আপনজনের মতো ব্যবহার করেছেন॥ ৩৫ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা না হলে কি আপনার মতো একান্ত বনবাসী, অব্যক্তগতি, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ স্বয়ং এখানে এসে আসন্নমৃত্যু আমার মতো প্রাকৃত মানুষকে দর্শন দিতেন? ॥ ৩৬ ॥ আপনি যোগীদের পরমগুরু, সেইজন্য আমি আপনার কাছে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধির স্বরূপ ও সাধন সম্বন্ধে উপায় জিজ্ঞাসা করছি। আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষে সর্বপ্রকারে যা কর্তব্য তা আমাকে বলুন॥ ৩৭ ॥ হে ভগবন্! তৎসহ এই উপদেশও দান করুন যে মানুষমাত্রেরই কী করা উচিত? শ্রোতব্য কী, জপনীয় কী, স্মরণীয় কী, ভজনীয় কী—সব আমাকে বলুন। আবার ত্যাজ্য কী তাও বলুন॥ ৩৮ ॥ হে ভগবৎস্বরূপ মুনিবর! আপনার দর্শন অতীব দুর্লভ; কারণ কোনও গৃহস্থের বাড়িতে গোদোহনকাল পরিমাণ সময়ও

[১]প্রা.পা.—পুংসঃ। [২]প্রা.পা.—বরীয়সঃ।

ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং ক্বচিৎ॥ ৩৯

আপনি অবস্থান করেন না॥ ৩৯ ॥

সূত উবাচ

এবমাভাষিতঃ পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
প্রত্যভাষত ধর্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥ ৪০

সূত বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে মধুর বাক্যে সম্বোধন করে প্রশ্ন করলে সর্বতত্ত্বদর্শী, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন, ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেব প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করলেন॥ ৪০ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকাগমনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে শুকাগমন নামক ঊনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি প্রথমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

॥ প্রথম স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

———o———

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

দ্বিতীয় স্কন্ধ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

ধ্যানবিধি এবং ভগবানের বিরাটরূপের বর্ণনা

ওঁ নমো[1] ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীশুক উবাচ

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং[2] নৃপ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ॥ ১

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥ ২

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥ ৩

দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি[3]।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥ ৪

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্[4]॥৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! লোককল্যাণের পক্ষে তোমার এই প্রশ্ন অতি উত্তম। মানুষের শ্রোতব্য, স্মর্তব্য ও কীর্তিতব্য বিষয়সমূহের মধ্যে তোমার এই প্রশ্ন সর্বশ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষদের কাছে এই প্রশ্ন অতিশয় আদরণীয়॥ ১ ॥ হে রাজেন্দ্র ! যে সব গৃহস্থ দিবারাত্র পরিবারকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আত্মস্বরূপজ্ঞানশূন্য সেই গৃহস্থদের বলার, শোনার, চিন্তা করবার হাজার হাজার বিষয় আছে॥ ২ ॥ তাদের সমস্ত জীবন এইভাবেই শেষ হয়ে যায়। রাত্রিতে নিদ্রা ও স্ত্রীবিলাস এবং দিবাভাগে ধনোপার্জন ও স্ত্রীপুত্রাদিপোষণেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়॥ ৩ ॥ সংসারে যাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মপরিজন বলা হয় সেইসব দেহ, স্ত্রী-পুত্রাদি সবই অসার, কেবল অসৎ অর্থাৎ নশ্বর। কিন্তু জীব সেই সকল বস্তুতে মোহগ্রস্ত হয়ে এমন আসক্ত হয়ে যায় যে অনুক্ষণ তাদের মৃত্যু কবলিত হতে দেখেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না॥ ৪ ॥ অতএব হে পরীক্ষিৎ ! অভয়পদ-প্রাপ্ত্যভিলাষী জীবের তো সর্বাত্মা, সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা একান্ত

---

[1]প্রাচীন বইয়ে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই অংশ নেই। [2]প্রা.পা.— লোকহিতো। [3]প্রা.পা.— সৌখ্যেষ.। [4]প্রা.পা.—ব্যঃ স্বেচ্ছয়া বিভুঃ।

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ।। ৬

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ।। ৭

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্।। ৮

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্য উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্।। ৯

তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী।। ১০

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ[1] নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্।। ১১

কি প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটেত[2] শ্রেয়সে যতঃ।। ১২

খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্তাৎ সর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্।। ১৩

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।
উপকল্পয় তৎ সর্বং তাবদ্যৎসাম্পরায়িকম্।। ১৪

অন্তকালে তু[3] পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু[4] যে চ তম্।। ১৫

গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ[5]।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে।। ১৬

কর্তব্য।। ৫ ।। জ্ঞান, ভক্তি অথবা নিজ নিজ আশ্রমধর্ম যথাযথভাবে পালন করে জীবনকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে মৃত্যুকালে নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের স্মরণ হয়—এটিই হল মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য।। ৬ ।। হে পরীক্ষিৎ ! ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণ বেদবিহিত বিধি-নিষেধাত্মক কর্মসকল থেকে নিবৃত্ত হয়েও প্রায়শ শ্রীহরির গুণকীর্তন-আনন্দে মগ্ন হন।। ৭ ।। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভগবদ্রূপ অথবা বেদতুল্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ আমি আমার পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে অধ্যয়ন করেছিলাম।। ৮ ।। হে রাজর্ষি ! নির্গুণস্বরূপ পরমাত্মাতে আমার পূর্ণ নিষ্ঠা আছে। কিন্তু তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। এই কারণেই আমি এই পুরাণ অধ্যয়ন করেছি।। ৯ ।। তুমি পরম বৈষ্ণব, তাই আমি তোমাকে এই ভাগবত শোনাব। এই ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণে শীঘ্রই অনন্য প্রেম লাভ হয়।। ১০ ।। ঐহিক বা পারত্রিক কোনো ইচ্ছা থাকলে অথবা সংসারকে দুঃখরূপ মনে করে বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে যে নির্ভয়-মোক্ষপ্রাপ্তি কামনা করে সেইরকম সাধকদের অথবা যোগসিদ্ধ জ্ঞানীদের পক্ষেও সমস্ত শাস্ত্রেরই নির্দেশ হল ভগবন্নামসংকীর্তন।। ১১ ।। এই সংসারে নিজ কল্যাণসাধনপথে অসতর্ক মানুষের দীর্ঘ আয়ু তার অজান্তেই বৃথাই অতিবাহিত হয়। এতে কী লাভ ! কিন্তু 'জীবন বৃথা কাটছে' এই জ্ঞান হলে সেই মুহূর্তকাল সময়ও বৃথা-ব্যতীত দীর্ঘকাল থেকে শ্রেষ্ঠ ; কারণ সেই সময়টুকু দিয়ে নিজের আত্মোন্নতির চেষ্টা তো করা যেতে পারে।। ১২ ।। রাজর্ষি খট্বাঙ্গ তাঁর আয়ুর সমাপ্তিকাল বুঝতে পেরে আটচল্লিশ মিনিটের মধ্যেই সবকিছু ত্যাগ করে ভগবানের অভয়পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।। ১৩ ।। হে পরীক্ষিৎ ! তোমার হাতে তো সাত দিন সময় রয়েছে। অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে তুমি নিজের মঙ্গলের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন—করে নাও ।। ১৪ ।।

দেহান্তকাল উপস্থিত হলে মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে বৈরাগ্যরূপ অসি দ্বারা এই দেহ ও দেহানুবন্ধী স্ত্রীপুত্রাদিতে যে আসক্তি তা ছেদন করা কর্তব্য।। ১৫ ।। বৈরাগ্য গ্রহণ করে গৃহস্থাশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পবিত্র তীর্থজলে স্নান করে শুদ্ধ ও একান্ত স্থানে শাস্ত্রোক্ত কুশ,

(১)প্রা.পা.—নৃপতে গীতম্। (২)প্রা.পা.—যততে। (৩)প্রা.পা.—হপি। (৪)প্রা.পা.—দেহানুযায়িনীম্।
(৫) প্রা.পা.—পরিপ্লুতঃ।

অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্‌ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্[1]॥ ১৭

নিযচ্ছেদ্‌বিষয়েভ্যোঽক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।
মনঃ কর্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া॥ ১৮

তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনো নির্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি॥ ১৯

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং মন আত্মনঃ।
যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরো হন্তি যা তৎ কৃতং মলম্॥ ২০

যস্যাং সন্ধার্যমাণায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ।
আশু সম্পদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ॥ ২১

রাজোবাচ

যথা সন্ধার্যতে ব্রহ্মন্ ধারণা যত্র সম্মতা।
যাদৃশী বা হরেদাশু পুরুষস্য মনোমলম্॥ ২২

শ্রীশুক উবাচ

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া॥ ২৩

বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্।
যত্রেদং দৃশ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ॥ ২৪

আণ্ডকোশে[2] শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে[3]।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥ ২৫

মৃগচর্ম বা কম্বলের আসনে উপবিষ্ট হবে॥ ১৬ ॥ তারপর পরম পবিত্র 'অ' 'উ' 'ম' এই অক্ষরত্রয় গ্রথিত ব্রহ্মবাচক প্রণবের মনে মনে জপ করবে। প্রাণবায়ুকে বশীভূত করে মনকে স্থির করে মুহূর্তের জন্যও প্রণব বিস্মৃত হবে না॥ ১৭ ॥ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত হয়ে প্রাণায়ামে স্থিরীকৃত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়রাজিকে তাদের বিষয়সমূহ থেকে (শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি বিষয় থেকে ইত্যাদি) নিবৃত্ত করবে এবং কর্মের বাসনায় চঞ্চল মনকে বিচার-পূর্বক স্থির করে ভগবানের মঙ্গলময় মূর্তিতে অভিনিবেশ করাবে॥ ১৮ ॥ স্থিরচিত্তে ভগবানের শ্রী-বিগ্রহের কোনো এক অঙ্গ ধ্যান করবে। এইভাবে এক একটি অঙ্গের ধ্যান করতে করতে বিষয় সম্বন্ধহীন মনকে পূর্ণভাবে ভগবানের শ্রীরূপে এমনভাবে লীন করে দেবে যাতে বিষয়াদির লেশমাত্র চিন্তাও মনে না আসে। যেখানে গিয়ে মন একেবারে শান্ত হয়ে যায় তাই ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ, যা পেয়ে মন ভগবৎ প্রেমরূপ আনন্দে তন্ময় হয়ে যায়॥ ১৯ ॥ ভগবানের ধ্যানের সময় মন যদি রজোগুণে চঞ্চল বা তমোগুণের দ্বারা বিমূঢ় হয়ে যায় তা হলেও নিরুৎসাহ না হয়ে যোগ ধারণাদ্বারা সেই মনকে বশে আনা দরকার ; কারণ যোগ ধারণা রজঃ ও তমোগুণ-কৃত রাগাদি মলসমূহ বিনাশ করে থাকে॥ ২০ ॥ ধারণা সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে স্থির হলে যোগী যখন নিজের পরম মঙ্গলময় আশ্রয় (ভগবান)-কে দর্শন করে তখনই ভক্তিযোগের প্রকাশ হয়॥ ২১ ॥

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—হে ব্রহ্মন্ ! কোন্ সাধনের দ্বারা, কোন্ বস্তুতে কী প্রকারে ধারণার অভ্যাস করা যায় এবং স্বীকৃত স্বরূপই বা কী—যার দ্বারা শীঘ্রই মনের ময়লা ধুয়ে যায় ? ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ ! আসনাভ্যাস, প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণবায়ুর জয় ও বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে প্রথমে ভগবানের স্থূল রূপে নিবিষ্ট করতে হয়॥ ২৩ ॥ ভগবানের এই স্থূলদেহ সমগ্র বিশ্ব, পূর্বেও যা কিছু ছিল, বর্তমানে রয়েছে অথবা ভবিষ্যতে হবে সব কিছু যে রূপের মধ্যে দৃশ্য, সেই রূপই ভগবানের স্থূল থেকে স্থূলতর বিরাট দেহ॥ ২৪ ॥ জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি—এই সাতটি আবরণে

[1]প্রা.পা.—মনুস্ম.। [2]প্রা.পা.—অণ্ডকোশে। [3]প্রা.পা.—সংযুতঃ।

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং
পঠন্তি পার্ষ্ণিপ্রপদে রসাতলম্।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽথ গুল্ফৌ
তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে॥ ২৬
দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্তে-
রূরুদ্বয়ং বিতলং চাতলং চ।
মহীতলং তজ্জঘনং[১] মহীপতে
নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি॥ ২৭
উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য
গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোঽস্য।
তপোররাটীং[২] বিদুরাদিপুংসঃ
সত্যং তু শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষ্ণঃ॥ ২৮
ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ
কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব্দঃ।
নাসত্যদস্রৌ পরমস্য নাসে[৩]
ঘ্রাণোঽস্য[৪] গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ॥ ২৯
দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ
পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ।
তদ্ভ্রূবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্য-
মাপোঽস্য তালু রস এব জিহ্বা॥ ৩০
ছন্দাংস্যনন্তস্য শিরো গৃণন্তি
দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা[৫] দ্বিজানি।
হাসো জনোন্মাদকরী চ[৬] মায়া
দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ॥ ৩১
ব্রীড়োত্তরোষ্ঠোঽধর এব লোভো
ধর্মঃ স্তনোঽধর্মপথোঽস্য[৭] পৃষ্ঠম্।
কস্তস্য মেঢ্রং বৃষণৌ চ মিত্রৌ[৮]
কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসঙ্ঘাঃ॥ ৩২
নদ্যোঽস্য নাড্যোঽথ তনূরুহাণি
মহীরুহা বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা
গতির্বয়ঃ কর্ম গুণপ্রবাহঃ॥ ৩৩

এই ব্রহ্মাণ্ড কোষরূপ শরীর আবৃত আছে। এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে যে বিরাট পুরুষ ভগবান অবস্থান করছেন, সেই ভগবানই ধারণার বিষয়, তাঁকেই ধারণা করা হয়॥ ২৫ ॥ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে পাতাল হল সেই বিরাট পুরুষের পাদযুগল, চরণের অগ্র ও পশ্চাৎভাগই রসাতল, গুলফদ্বয় হল মহাতল, দুই জঙ্ঘা হল তলাতল॥ ২৬ ॥ বিশ্বমূর্তি ভগবানের দুই জানু হল সুতল, উরুদ্বয় হল বিতল আর অতল, মহীতল জঙ্ঘা এবং হে পরীক্ষিৎ ! তাঁর নাভিসরোবরকে বলা হয় আকাশ॥ ২৭ ॥ আদিপুরুষ পরমাত্মার বক্ষঃস্থলই স্বর্গলোক, গ্রীবাই মহর্লোক, মুখ জনলোক এবং ললাটকে তপোলোক বলা হয়। সেই সহস্রশীর্ষ ভগবানের মস্তকসমূহই সত্যলোক॥ ২৮ ॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁর বাহু। দশ দিক তাঁর কর্ণ, শব্দ তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর নাসাপুট ও গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং প্রজ্বলিত অগ্নি তাঁর মুখ॥ ২৯ ॥ অন্তরীক্ষ তাঁর নেত্রগোলকদ্বয়, তার মধ্যে অবস্থিত সূর্য তাঁর দর্শনেন্দ্রিয়, রাত্রি ও দিন তাঁর অক্ষিপত্র, ব্রহ্মপদ তাঁর ভ্রূবিলাস, জল তাঁর তালু আর জিহ্বা হল রস॥ ৩০ ॥ বেদসমূহকে ভগবানের ব্রহ্মরন্ধ্র বলা হয়, যম তাঁর দংষ্ট্রা। দেহগেহাদিতে স্নেহাসক্তি তাঁর দন্ত আর জনমোহিনী মায়া হল তাঁর হাসি বা হাস্যবিলাস। এই অনন্ত সৃষ্টি তাঁর কটাক্ষপাত॥ ৩১ ॥ লজ্জা তাঁর উত্তরোষ্ঠ এবং লোভ তাঁর অধরোষ্ঠ। ধর্ম হল স্তন এবং অধর্ম হল পৃষ্ঠ। প্রজাপতি তাঁর মূত্রেন্দ্রিয়, মিত্রাবরুণ তাঁর অণ্ডকোষ, সমুদ্র তাঁর কুক্ষিদেশ আর বিশাল বিশাল পর্বত তাঁর অস্থিসমূহ॥ ৩২ ॥ হে রাজন্ ! বিশ্বমূর্তি বিরাট পুরুষের নাড়ীসমূহ হল নদীসকল, বৃক্ষ রোম, পরম-প্রবল বায়ু তাঁর নিশ্বাস, কাল তাঁর গতি এবং গুণ-প্রবাহই (ত্রিগুণকে গতিশীল রাখা) তাঁর কর্ম॥ ৩৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! মুনিগণ মেঘসমূহকে তাঁর

[১]প্রা.পা.—তজ্জঘনে। [২]প্রা.পা.—ললাটং। [৩]প্রা.পা.—নাসা। [৪]প্রা.পা.—ঘ্রাণং চ। [৫]প্রা.পা.—স্নেহকলা দ্বিজালয়ঃ। [৬]প্রা.পা.—হি। [৭]প্রা.পা.—ধর্মপথঃ স্বপৃষ্ঠঃ। [৮]প্রা.পা.—মিত্রঃ।

ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্
বাসস্তু সন্ধ্যাং কুরুবর্য ভূম্নঃ।
অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ
স চন্দ্রমাঃ সর্ববিকারকোশঃ।। ৩৪
বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি
সর্বাত্মনোঽন্তঃকরণং গিরিত্রম্।
অশ্বাশ্বতর্যুষ্ট্রগজা নখানি
সর্বে মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেশে।। ৩৫
বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং
মনুর্মনীষা মনুজো নিবাসঃ।
গন্ধর্ববিদ্যাধরচারণাপ্সরঃ
স্বরস্মৃতীরসুরানীকবীর্যঃ[১] ।। ৩৬
ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা
বিড়ূরুরঙ্‌ঘ্রিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ।
নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো
দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম বিতানযোগঃ।। ৩৭
ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য
যঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে।
সন্ধার্যতেঽস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে
মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোঽস্তি কিঞ্চিৎ।। ৩৮
স সর্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব
আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ।। ৩৯

কেশকলাপ বলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা তাঁর আচ্ছাদন। মহাত্মাগণ বলেন যে অব্যক্ত (মূলাপ্রকৃতি)ই তাঁর হৃদয় এবং সর্ববিধ বিকারের হেতু চন্দ্রকে তাঁরা তাঁর মন বলে থাকেন।। ৩৪ ।। মহত্তত্ত্বকে সেই বিরাট পুরুষের চিত্ত বলা হয় এবং রুদ্রকে অহংকার। ঘোড়া, খচ্চর, উট এবং হাতি তাঁর নখ এবং বনচর মৃগ ও পশুগণের অবস্থিতি হল তাঁর কটিদেশে ।। ৩৫ ।। নানারকমের পক্ষিকুল তাঁর বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্য। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর বুদ্ধি এবং মনুর সন্তান মানব তাঁর নিবাসস্থান। গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ ও অপ্সরাগণ তাঁর ষড়জাদি সপ্তস্বরের স্মৃতি এবং অসুরগণ তাঁর বীর্যবল।। ৩৬ ।। ব্রাহ্মণ তাঁর মুখ, ক্ষত্রিয় তাঁর বাহু, বৈশ্য তাঁর উরু এবং শূদ্র সেই বিরাট পুরুষের চরণ। বিভিন্ন দেবতার নামে যে সব বড় বড় দ্রব্যযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাই তাঁর কর্ম।। ৩৭ ।। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিরাট পুরুষের এই যে অবয়বসংস্থান এটাই হল তাঁর স্থূল শরীরের স্বরূপ, যা আমি তোমাকে বললাম। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ এই স্থূলতম পুরুষদেহে বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করে থাকেন ; কারণ এই পুরুষশরীর ভিন্ন প্রপঞ্চে আর কোনো বস্তুই নেই।। ৩৮ ।। স্বপ্নে যেমন একই ব্যক্তি নিজেকেই বিভিন্ন বস্তুরূপে অবলোকন করে, তেমনই সকলের চিত্তবৃত্তি দ্বারা সকল বিষয়ের অনুভবকারী হলেন তিনি নিজেই। সেই সত্যস্বরূপ আনন্দ-নিধি ভগবানেরই ভজনা করা কর্তব্য। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু আছে মনে করে তাতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ এই আসক্তিই জীবের অধঃপতনের হেতু ।। ৩৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
মহাপুরুষসংস্থানুবর্ণনে[২] প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে
মহাপুরুষসংস্থানবর্ণনে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১ ।।

---

[১]প্রা.পা.—স্বরঃ স্মৃতির্বৈ ভাসুরানীকবীর্যঃ। [২]প্রাচীন বইয়ে 'মহা' পাঠ নেই।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপের ধারণা তথা ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তির বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

এবং পুরা ধারণয়াঽঽত্মযোনি-
নষ্টাং স্মৃতিং প্রত্যবরুধ্য তুষ্টাৎ।
তথা সসর্জেদমমোঘদৃষ্টি-
র্যথাপ্যয়াৎ[১] প্রাগ্ ব্যবসায়বুদ্ধিঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—প্রলয়াবসানে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্থিরবুদ্ধি কমলাসন ব্রহ্মা এই ধারণাবলেই ভগবান শ্রীহরিকে প্রসন্ন করলেন এবং তাঁর কৃপায় অমোঘদর্শী হয়ে প্রলয়কালে যা নষ্ট হয়ে গেছিল সেই সৃষ্টিবিষয়ক স্মৃতি ফিরে পেলেন। ফলে জগৎ সৃষ্টিবিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অব্যর্থজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে প্রলয়ের আগে এই জগৎ যেমন ছিল সেই রকম সৃষ্টি করলেন॥ ১ ॥

শাব্দস্য[২] হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা
যন্নামভির্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ।
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেঽর্থান্
মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ॥ ২

বেদসমূহের বর্ণন শৈলীই এইরকম যে মানুষের বুদ্ধি স্বর্গ প্রভৃতি নিরর্থক নামের মোহে পড়ে সুখ-প্রাপ্তির স্বপ্নে নিমগ্ন হয়ে সেইদিকেই চালিত হয়। কিন্তু সেই মায়াময় লোকসমূহে সে কোথাও প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে না॥ ২ ॥ এইজন্য বুদ্ধিমান সাধক, নানাবিধ নামযুক্ত ভোগ্যবস্তুর ততটুকু ভোগ করবেন—শুধুমাত্র দেহধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন। জগতের অসারতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত থাকবেন এবং ক্ষণমাত্রের জন্যও অসাবধান হবেন না। দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য বস্তু-সামগ্রী কর্মফলবশত স্বতই প্রাপ্ত হলে বস্তু উপার্জনের পরিশ্রম ব্যর্থ মনে করে তার জন্য কোনো চেষ্টা করবেন না॥ ৩ ॥ এই সুবিস্তৃত ভূমিশয্যায় সুখে নিদ্রা হলে সেই সুখনিদ্রার জন্য দুগ্ধফেননিভ শয্যাযুক্ত পালঙ্কের কী প্রয়োজন ? ভগবৎকৃপায় স্বতঃ-সিদ্ধ বাহু থাকতে বালিশের কী প্রয়োজন ? হস্তাঞ্জলি থাকতে বহুবিধ ভোজনপাত্রের আবশ্যকতা কী ? বল্কল পরিধান করে অথবা বস্ত্রহীন অবস্থায় দিগম্বর হয়ে থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ সম্ভব হলে বস্ত্রের আর কী প্রয়োজন ? ॥ ৪ ॥ পথিমধ্যে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়ে থাকে না ? ক্ষুধার্তের জন্য, পরের জন্য জীবনধারণকারী বৃক্ষসকল ফলপ্রদান করে সকলকেই প্রতিপালন করে না কি ? তৃষ্ণার্তের জন্য নদী, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় কি শুকিয়ে গেছে ? বাসস্থানের জন্য পর্বতগুহা কি রুদ্ধ হয়ে গেছে ? আরে ভাই ! ভক্তবৎসল

অতঃ কবির্নামসু যাবদর্থঃ
স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র
পরিশ্রমং তত্র[৩] সমীক্ষমাণঃ॥ ৩

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ-
র্বাহৌ স্বসিদ্ধে[৪] হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥ ৪

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ[৫] সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥ ৫

[১]প্রা.পা.—যথাপ্রয়াৎ প্রাগ্। [২]প্রা.পা.—শব্দস্য। [৩]প্রা.পা.—স্বত্র। [৪]প্রা.পা.—বাহৌ চ সিদ্ধে। [৫]প্রা.পা.—ফলভৃতঃ।

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো[১] ভগবাননন্তঃ।
তং[২] নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র॥ ৬
কস্তাং ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তা-
মৃতে পশূনসতীং নাম যুঞ্জ্যাৎ।
পশ্যন্ জনং পতিতং বৈতরণ্যাং
স্বকর্মজান্ পরিতাপাঞ্জুষাণম্॥ ৭
কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে[৩]
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ ৮
প্রসন্নবক্ত্রং নলিনায়তেক্ষণং
কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসম্।
লসন্মহারত্নহিরণ্ময়াঙ্গদং[৪]
স্ফুরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলম্॥ ৯
উন্নিদ্রহৃৎপঙ্কজকর্ণিকালয়ে[৫]
যোগেশ্বরাস্থাপিতপাদপল্লবম্।
শ্রীলক্ষণং কৌস্তুভরত্নকন্ধর-
মম্লানলক্ষ্ম্যা বনমালয়াঽঽচিতম্॥ ১০
বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুলীয়কৈ-
র্মহাধনৈর্নূপুরকঙ্কণাদিভিঃ।
স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুন্তলৈ-[৬]
র্বিরোচমানাননহাসপেশলম্॥ ১১
অদীনলীলাহসিতেক্ষণোল্লসদ্-
ভ্রূভঙ্গসংসূচিতভূর্যনুগ্রহম্।
ঈক্ষেত চিন্তাময়মেনমীশ্বরং[৭]
যাবন্মনো ধারণয়াবতিষ্ঠতে॥ ১২
একৈকশোঽঙ্গানি ধিয়ানুভাবয়েৎ[৮]

সর্বান্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি কি শরণাগতকে রক্ষা করবেন না ? এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকী পুরুষ ধনমদে মত্ত ধনীদের ভজনা কেন করবে ? ॥ ৫ ॥ এইভাবে বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে নিজ অন্তরে নিত্য বিরাজমান, স্বতঃসিদ্ধ, আত্মস্বরূপ, পরম প্রিয়তম, পরম সত্য অনন্ত ভগবানকে সপ্রেমে সানন্দে একনিষ্ঠভাবে ভজনা করবে, কারণ তাঁর ভজনা দ্বারা জন্মমৃত্যুচক্র থেকে মুক্তি হয়, অবিদ্যার নাশ হয়॥ ৬ ॥ পশুদের কথা তো আলাদা ; কিন্তু মানুষদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এই সংসার-বৈতরণীতে নিমজ্জিত নিজ কর্মফলজনিত দুঃখভোগে বিভ্রান্ত মানুষদের লক্ষ্য করেও ভগবানের চিন্তায় পরাঙ্মুখ হয়ে অসৎ সংসারচিন্তায়—বিষয়ভোগে কালাতিপাত করবে ? ॥ ৭ ॥

কোনো কোনো সাধক নিজের শরীরের মধ্যে হৃদয়াকাশে চিরবিরাজিত ভগবানকে 'প্রাদেশ' (এক বিঘত) পরিমিত দেহরূপ ধারণাদ্বারা স্মরণ করেন। তাঁরা ভগবানকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারীরূপে চতুর্ভুজমূর্তিতে ধ্যান করেন॥ ৮ ॥ সেই পরমপুরুষের মুখ সদা সুপ্রসন্ন, বিশাললোচন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর। তিনি কদম্ব কুসুমের কেশরের মতো পীত বসন পরিহিত, মহারত্নখচিত স্বর্ণাঙ্গদে তাঁর বাহু চারটি পরিশোভিত। মস্তকে অপরূপ অত্যুজ্জ্বল মহারত্ননির্মিত মুকুট ও কানে কুণ্ডল শোভিত॥ ৯ ॥ তাঁর চরণকমল যেন যোগেশ্বরগণের হৃদ্‌পদ্মের মধ্যস্থলে সুরক্ষিত। তাঁর বক্ষদেশে শ্রীবৎসচিহ্ন গলদেশে কৌস্তুভমণি দোদুল্যমান। গলায় এবং বুকের ওপর অম্লান পুষ্পগ্রথিত বনমালা সুশোভিত॥ ১০ ॥ কটিতে মেখলা, অঙ্গুলিতে দুর্মূল্য অঙ্গুরীয়ক, চরণে নূপুর, মণিবন্ধে কঙ্কণ ইত্যাদি আভূষণ বিভূষিত। স্নিগ্ধ, নির্মল, নীলবর্ণ, ঘন কুঞ্চিত কেশকলাপে হাস্যোজ্জ্বল বদন সুশোভিত॥ ১১ ॥ রমণীয় আনন্দঘন উদার ও হাস্যযুক্ত দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত ভ্রূভঙ্গী দ্বারা ভক্তদের প্রতি অনন্ত কৃপা বর্ষণ করছেন। এরূপ ধারণা দ্বারা যতদিন পর্যন্ত মন স্থির না হয়, ততদিন পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ এই ধ্যানমূর্তি চিত্তে ধারণার দ্বারা তাঁকে অনবরত দেখার চেষ্টা করা উচিত॥ ১২ ॥ পাদপদ্ম থেকে আরম্ভ করে হাসিমাখা

[১]প্রা.পা.—প্রিয়ার্থো। [২]প্রা.পা.—সুনির্বৃতো। [৩]প্রা.পা.—কেচিৎ স্বদেহেঽন্তর্হৃদোঽবকাশে। [৪]প্রা.পা.—মহাহারহিরণ্ময়া.। [৫]প্রা.পা.—কর্ণিকালয়ম্। [৬]প্রা.পা.—স্নিগ্ধামলৈঃ। [৭]প্রা.পা.—ময়মেতমীশ্ব.। [৮]প্রা.পা.—ভাবয়ন্।

পাদাদি যাবদ্ধসিতং গদাভৃতঃ।
জিতং জিতং স্থানমপোহ্য ধারয়েৎ
পরং পরং শুদ্ধ্যতি[1] ধীর্যথা যথা॥ ১৩

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত॥ ১৪

স্থিরং সুখং চাসনমাশ্রিতো যতি-
র্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্।
কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ
প্রাণান্ নিয়চ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ॥ ১৫

মনঃ[2] স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞ[3] এতাং নিনয়েৎ তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ॥ ১৬

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ[4] প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ
ন বৈ বিকারো[5] ন মহান্ প্রধানম্॥ ১৭

পরং[6] পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে॥ ১৮

ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ ব্যবস্থিতো
বিজ্ঞানদৃগ্বীর্যসুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনাঽপীড্য গুদং ততোঽনিলং
স্থানেষু ষট্সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ॥ ১৯

মুখখানি পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গের এক একটিকে বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করা কর্তব্য। যেমন যেমন বুদ্ধি শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হতে থাকবে তেমন তেমনই মনও স্থির হতে থাকবে। যখন একটি অঙ্গে মন পূর্ণভাবে নিবেশিত হবে তখন সেই অঙ্গটি ছেড়ে পরের অঙ্গের ধ্যান করা কর্তব্য॥ ১৩ ॥ এই বিশ্বেশ্বর ভগবান দৃশ্য নন, তিনি দ্রষ্টা, সগুণ-নির্গুণ—সবই তাঁর স্বরূপ। যতদিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি অনন্য প্রেমপূর্ণ ভক্তি না জন্মায় ততদিন পর্যন্ত সাধকের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠানের শেষে যত্নসহকারে একাগ্রচিত্তে বিরাট-পুরুষের উপরি-উল্লিখিত স্থূল রূপেরই ধারণা করা কর্তব্য॥ ১৪ ॥

হে পরীক্ষিৎ! যোগীপুরুষ যখন এই মর্ত্যদেহ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করবেন তখন তিনি দেহত্যাগের কাল ও দেশের কথা ভাববেন না। তিনি অচঞ্চলচিত্তে সুখাসনে বসে প্রাণবায়ুকে জয় করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তর্মুখী করবেন॥ ১৫ ॥ তদনন্তর নিজের নির্মল বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিয়মিত করে মনের সাথে বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে অন্তরাত্মাতে লয় করে দেবেন। তারপর অন্তরাত্মাকে পরমাত্মাতে লয় করে যোগীপুরুষ সেই পরম শান্তিময় অবস্থায় স্থিত হবেন। এরপরে তাঁর আর কোনো কর্তব্য অবশেষ থাকবে না॥ ১৬ ॥ এই স্থিতিতে সত্ত্বগুণও থাকবে না, অতএব রজোগুণ বা তমোগুণের আর কী কথা। অহংকার, মহত্তত্ত্ব অথবা প্রকৃতিরও সেখানে অস্তিত্ব নেই। সেই স্থিতিতে যখন দেবতাদের নিয়ন্ত্রক কালেরও কোনো অধিকার থাকে না, তখন দেবতা বা তাঁদের অধীন প্রাণীদের অস্তিত্ব আর কী করে থাকতে পারে? ॥ ১৭ ॥ 'ব্রহ্মব্যতীত কিছুই নেই'—'নেতি' 'নেতি'—এইপ্রকার পরমাত্মা ছাড়া আর সব কিছু ত্যাগের চিন্তা করে এবং শরীর ও তৎসম্পর্কিত পদার্থে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে ক্ষণে ক্ষণে পরমপূজ্য শ্রীভগবৎ পাদপদ্মকে গভীর প্রেমে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে যে আনন্দ—সেই আনন্দই ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ—সমস্ত শাস্ত্রই এই একই বিষয় প্রতিপাদন করে॥ ১৮ ॥ শাস্ত্রজ্ঞানদৃষ্টির বলে যাঁর বিষয়বাসনা বিদূরিত হয়েছে এমন মননশীল যোগী এই প্রকারে দেহত্যাগ করবেন। যথা—প্রথমে পার্ষ্ণি (পাদযুগল) দ্বারা মূলাধার (গুহ্য-

[1]প্রা.পা.—চাত্মনি। [2]প্রা.পা.—মনশ্চ বুদ্ধ্যা। [3]প্রা.পা.—ক্ষেত্রজ্ঞমেতং নিনয়েদ্ য আত্মনি। [4]প্রা.পা.—প্রভুঃ। [5]প্রা.পা.—বিকারাঃ। [6]প্রা.পা.—পদং পরং।

নাভ্যাং স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মা-
দুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী
স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত॥ ২০

তস্মাদ্ ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত
নিরুদ্ধসপ্তায়তনোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্তার্ধমকুণ্ঠদৃষ্টি-
র্নির্ভিদ্য মূর্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ॥ ২১

যদি প্রয়াস্যন্ নৃপ[১] পারমেষ্ঠ্যং
বৈহায়সানামুত যদ্ বিহারম্[২]।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে
সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ॥ ২২

যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্ত-
র্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।
ন[৩] কর্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্॥ ২৩

বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ
সুষুম্ণয়া ব্রহ্মপথেন[৪] শোচিষা[৫]।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ
প্রয়াতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্॥ ২৪

তদ্ বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্য বিষ্ণো-
রণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।
নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি
কল্পায়ুষো যদ্[৬] বিবুধা রমন্তে॥ ২৫

দ্বারকে) নিরোধ করে স্থির হবেন এবং অক্লান্তভাবে প্রাণবায়ুকে ষট্চক্রভেদনরীতিতে (নাভি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, তালু, ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্র) ক্রমশ উন্নীত করবেন॥ ১৯ ॥ মননশীল যোগী নাভিতে মণিপুরচক্রে আনীত প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে অর্থাৎ অনাহতচক্রে স্থাপন করে সেখান থেকে উদান বায়ুর গতি অনুসারে সেই বায়ুকে বক্ষঃস্থলের ওপরে কণ্ঠের অধোদেশে বিশুদ্ধচক্রে এবং তারপর সেই বায়ুকে ধীরে ধীরে তালুমূলে (বিশুদ্ধচক্রের অগ্রভাগে) উত্তোলন করে স্থাপন করবেন॥ ২০ ॥ তদনন্তর দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসারন্ধ্র এবং মুখবিবর—এই সাতটি ছিদ্র রুদ্ধ করে তালুমূলে স্থিত প্রাণবায়ুকে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে নিয়ে যাবেন। যদি অন্য কোনো লোকে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকে তো কিছুকাল—প্রায় বারো মিনিট—ওই প্রাণবায়ুকে সেইখানে স্থিত রেখে তাকে সহস্রারে (সহস্রার স্থান মস্তকে) নিয়ে গিয়ে পরমাত্মাতে স্থিত হয়ে যাবেন। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে দেহ-ইন্দ্রিয় ত্যাগ করবেন॥ ২১ ॥

হে মহারাজ! যদি কোনো যোগী ব্রহ্মপদ লাভ করতে ইচ্ছা করেন, অথবা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করে আকাশচারী সিদ্ধগণের সাথে বিচরণ করবেন মনে করেন, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনো জায়গায় বিচরণ করবেন ইচ্ছা করেন, তাহলে তিনি দেহত্যাগ সময়ে মন ও ইন্দ্রিয় লয় না করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই প্রাণবায়ু নির্গমন করবেন॥ ২২ ॥ যোগীদের শরীর বায়ুর মতো সূক্ষ্ম। উপাসনা, তপস্যা, যোগ ও জ্ঞানসিদ্ধ যোগিগণের ত্রিলোকের বাইরে ও ভেতরে সর্বত্র স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণের শক্তি থাকে। কেবল কর্মের দ্বারা অর্থাৎ সকাম কর্মসাধনে এই গতি কেউ লাভ করতে পারে না॥ ২৩ ॥ হে পরীক্ষিৎ! যোগী মস্তকের সূক্ষ্মছিদ্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথস্বরূপ জ্যোতির্ময় সুষুম্না নাড়ির দ্বারা যখন ব্রহ্মলোকের পথে প্রস্থান করেন তখন প্রথমে তিনি আকাশমার্গে অগ্নি-লোকে গমন করেন; সেখানে তার অবশিষ্ট পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তদনন্তর তিনি নিষ্পাপ হয়ে উপরে অবস্থিত ভগবান শ্রীহরির শিশুমার নামক জ্যোতির্ময়

[১]প্রা.পা.—প্রয়াস্যন্নথ। [২]প্রা.পা.—বিহারান্। [৩]প্রা.পা.—তৎকর্ম.। [৪]প্রা.পা.—ব্রহ্মপদেন।
[৫]প্রা.পা.—যোঽর্চিষা। [৬]প্রা.পা.—বিবুধা যত্ররমন্তে।

অথো অনন্তস্য মুখানলেন
দন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্।
নির্যাতি সিদ্ধেশ্বরজুষ্টধিষ্ণ্যং[১]
যদ্ দ্বৈপরার্ধ্যং তদু পারমেষ্ঠ্যম্।। ২৬

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু-
র্নার্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
যচ্চিত্ততোঽদঃ কৃপয়ানিদংবিদাং
দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ।। ২৭

ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়-
স্তেনাত্মনাপোঽনলমূর্তিরত্বরন্।
জ্যোতির্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে
বায়বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ।। ২৮

ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং
রূপং তু দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব।
শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণত্বং
প্রাণেন চাকৃতিমুপৈতি যোগী।। ২৯

স[২] ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সংনিকর্ষং
মনোময়ং দেবময়ং বিকার্যম্।
সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি
বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসংনিরোধম্।। ৩০

চক্রে গমন করেন।। ২৪ ।। এই শিশুমার চক্র ভগবান বিষ্ণুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিচরণের কেন্দ্রস্থল। সেই চক্র অতিক্রম করে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও শুদ্ধদেহে তিনি একাকীই মহর্লোকে গমন করেন। এই মহর্লোক ব্রহ্মবিদ ঋষি-গণেরও বন্দনীয় এবং সেখানে কল্পকালজীবী দেবতারা বিহার করেন।। ২৫ ।। তারপর প্রলয়ের সময়ে অনন্তদেবের মুখানলে জগৎ দগ্ধ হতে দেখে তাঁরা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল, দ্বিপরার্ধকালস্থায়ী, সিদ্ধমহাপুরুষগণের বিমানাবলী বিরাজিত ব্রহ্মলোকে চলে যান।। ২৬ ।। সেখানে শোক নেই, দুঃখ নেই, বার্ধক্য নেই, মৃত্যুও নেই। সুতরাং সেখানে কোনোরকম উৎকণ্ঠা বা ভয় কোনোভাবেই থাকতে পারে না। সেখানে যে দুঃখ তা কেবলমাত্র এইজন্য যে যোগাদিসাধনে বিমুখ এবং অজ্ঞানজনিত জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত জীবের দুঃখ দুর্গতি দেখে কৃপাবশত অন্তরের ব্যথা।। ২৭ ।। সত্যলোকগত যোগিগণ নির্ভয়ে নিজ সূক্ষ্ম শরীরকে পৃথিবীতত্ত্বে মিলিয়ে দেন এবং ক্রমে সপ্ত আবরণ ভেদ করেন। ক্রমান্বয়ে পৃথিবী, জল ও অগ্নিমূর্তি ধারণ করে তারপর জ্যোতিরূপে এবং জ্যোতিরূপ থেকে বায়ুরূপে বায়ুভাব প্রাপ্ত হয়ে বায়ুভেদকাল উপস্থিত হলে ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপ বোধদায়ী আকাশমূর্তি প্রাপ্ত হন।। ২৮ ।। এইসব স্থূল আবরণ বা মূর্তি অতিক্রম করার সময় তাঁর ইন্দ্রিয়সকলও নিজ নিজ সূক্ষ্ম অধিষ্ঠানে লয়প্রাপ্ত হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধতন্মাত্রে, রসনা রসতন্মাত্রে, নেত্র রূপ-তন্মাত্রে, ত্বক স্পর্শতন্মাত্রে, শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দতন্মাত্রে এবং কর্মেন্দ্রিয়গণ আপন আপন ক্রিয়াশক্তিতে মিলিত হয়ে নিজ নিজ সূক্ষ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়।। ২৯ ।। এইভাবে যোগী পঞ্চভূতের স্থূল, সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করে অহংকারে প্রবেশ করেন। সেখানে সূক্ষ্ম ভূতকে তামস অহংকারে,

[১]প্রা.পা.—বিশ্বেশ্বর। [২]প্রাচীন বইয়ে 'স ভূতসূক্ষ্মে...........' থেকে '........হবসানে' পর্যন্ত দেড় শ্লোকের জায়গায় কিছু পরিবর্তন করে দুটি চরণ বাড়িয়ে পুরো দুটি শ্লোক পাওয়া যায়, যথা—

স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাৎ সনাতনোঽসৌ ভগবাননাদিঃ।
অনাময়ং দেবময়ং বিকার্যং সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি।। ১ ।।
বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধং তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্তম্।
আনন্দমানন্দময়োঽবসানে সর্বাত্মকে ব্রহ্মণি বাসুদেবে।। ২ ।।

—এর আগে মূল শ্লোকের মতোই আছে।

তেনাত্মনাহত্মানমুপৈতি শান্ত-
মানন্দমানন্দময়োহবসানে।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ
স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেহঙ্গ॥ ৩১

এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে
ত্বয়াভিপৃষ্টে হ[১] সনাতনে চ।
যে[২] বৈ সুরা ব্রহ্মণ আহ পৃষ্ট
আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ॥ ৩২

ন হ্যতোহন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥ ৩৩

ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥ ৩৪

ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥ ৩৫

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্নৃণাম্॥ ৩৬

ইন্দ্রিয়কে রাজস অহংকারে এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সাত্ত্বিক অহংকারে লয় করে দেন। তারপর অহংকারের সাথে লয়রূপ গতি দ্বারা মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করে অবশেষে গুণত্রয়ের লয়স্থান প্রকৃতিরূপ আবরণে গিয়ে মিলিত হন॥ ৩০ ॥ হে রাজন্! মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতিরূপ আবরণেরও লয় হয়ে যাওয়ার পর যোগী স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়ে নিরাবরণরূপে আনন্দস্বরূপ শান্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। যে যোগীর এই ভগবন্ময়ী গতি লাভ হয় তাঁর আর সংসারে পুনরাগমন হয় না॥ ৩১ ॥ হে রাজন্! তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলে, বেদকীর্তিত দ্বিবিধ সনাতন মার্গ, সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তির কথা আমি তোমাকে বললাম। কল্পের আদিতে ব্রহ্মার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বাসুদেব ব্রহ্মাকে এই দুই পথের কথা বলেছিলেন॥ ৩২ ॥

সংসারচক্রে পতিত জীবের পক্ষে যে সাধনার দ্বারা ভগবান বাসুদেবে অনন্য প্রেমময়ী ভক্তিলাভ হতে পারে, তার থেকে কল্যাণকারী পথ আর কিছুই নেই॥ ৩৩ ॥ একাগ্রচিত্তে তিনবার বেদের তত্ত্ব বিচার করে নিজের বিচারবুদ্ধি দ্বারা পর্যালোচনা করে যার দ্বারা সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অনন্য প্রেম হয়, ব্রহ্মা সেই মঙ্গলময় পথই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে নিশ্চয় করেছেন॥ ৩৪ ॥ সমস্ত চরাচর প্রাণীদের মধ্যে আত্মারূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরিলক্ষিত হন ; কারণ বুদ্ধি আদি দৃশ্য পদার্থ তাঁকে অনুভব করবার লক্ষণ মাত্র, তিনি এই সকলের সাক্ষী, একমাত্র দ্রষ্টা। বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুর দর্শন একজন দ্রষ্টা ব্যতীত হতে পারে না, অতএব বলতে হবে যে তাদের একজন দ্রষ্টা আছে এবং বুদ্ধি প্রভৃতি কারণগুলি একজন কর্তা দ্বারা পরিচালিত হয় বলতে হবে, কারণ কর্তা ব্যতীত কারণগুলি কোনো কার্য করতে পারে না, এই দুটি প্রমাণ দ্বারা জীবাত্মার অস্তিত্ব বুঝতে পারা যায় এবং তারও অন্তর্যামী রূপে ভগবান শ্রীহরিকে সমস্ত প্রাণীতে অনুভব করা যায়॥ ৩৫ ॥ অতএব হে রাজন্! মানুষমাত্রেরই

[১]প্রা.পা.—চ। [২]প্রা.পা.—যদ্বৈ।

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং

কথামৃতং শ্রবণপুটেষু[1] সম্ভৃতম্।

পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং

ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥ ৩৭

সর্বদা, সকল অবস্থাতেই সর্বান্তঃকরণে শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য॥ ৩৬ ॥ হে রাজন্! সন্তমহাত্মাগণ আত্মস্বরূপ ভগবানের মধুর চরিতামৃত প্রচারই করতে থাকেন; যে ব্যক্তি কর্ণরূপ শ্রবণপাত্র পূর্ণ করে সেই মধুর হরিকথা পান করেন তাঁর বিষয়মলিন চিত্ত ধীরে ধীরে নির্মল হয়ে যায় এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল সমীপে গমন করেন॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে পুরুষসংস্থাবর্ণনং[2] নাম[3] দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে পুরুষসংস্থাবর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন কামনাপূর্তির জন্য বিভিন্ন দেবতার উপাসনার বর্ণনা এবং ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ

শ্রীশুক উবাচ

এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্টবান্ যদ্ভবান্ মম।
নৃণাং যন্ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্॥ ১
ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণস্পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু[4] প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥ ২
দেবীং মায়াং তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্যকামোঽথ বীর্যবান্॥ ৩
অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং[5] স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্॥ ৪
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ॥ ৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে যে আসন্নমৃত্যু বিবেকী পুরুষের কর্তব্য কী? তার উত্তরে তোমাকে সব জানালাম॥ ১ ॥ যিনি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন তিনি বৃহস্পতিকে, যিনি ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যকামী তিনি ইন্দ্রকে এবং সন্তানকামনাযুক্ত ব্যক্তি দক্ষাদি প্রজাপতিগণের আরাধনা করবেন॥ ২ ॥ ঐশ্বর্যকামী ব্যক্তি মায়াদেবী (যোগমায়া দুর্গা)-কে, তেজস্কামী ব্যক্তি অগ্নিকে, ধনকামী বসুদেব এবং বীর্যকামী ব্যক্তি রুদ্রগণের পূজা করবেন॥ ৩ ॥ যিনি ভোজ্য ও ভক্ষ্য বস্তু কামনা করবেন তিনি অদিতিকে; স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি দ্বাদশ আদিত্যকে, রাজ্যাভিলাষী বিশ্বদেবতাকে এবং প্রজাদের বশ্যতাভিলাষী ব্যক্তির সাধ্যগণের আরাধনা করা উচিত॥ ৪ ॥ আয়ুলাভের ইচ্ছায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে,

[1]প্রা.পা.—পুটৈন। [2]প্রা.পা.—মহাপুরুষ। [3]প্রাচীন বইয়ে 'নাম' নেই। [4]প্রা.পা.—কামায়। [5]প্রা.পা.—..... ত্বতিথিং।

রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সরউর্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্॥ ৬

যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোশকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ[১] উমাং সতীম্॥ ৭

ধর্মার্থ[২] উত্তমশ্লোকং তন্তুং[৩] তন্বন্ পিতৃন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান্॥ ৮

রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ[৪]।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্[৫]॥ ৯

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ১০

এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ ভাগবতসংগতঃ॥ ১১

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ [৬]উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ॥ ১২

শৌনক উবাচ

ইত্যভিব্যাহৃতং রাজা নিশম্য ভরতর্ষভঃ।
কিমন্যৎ পৃষ্টবান্ ভূয়ো বৈয়াসকিমৃষিং কবিম্॥ ১৩

এতচ্ছুশ্রূষতাং বিদ্বন্ সূত নোঽর্হসি ভাষিতুম্।
কথা হরিকথোদর্কাঃ সতাং স্যুঃ সদসি ধ্রুবম্॥ ১৪

পুষ্টিকামনায় পৃথিবীদেবীকে এবং প্রতিষ্ঠাকামনায় লোক-মাতা পৃথিবী ও দ্যৌ (আকাশ)-কে পূজা করবেন॥ ৫ ॥ সৌন্দর্য লিপ্সায় গন্ধর্বদের, স্ত্রীকামনা হলে উর্বশীনাম্নী অপ্সরাকে এবং সকলের ওপর প্রভুত্ব কামনায় ব্রহ্মার উপাসনা করবেন ॥ ৬ ॥ যশের কামনা হলে যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণুকে, অর্থসঞ্চয় কামনায় বরুণদেবকে ; বিদ্যা কামনায় মহাদেবকে এবং দাম্পত্যসুখ কামনায় পার্বতীর উপাসনা করবেন॥ ৭ ॥ ধর্ম উপার্জনের ইচ্ছায় শ্রীবিষ্ণুর, বংশবৃদ্ধির কামনায় পিতৃগণের, বিঘ্নবিনাশকামী ব্যক্তি যক্ষদের এবং বলের কামনায় মরুৎগণের উপাসনা করবেন॥ ৮ ॥ রাজ্যকামনায় মন্বন্তরাধিপতি দেবতাদের, অভিচারের ইচ্ছায় নির্ঋতিকে অর্থাৎ শত্রুবধকামনায় রাক্ষসের, ভোগলিপ্সায় চন্দ্রকে এবং নিষ্কাম অর্থাৎ বৈরাগ্য কামনায় পরমপুরুষ শ্রীভগবানের উপাসনা করবেন॥ ৯ ॥ বুদ্ধিমান পুরুষ নিষ্কামই হোন অথবা সর্ববিধ কামনাযুক্তই হোন অথবা মোক্ষাভিলাষীই হোন—তিনি গভীর ভক্তিযোগ আশ্রয় করে কেবলমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকেই পূজা করবেন॥ ১০ ॥ এই সংসারে উপাসনাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যাঁরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গমহিমায় শ্রীহরির চরণে অবিচল ভক্তি লাভ করেন। ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গমহিমায় যে হরিকথা শ্রবণ হয় তার দ্বারা দুর্লভ জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়ে সংসার সাগরের ত্রিগুণা তরঙ্গমালার উৎক্ষেপ শান্ত হয়ে যায়, চিত্ত শুদ্ধি হয়ে হৃদয়ে শুদ্ধ আনন্দের অনুভূতি হতে থাকে, ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াসক্তি দূর হয়ে যায় এবং কৈবল্যমোক্ষপ্রাপ্তির সর্বগ্রাহ্য পথ ভক্তিযোগের প্রাপ্তি হয়। সুতরাং ভক্তিসুখে নিমগ্ন কোন্ ব্যক্তিই বা শ্রীহরিকথাতে আকৃষ্ট না হবেন ? ॥ ১২ ॥

শৌনক ঋষি বললেন—হে সূত ! ভরতবংশগৌরব মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের কাছে এইসব শুনে সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও পরমব্রহ্মনিষ্ঠ সেই মহর্ষি শুকদেবকে আর কী জিজ্ঞাসা করেছিলেন ? ॥ ১৩ ॥ হে বিদ্বান সূত ! আপনি তো সব কিছুই জানেন, আমরা সেই সব হরিকথা ভক্তিভরে শুনতে ইচ্ছা করি, আপনি দয়া করে আমাদের সেইসব কথা বলুন। কারণ সাধুদের যে সব কথা হয়

[১]প্রা.পা.—তার্থমুমাং। [২]প্রা.পা.—ধর্মার্থমুত্তম.। [৩]প্রা.পা.—তন্তুকামঃ পিতৃন্। [৪]প্রা.পা.—নরঃ।
[৫]প্রা.পা.—পুমান্। [৬]প্রা.পা.—উভয়ত্র। এই পাঠান্তর শ্রীধরস্বামীও মেনে নিয়েছেন।

স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ।
বালক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্রীড়াং য আদদে॥ ১৫
বৈয়াসকিশ্চ ভগবান্ বাসুদেবপরায়ণঃ।
উরুগায়গুণোদারাঃ সতাং স্যুর্হি সমাগমে॥ ১৬
আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তং চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্তয়া॥ ১৭
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥ ১৮
শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥ ১৯
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ২০
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥ ২১
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো[১] হরের্যৌ॥ ২২
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা[২] মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥ ২৩
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ২৪

সে সব কথা কখনো সামাজিক ভাববিনিময়যুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত সেইসব আলোচনা ভগবানের রসময়ী লীলাকথাতেই পর্যবসিত হয়॥ ১৪ ॥ সেই পাণ্ডু-বংশধর রাজা পরীক্ষিৎ খুবই ভগবদ্ভক্ত, বাল্যকালে তিনি বালক্রীড়াচ্ছলেও শ্রীকৃষ্ণসেবাবিষয়ক খেলাতেই রত থাকতেন॥ ১৫ ॥ ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবও জন্ম থেকেই ভগবৎপরায়ণ। এইরকম ভগবদ্ভক্তদের মিলিত সভায় মঙ্গলময় শ্রীভগবানের সর্বার্থসাধক দিব্য গুণাবলীর আলোচনাই হয়ে থাকবে॥ ১৬ ॥ ভগবৎকথার আলোচনায় যিনি কালাতিপাত করেন তাঁর আয়ুই সার্থক, এছাড়া অন্য সকলের আয়ু সূর্যদেব উদিত ও অস্তমিত হয়ে বৃথাই হরণ করতে থাকেন॥ ১৭ ॥ বৃক্ষগণও কি জীবিত থাকে না ? কামারের হাপর কি শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জন করে না ? গ্রামের পশু—কুকুর-ছাগল প্রভৃতি কি মানবাকৃতির পশুর মতো আহার নিদ্রা ও মৈথুন করে না ? ॥ ১৮ ॥ যার কর্ণকুহরে গোবিন্দকথা কখনোই ঢোকেনি, সে তো পশু—কুকুর, শুয়োর, উট ও গাধারই মতো॥ ১৯ ॥

হে সূত ! যে মানুষ কোনোদিন হরিকথা শোনে না তার কর্ণপুট কেবল ছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্তন না করে সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বার সমান ; তা না থাকাই ভালো॥ ২০ ॥ যে মস্তক কখনো গোবিন্দচরণে অবনত না হয়, উষ্ণীষ-মুকুটাদি পরিশোভিত সেই মস্তক শুধুই বোঝামাত্র। যে হাত কখনো গোবিন্দের সেবা-পূজা করে না সেই হাত কাঞ্চন ও কঙ্কণে পরিশোভিত হলেও মৃত ব্যক্তির হাতেরই সমান॥ ২১ ॥ যে নয়নযুগল ভগবানের মূর্তি অবলোকন করে না, মানুষের সেই নয়ন ময়ূরপুচ্ছে চিহ্নিত নয়নের মতোই নিরর্থক। চলৎশক্তি সমন্বিত মানুষের পদযুগল যদি ভগবান শ্রীহরির পুণ্যক্ষেত্রসমূহে পরিভ্রমণ না করে, তবে সেই পদদ্বয় বৃক্ষমূলের মতো জড়পদার্থমাত্র॥ ২২ ॥ ভগবদ্ভক্তের চরণধূলি যে মানুষের মাথায় কখনো স্পর্শ করেনি সে জীবদ্দশাতেই মৃত। শ্রীবিষ্ণুর পাদসংলগ্ন তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করে যে মানুষ আনন্দিত না হয় সেই মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেও শ্বাসরহিত শবতুল্য॥ ২৩ ॥ হে সূত ! ভগবদ্ভক্তগণ কর্তৃক কীর্তিত শ্রীহরির মঙ্গলময় নামের কীর্তন শুনেও যার হৃদয় দ্রবীভূত ও তাঁর প্রতি

[১]প্রা.পা.—ব্রজতা। [২]প্রা.পা.—যো বিষ্ণু.।

অথাভিধেহ্যঙ্গ মনোঽনুকূলং

প্রভাষসে ভাগবতপ্রধানঃ[১]।

যদাহ বৈয়াসকিরাত্মবিদ্যা-

বিশারদো নৃপতিং সাধু পৃষ্টঃ॥ ২৫

আকৃষ্ট না হয়—সেই হৃদয় পাষাণের মতোই নিষ্প্রাণ। শ্রীহরির নাম শ্রবণে বিগলিত হলে নয়নে প্রেমাশ্রু ও শরীরে রোমাঞ্চ প্রকাশ হয়॥ ২৪ ॥ হে প্রিয় সূত! তোমার সমস্ত কথাই আমাদের হৃদয় মধুর রসে পরিপূর্ণ করে দেয়। সুতরাং হে ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ, আত্মবিদ্যাবিশারদ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানী)! ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক উত্তমরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই সবই কৃপা করে আমাদের বলুন॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে[২] তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

পরীক্ষিতের সৃষ্টিবিষয়ক প্রশ্ন এবং শুকদেবের কথারম্ভ

সূত উবাচ

বৈয়াসকেরিতি বচস্তত্ত্বনিশ্চয়মাত্মনঃ।
উপধার্য মতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাৎ॥ ১
আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু।
রাজ্যে চাবিকলে নিত্যং বিরূঢ়াং মমতাং জহৌ॥ ২
পপ্রচ্ছ চেমমেবার্থং যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ।
কৃষ্ণানুভাবশ্রবণে শ্রদ্দধানো মহামনাঃ[৩]॥ ৩
সংস্থাং বিজ্ঞায় সংন্যস্য[৪] কর্ম ত্রৈবর্গিকং চ যৎ।
বাসুদেবে ভগবতি আত্মভাবং দৃঢ়ং গতঃ॥ ৪

রাজোবাচ

সমীচীনং বচো ব্রহ্মন্ সর্বজ্ঞস্য তবানঘ।
তমো বিশীর্যতে মহ্যং হরেঃ কথয়তঃ কথাম্॥ ৫

সূত বললেন—উত্তরানন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের কাছে ভগবৎতত্ত্বনির্ণায়ক বাক্য শ্রবণ করে নিজের বিশুদ্ধ বুদ্ধি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচরণে একাগ্রভাবে সমর্পণ করলেন॥ ১ ॥ স্বীয় দেহ, পত্নী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, ভাই-বন্ধু এবং নিষ্কণ্টক রাজ্যে যে সুদৃঢ় মমতা জন্মেছিল, মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই আসক্তি ক্ষণমধ্যে পরিত্যাগ করলেন॥ ২ ॥ হে শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ! মহামনস্বী পরীক্ষিৎ অচিরেই নিজের দেহবিনাশ হবে জেনে ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে ছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাত্মভাব লাভ করে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণের লালসায় শ্রীশুকদেবকে সেই প্রশ্নই করেছিলেন যে প্রশ্ন আজ আপনারা আমাকে করেছেন॥ ৩-৪ ॥

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—হে ভগবৎস্বরূপ মুনিবর!

[১]প্রা.পা.—....তঃ প্র.। [২]প্রাচীন বইয়ে এখানে 'মহাপুরুষবর্ণনং' —এই পাঠ বেশি আছে। [৩]প্রা.পা.—মহাযশাঃ। [৪]প্রা.পা.—বিন্যস্য।

ভূয় এব বিবিৎসামি ভগবানাত্মমায়য়া।
যথেদং সৃজতে বিশ্বং দুর্বিভাব্যমধীশ্বরৈঃ॥ ৬

যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ।
যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্।
আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ॥ ৭

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
দুর্বিভাব্যমিবাভাতি কবিভিশ্চাপি চেষ্টিতম্॥ ৮

যথা গুণাংস্তু প্রকৃতের্যুগপৎ ক্রমশোঽপি বা।
বিভর্তি ভূরিশস্ত্বেকঃ কুর্বন্ কর্মাণি জন্মভিঃ॥ ৯

বিচিকিৎসিতমেতন্মে ব্রবীতু ভগবান্ যথা।
শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ খলু॥ ১০

সূত উবাচ

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা গুণানুকথনে হরেঃ[১]।
হৃষীকেশমনুস্মৃত্য প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে॥ ১১

শ্রীশুক উবাচ

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে
সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনা-
মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে॥ ১২

ভূয়ো নমঃ সদ্‌বৃজিনচ্ছিদেঽসতা-
মসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে
ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে॥ ১৩

আপনি পরম পবিত্র ও সর্বজ্ঞ। আপনার সব কথাই সত্য এবং যথাযথ। আপনি যেমন যেমন ভগবৎকথা বলছেন তেমন তেমনই আমার অজ্ঞানের আবরণ সরে যাচ্ছে॥ ৫ ॥ আমি আপনার কাছে আবার জানতে ইচ্ছা করি যে পরমপুরুষ ভগবান মায়াশক্তির দ্বারা কী করে ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও দুর্জ্ঞেয় এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ॥ ৬ ॥ অচিন্ত্য অনন্তশক্তিসমন্বিত পুরুষোত্তম শ্রীভগবান যেই যেই অচিন্ত্যশক্তি প্রকট করে বিশ্বের পালন ও সংহার করেন এবং নিজেকে খেলনা বানিয়ে নিজেই নিজের সাথে খেলা করেন, শিশুর তৈরি ঘরের মতো এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং খেলা শেষে আবার এই সৃষ্টি ভেঙে ফেলেন, সেইসব আমি জানতে ইচ্ছা করি॥ ৭ ॥ ভগবান শ্রীহরির লীলা খুবই অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য, নিঃসন্দেহে এই লীলা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও দুর্জ্ঞেয়॥ ৮ ॥ তিনি একলা থেকে অর্থাৎ এক হয়েও (যুগপৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে) বিভিন্ন কাজ করার জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন গুণকে একইসাথে নিজের মধ্যে ধারণ করেন অথবা বিভিন্ন অবতার গ্রহণ করে বিভিন্ন কাজের জন্য সেই অনুযায়ী প্রকৃতির বিভিন্ন গুণকে ক্রমশ ধারণ করেন অর্থাৎ আশ্রয় করেন॥ ৯ ॥ হে মুনিবর! আপনি বেদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব দুয়েরই মর্মজ্ঞ, সুতরাং আমার এই সন্দেহ নিরসন করুন॥ ১০ ॥

সূত বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শ্রীহরির গুণ বর্ণনার জন্য শুকদেবের কাছে এইভাবে প্রার্থনা করলেন তখন শ্রীশুকদেব বারংবার শ্রীকৃষ্ণচরণ স্মরণ করে প্রত্যুত্তর প্রদান করতে আরম্ভ করলেন॥ ১১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়লীলা প্রকাশের জন্য সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণকে আশ্রয় করে যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—তিনটি রূপ ধারণ করেন ; বিশ্বচরাচর প্রাণীদের অন্তরাত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন, যাঁর স্বরূপ ও সেই স্বরূপের উপলব্ধির পথ বুদ্ধির অগম্য—সেই অনন্ত এবং অপরিমিত মহিমাশালী পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আমার কোটি কোটি প্রণাম॥ ১২ ॥ যিনি ধর্মপরায়ণ সাধুগণের দুঃখ দূর করে প্রেমদান করেন, পাপীদের দমন

[১]প্রা.পা.—বিভোঃ।

নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং
বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।
নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ॥ ১৪
যৎ কীর্তনং যৎ স্মরণং যদীক্ষণং
যদ্ বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ১৫
বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ
সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমা-
স্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ১৬
তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ১৭
কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কসা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ১৮
স এষ আত্মাঽঽত্মবতামধীশ্বর-
স্ত্রয়ীময়ো ধর্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভি-
র্বিতর্ক্যলিঙ্গো[১] ভগবান্ প্রসীদতাম্॥ ১৯
শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ॥ ২০
যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যানসমাধিধৌতয়া
ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ।

করে তাদের মুক্তি প্রদান করেন এবং পরমহংস আশ্রমাশ্রিত জ্ঞানী ও ভক্তদেরও তাঁদের অভীষ্ট বস্তু দান করেন, তাঁর শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। চরাচর জীব তাঁরই শ্রীবিগ্রহ, তাই কারো প্রতি তাঁর কোনো পক্ষপাত নেই॥ ১৩ ॥ ভক্তগণপরিপালক, ভক্তিহীন-গণের দুর্বিজ্ঞেয়, অপরিমিত ঐশ্বর্য প্রকাশক, ব্রহ্মস্বরূপ নিজ-ধামে নিত্যবিহারশীল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম॥ ১৪ ॥ যাঁর কীর্তন, স্মরণ, দর্শন, বন্দন, শ্রবণ এবং পূজনে জীবের পাপরাশি তৎক্ষণাৎ নাশ হয়, সেই পুণ্যকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারবার প্রণাম॥ ১৫ ॥ বিবেকী মানুষ যাঁর চরণকমল আশ্রয় করে ইহকাল এবং পরকালের বিষয়াসক্তিজাল থেকে মুক্ত হয়ে অনায়াসে ব্রহ্মগতি লাভ করেন সেই মঙ্গলকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনেক অনেক প্রণাম॥ ১৬ ॥ বড় বড় তপস্বী, দাতা, যশস্বী, মনস্বী, সদাচারী ও মন্ত্রবেত্তাগণ যাঁর শ্রীচরণে কর্মফল ও আত্মসমর্পণ না করলে কোনো সাধনেরই ফললাভ করতে পারেন না, সেই সর্বসাধনফলদাতা কল্যাণকীর্তি ভগবানকে বারবার প্রণাম॥ ১৭ ॥ কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক, যবন ও খস প্রভৃতি নীচজাতিগণ ও অন্যান্য মহাপাপাসক্ত ব্যক্তিগণ যাঁর (ভগবানের) আশ্রিত ভক্তগণের শরণ গ্রহণ করলেই পবিত্র হয়ে যায় সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে বার বার প্রণাম॥ ১৮ ॥ সেই ভগবানই জ্ঞানীদের আত্মা, ভক্তের আশ্রয়, বেদোক্ত কর্মকাণ্ডীর কাছে বেদমূর্তিস্বরূপ, ধার্মিকদের কাছে ধর্মমূর্তিস্বরূপ আর তপস্বীদের কাছে তপঃস্বরূপ। ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রমুখ প্রধান দেবগণও তাঁদের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তাঁর স্বরূপ ধ্যান করে কিছু বুঝতে না পেরে আশ্চর্যান্বিত হয়ে কেবল অনুমানই করতে থাকেন, সেই শ্রীভগবান আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন॥ ১৯ ॥ সর্বসম্পদদায়িনী শ্রীদেবীর পতি, সর্ববিধ যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা, প্রজারক্ষক, সর্বান্তর্যামী, ত্রিভুবনপালক, পৃথিবীর অধিপতি, যদুবংশে প্রকট হয়ে অন্ধক, বৃষ্ণি ও যাদবদের রক্ষাকর্তা এবং তাদের একমাত্র আশ্রয়, ভক্তবৎসল, সন্তজনসর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ২০ ॥ মহাপুরুষগণ যাঁর চরণকমলের গভীর

[১]প্রা.পা.—ব্যতর্ক্য।

বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং
স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্॥ ২১

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য[১] সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা[২] প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্॥ ২২

ভূতৈর্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভু-
র্নির্মায় শেতে যদমূষু পূরুষঃ।
ভুঙ্‌ক্তে গুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ
সোঽলঙ্কৃষীষ্ট ভগবান্ বচাংসি মে॥ ২৩

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্॥ ২৪

এতদেবাত্মভূ রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে।
বেদগর্ভোঽভ্যধাৎ সাক্ষাদ্[৩] যদাহ হরিরাত্মনঃ॥ ২৫

ধ্যানরূপ সমাধিদ্বারা পরিশোধিত বুদ্ধি দিয়ে আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন এবং দর্শনের পরে নিজ নিজ রুচি ও বুদ্ধি অনুসারে সেই আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন, সেই প্রেম ও মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ২১ ॥ যিনি কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে পূর্বকল্পের সৃষ্টিবিষয়িনী স্মৃতি জাগরিত করার জন্য জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, যিনি অঙ্গসমূহসহ বেদরূপে ব্রহ্মার চতুর্বদন থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের জ্ঞানের মূল কারণ ভগবান আমার প্রতি কৃপা করে আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হোন॥ ২২ ॥ যে প্রভু আকাশাদি পঞ্চমহাভূত দিয়ে প্রাণিগণের দেহ সৃষ্টি করে সেই দেহে অন্তর্যামীরূপে বাস করেন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও মন—এই ষোলকলায় যুক্ত হয়ে বিষয় আস্বাদন করেন, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী সেই ভগবান আমার বাক্যসকল অলংকৃত করুন॥ ২৩ ॥ ভক্তিমান মহাজনগণ যাঁর মুখপদ্মবিনির্গত জ্ঞানরূপ মকরন্দ পান করে কৃতার্থ হন সেই বাসুদেবাবতার সর্বজ্ঞ ভগবান ব্যাসের চরণে আমার বারংবার প্রণাম॥ ২৪ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! দেবর্ষি নারদ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন এবং ব্রহ্মা নারদকে এই উপদেশই করেছিলেন, যা স্বয়ং ভগবান নারায়ণ নিজ নাভিকমল-জাত ব্রহ্মাকে নিজ মুখে বলেছেন (আর আমি তোমাকে সেই কথাই বলছি)॥ ২৫ ॥

---o---

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে [৪] চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে
চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

---o---

[১]প্রা.পা.—বিতন্বতোঽজস্য। [২]প্রা.পা.—বিলক্ষণা। [৩]প্রা.পা.—সর্বং যদাহ হরিরীশ্বরঃ। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'পুরুষসংস্থানুবর্ণনং'—এই পাঠ বেশি আছে।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

সৃষ্টি-বর্ণন

নারদ উবাচ

দেবদেব নমস্তেঽস্তু ভূতভাবন পূর্বজ।
তদ্ বিজানীহি যজ্জ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্॥ ১

যদ্রূপং যদধিষ্ঠানং যতঃ সৃষ্টমিদং প্রভো।
যৎসংস্থং যৎ পরং যচ্চ তত্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ॥ ২

সর্বং হ্যেতদ্ ভবান্ বেদ ভূতভব্যভবৎ প্রভুঃ।
করামলকবদ্ বিশ্বং বিজ্ঞানাবসিতং তব॥ ৩

যদ্ বিজ্ঞানো যদাধারো যৎপরস্ত্বং যদাত্মকঃ।
একঃ সৃজসি ভূতানি ভূতৈরেবাত্মমায়য়া॥ ৪

আত্মন্ ভাবয়সে তানি ন পরাভাবয়ন্ স্বয়ম্।
আত্মশক্তিমবষ্টভ্য ঊর্ণনাভিরিবাক্লমঃ[১]॥ ৫

নাহং বেদ পরং হ্যস্মিন্নাপরং[২] ন সমং বিভো
নামরূপগুণৈর্ভাব্যং সদসৎ কিঞ্চিদন্যতঃ॥ ৬

স ভবানচরদ্ ঘোরং যৎ তপঃ সুসমাহিতঃ।
তেন খেদয়সে নস্ত্বং পরাশঙ্কাং প্রযচ্ছসি॥ ৭

এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্বং সর্বজ্ঞ সকলেশ্বর।
বিজানীহি যথৈবেদমহং বুধ্যেঽনুশাসিতঃ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ

সম্যক্ কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্ বীর্যদর্শনে॥ ৯

নারদ বললেন—হে দেবপূজ্য ! আপনি কেবল আমারই নয়, সকলেরই পিতা, সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সৃষ্টিকর্তা, আপনাকে প্রণাম। আপনি আমাকে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জ্ঞান উপদেশ করুন॥ ১ ॥ হে প্রভু ! এই পরিদৃশ্যমান জগতের লক্ষণ কী, এই জগতের অধিষ্ঠান কে, এটির নির্মাণকারী কে ? কার মধ্যে এটির বিলয় হয় ? এটি কার অধীন ? বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বস্তুটি কী, জগতের সেই তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন॥ ২ ॥ আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই ত্রিকালগত বস্তুর নিয়ন্তা, সমস্ত জগৎ হস্তস্থিত আমলকী ফলের মতো আপনার জ্ঞানদৃষ্টিতে অনুভূত॥ ৩ ॥ হে পিতঃ ! আপনি কার কাছে এই দিব্যজ্ঞান পেয়েছেন ? আপনার আশ্রয় কে ? আপনি কার অধীন ? এবং আপনার স্বরূপই বা কী ? আপনি একাকীই নিজ মায়াশক্তির প্রভাবে পঞ্চভূতের দ্বারা প্রাণিগণকে সৃষ্টি করে থাকেন, কি অদ্ভুত ব্যাপার !॥ ৪ ॥ মাকড়সা যেমন অনায়াসে অন্য কারো অপেক্ষা না করেই নিজের মুখ থেকে লালা নিঃসৃত করে খেলার ছলে জাল সৃষ্টি করে, আপনিও তেমনই নিজের শক্তিকে আশ্রয় করে স্ব-স্বরূপে থেকেই বিনা পরিশ্রমে অনায়াসেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন॥ ৫ ॥ জগতে নাম, রূপ ও গুণের দ্বারা যা কিছু প্রকাশিত হয় তার মধ্যে আমি এমন কোনো সৎ-অসৎ, উত্তম, মধ্যম বা অধম বস্তু দেখতে পাই না যা আপনার শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু থেকে উৎপন্ন হয়েছে॥ ৬ ॥ আপনি এরকম সর্বেশ্বর হয়েও একাগ্রচিত্তে যে কঠোর তপস্যা করেন, তাতে আমি মোহাবিষ্ট হয়ে যাই এবং ভাবি যে আপনার থেকেও বড় কেউ হয়ত আছে॥ ৭ ॥ হে সর্বজ্ঞ ! হে জগদীশ্বর ! আমি যা কিছু প্রশ্ন করছি, সেই সব কৃপা করে আমাকে এমনভাবে বুঝিয়ে বলুন যাতে এই সব তত্ত্ব আমি নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করতে পারি॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে বৎস নারদ ! তুমি জীবের প্রতি

---

[১]প্রা.পা.—সূত্রনাভি.। [২]প্রা.পা.—তস্মি.।

নানৃতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ।
অবিজ্ঞায় পরং মত্ত[১] এতাবত্ত্বং যতো হি মে॥ ১০

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ॥ ১১

তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জয়য়া[২] মাং ব্রুবন্তি জগদ্গুরুম্॥ ১২

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ ১৩

দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥ ১৪

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ॥ ১৫

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥ ১৬

তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ॥ ১৭

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ॥ ১৮

কার্যকারণকর্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ।
বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ॥ ১৯

করুণাকাতর হয়ে এই যে অপূর্ব সুন্দর প্রশ্নগুলি করেছ তাতে আমি শ্রীভগবানের গুণাবলীর বর্ণনা করবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছি॥ ৯ ॥ তুমি আমার সম্বন্ধে যা কিছু বলেছ, সে সব অসত্য নয়। কিন্তু যে পর্যন্ত সেই পরমতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরকে না জানা যায় সে পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতার মূলে আমাকে বলে ভ্রম হয়॥ ১০ ॥ সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারকা যেমন তাঁরই অঙ্গচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে জগৎ আলোকিত করে সেইরকম পরমেশ্বর শ্রীভগবানের চৈতন্যস্বরূপদ্বারা নিখিল বিশ্ব প্রকাশিত হলে আমিও প্রকাশিত হই॥ ১১ ॥ যাঁর দুর্জয় মায়ায় বিমোহিত হয়ে যোগিগণও আমাকে জগৎকর্তা বলে কীর্তন করেন, সেই ভগবান বাসুদেবকে আমি প্রণাম ও ধ্যান করি॥ ১২ ॥ এই মায়া তো তাঁর সম্মুখে টিকতেই পারে না, সন্ত্রস্ত হয়ে দূর থেকেই পালিয়ে যায়। কিন্তু ওই মায়াদ্বারা বিমুগ্ধ হয়ে আত্মবিস্মৃত অজ্ঞান জীব 'আমি', 'আমার' এই রকম আত্মশ্লাঘা করে থাকে [সেই শ্রীকৃষ্ণচরণে আমি প্রণাম করি]॥ ১৩ ॥ ভগবৎস্বরূপ হে নারদ! দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব আর জীব—এসব কোনো বস্তুই আসলে শ্রীভগবান থেকে ভিন্ন নয়॥ ১৪ ॥ সকল বেদ নারায়ণ থেকেই উৎপন্ন, দেবতাগণও নারায়ণের অঙ্গ থেকেই কল্পিত, সমস্ত যজ্ঞই নারায়ণের প্রসন্নতার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় এবং এই সকল যজ্ঞাদির ফলে যে সকল উচ্চ লোকের প্রাপ্তি হয় তাও নারায়ণেই কল্পিত, নারায়ণেরই আনন্দাংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে॥ ১৫ ॥ অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ সব রকম যোগই নারায়ণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। সমস্ত তপস্যার নারায়ণেই পরিসমাপ্তি। বেদান্তজনিত জ্ঞানও নারায়ণ-প্রতিপাদনপর। সবকিছু সাধ্য ও সাধনের অন্তও ভগবান শ্রীনারায়ণই॥ ১৬ ॥ তিনি দ্রষ্টা হয়েও সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা ; নির্বিকার হয়েও সর্বভূতাত্মা। তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ঈক্ষণশক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়েই আমি তাঁর ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি রচনা করি॥ ১৭ ॥ ভগবান ত্রিগুণাতীত ও অনন্ত। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কাজের জন্য নিজ মায়ায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ স্বীকার করে নিয়েছেন॥ ১৮ ॥ এই ত্রিগুণই দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াকে আশ্রয় করে মায়াতীত নিত্যমুক্ত পুরুষকেও

[১] প্রা.পা.—তত্ত্বমেতাবত্ত্বং। [২] প্রা.পা.—দুর্জয়য়া মাং বদন্তি।

স এষ ভগবাঁল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেভিরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্বেষাং মম চেশ্বরঃ।। ২০

কালং কর্ম স্বভাবং চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে।। ২১

কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ।। ২২

মহতস্তু বিকুর্বাণাদ্রজঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ।। ২৩

সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্বন্ সমভূৎ ত্রিধা[1]।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো।। ২৪

তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্বাণাদভূন্নভঃ।
তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্ দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ।। ২৫

নভসোঽথ বিকুর্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।। ২৬

বায়োরপি বিকুর্বাণাৎ কালকর্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত তেজো বৈ রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ।। ২৭

তেজসস্তু বিকুর্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ।। ২৮

বিশেষস্তু বিকুর্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্ রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ।। ২৯

মায়াতে স্থিত কার্য, কারণ ও কর্তৃত্বের অভিমানে আবদ্ধ করে।। ১৯ ।। হে নারদ ! ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীভগবান এই ত্রিগুণের আবরণে নিজের স্বরূপ আবৃত করে রাখেন তাই জীব তাঁকে জানতে পারে না, চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না। ত্রিভুবনের এবং আমারও একমাত্র প্রভু তিনিই।। ২০ ।। মায়ানিয়ন্তা শ্রীভগবান এক থেকে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছায় নিজ মায়াশক্তিতে স্ব-স্বরূপে কাল, কর্ম এবং স্বভাবকে গ্রহণ করে থাকেন।। ২১ ।। ভগবৎ শক্তিতেই কাল থেকে গুণত্রয়ের ক্ষোভ জন্মায়, স্বভাব থেকে গুণত্রয়ের পরিণাম রূপান্তরিত হয় এবং কর্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট থেকে মহত্তত্ত্বের জন্ম হয়ে থাকে।। ২২ ।। রজোগুণ ও সত্ত্বগুণবর্ধিত বিকারপ্রাপ্ত (ক্ষোভিত) মহত্তত্ত্ব থেকে জ্ঞান, ক্রিয়া ও দ্রব্যরূপ তমঃপ্রধান বিকার জন্মাল।। ২৩ ।। সেই তমঃপ্রধান বিকার অহংকার নামে অভিহিত হল এবং বিকারপ্রাপ্ত হয়ে তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল —বৈকারিক, তৈজস ও তামস। হে নারদ এরাই ক্রমশ জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও দ্রব্যশক্তিতে পরিণত হল।। ২৪ ।। ঈশ্বরেচ্ছায় দ্রব্যশক্তিময় তামস অহংকার থেকে আকাশ আবির্ভূত হল। শব্দ এই আকাশের তন্মাত্রা—সূক্ষ্মরূপ এবং অসাধারণ ধর্ম,—গুণ হল শব্দ। এই শব্দই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের জ্ঞাপক।। ২৫ ।। অনন্তর শ্রীভগবদিচ্ছায় বিকারপ্রাপ্ত আকাশ থেকে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু উৎপন্ন হল। কারণরূপে বায়ুতে আকাশের সম্বন্ধ থাকে বলে সেই বায়ু শব্দগুণবিশিষ্টও হয়ে থাকে। সেই বায়ুই অবস্থান্তর-বিশিষ্ট হলে দেহ ধারণের হেতু প্রাণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হেতু ওজঃ, মনঃশক্তির হেতু সহঃ এবং শারীরিক শক্তির হেতু বল নামে কথিত হয়ে থাকে।। ২৬ ।। কাল, কর্ম ও স্বভাবের ফলে বায়ুতেও বিকার হল এবং সেই বিকারপ্রাপ্ত বায়ু থেকে রূপবিশিষ্ট তেজ (অগ্নি) উৎপন্ন হল। কারণরূপে তেজে আকাশ এবং বায়ুর সম্বন্ধ আছে বলে সেই তেজ স্পর্শ ও শব্দগুণযুক্ত হয়ে থাকে।। ২৭ ।। বিকারপ্রাপ্ত তেজ থেকে রসবিশিষ্ট জলের উৎপত্তি হল। কিন্তু কারণরূপে জলে তেজ, বায়ু ও আকাশের সম্বন্ধ আছে বলে সেই জল রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণযুক্ত হয়ে থাকে।। ২৮ ।। বিকারপ্রাপ্ত জল

[1]প্রা.পা.—সোঽভবৎ ত্রিধা।

বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ॥ ৩০

তৈজসাৎ তু বিকুর্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ।
শ্রোত্রং ত্বগ্ ঘ্রাণদৃগ্ জিহ্বাবাগ্দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রিপায়বঃ॥ ৩১

যদৈতেঽসঙ্গতা[1] ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম॥ ৩২

তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ॥ ৩৩

বর্ষপূগসহস্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
কালকর্মস্বভাবস্থো জীবোঽজীবমজীবয়ৎ॥ ৩৪

স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্বঙ্ঘ্রিবাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্॥ ৩৫

যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্ধ্বং জঘনাদিভিঃ॥ ৩৬

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
ঊর্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽভ্যজায়ত॥ ৩৭

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ॥ ৩৮

থেকে গন্ধ গুণযুক্ত পৃথিবীর উৎপত্তি হল। কার্যের মধ্যে কারণের গুণ অভিব্যক্ত হয়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হল॥ ২৯ ॥ বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহংকার থেকে মন এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দশ দেবতা—দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র ও প্রজাপতির উৎপত্তি হল॥ ৩০ ॥ বিকারস্থ তৈজস অর্থাৎ রাজস অহংকার থেকে জ্ঞানশক্তিসমন্বিত বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত প্রাণের সাথে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ও উৎপন্ন হল। তৎসহ তৈজস অহংকার থেকে জ্ঞানশক্তিরূপ বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ প্রাণও উৎপন্ন হল॥ ৩১ ॥ হে বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ নারদ! এই পঞ্চমহাভূত, ইন্দ্রিয়, মন এবং সত্ত্বাদি তিন গুণ পৃথক পৃথক ভাবে থাকায় ভোগের সাধনরূপ দেহ গঠন করতে পারল না॥ ৩২ ॥ তারপর শ্রীভগবৎইচ্ছায় প্রেরিত শক্তিদ্বারা এই সব তত্ত্ব একত্র মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে কার্য-কারণভাব স্বীকার করে ব্যষ্টিসমষ্টি দেহাত্মক পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড গঠন করল॥ ৩৩ ॥ সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অণ্ড এক সহস্র বৎসর পর্যন্ত অচেতন নিষ্ক্রিয় হয়ে কারণার্ণবে অবস্থিত থাকে এবং তারপরে কাল, কর্ম ও স্বভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে অন্তর্যামীপুরুষ সেই অচেতন ব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যের সঞ্চার করেন॥ ৩৪ ॥ সেই বিরাটপুরুষ সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীরময় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে সহস্রসংখ্যক উরু, চরণ, হস্ত, নেত্র ও বদন সমন্বিত মূর্তিতে বাইরে প্রকাশিত হলেন॥ ৩৫ ॥ সাধক যোগিগণ (উপাসনার জন্য) সেই বিরাট পুরুষের অঙ্গে সমগ্র লোকসকল এবং তন্মধ্যে অবস্থানকারী বস্তুসকলের কল্পনা করে থাকেন। চরণ থেকে কোমর পর্যন্ত অবয়বে তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল এই সাত অধোলোক এবং জঘন থেকে মস্তক পর্যন্ত ঊর্ধ্বাঙ্গে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জন, মহ, তপঃ ও সত্য এই সাত ঊর্ধ্বলোক কল্পনা করে যোগধারণা করে থাকেন॥ ৩৬ ॥ এই পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং চরণ থেকে শূদ্র উৎপন্ন হয়॥ ৩৭ ॥ এই পুরুষের চরণ থেকে কোমর পর্যন্ত অবয়বে সপ্ত পাতাল থেকে ভূর্লোক পর্যন্ত,

[1]প্রা.পা.—য এতে।

গ্রীবায়াং জনলোকশ্চ তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ॥ ৩৯

নাভিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক এবং বক্ষঃস্থলে মহর্লোক কল্পিত ॥ ৩৮ ॥ গ্রীবায় জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক, মস্তকে ব্রহ্মার নিত্য নিবাসস্থান সত্যলোক কল্পিত হয়॥ ৩৯ ॥

তৎকট্যাং চাতলং কৢপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যাং তু তলাতলম্॥ ৪০

সেই পরমেশ্বরের কোমরে অতল, ঊরুতে বিতল, জানুতে পবিত্র সুতল এবং জঙ্ঘাতে তলাতল কল্পনা করা হয়॥ ৪০ ॥

মহাতলং তু গুল্ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্॥ ৪১

গুল্ফে মহাতল, চরণের অগ্রভাগে রসাতল এবং চরণের তলদেশে পাতাল কল্পনা করে সেই বিরাট পুরুষ পরমেশ্বরকে সর্বলোকময় চতুর্দশ ভুবনবিগ্রহরূপে জগন্মূর্তি বলা হয়॥ ৪১ ॥

ভূর্লোকঃ[1] কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা॥ ৪২

বিরাট ভগবানের অঙ্গসমূহে লোকসমূহকে এই-ভাবেও কল্পনা করা হয় যে তাঁর চরণে মর্তলোক, নাভিতে ভুবর্লোক এবং মস্তকে স্বর্লোক—এইরূপে ত্রিলোক অবস্থিত॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ[2]॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে
পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ
ষষ্ঠ অধ্যায়
বিরাট স্বরূপের বিভূতি বর্ণন

ব্রহ্মোবাচ

বাচাং বহ্নের্মুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ।
হব্যকব্যামৃতান্নানাং জিহ্বা সর্বরসস্য চ॥ ১

ব্রহ্মা বললেন—সেই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে বাণী অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় এবং তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নির উৎপত্তি হয়। তাঁর রক্তরসাদি সপ্তধাতু গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দের (গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, উষ্ণিক, বৃহতী, পংক্তি ও জগতী) উৎপত্তি স্থান। সেই বিরাট পুরুষের রসনা (জিহ্বা) থেকে মনুষ্য, পিতৃপুরুষ ও দেবগণের ভক্ষণীয় সুমধুর অন্ন, অমৃতময় রস, রসনেন্দ্রিয় এবং সেটির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণের উৎপত্তি হয়॥ ১ ॥

সর্বাসূনাং চ বায়োশ্চ তন্নাসে পরমায়নে।
অশ্বিনোরোষধীনাং চ ঘ্রাণো মোদপ্রমোদয়োঃ॥ ২

তাঁর নাসারন্ধ্র সমস্ত প্রাণীর প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও

---

[1]প্রাচীন বইয়ে এই শ্লোক নেই। [2]এর আগে 'পুরুষ সংস্থানুবর্ণনং'—এই পাঠ বেশি আছে।

রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দিবঃ সূর্যস্য চাক্ষিণী।
কর্ণৌ দিশাং চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাশশব্দয়োঃ।
তদগাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্॥ ৩

ত্বগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্বমেধস্য চৈব হি।
রোমাণ্যুদ্ভিজ্জজাতীনাং যৈর্বা যজ্ঞস্তু সম্ভৃতঃ॥ ৪

কেশশ্মশ্রুনখান্যস্য শিলালোহাভ্রবিদ্যুতাম্।
বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্মণাম্॥ ৫

বিক্রমো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ।
সর্বকামবরস্যাপি হরেশ্চরণ আস্পদম্॥ ৬

অপাং বীর্যস্য সর্গস্য পর্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।
পুংসঃ শিশ্ন উপস্থস্তু প্রজাত্যানন্দনির্বৃতেঃ॥ ৭

পায়ুর্যমস্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য নারদ।
হিংসায়া নির্ঋতের্মৃত্যোর্নিরয়স্য গুদঃ স্মৃতঃ॥ ৮

পরাভূতেরধর্মস্য তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ।
নাড্যো নদনদীনাং তু গোত্রাণামস্থিসংহতিঃ॥ ৯

অব্যক্তরসসিন্ধূনাং ভূতানাং নিধনস্য চ।
উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদম্॥ ১০

ধর্মস্য মম তুভ্যং চ কুমারাণাং ভবস্য চ।
বিজ্ঞানস্য চ সত্ত্বস্য পরস্যাত্মা পরায়ণম্॥ ১১

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত[১] ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুরনরা নাগাঃ খগা মৃগসরীসৃপাঃ॥ ১২

গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ॥ ১৩

অন্যে চ বিবিধা জীবা জলস্থলনভৌকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতঃ স্তনয়িত্নবঃ॥ ১৪

সর্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি॥ ১৫

সমান—এই পঞ্চপ্রাণ এবং বায়ু তথা ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সর্ববিধ ওষধি ও সর্বপ্রকার গন্ধের উৎপত্তি॥ ২ ॥ তাঁর চক্ষুরিন্দ্রিয় সমস্ত প্রকার রূপ ও রূপপ্রকাশক তেজের উৎপত্তিস্থান, নেত্রগোলকদুটি স্বর্গ ও সূর্যের জন্মস্থান। কান থেকে দিকসকল এবং পবিত্রকারী তীর্থসমূহের উৎপত্তি আর শ্রবণেন্দ্রিয় হল আকাশ ও আকাশের গুণ শব্দের উৎপত্তিস্থান। তাঁর শরীর সর্ববস্তুর সারাংশ ও সৌন্দর্যের উৎপত্তিস্থান॥ ৩ ॥ তাঁর ত্বক থেকে স্পর্শ, বায়ু ও সমস্ত যজ্ঞের উৎপত্তি ; তাঁর লোমসমূহ সমস্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থের অথবা কেবল যজ্ঞীয় বৃক্ষসমূহের উৎপত্তিস্থান॥ ৪ ॥ তাঁর কেশ, শ্মশ্রু এবং নখের থেকে মেঘ, বিদ্যুৎ, শিলা এবং লৌহাদি ধাতুর উৎপত্তি এবং বাহুসকল থেকে সর্বপালক লোকপাল-গণের উৎপত্তি হয়েছে॥ ৫ ॥ তাঁর পাদক্ষেপ থেকে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—তিন লোকের উৎপত্তি। তাঁর শ্রীচরণকমল প্রাপ্তবস্তুকে রক্ষা করে ও ভয়কে বিতাড়িত করে এবং তা সব কাম্যবস্তুর প্রদানকারী ॥ ৬ ॥ বিরাট পুরুষের লিঙ্গ জল, শুক্র, সৃষ্টি, মেঘ ও প্রজাপতির আধার এবং তাঁর জননেন্দ্রিয় সন্তান কামনায় স্ত্রীসম্ভোগজনিত আনন্দের উৎপত্তিস্থান॥ ৭ ॥ হে নারদ! বিরাট পুরুষের পায়ু-ইন্দ্রিয় যম ও মিত্র মলত্যাগের এবং মলদ্বার হিংসা, অলক্ষ্মী, মৃত্যু ও নরকের উৎপত্তিস্থান॥ ৮ ॥ তাঁর পৃষ্ঠদেশ পরাজয়, অধর্ম ও অজ্ঞান, নাড়ীসমূহ নদনদীর এবং অস্থিসকল পর্বতের উৎপত্তিস্থল॥ ৯ ॥ তাঁর উদরে ত্রিগুণা মূলা প্রকৃতি, রস নামক ধাতু, সমুদ্র, সমস্ত প্রাণী এবং মৃত্যু অবস্থিত রয়েছে। তাঁর হৃদয়ই মনের জন্মস্থান॥ ১০ ॥ হে নারদ! আমি, তুমি, ধর্ম, সনকাদি মুনিগণ, শিব, বিজ্ঞান ও অন্তঃকরণ—এ সবই তাঁর চিত্ত থেকে উৎপন্ন॥ ১১ ॥ (কত আর বলব—) আমি, তুমি, শংকর তোমার অগ্রজ সনক সনন্দাদি মুনিগণ, রুদ্র, দেবতা, দৈত্য, মনুষ্য, নাগ, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত-প্রেত, সর্প, পশু, পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষ ও নানাপ্রকার জলচর, স্থলচর ও নভশ্চর প্রাণিসকল, গ্রহ, নক্ষত্র, কেতু, তারকা, বিদ্যুৎ ও মেঘ—এসব কিছু সেই বিরাটপুরুষই। তিনি ছাড়া অন্য

[১]প্রা.পা.—য ইমে।

স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্[১] প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্বহিঃ পুমান্।। ১৬

সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।
মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ।। ১৭

পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্ধ্নোঽধায়ি[২] মূর্ধসু।। ১৮

পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং[৩] য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদ্‌ব্রতঃ[৪]।। ১৯

সৃতী বিচক্রমে বিশ্বঙ্[৫] সাশানানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ।। ২০

যস্মাদণ্ডং বিরাড্ জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ[৬]।
তদ্ দ্রব্যমত্যগাদ্ বিশ্বং গোভিঃ সূর্য ইবাতপন্[৭]।। ২১

যদাস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ।
নাবিদং যজ্ঞসম্ভারান্ পুরুষাবয়বাদৃতে।। ২২

কিছু নেই। তিনি এই সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন এবং তাঁর মধ্যে এই বিশ্ব কেবল তাঁর দশ আঙুল* পরিমিত স্থান নিয়ে স্থিত রয়েছে।। ১২-১৫ ।। সূর্য যেমন সূর্যমণ্ডলকে প্রকাশিত করে মণ্ডলের বাইরের বস্তুকেও প্রকাশিত করেন, তেমনিভাবেই পুরাণপুরুষ পরমাত্মাও সম্পূর্ণ বিরাট বিগ্রহ প্রকাশ করে তার ভিতর বাহির—সর্বত্র প্রকাশিত হচ্ছেন।। ১৬ ।। হে মুনিবর ! মানুষের ক্রিয়া এবং সংকল্প থেকে যা কিছু হয় অর্থাৎ কর্মফল, তিনি তার সব কিছুর অতীত এবং অমৃত ও মোক্ষের অধিপতি। এইজন্যই তাঁর অপার মহিমার কেউ পার পায় না।। ১৭ ।। শ্রীভগবানের একপাদে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ প্রভৃতি লোক এবং সেই একাংশের মধ্যে জীবসমূহ অবস্থিত। তারও ওপরে জন, তপঃ ও সত্য লোকে যথাক্রমে অমৃত, অভয় ও মোক্ষসুখ নিহিত রেখেছেন।। ১৮ ।।

জন, তপঃ ও সত্য—এই তিন লোকে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীদের নিবাস। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যশূন্য গৃহস্থ ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের মধ্যেই বাস করে।। ১৯ ।। শাস্ত্রে দুটি পথের কথা বলা আছে—একটি অবিদ্যারূপ কর্মমার্গ, যা সকাম পুরুষের জন্য আর দ্বিতীয়টি উপাসনারূপ বিদ্যার মার্গ, যা নিষ্কাম উপাসকের জন্য। এই দুয়ের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করে ভোগ সুখদায়ী দক্ষিণমার্গ অথবা মোক্ষপদদায়ী উত্তরমার্গ অবলম্বন করা যায় ; কিন্তু পুরুষোত্তম ভগবান দুই মার্গেরই আশ্রয়।। ২০ ।। সূর্য যেমন সবকিছু প্রকাশ করেও তাদের থেকে পৃথক, তাদের থেকে ওপরে নিজধামে অবস্থান করেন, সেইরকমই যে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান থেকে এই ব্রহ্মাণ্ড এবং পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং গুণময় বিরাট দেহ উৎপন্ন হয়েছে সেই শ্রীভগবানও সবকিছুর অতীত নিজ-ধামে অবস্থান করেই বিরাটদেহ (বিশ্ব) এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থেকে তাতে চৈতন্য সঞ্চার করেন।। ২১ ।। এই

[১]প্রা.পা.—প্রাতৎ প্রাণো। [২]প্রা.পা.—বাপি। [৩]প্রা.পা.—বহিস্ত্রাসন্ প্রজানাং ত্রয় আশ্রমাঃ। [৪]প্রা.পা.—মহদ্‌ব্রতম্। [৫]প্রা.পা.—বিশ্বক্। [৬]প্রা.পা.—গুণাশ্রয়ঃ। [৭]প্রা.পা.—ইবাতপৎ।

*ব্রহ্মাণ্ডের সাতটি আবরণের বর্ণনাকালে এরূপ মানা হয়েছে যে—পৃথিবী থেকে জলের পরিমাণ দশ গুণ বেশি, জল থেকে দশ গুণ অগ্নি, অগ্নি থেকে দশ গুণ বায়ু, বায়ু থেকে দশ গুণ আকাশ, আকাশ থেকে দশ গুণ অহংকার, অহংকার থেকে দশ গুণ মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে দশ গুণ হল মূলা প্রকৃতি। এই মূলা প্রকৃতির অবস্থান ভগবানের কেবলমাত্র একটি পদে। এভাবে ভগবানের শ্রেষ্ঠতার প্রতিপাদন করা হয়েছে। এটিকে দশাঙ্গুল-ন্যায় বলা হয়।

তেষু যজ্ঞস্য[১] পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ।
ইদং চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ॥ ২৩

বস্তূন্যোষধয়ঃ স্নেহা রসলোহমৃদো জলম্।
ঋচো যজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রং চ সত্তম॥ ২৪

নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সঙ্কল্পস্তন্ত্রমেব চ॥ ২৫

গতয়ো মতয়ঃ শ্রদ্ধাঃ প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে[২] সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া॥ ২৬

ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্।
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্॥ ২৭

ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পতয়ো নব।
অযজন্ ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ॥ ২৮

ততশ্চ মনবঃ কালে[৩] ঈজিরে ঋষয়োঽপরে।
পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভুম্॥ ২৯

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥ ৩০

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ৩১

ইতি তেঽভিহিতং তাত যথেদমনুপৃচ্ছসি।
নান্যদ্ভগবতঃ কিংচিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকম্॥ ৩২

বিরাট পুরুষের নাভিকমল থেকে যখন আমি জন্মগ্রহণ করলাম, তখন তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ছাড়া কোনো যজ্ঞসম্ভার দেখতে পাইনি॥ ২২ ॥ সুতরাং তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেই আমি যজ্ঞের পশু, যূপকাষ্ঠ, কুশ, যজ্ঞস্থলী এবং যজ্ঞের উপযুক্ত কালের কথা চিন্তা করতে লাগলাম॥ ২৩ ॥ হে ঋষিবর ! যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় পাত্র ইত্যাদি জিনিস, যব ধান ইত্যাদি ওষধিসমূহ, ঘৃত আদি স্নিগ্ধপদার্থ, মধুরাদি রস, সুবর্ণাদি ধাতু, মাটি, জল, ঋক্, যজুঃ, সাম, চাতুর্হোত্র, যজ্ঞের নাম, মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, অগ্নিসোমাদি দেবতাদের নাম, কল্প (বৌধায়নাদি কর্মপদ্ধতিগ্রন্থ), সংকল্প, তন্ত্র (অনুষ্ঠানপদ্ধতি), গতি (বিষ্ণু, ধ্রুব প্রভৃতি লোক), মতি (নানা দেবতার ধ্যান), শ্রদ্ধা, প্রায়শ্চিত্ত ও সমর্পণ (কৃত কর্মের ফল শ্রীভগবানে অর্পণ) প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞসম্ভার আমি যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম॥ ২৪-২৬ ॥ এইভাবে যজ্ঞ-পুরুষ শ্রীভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকেই সব কিছু সামগ্রী আহরণ করে আমি সেই সামগ্রী দিয়েই সেই যজ্ঞপুরুষ পরমাত্মাকে যজ্ঞদ্বারা অর্চনা করেছিলাম॥ ২৭ ॥ তারপর মরীচি প্রমুখ তোমার অগ্রজ এই নয়জন প্রজাপতি সমাহিতচিত্তে বিরাট এবং অন্তর্যামীরূপে স্থিত সেই পরমপুরুষের আরাধনা করেছিলেন॥ ২৮ ॥ তদনন্তর যথাসময়ে বৈবস্বত প্রমুখ মনুগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, দৈত্যগণ ও মনুষ্যগণ নানা যজ্ঞানুষ্ঠানে যজ্ঞপুরুষের অর্চনা করেছেন॥ ২৯ ॥ হে নারদ ! ভগবান স্বয়ং ত্রিগুণাতীত হয়েও বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করবার জন্যে মায়ার দ্বারা বিভিন্ন গুণ স্বীকার করে নেন, সেই পরমপুরুষ ভগবান নারায়ণেই এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত॥ ৩০ ॥ তাঁরই প্রেরণায় আমি এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করি। তাঁরই অধীন হয়ে রুদ্র এই বিশ্ব সংহার করেন এবং তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে এই সৃষ্টির পালন করেন। কারণ তিনি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন॥ ৩১ ॥ হে বৎস নারদ ! তুমি যা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি তার উত্তর দিলাম ; ভাব বা অভাব, কার্য ও কারণাত্মক এমন কোনো বস্তুই নেই যা শ্রীভগবান থেকে পৃথক ॥ ৩২ ॥

[১]প্রা.পা.—যজ্ঞেষু। [২]প্রা.পা.—রেতৈঃ। [৩]প্রা.পা.—কালমীজিরে।

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
নৈ[১] বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ॥ ৩৩

হে বৎস নারদ ! আমি পরমভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকি, সেইজন্য আমার বাক্য কখনো অসত্য প্রকাশ করে না, আমার মন কখনো অসত্য সংকল্প করে না এবং আমার ইন্দ্রিয়সকলও কখনো মর্যাদা অতিক্রম করে অসৎপথে ধাবিত হয় না॥ ৩৩ ॥

সোঽহং সমাম্নায়ময়স্তপোময়ঃ
প্রজাপতীনামভিবন্দিতঃ পতিঃ।
আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিত-
স্তং নাধ্যগচ্ছং যত আত্মসম্ভবঃ॥ ৩৪

যে বেদপাঠে সকলে মহাবিজ্ঞ হয় সেই বেদ প্রথমে আমার মুখ থেকেই নির্গত হয়েছিল তাই আমি বেদমূর্তি। তপস্যা করে আমি সিদ্ধিলাভ করেছি তাই আমার জীবন তপস্যাময় এবং সমস্ত প্রজাপতিগণ আমাকে বন্দনা করে থাকেন এবং আমি তাঁদের প্রভু। সমাহিতচিত্তে কঠোরভাবে যোগের সর্বাঙ্গসাধন করেছি কিন্তু তবুও যে ভগবান থেকে আমার উৎপত্তি, তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারিনি॥ ৩৪ ॥ (কারণ তিনি তো একমাত্র ভক্তির দ্বারাই লভ্য)।

নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং
ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্।
যো[২] হ্যাত্মমায়াবিভবং স্ম পর্যগাদ্
যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ॥ ৩৫

আমি তো পরম মঙ্গলময় এবং শরণাগত মুমুক্ষুগণের ভববন্ধনমোচনকারী পরম কল্যাণস্বরূপ সেই ভগবানের শ্রীচরণেই প্রণাম জানাচ্ছি। তাঁর মায়ার শক্তি অপরিমেয় ; আকাশ যেমন নিজের অন্ত পায় না সেইরকমই তিনিও তাঁর নিজের মায়াবৈভবের অন্ত পান না। এই অবস্থায় অন্যের কথা আর কী বলার আছে ? ॥ ৩৫ ॥

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদু-
র্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্মিতং চাত্মসমং[৩] বিচক্ষ্মহে॥ ৩৬

আমি (ব্রহ্মা), আমার পুত্র তোমরা (নারদাদি) ঋষিগণ এবং স্বয়ং মহাদেবও তাঁর সত্যস্বরূপ জানেন না ; অন্যান্য দেবতারাও যে জানবেন না এ বিষয় তো বলাই বাহুল্য। সকলেই তাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে তাঁর মায়াশক্তিতে রচিত জগৎ সংসারকেও সম্যক বুঝতে পারেন না, কেবলমাত্র নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে এই প্রপঞ্চের স্বরূপ ও তত্ত্ব নির্ধারণ করে থাকেন॥ ৩৬ ॥

যস্যাবতারকর্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৩৭

যে ভগবানের অবতারলীলাসকল আমরা কীর্তন করে থাকি কিন্তু তার তত্ত্ব অনুভব করতে পারি না—সেই ভগবানের শ্রীচরণে আমি বারংবার প্রণাম জানাই॥ ৩৭ ॥

স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ[৪]।
আত্মাঽঽত্মন্যাত্মনাঽঽত্মানং সংযচ্ছতি[৫] চ পাতি চ॥ ৩৮

তিনি অজ (জন্মরহিত), তিনি পুরুষোত্তম। প্রতি কল্পে তিনি স্বয়ং নিজে নিজের দ্বারা নিজেকে (এই বিশ্বকে) সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন॥ ৩৮ ॥

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥ ৩৯

তিনি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ এবং অন্তর্যামীরূপে একরসে অবস্থিত। তিনি সত্যস্বরূপ এবং পূর্ণ ; না আছে তাঁর আদি না আছে অন্ত।

[১]প্রা.পা.—ন কর্হিচিন্মে। [২]প্রা.পা.—যত্ত্বাত্মমায়াবিভবং স্বয়ং গতো যথা। [৩]প্রা.পা.—স্বাত্ম.। [৪]প্রা.পা.—হসৃজৎ প্রজাঃ। [৫]প্রা.পা.—সমং গৃহ্ণতি পাতি।

ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্॥ ৪০

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥ ৪১

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা
দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা
নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ॥ ৪২

গন্ধর্ববিদ্যাধরচারণেশা
যে যক্ষরক্ষোরগনাগনাথাঃ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ[১] পিতৃণাং
দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ।
অন্যে চ যে প্রেতপিশাচভূত-
কূষ্মাণ্ডযাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ॥ ৪৩

যৎ কিং চ লোকে ভগবন্মহস্ব-
দোজঃসহস্বদ্ বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং
তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্॥ ৪৪

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি
লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষা-
ননুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্॥ ৪৫

তিনি ত্রিগুণরহিত, সনাতন ও অদ্বিতীয়॥ ৩৯ ॥ হে নারদ ! দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ শ্রীগোবিন্দে সমর্পণ-কারী প্রশান্তচিত্ত মননশীল মুনিগণ সেই পরমানন্দঘনবিগ্রহ ভগবানের তত্ত্ব জানতে পারেন, তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিসম্বন্ধশূন্য অশুদ্ধচিত্ত অসৎ জনের দ্বারা কুতর্কজালে মন আবৃত হলে তখন তাঁর সেই রূপ তিরোহিত হয়ে থাকে॥ ৪০ ॥ পরমপুরুষের প্রথম অবতার প্রকৃতি প্রবর্তক বিরাট পুরুষ ; তিনি ছাড়া কাল স্বভাব, কার্য, কারণ, মন, পঞ্চভূত, অহংকার, তিনগুণ, ইন্দ্রিয়সমূহ, ব্রহ্মাণ্ড-শরীর, বৈরাজপুরুষ (সমষ্টিজীব হিরণ্যগর্ভ), স্থাবর, জঙ্গম জীব—সব কিছুই সেই অনন্ত ভগবানেরই রূপ॥ ৪১ ॥ সৃষ্টিকর্তা আমি (ব্রহ্মা), সংহারকর্তা রুদ্র, পালনকর্তা বিষ্ণু, দক্ষ প্রমুখ প্রজাপতিগণ, তুমি অর্থাৎ নারদ প্রমুখ মুনিগণ, স্বর্গের অধিপতিগণ, ভুবর্লোকের অধিপতিগণ, মনুষ্যলোকের নৃপতিগণ, পাতালের অধিপতিগণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও চারণপতিগণ ; যক্ষ, রক্ষ, উরগ ও নাগপতি ; মহর্ষি, পিতৃলোকের অধিপতিগণ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর, দানবরাজ ; আরো অন্যান্য প্রেত-পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলজন্তু, মৃগ ও পক্ষিগণের অধিপতি এবং সংসারে আরো যত রকম বস্তু-ঐশ্বর্য-তেজ-ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত, মানসিক ও শারীরিক বলশালী ও ক্ষমাশীল অথবা যতরকম বিশেষ সৌন্দর্য, লজ্জা, বৈভব তথা বিভূতিযুক্ত বিষয় আছে এবং যতরকম আশ্চর্য-বর্ণযুক্ত, রূপবান বা অরূপ পদার্থ আছে—এই সব কিছুই পরমতত্ত্বময় ভগবৎস্বরূপই অর্থাৎ তাঁর অংশরূপ বিভূতি॥ ৪২-৪৪ ॥ হে দেবর্ষি নারদ ! পূর্বোক্ত রূপ ছাড়া পরমপুরুষ, পরমাত্মার পরম পবিত্র এবং মুখ্য লীলাবতারও শাস্ত্রে কথিত আছে। সেই সবই ক্রমশ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করব। সেই চরিত্র শ্রবণমধুর এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের মালিন্য বিনাশকারী। তুমি ভক্তিভরে মনোযোগ দিয়ে তা শোনো॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ[২]॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

[১]প্রা.পা.—মৃষয়ঃ। [২]প্রাচীন বইয়ে এর আগে 'পুরুষসংস্থানুবর্ণনং'—বেশি পাঠ আছে।

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

ভগবানের লীলা-অবতারের বর্ণনা

ব্রহ্মোবাচ

যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং
তং দ্রংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার॥ ১

জাতো রুচেরজনয়ৎ সুয়মান্ সুযজ্ঞ
আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াম্।
লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্ যদার্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ॥ ২

জজ্ঞে চ কর্দমগৃহে দ্বিজ দেবহূত্যাং
স্ত্রীভিঃ সমং নবভিরাত্মগতিং স্বমাত্রে।
ঊচে যয়াঽত্মশমলং গুণসঙ্গপঙ্ক-
মস্মিন্ বিধূয় কপিলস্য গতিং প্রপেদে॥ ৩

অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো
দত্তো ময়াহমিতি যদ্ ভগবান্ স দত্তঃ।
যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ॥ ৪

তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে[1]
আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।
প্রাক্কল্পসম্প্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং
সম্যগ্ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্॥ ৫

ব্রহ্মা বললেন—হে নারদ ! অনন্তশক্তি ভগবান প্রলয়জলধিতে নিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য সর্বযজ্ঞনিকেতন বরাহ শরীর ধারণ করেছিলেন। তখনই সুপ্রসিদ্ধ আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ সেই মহাসমুদ্রের মধ্যেই যুদ্ধ করার জন্য তাঁর কাছে এল। দেবরাজ ইন্দ্র নিজের বজ্র দিয়ে পর্বতসমূহের ডানা কেটে যেমন তাদের বিদীর্ণ করেছিলেন সেইভাবে বরাহভগবানও হিরণ্যাক্ষকে দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করেছিলেন। তারপর এককল্পে তিনি রুচিনামক প্রজাপতির পত্নী আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নাম নিয়ে তাঁর পুত্ররূপে অবতার গ্রহণ করেন। সেই অবতারে তিনি স্বীয় ভার্যা দক্ষিণার গর্ভে সুযম নামক দেবতাদের জন্ম দিয়েছিলেন এবং ত্রিলোকের ঘোরতর দুঃখ হরণ করেছিলেন। এইজন্য স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর 'হরি' নামকরণ করেছিলেন। হে নারদ ! কর্দম প্রজাপতির ঘরে তাঁর পত্নী দেবহূতির গর্ভে নয়টি ভগিনীর সাথে শ্রীভগবান কপিল রূপে অবতার গ্রহণ করেন। নিজের মাতাকে কপিলদেব আত্মজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই আত্মজ্ঞানের দ্বারা তাঁর মাতা সেই জন্মেই বিষয়সঙ্গজনিত মলিনতা সম্পাদক ত্রিগুণাত্মিকা আসক্তি ত্যাগ করে কপিলবৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ৩ ॥ মহর্ষি অত্রি ভগবানকে পুত্ররূপে কামনা করেছিলেন। তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীহরি 'আমি নিজেকে তোমায় দান করলাম' এই কথা বলেছিলেন। এর ফলে তিনি যে অবতার গ্রহণ করেন সেই অবতারে তাঁর নাম হয় 'দত্ত' (দত্তাত্রেয়)। তাঁর চরণধূলির কণিকাস্পর্শে রাজা যদু ও সহস্রার্জুন প্রমুখ সকলে ধ্যানসিদ্ধি এবং ঐহিক ভোগ ও পারত্রিক মোক্ষরূপ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন॥ ৪ ॥ হে নারদ ! সৃষ্টির পূর্বে বিবিধ লোক সৃষ্টি করবার মানসে আমি যে তপস্যা করেছিলাম সেই তপস্যা ভগবানে অর্পণ করেছিলাম বলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে 'তপ' অর্থবহ 'সন' নামযুক্ত সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চার রূপে অবতীর্ণ হন। এই

[1]প্রা.পা.—যা।

ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট[১] মূর্ত্যাং
নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ[২]।
দৃষ্ট্বাঽত্মনো ভগবতো নিয়মাবলোপং
দেব্যস্ত্বনঙ্গপৃতনা ঘটিতুং ন শেকুঃ॥ ৬

কামং দহন্তি কৃতিনো ননু রোষদৃষ্ট্যা
রোষং দহন্তমুত তে ন দহন্ত্যসহ্যম্।
সোঽয়ং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি
কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃ শ্রয়েত॥ ৭

বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো
বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি।
তস্মা অদাদ্ ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো
দিব্যাঃ স্তুবন্তি মুনয়ো যদুপর্যধস্তাৎ॥ ৮

যদ্বেণমুৎপথগতং দ্বিজবাক্যবজ্র-
বিপ্লুষ্টপৌরুষভগং নিরয়ে পতন্তম্।
ত্রাত্বার্থিতো জগতি পুত্রপদং চ লেভে
দুগ্ধা বসূনি বসুধা সকলানি যেন॥ ৯

নাভেরসাবৃষভ আস সুদেবিসূনু-
র্যো বৈ চচার সমদৃগ্ জড়যোগচর্যাম্।
যৎপারমহংস্যমৃষয়ঃ পদমামনন্তি
স্বস্থঃ প্রশান্তকরণঃ পরিমুক্তসঙ্গঃ॥ ১০

অবতারে তিনি পূর্বকল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট আত্মতত্ত্ব এই কল্পে সম্যকরূপে শিষ্যদের উপদেশ করেছিলেন। সেই মুনিগণ এই আত্মজ্ঞান শ্রবণমাত্রই হৃদয়ে আত্মসাক্ষাৎকার করেছিলেন॥ ৫ ॥ ধর্মের পত্নী দক্ষকন্যা মূর্তির গর্ভে অসাধারণ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন নর ও নারায়ণরূপে তিনি অবতীর্ণ হন। ইন্দ্রপ্রেরিত কামদেবের সেনাস্বরূপ তপোভঙ্গকারিণী অপ্সরাগণ তাঁর সামনে যাওয়া মাত্রই তাদের স্বভাব ভুলে গিয়েছিল। তাদের ছলা কলা দিয়ে আত্মস্বরূপ ভগবানের তপস্যায় তাঁরা বিঘ্ন ঘটাতে সমর্থ হননি॥ ৬ ॥ হে নারদ ! রুদ্র প্রমুখ দেবতাগণ ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা কামদেবকে ভস্ম করেছিলেন কিন্তু নিজেকে নিজে দগ্ধকারী সেই অসহ্য ক্রোধকে তাঁরা দমন করতে সমর্থ হননি। সেই কামজয়িগণেরও ওপর বিজয়কারী ক্রোধ নরনারায়ণের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রবেশ করার আগেই ভয়ে কাতর হয়ে কেঁপে ওঠে। কাজেই তাঁর হৃদয়ে কাম কী করে প্রবেশ করতে পারে ? ॥ ৭ ॥ নিজের পিতা রাজা উত্তানপাদের পাশে বসে থাকা বালক ধ্রুব তাঁর বিমাতার বাক্যবাণে আহত হন। সেই গ্লানিতে শৈশব অবস্থায় তিনি তপস্যার জন্যে বনে গমন করেন। তাঁর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁকে দর্শন দেন এবং ধ্রুবকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন। এই ধ্রুবলোককে স্বর্গবাসী দিব্য মহর্ষিগণ আজও প্রদক্ষিণ করে স্তুতি করেন॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণদের অভিশাপরূপ বজ্রে উন্মার্গগামী রাজা বেনের ঐশ্বর্য ও পৌরুষ জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং সে নরকগামী হয়। মুনিঋষিদের প্রার্থনায় ভগবান সেই বেনের শরীর মন্থন থেকে পৃথু রূপে অবতার গ্রহণ করে বেনকে নরক থেকে ত্রাণ করে 'পুত্র' (পুত্র শব্দের অর্থ হল 'পুৎ' নামক নরক থেকে রক্ষা করে যে) নামের সার্থকতা সম্পাদন করেছিলেন। এই পৃথু অবতারেই তিনি জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবীকে গো-রূপে দোহন করে বহু রত্ন ও অন্নাদি আহরণ করেছিলেন॥ ৯ ॥ রাজা নাভির পত্নী সুদেবীর গর্ভে ভগবান ঋষভদেবরূপে জন্ম নিয়েছিলেন। এই অবতারে শব্দাদি বিষয়ে আসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী হয়ে নিজ স্বরূপে অবস্থিত থেকে তিনি জড়ের

[১]প্রা.পা.—ভবৎস্বমূর্ত্যা। [২]প্রা.পা.—প্রভাবাৎ।

সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো[১]
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ॥ ১১

মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ
ক্ষোণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে[২]
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্॥ ১২

ক্ষীরোদধাবমরদানবযূথপানা-
মুন্মথ্নতামমৃতলব্ধয় আদিদেবঃ।
পৃষ্ঠেন কচ্ছপবপুর্বিদধার গোত্রং
নিদ্রাক্ষণোঽদ্রিপরিবর্তকষাণকণ্ডূঃ[৩]॥ ১৩

ত্রৈবিষ্টপোরুভয়হা স নৃসিংহরূপং
কৃত্বা ভ্রমদ্ভ্রুকুটিদংষ্ট্রকরালবক্ত্রম্।
দৈত্যেন্দ্রমাশু গদয়াভিপতন্তমারা-
দূরৌ নিপাত্য বিদদার নখৈঃ স্ফুরন্তম্॥ ১৪

অন্তঃসরস্যুরুবলেন পদে গৃহীতো
গ্রাহেণ যূথপতিরম্বুজহস্ত আর্তঃ।
আহেদমাদিপুরুষাখিললোকনাথ
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয়॥ ১৫

শ্রুত্বা হরিস্তমরণার্থিনমপ্রমেয়[৪]-
শ্চক্রায়ুধঃ পতগরাজভুজাধিরূঢ়ঃ।
চক্রেণ নক্রবদনং বিনিপাট্য তস্মা-
দ্ধস্তে প্রগৃহ্য ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার॥ ১৬

জ্যায়ান্ গুণৈরবরজোঽপ্যদিতেঃ সুতানাং
লোকান্ বিচক্রম ইমান্ যদথাধিযজ্ঞঃ।
ক্ষ্মাং বামনেন জগৃহে ত্রিপদচ্ছলেন
যাচ্ঞামৃতে পথি চরন্ প্রভুভির্ন চাল্যঃ॥ ১৭

মতো নিত্যসমাধিযোগ আচরণ করেছিলেন। এই জড়যোগ-চর্যাকে মহর্ষিগণ পরমহংসপদ বা অবধূতচর্যা বলে থাকেন॥ ১০ ॥ এরপর সেই যজ্ঞমূর্তি ভগবান আমার যজ্ঞে সুবর্ণকান্তি হয়গ্রীবরূপে অবতার গ্রহণ করেন। ভগবানের এই রূপ বেদময়, যজ্ঞময় ও সর্বদেবময় ছিল। তাঁর নিশ্বাস নির্গমনের সময় নাসাপুট থেকে কমনীয় বেদবাক্য সকল আবির্ভূত হয়েছিল ॥ ১১ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে ভাবী মনু সত্যব্রত মৎস্যরূপে ভগবানকে প্রথম দর্শন করেন। সেই প্রলয়ের সময় শ্রীভগবান পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবের আশ্রয় হয়ে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন। প্রলয়কালে সেই ভয়ংকর সলিলসাগরে আমার মুখ থেকে বেদ স্খলিত হওয়াতে শ্রীভগবান মৎস্যরূপে সেই বেদ গ্রহণ করে আনন্দ সহকারে তার মধ্যে বিহার করেছিলেন॥ ১২ ॥ মুখ্য মুখ্য দেবগণ ও অসুরগণ অমৃতপ্রাপ্তির আশায় ক্ষীরসাগরকে মন্থনের সময় শ্রীভগবান কূর্মরূপে নিজের পৃষ্ঠদেশে মন্থনদণ্ডরূপে মন্দরপর্বতকে ধারণ করেছিলেন। মন্দর পর্বতের ঘর্ষণরূপ কণ্ডুয়নে তিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করেছিলেন॥ ১৩ ॥ দেবতাদের মহাভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে সেই ভগবান ভ্রূকুটীকুটিল, ঘোরদংষ্ট্রা করালবদনে নৃসিংহরূপ ধারণ করে ক্রোধে কম্পিত গদার দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হিরণ্যকশিপুকে নিজ উরুদেশে স্থাপন করে নিমেষের মধ্যেই ভীষণ নখ দিয়ে তার বক্ষবিদারণ করেছিলেন॥ ১৪ ॥

সরোবর মধ্যে ভীষণ কুমীর দ্বারা মহাবলশালী গজেন্দ্র পায়ে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে নিজের শুঁড় দিয়ে পদ্মফুল গ্রহণ করে ভগবানের কাছে আর্তস্বরে আবেদন করেছিল—'হে আদিপুরুষ ! হে সর্বলোকনাথ ! হে পবিত্রকীর্তি ! হে শ্রবণমঙ্গলনামধেয় !'॥ ১৫ ॥ তার কাতর আর্তনাদ শুনে অনন্তশক্তি ভগবান চক্রপাণি সেখানে গরুড়পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে এসে নিজের সুদর্শন চক্র দিয়ে কুমীরের মস্তক ছেদন করে শরণাগত গজেন্দ্রের শুঁড় ধরে তুলে এনে কৃপাপূর্বক তার উদ্ধার করেছিলেন॥ ১৬ ॥ অদিতির ছেলেদের মধ্যে ভগবান বামন সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু গুণদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। কারণ

[১]প্রা.পা.—শীর্ষশীর্ষা। [২]প্রা.পা.—মখাত্মা। [৩]প্রা.পা.—নিদ্রে.। [৪]প্রা.পা.—হরিঃ স্বম.।

নার্থো বলেরয়মুরুক্রমপাদশৌচ-
মাপঃ শিখা ধৃতবতো বিবুধাধিপত্যম্‌।
যো বৈ প্রতিশ্রুতমৃতে ন চিকীর্ষদন্য-
দাত্মানমঙ্গ শিরসা[১] হরয়েঽভিমেনে।। ১৮

তুভ্যং চ নারদ ভৃশং ভগবান্‌ বিবৃদ্ধ-
ভাবেন সাধুপরিতুষ্ট উবাচ যোগম্‌।
জ্ঞানং চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
যদ্‌বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব।। ১৯

চক্রং চ দিক্ষ্ববিহতং দশসু স্বতেজো
মন্বন্তরেষু মনুবংশধরো বিভর্তি।
দুষ্টেষু রাজসু দমং ব্যদধাৎ স্বকীর্তিং
সত্যে ত্রিপৃষ্ঠ উশতীং প্রথয়ংশ্চরিত্রৈঃ।। ২০

ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্‌ স্বয়মেব কীর্তি-
র্নাম্না নৃণাং পুরুরুজাং রুজ আশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুন্ধ[২]
আয়ুশ্চ বেদমনুশাস্ত্যবতীর্য লোকে।। ২১

ক্ষত্রং ক্ষয়ায় বিধিনোপভৃতং মহাত্মা
ব্রহ্মধ্রুগুজ্ঝিতপথং নরকার্তিলিপ্সু।
[৩]উদ্ধন্ত্যসাববনিকণ্টকমুগ্রবীর্য-
স্ত্রিঃসপ্তকৃত্ব উরুধারপরশ্বধেন।। ২২

এই অবতারে যজ্ঞপুরুষ ভগবান দৈত্যরাজ বলির থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে ত্রিপাদভূমি গ্রহণের ছলে বলিরাজের রাজ্য গ্রহণ করেছিলেন। বামন বেশে তিনি ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করে ত্রিভুবন তো নিয়েই নিলেন উপরন্তু এই শিক্ষাও দিলেন যে নিগ্রহ বা অনুগ্রহে সমর্থ হয়েও ধর্মপথে অবস্থিত ব্যক্তিকে প্রার্থনা বা ভিক্ষা ছাড়া অন্যভাবে বলপূর্বক পদচ্যুত বা ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট করা যায় না।। ১৭ ।।

দৈত্যরাজ বলি নিজের মস্তকে স্বয়ং বামনভগবানের চরণকমল ধারণ করেছিলেন। সেই বলিরাজের কাছে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তিও কোনো পুরুষার্থ নয়, অর্থাৎ অভিলষিত নয়। নিজ গুরু শুক্রাচার্যের নিষেধ সত্ত্বেও বলিরাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে চ্যুত হননি। এমন কী ভগবানের তৃতীয় চরণ স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।। ১৮ ।। হে নারদ! তোমার প্রেমাভক্তিতে অতীব সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীভগবান হংসাবতারে তোমাকে যোগ, জ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রকাশক ভাগবতধর্ম উপদেশ করেছিলেন, এই ভাগবতধর্ম কেবলমাত্র বাসুদেবের শরণাগত ভক্তেরাই অনায়াসে লাভ করে থাকেন।। ১৯ ।। সেই শ্রীভগবানই স্বায়ম্ভুবাদি মন্বন্তরে মনুরূপে অবতার গ্রহণ করে মনুবংশ পালক হয়ে দশদিকে সুদর্শন চক্রতুল্য অপ্রতিহত তেজে নিষ্কণ্টক রাজত্ব করেন। ত্রিলোকের ঊর্ধ্বেও সত্যলোক পর্যন্ত তাঁর কমনীয় কীর্তি বিস্তার করে দুষ্ট রাজাদের দণ্ডদানও করে থাকেন।। ২০ ।। সেই ভগবান জগতে স্বয়ং মূর্তিমান কীর্তিস্বরূপ ও চিরায়ু-প্রদাতা ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হয়ে কেবলমাত্র তাঁর নামের দ্বারাই মানুষের মহারোগ আরোগ্য করেন। অমৃতপান করিয়ে তিনি দেবতাদের অমরত্ব প্রদান করেন এবং অসুরকবলিত যজ্ঞভাগ দেবগণকে পুনরায় প্রদান করেন। এই অবতারে তিনি আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রবর্তন করেন।। ২১ ।। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণদ্রোহী শাস্ত্রমর্যাদা উল্লঙ্ঘনকারী উন্মার্গগামী ক্ষত্রিয়গণ নিজেদের বিনাশের জন্য দৈবপ্রেরিত হয়ে যখন পৃথিবীর কণ্টক হয়ে উঠল তখন

[১]প্রা.পা.—মনসা। [২]প্রা.পা.—রবাপ দুঃখমায়ুশ্চ। [৩]প্রা.পা.—উদ্যন্ত্যসাব.।

অস্মৎপ্রসাদসুমুখঃ কলয়া কলেশ
ইক্ষ্বাকুবংশ অবতীর্য গুরোর্নিদেশে।
তিষ্ঠন্ বনং সদয়িতানুজ আবিবেশ
যস্মিন্ বিরুধ্য দশকন্ধর আর্তিমার্চ্ছৎ॥ ২৩

যস্মা অদাদুদধিরূঢ়ভয়াঙ্গবেপো
মার্গং সপদ্যরিপুরং হরবদ্ দিধক্ষোঃ।
দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা
তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ॥ ২৪

বক্ষঃস্থলস্পর্শরুগ্‌ণমহেন্দ্রবাহ-[১]
[২]দন্তৈর্বিড়ম্বিতককুব্জুষ[৩] ঊঢ়হাসম্।
সদ্যোঽসুভিঃ সহ বিনেষ্যতি দারহর্তু-
র্বিস্ফূর্জিতৈর্ধনুষ উচ্চরতোঽধিসৈন্যে[৪]॥ ২৫

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥ ২৬

তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়া-
স্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।
যদ্ রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্বা
উন্মূলনং ত্বিতরথার্জুনয়োর্ন ভাব্যম্॥ ২৭

যদ্ বৈ ব্রজে ব্রজপশূন্ বিষতোয়পীথান্
পালাংস্ত্বজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা।
তচ্ছুদ্ধয়েঽতিবিষবীর্যবিলোলজিহ্ব-
মুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাম্॥ ২৮

শ্রীভগবান পরশুরামরূপ অবতার ধারণ করে তীক্ষ্ণধার পরশু দ্বারা একুশবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করে দেন॥ ২২ ॥ মায়াপতি ভগবান আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ প্রমুখ নিজ অংশসহ রামচন্দ্ররূপে ইক্ষ্বাকুবংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই অবতারে পিতার আদেশ পালনার্থে নিজ পত্নী ও ভাইয়ের সাথে বনবাস করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে বিরোধাচরণ করে রাবণ তাঁর হাতে মৃত্যুবরণ করেন॥ ২৩॥ ত্রিপুর-দহনেচ্ছু শঙ্করের মতো শ্রীরামচন্দ্র শত্রুনগরী লঙ্কাপুরী ধ্বংস করার জন্য যখন সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হলেন তখন সীতা বিয়োগজনিত ভয়ংকর ক্রোধারক্ত দৃষ্টিতে তাঁর নয়নদ্বয় এমন রক্তবর্ণ হয়েছিল যে সেই দৃষ্টিতে ভীত হয়ে সমুদ্রমধ্যস্থ মকর, সর্প ও কুমীরসমূহ পর্যন্ত পরিতপ্ত হয়েছিল এবং সমুদ্র কম্পিত কলেবরে তাঁর লঙ্কা গমনের পথ প্রদান করেছিলেন॥ ২৪ ॥ রাবণের কঠোর বক্ষঃস্থল সংঘাতে ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের দন্ত ভগ্ন হয়ে চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তার ফলে ধবল বর্ণে চতুর্দিকে ধবলিত হয়। দিগ্বিজয়ী রাবণ সেই গর্বে ফুলে উঠে হেসেছিল। সেই রাবণই যখন শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে গর্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর টংকারেই তার সগর্ব হাসি প্রাণের সাথে শেষ হয়ে গেল॥ ২৫ ॥

অসুর সৈন্যদের অত্যাচারে দুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য ভগবান তাঁর শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ নিয়ে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে কলাবতার গ্রহণ করবেন*। সেই অবতারে নিজ অসাধারণ মাধুর্য ও মহিমা প্রকাশ করে এমন লীলা করবেন যে জগতের মানুষ সেই লীলার দুর্জ্ঞেয় রহস্য বুঝতেই পারবে না॥ ২৬ ॥ শৈশবেই পূতনা রাক্ষসীর প্রাণহরণ, তিনমাস বয়সে পদাঘাতে শকটভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়ে যেতে যেতে গগনস্পর্শী যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের মূলোৎপাটন প্রভৃতি অলৌকিক লীলা শ্রীভগবানের স্বমাধুর্য সম্পদ প্রকাশের

[১]প্রা.পা.—ভগ্নমহে.। [২]প্রা.পা.—বিলম্বিত.। [৩]প্রা.পা.—জয়রূঢ়। [৪]প্রা.পা.—তোঽহরি.।

*কেশ অর্থাৎ চুলরাশিকে অবতার বলার তাৎপর্য হল, পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য ভগবানের একটি চুলই যথেষ্ট। এছাড়াও শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের দেহের কান্তির বর্ণনার জন্য তাঁদের ক্রমশ সাদা ও কালো কেশের অবতাররূপী বলা হয়েছে। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ হলেন পূর্ণপুরুষ স্বয়ং ভগবান—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

তৎ কর্ম দিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং
দাবাগ্নিনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে।
উন্নেষ্যতি ব্রজমতোঽবসিতান্তকালং[১]
নেত্রে পিধায্য সবলোঽনধিগম্যবীর্যঃ।। ২৯

গৃহ্ণীত যদ্ যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা
শুল্বং সুতস্য ন তু তৎ তদমুষ্য মাতি।
যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী
সংবীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাঽঽসীৎ।। ৩০

নন্দং চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্ বরুণস্য পাশাদ্
গোপান্ বিলেষু পিহিতান্ ময়সূনুনা চ।
অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ
লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি[২] গোকুলং স্ম।। ৩১

গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায়
দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ।
ধর্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্ত দিনানি সপ্ত-
বর্ষো মহীধ্রমনঘৈককরে সলীলম্।। ৩২

ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্যাং
রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন।
উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্বধূনাং
হর্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য।। ৩৩

ইচ্ছাব্যতীত কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।। ২৭ ।। কালীয়-নাগের বিষে দূষিত যমুনার জল পান করে গোপবালক এবং বাছুররা মারা যাবে। তখন তিনি নিজ সুধামাখা দৃষ্টি বর্ষণ করেই তাঁদের পুনর্জীবিত করে দেবেন এবং যমুনার জলকে শুদ্ধ করার জন্য সেখানে জলক্রীড়া করতে করতে প্রচণ্ড বিষবীর্যে লোলজিহ্ব কালীয়নাগকে সেই যমুনা থেকে বিতাড়িত করবেন।। ২৮ ।। সেই দিনই রাত্রিবেলা যখন সব ব্রজবাসিগণ ওই যমুনা তীরে নিদ্রিত থাকবে তখন গ্রীষ্মকালীন দাবদাহে বিশুষ্ক মুঞ্জাটবী রাত্রিবেলা দাবানলের রূপ ধারণ করে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তখন বলরামের সাথে নিদ্রিত ব্রজবাসিগণের আসন্নমৃত্যু জেনে তাদের চোখ বুজিয়ে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করবেন। তাঁর এই লীলাও অলৌকিকই হবে। তাঁর শক্তি তো অচিন্ত্যই বটে।। ২৯ ।। শ্রীকৃষ্ণজননী যশোদা ছেলেকে বাঁধবার জন্য যত দড়ি আনবেন, সব দড়িই তাঁর কোমরের পক্ষে ছোট হয়ে যাবে—দু'আঙুল ছোট থেকে যাবে। আবার নিদ্রাবশে হাই তুললে শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে চতুর্দশ ভুবন দেখতে পেয়ে প্রথমে তো যশোদা ভয়-ব্যাকুল হয়ে যাবেন, কিন্তু পরে ভগবদৈশ্বর্য বুঝতে সক্ষম হবেন।। ৩০ ।। বরুণের পাশ এবং অজগরের ভয় থেকে শ্রীকৃষ্ণ নন্দরাজকে মুক্ত করবেন। ময়দানবের পুত্র ব্যোমাসুর যখন গোপবালকদের পাহাড়ের গুহায় বন্ধ করে রাখবে তখন তিনি তাদেরও সেই বিপদ থেকে বাঁচাবেন। দিনের বেলা নিজ নিজ কাজকর্মে ব্যস্ত এবং সেই ক্লান্তিতে রাত্রিতে নিদ্রাসক্ত, গোকুলবাসীদের সাধনাহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজধাম বৈকুণ্ঠ লোকে নিয়ে যাবেন।। ৩১ ।। হে নিষ্পাপ নারদ! শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ব্রজবাসী গোপগণ ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করে দেওয়াতে, ব্রজভূমি ভাসিয়ে দেবার জন্য ইন্দ্র চারদিক থেকে মুষলধারে অবিশ্রান্ত বর্ষণ শুরু করে দেবেন। শ্রীভগবান ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য সাত বছর বয়সেই সাতদিন ধরে গোবর্ধন পর্বতকে ব্রজভূমির ওপর বাম হাতে ছাতার মতো ধারণ করে থাকবেন।। ৩২ ।। বৃন্দাবনে বিহার-কালীন রাসলীলা মানসে পূর্ণচন্দ্রজ্যোৎস্নাধবলিত রজনীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধুর পদ ও মূর্চ্ছালাপযুক্ত বংশীধ্বনি করবেন। সেই ধ্বনি শ্রবণে গোপাঙ্গণাগণ

[১]প্রা.পা.—কালে। [২]প্রা.পা.—উপধাস্যতি

যে চ প্রলম্বখরদর্দুরকেশ্যরিষ্ট-
মল্লেভকংসযবনাঃ কুজপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ।
অন্যে চ শাল্বকপিবল্বলদন্তবক্র-
সপ্তোক্ষশম্বরবিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ॥ ৩৪

যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ
কাম্বোজমৎস্যকুরুকৈকয়সৃঞ্জয়াদ্যাঃ[১]।
যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীম-[২]
ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্॥ ৩৫

কালেন মীলিতধিয়ামবমৃশ্য নৃণাং
স্তোকায়ুষাং স্বনিগমো বত দূরপারঃ।
আবির্হিতস্ত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাং
বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম॥ ৩৬

দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং
পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ[৩]।
লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং
বেষং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্যম্॥ ৩৭

যর্হ্যালয়েষ্বপি সতাং ন হরেঃ[৪] কথাঃ স্যুঃ
পাখণ্ডিনো দ্বিজজনা বৃষলা নৃদেবাঃ।
স্বাহা স্বধা বষড়িতি স্ম গিরো ন যত্র
শাস্তা ভবিষ্যতি কলের্ভগবান্ যুগান্তে॥ ৩৮

সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ
স্থানে চ ধর্মমখমন্বমরাবনীশাঃ।
অন্তে ত্বধর্মহরমন্যুবশাসুরাদ্যা
মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ॥ ৩৯

বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরু কম্পযানম্॥ ৪০

সেই দিকে আসতে থাকলে পথিমধ্যে কুবেরানুচর শঙ্খচূড় যখন তাঁদের অপহরণের উদ্দেশ্যে সেখানে আসবে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার শিরশ্ছেদ করবেন॥ ৩৩ ॥ আর যে প্রলম্বাসুর, ধেনুকাসুর, বকাসুর, কেশী, অরিষ্টাসুর প্রভৃতি দৈত্য, চাণূরাদি মল্ল, কুবলয়াপীড় হাতি, কংস, কালযবন, ভৌমাসুর, মিথ্যাবাসুদেব, শাল্ব, দ্বিবিদ বানর, বল্বল, দন্তবক্র, রাজা নগ্নাজিতের সাতটি বৃষ, শম্বরাসুর, বিদূরথ এবং রুক্মী প্রভৃতি কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, কৈকয় এবং সৃঞ্জয় প্রভৃতি দেশের যুদ্ধদুর্মদ নৃপতিগণ ও ধনুর্ধারী বীরগণ সকলকে স্বয়ং ভগবানই বলরাম, ভীম এবং অর্জুন ইত্যাদি ছদ্মনামে নিধন করে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করবেন॥ ৩৪-৩৫ ॥

কালপ্রভাবে মানুষের আয়ু অল্প হবে, বুদ্ধি স্থূল হবে, তখন আর কেউ ভগবানের আজ্ঞারূপ বেদরাশি শিখতেও পারবে না, হৃদয়ঙ্গমও করতে পারবে না—এই বিবেচনা করে শ্রীভগবান সত্যবতীর গর্ভে ব্যাস রূপে প্রকট হয়ে যুগের প্রয়োজন অনুসারে বেদরূপবৃক্ষকে শাখা প্রশাখারূপে বিভাগ করবেন॥ ৩৬ ॥ দেবশত্রু অসুরগণ বেদোক্ত সাধনবলে ময় নামক দানব কর্তৃক রচিত অলক্ষ্যগতি বিবিধ পুরীর সাহায্যে লোক সকলের বিনাশ করতে থাকলে শ্রীভগবান তাদের বুদ্ধিভ্রংশকারী লোভনীয় বেশ ধারণ করে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়ে নানাবিধ উপধর্ম প্রচার করবেন॥ ৩৭ ॥ কলিযুগের অন্তে যখন ধার্মিক ব্যক্তিদের বাড়িতেও হরিকথা আলোচনায় বিঘ্ন ঘটবে ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শাস্ত্রাচারভ্রষ্ট হবে আর শূদ্রগণ রাজা হবে এবং স্বাহা, স্বধা, বষট্ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারিত হবে না, দেবতা-পিতৃগণের যজ্ঞশ্রাদ্ধের কথা পর্যন্ত শোনা যাবে না, তখন কলিযুগকে শাসন করার জন্য ভগবান কল্কি অবতার গ্রহণ করবেন॥ ৩৮ ॥ বিশ্বসৃষ্টির জন্য তপস্যা, নয়জন প্রজাপতি, মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ ও আমি ; সৃষ্টি রক্ষার জন্য ধর্ম, বিষ্ণু, মনু, দেবতা ও নৃপতিগণ ; বিশ্বসৃষ্টি সংহারের জন্য অধর্ম, রুদ্র এবং ক্রোধবশ নামক সর্প এবং অসুরগণ—এঁরা সকলেই ভগবানের মায়া বিভূতিরূপে প্রকট হন॥ ৩৯ ॥ নিজের বিদ্যা এবং প্রতিভা দিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি এই পৃথিবীর

[১]প্রা.পা.—কুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ। [২]প্রা.পা.—মৃধি পার্থভীমব্যা.। [৩]প্রা.পা.—রদৃশ্যমূর্তিঃ। [৪]প্রা.পা.—কথা হরেঃ।

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥ ৪১

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ[১]
সর্বাত্মনাঽশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥ ৪২

বেদাহমঙ্গ পরমস্য হি যোগমায়াং
যূয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্যঃ।
পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ
প্রাচীনবর্হির্ঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ॥ ৪৩

ইক্ষ্বাকুরৈলমুচুকুন্দবিদেহগাধি-
রঘ্বম্বরীষসগরা গয়নাহুষাদ্যাঃ।
মান্ধাত্রলর্কশতধন্বনুরন্তিদেবা
দেবব্রতো বলিরমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ॥ ৪৪

সৌভর্য্যুতঙ্কশিবিদেবলপিপ্পলাদ-[২]
সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ।
যেঽন্যে বিভীষণহনূমদুপেন্দ্রদত্ত-[৩]
পার্থার্ষ্টিষেণবিদুরশ্রুতদেববর্যাঃ[৪]॥ ৪৫

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥ ৪৬

প্রতিটি ধূলিকণারও সংখ্যা গণনা করতে পারেন তবুও সংসারে এমন কে আছে যে শ্রীভগবানের গুণসমূহ গণনা করতে সমর্থ ? তিনি যখন ত্রিবিক্রম অবতার ধারণ করে ত্রিলোকের পরিমাপ করছিলেন তখন তাঁর শ্রীচরণের অদম্য বেগে প্রকৃতিরূপ অন্তিম আবরণ থেকে আরম্ভ করে সত্যলোক পর্যন্ত সারা ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়েছিল। তখন তিনিই নিজ শক্তিতে তাকে স্থির রেখেছিলেন॥ ৪০ ॥ এই বিশ্বসৃষ্টি রচনা ও সংহারকারী মায়া তাঁর এক অচিন্ত্য শক্তিবৈভব। এই সব অনন্ত শক্তির আধার তাঁর স্বরূপকে না আমি জানি, না জানে তোমার অগ্রজ ওই সনকাদি মুনিগণ ; সুতরাং অন্যের কথা আর কী বলব ? এমন কী আদিদেব সহস্রবদন অনন্তদেব পর্যন্ত এই শ্রীহরির গুণকীর্তন করে আজও তার অন্ত পাননি॥ ৪১ ॥ যখন ব্যক্তি নিষ্কপটভাবে তার সর্বস্ব, এমন কী নিজেকেও শ্রীভগবানের চরণকমলে সমর্পণ করে তখন সেই অনন্ত ভগবান স্বয়ংই তাকে কৃপা করেন আর তাঁর সেই কৃপার পাত্র তাঁর দুস্তর যোগমায়া-বৈভব জানতে পারে এবং সেটি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। এইরকম ভগবদাশ্রিত ভক্তগণের শৃগালকুকুরভক্ষ্য নিজ ও পুত্রাদির দেহের প্রতি 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি হয় না॥ ৪২ ॥ হে নারদ ! পরম পুরুষের সেই যোগমায়া আমি জানতে পেরেছি, তোমরাও জেনেছ ; ভগবান শংকর, দৈত্যকুলভূষণ প্রহ্লাদ, শতরূপা, মনু, মনুপুত্র প্রিয়ব্রতাদি, প্রাচীনবর্হি, ঋভু এবং ধ্রুবও জানেন॥ ৪৩ ॥ এঁরা ছাড়া ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, যযাতি প্রমুখ এবং মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ তথা বিভীষণ, হনুমান, শুকদেব, অর্জুন, আর্ষ্টিষেণ, বিদুর ও শ্রুতদেব প্রমুখ সকলেই দেবমায়াকে জেনেছেন এবং অতিক্রম করেছেন॥ ৪৪-৪৫ ॥ শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ব্যক্তি-গণের স্বভাব এবং চরিত্র অনুসরণ যাঁরা করেন, সেই স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, ভীল প্রভৃতি যোগজ্ঞানাদি সর্ববিধ সাধনের অনধিকারী ব্যক্তিগণ এমন কী তির্যগ্‌যোনিজাত

[১]প্রা.পা.—দয়য়া হ্যনন্তঃ। [২]প্রা.পা.—পিপ্পলাদাঃ। [৩]প্রা.পা.—দত্তাঃ। [৪]প্রা.পা.—দেবভূপাঃ।

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।। ৪৭

তদ্ বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্ বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।
সধ্র্যঙ্[১] নিয়ম্য যতয়ো যমকর্তহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ।। ৪৮

স শ্রেয়সামপি বিভুর্ভগবান্ যতোঽস্য
ভাবস্বভাববিহিতস্য সতঃ প্রসিদ্ধিঃ।
দেহে স্বধাতুবিগমেঽনুবিশীর্যমাণে
ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীর্যতেঽজঃ[২]।। ৪৯

সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ।। ৫০

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং[৩] ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু।। ৫১

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সঙ্কল্প্য[৪] বর্ণয়।। ৫২

পশুপক্ষী পাপী জীবগণ পর্যন্ত তাঁর মায়াবৈভব জানতে এবং তা অতিক্রম করতে পারে ; অতএব যারা গুরু-মুখে পরমতত্ত্ব শ্রবণ করে তারা মায়াবৈভব জানতে এবং অতিক্রম করতে পারবে সে আর এমন কী কথা ? ।। ৪৬ ।। পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ হল সতত প্রশান্ত, নিত্য সুখস্বরূপ, অভয় এবং কেবল জ্ঞানস্বরূপ, তিনি মায়ামলশূন্য, বৈষম্য-রহিত, সৎ ও অসৎ দুইয়েরই উর্ধ্বে । লৌকিক অথবা বৈদিক কোনো শব্দই তাঁকে যথার্থভাবে বর্ণনা করতে পারে না। কেনো সাধনা বা তপস্যাদির ফলও শ্রীভগবান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। অন্যের আর কী কথা ! স্বয়ং মায়াও তাঁর সামনে যেতে শংকিত হয়ে দূরে সরে যায়।। ৪৭ ।। পরমপুরুষ ভগবানের সেই পরম পদকেই মুনিগণ নিত্য-সুখস্বরূপ, অনন্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন। সংযমী পুরুষ তাঁর মধ্যে মনকে সমাহিত করে স্থির হয়ে যান। বারিবর্ষণে সমর্থ স্বয়ং ইন্দ্রের যেমন কূপ-খননের জন্য কোদালের প্রয়োজন হয় না তেমনই সেই যোগিগণও অভেদ জ্ঞানের সাধনভূত কর্মসমূহ পরিত্যাগ করেন।। ৪৮ ।। শ্রীভগবান জীবের মোক্ষ ও ভোগরূপ সর্ববিধ কর্ম-ফলদাতা। কারণ শ্রীভগবানের প্রেরণাতেই জীব শুভ-কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকে। দেহের উপাদান পঞ্চভূত পৃথক হয়ে গেলে দেহ বিনষ্ট হলেও জন্মাদিরহিত দেহস্থ জীবাত্মা আকাশের মতো দেহের সাথে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।। ৪৯ ।।

হে নারদ ! সংকল্পমাত্র জগৎ সৃষ্টিকারী ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীহরির স্বরূপ আমি তোমার কাছে সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। যা কিছু কার্যকারণ অথবা ভাব-অভাব আছে এর কিছুই শ্রীভগবান থেকে পৃথক নয়। কিন্তু কার্যকারণাত্মক জগৎ থেকে শ্রীভগবান পৃথক তো বটেই।। ৫০ ।। ভগবান আমাকে যা উপদেশ করেছিলেন, যাতে ভগবানের বিভূতির এই রূপ সংক্ষেপে বর্ণিত আছে, তাই এই শ্রীমদ্ভাগবত। এতে শ্রীভগবানের বিভূতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তুমি এই বিভূতির সবিস্তার বর্ণনা করো।। ৫১ ।। সকলের আত্মা ও সকলের আশ্রয় ভগবান শ্রীহরিতে যাতে মানুষের প্রেমময়ী ভক্তি হয় সেই প্রকারে

[১]প্রা.পা.—সম্যঙ্। [২]প্রা.পা.—ইতঃ। [৩]প্রা.পা.—তদেতদ্। [৪]প্রা.পা.—বর্ণিতাম্।

মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াঽত্মা ন মুহ্যতি॥ ৫৩

নিশ্চয় করে তুমি এই শাস্ত্র প্রচার করো॥ ৫২ ॥ যিনি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি মায়ার মহিমা বর্ণন করেন বা অপরের দ্বারা বর্ণিত মায়ামহিমার অনুমোদন করেন অথবা শ্রদ্ধা সহকারে নিত্য শ্রবণ করেন তাঁর মন কখনো মায়া দ্বারা মুগ্ধ হয় না॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মনারদসংবাদে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের বিবিধ প্রশ্ন

রাজোবাচ

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্রহ্মন্ গুণাখ্যানেঽগুণস্য চ।
যস্মৈ যস্মৈ যথা প্রাহ নারদো দেবদর্শনঃ॥ ১

এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বং বেদবিদাং বর।
হরেরদ্ভুতবীর্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ[১]॥ ২

কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্॥ ৩

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ ৪

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥ ৫

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি বেদবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে ব্রহ্মা যখন নারদকে নির্গুণ ভগবানের গুণকীর্তনের আদেশ করেন তখন তিনি কা'কে কা'কে সেই ভগবৎলীলা শুনিয়েছিলেন ? আমি সেই বর্ণনা শুনতে ইচ্ছা করি। একতো অচিন্ত্য শক্তির আধার ভগবানের লীলাকাহিনী মানুষের পরম মঙ্গলকর, দ্বিতীয়ত দেবর্ষি নারদের স্বভাব হচ্ছে সকলকে ভগবৎ দর্শন করানো। আপনি সেই কথা দয়া করে আমাকে বলুন॥ ১-২ ॥ হে মহাভাগ ! আশ্চর্য লীলাময় ভগবানের বিশ্বমঙ্গলকর লীলাকথাসকল আমাকে বলুন যাতে দেহগেহাদির আসক্তি পরিত্যাগ করে সেই সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হয়ে এই কলেবর পরিত্যাগ করতে পারি॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁর লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্তন করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অল্পকালের মধ্যেই তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হন॥ ৪ ॥ যেমন শরদাগমনে নদনদী প্রভৃতির জলের আবিলতা দূর হয়ে যায় সেইরকমই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও লীলাকথা শ্রবণরত ভক্তের

[১]প্রা.পা.— যোগে সুমঙ্গলাঃ।

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত[1]সর্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥ ৬

যদধাতুমতো ব্রহ্মন্ দেহারম্ভোঽস্য ধাতুভিঃ।
যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জানতে যথা॥ ৭

আসীদ্ যদুদরাৎ পদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণম্।
যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্তাবয়বৈঃ পৃথক্।
তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ববানিব॥ ৮

অজঃ সৃজতি ভূতানি ভূতাত্মা যদনুগ্রহাৎ।
দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ॥ ৯

স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্ত্বাঽত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয়ঃ॥ ১০

পুরুষাবয়বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পূর্বকল্পিতাঃ।
লোকৈরমুষ্যাবয়বাঃ সপালৈরিতি শুশ্রুম॥ ১১

যাবান্[2] কল্পো বিকল্পো বা যথা কালোঽনুমীয়তে।
ভূতভব্যভবচ্ছব্দ আয়ুর্মানং চ যৎ সতঃ॥ ১২

কালস্যানুগতির্যা[3] তু লক্ষ্যতেঽণ্বী বৃহত্যপি।
যাবত্যঃ কর্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তম॥ ১৩

কর্ণরন্ধ্রযোগে তার ভাবময় হৃদয়কমলে প্রবেশ করে কামনা-বাসনাদি মল দূর করে দেন॥ ৫ ॥ নিজ গৃহে প্রত্যাগমনের পর পথিকের পথের ক্লেশ দূরীভূত হলে যেমন সে আর নিজগৃহ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করে না, সেইরকমই কৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণে যার চিত্ত পবিত্র হয়ে যায় এবং সব রাগদ্বেষাদি দোষ তিরোহিত হয়ে যায় সেই ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি সংসার প্রবাস থেকে এসে নিজ নিকেতন শ্রীকৃষ্ণচরণ এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে ইচ্ছা করেন না॥ ৬ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! পঞ্চভূতের সাথে সম্বন্ধশূন্য জীবাত্মার পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহের উৎপত্তি হয় তা কি কোনো কারণ ছাড়াই যদৃচ্ছাক্রমে হয়ে থাকে, অথবা অন্য কোনো কারণে হয় ? আপনি এই তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবগত॥ ৭ ॥ (আপনি বলেছেন যে) ভগবানের নাভিদেশ থেকে জগদাধার পদ্ম উদ্ভূত হয়েছে যার থেকে জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে। এই জীব পরিচ্ছিন্নভাবে হস্তপদাদি অবয়বযুক্ত, সেইরকমই আপনি সেই পরমাত্মাকেও সীমিত অবয়বাদি যুক্তরূপেই (পরিচ্ছিন্নভাবে) বর্ণনা করেছেন (এটা কী রকম ব্যাপার ?)॥ ৮ ॥ সর্বভূতময় জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা যাঁর কৃপায় জগৎসৃষ্টি করে থাকেন, যাঁর অনুগ্রহে তাঁর নাভিকমল থেকে উদ্ভূত হয়েও ব্রহ্মা যাঁর স্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সর্বান্তর্যামী—সেই পরমপুরুষ প্রকৃতির (মায়ার) নিয়ন্তা হয়েও স্বশক্তিভূতা প্রকৃতিকে অতিক্রম করে মায়াসম্বন্ধশূন্য হয়ে যে ভাবে অবস্থান করেন তার কথা আমাকে বলুন॥ ৯-১০ ॥ বিরাটপুরুষের অঙ্গসমূহের দ্বারা ইন্দ্রাদি লোকপালগণ-সহ লোকসমূহ উৎপন্ন হয়েছেন—আপনার মুখে একথা শুনলাম, আবার এও শুনলাম যে লোক এবং লোকপালের রূপে তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কল্পনা হয়েছে। এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ কথার মীমাংসা কী ? ॥ ১১ ॥

মহাকল্প ও অবান্তরকল্পের পরিমাণ কত ? ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের অনুমান কীভাবে করা যায় ; দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃগণের পরমায়ুর পরিমাণ কত—এসব কথা আমাকে বলুন॥ ১২ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! কালের যে পরমাণুরূপ সূক্ষ্মকাল, স্থূলরূপ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়

[1]প্রা.পা.—মুক্তঃ সর্বপরিক্লেশৈঃ। [2]প্রা.পা.—যাবৎ কল্পো। [3]প্রা.পা.—নুমতির্যাবল্লক্ষ্যতে।

যস্মিন্ কর্মসমাবায়ো যথা যেনোপগৃহ্যতে।
গুণানাং গুণিনাং চৈব পরিণামমভীপ্সতাম্॥ ১৪

ভূপাতালককুব্ব্যোমগ্রহনক্ষত্রভূভৃতাম্।
সরিৎসমুদ্রদ্বীপানাং সম্ভবশ্চৈতদোকসাম্॥ ১৫

প্রমাণমণ্ডকোশস্য বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ[১]।
মহতাং চানুচরিতং[২] বর্ণাশ্রমবিনিশ্চয়ঃ॥ ১৬

যুগানি যুগমানং চ ধর্মো যশ্চ যুগে যুগে।
অবতারানুচরিতং যদাশ্চর্যতমং[৩] হরেঃ॥ ১৭

নৃণাং সাধারণো ধর্মঃ সবিশেষশ্চ যাদৃশঃ।
শ্রেণীনাং রাজর্ষীণাং চ ধর্মঃ কৃচ্ছ্রেষু জীবতাম্॥ ১৮

তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানং লক্ষণং হেতুলক্ষণম্।
পুরুষারাধনবিধির্যোগস্যাধ্যাত্মিকস্য চ॥ ১৯

যোগেশ্বরৈশ্বর্যগতির্লিঙ্গভঙ্গস্তু যোগিনাম্।
বেদোপবেদধর্মাণামিতিহাসপুরাণয়োঃ॥ ২০

সম্প্লবঃ সর্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ।
ইষ্টাপূর্তস্য কাম্যানাং ত্রিবর্গস্য চ যো বিধিঃ॥ ২১

যশ্চানুশায়িনাং সর্গঃ পাখণ্ডস্য চ সম্ভবঃ।
আত্মনো বন্ধমোক্ষৌ চ ব্যবস্থানং স্বরূপতঃ॥ ২২

যথাহত্মতন্ত্রো ভগবান্ বিক্রীড়ত্যাত্মমায়য়া।
বিসৃজ্য বা যথা মায়ামুদাস্তে সাক্ষিবদ্ বিভুঃ॥ ২৩

তার রূপ কী ? জীবের কর্মফলের স্থান ও পরিমাণ কী রকম ? ॥ ১৩ ॥ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণামভূত দেব, মনুষ্য ও পশ্বাদি দেহ ধারণে অভিলাষী সত্ত্বাদিগুণযুক্ত জীবগণের মধ্যে যে জীব যে পরিমাণে ও যে প্রকারে সমস্ত কর্মফল ভোগ করে থাকে, তাও আমাকে বলুন॥ ১৪ ॥ ভূলোক, পাতাল লোক, দিক, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপসমূহের এবং সেই সেই স্থানবাসী জীবগণের উৎপত্তি কী করে হয় ? ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের আন্তর ও বাহ্য পরিমাণ এবং ভগবদ্ভক্তগণের চরিত্র, বর্ণ সকল, বর্ণাশ্রমের প্রভেদ এবং আশ্রমধর্মের স্বরূপ আমাকে বলুন॥ ১৬ ॥ যুগসংখ্যা, যুগপরিমাণ, যুগে যুগে যে ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং ভগবান শ্রীহরি যে যে অবতারে যে সকল আশ্চর্য চরিত্র প্রকাশ করেন সেইসব লীলাকথা আমার নিকটে কীর্তন করুন॥ ১৭ ॥ মানুষের সাধারণ ধর্ম এবং বর্ণাশ্রমাদি হেতু বিশেষ বিশেষ ধর্ম কী ? বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের এবং রাজর্ষি-গণের প্রজাপালনোপযোগী ধর্ম কীরূপ ? বিপদকালে সমস্ত মানুষেরই বা ধর্ম কীরকম—এই সব আমাকে বলুন॥ ১৮ ॥ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্ব সমূহের সংখ্যা, তাদের স্বরূপ এবং তটস্থলক্ষণ কী ? পরমাত্মার আরাধনাবিধি ও আধ্যাত্মিকযোগের প্রণালী কী রকম ? ॥১৯ ॥ যোগীশ্বর অর্থাৎ যোগসিদ্ধগণ কী কী ঐশ্বর্য লাভ করেন এবং দেহান্তে তাঁদের কোন্ গতি লাভ হয় ? তাঁদের লিঙ্গদেহ কীভাবে নাশ হয় ? বেদ, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি উপবেদ, ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস এবং পুরাণের স্বরূপ কী এবং তাৎপর্যই বা কী ? ॥ ২০ ॥ সকল প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কীভাবে হয় ? বাপী, কূপ ও তড়াগাদি খননরূপ স্মার্ত কর্ম, যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়াকর্ম এবং কাম্য কর্ম তথা ধর্ম-অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গের সাধনের বিধি কীরূপ ? ॥ ২১ ॥ প্রলয়ের সময় প্রকৃতিতে লীন জীবের পুনঃ উৎপত্তি কীভাবে হয় ? পাষণ্ডদের উৎপত্তি কীভাবে হয় ? জীবাত্মার বন্ধন, মুক্তি এবং ভোগাবস্থায় স্বরূপে অবস্থান কী রকম ? ॥ ২২ ॥ শ্রীভগবান তো পরমস্বতন্ত্র। সেই তিনিই আত্মমায়ার সঙ্গে কীভাবে ক্রীড়া করেন আবার সেই মায়াকে প্রলয়কালে পরিত্যাগ করে সাক্ষীর মতো

[১]প্রা.পা.—ভাস্তরবস্তুনঃ। [২]প্রা.পা.—চারু চরিতং। [৩]প্রা.পা.—মঙ্গং।

সর্বমেতচ্চ ভগবন্ পৃচ্ছতে মেঽনুপূর্বশঃ।
তত্ত্বতোঽর্হস্যুদাহর্তুং প্রপন্নায় মহামুনে[১]॥ ২৪

অত্র প্রমাণং হি[২] ভবান্ পরমেষ্ঠী যথাঽঽত্মভূঃ।
পরে[৩] চেহানুতিষ্ঠন্তি পূর্বেষাং পূর্বজৈঃ কৃতম্॥ ২৫

ন মেঽসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্ননশনাদমী।
পিবতোঽচ্যুতপীযূষমন্যত্র কুপিতাদ্ দ্বিজাৎ॥ ২৬

সূত উবাচ

স উপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা কথায়ামিতি সৎপতেঃ।
ব্রহ্মরাতো ভৃশং প্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি॥ ২৭

প্রাহ[৪] ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং[৫] ব্রহ্মকল্প উপাগতে॥ ২৮

যদ্ যদ্ পরীক্ষিদৃষভঃ পাণ্ডূনামনুপৃচ্ছতি।
আনুপূর্ব্যেণ তৎ সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ২৯

উদাসীন কী করে হয়ে যান ? ॥ ২৩ ॥ হে মহামুনে ! আমি এই সব প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমি আপনার শরণাগত। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে এই সব প্রশ্নের তাত্ত্বিক যথার্থ উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করুন॥ ২৪ ॥ আমার জিজ্ঞাসিত এই সব বিষয়ে আপনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সমান তত্ত্বজ্ঞ। পূর্বপূর্ব মহাপুরুষগণ গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রুত আপনাদের মত অনুসরণ করেন, আপনারাও সেই সেই বিষয়ের অনুষ্ঠান করে থাকেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান গুরু-পরম্পরাক্রমে জগতকে যা দান করেছেন, গুরুচরণাশ্রয়ে জগৎ তারই অধিকারী হয়, এছাড়া আর গতি নেই॥ ২৫ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিশাপ ভিন্ন দ্বিতীয় অন্য কোনোভাবে আমার প্রাণবায়ু নির্গত হবে না, কারণ আমি আপনার বচনসিন্ধুমন্থনোদ্ভূত হরিকথামৃত পান করছি॥ ২৬ ॥

সূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই দেবর্ষি মহর্ষিদের সভায় শ্রীভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করার জন্য এরূপ প্রার্থনা করলে শুকদেব অত্যন্ত প্রীত হলেন॥ ২৭ ॥ ব্রাহ্মকল্পের প্রারম্ভে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মার কাছে বর্ণিত সমস্ত বেদের মতো জ্ঞানগর্ভ এবং পরম সত্য শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ তিনি মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করলেন॥ ২৮ ॥

পাণ্ডুকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর কাছে যা যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্রীশুকদেব সেই সকল প্রস্তাবক্রমে আনুপূর্বিক বলতে আরম্ভ করলেন॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রশ্নবিধির্নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ[৬]॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে
প্রশ্নবিধিনামে অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

---

[১]প্রা.পা.—মহামতে। [২]প্রা.পা.—ভগবান্ পর.। [৩]প্রা.পা.—অপরে হ্যনুতিষ্ঠন্তি। [৪]প্রা.পা.—আহ। [৫]প্রা.পা.—ভগবতা প্রোক্তং। [৬]প্রা.পা.—বিবক্ষিতানুপ্রশ্নোঽষ্টমো।

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠধাম দর্শন এবং ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোক ভাগবতের উপদেশ দান

শ্রীশুক উবাচ

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা॥ ১

বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রমমাণো গুণেষ্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে॥ ২

যর্হি বাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কালমায়য়োঃ।
রমেত গতসম্মোহস্ত্যক্ত্বোদাস্তে তদোভয়ম্॥ ৩

আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম্।
ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ॥ ৪

স আদিদেবো জগতাং[১] পরো গুরুঃ
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় সিসৃক্ষয়ৈক্ষত।
তাং নাধ্যগচ্ছদ্ দৃশমত্র সম্মতাং
প্রপঞ্চনির্মাণবিধির্যয়া ভবেৎ॥ ৫

স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভ-
স্যুপাশৃণোদ্ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ।
স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং
নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ ধনং বিদুঃ॥ ৬

নিশম্য তদ্বক্তৃদিদৃক্ষয়া দিশো
বিলোক্য তত্রান্যদপশ্যমানঃ।
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় বিমৃশ্য তদ্ধিতং
তপস্যুপাদিষ্ট ইবাদধে মনঃ॥ ৭

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ ! স্বপ্নে দেখা ঘটনাবলীর সাথে স্বপ্নদ্রষ্টার যেমন কোনো সম্বন্ধ থাকে না সেইরকমই দেহাতীত অনুভবস্বরূপ আত্মার দৃশ্যমান বস্তুর সাথে কোনো সম্বন্ধই মায়া ছাড়া সম্ভব নয়॥ ১ ॥ বহু বিচিত্র আকারযুক্ত মায়াদ্বারা জীব নিজেকে বিবিধ বিচিত্র রূপে বোধ করে আর সেই রূপের মধ্যে যখন বদ্ধ হয়ে যায় তখন 'এটা আমি', 'এটা আমার' অভিমানযুক্ত হয়॥ ২ ॥ কিন্তু যখন জীব গুণকে ক্ষুব্ধকারী কাল এবং মোহ উৎপাদিনী মায়া—এই দুইয়ের অতীত, নিজের অনন্ত স্বরূপে মোহশূন্য হয়ে রমণ করতে থাকে—আত্মারাম হয়ে যায়, তখন এই 'আমি' 'আমার' ধারণা পরিত্যাগ করে পূর্ণ তটস্থ—গুণাতীত হয়ে যায়॥ ৩ ॥ ব্রহ্মার অকপট তপস্যা-ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীভগবান তাঁকে তাঁর নিজ স্বরূপ দর্শন করান এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দানের লক্ষ্যে তাঁকে পরম সত্য পরমার্থলাভের উপায় বলেছিলেন (সেই কথাই আমি তোমাকে শোনাব)॥ ৪ ॥

ত্রিলোকের আদিদেব পরমগুরু ব্রহ্মা নিজের জন্মস্থান ভগবন্নাভিপদ্মে বসে জগৎ সৃষ্টির উপায় চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু যে জ্ঞানদৃষ্টিতে সৃষ্টির রচনা হতে পারে আর যে প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার হবে তা তিনি পেলেন না॥ ৫ ॥ এই রকম চিন্তা করতে করতে একদিন সেই প্রলয়কালীন সমুদ্রের মধ্যে তিনি ব্যঞ্জনবর্ণের ষোড়শ এবং একবিংশতিতম 'ত' ও 'প' এই দুটি বর্ণ—'তপ-তপ' (তপ করো) এ রকম দুবার শুনতে পেলেন। হে পরীক্ষিৎ। পণ্ডিতগণ এই তপস্যাকেই নিষ্কাম ভক্তগণের পরম ধন বলে মান্য করেন॥ ৬ ॥ 'তপ' 'তপ'—এই শব্দ শুনে ব্রহ্মা বক্তাকে দেখবার ইচ্ছায় চারদিকে তাকালেন কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। পদ্মের ওপরে নিজের আসনে বসে মনে মনে নিশ্চয় করলেন 'তপস্যা করার জন্য আমার ওপর প্রত্যক্ষ নির্দেশ এসেছে'

[১]প্রা. পা.—ভজতাং।

দিব্যং সহস্রাব্দমমোঘদর্শনো
জিতানিলাত্মা বিজিতোভয়েন্দ্রিয়ঃ।
অতপ্যত স্মাখিললোকতাপনং
তপস্তপীয়াংস্তপতাং সমাহিতঃ॥ ৮

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভির্বিবুধৈরভিষ্টুতম্॥ ৯

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বং চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ[১]।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥ ১০

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্বে চতুর্বাহব উন্মিষন্মণি-
প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চসঃ।
প্রবালবৈদূর্যমৃণালবর্চসঃ
পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ॥ ১১

ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্।
বিদ্যোতমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ
সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ॥ ১২

শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খং শ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-
র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম গায়তী॥ ১৩

এবং এই মনে করে এতেই তাঁর মঙ্গল হবে বুঝে তাতে মনোনিবেশ করলেন॥ ৭ ॥ তপশ্চরণশীল তপস্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্বী সেই আদিদেব ব্রহ্মা অব্যর্থ জ্ঞানশালী। তিনি দেবপরিমাণে এক সহস্র বৎসর পর্যন্ত নির্বিকল্প সমাধিযোগে চিত্ত স্থির করে নিজের প্রাণ, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করে তীব্র তপস্যা করলেন যার ফলে তিনি সমস্ত লোকাদিকে প্রকাশিত করবার সামর্থ্য অর্জন করলেন॥ ৮ ॥

সেই তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শ্রীভগবান নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম, যেখানে ক্লেশ, মোহ ও ভয় নেই ; যেই ধামের একবারমাত্র দর্শন সৌভাগ্যে দেবতারা বার বার তাঁর স্তুতি করেন, দর্শন করালেন॥ ৯ ॥ সেই ভগবদ্ধামে রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব নেই এবং রজঃ ও তমোগুণমিশ্র সত্ত্বগুণও সেখানে কার্যকরী হয় না। কালের প্রভাব সেখানে কুণ্ঠিত, মায়া অর্থাৎ ত্রিগুণা-প্রকৃতি সেখানে থাকতে পারে না তাহলে মায়ার সহচররাই বা কী করে সেখানে থাকবে ? সেখানে সুরাসুরবন্দিত শ্রীহরির পার্ষদগণ বাস করেন, দেব এবং দৈত্য—উভয়েই তাঁদের আরাধনা করেন॥ ১০ ॥ সেই পার্ষদদের সকলেই অত্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পদ্মের মতো শোভননয়নযুক্ত, পীতবসন পরিহিত। সকলেরই কমনীয় সুকুমারমূর্তি, অঙ্গে অঙ্গে রাশি রাশি সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ। তাঁরা চতুর্ভুজ, প্রদীপ্ত ও অত্যন্ত উজ্জ্বল রত্নখচিত অত্যুত্তম পদক ও অন্যান্য অলংকারে ভূষিত এবং অতিশয় তেজস্বী। তাঁদের অঙ্গচ্ছটা প্রবালের মতো, কারোর বা বৈদূর্যমণি এবং মৃণালের মতো দীপ্তিবিশিষ্ট। তাঁদের কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে মুকুট এবং গলায় মালা শোভমান॥ ১১ ॥ বিদ্যুৎপুঞ্জে উদ্ভাসিত মেঘরাশি দ্বারা আকাশ যেমন সুশোভিত হয়ে ওঠে সেইরকমই বৈকুণ্ঠধাম মনোহর কামিনীগণের মতো সমুজ্জ্বল অঙ্গযুক্ত মহাপুরুষদের (বৈকুণ্ঠ পার্ষদদের) দিব্য তেজোময় বিমানসমূহে স্থানে স্থানে পরিশোভিত ছিল॥ ১২ ॥ লক্ষ্মীদেবী অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করে বিবিধ বিভূতিদ্বারা নানাপ্রকারে বিপুলকীর্তি শ্রীভগবানের চরণকমল পূজা করেন। কখনো কখনো যখন তিনি দোলনায় দুলতে দুলতে তাঁর প্রিয়তম

[১]প্রা.পা.—কালবিভ্রমঃ।

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ[১]
স্বপার্ষদমুখ্যৈঃ[২] পরিসেবিতং বিভুম্।। ১৪

ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং
প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং
পীতাম্বরং[৩] বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া।। ১৫

অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ।
যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্।। ১৬

তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো
হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্
যৎ পারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে।। ১৭

তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং তদা
প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্।
বভাষ ঈষৎ স্মিতশোচিষা গিরা
প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্।। ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বয়াহং তোষিতঃ সম্যগ্ বেদগর্ভ সিসৃক্ষয়া।
চিরং ভৃতেন তপসা দুস্তোষঃ কূটযোগিনাম্।। ১৯

বরং বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাভিবাঞ্ছিতম্।
ব্রহ্মঞ্ছ্রেয়ঃ পরিশ্রামঃ পুংসো মদ্দর্শনাবধিঃ।। ২০

ভগবানের সুললিত গুণকীর্তন করতে থাকেন তখন তাঁর সৌন্দর্য ও অঙ্গসুরভিতে মদোন্মত্ত হয়ে ভ্রমরকুল সুমধুর গুঞ্জনে লক্ষ্মীদেবীর মহিমা কীর্তন করতে থাকে।। ১৩ ।।

ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠলোকে সমস্ত ভগবদ্ভক্তদের রক্ষক, শ্রীপতি, যজ্ঞেশ্বর এবং বিশ্বপতি ভগবানকে বিরাজমান দেখলেন। তিনি আরো দেখলেন যে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণ তাঁদের প্রভুর সেবা করছেন।। ১৪ ।। তাঁর মুখকমল সুপ্রসন্ন হাস্যে ও আরক্ত নয়নে শোভিত। মনোমুগ্ধকর মধুর অমৃততুল্য হর্ষোৎপাদক তাঁর চোখের দৃষ্টি, মনে হয় যেন নিজ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য সর্বদাই উন্মুখ। মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পীতবসন পরিহিত। চর্তুর্ভুজ শ্রীভগবানের বক্ষস্থলে সুবর্ণ-রেখাসম শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা ।। ১৫ ।। তিনি সর্বোত্তম বহুমূল্য সিংহাসনে উপবিষ্ট। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, মন, দশ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চভূত—মূর্তিধারী এই পঁচিশ শক্তি দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজমান। সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম, কীর্তি, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপভূত শক্তি তাঁর সঙ্গে সততই যুক্ত রয়েছে। এর বাইরে আর কোথাও এই শক্তি নিত্য স্থিত থাকে না। সেই সর্বেশ্বর প্রভু নিজের স্বরূপেই সর্বদা পরমানন্দিত রয়েছেন।। ১৬ ।। সেই ভগবদ্দর্শনজনিত আহ্লাদে আপ্লুত অন্তঃকরণ, হর্ষান্বিত কলেবর, প্রেমাবেগে অশ্রুপূর্ণ নয়ন ব্রহ্মা, কেবলমাত্র পারমহংস্য নিবৃত্তিমার্গ দ্বারা লভ্য শ্রীভগবানের চরণকমলে অবনত-মস্তকে প্রণাম করলেন।। ১৭ ।। ব্রহ্মার অতিপ্রিয় শ্রীভগবান ব্রহ্মার তপস্যা-আরাধনায় অতিশয় সন্তুষ্ট ও প্রীত হয়ে ভগবদ্দর্শনে আনন্দনিমগ্নচিত্ত, শরণাগত এবং প্রজা সৃষ্টির জন্য আদেশ দেওয়ার যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে ব্রহ্মার হাত দুখানি ধরে মৃদুমন্দ সুমধুর হাসিতে সুললিত ভাষায় বলতে লাগলেন—।। ১৮ ।।

শ্রীভগবান বললেন—হে ব্রহ্মন্! তোমার মধ্যে তো সমগ্র বেদ পূর্ণরূপে অবস্থান করছে। তুমি যে সৃষ্টিরচনার মানসে বহুকাল যাবৎ তপস্যা করেছ তাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। নানাবিধ কামনা বাসনার কপটতায় আচ্ছন্ন যোগীদের কাছে আমি অত্যন্ত দুর্লভ।। ১৯ ।। তোমার

[১]প্রা.পা.—প্রমুখা.। [২]প্রা.পা.—'স্ব' শব্দ নেই। [৩]প্রা.পা.—পীতাংশুকং।

মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্।
যদুপশ্রুত্য রহসি চকর্থ পরমং তপঃ॥ ২১

প্রত্যাদিষ্টং[১] ময়া তত্র ত্বয়ি কর্মবিমোহিতে।
তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোঽনঘ॥ ২২

সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্মি তপসা বিশ্বং বীর্যং মে দুশ্চরং তপঃ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ

ভগবন্ সর্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥ ২৪

তথাপি[২] নাথমানস্য নাথ[৩] নাথয় নাথিতম্।
পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ॥ ২৫

যথাঽঽত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা॥ ২৬

ক্রীড়স্যমোঘসঙ্কল্প উর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি[৪] মাধব॥ ২৭

ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ।
নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যেয়ং যদনুগ্রহাৎ॥ ২৮

যাবৎ সখা সখ্যুরিবেশ তে কৃতঃ
প্রজাবিসর্গে বিভজামি ভো জনম্।
অবিক্লবস্তে পরিকর্মণি স্থিতো
মা মে সমুন্নদ্ধমদোঽজমানিনঃ॥ ২৯

মঙ্গল হোক। সবকিছু প্রার্থিত বস্তুর বরদাতা আমার কাছে তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা করো। সাধকদের সাধনা সিদ্ধির অবসানেই আমার দর্শন লাভ হয়॥ ২০ ॥ তুমি আমাকে না দেখেই সেই প্রলয়জলধিতে আমার বাণী শুনে এইরকম কঠোর তপস্যা করেছ। তার ফলে আমার ইচ্ছায় তুমি আমার এই বৈকুণ্ঠধামের দর্শন পেয়েছ ॥ ২১ ॥ সেই সময় সৃষ্টি রচনার ব্যাপারে তুমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলে। সেইজন্য আমি তোমাকে তপস্যায় প্রবর্তিত করেছি। কারণ, হে অনঘ ! তপস্যা আমার হৃদয় আর আমি স্বয়ং তপস্যার আত্মা ॥ ২২ ॥ তপস্যা দ্বারাই আমি এই সৃষ্টি রচনা করি, তপস্যা দ্বারাই এই সৃষ্টির পালনপোষণ করি আর অন্তে সেই তপস্যা দ্বারাই এই সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে লীন করি। তপস্যা আমার এক দুর্লঙ্ঘ্য মহাশক্তি॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান ! আপনি সমস্ত প্রাণীর অন্তঃকরণে সাক্ষিরূপে বিরাজমান রয়েছেন। আপনার অপ্রতিহত প্রজ্ঞা দ্বারা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমি কী করতে চাই॥ ২৪ ॥ হে প্রভু ! আপনি কৃপা করে আমার এই প্রার্থনা পূরণ করুন যে আপনি অরূপ (কর্মজনিত সাধারণ রূপ রহিত, অপ্রাকৃত) হলেও আপনার সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ রূপই যেন আমি তত্ত্বত বুঝতে পারি॥ ২৫ ॥ আপনি মায়ার নিয়ন্তা, সত্যসংকল্প। মাকড়সা যেমন নিজের দেহের থেকে লালা নির্গত করে তন্তু বিস্তার করে এবং পরে নিজের মধ্যেই সেই তন্তু অন্তর্হিত করে নেয় আপনিও তেমনই নিজ যোগমায়া সহযোগে, নানাশক্তি সমন্বিত বিবিধরূপে বিশ্বকে সৃষ্টি, পালন এবং পরিশেষে সংহার করার জন্য নিজেকেই অনেক রূপে প্রকাশিত করে ক্রীড়া করেন। আপনি কিভাবে এই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের লীলাখেলা করেন—এই তত্ত্ব যাতে আমি বুঝতে পারি সেই মনীষা বা বুদ্ধি আমার মধ্যে নিহিত করুন॥ ২৬-২৭ ॥ আপনি আমার ওপর এমন কৃপা করুন যাতে আমি যেন সতর্ক থেকে সাবধানে আপনার আদেশ পালন করতে পারি এবং প্রজাসৃষ্টি কর্মের মধ্যে অহংকারাদি কোনো কর্তৃত্বাভিমান যেন আমাকে স্পর্শ না করে॥ ২৮ ॥ হে প্রভু ! আপনি সখার মতো আমার হাত ধরে আদর করেছেন। সুতরাং

[১]প্রাচীন বইয়ে 'প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র' থেকে 'বীর্যং মে দুশ্চরং তপঃ' পর্যন্ত দুটি শ্লোক নেই। [২]প্রা.পা.—অথাপি।
[৩]প্রা.পা.—নাথনাথ জনার্চিত। [৪]প্রা.পা.—মম।

লোকসৃষ্টিরূপ আপনার আদেশ পালনে ব্যাপৃত থেকে যতদিন পর্যন্ত পূর্বকল্পের গুণ-কর্মানুসারে উত্তম-মধ্যম-অধমরূপে প্রাণিগণকে বিভাগ করব ততদিন যেন 'আমিই কর্তা' এইরকম অহংকারযুক্ত উৎকট গর্ব আমার না জন্মায়॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ৩০

শ্রীভগবান বললেন—অনুভব, প্রেমাভক্তি ও সাধনা সমন্বিত অতীব গোপনীয় আমার স্বরূপজ্ঞান আমি তোমাকে উপদেশ করছি, গ্রহণ করো॥ ৩০ ॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ৩১

আমার ব্যাপ্তি, আমার যা স্বরূপ লক্ষণ, আমার যত রূপ, গুণ আর লীলা—আমার আশীর্বাদে সেই সকল তত্ত্ববিজ্ঞান তুমি উত্তমরূপে জানতে পারবে॥ ৩১ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্॥ ৩২

সৃষ্টির পূর্বে মহাপ্রলয়ে কেবল আমিই ছিলাম। সে সময় আমি ছাড়া স্থূল, সূক্ষ্ম, আর স্থূল-সূক্ষ্মের কারণ যে অজ্ঞান কিছুই ছিল না। এই সৃষ্টি যেখানে নেই, সেখানে কেবল আমিই-আছি এবং এই সৃষ্টিরূপে যা কিছু প্রতীত হচ্ছে, তা-ও আমিই, আবার যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা-ও আমিই॥ ৩২ ॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ ৩৩

বাস্তবিক যেখানে যা নেই অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই কিন্তু সেখানে একটা কিছু পদার্থের জ্ঞান হচ্ছে, যেমন দুটো চন্দ্র না থাকা সত্ত্বেও আকাশে এবং জলে প্রতিবিম্বিতরূপে দুটি চন্দ্র দেখা যায় যদিও সেটি মিথ্যা ; অথবা যা আছে অর্থাৎ বিদ্যমান আছে অথচ বোঝা যাচ্ছে না যেমন আকাশে রাহু গ্রহ আছে কিন্তু নক্ষত্র-সমূহের মধ্যে রাহুর দর্শন হচ্ছে না—এই দুটো অবস্থাই অভাবনীয় ব্যাপার—একে আমার মায়া বলে জানবে॥ ৩৩ ॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু[১]।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ ৩৪

ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি মহাভূত যেমন ভৌতিক ঘটপটাদিতে বা দেব মনুষ্যাদি জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট থাকে ; আবার জীবদেহ ছাড়া অন্যত্রও আকাশাদি বর্তমান, সুতরাং তাতে অপ্রবিষ্টও বটে, সেইরকমই সেই সব জীবদেহের দেহদৃষ্টিতে আমি তাদের মধ্যে আত্মারূপে (চৈতন্য শক্তিরূপে) প্রবেশ করে রয়েছি আবার আত্মদৃষ্টিতে (তত্ত্বদৃষ্টিতে) আমি ছাড়া কোথাও অন্য কিছু নেই বলে আমি এদের মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়েও রয়েছি॥ ৩৪ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাঽঽত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ ৩৫

'এটিব্রহ্ম নয়', 'এটি ব্রহ্ম নয়'—এইরকম ব্যতিরেক পদ্ধতি এবং 'এটি ব্রহ্ম', 'এটি ব্রহ্ম'—এই রকম অন্বয় পদ্ধতির দ্বারা এই সিদ্ধান্তই হয় যে

[১]প্রা.পা.— চেষু চ।

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥ ৩৬

শ্রীশুক[১]উবাচ

সম্প্রদিশ্যৈবমজনো জনানাং পরমেষ্ঠিনম্।
পশ্যতস্তস্য তদ্ রূপমাত্মনো ন্যরুণদ্ধরিঃ॥ ৩৭

অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় হরয়ে বিহিতাঞ্জলিঃ।
সর্বভূতময়ো বিশ্বং সসর্জেদং স পূর্ববৎ॥ ৩৮

প্রজাপতির্ধর্মপতিরেকদা নিয়মান্ যমান্।
ভদ্রং প্রজানামন্বিচ্ছন্নাতিষ্ঠৎ স্বার্থকাম্যয়া॥ ৩৯

তং নারদঃ প্রিয়তমো রিক্থাদানামনুব্রতঃ।
শুশ্রূষমাণঃ শীলেন প্রশ্রয়েণ দমেন চ॥ ৪০

মায়াং বিবিদিষন্ বিষ্ণোর্মায়েশস্য মহামুনিঃ।
মহাভাগবতো রাজন্ পিতরং পর্যতোষয়ৎ॥ ৪১

তুষ্টং নিশাম্য পিতরং লোকানাং প্রপিতামহম্।
দেবর্ষিঃ পরিপপ্রচ্ছ ভবান্ যন্মানুপৃচ্ছতি[২]॥ ৪২

তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্।
প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ॥ ৪৩

নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ।
ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে॥ ৪৪

যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদম্।
যথাঽসীত্তদুপাখ্যাস্তে প্রশ্নানন্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ॥ ৪৫

সর্বাতীত ও সর্বস্বরূপ ভগবানই সর্বদা এবং সর্বত্র অবস্থিত আছেন—এটাই প্রকৃত তত্ত্ব। আত্মা বা পরমাত্মার তত্ত্বজিজ্ঞাসুর এই তত্ত্বই জানা প্রয়োজন॥ ৩৫ ॥ হে ব্রহ্মা! একাগ্রচিত্তে অবিচল সমাধিযোগের দ্বারা আমার এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সম্যক্ অনুষ্ঠান করো তাহলে কল্পে কল্পে নানাবিধ সৃষ্টি কর্মে ব্যাপৃত থেকেও কখনো মোহগ্রস্ত হবে না, কর্তৃত্বাভিমান হবে না॥ ৩৬ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে এই রকম উপদেশ দিয়ে নিত্য সনাতন শ্রীভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মার সমক্ষেই নিজ রূপ অন্তর্হিত করলেন॥ ৩৭ ॥ সর্বভূত-স্বরূপ ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে শ্রীভগবান তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বরূপকে তাঁর চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়েছেন, তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীহরিকে প্রণাম জানালেন এবং পূর্বকল্পের মতো বিশ্ব রচনা করলেন॥ ৩৮ ॥ ধর্মরক্ষক প্রজাপতি ব্রহ্মা এক সময় জীবের হিতকামনায় স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিধিমতো যমনিয়মাদির অনুষ্ঠান করেছিলেন॥ ৩৯ ॥ সেই সময় তাঁর পুত্রগণের মধ্যে প্রিয়তম, পরমভক্ত দেবর্ষি নারদ মায়াধীশ শ্রীভগবানের মায়ার তত্ত্ব জানবার উদ্দেশ্যে সংযম, বিনয় ও শোভন স্বভাবরূপ গুণের দ্বারা পিতার সেবায় রত থেকে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেছিলেন॥ ৪০-৪১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবর্ষি নারদ যখন বুঝলেন পিতা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন তখন নারদ ব্রহ্মার কাছে সেই প্রশ্নই করেছিলেন যে প্রশ্ন আজ তুমি আমাকে করেছ॥ ৪২ ॥ নারদের প্রশ্ন শুনে ব্রহ্মা আরো বেশি সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসু পুত্র নারদকে দশলক্ষণযুক্ত সেই ভাগবত-মহাপুরাণ উপদেশ করেছিলেন, যা শ্রীভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলেছিলেন॥ ৪৩ ॥ হে রাজন্! আমার অমিততেজা পিতা যখন সরস্বতী নদীর তীরে বসে নির্বিশেষ ব্রহ্মধ্যানমগ্ন ছিলেন সেই সময় দেবর্ষি নারদ তাঁকে সেই ভাগবত বলেছিলেন॥ ৪৪ ॥ তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ যে বিরাটপুরুষ থেকে এই জগতের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে, আমি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা তোমার সেই প্রশ্নের এবং অন্যান্য প্রশ্নেরও উত্তর দেব।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে[৩] নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৯ ॥

[১]প্রাচীন বইয়ে নেই। [২]প্রা.পা.—ভবান যদনু। [৩]প্রা.পা.—এখানে 'পুরুষসংস্থানুবর্ণনং' এটুকু বেশি আছে।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

ভাগবতের দশ লক্ষণ

শ্রীশুক[১] উবাচ

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ ১

দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ ২

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্ বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ॥ ৩

স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম উতয়ঃ কর্মবাসনাঃ॥ ৪

অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্তিনাম্[২]।
সতামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥ ৫

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ৬

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতশ্চাধ্যবসীয়তে[৩]।
স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে[৪]॥ ৭

যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো[৫] হ্যাধিভৌতিকঃ॥ ৮

শুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! এই ভাগবত-পুরাণে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশ বিষয়ের বর্ণনা আছে॥ ১ ॥ এই দশ বিষয়ের মধ্যে দশম আশ্রয় তত্ত্বটি ঠিক ঠিক অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে জানার জন্য কোথাও শ্রুতিদ্বারা, কোথাও তাৎপর্য দ্বারা অর্থাৎ ভাবার্থের দ্বারা, আবার কোথাও এই দুয়ের সামঞ্জস্য দ্বারা মহাত্মাগণ অন্য নয়টি বিষয়কে অত্যন্ত সুগম রীতিতে বর্ণনা করেছেন॥ ২ ॥ ঈশ্বরের প্রেরণায় গুণত্রয়ের মধ্যে আলোড়ন উত্থিত হয়ে তাদের রূপান্তর প্রাপ্তি হলে আকাশাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, অহংকার এবং মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়—এটিকে বলা হয় 'সর্গ'। সেই বিরাটপুরুষ থেকে জাত ব্রহ্মার দ্বারা চরাচর বিশ্বের যে সৃষ্টি রচনা হয় তার নাম 'বিসর্গ'॥ ৩ ॥ দুষ্ট দমনের দ্বারা জীবলোকের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণুর যে উৎকর্ষ তার নাম 'স্থান'। নিজের দ্বারা সুরক্ষিত সৃষ্টির মধ্যে ভক্তদের প্রতি তাঁর যে অনুগ্রহ তার নাম 'পোষণ'। মন্বন্তরের অধিপতিগণ ভগবদ্ভক্তি ও প্রজাপালনরূপ যে সমস্ত বিশুদ্ধ ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করেন তাকে বলা হয় 'মন্বন্তর'। জীবের যে বাসনা তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে কর্মফলজনিত বন্ধনজালে আটকে ফেলে তার নাম 'ঊতি'॥ ৪ ॥ শ্রীহরির অবতার-চরিত্র এবং তার অনুবর্তী মহাত্মাগণের নানাবিধ উপাখ্যানযুক্ত ইতিহাসপূর্ণ কথার নাম 'ঈশকথা'॥ ৫ ॥ ভগবানের যোগনিদ্রাবস্থায় শয়নকালে জীবের নিজ উপাধি সহিত তাঁর মধ্যে যে লয় তারই নাম 'নিরোধ'। অজ্ঞানকল্পিত কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি অনাত্মভাব পরিত্যাগ করে নিজের স্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের নাম 'মুক্তি'॥ ৬ ॥ হে মহারাজ ! এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় যে তত্ত্বের দ্বারা উপলব্ধ হয় সেই পরব্রহ্মই 'আশ্রয়'। শাস্ত্রে তাকেই পরমাত্মা বলা হয়॥ ৭ ॥ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াভিমানী দ্রষ্টা যে জীব, তিনিই

[১]প্রা.পা.—শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—নুবর্ণিতম্। [৩]প্রা.পা.—তপস্তদ্ যত্র গীয়তে। [৪]প্রা.পা.—জপ্যতে। [৫]প্রা.পা.—স স্মৃতো।

একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ॥ ৯

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ[১]।
আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ॥ ১০

তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রপরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ॥ ১১

দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥ ১২

একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা॥ ১৩

অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ।
যথৈকং পৌরুষং বীর্যং ত্রিধাভিদ্যত তচ্ছৃণু॥ ১৪

অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে[২] ততঃ প্রাণো মহানসুঃ॥ ১৫

ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য ইত্যাদি রূপেও বর্তমান এবং নেত্রগোলক যুক্ত দৃশ্য স্থূল দেহাদিই উক্ত দুটির মধ্যে ভেদের কারণ ॥ ৮ ॥ এই তিনের মধ্যে একের অভাবে অন্য দুয়ের উপলব্ধি হয় না। অতএব যিনি এই তিনকেই জানেন সেই পরমাত্মাই সকলের অধিষ্ঠান 'আশ্রয়' তত্ত্ব। তাঁর আশ্রয় তিনি স্বয়ংই, অন্য কেউ নয়। (আধিভৌতিকদেহ ছাড়া আধ্যাত্মিক চক্ষুরাদি করণসমূহ কার্যকরী হয় না, আবার আধ্যাত্মিক করণসমূহ ছাড়া তদধিষ্ঠাতা সূর্যাদি দেবগণও কার্যকরী হয় না এবং অধিষ্ঠাতা দেবগণ ছাড়া করণাদিও প্রবর্তিত হয় না ; করণবর্গ ছাড়া আধিভৌতিক দেহেরও উপলব্ধি হয় না ; এইভাবে যখন এদের একের অভাবে অন্যের উপলব্ধি হয় না, তখন যিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনটিকে জানেন তিনিই দেহ ইন্দ্রিয়াদির দ্রষ্টা স্বয়ং অন্য কেউ নয়)॥ ৯ ॥

পূর্বোক্ত বিরাটপুরুষ যখন ব্রহ্মনিহিত অণ্ডকে ভেদ করে বিনির্গত হলেন, তখন তিনি নিজের বাসস্থানের সন্ধান করতে করতে শুদ্ধ-সংকল্প পুরুষ হওয়াতে অত্যন্ত পবিত্র 'জল' সৃষ্টি করলেন॥ ১০ ॥ বিরাটপুরুষরূপ 'নর' থেকে উৎপন্ন বলেই সেই জলের নাম হল 'নার' ('নর' শব্দে সাক্ষাৎ নারায়ণকে বোঝায়) এবং সেই নিজ অঙ্গ থেকে উদ্ভূত 'নার' এর মধ্যে তিনি এক হাজার বৎসর আশ্রয় নিয়েছিলেন তাই তাঁর নাম হয় 'নারায়ণ' ('নার' এর 'অয়ন' মানে নিবাসস্থান)॥ ১১ ॥ সেই নারায়ণ ভগবানের অনুগ্রহেই দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব এবং জীব সত্তাবান হয়, তাঁর অনুগ্রহ বিনা কেউই কিছু করতে সক্ষম হয় না॥ ১২ ॥ অনন্তর এক ও অদ্বিতীয় ভগবান নারায়ণ যোগনিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে বহুরূপে অভিব্যক্ত হতে ইচ্ছা করলে, মায়াবলে সোনার মতো জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম শরীরকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করলেন—অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত। হে মহারাজ ! বিরাট-পুরুষের একই সূক্ষ্ম শরীর তিন ভাগে কেমন করে বিভক্ত হল, সে কথা বলছি, শোনো॥ ১৩-১৪ ॥

বিরাটপুরুষের নানাবিধ চেষ্টা-প্রবৃত্তির ফলে তাঁর শরীরের অভ্যন্তরবর্তী আকাশ থেকে ওজঃ অর্থাৎ

[১]প্রা.পা.—বিসর্গতঃ। [২]প্রা.পা.— তেজস্ততঃ।

অনুপ্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্বজন্তুষু।
অপানন্তমপানন্তি নরদেবমিবানুগাঃ।। ১৬

প্রাণেন ক্ষিপতা ক্ষুৎ তৃড়ন্তরা জায়তে প্রভোঃ[১]।
পিপাসতো জক্ষতশ্চ প্রাঙ্‌মুখং নিরভিদ্যত।। ১৭

মুখতস্তালু নির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে।। ১৮

বিবক্ষোর্মুখতো ভূম্নো বহ্নির্বাগ্ ব্যাহৃতং তয়োঃ।
জলে বৈ তস্য[২] সুচিরং নিরোধঃ সমজায়ত।। ১৯

নাসিকে নিরভিদ্যেতাং দোধূয়তি নভস্বতি।
তত্র বায়ুর্গন্ধবহো ঘ্রাণো নসি জিঘৃক্ষতঃ।। ২০

যদাঽত্মনি নিরালোকমাত্মানং চ দিদৃক্ষতঃ।
নির্ভিন্নে হ্যক্ষিণী[৩] তস্য জ্যোতিশ্চক্ষুর্গুণগ্রহঃ।। ২১

বোধ্যমানস্য ঋষিভিরাত্মনস্তজ্জিঘৃক্ষতঃ।
কর্ণৌ চ নিরভিদ্যেতাং দিশঃ শ্রোত্রং গুণগ্রহঃ।। ২২

বস্তুনো মৃদুকাঠিন্যলঘুগুর্বোষ্ণশীততাম্।
জিঘৃক্ষতস্ত্বঙ্ নির্ভিন্না তস্যাং রোমমহীরুহাঃ।
তত্র চান্তর্বহির্বাতস্ত্বচা লব্ধগুণো বৃতঃ।। ২৩

ইন্দ্রিয়শক্তি, অহ অর্থাৎ মনঃশক্তি ও দেহশক্তির প্রকাশ হল। ওই ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ সূক্ষ্ম রূপ থেকে অসু নামক মহৎ অর্থাৎ সূত্রাখ্য মুখ্য প্রাণ উদ্ভূত হল।। ১৫ ।। সেবক যেমন নিজপ্রভু রাজার অনুবর্তন করে, তেমনই প্রভুরূপী মুখ্যপ্রাণ চেষ্টাযুক্ত হলে সকল প্রাণীদের মধ্যে অবস্থিত ইন্দ্রিয়গণও নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং মুখ্যপ্রাণ নিশ্চেষ্ট হলে ইন্দ্রিয়গণও নিবৃত্ত হয়ে পড়ে।। ১৬ ।। প্রাণ যখন বিরাট (সমষ্টি)-পুরুষের দেহমধ্যে সঞ্চালিত হল তখন বিভু অর্থাৎ বিরাটের ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্রেক হল। এইভাবে ভোজন ও পানেচ্ছু বিরাটপুরুষের মধ্যে প্রথমে মুখের প্রকাশ হল।। ১৭ ।। মুখ থেকে জিহ্বার অধিষ্ঠান তালু এবং তালুদেশে রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা উৎপন্ন হল। এরপর রসনাগ্রাহ্য মধুরাদি ছয় রসের অভিব্যক্তি হল।। ১৮ ।। পরে ওই বিরাটপুরুষ বাক্য উচ্চারণ অভিলাষী হলে তাঁর মুখ থেকে বাগিন্দ্রিয়, তদধিষ্ঠাত্রীদেবতা অগ্নি এবং তদধীন বাক্য প্রকাশ পায়। এরপর বহুদিন তিনি গর্ভোদকে নিশ্চেষ্ট সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ও সেইসব বিষয় তাঁর মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল।। ১৯ ।। অনন্তর প্রাণবায়ু উদ্বেল হলে নাসারন্ধ্র দুটি উৎপন্ন হল। তিনি যখন গন্ধ গ্রহণের ইচ্ছা করলেন তখন সেই নাসাপুটের বিষয়স্থানীয় গন্ধবহ বায়ু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী বায়ুদেবতা উৎপন্ন হলেন।। ২০ ।। প্রথমে যখন কোনো মায়িক বস্তুর প্রকাশ ছিল না তখন তিনি স্বীয় মূর্তি ও অন্যান্য বস্তু দেখবার অভিলাষী হলে তাঁর চক্ষুদ্বয়ের অধিষ্ঠানস্থান উৎপন্ন হল। অনন্তর সেখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য ও চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রকট হল। এইভাবেই তিনি রূপ দর্শন করতে লাগলেন।। ২১ ।। বেদবাক্য দ্বারা ঋষিবৃন্দ সেই বিরাটপুরুষকে তাঁর মহিমা শব্দ দ্বারা বোঝাতে চাইলে তিনি তা শুনতে চাইলেন। সেই অভিলাষবশেই তাঁর দুই কর্ণবিবর, তাদের অধিষ্ঠাত্রী- দেবতা দিকসমূহ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের (শ্রবণের শক্তির) উদ্ভব হল। তার থেকে শব্দের পরিগ্রহ হয়ে থাকে।। ২২ ।। তিনি যখন বস্তুর কোমলতা, কাঠিন্য, লঘুত্ব, গুরুত্ব, উষ্ণত্ব ও শীতলত্ব এই সকল ধর্ম অনুভবের ইচ্ছা করলেন তখন ত্বক অর্থাৎ

[১]প্রা.পা.—বিভোঃ। [২]প্রা.পা.—সুচিরং তস্য। [৩]প্রা.পা.—অক্ষিণী।

হস্তৌ রুরুহতুস্তস্য নানাকর্মচিকীর্ষয়া।
তয়োস্তু বলমিন্দ্রশ্চ[১] আদানমুভয়াশ্রয়ম্॥ ২৪

গতিং জিগীষতঃ পাদৌ রুরুহাতেঽভিকামিকাম্।
পদ্ভ্যাং যজ্ঞঃ স্বয়ং হব্যং কর্মভিঃ ক্রিয়তে নৃভিঃ[২]॥ ২৫

নিরভিদ্যত শিশ্নো বৈ প্রজানন্দামৃতার্থিনঃ।
উপস্থ আসীৎ কামানাং প্রিয়ং তদুভয়াশ্রয়ম্॥ ২৬

উৎসিসৃক্ষোর্ধাতুমলং নিরভিদ্যত বৈ গুদম্।
ততঃ পায়ুস্ততো মিত্র উৎসর্গ উভয়াশ্রয়ঃ॥ ২৭

আসিসৃপ্সোঃ পুরঃ পুর্যা নাভিদ্বারমপানতঃ।
তত্রাপানস্ততো মৃত্যুঃ পৃথক্ত্বমুভয়াশ্রয়ম্॥ ২৮

আদিৎসোরন্নপানানামাসন্ কুক্ষ্যন্ত্রনাড়য়ঃ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ তয়োস্তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তদাশ্রয়ে॥ ২৯

নিদিধ্যাসোরাত্মমায়াং হৃদয়ং নিরভিদ্যত।
ততো মনস্ততশ্চন্দ্রঃ[৩] সঙ্কল্পঃ কাম এব চ॥ ৩০

ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান চর্ম প্রকাশ হল। পৃথিবীর ওপরে যেমন বৃক্ষাদি জন্মায় তেমনি তাঁর সেই চর্মে রোমকূপ সৃষ্টি হল এবং তার অন্তরে-বাহিরে অবস্থানকারী বায়ুরও সৃষ্টি হল। স্পর্শবোধকারী ত্বগিন্দ্রিয়ও সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সর্বাঙ্গে আবৃত হয়ে গেল এবং তার থেকে তাঁর স্পর্শ অনুভবের শক্তি জন্মাল॥ ২৩ ॥ পুরুষ বিবিধ কর্ম করতে ইচ্ছুক হলে তাঁর হস্ত বহির্গত হল। সেই হাতে গ্রহণ করা শক্তি হস্তেন্দ্রিয় এবং তার অধিদেবতা ইন্দ্র উৎপন্ন হলেন। এই দুইয়ের আশ্রয় থেকে তদধীন গ্রহণরূপ অর্থাৎ আদানরূপ কর্ম প্রকাশ হল॥ ২৪ ॥ তিনি অভীষ্ট স্থানে গমন করতে ইচ্ছা করলে তাঁর শরীরে পদদ্বয় উৎপন্ন হল। চরণের সাথেই পাদেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ ভগবান বিষ্ণু বিরাজমান হলেন। তার দ্বারা গতিরূপ কর্মের প্রকাশ হল। এই গতিরূপ কর্মশক্তি দ্বারাই মানুষ যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ করে যজ্ঞাদি-কর্ম সম্পাদন করে॥ ২৫ ॥ সন্তান উৎপাদনের জন্য রতি ও তাহার ফলে পুত্রাদি দ্বারা স্বর্গাদি লোকলাভেচ্ছু বিরাটপুরুষের শরীরের মধ্যে শিশ্ন উৎপন্ন হল। তার মধ্যে উপস্থেন্দ্রিয় তথা অধিষ্ঠাত্রীদেবতা প্রজাপতির উৎপত্তি হল। অনন্তর উভয়ের বিষয় কামসুখ উৎপন্ন হল॥ ২৬ ॥ ভুক্ত অন্নের অসারাংশ পরিত্যাগ করতে অভিলাষী বিরাটপুরুষের গুহ্যদ্বার উৎপন্ন হল। তদনন্তর তার মধ্যে পায়ু-ইন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাত্রীদেবতা মিত্রদেবের উৎপত্তি হল। এই দুইয়ের বিষয়স্থানীয় মলত্যাগরূপ কর্ম প্রকাশ হল॥ ২৭ ॥ অপানমার্গদ্বারা শরীর থেকে শরীরান্তরে সম্যক্‌রূপে গমনেচ্ছু বিরাট-পুরুষের নাভিদ্বার উৎপন্ন হল। তার থেকে অপান ও মৃত্যুদেবতা প্রকাশ হলেন। এই দুয়ের অর্থাৎ নাভিদ্বারে প্রাণবায়ু ও অপানবায়ুর বিশ্লেষ বা বন্ধনচ্যুত হলে মরণ বা দেহত্যাগ হয়॥ ২৮ ॥ তিনি ভক্ষ্য ও পানীয় (অন্ন-জল) গ্রহণেচ্ছু হলে পরে কুক্ষি, অন্ত্র ও নাড়িসমূহ উৎপন্ন হল (অন্ত্র অন্নসংগ্রহে ও নাড়ি পানসংগ্রহে ইন্দ্রিয়স্থানীয় করণ)। তার সাথে কুক্ষির দেবতা সমুদ্র, নাড়ির দেবতা নদী এবং তুষ্টি অর্থাৎ উদরপূর্তি এবং পুষ্টি অর্থাৎ রসপরিপাকজনিত স্থূলতা—ইন্দ্রিয় ও দেবতাদের বিষয়রূপ প্রকাশ হল॥ ২৯ ॥ তিনি

[১]প্রা.পা.—বলবানিন্দ্র আদা.। [২]প্রা.পা.—ত্রিভিঃ। [৩]প্রা.পা.—মনশ্চন্দ্র ইতি।

ত্বক্‌চর্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্থিধাতবঃ।
ভূম্যপ্তেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ॥ ৩১

গুণাত্মকানীন্দ্রিয়াণি[১] ভূতাদিপ্রভবা গুণাঃ।
মনঃ সর্ববিকারাত্মা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপিণী॥ ৩২

এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্॥ ৩৩

অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্বিশেষণম্।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্॥ ৩৪

অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে অনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ॥ ৩৫

স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্।
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্মাকর্মকঃ পরঃ॥ ৩৬

প্রজাপতীন্মনূন্ দেবানৃষীন্ পিতৃগণান্ পৃথক্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বান্ বিদ্যাধ্রাসুরগুহ্যকান্॥ ৩৭

কিন্নরাপ্সরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষোরগান্।
মাতৃ[২] রক্ষঃপিশাচাংশ্চ প্রেতভূতবিনায়কান্॥ ৩৮

কূষ্মাণ্ডোন্মাদবেতালান্ যাতুধানান্ গ্রহানপি।
খগান্মৃগান্ পশূন্ বৃক্ষান্ গিরীন্নৃপ সরীসৃপান্॥ ৩৯

দ্বিবিধাশ্চতুর্বিধা যেঽন্যে জলস্থলনভৌকসঃ।
কুশলাকুশলা[৩] মিশ্রাঃ কর্মণাং গতয়স্ত্বিমাঃ॥ ৪০

সত্ত্বং রজস্তম ইতি তিস্রঃ সুরনৃনারকাঃ।
তত্রাপ্যেকৈকশো রাজন্ ভিদ্যন্তে গতয়স্ত্রিধা।
যদৈকৈকতরোঽন্যাভ্যাং স্বভাব উপহন্যতে॥ ৪১

মায়া ও মায়িক বস্তু চিন্তা করতে ইচ্ছা করলে হৃদয়ের উৎপত্তি হল। তদনন্তর মনরূপ ইন্দ্রিয় ও তার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা চন্দ্র এবং বিষয়কামনা ও সংকল্প প্রকাশিত হল॥ ৩০ ॥ তদনন্তর বিরাটপুরুষের দেহে ক্ষিতি, অপ ও তেজ থেকে সপ্ত ধাতুর—ত্বক, চর্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা ও অস্থি প্রকাশ পেল। এভাবে আকাশ, জল ও বায়ু থেকে প্রাণের উৎপত্তি হল॥ ৩১ ॥ শব্দাদি বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হওয়াই ইন্দ্রিয় সকলের স্বভাব। শব্দাদিগুণ সকল তামস অহংকার থেকে সমুৎপন্ন হয়েছে। মন সমস্ত বিকারের কারণ এবং বুদ্ধি ভূতার্থ-বিজ্ঞানরূপিণী॥ ৩২ ॥ হে রাজন্ ! ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহংকার, মহৎ ও প্রকৃতি—এই আটটি আবরণের দ্বারা চতুর্দিকে আবৃত ভগবানের বিরাট রূপ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম॥ ৩৩ ॥ এই স্থূলরূপ থেকে আলাদা প্রকৃত্যাত্মক সূক্ষ্মতম ভগবানের আর একটি রূপ আছে। সেই রূপ অব্যক্ত, নির্বিশেষ, আদি-মধ্য-অন্ত বিহীন এবং নিত্য, বাণী ও মনের গোচরাতীত॥ ৩৪ ॥

ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ—ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। এই দুইরূপই তাঁর মায়ার বিলাস। এইজন্য বিবেকী পুরুষগণ এই দুই রূপকেই স্বীকার করেন না॥ ৩৫ ॥ প্রকৃতপক্ষে ভগবান অক্রিয়। তিনি সর্বাতীত এবং প্রাকৃতক্রিয়া বিবর্জিত হয়েও নিজের শক্তিতেই সক্রিয় হয়ে চতুর্মুখ ব্রহ্মারূপ ধারণ করে সকর্মা হয়ে বাচকরূপে দেবমনুষ্যাদি নাম ও বাচ্যরূপে তাদের যথাযোগ্য রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকেন॥ ৩৬ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, উরগ, মাতৃগণ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, পক্ষী, মৃগ, পশু, বৃক্ষ, পর্বত, সরীসৃপ ইত্যাদি যতরকম নাম-রূপ সংসারে আছে, সবই সেই ভগবানেরই নাম এবং রূপ॥ ৩৭-৩৯ ॥ চর ও অচর ভেদে সংসারে দুই রকম ; আবার জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চার রকম ; যত জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণী আছে সবই শুভ-অশুভ এবং মিশ্র

[১]প্রা.পা.—ভূতাত্ম.। [২]প্রা.পা.—মাতৃরক্ষঃ.। [৩]প্রা.পা.—কুশলাকুশলমিশ্রাণাং।

স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্মরূপধৃক্।
পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্যঙ্নরসুরাত্মভিঃ[১]॥ ৪২

ততঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাত্মনঃ।
সংনিযচ্ছতি কালেন[২] ঘনানীকমিবানিলঃ॥ ৪৩

ইত্থংভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমঃ।
নেত্থংভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ॥ ৪৪

নাস্য কর্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ॥ ৪৫

অয়ং তু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ সবিকল্প উদাহৃতঃ।
বিধিঃ সাধারণো যত্র সর্গাঃ প্রাকৃতবৈকৃতাঃ॥ ৪৬

পরিমাণং চ কালস্য কল্পলক্ষণবিগ্রহম্।
যথা পুরস্তাদ্ ব্যাখ্যাস্যে পাদ্মং কল্পমথো[৩] শৃণু॥ ৪৭

শৌনক উবাচ

যদাহ নো ভবান্ সূত ক্ষত্তা ভাগবতোত্তমঃ।
চচার তীর্থানি ভুবস্ত্যক্ত্বা বন্ধূন্[৪] সুদুস্ত্যজান্॥ ৪৮

কর্মফলানুরূপ দেহধারী॥ ৪০ ॥ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে দেবতা, মনুষ্য ও নারকীয়—এই তিন প্রকার যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে। এই তিন গুণের মধ্যেও এক একটির গতি উত্তমাদি ভেদে তিন প্রকারের হয়—যখন এক গুণ অপর গুণ কর্তৃক অভিভূত হয়। গতি বৈচিত্র্যের এই হল কারণ॥ ৪১ ॥

সেই ভগবানই আবার জগৎ ধারণ ও পোষণাভিলাষী হয়ে ধর্মময় বিষ্ণুরূপ ধারণ করে দেবতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষী ইত্যাদি রূপে অবতার গ্রহণ করেন এবং বিশ্বের পালন করেন॥ ৪২ ॥ প্রলয়ের সময়ে আবার এই ভগবানই নিজের সৃষ্ট এই বিশ্বকে কালাগ্নিস্বরূপ রুদ্র রূপ ধারণ করে সব কিছু নিজের মধ্যে এমন করে লীন করে নেন, যেভাবে বায়ু মেঘমালাকে নিজের মধ্যে লীন করে॥ ৪৩ ॥

হে পরীক্ষিৎ! মহাত্মাগণ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য ভগবানকে এইভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ-গণের কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্তা রূপেই তাঁকে জানতে চাওয়া উচিত নয়, কারণ তিনি তো এ সবেরই উর্ধ্বে॥ ৪৪ ॥ এই সৃষ্টি রচনা প্রভৃতি কর্ম নিরূপণ করে পূর্ণ পরমাত্মার সঙ্গে কর্ম বা সম্পর্ক স্থাপন করা শ্রুতির তাৎপর্য নয়। এ তো শুধুমাত্র মায়াতে আরোপিত হওয়ার দরুন কর্তৃত্বকে নিষেধ করার জন্য॥ ৪৫ ॥ এরূপে ব্রহ্মার মহাকল্প ও অবান্তরকল্পের বর্ণনা করা হল। সমস্ত কল্পেই সৃষ্টি-ক্রম একই রকম। প্রভেদ শুধু এই যে মহাকল্পের প্রারম্ভে প্রকৃতির থেকে ক্রমশ মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি হয় আর কল্পের প্রারম্ভে প্রাকৃত সৃষ্টি যেমন হয়ে থাকে তেমনই হয়, চরাচর প্রাণীর বৈকৃত সৃষ্টি নূতনভাবে হয়॥ ৪৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিমাণ কল্পের লক্ষণ অর্থাৎ কল্প যেরকম, তার অবান্তর অবয়ব যতপ্রকার অর্থাৎ অবান্তর কল্প, এবং কল্পের অন্তর্গত মন্বন্তরের বর্ণনা, এর পরে করছি। এখন তুমি যে কল্পে শ্রীভগবানের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, সেই পদ্মকল্পের বর্ণনা মন দিয়ে শোনো॥ ৪৭ ॥

শৌনকমুনি প্রশ্ন করলেন—হে সূত! আপনি আগে বলেছিলেন যে ভগবানের ভক্তচূড়ামণি বিদুর দুস্ত্যজ্য

[১]প্রা.পা.—সুরাদিভিঃ। [২]প্রা.পা.—তৎকালে। [৩]প্রা.পা.—কল্পমিমং। [৪]প্রা.পা.—কৃৎস্নং চ দুস্ত্যজম্।

কুত্র কৌশারবেস্তস্য সংবাদোঽধ্যাত্মসংশ্রিতঃ[১]।
যদ্বা স ভগবাংস্তস্মৈ পৃষ্টস্তত্ত্বমুবাচ হ॥ ৪৯

ব্রূহি নস্তদিদং সৌম্য বিদুরস্য বিচেষ্টিতম্।
বন্ধুত্যাগনিমিত্তং চ তথৈবাগতবান্ পুনঃ॥ ৫০

সূত উবাচ

রাজ্ঞা পরীক্ষিতা পৃষ্টো যদবোচন্মহামুনিঃ।
তদ্বোঽভিধাস্যে শৃণুত রাজ্ঞঃ প্রশ্নানুসারতঃ॥ ৫১

বন্ধুগণ পরিত্যাগ করে পৃথিবীর তীর্থসকল পরিভ্রমণ করেছেন॥ ৪৮ ॥ সেই তীর্থভ্রমণকালে মৈত্রেয় মুনির সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক আলোচনা কোথায় হয়েছিল এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় মুনি কী বলেছিলেন ? ॥ ৪৯ ॥ হে সূত ! আপনি শান্তস্বভাব ! আপনি মহামতি বিদুরের সেই চরিত্র আমাদের বলুন। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কেন পরিত্যাগ করেছিলেন আবার তাদের কাছে কেন ফিরে এসেছিলেন ? ॥ ৫০ ॥

সূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! মহারাজ পরীক্ষিৎও এই প্রশ্নই করেছিলেন। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশুকদেব রাজাকে যা বলেছিলেন, আমি আপনাদের কাছে সেই সবই বলছি। মন দিয়ে শুনুন॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং[২] পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে পুরুষসংস্থানুবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বিতীয়স্কন্ধে 'ভাগবতের দশ লক্ষণ' নামক দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

॥ দ্বিতীয় স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

---

[১]প্রা.পা.—সংশ্রয়ঃ। [২]প্রাচীন বইয়ে 'হষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং' এটুকু অংশ নেই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

তৃতীয় স্কন্ধ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

বনবাসী বিদুরের সাথে উদ্ধবের কথোপকথন

শ্রীশুক উবাচ

এবমেতৎ পুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল।
ক্ষত্ত্রা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ॥ ১
যদ্বা অয়ং মন্ত্রকৃদ্‌বো ভগবানখিলেশ্বরঃ।
পৌরবেন্দ্রগৃহং হিত্বা প্রবিবেশাত্মসাৎকৃতম্॥ ২

রাজোবাচ

কুত্র ক্ষত্তুর্ভগবতা মৈত্রেয়েণাস সঙ্গমঃ।
কদা বা সহ সংবাদ এতদ্‌বর্ণয় নঃ প্রভো॥ ৩
ন হ্যল্পার্থোদয়স্তস্য বিদুরস্যামলাত্মনঃ।
তস্মিন্ বরীয়সি প্রশ্নঃ সাধুবাদোপবৃংহিতঃ॥ ৪

সূত উবাচ

স এবমৃষিবর্যোঽয়ং[১] পৃষ্টো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা।
প্রত্যাহ তং সুবহুবিৎ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি॥ ৫

শ্রীশুক[২]উবাচ

যদা তু রাজা স্বসুতানসাধূন্

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তদনুরূপ প্রশ্নই পুরাকালে ধনসম্পদপূর্ণ গৃহ ত্যাগ করে বনে প্রবিষ্ট বিদুরও মহামুনি মৈত্রেয়কে করেছিলেন॥ ১ ॥ পাণ্ডবদের উপদেষ্টা সর্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের দৌত্যকর্ম স্বীকার করে হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের কাছে গিয়েছিলেন এবং তার আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করে নিজগৃহ মনে করে অনাহূতভাবে মহামতি বিদুরের এই গৃহেই প্রবেশ করেছিলেন॥ ২ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু! ভগবান মৈত্রেয় ঋষির সঙ্গে মহামতি বিদুরের কোথায় এবং কখন সাক্ষাৎ হয়েছিল তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন॥ ৩ ॥ নির্মলহৃদয় বিদুর মহামুনি মৈত্রেয়ের কাছে কোনো সাধারণ প্রশ্ন তো করেননি; কারণ সাধুশিরোমণি মৈত্রেয় ঋষি সেই প্রশ্নটিকে সাধুবাদের দ্বারা অভিনন্দিত করে তার উৎকর্ষ জ্ঞাপন করেছিলেন, সুতরাং নিশ্চিতভাবেই সেই প্রশ্নে অনেক অসামান্য বিষয় প্রকাশিত হয়ে থাকবে॥ ৪ ॥

সূত বললেন—সর্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় আনন্দিত হয়ে বললেন—'হে মহারাজ শ্রবণ করুন'॥ ৫ ॥

---

[১]প্রা.পা.—এবং মুনিবর্যোঽথ। [২]প্রাচীন বইয়ে কেবল 'শ্রী' নেই।

পুষ্ণন্নধর্মেণ বিনষ্টদৃষ্টিঃ।
ভ্রাতুর্যবিষ্ঠস্য সুতান্ বিবন্ধূন্
প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ॥ ৬

যদা সভায়াং কুরুদেবদেব্যাঃ
কেশাভিমর্শং সুতকর্ম গর্হ্যম্।
ন বারয়ামাস নৃপঃ স্নুষায়াঃ
স্বাস্রৈর্হরন্ত্যাঃ কুচকুঙ্কুমানি॥ ৭

দ্যূতে ত্বধর্মেণ জিতস্য সাধোঃ
সত্যাবলম্বস্য বনাগতস্য।
ন যাচতোঽদাৎ সময়েন দায়ং
তমো জুষাণো যদজাতশত্রোঃ॥ ৮

যদা চ পার্থপ্রহিতঃ সভায়াং
জগদ্গুরুর্যানি জগাদ কৃষ্ণঃ।
ন তানি পুংসামমৃতায়নানি
রাজোরু মেনে ক্ষতপুণ্যলেশঃ॥ ৯

যদোপহূতো ভবনং প্রবিষ্টো
মন্ত্রায় পৃষ্টঃ কিল পূর্বজেন।
অথাহ তন্মন্ত্রদৃশাং বরীয়ান্
যন্মন্ত্রিণো বৈদুরিকং বদন্তি॥ ১০

অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং
তিতিক্ষতো দুর্বিষহং তবাগঃ।
সহানুজো[১] যত্র বৃকোদরাহিঃ
শ্বসন্ রুষা যত্ত্বমলং বিভেষি॥ ১১

পার্থাংস্তু দেবো ভগবান্মুকুন্দো
গৃহীতবান্ সক্ষিতিদেবদেবঃ।
আস্তে স্বপুর্যাং যদুদেবদেবো
বিনির্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ॥ ১২

শ্রীশুকদেব বলতে লাগলেন—হে মহারাজ ! এ কাহিনী সেই সময়ের, যখন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্যায়ভাবে তাঁর দুষ্ট পুত্র দুর্যোধনাদির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে নিজের ছোটভাই পাণ্ডুর অসহায় পুত্রদের জতুগৃহে পাঠিয়ে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিলেন॥ ৬ ॥ তাঁর পুত্রবধূ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মহিষী দ্রৌপদীকে যখন রাজসভায় তাঁর পুত্র দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করে নিয়ে আসে, তখন আঁখিজলে তাঁর বক্ষঃস্থল প্লাবিত এবং সেই অশ্রুধারায় স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমাদি ধুয়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থাতেও ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রকে দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত করলেন না॥ ৭ ॥ দুর্যোধন সত্যনিষ্ঠ, সদাশয় যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় অন্যায়ভাবে পরাজিত করে রাজত্ব অধিকার করে নিয়ে তাঁদের বনবাসে নির্বাসিত করেছিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালনের পর বনবাস থেকে ফিরে এসে পৈতৃক অংশ প্রার্থনা করলে মূর্তিমান মোহরূপী দুর্যোধনের পোষনকারী ধৃতরাষ্ট্র অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্য অংশ ফিরিয়ে দেননি ॥ ৮ ॥ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৌরবসভায় এসে জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ যে সব হিতকর সুমধুর বাক্য বলেছিলেন, ভীষ্ম প্রভৃতি সৎপুরুষদের কাছে সে সব অমৃততুল্য মঙ্গলময় বর্ষণ মনে হয়েছিল কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সেই অমৃতবাক্য বিন্দুমাত্রও মর্যাদা পায়নি কারণ ধৃতরাষ্ট্র তখন বিনষ্টপুণ্য মহারাজ কিনা ! ॥ ৯ ॥ তারপর পরামর্শের জন্য আমন্ত্রিত মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ বিদুর মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, নীতিশাস্ত্রবিশারদগণ সেই মন্ত্রণাকে 'বিদুরনীতি' নামে স্বীকৃতি দিয়েছেন॥ ১০ ॥

তিনি (বিদুর) বললেন—'হে মহারাজ ! অজাতশত্রু মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তাঁর প্রাপ্য পৈতৃক অংশ প্রত্যর্পণ করুন। আপনার অসহনীয় অপরাধও তিনি সহ্য করছেন। মহাবল ভীমরূপী কালসর্পকে আপনি ভীষণ ভয় করেন ; দেখুন, সেই ভীম তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণসহ প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্রোধবশত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করছেন॥ ১১ ॥ আপনি জানেন না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীপুত্র পাণ্ডবদের আপন করে নিয়েছেন । তিনি যদুবংশীয়দের আরাধ্য দেবতা। বর্তমানে তিনি নিজ

[১]প্রাচীন বই-এর মূলে 'সহানুজো..........' থেকে '.......নৃদেবদেবঃ' পর্যন্ত দেড় শ্লোক নেই, পরে লিখিত টিপ্পনীতে আছে।

স এষ দোষঃ পুরুষদ্বিড়াস্তে
গৃহান্ প্রবিষ্টো যমপত্যমত্যা।
পুষ্ণাসি কৃষ্ণাদ্বিমুখো গতশ্রী-
স্ত্যজাশ্বশৈবং কুলকৌশলায়॥ ১৩

ইত্যূচিবাংস্তত্র সুযোধনেন
প্রবৃদ্ধকোপস্ফুরিতাধরেণ।
অসৎকৃতঃ সৎস্পৃহণীয়শীলঃ[১]
ক্ষত্তা সকর্ণানুজসৌবলেন॥ ১৪

ক এনমত্রোপজুহাব জিহ্মং
দাস্যাঃ সুতং যদ্বলিনৈব পুষ্টঃ।
তস্মিন্ প্রতীপঃ পরকৃত্য আস্তে
নির্বাস্যতামাশু পুরাচ্ছ্বসানঃ॥ ১৫

স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈ-
র্ভ্রাতুঃ পুরো মর্মসু তাড়িতোঽপি।
স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় মায়াং
গতব্যথোঽয়াদুরু মানয়ানঃ॥ ১৬

স নির্গতঃ কৌরবপুণ্যলব্ধো
গজাহ্বয়াত্তীর্থপদঃ পদানি।
অন্বাক্রমৎ পুণ্যচিকীর্ষয়োর্ব্যাং
স্বধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্তিঃ॥ ১৭

পুরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জে-
ষ্বপঙ্কতোয়েষু সরিৎসরঃসু।
অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু
চচার তীর্থায়তনেষ্বনন্যঃ॥ ১৮

গাং পর্যটন্মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ
সদাঽঽপ্লুতোঽধঃশয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেষো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি॥ ১৯

রাজধানী দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করছেন তথা মণ্ডলেশ্বরবিজয়ী ভূপতিদের পরাজিত করে তাদের আনুগত্য লাভ করেছেন এবং ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণও তাঁরই অনুবর্তী॥ ১২ ॥ পুত্রবুদ্ধিতে আপনি যাকে পরিপোষণ করছেন, যার তালে তাল মিলিয়ে আপনি দিন যাপন করছেন, সেই দুর্যোধনের রূপে তো মূর্তিমান অনর্থ আপনার ঘরে ঢুকে বসে আছে। সে তো সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী। এরই জন্য আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও পরাঙ্মুখ হয়ে হতশ্রী হয়ে যাচ্ছেন। অতএব বংশের মঙ্গলের জন্য এই কুলাঙ্গার দুর্যোধনকে শীঘ্র পরিত্যাগ করুন'॥ ১৩ ॥

সজ্জনাকাঙ্ক্ষিত-চরিত্রবান বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এই কথা বলামাত্রই কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সাথে প্রচণ্ড ক্রোধে দুর্যোধনের অধর কম্পিত হতে লাগল এবং সে বিদুরকে অপমান করে বলল—'আরে, অতি কুটিল এই দাসীপুত্রকে এখানে কে আনল ? এ তো যার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছে তারই বিরুদ্ধাচরণ করে শত্রুপক্ষের মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত রয়েছে দেখছি ! অতএব একে শুধু-মাত্র প্রাণে না মেরে নগর থেকে অবিলম্বে দূর করে দাও॥' ১৪-১৫ ॥ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে কর্ণকুহরপ্রবিষ্ট বাণের মতো তীব্র যন্ত্রণাদায়ক এরূপ তিরস্কার বাক্য দ্বারা মর্মাহত হয়েও ঈশ্বরের বিশ্বমোহিনী মহামায়াকে প্রবল মনে করে অর্থাৎ এই দুর্ব্যবহারকে ঈশ্বর-ইচ্ছা মনে করে মনের দুঃখকে সংযত করে নিজের ধনুকখানি সেই রাজপুরীর দরজায় ছেড়ে দিয়ে বিদুর স্বেচ্ছায় হস্তিনাপুর ছেড়ে চলে গেলেন॥ ১৬ ॥ মহাপুণ্যফলে কৌরবগণ বিদুরের মতো মহাত্মাকে তাদের বংশে লাভ করেছিলেন। তিনি হস্তিনাপুর ছেড়ে পৃথিবীতে যে সকল পুণ্যক্ষেত্রে তীর্থপদ অনন্তমূর্তি ভগবান অনন্তরূপে অবস্থান করছেন সেই সব পুণ্যস্থানে পুণ্যার্জনের ইচ্ছায় পরিভ্রমণ করতে লাগলেন॥ ১৭ ॥ ভগবানের অনন্ত মূর্তিদ্বারা সমলংকৃত তীর্থসমূহ, নগর, পবিত্র বন, পর্বত, নিকুঞ্জ এবং পাপরূপ পঙ্কহীন সলিল-যুক্ত নদী, সরোবর প্রভৃতি স্থানে তিনি একলা ভ্রমণ করতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ তিনি অবধূতবেশে—তাপসজনোচিত

[১]প্রা.পা.—সংস্পৃহ।

ইত্থং ব্রজন্ ভারতমেব বর্ষং
কালেন যাবদ্ গতবান্ প্রভাসম্।
তাবচ্ছশাস ক্ষিতিমেকচক্রা-
মেকাতপত্রামজিতেন পার্থঃ॥ ২০
তত্রাথ[১] শুশ্রাব সুহৃদ্বিনষ্টিং
বনং যথা বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ম্[২]।
সংস্পর্ধয়া দগ্ধমথানুশোচন্
সরস্বতীং প্রত্যগিয়ায়[৩] তূষ্ণীম্॥ ২১
তস্যাং ত্রিতস্যোশনসো মনোশ্চ
পৃথোরথাগ্নেরসিতস্য বায়োঃ।
তীর্থং সুদাসস্য গবাং গুহস্য
যচ্ছ্রাদ্ধদেবস্য স আসিষেবে॥ ২২
অন্যানি চেহ দ্বিজদেবদেবৈঃ
কৃতানি নানায়তনানি বিষ্ণোঃ।
প্রত্যঙ্গমুখ্যাঙ্কিতমন্দিরাণি
যদ্দর্শনাৎ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি॥ ২৩
ততস্ত্বতিব্রজ্য সুরাষ্ট্রমৃদ্ধং
সৌবীরমৎস্যান্ কুরুজাঙ্গলাংশ্চ।
কালেন তাবদ্‌যমুনামুপেত্য
তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ॥ ২৪
স বাসুদেবানুচরং প্রশান্তং
বৃহস্পতেঃ প্রাক্ তনয়ং প্রতীতম্।
আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং
স্বানামপৃচ্ছদ্ভগবৎপ্রজানাম্॥ ২৫
কচ্চিৎ পুরাণৌ পুরুষৌ স্বনাভ্য-
পাদ্মানুবৃত্ত্যেহ কিলাবতীর্ণৌ।
আসাত উর্ব্যাঃ কুশলং বিধায়
কৃতক্ষণৌ কুশলং শূরগেহে॥ ২৬
কচ্চিৎ কুরূণাং পরমঃ সুহৃন্নো
ভামঃ স আস্তে সুখমঙ্গ শৌরিঃ।

বল্কল ও অজিন প্রভৃতি ধারণ করে—স্বচ্ছন্দভাবে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে লাগলেন, যাতে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে দেখলে চিনতে না পারে। দেহের মার্জনাদি সংস্কার তিনি বর্জন করেছিলেন, পবিত্র ও অনায়াসলভ্য জীবিকা অবলম্বন করে সাধারণ ভোজন, প্রতি তীর্থে স্নান, ভূমিশয়ন এবং শ্রীহরির প্রীতিজনক ব্রতসকল পালন করতে লাগলেন॥ ১৯ ॥

এইভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে করতে কালক্রমে যখন বিদুর প্রভাস তীর্থে গিয়ে পৌঁছলেন ততদিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় মহারাজ যুধিষ্ঠির সমগ্র ভূমণ্ডলে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করে পৃথিবী শাসন করছিলেন॥ ২০ ॥ সেখানে এসে তাঁর কৌরব আত্মীয়-স্বজনদের বিনাশের সংবাদ জানতে পারলেন। যেভাবে বাঁশবনে বাঁশের পরস্পর ঘর্ষণে আগুন জ্বলে উঠে সমগ্র বাঁশবনটাই ভস্মীভূত হয়ে যায় সেইভাবেই আত্মীয়-স্বজনগণ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের ফলে নিজেরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে এই খবর শুনে তিনি মৌনভাব অবলম্বন করে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সরস্বতী নদীর তীরে গমন করলেন॥ ২১ ॥ সেই সরস্বতী নদীর তীরে তিনি ত্রিত, উশনা, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গো, গুহ এবং শ্রাদ্ধদেবের নামে প্রসিদ্ধ একাদশটি তীর্থে যথাবিধি স্নানদানাদি করলেন॥ ২২ ॥ এছাড়া ওই সরস্বতী তীরে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা সংস্থাপিত এবং শিখরে সুদর্শন চক্রের চিহ্নযুক্ত ভগবান বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতাগণের মন্দির ছিল—যার দর্শনমাত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয়, সেই সকলও দর্শন করলেন॥ ২৩ ॥ তারপর সেখান থেকে ধনধান্যসমৃদ্ধ সৌরাষ্ট্র, সৌবীর, মৎস্য এবং কুরুজাঙ্গলাদি দেশ ভ্রমণ করে কালক্রমে যখন যমুনার তীরে এসে পৌঁছলেন তখন সেখানে তিনি পরম ভাগবত উদ্ধবের সাক্ষাৎ লাভ করলেন॥ ২৪ ॥ উদ্ধব ছিলেন বাসুদেবের একান্ত অনুচর, শান্তস্বভাব। তিনি পূর্বে বৃহস্পতির নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। বিদুর প্রীতি সহকারে গভীর আলিঙ্গনপূর্বক তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত আত্মীয়গণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন॥ ২৫ ॥

[১]প্রা.পা.—তদাথ। [২]প্রা.পা.—বহ্নিনাশ্রয়ম্। [৩]প্রা.পা.—প্রত্যগিয়াত্ততশ্চ।

যো বৈ স্বসৃণাং পিতৃবদ্দদাতি
বরান্ বদান্যো বরতর্পণেন॥ ২৭

কচ্চিদ্বরূথাধিপতির্যদূনাং
প্রদ্যুম্ন আস্তে সুখমঙ্গ বীরঃ।
যং রুক্মিণী ভগবতোঽভিলেভে
আরাধ্য বিপ্রান্ স্মরমাদিসর্গে॥ ২৮

কচ্চিৎ সুখং সাত্বতবৃষ্ণিভোজ-
দাশার্হকাণামধিপঃ স আস্তে।
যমভ্যষিঞ্চচ্ছতপত্রনেত্রো
নৃপাসনাশাং পরিহৃত্য দূরাৎ॥ ২৯

কচ্চিদ্ধরেঃ সৌম্য সুতঃ সদৃক্ষ
আস্তেঽগ্রণী রথিনাং সাধু সাম্বঃ।
অসূত যং জাম্ববতী ব্রতাঢ্যা
দেবং গুহং যোঽম্বিকয়া ধৃতোঽগ্রে॥ ৩০

ক্ষেমং স কচ্চিদ্যুযুধান আস্তে
যঃ ফাল্গুনাল্লব্ধধনূরহস্যঃ।
লেভেঽঞ্জসাধোক্ষজসেবয়ৈব
গতিং তদীয়াং যতিভির্দুরাপাম্॥ ৩১

কচ্চিদ্ বুধঃ স্বস্ত্যনমীব আস্তে
শ্বফল্কপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ।
যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংসু-
ষ্বচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্যঃ॥ ৩২

কচ্চিচ্ছিবং দেবকভোজপুত্র্যা
বিষ্ণুপ্রজায়া ইব দেবমাতুঃ।
যা বৈ স্বগর্ভেণ দধার দেবং
ত্রয়ী যথা যজ্ঞবিতানমর্থম্॥ ৩৩

বিদুর বললেন—হে উদ্ধব ! পুরাণপুরুষ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাভিকমলোদ্ভব ব্রহ্মার প্রার্থনায় এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে জগতের অশেষ কল্যাণসাধন-পূর্বক সকলকে আনন্দ দান করে এখন শ্রীবসুদেবের (শূরসেনের) গৃহে কুশলে আছেন তো ? ॥ ২৬ ॥ হে প্রিয় ! পিতা যেমন পুত্রীকে অভিলষিত অর্থাদি দান করেন, সেইরকম যে বসুদেব উদারতাগুণে ভগিনীপতিদের তৃপ্তি বিধান করে ভগিনীদের (কুন্তী প্রভৃতিদের) নানারকম অভিলষিত অর্থাদি দান করতেন, কুরুবংশীয়দের পরম বান্ধব, আমাদের পূজনীয় ভগিনীপতি সেই বসুদেব সুখে আছেন তো ? ॥ ২৭ ॥ হে বন্ধু ! পূর্বজন্মে যিনি কামদেব ছিলেন এবং রুক্মিণী ব্রাহ্মণদের আরাধনা করে শ্রীকৃষ্ণের থেকে যাকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন, সেই যাদব সেনাপতি প্রদ্যুম্ন ভালো আছেন তো ? ॥২৮ ॥ হে উদ্ধব ! যিনি নিজে রাজসিংহাসন লাভের আশা সম্পূর্ণই পরিত্যাগ করে থাকলেও স্বয়ং কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন, সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হ বংশীয় যাদবগণের অধিপতি সেই মহারাজ উগ্রসেন সুখে আছেন তো ? ॥ ২৯ ॥ হে সৌম্য ! নিজ পিতা শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য রথীদের অগ্রগণ্য শ্রীকৃষ্ণ তনয় সাম্ব, যিনি এইজন্মে ব্রতপরায়ণা জাম্ববতীর গর্ভে জন্মলাভ করেছেন এবং যিনি জন্মান্তরে গুহ অর্থাৎ কার্তিকেয়রূপে ভগবতী পার্বতীর গর্ভে স্থান পেয়েছিলেন, তিনি ভালো আছেন তো ? ॥ ৩০ ॥ হে উদ্ধব ! যিনি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যার রহস্য শিক্ষা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারাই অনায়াসে যোগিজনদুর্লভ ভাগবতী স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছেন সেই সাত্যকি কুশলে আছেন তো ? ॥ ৩১ ॥ যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নিত পথে ধুলোর ওপর লুণ্ঠিত হয়েছিলেন সেই জ্ঞানী, ভগবদাশ্রিত নিষ্পাপ ভক্ত শ্বফল্কতনয় অক্রূর মঙ্গলে আছেন তো ? ॥ ৩২ ॥ বেদত্রয় যেমন যজ্ঞবিস্তাররূপ অর্থ ধারণ করেন, সেইরকম শ্রীকৃষ্ণকে যিনি নিজের গর্ভে ধারণ করেছিলেন, দেবমাতা অদিতির মতো বিষ্ণুজননী সেই ভোজরাজ দেবকের নন্দিনী দেবকী কুশলে আছেন ? ॥ ৩৩ ॥

অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো
যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ।
যমামনন্তি স্ম হ[১] শব্দযোনিং
মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্॥ ৩৪

অপিস্বিদন্যে চ নিজাত্মদৈব-
মনন্যবৃত্ত্যা সমনুব্রতা যে।
হৃদীকসত্যাত্মজচারুদেষ্ণ-
গদাদয়ঃ স্বস্তি চরন্তি সৌম্য॥ ৩৫

অপি স্বদোর্ভ্যাং বিজয়াচ্যুতাভ্যাং
ধর্মেণ ধর্মঃ পরিপাতি সেতুম্।
দুর্যোধনোঽতপ্যত যৎসভায়াং
সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা বিজয়ানুবৃত্ত্যা॥ ৩৬

কিং বা কৃতাঘেষ্বঘমত্যমর্ষী
ভীমোঽহিবদ্দীর্ঘতমং ব্যমুঞ্চৎ।
যস্যাঙ্ঘ্রিপাতং রণভূর্ন সেহে
মার্গং গদায়াশ্চরতো বিচিত্রম্॥ ৩৭

কচ্চিদ্‌যশোধা রথযূথপানাং
গাণ্ডীবধন্বোপরতারিরাস্তে।
অলক্ষিতো যচ্ছরকূটগূঢ়ো
মায়াকিরাতো গিরিশস্তুতোষ॥ ৩৮

যমাবুতস্বিত্তনয়ৌ পৃথায়াঃ
পার্থৈর্বৃতৌ পক্ষ্মভিরক্ষিণীব।
রেমাত উদ্দায় মৃধে স্বরিক্‌থং
পরাৎ সুপর্ণাবিব বজ্রিবক্ত্রাৎ॥ ৩৯

অহো পৃথাপি ধ্রিয়তেঽর্ভকার্থে
রাজর্ষিবর্যেণ বিনাপি তেন।
যস্ত্বেকবীরোঽধিরথো[২] বিজিগ্যে
ধনুর্দ্বিতীয়ঃ ককুভশ্চতস্রঃ॥ ৪০

সৌম্যানুশোচে তমধঃ পতন্তং
ভ্রাত্রে পরেতায় বিদুদ্রুহে[৩] যঃ।

যিনি ভক্তগণের অভীষ্ট ফলদাতা, বেদরূপ শব্দব্রহ্মের প্রকাশক এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের চতুর্থ অংশটির অধিষ্ঠাতা বলে শাস্ত্রে কথিত, সেই ভগবান অনিরুদ্ধ ভালো আছেন তো ? (চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন—অন্তঃকরণের এই চারটি অংশ। এদের অধিষ্ঠাতা যথাক্রমে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ)॥ ৩৪ ॥ হে সৌম্যস্বভাব উদ্ধব ! হৃদীক, সত্যভামার পুত্র চারুদেষ্ণ এবং গদ প্রভৃতি অন্যান্য যাঁরা একাগ্রচিত্তে দেহ ও আত্মার অধিদেবতা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তন করে থাকেন শ্রীকৃষ্ণের সেই সন্তানগণের কুশল তো ? ॥৩৫ ॥

ময়দানব নির্মিত সভায় যাঁর জয়পরম্পরালব্ধ সাম্রাজ্যলক্ষ্মী দেখে দুর্যোধন পরিতপ্ত হয়েছিলেন সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের দুই বাহুস্বরূপ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় ধর্মপথে থেকে ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করছেন তো ? ॥ ৩৬ ॥ অপরাধীদের প্রতি অতীব অসহিষ্ণু ভীম সর্পতুল্য দীর্ঘসঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করেছেন তো ? গদাযুদ্ধের সময় তিনি যখন নতুন নতুন প্রণালী অবলম্বন করতেন তখন তাঁর পদাঘাত রণভূমি সহ্য করতে পারত না॥ ৩৭ ॥ আত্মগোপনচ্ছলে কিরাত বেশধারী প্রচ্ছন্ন মহাদেব যাঁর শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন সেই রথী এবং যূথপতিদের গৌরববর্ধনকারী গাণ্ডীবধারী অর্জুনের কুশল তো ? এখন তো তার সব শত্রুরা নিশ্চয়ই স্তব্ধ হয়ে গেছে ? ॥ ৩৮ ॥ হে উদ্ধব ! চোখের পাতা যেমন চোখকে রক্ষা করে সেইরকম কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম বা অর্জুন যাঁদের সর্বদা রক্ষা করেছেন এবং কুন্তীও যাঁদের লালন-পালন করেছেন সেই মাদ্রীর যমজপুত্রদ্বয় নকুল-সহদেবের মঙ্গল তো ? গরুড় যেমন ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত কেড়ে এনেছিলেন তেমনই এই দুই ভাই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু দুর্যোধনের হাত থেকে নিজেদের পৈতৃক রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে আনন্দে ক্রীড়া করছেন তো ? ॥ ৩৯ ॥ আহা ! বেচারি কুন্তী তো রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর বিয়োগে মৃতপ্রায় হয়েও শুধু এই বালকদের জন্যই প্রাণধারণ করেছিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ মহারাজ পাণ্ডু এমন অদ্বিতীয় এক বীর ছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র একটি ধনুক দিয়েই চতুর্দিক জয়

[১]প্রা.পা.—হি। [২]প্রা.পা.—হবিরথো। [৩]প্রা.পা.—চ দুদ্রুহে যঃ।

নির্যাপিতো যেন সুহৃৎ স্বপূর্যা
অহং স্বপুত্রান্ সমনুব্রতেন॥ ৪১

সোঽহং হরের্মর্ত্যবিড়ম্বনেন
দৃশো নৃণাং চালয়তো বিধাতুঃ।
নান্যোপলক্ষ্যঃ পদবীং প্রসাদা-
চ্চরামি পশ্যন্ গতবিস্ময়োঽত্র॥ ৪২

নূনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপথানাং
মহীং মুহুশ্চালয়তাং চমূভিঃ।
বধাৎ প্রপন্নার্তিজিহীর্ষয়েশো-
ঽপ্যুপৈক্ষতাঘং ভগবান্ কুরূণাম্॥ ৪৩

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায়
কর্মাণ্যকর্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্।
নন্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং
পরো গুণানামুত কর্মতন্ত্রম্॥ ৪৪

তস্য প্রপন্নাখিললোকপানা-
মবস্থিতানামনুশাসনে স্বে।
অর্থায়[১] জাতস্য যদুষ্বজস্য
বার্তাং সখে কীর্তয় তীর্থকীর্তেঃ॥ ৪৫

করেছিলেন॥ ৪০ ॥ হে উদ্ধব ! যিনি পাণ্ডুপুত্রদের অনিষ্টাচরণ করে পরলোকগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর প্রতি শত্রুতা করেছেন এবং সর্বথা নিজপুত্রদের মতানুবর্তী হয়ে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী আমাকে পর্যন্ত রাজ্যের বাইরে নির্বাসন দিয়েছেন—সেই অধঃপতিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমার বড়ই দুঃখবোধ হয় ॥ ৪১ ॥ কিন্তু তবুও, হে উদ্ধব ! তার জন্য আমার কোনো আশ্চর্যবোধ নেই। জগদ্‌বিধাতা শ্রীকৃষ্ণই মানুষের মতো মনুষ্যলীলা করে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত করেন। তাঁর অসীম কৃপায় আমি তাঁর মহিমা বুঝতে পেরে অন্যের অলক্ষ্যে সানন্দে ভ্রমণ করে চলেছি॥ ৪২ ॥ অপরাধ করা মাত্র তৎক্ষণাৎ ভগবান তার নিগ্রহ করতে সমর্থ হলেও ধন, জন ও বিদ্যা মদে প্রমত্ত এবং সৈন্যগর্বে বার বার পৃথিবী নিপীড়নকারী রাজাদের একসঙ্গে বিনাশ এবং শরণাগতদের দুঃখ দূর করার জন্যই তিনি দুর্যোধনাদি কৌরবগণের অপরাধ পুনঃপুনঃ সহ্য করেছেন॥ ৪৩ ॥ হে উদ্ধব ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ও কর্মরহিত, তবুও দুষ্টের দমনের জন্য এবং জীবগণকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে শুভ কর্মে রুচি উৎপাদনের জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং (লীলাদি) কর্ম করতে প্রবৃত্ত হন। নাহলে ভগবানের কথা তো দূরে থাক, ত্রিগুণাতীত অবস্থায় স্থিত, মুক্ত কোনো জীবই কর্মাধীন দেহ ধারণ করেন না॥ ৪৪ ॥ অতএব হে বন্ধু ! অজন্মা হয়েও যিনি শরণাগত লোকপালবৃন্দ এবং অনুগত ভক্তজনের প্রয়োজন বা হিতসাধনের জন্য যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই পবিত্রকীর্তি শ্রীহরির লীলাবৃত্তান্ত এবারে বর্ণনা করো॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-উদ্ধব সংবাদে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

[১]প্রা.পা.—অথোপজাতস্য।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ধব কর্তৃক ভগবানের বাল্যলীলা বর্ণন

শ্রীশুক[১]উবাচ

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্ত্রা বার্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্।
প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্মারিতেশ্বরঃ॥ ১

যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্যাং বাললীলয়া॥ ২

স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং[২] গতঃ।
পৃষ্টো বার্তাং প্রতিব্রূয়াদ্ভর্তুঃ পাদাবনুস্মরন্॥ ৩

স মুহূর্তমভূত্তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্বৃতঃ॥ ৪

পুলকোদ্ভিন্নসর্বাঙ্গো মুঞ্চন্মীলদ্দৃশা শুচঃ।
পূর্ণার্থো লক্ষিতস্তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ॥ ৫

শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্॥ ৬

উদ্ধব উবাচ

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিং নু[৩] নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥ ৭

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্॥ ৮

শ্রীশুকদেব বললেন—বিদুর যখন পরম ভক্ত উদ্ধবকে এইভাবে তাঁর প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন উদ্ধবের মনে ভগবানের স্মৃতি জেগে উঠল এবং ভাবের আতিশয্যে হৃদয় ভরে যাওয়াতে তিনি কোনো কথা বলতে সমর্থ হলেন না॥ ১ ॥ পাঁচ বছর বয়সেই বালক উদ্ধব বাল্যক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি গঠন করে তাঁর সেবা-পূজাতে এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে তাঁর মা তাঁকে প্রাতরাশের জন্য ডাকাডাকি করলেও তিনি তা ছেড়ে যেতে চাইতেন না॥ ২ ॥ এখন তো তিনি দীর্ঘকাল তাঁর সেবা-পূজায় ব্যাপৃত থেকে বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছেন, সুতরাং বিদুরের প্রশ্নে প্রভুর চরণ-স্মরণে মুগ্ধ হয়ে—তাঁর মন বিরহবেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। কাজেই তিনি উত্তর দেবেন কীভাবে ? ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের স্মৃতিসুধায় আপ্লুত হয়ে অনেকক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না, তীব্র ভক্তিযোগে সেই সুধায় মগ্ন হয়ে আনন্দসাগরে ডুবে গেলেন॥ ৪ ॥ তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, মুদিত নয়ন প্রেমাশ্রুধারায় ভেসে উঠল। উদ্ধবকে এইভাবে প্রেমসাগরে নিমজ্জিত দেখে বিদুর তাঁকে সার্থকজন্মা মনে করলেন ॥ ৫ ॥ পরে উদ্ধব যখন ভগবদনুভূতির সেই অলৌকিক লোক থেকে আবার ধীরে ধীরে লৌকিক জগতে ফিরে এলেন তখন তিনি চক্ষুমার্জনা করে লীলাময়ের লীলাস্মরণে আশ্চর্যবোধে আবিষ্ট হয়ে প্রীতমনে বিদুরকে বলতে লাগলেন॥ ৬ ॥

উদ্ধব বললেন—হে বিদুর ! শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য অস্তমিত হওয়াতে আমাদের গৃহসকল কালরূপ অজগরের গ্রাসে পড়ে হতশ্রী হয়ে পড়েছে। অতএব তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মীয়বর্গের কুশল আর আমি কী বলব॥ ৭ ॥ হায় ! এই নরলোক অতিশয় ভাগ্যহীন ; এদের মধ্যে যাদবরা আরও অভাগা, মাছেরা যেমন জলে বাস করেও ক্ষীর সমুদ্রস্থ চন্দ্রকে কোনো কমনীয় জলচর মনে করে সেটিকে অমৃতময় বলে বুঝতে পারে না, তেমনই এই যাদবরাও

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রী' নেই। [২]প্রা.পা.—রজসং। [৩]প্রা.পা.—কিং পুনঃ।

ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ।
সাত্বতামৃষভং সর্বে ভূতাবাসমমংসত॥ ৯

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ॥ ১০

প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্।
আদায়ান্তরধাদ্ যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্॥ ১১

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ১২

যদ্ধর্মসূনোর্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ[1] গতং বিধাতু-
রর্বাক্সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত॥ ১৩

যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস-
লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ॥ ১৪

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ[2] স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥ ১৫

সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে একসঙ্গে থেকেও তাঁকে চিনতে পারেনি ॥ ৮ ॥ যাদবগণ মানুষের মনের ভাব বেশ বুঝতে পারতেন এবং খুবই নিপুণ অর্থাৎ সর্ববিষয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে একইসাথে ক্রীড়া-কৌতুকাদি করেছেন ; তবুও সর্বভূতাশ্রয়, সর্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে শুধুমাত্র একজন যাদবশ্রেষ্ঠ বলেই মনে করতেন॥ ৯॥ কিন্তু ভগবানের মায়ায় মোহিত সেই সকল মূর্খ যাদব এবং মিথ্যা শত্রুভাবাপন্ন শিশুপাল প্রমুখদের শ্রীহরিবিদ্বেষ এবং কৃষ্ণনিন্দাসূচক বাক্যের দ্বারা ভগবৎপ্রাণ ভক্তদের বুদ্ধি বিচলিত হতে পারত না॥ ১০ ॥ যারা কখনো তপস্যা করেনি, তাদেরও তিনি এতদিন দর্শন দিয়ে, তাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি না হতেই নিজ শ্রীমূর্তি সম্বরণ করে অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে যেন তাদের দর্শনেন্দ্রিয়কেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন॥ ১১ ॥ নিজের যোগমায়ার প্রভাব প্রদর্শনের জন্য এবং মনুষ্যলীলা প্রদর্শনের পক্ষে উপযুক্ত যে দিব্য শ্রীবিগ্রহ তিনি প্রকট করেছিলেন তার সৌন্দর্যে সমগ্র জগৎ তো মোহিত হয়ে যেতই, তিনি নিজেও বিস্মিত হয়ে যেতেন। সৌভাগ্য সমৃদ্ধির আস্পদ ছিল সেই রূপ। সেই রূপে ভূষণসমূহ অঙ্গের ভূষণ হয়নি, বরং ভূষণসমূহই অঙ্গসমূহের দ্বারা ভূষিত হয়েছিল॥ ১২ ॥

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ মাধুর্য দেখে ত্রিভুবনবাসিগণ এইরকমই মনে করেছিল যে বিধাতার মানবসৃষ্টির বিষয়ে যত কিছু নৈপুণ্য আছে সেই সবই এইরূপ নির্মাণেই তাদের পরম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে ॥ ১৩ ॥ তাঁর প্রেমপূর্ণ হাস্য-কৌতুক ও সরস বিলাসপূর্ণ দৃষ্টিপাতে ব্রজরমণীগণ নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতেন। তাঁদের চোখ দুটি শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হত আর সেই সঙ্গেই তাঁদের চিত্তও তদ্‌গত হয়ে পড়ায় তাঁরা তাঁদের ঘরের কাজকর্ম যেমন-তেমন ফেলে রেখে জড় পুত্তলিকার মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন॥ ১৪ ॥ চরাচর বিশ্ব ও প্রকৃতির প্রভু যখন তাঁরই শান্তমূর্তি সাধকগণকে নিজ ঘোররূপ অসুরদের দ্বারা নিপীড়িত দেখলেন তখন তাঁর হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল

[1]প্রা.পা.—চাদ্যেব। [2]প্রা.পা.—প্রশান্ত.।

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম-
বিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং
পুরাদ্ ব্যবাৎসীদ্‌যদনন্তবীর্যঃ॥ ১৬

দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্
যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ।
তাতাম্ব কংসাদুরুশঙ্কিতানাং
প্রসীদতং নোঽকৃতনিষ্কৃতীনাম্॥ ১৭

কো বা অমুষ্যাঙ্‌ঘ্রিসরোজরেণুং
বিস্মর্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্।
যো বিস্ফুরদ্‌ভ্রূবিটপেন ভূমে-
র্ভারং কৃতান্তেন তিরশ্চকার॥ ১৮

দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে
চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্
যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত॥ ১৯

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য॥ ২০

স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ[১]।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোট্যেড়িতপাদপীঠঃ॥ ২১

তত্তস্য কৈঙ্কর্যমলং ভৃতান্নো
বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্।
তিষ্ঠন্নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে
ন্যবোধয়দ্দেব নিধারয়েতি॥ ২২

এবং নিজে জন্মরহিত হয়েও নিজ অংশ সংকর্ষণ বা বলরামের সঙ্গে, নিত্যসিদ্ধ অগ্নি যেমন কাঠের মধ্যে থেকে প্রকাশিত হয় সেইভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন॥ ১৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বসুদেবের ঘরে জন্মগ্রহণের লীলা, স্বয়ং সর্বলোক-ভয়াপহারক হলেও শত্রুভয়ে ভীতের মতো কংসের ভয়ে ব্রজধামে গুপ্ত থাকার লীলা, আর নিজে অনন্তবীর্য হওয়া সত্ত্বেও যেন কালযবনাদির ভয়ে মথুরা থেকে পলায়ন লীলা—এইসবের চিন্তা আমাকে বিচলিত করে তোলে॥ ১৬ ॥ আর যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার চরণ বন্দনা করে বলেছিলেন—'হে পিতঃ ! হে মাতঃ ! এতদিন কংসের ভয়ে ভীত আমি আপনাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে পারিনি, আমার এই অপরাধ গ্রহণ না করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন'—এই কথা যখন আমার মনে হয় তখন আজও আমার মন দুঃখে ভরে ওঠে॥ ১৭ ॥ ভ্রূকুটিভঙ্গরূপ কৃতান্ত দ্বারা যিনি পৃথিবীর ভার অপহরণ করেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলিকণা সেবা করে কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁকে ভুলতে পারে ॥ ১৮ ॥ রাজসূয় যজ্ঞে আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপরিসীম বিদ্বেষ প্রকাশ করেও সেই পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে সিদ্ধিলাভের জন্য বহু শত মুনি-ঋষি জীবনকাল অবধি যোগসাধনা করে থাকেন। সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কে সহ্য করতে পারে ? ॥ ১৯ ॥ শিশুপালের মতো আরও যে সমস্ত বীর মহাভারতের যুদ্ধে স্বচক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই নয়নাভিরাম মুখপদ্ম-মকরন্দ পান করতে করতে অর্জুনের বাণে প্রাণ ত্যাগ করেছে, তারা সকলেই পবিত্র হয়ে ভগবানের পরমধাম প্রাপ্ত হয়েছে॥ ২০ ॥ স্বয়ং ভগবান ত্রিলোকের অধীশ্বর। তাঁর সমান কেউই নেই, তাঁর থেকে বড় আর কে হতে পারে। তিনি তাঁর স্বতঃসিদ্ধ ঐশ্বর্য নিয়েই সর্বদা পূর্ণকাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপালগণ নানাপ্রকার পুজোপকরণ আহরণ করে মাথার মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর পাদপীঠ বন্দনা করে থাকেন॥ ২১ ॥ হে বিদুর ! এমন যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি রাজসিংহাসনে আসীন উগ্রসেনের সামনে দাঁড়িয়ে নিবেদন করতেন—'হে দেব ! আমার প্রার্থনা

[১]প্রা.পা.—সাম্রাজ্য.।

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ২৩

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্র-
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্॥ ২৪

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ॥ ২৫

ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বিবিভ্যতা।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চিঃ সবলোঽবসৎ॥ ২৬

পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ[১]।
যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসংকুলিতাঙ্ঘ্রিপে॥ ২৭

কৌমারীং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়াং ব্রজৌকসাম্।
রুদন্নিব হসন্মুগ্ধবালসিংহাবলোকনঃ॥ ২৮

স এব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিতগোবৃষম্।
চারয়ন্ননুগান্ গোপান্ রণদ্বেণুররীরমৎ॥ ২৯

প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ।
লীলয়া ব্যনুদত্তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব॥ ৩০

বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্।
উত্থাপ্যাপায়য়দ্গাবস্তত্তোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্॥ ৩১

শুনুন।' ভগবানের সেই কিংকরভাব স্মরণে এসে আমার মতো দাসের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে॥ ২২ ॥ পাপিনী পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার উদ্দেশ্যে নিজের স্তনে বিষলেপন করে তাঁকে স্তন্যপান করিয়েছিল, তাকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পরমগতি প্রদান করেছিলেন যা নাকি ধাত্রীরই প্রাপ্য। সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কার কাছে কৃপাময় বলে আমরা শরণ গ্রহণ করব॥ ২৩ ॥ আমি তো অসুরদেরও ভগবদ্ভক্ত মনে করি, কারণ বৈরভাবজনিত ক্রোধের ফলে তাদের চিত্ত সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট থাকত এবং রণক্ষেত্রে তারা গরুড়-স্কন্ধে আসীন সুদর্শনচক্রধারী ভগবানের দর্শন লাভ করত॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মার প্রার্থনায় এই পৃথিবীর ভার হরণ করে তার সুখ-শান্তি বিধানের জন্য কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের পুত্ররূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন॥ ২৫ ॥ সেই সময় কংসের ভয়ে পিতা বসুদেব তাঁকে নন্দগোপের ব্রজে দিয়ে এসেছিলেন। সেখানে তিনি বলরামের সঙ্গে এগারো বছর স্বমহিমা গোপন করে বাস করেছিলেন॥ ২৬ ॥ যমুনার উপবনে যেখানে কূজনরত বিহঙ্গম-কুলপরিপূর্ণ বৃক্ষরাজি পরিব্যাপ্ত ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গোচারণ করতে করতে গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বিহার করতেন॥ ২৭ ॥ ব্রজবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি অনেকানেক বাল্যলীলা প্রদর্শন করতেন। কখনো তিনি রোদন করতেন, কখনো হাসতেন, আবার কখনো সিংহশাবকের মতো মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন॥ ২৮ ॥ এরপর একটু বয়স বাড়লে তিনি সাদা বৃষ সমেত নানাবর্ণের শ্রীসম্পন্ন গোধনচারণকালে বংশীর সমধুরধ্বনিতে সহচর গোপ-বালকদের আনন্দ দান করতেন॥ ২৯ ॥ এই সময়ে যখন ভোজরাজ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য অনেক মায়াবী এবং ইচ্ছামতো নানারূপধারণকারী রাক্ষসদের ব্রজে পাঠিয়েছিল, তখন শিশুরা যেমন মাটির খেলনা ভেঙে ফেলে তেমনিভাবে খেলাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের মেরে ফেলেন॥ ৩০ ॥ একসময়ে কালিয়নাগকে দমন করে তার বিষপূর্ণ জলপানে মৃত গো এবং গোপবালকগণকে

[১]প্রা.পা.—ব্যচরদ্ ভুবি।

অযাজয়দ্‌গোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ।
বিত্তস্য চোরুভারস্য চিকীর্ষন্ সদ্ব্যয়ং বিভুঃ।। ৩২

পুনরুজ্জীবিত করে কালিয়দহের বিষমুক্ত জল পান করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।। ৩১ ।। গোপরাজ নন্দের প্রভূত সমৃদ্ধ ধনরাশির সদ্‌ব্যয় করানোর উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নন্দরাজকে দিয়ে গোবর্ধনপূজা করিয়েছিলেন।। ৩২ ।। হে বিদুর ! এই পূজায় নিজেকে অপমানিত মনে করে যখন দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রজভূমি বিনাশের জন্য মুষলধারে প্রবল বারি বর্ষণ আরম্ভ করেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করুণাবিষ্ট হয়ে গোবর্ধন পর্বতকে খেলার ছলে উঠিয়ে ছাতার মতো ধারণ করে ভীতত্রস্ত ব্রজবাসিগণ ও পশুদের রক্ষা করেছিলেন।। ৩৩ ।। শরৎকালের সন্ধ্যায় সমগ্র বৃন্দাবন চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে স্নান করতে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ সেই সৌন্দর্যকে কৃতার্থ করার জন্য সুমধুর গান গেয়ে এবং গোপী-মণ্ডলের শোভাবর্ধন করে তাদের সাথে রাসবিহার করতেন।। ৩৪ ।।

বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাদ্ভগ্নমানেঽতিবিহ্বলঃ।
গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহ্ণতা।। ৩৩

শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ।। ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।। ২ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-উদ্ধব সংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ২ ।।

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলা বর্ণন

উদ্ধব উবাচ

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রো-
শ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্‌রিপুযূথনাথং
হতং ব্যকর্ষদ্ ব্যসুমোজসোর্ব্যাম্।। ১

সান্দীপনেঃ সকৃৎ প্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্।
তস্মৈ প্রাদাদ্ বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ।। ২

উদ্ধব বললেন—হে বিদুর ! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতাপিতা দেবকী-বসুদেবের সুখবিধানের ইচ্ছায় দাদা বলরামকে নিয়ে মথুরা এলেন এবং শত্রুদলাধিপতি কংসকে উঁচু সিংহাসন থেকে সবলে নীচে নিপাতিত করে তার প্রাণহীন মৃতদেহকে প্রবলভাবে মাটিতে টেনে টেনে ঘুরিয়েছিলেন।। ১ ।। সান্দীপনি মুনির কাছে একবার মাত্র উপদিষ্ট হয়ে ষড়ঙ্গাদির সাথে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে পাঠ সমাপনান্তে পঞ্চজন নামক দৈত্যের উদর বিদারণ করে (যমলোক থেকে) মুনির মৃতপুত্রকে উদ্ধার করে

সমাহূতা ভীষ্মককন্যয়া যে
শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্।
গান্ধর্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং
জহ্রে পদং মূর্ধ্নি দধৎ সুপর্ণঃ[১]॥ ৩

ককুদ্মতোঽবিদ্ধনসো দমিত্বা
স্বয়ংবরে নাগ্নজিতীমুবাহ[২]।
তন্তগ্নমানানপি গৃধ্যতোঽজ্ঞা-
ঞ্জঘ্নেঽক্ষতঃ শস্ত্রভৃতঃ স্বশস্ত্রৈঃ॥ ৪

প্রিয়ং প্রভুর্গ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া
বিধিৎসুরার্চ্ছদ্ দ্যুতরুং যদর্থে।
বজ্র্যাদ্রবত্তং সগণো রুষান্ধঃ
ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্॥ ৫

সুতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং
দৃষ্ট্বা সুনাভোন্মথিতং ধরিত্র্যা।
আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং[৩]
দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ॥ ৬

তত্রাহৃতাস্তা নরদেবকন্যাঃ
কুজেন দৃষ্ট্বা হরিমার্তবন্ধুম্।
উত্থায় সদ্যো জগৃহুঃ প্রহর্ষ-
ব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ[৪]॥ ৭

আসাং মুহূর্ত একস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাম্।
সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ[৫] স্বমায়য়া॥ ৮

তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্বতঃ[৬]।
একৈকস্যাং দশ দশ প্রকৃতের্বিবুভূষয়া॥ ৯

গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন॥ ২ ॥ ভীষ্মকরাজকন্যা রুক্মিণীর বিবাহ উদ্দেশ্যে রুক্মিণীর ভাই রুক্মী, শিশুপাল প্রভৃতি যে সকল রাজাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বসমক্ষে সেই নরপতিদের মস্তকে পদাঘাত করে অর্থাৎ তাদের পরাজিত করে গান্ধর্বমতে বিবাহ করার জন্য, গরুড় যেভাবে অমৃতকুম্ভ হরণ করেছিলেন সেইভাবে নিজ অংশরূপা রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন॥ ৩ ॥ স্বয়ংবর সভায় সাতটি অবিদ্ধনাসিক (যাদের নাক বিদ্ধ হয়নি) বৃষকে দমন করে নাগ্নজিতীকে (সত্যা) বিয়ে করেন। বৃষ দমন করতে না পারায় অপমানিত হয়েও অনেক নরপতি নিজেদের অজ্ঞতার জন্য সেই কন্যার অভিলাষ ত্যাগ করতে না পেরে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে রাজকুমারীকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অক্ষত থেকে নিজ অস্ত্র প্রয়োগে সেই সব নরপতিদের নিহত করেছিলেন॥ ৪ ॥ বিষয়ী পুরুষদের মতো লীলা করার ইচ্ছায় নিজে স্বতন্ত্র হয়েও স্ত্রীপরতন্ত্রের মতো প্রিয়তমা সত্যভামাকে খুশি করার জন্য স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ এনে দিয়েছিলেন ; তখন ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর প্ররোচনায় পারিজাতের জন্য ক্রোধান্ধ হয়ে ইন্দ্র সসৈন্যে কৃষ্ণকে আক্রমণ করেন ; কারণ ইন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয়তমাদের ক্রীড়ামৃগ ছিলেন॥ ৫ ॥ ভূমিপুত্র নরকাসুর যুদ্ধকালে নিজের শরীর দিয়ে আকাশ গ্রাস অর্থাৎ আচ্ছন্ন করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিনাশ করেন। তখন নরকাসুরের জননী ধরিত্রী দেবীর কাতর প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের পুত্র ভগদত্তকে অবশিষ্ট রাজ্য প্রদান করে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন॥ ৬ ॥ সেই অন্তঃপুরে নরকাসুর দ্বারা যে সব রাজকন্যা অপহৃতা হয়েছিলেন, আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাঁরা তৎক্ষণাৎই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং হর্ষ, লজ্জা ও অনুরাগবশে কটাক্ষপাতে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করেছিলেন॥ ৭ ॥ অনন্তর ভগবান তাঁর অসীম অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার দ্বারা সেই কন্যাদের বাসনা অনুসারে বহুরূপ হয়ে একই মুহূর্তে বিবাহোচিত অনুষ্ঠানে পৃথক পৃথক ঘরে অবস্থিত সেই সকল কন্যাদের শাস্ত্রমতে পাণিগ্রহণ করেছিলেন॥ ৮ ॥ স্বীয় লীলা আরও বিস্তৃত

[১]প্রা.পা.—দদৎ। [২]প্রা.পা.—নাগ্নজিতীং ব্যুবাহ। [৩]প্রা.পা.—রাজ্যং। [৪]প্রা.পা.—লোকাঃ। [৫]প্রা.পা.—পাণীনুরুরূপঃ। [৬]প্রা.পা.—সর্বশঃ।

কালমাগধশাল্বাদীননীকৈ রুন্ধতঃ পুরম্।
অজীঘনৎ স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ॥ ১০

শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্বলমেব চ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎ কাংশ্চ ঘাতয়ৎ[1]॥ ১১

অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতান্নৃপান্।
চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেষামাপততাং বলৈঃ॥ ১২

সকর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং
কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ায়ুষম্[2]।
সুযোধনং সানুচরং[3] শয়ানং
ভগ্নোরুমুর্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্॥ ১৩

কিয়ান্ ভুবোঽয়ং ক্ষপিতোরুভারো
যদ্দ্রোণভীষ্মার্জুনভীমমূলৈঃ।
অষ্টাদশাক্ষৌহিণিকো মদংশৈ-
রাস্তে বলং দুর্বিষহং যদূনাম্॥ ১৪

মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো
মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাম্[4]।
নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোঽন্যো
ময্যুদ্যতেঽন্তর্দধতে স্বয়ং স্ম॥ ১৫

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্মজম্।
নন্দয়ামাস সুহৃদঃ সাধূনাং বর্ত্ম দর্শয়ন্॥ ১৬

উত্তরায়াং ধৃতঃ পূরোর্বংশঃ সাধ্বভিমন্যুনা।
স বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রসংছিন্নঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ॥ ১৭

করার মানসে সেই সব রমণীর প্রত্যেকের গর্ভে আত্মতুল্য (রূপগুণবিশিষ্ট) দশ দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন॥ ৯ ॥ কালযবন, জরাসন্ধ এবং শাল্ব প্রভৃতি নৃপতিগণ নিজ নিজ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন মথুরা ও দ্বারকাপুরী অবরোধ করে তখন ভগবান ক্ষেত্রবিশেষে নিজে অথবা তাঁর আপনজনদের নিজের অলৌকিক শক্তিদান করে শত্রুদের বধ সাধন করিয়েছিলেন ॥ ১০ ॥ এছাড়া তিনি শম্বর, দ্বিবিদ, বাণাসুর, মুর, বল্বল ও দন্তবক্র প্রভৃতি অন্যান্য যোদ্ধাদের কাউকে কাউকে স্বয়ংই বিনাশ করেছেন আবার কাউকে কাউকে অন্যদের দ্বারা নিহত করিয়েছেন॥ ১১ ॥ এরপর তিনি যেসব রাজার সৈন্যভারে পৃথিবী কম্পিতা হত, আপনার ভাই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ছেলেদের পক্ষ নিয়ে যারা যুদ্ধ করতে কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন তাদেরও সংহার করেছেন॥ ১২ ॥ কর্ণ, দুঃশাসন এবং শকুনির কুমন্ত্রণায় হতশ্রী ও ক্ষীণায়ু দুর্যোধন যখন ভীমের গদাঘাতে ভগ্নউরু হয়ে অনুচরবর্গের সঙ্গে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে রয়েছে তা দেখেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ লাভ করতে পারেননি॥ ১৩ ॥ তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন এবং ভীমের নিমিত্ত যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনারূপ গুরুভার বিনষ্ট হয়েছে তাতে পৃথিবীর ভার আর কতটুকু কমেছে! কারণ আমার অংশরূপ প্রদ্যুম্নাদির শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত দুর্বিষহ যাদবসৈন্য তো এখনও পৃথিবীতে বর্তমানই রয়েছে॥ ১৪ ॥ এই যাদবরা যখন মদ্যপানে উন্মত্ত ও আরক্তলোচন হয়ে নিজেদের মধ্যে কলহে প্রবৃত্ত হবে তখনই এরা ধ্বংস হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আমি পরমধামে গমনে প্রবৃত্ত হলে এরা নিজেরাই পরস্পর বিবাদ করে অন্তর্হিত হবে অর্থাৎ শেষ হবে॥ ১৫ ॥

এইসব চিন্তা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তার পৈতৃক রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করলেন এবং সৎ-পুরুষগণের অনুসরণীয় পথ প্রদর্শন করে নিজের আত্মীয়বন্ধুদের আনন্দ-বিধান করলেন॥ ১৬ ॥ অর্জুনপুত্র অভিমুন্য তাঁর স্ত্রী উত্তরার গর্ভে পুরুবংশের যে ভবিষ্যৎ পুরুষকে স্থাপিত করে গেছিলেন সেই গর্ভস্থিত বালক অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু

[1]প্রা.পা.—ঘাতয়ন্। [2]প্রা.পা.—শ্রিয়াঙ্গুষাম্। [3]প্রা.পা.—সানুবলং। [4]প্রা.পা.—মধ্বামদার্তাম্রুজলোচ.।

অযাজয়দ্ধর্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্বিভুঃ।
সোঽপি ক্ষ্মামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ॥ ১৮

ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ।
কামান্ সিষেবে[১] দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাস্থিতঃ॥ ১৯

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া।
চরিত্রেণানবদ্যেন[২] শ্রীনিকেতেন চাত্মনা॥ ২০

ইমং লোকমমুং চৈব রময়ন্ সুতরাং যদূন্।
রেমে ক্ষণদয়া দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ॥ ২১

[৩]তস্যৈবং রমমাণস্য সংবৎসরগণান্ বহূন্।
গৃহমেধেষু যোগেষু বিরাগঃ সমজায়ত॥ ২২

দৈবাধীনেষু কামেষু দৈবাধীনঃ স্বয়ং পুমান্।
কো বিস্রম্ভেত যোগেন যোগেশ্বরমনুব্রতঃ॥ ২৩

পুর্যাং কদাচিৎ ক্রীড়দ্ভির্যদুভোজকুমারকৈঃ।
কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্মতকোবিদাঃ॥ ২৪

ততঃ কতিপয়ৈর্মাসৈর্বৃষ্ণিভোজান্ধকাদয়ঃ।
যযুঃ প্রভাসং সংহৃষ্টা রথৈর্দেববিমোহিতাঃ॥ ২৫

তত্র স্নাত্বা পিতৄন্দেবানৃষীংশ্চৈব তদম্ভসা।
তর্পয়িত্বাথ বিপ্রেভ্যো গাবো বহুগুণা দদুঃ॥ ২৬

হিরণ্যং রজতং শয্যাং বাসাংস্যজিনকম্বলান্।
যানং[৪] রথানিভান্ কন্যা ধরাং বৃত্তিকরীমপি॥ ২৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে রক্ষা করেন॥ ১৭ ॥ ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনি তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী হয়ে নিজের ছোট ভাইদের সহায়তায় রাজ্যপালনপূর্বক পরম আনন্দে দিনযাপন করতে থাকলেন॥ ১৮ ॥ বিশ্বজনের পরমাত্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করে লোক এবং বেদের মর্যাদা রক্ষা করে আত্ম-অনাত্ম বিবেকরূপ সাংখ্যযোগ অবলম্বন করে নিরাসক্ত হয়ে ভোগ্য বস্তুসকল উপভোগ করেছিলেন॥ ১৯ ॥ স্নিগ্ধ সহাস্য দৃষ্টি, অমৃততুল্য বাক্য, অনিন্দনীয় চরিত্র এবং সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্যের নিবাস নিজের শ্রীবিগ্রহ দিয়ে এই মর্ত্যলোক ও স্বর্গলোককে—বিশেষ করে যাদবদের আনন্দিত করে স্বয়ং নানাবিধ ক্রীড়া করেছিলেন আর রাত্রিতে প্রিয়তমাদের সাথে ক্ষণিক অনুরাগ প্রদর্শন করে সময়োচিত ক্রীড়া করতেন এবং এইভাবে তাদেরও আনন্দ দিয়েছিলেন॥ ২০-২১ ॥ এইভাবে বহুবর্ষ ক্রীড়া করতে করতে তাঁর গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধীয় ভোগসামগ্রীতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হল॥ ২২ ॥ এই সব ভোগসামগ্রী ঈশ্বরের অধীন এবং জীব তাঁর অধীন। যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই যখন সেই সবে বৈরাগ্য জন্মাল তখন ভক্তিযোগ অবলম্বন করে যে ভক্ত তাঁর অনুবর্তী হয়েছে, কামাদিও যার অদৃষ্টাধীন, সেইরকম কোন ব্যক্তি স্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ অনিত্য স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে কি বিশ্বাস ও প্রীতিলাভ করতে পারে ? ॥ ২৩ ॥

একদিন দ্বারকাপুরীতে খেলা করতে করতে যদুবংশীয় ও ভোজবংশীয় বালকগণ মুনীশ্বরদের ক্রোধের কারণ হয়েছিল। মুনিগণও ভগবানের অভিপ্রায় জানতে পেরে সেই সকল বালককে অভিশাপ দিলেন॥ ২৪ ॥ এই ঘটনার কিছুদিন পরে মহামায়ায় বিমোহিত হয়ে বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধক বংশীয় যাদবগণ সহর্ষচিত্তে রথে চড়ে প্রভাসতীর্থে গমন করেন॥ ২৫ ॥ সেই তীর্থজলে স্নান করে সেই জল দিয়ে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করে ব্রাহ্মণদের নানা গুণযুক্ত দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করেন॥ ২৬ ॥ তাঁরা সোনা, রূপা, শয্যা, বস্ত্র, মৃগচর্ম, কম্বল, পালকি, রথ, হাতি, অলঙ্কৃতা বালিকা এবং

[১]প্রা.পা.—নিষেবে। [২]প্রা.পা.—চারিত্রোণা.। [৩]প্রা.পা.—তস্যেত্থং। [৪]প্রা.পা.—হয়ান্ রথানিভান্কন্যাঃ।

অন্নং চোরুরসং তেভ্যো দত্ত্বা ভগবদর্পণম্।
গোবিপ্রার্থাসবঃ শূরাঃ প্রণেমুর্ভুবি মূর্ধভিঃ ॥ ২৮

জীবিকাপযোগী ভূমি আর মধুরাদি রসযুক্ত বহুবিধ অন্নও ভগবানকে নিবেদন করে ব্রাহ্মণদের দান করেন। তারপরে গোব্রাহ্মণদের জন্য প্রাণবিসর্জনে প্রস্তুত পরাক্রমশালী যদুবীরগণ মাটিতে মাথা রেখে তাঁদের প্রণাম করলেন॥ ২৭-২৮ ॥

———○———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুর-উদ্ধব সংবাদে তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

———○———

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ধবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিদুরের মৈত্রেয় ঋষির কাছে গমন

উদ্ধব উবাচ

অথ তে তদনুজ্ঞাতা ভুক্ত্বা পীত্বা চ বারুণীম্।
তয়া বিভ্রংশিতজ্ঞানা দুরুক্তৈর্মর্ম পস্পৃশুঃ॥ ১

তেষাং মৈরেয়দোষেণ বিষমীকৃতচেতসাম্।
নিম্লোচতি রবাবাসীদ্বেণূনামিব মর্দনম্॥ ২

ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ।
সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূলমুপাবিশৎ॥ ৩

অহং চোক্তো ভগবতা প্রপন্নার্তিহরেণ হ।
বদরীং ত্বং প্রযাহীতি স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা॥ ৪

অথাপি তদভিপ্রেতং জানন্নহমরিন্দম।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমং ভর্তুঃ পাদবিশ্লেষণাক্ষমঃ॥ ৫

অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্।
শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্॥ ৬

উদ্ধব বললেন—তারপর ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে যাদবগণ ভোজন করলেন এবং বারুণীমদ্য পান করলেন। মদিরাপানের ফলে তাঁদের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি নানারকম কটুবাক্যের দ্বারা মর্মবেদনা জানাতে লাগলেন॥ ১ ॥ বাঁশবনে বাঁশ যেমন পরস্পরের ঘর্ষণে আগুন লেগে নষ্ট হয়ে যায় সেইরকম মদের নেশায় বিকৃতচিত্ত যাদবগণও সূর্যাস্ত-সময়ে পরস্পর বিবাদ করে বিনষ্ট হতে লাগলেন॥ ২ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়া শক্তির বিচিত্র পরিণতি দেখে সরস্বতী নদীর জলে আচমন করে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন॥ ৩ ॥ শরণাগত-দুঃখহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বে নিজবংশ বিনাশে অভিলাষী হয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'হে উদ্ধব! তুমি বদরিকাশ্রমে চলে যাও।'॥ ৪ ॥ হে অরিন্দম! এই আদেশে যদিও আমি তাঁর কুলসংহারের আভাস পেয়েছিলাম তবুও তাঁর পাদপদ্মবিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে তাঁর অনুগমন করে প্রভাসক্ষেত্রে পৌঁছে গেলাম॥ ৫ ॥ সেখানে আমি দেখলাম যে শ্রীনিকেতন হয়েও যিনি অনাশ্রয়, আমার

শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ॥ ৭

বাম ঊরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্‌ঘ্রিসরোরুহম্।
অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থমকৃশং ত্যক্তপিপ্পলম্॥ ৮

তস্মিন্মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎ সখা।
লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া॥ ৯

তস্যানুরক্তস্য মুনের্মুকুন্দঃ
প্রমোদভাবানতকন্ধরস্য।
আশৃণ্বতো মামনুরাগহাস-
সমীক্ষয়া বিশ্রময়ন্নুবাচ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং(১) তে
দদামি যত্তদ্ দুরবাপমন্যৈঃ।
সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসূনাং
মৎসিদ্ধিকামেন বসো ত্বয়েষ্টঃ॥ ১১

স এষ সাধো চরমো ভবানা-
মাসাদিতস্তে মদনুগ্রহো যৎ(২)।
যন্মাং নৃলোকান্(৩) রহ উৎসৃজন্তং
দিষ্ট্যা দদৃশ্বান্ বিশদানুবৃত্ত্যা॥ ১২

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি॥ ১৩

ইত্যাদৃতোক্তঃ পরমস্য পুংসঃ
প্রতিক্ষণানুগ্রহভাজনোঽহম্।
স্নেহোত্থরোমা স্খলিতাক্ষরস্তং
মুঞ্চঞ্ছুচঃ প্রাঞ্জলিরাবভাষে॥ ১৪

প্রিয়তম সেই প্রভু শোভাধাম শ্যামসুন্দর সরস্বতীর তটে একলাই বসে আছেন॥ ৬ ॥ দিব্য বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় পরম সুন্দর শ্যামতনু, প্রশান্ত ও অরুণবর্ণ নেত্রদ্বয়। তাঁর বাহুচতুষ্টয় ও পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র দেখে দূর থেকেই আমি তাঁকে চিনতে পারলাম॥ ৭ ॥ তিনি একটি নবীন অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ ন্যস্ত করে বাম উরুর ওপর দক্ষিণ পাদপদ্ম সংস্থাপনপূর্বক বসেছিলেন। পানভোজন ত্যাগ করা সত্ত্বেও তিনি সানন্দ ও অক্লিষ্টদর্শন ছিলেন॥ ৮ ॥ সেই সময় ব্যাসদেবের প্রিয় সুহৃৎ পরম ভাগবত সিদ্ধপ্রবর মৈত্রেয় মুনি ভুবন-পর্যটন করতে করতে সেখানে এসে পৌঁছলেন॥ ৯ ॥ মৈত্রেয় মুনি ভগবানের অত্যন্ত অনুরক্ত ভক্ত। আনন্দ ও ভক্তিতে তাঁর গ্রীবাদেশ ঝুঁকিয়ে তিনি অবনত মস্তক হলেন। তাঁর সামনেই শ্রীহরি অনুরাগ ও প্রেমভরে মৃদুহাস্যে আমার ক্লান্তি দূর করে আমাকে বলতে লাগলেন॥ ১০ ॥

শ্রীভগবান বলতে লাগলেন—হে উদ্ধব ! পূর্বজন্মে তুমি একজন বসু ছিলে। তখন প্রজাপতিগণ ও বসুগণের যজ্ঞে বসুরূপে উপস্থিত থেকে আমাকে পাওয়ার জন্য আমার আরাধনা করেছিলে। আমি তোমার মনোবাঞ্ছা অবগত আছি, তাই তোমাকে সেই সাধন প্রদান করছি যা অন্যের পক্ষে অতীব দুর্লভ ॥ ১১ ॥ হে সাধুহৃদয় উদ্ধব ! তোমার এই জন্মই সর্বশেষ জন্ম কারণ এই জন্মে তুমি আমার অনুগ্রহ লাভ করেছ। আমি এখন মর্তলোক ত্যাগ করে নিজলোকে যাচ্ছি। এই সময় এখানে একান্তে তুমি তোমার অনন্য ভক্তির ফলেই আমার দর্শন লাভ করেছ। এইসব নিতান্তই সৌভাগ্যের নিদর্শন॥ ১২ ॥ পূর্বকালে (পাদ্মকল্প)-র প্রারম্ভে আমার নাভিকমলে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে আমার মহিমাপ্রকাশক যে পরমজ্ঞান উপদেশ করেছিলাম, যেই জ্ঞানকে বিবেকী-মানুষ 'ভাগবত' নামে অভিহিত করে, এখন সেই জ্ঞান আমি তোমাকে প্রদান করব॥ ১৩ ॥

হে বিদুর ! সেই পরমপুরুষের কৃপা তো আমার ওপর প্রতিক্ষণই বর্ষিত হচ্ছে। এই সময় তাঁর এইরকম অনুগ্রহযুক্ত সাদর কথনে স্নেহের প্রাবল্যে আমার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে

(১)প্রা.পা.—মনসেপ্সিতং। (২)প্রা.পা.—যঃ। (৩)প্রা.পা.—কানিহ।

কো ত্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্[1]
ভবৎ পদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥ ১৫
কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রয়ঃ
স্বাত্মন্ রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ॥ ১৬
মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যত্ত্ব-
মকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ।
পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্ত-
স্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব॥ ১৭
জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং
প্রোবাচ কস্মৈ ভগবান্ সমগ্রম্।
অপি ক্ষমং নো গ্রহণায় ভর্ত-
র্বদাঞ্জসা যদ্ বৃজিনং তরেম॥ ১৮
ইত্যাবেদিতহার্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ।
আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্॥ ১৯
স এবমারাধিতপাদতীর্থা-
দধীততত্ত্বাত্মবিবোধমার্গঃ।
প্রণম্য পাদৌ পরিবৃত্য দেব-
মিহাগতোঽহং বিরহাতুরাত্মা॥ ২০
সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদবিয়োগার্তিযুতঃ প্রভো।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্যাশ্রমমণ্ডলম্॥ ২১
যত্র নারায়ণো দেবো নরশ্চ ভগবানৃষিঃ।
মৃদু তীব্রং তপো দীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ॥ ২২

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধবাদুপাকর্ণ্য সুহৃদাং দুঃসহং বধম্।
জ্ঞানেনাশময়ৎ ক্ষত্তা শোকমুৎপতিতং বুধঃ॥ ২৩

গেল। আমি হাত জোড় করে তাঁকে বললাম—॥ ১৪ ॥ হে প্রভু! আপনার পাদপদ্ম ভজনকারীদের এই জগতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গরূপ পুরুষার্থের মধ্যে কোনোটাই দুর্লভ নয়; তবুও আমার এই সব কিছুই চাই না। আমি কেবল আপনার চরণকমলই সেবা করার অভিলাষী॥ ১৫ ॥ হে প্রভু! আপনি নিজে নিষ্ক্রিয় হয়েও কর্ম করেন, অজন্মা হয়েও জন্মগ্রহণ করেন, কালস্বরূপ হয়েও শত্রুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে দ্বারকার দুর্গে আত্মগোপন করে থাকেন এবং আত্মারাম হয়েও ষোল হাজার স্ত্রীর সাথে রমণ করেন—এইসব দেখে পণ্ডিতদেরও বুদ্ধিবিপর্যয় হয়॥ ১৬ ॥ হে স্বামী! আপনি দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ; তবুও মন্ত্রণা করার জন্য আমাকে কাছে ডেকে সাধারণ অনভিজ্ঞ মানুষের মতো সতর্কতা অবলম্বন করে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করতেন। হে প্রভু! আপনার এই অচিন্তনীয় লীলা আমার চিত্তকে মোহিত করে দেয়॥ ১৭ ॥ হে ভগবান! আপনার স্বরূপ সম্বন্ধীয় গূঢ় রহস্য প্রকাশক যে শ্রেষ্ঠ ও সমগ্র জ্ঞান আপনি ব্রহ্মাকে উপদেশ করেছিলেন, আমাকে যদি তার উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে কৃপা করে আমাকেও তা উপদেশ করুন, যাতে আমি অনায়াসে দুঃখময় এই ভবসাগর পার হতে পারি॥ ১৮ ॥

আমি যখন এইভাবে আমার মনোগত অভিপ্রায় নিবেদন করলাম, তখন পরমপুরুষ কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপস্থিতির পরম জ্ঞান উপদেশ করলেন॥ ১৯ ॥ এইপ্রকারে পূজ্যপাদ গুরু শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির সাধন শ্রবণ করে, সেই প্রভুর চরণ বন্দনা করে এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করে আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। বর্তমানে তাঁর বিরহে আমার চিত্ত অত্যন্তই ব্যথিত রয়েছে। আমি এখন তাঁর প্রিয় বদরিকাশ্রমে গমন করব, যেখানে ভগবান শ্রীনারায়ণদেব এবং নর নামক ঋষিদ্বয় লোকানুগ্রহ করে সুদীর্ঘ কালাবধি নিরুপদ্রবে দুশ্চর তপস্যায় রত রয়েছেন॥ ২১-২২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরমজ্ঞানী বিদুর উদ্ধবের কাছে এইসব আত্মীয়দের দুঃসহ নিধনবৃত্তান্ত শুনে উদ্গত

[1]প্রা.পা.—নূনং।

স তং মহাভাগবতং ব্রজন্তং কৌরবর্ষভঃ।
বিশ্রম্ভাদভ্যধত্তেদং মুখ্যং কৃষ্ণপরিগ্রহে॥ ২৪

বিদুর[1]উবাচ

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং
যদাহ যোগেশ্বর ঈশ্বরস্তে।
বক্তুং ভবান্নোঽর্হতি যদ্ধি বিষ্ণো-
র্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি॥ ২৫

উদ্ধব উবাচ

ননু[2] তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌষারবোঽন্তি মে।
সাক্ষাদ্ভগবতাঽদিষ্টো মর্ত্যলোকং জিহাসতা॥ ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সহ বিদুরেণ বিশ্বমূর্তে-
র্গুণকথয়া সুধয়া প্লাবিতোরুতাপঃ।
ক্ষণমিব পুলিনে যমস্বসুস্তাং
সমুষিত ঔপগবির্নিশাং ততোঽগাৎ॥ ২৭

রাজোবাচ

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজে-
ষ্বধিরথযূথপযূথপেষু মুখ্যঃ।
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যদ্
হরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ॥ ২৮

শ্রীশুক উবাচ

ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ।
সংহৃত্য স্বকুলং নূনং ত্যক্ষ্যন্‌দেহমচিন্তয়ৎ॥ ২৯
অস্মাল্লোকাদুপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্‌।
অর্হত্যুদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রত্যাত্মবতাং বরঃ॥ ৩০
নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু॥ ৩১

শোকাবেগ নিজের বিবেকজ্ঞানের দ্বারা নিবারণ করলেন॥ ২৩ ॥ যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদদের মধ্যে প্রধান মহাভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে যেতে উদ্যত হলেন তখন কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বিদুর শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন॥ ২৪ ॥

বিদুর বললেন—হে উদ্ধব! যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আত্মতত্ত্ব প্রকাশক যে পরমজ্ঞান আপনাকে উপদেশ করেছেন, সেই রহস্য আপনি আমাকেও বলুন, কারণ ভগবদ্‌ভক্তগণ তো নিজ সেবকগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বিচরণ করে থাকেন॥ ২৫ ॥

উদ্ধব বললেন—সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আপনাকে মুনিবর মৈত্রেয়ের কাছে যেতে হবে। এই মর্তধাম পরিত্যাগের সময় আমার সাক্ষাতেই স্বয়ং ভগবানই আপনাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করবার জন্য মৈত্রেয় মুনিকে আদেশ দিয়েছেন॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্‌! এইভাবে বিদুরের সাথে বিশ্বমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণকীর্তনরূপ কথামৃতের দ্বারা উদ্ধবের গুরুতর বিরহসন্তাপ প্রশমিত হল। যমুনাতীরে সেই রাত্রিটি তাঁর ক্ষণকালের মতো কেটে গেল। তারপর প্রাতঃকালে সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন॥ ২৭ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রহ্মন্‌! বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয় সমস্ত রথী, মহারথী, যূথপতি, সৈনিক, হস্তি সমেত অধিনায়কগণের নিধন হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ত্রিগুণনিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত নিজের মানবতনু ত্যাগ করেছিলেন। এই অবস্থায় কেবলমাত্র সেই যাদবশ্রেষ্ঠ উদ্ধবই কি করে বেঁচে রইলেন? ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—অব্যর্থসংকল্প ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের কালশক্তির দ্বারা স্বীয় কুলকে ব্রহ্মশাপের ছলে সংহার করে নিজের শ্রীবিগ্রহ ত্যাগের সময়ে চিন্তা করলেন॥ ২৯ ॥ আমি এই মর্ত্যলোক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আত্মজ্ঞানিশিরোমণি উদ্ধবই সম্যক-রূপে আমার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান গ্রহণের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী॥ ৩০ ॥ এই উদ্ধব আমার থেকে অণুমাত্রও কম

[1]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'বিদুর উবাচ' নেই। [2]প্রাচীন মূল বইয়ে 'ননু তে' থেকে 'আকৃতিং ত্র্যধীশঃ' পর্যন্ত তিনটি শ্লোক এবং মাঝের 'উবাচ' প্রভৃতি সম্পূর্ণ পাঠ দেওয়া নেই, কিন্তু টিপ্পনীতে আছে। হয়তো লেখার সময় ভুলে বাদ পড়ে যেতে পারে এবং পরে টিপ্পনীতে লিখে সেটি সংশোধন করা হয়েছে।

এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিষ্টঃ শব্দযোনিনা।
বদর্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা॥ ৩২

বিদুরোঽপ্যুদ্ধবাচ্ছ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য কর্মাণি শ্লাঘিতানি চ॥ ৩৩

দেহন্যাসং চ তস্যৈবং ধীরাণাং ধৈর্যবর্ধনম্।
অন্যেষাং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্॥ ৩৪

আত্মানং চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্।
ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ॥ ৩৫

কালিন্দ্যাঃ[১] কতিভিঃ সিদ্ধ অহোভির্ভরতর্ষভঃ[২]।
প্রাপদ্যত স্বঃসরিতং যত্র মিত্রাসুতো মুনিঃ॥ ৩৬

নয়, কারণ সে আত্মজয়ী, বিষয়সমূহের দ্বারা তার চিত্ত কখনো বিচলিত হয়নি। সুতরাং লোকসমূহকে মদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেবার জন্য উদ্ধব এই মর্তলোকে অবস্থান করুক॥ ৩১ ॥ ত্রিভুবনপূজ্য বেদসমূহের কারণভূত শ্রীকৃষ্ণ এই অভিপ্রায়ে বদরিকাশ্রমে যেতে আদেশ করায় উদ্ধব সেখানে গিয়ে সমাধিযোগে শ্রীহরির আরাধনায় মগ্ন হলেন॥ ৩২ ॥ হে কুরুপ্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ ! পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলার আবেশেই নিজ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেছিলেন আর এই লীলার আবেশেই সেই প্রকটমূর্তি অন্তর্হিতও করলেন। তাঁর এই অন্তর্ধানলীলাও ধীরব্যক্তিগণের ধৈর্যবর্ধক এবং অধীর পশুতুল্য বিহ্বল চিত্ত জীবগণের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর— ধারণার অতীত। পরম ভাগবত উদ্ধবের মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণের সেই সব কাহিনী শ্রবণ করে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পরমধামে যাওয়ার আগে বিদুরের কথাও মনে করেছিলেন এটি শুনে প্রেমবিহ্বল হয়ে বিদুর রোদন করতে লাগলেন॥ ৩৩-৩৫ ॥ তদনন্তর সিদ্ধশিরোমণি মহাত্মা বিদুর কালিন্দী থেকে রওনা হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই গঙ্গার তীরে যেখানে মৈত্রেয় মুনি অবস্থান করছিলেন, সেখানে এসে পৌঁছলেন॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুর-উদ্ধব সংবাদ চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

বিদুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে মৈত্রেয় মুনি কর্তৃক সৃষ্টি-বর্ণন

শ্রীশুক উবাচ

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং
মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরমজ্ঞানী মৈত্রেয় মুনি তখন গঙ্গাতীরে হরিদ্বার ক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন। ভগবদ্‌ভক্তিতে শুদ্ধান্তঃকরণ কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর সেখানে গিয়ে তাঁর ব্যবহার ও চরিত্রমাধুর্যে একান্তপ্রীত হলেন এবং

---

[১] প্রা.পা.—কালিন্দ্যাং। [২] প্রা.পা.—ভাগবতর্ষভঃ।

ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাবশুদ্ধঃ
পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ॥ ১

বিদুর উবাচ

সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং[১] বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ॥ ২
জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-
দধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য॥ ৩
তৎ সাধুবর্যাদিশ বর্ত্ম[২] শং নঃ
সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্॥ ৪
করোতি কর্মাণি কৃতাবতারো
যান্যাত্মতন্ত্রো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যথা সসর্জাগ্র ইদং নিরীহঃ
সংস্থাপ্য বৃত্তিং জগতো বিধত্তে॥ ৫
যথা পুনঃ স্বে খ ইদং নিবেশ্য
শেতে গুহায়াং স নিবৃত্তবৃত্তিঃ।
যোগেশ্বরাধীশ্বর এক এত-
দনুপ্রবিষ্টো বহুধা যথাহসীৎ॥ ৬
ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং
ক্ষেমায় কর্মাণ্যবতারভেদৈঃ[৩]।
মনো ন তৃপ্যত্যপি[৪] শৃণ্বতাং নঃ
সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি॥ ৭
যৈস্তত্ত্বভেদৈরধিলোকনাথো
লোকানলোকান্ সহ লোকপালান্।

জিজ্ঞাসা করলেন॥ ১ ॥

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু ! এই সংসারে সব মানুষই সুখপ্রাপ্তির আশায় নানারকম কর্ম করে ; কিন্তু তাতে তাদের না মেলে সুখ আর না হয় দুঃখনিবৃত্তি ; বরং সেই সব কর্ম থেকে সে পুনঃপুন দুঃখই পেয়ে থাকে। সুতরাং এই দুঃখময় সংসারে মানুষের কী করা উচিত, আপনি কৃপা করে আমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করুন॥ ২ ॥ কর্মফলে যে সকল জীব শ্রীকৃষ্ণবিমুখ, অধর্মপরায়ণ ও অত্যন্ত দুঃখী, তাদের প্রতি কৃপা করার জন্যই আপনার মতো ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ সংসারে বিচরণ করে থাকেন॥ ৩ ॥ হে মুনিবর ! যেভাবে সাধনা করলে ভগবান সাধকগণের ভক্তিপূত হৃদয়ে এসে অবস্থান করেন এবং নিজের স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভব করিয়ে সনাতন জ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মসাক্ষাৎকারে কারণ-স্বরূপ অনাদিবেদমূলক জ্ঞান প্রদান করেন আপনি সেই সুখকর উপায় আমাকে উপদেশ করুন ॥ ৪ ॥ ত্রিলোক-নিয়ন্তা পরম স্বতন্ত্র শ্রীহরি অবতার গ্রহণ করে যে যে লীলা করেন, যেভাবে অকর্তা হয়েও কল্পের প্রারম্ভে এই সৃষ্টির রচনা করেন, তারপর জগৎ সংস্থাপন করে চরাচর জগতের জীবিকাবিধান করেন, আবার যেভাবে এই রচিত সৃষ্টিকে নিজের হৃদয়াকাশে বিলীন করে বৃত্তিশূন্য হয়ে যোগনিদ্রায় শয়ন করেন এবং যেভাবে এই যোগেশ্বর প্রভু এক হয়েও অন্তর্যামীরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হন—সেই সব রহস্য আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন॥ ৫-৬ ॥ গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের হিতের জন্য তিনি যে মৎস্য, কূর্মাদি নানা অবতার ধারণ করে লীলাবশেই নানাপ্রকার দিব্য কর্ম সম্পন্ন করেন সে সবও আমাকে বলুন। পুণ্যকীর্তি মহাত্মাদের পূজনীয় শ্রীহরির লীলামৃত পান করে আমার হৃদয় তৃপ্ত হচ্ছে না॥ ৭ ॥

ইন্দ্রাদি লোকপালগণের অধিপতি ভগবান শ্রীহরি যে সব পৃথক পৃথক তত্ত্ব দ্বারা এই সব লোকপালগণসহ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালাদিলোক এবং লোকালোক পর্বতের বহির্ভাগ কল্পনা করেছেন এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাণিগণ নিজ নিজ অধিকার অনুসারে যে যে লোকে নিবেশিত আছে বলে শাস্ত্রে বলা হয়েছে সেই সকল লোকাদি যে যে তত্ত্বদ্বারা রচিত, সেই সবও আমাকে বলুন॥ ৮ ॥ হে

[১]প্রা.পা.—পারমেষা। [২]প্রা.পা.—সাধুবর্ষ্ম সংরা.। [৩]প্রা.পা.—ভাররূপৈঃ। [৪]প্রা.পা.—ত্যধিশৃণ্বতাং।

অচীক্লৃপদ্যত্র হি সর্বসত্ত্ব-
নিকায়ভেদোঽধিকৃতঃ প্রতীতঃ।। ৮
যেন প্রজানামুত আত্মকর্ম-
রূপাভিধানাং চ ভিদাং ব্যধত্ত।
নারায়ণো বিশ্বসৃডাত্মযোনি-
রেতচ্চ নো বর্ণয় বিপ্রবর্য।। ৯
পরাবরেষাং ভগবন্ ব্রতানি
শ্রুতানি মে ব্যাসমুখাদভীক্ষ্ণম্।
অতৃপ্নুম ক্ষুল্লসুখাবহানাং
তেষামৃতে কৃষ্ণকথামৃতৌঘাৎ।। ১০
কস্তৃপ্নুয়াত্তীর্থপদোঽভিধানাৎ
সত্রেষু বঃ সূরিভিরীড্যমানাৎ।
যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো
ভবপ্রদাং গেহরতিং ছিনত্তি।। ১১
মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং
সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।
যস্মিন্নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈ-
র্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্।। ১২
সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্ধমানা
বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ[১]।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য
সমস্তদুঃখাত্যয়মাশু ধত্তে।। ১৩
তাঞ্ছোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাম্।। ১৪
তদস্য কৌষারব শর্মদাতু-
র্হরেঃ কথামেব কথাসু সারম্।
উদ্ধৃত্য পুষ্পেভ্য ইবার্তবন্ধো
শিবায় নঃ কীর্তয় তীর্থকীর্তেঃ।। ১৫
স বিশ্বজন্মস্থিতিসংযমার্থে
কৃতাবতারঃ প্রগৃহীতশক্তিঃ।
চকার কর্মাণ্যতিপূরুষাণি
যানীশ্বরঃ কীর্তয় তানি মহ্যম্।। ১৬

দ্বিজবর ! সেই বিশ্বকর্তা স্বয়ম্ভু শ্রীনারায়ণ কীভাবে প্রজাদের স্বভাব, কর্ম, রূপ ও নামসমূহের বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন ? হে ভগবন্! শ্রীব্যাসদেবের মুখে উঁচু-নিচু বর্ণের ধর্ম তো অনেকবার শুনেছি। কিন্তু এখন অমৃততুল্য শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত ভিন্ন অন্য স্বল্প সুখদায়ক ধর্মে আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না, কারণ সেগুলি তুচ্ছ সুখাবহ।। ৯-১০ ।। সেই তীর্থপাদ শ্রীহরির গুণানুবাদ শুনে তৃপ্ত হতে পারে এমন কে আছে ? সেই কৃষ্ণগুণানুবাদ তো নারদাদি মহামুনিগণ আপনাদের মতো সাধুসমাজে কীর্তন করে থাকেন। এই কথামৃত কর্ণরন্ধ্রে একবার প্রবেশ করলে জীবের সংসার বন্ধনের হেতুস্বরূপ গৃহাদিতে আসক্তি ছেদন করে।। ১১ ।। হে ভগবন্! আপনার সখা মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়নও ভগবানের গুণবর্ণনের ইচ্ছার থেকেই মহাভারত রচনা করেছেন। এই মহাভারতে তিনি ঐহিক সুখাদির বর্ণনাপূর্বক ঐহিক সুখাভিলাষী মানুষের মতি আকর্ষণ করে হরি কথাতেই নিয়োজিত করবার প্রযত্ন করেছেন।। ১২ ।। শ্রদ্ধাশীল পুরুষদের হৃদয়ে এই ভগবৎ কথায় আসক্তি যতই বাড়তে থাকে ততই অন্য বিষয়ে আসক্তি কমতে থাকে। শ্রীহরির শ্রীচরণধ্যানে পরমসুখী সেই পুরুষের সমস্ত দুঃখের আশু অবসান হয়।। ১৩ ।। যে সব মানুষ পাপকর্মা হওয়াতে হরিকথায় বিমুখ সেই সব অভাগা, অজ্ঞ পুরুষদের জন্য আমার মন তো সর্বদাই দুঃখিত। কারণ মহাকাল এদের জীবনের অমূল্য পরমায়ু হরণ করে চলেছেন আর এরা বাক্য, দেহ ও মন দিয়ে বৃথা বাদ-বিবাদ, বৃথা কর্ম আর বৃথা চিন্তায় দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।। ১৪ ।। হে বিপন্নবান্ধব মৈত্রেয় ! আপনি অখিল মঙ্গলদাতা, বিপৎত্রাতা। সুতরাং ভ্রমরগণ যেমন নানারকম ফুল থেকে সাররূপে মধু সংগ্রহ করে থাকে, আপনিও সেই রকম সমস্ত রকম লৌকিক কথা থেকে সাররূপে মঙ্গলকারী পুণ্যকীর্তি শ্রীহরির কথামৃত সংগ্রহ করে আমাদের মতো শরণাগতদের কল্যাণের জন্য সেই অমৃত কীর্তন করুন।। ১৫ ।। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য যিনি নিজ মায়াশক্তিকে অবলম্বন করে এই নরলোকে রাম-কৃষ্ণাদি অবতার-রূপ ধারণ করে যে সকল অলৌকিক লীলা করেছেন, সর্বেশ্বর শ্রীহরির সেই সব লীলাকাহিনী আমাকে বলুন।। ১৬ ।।

[১]প্রা.পা.—পুংসাং।

শ্রীশুক উবাচ

স এবং ভগবান্ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা কৌষারবির্মুনিঃ।
পুংসাং নিঃশ্রেয়সার্থেন তমাহ বহু মানয়ন্॥ ১৭

শ্রীশুকদেব বললেন—(হে রাজন্ !) জীবের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য বিদুর যখন ওই রকম প্রশ্ন করলেন, তখন সেই মুনিবর ভগবান মৈত্রেয় বিদুরের সেই প্রশ্নের জন্য তাঁর খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো লোকান্ সাধ্বনুগৃহ্নতা।
কীর্তিং বিতন্বতা লোকে আত্মনোঽধোক্ষজাত্মনঃ॥ ১৮

নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি ক্ষত্তর্বাদরায়ণবীর্যজে।
গৃহীতোঽনন্যভাবেন যত্ত্বয়া হরিরীশ্বরঃ॥ ১৯

মাণ্ডব্যশাপাদ্ভগবান্ প্রজাসংযমনো যমঃ।
ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে ভুজিষ্যায়াং জাতঃ সত্যবতীসুতাৎ॥ ২০

ভবান্ ভগবতো নিত্যং সম্মতঃ সানুগস্য চ।
যস্য[১] জ্ঞানোপদেশায় মাঽদিশদ্ভগবান্ ব্রজন্॥ ২১

অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োপবৃংহিতাঃ।
বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবান্তার্থা বর্ণয়াম্যনুপূর্বশঃ॥ ২২

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে সদাশয় বিদুর ! জীবের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে অতি উত্তম প্রশ্ন করেছ। অধোক্ষজ ভগবানে তোমার মন সর্বদা সমর্পিত আছে। এই প্রশ্নের দ্বারা জগতে তোমার কীর্তির বিস্তার হবে॥ ১৮ ॥ তুমি ব্যাসদেবের ঔরসজাত পুত্র ; তুমি অনন্যভাবে ভগবান শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করেছ, তাই তোমার পক্ষে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কিছু একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়॥ ১৯ ॥ তুমি লোকনিয়ন্তা ভগবান যমদেবতা। মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপের ফলেই ব্যাসদেবের ঔরসে তাঁর ভাই বিচিত্রবীর্যের পত্নীরূপে গৃহীত দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ, সেই শাপভ্রষ্ট যমদেবতা তুমিই॥ ২০ ॥ তুমি সর্বদাই শ্রীভগবান ও তাঁর ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় ; সেইজন্যই মর্তলীলার শেষে স্বধামে গমনের প্রাক্কালে তোমাকে এই জ্ঞানোপদেশ করার জন্য ভগবান শ্রীহরি আমাকে আদেশ করে গেছেন॥ ২১ ॥ সেইজন্য জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ে মায়াশক্তি অবলম্বনে ভগবানের বিভিন্ন লীলাকাহিনী আমি তোমার কাছে আনুপূর্বিক বর্ণনা করছি॥ ২২ ॥

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাঽত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥ ২৩

স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্ দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥ ২৪

সৃষ্টিরচনার পূর্বে সমস্ত আত্মার আত্মা এক পূর্ণ পরমাত্মাই ছিলেন—না ছিল দ্রষ্টা না দৃশ্য। দৃষ্টিভেদে সৃষ্টির মধ্যে যে বিভিন্নভাব দেখা যায়, তাও তিনিই। তিনি তখন একলা থাকতে ইচ্ছা করেছিলেন—তাঁর ইচ্ছাশক্তিরূপা মায়া তৎস্বরূপে লীন ছিল॥ ২৩ ॥ তিনি স্বরূপত দ্রষ্টা হলেও কোনো দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ত না, কারণ তিনি তখন এক ও অদ্বিতীয়রূপে প্রকাশিত ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি নিজেকে অসতের মতো, না থাকার মতো, নিজেই যেন নেই, এইরকম মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অ-সৎ ছিলেন না, কারণ তাঁর শক্তিসমূহ লীন অবস্থায় ছিল। তাঁর জ্ঞান লুপ্ত ছিল না॥ ২৪ ॥ এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে অনুসন্ধানকারী শক্তিই—কার্যকারণরূপা মায়া। হে

[১]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে এই শ্লোকার্ধ এইরকম আছে—যজ্জ্ঞানাদেশয়ে চৈব মাঽদিশদ্ভগবানিহ।

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ॥ ২৫

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যমাধত্ত বীর্যবান্॥ ২৬

ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাঽত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ॥ ২৭

সোঽপ্যংশগুণকালাত্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ।
আত্মানং ব্যকরোদাত্মা বিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া॥ ২৮

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্বাণাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত।
কার্যকারণকর্ত্রাত্মা ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ[১]॥ ২৯

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।
অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ।
বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ॥ ৩০

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্মময়ানি চ।
তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ॥ ৩১

মহাভাগ বিদুর! এই ভাব ও অভাবরূপ অনির্বচনীয় মায়াশক্তি দ্বারাই ভগবান এই বিশ্ব রচনা করেছেন॥ ২৫ ॥ কালশক্তিপ্রভাবে এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি ক্ষোভিত হলে চৈতন্যশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীভগবান তখন নিজ অংশ পুরুষরূপে তার মধ্যে (মায়ার মধ্যে) নিজ চিদাভাসরূপ বীজ সংযোজিত করেন॥ ২৬ ॥ সেই কালের প্রেরণায় ভগবদ্‌বীর্যসংযুক্ত অব্যক্ত মায়ানাম্নী প্রকৃতিশক্তির থেকে মহৎতত্ত্ব উদ্ভূত হয়। সেই মহত্তত্ত্ব মিথ্যা অজ্ঞান নাশকারী হওয়ায় বিজ্ঞানস্বরূপ এবং তার নিজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে স্থিত এই বিশ্বপ্রপঞ্চের তার থেকেই প্রকাশকর্তা॥ ২৭ ॥ অনন্তর চিদাভাস অর্থাৎ প্রলয়কালে নিজের মধ্যে লয়প্রাপ্ত জীবশক্তি গুণত্রয় এবং গুণক্ষোভক কালের সম্মেলনে উৎপন্ন সেই মহত্তত্ত্বটি ভগবানের দৃষ্টিগোচর হয়ে অর্থাৎ ভগবৎপ্রদত্ত চৈতন্যশক্তিতে সবল হয়ে বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছায় নিজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই বিশ্বকে স্থূলরূপে অভিব্যক্ত করবার জন্য নিজেই নিজেকে রূপান্তরিত করে কার্যরূপে পরিণত হল॥ ২৮ ॥ অ-দৃষ্ট এই মহত্তত্ত্ব (শ্রীভগবানের ইঙ্গিত সৃষ্টি সম্পাদনের জন্য) তখনই বিকারগ্রস্ত হল অর্থাৎ কার্যাবস্থা গ্রহণ করল এবং তাতেই অহংকার নামক তত্ত্ব উৎপন্ন হল। এই অহংকার কার্য, কারণ ও কর্তা (অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব) এই তিনের আশ্রয় হওয়াতে ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিন বিকার (রূপান্তর) বিশিষ্ট॥ ২৯ ॥ সেই অহংকার তত্ত্ব বৈকারিক (সাত্ত্বিক), তৈজস (রাজস) ও তামসভেদে তিন প্রকার। বৈকারিক (সত্ত্বপ্রধান) অহংকার বিকারগ্রস্ত (ক্ষুভিত, রূপান্তরিত) হলে তা থেকে মন এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ উৎপন্ন হন। এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের থেকেই শব্দাদি বিষয়গুলির প্রকাশ হয়॥ ৩০॥ তৈজস অহংকার বিকারগ্রস্ত অর্থাৎ ক্ষুভিত বা রূপান্তরিত হয়ে তার থেকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়। আর এইভাবে তামস অহংকার থেকে সূক্ষ্মভূতসমূহের কারণ শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং তার থেকেই আত্মার লিঙ্গ বা দৃষ্টান্তরূপে আত্মার বোধকস্বরূপ আকাশের

[১]প্রা.পা.—মনোভবঃ।

কালমায়াংশযোগেন ভগবদ্বীক্ষিতং নভঃ।
নভসোঽনুসৃতং স্পর্শং বিকুর্বন্নির্মমেঽনিলম্॥ ৩২

অনিলোঽপি বিকুর্বাণো নভসোরুবলান্বিতঃ।
সসর্জ রূপতন্মাত্রং জ্যোতির্লোকস্য লোচনম্॥ ৩৩

অনিলেনান্বিতং জ্যোতির্বিকুর্বৎ পরবীক্ষিতম্।
আধত্তাম্ভো রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ॥ ৩৪

জ্যোতিষাম্ভোঽনুসংসৃষ্টং বিকুর্বদ্ব্রহ্মবীক্ষিতম্।
মহীং গন্ধগুণামাধাৎ কালমায়াংশযোগতঃ॥ ৩৫

ভূতানাং নভআদীনাং যদ্যদ্ভব্যাবরাবরম্[১]।
তেষাং পরানুসংসর্গাদ্যথাসংখ্যং গুণান্ বিদুঃ॥ ৩৬

উৎপত্তি হয়॥ ৩১ ॥ অনন্তর ভগবানের দৃষ্টিপাতে বা ভগবদিচ্ছায় চিদাভাস, গুণত্রয় এবং গুণত্রয়ের ক্ষোভক কালের যোগে আকাশ কার্যোৎপাদনে উন্মুখ হয়। আর সেই আকাশ হতে উৎপন্ন হয় 'স্পর্শ' নামক তন্মাত্র এবং তার বিকার রূপে বায়ু সৃষ্টি হয়॥ ৩২ ॥ অত্যন্ত বলবান বায়ু আকাশের সঙ্গে চিদাভাস, গুণত্রয় ও কালাদিযোগে ভগবদিচ্ছায় কার্যোৎপাদনে প্রেরিত ও বিকারপ্রাপ্ত হয়ে রূপতন্মাত্র সৃষ্টি করে। সেই রূপতন্মাত্র থেকে জগতের প্রকাশক তেজ সৃষ্টি হল॥ ৩৩ ॥ এইরূপে সৃষ্ট তেজ আবার শ্রীভগবানের দৃষ্টিপাতে সেই কাল, মায়া ও চিদাভাসের সহযোগে বায়ুর সাথে বিকারপ্রাপ্ত হয়ে রস-তন্মাত্রকে উদ্ভূত করে রসের কার্য 'জল' উৎপন্ন করল॥ ৩৪ ॥ তারপর তেজযুক্ত জলের প্রতি ভগবানের দৃষ্টিমাত্রই কাল, মায়া ও চিদাভাসের সংযোগে বিকার প্রাপ্ত হয়ে গন্ধতন্মাত্র সৃষ্টি করে। সেই গন্ধতন্মাত্র থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয় ॥ ৩৫ ॥ হে বিদুর! এই আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে ভূত ক্রমানুসারে পরপর উৎপন্ন হয়েছে, তাদের সাথে কারণস্বরূপ পূর্ব পূর্ব ভূতগুলির সম্বন্ধ থাকাতে তাদের গুণগুলিও সেই অনুসারে থাকে বলে বুঝতে হবে। (অর্থাৎ 'পঞ্চতত্ত্ব' বা 'পঞ্চতন্মাত্র' নামে অভিহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি সূক্ষ্মভূত এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এইগুলি পঞ্চ মহাভূত। তামস অহংকার থেকে শব্দ তন্মাত্রের এবং শব্দ থেকে আকাশ নামক মহাভূতের সৃষ্টি হয়েছে। যে মহাভূতের সূক্ষ্মাবস্থা যে তন্মাত্র সেই তন্মাত্র তার প্রকৃতি বা বিশেষ গুণ—যেমন আকাশের সূক্ষ্মাবস্থা শব্দ, এটি আকাশের প্রকৃতি বা বিশেষ গুণ। আকাশ সৃষ্টির মূলে তার শব্দ তন্মাত্রের সঙ্গে কোনো মহাভূতের সহযোগিতা নেই বলে আকাশের একমাত্র শব্দরূপ বিশেষ গুণই আছে অন্য কোনো গুণ নেই। কিন্তু বায়ুর সৃষ্টিতে বায়বীয় তন্মাত্র স্পর্শের সাথে আকাশ নামক মহাভূতের সহযোগিতা থাকাতে বায়ুতে ওই আকাশের শব্দ গুণটিও থাকবে এবং নিজস্ব বিশেষ গুণ স্পর্শ তো থাকবেই; সুতরাং বায়ুর দুটি গুণ শব্দ ও স্পর্শ। এইরকমই তেজের

[১]প্রা.পা.—স্তাব্যং চরাচরম্।

এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ।
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্॥ ৩৭

দেবা উচুঃ

নমাম তে দেব পদারবিন্দং
প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু
সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি॥ ৩৮

ধাতর্যদস্মিন্ ভব ঈশ জীবা-
স্তাপত্রয়েণোপহতা ন শর্ম।
আত্মঁল্লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্‌ঘ্রি-
চ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম॥ ৩৯

মার্গন্তি যত্তে মুখপদ্মনীড়ৈ-
শ্ছন্দঃ সুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে।
যস্যাঘমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ
পদং পদং তীর্থপদঃ[১] প্রপন্নাঃ॥ ৪০

যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা
সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায়।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা
ব্রজেম[২] তত্তেঽঙ্‌ঘ্রিসরোজপীঠম্॥ ৪১

বিশ্বস্য জন্মস্থিতিসংযমার্থে
কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে।
ব্রজেম সর্বে শরণং যদীশ
স্মৃতং প্রযচ্ছত্যভয়ং স্বপুংসাম্॥ ৪২

পূর্ববর্তী কারণ-গুণ শব্দ ও স্পর্শের সাথে রূপ গুণ, জলের পূর্ববর্তী কারণ-গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপের সাথে রস গুণ এবং পৃথিবীর পূর্ববর্তী কারণ-গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসের সাথে গন্ধ গুণ এই পাঁচটি গুণই থাকে—এইরকম বুঝতে হবে। আর এই সব প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টির মূলেই শ্রীভগবানের সেই 'ঈক্ষণ' অর্থাৎ 'দৃষ্টিপাত' ক্রিয়াটি এবং কাল, মায়া ও জীব এই ত্রিবিধ শক্তি অবস্থিত থাকে।)॥ ৩৬ ॥ এইসব মহৎ তত্ত্বাদির অভিমানী বিকারাদি, বিক্ষেপাদি এবং চেতনাংশবিশিষ্ট দেবগণ যদিও ভগবানেরই অংশ কিন্তু এঁরা পৃথকরূপে অবস্থান করাতে, পরস্পর মিলিত হতে না পারায় তাঁরা ব্রহ্মাণ্ড রচনায় সমর্থ হলেন না এবং তখন কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন॥ ৩৭ ॥

(মহদাদি তত্ত্বাধিষ্ঠাত্রী) দেবতাগণ বললেন—হে দেব ! আপনার যে চরণকমল আশ্রয় নিয়ে ভক্তগণ অনায়াসেই ঘোর সংসার দুঃখ দূর করতে সমর্থ হয় এবং শরণাগত জনের ত্রিতাপ নিবারণে যে পাদপদ্ম ছত্রের মতো, আপনার সেই পাদপদ্মে আমরা প্রণাম করি॥ ৩৮ ॥ হে জগৎকর্তা, হে জগদীশ্বর ! এই সংসারে ত্রিতাপজর্জরিত জীবের বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। তাই, হে ভগবান ! আমরা আপনার শ্রীচরণের জ্ঞানময় ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছি॥ ৩৯ ॥ মুনিঋষিগণ নির্জনবাস করে আপনার মুখকমল আশ্রিত বেদরূপ পক্ষিগণের দ্বারা যার অনুসন্ধান করে থাকেন এবং পাপবিনাশক নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা গঙ্গার উৎপত্তিস্থান আপনার যে চরণকমল, আমরা সেই শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করলাম॥ ৪০ ॥ শ্রদ্ধা ও শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভক্তি-পরিমার্জিত অন্তঃকরণে যার ধ্যান করে, বৈরাগ্যপুষ্ট জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ীরাও প্রশান্ত চিত্ত ধীর হয়ে থাকে, আমরা আপনার সেই পাদপীঠেরই আশ্রয় গ্রহণ করলাম॥ ৪১ ॥ হে পরমেশ্বর ! আপনি এই সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের জন্যই অবতার মূর্তি গ্রহণ করে থাকেন ; সুতরাং যে পাদপদ্ম স্মৃতিপথে উদিত হলে

[১]প্রা.পা.—তীর্থপদং। [২]প্রা.পা.—ব্রজন্তি।

যৎ সানুবন্ধেঽসতি দেহগেহে
মমাহমিত্যূঢ়দুরাগ্রহাণাম্।
পুংসাং সুদূরং বসতোঽপি পুর্যাং
ভজেম তত্তে ভগবন্ পদাব্জম্॥ ৪৩

তান্[১] বৈ হ্যসদ্‌বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং
যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ॥ ৪৪

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্॥ ৪৫

তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে॥ ৪৬

তত্তে বয়ং লোকসিসৃক্ষয়াদ্য
ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম।
সর্বে বিযুক্তাঃ স্ববিহারতন্ত্রং
ন শক্নুমস্তৎ প্রতিহর্তবে[২] তে॥ ৪৭

যাবদ্‌বলিং তেঽজ হরাম কালে
যথা বয়ং চান্নমদাম যত্র।
যথোভয়েষাং ত ইমে হি লোকা
বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ॥ ৪৮

আপনার ভক্তগণ নির্ভয় হন, আমরা আপনার সেই পাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করছি॥ ৪২ ॥ হে ভগবান ! জীবগণ দেহ, গেহ ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য তুচ্ছ বস্তুতে 'আমি', 'আমার' এই জাতীয় অহং ও মমত্ব বুদ্ধিতে অভিমানী হয়ে থাকে, তাদের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে আপনি অতি সন্নিকটে থাকলেও তাদের কাছে যা খুবই দূরে মনে হয়, আপনার সেই চরণারবিন্দকে আমরা ভজনা করি॥ ৪৩ ॥ হে প্রথিতকীর্তিশালী পরমেশ্বর ! বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বিক্ষিপ্তচিত্ত অভিমানী পামরগণ আপনার ছন্দোময় চরণ বিক্ষেপের তালে তালে যে সৌন্দর্য-সম্পদের বিকাস ঘটে তাতেই যাঁদের চিত্ত নিমগ্ন সেই সকল ভক্তদের দর্শন পর্যন্ত পায় না ; এর ফলে তারা আপনার শ্রীচরণের থেকেও দূরেই থাকে॥ ৪৪ ॥ হে দেব ! আপনার কথামৃত পানে বর্ধিত ভক্তিভাবের প্রাবল্যে যাঁদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়ে যায়, তাঁরা বিষয়বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য-বলযুক্ত আত্মজ্ঞান লাভ করে অনায়াসে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন॥ ৪৫ ॥ অন্য যারা মোক্ষ কামনা করেন, সেই ধীর ব্যক্তিগণ আত্মার সমাধিযোগ অবলম্বন করে আপনার বলবতী মায়াকে জয় করে আপনার মধ্যেই লীন হয়ে যান অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। এই পদ্ধতিতে তাঁদের অনেক ক্লেশ স্বীকার করতে হয়, কিন্তু আপনার সেবামার্গ গ্রহণ করলে সেবাবৃত্তিতে কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না॥ ৪৬ ॥

হে আদিপুরুষ ! বিশ্বসৃষ্টি রচনার বাসনায় আপনি সত্ত্বাদি তিন গুণের দ্বারা আমাদের মহদাদিক্রমে পৃথক পৃথক রূপে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমাদের স্বভাবগত ভিন্নতায় আমরা পরস্পর বিযুক্ত হয়ে অবস্থান করছি এবং যে প্রয়োজনে আমরা সৃষ্ট হয়েছি আপনার নিজ লীলার উপকরণ সেই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে আপনাকে প্রত্যর্পণ করতে আমরা সমর্থ হচ্ছি না॥ ৪৭ ॥ অতএব হে অজ ! আমরা যাতে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে আপনাকে সমস্ত প্রকার উপহার বা ভোগ্যদ্রব্য যথাকালে সমর্পণ করতে পারি এবং যে স্থানে অবস্থান করে আমরাও নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী অন্ন গ্রহণ করতে পারি তথা এই সমস্ত জীবও সব

[১]প্রা.পা.—তত্ত্বা। [২]প্রা.পা.—হর্তুরতে।

ত্বং নঃ সুরাণামসি সান্বয়ানাং
কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণকর্মযোনৌ
রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ॥ ৪৯

ততো বয়ং সৎপ্রমুখা যদর্থে
বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে।
ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা
দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্[১]॥ ৫০

রকম বাধাবিঘ্ন থেকে দূরে অবস্থান করে আপনাকে এবং আমাদের উভয়কেই ভোগ্য প্রদানপূর্বক নিজ নিজ অন্নাদি ভোজ্য ভক্ষণ করতে সমর্থ হয় এইরকম কোনো উপায় করুন॥ ৪৮ ॥ আপনি নির্বিকার পুরাণপুরুষই অন্য কার্যাবলীর সাথে আমাদের—দেবতাদের—কারণেরও কারণ, আদি কারণ। হে দেব ! সর্বপ্রথমে আপনি নিজে জন্মরহিত হয়েও সত্ত্বাদি গুণের ও জন্মাদি কর্মের কারণভূতা মায়াশক্তিরূপা যোনির মধ্যে সর্বজ্ঞ মহৎ তত্ত্বরূপ—চিদাভাসরূপ, সমষ্টিজীবশক্তিরূপ বীর্য আধান করেছেন॥ ৪৯ ॥ হে পরমাত্মস্বরূপ ! আমরা মহত্তত্ত্বাদিরূপ দেবগণ যে উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়েছি সেই উদ্দেশ্য কীভাবে সফল করি ? হে দেব ! আপনিই একমাত্র সেই প্রভু যিনি আমাদের কৃপা করতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড রচনার জন্য আপনি আমাদের ক্রিয়া-শক্তির সাথে অর্থাৎ আমাদের প্রতি অনুগ্রহরূপে দত্ত সামর্থ্যের সাথে নিজ নিজ সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানশক্তিও প্রদান করুন॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে মহত্তত্ত্বাদি উৎপত্তি বর্ণনে পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাট-শরীরের উৎপত্তি

ঋষিরুবাচ

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং[২] নিশাম্য[৩] গতিমীশ্বরঃ॥ ১
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ॥ ২
সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম প্রবোধয়ন্॥ ৩

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—মহত্তত্ত্বাদি শক্তিসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের স্তুতি শুনে সর্বশক্তিমান ভগবান অবগত হলেন যে এই সব শক্তিসমূহ পরস্পর বিযুক্ত হয়ে অবস্থান করাতে বিশ্বরচনা কার্য শুরু হতে পারছে না, তখন তিনি স্বীয় কালশক্তি আশ্রয় করে যুগপৎ মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত এবং মন সমেত একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহে অন্তর্যামীরূপে অনুপ্রবিষ্ট হলেন॥ ১-২ ॥ শ্রীভগবান

---

[১]প্রা.পা.—গ্রহেণ। [২]প্রা.পা.—প্রসুপ্তো লো.। [৩]প্রা.পা.—নিশম্য।

প্রবুদ্ধকর্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ।
প্রেরিতোহজনয়ৎ স্বাভির্মাত্রাভিরধিপূরুষম্[১]॥ ৪

পরেণ বিশতা স্বস্মিন্মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্গণঃ।
চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিল্লোঁকাশ্চরাচরাঃ॥ ৫

হিরণ্ময়ঃ স পুরুষঃ সহস্রপরিবৎসরান্।
আণ্ডকোশ[২] উবাসাপ্সু সর্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ॥ ৬

স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দেবকর্মাত্মশক্তিমান্।
বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা॥ ৭

এষ হ্যশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ।
আদ্যোহবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে॥ ৮

সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ[৩] সাধিভূত ইতি ত্রিধা।
বিরাট্ প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ॥ ৯

স্মরন্[৪] বিশ্বসৃজামীশো বিজ্ঞাপিতমধোক্ষজঃ।
বিরাজমতপৎ স্বেন তেজসৈষাং বিবৃত্তয়ে॥ ১০

এইরূপে তাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রসুপ্ত জীবাদৃষ্টগুলিকে বিশ্বরচনা ব্যাপারে কার্যোন্মুখ করে ক্রিয়াশক্তিরূপে সেই বিভিন্ন তত্ত্ববর্গকে সম্মিলিত করলেন॥ ৩ ॥ এইভাবে ভগবান যখন অদৃষ্টগুলিকে কার্যোন্মুখ করলেন তখন সেই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ভগবানের প্রেরণায় নিজ নিজ অংশ দ্বারা অধিপুরুষ—অর্থাৎ বিরাট দেহ উৎপন্ন করল॥ ৪ ॥ অর্থাৎ ভগবান যখন অংশরূপে নিজে ওই সব তত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেন তখন বিশ্বরচনাকারী মহত্তত্ত্বাদি সকলে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত এবং পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে বিরাটরূপে পরিণত হল যার মধ্যে স্থাবর জঙ্গমাদি চরাচর বিশ্ব অবস্থান করে॥ ৫ ॥ জলের মধ্যে অবস্থিত যে অণ্ডরূপ আশ্রয়স্থান ছিল, তার মধ্যে সেই হিরণ্ময় বিরাট পুরুষ জীবগণের সাথে এক হাজার দিব্য বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করলেন॥ ৬ ॥ সেই বিশ্বসৃজনকারী তত্ত্বসমূহের গর্ভ অর্থাৎ কার্যরূপী বিরাট মূর্তি ছিল জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট, ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট ও আত্মশক্তিবিশিষ্ট। এই শক্তিসকল সমন্বিত হয়ে তিনি নিজেই নিজেকে ক্রমশ হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে একপ্রকার ক্রিয়াশক্তিময় প্রাণাদি দশবিধ অভ্যন্তরীণ বৃত্তিরূপে এবং ভোক্তৃভাবময় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকারে নিজ স্বরূপটিকে বিভক্ত করেছিলেন॥ ৭ ॥ এই বিরাট পুরুষই প্রথম জীব হওয়ার ফলে সমস্ত জীবের আত্মা, জীবরূপ হওয়ার কারণে পরমাত্মার অংশ এবং সর্বপ্রথম অভিব্যক্ত হওয়ার ফলে ভগবানের আদি-অবতার। এই বিরাট দেহেই সেই ব্যষ্টিভূত প্রাণিসমূহ বিবিধরূপে উৎপাদিত হয়ে থাকে॥ ৮ ॥ এই বিরাট পুরুষ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবরূপে তিন প্রকার, প্রাণরূপে দশ প্রকার* এবং হৃদয়রূপে এক প্রকার ॥ ৯ ॥

বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর মহত্তত্ত্বাদির পূর্বোক্ত প্রার্থনা স্মরণ

[১]প্রা.পা.— প্রেরিতো জনিতস্তাভির্মাত্রা.। [২]প্রা.পা.—অণ্ডকোশ.। [৩]প্রা.পা.—সাধিভূতশ্চ সাধিদৈব ইতি। [৪]প্রা.পা.—স্ফু.।

*দশ ইন্দ্রিয়সহিত মন হল অধ্যাত্ম, ইন্দ্রিয়াদির বিষয় অধিভূত ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা অধিদৈব, তথা প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, কৃকল, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই দশটি প্রাণ।

অথ তস্যাভিতপ্তস্য কতি চায়তনানি হ।
নিরভিদ্যন্ত দেবানাং তানি মে গদতঃ শৃণু॥ ১১

তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং লোকপালোঽবিশৎ পদম্।
বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১২

নির্ভিন্নং তালু বরুণো লোকপালোঽবিশদ্ধরেঃ।
জিহ্বয়াংশেন চ রসং[১] যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১৩

নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্।
ঘ্রাণেনাংশেন গন্ধস্য প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥ ১৪

নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥ ১৫

নির্ভিন্নান্যস্য চর্মাণি[২] লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ।
প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১৬

কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দিশঃ।
শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে॥ ১৭

ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ।
অংশেন রোমভিঃ কণ্ডূং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১৮

করে এদের বৃত্তিসমূহকে জাগরিত করবার জন্য স্বীয় চৈতন্য শক্তি দ্বারা—ঈক্ষণ শক্তি দ্বারা, নিজ তেজ বা চিৎশক্তির দ্বারা—ওই বিরাট পুরুষকে প্রকাশযুক্ত বা জাগরিত করলেন॥ ১০ ॥ বিরাট পুরুষ জাগ্রত হওয়াতে দেবতাদের জন্য কতরকম স্থান উৎপন্ন হয়েছিল, সেকথা আমি তোমাকে বলছি, শোনো॥ ১১ ॥ প্রথমে প্রকাশ হল সেই বিরাট পুরুষের মুখ ; লোকপাল অগ্নি অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি বাগধিষ্ঠাত্রী অগ্নিদেবতা স্বীয় আধেয় বাগিন্দ্রিয়ের সাথে সেই মুখে প্রবিষ্ট হলেন, যেই মুখ দিয়ে জীবসকল নিজ নিজ বক্তব্য শব্দ উচ্চারণ করবার সামর্থ্য লাভ করে॥ ১২ ॥ তারপর বিরাট পুরুষের তালু প্রকটিত হল ; লোকপাল বরুণ স্বীয় আধেয় রসনেন্দ্রিয়ের সাথে সেই তালুস্থানে প্রবিষ্ট হলেন। এই রসনেন্দ্রিয় দ্বারাই জীবসমূহ রসাস্বাদনে সামর্থ্য লাভ করে॥ ১৩ ॥ তারপরে তাঁর নাসিকাদ্বয় প্রকট হল ; তখন সমষ্টি ও ব্যষ্টি গন্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বীয় আধেয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাথে নাসিকা-দ্বয়ে প্রবিষ্ট হলেন। এই ঘ্রাণশক্তির প্রভাবে জীবগণের গন্ধগ্রহণে সামর্থ্য লাভ হয়॥ ১৪ ॥ এইভাবে ভগবৎ ইচ্ছায় বিরাটদেহে নেত্রগোলকদ্বয় উৎপন্ন হল। তখন সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপাধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল সূর্য স্বীয়শক্তিরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাথে তার মধ্যে অধিষ্ঠান করলেন। সেই চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়েই জীবের বিবিধ রূপের জ্ঞান হয়॥ ১৫ ॥ তারপর বিরাট পুরুষের ত্বক প্রকটিত হল ; স্পর্শ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল বায়ু নিজ অংশ ত্বগিন্দ্রিয়ের সাথে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। এই ত্বগিন্দ্রিয় দিয়েই জীব স্পর্শ অনুভব করে॥ ১৬ ॥ এরপর যখন সেই বিরাট পুরুষের কর্ণদ্বয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হল তখন শব্দাধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্‌সমূহ স্বীয় শক্তিস্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। ওই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রভাবেই জীবের শব্দসমূহের জ্ঞান হয়॥ ১৭ ॥ তারপর বিরাট পুরুষের শরীরে চর্ম উৎপন্ন হল। তখন চর্মে কণ্ডূয়নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ওষধিসমূহ লোমরূপ স্বীয়শক্তি সহ তার মধ্যে স্থান গ্রহণ করলেন।

[১]প্রা.পা.—রসান্। [২]প্রা.পা.—মর্মাণি।

মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ।
রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে॥ ১৯

গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ।
পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে॥ ২০

হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বর্পতিরাবিশৎ।
বার্তয়াংশেন পুরুষো যয়া বৃত্তিং প্রপদ্যতে॥ ২১

পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ।
গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে॥ ২২

বুদ্ধিং চাস্য বিনির্ভিন্নাং বাগীশো ধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
বোধেনাংশেন বোদ্ধব্যপ্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥ ২৩

হৃদয়ং চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমা ধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে॥ ২৪

আত্মানং চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোঽবিশৎ পদম্।
কর্মণাংশেন যেনাসৌ কর্তব্যং প্রতিপদ্যতে॥ ২৫

সত্ত্বং চাস্য বিনির্ভিন্নং মহান্ ধিষ্ণ্যমুপাবিশৎ।
চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে॥ ২৬

এই লোমশ্রেণীর শক্তিতে জীব কণ্ডুয়নের অনুভূতি লাভ করে। (একই ত্বগিন্দ্রিয়ের স্থানভেদে বিষয়ভেদ ও দেবতাভেদ বুঝতে হবে। বায়ুদেবতা সহায়ক ত্বগিন্দ্রিয়ের অন্তরে ও বাইরে স্পর্শ বিষয় আর ওষধিদেবতা সহায়ক রোমসংযুক্ত ত্বগিন্দ্রিয়ের কেবল বাইরে কণ্ডুয়ন বিষয়)॥ ১৮ ॥ এইবার সেই বিরাট দেহে উপস্থদেশ (লিঙ্গ) প্রকটিত হল। তখন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতি স্বীয় শক্তিস্বরূপ শুক্রের সাথে তার মধ্যে অধিষ্ঠিত হলেন। সেই উপস্থ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব শারীরিক আনন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ১৯ ॥ তারপর বিরাট পুরুষের গুহ্যদেশ প্রকটিত হল। তখন অধিষ্ঠাত্রী লোকপাল মিত্রদেবতা স্বীয় শক্তিবিশেষ পায়ু নামক ইন্দ্রিয়ের সহিত তার মধ্যে অধিষ্ঠান করলেন। সেই পায়ু ইন্দ্রিয়দ্বারা জীব মলত্যাগ করে থাকে॥ ২০ ॥ এরপর প্রকট হল তাঁর দুটি হাত ; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ক্রয়-বিক্রয়াদি তথা গ্রহণ-ত্যাগরূপ শক্তিসহ অধিদেবতারূপে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। এই শক্তির দ্বারাই জীব নিজ বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহ করে॥ ২১ ॥ এই বিরাট পুরুষের চরণদ্বয় যখন প্রকটিত হল তখন লোকেশ্বর বিষ্ণু গমন শক্তিরূপ পাদেন্দ্রিয়ের সহিত পাদদ্বয়ে প্রবিষ্ট হলেন। এই গমনশক্তির সাহায্যেই জীব নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করে॥ ২২ ॥ তারপর প্রকট হল এই বিরাটের বুদ্ধি । তখন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাক্‌পতি ব্রহ্মা নিজ অংশ জ্ঞানের সহিত অধিদেবতারূপে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন, এই বুদ্ধিশক্তির সাহায্যেই জীব জ্ঞাতব্য বিষয় অনুভবের সামর্থ্য লাভ করে॥ ২৩ ॥ এরপর বিরাট দেহে হৃদয়স্থান উৎপন্ন হল। তখন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র মনোরূপ স্বীয় শক্তি সহ তাতে প্রবেশ করলেন। এই মনঃশক্তির দ্বারাই জীব সংকল্প-বিকল্পাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥ এরপর বিরাট পুরুষের অহংকার স্থান উৎপন্ন হল ; তখন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্রদেব (অভিমান) স্বীয় অংশ অহংবৃত্তির সহিত তার মধ্যে অধিষ্ঠিত হলেন। এই অহংবৃত্তির ফলে জীব নিজের কর্তব্য কর্মসমূহ স্বীকার করে থাকে ॥ ২৫ ॥ এইবার বিরাট দেহে চিত্ত উৎপন্ন হল ; অধিদেবতাস্বরূপে মহত্তত্ত্ব (ব্রহ্মা) স্বীয় চৈতন্যরূপ শক্তি সহ তাতে স্থিত

শীর্ষ্ণোঽস্য দ্যৌর্ধরা পদ্‌ভ্যাং খং নাভেরুদপদ্যত।
গুণানাং বৃত্তয়ো যেষু প্রতীয়ন্তে সুরাদয়ঃ॥ ২৭

আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে।
ধরাং রজঃস্বভাবেন পণয়ো[১] যে চ তাননু॥ ২৮

তার্তীয়েন স্বভাবেন ভগবন্নাভিমাশ্রিতাঃ[২]।
উভয়োরন্তরং ব্যোম যে[৩] রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ॥ ২৯

মুখতোঽবর্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।
যস্তুন্মুখত্বাদ্‌বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥ ৩০

বাহুভ্যোঽবর্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ॥ ৩১

বিশোঽবর্তন্ত[৪] তস্যোর্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্তাং নৃণাং যঃ সমবর্তয়ৎ॥ ৩২

পদ্‌ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ॥ ৩৩

এতে বর্ণাঃ স্বধর্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্।
শ্রদ্ধয়াঽঽত্মবিশুদ্ধ্যর্থং যজ্জাতাঃ সহ বৃত্তিভিঃ॥ ৩৪

হলেন। এই চিত্তশক্তির প্রভাবে জীব বিজ্ঞান (চেতনা) অনুভব করে॥ ২৬ ॥ এই বিরাট পুরুষের মস্তক থেকে স্বর্গলোক, চরণদ্বয় থেকে পৃথিবী এবং নাভি থেকে অন্তরীক্ষলোক (আকাশ) উৎপন্ন হল। সেই সকল স্বর্গাদি লোকে সত্ত্বাদি ত্রিগুণের পরিণামস্বরূপ ক্রমশ দেবতা, মনুষ্য ও খেচরাদি দেখা যায়॥ ২৭ ॥ এদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্যবশত দেবতাগণ স্বর্গলোকে, মনুষ্যগণ এবং তাদের প্রয়োজনীয় গবাদি পশু রজোগুণের প্রাধান্যযুক্ত হয়ে পৃথিবীতে এবং তমোগুণী স্বভাববশত রুদ্রদেবের অনুচরবর্গ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী ভগবানের নাভি-স্থানীয় অন্তরীক্ষলোকে আশ্রয় করে অবস্থিত রয়েছে॥ ২৮-২৯ ॥

হে বিদুর ! বিরাট পুরুষের মুখ থেকে বেদ নিঃসৃত হয়েছে আর ব্রাহ্মণগণও তাঁর মুখ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। মুখের থেকে উদ্ভূত হওয়ার জন্যই ব্রাহ্মণ সব বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকলের গুরু॥ ৩০ ॥ তাঁর বাহুসমূহ থেকে পালনরূপা বৃত্তি সমুদ্ভূতা হল আর সেই পালনরূপা বৃত্তির অনুবর্তনকারী ক্ষত্রিয় বর্ণ উৎপন্ন হল এবং বিরাট পুরুষের অংশ হওয়ার ফলে অন্যান্য বর্ণকে দস্যু-তস্করাদির উপদ্রব থেকে রক্ষা করে থাকে॥ ৩১ ॥ বিরাট পুরুষের উরুদুটি থেকে লোকসমূহের জীবিকা নির্বাহক কৃষি প্রভৃতি ব্যবসায় সমুদ্ভূত হল এবং তদবলম্বী বৈশ্য জাতির উৎপত্তি হল। বৈশ্যই স্বীয় বৃত্তির দ্বারা মানবগণের জীবিকা সম্পাদন করে থাকে॥ ৩২ ॥ তারপর ধর্মসিদ্ধির নিমিত্তস্থানীয় পরিচর্যা-সেবা-বৃত্তি উৎপন্ন হল ভগবানের চরণযুগল থেকে। ত্রিবর্ণের পরিচর্যা বৃত্তির অধিকারী শূদ্রগণের উৎপত্তি হল সেই চরণযুগল থেকেই। শূদ্রের সেবাবৃত্তির দ্বারাই স্বয়ং শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে থাকেন* ॥ ৩৩ ॥ এই ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ নিজ নিজ বৃত্তির সহিত যাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে, চিত্তশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের নিজগুরু শ্রীহরিকে নিজ নিজ বর্ণোচিত ধর্মানুসারে পূজা

[১]প্রা.পা.—প্রাণযোগেন চৈব তৎ। [২]প্রা.পা.—ভগবান্নাভিমাশ্রিতঃ। [৩]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে এই শ্লোকের চতুর্থ পদ এইপ্রকার—সরুদ্রাঃ পার্ষদা গণাঃ। [৪]প্রা.পা.—প.।

*সর্বধর্মের মূল কথা হল সেবা, সেবা ছাড়া কোনো ধর্মেরই সিদ্ধিলাভ হয় না। সুতরাং সর্বধর্মের মূলভূতা সেবাই যার ধর্ম, সেই শূদ্রই সব বর্ণের মধ্যে মহান।ব্রাহ্মণের ধর্ম মোক্ষের জন্য, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ভোগের জন্য, বৈশ্যের ধর্ম অর্থের জন্য আর শূদ্রের ধর্ম ধর্মলাভের জন্য। এইভাবে প্রথম তিন বর্ণের ধর্ম অন্য পুরুষার্থের জন্য, কিন্তু শূদ্রের ধর্ম স্বপুরুষার্থের জন্য ; সেইজন্যই এই সেবা বৃত্তির দ্বারাই ভগবান প্রসন্নতা লাভ করেন।

এতৎ ক্ষত্তর্ভগবতো দৈবকর্মাত্মরূপিণঃ।
কঃ শ্রদ্দধ্যাদুপাকর্তুং যোগমায়াবলোদয়ম্॥ ৩৫

অথাপি কীর্তয়াম্যঙ্গ যথামতি যথাশ্রুতম্।
কীর্তিং হরেঃ স্বাং সৎকর্তুং গিরমন্যাভিধাসতীম্॥ ৩৬

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলের্গুণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসম্প্রয়োগম্॥ ৩৭

আত্মনোঽবসিতো বৎস মহিমা কবিনাঽদিনা।
সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপক্কয়া॥ ৩৮

অতো ভগবতো মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ং চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে॥ ৩৯

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহং চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৪০

করে থাকে ॥ ৩৪ ॥ হে বিদুর ! এই বিরাট পুরুষ কাল, কর্ম ও স্বভাবশক্তিযুক্ত ভগবানের যোগমায়ার প্রভাব প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর এই বিরাট সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করতে কার সাহস আছে বল !॥ ৩৫ ॥ তাহলেও, হে প্রিয় বিদুর ! হরিকথা ভিন্ন অন্য ব্যাবহারিক কথা উচ্চারণে আমার বাক্‌শক্তি কলুষিত হয়েছে বলে তাকে পবিত্র করবার জন্য আমি নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী গুরুমুখে শ্রুত শ্রীহরির লীলা-কীর্তি বর্ণন করছি॥ ৩৬ ॥ পুণ্যশ্লোকশিরোমণি শ্রীহরির গুণকীর্তনই মানুষের বাক্‌শক্তির পক্ষে এবং পণ্ডিতদের মুখনিঃসৃত শ্রীহরির কথামৃতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিয়োজনই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরম সার্থকতা, বিবেকিগণ এই কথা বলে থাকেন॥ ৩৭ ॥ হে বৎস ! শুধু আমিই নই, আদি কবি শ্রীব্রহ্মা সহস্র দিব্য বৎসর ধরে নিজের যোগপরিপক্ক বুদ্ধি দিয়ে অর্থাৎ সমাধিযোগ অবলম্বন করে ধ্যান করেছেন ; তাতেও কি তিনি ভগবানের অচিন্ত্য মহিমার ইয়ত্তা করতে পেরেছেন ? ॥ ৩৮ ॥ সুতরাং ভগবানের মায়া আশ্চর্যশক্তিসম্পন্ন বড় বড় মায়াবীদেরও মোহিতকারী। সেই মায়ার জালে আবদ্ধ করার ধরনও বহুবিধ ; সুতরাং স্বয়ং ভগবানও নিজের মহিমা নিজেই সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেন না, সেক্ষেত্রে অন্য কেউ যে ভগবানের মহিমা জানতে পারবে না, তাতে বলার কী আছে ? ॥ ৩৯ ॥ যাঁকে লাভ করবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়ে, লাভ না করেই যাঁর থেকে মনের সাথে বাক্য সকল প্রতিনিবৃত্ত হয়ে থাকে ; বাক্য, মন, অহংকার ও ইন্দ্রিয়বর্গের অধিদেবতাগণ ও অন্যান্য অনেকে যাঁকে জানবার জন্য প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর নাম-রূপ-লীলাদির অন্ত না পেয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছেন অর্থাৎ সব তত্ত্ব অবগত হতে সমর্থ হননি, সেই ভগবানকে আমি প্রণাম করছি॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

বিদুরের প্রশ্ন

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণং মৈত্রেয়ং দ্বৈপায়নসুতো বুধঃ।
প্রীণয়ন্নিব ভারত্যা বিদুরঃ প্রত্যভাষত॥ ১

বিদুর উবাচ

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া চাপি যুজ্যেরন্নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২
ক্রীড়ায়ামুদ্যমোঽর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ॥ ৩
অস্রাক্ষীদ্ ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাঽত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ ভূয়ঃ[1] প্রত্যপিধাস্যতি[2]॥ ৪
দেশতঃ কালতো যোঽসাববস্থাতঃ স্বতোঽন্যতঃ।
অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতাজয়া কথম্॥ ৫
ভগবানেক এবৈষ সর্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ।
অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্মভিঃ কুতঃ॥ ৬
এতস্মিন্মে মনো বিদ্বন্ খিদ্যতেঽজ্ঞানসঙ্কটে।
তন্নঃ পরাণুদ বিভো কশ্মলং মানসং মহৎ॥ ৭

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং চোদিতঃ ক্ষত্ত্রা তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা মুনিঃ।
প্রত্যাহ ভগবচ্চিত্তঃ স্ময়ন্নিব গতস্ময়ঃ॥ ৮

মৈত্রেয় উবাচ

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্॥ ৯
যদর্থেন[3] বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্যয়ঃ।
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ॥ ১০

শ্রীশুকদেব বললেন—মৈত্রেয় মুনির ওই সব কথা শুনে ব্যাসনন্দন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর নিজ বাক্যমাধুর্যে তাঁকে প্রসন্ন করে বলতে লাগলেন॥ ১ ॥

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রহ্মন্ ! ভগবান তো শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, নির্বিকার ও নির্গুণ ; লীলাচ্ছলেও তাঁর মধ্যে গুণবত্তা ও ক্রিয়াশীলতা কী করে হতে পারে ॥ ২ ॥ বালকদের মধ্যে তো কামনা এবং অপরের সাথে খেলা করবার ইচ্ছা থাকে, তাই তারা খেলার জন্য যত্নবান হয় ; কিন্তু ভগবান তো স্বতই নিত্যতৃপ্ত, পূর্ণকাম ও সর্বদাই নিরাসক্ত, তিনি খেলা করবার জন্যই বা সংকল্প কেন করবেন॥ ৩ ॥ ভগবান তাঁর ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তার পালন করছেন, আবার তার সংহারও করবেন॥ ৪ ॥ দেশ, কাল, অবস্থা অথবা তাঁর নিজের বা অপরের দ্বারা যাঁর জ্ঞান কখনো আবৃত হয় না, মায়ার সাথে তাঁর সংযোগ কী করে সম্ভব॥ ৫ ॥ একমাত্র এই ভগবানই অন্তর্যামীরূপে সকল জীবের মধ্যে বর্তমান, সেক্ষেত্রে জীবের দুর্ভাগ্য বা কর্মসমূহ দ্বারা সুখদুঃখাদি প্রাপ্তি কী করে সম্ভব ॥ ৬ ॥ হে তত্ত্বদর্শিন্ ! এই অজ্ঞানজনিত সংকটে পড়ে আমার মন বড়ই বিষাদগ্রস্ত হয়েছে, আমার এই মানসিক মোহসংকট দয়া করে দূর করুন॥ ৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিদুরের এই প্রশ্ন শুনে নিরভিমান মৈত্রেয় মুনি ভগবানকে স্মরণ করে মৃদুহাস্যে তাঁকে বললেন॥ ৮ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—সকলের প্রভু এবং নিত্যমুক্ত যে আত্মা, তিনিই দীনতা এবং বন্ধন স্বীকার করেন—এটা যুক্তিবিরুদ্ধ তো বটেই ; কিন্তু বস্তুত এই তো শ্রীভগবানের মায়া॥ ৯ ॥ যেমন স্বপ্নদর্শনকালে মানুষের নিজের শিরশ্ছেদ ইত্যাদি দর্শন সত্য না হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞানবশত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, তেমনই এই জীব

[1]প্রা.পা.— ভোষ ভূ.। [2]প্রা.পা.—প্রত্যভি.। শ্রীধরস্বামীজীও এই পাঠের উল্লেখ করেছেন। [3]প্রা.পা.—যদর্থমাত্মনাম্.।

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনো নাত্মনো গুণঃ॥ ১১

স বৈ নিবৃত্তিধর্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ॥ ১২

যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্ট্রাত্মনি পরে হরৌ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ॥ ১৩

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে
গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কুতঃ[১] পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা॥ ১৪

বিদুর উবাচ

সংছিন্নঃ সংশয়ো মহ্যং তব সূক্তাসিনা বিভো।
উভয়ত্রাপি ভগবন্মনো মে সম্প্রধাবতি॥ ১৫

সাধ্বেতদ্ ব্যাহৃতং বিদ্বন্নাত্মমায়ায়নং হরেঃ।
আভাত্যপার্থং নির্মূলং বিশ্বমূলং ন যদ্বহিঃ[২]॥ ১৬

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥ ১৭

বন্ধনাদি দশা প্রাপ্ত না হলেও অজ্ঞানবশত বন্ধনাদি অনুভব করে॥ ১০ ॥ যদি বলা হয় যে ঈশ্বরের মধ্যে এই প্রতীতি কেন হয় না, তাহলে তার উত্তর, জলের মধ্যে যখন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে তখন জলে যদি কম্পন বা ক্ষুদ্র তরঙ্গ হয় তবে জলের সাথে সাথে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও কম্পিত বা তরঙ্গিত হয় কিন্তু আসলে তো আকাশস্থ প্রকৃত চন্দ্রের কোনো কম্পন বা তরঙ্গ হয় না। চন্দ্রের কম্পন প্রতীত হয় ; ঠিক সেইরকমই দেহাভিমানী জীবের মধ্যেই দেহের মিথ্যা ধর্মের প্রতীতি হয়, পরমাত্মায় নয়॥ ১১ ॥ নিষ্কামভাবে ধর্মাচরণ করলে ভগবৎকৃপায় প্রাপ্ত ভক্তি-যোগ দ্বারা এই মিথ্যা প্রতীতি ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হয়ে যায়॥ ১২ ॥ তারপর যখন জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়বাসনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে (দ্রষ্টা) পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে স্থিত হয় অর্থাৎ বহির্মুখী বিক্ষেপ শান্ত হয়ে মন অন্তর্মুখী হয়ে ভগবৎপরায়ণ হয়, তখন নিদ্রিত মানুষের মতো জীবেরও রাগ-দ্বেষাদি সকল ক্লেশ সর্বথা বিনষ্ট হয়ে যায়॥ ১৩ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা শ্রবণ ও কীর্তনে অশেষ দুঃখরাশির নিবৃত্তি হয়ে যায় ; তারপরে যদি মনের মধ্যে তাঁর পাদপদ্ম সেবা-বিষয়িনী রতি জন্মায়, তবে আর বলার কী থাকে ? ॥ ১৪ ॥

বিদুর বললেন—হে ভগবন্ ! আপনার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ বাণীরূপ খড়্গদ্বারা আমার চিত্তের সংশয়সমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এখন আমার মন ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব ও জীবের তদধীন কর্তৃত্ব—এই দুই বিষয়ই সম্যকরূপে বুঝতে পারছে॥ ১৫ ॥ হে তত্ত্বজ্ঞ ! আপনি যে বললেন, জীবের দুঃখকষ্টের যে প্রতীতি হয় সেই প্রতীতিও শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করেই সংঘটিত হয়, এটা অতীব সত্য। এই ক্লেশের প্রতীতি স্বপ্নাবস্থায় শিরচ্ছেদ অনুভূতির মতো মিথ্যা এবং মূল-শূন্য ; কারণ এই বিশ্বের মূল কারণই যে অজ্ঞান, তাও ওই মায়া ছাড়া থাকতে পারে না। কাজেই মূলশূন্য অর্থাৎ অসত্য মায়াকে অবলম্বন করেই সব বিষয় অবস্থান করছে॥ ১৬ ॥ এই সংসারে দুই প্রকারের সুখী ব্যক্তি দেখা যায়। এক, যারা অত্যন্ত মূঢ় (অজ্ঞানগ্রস্ত), আর দুই, যারা বুদ্ধির অতীত শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছে। এই দুই

[১]প্রা.পা.—কিং বা। [২]প্রা.পা.—ত.।

অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্যাপি[১] নাত্মনঃ।
তাং চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে॥ ১৮

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ॥ ১৯

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ॥ ২০

সৃষ্ট্বাগ্রে মহদাদীনি সবিকারাণ্যনুক্রমাৎ।
তেভ্যো বিরাজমুদ্ধৃত্য তমনু প্রাবিশদ্বিভুঃ॥ ২১

যমাহুরাদ্যং পুরুষং সহস্রাঙ্ঘ্র্যূরুবাহুকম্।
যত্র বিশ্ব ইমে লোকাঃ সবিকাসং সমাসতে॥ ২২

যস্মিন্ দশবিধঃ প্রাণঃ সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়স্ত্রিবৃৎ।
ত্বয়েরিতো যতো বর্ণাস্তদ্বিভূতীর্বদস্ব নঃ॥ ২৩

যত্র পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ নপ্তৃভিঃ সহ গোত্রজৈঃ।
প্রজা বিচিত্রাকৃতয় আসন্ যাভিরিদং ততম্॥ ২৪

প্রজাপতীনাং স পতিশ্চকৃপে কান্ প্রজাপতীন্।
সর্গাংশ্চৈবানুসর্গাংশ্চ মনূন্মন্বন্তরাধিপান্॥ ২৫

এতেষামপি বংশাংশ্চ বংশানুচরিতানি চ।
উপর্যধশ্চ যে লোকা ভূমের্মিত্রাত্মজাসতে॥ ২৬

প্রকারের থেকে ভিন্ন যারা মধ্যবর্তী মানুষ অর্থাৎ অল্পজ্ঞ মানুষ তারা সংশয়গ্রস্ত হয়ে কেবল দুঃখই ভোগ করে॥ ১৭ ॥ হে ভগবন্! এই অনাত্ম সংসার-প্রপঞ্চ প্রতীত হলেও বস্তুত মিথ্যা অর্থাৎ অমূলক প্রতীতি-মাত্র, আপনার কৃপায় আমি এই সত্য নিশ্চিতরূপে বুঝেছি। এখন আপনার চরণকমলের সেবার দ্বারা সেই প্রতীতিকেও শীঘ্রই অপসারিত করতে পারব॥ ১৮ ॥ আপনাদের মতো ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণ সেবা দ্বারা নিত্যসিদ্ধ ভগবান শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্মে আত্যন্তিক প্রেমানন্দ উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে দুর্বার জন্ম-মরণ-প্রবাহ রূপ যন্ত্রণা বিনষ্ট হয়ে যায়॥ ১৯ ॥ ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীহরিপ্রাপ্তির মার্গস্বরূপ। এই ভক্তদের মুখে দেবদেব জনার্দন শ্রীহরি সদাসর্বদাই কীর্তিত হচ্ছেন ; অল্প-পুণ্যশালী মানুষের পক্ষে এই ভগবদ্ভক্তগণের সেবার সুযোগ লাভ কঠিন ॥ ২০ ॥

ভগবন্! আপনি বলেছেন যে ভগবান শ্রীহরি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমে ইন্দ্রিয়বর্গের সাথে মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিকার (ক্ষুভিত অবস্থা, আলোড়ন) রচনা করেন এবং সেই সকল অংশের দ্বারা বিরাট মূর্তির প্রকাশ করে স্বয়ং তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন॥ ২১ ॥ সেই বিরাট পুরুষের সহস্র চরণ, সহস্র ঊরু ও সহস্র বাহু। বেদ তাঁকে আদিপুরুষ বলে নির্দেশ করেছেন। স্বর্গমর্ত্যাদি বিশ্ব ও লোকসকল অসংকুচিতভাবে তাঁতে অবস্থান করে থাকে॥ ২২ ॥ তাঁর মধ্যে দশবিধ ইন্দ্রিয়, তাদের দশটি বিষয় এবং দশটি অধিদেবতাসহ দশটি প্রাণ—যা সহঃ, ওজঃ ও বল (ইন্দ্রিয়বল, মনোবল ও শারীরিকবল) রূপে তিন রকম বলে আপনি বর্ণনা করেছেন, এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এখন আপনি আমার কাছে তাঁর ব্রহ্মাদি বিভূতির বর্ণনা করুন—যাদের থেকে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও গোত্রজ ক্রমে নানারূপে জীবগণ উৎপন্ন হয়েছে এবং তাদের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হয়ে রয়েছে॥ ২৩-২৪ ॥ সেই বিরাট পুরুষ ব্রহ্মা প্রমুখ প্রজাপতিদেরও প্রভু। তিনি কিভাবে কোন কোন সর্গ ও অনুসর্গের বিধান তথা প্রজাপতি এবং মন্বন্তরাধিপতি মনুদেরও সৃষ্টি করেছিলেন ? ॥ ২৫ ॥ হে মুনিবর মৈত্রেয়! সেই মনুদের বংশ, বংশধর রাজাদের চরিত্র,

[১]প্রা.পা.—তস্য.।

তেষাং সংস্থাং প্রমাণং চ ভূর্লোকস্য চ বর্ণয়।
তির্যঙ্‌মানুষদেবানাং সরীসৃপপতত্রিণাম্।
বদ নঃ সর্গসংব্যূহং গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্॥ ২৭

গুণাবতারৈর্বিশ্বস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়াশ্রয়ম্[1]।
সৃজতঃ শ্রীনিবাসস্য ব্যাচক্ষ্বোদারবিক্রমম্॥ ২৮

বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ।
ঋষীণাং জন্মকর্মাদি[2] বেদস্য চ বিকর্ষণম্॥ ২৯

যজ্ঞস্য চ বিতানানি যোগস্য চ পথঃ প্রভো।
নৈষ্কর্ম্যস্য চ সাংখ্যস্য তন্ত্রং বা ভগবৎস্মৃতম্॥ ৩০

পাখণ্ডপথবৈষম্যং প্রতিলোমনিবেশনম্।
জীবস্য গতয়ো যাশ্চ যাবতীর্গুণকর্মজাঃ॥ ৩১

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তান্যবিরোধতঃ।
বার্তায়া দণ্ডনীতেশ্চ শ্রুতস্য চ বিধিং পৃথক্॥ ৩২

শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং ব্রহ্মন্ পিতৃণাং সর্গমেব চ।
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং কালাবয়বসংস্থিতিম্॥ ৩৩

দানস্য তপসো বাপি যচ্চেষ্টাপূর্তয়োঃ ফলম্।
প্রবাসস্থস্য যো ধর্মো যশ্চ পুংস উতাপদি॥ ৩৪

যেন বা ভগবাংস্তুষ্যেদ্ধর্মযোনির্জনার্দনঃ।
সম্প্রসীদতি বা যেষামেতদাখ্যাহি চানঘ॥ ৩৫

অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাং চ দ্বিজোত্তম।
অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎসলাঃ॥ ৩৬

তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ।
তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে॥ ৩৭

ভূলোকের ওপরের ও নীচের লোকসমূহ এবং এই মর্ত্যলোকের সন্নিবেশ ও পরিমাণ বর্ণনা করুন। আর তির্যক, মনুষ্য, দেবতা, সরীসৃপ এবং পক্ষী তথা জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চার প্রকার প্রাণীর সৃষ্টিবিভাগ আপনি আমাকে বলুন॥ ২৬-২৭ ॥ সৃষ্টির সময় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের প্রয়োজনে ভগবান শ্রীহরি নিজ গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবরূপে যে সব উদার লীলা করেছেন, সে সবও আমাকে বলুন॥ ২৮ ॥ বেশ, আচরণ ও স্বভাব অনুসারে বর্ণাশ্রমের বিভাগ, ঋষিদের জন্ম-কর্মাদি, বেদের বিভাগ, যজ্ঞসমূহের বিস্তার, যোগমার্গসমূহ, জ্ঞানমার্গ ও তার সাধন সাংখ্যমার্গ তথা ভগবানের উপদিষ্ট নারদপঞ্চরাত্র ইত্যাদি তন্ত্রশাস্ত্র, বেদবহির্ভূত উপধর্মপরায়ণ পাষণ্ডগণের বিপরীত প্রবৃত্তি, অন্ত্যজ জাতির পুরুষ ও উচ্চবর্ণের নারীসহযোগে সন্তানদের সৃষ্টি এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও কর্মভেদে জীবের যে রকম ও যতরকম গতি হতে পারে, সেই সব আমাকে বলুন॥ ২৯-৩১ ॥

হে ব্রহ্মন্! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তির পরস্পর অবিরোধী সাধনসমূহ, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি, শাস্ত্রশ্রবণবিধি, শ্রাদ্ধবিধি, পিতৃগণের সৃষ্টি এবং কালচক্রে গ্রহ, নক্ষত্র, তারাগণের অবস্থিতি প্রভৃতি আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করুন॥ ৩২-৩৩ ॥ দান, তপস্যা, যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম ও কূপখননাদি স্মার্তকর্মের ফল কী ? প্রবাসী (কিংবা বানপ্রস্থাবলম্বী) ব্যক্তির ধর্ম কী এবং আপৎকালে মানুষের ধর্ম কী ? ॥ ৩৪ ॥ হে নিষ্পাপ মৈত্রেয়! ধর্মের মূল কারণ শ্রীজনার্দনভগবান কোন্ কোন্ আচরণের দ্বারা সন্তুষ্ট হন এবং কার প্রতি তিনি কৃপা করেন, আপনি আমাকে তা বলুন॥ ৩৫ ॥ হে দ্বিজপ্রবর! অনুগত শিষ্য ও পুত্রদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হয়েও দীনবৎসল গুরুজনগণ তাদের মঙ্গলের পথ উপদেশ করে থাকেন॥ ৩৬ ॥ হে ভগবন্! আপনি পূর্বে মহত্তত্ত্বাদি যে সব তত্ত্বের কথা বলেছেন সেই সব তত্ত্বের প্রলয় কত রকম ? আবার ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শায়িত থাকেন তখন ওই সব তত্ত্বের মধ্যে কোন্ কোন্ তত্ত্ব তাঁর সেবা করেন (নৃপতিগণ ঘুমিয়ে থাকলে চামরধারিণীগণ যেমন সেবা

[1]প্রা.পা.—স্থিত্যুদ্ভবা। [2]প্রা.পা.—কর্মাণি দেবস্য।

পুরুষস্য চ সংস্থানং স্বরূপং বা পরস্য চ।
জ্ঞানং চ নৈগমং যত্তদ্‌গুরুশিষ্যপ্রয়োজনম্‌॥ ৩৮

নিমিত্তানি চ তস্যেহ প্রোক্তান্যনঘ সূরিভিঃ।
স্বতো জ্ঞানং কুতঃ পুংসাং ভক্তির্বৈরাগ্যমেব বা॥ ৩৯

এতান্মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নান্‌ হরেঃ কর্মবিবিৎসয়া।
ব্রূহি মেঽজ্ঞস্য মিত্রত্বাদজয়া নষ্টচক্ষুষঃ॥ ৪০

সর্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্বীরন্‌ কলামপি॥ ৪১

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থমাপৃষ্টপুরাণকল্পঃ
কুরুপ্রধানেন মুনিপ্রধানঃ।
প্রবৃদ্ধহর্ষো ভগবৎকথায়াং
সঞ্চোদিতস্তং প্রহসন্নিবাহ॥ ৪২

করেন), আর কোন্‌ কোন্‌ তত্ত্বই বা তাঁর মধ্যে লীন থাকে ? ॥ ৩৭ ॥ জীবের তত্ত্ব, পরমেশ্বরের স্বরূপ, উপনিষদ্‌ প্রতিপাদ্য আত্ম-পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান এবং গুরু ও শিষ্যের পারস্পরিক প্রয়োজনের সম্পর্কেও আপনি আমাকে বলুন॥ ৩৮ ॥ জ্ঞান, ভক্তি বা বৈরাগ্য মানুষের আপনা-আপনি হয় না, এর জন্য জ্ঞানিগণ সেই সব জ্ঞানের সাধনসকল উপদেশ করেছেন। সেই সব সাধন আমি জানতে ইচ্ছা করি॥ ৩৯ ॥ হে ব্রহ্মন্‌ ! মায়াদ্বারা আমার জ্ঞানচক্ষু বিনষ্ট হয়েছে। আমি অজ্ঞ, আপনি আমার পরম সুহৃৎ ; অতএব শ্রীহরিলীলার জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে আমি যে সব প্রশ্ন করেছি, সেইসব বিষয় আমাকে উপদেশ করুন॥ ৪০ ॥ হে পুণ্যাত্মন ! ভগবৎ-তত্ত্ব উপদেশের দ্বারা জীবের জন্মমৃত্যুচক্রের থেকে মুক্ত করে অভয় প্রদানে যে পুণ্য হয় ; সমস্ত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, দানধ্যানজনিত পুণ্য পূর্বোক্ত পুণ্যের এক ক্ষুদ্রতম অংশেরও সমকক্ষ হতে পারে না॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্‌ ! কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুর কর্তৃক এইভাবে পুরাণ-প্রতিপাদ্য বিষয় সকল জিজ্ঞাসিত হয়ে মৈত্রেয় ঋষি ভগবৎলীলাকথনে প্রণোদিত হয়ে অতিশয় আনন্দিত মনে ঈষৎ হাস্য সহকারে বলতে লাগলেন॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মার উৎপত্তি

মৈত্রেয় উবাচ

সৎসেবনীয়ো বত পূরুবংশো
যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্তিমালাং

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর ! আপনি তো ভক্তদের মধ্যে প্রধান স্বয়ং লোকপাল যমরাজ, পুরুবংশে আপনার জন্মগ্রহণের ফলে সেই বংশ সাধুগণের সেবার যোগ্য হয়েছে। পুরুবংশ ধন্য ! যেহেতু ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গকে আপনি পদে পদে পুনর্নবীকৃত করে বিস্তার

পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্॥ ১
সোঽহং নৃণাং ক্ষুল্লসুখায় দুঃখং
মহদ্‌গতানাং বিরমায় তস্য[১]।
প্রবর্তয়ে ভাগবতং পুরাণং
যদাহ সাক্ষাদ্ভগবানৃষিভ্যঃ॥ ২
আসীনমুর্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং
সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসত্ত্বম্।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য
কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্॥ ৩
স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহু মানয়ন্তং
যং বাসুদেবাভিধমামনন্তি।
প্রত্যগ্‌ধৃতাক্ষাম্বুজকোশমীষ-
দুন্মীলয়ন্তং বিবুধোদয়ায়॥ ৪
স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ স্বজটাকলাপৈ-
রুপস্পৃশন্তশ্চরণোপধানম্।
পদ্মং যদর্চন্ত্যহিরাজকন্যাঃ
সপ্রেমনানাবলিভির্বরার্থাঃ॥ ৫
মুহুর্গৃণন্তো বচসানুরাগ-
স্খলৎপদেনাস্য কৃতানি তজ্জ্ঞাঃ।
কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেক-
প্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রম্॥ ৬
প্রোক্তং কিলৈতদ্ভগবত্তমেন
নিবৃত্তিধর্মাভিরতায় তেন।
সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্টঃ
সাংখ্যায়নায়াঙ্গ ধৃতব্রতায়॥ ৭
সাংখ্যায়নঃ পারমহংস্যমুখ্যো
বিবক্ষমাণো ভগবদ্‌বিভূতীঃ।
জগাদ সোঽস্মদ্‌গুরবেঽন্বিতায়
পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ॥ ৮
প্রোবাচ মহ্যং স দয়ালুরুক্তো

করছেন॥ ১ ॥ তুচ্ছ সুখের জন্য যারা প্রবল সংসার দুঃখ ভোগ করছে সেই মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য, সাক্ষাৎ ভগবান সংকর্ষণ যা সনৎকুমার প্রমুখ ঋষিদের উপদেশ করেছিলেন সেই শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ আমি আরম্ভ করছি॥ ২ ॥

কোনো এক সময়ে অখণ্ড জ্ঞানসম্পন্ন আদিদেব ভগবান সংকর্ষণ পাতাললোকে অবস্থান করছিলেন। সনৎ কুমারাদি ঋষিগণ পরম পুরুষোত্তম ব্রহ্মের তত্ত্ব জানার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন॥ ৩ ॥ সেই সময় শেষনাগ নিজ আশ্রয়স্বরূপ, বেদ যাকে বাসুদেব নামে বলে থাকেন, সেই পরমাত্মার মানসিক পূজা করছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁর কমলসদৃশ নয়নযুগল অন্তর্মুখী ছিল। জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরে সনৎকুমারাদি ঋষিগণের মঙ্গলের জন্য তিনি নয়নকমল ঈষৎ উন্মীলন করলেন॥ ৪ ॥

সনৎকুমারাদি ঋষিগণ স্বর্গলোক থেকে পাতালে অবতরণের সময় সুরতরঙ্গিনীর জলে তাঁদের জটাসমূহ আর্দ্র করেছিলেন। পাতালে নাগরাজকন্যাগণ নিজেদের অভিলষিত বরপ্রাপ্তির মানসে প্রেমভক্তি সহকারে নানাবিধ উপহারদ্রব্যের দ্বারা ভগবানের চরণাধার কমলকে নিত্য পূজা করতেন। ঋষিগণ তাঁদের আর্দ্র জটাসমূহ দিয়ে সেই চরণাধার-পদ্ম স্পর্শ করে প্রণাম জানালেন॥ ৫ ॥ মুনিগণ সংকর্ষণ দেবের লীলাবিভূতির মর্মজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা বার বার প্রেম-গদগদ বচনে সেই সব লীলা কীর্তন করলেন। শেষনাগের সহস্র মস্তকে যে উত্তমোত্তম রত্ন খচিত সহস্র কিরীট শোভিত ছিল সেই মণিমাণিক্যের প্রভায় তাঁর ফণাসমূহ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল॥ ৬ ॥ ভগবান সংকর্ষণ নিবৃত্তিপরায়ণ সনৎ-কুমারদের এই ভগবৎরহস্য উপদেশ করেছিলেন— এই রকম প্রসিদ্ধি আছে। তারপরে ধৃতব্রত সাংখ্যায়ন মুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে সনৎকুমার তাঁকে এই পুরাণ উপদেশ করেছিলেন॥ ৭ ॥ পরমহংসশ্রেষ্ঠ মহামুনি সাংখ্যায়ন ভগবানের বিভূতিসমূহ বর্ণনা করতে অভিলাষী হয়ে তাঁর অনুগত শিষ্য, আমাদের গুরু পরাশর মুনিকে এবং সুরগুরু বৃহস্পতিকে এই শাস্ত্র উপদেশ করেছিলেন॥ ৮ ॥ পরবর্তীকালে পরম দয়ালু পরাশর

[১]প্রা.পা.—তুভ্যম্।

মুনিঃ পুলস্ত্যেন পুরাণমাদ্যম্।
সোঽহং তবৈতৎ কথয়ামি বৎস
শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতায়॥ ৯

উদাপ্লুতং(১) বিশ্বমিদং তদাঽসীদ্
যন্নিদ্রয়ামীলিতদৃঙ্ ন্যমীলয়ৎ।
অহীন্দ্রতল্পেঽধিশয়ান একঃ
কৃতক্ষণঃ স্বাত্মরতৌ(২) নিরীহঃ॥ ১০

সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ
কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ।
উবাস তস্মিন্ সলিলে পদে স্বে
যথানলো দারুণি রুদ্ধবীর্যঃ॥ ১১

চতুর্যুগানাং চ সহস্রমপ্সু
স্বপন্ স্বয়োদীরিতয়া স্বশক্ত্যা।
কালাখ্যয়াসাদিতকর্মতন্ত্রো(৩)
লোকানপীতান্দদৃশে স্বদেহে॥ ১২

তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টে-
রন্তর্গতোঽর্থো রজসা তনীয়ান্।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ
সূষ্যংস্তদাভিদ্যত নাভিদেশাৎ॥ ১৩

স পদ্মকোশঃ সহসোদতিষ্ঠৎ
কালেন কর্মপ্রতিবোধনেন।
স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং
বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ॥ ১৪

তল্লোকপদ্মং স(৪) উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ॥ ১৫

মুনি, পুলস্ত্য মুনির বচনানুসারে এই আদিপুরাণ আমাকে উপদেশ করেছেন। হে বৎস ! তুমি শ্রদ্ধালু এবং সর্বদা আমার প্রতি অনুগত দেখে আমি এখন তোমার কাছে সেই পুরাণ বর্ণনা করছি॥ ৯ ॥

সৃষ্টির পূর্বে এই সম্পূর্ণ বিশ্ব প্রলয়সলিলে নিমগ্ন ছিল। সেই সময় একমাত্র ভগবান শ্রীনারায়ণদেব অনন্তশয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি তাঁর নিজ চৈতন্য শক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেই, যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করে নয়ন মুদ্রিত করে শুয়েছিলেন। সৃষ্টিকর্মের থেকে অবকাশ নিয়ে তিনি স্বরূপানন্দে মগ্ন থেকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করছিলেন॥ ১০ ॥ অগ্নি যেমন নিজের দাহিকাশক্তিকে সুপ্ত রেখে কাঠের মধ্যে নিরুদ্ধ থাকে, সেইরকম ভগবানও সমস্ত প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীরকে নিজের মধ্যে নিহিত রেখে স্বীয় অধিষ্ঠান প্রলয়বারিধির মধ্যে শায়িত ছিলেন, সেই নিহিত সূক্ষ্মশরীরগুলিকে সৃষ্টি আরম্ভের সময়ে পুনঃপ্রকাশের জন্য শুধুমাত্র কালশক্তিটিকে বাইরে প্রকট রেখেছিলেন॥ ১১ ॥ এইভাবে নিজ স্বরূপভূত চিৎ-শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যোগনিদ্রায় এক সহস্র চতুর্যুগপর্যন্ত একার্ণবে শায়িত থাকার পরে যখন তাঁর কালশক্তি তাঁকে জীবের কর্মপ্রবৃত্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করল তখন তিনি নিজ শরীর মধ্যে সূক্ষ্মরূপে নিহিত সমস্ত জীবের লিঙ্গশরীরসহ অনন্ত লোক দেখতে পেলেন॥ ১২ ॥ ভগবানের দৃষ্টি যখন নিজশরীর মধ্যে স্থিত লিঙ্গশরীরাদি সূক্ষ্মতত্ত্বের ওপর পড়ল, তখন সেই লিঙ্গশরীরাদি সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ কালপ্রেরিত রজোগুণের দ্বারা ক্ষুভিত হয়ে সৃষ্টি রচনার জন্য কর্মপ্রবৃত্তিতে উন্মুখ হয়ে ভগবানের নাভিদেশ থেকে প্রকাশ পেল॥ ১৩ ॥ ভগবানের নাভিপদ্মে উদ্ভূত, ক্রিয়াশক্তির প্রতিবোধনকারী তথা জীবেরও অদৃষ্টফল বিধাতা কালের বশে সেই সব সূক্ষ্মতত্ত্ব পদ্মকোশের আকারে সহসা ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হল এবং সূর্যের মতো নিজের দীপ্তিতে সেই বিস্তীর্ণ জলরাশিকে উদ্ভাসিত করে তুলল॥ ১৪ ॥ সমস্ত গুণের প্রকাশক সেই সর্বলোকময় পদ্মের মধ্যে তাঁর স্রষ্টা ভগবান বিষ্ণু অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট হলেন। সেখান থেকে বেদময় ব্রহ্মা উদ্ভূত হলেন। সমগ্র

(১)প্রা.পা.—উদপ্লুতং। (২)প্রা.পা.—রতাবনীহঃ। (৩)প্রা.পা.—কালাত্তয়োৎপাদিত.। (৪)প্রা.পা.—স্বকমেব বিষ্ণুঃ প্রাবী.।

তস্যাং স চাম্ভোরুহকর্ণিকায়া-
মবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ।
পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্তনেত্র-
শ্চত্বারি লেভেঽনুদিশং মুখানি॥ ১৬
তস্মাদ্‌যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণ-
জলোর্মিচক্রাৎ সলিলাদ্‌বিরূঢ়ম্।
উপাশ্রিতঃ কঞ্জমু লোকতত্ত্বং
নাত্মানমদ্ধাবিদদাদিদেবঃ॥ ১৭
ক এষ যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠ
এতৎ কুতো বাব্জমনন্যদপ্সু।
অস্তি হ্যধস্তাদিহ কিঞ্চনৈত-
দধিষ্ঠিতং যত্র সতা নু ভাব্যম্॥ ১৮
স ইত্থমুদ্বীক্ষ্য তদব্জনাল-
নাড়ীভিরন্তর্জলমাবিবেশ[১]।
নার্বাগ্গতস্তৎখরনালনাল-[২]
নাভিং বিচিন্বংস্তদবিন্দতাজঃ॥ ১৯
তমস্যপারে বিদুরাত্মসর্গং
বিচিন্বতোঽভূৎ সুমহাংস্ত্রিণেমিঃ।
যো দেহভাজাং ভয়মীরয়াণঃ
পরিক্ষিণোত্যায়ুরজস্য হেতিঃ॥ ২০
ততো নিবৃত্তোঽপ্রতিলব্ধকামঃ
স্বধিষ্ণ্যমাসাদ্য পুনঃ স দেবঃ।
শনৈর্জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তো
ন্যষীদদারূঢ়সমাধিযোগঃ॥ ২১
কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভি-
প্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাত-
মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্বম্॥ ২২
মৃণালগৌরায়তশেষভোগ-
পর্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্।

বেদবিদ্যা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ, সাক্ষাৎ বেদ-মূর্তি এই ব্রহ্মাকে পণ্ডিতগণ স্বয়ম্ভু বলে নির্দেশ করেছেন॥ ১৫ ॥ সেই পদ্মকর্ণিকায় অর্থাৎ পদ্মের কোষমধ্যে অবস্থান করে ব্রহ্মা যখন কোনো কিছু দেখতে পেলেন না তখন তিনি নিজের জায়গায় বসে বসে দৃষ্টি প্রসারিত করে আকাশে ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখবার চেষ্টা করলেন। এর ফলে তাঁর ঘাড়ের ওপর চারদিকে চারটি মুখ লাভ করলেন, তিনি চতুর্মুখরূপে প্রকাশিত হলেন॥ ১৬ ॥ প্রলয়কালীন প্রবল বায়ুর দ্বারা বিঘূর্ণিত তরঙ্গ-পরিব্যাপ্ত জলরাশি থেকে ঊর্ধ্বে উত্থিত পদ্মের ওপর অবস্থিত থেকে আদিদেব ব্রহ্মা নিজের বা সেই লোকতত্ত্বস্বরূপ পদ্মের সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলেন না (অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তিনি কিছুই জানতে পারলেন না)॥ ১৭ ॥

তিনি ভাবতে লাগলেন 'এই পদ্মকর্ণিকার ওপরে বসে আছি, আমি কে? এই অদ্বিতীয় পদ্মটিই বা জলের মধ্যে কোথা থেকে এল? এই জলের নীচে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যেখানে এর মূল অধিষ্ঠান রয়েছে।'॥ ১৮ ॥

এইরকম চিন্তা করে ব্রহ্মা সেই পদ্মনালের সূক্ষ্মরন্ধ্রপথে জলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু পদ্মনালের আধার অন্বেষণে বহু নিম্নে গিয়েও তিনি তা খুঁজে পেলেন না॥ ১৯ ॥ হে বিদুর! সেই অসীম অন্ধকারের মধ্যে নিজের উৎপত্তির মূল খুঁজতে খুঁজতে ব্রহ্মার বহুকাল অতীত হয়ে গেল। এই কালই ভগবানের মহাস্ত্র চক্র যা জীবকে ভয়ভীত করে আয়ুক্ষয় করে থাকে॥ ২০ ॥ অবশেষে বিফলমনোরথ হয়ে তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং নিজের অধিষ্ঠান পদ্মকর্ণিকার ওপরে বসে ধীরে ধীরে নিজের প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করে চিত্তনিরোধ করে সমাধিযোগ অবলম্বন করে স্থির হয়ে বসলেন॥ ২১ ॥ এইভাবে পুরুষের আয়ুঃপরিমিতকাল (অর্থাৎ দিব্য শতবর্ষকাল) সম্যকরূপে যোগসাধনা করে ব্রহ্মা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করলেন; আগে অত খোঁজাখুঁজি করেও যা দেখতে পাননি, সেই মূল তত্ত্বটি তিনি নিজ হৃদয়মধ্যে সুপ্রকাশিত দেখতে পেলেন॥ ২২ ॥ তিনি দেখলেন যে সেই প্রলয়জলধির মধ্যে মৃণালের মতো গৌরবর্ণ ও বিস্তীর্ণ শেষ নাগের শরীররূপ শয্যায় পুরুষোত্তমভগবান একলাই শয়ান

[১]প্রা.পা.—নালীভি.। [২]প্রা.পা.—খরনালনাভিং স বৈ বিচি.।

ফণাতপত্রাযুতমূর্ধরত্ন-
দ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে॥ ২৩

প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ
সন্ধ্যাভ্রনীবেরুরুরুক্মমূর্ধ্নঃ।
রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্য-
বনস্রজো বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ॥ ২৪

আয়ামতো বিস্তরতঃ স্বমান-
দেহেন লোকত্রয়সংগ্রহেণ।
বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং
কৃতশ্রিয়াপাশ্রিতবেষদেহম্[১]॥ ২৫

পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈ-
রভ্যর্চিতাং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মম্।
প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দু-
ময়ূখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্॥ ২৬

মুখেন লোকার্তিহরস্মিতেন
পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতেন।
শোণায়িতেনাধরবিম্বভাসা
প্রত্যর্হয়ন্তং সুনসেন সুভ্র্বা॥ ২৭

কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসা[২]
স্বলংকৃতং মেখলয়া নিতম্বে।
হারেণ চানন্তধনেন বৎস
শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলবল্লভেন॥ ২৮

পরার্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেক-
পর্যস্তদোর্দণ্ডসহস্রশাখম্।
অব্যক্তমূলং ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্র-
মহীন্দ্রভোগৈরধিবীতবল্‌শম্॥ ২৯

রয়েছেন। শেষনাগের দশহাজার ফণা ছাতার মতো বিস্তৃত রয়েছে। তাঁর সেই ফণাযুক্ত মস্তকসমূহের কিরীটস্থিত রত্ন প্রভায় একার্নবের অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে গেছে॥ ২৩ ॥ তিনি তাঁর শ্যামবর্ণ শরীরের দ্যুতিতে মরকতমণিময় পর্বতের শোভাকেও হার মানিয়েছেন। তাঁর নিতম্বদেশের পীতবসনের শোভা সেই পর্বতে বস্ত্রের মতো শোভমান সন্ধ্যাকালীন পিঙ্গলবর্ণ মেঘের শোভাকেও হার মানাচ্ছে, মস্তকে শোভিত সুবর্ণমুকুট সুবর্ণময় পর্বত-শিখরকেও ম্লান করে দিচ্ছে। পর্বতস্থিত রত্নরাজি, জলধারা, ওষধি ও পুষ্প সমূহের শোভাকে পরাস্ত করছে তাঁর গলায় দোদুল্যমান বনমালা এবং পর্বতের বংশদণ্ডকে তাঁর বাহুর শোভা আর পার্বত্য বৃক্ষাবলীর শোভাকে তাঁর চরণদ্বয়ের শোভা হার মানিয়ে দিচ্ছে॥ ২৪ ॥ তাঁর সেই শ্রীবিগ্রহ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে অপরিসীম এবং তার মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন ভুবন একত্রিত। তাঁর সেই দেহটিই প্রকৃতপক্ষে সকল দিব্য ভূষণ ও বসনের শোভা বিধানকারী হলেও তিনি পীতাম্বর ও কিরীট কুণ্ডলাদি অলংকার ধারণ করেছেন॥ ২৫ ॥ যে সকল ব্যক্তি স্ব স্ব অভিলষিত ফল প্রাপ্তির জন্য বিশুদ্ধ বেদোক্ত মার্গে (অথবা ভিন্ন ভিন্ন পথে) তাঁর অর্চনা করে, তাদের প্রতি কৃপা করে সেই পুরুষ তাঁর সর্ববাঞ্ছাপূরণকারী, নখ-চন্দ্রপ্রভায় সমুদ্ভাসিত অঙ্গুলিরূপ পত্রযুক্ত স্বীয় চরণকমল (কিঞ্চিৎ উত্তোলন-পূর্বক) তাদের দৃষ্টিপথে স্থাপন করছিলেন॥ ২৬ ॥ সুন্দর নাসিকা, অনুগ্রহবর্ষী ভ্রূযুগল, অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ে অলংকৃত কর্ণযুগল, বিম্বফলের মতো রক্তাভ অধরপ্রভায় এবং লোকার্তিহারী মৃদুহাস্যচ্ছটা মণ্ডিত মুখমণ্ডলের দ্বারা তিনি তাঁর উপাসকদের যেন সম্মান—বা প্রত্যভিবাদন করছিলেন॥ ২৭ ॥ হে বৎস, বিদুর ! তাঁর নিতম্বদেশ কদম্বকুসুমের কেশরতুল্য পীতবসন ও সুবর্ণময়ী মেখলায় সুশোভিত এবং শ্রীবৎসচিহ্নিত বক্ষঃস্থল অমূল্য হার প্রভৃতির দ্বারা সুন্দররূপে অলংকৃত ছিল॥ ২৮ ॥ তিনি এক অব্যক্ত-মূল চন্দনবৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন। মহামূল্য কেয়ূরাদি ভূষণে এবং উত্তমোত্তম মণিরত্নে ভূষিত তাঁর ভুজসমূহই সেই বৃক্ষের সহস্র-শাখাস্বরূপ আর চন্দনবৃক্ষকে যেমন বড় বড় সর্পগণ পরিবেষ্টন করে রাখে তেমনি এই পুরুষের স্কন্ধটিও অনন্তনাগের সহস্র ফণায়

[১]প্রা.পা.—শ্রিতদেহবেষম্। [২]প্রা.পা.—সুপীতবাসসা।

চরাচরৌকো ভগবন্মহীধ্র-
মহীন্দ্রবন্ধুং সলিলোপগূঢ়ম্।
কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গ-
মাবির্ভবৎ কৌস্তুভরত্নগর্ভম্॥ ৩০

নিবীতমাম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া
স্বকীর্তিময্যা বনমালয়া হরিম্।
সূর্যেন্দুবায়্যগ্ন্যগমং ত্রিধামভিঃ
পরিক্রমৎ প্রাধনিকৈর্দুরাসদম্॥ ৩১

তর্হ্যেব তন্নাভিসরঃসরোজ-[১]
মাত্মানমম্ভঃ শ্বসনং বিয়চ্চ।
দদর্শ দেবো জগতো বিধাতা
নাতঃ পরং লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ॥ ৩২

স কর্মবীজং রজসোপরক্তঃ
প্রজাঃ সিসৃক্ষন্নিয়দেব দৃষ্ট্বা।
অস্তৌদ্বিসর্গাভিমুখস্তমীড্য-
মব্যক্তবর্ত্মন্যভিবেশিতাত্মা॥ ৩৩

বেষ্টিত ॥ ২৯ ॥ সেই নাগরাজ অনন্তের বন্ধু শ্রীনারায়ণকে মনে হচ্ছিল যেন জলবেষ্টিত কোনো মহাপর্বত। পর্বতের ওপর যেমন অনেকানেক জীব বাস করে সেইরকমই তিনিও সমগ্র চরাচরের আশ্রয় ; শেষনাগের ফণায় যে সহস্র মুকুট আছে সেগুলিই যেন সেই পর্বতের সুবর্ণমণ্ডিত শিখর আর বক্ষঃস্থলের কৌস্তুভমণি যেন সেই পর্বতের দেহ মধ্যে উদ্ভাসিত রত্নাদিময় স্থান ॥ ৩০ ॥ প্রভুর কণ্ঠদেশে বেদরূপ ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত নিজ কীর্তিময়ী বনমালা বিলম্বিত ; তিনি সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের দুর্জ্ঞেয় এবং ত্রিভুবনে অপ্রতিহতগতি উজ্জ্বল দীপ্তিযুক্ত, চতুর্দিকে পরিক্রমণকারী সুদর্শনাদি অস্ত্রের দ্বারা তিনি দুরাসদ॥ ৩১ ॥

তখন লোকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ব্রহ্মা ভগবানের নাভিসরোবর থেকে উদ্ভূত সেই পদ্ম, জল, আকাশ, বায়ু ও তাঁর নিজের দেহ—কেবল এই পাঁচটি পদার্থই দেখতে পেলেন। এছাড়া আর কিছুই তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল না॥ ৩২ ॥ রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করতে উন্মুখ ছিলেন। এদিকে তিনি ওই পাঁচটি পদার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন প্রজাসৃষ্টির জন্য তিনি অচিন্ত্যগতি শ্রীহরিতে মনঃসংযোগ করে সেই পরমারাধ্য প্রভুর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ
নবম অধ্যায়
ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

ব্রহ্মোবাচ

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।

ব্রহ্মা বললেন—হে প্রভু ! দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে আজ তোমাকে জানতে পারলাম। হায় ! দেহীগণের কী দুর্ভাগ্য যে ভগবানের তত্ত্ব তারা জানতে পারে না। জগতে তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই। যা কিছু জাগতিক পদার্থের

[১]প্রা.পা.—সরোরুহ.।

নান্যত্ত্বদস্তি ভগবন্নপি তন্ন[1] শুদ্ধং
মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি॥ ১
রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্॥ ২
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত[2] উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ৩
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥ ৪
যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোশগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥ ৫
তাবদ্ভয়ং দ্রবিণগেহসুহৃন্নিমিত্তং[3]
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ ৬
দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া[4] যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ॥ ৭
ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুত রুষা চ সুদুর্ভরেণ
সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে॥ ৮

প্রতীতি হয় তাও স্বরূপত সত্য নয়, কারণ মায়ার ত্রিগুণের বৈষম্যবশত তুমিই বহুরূপে প্রকাশ পেয়ে থাক॥ ১ ॥ হে দেব ! তোমার স্বীয় চৈতন্যশক্তি সর্বদাই প্রকাশিত থাকার ফলে অজ্ঞান সর্বদাই তোমার থেকে দূরে থাকে। তোমার এই যে রূপ, যার নাভিকমল থেকে আমি প্রকাশিত হয়েছি, এই রূপটি তোমার অসংখ্য অবতারের মূল কারণ। তোমার এই রূপ ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য তুমি প্রথমে প্রকাশ করেছ॥ ২ ॥ হে পরমাত্মন ! তোমার যে আনন্দময়, ভেদরহিত, অখণ্ড তেজোময় স্বরূপ সেটি তোমার এই রূপের থেকে কোনো রকমেই আমি ভিন্ন মনে করতে পারি না। সুতরাং বিশ্বসৃষ্টিকারী হয়েও যা বিশ্বাতীত তোমার সেই এই অদ্বিতীয় রূপের আমি শরণ গ্রহণ করছি। তোমার এই রূপই সমস্ত ভূত এবং ইন্দ্রিয়াদিরও অধিষ্ঠান॥ ৩ ॥ হে ভুবনমঙ্গল ! আমি তোমার উপাসক, আমার মঙ্গলের জন্যই আমার ধ্যানের মধ্যে তুমি তোমার এই রূপ প্রকাশ করেছ। পাপাত্মা বিষয়াসক্ত জীবই এই রূপের অনাদর করে। আমি তোমার এই রূপের পায়ে বার বার প্রণাম জানাচ্ছি॥ ৪ ॥ হে প্রভু ! যারা বেদরূপ বায়ু কর্তৃক প্রবাহিত তোমার চরণকমলের গন্ধকে নিজেদের কর্ণপুটে গ্রহণ করে, তুমি সেই ভক্তগণের হৃদয়কমল থেকে কখনো অপসৃত হও না। কারণ পরাভক্তিরূপ সুতো দিয়ে তোমার পাদপদ্মকে তারা বেঁধে রাখে॥ ৫ ॥ জীবগণ যে পর্যন্ত তোমার অভয়প্রদ চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ না করে সেই পর্যন্তই জীবের ধন, জন, গেহ ইত্যাদির নিমিত্ত ভয়, শোক, লালসা, দীনতা ও লোভাতিশয্য প্রভৃতি তাদের পীড়িত করে এবং 'আমি', 'আমার' এই ভাবনার দুরাগ্রহ যা সর্বদুঃখের মূলকারণ—তা তাদের বদ্ধ করে রাখে॥ ৬ ॥ যে সকল ব্যক্তি সবরকম অমঙ্গলবিনাশক তোমার লীলাদির শ্রবণ, দর্শন ও কীর্তনাদি প্রসঙ্গ থেকে বিমুখ থাকে এবং ক্ষণিক সুখভোগের জন্য ব্যাকুল হয়ে লোভাভিভূতচিত্তে সর্বদা অমঙ্গলজনক কুকর্ম সকল করে বেড়ায়, সেই দুর্ভাগাদের বুদ্ধি দৈবই হরণ করে নিয়েছে॥ ৭ ॥ হে অচ্যুত, হে উরুক্রম ! এই সব জীব ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, কফ, শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষণ

[1]প্রা.পা.—তত্ত্বশুদ্ধং। [2]প্রা.পা.—স্তমুপা.। [3]প্রা.পা.—দ্রবিণদেহ.। [4]প্রা.পা.—সর্বাসুখোপ.।

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন[1] ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি[2] দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা।। ৯

অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।। ১০

ত্বং ভাবযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়[3]।। ১১

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা।। ১২

পুংসামতো বিবিধকর্মভিরধ্বরাদ্যৈ-
র্দানেন চোগ্রতপসা ব্রতচর্যয়া চ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো
ধর্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিদ্ম্রিয়তে ন যত্র।। ১৩

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধধিষণায়[4] নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায়।। ১৪

প্রভৃতির দ্বারা এবং পরস্পর একে অপর কর্তৃক তথা অতিশয় তীব্র কামনানল এবং দুঃসহ ক্রোধের দ্বারা বার বার পীড়িত হচ্ছে দেখে আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে।। ৮ ।। হে প্রভু ! যতকাল জীব ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপী মায়ার বিভ্রমে নিজেকে তোমার থেকে পৃথক মনে করে ততকাল তার এই সংসার চক্র থেকে নিবৃত্তি হয় না। যদিও এটা মিথ্যা তবুও কর্মের ফল ভোগের ক্ষেত্র হওয়ার দরুন তার নানাবিধ-দুঃখপ্রাপ্তি অবশ্যই হয়।। ৯ ।।

হে দেব ! অন্যের কথা আর কী—মুনিগণ পর্যন্ত যদি তোমার কথাপ্রসঙ্গে বিমুখ থাকেন তাহলে তাঁদেরও সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। সেই সংসার জীবনে দিবাকালে তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় নানাবিধ চিন্তাবশত ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রতিকূল দৈবের বশে তাঁদের অর্থসিদ্ধির সমস্ত উদ্যোগেই বিঘ্ন ঘটে বলে তাঁরা অশেষ ক্লেশ ভোগ করে থাকেন।। ১০ ।। হে নাথ ! তোমার পথের নিশ্চিত সন্ধান কেবলমাত্র তোমার গুণকীর্তন শ্রবণেই জানতে পারা যায়। ভক্তগণের ভক্তিযোগ দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়ে তুমি নিশ্চয়ই অবস্থান করে থাক। হে পুণ্যশ্লোক প্রভু ! তোমার ভক্তগণ যেই যেই ভাবনায় তোমার ধ্যান করে, সেই সব সাধু ভক্তদের অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য তুমি সেই সেই রূপই প্রকটিত করে থাক।। ১১ ।। হে ভগবান ! তুমি একম্ অদ্বিতীয়ম্ এবং সমস্ত প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থিত তাদের পরম হিতকারী অন্তরাত্মা। সর্বভূতে দয়া করলে তুমি যে রকম অতিপ্রসন্ন হও, হৃদয়ে কামনাপোষণকারী দেবতাগণকর্তৃক নানাবিধ উপচারের দ্বারা পূজিত হয়েও তুমি সে রকম প্রসন্ন হও না। কিন্তু সেই সর্বভূতে দয়া অসৎ পুরুষদের পক্ষে অত্যন্তই দুর্লভ।। ১২ ।। যে সব কর্মের ফল তোমাকে অর্পণ করা হয় সেগুলি অবিনাশী—অক্ষয় হয়ে যায়। সুতরাং নানাবিধ কর্ম—যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রতচর্যাদি দ্বারা তোমার প্রসন্নতা লাভ করাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মফল, কারণ তুমি তুষ্ট হলে আর এমন কোন্ ফল আছে যা দুর্লভ ! ।। ১৩ ।। তুমি তোমার স্বরূপ প্রকাশের দ্বারাই জীবের ভেদ

[1]প্রা.পা.—পৃথক্ স্থিতমিদং মন ইন্দ্রিয়ার্থে মা.। [2]প্রা.পা.—ব্যর্থাতিদুঃখ.। [3]প্রা.পা.—তদনুগ্রহায়।
[4]প্রা.পা.— বোধবিষয়ায়।

যস্যাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তে নৈকজন্মশমলং[১] সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥ ১৫

যো বা অহং চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ং চ
স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ ববৃধ এক উরুপ্ররোহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায়॥ ১৬

লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্মণ্যয়ং[২] ত্বদুদিতে ভবদর্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ॥ ১৭

যস্মাদ্ বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্য-
মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমান[৩]-
স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায় তুভ্যম্॥ ১৮

তির্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি-
ষ্বাত্মেচ্ছয়াঽঽত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ।
রেমে নিরস্তরতিরপ্যবরুদ্ধদেহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়॥ ১৯

যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্ধবৃত্ত্যা
নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ।
অন্তর্জলেঽহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং[৪]
ভীমোর্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্॥ ২০

ভ্রমরূপ অন্ধকার নাশ করে থাক, তুমিই জ্ঞানের অধিষ্ঠান সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ; আমি তোমাকে প্রণাম করছি। বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত যে মায়ার লীলা হয়, সে সবই তোমার খেলা ; তাই তোমাকে বারংবার প্রণাম॥ ১৪ ॥ যে সব মানুষ প্রাণত্যাগকালে বিবশ (অসাড়) হয়েও তোমার অবতার, গুণ ও কর্মের পরিচায়ক তোমার দেবকীনন্দন, জনার্দন, কংসনিকন্দন প্রভৃতি নামসমূহ কেবলমাত্র উচ্চারণও করে তারা বহু-জন্মার্জিত পাপ থেকে সদ্যমুক্ত হয়ে মায়াদি আবরণরহিত নিত্যমুক্ত-সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, জন্মাদিরহিত সনাতন ব্রহ্ম সেই তোমার আমি শরণাপন্ন হলাম॥ ১৫ ॥ হে ভগবান! এই বিশ্ববৃক্ষরূপে তুমিই বিরাজমান। তুমিই তোমার মূলা-প্রকৃতিকে আশ্রয় করে সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের জন্য, রজোগুণযুক্ত আমি ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণযুক্ত স্বয়ং বিষ্ণু ও তমোগুণযুক্ত মহেশ্বরের রূপ গ্রহণ করে তিনটি প্রধান বৃক্ষশাখায় বিভক্ত হয়েছ এবং পরে আবার প্রজাপতি এবং মনু ইত্যাদি শাখা-প্রশাখার রূপে অভিব্যক্ত হয়ে নিজেকে বিবিধভাবে বিস্তার করেছ। আমি তোমাকে প্রণাম করছি॥ ১৬ ॥ হে ভগবান! তুমি নিজেই তোমার আরাধনাদির লোক-কল্যাণকারী স্বধর্মের উপদেশ প্রদান করেছ, কিন্তু যারা এদিকে উদাসীন হয়ে সর্বদা বিপরীত (নিষিদ্ধ) কর্মে লিপ্ত থাকে, সেই সকল প্রমাদগ্রস্ত জীবের জীবনের আশাকে অতিশীঘ্র ছেদনকারী অনিমেষ মহাবলশালী কালও তোমারই রূপ ; আমি সেই রূপে তোমাকে প্রণাম করি॥ ১৭ ॥ যদিও দ্বিপরার্ধকাল স্থায়ী ও সর্বলোক-বন্দনীয় সত্যলোকে আমি অবস্থান করি, তবুও সেইকাল রূপকে আমি ভয় পাই। তার থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যই আমি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সহ দীর্ঘকাল তপস্যা করেছি। তুমিই অধিযজ্ঞরূপে আমার এই তপস্যার সাক্ষী, তোমাকে আমার প্রণাম॥ ১৮ ॥ তুমি পূর্ণকাম, তোমার কোনো বিষয়সুখের আকাঙ্ক্ষাও নেই, তবুও তুমি তোমার নিজসৃষ্ট ধর্মমর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে পশু-পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতা ইত্যাদি জীবযোনিতে স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করে বিবিধ লীলানুষ্ঠান করে থাক ; সেই পুরুষোত্তম ভগবান—তোমাকে আমার প্রণাম॥ ১৯ ॥ হে প্রভু! তুমি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও

[১]প্রা.পা.—জন্মজমলং। [২]প্রা.পা.—ণ্যপি। [৩]প্রা.পা.—সবো বিরু.। [৪]প্রা.পা.—ন্যুযোগাদ্।

যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাসমীড্য
লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ।
তস্মৈ নমস্ত উদরস্থভবায় যোগ-
নিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায়॥ ২১

সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা
সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্‌যথাহং
স্রক্ষ্যামি পূর্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োঽসৌ[১]॥ ২২

এষ প্রপন্নবরদো রময়াঽঽত্মশক্ত্যা
যদ্‌যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ[২]।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং[৩] সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্মশমলং চ যথা বিজহ্যাম্॥ ২৩

নাভিহ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো
বিজ্ঞানশক্তিরহমাসমনন্তশক্তেঃ।
রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে
মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ॥ ২৪

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ[৪]-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥ ২৫

মৈত্রেয় উবাচ

স্বসম্ভবং নিশাম্যৈবং[৫] তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
যাবন্মনোবচঃ স্তুত্বা বিররাম স খিন্নবৎ॥ ২৬

অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ বৃত্তির কোনোটার দ্বারাই অভিভূত নও, তবুও তুমি সমস্ত বিশ্বসংসার তোমার উদরে লীন করে ভয়ংকর তরঙ্গসংকুল বিক্ষুব্ধ প্রলয়জলধির মধ্যে অনন্তবিগ্রহের কোমল শয্যার ওপরে শায়িত রয়েছ, এ সবই কেবল পূর্বকল্পের কর্মপরম্পরায় ক্লান্ত জীবকে বিশ্রাম-সুখ প্রদানের নিমিত্ত॥ ২০ ॥ তোমার নাভিকমলরূপ ভবন থেকে আমি উদ্ভূত হয়েছি। এই সমগ্র বিশ্ব তোমার উদরে বিলীন হয়ে অবস্থিত রয়েছে। তোমার কৃপাতেই আমি ত্রিলোকসৃষ্টিরূপ মঙ্গলকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি। এখন যোগনিদ্রা অবসানের ফলে তোমার নেত্রকমল উন্মীলিত হচ্ছে, তোমাকে আমার প্রণাম॥ ২১ ॥ তুমি সর্বলোকের একমাত্র সুহৃৎ ও আত্মা তথা শরণাগত-বৎসল। যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য দিয়ে তুমি বিশ্বকে আনন্দিত কর, তার সাথে আমার প্রজ্ঞাকে যুক্ত করে দাও—যাতে পূর্ব পূর্ব কল্পের মতো আবার বিশ্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হই॥ ২২ ॥ তুমি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। স্বীয় শক্তি লক্ষ্মীদেবীর সাথে অনেক গুণময় অবতারসহ যে সব বিচিত্র লীলার বিস্তার তুমি করবে আমার এই বিশ্বরচনা সেসবেরই অন্যতম। সুতরাং এই রচনার সময় তুমি আমার চিত্তে সেই কর্মশক্তি ও প্রেরণা দাও যাতে সৃষ্টিরচনার ব্যাপারে আমি অহংকাররূপ দোষ থেকে দূরে থাকতে পারি (অর্থাৎ সৃষ্টি রচনার অহংকার যেন আমাকে পেয়ে না বসে)॥ ২৩ ॥ হে প্রভু! কারণসলিলে শায়িত অনন্তশক্তি পরমপুরুষ ভগবান তোমার নাভিপদ্ম থেকে আমি সমুৎপন্ন হয়েছি এবং আমি তোমারই বিজ্ঞানশক্তি; সুতরাং এই সংসারের বিচিত্র রূপ বিস্তারের সময় তোমার অনুগ্রহে বেদবাক্য সমূহের উচ্চারণশক্তি আমার যেন লোপ না পায়॥ ২৪ ॥ তুমি অপার করুণাময় পুরাণপুরুষ। গভীর প্রেমযুক্ত হাস্যের সঙ্গে তুমি তোমার নয়নকমলদুটি কৃপা করে উন্মীলিত কর এবং শেষশয্যার থেকে গাত্রোত্থান করে বিশ্বের উদ্ভবের জন্য তোমার সুমধুর বাক্যের দ্বারা আমার বিষাদ দূর কর॥ ২৫ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর! এই রকম তপস্যা, উপাসনা ও সমাধির দ্বারা নিজের উৎপত্তির হেতু-ভূত শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ করে এবং মন ও বাক্যের

[১]প্রা.পা.—প্রিয়োঽস্মি। [২]প্রা.পা.—গুণেষু গুণাঃ.। [৩]প্রা.পা.—মিমং। [৪]প্রা.পা.—বান্ প্রবৃ.।
[৫]প্রা.পা.—নিশ.।

অথাভিপ্রেতমন্বীক্ষ্য[১] ব্রহ্মণো মধুসূদনঃ।
বিষণ্ণচেতসং তেন কল্পব্যতিকরাম্ভসা॥ ২৭

লোকসংস্থানবিজ্ঞান আত্মনঃ পরিখিদ্যতঃ।
তমাহাগাধয়া বাচা কশ্মলং শময়ন্নিব॥ ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

মা বেদগর্ভ গাস্তন্দ্রীং সর্গ উদ্যমমাবহ।
তন্ময়াহপাদিতং হ্যগ্রে যন্মাং প্রার্থয়তে ভবান্॥ ২৯

ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাং চৈব মদাশ্রয়াম্।
তাভ্যামন্তর্হৃদি ব্রহ্মন্ লোকান্ দ্রক্ষ্যস্যপাবৃতান্॥ ৩০

তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ।
দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ময়ি লোকাংস্ত্বমাত্মনঃ॥ ৩১

যদা তু সর্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত[২] মাং লোকো জহ্যাত্তর্হ্যেব[৩] কশ্মলম্॥ ৩২

যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ[৪]।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি॥ ৩৩

নানাকর্মবিতানেন প্রজা বহ্বীঃ সিসৃক্ষতঃ।
নাত্মাবসীদত্যস্মিংস্তে [৫]বর্ষীয়ান্মদনুগ্রহঃ॥ ৩৪

ঋষিমাদ্যং ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্ত্বাং রজোগুণঃ।
যন্মনো ময়ি নির্বদ্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোহপি তে॥ ৩৫

জ্ঞাতোহহং ভবতা ত্বদ্য দুর্বিজ্ঞেয়োহপি দেহিনাম্।
যস্মাং ত্বং মন্যসেহযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ॥ ৩৬

সামর্থ্যানুযায়ী তাঁর স্তব করে ব্রহ্মা যেন কিঞ্চিৎ অবসন্ন হয়েই নিবৃত্ত হলেন॥ ২৬ ॥ শ্রীমধুসূদনভগবান দেখলেন যে ওই প্রলয়জলরাশি দেখে ব্রহ্মা খুব চিন্তিত হয়েছেন এবং বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে কোনো স্থিরনিশ্চয় না হওয়াতে খুব বিষণ্ণ অবস্থায় রয়েছেন, তাই তিনি তাঁর মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গম্ভীর বাক্যে তাঁর মোহ নিবারণ করে বলতে লাগলেন॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে বেদগর্ভ ! তুমি বিষাদগ্রস্ত হয়ে আলস্যের বশীভূত হয়ো না, সৃষ্টিরচনার ব্যাপারে তৎপর হও। তুমি আমার কাছে যে সকল জ্ঞান ঐশ্বর্যাদি প্রার্থনা করেছ সে সব আমি আগেই পূরণ করে রেখেছি॥ ২৯ ॥ তুমি আবার একবার তপস্যা ও আমার মন্ত্রোপাসনাদির অনুষ্ঠান করো। সেই তপস্যা ও উপাসনা দ্বারা তুমি নিজের হৃদয়মধ্যে সকল লোককে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত দেখতে পাবে॥ ৩০ ॥ তারপর ভক্তিযুক্ত ও সমাহিতচিত্ত হয়ে সমগ্র লোকে এবং তোমার নিজের মধ্যে আমাকে পরিব্যাপ্ত দেখতে পাবে এবং আমার মধ্যে সমগ্র লোক ও নিজেকেও দেখতে পাবে॥ ৩১ ॥ কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি আছে সেইরকমই প্রত্যেক জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আমি আছি। জীব যখন এইভাবে আমাকে উপলব্ধি করতে পারে সে তখন অজ্ঞানরূপ মল থেকে মুক্ত হয়ে যায় ॥ ৩২ ॥ জীব যখন নিজেকে ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও অন্তঃকরণবিরহিত বলে বুঝতে পারে এবং স্বরূপত আমার থেকে অভিন্ন বুঝতে পারে তখনই সে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥ হে ব্রহ্মা ! বহুবিধ কর্ম সংস্কারের অনুসারে নানাবিধ জীব সৃষ্টি করতে তুমি অভিলাষ করেছ কিন্তু এতে তোমার চিত্ত মোহিত হচ্ছে না। এর কারণ তোমার প্রতি আমার অতিশয় অনুরাগ॥ ৩৪ ॥ তুমি সর্বপ্রথম আদি মন্ত্রদ্রষ্টা, প্রজাসৃষ্টিকালেও তোমার মন আমাতেই নিবদ্ধ থাকে, ফলে চিত্ত-বিক্ষোভকারী পাপময় রজোগুণ তোমাকে অভিভূত করতে পারে না॥ ৩৫ ॥ তুমি আমাকে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ এবং অন্তঃকরণ থেকে মুক্ত বলে বুঝেছ ; এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে যদিও দেহধারী জীবের কাছে আমি দুর্জ্ঞেয়, তবুও তুমি আমাকে জ্ঞাত হয়েছ॥ ৩৬ ॥ 'আমার মূল কোথাও আছে কি না' এই সন্দেহের বশে তুমি যখন

[১]প্রা.পা.— প্রেত্য.। [২]প্রা.পা.—প্রবি.। [৩]প্রা.পা.—জহ্যাং ত.। [৪]প্রা.পা.—গুণাশ্রয়ৈঃ। [৫]প্রা.পা.—বরীয়ান্।

তুভ্যং মদ্‌বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে[১] দর্শিতোঽবহিঃ।
নালেন সলিলে মূলং পুষ্করস্য বিচিন্বতঃ॥ ৩৭

যচ্চকর্থাঙ্গ মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্।
যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ॥ ৩৮

প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া।
যদস্তৌষীর্গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্॥ ৩৯

য এতেন পুমান্নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ।
তস্যাশু সম্প্রসীদেয়ং সর্বকামবরেশ্বরঃ॥ ৪০

পূর্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগসমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্[২]॥ ৪১

অহমাত্মাঽঽত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ॥ ৪২

সর্ববেদময়েনেদমাত্মনাঽঽত্মাত্মযোনিনা।
প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্বং যাশ্চ[৩] ময্যনুশেরতে॥ ৪৩

মৈত্রেয় উবাচ

তস্মা এবং জগৎস্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে॥ ৪৪

পদ্মনালের ভেতর দিয়ে জলের মধ্যে তার মূল খুঁজছিলে, তখন আমিই আমার এই স্বরূপ তোমার হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ করেছিলাম॥ ৩৭ ॥

হে প্রিয় ব্রহ্মা ! তুমি আমার মহিমাদ্যোতক মঙ্গলময় কথা দ্বারা আমার যে স্তব করেছ এবং তপস্যায় তোমার এই যে একাগ্রতা, এ সবই আমার অনুগ্রহের ফল॥ ৩৮ ॥ লোকসৃষ্টির ইচ্ছায় তুমি আমার যে স্তব করেছ তাতে সগুণরূপে প্রতীত হলেও তুমি সেই স্তবে নির্গুণরূপে আমাকে বর্ণনা করেছ। এর জন্য আমি অতীব প্রীত হয়েছি ; তোমার কল্যাণ হোক॥ ৩৯ ॥ আমি সকলের কামনা ও মনোরথ পূর্ণ করতে সমর্থ। যে পুরুষ তোমা কর্তৃক কীর্তিত এই স্তোত্রের দ্বারা প্রতিদিন আমার স্তুতি করবে, তার প্রতি আমি অচিরেই প্রসন্ন হব॥ ৪০ ॥ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি খননরূপ পূর্তকর্ম, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা মানুষ যে পরমকল্যাণ লাভ করে, আমার প্রীতিই সেই পরমার্থফল, তত্ত্ববেত্তাগণের এই অভিমত॥ ৪১ ॥ হে বিধাতা ! আমি আত্মাসমূহেরও আত্মা অর্থাৎ নিরুপাধিক পরমাত্মস্বরূপ তথা সমস্ত সোপাধিক জীবগণের আত্মস্বরূপ এবং স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়জনেরও আমিই প্রিয়তম। দেহাদিও আমার জন্যই প্রিয় রূপে জ্ঞান হয়। সুতরাং আমাতেই জীবের অনুরাগ করা কর্তব্য॥ ৪২ ॥ হে ব্রহ্মা ! এই ত্রিলোক তথা যে সকল প্রজা আমাতে বিলীন রয়েছে, তাদের পূর্বকল্পের অনুসারে আমার থেকে উৎপন্ন নিজ সর্ববেদময় স্বরূপে স্বয়ংই সৃষ্টি কর॥ ৪৩ ॥

মৈত্রেয় বললেন—প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা পদ্মনাভ ভগবান সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিকটে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে শ্রীশ্রীনারায়ণস্বরূপে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন॥ ৪৪ ॥

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

———০———

[১]প্রা.পা.—সংদর্শি.। [২]প্রা.পা.—মতা। [৩]প্রা.পা.—মামনু.।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

দশ প্রকার সৃষ্টি বর্ণন

বিদুর উবাচ

অন্তর্হিতে ভগবতি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রজাঃ সসর্জ কতিধা দৈহিকীর্মানসীর্বিভুঃ॥ ১

যে চ মে ভগবন্ পৃষ্টাস্ত্বয্যর্থা বহুবিত্তম।
তান্ বদস্বানুপূর্ব্যেণ ছিন্ধি নঃ সর্বসংশয়ান্॥ ২

সূত উবাচ

এবং সঞ্চোদিতস্তেন ক্ষত্ত্রা কৌষারবো মুনিঃ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তান্ প্রশ্নান্ হৃদিস্থানথ ভার্গব॥ ৩

মৈত্রেয় উবাচ

বিরিঞ্চোঽপি তথা চক্রে দিব্যং বর্ষশতং তপঃ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য যদাহ ভগবানজঃ॥ ৪

তদ্বিলোক্যাব্জসম্ভূতো বায়ুনা যদধিষ্ঠিতঃ।
পদ্মমম্ভশ্চ তৎকালকৃতবীর্যেণ কম্পিতম্॥ ৫

তপসা হ্যেধমানেন বিদ্যয়া চাত্মসংস্থয়া।
বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলো ন্যপাদ্ বায়ুং সহাম্ভসা॥ ৬

তদ্বিলোক্য বিয়দ্ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্।
অনেন লোকান্ প্রাগ্লীনান্ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ॥ ৭

পদ্মকোশং তদাঽবিশ্য ভগবৎকর্মচোদিতঃ।
একং ব্যভাঙ্ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা॥ ৮

এতাবাঞ্জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ[১]।
ধর্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ॥ ৯

বিদুর বললেন—হে মুনিবর! ভগবান নারায়ণ অন্তর্ধান করলে পিতামহ ব্রহ্মা দেহ ও মন থেকে কত প্রকার জীব সৃষ্টি করলেন? ॥ ১ ॥ হে ভগবন্! এই প্রশ্ন ছাড়াও আমি আপনার কাছে যে সব কথা জিজ্ঞাসা করেছি সেই সবেরও আনুপূর্বিক বর্ণনা করুন এবং আমার সব সংশয় দূর করুন, কারণ আপনি বহুদর্শিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥ ২ ॥

সূত বললেন—হে শৌনক! বিদুরের এই জিজ্ঞাসায় ঋষিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় খুবই সন্তুষ্ট হলেন। বিদুর আগে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন সেই সব প্রশ্ন তাঁর স্মৃতিপথে জাগরূক ছিল এবং আপন হৃদয়ে স্থিত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে তিনি দিতে আরম্ভ করলেন॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—ভগবান নারায়ণ যেমন আদেশ করেছিলেন, ব্রহ্মা সেই অনুসারে নারায়ণে চিত্ত নিধানপূর্বক দিব্য শতবর্ষ তপস্যা করলেন॥ ৪ ॥ ব্রহ্মা দেখতে পেলেন যে, যেই পদ্মের ওপর তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যার থেকে তিনি উদ্ভূত হয়েছেন, প্রলয়কালীন বর্ধিত শক্তিশালী বায়ু দ্বারা সেই পদ্ম ও কারণসলিল কম্পিত হতে আরম্ভ করেছে॥ ৫ ॥ ক্রমবর্ধিত তপস্যা এবং আত্মগত বিদ্যার প্রভাবে তাঁর বিজ্ঞানবল অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল এবং সেই শক্তিতে জলের সাথে তিনি বায়ুকেও পান করলেন॥ ৬ ॥ অনন্তর নিজ অধিষ্ঠান সেই পদ্মকে আকাশব্যাপী দেখে মনে মনে ভাবলেন যে 'এই পদ্মদ্বারাই আমি পূর্বকল্পান্তে বিলীন লোকসমূহকে সৃষ্টি করব'॥ ৭ ॥ তখন ভগবান কর্তৃক সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত ব্রহ্মা সেই পদ্মকোষে প্রবেশ করলেন এবং সেই এক পদ্মকোষকেই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিন ভাগে ভাগ করলেন, যদিও সেই পদ্মটি এতই বড় যে সেটিকে চতুর্দশভুবন বা তার চেয়েও অধিক লোকে বিভাগ করা সম্ভব ছিল॥ ৮ ॥ শাস্ত্রকারগণ এই তিনটি লোককেই জীবের ভোগস্থানরূপে বর্ণনা করেছেন ;

[১]প্রা.পা.— হিতঃ।

বিদুর উবাচ

যদাথ বহুরূপস্য হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মন্ যথা বর্ণয় নঃ প্রভো॥ ১০

মৈত্রেয় উবাচ

গুণব্যতিকরাকারো নির্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ[১]।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ॥ ১১

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্তিনা॥ ১২

যথেদানীং তথাগ্রে চ পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্।
সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ॥ ১৩

কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ।
আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ॥ ১৪

দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ।
ভূতসর্গস্তৃতীয়স্তু তন্মাত্রো দ্রব্যশক্তিমান্॥ ১৫

চতুর্থ ঐন্দ্রিয়ঃ সর্গো যস্তু জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ।
বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমো যন্ময়ং[২] মনঃ॥ ১৬

ষষ্ঠস্তু তমসঃ[৩] সর্গো যস্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভো।
ষড়িমে প্রাকৃতাঃ সর্গা বৈকৃতানপি মে শৃণু॥ ১৭

নিষ্কাম কর্মীর মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৯ ॥

বিদুর বললেন—হে ব্রহ্মন্ ! অদ্ভুতকর্মা বিশ্বরূপ শ্রীহরির কাল নামক যে শক্তির কথা আপনি বলেছেন দয়া করে সেই শক্তির কথা বিস্তারিতভাবে আমাকে বলুন॥ ১০ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—বিষয়ের রূপান্তর (পরিবর্তন)-ই কালের আকৃতি। কাল তো স্বয়ং নির্বিশেষ, অনাদি ও অনন্ত। কালকেই নিমিত্ত করে ভগবান খেলার ছলে নিজেকেই নিজের সৃষ্টিরূপে প্রকাশ করেন॥ ১১ ॥ এই বিশ্ব আদিতে শ্রীভগবানের মায়াপ্রভাবে লীন হয়ে ব্রহ্মরূপে স্থিত ছিল। পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করে সেই ব্রহ্মতন্মাত্রই পুনরায় স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেছেন॥ ১২ ॥ এই জগৎ এখন যে রকম, আগেও সেই রকমই ছিল এবং ভবিষ্যতেও এই রকমই হবে। এর সৃষ্টি নয় প্রকার হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রাকৃত ও বৈকৃত—এই উভয়াত্মক যে সৃষ্টি আছে তা হল দশম॥ ১৩ ॥ এই সৃষ্টির প্রলয় হয় তিন প্রকারে। নিত্যপ্রলয় কেবল কালের দ্বারা, দ্রব্য অর্থাৎ সংকর্ষণাগ্নির দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয়, আর সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা প্রাকৃত প্রলয়। (এখন আমি প্রথমে দশবিধ সৃষ্টির বর্ণনা করছি) ত্রিগুণের ক্ষোভ অর্থাৎ আলোড়ন দ্বারা যে সৃষ্টি তাই মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি এবং প্রথম সৃষ্টি। ভগবানের প্রেরণায় সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের তারতম্যই এই মহৎ তত্ত্বের লক্ষণ॥ ১৪ ॥ দ্বিতীয় সৃষ্টি অহংকার, যার দ্বারা ক্ষিতি ইত্যাদি পঞ্চভূত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার উদয় হয়। তৃতীয় সৃষ্টির নাম ভূতসর্গ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে পঞ্চমহাভূতকে সৃষ্টিকারী তন্মাত্রবর্গ॥ ১৫ ॥ চতুর্থ সৃষ্টি হল ইন্দ্রিয়সৃষ্টি যা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ হলেন পঞ্চম সৃষ্টি ; মনও এই সৃষ্টির অন্তর্গত॥ ১৬ ॥ পঞ্চবৃত্তিস্বরূপ অবিদ্যার সৃষ্টি হল ষষ্ঠ সৃষ্টি। এর মধ্যে তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তম, মোহ আর মহামোহ এই পাঁচটি পর্ব আছে। এই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান জীবের বুদ্ধির

[১]প্রা.পা.— অপ্রমাণতঃ। [২]প্রা.পা.— যন্মনোময়ঃ। [৩]প্রা.পা.— তামসঃ।

রজোভাজো ভগবতো লীলেয়ং[১] হরিমেধসঃ।
সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্‌বিধস্তস্থুষাং চ যঃ॥ ১৮

বনস্পত্যোষধিলতাত্বক্সারা বীরুধো দ্রুমাঃ।
উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়াঃ অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ॥ ১৯

তিরশ্চামষ্টমঃ সর্গঃ সোঽষ্টাবিংশদ্‌বিধো মতঃ।
অবিদো ভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ[২]॥ ২০

গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুঃ।
দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তম॥ ২১

খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা।
এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্॥ ২২

আবরণ এবং বিক্ষেপ ঘটায়। এই ছয় প্রকার সৃষ্টি হল প্রাকৃত সৃষ্টি। এবার বৈকৃত সৃষ্টির বিবরণ শ্রবণ কর॥ ১৭

যাঁতে বুদ্ধি নিবেশিত হলে সংসার-দুঃখ নিবৃত্ত হয়ে যায় এ সবই সেই শ্রীহরিরই লীলা। তিনিই ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে রজোগুণকে আশ্রয় করে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ছয় প্রকার প্রাকৃত সৃষ্টির পরে সপ্তম প্রধান বৈকৃত সৃষ্টি হল ছয় রকমের স্থাবর বৃক্ষের॥ ১৮ ॥ বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বকসার, বীরুধ আর দ্রুম (বৃক্ষ) ইত্যাদির উদ্‌গম নীচের থেকে ওপর দিকে, চৈতন্যশক্তি অব্যক্ত থাকাতে এরা অভ্যন্তরীন জ্ঞানসম্পন্ন, ফলে কেবল স্পর্শজ্ঞান-সম্পন্ন এবং জাতিভেদে এরা বহুপ্রকার। এদের প্রত্যেকেরই কোনো বিশেষ গুণ থাকে। (ফুল না হয়ে যার ফল হয় সেরূপ বনস্পতি যেমন বট, অশ্বত্থ। ফল পেকে গেলে যে মরে যায় তার নাম ওষধি যেমন ধান, গম, ছোলা। অপরকে অবলম্বন করে যাদের বাঁচতে হয় তাদের নাম লতা। যাদের ত্বক বা উপরের আবরণ অত্যন্ত কঠিন তারা ত্বকসার, যেমন বাঁশ। লতার মধ্যে যেগুলি মাটির ওপরেই বিস্তার লাভ করে এবং দৃঢ় হওয়ায় ওপর দিকে ওঠে না তাদের বলে বীরুধ, যেমন ফুটি, তরমুজ। প্রথমে ফুল এসে তারপর সেই ফুলের জায়গায় যাদের ফল হয় তাদের বলা হয় দ্রুম বা বৃক্ষ, যেমন আম, জাম ইত্যাদি)॥ ১৯ ॥ তির্যগযোনির (পশু-পক্ষীর) সৃষ্টিই হল অষ্টম এবং এই সৃষ্টি অষ্টবিংশতি সংখ্যক বলে কথিত। এদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাদিকালের জ্ঞান নেই, তমোগুণের আধিক্যবশত কেবল আহার, নিদ্রা ও মৈথুনই জানে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই এরা সবকিছু অনুধাবন করে এবং এরা দূরদর্শিতা ও বিবেকবুদ্ধিরহিত॥ ২০ ॥ হে সজ্জনাগ্রগণ্য বিদুর ! এই তির্যগযোনির মধ্যে গোরু, ছাগল, মহিষ, কৃষ্ণসার মৃগ, শূকর, গবয় (নীলগাঈ), রুরুমৃগ, মেষ ও উষ্ট্র—এই নয় রকম পশুর প্রত্যেকটির পা দুই খুর যুক্ত—এদের দ্বিশফ বলা হয়॥ ২১ ॥ গর্দভ, ঘোড়া, অশ্বতর (খচ্চর), গৌরমৃগ, শরভমৃগ ও চমরী—এরা একশফ (এক খুরবিশিষ্ট)। এখন পাঁচনখযুক্ত পশু-পক্ষীদের নাম শোনো॥ ২২ ॥ কুকুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র,

[১]প্রা.পা.— সীমেয়ং। [২]প্রা.পা.— হৃদি বেদিনঃ।

শ্বা শৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রো মার্জারঃ শশশল্লকৌ।
সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ।। ২৩

কঙ্কগৃধ্রবটশ্যেনভাসভল্লূকবর্হিণঃ[১]।
হংসসারসচক্রাহ্বকাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ।। ২৪

অর্বাক্‌স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধো নৃণাম্‌।
রজোঽধিকাঃ কর্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ।। ২৫

বৈকৃতাস্ত্রয় এবৈতে[২] দেবসর্গশ্চ সত্তম।
বৈকারিকস্তু যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ।। ২৬

দেবসর্গশ্চাষ্টবিধো বিবুধাঃ পিতরোঽসুরাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সিদ্ধা যক্ষরক্ষাংসি চারণাঃ।। ২৭

ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বিদ্যাধ্রাঃ কিন্নরাদয়ঃ।
দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃক্‌কৃতাঃ।। ২৮

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বংশান্মন্বন্তরাণি চ।
এবং রজঃপ্লুতঃ স্রষ্টা কল্পাদিষ্বাত্মভূর্হরিঃ।
সৃজত্যমোঘসঙ্কল্প আত্মৈবাত্মানমাত্মনা।। ২৯

মার্জার, শশক, শজারু, সিংহ, বানর, হাতি, কচ্ছপ, গোধিকা, মকরাদি জন্তু।। ২৩ ।। কঙ্ক, গৃধ্র (শকুনি), বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক (পক্ষিবিশেষ), ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক ও পেচক ইত্যাদি খেচর প্রাণীদের পক্ষী বলা হয়।। ২৪ ।। হে বিদুর ! নবম সৃষ্টি হল মানুষ। এদের একটিই প্রকার। এদের ভুক্ত আহারের গতি অধোদিকে হয়ে থাকে। মানুষ রজোগুণ-প্রধান, কর্মপরায়ণ এবং দুঃখকর বিষয়কেও সুখ বলে মনে করে।। ২৫ ।। স্থাবর, পশু-পক্ষী (তির্যক) ও মানুষ—এই তিনটি সৃষ্টি এবং পশ্চাৎ বক্তব্য দেবসর্গ হল বৈকৃত সৃষ্টি তথা মহত্তত্ত্বাদিরূপ যে বৈকারিক দেবসর্গ, তাদের কথা প্রাকৃত সৃষ্টির প্রসঙ্গেই বলেছি। এঁদের ছাড়া সনৎকুমারাদি ঋষিদের যে কৌমারসর্গ সেটা প্রাকৃত-বৈকৃত উভয়াত্মক।। ২৬ ।।

দেবতা, পিতৃগণ, অসুর, গন্ধর্ব-অপ্সরা, যক্ষ-রাক্ষস, সিদ্ধ-চারণ-বিদ্যাধর, ভূত-প্রেত-পিশাচ এবং কিন্নর-কিম্পুরুষ-অশ্বমুখ ইত্যাদি ভেদে বৈকৃত দেবসৃষ্টি আট রকম। হে বিদুর ! জগৎকর্তা ভগবান সাক্ষাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত এই দশপ্রকার সৃষ্টি আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। (প্রাকৃত ছয়, বৈকৃত তিন ও উভয়াত্মক এক—এই দশ রকম সৃষ্টি বিধাতা সম্পাদন করেছেন)।। ২৭-২৮।। এর পরে আমি বংশ ও মন্বন্তরাদির বর্ণনা করব। এইভাবে সত্যসঙ্কল্প ভগবান শ্রীহরিই প্রতি কল্পের প্রারম্ভে স্বয়ংই রজোগুণাধিক্যময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে উপাদানভূত নিজেকে নিয়েই জগদাকারে সৃষ্টির খেলা করে থাকেন।। ২৯ ।।

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ।। ১০ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১০ ।।

———o———

[১]প্রা.পা.—বকশ্যে.। [২]প্রা.পা.—এতে বৈ।

অথ একাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

মন্বন্তরাদি কালবিভাগ বর্ণন

মৈত্রেয় উবাচ

চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ॥ ১

সত এব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ।
কৈবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ॥ ২

এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে[১] স্থৌল্যে চ সত্তম।
সংস্থানভুক্ত্যা ভগবানব্যক্তো ব্যক্তভুগ্‌বিভুঃ॥ ৩

স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্।
সতোঽবিশেষভুগ্‌যস্তু স[২] কালঃ পরমো মহান্॥ ৪

অণুর্দ্বৌ[৩] পরমাণূ স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ।
জালার্করশ্ম্যবগতঃ[৪] খমেবানুপতন্নগাৎ[৫]॥ ৫

ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ স ত্রুটিঃ স্মৃতঃ।
শতভাগস্তু বেধঃ স্যাৎ তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ॥ ৬

নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ।
ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘু তা দশ পঞ্চ চ॥ ৭

লঘূনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকা।
তে দ্বে মুহূর্তঃ প্রহরঃ ষড়্‌যামঃ সপ্ত বা নৃণাম্॥ ৮

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! পৃথিবী প্রভৃতি কার্যবস্তুর যত ভগ্নাংশ হতে পারে তার মধ্যে সূক্ষ্মতম যে অংশ—যার আর বিভাজন হতে পারে না, যে সূক্ষ্মতম অংশ কার্যে পরিণত হয়নি, অন্যের সাথে অসংযুক্ত অবস্থায় একক সেই পদার্থকে পরমাণু বলে জানবে। এই পরমাণু সকল যখন পরস্পর মিলিত অবস্থায় থাকে তখন মানুষের ভ্রমবশত সেই সব পরমাণুর সমষ্টিগত এক অবয়বের প্রতীতি হয়॥ ১ ॥ এই পরমাণু যার সূক্ষ্মতম অংশ অবিশিষ্টভাবে নিজেদের সামান্যস্বরূপে অবস্থিত—সেই পৃথিবী ইত্যাদিক কার্যসমূহের মিলিত অবস্থার (সমষ্টিগত অথবা সমগ্ররূপ) নাম পরম মহান। এই সময় তার মধ্যে প্রলয়াদি অবস্থাভেদের প্রকাশ হয় না, নতুন-পুরাতন ইত্যাদি কালভেদের জ্ঞান হয় না, আর ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুরও কল্পনা হয় না॥ ২ ॥ হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর ! এইভাবে বস্তুসমূহের সূক্ষ্মতম ও বিরাটতম স্বরূপের বিবেচনা করা হল। অনুরূপভাবেই যে কাল পরমাণু প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত হয়ে ব্যক্ত পদার্থসমূহের ভোক্তা এবং সৃষ্টি ইত্যাদিতে সমর্থ, সেই অব্যক্ত স্বরূপ ভগবদ্‌রূপী মহাকালেরও সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা অনুমান করা সম্ভব॥ ৩ ॥ যে কাল এই জগৎ প্রপঞ্চের পরমাণু অবস্থা ভোগ করে সেই কাল পরমাণু-পরিমাণ, অতি সূক্ষ্ম। আর যেই কাল সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত জগৎ প্রপঞ্চের সমষ্টিগত অবস্থা ভোগ করে তাকে পরম-মহৎ বলা হয়॥ ৪ ॥

দুটি পরমাণু মিলে একটি 'অণু' হয় আর তিনটি অণুর মিলনে এক 'ত্রসরেণু' হয়। এই ত্রসরেণু অত্যন্ত লঘু ; জানালাপথে প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মিতে এই ত্রসরেণুকে শূন্যে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়॥ ৫ ॥ যে কাল তিনটি ত্রসরেণুকে ভোগ করে বা তিনটি ত্রসরেণুকে অতিক্রম করতে সূর্যের যে সময় লাগে তাকে 'ত্রুটি' বলা হয়। একশ ত্রুটিকে 'বেধ' বলা হয় আর তিন বেধে এক 'লব'

[১]প্রা.পা.—সূক্ষ্মে স্থূলে চ। [২]প্রা.পা.—কালঃ স। [৩]প্রা.পা.—অণূ দ্বৌ দ্ব্যণুকঃ প্রোক্তঃ ত্র.। [৪]প্রা.পা.—জালাক্ষার্করশ্মিগতঃ। [৫]প্রা.পা.—পতন্ন গান্। এর উল্লেখ শ্রীধরস্বামীও করেছেন।

দ্বাদশার্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ[১]।
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎ প্রস্থজলপ্লুতম্॥ ৯

যামাশ্চত্বারশ্চত্বারো মর্ত্যানামহনী উভে।
পক্ষঃ পঞ্চদশাহানি শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ মানদ॥ ১০

তয়োঃ সমুচ্চয়ো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্।
দ্বৌ তাবৃতুঃ[২] ষড়য়নং দক্ষিণং চোত্তরং দিবি॥ ১১

অয়নে চাহনী[৩] প্রাহুর্বৎসরো দ্বাদশ স্মৃতঃ।
সংবৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুর্নিরূপিতম্॥ ১২

গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ পরমাণ্বাদিনা জগৎ।
সংবৎসরাবসানেন পর্যেত্যনিমিষো বিভুঃ॥ ১৩

সংবৎসরঃ পরিবৎসর ইডাবৎসর এব চ।
অনুবৎসরো বৎসরশ্চ বিদুরৈবং প্রভাষ্যতে॥ ১৪

যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসয়ন্ স্বশক্ত্যা
পুংসোঽভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ।
কালাখ্যয়া গুণময়ং ক্রতুভির্বিতন্বং-
স্তস্মৈ বলিং হরত বৎসরপঞ্চকায়॥ ১৫

হয়॥ ৬ ॥ তিন লবে এক 'নিমেষ' এবং তিন নিমেষে এক 'ক্ষণ'। পাঁচ ক্ষণে এক 'কাষ্ঠা' এবং পনেরো কাষ্ঠাতে এক 'লঘু'॥ ৭ ॥ পনেরো লঘুতে এক 'নাড়িকা' (দণ্ড), দুই নাড়িকায় এক 'মুহূর্ত' এবং দিনের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অনুযায়ী (দিন ও রাত্রির দুটি সন্ধিকালের দুই মুহূর্ত বাদ দিয়ে) ছয় কিংবা সাত নাড়িকা বা দণ্ডে এক 'প্রহর' হয়। একে 'যাম' বলা হয়, এই যাম বা প্রহর দিন এবং রাত্রির প্রত্যেকের চার ভাগের একভাগ পরিমিত সময়॥ ৮ ॥ (নাড়িকা বা দণ্ডের পরিমাণ বলা হচ্ছে) ছয় পল পরিমিত একটি তামার বাসন যদি এমনভাবে তৈরি করা যায় যে তার মধ্যে এক প্রস্থ পরিমিত জল ধরে, আর যদি চার মাষা পরিমিত সোনা দিয়ে চার আঙুল দীর্ঘ একটি সুচ তৈরি করে সেই সুচ দিয়ে ওই পাত্রে একটি ছিদ্র করা হয় তাহলে যে পরিমিত কালের মধ্যে ওই ছিদ্রপথে জল ঢুকে পাত্রটিকে জলমগ্ন করে সেই পরিমিত কালের নাম 'নাড়িকা' বা 'দণ্ড'॥ ৯ ॥ হে বিদুর ! মনুষ্যলোকে চার প্রহরে এক দিন আর চার প্রহরে এক রাত্রি হয় এবং পনেরো অহোরাত্রে এক 'পক্ষ' হয়, এই পক্ষ আবার শুক্ল আর কৃষ্ণ ভেদে দুরকম॥ ১০ ॥ এই দুই পক্ষকালে এক মাস হয়, সেই একমাসই পিতৃলোকে অহোরাত্র অর্থাৎ এক দিন-রাত। দুইমাসে এক 'ঋতু' এবং ছয় মাসে এক 'অয়ন' হয়। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ নামে অয়ন দুরকম॥ ১১ ॥ এই দুই অয়ন মিলে দেবলোকে এক অহোরাত্র, মনুষ্যলোকে এই পরিমিত কালকেই এক বৎসর বলা হয় আবার বারো মাসও বলা হয়। এই হিসাব মতো মানুষের আয়ু শত বৎসর নিরূপিত হয়েছে॥ ১২ ॥ চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র এবং সমগ্র তারামণ্ডলের অধিষ্ঠাতা কালস্বরূপ ভগবান সূর্য পরমাণু থেকে আরম্ভ করে সংবৎসর পর্যন্ত কালে দ্বাদশ রাশিরূপ সম্পূর্ণ ভুবনকোষ নিরন্তর পরিভ্রমণ করছেন॥ ১৩ ॥ সূর্য, বৃহস্পতি, সবন, চন্দ্র ও নক্ষত্রসম্বন্ধীয় মাস ভেদে এই বৎসরও সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর নামে অভিহিত হয়॥ ১৪ ॥ হে বিদুর ! এই বৎসর-পঞ্চক-প্রবর্তক সূর্যদেবকে তুমি নানাবিধ উপহারসামগ্রী দিয়ে পূজা করবে। এই সূর্যদেব

[১]প্রা.পা.—চতুরঙ্গুলম্। [২]প্রা.পা.— তৌ ঋতুঃ। [৩]প্রা.পা.—অয়নে অহনী।

বিদুর উবাচ

পিতৃদেবমনুষ্যাণামায়ুঃ পরমিদং স্মৃতম্[১]।
পরেষাং গতিমাচক্ষ যে স্যুঃ কল্পাদ্ বহির্বিদঃ॥ ১৬

ভগবান্ বেদ কালস্য গতিং ভগবতো ননু।
বিশ্বং বিচক্ষতে ধীরা যোগরাদ্ধেন চক্ষুষা॥ ১৭

মৈত্রেয় উবাচ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
দিব্যৈর্দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতম্॥ ১৮

চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
সংখ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ॥ ১৯

সংধ্যাশয়োরন্তরেণ যঃ কালঃ শতসংখ্যয়োঃ।
তমেবাহুর্যুগং তজ্জ্ঞা যত্র ধর্মো বিধীয়তে॥ ২০

ধর্মশ্চতুষ্পান্মনুজান্ কৃতে সমনুবর্ততে।
স এবান্যেষ্বধর্মেণ ব্যেতি পাদেন বর্ধতা॥ ২১

পঞ্চভূতের মধ্যে তেজঃস্বরূপ এবং কাল নামক নিজ শক্তির দ্বারা বীজাদিতে নিহিত অঙ্কুরাদি উৎপত্তির শক্তিকে উজ্জীবিত করে কার্যোন্মুখ করেন। তিনি মানুষের মোহ নিবৃত্তির জন্য মানুষের আয়ু হরণ করেন এবং আয়ুক্ষয়ের দ্বারা বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মান ; তিনিই সকাম মানুষের (কর্ম অনুষ্ঠানের উপযুক্ত কাল জ্ঞাপন করে) যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা লভ্য মঙ্গলময় স্বর্গাদি ফল প্রদান করে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছেন॥ ১৫ ॥

বিদুর বললেন—হে মুনিবর ! আপনি দেবতা, পিতৃগণ ও মানুষের পরমায়ুর বর্ণনা করেছেন। এখন কল্পকাল-স্থায়ী ত্রিলোকের বাইরে সনকাদি মুনিবৃন্দসহ যে সব জ্ঞানিগণ অবস্থান করছেন তাঁদেরও আয়ুষ্কাল আমাকে বলুন॥ ১৬ ॥ আপনি সেই সর্বশক্তিমান কালের গতি অবগত আছেন, (যেহেতু) জ্ঞানিগণ যোগসিদ্ধ দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বের সব কিছুই দেখতে পান॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ। (যুগের প্রথম ভাগ) সন্ধ্যা ও (শেষ ভাগ) সন্ধ্যাংশ সহ দিব্যপরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসর এই যুগ চারটির পরিমিত কাল, এই রকম কথিত আছে॥ ১৮ ॥ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ যথাক্রমে দিব্যপরিমাণে চার হাজার, তিন হাজার, দুই হাজার ও এক হাজার বৎসর এবং সন্ধ্যাসমূহ যথাক্রমে চারশ, তিনশ, দুইশ ও একশ বছর আর সন্ধ্যাংশসমূহ যথাক্রমে চার, তিন, দুই ও এক শত বৎসর পরিগণিত হয়েছে এইরূপে মোট দ্বাদশ সহস্র বৎসর*॥ ১৯ ॥ যুগের আদিতে সন্ধ্যা হয় এবং অন্তে সন্ধ্যাংশ। এদের পরিমাণ যুগপরিমাণের সহস্রের স্থলে শতসংখ্যা গ্রহণ করে নির্ণয় করা হয়। এই দুইয়ের মাঝখানে যে সময় তাকে যুগধর্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ যুগ বলে থাকেন। প্রত্যেক যুগে এক-এক বিশেষ ধর্ম বিহিত হয়ে থাকে॥ ২০ ॥ সত্যযুগের মানুষদের মধ্যে ধর্ম তাঁর চারটি চরণসমেত (সম্পূর্ণভাবে) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; তার পরবর্তী যুগে অধর্মের বৃদ্ধি হওয়াতে ধর্মের এক একটি পদ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে॥ ২১ ॥ বৎস বিদুর ! ত্রিলোকের

[১]প্রা.পা.—শ্রুতম্।

*(অর্থাৎ সত্যযুগে ৪০০০ দিব্য বর্ষে ৮০০ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ—এইভাবে ৪৮০০ বৎসর + ত্রেতাতে ৩০০০=৩৬০০ বৎসর, দ্বাপরে ২৪০০, কলিতে ১২০০ দিব্যবর্ষ। মানুষের এক বৎসর দেবতাদের একদিন, দেবতাদের এক বৎসর মানুষের ৩৬০০ বৎসর। এইভাবে মানবীয় হিসাবে কলিযুগের ৪,৩২,০০০ বৎসর বয়স, এর দ্বিগুণ দ্বাপর, ত্রিগুণ ত্রেতা আর চতুর্গুণ সত্যযুগ।)

ত্রিলোক্যা যুগসাহস্রং বহিরাব্রহ্মণো দিনম্।
তাবত্যেব নিশা তাত যন্নিমীলতি বিশ্বসৃক্[১]॥ ২২

নিশাবসান আরব্ধো লোককল্পোঽনুবর্ততে[২]।
যাবদ্দিনং ভগবতো মনূন্ ভুঞ্জংশ্চতুর্দশ॥ ২৩

স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকাং হ্যেকসপ্ততিম্।
মন্বন্তরেষু মনবস্তদ্বংশ্যা ঋষয়ঃ সুরাঃ।
ভবন্তি চৈব[৩] যুগপৎ সুরেশাশ্চানু যে চ তান্॥ ২৪

এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্তনঃ।
তির্যঙ্‌নৃপিতৃদেবানাং সম্ভবো যত্র কর্মভিঃ॥ ২৫

মন্বন্তরেষু ভগবান্ বিভ্রৎসত্ত্বং স্বমূর্তিভিঃ।
মন্বাদিভিরিদং বিশ্বমবত্যুদিতপৌরুষঃ॥ ২৬

তমোমাত্রামুপাদায় প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ।
কালেনানুগতাশেষ আস্তে তূষ্ণীং দিনাত্যয়ে॥ ২৭

তমেবান্বপিধীয়ন্তে লোকা ভূরাদয়স্ত্রয়ঃ।
নিশায়ামনুবৃত্তায়াং[৪] নির্মুক্তশশিভাস্করম্॥ ২৮

ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা।
যান্ত্যূষ্মণা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দিতাঃ॥ ২৯

তাবৎ ত্রিভুবনং সদ্যঃ কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ।
প্লাবয়ন্ত্যুৎকটাটোপচণ্ডবাতেরিতোর্ময়ঃ॥ ৩০

অন্তঃ স তস্মিন্ সলিল আস্তেঽনন্তাসনো হরিঃ।
যোগনিদ্রানিমীলাক্ষঃ স্তূয়মানো জনালয়ৈঃ॥ ৩১

এবংবিধৈরহোরাত্রৈঃ কালগত্যোপলক্ষিতৈঃ।
অপক্ষিতমিবাস্যাপি[৫] পরমায়ুর্বয়ঃশতম্॥ ৩২

বাইরে মহর্লোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সর্বত্র চার হাজার যুগে একদিন হয় এবং সেই পরিমিত কালেই এক রাত্রি হয়। (এক হাজার চতুর্যুগ চার হাজার যুগেরই সমান)। এই রাত্রেই জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা নিদ্রিত থাকেন॥ ২২ ॥ সেই রাত্রির শেষ হলে কল্প আরম্ভ হয়—ত্রিলোকের সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং যতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মার দিন থাকে ততদিন এই সৃষ্টিকর্ম চলতে থাকে। এই এক এক কল্পে চতুর্দশ মনু পরপর আধিপত্য করে থাকেন॥ ২৩ ॥ প্রত্যেক মনু একাত্তর চতুর্যুগ থেকে কিছু অধিককাল ($৭১\frac{৬}{১৪}$ চতুর্যুগ) যুগাধিপতি থাকেন। এক এক মনুর অধিকার কালকেই মন্বন্তর বলা হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনুবংশীয় নরপতিগণ, সপ্তর্ষিগণ, দেবগণ, ইন্দ্র এবং গন্ধর্বাদি সেই সেই মনুর সাথে সাথেই নিজ নিজ অধিকার ভোগ করেন॥ ২৪ ॥ এই সব ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি, যার মধ্যে ত্রিলোক সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার এই দৈনন্দিন সৃষ্টিতে নিজ নিজ কর্মানুসারে পশু-পক্ষী, মনুষ্য, পিতৃগণ ও দেবতাদের উৎপত্তি হয়॥ ২৫ ॥ ভগবান পরমেশ্বরই প্রতি মন্বন্তরে স্বয়ং সত্ত্বমূর্তি অবলম্বন করে মনু প্রভৃতি রূপে পুরুষকার প্রকটন করে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ পরিরক্ষণ করে থাকেন॥ ২৬ ॥ কালক্রমে যখন ব্রহ্মার দিন শেষ হয়ে যায় তখন তিনি কিঞ্চিৎ তমোগুণ অবলম্বন করে সৃষ্টিকর্মরূপ নিজের পুরুষকার প্রত্যাহৃত করে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন॥ ২৭ ॥ সেই সময় সমগ্র বিশ্ব তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। সূর্য-চন্দ্রশূন্য সেই প্রলয়রাত্রিতে ব্রহ্মার নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই ত্রিলোকেরও তিরোধান ঘটে॥ ২৮ ॥ সেই সময়ে শ্রীভগবানের শক্তি-স্বরূপ সংকর্ষণমুখনির্গত অগ্নির দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হতে থাকে। সেজন্য সেই উত্তাপে ব্যাকুল হয়ে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ মহর্লোক থেকে জনলোকে চলে যান॥ ২৯ ॥ এরই সাথে প্রবল প্রলয়ঝঞ্ঝায় উদ্বেলিত হয়ে সপ্ত সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে ত্রিলোককে প্লাবিত করে দেয়॥ ৩০ ॥ তখন সেই প্রলয়জলধির মধ্যে ভগবান শ্রীহরি অনন্তরূপ শয্যায় শয়ন করে যোগনিদ্রা অবলম্বন করে মুদ্রিতনয়নে অবস্থান করেন। সেই সময় জনলোকনিবাসী মুনিগণ তাঁর স্তুতি করেন॥ ৩১ ॥ এইভাবে কালের গতি অনুসারে এক

[১]প্রা.পা.—দৃক্। [২]প্রা.পা.—বর্ধতে। [৩]প্রা.পা.— চৈকে। [৪]প্রা.পা.—মথ বৃত্তা.। [৫]প্রা.পা.—অপে.।

যদর্ধমায়ুষস্তস্য পরার্ধমভিধীয়তে।
পূর্বঃ পরার্ধোঽপক্রান্তো হ্যপরোঽদ্য প্রবর্ততে॥ ৩৩

পূর্বস্যাদৌ পরার্ধস্য ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ।
কল্পো যত্রাভবদ্‌ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যং বিদুঃ॥ ৩৪

তস্যৈব চান্তে কল্পোঽভূদ্‌ যং পাদ্মমভিচক্ষতে।
যদ্ধরের্নাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্॥ ৩৫

অয়ং তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়স্যাপি ভারত[১]।
বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্রাসীৎ শূকরো হরিঃ॥ ৩৬

কালোঽয়ং দ্বিপরার্ধাখ্যো নিমেষ উপচর্যতে।
অব্যাকৃতস্যানন্তস্য অনাদের্জগদাত্মনঃ॥ ৩৭

কালোঽয়ং পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্ধান্ত ঈশ্বরঃ।
নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাম্॥ ৩৮

বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ।
আণ্ডকোশো[২] বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ॥ ৩৯

দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ।
লক্ষ্যতেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ॥ ৪০

তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্।
বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্য মহাত্মনঃ॥ ৪১

এক সহস্র চতুর্যুগরূপে প্রতীয়মান দিন রাত্রির তারতম্য অনুসারে ব্রহ্মার শতবর্ষ পরমায়ুও গতপ্রায় বলে মনে হয়॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মার পরমায়ুর অর্ধেককে পরার্ধ বলা হয়। এখন পর্যন্ত প্রথম পরার্ধ অতীত হয়েছে, সম্প্রতি দ্বিতীয় পরার্ধ চলছে॥ ৩৩ ॥ পূর্ব পরার্ধের প্রথমভাগে ব্রাহ্ম নামক যে মহান কল্প হয়েছিল, ব্রহ্মা সেই কল্পেই উৎপন্ন হয়েছিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁকেই শব্দব্রহ্ম বলে থাকেন॥ ৩৪ ॥ সেই পরার্ধের অন্তে যে কল্প হয়েছিল তাকে পাদ্মকল্প বলা হয়। এই কল্পে ভগবানের নাভিসরোবর থেকে সর্বলোকময় পদ্ম প্রকট হয়েছিল॥ ৩৫ ॥ হে বিদুর! বর্তমানে যে কল্প চলছে তাকে দ্বিতীয় পরার্ধের প্রারম্ভ বলা হয়। এই কল্প বারাহকল্প নামে বিখ্যাত, এই কল্পে ভগবান শূকররূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন॥ ৩৬ ॥ এই দুই পরার্ধের সম্মিলিত কালপরিমাণকে অব্যক্ত, অনন্ত, অনাদি, বিশ্বাত্মা শ্রীহরির এক নিমেষ বলা হয়॥ ৩৭ ॥ পরমাণু থেকে দ্বিপরার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত যে কাল তা প্রবল শক্তিমান বটে, কিন্তু সর্বাত্মা শ্রীভগবানের ওপরে আধিপত্য করতে এই কালের সামর্থ্য নেই। দেহগেহাদি অভিমানী ব্যক্তিদের ওপরেই এই কাল প্রভুত্ব করতে পারে॥ ৩৮ ॥

প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টপ্রকৃতির সাথে দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূত—এই ষোড়শবিকার মিলিত হয়ে নির্মিত এই ব্রহ্মাণ্ডকোশ মধ্যস্থলে পঞ্চাশকোটি যোজন বিস্তৃত এবং বহির্ভাগে চতুর্দিকে উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক বিস্তারযুক্ত সাতটি আবরণের দ্বারা বেষ্টিত। এই সবকিছু একত্রে যাঁর মধ্যে পরমাণুর মতো দৃষ্ট হয় এবং যাঁর মধ্যে এই রকম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করছে, সেই জাগতিক সর্ব-বস্তুর কারণের কারণকে পণ্ডিতগণ 'অক্ষরব্রহ্ম' বলে থাকেন, এবং সেটিই পরমাত্মা পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণু-ভগবানের পরম ধাম (স্বরূপ)॥ ৩৯-৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

[১]প্রা.পা.—স্যাদ্যনন্তরঃ। [২]প্রা.পা.—অণ্ড.।

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

সৃষ্টিবিস্তার

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি তে বর্ণিতঃ ক্ষত্তঃ কালাখ্যঃ পরমাত্মনঃ।
মহিমা বেদগর্ভোঽথ যথাস্রাক্ষীন্নিবোধ মে॥ ১

সসর্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ।
মহামোহং চ মোহং চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ॥ ২

দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত।
ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাং ততোঽসৃজৎ॥ ৩

সনকং চ সনন্দং চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
সনৎকুমারং চ মুনীন্নিষ্ক্রিয়ানূর্ধ্বরেতসঃ॥ ৪

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।
তন্নৈচ্ছন্মোক্ষধর্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ॥ ৫

সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতানুশাসনৈঃ।
ক্রোধং দুর্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে॥ ৬

ধিয়া নিগৃহ্যমাণোঽপি ভ্রুবোর্মধ্যাৎ প্রজাপতেঃ।
সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ[১] কুমারো নীললোহিতঃ॥ ৭

স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্বজো ভগবান্ ভবঃ।
নামানি কুরু মে ধাতঃ স্থানানি চ জগদ্গুরো॥ ৮

ইতি তস্য বচঃ পাদ্মো ভগবান্ পরিপালয়ন্।
অভ্যধাদ্ ভদ্রয়া বাচা মা রোদীস্তৎ করোমি তে॥ ৯

যদরোদীঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোদ্বেগ ইব বালকঃ।
ততস্ত্বামভিধাস্যন্তি নাম্না রুদ্র ইতি প্রজাঃ॥ ১০

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! এ পর্যন্ত আমি তোমাকে শ্রীভগবানের কালশক্তির মহিমা শোনালাম। এইবার ব্রহ্মা যেভাবে জগৎসৃষ্টিকর্ম করেছেন সেকথা বর্ণনা করছি, শোনো॥ ১ ॥ সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম তিনি অজ্ঞানের পাঁচটি বৃত্তি—তম (অবিদ্যা), মোহ (অস্মিতা), মহামোহ (রাগ), তামিস্র (দ্বেষ), আর অন্ধতামিস্র (অভিনিবেশ) সৃষ্টি করলেন॥ ২ ॥ কিন্তু অত্যন্ত পাপময় এই সৃষ্টি দেখে তিনি নিজের কাজকে সমীচীন মনে করলেন না। তাই তিনি ভগবানের ধ্যান দ্বারা মনকে পবিত্র করে অন্যরকম সৃষ্টি করলেন॥ ৩ ॥ এইবার তিনি সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারজন প্রবৃত্তিধর্মবর্জিত অর্থাৎ নিষ্কাম জিতেন্দ্রিয় মুনিকে সৃষ্টি করলেন॥ ৪ ॥ নিজের এই পুত্রদের তিনি বললেন—হে পুত্রগণ ! তোমরা প্রজা সৃষ্টি করো ; কিন্তু নিবৃত্তিধর্মনিষ্ঠ ও বাসুদেবপরায়ণ সেই সনকাদি মুনিগণ তা করতে চাইলেন না অর্থাৎ প্রজাসৃষ্টি করতে তাঁদের প্রবৃত্তি হল না॥ ৫ ॥ আদেশ অমান্যকারী পুত্রদের দ্বারা অবজ্ঞাত হয়ে তাঁর অসহনীয় ক্রোধ উৎপন্ন হল। তিনি সেই দুঃসহ ক্রোধ রোধ করতে সচেষ্ট হলেন॥ ৬ ॥ নিজের বিচারবুদ্ধিদ্বারা সেই ক্রোধ দমন করা সত্ত্বেও ব্রহ্মার ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান থেকে সেই ক্রোধ এক নীললোহিত বর্ণ বালকরূপে তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হল॥ ৭ ॥ দেবগণের অগ্রজ ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান ভব (রুদ্র) রোদন করে করে বলতে লাগলেন—'হে জগৎপিতা ! হে বিধাতা ! আমার নাম এবং থাকবার স্থান নির্দেশ করুন।'॥ ৮ ॥

কমলযোনি ভগবান ব্রহ্মা সেই বালকের প্রার্থনা পূরণ করতে সম্মত হয়ে মধুর বাক্যে বললেন—হে বৎস, তুমি রোদন করো না, আমি এখনই তোমার প্রার্থনা পূরণ করছি ॥ ৯ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠ ! জন্মগ্রহণ করামাত্রই তুমি বালকের মতো উৎকণ্ঠিত হয়ে রোদন করছ, তাই লোকসকল তোমাকে 'রুদ্র' নামে ডাকবে॥ ১০ ॥

[১]প্রা.পা.— তন্মন্যোঃ।

হৃদিন্দ্রিয়াণ্যসুর্ব্যোম বায়ুরগ্নির্জলং মহী।
সূর্যশ্চন্দ্রস্তপশ্চৈব স্থানান্যগ্রে কৃতানি মে[১]॥ ১১

মন্যুর্মনুর্মহিনসো[২] মহাঞ্ছিব ঋতধ্বজঃ।
উগ্ররেতা[৩] ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রতঃ॥ ১২

ধীর্বৃত্তিরুশনোমা[৪] চ নিযুৎসর্পিরিলাম্বিকা।
ইরাবতী সুধা দীক্ষা রুদ্রাণ্যো রুদ্র তে স্ত্রিয়ঃ॥ ১৩

গৃহাণৈতানি নামানি স্থানানি চ সযোষণঃ।
এভিঃ সৃজ প্রজা বহ্বীঃ প্রজানামসি যৎপতিঃ॥ ১৪

ইত্যাদিষ্টঃ স গুরুণা ভগবান্নীললোহিতঃ।
সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন সসর্জাত্মসমাঃ প্রজাঃ॥ ১৫

রুদ্রাণাং রুদ্রসৃষ্টানাং সমন্তাদ্ গ্রসতাং জগৎ।
নিশাম্যাসংখ্যশো যূথান্ প্রজাপতিরশঙ্কত॥ ১৬

অলং প্রজাভিঃ সৃষ্টাভিরীদৃশীভিঃ সুরোত্তম।
ময়া সহ দহন্তীভির্দিশশ্চক্ষুর্ভিরুল্বণৈঃ॥ ১৭

তপ আতিষ্ঠ ভদ্রং তে সর্বভূতসুখাবহম্।
তপসৈব যথাপূর্বং স্রষ্টা বিশ্বমিদং ভবান্॥ ১৮

তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সর্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্॥ ১৯

মৈত্রেয় উবাচ

এবমাত্মভুবাঽদিষ্টঃ পরিক্রম্য গিরাং পতিম্।
বাঢ়মিত্যমুমামন্ত্র্য বিবেশ তপসে বনম্॥ ২০

অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য[৫] লোকসন্তানহেতবঃ॥ ২১

তোমার থাকবার জন্য আগের থেকেই হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তপস্যা এই সব স্থান সৃষ্টি করে রেখেছি॥ ১১ ॥ তোমার নাম মন্যু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত হবে॥ ১২ ॥ হে রুদ্র ! ধী, বৃত্তি, উশনা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, সুধা ও দীক্ষা এই একাদশ রুদ্রাণী তোমার পত্নী হবে॥ ১৩ ॥ আমার প্রদত্ত এই সব নাম, স্থান এবং পত্নীদের গ্রহণ কর এবং এই সব পত্নীদের দ্বারা বহুসংখ্যক প্রজা সৃষ্টি কর, কারণ তুমি একজন প্রজাপতি রূপে নির্দিষ্ট॥ ১৪ ॥

লোকপিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে এই আদেশ পেয়ে ভগবান নীললোহিত বল, আকার ও স্বভাবে নিজের অনুরূপ প্রজা সৃষ্টি করতে থাকলেন॥ ১৫ ॥ ভগবান রুদ্রদেব দ্বারা উৎপন্ন এই সব রুদ্রগণ অসংখ্য দলে বদ্ধ হয়ে চতুর্দিকে জগৎ গ্রাস করতে উদ্যত দেখে ব্রহ্মা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন॥ ১৬ ॥ তিনি রুদ্রদেবকে ডেকে বললেন—হে সুরোত্তম ! তোমার সৃষ্ট প্রজাগণ তো ভয়ংকর দৃষ্টি দ্বারা আমাকে ও সমগ্র দিঙ্‌মণ্ডলকে দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে ; সুতরাং এরকম সন্তান সৃষ্টির আর প্রয়োজন নেই ॥ ১৭ ॥ তোমার মঙ্গল হোক, তুমি প্রাণিগণের কল্যাণকর তপস্যার অনুষ্ঠান কর। সেই তপস্যার বলেই, তুমি পূর্বসৃষ্টির মতো আবার এই বিশ্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে॥ ১৮ ॥ জীব তপস্যার দ্বারাই ইন্দ্রিয়াতীত, সর্বান্তর্যামী, পরম জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীহরিকে সহজে প্রাপ্ত হয়ে থাকে॥ ১৯ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—ব্রহ্মার এই আদেশ পেয়ে রুদ্র 'যথা আজ্ঞা' বলে সেই আদেশ শিরোধার্য করে তাঁর অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করে তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন॥ ২০ ॥

এর পরে ভগবৎশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য সংকল্প করে দশটি পুত্রের জন্ম দিলেন। এই দশজনের থেকে

[১]প্রা.পা.—তে। [২]প্রা.পা.—মনুর্মহান্ সোমো মহান্। [৩]প্রা.পা.—উর্ধ্বরেতা। [৪]প্রা.পা.—ধীবৃত্তিরসরোমা চ নিজসর্পি.। [৫]প্রাচীন বইয়ে একুশতম শ্লোকের উত্তরার্ধ 'ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য......' থেকে চব্বিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধের 'অঙ্গিরামুখ' এই অংশটুকু নেই। এছাড়াও অতিরিক্ত পঁচিশতম শ্লোকের 'দক্ষিণতো' শব্দটি এবং ছাব্বিশতম শ্লোকের 'ধ্রুবঃ' শব্দটিও নেই। মনে হয় এগুলি খণ্ডিত হয়েছে অথবা লেখার ভুলে বাদ হয়েছে।

মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ।। ২২

উৎসঙ্গান্নারদো জজ্ঞে দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রাণাদ্‌বসিষ্ঠঃ সঞ্জাতো ভৃগুস্ত্বচি করাৎ ক্রতুঃ।। ২৩

পুলহো নাভিতো জজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োর্ঋষিঃ।
অঙ্গিরা মুখতোঽক্ষ্ণোঽত্রির্মরীচির্মনসোঽভবৎ।। ২৪

ধর্মঃ স্তনাদ্দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অধর্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ।। ২৫

হৃদি কামো ভ্রুবঃ ক্রোধো লোভশ্চাধরদচ্ছদাৎ।
আস্যাদ্ বাক্ সিন্ধবো মেঢ্রান্নির্ঋতিঃ পায়োরঘাশ্রয়ঃ।। ২৬

ছায়ায়াঃ কর্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।
মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ।। ২৭

বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভুর্হরতীং মনঃ।
অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্।। ২৮

তমধর্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং সুতাঃ।
মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিশ্রম্ভাৎ প্রত্যবোধয়ন্।। ২৯

নৈতৎ পূর্বৈঃ কৃতং ত্বদ্য ন করিষ্যন্তি চাপরে[১]।
যত্ত্বং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং[২] প্রভুঃ।। ৩০

তেজীয়সামপি হ্যেতন্ন সুশ্লোক্যং জগদ্‌গুরো।
যদ্‌বৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে।। ৩১

তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্বেন রোচিষা।
আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্মং পাতুমর্হতি।। ৩২

অনেক প্রজা সৃষ্টি হল ।। ২১ ।। সেই দশজনের নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং দশমজন হলেন নারদ।। ২২ ।। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মার ক্রোড়দেশ থেকে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ, প্রাণ থেকে বশিষ্ঠ, ত্বক থেকে ভৃগু, হাত থেকে ক্রতু, নাভিদেশ থেকে পুলহ, কান থেকে পুলস্ত্যমুনি, মুখ থেকে অঙ্গিরা, চোখ থেকে অত্রি, আর মরীচি উৎপন্ন হয়েছিলেন মন থেকে।। ২৩-২৪।। তারপর দক্ষিণ স্তনদেশ থেকে উৎপন্ন হলেন ধর্ম, যাঁর পত্নী মূর্তির থেকে স্বয়ং নারায়ণ অবতীর্ণ হলেন এবং ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ থেকে উৎপন্ন হল অধর্ম আর এই অধর্ম থেকে বিশ্বের ভয় উৎপাদনকারী মৃত্যুর উৎপত্তি।। ২৫ ।। এইভাবে ব্রহ্মার হৃদয় থেকে কাম, ভ্রূযুগল থেকে ক্রোধ, অধর থেকে লোভ, মুখ থেকে বাগ্‌দেবী সরস্বতী, মেঢ্রস্থান থেকে সমুদ্র সকল এবং গুহ্যদেশ থেকে পাপাশ্রয় নির্ঋতি (রাক্ষসাধিপতি) জন্ম নিল।। ২৬ ।। ব্রহ্মার ছায়া থেকে দেবহূতির পতি মহামুনি কর্দমঋষি উৎপন্ন হলেন। এইভাবে এই সমগ্র বিশ্ব জগৎপিতা ব্রহ্মার শরীর এবং মন থেকে উৎপন্ন হল।। ২৭ ।।

হে বিদুর ! ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী অতীব মনোহারিণী সুন্দরী ছিলেন। আমি শুনেছি যে একদা নিজকন্যাকে দেখে ব্রহ্মা কামগ্রস্ত হয়েছিলেন যদিও সরস্বতী নিজে কামভাবরহিতা ছিলেন।। ২৮ ।। পিতাকে এই রকম অধর্মজনক কুকর্মে আসক্ত দেখে তাঁর পুত্র মরীচিপ্রমুখ মুনিগণ সবিনয় বচনে বুঝিয়েছিলেন।। ২৯ ।।—'হে পিতা ! আপনি অসীম প্রভাবশালী হয়েও আপনার মনে উৎপন্ন কামবেগ সংবরণ না করে নিজ কন্যার প্রতি কামাভিলাষ পূরণের মতো যে দুস্তর পাপকর্মে উন্মুখ হচ্ছেন, আপনার পূর্ববর্তী কোনো ব্রহ্মাই তো এমন কর্ম অতীতে করেননি আর ভবিষ্যতেও করবেন না।। ৩০ ।। হে জগদ্‌গুরু ! আপনার মতো তেজস্বী পুরুষের এই কাজ শোভন নয় ; কারণ আপনার মতো ব্যক্তিদের চরিত্রের অনুসরণের দ্বারাই তো সংসারের মঙ্গল হয়ে থাকে।। ৩১ ।। যে ভগবান শ্রীহরি স্বীয় দেহে অবস্থিত এই চেতন অচেতন জগৎ নিজ তেজের দ্বারা প্রকাশ করছেন, আমরা

[১]প্রা.পা.— যে পরে।   [২]প্রা.পা.—হ্যাত্মজাং প্রভো।

স ইত্থং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্।
প্রজাপতিপতিস্তন্বং[১] তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা।
তাং দিশো জগৃহুর্ঘোরাং নীহারং যদ্বিদুস্তমঃ॥ ৩৩

কদাচিদ্ ধ্যায়তঃ স্রষ্টুর্বেদা আসংশ্চতুর্মুখাৎ।
কথং স্রক্ষ্যাম্যহং লোকান্ সমবেতান্ যথা পুরা॥ ৩৪

চাতুর্হোত্রং কর্মতন্ত্রমুপবেদনয়ৈঃ সহ।
ধর্মস্য পাদাশ্চত্বারস্তথৈবাশ্রমবৃত্তয়ঃ॥ ৩৫

বিদুর উবাচ

স বৈ বিশ্বসৃজামীশো বেদাদীন্ মুখতোঽসৃজৎ।
যদ্ যদ্ যেনাসৃজদ্ দেবস্তন্মে[২] ব্রূহি তপোধন॥ ৩৬

মৈত্রেয় উবাচ

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্বাদিভির্মুখৈঃ।
শস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ॥ ৩৭

আয়ুর্বেদং ধনুর্বেদং গান্ধর্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যং চাসৃজদ্ বেদং ক্রমাৎ পূর্বাদিভির্মুখৈঃ॥ ৩৮

ইতিহাস পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্বদর্শনঃ॥ ৩৯

ষোড়শ্যুক্থৌ[৩] পূর্ববক্ত্রাৎ পুরীষ্যগ্নিষ্টুতাবথ।
আপ্তোর্যামাতিরাত্রৌ চ বাজপেয়ং সগোসবম্॥ ৪০

সেই পরমপুরুষ ভগবানকে প্রণাম করি। এই সময়ে তিনিই ধর্মকে রক্ষা করতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ধর্মরক্ষা করুন'॥ ৩২ ॥ নিজপুত্র মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদের এইরকম বাক্য প্রয়োগ করতে দেখে প্রজাপতি পিতা ব্রহ্মা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং ব্রীড়াবশত তাদের সামনেই নিজ দেহ পরিত্যাগ করলেন। তখন ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই নিন্দনীয় শরীরটি দিকসকল গ্রহণ করল। সেটিই কুয়াশা-রূপে পরিণত হল, যাকে অন্ধকারও বলা হয় ॥ ৩৩ ॥

এক সময়ে ব্রহ্মা চিন্তা করছিলেন যে 'পূর্ব পূর্ব কল্পের মতো সুব্যবস্থিতরূপে কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করব ?' সেই সময় তাঁর চারটি মুখ থেকে চার বেদ উদ্‌গত হল॥ ৩৪ ॥ এ ছাড়া চাতুর্হোত্র বা হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা—এই চার প্রকার ঋত্বিক্—সাধ্য কর্ম, উপবেদ ও ন্যায়শাস্ত্র সহ কর্মতন্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞবিস্তার, (তপ, বিদ্যা, দান ও সত্যরূপ) ধর্মের চতুষ্পাদ এবং আশ্রম চতুষ্টয় এবং আশ্রমোচিত বিধিসমূহ—এই সবই ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় থেকে উৎপন্ন হয়েছিল॥ ৩৫ ॥

বিদুর প্রশ্ন করলেন, হে তপোধন ! প্রজাপতি-পিতা ব্রহ্মা তাঁর মুখচতুষ্টয় থেকে বেদ চতুষ্টয় উৎপন্ন করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর কোন মুখ থেকে কী কী সৃষ্টি করেছেন, আপনি দয়া করে সেই বৃত্তান্ত আমাকে বলুন॥ ৩৬ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! নিজের পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর মুখ থেকে ব্রহ্মা যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ প্রকাশ করেছেন এবং এইভাবেই যথাক্রমে শস্ত্র (হোতৃকর্ম), ইজ্যা (অধ্বর্যুকর্ম), স্তুতিস্তোম (উদ্‌গাতৃকর্ম) এবং প্রায়শ্চিত্ত (ব্রহ্মার কর্ম) এই সব সৃষ্টি করেছেন॥ ৩৭ ॥ অনন্তর আয়ুর্বেদ (চিকিৎসাশাস্ত্র), ধনুর্বেদ (শস্ত্রবিদ্যা), গান্ধর্ববেদ (সঙ্গীতশাস্ত্র) ও স্থাপত্যবেদ (শিল্পবিদ্যা)—এই চার উপবেদও ক্রমশ ওই পূর্বোক্ত চারটি মুখ থেকে উৎপন্ন করেছেন॥ ৩৮ ॥ তারপর সর্বদর্শী ভগবান ব্রহ্মা তাঁর সব মুখ থেকেই ইতিহাস-পুরাণ শাস্ত্র নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেছেন॥ ৩৯ ॥ এই ক্রমানুযায়ী প্রথমত পূর্বমুখ থেকে ষোড়শী ও উক্‌থ নামক যজ্ঞপদবিশেষ, এরপরে অগ্নিচয়ন ও অগ্নিষ্টোম আপ্তোর্যাম, অতিরাত্র নামক

[১]প্রা.পা.—তন্বীং। [২]প্রা.পা.—দিষ্ট্যা তন্মে। [৩]প্রা.পা.— ষোড়শোক্থঃ পূর্ব.।

বিদ্যা দানং তপঃ সত্যং ধর্মস্যেতি পদানি চ।
আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যমসৃজৎ সহ বৃত্তিভিঃ॥ ৪১

সাবিত্রং প্রাজাপত্যং চ ব্রাহ্মং চাথ বৃহত্তথা।
বার্তাসঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে॥ ৪২

বৈখানসা বালখিল্যৌদুম্বরাঃ ফেনপা বনে।
ন্যাসে[১] কুটীচকঃ পূর্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ॥ ৪৩

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ[২]॥ ৪৪

যাগদ্বয় এবং বাজপেয় ও গোসব নামক যজ্ঞদ্বয় অন্যান্য মুখ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন॥ ৪০ ॥ বিদ্যা, দান, তপ ও সত্য—ধর্মের এই চারটি পাদ এবং বৃত্তিসমেত চার আশ্রমও এই ক্রমেই প্রকাশ হয়॥ ৪১ ॥ সাবিত্র (উপনয়ন সংস্কারের পরে গায়ত্রী অধ্যয়নের জন্য তিন দিনের ব্রহ্মচর্যব্রত), প্রাজাপত্য (বৎসরকালব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত), ব্রাহ্ম (বেদ অধ্যয়ন শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যব্রত) ও বৃহৎ (আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত)—ব্রহ্মচারীদের এই চারটি ব্রত, তথা বার্তা (অনিষিদ্ধ কৃষি প্রভৃতি বৃত্তি), সঞ্চয় (যাজনাদি বৃত্তি), শালীন (অযাচিত বৃত্তি) এবং শিলোঞ্ছ (ক্ষেত্রাদিতে পড়ে থাকা শস্যকণা এবং শস্যাস্তূপে পরিত্যক্ত শস্যকণা সংগ্রহ বৃত্তি), গৃহস্থাশ্রমের এই চার রকম বৃত্তি॥ ৪২ ॥ এইভাবে বৃত্তিভেদে বৈখানস (পতিত ক্ষেত্রে বিনা রোপনে স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে পক্ব হয়েছে এই রকম শস্যাদি দ্বারা যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন), বালখিল্য (নতুন অন্নাদি লাভ হলে পুরানো সঞ্চিত অন্ন যাঁরা পরিত্যাগ করেন), উদুম্বর (প্রাতঃকালে উত্থিত হয়ে যে দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ে সেই দিক থেকে ফলাদি আহরণ করে জীবিকা নির্বাহকারী) এবং ফেনপ (পক্ব ফল নিজ থেকে মাটিতে পড়লে তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহকারী) এই চার রকম বানপ্রস্থী তথা কুটীচক (এক জায়গায় থেকে আশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানকারী), বহূদক (কর্মকে গৌণ মনে করে জ্ঞানকেই মুখ্য মান্য করে জ্ঞান অভ্যাসকারী), হংস (কেবল জ্ঞানাভ্যাসী) এবং নিষ্ক্রিয় (পরমহংস—জ্ঞানী জীবন্মুক্ত)—এই চার রকম সন্ন্যাসধর্মী ॥ ৪৩ ॥ এই ক্রম অনুসারে আন্বীক্ষিকী (মোক্ষদায়ী আত্মবিদ্যা), ত্রয়ী (স্বর্গাদি ফলদায়ী কর্মবিদ্যা), বার্তা (কৃষি বাণিজ্যাদি শাস্ত্র) এবং দণ্ডনীতি (রাজনীতি)—এই চার বিদ্যা তথা চার ব্যাহৃতিও (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিন এবং চতুর্থ মহঃ একত্রে চার ব্যাহৃতির কথা আশ্বলায়ন মুনি তাঁর গৃহ্যসূত্রে বলেছেন—'এবং ব্যাহৃতয়ঃ প্রোক্তা ব্যস্তাঃ সমস্তাঃ।' অথবা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও মহঃ—এই চার ব্যাহৃতি। শ্রুতিতে যেমন বর্ণনা রয়েছে—'ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীমাহ। বাচমস্য প্রবেদয়তে মহঃ ইত্যাদি।) ব্রহ্মার চার মুখ থেকে উৎপন্ন

[১]প্রা.পা.—ন্যাসী। [২]প্রা.পা.—দক্ষতঃ।

তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ।
ত্রিষ্টুম্মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুব্ জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ॥ ৪৫

মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ।
স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃতঃ॥ ৪৬

উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তঃস্থা বলমাত্মনঃ।
স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ॥ ৪৭

শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ।
ব্রহ্মাবভাতি বিততো নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ॥ ৪৮

ততোঽপরামুপাদায় স সর্গায় মনো দধে।
ঋষীণাং ভূরিবীর্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতম্॥ ৪৯

জ্ঞাত্বা তদ্‌ধৃদয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব।
অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা॥ ৫০

ন হ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্।
এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবং চাবেক্ষতস্তদা॥ ৫১

কস্য রূপমভূদ্ দ্বেধা যৎ কায়মভিচক্ষতে।
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত॥ ৫২

যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রী যাঽসীচ্ছতরূপাখ্যা[১] মহিষ্যস্য[২] মহাত্মনঃ॥ ৫৩

তদা মিথুনধর্মেণ প্রজা হ্যেধাম্বভূবিরে[৩]।
স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ॥ ৫৪

হয়েছেন এবং তাঁর হৃদয়াকাশ থেকে ওঁকার আবির্ভূত হয়েছেন॥ ৪৪ ॥ সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার রোমসমূহ থেকে উষ্ণিক্, ত্বক থেকে গায়ত্রী, মাংস থেকে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু থেকে অনুষ্টুপ, অস্থিসমূহ থেকে জগতী, মজ্জা থেকে পংক্তি এবং প্রাণ থেকে বৃহতী ছন্দসকলের উৎপত্তি হয়েছে। এইভাবেই স্পর্শবর্ণসমূহ (ক বর্গাদি পঞ্চবর্গ) তাঁর জীবন এবং স্বরবর্ণসমূহ (অকারাদি) দেহ বলে কথিত হয়॥ ৪৫-৪৬ ॥ তাঁর ইন্দ্রিয়সকলকে উষ্মবর্ণ (শ ষ স হ) এবং বলকে অন্তঃস্থ (য র ল ব) বর্ণ বলা হয়। তাঁর ক্রীড়া থেকে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম—এই সপ্ত স্বর উৎপন্ন হয়েছে॥ ৪৭ ॥ হে তাত ! ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মস্বরূপ। তিনি বৈখরীরূপে ব্যক্ত আর ওঙ্কাররূপে অব্যক্ত। তাঁর ঊর্ধ্বে যে পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম সর্বত্র রয়েছেন, তিনিই নানাপ্রকার শক্তি দ্বারা বিকশিত হয়ে ইন্দ্রাদিরূপে প্রকটমূর্তি হয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকেন॥ ৪৮ ॥

হে বিদুর ! ব্রহ্মা পূর্বের কামাসক্ত তনু—যে তনু নীহারময় তমোরূপে অর্থাৎ কুয়াশায় পরিণত হয়েছিল, সেটি পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে বিশ্বসৃষ্টির কথা চিন্তা করলেন ; মরীচি প্রভৃতি মহাবীর্যশালী ঋষিদের দ্বারাও সৃষ্টির বিস্তার বিশেষ হচ্ছে না দেখে তিনি আবার চিন্তা করতে লাগলেন—'আহা ! বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে প্রতিনিয়ত সৃষ্টিবিষয়ে আমি যত্নবান হওয়া সত্ত্বেও প্রজা বৃদ্ধি হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যে দৈব বোধ হয় প্রতিকূল।' যথাকর্তব্য পালনকারী ব্রহ্মা যখন দৈবের সম্বন্ধে এইরকম বিচারবিবেচনা করছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁর শরীরটি দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। ব্রহ্মার নাম 'ক'। তাঁর থেকে জাত হওয়ার ফলে শরীরকে 'কায়' বলা হয়। সেই বিভক্ত শরীরের দুটি ভাগ থেকে স্ত্রী ও পুরুষের এক মিথুন প্রকাশ হল॥ ৪৯-৫২ ॥ তার মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি সার্বভৌম সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু হলেন এবং যিনি স্ত্রী, তিনি সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর মহারানি শতরূপা হলেন॥ ৫৩ ॥ সেই থেকে মিথুনধর্ম (স্ত্রী-পুরুষ-সম্ভোগ) দ্বারা প্রজাসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল। মহারাজ স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপার গর্ভে পাঁচটি সন্তান উৎপাদন করলেন॥ ৫৪ ॥ হে

[১]প্রা.পা.—বাসী.। [২]প্রা.পা.—মহিষাথ। [৩]প্রা.পা.—হ্যেবং বভূবিরে।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম॥ ৫৫

সুজনপ্রবর বিদুর ! সেই পাঁচটি সন্তানের মধ্যে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুটি ছেলে এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিনটি কন্যা হল॥ ৫৫ ॥ স্বায়ম্ভুব মনু প্রথমা কন্যা আকূতিকে রুচিনামক ঋষির সাথে, মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে কর্দমঋষির সাথে আর প্রসূতিকে দক্ষ প্রজাপতির সাথে বিবাহ দিলেন। এই তিন কন্যার সন্তানদের দ্বারাই জগৎ ভরে গেছে॥ ৫৬ ॥

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দমায় তু মধ্যমাম্।
দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিং চ যত আপূরিতং জগৎ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বরাহ অবতারের উপাখ্যান

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য বাচং বদতো মুনেঃ পুণ্যতমাং নৃপ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কৌরব্যো বাসুদেবকথাদৃতঃ॥ ১

বিদুর উবাচ

স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ সম্রাট্ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রতিলভ্য প্রিয়াং পত্নীং কিং চকার ততো মুনে॥ ২

চরিতং তস্য রাজর্ষেরাদিরাজস্য সত্তম।
ব্রূহি মে শ্রদ্দধানায়[1] বিষ্বক্সেনাশ্রয়ো হ্যসৌ॥ ৩

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য[2]
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
যত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥ ৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! মুনিবর মৈত্রেয় ঋষির কাছে এই সব পুণ্যময় কথা শুনে ভাগবতী লীলাকাহিনীতে অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে বিদুর আবার প্রশ্ন করলেন॥ ১ ॥

বিদুর বললেন—হে মুনিবর ! স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রিয় পুত্র মহারাজ স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়পত্নী শতরূপাকে লাভ করে তারপর কী করলেন ? ॥ ২ ॥ হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ ! আদিরাজ রাজর্ষি স্বায়ম্ভুব মনুর পবিত্র চরিতকথা আমাকে বলুন। তিনি ভগবান শ্রীহরির শরণাপন্ন ছিলেন, সেইজন্য তাঁর চরিতকথা শ্রবণে আমি শ্রদ্ধাশীল হয়েছি॥ ৩ ॥ যাঁর হৃদয়ে শ্রীমুকুন্দচরণারবিন্দ বিরাজমান থাকে সেই পরম বৈষ্ণবগণের গুণকীর্তন শ্রবণ করাই জীবের দীর্ঘকালব্যাপী শাস্ত্র অধ্যয়ন-রূপ শ্রমের শ্রেষ্ঠ ফল, পণ্ডিতগণ এরকম বলেছেন॥ ৪ ॥

[1]প্রা.পা.—শ্রদ্দধানস্য। [2]প্রা.পা.—চিরং শ্র.।

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥ ৫

মৈত্রেয় উবাচ

যদা স্বভার্যয়া সাকং জাতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চেদং বেদগর্ভমভাষত॥ ৬
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং জন্মকৃদ্ বৃত্তিদঃ[১] পিতা।
অথাপি নঃ প্রজানাং তে শুশ্রূষা কেন বা ভবেৎ॥ ৭
তদ্‌বিধেহি নমস্তুভ্যং কর্মস্বীড্যাত্মশক্তিষু।
যৎ কৃত্বেহ যশো বিষ্বগমুত্র চ ভবেদ্ গতিঃ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ

প্রীতস্তুভ্যমহং তাত স্বস্তি স্তাদ্বাং ক্ষিতীশ্বর।
যন্নির্ব্যলীকেন হৃদা শাধি মেত্যাত্মনার্পিতম্॥ ৯
এতাবত্যাত্মজৈর্বীর[২] কার্যা হ্যপচিতির্গুরৌ।
শক্ত্যাপ্রমত্তৈর্গৃহ্যেত সাদরং গতমৎসরৈঃ॥ ১০
স ত্বমস্যামপত্যানি সদৃশান্যাত্মনো গুণৈঃ।
উৎপাদ্য শাস ধর্মেণ গাং যজ্ঞৈঃ পুরুষং যজ ॥ ১১
পরং শুশ্রূষণং মহ্যং স্যাৎ প্রজারক্ষয়া নৃপ।
ভগবাংস্তে প্রজাভর্তুর্হৃষীকেশোঽনুতুষ্যতি॥ ১২
যেষাং ন তুষ্টো ভগবান্ যজ্ঞলিঙ্গো জনার্দনঃ।
তেষাং শ্রমো হ্যপার্থায় যদাত্মা নাদৃতঃ স্বয়ম্॥ ১৩

মনুরুবাচ

আদেশেঽহং ভগবতো বর্তেয়ামীবসূদন[৩]।
স্থানং ত্বিহানুজানীহি প্রজানাং মম চ প্রভো॥ ১৪
যদোকঃ সর্বসত্ত্বানাং মহী মগ্না মহাম্ভসি।
অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্॥ ১৫

শুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! বিদুর সহস্রশীর্ষ ভগবান শ্রীহরির চরণাশ্রিত ভক্ত ছিলেন। তিনি যখন বিনীতভাবে ভাগবতী কথা শ্রবণের প্রার্থনা জানালেন, তাতে মুনিবর মৈত্রেয়ের সর্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—স্বীয় পত্নী শতরূপার সাথে যখন স্বায়ম্ভুব মনু জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তিনি প্রণত ও কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন—॥ ৬ ॥ হে প্রভু ! একমাত্র আপনিই সমস্ত জীবের জন্ম ও জীবিকা প্রদাতা পিতা। তবুও আপনার সন্তান আমরা এমন কোন্ কাজ করতে পারি যার দ্বারা আপনার সেবা করা হয় ? ॥ ৭ ॥ হে পূজ্যপাদ ! আপনাকে নমস্কার। আমার নিজের সামর্থ্যানুরূপ এমন কোনো কাজের নির্দেশ করুন যাতে ইহলোকে সর্বত্র যশ এবং পরলোকে সদ্‌গতি লাভ হতে পারে॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে বৎস ! হে পৃথিবীর অধিশ্বর ! তোমাদের উভয়ের কল্যাণ হোক। আমি তোমার ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি ; কারণ তুমি অকপটে 'আমাকে আদেশ করুন' বলে আমার কাছে আত্মসমর্পন করেছ॥ ৯ ॥ হে বীর ! পিতাকে পুত্রের এভাবেই পূজা করা উচিত। অন্যের (পিতার) প্রতি ঈর্ষা না করে যথাসাধ্য একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর আদেশ প্রতিপালন করা কর্তব্য॥ ১০ ॥ তুমি তোমার এই পত্নীর দ্বারা আত্মসদৃশ গুণশালী সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে ধর্মানুসারে এই পৃথিবী পালন কর এবং যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করো॥ ১১ ॥ হে রাজন্ ! তুমি যদি উত্তমরূপে প্রজাপালন কর, তাতেই আমার পরম সেবা হবে এবং তোমাকে প্রজাপালন করতে দেখলে ভগবান শ্রীহরিও তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন। যজ্ঞমূর্তি জনার্দন যার প্রতি প্রসন্ন না হন, তার সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হয় ; কারণ সে তো প্রকারান্তরে নিজের আত্মারই অনাদর করে॥ ১২-১৩ ॥

মনু বললেন—হে পাপনাশন পিতা ! আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করব ; কিন্তু আপনি এই সংসারে আমার এবং আমার ভাবী সন্তানসন্ততিদের স্থান নির্দেশ করে দিন॥ ১৪ ॥ হে দেব ! প্রাণিগণের নিবাস ধরিত্রী বর্তমানে

[১]প্রা.পা.—বৃদ্ধিদঃ। [২]প্রা.পা.—স্বজৈর্বীরৈঃ। [৩]প্রা.পা.—বর্তেয়মরিসূদন।

মৈত্রেয় উবাচ

পরমেষ্ঠী ত্বপাং মধ্যে তথা সন্নামবেক্ষ্য গাম্।
কথমেনাং সমুন্নেষ্য ইতি দধ্যৌ ধিয়া চিরম্॥ ১৬

সৃজতো[১] মে ক্ষিতির্বার্ভিঃ প্লাব্যমানা রসাং গতা।
অথাত্র কিমনুষ্ঠেয়মস্মাভিঃ সর্গযোজিতৈঃ।
যস্যাহং হৃদয়াদাসং স ঈশো বিদধাতু মে॥ ১৭

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎ সহসানঘ।
বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ॥ ১৮

তস্যাভিপশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল ভারত।
গজমাত্রঃ প্রববৃধে তদদ্ভুতমভূন্মহৎ॥ ১৯

মরীচিপ্রমুখৈর্বিপ্রৈঃ কুমারৈর্মনুনা সহ।
দৃষ্ট্বা তৎসৌকরং রূপং তর্কয়ামাস চিত্রধা॥ ২০

কিমেতৎসৌকরব্যাজং সত্ত্বং দিব্যমবস্থিতম্।
অহো বতাশ্চর্যমিদং নাসায়া মে বিনিঃসৃতম্॥ ২১

দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদ্‌গণ্ডশিলাসমঃ।
অপি স্বিদ্ভগবানেষ যজ্ঞো মে খেদয়ন্মনঃ॥ ২২

ইতি মীমাংসতস্তস্য ব্রহ্মণঃ সহ সূনুভিঃ।
ভগবান্ যজ্ঞপুরুষো জগর্জাগেন্দ্রসন্নিভঃ॥ ২৩

ব্রহ্মাণং হর্ষয়ামাস হরিস্তাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্।
স্বগর্জিতেন ককুভঃ প্রতিস্বনয়তা বিভুঃ॥ ২৪

নিশম্য তে ঘর্ঘরিতং স্বখেদ-
ক্ষয়িষ্ণু মায়াময়শূকরস্য।
জনস্তপঃসত্যনিবাসিনস্তে
ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্মুনয়োঽগৃণন্ স্ম॥ ২৫

প্রলয়সলিলে মগ্ন রয়েছেন। আপনি ধরিত্রীদেবীকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন॥ ১৫ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—পৃথিবীকে জলমধ্যে নিমগ্না দেখে বহুক্ষণ ধরে ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করলেন 'এই পৃথিবীকে আমি কীভাবে উদ্ধার করি॥ ১৬ ॥ প্রজাসৃষ্টিতে আমি যখন ব্যস্ত ছিলাম তখন পৃথিবী জলমগ্না হয়ে রসাতলে চলে গেছে। আমি রয়েছি সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত, সুতরাং এই ব্যাপারে আমার কর্তব্য কী ? যাঁর সংকল্পমাত্রই আমার জন্ম, সেই সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরিই এখন আমার কর্তব্য বিধান করুন'॥ ১৭ ॥

হে নিষ্পাপ বিদুর ! ব্রহ্মা যখন এই রকম চিন্তা করছেন তখন হঠাৎ তাঁর নাসাচ্ছিদ্র দিয়ে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ এক বরাহ শিশু নির্গত হল॥ ১৮ ॥ হে ভারত ! সাথে সাথেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সেই বরাহ শিশু আকাশপথে অবস্থান করে ব্রহ্মার চোখের সামনে দেখতে দেখতে এক বিশাল হস্তীর শরীর পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে গেল॥ ১৯ ॥ ওই বিশাল বরাহমূর্তি দেখে ব্রহ্মা, তাঁর পুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, সনকাদি মুনিগণ ও রাজর্ষি স্বায়ম্ভুব মনু প্রমুখ সকলে নানাপ্রকার বিচারবিবেচনা করতে লাগলেন—॥ ২০ ॥ আহা ! শূকরের রূপে কোন দিব্য প্রাণী আজ এখানে প্রকট হলেন ? কি আশ্চর্যের ব্যাপার ! ইনি তো এইমাত্র আমার নাসিকাপথের থেকে নির্গত হলেন॥ ২১ ॥ প্রথমে তো এঁকে অঙ্গুষ্ঠাগ্রপরিমাণ দেখেছিলাম, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে ইনি এই বিশাল প্রস্তরখণ্ডের সমান আকৃতি ধারণ করেছেন। যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীহরিই নিশ্চয় এইরূপে আমাদের মনে সংশয় উৎপাদন করছেন॥ ২২ ॥ ব্রহ্মা ও তাঁর পুত্রগণ এইরকম চিন্তারত ছিলেন, ইতিমধ্যে যজ্ঞেশ্বর ভগবান পর্বতাকার হয়ে গর্জন করে উঠলেন॥ ২৩ ॥ সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি নিজ গর্জনে সমস্তদিক প্রতিধ্বনিত করে ব্রহ্মা ও মরীচি প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে আনন্দিত করলেন॥ ২৪ ॥ নিজ নিজ দুঃখনিবারণকারী মায়াময় বরাহভগবানের সেই ঘর্ঘরধ্বনি শুনে জনলোক, তপোলোক এবং

[১]প্রাচীন বইয়ে 'সৃজতো মে' এই শ্লোকের আগে—
পীতং ময়া জলং সর্বং পৃথিবী বাপি বেশিতা। প্রজা দেবাসুরপিতৄন্ মনুষ্যপশুপক্ষিণঃ॥
সরীসৃপা নগা নাগা ভূতান্যুচ্চাবচানি চ॥
—এই দেড় শ্লোক বেশি আছে।

তেষাং সতাং বেদবিতানমূর্তি-
ব্রহ্মাবধার্যাত্মগুণানুবাদম্।
বিনদ্য ভূয়ো বিবুধোদয়ায়
গজেন্দ্রলীলো জলমাবিবেশ॥ ২৬

উৎক্ষিপ্তবালঃ খচরঃ কঠোরঃ
সটা বিধুন্বন্ খররোমশত্বক্।
খুরাহতাভ্রঃ সিতদংষ্ট্র[১] ঈক্ষা-
জ্যোতির্বভাসে ভগবান্মহীধ্রঃ॥ ২৭

ঘ্রাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্
ক্রীড়াপদেশঃ স্বয়মধ্বরাঙ্গঃ।
করালদংষ্ট্রোঽপ্যকরালদৃগ্‌ভ্যা-
মুদ্বীক্ষ্য বিপ্রান্ গৃণতোঽবিশৎ কম্॥ ২৮

স বজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগ-
বিশীর্ণকুক্ষিঃ স্তনয়ন্নুদন্বান্।
উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্মিভুজৈরিবার্ত[২]-
শ্চুক্রোশ যজ্ঞেশ্বর পাহি মেতি॥ ২৯

খুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্দরয়ংস্তদাঽপ
উৎপারপারং ত্রিপরূ[৩] রসায়াম্।
দদর্শ গাং তত্র সুষুপ্সুরগ্রে
যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত্ত॥ ৩০

স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং নিমগ্নাং[৪]
স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ।
তত্রাপি দৈত্যং গদয়াঽপতন্তং
সুনাভসন্দীপিততীব্রমন্যুঃ[৫]॥ ৩১

সত্যলোকনিবাসী মুনিগণ বেদত্রয়োক্ত পবিত্র মন্ত্রধ্বনির দ্বারা তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ২৫ ॥ বেদে ভগবানের স্বরূপের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে স্তুতি করলেন, সেই বেদমন্ত্রসমূহ অবধারণ করে ভগবান অতীব সন্তুষ্ট হলেন এবং আবার একবার গর্জন করে দেবতাদের মঙ্গল সাধনের জন্য গজরাজের মতো লীলা করতে করতে জলের মধ্যে ঢুকে গেলেন॥ ২৬ ॥ বরাহরূপী ভগবান পুচ্ছাগ্র উৎক্ষিপ্ত করে তীব্রবেগে লাফ দিয়ে আকাশে উঠে তাঁর ঘাড়ের রোমরাজিকে অর্থাৎ কেশরসমূহকে কাঁপিয়ে খুরের আঘাতে মেঘ সকলকে বিদীর্ণ করতে লাগলেন। তাঁর শরীর বড়ই কঠিন ছিল, চামড়ার ওপর কর্কশ রোমরাজি বিন্যস্ত ছিল, দন্তরাজি ছিল শুভ্র এবং চোখের থেকে জ্যোতি নির্গত হয়ে তাঁর অপরূপ শোভা হয়েছিল॥ ২৭ ॥ সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্তি ভগবান শূকররূপী হয়ে পশুর অনুকরণে ঘ্রাণের দ্বারা ধরিত্রীদেবীকে খুঁজতে খুঁজতে চলেছিলেন। তাঁর দাঁতগুলি অত্যন্ত ভয়ংকর ছিল। তার ফলে যদিও তাঁকে অত্যন্ত করাল মনে হচ্ছিল তবুও স্তবকারী মরীচি প্রভৃতি মুনিঋষিদের দিকে অতি প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করে তিনি জলের মধ্যে প্রবেশ করলেন॥ ২৮ ॥ তাঁর বজ্রময় পর্বত সদৃশ কঠিন কলেবর যখন জলের মধ্যে পড়ল, সেই পতনের বেগে মনে হল যেন সমুদ্রের উদর বিদীর্ণ হয়ে গেল আর সমুদ্র ভেতর থেকে মেঘের গুরু গুরু শব্দের মতো ভীষণ আওয়াজ করে যেন নিজের উত্তাল তরঙ্গরূপ বাহু ওপরে তুলে আর্তস্বরে চীৎকার করে কেঁদে বললেন, 'হে যজ্ঞেশ্বর আমাকে রক্ষা কর।'॥ ২৯ ॥ তখন ভগবান যজ্ঞমূর্তি নিজের ক্ষুরপ্র অর্থাৎ আয়তাগ্র বাণের মতো পায়ের খুর দিয়ে সেই অপার প্রলয়জলরাশির জলকে বিদীর্ণ করে রসাতলে পৌঁছে সমস্ত প্রাণিগণের আশ্রয়ভূতা পৃথিবীকে দেখতে পেলেন। পূর্বে প্রলয়সময়ে ভগবান সেই কারণসলিলে শয়নেচ্ছু হয়ে নিজেই এই পৃথিবীকে তাঁর উদরে লীন করে রেখেছিলেন॥ ৩০ ॥ অনন্তর সেই বরাহরূপী ভগবান রসাতলস্থিতা জলমগ্না পৃথিবীকে নিজের দন্তাগ্র দিয়ে ধারণ করে রসাতল থেকে ওপরে উঠে সম্যকরূপে শোভিত

[১]প্রা.পা.—সিতশৃঙ্গ। [২]প্রা.পা.—র্মিকরৈ.। [৩]প্রা.পা.—নৃপতে। [৪]প্রা.পা.—বিমগ্নাং। [৫]প্রা.পা.—সন্নাদসংদী.।

জঘান রুন্ধানমসহ্যবিক্রমং
স লীলয়েভং মৃগরাড়িবাম্ভসি।
তদ্রক্তপঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডো
যথা গজেন্দ্রো জগতীং বিভিন্দন্॥ ৩২

তমালনীলং সিতদন্তকোট্যা
ক্ষ্মামুৎক্ষিপন্তং গজলীলয়াঙ্গ।
প্রজ্ঞায় বদ্ধাঞ্জলয়োঽনুবাকৈ-
র্বিরিঞ্চিমুখ্যা উপতস্থুরীশম্॥ ৩৩

ঋষয় উচুঃ

জিতং জিতং তেঽজিত যজ্ঞভাবন
ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ।
যদ্রোমগর্তেষু[১] নিলিল্যুরধ্বরা-
স্তস্মৈ নমঃ কারণশূকরায় তে[২]॥ ৩৪

রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং
দুর্দর্শনং[৩] দেব যদধ্বরাত্মকম্।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হিরোম-
স্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রম্॥ ৩৫

স্রুক্‌তুণ্ড আসীৎ স্রুব ঈশ নাসয়ো-
রিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে।
[৪]প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্তু তে
যচ্চর্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্॥ ৩৬

দীক্ষানুজন্মোপসদঃ[৫] শিরোধরং
ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ।
জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব[৬] শীর্ষকং ক্রতোঃ
সভ্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো[৭] হি তে॥ ৩৭

হলেন। জল থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে তাঁর পথে বাধা দেবার জন্য মহাপরাক্রমী হিরণ্যাক্ষ জলের মধ্যেই গদাহাতে তাঁকে আক্রমণ করল। তা দেখে বরাহদেবের মনে তীব্র ক্রোধ সুদর্শন চক্রের মতো জ্বলে উঠল এবং সিংহ যেমন অনায়াসে হাতিকে বধ করে সেইভাবে তিনি হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন। গজেন্দ্র যেমন খেলা করতে করতে পৃথিবীর মাটিকে বিদারণ করে করে লালমাটি দিয়ে মুখ এবং শুঁড় লাল করে ফেলে সেই সময় বরাহদেবের মুখ ও গণ্ডদেশ সেইরকম হিরণ্যাক্ষের রক্ত দিয়ে রঞ্জিত হয়েছিল॥ ৩১-৩২ ॥ হে তাত ! গজরাজের মতো অবলীলাক্রমে শুভ্র দন্তাগ্রের দ্বারা পদ্মফুল ধারণের মতো পৃথিবীকে ঊর্ধ্বদিকে উত্তোলনকারী তমালসদৃশ নীলবর্ণ বরাহদেবকে দেখে ব্রহ্মা তথা মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ নিশ্চিত হলেন যে ইনিই পরমেশ্বর ভগবান। তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৩৩ ॥

ঋষিগণ বললেন—ভগবান অজিত ! আপনার জয় হোক, হে যজ্ঞেশ্বর ! আপনি এই যে আপনার বেদময় দেহকে কম্পিত করছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনার রোমকূপসমূহের মধ্যে সকল যজ্ঞ লীন হয়ে রয়েছে। ধরিত্রীদেবীকে উদ্ধার করার জন্যই আপনি শূকররূপ ধারণ করেছেন, আপনাকে নমস্কার॥ ৩৪ ॥ হে দেব ! পাপীদের পক্ষে আপনার এই শরীরের দর্শন অতীব দুঃসাধ্য ; কারণ এই শরীর যজ্ঞরূপ। এই যজ্ঞাকার রূপের চর্মে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ, লোমসমূহে কুশ, নেত্রে যজ্ঞীয় আজ্য অর্থাৎ ঘৃত এবং চরণে হোত্রাদি কর্মচতুষ্টয়—হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা—এই চার ঋত্বিকের কর্মচতুষ্টয়॥ ৩৫ ॥ হে ঈশ ! আপনার মুখাগ্রে স্রুক নামক যজ্ঞীয় পাত্র, নাসিকাবিবরে স্রুবা অর্থাৎ অপর যজ্ঞীয় পাত্র, উদরে ইড়া অর্থাৎ যজ্ঞীয় ভোজনপাত্র, কর্ণে চমস অর্থাৎ যজ্ঞপাত্রবিশেষ, মুখে প্রাশিত্র (ব্রহ্মভাগপাত্র) এবং মুখের মধ্যবর্তী রন্ধ্রে গ্রহ অর্থাৎ সোমপাত্র। হে ভগবান ! আপনার যে চর্বন তাই অগ্নিহোত্র॥ ৩৬ ॥ আপনার বার বার অবতীর্ণ হওয়াই যজ্ঞস্বরূপ। আপনার দীক্ষণীয় ইষ্টি (দীক্ষা), গ্রীবাদেশে উপসদ্ (ইষ্টিত্রয়) ; দন্ত দুটি প্রায়ণীয়

[১]প্রা.পা.—মকূপেষু। [২]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'তে' নেই। [৩]প্রা.পা.—ন রোচতে দেব। [৪]প্রা.পা.—পোশিত্র.। [৫]প্রা.পা.—ভুজজোপ.। [৬]প্রা.পা.—প্রবস্যাস্তব। [৭]প্রা.পা.—অবরং তে।

সোমস্তু[1] রেতঃ সবনান্যবস্থিতিঃ
সংস্থাবিভেদাস্তব দেব ধাতবঃ।
সত্রাণি সর্বাণি শরীরসন্ধি-
স্ত্বং সর্বযজ্ঞক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ॥ ৩৮

নমো নমস্তেঽখিলমন্ত্রদেবতা-
দ্রব্যায় সর্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে।
বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিত-
জ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ॥ ৩৯

দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা ভগবংস্ত্বয়া ধৃতা
বিরাজতে ভূধর ভূঃ সভূধরা।
যথা বনান্নিঃসরতো দতা ধৃতা
মতঙ্গজেন্দ্রস্য সপত্রপদ্মিনী॥ ৪০

ত্রয়ীময়ং রূপমিদং চ সৌকরং
ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধৃতেন তে।
চকাস্তি শৃঙ্গোঢ়ঘনেন ভূয়সা
কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ॥ ৪১

সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং
লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা।
বিধেম চাস্যৈ নমসা সহ ত্বয়া
যস্যাং স্বতেজোঽগ্নিমিবারণাবধাঃ[2]॥ ৪২

কঃ শ্রদ্দধীতান্যতমস্তব প্রভো
রসাং গতায়া ভুব উদ্বিবর্হণম্।
ন বিস্ময়োঽসৌ ত্বয়ি বিশ্ববিস্ময়ে
যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্॥ ৪৩

অর্থাৎ দীক্ষা পরবর্তী ইষ্টি এবং উদয়নীয় অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপ্তির ইষ্টি ; জিহ্বা প্রবর্গ্য (উপসদের পূর্বে ক্রিয়মান মহাবীর নামক যজ্ঞবিশেষ), শিরদেশ সভ্য অর্থাৎ হোমরহিত অগ্নি ও আবসথ্য অর্থাৎ উপাসনাগ্নি এবং প্রাণপঞ্চকই চিতি অর্থাৎ যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন॥ ৩৭ ॥ হে দেব ! আপনার শুক্রই সোমরস, আসন (অবস্থিতি) প্রাতঃসবনাদি তিন সবন, আপনার ত্বক, মাংস, রুধির, স্নায়ু, অস্থি, মেদ ও মজ্জা এই সপ্তধাতু অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম—এই সপ্ত যজ্ঞ তথা শরীরের সন্ধিসকলই সমস্ত সত্র যাগ। আপনি সোমরহিত ও সোমসহিত সমস্ত যাগস্বরূপ। যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ ইষ্টিসমূহ আপনার অঙ্গসমূহের একত্র বন্ধনকারী মাংসপেশীস্বরূপ॥ ৩৮ ॥ সমস্ত মন্ত্র, দেবতা, দ্রব্য, যজ্ঞ এবং কর্ম আপনারই স্বরূপ। আপনাকে নমস্কার। বৈরাগ্য, ভক্তি ও মানসিক একাগ্রতার দ্বারা লভ্য জ্ঞানস্বরূপ আপনিই, আবার আপনিই সেই ভগবানের উপদেশকর্তা, সকলের বিদ্যাগুরু, আপনাকে বার বার নমস্কার॥ ৩৯ ॥ হে ধরিত্রীধর ভগবান ! কোনো গজরাজ তার দাঁতের ওপরে পত্রযুক্ত কমলিনী নিয়ে জলের থেকে উঠে এলে যেমন সুন্দর দেখায়, আপনার দাঁতের ওপরে ধৃত এই পর্বতাদি-মণ্ডিত পৃথিবীও সেই রকম সুন্দর দেখাচ্ছে॥ ৪০ ॥ পর্বতশিখরে অবস্থিত মেঘখণ্ডের দ্বারা পর্বতশ্রেষ্ঠ কুলাচলের যেমন শোভা হয় আপনার দাঁতের ওপরে রাখা ভূমণ্ডলের সাথে আপনার এই বেদময় বরাহবিগ্রহ ঠিক তেমনই শোভা পাচ্ছে॥ ৪১ ॥ হে নাথ ! স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসমূহের সুখে থাকার জন্য আপনি আপনার পত্নী জগন্মাতা পৃথিবীকে জলের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি জগৎপিতা, অরণিতে অগ্নি স্থাপনের মতো আপনি এই ধরিত্রীর মধ্যে ধারণশক্তিরূপ আপনার তেজ নিহিত করেছেন। আমরা আপনাকে ও পৃথিবীমাতাকে প্রণাম করছি॥ ৪২ ॥ হে প্রভু ! রসাতলে নিমগ্না এই পৃথিবীকে উদ্ধার করার সাহস আপনি ছাড়া আর কার আছে। কিন্তু আপনি তো সমস্ত বিস্ময়ের আধার, তাই আপনার পক্ষে এই কাজ কোনো আশ্চর্যের ব্যাপারই নয়। আপনিই আপনার মায়াশক্তিদ্বারা এই অত্যাশ্চর্য বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন॥ ৪৩ ॥ আপনার এই

[1]প্রা.পা.—সোমস্চ। [2]প্রা.পা.—গ্নিরিবা.।

বিধুন্বতা বেদময়ং নিজং বপু-
র্জনস্তপঃসত্যনিবাসিনো বয়ম্।
সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভি-
র্বিমৃজ্যমানা ভৃশমীশ পাবিতাঃ॥ ৪৪
স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষতে
যঃ কর্মণাং পারমপারকর্মণঃ।
যদ্‌যোগমায়াগুণযোগমোহিতং
বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ বিধেহি শম্॥ ৪৫

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যুপস্থীয়মানস্তৈর্মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সলিলে স্বখুরাক্রান্ত উপাধত্তাবিতাবনিম্॥ ৪৬
স ইত্থং ভগবানুর্বীং বিষ্বক্সেনঃ প্রজাপতিঃ।
রসায়া লীলয়োন্নীতামপ্সু ন্যস্য যযৌ হরিঃ॥ ৪৭
য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ
কথাং সুভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ।
শৃণ্বীত ভক্ত্যা শ্রবয়েত বোশতীং
জনার্দনোঽস্যাশু[১] হৃদি প্রসীদতি॥ ৪৮
তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ
কিং দুর্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ
স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্॥ ৪৯
কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥ ৫০

বেদময় বরাহমূর্তি কম্পিত করার ফলে আপনার কেশরাগ্রবিক্ষিপ্ত পরম পবিত্র জলবিন্দু যখন উচ্ছলিত হয়ে আমাদের অঙ্গে ছিটিয়ে পড়ছে, সেই পবিত্র জলে অভিষিক্ত হয়ে জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকবাসী আমরা (মুনিগণ) পবিত্র হচ্ছি॥ ৪৪ ॥ যে মানুষ বিপুলকর্মা আপনার কর্মের শেষ জানতে ইচ্ছা করে, তার নিশ্চয়ই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে কারণ আপনার কর্মের কোনো অন্ত নেই। আপনারই যোগমায়ার সত্ত্বাদি ত্রিগুণে এই সমগ্র জগৎ মোহিত হয়ে রয়েছে। হে ভগবান! আপনি আমাদের কল্যাণ করুন॥ ৪৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে মহামতি বিদুর! ব্রহ্মবাদী মুনিগণ দ্বারা এইভাবে সংস্তুত হয়ে বিশ্বপালক বরাহরূপী ভগবান নিজের পায়ের খুর দিয়ে জলকে স্তম্ভিত করে তার ওপর পৃথিবীকে স্থাপিত করে দিলেন॥ ৪৬ ॥ এইভাবে রসাতল থেকে লীলাভরে পৃথিবীকে নিয়ে এসে জলের ওপর রেখে প্রজাপালক বিষ্বক্সেন ভগবান শ্রীহরি অন্তর্ধান করলেন॥ ৪৭ ॥

হে বিদুর! সেই বরাহরূপী ভগবানের লীলাময় চরিত্র সর্বদা কীর্তনীয় এবং সেই চরিত্রে বুদ্ধি অনুরক্ত হলে সর্বপাপের নাশ হয়। যে পুরুষ তাঁর এই মঙ্গলময়ী হৃদ্য কীর্তিগাথা ভক্তিযুক্ত চিত্তে শ্রবণ করে অথবা শ্রবণ করায় তার প্রতি ভক্তবৎসল ভগবান অতি শীঘ্রই আন্তরিকভাবে প্রসন্ন হন॥ ৪৮ ॥ ভগবান তো সকলের সমস্ত কামনাই পূরণ করতে পারেন, তিনি প্রসন্ন হলে সংসারে আর কী দুর্লভ থাকে? আর সেইসব তুচ্ছ কামনার প্রয়োজনই বা কী? যে মানুষ অনন্যভাবে তাঁকে ভজনা করে, তাকে তো সেই অন্তর্যামী পরমাত্মা তাঁর পরমপদই দান করেন॥ ৪৯ ॥ আরে! এই সংসারে পশু ছাড়া পুরুষার্থের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ এমন কোন পুরুষ আছে যে সংসারদুঃখহারিণী ভগবানের প্রাচীন কাহিনীগুলির মধ্যে কোনো না কোনো অমৃতময়ী কথা নিজের কানে একবার শ্রবণ করে তারপরে তার থেকে বিরত থাকতে পারে॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বরাহপ্রাদুর্ভাবানুবর্ণনে[২]
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে
বরাহপ্রাদুর্ভাবানুবর্ণনে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

[১]প্রা.পা.—র্দনস্ত্বসা হৃদি। [২]প্রাচীন বইয়ে 'বরাহপ্রাদুর্ভাবানুবর্ণনে' এই অংশ নেই।

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্দশ অধ্যায়

দিতির গর্ভধারণ

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য কৌষারবিণোপবর্ণিতাং
হরেঃ কথাং কারণশূকরাত্মনঃ।
পুনঃ স পপ্রচ্ছ তমুদ্যতাঞ্জলি-
র্ন চাতিতৃপ্তো বিদুরো ধৃতব্রতঃ॥ ১

বিদুর উবাচ

তেনৈব তু মুনিশ্রেষ্ঠ হরিণা যজ্ঞমূর্তিনা।
আদিদৈত্যো হিরণ্যাক্ষো হত ইত্যনুশুশ্রুম॥ ২
তস্য চোদ্ধরতঃ ক্ষৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ লীলয়া।
দৈত্যরাজস্য চ ব্রহ্মন্ কস্মাদ্ধেতোরভূন্মৃধঃ॥ ৩

মৈত্রেয় উবাচ

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ।
যত্ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্॥ ৪
যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্ধ্ন্যঙ্ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্॥ ৫
অথাত্রাপীতিহাসোঽয়ং শ্রুতো মে বর্ণিতঃ পুরা।
ব্রহ্মণা দেবদেবেন দেবানামনুপৃচ্ছতাম্॥ ৬
দিতির্দাক্ষায়ণী ক্ষত্তর্মারীচং কশ্যপং পতিম্।
অপত্যকামা চকমে সন্ধ্যায়াং হৃচ্ছয়ার্দিতা॥ ৭
ইষ্ট্বাগ্নিজিহ্বং পয়সা পুরুষং যজুষাং পতিম্।
নিম্লোচত্যর্ক আসীনমগ্ন্যাগারে সমাহিতম্॥ ৮

দিতিরুবাচ[১]

এষ মাং ত্বৎকৃতে বিদ্বন্[২] কাম আত্তশরাসনঃ।
দুনোতি দীনাং বিক্রম্য রম্ভামিব মতঙ্গজঃ॥ ৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! প্রয়োজনবশে বরাহমূর্তিপরিগ্রাহী শ্রীহরির লীলাকথা মৈত্রেয় মুনির মুখ থেকে শ্রবণ করেও ধৃতব্রত বিদুরের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হল না; কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন॥ ১ ॥

বিদুর বললেন—হে মুনিবর! আপনার শ্রীমুখ থেকে জানতে পারলাম যে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে ভগবান যজ্ঞমূর্তি বধ করেছিলেন॥ ২ ॥ হে ব্রহ্মন্! সেই বরাহরূপী শ্রীহরি লীলাবশেই নিজের দাঁতের ওপর ধারণ করে জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন। সেই সময়ে দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে কী কারণে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল? ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে ভক্তবীর বিদুর! তুমি আমাকে অতি সুন্দর প্রশ্ন করেছ। কারণ মরণশীল মানুষের মৃত্যুপাশ বিমোচনকারী শ্রীহরির অবতারকাহিনী তুমি শুনতে চেয়েছ॥ ৪ ॥ উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব বাল্যাবস্থাতেই নারদের মুখে হরিকথা শ্রবণ করে তার প্রভাবে মৃত্যুর শিরে পদাঘাত করে শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করেছিলেন॥ ৫ ॥ পুরাকালে একবার দেবতাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা বরাহমূর্তি ভগবান ও হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ইতিহাস বলেছিলেন পরম্পরাক্রমে আমি তা শ্রবণ করেছি॥ ৬ ॥ হে বিদুর! একবার দক্ষকন্যা দিতি পুত্রলাভের ইচ্ছায় কামার্তা হয়ে সন্ধ্যাকালে নিজপতি মরীচিনন্দন কশ্যপকে প্রার্থনা করেন॥ ৭ ॥ কশ্যপমুনি সেই সময়ে ঘৃতাদি দ্বারা অগ্নিজিহ্ব ভগবান যজ্ঞপতিকে আরাধনা করে সূর্যাস্তকালে যজ্ঞশালায় সমাহিতভাবে আসীন ছিলেন॥ ৮ ॥

দিতি বললেন—হে বিজ্ঞবর! মদমত্ত হস্তী যেমনভাবে কদলীবৃক্ষকে নিপীড়ন করে সেইভাবে এই ধনুর্ধর কামদেব আমার মতো অবলার উপর বিক্রম প্রকাশ করে আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমাকে পীড়ন

---

[১]প্রাচীন বইয়ে 'দিতিরুবাচ' এই অংশ মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে। [২]প্রা.পা.—ব্রহ্মন্।

তন্তবান্ দহ্যমানায়াং সপত্নীনাং সমৃদ্ধিভিঃ।
প্রজাবতীনাং ভদ্রং তে ময্যাযুঙ্‌ক্ষ্বামনুগ্রহম্॥ ১০

ভর্তর্যাপ্তোরুমানানাং লোকানাবিশতে যশঃ।
পতির্ভবদ্বিধো যাসাং প্রজয়া ননু জায়তে॥ ১১

পুরা পিতা নো ভগবান্ দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ।
কং বৃণীত বরং বৎসা ইত্যপৃচ্ছত নঃ পৃথক্॥ ১২

স বিদিত্বাঽঽত্মজানাং নো ভাবং সন্তানভাবনঃ।
ত্রয়োদশাদদাত্তাসাং যাস্তে শীলমনুব্রতাঃ॥ ১৩

অথ মে কুরু কল্যাণ কামং কঞ্জবিলোচন।
আর্তোপসর্পণং ভূমন্নমোঘং হি[১] মহীয়সি॥ ১৪

ইতি তাং বীর মারীচঃ কৃপণাং বহুভাষিণীম্।
প্রত্যাহানুনয়ন্ বাচা প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাম্॥ ১৫

এষ তেঽহং বিধাস্যামি প্রিয়ং ভীরু যদিচ্ছসি।
তস্যাঃ[২] কামং ন কঃ কুর্যাৎ সিদ্ধিস্ত্রৈবর্গিকী যতঃ॥ ১৬

সর্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্।
ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈর্যথার্ণবম্॥ ১৭

যামাহুরাত্মনো হ্যর্ধং শ্রেয়স্কামস্য মানিনি।
যস্যাং স্বধুরমধ্যস্য[৩] পুমাংশ্চরতি বিজ্বরঃ॥ ১৮

যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্ দুর্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ।
বয়ং জয়েম হেলাভির্দস্যূন্ দুর্গপতির্যথা॥ ১৯

করছে॥ ৯ ॥ পুত্রবতী সপত্নীদের সুখ-সৌভাগ্য দেখে আমি ঈর্ষাগ্নিতে সতত সন্তপ্তা হচ্ছি। সুতরাং আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন ও আপনার মঙ্গল হোক॥ ১০ ॥ আপনার মতো পতি যাদের গর্ভে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে সেই নারীগণই নিজ পতিদের কাছে আদৃতারূপে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে থাকে। তাদের সৌভাগ্যখ্যাতি ভুবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়॥ ১১ ॥ আমার পিতা দক্ষপ্রজাপতির নিজের কন্যাদের ওপর খুবই স্নেহ ছিল। তিনি একবার আমাদের সকলকে আলাদা আলাদাভাবে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে 'তুমি কাকে নিজের পতিরূপে কামনা কর ?'॥ ১২ ॥ তিনি সদাসর্বদাই তার সন্তানদের মঙ্গলচিন্তা করতেন। তিনি আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরে আপনার স্বভাবের প্রতি অনুরাগিনী আমাদের তেরোজন বোনকে আপনার হাতে সম্প্রদান করেছেন॥ ১৩ ॥ অতএব হে মঙ্গলমূর্তি ! হে কমল-নয়ন ! আপনি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন ; কারণ হে মহত্তম ! আপনার মতো মহাপুরুষের কাছে আমার মতো পীড়িতার আগমন কখনো বিফল হবে না॥ ১৪ ॥

হে বিদুর ! দিতি সেই সময়ে তীব্র কামাবেগে মোহিতা হয়ে অত্যন্ত কাতরা ছিলেন এবং নানাবিধ বাক্যে কাতরভাবে মহামুনি কশ্যপের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। তখন কশ্যপমুনি তাঁর সুমধুর বাণীতে দিতিকে প্রবোধ দিয়ে বললেন॥ ১৫ ॥ 'হে ভীরু ! আমি এখনই তোমার প্রার্থিত কামনা পূর্ণ করব। যেই পত্নী দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি হয়ে থাকে—সেই নিজপত্নীর মনোবাসনা কোন ব্যক্তিই বা পূর্ণ না করেন ?'॥ ১৬ ॥ জলযানের সাহায্যে যেমন মানুষ সমুদ্র পার হয়ে যায় সেইরকমই গৃহিণীবিশিষ্ট গৃহী গার্হস্থ্য আশ্রমকে আশ্রয় করে অন্যান্য আশ্রমগুলির সহায়তা বিধান করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বিপদসমুদ্র পার হয়ে যায়॥ ১৭ ॥ হে মানিনী ! পণ্ডিতগণ এই পত্নীকে ত্রিবিধ পুরুষার্থকামী পুরুষের অর্ধ অঙ্গ বলে থাকেন। সেই অর্ধাঙ্গিনীর ওপর গৃহস্থালির কার্যভার অর্পণ করে পুরুষ নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করে থাকেন॥ ১৮॥ ইন্দ্রিয়রূপ শত্রু অন্যান্য আশ্রমের (ব্রহ্মচর্যাশ্রম) পক্ষে দুর্জয় শত্রু ; কিন্তু দুর্গপতি যেমন দুর্গকে আশ্রয় করে অবলীলাক্রমে দস্যুদের

[১]প্রা.পা.—কর্তুমর্হসি। [২]প্রা.পা.—তস্যাং। [৩]প্রা.পা.—মধ্যাস্য।

ন বয়ং প্রভবস্তাং ত্বামনুকর্তুং গৃহেশ্বরি।
অপ্যায়ুষা বা[১] কার্ৎস্নেন যে চান্যে গুণগৃধ্নবঃ[২] ॥ ২০
অথাপি কামমেতং[৩] তে প্রজাত্যৈ করবাণ্যলম্।
যথা মাং[৪] নাতিবোচন্তি মুহূর্তং প্রতিপালয়॥ ২১
এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ॥ ২২
এতস্যাং সাধ্বি সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
পরীতো ভূতপর্ষদ্ভির্বৃষেণাটতি ভূতরাট্॥ ২৩
শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্র-
বিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ।
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহো
দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে॥ ২৪
ন যস্য[৫] লোকে স্বজনঃ পরো বা
নাত্যাদৃতো নোত কশ্চিদ্ বগর্হ্যঃ।
বয়ং ব্রতৈর্যচ্চরণাপবিদ্ধা-
মাশাস্মহেঽজাং বত ভুক্তভোগাম্॥ ২৫
যস্যানবদ্যাচরিতং মনীষিণো
গৃণন্ত্যবিদ্যাপটলং বিভিৎসবঃ।
নিরস্তসাম্যাতিশয়োঽপি যৎ স্বয়ং
পিশাচচর্যামচরদ্ গতিঃ সতাম্॥ ২৬
হসন্তি যস্যাচরিতং হি দুর্ভগাঃ
স্বাত্মন্ রতস্যাবিদুষঃ সমীহিতম্।
যৈর্বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ
শ্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতম্॥ ২৭
ব্রহ্মাদয়ো যৎকৃতসেতুপালা
যৎকারণং বিশ্বমিদং চ মায়া।
আজ্ঞাকরী তস্য পিশাচচর্যা
অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্॥ ২৮

জয় করেন, সেইরকমই আমরা বিবাহিতা পত্নীকে আশ্রয় করে এই ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদের সহজেই জয় করে থাকি॥ ১৯ ॥ হে গৃহেশ্বরি ! তোমার মতো ভার্যার উপকারের প্রত্যুপকার তো আমি অথবা অন্য কোনো গুণগ্রাহী পুরুষ তার সারা জীবনে বা জন্মান্তরেও পূর্ণভাবে করতে পারে না॥ ২০ ॥ তবুও তোমার এই পুত্রোৎপত্তির কামনা আমি যথাশক্তি অবশ্যই পূর্ণ করব। কিন্তু তুমি মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর যাতে লোকে আমাকে নিন্দা না করে॥ ২১ ॥ রুদ্রাধিকারভুক্ত এই সন্ধ্যাকাল অতি ভীষণ ; রাক্ষসাদি, ভূতপ্রেত প্রভৃতি ঘোর প্রাণীদের অধিকারভুক্ত এবং দর্শনেও ভয় উৎপাদনকারী। এই সময় ভগবান ভূতনাথের অনুচর ভূতপ্রেতাদি সব দিঙ্‌মণ্ডলে পরিভ্রমণ করে॥ ২২ ॥ হে সাধ্বি ! এই সন্ধ্যাকালে ভূতভাবন ভূতপতি ভগবান শংকর তাঁর ভূতপ্রেতাদি অনুচরদের নিয়ে বৃষারোহনে চতুর্দিক পর্যটন করেন॥ ২৩ ॥ শ্মশানের বিঘূর্ণিত বায়ুর ধূলিরাশির দ্বারা যাঁর বিক্ষিপ্ত ও দীপ্তিমান জটাজাল ধূসরিত হয় তথা যাঁর সুবর্ণকান্তি গৌর বর্ণ শরীর ভস্মজালে আচ্ছাদিত সেই তোমার দেবর (শিব তোমার পিতার জামাতা, আমিও তোমার পিতার জামাতা, এই হিসাবে শিব আমার ভ্রাতা, অতএব তোমার দেবর) মহাদেব চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিরূপ তিন নয়ন দিয়ে সব দেখছেন॥ ২৪ ॥ সংসারে তাঁর কেউ আপন বা পর নেই। না তাঁর কাছে কেউ অতিশয় আদরণীয়, না নিন্দনীয়। আমরা সকলে নানাবিধ ব্রত আচরণ করে তাঁর মায়াকেই গ্রহণ করতে চাই, যেই মায়াময় বিভূতিকে তিনি নিরাসক্তভাবে গ্রহণ বা ভোগ করে চরণাঘাতে দূরীকৃত করেছেন ॥ ২৫ ॥ অবিদ্যার আবরণ দূর করার ইচ্ছায় মনীষিগণ তাঁর নির্মল চরিত্র কীর্তন করেন ; তাঁর থেকে বড় তো দূরের কথা, তাঁর সমানও কেউ নেই, তাঁর কাছে শুধু সৎপুরুষগণই পৌঁছতে পারেন। এত সব সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং পিশাচের মতো আচরণ করেন॥ ২৬ ॥ এই মনুষ্যদেহ কুকুরভোজ্য ; এই দেহকে আত্মজ্ঞানে যারা বস্ত্র, আভরণ, মাল্যচন্দনাদি দিয়ে সাজিয়ে রাখে সেই সব পাপিষ্ঠগণই সেই আত্মরত ভগবান শংকরের লোক-শিক্ষারূপ উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তাঁর আচরণ দেখে

[১]প্রা.পা.—চ। [২]প্রা.পা.—কামগৃধ্নবঃ। [৩]প্রা.পা.— মেতত্তে প্রজায়ৈ। [৪]প্রা.পা.—যথা মানিনি বোধন্তি মুহূ.। [৫]প্রা.পা.—তস্য।

মৈত্রেয় [১]উবাচ

সৈবং সংবিদিতে ভর্ত্রা মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া।
জগ্রাহ বাসো ব্রহ্মর্ষের্বৃষলীব[২] গতত্রপা॥ ২৯

স বিদিত্বাথ[৩] ভার্যায়াস্তং নির্বন্ধং বিকর্মণি।
নত্বা দিষ্টায় রহসি তয়াথোপবিবেশ হ॥ ৩০

অথোপস্পৃশ্য সলিলং প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ।
ধ্যায়ঞ্জজাপ বিরজং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্॥ ৩১

দিতিস্তু ব্রীড়িতা তেন কর্মাবদ্যেন ভারত।
উপসঙ্গম্য বিপ্রর্ষিমধোমুখ্যভ্যভাষত॥ ৩২

দিতিরুবাচ[৪]

মা মে গর্ভমিমং ব্রহ্মন্ ভূতানামৃষভো বধীৎ।
রুদ্রঃ পতির্হি ভূতানাং যস্যাকরবমংহসম্॥ ৩৩

নমো রুদ্রায় মহতে দেবায়োগ্রায় মীঢুষে।
শিবায় ন্যস্তদণ্ডায় ধৃতদণ্ডায় মন্যবে॥ ৩৪

স নঃ প্রসীদতাং ভামো ভগবানুর্বনুগ্রহঃ।
ব্যাধস্যাপ্যনুকম্প্যানাং স্ত্রীণাং দেবঃ সতীপতিঃ॥ ৩৫

মৈত্রেয় উবাচ

স্বসর্গস্যাশিষং লোক্যামাশাসানাং প্রবেপতীম্।
নিবৃত্তসন্ধ্যানিয়মো ভার্যামাহ প্রজাপতিঃ॥ ৩৬

কশ্যপ উবাচ

অপ্রায়ত্যাদাত্মনস্তে দোষান্মৌহূর্তিকাদুত।
মন্নিদেশাতিচারেণ দেবানাং চাতিহেলনাৎ[৫]॥ ৩৭

ভবিষ্যতস্তবাভদ্রাবভদ্রে জাঠরাধমৌ।
লোকান্ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি মুহুরাক্রন্দয়িষ্যতঃ॥ ৩৮

উপহাস করে॥ ২৭ ॥ আমরা তো কোন ছার, ব্রহ্মাদি লোকপালগণ পর্যন্ত তাঁর আদিষ্ট ধর্ম-মর্যাদা পালন করে থাকেন। তিনিই এই বিশ্বের অধিষ্ঠান এবং এই মায়াও তাঁর আজ্ঞাবহ। তা সত্ত্বেও তিনি পিশাচবৎ আচরণ করেন। আশ্চর্য ! সেই জগদ্‌ব্যাপক প্রভুর এই অদ্ভুত লীলা কিছুই বোঝার উপায় নেই॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—পতি এইভাবে প্রবোধ দেওয়া সত্ত্বেও সেই কামাতুরা দিতি বেশ্যার মতো নির্লজ্জ হয়ে ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বস্ত্র আকর্ষণ করলেন॥ ২৯ ॥ নিন্দিতকর্মে নিজ পত্নীর ওইরূপ উৎকট আগ্রহ দেখে মহর্ষি কশ্যপ দৈবকে প্রণাম করে দিতির সাথে নির্জনে সঙ্গত হলেন॥ ৩০ ॥ তারপর কশ্যপমুনি স্নান করে প্রাণ ও বাক্ সংযম করে (প্রাণায়াম করে ও মৌনী হয়ে) বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করে তাঁরই বাচক মন্ত্র জপ করতে লাগলেন॥ ৩১ ॥ হে বিদুর ! সেই নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠানের পরে দিতিরও বিষম লজ্জা হল এবং তিনি ব্রহ্মর্ষির কাছে গিয়ে অধোবদনে এই রকম বলতে লাগলেন॥ ৩২ ॥

দিতি বললেন—হে ব্রহ্মন্ ! ভগবান রুদ্র ভূতপতি, আমি তাঁর কাছে অপরাধ করেছি ; তিনি যেন আমার এই গর্ভ নষ্ট না করেন॥ ৩৩ ॥ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, উগ্র এবং রুদ্ররূপী মহাদেবকে নমস্কার করি। তিনি সৎপুরুষদের পরম কল্যাণকারী এবং দণ্ডদানের স্বভাববিরোধী, কিন্তু দুষ্টদের জন্য তিনি ক্রোধমূর্তি দণ্ডপাণি॥ ৩৪ ॥ নারীর প্রতি তো ব্যাধেরাও দয়া প্রদর্শন করে, আর ইনি সতীপতি তো আমার ভগিনীপতি এবং পরম কৃপালু ; সুতরাং তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ৩৫ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! প্রজাপতি কশ্যপ সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম সমাপ্ত করে দেখলেন যে দিতি থরথর করে কাঁপছেন এবং তাঁর সন্তানের লৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করছেন। তখন তিনি দিতিকে বললেন॥ ৩৬ ॥

কশ্যপ বললেন—তোমার চিত্ত কামবাসনায় মলিন ছিল, সময়ও কালদোষে রাক্ষসীবেলা ছিল এবং তুমি আমার আদেশও অমান্য করলে আর দেবতাদের প্রতি

[১]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' এই অংশ নেই। [২]প্রা.পা.—বিপ্রর্ষে.। [৩]প্রা.পা.—বিদিত্বা স্বভার্যা.। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'দিতিরুবাচ' এই অংশ নেই। [৫]প্রা.পা.— চৈব হেল.।

প্রাণিনাং হন্যমানানাং দীনানামকৃতাগসাম্।
স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং কোপিতেষু মহাত্মসু।। ৩৯

তদা বিশ্বেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো ভগবাল্লোঁকভাবনঃ[১]।
হনিষ্যত্যবতীর্যাসৌ যথাদ্রীন্ শতপর্বধৃক্।। ৪০

দিতিরুবাচ

বধং ভগবতা সাক্ষাৎ সুনাভোদারবাহুনা।
আশাসে পুত্রয়োর্মহ্যং মা ক্রুদ্ধাদ্‌ব্রাহ্মণাদ্ বিভো[২]।। ৪১

ন ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ।
নারকাশ্চানুগৃহ্ণন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ।। ৪২

কশ্যপ উবাচ

কৃতশোকানুতাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্শনাৎ।
ভগবত্যুরুমানাচ্চ ভবে ময্যপি[৩] চাদরাৎ।। ৪৩

পুত্রস্যৈব তু[৪] পুত্রাণাং ভবিতৈকঃ সতাং মতঃ।
গাস্যন্তি যদ্‌যশঃ শুদ্ধং ভগবদ্‌যশসা সমম্।। ৪৪

যোগৈর্হেমেব দুর্বর্ণং ভাবয়িষ্যন্তি সাধবঃ।
নির্বৈরাদিভিরাত্মানং যচ্ছীলমনুবর্তিতুম্।। ৪৫

যৎপ্রসাদাদিদং বিশ্বং প্রসীদতি যদাত্মকম্।
স স্বদৃগ্ ভগবান্ যস্য তোষ্যতেঽনন্যয়া দৃশা।। ৪৬

স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা
মহানুভাবো মহতাং মহিষ্ঠঃ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা হ্যনুভাবিতাশয়ে
নিবেশ্য বৈকুণ্ঠমিমং বিহাস্যতি।। ৪৭

অলম্পটঃ শীলধরো গুণাকরো
হৃষ্টঃ পরর্দ্ধ্যা ব্যথিতো দুঃখিতেষু।
অভূতশত্রুর্জগতঃ শোকহর্তা[৫]
নৈদাঘিকং তাপমিবোড়ুরাজঃ।। ৪৮

অবহেলা করেছ।। ৩৭ ।। হে অমঙ্গলময়ী চণ্ডী ! তোমার গর্ভে দুটি অতীব অমঙ্গলময় ও অধম পুত্র জন্ম নেবে। এরা বারংবার লোকপালগণসহ ত্রিভুবনকে পীড়িত করে আর্তনাদ করাবে।। ৩৮ ।। এদের হাতে যখন বহু নিরপরাধ ও দীন প্রাণীর বিনাশ হতে থাকবে, নারীর প্রতি অত্যাচার হতে থাকবে এবং মহাত্মাদের কোপ বৃদ্ধি হতে থাকবে, তখন ত্রিভুবন রক্ষার জন্য জগদীশ্বর প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে অবতাররূপ গ্রহণ করবেন এবং ইন্দ্র যেভাবে পর্বতদের দমন করেন, সেইভাবে তিনি এদের বধ করবেন।। ৩৯-৪০ ।।

দিতি বললেন—হে প্রভু ! আমিও তাই চাই যে যদি আমার পুত্রদ্বয় একান্তই বধ্য হয় তবে তাদের মৃত্যু যেন সাক্ষাৎ চক্রপাণি ভগবানের হাতেই হয়, কোনো ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের শাপ ইত্যাদিতে যেন না হয়।। ৪১ ।। যেসব জীব ব্রহ্মশাপে দগ্ধ অথবা প্রাণিগণের ভয়প্রদ হয়, তারা যে কোনো যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন—নরকের জীবও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না।। ৪২ ।।

কশ্যপমুনি বললেন—হে দেবী ! তুমি আত্মকৃত অপরাধে অনুতপ্ত হয়েছ ও দুঃখপ্রকাশ করেছ এবং সদাই তোমার সঙ্গত-অসঙ্গত বিচার বুদ্ধি জন্মেছে এবং ভগবান বিষ্ণু, শিব এবং আমার প্রতিও তোমার যথেষ্ট ভক্তি আছে, সেইজন্য তোমার এক পুত্রের চারটি পুত্র হবে এবং সেই চারজনের মধ্যে একজন এমন হবে যে সজ্জনদেরও আদরের পাত্র হবে এবং ভক্তজন ভগবানের যশকীর্তনের সাথে তারও যশোগাথা কীর্তন করবে ।। ৪৩-৪৪ ।। খাদযুক্ত ঔজ্জ্বল্যহীন সোনাকে যেমন বারবার উত্তাপ দ্বারা শোধন করা হয় সেই রকম মুমুক্ষুগণ তোমার সেই পৌত্রের স্বভাবের অনুকরণ করার জন্য অহিংসাদি যোগ অবলম্বন করে অন্তঃকরণকে পরিশোধিত করবেন।। ৪৫ ।। যাঁর প্রসাদে তাঁর স্বরূপ-ভূত এই জগৎ প্রসন্ন হয়ে থাকে, সেই স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানও তোমার সেই পৌত্রের অনন্য ভক্তিতে তুষ্ট থাকবেন।। ৪৬ ।। হে দিতি ! সেই বালক পরমভাগবত, উদারচেতা, প্রভাবশালী ও মহান পুরুষদেরও পূজনীয় হবে এবং ঐকান্তিক ভক্তিগুণে বিশুদ্ধ ও ভাবান্বিত অন্তঃকরণে শ্রীভগবানকে স্থাপিত

[১]প্রা.পা.—ভাবিতঃ। [২]প্রা.পা.—পাৎ প্রভো। [৩]প্রা.পা.—ভবে বাপ্যধিকাদরাৎ। [৪]প্রা.পা.—চ।
[৫]প্রা.পা.— শোকহন্তা।

অন্তর্বহিশ্চামলমব্জনেত্রং
স্বপুরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্।
পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং
দ্রষ্টা স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননম্॥ ৪৯

করে দেহাভিমান পরিত্যাগ করবে॥ ৪৭ ॥ সে বিষয়াদিতে অনাসক্ত হবে, চরিত্রবান ও সমস্ত গুণের আধার তথা পরদুঃখে দুঃখিত ও পরের সমৃদ্ধিতে আনন্দিত হবে। তার কোনো শত্রু থাকবে না। চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মের দাবদাহকে দূর করেন সেইরকমই সেও জগতের শোক-সন্তাপ শান্ত করবে॥ ৪৮ ॥ যিনি এই সংসারের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, ভক্তের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সময়ে সময়ে মঙ্গল-বিগ্রহ-ধারণকারী, পরমসৌন্দর্যময়ী লক্ষ্মীদেবীরও ভূষণস্বরূপ, সমুজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডলের শোভায় যাঁর মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত—সেই পরম পবিত্র কমলনয়ন শ্রীহরি তোমার পৌত্রকে সাক্ষাৎ দর্শন দেবেন॥ ৪৯ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

শ্রুত্বা ভাগবতং পৌত্রমমোদত[১] দিতির্ভৃশম্।
পুত্রয়োশ্চ বধং কৃষ্ণাদ্ বিদিত্বাসীন্মহামনাঃ॥ ৫০

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! দিতি যখন শুনলেন যে তাঁর পৌত্র পরমভাগবত হবে তখন তিনি অতীব আনন্দিত হলেন এবং তাঁর পুত্র সাক্ষাৎ শ্রীহরির হাতে বিনষ্ট হবে জেনে তিনি আরও বেশি উৎসাহান্বিতা হলেন॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দিতিকশ্যপসংবাদে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের দিতি কশ্যপ সংবাদে চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

সনকাদি মুনিগণের জয়-বিজয়কে শাপ

মৈত্রেয় উবাচ

প্রাজাপত্যং তু তত্তেজঃ পরতেজোহনং দিতিঃ।
দধার বর্ষাণি শতং শঙ্কমানা সুরার্দনাৎ॥ ১

লোকে তেন হতালোকে[২] লোকপালা হতৌজসঃ।
ন্যবেদয়ন্ বিশ্বসৃজে ধ্বান্তব্যতিকরং দিশাম্॥ ২

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! দিতির মনে ভয় ছিল যে তার ছেলেরা দেবতাদের পীড়ন করবে, সেইজন্য কশ্যপমুনির পরশৌর্যবিনাশক বীর্য তিনি শতবৎসর যাবৎ নিজের গর্ভে ধারণ করে রাখলেন॥ ১ ॥ সেই গর্ভস্থিত তেজের দ্বারা জগতে সূর্যাদির প্রকাশ স্তিমিত হতে লাগল এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণও হতপ্রভ হয়ে গেলেন। তখন তাঁরা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন যে দশদিকে অন্ধকারের দরুণ চরম বিশৃঙ্খলা হচ্ছে॥ ২ ॥

---

[১]প্রা.পা.— পৌত্রং মুমোদ চ দিতি.। [২]প্রা.পা.—কৃতালোকে।

দেবা[১]ঊচুঃ

তম এতদ্ বিভো বেত্থ সংবিগ্না যদ্বয়ং ভৃশম্।
ন হ্যব্যক্তং ভগবতঃ কালেনাস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ॥ ৩

দেবদেব জগদ্ধাতর্লোকনাথশিখামণে[২]।
পরেষামপরেষাং ত্বং ভূতানামসি ভাববিৎ॥ ৪

নমো বিজ্ঞানবীর্যায় মায়য়েদমুপেয়ুষে।
গৃহীতগুণভেদায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে॥ ৫

যে ত্বানন্যেন[৩] ভাবেন ভাবয়ন্ত্যাত্মভাবনম্।
আত্মনি প্রোতভুবনং পরং সদসদাত্মকম্॥ ৬

তেষাং সুপক্কযোগানাং জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাম্।
লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং ন কুতশ্চিৎ পরাভবঃ॥ ৭

যস্য বাচা প্রজাঃ সর্বা গাবস্তন্ত্যেব যন্ত্রিতাঃ।
হরন্তি বলিমায়ত্তাস্তস্মৈ মুখ্যায়[৪] তে নমঃ॥ ৮

স ত্বং বিধৎস্ব শং ভূমংস্তমসা[৫] লুপ্তকর্মণাম্।
অদভ্রদয়য়া দৃষ্ট্যা আপন্নানর্হসীক্ষিতুম্॥ ৯

এষ দেব দিতের্গর্ভ ওজঃ কাশ্যপমর্পিতম্।
দিশস্তিমিরয়ন্ সর্বা বর্ধতেঽগ্নিরিবৈধসি[৬]॥ ১০

মৈত্রেয় উবাচ

স প্রহস্য মহাবাহো ভগবান্ শব্দগোচরঃ।
প্রত্যাচষ্টাত্মভূর্দেবান্ প্রীণন্ রুচিরয়া গিরা॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ

মানসা মে সুতা যুষ্মৎ পূর্বজাঃ সনকাদয়ঃ।
চেরুর্বিহায়সা লোকাঁল্লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ॥ ১২

ত একদা ভগবতো বৈকুণ্ঠস্যামলাত্মনঃ।
যযুর্বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্বলোকনমস্কৃতম্॥ ১৩

দেবতারা বললেন—হে প্রভু ! কাল আপনার জ্ঞান তিরোহিত করতে পারে না তাই আপনার কাছে অজ্ঞাত কিছুই নেই। আপনি এই অন্ধকারের কারণও নিশ্চয়ই জানেন। আমরা তো এই অন্ধকারে খুবই ভীত হয়ে পড়েছি॥ ৩ ॥ হে দেবাধিদেব ! আপনি বিশ্বস্রষ্টা এবং সমস্ত লোকপাল শিরোমণি। আপনি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সব প্রাণীদেরই মনোভাব অবগত আছেন॥ ৪ ॥ হে দেব ! আপনি বিশিষ্ট জ্ঞানবলসম্পন্ন, মায়াদ্বারাই আপনি চতুর্মুখ রূপ এবং রজোগুণ গ্রহণ করেছেন ; আপনার উৎপত্তির কারণ কেউই জানতে পারে না। আমরা আপনাকে নমস্কার করি॥ ৫ ॥ এই সম্পূর্ণ ভুবন আপনার মধ্যে স্থিত ; কার্যকারণরূপ সমস্ত প্রপঞ্চ আপনার দেহ ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি এই সবেরই অতীত। সমগ্র জীবের উৎপত্তিস্থান স্বরূপ আপনাকে অনন্য ভাবে যে সব সিদ্ধযোগী ধ্যান করেন তাদের কোনো কিছুরই ন্যূনতা থাকতে পারে না ; কারণ তারা আপনার কৃপা প্রভাবে কৃতকৃত্য হয় এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করে যোগসিদ্ধ হয়ে যায়॥ ৬-৭ ॥ দড়ি দিয়ে বাঁধা বলদের মতো এই সমস্ত প্রজাগণ আপনার বেদবাণীর বশবর্তী হয়ে আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম পালন করে আপনাকে পূজাউপহারাদি সমর্পণ করে। আপনি সর্বনিয়ন্তা মুখ্যপ্রাণ, আপনাকে নমস্কার করি॥ ৮ ॥ হে বিরাট পুরুষ ! এই অন্ধকারের ফলে দিনরাতের প্রভেদ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ত্রিভুবনে লোকের বিহিত ধর্মকর্মাদি লুপ্ত হবার পথে, লোকেরা কষ্ট পাচ্ছে ৎ তাদের মঙ্গল করুন এবং শরণাপন্ন আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন॥ ৯ ॥ হে দেব ! ইন্ধনে পতিত অগ্নি যেমন বাড়তেই থাকে, সেইরকমই কশ্যপনিহিত বীর্যসম্পন্ন এই দিতির গর্ভ দিকসমূহকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে॥ ১০

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে মহাবাহু বিদুর ! দেবতাদের প্রার্থনা শুনে ব্রহ্মা ঈষৎ হেসে তাঁর মধুর বাণীদ্বারা সকলকে আনন্দিত করে বলতে লাগলেন॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে দেবগণ ! তোমাদের অগ্রজ আমার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ সংসারে নিস্পৃহ হয়ে আকাশমার্গে বিচরণ করছিলেন॥ ১২ ॥ কোনো এক

[১]প্রাচীন বইয়ে 'দেবা ঊচু' এই অংশ নেই। [২]প্রা.পা.—শিরোমণে। [৩]প্রা.পা.— যে ত্বামনন্যভাবেন। [৪]প্রা.পা.—মুখ্যাত্মনে নমঃ। [৫]প্রা.পা.—ভূর্মংল্লোকানাং। [৬]প্রা.পা.—এধতে।

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥ ১৪

যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবান্ শব্দগোচরঃ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃডয়ন্ বৃষঃ॥ ১৫

যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
সর্বর্তুশ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্তিমৎ॥ ১৬

বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি যত্র
গায়ন্তি লোকশমলক্ষপণানি ভর্তুঃ।
অন্তর্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং[১]
গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ[২]॥ ১৭

পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাক-
দাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ।
কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈ-
র্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে॥ ১৮

মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ-
পুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ।
গন্ধেঽর্চিতে[৩] তুলসিকাভরণেন তস্যা
যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি॥ ১৯

যৎসংকুলং হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈ-
র্বৈদূর্যমারকতহেমময়ৈর্বিমানৈঃ।
যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ
কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ॥ ২০

সময়ে তাঁরা ভগবান শ্রীহরির সর্বলোকপূজিত বৈকুণ্ঠধামে গিয়েছিলেন॥ ১৩ ॥ সেই বৈকুণ্ঠধামে সকল পুরুষই শ্রীহরির মতো বিগ্রহধারী হয়ে বাস করেন। সেখানে সেই সব পুরুষই অবস্থান করেন যাঁরা অন্য সব কামনাবাসনা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ভগবচ্চরণ-শরণ রূপ কামনা রেখে ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন॥ ১৪ ॥ ওই বৈকুণ্ঠে বেদপ্রতিপাদিত ষড়ৈশ্বর্যশালী ধর্মমূর্তি শ্রীআদি-নারায়ণ ভগবান ভক্তগণকে সুখপ্রদানের জন্য শুদ্ধসত্ত্বময় স্বরূপ ধারণ করে সর্বদা বিরাজ করছেন॥ ১৫ ॥ সেই বৈকুণ্ঠে নৈঃশ্রেয়স নামে একটি কানন আছে, সেটি যেন মূর্তিমান মোক্ষস্বরূপ। সেই কানন সর্ববিধ কামনাপরিপূরক বৃক্ষাদিতে সুশোভিত এবং যুগপৎ ছয়ঋতুর সম্পদযুক্ত॥ ১৬ ॥ সেই কাননে বিমানচারী গন্ধর্বগণ সস্ত্রীক নিজেদের প্রভুর পবিত্র লীলা কীর্তন করেন যা সমস্ত লোকাদির কলুষ বিনাশ করে। সেই সময় সরোবরে প্রস্ফুটিত পুষ্প ও মকরন্দ যুক্ত বাসন্তিক মাধবীলতার সুমধুর গন্ধ তাঁদের নিজেদের দিকে আকর্ষণ করতে চায় ; কিন্তু গন্ধর্বগণ সেইদিকে মন না দিয়ে গন্ধবাহী বায়ুকে তিরস্কার করে থাকেন॥ ১৭ ॥ সেই স্থানে যখন ভ্রমররাজ উচ্চৈঃস্বরে গুঞ্জন করে যেন হরিকথা কীর্তন করে সেই সময় কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, পাপিয়া, হাঁস, শুক, তিতির এবং ময়ূরদের কোলাহলও ক্ষণকালের জন্য বন্ধ থাকে, কারণ মনে হয় যেন সেই পাখিরাও হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হয়ে ভ্রমররাজের গুঞ্জনকে সম্মান জানিয়ে পরমানন্দে ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান করছে॥ ১৮ ॥ ভগবান শ্রীহরি তুলসীপাতা দ্বারা নিজ শ্রীবিগ্রহকে শোভিত করেন, তুলসীর গন্ধেরই প্রভূত সমাদর করেন—তা দেখে মন্দার, কুন্দ, কুরবক (তিলকবৃক্ষ), উৎপল (নিশাকালে বিকশিত কমল), চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, অম্বুজ (দিনমানে বিকশিত কমল) এবং পারিজাত ইত্যাদি পুষ্পসকল সুগন্ধযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তুলসীর তপস্যাকেই অধিক সমাদর করে ॥ ১৯ ॥ সেই বৈকুণ্ঠধাম বৈদূর্য, মরকতমণি (পান্না) এবং স্বর্ণরচিত বিমানসমূহে পূর্ণ। এগুলি কোনো পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নয় কিন্তু

[১]প্রা.পা.—জলে তু বিক.। [২]প্রা.পা.—ক্ষিপন্তি। [৩]প্রা.পা.—গন্ধেঽর্থিতে।

শ্রী রূপিণী ক্বণয়তী চরণারবিন্দং
লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা।
সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি
সম্মার্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ॥ ২১

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ॥ ২২

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-[1]
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত॥ ২৩

যেঽভ্যর্থিতামপি[2] চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানং চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
সম্মোহিতা বিততয়া বত[3] মায়য়া তে॥ ২৪

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥ ২৫

একমাত্র শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনার ফলেই লব্ধ। সেইসব বিমানারোহী কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তগণের চিত্তে বিপুল নিতম্বশালিনী সুমুখী সুন্দরী রমণীগণের মৃদু হাসি এবং পরিহাসাদি বিলাসও কামবিকার উৎপন্ন করতে সমর্থ হয় না॥ ২০ ॥

যে পরমসৌন্দর্যশালিনী লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহ লাভের জন্য দেবগণও প্রযত্নশীল, সেই লক্ষ্মীদেবী শ্রীহরির ভবনে চপলতাদোষ পরিত্যাগ করে স্থিরা হয়ে থাকেন। যখন লক্ষ্মীদেবী নূপুরধ্বনিতে নিজ পাদপদ্ম মুখরিত করে (বিচরণপূর্বক) হস্তস্থিত লীলাকমল সঞ্চালিত করেন সেই সময় ওই কনকভবনের স্ফটিকমণ্ডিত ভিত্তিতে তার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে মনে হয় যেন তিনি শ্রীহরির আলয়ে একজন গৃহমার্জনাকারিণী॥ ২১ ॥ হে প্রিয় দেবগণ! ওই বৈকুণ্ঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী দাসীদের নিয়ে নিজ উপবনে তুলসীপাতা দ্বারা ভগবানের পূজা করেন, তখন সেখানকার নির্মল জলযুক্ত সরোবরের প্রবালমণ্ডিত তটে বসে নিজের চূর্ণকুন্তলবেষ্টিত সমুন্নত নাসিকা শোভিত সুন্দর মুখকান্তি জলে প্রতিবিম্বিত দেখে 'এই আননে শ্রীভগবান চুম্বন করছেন'—এই ভেবে সেটিকে বড় সৌভাগ্যশালী মনে করেন॥ ২২ ॥ যেসব পাপী ব্যক্তি পাপহরী ভগবানের লীলাকথা পরিহার করে অর্থ-কাম সম্বন্ধীয় নিন্দিত কথা শ্রবণ করে তারা সেই বৈকুণ্ঠলোকে যেতে পারে না। হায়! সেই হতভাগ্যগণ যখন এই সব অসার কথা শ্রবণ করে তখন সেই সব কথায় তাদের পুণ্য নষ্ট হয় এবং তারা আশ্রয়হীন নরকে নিক্ষিপ্ত হয়॥ ২৩ ॥ আহা! এই মনুষ্যজন্মের অপার মহিমা। দেবলোকবাসী আমরাও এই মনুষ্যজন্মের জন্য লালায়িত থাকি। এই মনুষ্যজন্মের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও ধর্মপ্রাপ্তি সম্ভব। এই জন্ম পেয়েও যে পামর ভগবানের আরাধনা না করে, সে আসলে সেই ভগবানের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত মায়াতেই মোহিত হয়ে থাকে॥ ২৪ ॥ নিরন্তর দেবাদিদেব শ্রীহরির চিন্তনের ফলে যমরাজও যাঁদের থেকে দূরে থাকেন, নিজেদের মধ্যে প্রভুর গুণানুবাদে অনুরাগবশত আত্মহারা হয়ে বিগলিত অশ্রুজলে যাঁরা রোমাঞ্চিত কলেবর হয়ে থাকেন এবং যাঁদের পবিত্র স্বভাব আমাদেরও

[1]প্রা.পা.—ত্তবীর্যা। [2]প্রা.পা.—ঽভ্যর্চিতা.। [3]প্রা.পা.—নতু।

তদ্বিশ্বগুর্বধিকৃতং [১]ভুবনৈকবন্দ্যং
দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্বমুপেত্য যোগ-
মায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্॥ ২৬
তস্মিন্নতীত্য মুনয়ঃ ষড়সজ্জমানাঃ
কক্ষাঃ সমানবয়সাবথ সপ্তমায়াম্।
দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরার্ধ্য-
কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেষৌ॥ ২৭
মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া নিবীতৌ[২]
বিন্যস্তয়াসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে।
বক্ত্রং ভ্রুবা কুটিলয়া স্ফুটনির্গমাভ্যাং
রক্তেক্ষণেন চ মনাগ্রভসং দধানৌ॥ ২৮
দ্বার্যেতয়োর্নিবিবিশুর্মিষতোরপৃষ্ট্বা
পূর্বা যথা পুরটবজ্রকপাটিকা যাঃ।
[৩]সর্বত্র তেঽবিষময়া মুনয়ঃ [৪]স্বদৃষ্ট্যা
যে সঞ্চরন্ত্যবিহতা বিগতাভিশঙ্কাঃ॥ ২৯
তান্ বীক্ষ্য বাতরশনাংশ্চতুরঃ কুমারান্
বৃদ্ধান্ দশার্ধবয়সো বিদিতাত্মতত্ত্বান্।
বেত্রেণ চাস্খলয়তামতদর্হণাংস্তৌ
তেজো[৫] বিহস্য ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ॥ ৩০
তাভ্যাং মিষৎস্বনিমিষেষু নিষিধ্যমানাঃ
স্বর্হত্তমা হ্যপি হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাম্।
উচুঃ সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গ ঈষৎ-
কামানুজেন সহসা ত উপপ্লুতাক্ষাঃ॥ ৩১

মুনয়[৬] উচুঃ

কো বামিহৈত্য ভগবৎপরিচর্যয়োচ্চৈ-
স্তদ্ধর্মিণাং [৭]নিবসতাং বিষমঃ স্বভাবঃ।
তস্মিন্ প্রশান্তপুরুষে গতবিগ্রহে বাং
কো বাত্মবৎ কুহকয়োঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ॥ ৩২

অভিপ্রেত—সেই সব পরমভাগবতই দেবলোকেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত এই বৈকুণ্ঠধামে যেতে পারেন॥ ২৫ ॥ সনকাদি মুনিগণ যোগবলে জগদ্গুরু শ্রীহরি অধিষ্ঠিত ত্রিলোকবন্দিত এবং শ্রেষ্ঠ দেবতাগণের বিচিত্র বিমান-সমূহের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল পরম দিব্য ও অদ্ভুত সেই বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হয়ে পরমানন্দ লাভ করলেন॥ ২৬॥

ভগবদ্দর্শনের আকুলতায় অন্যান্য দর্শনীয় সব কিছু উপেক্ষা করে বৈকুণ্ঠধামের ছয়টি প্রাচীরদ্বার অতিক্রম করে যখন তাঁরা সপ্তমদ্বারে উপস্থিত হলেন তখন সেখানে তাঁরা দুজন সমবয়স্ক গদাধারী, মহার্ঘ কেয়ূর কুণ্ডল ও কিরীট প্রভৃতি আভরণে ভূষিত দেবতাদের দেখতে পেলেন॥ ২৭ ॥ তাঁদের চারটি শ্যামল বাহুর মধ্যে মধুমত্ত ভ্রমরগুঞ্জিত বনমালা শোভা পাচ্ছিল ; তাঁদের ভ্রূযুগলের ঈষৎ বক্রতা, বিস্ফারিত নাসাবিবর ও আরক্তলোচনযুক্ত মুখমণ্ডল কিছু ক্রোধের ভাবে ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছিল॥ ২৮ ॥ তাদের এইরকম দেখেও সেই মুনিগণ তাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আগে আগে হীরক-কীল-শোভিত কপাটযুক্ত ছয়টি দরজা যেমন পার হয়েছেন সেইভাবেই এই সপ্তম দ্বারেও প্রবেশ করলেন। তাঁরা বিষমদৃষ্টিরহিত সর্বত্র সমদর্শী, নিঃশঙ্কচিত্তে অবাধে সর্বত্র বিচরণে সমর্থ॥ ২৯ ॥ আত্মতত্ত্ববিদ ব্রহ্মার সৃষ্ট এই চার কুমার বয়সে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দেখতে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মতো এবং দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গদেহ ছিলেন। তাঁদের এরূপ নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দেখে সেই দ্বারপাল দুজন ভগবানের পবিত্র স্বভাবের বিপরীত স্বভাবযুক্ত হয়ে পরিহাস ও তিরস্কার সহকারে, দুর্ব্যবহারের অনুপযুক্ত সেই মুনিদের, হাতের বেত দিয়ে গতিরোধ করলেন॥ ৩০ ॥ বৈকুণ্ঠবাসী দেবতাদেরও পূজ্য, অতীব সম্মাননীয় সনকাদি মুনিদের সেই দ্বারপালেরা এইভাবে গতিরোধ করাতে, প্রিয়তম প্রভু শ্রীহরির দর্শনে বাধা পড়াতে কিঞ্চিৎ ক্রোধে আরক্তনয়ন হয়ে তাঁরা বললেন—॥ ৩১ ॥

সনকাদি মুনিগণ বললেন—ওরে দ্বারপালদ্বয় ! অতিদীর্ঘ কঠোর ভগবৎ সেবার ফলে এই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়ে যাঁরা এখানে বাস করেন, তাঁরা তো ভগবানের

[১]-[২]প্রাচীন মূল বইতে 'বিবুধাগ্র্য' শব্দটির পরে চিহ্নিত ১ থেকে ২ পর্যন্ত অর্থাৎ 'নিবীতৌ' শব্দের 'নিবী' পর্যন্ত অংশটুকু লেখায় বাদ পড়েছে, অতএব এটি টিপ্পণীতে আলাদা ভাবে লেখা হয়েছে। [৩]প্রা.পা.—সর্বেঽপি তে। [৪]প্রা.পা.—স্ববৃত্ত্যা। [৫]প্রা.পা.—সম্যগ্বিহস্য। [৬]প্রাচীন বইয়ে এই অংশ নেই। [৭]প্রা.পা.—তদ্ধর্মণাং।

ন হ্যন্তরং ভগবতীহ সমস্তকুক্ষা-
বাত্মানমাত্মনি নভো নভসীব ধীরাঃ।
পশ্যন্তি যত্র যুবয়োঃ সুরলিঙ্গিনোঃ কিং
ব্যুৎপাদিতং হ্যুদরভেদি ভয়ং যতোঽস্য।। ৩৩

তদ্‌বামমুষ্য পরমস্য বিকুণ্ঠভর্তুঃ
কর্তুং প্রকৃষ্টমিহ ধীমহি মন্দধীভ্যাম্।
লোকানিতো ব্রজতমন্তরভাবদৃষ্ট্যা
পাপীয়সস্ত্রয় ইমে রিপবোঽস্য যত্র।। ৩৪

তেষামিতীরিতমুভাববধায় ঘোরং
তং ব্রহ্মদণ্ডমনিবারণমস্ত্রপূগৈঃ।
সদ্যো হরেরনুচরাবুরু বিভ্যতস্তৎ
পাদগ্রহাবপততামতিকাতরেণ।। ৩৫

ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি দণ্ডো
যো নৌ হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্।
মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো
মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ।। ৩৬

মতোই সমদর্শী হন। তোমরা দুজনও তো তাঁদেরই অন্তর্গত, কিন্তু তোমাদের স্বভাবে এই বৈষম্য কেন ? ভগবান তো পরমশান্তস্বভাব, কারোর সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই ; তাহলে এখানে এমন কে আছে যার থেকে কোনো রকম আশঙ্কা করা যেতে পারে ? তোমরা নিজেরা কপট, সেইজন্যই অপরকেও তোমাদের মতোই মনে করছ।। ৩২ ।। ভগবানের উদরের মধ্যে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ; সেইজন্য সেখানে পণ্ডিতগণ সর্বাত্মা শ্রীহরির সাথে নিজেদের কোনো ভেদদর্শন করেন না, বরং মহাকাশে ঘটাকাশাদির মতো অর্থাৎ ঘটাকাশাদি যেমন মহাকাশের অন্তর্ভুক্ত সেইরকম এই অংশিস্বরূপ পরমাত্মাতে অংশস্বরূপ জীবাত্মাকে অন্তর্ভুক্ত বলেই দর্শন করেন। তোমরা তো দেবরূপধারী, কী আশঙ্কা করে তোমরা সেই ভগবানের ভয়ের কারণ দেখতে পেলে ? ।। ৩৩ ।। তোমরাই তো এই ভগবান বৈকুণ্ঠনাথের পার্ষদ, অথচ দুষ্টবুদ্ধি, সুতরাং তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের অপরাধের সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করছি। তোমরা তোমাদের দুষ্ট ভেদবুদ্ধির অপরাধে এই বৈকুণ্ঠলোক থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সেই পাপযোনিতে যাও যেখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ—জীবের এই তিন রিপু বাস করে।। ৩৪ ।।

সনকাদি মুনিগণের এই কঠোর অভিশাপ শুনে এবং ব্রাহ্মণের অভিশাপের কোনো প্রতীকার শাস্ত্রে নেই একথা মনে করে, শ্রীহরির এই দুই পার্ষদ মহাভয়ে অতীব কাতর হয়ে তৎক্ষণাৎ সেই মুনিদের পা জড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁরা জানতেন যে তাঁদের প্রভু শ্রীহরিও ব্রাহ্মণপ্রদত্ত এইরকম দণ্ডকে অত্যন্ত মান্যতা দেন।। ৩৫ ।। তখন তাঁরা নিতান্ত আর্তস্বরে বললেন—'হে পূজনীয়গণ ! আমরা অবশ্যই অপরাধী ; সুতরাং আপনারা আমাদের যে শাস্তি দিয়েছেন তা উচিতই হয়েছে এবং এই শাস্তি আমাদের প্রাপ্য। আমরা ভগবানের অভিপ্রায় বুঝতে না পেরে তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছি। এর ফলে আমাদের যে পাপ হয়েছে, এই দণ্ডভোগে সেই পাপেরও ক্ষয় হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্দশায় আপনাদের যদি বিন্দুমাত্রও অনুতাপ হয়ে থাকে তাহলে এমন কিছু কৃপা করুন যাতে অধমাধম যোনিতে গিয়েও আমরা যেন ভগবৎস্মৃতি বিনাশকারী মোহজালে আবদ্ধ না হই।। ৩৬ ।।

এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ
স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্যহৃদ্যঃ[১]।
তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনা-
মন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ॥ ৩৭

তং ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং[২] স্বপুম্ভি-
স্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্।
হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোল-
চ্ছুভ্রাতপত্রশশিকেসরশীকরাম্বুম্॥ ৩৮

কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম
স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্ব-[৩]
শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্॥ ৩৯

পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা
কাঞ্চ্যালিভির্বিরুতয়া বনমালয়া চ।
বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাসুতাংসে
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্॥ ৪০

বিদ্যুৎ ক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হ-[৪]
গণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎ কিরীটম্।
দোর্দণ্ডষণ্ডবিবরে হরতা পরার্ধ্য-
হারেণ কন্ধরগতেন চ কৌস্তুভেন॥ ৪১

অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিতমিন্দিরায়াঃ
স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্।
মহ্যং ভবস্য ভবতাং চ ভজন্তমঙ্গং
নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ॥ ৪২

সাধুজনের হৃদয়ধন ভগবান পদ্মনাভ যখন জানতে পারলেন যে তাঁর দ্বারপালেরা সনকাদি মুনিদের অপমান করেছে, তখন তিনি লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সেই শ্রীচরণ যা পরমহংস মুনিগণ পর্যন্ত তপস্যাদির দ্বারা আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন—কিন্তু সহজে প্রাপ্ত হন না, সেই শ্রীচরণের দ্বারা পদব্রজে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন॥ ৩৭ ॥ সনকাদি মুনিগণ দেখলেন যে তাঁদের ধ্যেয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং তাঁদের নয়নসম্মুখে উপস্থিত এবং তাঁর পার্ষদগণ ছত্র-চামরাদি নিয়ে সামনে-পিছনে রয়েছে এবং প্রভুর দুই পার্শ্বে রাজহংসের মতো শুভ্র চামর দুটি দিয়ে ব্যজন করছে। সেই চামরের শীতল বাতাসে তাঁর শ্বেত শুভ্র ছত্রের মুক্তার ঝালর হিন্দোলিত হয়ে এমন অপরূপ শোভা ধারণ করেছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন চাঁদের কিরণ থেকে অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হচ্ছে॥ ৩৮ ॥ (তাঁরা দেখলেন) প্রভু কল্যাণগুণসমূহের আধার, তাঁর সৌম্য মুখভাবে মনে হচ্ছিল যেন তিনি সকলের উপর অঝোরে অনবরত কৃপাসুধা বর্ষণ করে চলেছেন। নিজ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাতে তিনি ভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করছেন, সুবিশাল শ্যামবর্ণ বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। এতে যেন সমস্ত দিব্যলোকের চূড়ামণিসদৃশ বৈকুণ্ঠধামের শোভা বর্ধিত হয়েছে॥ ৩৯ ॥ তাঁর পীতাম্বর পরিশোভিত বিশাল নিতম্বদেশের উপর অত্যুজ্জ্বল কান্তিসমন্বিত কটিভূষণ এবং ভ্রমরগুঞ্জরিত বনমালা গলদেশ অলংকৃত করে রেখেছে। তাঁর মণিবন্ধদেশে মনোহর কঙ্কন, এক হাত গরুড়ের স্কন্ধদেশে এবং অন্য হাতে লীলাপদ্ম সঞ্চালিত হচ্ছিল॥ ৪০ ॥ বিদ্যুতের প্রভাকেও ম্লান করে দেয়—এমন মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ে গণ্ডযুগল শোভিত ও উন্নত নাসিকাসমন্বিত তাঁর মুখমণ্ডল, মস্তকে মণিময় কিরীট, চার বাহুদণ্ডের মধ্যবর্তী স্থলে মনোহর শ্রেষ্ঠ হার, কণ্ঠদেশ কৌস্তুভ মণিদ্বারা পরিশোভিত॥ ৪১ ॥ ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অনন্ত সৌন্দর্যশালী, তাঁর সেই সৌন্দর্যগুণে ভক্তগণের মনে এরকম বিতর্ক জাগত যে 'আমিই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের আকর' লক্ষ্মীদেবীর এই সৌন্দর্যাভিমান ভগবৎ সৌন্দর্যে খর্ব হয়ে যায়। ব্রহ্মা বলছেন—হে দেবগণ! আমার, মহাদেবের ও

[১]প্রা.পা.—তমভিক্রম.। [২]প্রা.পা.—প্রতিহৃতৌ.। [৩]প্রা.পা.—চ চূড়া.। [৪]প্রা.পা.—মণ্ডলার্হ.।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সঙ্ক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৪৩

তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশ-
মুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রয়ণং নিদধ্যুঃ॥ ৪৪

পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গৈ-
র্ধ্যানাস্পদং বহু মতং নয়নাভিরামম্।
পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধৈ-
রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ॥ ৪৫

কুমারা উচুঃ

যোঽন্তর্হিতো হৃদি গতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং[১]
সোঽদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্ত রাদ্ধঃ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ
পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন॥ ৪৬

তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং
সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্।
যত্তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ[২]-
রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ॥ ৪৭

তোমাদের মঙ্গলের জন্য পরমসুন্দর বিগ্রহ ধারণকারী শ্রীহরিকে দর্শন করে সনকাদি মুনীশ্বরগণ অবনত মস্তকে তাঁকে প্রণাম করলেন। দর্শনে তাঁদের নয়নের পরিতৃপ্তি হল না॥ ৪২ ॥

সনকাদি মুনিগণ নিরন্তর ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু ভগবান কমলনয়নের চরণারবিন্দমকরন্দযুক্ত তুলসীমঞ্জরীর গন্ধে সুবাসিত বায়ু যখন নাসিকা দ্বারা তাঁদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করেছিল, তখন তাঁরা নিজেদের সংযত করতে পারেননি আর সেই দিব্য গন্ধে তাঁদের মনে অপার আনন্দ উৎপন্ন হল॥ ৪৩ ॥ নীলপদ্মের কোষের মতো ভগবানের মুখখানি, অতি সুন্দর অধরও কুন্দফুলের মতো শুভ্র হাস্যমণ্ডিত হওয়াতে তা আরও শ্রীমণ্ডিত হয়েছিল। ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে সেই সৌন্দর্য দর্শন করে মুনিগণ কৃতার্থ হয়ে গেলেন। অরুণমণির মতো রক্তিম নখপংক্তির আশ্রয় ভগবানের চরণযুগল অধোদৃষ্টিতে দর্শন করে তাঁরা ধ্যানযোগে ভগবানের সর্বাঙ্গ সুন্দর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে লাগলেন॥ ৪৪ ॥ অনন্তর সেই মুনিগণ সর্ব সাধনাদ্বারাই দুর্লভ স্বাভাবিক অষ্টসিদ্ধিযুক্ত সেই শ্রীহরির স্তব আরম্ভ করলেন—যিনি যোগমার্গদ্বারা মোক্ষপদ অন্বেষণকারী পুরুষদের কাছে তাদের ধ্যানের বিষয়, অত্যন্ত আদরণীয় ও নয়নানন্দ বৃদ্ধিকারী পুরুষরূপ প্রকট করেন॥ ৪৫ ॥

সনকাদি মুনিগণ বললেন—হে অনন্ত ! তুমি যদিও অন্তর্যামীরূপে দুষ্টচিত্ত পুরুষদের হৃদয়েও অবস্থান কর, তবুও তাদের কাছে অপ্রকটই থাক। কিন্তু আজ আমাদের চোখের সামনে তো তুমি সাক্ষাৎ বিরাজমান রয়েছ। হে প্রভু ! তোমার থেকে উদ্ভূত আমাদের পিতা ব্রহ্মা যখন তোমার গূঢ় রহস্য আমাদের উপদেশ করেছিলেন তখনই তো তুমি কর্ণবিবরপথে সেই উপদিষ্টরূপে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিলে ; কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের সৌভাগ্য তো আমরা আজই পেলাম॥ ৪৬ ॥ হে প্রভু ! তোমার সাক্ষাৎ পরমাত্মতত্ত্ব তো আমরা জেনেইছি। এখন তুমি তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বিগ্রহ দ্বারা তোমার এই ভক্তদের আনন্দবিধান করছ। তোমার এই সগুণ-সাকার মূর্তিকে রাগ ও অভিমানমুক্ত মুনিগন তোমার কৃপায় প্রাপ্ত প্রগাঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা নিজ নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন॥ ৪৭ ॥

[১]প্রা.পা.—ত্বমদ্যৈব। [২]প্রা.পা.—ভক্তিযুক্তৈ.।

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিন্ত্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
[১]যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥ ৪৮

হে প্রভু ! তোমার যশ পরম রমণীয়, কীর্তনীয় ও সংসারদুঃখাপহারক। তোমার চরণে আশ্রিত যে সকল ভক্তবৃন্দ পবিত্রকীর্তি তোমার লীলাচরিত্রের রসানুভবে অতিশয় অভিজ্ঞ, তারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ মোক্ষলাভকেও কিছুমাত্র আদর করে না ; সুতরাং যারা তোমার ভ্রূভঙ্গীমাত্রেই ভীত হয়ে থাকে সেইসব ইন্দ্রাদি পদের ভোগের ব্যাপারে আর কী বলা যেতে পারে ? ॥ ৪৮ ॥

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নঃ স্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্‌যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্‌যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥ ৪৯

হে ভগবান ! আমাদের চিত্ত যদি ভ্রমরের মতো তোমার চরণকমলেই সর্বদা অনুরক্ত থাকে, আমাদের বাক্যও যদি তুলসীর মতো তোমার চরণ-বন্দনাদির দ্বারা শোভমান থাকতে পারে, আর আমাদের কর্ণকুহর যদি সদাসর্বদা তোমার গুণগাথায় পরিপূর্ণ থাকে তবে যদি আত্মকৃত অপরাধে আমাদের নরকাদিতেও যেতে হয় তাতেও আমাদের আপত্তি নেই॥ ৪৯ ॥

প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং
তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ।
[২]তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম
যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ॥ ৫০

হে বিপুলকীর্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর ! তুমি আমাদের কাছে এই যে তোমার মনোহর রূপ প্রকট করেছ তা দেখে আমাদের নয়ন অতীব পরিতৃপ্ত হল ; বিষয়াসক্ত, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে এই রূপের দর্শন অত্যন্ত কঠিন। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান এবং সেইরূপে তুমি সুস্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সামনে দর্শন দিয়েছ, আমরা তোমার এই রূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করছি। আমরা তোমায় প্রণাম করছি॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে জয়বিজয়য়োঃ [৩]
সনকাদিশাপো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের জয়-বিজয়ের প্রতি সনকাদি মুনিগণের অভিশাপ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

---

[১]প্রা.পা.— যে বা। [২]প্রা.পা.—তস্মাদিদং। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'জয়বিজয়য়োঃ সনকাদিশাপো নাম' এই অংশ নেই।

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

জয়-বিজয়ের বৈকুণ্ঠ থেকে পতন

ব্রহ্মোবাচ

ইতি তদ্ গৃণতাং[১] তেষাং মুনীনাং যোগধর্মিণাম্।
প্রতিনন্দ্য জগাদেদং বিকুণ্ঠনিলয়ো বিভুঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

এতৌ তৌ পার্ষদৌ মহ্যং জয়ো বিজয় এব চ।
কদর্থীকৃত্য মাং যদ্‌বো বহ্বক্রাতামতিক্রমম্॥ ২

যস্ত্বেতয়োর্ধৃতো দণ্ডো ভবদ্ভির্মামনুব্রতৈঃ[২]।
স এবানুমতোঽস্মাভির্মুনয়ো দেবহেলনাৎ॥ ৩

তদ্বঃ প্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে।
তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে যৎ স্বপুম্ভিরসৎকৃতাঃ॥ ৪

যন্নামানি চ গৃহ্ণাতি লোকো ভৃত্যে কৃতাগসি।
সোঽসাধুবাদস্তৎকীর্তিং হন্তি ত্বচমিবাময়ঃ॥ ৫

যস্যামৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ
সদ্যঃ পুনাতি জগদাশ্বপচাদ্ বিকুণ্ঠঃ।
সোঽহং ভবদ্ভ্য উপলব্ধসুতীর্থকীর্তি-
শ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্॥ ৬

যৎ সেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং
সদ্যঃক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ
প্রেক্ষালবার্থ ইতরে নিয়মান্ বহন্তি॥ ৭

নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে
শ্চ্যোতদ্‌ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্‌মুখেন।
যদ্ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্মপাকৈঃ॥ ৮

ব্রহ্মা বললেন—হে দেবতাগণ ! যোগনিষ্ঠ সনকাদি মুনিগণ এইভাবে ভগবানের স্তুতি করলে বৈকুণ্ঠনিলয় শ্রীহরি তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে মুনিগণ ! এই জয়-বিজয় আমার পার্ষদ। আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এরা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুচিত ব্যবহার করে খুবই অপরাধ করেছে॥ ২ ॥ তোমরাও আমার অনুরক্ত ভক্ত, কাজেই এইভাবে আমাকেই অবজ্ঞা করাতে তোমরা এদের যে দণ্ড দিয়েছ, তাতে আমার পূর্ণ অনুমোদন আছে॥ ৩ ॥ ব্রাহ্মণ আমার কাছে পরম আরাধ্য ; আমার অনুচরদের দ্বারা তোমাদের যে অপমান হয়েছে, সেই কর্ম আমি নিজেই করেছি বলে মনে করছি—আমার আত্মকৃত অপরাধ বলে মনে করছি। তাই আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি॥ ৪ ॥ ভৃত্য কোনো অপরাধ করলে লোকে প্রভুরই নিন্দাবাদ করে। চর্মরোগ যেভাবে ত্বককে দূষিত করে সেই নিন্দাবাদ প্রভুর কীর্তিকে তেমনভাবে দূষিত করে॥ ৫ ॥ আমার মুক্তিপ্রদ পবিত্রকীর্তিতে অবগাহন করলে আচণ্ডাল তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়, তাই আমাকে 'বিকুণ্ঠ' বলা হয়। কিন্তু এই পবিত্রকীর্তি আমি তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেই লাভ করেছি। সেইজন্য যে কেউ তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তা সে যদি আমার হাতও হয়—তাহলে সেই হাতকে তৎক্ষণাৎ কেটে ফেলতে আমি কুণ্ঠিত নই॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণগণের পরিচর্যার ফলেই আমার চরণরেণুর এই পবিত্রতা হয়েছে যে, এই চরণরেণু সমস্ত পাপরাশি ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত করে দিতে পারে এবং আমিও এমন সৎ স্বভাবসম্পন্ন হয়েছি যে, যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকটাক্ষ লাভের প্রত্যাশায় ব্রহ্মাদি দেবগণ নানাবিধ নিয়ম-ব্রত পালন ধারণ করে থাকেন, তিনিও মুহূর্তের জন্য আমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না॥ ৭ ॥ নিজ নিজ কর্মফল আমাতে সমর্পণ করে যাঁরা সদা সন্তুষ্ট থাকেন তাঁরা যখন

[১]প্রা.পা.—ত্বদতাং। [২]প্রা.পা.—র্মযানুব্রতৈঃ।

যেষাং বিভর্ম্যহমখণ্ডবিকুণ্ঠযোগ-
মায়াবিভূতিরমলাঙ্‌ঘ্রিরজঃ[১] কিরীটৈঃ।
বিপ্রাংস্তু কো ন বিষহেত যদর্হণাম্ভঃ
সদ্যঃ পুনাতি সহচন্দ্রললামলোকান্॥ ৯

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া
ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা।
দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যহিমন্যবস্তান্
গৃধ্রা রুষা মম কুষন্ত্যধিদণ্ডনেতুঃ॥ ১০

যে ব্রাহ্মণান্ময়ি ধিয়া ক্ষিপতোঽর্চয়ন্ত-
স্তুষ্যদ্‌ধৃদঃ স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ।
বাণ্যানুরাগকলয়াত্মজবদ্ গৃণন্তঃ
সম্বোধয়ন্ত্যহমিবাহমুপাহৃতস্তৈঃ॥ ১১

তন্মে স্বভর্তুরবসায়মলক্ষমাণৌ
যুষ্মদ্ব্যতিক্রমগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ।
ভূয়ো মমান্তিকমিতাং তদনুগ্রহো মে
যৎ কল্পতামচিরতো ভৃতয়োর্বিবাসঃ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ

অথ তস্যোশতীং দেবীমৃষিকুল্যাং সরস্বতীম্।
নাস্বাদ্য মন্যুদষ্টানাং তেষামাত্মাপ্যতৃপ্যত॥ ১৩

সতীং ব্যাদায় শৃণ্বন্তো লঘ্বীং গুর্বর্থগহ্বরাম্।
বিগাহ্যাগাধগম্ভীরাং ন বিদুস্তচ্চিকীর্ষিতম্॥ ১৪

প্রতিগ্রাসে তুষ্ট হয়ে ধারাবাহি-ঘৃত-পরিব্যাপ্ত পায়সাদি (ঘৃতপক্ক বিবিধ প্রকারের দ্রব্য) ভোজন করেন, তখন সেই নিষ্কাম ব্রাহ্মণদের মুখের দ্বারা রসাস্বাদন-পূর্বক আমি যেমন তৃপ্ত হই, যজ্ঞে যজমানের প্রদত্ত হবিঃ অগ্নিমুখে ভক্ষণ করেও আমি সেইরকম তৃপ্ত হই না॥ ৮ ॥ যোগমায়ার অখণ্ড অসীম ঐশ্বর্য আমার অধীন তথা আমার চরণোদকরূপিনী গঙ্গা চন্দ্রশেখর ভগবান শংকরের সাথে সমস্ত লোককে পবিত্র করে। এইরকম পরমপবিত্র ও পরমেশ্বর হয়েও আমি যার পবিত্র চরণরজ মুকুটে ধারণ করি, সেই ব্রাহ্মণদের কৃত অপরাধ কে না সহ্য করবে!॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী এবং অনাথ প্রাণিগণ— আমারই দেহস্বরূপ। পাপের দ্বারা বিবেক নষ্ট হয়ে যাওয়াতে, যারা এদের আমার থেকে আলাদা মনে করে ; আমার আজ্ঞাধীন যমরাজের দূতরূপী গৃধ্রগণ—যারা সাপের মতো ক্রোধী, ভয়ংকর রোষে নিজেদের চঞ্চু দ্বারা তাদের বিদীর্ণ করে ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণেরা কটুকথা বললেও যারা সন্তুষ্টমনে আমাকে স্মরণ করে সহাস্যবদনে তাঁদের সম্মান করেন এবং রুষ্ট পিতাকে পুত্র আর তোমাদের যেমনভাবে আমি সম্বোধন করি, সেইভাবে যারা সস্নেহ বাক্যের দ্বারা স্তুতি করে সেই ব্রাহ্মণদের শান্ত করেন, তাঁরা আমাকে বশীভূত করে ফেলেন অর্থাৎ আমি তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকি॥ ১১ ॥ আমার এই দুই ভৃত্য আমার ব্রাহ্মণভক্তি বুঝতে না পেরে তোমাদের অপমান করেছে। তাই আমার অনুরোধ যে তোমরা কেবল এটুকু মাত্র কৃপা কর যে এদের এই নির্বাসনকাল যেন শীঘ্রই শেষ হয়। এরা নিজেদের অপরাধের উপযুক্ত ফল ভোগ করে শীগগিরই যেন আমার কাছে ফিরে আসে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে দেবগণ! সনকাদি মুনিগণ ক্রোধে ক্ষুব্ধ ছিলেন তথাপি শ্রীহরির এই কমনীয় ও অতি সুস্পষ্ট ঋষিকুলযোগ্য বাক্যের সুধা আস্বাদন করে তাঁদের মন পরিতৃপ্ত হল না অর্থাৎ শ্রীহরির সেই অমৃতময়ী বাণী আরও শুনতে আগ্রহ রয়ে গেল॥ ১৩ ॥ ভগবানের উক্তি বড়ই মনোহর ও সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু এতই গভীর অর্থপূর্ণ, সারযুক্ত ও বিশেষ তাৎপর্যযুক্ত ছিল যে অনেক চিন্তা

[১]প্রাচীন বইয়ে 'রজঃ' শব্দ থেকে এগারো শ্লোকের 'ক্ষিপ.' শব্দ পর্যন্ত কিছু অংশ লেখকের ভুলে মূলে লেখা হয়নি, টিপ্পনীতে আছে।

তে যোগমায়য়ারব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ ক্ষুভিতত্বচঃ[১]॥ ১৫

ঋষয়ঃ উচুঃ

ন বয়ং ভগবন্ বিদ্মস্তব দেব চিকীর্ষিতম্।
কৃতো মেঽনুগ্রহশ্চেতি যদধ্যক্ষঃ প্রভাষসে॥ ১৬

ব্রহ্মণ্যস্য পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো।
বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্॥ ১৭

ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব।
ধর্মস্য পরমো গুহ্যো নির্বিকারো ভবান্মতঃ॥ ১৮

তরন্তি হ্যঞ্জসা মৃত্যুং নিবৃত্তা যদনুগ্রহাৎ।
যোগিনঃ ন ভবান্ কিংস্বিদনুগৃহ্যেত[২] যৎপরৈঃ॥ ১৯

যং বৈ বিভূতিরুপয়াত্যনুবেলমন্যৈ-
রর্থার্থিভিঃ স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ।
ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রিতুলসীনবদামধাম্নো
লোকং মধুব্রতপতেরিব কাময়ানা॥ ২০

যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুবর্তমানাং[৩]
নাত্যাদ্রিয়ৎ পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ।
স ত্বং দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃ পুনীতঃ
শ্রীবৎসলক্ষ্ম কিমগা ভগভাজনস্ত্বম্॥ ২১

করেও তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে শ্রীভগবান সত্যিকারের কী বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ তাদের নিন্দা করলেন না প্রশংসা করলেন অথবা ভৃত্যদের দণ্ড হ্রাস করলেন॥ ১৪ ॥ যাইহোক ভগবানের এই অদ্ভুত উদারতা দেখে তাঁরা অতিশয় আনন্দিত হলেন, তাঁদের শরীর রোমাঞ্চিত হল। আবার যোগমায়ার প্রভাবে নিজ পরমৈশ্বর্যপ্রকাশকারী সেই প্রভুকে তাঁরা হাত জোড় করে বলতে লাগলেন॥ ১৫ ॥

মুনিগণ বললেন—হে স্বপ্রকাশ ! হে ভগবান ! তুমি সর্বেশ্বর হয়েও যে বলছ 'তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ যে কেবল এটুকুই কৃপা কর' ইত্যাদি—এর দ্বারা তুমি কি বলতে চেয়েছ—আমরা সেটা বুঝতে পারছি না॥ ১৬ ॥ হে প্রভু ! তুমি ব্রাহ্মণদের পরম হিতকারী এর ফলে তুমি এই লোকশিক্ষাই দিচ্ছ যে ব্রাহ্মণ তোমার পূজনীয়। আসলে তো ব্রাহ্মণ তথা দেবতাদেরও দেবতা ব্রহ্মাদিরও তুমিই আত্মা ও আরাধ্যদেব॥ ১৭ ॥ সনাতন ধর্মের উৎপত্তিও তোমার থেকেই হয়েছে, তুমিই অবতাররূপ গ্রহণ করে বার বার সনাতন ধর্ম রক্ষা করছ। নির্বিকারস্বরূপ তুমিই ধর্মের গুহ্য রহস্য—শাস্ত্র তো একথাই বলে॥ ১৮ ॥ তোমার কৃপায় নিবৃত্তিপরায়ণ যোগিগণ সহজেই মৃত্যুরূপ সংসার সাগর পার হয়ে যান ; তাহলে অন্যেরা তোমাকে কৃপা করবে এ কথার অর্থ কী ?॥ ১৯ ॥ হে ভগবান ! অর্থার্থী পুরুষ যাঁর চরণরজ সর্বদা মস্তকে ধারণ করে সেই লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর তোমার সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। মনে হয়, ভাগ্যবান ভক্তগণ তোমার শ্রীচরণে যে তুলসীমঞ্জরীর মালা অর্পণ করে সেই তুলসীমঞ্জরীর গন্ধে তার চারদিকে গুঞ্জনকারী ভ্রমরকুলের যেমন তোমার পাদপদ্মে স্থানলাভ হয় সেইরকমই লক্ষ্মীদেবীও তোমার শ্রীচরণই তাঁর বাসস্থানের জন্য কামনা করছেন॥ ২০ ॥ কিন্তু কমলা তাঁর পবিত্র সেবা দ্বারা নিরন্তর তোমার আরাধনা করা সত্ত্বেও তুমি তাঁর প্রতি সেরকম আদর প্রকাশ কর না, কারণ ভগবদ্ভক্তজনের প্রতিই তোমার সম্যক সমাদর। তুমি স্বয়ংই সমস্ত ভজনীয় গুণসমূহের আশ্রয় ; যত্র-তত্র ভ্রমণকারী বিপ্রগণের পবিত্র পদধূলি অথবা শ্রীবৎসচিহ্ন কী তোমাকে পবিত্র করতে

[১]প্রা.পা.—কুপিতং বচঃ। [২]প্রা.পা.—নুগ্রাহয়তে পরম্। [৩]প্রা.পা.—মানো।

ধর্মস্য তে ভগবতস্ত্রিযুগ ত্রিভিঃ স্বৈঃ
পদ্ভিশ্চরাচরমিদং দ্বিজদেবতার্থম্।
নূনং ভৃতং তদভিঘাতি রজস্তমশ্চ
সত্ত্বেন নো বরদয়া তনুবা নিরস্য॥ ২২

ন ত্বং দ্বিজোত্তমকুলং যদিহাত্মগোপং
গোপ্তা বৃষঃ স্বর্হণেন সসূনৃতেন।
তর্হ্যেব নঙ্ক্ষ্যতি শিবস্তব দেব পন্থা
লোকোঽগ্রহীষ্যদৃষভস্য হি তৎপ্রমাণম্॥ ২৩

তত্তেঽনভীষ্টমিব সত্ত্বনিধের্বিধিৎসোঃ
ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্ধৃতারেঃ।
নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্তু-
স্তেজঃ ক্ষতং ত্ববনতস্য স তে বিনোদঃ॥ ২৪

যং বানয়োর্দমমধীশ ভবান্ বিধত্তে[১]
বৃত্তিং নু বা তদনুমন্মহি নির্ব্যলীকম্।
অস্মাসু বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো
যেঽনাগসৌ বয়মযুঙ্ক্ষ্মহি কিল্বিষেণ॥ ২৫

শ্রীভগবানুবাচ

এতৌ সুরেতরগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ
সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ।
ভূয়ঃ সকাশমুপযাস্যত আশু যো বঃ
শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবৈত[২] বিপ্রাঃ॥ ২৬

ব্রহ্মোবাচ

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠং চ স্বয়ংপ্রভম্[৩]॥ ২৭

পারে ? অথবা এর দ্বারা কি তোমার কোনো শোভা বৃদ্ধি হতে পারে ? ॥ ২১ ॥

হে ভগবান ! তুমি সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগে তুমি প্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান থাক তথা ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের জন্য তপ, শৌচ ও দয়া—এই তিন পাদ দ্বারা চরাচর বিশ্ব রক্ষা করছ। এখন তুমি তোমার শুদ্ধসত্ত্বময় বরদ মূর্তিতে আমাদের ধর্মবিরোধী রজঃ ও তমোগুণ দূরীভূত কর॥ ২২ ॥ হে দেব ! এই ব্রাহ্মণগণ তোমার দ্বারা অবশ্যই রক্ষণীয়। সাক্ষাৎ ধর্মরূপী হয়েও যদি প্রিয়বাক্য ও পূজার্চনাদি দ্বারা এই ব্রাহ্মণদের রক্ষা না কর তাহলে তোমার এই মঙ্গলময় বেদমার্গই বিনষ্ট হয়ে যায় ; কারণ লোকসমূহ তো সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করে॥ ২৩ ॥ হে প্রভু ! তুমি সত্ত্বমূর্তিস্বরূপ এবং সর্বজীবের মঙ্গলবিধানই তোমার অভিলাষ। সেই জন্যই তুমি নিজ শক্তিস্বরূপ রাজা প্রভৃতিদের দ্বারা ধর্মবিরোধীদের সংহার কর ; কারণ বেদমার্গের বিনাশ তোমার কখনই অভীষ্ট নয়। তুমি ত্রিলোকের নাথ এবং জগৎ পরিপালক হয়েও ব্রাহ্মণদের প্রতি যে নতি স্বীকার কর তাতে তোমার প্রভাবের কোনো হ্রাস হয় না ; এ তো শুধু তোমার লীলাবিলাস মাত্র॥ ২৪ ॥ হে সর্বেশ্বর ! এই দ্বারপালদের তুমি যেমন উচিত মনে কর তেমন শাস্তিই দাও, অথবা পুরস্কার হিসেবে এদের জীবিকাবৃদ্ধি করে দাও—আমরা অকুণ্ঠভাবে তার সমর্থন করছি। অথবা এই নিরপরাধ ভৃত্যদের আমরা যে অভিশাপ দিয়েছি সেইজন্য আমাদের উচিত শাস্তিবিধান কর ; আমরা তাও সানন্দে গ্রহণ করব॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে মুনিগণ ! তোমরা এদের যে শাপ দিয়েছ—তা আমিই আগের থেকে বিধান করে রেখেছি। এখন এরা শীগগিরই অসুর যোনিতে জন্ম নেবে এবং সেখানে ক্রোধের আবেশে বর্ধিত একাগ্রতার ফলে সুদৃঢ় যোগসম্পন্ন হয়ে আবার শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসবে॥ ২৬ ॥

শ্রীব্রহ্মা বললেন—অনন্তর সেই সনকাদি মুনিগণ নয়নাভিরাম ভগবান বিষ্ণু এবং তাঁর স্বয়ংপ্রকাশ বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করে প্রভুকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং

[১]প্রা.পা.—বিচষ্টে। [২]প্রা.পা.—নিহিত.। [৩]প্রা.পা.—প্রভুঃ।

ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য[১] চ।
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্॥ ২৮

ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্তু শম্।
ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে॥ ২৯

এতৎ পুরৈব নির্দিষ্টং রময়া ক্রুদ্ধয়া যদা।
পুরাপবারিতা দ্বারি বিশন্তী মষ্যুপারতে॥ ৩০

ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য ব্রহ্মহেলনম্।
প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ॥ ৩১

দ্বাঃস্থাবাদিশ্য ভগবান্ বিমানশ্রেণিভূষণম্।
সর্বাতিশয়য়া লক্ষ্ম্যা জুষ্টং স্বং ধিষ্ণ্যমাবিশৎ॥ ৩২

তৌ তু গীর্বাণঋষভৌ দুস্তরাদ্ধরিলোকতঃ।
হতশ্রিয়ৌ ব্রহ্মশাপাদভূতাং বিগতস্ময়ৌ॥ ৩৩

তদা বিকুণ্ঠধিষণাত্তয়োর্নিপতমানয়োঃ।
হাহাকারো মহানাসীদ্ বিমানাগ্র্যেষু পুত্রকাঃ॥ ৩৪

তাবেব হ্যধুনা প্রাপ্তৌ পার্ষদপ্রবরৌ হরেঃ।
দিতের্জঠরনির্বিষ্টং কাশ্যপং তেজ উল্বণম্॥ ৩৫

তয়োরসুরয়োরদ্য তেজসা যময়োর্হি বঃ।
আক্ষিপ্তং তেজ এতর্হি ভগবাংস্তদ্ বিধিৎসতি॥ ৩৬

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ॥ ৩৭

প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে করতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন॥ ২৭-২৮ ॥ তারপর ভগবান তাঁর অনুচরদের বললেন, 'যাও, ভয় করো না ; তোমাদের মঙ্গল হবে। আমি সব কিছু করতে সমর্থ হয়েও ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ করতে চাই না ; কারণ এটি আমার অভিপ্রেত॥ ২৯ ॥ একবার যখন আমি যোগনিদ্রায় শায়িত ছিলাম তখন দ্বারপথে প্রবেশোদ্যতা লক্ষ্মীদেবীকে তোমরা বাধা দিয়েছিলে। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সেই সময়ই তোমাদের এই শাপ দিয়েছিলেন (সনকাদি মুনিগণ নিমিত্তমাত্র)॥ ৩০ ॥ এখন অসুরযোনিতে জন্ম নিয়ে আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোবৃত্তির ফলে আমার প্রতি তোমাদের যে একাগ্রতা জন্মাবে তার ফলে ব্রাহ্মণের অপমানজনিত পাপ থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে এবং অল্পকাল মধ্যেই আমার কাছে ফিরে আসবে॥ ৩১ ॥ দ্বারপাল দুজনকে এরকম আদেশ দিয়ে তিনি বিমানশ্রেণীশোভিত সর্বোত্তম ঐশ্বর্যে ভূষিত নিজ শ্রীধামে প্রবেশ করলেন॥ ৩২ ॥ অনন্তর সেই জয়-বিজয় নামে শ্রেষ্ঠ দেবতা দুজন অলঙ্ঘনীয় ব্রহ্মশাপের প্রভাবে শ্রীহীন হয়ে ভগবদ্ধামেই বিগতগর্ব হয়ে গেল॥ ৩৩ ॥ বৎস দেবগণ! এরপর যখন তারা বৈকুণ্ঠলোক থেকে নিপতিত হচ্ছিল, তখন সেখানে শ্রেষ্ঠ বিমানোপরি অবস্থিত বৈকুণ্ঠবাসীদের মধ্যে অতিশয় হাহাকারধ্বনি উত্থিত হয়েছিল॥ ৩৪ ॥ এখন মহর্ষি কশ্যপের মহাতেজোময় বীর্যকে আশ্রয় করে ওই দুই পার্ষদই দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছে॥ ৩৫ ॥ ওই দুই অসুরের তেজের দ্বারাই তোমাদের সকলের তেজ নিষ্প্রভ হয়েছে—তা শ্রীভগবানেরই অভিপ্রেত॥ ৩৬ ॥ যিনি এই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের আদিকর্তা, যাঁর মায়া-শক্তিকে যোগেশ্বরগণও জানতে সমর্থ হন না—সেই ত্রিগুণাধিপতি শ্রীভগবানই আমাদের মঙ্গল করবেন। এ বিষয়ে অনর্থক চিন্তায় আমাদের কোনো লাভ হবে না॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

[১]প্রা.পা.—ভাব্য চ।

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম এবং হিরণ্যাক্ষের দিগ্বিজয়

মৈত্রেয় উবাচ

নিশম্যাত্মভুবা গীতং কারণং শঙ্কয়োজ্ঝিতাঃ।
ততঃ সর্বে ন্যবর্তন্ত ত্রিদিবায় দিবৌকসঃ॥ ১

দিতিস্তু ভর্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ॥ ২

উৎপাতা বহবস্তত্র নিপেতুর্জায়মানয়োঃ।
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ লোকস্যোরুভয়াবহাঃ॥ ৩

সহাচলা ভুবশ্চেলুর্দিশঃ সর্বাঃ প্রজজ্বলুঃ।
সোল্কাশ্চাশনয়ঃ পেতুঃ কেতবশ্চার্তিহেতবঃ॥ ৪

ববৌ বায়ুঃ সুদুঃস্পর্শঃ ফূৎকারানীরয়ন্মুহুঃ।
উন্মূলয়ন্নগপতীন্ বাত্যানীকো রজোধ্বজঃ॥ ৫

উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদঘটয়া নষ্টভাগণে।
ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্॥ ৬

চুক্রোশ বিমনা বার্ধিরুদূর্মিঃ[১] ক্ষুভিতোদরঃ।
সোদপানাশ্চ সরিতশ্চুক্ষুভুঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ॥ ৭

মুহুঃ পরিধয়োঽভূবন্ সরাহ্বোঃ শশিসূর্যয়োঃ।
নির্ঘাতা রথনির্হ্রাদা বিবরেভ্যঃ প্রজজ্ঞিরে॥ ৮

অন্তর্গ্রামেষু মুখতো বমন্ত্যো বহ্নিমুল্বণম্।
শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবং[২] শিবাঃ॥ ৯

সঙ্গীতবদ্রোদনবদুন্নময্য শিরোধরাম্।
ব্যমুঞ্চন্ বিবিধা বাচো গ্রামসিংহাস্ততস্ততঃ॥ ১০

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর ! ব্রহ্মার মুখে নিজেদের বিপদের কারণ শুনে দেবগণ শঙ্কাশূন্য হলেন এবং সকলে স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন॥ ১ ॥

এদিকে দিতি তাঁর পতির কথামতো পুত্রদের দ্বারা উপদ্রবের আশঙ্কা মনের মধ্যে পোষণ করে চলছিলেন। অবশেষে যখন একশ বছর পার হয়ে গেল, তখন সেই সাধবী রমণী দুটি যমজ পুত্র প্রসব করলেন॥ ২ ॥ এই পুত্রদ্বয়ের জন্মের সময় স্বর্গে, মর্ত্যে ও অন্তরীক্ষে ভয়াবহ উৎপাত দেখা দিল—লোকেরা ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়ল॥ ৩ ॥ বিভিন্ন স্থানে পর্বত সমূহের সঙ্গে পৃথিবীও কম্পিতা হল, দিকসমূহ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। উল্কাপাত বজ্রপাত হতে থাকল, আকাশে অমঙ্গলসূচক ধূমকেতুর আবির্ভাব হল॥ ৪ ॥ তীব্র শব্দ করতে করতে বায়ু বড় বড় বৃক্ষসকল উৎপাটিত করে প্রবাহিত হতে লাগল। প্রবল ঘূর্ণী ঝড় যেন তার সৈন্যবাহিনী আর ধূলিরাশি ধবজাস্বরূপ মনে হচ্ছিল॥ ৫ ॥ নিবিড়তর ঘনঘটায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে চন্দ্র সূর্যাদির প্রকাশ রুদ্ধ হয়ে গাঢ় অন্ধকারে দশদিক ব্যাপ্ত হয়ে গেল। তার মধ্যে অট্টহাসির মতো ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। চতুর্দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না॥ ৬ ॥ সমুদ্র দুঃখী মানুষের মতো কোলাহল করতে লাগল, উত্তাল তরঙ্গরাশি উত্থিত হচ্ছিল আর সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত প্রাণীসকল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। নদী এবং অন্যান্য জলাশয় ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং সেগুলির সমস্ত পদ্মফুল শুকিয়ে গেল॥ ৭ ॥ চন্দ্র ও সূর্য বার বার রাহুগ্রস্ত হতে লাগল আর তাদের চারদিকে অমঙ্গলসূচক মণ্ডল আবির্ভূত হতে লাগল। বিনামেঘে গর্জন আরম্ভ হল আর পর্বতগুহা থেকে রথধবনির মতো ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল॥ ৮ ॥ গ্রামের মধ্যে শৃগালীগণ মুখ থেকে ভয়ংকর অগ্নি উদ্গীরণ করতে করতে শৃগাল ও পেচকদের সঙ্গে অমঙ্গলসূচক শব্দ করতে লাগল॥ ৯ ॥ যেখানে সেখানে কুকুরেরা গলা উঁচু

[১]প্রা.পা.—রুর্মিভিঃ ক্ষুভি.। [২]প্রা.পা.—শিবাঃ।

খরাশ্চ কর্কশৈঃ ক্ষত্তঃ খুরৈর্ঘ্নন্তো ধরাতলম্।
খার্কাররভসা মত্তাঃ পর্যধাবন্ বরূথশঃ॥ ১১

রুদন্তো রাসভত্রস্তা নীড়াদুদপতন্ খগাঃ।
ঘোষেঽরণ্যে চ পশবঃ শকৃন্মূত্রমকুর্বত॥ ১২

গাবোঽত্রসন্নসৃগ্দোহাস্তোয়দাঃ পূয়বর্ষিণঃ।
ব্যরুদন্ দেবলিঙ্গানি দ্রুমাঃ পেতুর্বিনানিলম্॥ ১৩

গ্রহান্ পুণ্যতমানন্যে ভগণাংশ্চাপি দীপিতাঃ।
অতিচেরুর্বক্রগত্যা যুযুধুশ্চ পরস্পরম্॥ ১৪

দৃষ্ট্বান্যাংশ্চ মহোৎপাতানতত্তত্ত্ববিদঃ প্রজাঃ।
ব্রহ্মপুত্রানৃতে ভীতা মেনিরে বিশ্বসম্প্লবম্॥ ১৫

তাবাদিদৈত্যৌ সহসা ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ।
ববৃধাতেঽশ্মসারেণ কায়েনাদ্রিপতী ইব॥ ১৬

দিবিস্পৃশৌ হেমকিরীটকোটিভি-
নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ[১]।
গাং কম্পয়ন্তৌ চরণৈঃ পদে পদে
কট্যা সুকাঞ্চ্যার্কমতীত্য তস্থতুঃ॥ ১৭

প্রজাপতির্নাম তয়োরকার্ষীদ্
যঃ প্রাক্ স্বদেহাদ্ যময়োরজায়ত।
তং বৈ হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ প্রজা
যং তং হিরণ্যাক্ষমসূত সাগ্রতঃ॥ ১৮

করে কখনো বা গানের মতো, কখনো বা কান্নার মতো নানারকম শব্দ করতে লাগল॥ ১০ ॥ হে বিদুর ! গর্দভসকল দলবদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণাগ্র খুরের দ্বারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে চতুর্দিকে ধাবমান হল। তারা মত্ত ও ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেবল স্বজাতীয় 'খার্কার' রবই করছিল॥ ১১ ॥ পাখিরা গর্দভদের সেই শব্দে ভীত হয়ে ব্যাকুলভাবে নানারকম শব্দ করতে করতে নিজেদের বাসা থেকে উড়ে পালাতে থাকল। কী গোপপল্লীতে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায়, কী বনে বাদাড়ে গোরু, মোষ ইত্যাদি যাবতীয় পশুগণ ভীত হয়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে লাগল॥ ১২ ॥ গাভীগণ এমন ভীত হল যে দোহন করলে তাদের স্তন থেকে দুধের বদলে রক্ত বেরতে লাগল, মেঘ জলের বদলে পুঁজ বৃষ্টি করতে লাগল, দেব-প্রতিমার চোখ থেকে অশ্রুবর্ষণ হতে লাগল এবং ঝড় ব্যতীতই বৃক্ষসকল উৎপাটিত হতে থাকল॥ ১৩ ॥ শনি, রাহু, মঙ্গলাদি ক্রূর গ্রহগণ প্রবল হয়ে গুরু-শুক্রাদি শুভগ্রহ এবং নক্ষত্র-গণকে অতিক্রম করে বক্রগতিতে প্রত্যাবর্তন করে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করছিল॥ ১৪ ॥ এইরকম আরো অনেক ভয়ংকর উৎপাত দেখে সনকাদি মুনিগণ ছাড়া আর সকলেই উদ্বিগ্ন ও ভীত হয়ে ওই সব উপদ্রবের কারণ বুঝতে না পেরে ভাবল বিশ্বের প্রলয়কাল বুঝিবা উপস্থিত॥ ১৫ ॥

সেই দুই আদিদৈত্য জন্মগ্রহণ করামাত্রই সহসা দুটি পাষাণতুল্য কঠোর দেহবিশিষ্ট হয়ে পর্বতের মতো বিশালশরীর হয়ে উঠল এবং তাদের পূর্বসিদ্ধ বলবীর্য সকল তাদের মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগল॥ ১৬ ॥ তাদের উচ্চতা এমন বিশাল হল যে তাদের সুবর্ণময় কিরীটের অগ্রভাগ গগন স্পর্শ করল এবং তাদের বিশাল শরীর দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত হয়ে গেল। তাদের উভয়েরই হাতে অঙ্গদাদি ভূষণ দীপ্তি পেতে লাগল। তাদের প্রতি পদক্ষেপ ভূকম্পন সৃষ্টি করতে লাগল এবং তারা যখন উঠে দাঁড়াত তখন তাদের অতিশয় উজ্জ্বল কাঞ্চীসমন্বিত সুশোভিত কটিদেশের তেজ দিবাকরকেও পরাভূত করত॥ ১৭ ॥ তারা দুজনে যমজ ছিল। প্রজাপতি কশ্যপ তাদের নামকরণ করলেন। দুজনের মধ্যে যে পুত্রটি গর্ভাধান সময়ে কশ্যপমুনির বীর্য থেকে প্রথমে উৎপন্ন হয়েছিল তাকে লোকে হিরণ্যকশিপু বলে জানল আর

[১]প্রা.পা.—দাবুভৌ।

চক্রে হিরণ্যকশিপুর্দোর্ভ্যাং ব্রহ্মবরেণ চ।
বশে সপালাল্লোঁকাংস্ত্রীনকুতোমৃত্যুরুদ্ধতঃ॥ ১৯

হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তস্য প্রিয়ঃ প্রীতিকৃদন্বহম্।
গদাপাণির্দিবং যাতো যুযুৎসুর্মৃগয়ন্ রণম্॥ ২০

তং বীক্ষ্য দুঃসহজবং রণৎকাঞ্চননূপুরম্।
বৈজয়ন্ত্যা স্রজা জুষ্টমংসন্যস্তমহাগদম্॥ ২১

মনোবীর্যবরোৎসিক্তমসৃণ্যমকুতোভয়ম্।
ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্ক্ষ্যত্রস্তা ইবাহয়ঃ॥ ২২

স বৈ তিরোহিতান্ দৃষ্ট্বা মহসা স্বেন দৈত্যরাট্।
সেন্দ্রান্ দেবগণান্ ক্ষীবানপশ্যন্ ব্যনদদ্ ভৃশম্॥ ২৩

ততো নিবৃত্তঃ ক্রীড়িষ্যন্ গম্ভীরং ভীমনিস্বনম্।
বিজগাহে মহাসত্ত্বো বার্ধিং মত্ত ইব দ্বিপঃ॥ ২৪

তস্মিন্ প্রবিষ্টে বরুণস্য সৈনিকা
যাদোগণাঃ সন্নধিয়ঃ সসাধ্বসাঃ।
অহন্যমানা অপি তস্য বর্চসা
প্রধর্ষিতা দূরতরং প্রদুদ্রুবুঃ॥ ২৫

স বর্ষপূগানুদধৌ মহাবল-
শ্চরন্মহোর্মীঞ্ছ্বসনেরিতান্মুহুঃ[১]।
মৌর্ব্যাভিজঘ্নে[২] গদয়া বিভাবরী-
মাসেদিবাংস্তাত পুরীং[৩] প্রচেতসঃ॥ ২৬

তত্রোপলভ্যাসুরলোকপালকং
যাদোগণানামৃষভং প্রচেতসম্।
স্ময়ন্ প্রলব্ধুং প্রণিপত্য নীচব-
জ্জগাদ মে দেহ্যধিরাজ সংযুগম্॥ ২৭

দিতি যাকে প্রথমে প্রসব করেছিলেন সে হিরণ্যাক্ষ নামে খ্যাত হল॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মার বরে মৃত্যুভয়মুক্ত হওয়াতে হিরণ্যকশিপু বড়ই উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। নিজের বাহুবলে সে লোকপালগণের সাথে ত্রিলোককে নিজের বশে এনে ফেলল॥ ১৯ ॥ সে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে খুবই ভালোবাসত আর হিরণ্যাক্ষও নিজের দাদার কথামতো কাজ করত। একদিন সেই হিরণ্যাক্ষ গদা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করবার অভিপ্রায়ে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গলোকে গিয়ে উপস্থিত হল॥ ২০ ॥ সেই হিরণ্যাক্ষ দৈত্য দুঃসহবেগশালী ছিল। তার পায়ে সোনার নূপুর বাজছিল, গলায় বৈজয়ন্তীমালা দুলছিল আর কাঁধে ছিল বিশাল গদা ॥ ২১ ॥ মানসিক, দৈহিক ও ব্রহ্মার বরে দৈব শক্তিতে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছিল, ফলে সে সর্বদা অপ্রতিহত গতি ও সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে থাকত। গরুড়কে দেখলে সাপেরা যেমন ভয়ে এদিক-ওদিক পালায়, হিরণ্যাক্ষকে দেখে দেবতারাও তেমনি ভয়ে এদিক ওদিক লুকোতে লাগল॥ ২২ ॥ দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ যখন দেখল যে তার তেজের প্রতাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বড় বড় দেবতা এমনকি ইন্দ্রাদি পর্যন্ত পালিয়ে গেছে, তখন তাদের সামনে দেখতে না পেয়ে সে অত্যন্ত গর্জন করতে লাগল॥ ২৩ ॥ তারপর সেই মহাবলী দৈত্য হিরণ্যাক্ষ জলক্রীড়া করার উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে নেমে মত্ত হাতির মতো গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করল, ফলে সমুদ্রে প্রবল আলোড়ন হয়ে তরঙ্গগর্জন হতে লাগল॥ ২৪ ॥ যেইমাত্র সে সমুদ্রে পদার্পণ করল, সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের সৈন্য জলচর জীবজন্তুগণ ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ল এবং সেই দৈত্য তাদের কোনো অনিষ্ট না করা সত্ত্বেও তার তেজে অভিভূত ও হতবুদ্ধি হয়ে সভয়ে দূরে পালিয়ে গেল॥ ২৫ ॥ মহাবলী হিরণ্যাক্ষ বহুকাল সমুদ্রে বিচরণ করেও সামনে কোনো প্রতিপক্ষ না পাওয়াতে তার নিঃশ্বাস চালিত বায়ুবেগে উত্থিত তরঙ্গরাশিকেই নিজের লৌহময়ী গদাদ্বারা বারংবার আঘাত করতে লাগল। এইভাবে বিচরণ করতে করতে সে বরুণদেবের রাজধানী বিভাবরীপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হল॥ ২৬ ॥ সেখানে পাতালাধিপতি জলজন্তুগণের প্রভু বরুণদেবকে দেখে

[১]প্রা.পা.—মহোর্মীঞ্ছ্বস.। [২]প্রা.পা.— মৌর্ব্যা নিজ.। [৩]প্রা.পা.—পুরং।

ত্বং লোকপালোঽধিপতির্বৃহচ্ছ্রবা
বীর্যাপহো দুর্মদবীরমানিনাম্।
বিজিত্য লোকেঽখিলদৈত্যদানবান্[1]
যদ্রাজসূয়েন পুরাযজৎ প্রভো[2]॥ ২৮

স এবমুৎসিক্তমদেন বিদ্বিষা
দৃঢ়ং প্রলব্ধো ভগবানপাং পতিঃ।
রোষং সমুত্থং শময়ন্ স্বয়া ধিয়া
ব্যবোচদঙ্গোপশমং গতা বয়ম্॥ ২৯

পশ্যামি নান্যং পুরুষাৎ পুরাতনাদ্
যঃ সংযুগে ত্বাং রণমার্গকোবিদম্।
আরাধয়িষ্যত্যসুরর্ষভেহি তং
মনস্বিনো যং গৃণতে ভবাদৃশাঃ॥ ৩০

তং বীরমারাদভিপদ্য বিস্ময়ঃ
শয়িষ্যসে বীরশয়ে শ্বভির্বৃতঃ।
যস্ত্বদ্বিধানামসতাং প্রশান্তয়ে
রূপাণি ধত্তে সদনুগ্রহেচ্ছয়া॥ ৩১

তাঁকে উপহাসচ্ছলে যেন সে মর্যাদায় তাঁর তুলনায় অনেক হীন এমন ভাব দেখিয়ে তাঁকে প্রণাম করে গর্বিতভাবে ব্যঙ্গ করে বলল—'হে মহারাজ ! আমাকে যুদ্ধ ভিক্ষা দান করুন॥ ২৭ ॥ হে প্রভু ! আপনি তো লোকপালক, রাজা এবং প্রভূত কীর্তিশালী। শৌর্যবীর্যমদে প্রমত্ত বীরগণের আপনি গর্বাপহারী এবং আগে একবার সমস্ত দৈত্য দানবগণকে পরাজিত করে রাজসূয় যজ্ঞও করেছেন।'

মদোন্মত্ত শত্রুকর্তৃক এইভাবে উপহসিত হয়ে ভগবান বরুণদেব যদিও অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু নিজ বুদ্ধিবলে তিনি সেই ক্রোধ সংবরণ করে বলতে লাগলেন—'হে অসুররাজ ! সম্প্রতি আমরা যুদ্ধাদি কৌতুক থেকে বিরত হয়েছি॥ ২৯ ॥ সনাতনপুরুষ ভগবান ছাড়া আমি তো এমন আর কাউকেই দেখি না, যে তোমার মতো সুনিপুণকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করতে পারে। হে অসুররাজ ! তুমি তাঁর কাছে যাও, তিনিই তোমার কামনা পূরণ করবেন। তোমার মতো বীরেরা তাঁর গুণগান করে থাকে॥ ৩০ ॥ ভগবান অতি বড় বীরপুরুষ। তাঁর কাছে পৌঁছানোমাত্রই তোমার দর্প চূর্ণ হবে এবং তুমি কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে রণশয্যায় শয়ন করবে। তোমার মতো দুষ্টগণের দমন এবং সাধুজনে কৃপা-বর্ষণের জন্য তিনি নানাপ্রকার অবতার দেহ ধারণ করে থাকেন॥ ৩১ ॥'

—o—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে হিরণ্যাক্ষদিগ্বিজয়ে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধের হিরণ্যাক্ষের দিগ্বিজয়ে সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

—o—

[1]প্রা.পা.—খিলদেবদান.। [2]প্রা.পা.—প্রভুঃ।

অথ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষের সাথে বরাহ ভগবানের যুদ্ধ

মৈত্রেয় উবাচ

তদেবমাকর্ণ্য জলেশভাষিতং
মহামনাস্তদ্‌বিগণয্য দুর্মদঃ।
হরের্বিদিত্বা গতিমঙ্গ নারদাদ্
রসাতলং নির্বিবিশে ত্বরান্বিতঃ।। ১

দদর্শ তত্রাভিজিতং ধরাধরং
প্রোন্নীয়মানাবনিমগ্রদংষ্ট্রয়া।
মুষ্ণন্তমক্ষ্ণা স্বরুচোঽরুণশ্রিয়া
জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ।। ২

আহৈনমেহ্যজ্ঞ মহীং বিমুঞ্চ নো
রসৌকসাং বিশ্বসৃজেয়মর্পিতা।
ন স্বস্তি যাস্যস্যনয়া মমেক্ষতঃ
সুরাধমাসাদিতশূকরাকৃতে[১]।। ৩

ত্বং নঃ সপত্নৈরভবায়[২] কিং ভৃতো
যো মায়য়া হন্ত্যসুরান্ পরোক্ষজিৎ।
ত্বাং যোগমায়াবলমল্পপৌরুষং
সংস্থাপ্য মূঢ় প্রমৃজে সুহৃচ্ছুচঃ।। ৪

ত্বয়ি সংস্থিতে গদয়া শীর্ণশীর্ষ-
ণ্যস্মদ্ভুজচ্যুতয়া যে চ তুভ্যম্।
বলিং হরন্ত্যৃষয়ো যে চ দেবাঃ
স্বয়ং সর্বে ন ভবিষ্যন্ত্যমূলাঃ।। ৫

স তুদ্যমানোঽরিদুরুক্ততোমরৈ-
র্দংষ্ট্রাগ্রগাং গামুপলক্ষ্য ভীতাম্।
তোদং মৃষন্নিরগাদম্বুমধ্যাদ্
গ্রাহাহতঃ সকরেণুর্যথেভঃ।। ৬

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে তাত ! জলাধিপতি বরুণের সেই বাক্য শুনে মদোন্মত্ত দৈত্য খুবই খুশি হল। বরুণের সেই বাক্য যে, 'তাঁর হাতে তোমার মৃত্যু হবে'—ওই অসুরের মনে কোনো দাগই ফেলল না। সে তৎক্ষণাৎ নারদের কাছ থেকে শ্রীহরির অবস্থানবৃত্তান্ত যোগাড় করে রসাতলে গিয়ে উপস্থিত হল।। ১ ।। রসাতলে গিয়ে সে দেখল যে বিশ্ববিজয়ী ধরাধর অর্থাৎ পৃথিবীকে ধারণকারী ভগবান বরাহমূর্তিতে দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে পৃথিবীকে ওপরে উঠিয়ে আনছেন। তাঁর দুটি রক্তচক্ষু দিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের তেজ হরণ করে নিচ্ছেন। হিরণ্যাক্ষ তাঁকে দেখে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উপহাস করে বলে উঠল—'আরে ! এই জংলি পশুটা এই জলের মধ্যে কোথা থেকে এল।। ২ ।। তারপর বরাহদেবকে বলল, 'ওরে অজ্ঞ ! এদিকে আয়, এই পৃথিবীকে ছেড়ে দে ; বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা একে রসাতলবাসী আমাদের জন্যই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওরে শূকরাকৃতি দেবাধম ! আমার চোখের সামনে তুই একে নিয়ে নির্বিঘ্নে যেতে পারবি না।। ৩ ।। তুই কপটভাবে লুকিয়ে চুরিয়েই অসুরদের জিতে নিস এবং নিধন করিস। আমাদের শত্রুগণ আমাদের বিনাশ করার জন্যই কি তোকে পোষণ করেছে ? ওরে মূঢ়, তোর শক্তি তো যোগমায়াই ; তোর নিজের সামর্থ্য তো সামান্য মাত্র। আজ তোকে শেষ করে আমার বন্ধুদের দুঃখ দূর করব।। ৪ ।। আমার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত গদা যখন তোর মাথা চূর্ণ করে দেবে আর তুই মরে যাবি, তখন তোকে যেসব দেবতা আর ঋষিরা পূজা করে, তারা ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো আপনা-আপনিই শেষ হয়ে যাবে।'।। ৫ ।।

হিরণ্যাক্ষ ভগবানকে কটুবাক্যরূপ তোমরাস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করে যাচ্ছিল ; কিন্তু দন্তাগ্রে অবস্থিতা পৃথিবীকে ভীতা দেখে জলজন্তুকর্তৃক আক্রান্ত হাতি যেমন সেই সব আঘাত সহ্য করে হস্তিনীর সাথে জল থেকে বেরিয়ে আসে, সেইরকম তিনিও সেই অসুরের দুর্বাক্যজনিত ব্যথা সহ্য

[১]প্রা.পা.— কৃতিঃ। [২]প্রা.পা.— রভবায়।

তং নিঃসরন্তং সলিলাদনুদ্রুতো
হিরণ্যকেশো দ্বিরদং যথা ঝষঃ।
করালদংষ্ট্রোঽশনিনিঃস্বনোঽব্রবীদ্
গতহ্রিয়াং কিং ত্বসতাং বিগর্হিতম্॥ ৭
স গামুদস্তাৎ সলিলস্য গোচরে
বিন্যস্য তস্যামদধাৎ স্বসত্ত্বম্।
অভিষ্টুতো বিশ্বসৃজা প্রসূনৈ-
রাপূর্যমাণো বিবুধৈঃ পশ্যতোঽরেঃ॥ ৮
পরানুষক্তং তপনীয়োপকল্পং
মহাগদং কাঞ্চনচিত্রদংশম্।
মর্মাণ্যভীক্ষ্ণং প্রতুদন্তং দুরুক্তৈঃ
প্রচণ্ডমন্যুঃ প্রহসংস্তং[1] বভাষে॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ

সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা
যুষ্মদ্বিধান্মৃগয়ে[2] গ্রামসিংহান্[3]।
ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য বীরা
বিকত্থনং তব গৃহ্নন্ত্যভদ্র॥ ১০
এতে বয়ং ন্যাসহরা রসৌকসাং
গতহ্রিয়ো গদয়া দ্রাবিতাস্তে।
তিষ্ঠামহেঽথাপি[4] কথঞ্চিদাজৌ
স্থেয়ং ক্ব যামো[5] বলিনোৎপাদ্য বৈরম্॥ ১১
ত্বং পদ্রথানাং কিল যূথপাধিপো
ঘটস্ব নোঽস্বস্তয় আশ্বনূহঃ।
সংস্থাপ্য চাস্মান্ প্রমৃজাশ্রু স্বকানাং
যঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং নাতিপিপর্ত্যসভ্যঃ॥ ১২

মৈত্রেয় [6]উবাচ

সোঽধিক্ষিপ্তো ভগবতা প্রলব্ধশ্চ রুষা ভৃশম্।
আজহারোল্বণং ক্রোধং ক্রীড্যমানোঽহিরাড়িব॥ ১৩

করেও জল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন॥ ৬ ॥ হিরণ্যাক্ষের দুর্বাক্যের কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি জল থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন কুমীর যেভাবে হাতির পিছু ধাওয়া করে, পিঙ্গলকেশ তীক্ষ্ণদন্ত হিরণ্যাক্ষও সেইভাবে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হল এবং বজ্রকঠোরস্বরে বলতে লাগল—'এইভাবে পালাতে তোর লজ্জা করে না ? সত্যিই নির্লজ্জদের পক্ষে কিছুই তো নিন্দনীয় নেই !'॥ ৭ ॥

জলের উপর ব্যবহারযোগ্য এক জায়গায় পৃথিবীকে সংস্থাপন করে তার মধ্যে বরাহমূর্তি শ্রীহরি স্বকীয় আধারশক্তি নিহিত করলেন। হিরণ্যাক্ষের উপস্থিতিতেই ভগবান ব্রহ্মা শ্রীহরির স্তুতি করলেন এবং দেবতারা তাঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন॥ ৮ ॥ স্বর্ণালংকারভূষিত মহাগদাধারী কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্মে আচ্ছাদিত হিরণ্যাক্ষদৈত্য দুর্বাক্যসমূহের দ্বারা ক্রমাগত ভগবানকে মর্মাহত করায় ভগবান শ্রীহরি একটি বিশাল গদা ধারণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চহাস্যে তাকে বললেন॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান বললেন—ওরে দুষ্ট ! সত্যি সত্যিই আমি জংলি জীব, যে তোর মতো গ্রাম-সিংহ (কুকুর)-কে খুঁজে বেড়ায়। ওরে দুষ্ট ! তোর মতো মৃত্যুপাশবদ্ধ অভাগা জীবের আত্মশ্লাঘাকে বীর পুরুষেরা কোনো সম্মানই দেয় না॥ ১০ ॥ হ্যাঁ একথা সত্যি যে রসাতলবাসীদের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে নির্লজ্জ হয়ে তোর গদার ভয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি। তাছাড়া আমার এমন কোন শক্তি আছে যে তোর মতো অদ্বিতীয় বীর পুরুষের সামনে যুদ্ধে দাঁড়াতে পারি ? কিন্তু তবুও যেন তেন প্রকারেণ আমি তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি ; তোর মতো বলবানের সঙ্গে শত্রুতা করে আমি আর কোথায়ইবা যেতে পারি ? ॥ ১১ ॥ তুই পদাতিক বীরদের অধিপতি, সুতরাং এখন নিঃশঙ্কচিত্তে কালবিলম্ব না করে আমাকে পরাজিত কর এবং আমাকে বধ করে নিজের আত্মীয় বন্ধুদের দুঃখাশ্রু মুছিয়ে দে। আর দেরি করিস না। যে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন না করে সে মিথ্যুক, সে সভ্যসমাজে বসবার উপযুক্ত নয়॥ ১২ ॥

[1]প্রা.পা.—প্রসভং তং। [2]প্রা.পা.—দ্বিধং মৃগ.। [3]প্রা.পা.—সিংহম্। [4]প্রা.পা.—মহে চাপি।
[5]প্রা.পা.—ত্বয়া। [6]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' নেই।

সৃজন্নমর্ষিতঃ[১] শ্বাসান্মন্যুপ্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
আসাদ্য তরসা দৈত্যো গদয়াভ্যহনদ্ধরিম্॥ ১৪

ভগবাংস্তু গদাবেগং বিসৃষ্টং রিপুণোরসি।
অবঞ্চয়ত্তিরশ্চীনো যোগারূঢ় ইবান্তকম্॥ ১৫

পুনর্গদাং স্বামাদায়[২] ভ্রাময়ন্তমভীক্ষ্ণশঃ।
অভ্যধাবদ্ধরিঃ ক্রুদ্ধঃ সংরম্ভাদ্দষ্টদচ্ছদম্॥ ১৬

ততশ্চ গদয়ারাতিং দক্ষিণস্যাং ভ্রুবি প্রভুঃ।
আজঘ্নে স তু[৩] তাং সৌম্য গদয়া কোবিদোঽহনৎ॥ ১৭

এবং গদাভ্যাং গুর্বীভ্যাং হর্যক্ষো হরিরেব চ।
জিগীষয়া সুসংরব্ধাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ॥ ১৮

তয়োঃ স্পৃধোস্তিগ্মগদাহতাঙ্গয়োঃ[৪]
ক্ষতাস্রবঘ্রাণবিবৃদ্ধমন্যোঃ[৫]।
বিচিত্রমার্গাংশ্চরতোর্জিগীষয়া
ব্যভাদিলায়ামিব শুষ্মিণোর্মৃধঃ॥ ১৯

দৈত্যস্য যজ্ঞাবয়বস্য মায়া-
গৃহীতবারাহতনোর্মহাত্মনঃ।
কৌরব্য মহ্যাং দ্বিষতোর্বিমর্দনং
দিদৃক্ষুরাগাদৃষিভির্বৃতঃ স্বরাট্॥ ২০

আসন্নশৌণ্ডীরমপেতসাধ্বসং
কৃতপ্রতীকারমহার্যবিক্রমম্।
বিলক্ষ্য দৈত্যং ভগবান্ সহস্রণী-
র্জগাদ নারায়ণমাদিসূকরম্॥ ২১

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! ভগবান ক্রুদ্ধ হয়ে যখন সেই দৈত্যকে এইভাবে উপহাস এবং তিরস্কার করলেন, মহাসর্পকে নিয়ে খেলা করলে সে যেমন কুপিত হয় হিরণ্যাক্ষও সেইরকম ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল॥ ১৩ ॥ ক্রুদ্ধ হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে তার সব ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষুভিত হল এবং সেই দৈত্য ভগবান শ্রীহরির ওপর গদাঘাত করল॥ ১৪ ॥ কিন্তু যোগারূঢ় ব্যক্তি যেমনভাবে মৃত্যুর আক্রমণ নিষ্ফল করে দেয়, কিঞ্চিৎ বাঁকাভাবে হেলে গিয়ে তিনি তাঁর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত গদা নিষ্ফল করে দিলেন॥ ১৫ ॥ তারপর যখন সেই দৈত্য মহাক্রোধে নিজের গদা মুহুর্মুহু ঘোরাতে লাগল এবং ঠোঁট কামড়াতে লাগল তখন ভগবান শ্রীহরি কুপিত হয়ে তীব্রবেগে তার দিকে ধাবিত হলেন॥ ১৬ ॥ হে সৌম্য বিদুর ! প্রভু তখন শত্রুর দক্ষিণ ভ্রূ লক্ষ্য করে গদাঘাত করলেন, কিন্তু গদাযুদ্ধনিপুণ হিরণ্যাক্ষ নিজের গদা দিয়ে ভগবানের নিক্ষিপ্ত গদা প্রতিহত করল॥ ১৭ ॥ এইভাবে হিরণ্যাক্ষদৈত্য ও বরাহরূপী ভগবান শ্রীহরি উভয়েই পরস্পরকে পরাজিত করার ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পরস্পর গদাঘাত করতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ সেই সময়ে দুজনেই পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করছিলেন, দুজনেরই শরীর গদাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল, নিজেদের শরীর থেকে নির্গত রক্তের তীব্র গন্ধে ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং জয়ের ইচ্ছায় উভয়েই গদাযুদ্ধের নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করছিলেন। এইভাবে গাভীর অধিকারের জন্য দুটি বৃষভ যেমনভাবে যুদ্ধ করে, পরস্পরকে জয়ের ইচ্ছায় দুজনেই ভয়ংকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন॥ ১৯ ॥ হে বিদুর ! এইভাবে হিরণ্যাক্ষ ও স্বীয় সংকল্পদ্বারা যজ্ঞময় বরাহশরীর ধারণকারী ভগবান শ্রীহরি যখন পৃথিবীকে উপলক্ষ্য করে যুদ্ধ করছিলেন, সেই যুদ্ধ দর্শনের ইচ্ছায় ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা সেখানে আগমন করলেন॥ ২০ ॥ তিনি সহস্র ঋষি পরিবেষ্টিত ছিলেন। যখন তিনি হিরণ্যাক্ষের শৌর্যবীর্য দর্শন করলেন, হিরণ্যাক্ষের মধ্যে ভয়ের লেশমাত্রও দেখলেন না আর দেখলেন যে সে নির্ভীকভাবে সব কিছুর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিচ্ছে এবং তার

[১]প্রা.পা.—বিসৃ.। [২]প্রা.পা.—সমা.। [৩]প্রা.পা.—চ তং। [৪]প্রা.পা.—তয়োর্মৃধে তিগ্মগদাহ.। [৫]প্রা.পা.—যুদ্ধয়োঃ।

ব্রহ্মোবাচ

এষ তে দেব দেবানামঙ্ঘ্রিমূলমুপেয়ুষাম্।
বিপ্রাণাং সৌরভেয়ীণাং[১] ভূতানামপ্যনাগসাম্॥ ২২

আগস্কৃদ্ভয়কৃদ্দুষ্কৃদস্মদ্রাদ্ধবরোঽসুরঃ[২]।
অন্বেষন্নপ্রতিরথো লোকানটতি কণ্টকঃ॥ ২৩

মৈনং[৩] মায়াবিনং দৃপ্তং নিরঙ্কুশমসত্তমম্।
আক্রীড় বালবদ্দেব যথাশীবিষমুত্থিতম্॥ ২৪

ন যাবদেষ বর্ধেত স্বাং বেলাং প্রাপ্য দারুণঃ।
স্বাং দেব মায়ামাস্থায় তাবজ্জহ্যঘমচ্যুত॥ ২৫

এষা ঘোরতমা সন্ধ্যা লোকচ্ছম্বট্‌করী[৪] প্রভো।
উপসর্পতি সর্বাত্মন্ সুরাণাং জয়মাবহ॥ ২৬

অধুনৈষোঽভিজিন্নাম যোগো মৌহূর্তিকো হ্যগাৎ।
শিবায় নস্ত্বং সুহৃদামাশু নিস্তর দুস্তরম্॥ ২৭

দিষ্ট্যা ত্বাং বিহিতং মৃত্যুময়মাসাদিতঃ স্বয়ম্।
বিক্রম্যৈনং মৃধে হত্বা লোকানাধেহি শর্মণি॥ ২৮

বিক্রম প্রতিহত করা বেশ কঠিন ব্যাপার, তখন তিনি আদিপুরুষ ভগবান নারায়ণকে বলতে লাগলেন॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে দেব ! আমার কাছ থেকে বর লাভ করে এই দুষ্ট দৈত্য বড় প্রবল হয়ে গেছে। বর্তমানে আপনার শ্রীচরণাশ্রিত দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো এবং অন্যান্য নিরপরাধ প্রাণিগণের প্রতি অত্যাচার করে দুঃখদায়ী এবং ভীতিপ্রদ হয়েছে। ওর সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেউ নেই, সেইজন্য এই মহাকণ্টক তার প্রতিদ্বন্দ্বী বীরের অন্বেষণে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াচ্ছে॥ ২২-২৩ ॥ এই দুষ্ট অতিশয় মায়াবী, গর্বিত ও দুর্দমনীয়। বালক যেমন ক্রুদ্ধ সর্পের পুচ্ছাদি আকর্ষণ করে খেলা করে, একে নিয়ে আপনি সে রকম করবেন না॥ ২৪ ॥ হে দেব ! হে অচ্যুত ! এই ভয়ংকর দৈত্য যাতে আসুরীবেলা পর্যন্ত জীবিত থেকে আরও প্রবল না হয়, তার আগেই আপনি আপনার মায়াশক্তি অবলম্বন করে এই পাপীর বিনাশ করুন॥ ২৫ ॥ হে প্রভু ! চেয়ে দেখুন, লোকবিনাশ-কারিণী অতি-ভীষণ সন্ধ্যাকাল বা আসুরীবেলা সম্প্রতি আসন্নপ্রায়। হে সর্বাত্মন ! এইই উপযুক্ত সময়। সন্ধ্যার পূর্বেই এই অসুরকে নিধন করে দেবতাদের জয় বিধান করুন॥ ২৬ ॥ এইক্ষণে অভিজিৎ নামক মুহূর্তকালব্যাপী শুভ সময়ও রয়েছে। সুতরাং আপনারই সুহৃদ আমাদের মঙ্গলার্থে শীঘ্রই এই দুর্জয় অসুরকে বিনাশ করুন॥ ২৭ ॥ হে প্রভু ! এর মৃত্যু আপনারই হাতে লিখিত। আমাদের অতিবড় সৌভাগ্য যে এই দৈত্য নিজে থেকেই কালস্বরূপ আপনার হাতে এসে পড়েছে। এখন যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করে একে নিধন করে ত্রিভুবনের মঙ্গল বিধান করুন॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে
হিরণ্যাক্ষবধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে
হিরণ্যাক্ষবধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১৮ ॥

[১]প্রা.পা.—ভেয়াণাং। [২]প্রাচীন বইয়ে 'আগস্কৃদ্.....' এই পূর্বার্ধ মূলে নেই। [৩]প্রা.পা.—নৈনং।
[৪]প্রা.পা.—জ্জম্বকরী।

অথ ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ

ঊনবিংশ অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষ বধ

মৈত্রেয় উবাচ

অবধার্য বিরিঞ্চস্য নির্ব্যলকামৃতং বচঃ।
প্রহস্য প্রেমগর্ভেণ তদপাঙ্গেন সোঽগ্রহীৎ।। ১

ততঃ সপত্নং মুখতশ্চরন্তমকুতোভয়ম্।
জঘানোৎপত্য গদয়া হনাবসুরমক্ষজঃ[১]।। ২

সা হতা তেন গদয়া বিহতা ভগবৎকরাৎ।
বিঘূর্ণিতাপতদ্ রেজে[২] তদদ্ভুতমিবাভবৎ।। ৩

স তদা লব্ধতীর্থোঽপি ন ববাধে নিরায়ুধম্।
মানয়ন্ স মৃধে ধর্মং বিষ্বক্সেনং প্রকোপয়ন্।। ৪

গদায়ামপবিদ্ধায়াং হাহাকারে বিনির্গতে[৩]।
মানয়ামাস তদ্ধর্মং সুনাভং চাস্মরদ্‌বিভুঃ।। ৫

তং ব্যগ্রচক্রং দিতিপুত্রাধমেন
স্বপার্ষদমুখ্যেন বিষজ্জমানম্।
চিত্রা বাচোঽতদ্বিদাং খেচরাণাং
তত্রাস্মাসন্ স্বস্তি তেঽমুং জহীতি।। ৬

স তং নিশাম্যাত্তরথাঙ্গমগ্রতো
ব্যবস্থিতং পদ্মপলাশলোচনম্।
বিলোক্য চামর্ষপরিপ্লুতেন্দ্রিয়ো
রুষা স্বদন্তচ্ছদমাদশচ্ছ্বসন্।। ৭

করালদংষ্ট্রশ্চক্ষুর্ভ্যাং সঞ্চক্ষাণো দহন্নিব।
অভিপ্লুত্য স্বগদয়া হতোঽসীত্যাহনদ্ধরিম্।। ৮

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! ব্রহ্মার এই অকপট অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করে তাঁর সরলতায় মৃদুহাস্য করে প্রেমপূর্ণ নয়নকটাক্ষসংকেতে শ্রীহরি তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করে নিলেন।। ১ ।। অনন্তর সম্মুখে বিচরণশীল নির্ভীক শত্রু হিরণ্যাক্ষকে তার গণ্ডস্থলের নীচে গদাঘাত করলেন। কিন্তু হিরণ্যাক্ষের গদার সাথে সংঘর্ষে ভগবানের গদা তাঁর হাত থেকে বিচ্যুত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে দীপ্তি পেতে লাগল। অসুরের বিক্রমে ভগবানের হাত থেকে গদা বিচ্যুত হওয়ার মতো বড়ই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।। ২-৩ ।। তখন শত্রুকে আঘাত করবার অতি উত্তম সুযোগ পেয়েও হিরণ্যাক্ষ ভগবানকে নিরস্ত্র দেখে যুদ্ধরীতি পালন করে ভগবানের প্রতি কোনো আঘাত করল না। ভগবানের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যেই সে এই রকম ব্যবহার করল।। ৪ ।। গদাভ্রষ্ট হওয়ার পর এবং চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি বন্ধ হবার পর ভগবান হিরণ্যাক্ষের ধর্মবুদ্ধির প্রশংসা করে নিজের সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলেন।। ৫ ।।

শ্রীভগবান স্মরণ করা মাত্রই সুদর্শন চক্র ভগবানের হাতে এসে ঘুরতে লাগল। কিন্তু ভগবান তাঁর ভূতপূর্ব পার্ষদপ্রবর দৈত্যাধম হিরণ্যাক্ষের সাথে বিশেষভাবে যুদ্ধক্রীড়া করতে লাগলেন। দেবতারা গূঢ় রহস্য বুঝতে না পেরে চতুর্দিক থেকে বলতে লাগলেন—হে প্রভু ! আপনার জয় হোক। এর সঙ্গে আর খেলা না করে শিগগিরই একে বধ করুন।। ৬ ।। হিরণ্যাক্ষ যখন দেখল যে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি তার সামনে সুদর্শন চক্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন তার সর্বাঙ্গ ও সর্বেন্দ্রিয় ক্রোধে জ্বলে যেতে লাগল। সে ঘন ঘন ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগল এবং দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।। ৭ ।। সেই সময় ওই বিকটদশন দৈত্য তার ক্রুদ্ধ চোখ এমন ভয়ংকরভাবে ঘূর্ণিত করতে লাগল যেন চোখের আগুনে ভগবানকে ভস্ম করে দেবে। ভীষণ

[১]প্রা.পা.—বিনন্নাদাথ সুস্বরম্। [২]প্রাচীন বইয়ে 'বিঘূর্ণিতা.' এই উত্তরার্ধ মূলে নেই। [৩]প্রা.পা.—চ নির্গতে।

পদা সব্যেন তাং সাধো ভগবান্ যজ্ঞসূকরঃ।
লীলয়া মিষতঃ শত্রোঃ প্রাহরদ্বাতরংহসম্॥ ৯

আহ চায়ুধমাধৎস্ব ঘটস্ব ত্বং জিগীষসি।
ইত্যুক্তঃ স তদা ভূয়স্তাড়য়ন্ ব্যনদদ্ ভৃশম্॥ ১০

তাং স আপততীং বীক্ষ্য ভগবান্ সমবস্থিতঃ।
জগ্রাহ লীলয়া প্রাপ্তাং গরুত্মানিব পন্নগীম্॥ ১১

স্বপৌরুষে প্রতিহতে হতমানো মহাসুরঃ।
নৈচ্ছদগদাং[1] দীয়মানাং হরিণা বিগতপ্রভঃ॥ ১২

জগ্রাহ ত্রিশিখং শূলং জ্বলজ্জ্বলনলোলুপম্।
যজ্ঞায় ধৃতরূপায় বিপ্রায়াভিচরন্ যথা॥ ১৩

তদোজসা দৈত্যমহাভটার্পিতং
চকাসদন্তঃ খ উদীর্ণদীধিতি।
চক্রেণ চিচ্ছেদ নিশাতনেমিনা
হরির্যথা তার্ক্ষ্যপতত্রমুজ্ঝিতম্॥ ১৪

বৃক্ণে স্বশূলে বহুধারিণা হরেঃ
প্রত্যেত্য বিস্তীর্ণমুরো বিভূতিমৎ।
প্রবৃদ্ধরোষঃ স কঠোরমুষ্টিনা
নদন্ প্রহৃত্যান্তরধীয়তাসুরঃ॥ ১৫

তেনেত্থমাহতঃ ক্ষত্তর্ভগবানাদিসূকরঃ।
নাকম্পত মনাক্ ক্বাপি স্রজা হত ইব দ্বিপঃ॥ ১৬

বেগে ভগবানের দিকে ধেয়ে গিয়ে 'এইবার তুই আর বাঁচবি না' বলে শ্রীহরির ওপর গদাপ্রহার করল॥ ৮ ॥ হে মহানুভব বিদুর ! যজ্ঞমূর্তি ভগবান আদিবরাহ সেই শত্রুর চোখের সামনেই বায়ুবেগে আগত হিরণ্যাক্ষের গদাকে অনায়াসে বাম পদ দিয়ে নিবারণ করে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং তাকে বললেন, 'ওরে দৈত্য ! তুই আমাকে জয় করতে চাইছিস, সুতরাং শস্ত্র হাতে নে এবং আর একবার চেষ্টা কর।' ভগবানের এই কথা শুনে হিরণ্যাক্ষ আবার গদাচালনা করে ভয়ানক গর্জন করতে লাগল॥ ৯-১০ ॥ নিক্ষিপ্ত গদাকে নিজের দিকে আসতে দেখে ভগবান যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে দাঁড়িয়েই অনায়াসে তাকে এমনভাবে ধরে ফেললেন যেমন গরুড় আগত ভুজঙ্গীকে ধরে ফেলে॥ ১১ ॥

নিজের প্রচেষ্টাকে এভাবে ব্যর্থ হতে দেখে হতগর্ব সেই মহাদৈত্য নিতান্ত অপ্রতিভ হল। ভগবান হিরণ্যাক্ষকে তার গদা ফিরিয়ে দিতে চাইলেও হিরণ্যাক্ষ তা গ্রহণ করল না॥ ১২ ॥ (ব্রহ্মহত্যা করার জন্য শ্যেনযাগাদি) অভিচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে যেমন মারণাদি প্রয়োগ করে, সেইরকমই হিরণ্যাক্ষ শ্রীযজ্ঞপুরুষের ওপর প্রহারের উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো প্রাসোদ্যত ত্রিশিখ শূল হাতে নিল॥ ১৩ ॥ মহাবলী হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক মহাবেগে নিক্ষিপ্ত সেই তেজোময় ত্রিশিখ শূল আকাশে উৎকট দীপ্তিভরে জ্বলতে লাগল। বরাহরূপী ভগবান বিষ্ণু সেই শূলকে তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা এমনভাবে ছেদন করলেন যেমনভাবে দেবরাজ ইন্দ্র পক্ষিরাজ গরুড়ের পরিত্যক্ত একটি পালককে বজ্রের দ্বারা ছেদন করছিলেন*॥ ১৪ ॥ ভগবানের চক্র দ্বারা নিজের ত্রিশিখ শূলকে টুকরো টুকরো হতে দেখে হিরণ্যাক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হল। সে গর্জন করতে করতে এগিয়ে এসে ভগবানের শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষের ওপর কঠোর মুষ্ট্যাঘাত করল এবং গর্জন করতে করতে অন্তর্হিত হল॥ ১৫ ॥

হে বিদুর ! হাতির ওপর পুষ্পমাল্য প্রহার করলে হাতির যেমন কোনো বিক্ষেপই হয় না, মুষ্ট্যাঘাতের ফলে

[1]প্রা.পা.— নৈচ্ছদ্ গ্রহীতুং সুগমাং হরি.।

*গরুড় যখন নিজের মা বিনতাকে সর্পদের মাতা কদ্রুর দাসীত্ব থেকে মুক্ত করবার জন্য দেবতাদের কাছ থেকে অমৃতভাণ্ড হরণ করেছিলেন তখন ইন্দ্র গরুড়ের ওপর নিজের বজ্র নিক্ষেপ করেন। ইন্দ্রের বজ্র কখনো ব্যর্থ হয় না, বজ্রের সেই সম্মান রক্ষার জন্য গরুড় তাঁর একটি পালক পরিত্যাগ করেন। বজ্র সেই পরিত্যক্ত পালকটি ছেদন করেছিল।

অথোরুধাসৃজন্মায়াং যোগমায়েশ্বরে হরৌ।
যাং বিলোক্য প্রজাস্ত্রস্তা মেনিরেঽস্যোপসংযমম্॥ ১৭

প্রববুর্বায়বশ্চণ্ডাস্তমঃ পাংসবমৈরয়ন্।
দিগ্‌ভ্যো নিপেতুর্গ্রাবাণঃ ক্ষেপণৈঃ প্রহিতা ইব॥ ১৮

দ্যৌর্নষ্টভগণাভ্রৌঘৈঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ।
বর্ষদ্ভিঃ পূয়কেশাসৃগ্বিণ্মূত্রাস্থীনি চাসকৃৎ॥ ১৯

গিরয়ঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত নানায়ুধমুচোঽনঘ।
দিগ্বাসসো যাতুধান্যঃ শূলিন্যো মুক্তমূর্ধজাঃ॥ ২০

বহুভির্যক্ষরক্ষোভিঃ পত্ত্যশ্বরথকুঞ্জরৈঃ।
আততায়িভিরুৎসৃষ্টা হিংস্রা বাচোঽতিবৈশসাঃ॥ ২১[১]

প্রাদুষ্কৃতানাং মায়ানামাসুরীণাং বিনাশয়ৎ।
সুদর্শনাস্ত্রং ভগবান্ প্রাযুঙ্‌ক্ত দয়িতং ত্রিপাৎ॥ ২২

তদা দিতেঃ সমভবৎ সহসা হৃদি বেপথুঃ।
স্মরন্ত্যা ভর্তুরাদেশং স্তনাচ্চাসৃক্ প্রসুস্রুবে॥ ২৩

বিনষ্টাসু[২] স্বমায়াসু ভূয়শ্চাব্রজ্য কেশবম্।
রুষোপগূহমানোঽমুং দদৃশেঽবস্থিতং বহিঃ॥ ২৪

তং মুষ্টিভির্বিনিঘ্নন্তং বজ্রসারৈরধোক্ষজঃ।
করেণ কর্ণমূলেঽহন্ যথা ত্বাষ্ট্রং মরুৎপতিঃ॥ ২৫

স আহতো বিশ্বজিতা[৩] হ্যবজ্ঞয়া
পরিভ্রমদ্‌গাত্র উদস্তলোচনঃ।
বিশীর্ণবাহ্বঙ্‌ঘ্রিশিরোরুহোঽপতদ্[৪]
যথা নগেন্দ্রো লুলিতো নভস্বতা॥ ২৬

বরাহমূর্তি ভগবানেরও তেমনই সামান্যতম কম্পনাদি প্রতিক্রিয়া হল না॥ ১৬ ॥ তখন সেই মহামায়াবী দৈত্য মায়াপতি শ্রীহরির উপরে নানাপ্রকার মায়া বিস্তার করতে লাগল এবং তা দেখে লোকসকল ভীত হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল যে, সংসারের প্রলয়কাল বুঝিবা উপস্থিত॥ ১৭ ॥ গগনমণ্ডলে প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা ধুলো উড়িয়ে অন্ধকার সৃষ্টি করল। চারদিক থেকে এমনভাবে পাথর বর্ষণ হতে লাগল যেন কোনো নিক্ষেপণ যন্ত্রের দ্বারা ক্রমাগত পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে॥ ১৮ ॥ বিদ্যুতের চমকানি এবং মেঘের গর্জনের সাথে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে আকাশে সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহগণ আচ্ছাদিত হয়ে গেল এবং আকাশ থেকে ক্রমাগত পুঁজ, রক্ত, চুল, বিষ্ঠা, মূত্র ও অস্থিসকল বর্ষিত হতে লাগল॥ ১৯ ॥ হে বিদুর ! পাহাড়গুলি যেন অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করছে এরকম মনে হতে লাগল। বিবস্ত্রা, আলুলায়িত কেশা কতকগুলি রাক্ষসী যেন ত্রিশূল হাতে নিয়ে ইতস্তত বিচরণ করছে বলে মনে হচ্ছিল॥ ২০ ॥ বহু বহু পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী ও হস্তীদের উপরে উপবিষ্ট সৈন্যদের সঙ্গে যক্ষরক্ষগণ 'মার মার, কাট-কাট' এইরকম হিংসাত্মক কঠোর বাক্যে গর্জন করতে লাগল॥ ২১ ॥ দৈত্যের প্রকটিত সেই সব আসুরী মায়াজালকে বিনাশের জন্য যজ্ঞমূর্তি ভগবান বরাহদেব তাঁর প্রিয় সুদর্শন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন॥ ২২ ॥ এদিকে সেই সময় স্বামী কশ্যপের সেই আদেশবাক্য (তোমার পুত্রদ্বয়কে ভগবান বিনাশ করবেন) স্মরণ হওয়াতে সহসা দিতির হৃৎকম্প হতে লাগল এবং তাঁর স্তনযুগল থেকে রক্ত ক্ষরিত হতে থাকল॥ ২৩ ॥ নিজের মায়াজাল চূর্ণ হতে দেখে হিরণ্যাক্ষ আবার দ্রুতবেগে বরাহদেবের কাছে এসে তাঁকে বাহুবেষ্টনে নিপীড়ন করার উদ্দেশ্যে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল যে শ্রীহরি তো বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন॥ ২৪ ॥ দৈত্য তখন বজ্রদৃঢ়মুষ্টিতে ভগবানকে আঘাত করতে লাগল। তখন ইন্দ্র যেভাবে বৃত্রাসুরকে বজ্রদ্বারা প্রহার করেছিলেন সেইভাবে ভগবান সেই দৈত্যের কর্ণমূলে হস্তপ্রহার করলেন॥ ২৫ ॥

জগৎস্রষ্টা ভগবান শ্রীহরি যদিও অত্যন্ত অবহেলার

[১]প্রা.পা.—ঽভিবৈ.। [২]প্রা.পা.—ব্যুদস্তাসু চ মায়াসু। [৩]প্রা.পা.—বিশ্বসৃজা। [৪]প্রা.পা.—বিকীর্ণবাহ্বঙ্‌ঘ্রিশিরোধরো।

ক্ষিতৌ শয়ানং তমকুণ্ঠবর্চসং
করালদংষ্ট্রং পরিদষ্টদচ্ছদম্।
অজাদয়ো বীক্ষ্য শশংসুরাগতা
অহো ইমাং কো[১] নু লভেত সংস্থিতিম্॥ ২৭
যং যোগিনো যোগসমাধিনা রহো
ধ্যায়ন্তি লিঙ্গাদসতো মুমুক্ষয়া।
তস্যৈষ দৈত্যঋষভঃ পদাহতো
মুখং প্রপশ্যংস্তনুমুৎসসর্জ হ॥ ২৮
এতৌ তৌ পার্ষদাবস্য শাপাদ্ যাতাবসদ্‌গতিম্।
পুনঃ কতিপয়ৈঃ স্থানং প্রপৎস্যেতে হ জন্মভিঃ॥ ২৯

দেবা ঊচুঃ

নমো নমস্তেঽখিলযজ্ঞতন্তবে
স্থিতৌ গৃহীতামলসত্ত্বমূর্তয়ে।
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং জগতামরুন্তুদ-
স্ত্বৎপাদভক্ত্যা বয়মীশ নির্বৃতাঃ॥ ৩০

মৈত্রেয় [২]উবাচ

এবং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবিক্রমং
স সাদয়িত্বা হরিরাদিসূকরঃ।
জগাম লোকং স্বমখণ্ডিতোৎসবং
সমীড়িতঃ[৩] পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ॥ ৩১
ময়া যথানূক্তমবাদি তে হরেঃ
কৃতাবতারস্য সুমিত্র চেষ্টিতম্।
যথা হিরণ্যাক্ষ উদারবিক্রমো
মহামৃধে ক্রীড়নবন্নিরাকৃতঃ॥ ৩২

সূত উবাচ

ইতি কৌষারবাখ্যাতামাশ্রুত্য ভগবৎকথাম্।
ক্ষত্তাঽঽনন্দং পরং লেভে মহাভাগবতো দ্বিজ॥ ৩৩
অন্যেষাং পুণ্যশ্লোকানামুদ্দামযশসাং সতাম্।
উপশ্রুত্য ভবেন্মোদঃ শ্রীবৎসাঙ্কস্য কিং পুনঃ॥ ৩৪

সাথে দৈত্যকে আঘাত করলেন তবুও সেই আঘাতে হিরণ্যাক্ষের শরীর ঘূর্ণিত, নেত্র বহির্গত এবং হাত, পা ও কেশরাশি বিধ্বস্ত হয়ে গেল। দৈত্য তখন বায়ুবেগে ঝড়ে উৎপাটিত বিশাল বৃক্ষের মতো মাটিতে আছড়ে পড়ল॥ ২৬ ॥ হিরণ্যাক্ষের তেজ কিন্তু তখনও পূর্ণভাবে বিদ্যমান। সেই বিকটদশন দৈত্যের অধরদংশনরত ভূতলপতন অবস্থা দেখবার জন্য সমাগত ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তার দুর্লভ সৌভাগ্যের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন—'আহা ! এই রকম দুর্লভ মৃত্যু কেইবা লাভ করতে পারে॥ ২৭ ॥ যোগিগণ নশ্বর লিঙ্গশরীর থেকে মুক্তি কামনায় নির্জনে সমাধি যোগদ্বারা যাঁর ধ্যান করেন, তাঁরই পদাঘাতে তাঁর শ্রীমুখদর্শন করতে করতে এই দৈত্যরাজ দেহত্যাগ করল॥ ২৮ ॥ এই হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু ভগবান শ্রীহরিরই পার্ষদ। এরা শাপগ্রস্ত হয়ে এই অধোগতি পেয়েছে। কয়েকজন্ম পরে এরা আবার নিজ স্থানে ফিরে যাবে'॥ ২৯ ॥

দেবতারা বলতে লাগলেন—হে প্রভু ! আপনাকে বার বার নমস্কার। আপনি সমস্ত যজ্ঞ বিস্তার করেছেন। জগৎ পালনের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি ধারণ করে থাকেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে জগৎপীড়ক এই মহাদৈত্য বিনষ্ট হয়েছে। আপনার শ্রীচরণে ভক্তিবশত আমরা পরম শান্তি লাভ করলাম॥ ৩০ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর ! এইভাবে মহা-পরাক্রমশালী হিরণ্যাক্ষকে বধ করে ভগবান আদিবরাহ তাঁর অখণ্ড আনন্দময় পরমধামে চলে গেলেন॥ ৩১ ॥ অবতার মূর্তি গ্রহণ করে ভগবান যে সব লীলা করেন এবং যেভাবে তিনি ভীষণ যুদ্ধে খেলনার মতো মহা-পরাক্রমশালী হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছেন, হে বন্ধু বিদুর ! সেই সব কাহিনী গুরুমুখে আমি যেমন শ্রবণ করেছি, তোমার কাছে সেভাবেই বর্ণনা করলাম॥ ৩২ ॥

সূত বললেন—হে শৌনক ! মৈত্রেয়মুনির মুখে ভগবানের এই লীলাচরিত্র শ্রবণ করে বিদুরের মনে বড় আনন্দ হল॥ ৩৩ ॥ বিপুলকীর্তি ও পুণ্যশ্লোক অন্যান্য সাধুদের চরিত্রকথা শ্রবণ করেই যখন কত আনন্দ হয় তখন শ্রীবৎসধারী ভগবানের ললিত লীলাকাহিনীর তো

[১]প্রা.পা.—কোঽত্র। [২]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' এই পাঠ নেই। [৩]প্রা.পা.—সমীলিতঃ।

যো গজেন্দ্রং ঝষগ্রস্তং ধ্যায়ন্তং চরণাম্বুজম্।
ক্রোশন্তীনাং করেণূনাং কৃচ্ছ্রতোঽমোচয়দ্ দ্রুতম্॥ ৩৫

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ॥ ৩৬

যো বৈ হিরণ্যাক্ষবধং মহাদ্ভুতং
বিক্রীড়িতং কারণসূকরাত্মনঃ।
শৃণোতি গায়ত্যনুমোদতেঽঞ্জসা
বিমুচ্যতে[১] ব্রহ্মবধাদপি দ্বিজাঃ[২]॥ ৩৭

এতন্মহাপুণ্যমলং[৩] পবিত্রং
ধন্যং যশস্যং পদমায়ুরাশিষাম্।
প্রাণেন্দ্রিয়াণাং যুধি শৌর্যবর্ধনং
নারায়ণোঽন্তে গতিরঙ্গ শৃণ্বতাম্॥ ৩৮

কথাই নেই ? ॥ ৩৪ ॥ কুমীরের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে যখন গজেন্দ্র প্রভু শ্রীহরির চরণ ধ্যান করছিল এবং তার স্ত্রী হস্তিনীগণ দুঃখে আর্তনাদ করছিল, সেই সময় যিনি গজেন্দ্রকে অবিলম্বে সংকটমুক্ত করেছিলেন এবং যিনি অনন্যশরণ অকপট ভক্তদের সুখারাধ্য কিন্তু দুষ্টদের পক্ষে অত্যন্তই দুরারাধ্য—সেই শরণাগত-প্রতিপালক প্রভুকে—এমন কে আছে যে সেবা না করবে ? ॥ ৩৫-৩৬ ॥ হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য বরাহমূর্তি ধারণকারী শ্রীহরির এই হিরণ্যাক্ষবধ নামক অত্যাশ্চর্য লীলাকাহিনী যে শোনে, কীর্তন করে অথবা অনুমোদনজনিত আনন্দ অনুভব করে, সে ব্রহ্মহত্যার মতো মহাপাপ থেকেও অতি সহজেই নিষ্কৃতি পায়॥ ৩৭ ॥ শ্রীভগবানের এই হিরণ্যাক্ষবধ বৃত্তান্ত অত্যন্ত পুণ্য-প্রদ, পরম পবিত্র, ধনপ্রদ, কীর্তিকর, আয়ুবর্ধক, এবং আশীর্বাদের আস্পদ ও যুদ্ধকালে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি-বর্ধক। যে এই পুণ্যকথা একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে শ্রবণ করে, অন্তকালে তার ভগবদগতি অবশ্যই লাভ হয়॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে
হিরণ্যাক্ষবধো[৪]নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে
হিরণ্যাক্ষ বধ নামক ঊনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

অথ বিংশোঽধ্যায়ঃ

বিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মারচিত বহুবিধ সৃষ্টির বর্ণনা

শৌনক উবাচ

মহীং প্রতিষ্ঠামধ্যাস্য[৫] সৌতে স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
কান্যন্বতিষ্ঠদ্ দ্বারাণি মার্গায়াবরজন্মনাম্॥ ১
ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ কৃষ্ণস্যৈকান্তিকঃ সুহৃৎ।

শৌনক মুনি বললেন—হে সূত ! পৃথিবীকে আশ্রয়রূপে লাভ করে স্বায়ম্ভুব মনু পরবর্তীকালে জাত প্রাণিগণের সৃষ্টির জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন ? ॥ ১ ॥ মহাভাগবত বিদুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত সুহৃদ ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র

---

[১]প্রা.পা.—স মুচ্যতে। [২]প্রা.পা.—দ্রুবম্। [৩]প্রা.পা.—ফলং। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'বধো নাম' এর স্থানে 'বধে' আছে। [৫]প্রা.পা.—মধ্যাস্য।

যস্তত্যাজাগ্রজং কৃষ্ণে সাপত্যমঘবানিতি॥ ২

দ্বৈপায়নাদনবরো মহিত্বে তস্য দেহজঃ।
সর্বাত্মনা শ্রিতঃ কৃষ্ণং তৎপরাংশ্চাপ্যনুব্রতঃ॥ ৩

কিমন্বপৃচ্ছন্মৈত্রেয়ং বিরজাস্তীর্থসেবয়া।
উপগম্য কুশাবর্ত আসীনং তত্ত্ববিত্তমম্॥ ৪

তয়োঃ সংবদতোঃ সূত প্রবৃত্তা হ্যমলাঃ কথাঃ।
আপো গাঙ্গা ইবাঘঘ্নীর্হরেঃ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ॥ ৫

তা নঃ কীর্তয় ভদ্রং তে কীর্তন্যোদারকর্মণঃ।
রসজ্ঞঃ কো নু তৃপ্যেত হরিলীলামৃতং পিবন্॥ ৬

এবমুগ্রশ্রবাঃ পৃষ্ট ঋষিভির্নৈমিষায়নৈঃ।
ভগবত্যর্পিতাধ্যাত্মস্তানাহ শ্রূয়তামিতি॥ ৭

সূত উবাচ

হরের্ধৃতক্রোড়তনোঃ স্বমায়য়া
নিশম্য গোরুদ্ধরণং রসাতলাৎ।
লীলাং হিরণ্যাক্ষমবজ্ঞয়া হতং
সঞ্জাতহর্ষো মুনিমাহ ভারতঃ[১]॥ ৮

বিদুর উবাচ

প্রজাপতিপতিঃ সৃষ্ট্বা প্রজাসর্গে প্রজাপতীন্।
কিমারভত মে ব্রহ্মন্ প্রব্রূহ্যব্যক্তমার্গবিৎ॥ ৯

যে মরীচ্যাদয়ো বিপ্রা যস্তু স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তে বৈ ব্রহ্মণ আদেশাৎ কথমেতদভাবয়ন্॥ ১০

সদ্বিতীয়াঃ কিমসৃজন্ স্বতন্ত্রা উত কর্মসু।
আহোস্বিৎ সংহতাঃ সর্ব ইদং স্ম[২] সমকল্পয়ন্॥ ১১

পুত্র দুর্যোধনাদির সাথে একত্র হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শের অনাদর করাতে তারা ভগবানের কাছে অপরাধ করেছে বিবেচনা করে বিদুর তাদের পরিত্যাগ করেছিলেন ॥ ২ ॥ মহাত্মা বিদুর মহর্ষি বেদব্যাসের ঔরসজাত পুত্র তাই তিনি পিতা বেদব্যাসের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। তিনি সর্বান্তঃকরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তদের অনুগামী ছিলেন॥ ৩ ॥ তীর্থপর্যটনে তাঁর অন্তঃকরণ আরো শুদ্ধ এবং নির্মল হয়েছিল। তিনি কুশাবর্তক্ষেত্রে (হরিদ্বার) উপনীত হয়ে পরমতত্ত্বজ্ঞানী মৈত্রেয় ঋষির কাছে গিয়ে আর কী কী প্রশ্ন করেছিলেন ? ॥ ৪ ॥ হে সূত ! তাঁদের পরস্পর কথোপকথনে অবশ্যই শ্রীহরির পাদপদ্মসম্বন্ধীয় পাপবিনাশক কথাই আলোচনা হয়েছিল, যা ভগবৎ-পাদপদ্মনিঃসৃত গঙ্গাজলের মতো সর্বপাপ বিনষ্ট করে॥ ৫ ॥ হে সূত ! তোমার মঙ্গল হোক। তুমি আমাকে ভগবানের সেই পবিত্র কথা শ্রবণ করাও। শ্রীভগবানের সকল কর্মই উদার এবং কীর্তনযোগ্য। হরিলীলামৃত পান করে কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তিই বা পরিতৃপ্ত হতে পারে ? ॥ ৬ ॥ নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ এরূপ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূত ভগবানে চিত্ত একাগ্র করে তাদের বললেন—'আপনারা শ্রবণ করুন।'॥ ৭ ॥

সূত বললেন—হে ঋষিগণ ! নিজের মায়াশক্তির দ্বারা বরাহরূপ ধারণ করে ভগবান শ্রীহরি কর্তৃক রসাতল থেকে ধরণীমাতাকে উদ্ধার এবং হিরণ্যাক্ষদৈত্যের অনায়াসে বিনাশলীলা শুনে বিদুরের মনে অত্যন্ত আনন্দ হল। তিনি মুনিবর মৈত্রেয়কে বললেন॥ ৮ ॥

বিদুর বললেন—হে ব্রহ্মন্ ! ভূত-ভবিষ্যৎ সবই আপনার জানা আছে। সুতরাং অনুগ্রহ করে বলুন যে প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে মরীচ্যাদি প্রজাপতিদের সৃষ্টি করে পুনরায় সৃষ্টির বৃদ্ধি হেতু কী করলেন॥ ৯ ॥ মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং স্বায়ম্ভুব মনুও ব্রহ্মার নির্দেশে কীভাবে প্রজাবৃদ্ধি করলেন ? ॥ ১০ ॥ তাঁরা কি নিজ নিজ পত্নীদের সহায়তায় এই জগৎসৃষ্টি করেছিলেন অথবা অন্য কারো সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেন

[১]প্রা.পা.—সারবিৎ। [২]প্রা.পা.—সর্বমকল্পয়ন্।

মৈত্রেয় উবাচ

দৈবেন দুর্বিতর্ক্যেণ পরেণানিমিষেণ চ।
জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্ গুণত্রয়াৎ॥ ১২

রজঃপ্রাধানান্মহতস্ত্রিলিঙ্গো দৈবচোদিতাৎ।
জাতঃ সসর্জ ভূতাদির্বিয়দাদীনি[১] পঞ্চশঃ॥ ১৩

তানি চৈকৈকশঃ স্রষ্টুমসমর্থানি ভৌতিকম্।
সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসৃজন্॥ ১৪

সোঽশয়িষ্টাব্ধিসলিলে আণ্ডকোশো নিরাত্মকঃ।
সাগ্রং বৈ বর্ষসাহস্রমন্ববাৎসীত্তমীশ্বরঃ॥ ১৫

তস্য নাভেরভূৎ পদ্মং সহস্রার্কোরুদীধিতি।
সর্বজীবনিকায়ৌকো যত্র স্বয়মভূৎ স্বরাট্॥ ১৬

সোঽনুবিষ্টো ভগবতা যঃ শেতে সলিলাশয়ে।
লোকসংস্থাং যথাপূর্বং নির্মমে সংস্থয়া স্বয়া॥ ১৭

সসর্জচ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্বাণমগ্রতঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো[২] মহাতমঃ॥ ১৮

বিসসর্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ম্।
জগৃহুর্যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্সমুদ্ভবাম্॥ ১৯

অথবা সৃষ্টি ব্যাপারে সকলে একত্র হয়ে এই প্রজাসৃষ্টি করেছিলেন ? ॥ ১১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর ! একান্ত দুর্বিজ্ঞেয় দৈব বা জীবের প্রারব্ধ, প্রকৃতির নিয়ন্তা পুরুষ এবং কাল—এই ত্রিবিধ কারণ এবং ভগবানের সন্নিধিবশত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সংক্ষোভিত বা আলোড়িত হওয়াতে তার থেকে মহৎ তত্ত্ব সৃষ্টি হল॥ ১২ ॥ অদৃষ্টের প্রেরণায় রজঃপ্রধান মহত্তত্ত্ব থেকে বৈকারিক (সাত্ত্বিক), রাজস ও তামস এই তিনপ্রকার অহংকার উৎপন্ন হল। এই ত্রিগুণাত্মক অহংকার সমূহ আকাশাদি পাঁচ পাঁচটি তত্ত্বের অনেক বর্গ সৃষ্টি করল*॥ ১৩ ॥ এঁরা প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করাতে ভূতের কার্যরূপ ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির কার্যে সমর্থ হল না। এর ফলে ভগবৎশক্তিযোগে সকলে মিলিত হয়ে এক ভৌতিক সুবর্ণময় অণ্ড সৃষ্টি করল॥ ১৪ ॥ সেই অণ্ডকোশ চৈতন্যহীন জড় অবস্থাতে এক হাজার বছরেরও অধিককাল পর্যন্ত কারণার্নবে অবস্থান করল। অনন্তর ঈশ্বর সেই অণ্ডের মধ্যে গর্ভোদকশায়ী পুরুষরূপে প্রবিষ্ট হলেন॥ ১৫ ॥ তখন সেই গর্ভোদকশায়ী শ্রীভগবানের নাভিদেশ থেকে সহস্র সূর্যের দীপ্তিযুক্ত অতীব প্রভাময় একটি পদ্ম প্রকট হল। এই পদ্মই সমগ্র জীবজগতের আবাসস্থান। স্বয়ং ব্রহ্মা পর্যন্ত ওই পদ্মের থেকে আবির্ভূত হন॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভরূপ জলে শায়িত শ্রীনারায়ণ যখন ব্রহ্মার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হলেন, তখন ব্রহ্মা নামরূপাদিক্রমে পূর্বকল্পানুসারে লোক সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হলেন॥ ১৭ ॥ সর্বপ্রথমে তিনি নিজের ছায়া থেকে তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তম, মোহ এবং মহামোহ (অজ্ঞান, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) এই পঞ্চবিধ বৃত্তিসম্পন্ন অবিদ্যার সৃষ্টি করলেন॥ ১৮ ॥ নিজের সেই ছায়ারূপ তমোময় শরীর ব্রহ্মার মনঃপূত না হওয়াতে তিনি তাকে পরিত্যাগ করলেন। তখন সেই পরিত্যক্ত শরীরই রাত্রিরূপ ধারণ করল। এই রাত্রিতেই জীবের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বৃত্তির উদয় হয়। সেই রাত্রিরূপী শরীর থেকে উদ্ভূত যক্ষ রাক্ষসগণ সেই শরীরটিকে গ্রহণ করল॥ ১৯ ॥ ফলে ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত

[১]প্রা.পা.—ভূতানি বিয়.। [২]প্রা.পা.—মোহং।

*আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দেবতা ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় দেবতা এই ছয়টি বর্গ।

ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যামুপসৃষ্টাস্তে তং জগ্ধুমভিদুদ্রুবুঃ।
মা রক্ষতৈনং জক্ষধ্বমিত্যূচুঃ[১] ক্ষুত্তৃড়র্দিতাঃ॥ ২০

হয়ে তারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করবার জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে বলতে লাগল—'একে খেয়ে ফেল, একে রক্ষা করো না' কারণ তারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ছিল॥ ২০ ॥

দেবস্তানাহ সংবিগ্নো মা মাং জক্ষত রক্ষত।
অহো মে যক্ষরক্ষাংসি প্রজা যূয়ং বভূবিথ॥ ২১

ব্রহ্মা উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের বললেন—'ওহে যক্ষরাক্ষসগণ, তোমরা আমার সন্তান ; অতএব তোমরা আমাকে ভক্ষণ না করে রক্ষা কর।' (তাদের মধ্যে যারা বলেছিল 'খেয়ে ফেল' তারা হল যক্ষ, আর যারা বলেছিল 'একে রক্ষা করো না', তারা হল রাক্ষস)॥ ২১ ॥

দেবতাঃ প্রভয়া যা যা দীব্যন্ প্রমুখতোঽসৃজৎ।
তে[২] অহার্ষুর্দেবয়ন্তো বিসৃষ্টাং তাং প্রভামহঃ॥ ২২

দেবোঽদেবাঞ্জঘনতঃ সৃজতি স্মাতিলোলুপান্।
ত এনং লোলুপতয়া মৈথুনায়াভিপেদিরে॥ ২৩

ততো হসন্ স ভগবানসুরৈর্নিরপত্রপৈঃ।
অন্বীয়মানস্তরসা ক্রুদ্ধো ভীতঃ পরাপতৎ॥ ২৪

স উপব্রজ্য বরদং প্রপন্নার্তিহরং হরিম্।
অনুগ্রহায় ভক্তানামনুরূপাত্মদর্শনম্॥ ২৫

তারপর ব্রহ্মা সাত্ত্বিকপ্রভায় দীপ্তিমান তনু দ্বারা প্রকাশিত হয়ে মুখ্য মুখ্য দেবতাদের সৃষ্টি করলেন। তাঁরা ক্রীড়া করতে করতে ব্রহ্মার পরিত্যক্ত প্রকাশরূপ দিবস-শরীর আশ্রয় করল॥ ২২ ॥ তারপর ব্রহ্মা নিজ জঘনদেশ থেকে কামাসক্ত অসুরদের সৃষ্টি করলেন। তারা অতিশয় কামলোলুপ হওয়ার ফলে সৃষ্ট হওয়া মাত্রই মৈথুনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার দিকেই ধাবিত হল॥ ২৩ ॥ এই কাণ্ড দেখে ব্রহ্মা প্রথমত হাসলেন ; কিন্তু পরে নির্লজ্জ অসুরদের দ্বারা এইভাবে আক্রান্ত হয়ে তিনি ভীত হয়ে ক্রুদ্ধ ও শঙ্কিতচিত্তে দ্রুতবেগে পলায়ন করলেন॥ ২৪ ॥ ভক্তদের প্রতি কৃপাবশত তাঁদের ইচ্ছানুরূপ মূর্তি ধারণকারী শরণাগতবৎসল বিপন্নদুঃখহারী অভীষ্ট বরদায়ী শ্রীহরির কাছে গিয়ে তিনি বললেন—॥ ২৫ ॥

পাহি মাং পরমাত্মংস্তে প্রেষণেনাসৃজং প্রজাঃ।
তা ইমা যভিতুং পাপা উপাক্রামন্তি মাং প্রভো॥ ২৬

ত্বমেকঃ[৩] কিল লোকানাং ক্লিষ্টানাং ক্লেশনাশনঃ।
ত্বমেকঃ ক্লেশদস্তেষামনাসন্নপদাং তব॥ ২৭

'হে পরমেশ্বর ! আমাকে রক্ষা করুন ; আপনারই আদেশে আমি প্রজা সৃষ্টি করেছি কিন্তু এরা তো কুৎসিৎ প্রবৃত্তির বশে পাপকর্মে নিয়োজিত হয়ে আমাকেই ভোগ করবার উপক্রম করছে॥ ২৬ ॥ হে নাথ ! আপনিই বিপন্ন জীবের ক্লেশহারী, আর আপনার শ্রীচরণের শরণ যারা গ্রহণ না করে তাদেরও একমাত্র আপনিই উপযুক্ত শাস্তিবিধান করে থাকেন॥ ২৭ ॥

সোঽবধার্যাস্য কার্পণ্যং বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ।
বিমুঞ্চাত্মতনুং ঘোরামিত্যুক্তো বিমুমোচ হ॥ ২৮

অন্তর্যামী প্রভু তো সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। তিনি ব্রহ্মার কাতরভাব দেখে বললেন—'তুমি তোমার এই কামকলুষিত তনু ত্যাগ করো।' ভগবান এই কথা বলামাত্রই তিনি তাঁর সেই শরীরও ত্যাগ করলেন॥ ২৮ ॥

তাং ক্বণচ্চরণাম্ভোজাং মদবিহ্বললোচনাম্।
কাঞ্চীকলাপবিলসদ্দুকূলচ্ছন্নরোধসম্॥ ২৯

(ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই শরীর এক সুন্দরী নারী—সন্ধ্যা দেবীরূপে পরিণত হল।) তাঁর চরণকমল নূপুরের শব্দে শব্দায়মান হচ্ছিল, তাঁর নয়নযুগল মদবিহ্বল এবং

[১]প্রা.পা.—ত্যূচ্চৈঃ। [২]প্রা.পা.— তেঽহারিষুর্দে.। [৩]প্রা.পা.—ত্বমেব।

অন্যোন্যশ্লেষয়োত্তুঙ্গনিরন্তরপয়োধরাম্।
সুনাসাং সুদ্বিজাং স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাম্॥ ৩০

গূহন্তীং ব্রীড়য়াঽঽত্মানং নীলালকবরূথিনীম্।
উপলভ্যাসুরা ধর্ম সর্বে সম্মুমুহুঃ স্ত্রিয়ম্॥ ৩১

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো অস্যা নবং বয়ঃ।
মধ্যে কাময়মানানামকামেব বিসর্পতি॥ ৩২

বিতর্কয়ন্তো বহুধা তাং সন্ধ্যাং প্রমদাকৃতিম্।
অভিসম্ভাব্য বিশ্রম্ভাৎ পর্যপৃচ্ছন্ কুমেধসঃ॥ ৩৩

কাসি কস্যাসি রম্ভোরু কো বার্থস্তেঽত্র ভামিনি।
রূপদ্রবিণপণ্যেন দুর্ভগান্নো বিবাধসে॥ ৩৪

যা বা কাচিৎ ত্বমবলে[1] দিষ্ট্যা সন্দর্শনং তব।
উৎসুনোষীক্ষমাণানাং কন্দুকক্রীড়য়া মনঃ॥ ৩৫

নৈকত্র তে জয়তি শালিনি পাদপদ্মং
ঘ্নন্ত্যা মুহুঃ করতলেন পতৎপতঙ্গম্।
মধ্যং বিষীদতি বৃহৎস্তনভারভীতং[2]
শান্তেব দৃষ্টিরমলা[3] সুশিখাসমূহঃ॥ ৩৬

ইতি সায়ন্তনীং সন্ধ্যামসুরাঃ প্রমদায়তীম্।
প্রলোভয়ন্তীং জগৃহুর্মত্বা মূঢ়ধিয়ঃ স্ত্রিয়ম্॥ ৩৭

প্রহস্য ভাবগম্ভীরং জিঘ্রন্ত্যাত্মানমাত্মনা।
কান্ত্যা সসর্জ ভগবান্ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণান্॥ ৩৮

কটিদেশ চন্দ্রহারের প্রভায় শোভিত বস্ত্রে আবৃত ছিল॥ ২৯ ॥ তাঁর পীনপয়োধরদ্বয় পরস্পর মর্দিত এবং ব্যবধানশূন্য। নাসিকা ও দন্তাবলী অতিসুন্দর, মুখে স্নিগ্ধহাসিযুক্ত বিলাসপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি অসুরদের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন॥ ৩০ ॥ ঘন নীলবর্ণ কুন্তলরাশিতে সুশোভিতা সেই সুকুমারী লজ্জায় নিজের দেহ বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত করছিলেন। হে বিদুর! সেই সুন্দরীকে দেখে অসুরকুল মোহিত হয়ে গেল॥ ৩১ ॥ অসুরেরা ভাবতে লাগল—'আহা! এই রমণীর কী আশ্চর্য রূপ! কী অলৌকিক ধৈর্য আর কী অপরূপ নবযৌবন! আমরা সকলেই এঁর প্রতি কামপীড়িত কিন্তু ইনি কেমন স্বচ্ছন্দে নিষ্কামার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'॥ ৩২ ॥

এইভাবে সেই দুর্বুদ্ধি অসুরগণ নিজেদের মধ্যে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করে স্ত্রীরূপধারিণী সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা করে প্রণয়পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করল—॥ ৩৩ ॥ 'হে সুন্দরী! তুমি কে আর কারই বা কন্যা? হে ভামিনী! তোমার এখানে আসার কারণ কী? তুমি তোমার এই অমূল্য রূপরাশির লোভ দেখিয়ে কেন আমাদের কষ্ট দিচ্ছ॥ ৩৪ ॥ হে অবলে! তুমি যেই হও না কেন—আমরা যে তোমার দর্শন পেয়েছি—এটি অতীব সৌভাগ্যের ফল। তুমি কন্দুক (খেলার বল) ক্রীড়া দ্বারা তো আমাদের মতো দর্শকের মন উন্মথিত করছ॥ ৩৫ ॥ হে শালিনী! তুমি করতল দিয়ে যখন এই ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত কন্দুককে পুনঃপুন আঘাত করছ, তখন তোমার চরণকমল এক জায়গায় স্থির থাকতে পারছে না; তোমার কৃশতর কটিদেশ সমুন্নত স্তনদ্বয়ের ভারে ভীত হয়ে যেন বিশেষভাবে শ্রান্ত হয়ে পড়ছে আর তোমার নির্মলা দৃষ্টি যেন ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। আহা! তোমার এই কেশকলাপ কতই না মনোহর!'॥ ৩৬ ॥ এইভাবে প্রমদার মতো আচরণশীল ও প্রলোভনকারিণী সায়ন্তনী সন্ধ্যাকে প্রকৃত রমণীরত্ন মনে করে মূঢ়বুদ্ধি অসুরগণ তাকে গ্রহণ করল॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর ব্রহ্মা গম্ভীরভাবে হেসে, যে—নিজের সৌন্দর্য নিজেই যেন মুগ্ধভাবে উপভোগ করছিল সেই

[1]প্রা.পা.—কা স্যাস্ত্বম.। [2]প্রা.পা.—ভীত্যা। [3]প্রা.পা.—রচনা।

বিসসর্জ তনুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাং কান্তিমতীং প্রিয়াম্।
ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ॥ ৩৯

সৃষ্ট্বা ভূতপিশাচাংশ্চ ভগবানাত্মতন্দ্রিণা[1]।
দিগ্বাসসো মুক্তকেশান্ বীক্ষ্য চামীলয়দ্ দৃশৌ॥ ৪০

জগৃহুস্তদ্বিসৃষ্টাং তাং জৃম্ভণাখ্যাং তনুং প্রভোঃ[2]।
নিদ্রামিন্দ্রিয়বিক্লেদো যয়া ভূতেষু দৃশ্যতে।
যেনোচ্ছিষ্টান্ ধর্ষয়ন্তি তমুন্মাদং প্রচক্ষতে॥ ৪১

ঊর্জস্বন্তং মন্যমান আত্মানং ভগবানজঃ।
সাধ্যান্ গণান্ পিতৃগণান্ পরোক্ষেণাসৃজৎ প্রভুঃ॥ ৪২

ত আত্মসর্গং তং কায়ং পিতরঃ প্রতিপেদিরে।
সাধ্যেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ কবয়ো যদ্বিতন্বতে॥ ৪৩

সিদ্ধান্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব তিরোধানেন সোঽসৃজৎ।
তেভ্যোঽদদাত্তমাত্মানমন্তর্ধানাখ্যমদ্ভুতম্॥ ৪৪

স কিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যাত্ম্যেনাসৃজৎ প্রভুঃ।
মানয়ন্নাত্মনাত্মানমাত্মাভাসং বিলোকয়ন্॥ ৪৫

তে তু তজ্জগৃহূ রূপং ত্যক্তং যৎ পরমেষ্ঠিনা।
মিথুনীভূয় গায়ন্তস্তমেবোষসি কর্মভিঃ॥ ৪৬

দেহেন বৈ ভোগবতা শয়ানো বহুচিন্তয়া।
সর্গেঽনুপচিতে ক্রোধাদুৎসসর্জ হ তদ্বপুঃ॥ ৪৭

সৌন্দর্য-প্রকাশিকা নিজ কান্তিময়ী মূর্তি থেকে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সৃষ্টি করলেন॥ ৩৮ ॥ তিনি জ্যোৎস্না (চন্দ্রিকা)-রূপ নিজের সেই কান্তিময় প্রিয় শরীরও পরিত্যাগ করলেন। সেই পরিত্যক্ত শরীরকে বিশ্বাবসু ইত্যাদি গন্ধর্বগণ আনন্দিত মনে গ্রহণ করল॥ ৩৯ ॥ তারপরে ভগবান ব্রহ্মা নিজ তন্দ্রারূপ আলস্যদ্বারা ভূত-পিশাচদের সৃষ্টি করলেন। তাদের দিগম্বর (উলঙ্গ) ও আলুলায়িত কেশবিশিষ্ট দেখে তিনি চোখ দুটি বন্ধ করলেন॥ ৪০ ॥ অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা কিছুক্ষণ পরে জৃম্ভা অর্থাৎ আলস্যরূপ তনু ত্যাগ করাতে সেই ভূত-পিশাচেরা সেই তনু গ্রহণ করল। এরই নাম নিদ্রাও বটে, যার থেকে জীবের ইন্দ্রিয়শৈথিল্য হতে দেখা যায়। যদি কোনো মানুষ উচ্ছিষ্ট মুখে শয়ন করতে যায় তাহলে ভূত-পিশাচাদি তাকে আক্রমণ করে এবং তাকে উন্মাদ বলা হয়॥ ৪১ ॥

এরপর ভগবান ব্রহ্মা একদা মনে মনে নিজেকে (সত্ত্বপ্রধান) তেজোময় বিবেচনা করে অদৃশ্য রূপের দ্বারা সাধ্যগণ ও পিতৃগণকে সৃষ্টি করলেন॥ ৪২ ॥ সাধ্যগণ ও পিতৃগণ নিজেদের উৎপত্তিস্থল সেই অদৃশ্য শরীরকে আশ্রয় করলেন। পণ্ডিতগণ এই অদৃশ্য শরীরকে উদ্দেশ্য করেই সাধ্য ও পিতৃগণকে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা হব্য ও কব্য (পিণ্ড) প্রদান করে থাকেন॥ ৪৩ ॥

নিজের অন্তর্ধান শক্তিদ্বারা ব্রহ্মা সিদ্ধ ও বিদ্যাধরদের সৃষ্টি করলেন এবং সেই অদ্ভুত অন্তর্ধান বিদ্যাযুক্ত শরীর তাদের প্রদান করলেন॥ ৪৪ ॥ একদা ব্রহ্মা নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করেন। প্রতিবিম্বে নিজেকে অতীব সৌন্দর্যশালী দেখে সেই প্রতিবিম্ব দ্বারা কিন্নর ও কিম্পুরুষদের সৃষ্টি করলেন॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মা সেই প্রতিবিম্ব শরীর ত্যাগ করলে তাঁর সেই পরিত্যক্ত প্রতিবিম্ব শরীর কিন্নর ও কিম্পুরুষগণ গ্রহণ করল। এইজন্য এই কিন্নর ও কিম্পুরুষগণ সকলে তাদের পত্নীদের সঙ্গে উষাকালে ব্রহ্মার গুণ-কর্মাদির গান করে থাকে॥ ৪৬ ॥

সৃষ্টিবিস্তার হচ্ছে না এইরকম একটা ভাবনা ব্রহ্মার মনে আসাতে তিনি হাত পা সব ছড়িয়ে লম্বমান হয়ে শয়ন করলেন। পরে ক্রোধবশত সেই নিজ ভোগময় শরীর

[1]প্রা.পা.—তন্দ্রিণঃ। [2]প্রা.পা.—বিভোঃ।

যেঽহীয়ন্তামুতঃ[1] কেশা অহয়স্তেঽঙ্গ[2] জজ্ঞিরে।
সর্পাঃ প্রসর্পতঃ ক্রূরা নাগা ভোগোরুকন্ধরাঃ॥ ৪৮

পরিত্যাগ করলেন॥ ৪৭ ॥ সেই পরিত্যক্ত ভোগতনু থেকে যে কেশসমূহ বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল সেইগুলি অহি রূপে সৃষ্ট হল। ওই শরীরের হস্তপদাদির প্রসর্পণ বা আকুঞ্চন প্রসারণাদি হেতু সেই জীবগণের (অহিকুলের) অন্য নাম সর্প। এবং বেগশালী হওয়ায় নাগ তাদের নামান্তর। ব্রহ্মার ভোগবিশিষ্ট দেহ থেকে উৎপন্ন হওয়াতে ভোগ অর্থাৎ ফণা দ্বারা তাদের কন্ধর বিস্তীর্ণ হয় এবং ক্রোধাবেশে উৎপন্ন হওয়াতে সকলেই অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব হয়েছে॥ ৪৮ ॥

স আত্মানং মন্যমানঃ কৃতকৃত্যমিবাত্মভূঃ।
তদা মনূন্ সসর্জান্তে মনসা লোকভাবনান্॥ ৪৯

ব্রহ্মা এইভাবে একের পর এক বিভিন্ন ভাবযুক্ত তনু পরিত্যাগ করে বিবিধ সৃষ্টি করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। অবশেষে তিনি নিজের মন থেকে মনুদের সৃষ্টি করলেন। এই মনুগণ কালক্রমে সৃষ্টির বিস্তার করলেন॥ ৪৯ ॥ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা নিজের পুরুষাকার দেহ মনুগণকে দিয়ে দিলেন। মনুদের দেখে তাদের পূর্বে সৃষ্ট দেবতা, গন্ধর্বাদিগণ ব্রহ্মার প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ৫০ ॥ তাঁরা বললেন—'হে জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, এই মনুদের সৃষ্টিকর্ম বড়ই সুন্দর হয়েছে। এই মনু সৃষ্টিতেই অগ্নিহোত্রাদি সকল ক্রিয়াকর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এঁদের সাহায্যে আমরাও নিজেদের অন্ন অর্থাৎ হবির্ভাগ গ্রহণ করতে পারব'॥ ৫১ ॥

তেভ্যঃ সোঽত্যসৃজৎ স্বীয়ং[3] পুরং পুরুষমাত্মবান্
তান্ দৃষ্ট্বা যে পুরা সৃষ্টাঃ প্রশশংসুঃ প্রজাপতিম্॥ ৫০

অহো এতজ্জগৎস্রষ্টঃ সুকৃতং বত তে কৃতম্।
প্রতিষ্ঠিতাঃ ক্রিয়া যস্মিন্ সাকমন্নমদামহে॥ ৫১

তারপর আদিঋষি ব্রহ্মা ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক তপঃ, বিদ্যা, যোগ ও সমাধির দ্বারা অভিলষিত নিজের প্রিয় সন্তান ঋষিদের সৃষ্টি করলেন এবং তাদের প্রত্যেককে নিজের দেহের অংশ সমাধি, যোগ, ঐশ্বর্য, তপ, বিদ্যা ও বৈরাগ্যময় শরীরের অংশ প্রদান করলেন॥ ৫২-৫৩ ॥

তপসা বিদ্যয়া যুক্তো যোগেন সুসমাধিনা[4]।
ঋষীনৃষির্হৃষীকেশঃ সসর্জাভিমতাঃ প্রজাঃ॥ ৫২

তেভ্যশ্চৈকৈকশঃ স্বস্য[5] দেহস্যাংশমদাদজঃ।
যত্তৎ সমাধিযোগর্দ্ধিতপোবিদ্যাবিরক্তিমৎ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

[1]প্রা.পা.—হহীয়ন্ত শিরঃকেশা। [2]প্রা.পা.— তে চ। [3]প্রা.পা.—হসৃজদ্দেহং পুরং পুরুষমাত্মনঃ। [4]প্রা.পা.—স সমা.। [5]প্রা.পা.—কশস্তস্য।

অথ একবিংশোঽধ্যায়ঃ

একবিংশ অধ্যায়

কর্দম ঋষির তপস্যা ও ভগবানের বরদান

বিদুর উবাচ

স্বায়ম্ভুবস্য চ মনোর্বংশঃ পরমসম্মতঃ।
কথ্যতাং ভগবন্ যত্র মৈথুনেনৈধিরে প্রজাঃ॥ ১
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য বৈ।
যথাধর্মং জুগুপতুঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্॥ ২
তস্য বৈ দুহিতা ব্রহ্মন্ দেবহূতীতি বিশ্রুতা।
পত্নী প্রজাপতেরুক্তা কর্দমস্য ত্বয়ানঘ॥ ৩
তস্যাং স বৈ মহাযোগী যুক্তায়াং যোগলক্ষণৈঃ।
সসর্জ কতিধা বীর্যং তন্মে শুশ্রূষবে বদ॥ ৪
রুচির্যো ভগবান্ ব্রহ্মন্ দক্ষো বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
যথা সসর্জ ভূতানি লব্ধ্বা ভার্যাং চ মানবীম্॥ ৫

মৈত্রেয় উবাচ

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ॥ ৬
ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দমঃ।
সম্প্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্[১]॥ ৭
তাবৎ প্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে।
দর্শয়ামাস তং ক্ষত্তঃ শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ॥ ৮
স তং বিরজমর্কাভং সিতপদ্মোৎপলস্রজম্।
স্নিগ্ধনীলালকব্রাতবক্ত্রাব্জং বিরজোঽম্বরম্॥ ৯
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
শ্বেতোৎপলক্রীড়নকং মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণম্॥ ১০
বিন্যস্তচরণাম্ভোজমংসদেশে গরুত্মতঃ।
দৃষ্ট্বা খেঽবস্থিতং বক্ষঃশ্রিয়ং কৌস্তুভকন্ধরম্॥ ১১

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—হে মৈত্রেয় ! স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ সাধুজনের কাছে অতি আদরণীয়। ওই বংশে দাম্পত্যধর্ম অনুসারে প্রজাবৃদ্ধি হয়েছিল। আপনি এখন দয়া করে সেই বংশের কথা বর্ণনা করুন॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি বলেছেন যে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ধর্মানুসারে পালন করেছিলেন এবং দেবহূতি নামে তাঁর কন্যার সঙ্গে কর্দম ঋষির বিবাহ হয়েছিল॥ ২-৩ ॥ যমনিয়মাদি যোগলক্ষণযুক্তা দেবহূতির দ্বারা মহাযোগী কর্দম মুনি কয়টি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, সেইসব বৃত্তান্ত শুনতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী, আপনি আমাকে দয়া করে বলুন॥ ৪ ॥ তদনুরূপ ভগবান রুচি ও ব্রহ্মার পুত্র দক্ষপ্রজাপতিও মনুর কন্যাদের বিবাহ করে তাঁদের দ্বারা যেপ্রকারে প্রজাসকল সৃষ্টি করেছিলেন সেইসব কাহিনীও আমাকে বলুন॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর ! ব্রহ্মা যখন কর্দম ঋষিকে আদেশ করেছিলেন—তুমি সন্তান উৎপাদন কর—তখন তিনি দশ হাজার বছর যাবৎ সরস্বতী নদীর তীরে দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন॥ ৬ ॥ কর্দম ঋষি একাগ্রচিত্তে একনিষ্ঠভক্তি দ্বারা পুজোপচার দিয়ে শরণাগত বরদাতা ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করতে লাগলেন॥ ৭ ॥ সত্যযুগ আরম্ভের প্রাক্কালে কমলনয়ন ভগবান শ্রীহরি কর্দমমুনির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শব্দব্রহ্মময় রূপ ধারণ করে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন॥ ৮ ॥

ভগবানের সেই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি সূর্যের মতো দীপ্তিসম্পন্ন ছিল। তাঁর গলায় শ্বেতপদ্ম ও উৎপল বা নীলপদ্মের মালা, স্নিগ্ধ সুনীল অলকাবলীতে তাঁর বদনকমল শোভিত। তাঁর পরিধানে নির্মল বস্ত্র॥ ৯ ॥ মস্তকে সুবর্ণমণ্ডিত দীপ্তিময় কিরীট, কর্ণে দ্যুতি বিচ্ছুরিত কুণ্ডল, করকমলে শঙ্খ, চক্র, গদা ইত্যাদি আয়ুধ। তাঁর এক হাতে লীলাপদ্ম। প্রভুর মধুর মৃদুহাস্য চিত্তহরণ

[১]প্রা.পা.—দাশিষম্।

জাতহর্ষোঽপতন্মূর্ধ্না ক্ষিতৌ লব্ধমনোরথঃ।
গীর্ভিস্ত্বভ্যগৃণাৎ প্রীতিস্বভাবাত্মা কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১২

ঋষিরুবাচ

জুষ্টং বতাদ্যাখিলসত্ত্বরাশেঃ[1]
সাংসিধ্যমক্ষ্ণোস্তব দর্শনান্নঃ।
যদ্দর্শনং জন্মভিরীড্য সদ্ভি-
রাশাসতে যোগিনো রূঢ়যোগাঃ॥ ১৩

যে মায়য়া তে হতমেধসস্ত্বৎ-
পাদারবিন্দং ভবসিন্ধুপোতম্।
উপাসতে কামলবায় তেষাং
রাসীশ কামান্নিরয়েঽপি যে স্যুঃ॥ ১৪

তথা স চাহং পরিবোঢুকামঃ
সমানশীলাং গৃহমেধধেনুম্।
উপেয়িবান্মূলমশেষমূলং
দুরাশয়ঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য॥ ১৫

প্রজাপতেস্তে বচসাধীশ তন্ত্যা
লোকঃ কিলায়ং কামহতোঽনুবদ্ধঃ।
অহং চ লোকানুগতো বহামি
বলিং চ শুক্লানিমিষায় তুভ্যম্॥ ১৬

লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ
হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্।
পরস্পরং ত্বদ্গুণবাদসীধু-
পীযূষনির্যাপিতদেহধর্মাঃ॥ ১৭

ন তেঽজরাক্ষভ্রমিরায়ুরেষাং[2]
ত্রয়োদশারং ত্রিশতং ষষ্টিপর্ব।
ষণ্নেম্যনন্তচ্ছদি যৎত্রিণাভি
করালস্রোতো জগদাচ্ছিদ্য ধাবৎ[3]॥ ১৮

করছে॥ ১০ ॥ তাঁর চরণকমল গরুড়ের কাঁধের উপর সংস্থাপিত, লক্ষ্মীদেবী তাঁর বক্ষঃস্থলে, গলায় কৌস্তুভমনি শোভা পাচ্ছে। আকাশপথে প্রভুর এই মনোহর মূর্তি দর্শন করে মহর্ষি কর্দম নিজের মনস্কামনা পূর্ণ হল মনে করে অত্যন্ত উৎফুল্ল হলেন। তিনি আনন্দিত মনে ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন এবং প্রেমগদগদ চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সুমধুর স্তুতিবাক্যের দ্বারা ভগবানের স্তব করতে লাগলেন॥ ১১-১২ ॥

মহর্ষি কর্দম বললেন—হে স্তুতিভাজন ভগবান ! আপনি সমস্ত সত্ত্বগুণের মূলাধার। যোগিগণ উত্তরোত্তর শুভযোনি লাভ করে পরিশেষে যোগযুক্ত হয়ে আপনার দর্শনাভিলাষী হন। আজ আপনার দর্শন লাভ করে আমার নয়নযুগল সার্থক হল॥ ১৩ ॥ আপনার শ্রীপাদপদ্ম ভবসাগরতারণ তরণি। আপনার মায়াশক্তির প্রভাবে যারা মুগ্ধ, শুধুমাত্র ক্ষণিক বিষয়সুখের জন্য—যে ক্ষণিক সুখ নরকেও পাওয়া যায়—তারা আপনার চরণকমল ভজনা করে। কিন্তু হে প্রভু ! আপনি তো তাদের প্রার্থিত সেই বিষয়সুখভোগও প্রদান করেন॥ ১৪ ॥ হে স্বামিন ! আপনি তো কল্পবৃক্ষ। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সকল মনোরথ পূর্ণকারী। আমার হৃদয় কামাচ্ছন্ন। আমিও কোনো উপযুক্ত ও গার্হস্থ্যধর্মের অনুকূল সহায়িকা শীলবতী কন্যাকে ভার্যারূপে পাওয়ার অভিলাষে আপনার পাদপদ্মে শরণাপন্ন হয়েছি॥ ১৫ ॥ হে সর্বেশ্বর ! আপনি সর্বলোকাধিপতি। নানাবিধ কামবাসনাতে আসক্ত লোকসমূহ আপনার বেদবাণীরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ রয়েছে। হে ধর্মমূর্তি ! আমিও সেই লোকসমূহের অনুসরণকারী হয়ে কালস্বরূপ আপনার আজ্ঞাপালনরূপ পুজোপহারাদি প্রদান করছি॥ ১৬ ॥

হে প্রভু ! আপনার ভক্তগণ বিষয়ী লোকের এবং তাদের অনুগামী আমার মতো কর্মজড় পশুদের বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে, আপনার শ্রীচরণ-ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে পরস্পরে আপনার গুণানুকীর্তনরূপ সুধা পান করে নিজেদের ক্ষুৎপিপাসারূপ দেহধর্ম শান্ত করে থাকে॥ ১৭ ॥ হে প্রভু ! এই কালচক্র বড়ই প্রবল। সাক্ষাৎ ব্রহ্মই এই চক্রের অক্ষদণ্ড স্বরূপ যাকে কেন্দ্র করে এটি

[1]প্রা.পা.— তত্ত্বরা.। [2]প্রা.পা.—ভ্রমিবায়ু.। [3]প্রা.পা.—ধাবত্তু।

একঃ স্বয়ং সঞ্জগতঃ সিসৃক্ষয়া-
দ্বিতীয়য়াঽত্মন্নধিযোগমায়য়া।
সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে
যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ॥ ১৯

নৈতদ্ বতাধীশ পদং তবেপ্সিতং
যন্মায়য়া নস্তনুষে ভূতসূক্ষ্মম্।
অনুগ্রহায়াস্ত্বপি যর্হি মায়য়া
লসত্তুলস্যা তনুবা[১] বিলক্ষিতঃ॥ ২০

তং ত্বানুভূত্যোপরতক্রিয়ার্থং
স্বমায়য়া বর্তিতলোকতন্ত্রম্।
নমাম্যভীক্ষ্ণং নমনীয়পাদ-
সরোজমল্পীয়সি কামবর্ষম্॥ ২১

ঋষিরুবাচ

ইত্যব্যলীকং প্রণুতোঽব্জনাভ-
স্তমাবভাষে বচসামৃতেন।
সুপর্ণপক্ষোপরি রোচমানঃ
প্রেমস্মিতোদ্বীক্ষণবিভ্রমদ্ভ্রূঃ॥ ২২

আবর্তিত হচ্ছে। মলমাস ও বারোমাস—এই তেরো মাস এই চক্রের অর অর্থাৎ চক্রের নাভি ও নেমির মধ্যস্থিত শলাকাসমূহ, তিনশত ষাট অহোরাত্র এর গ্রন্থিসমূহ, ছয় ঋতু এর নেমি অর্থাৎ পরিধি, অনন্ত ক্ষণ-পল ইত্যাদি এর পত্রাকার ধারা, তিনটি চাতুর্মাস্য এর আধারভূত নাভি। তীব্র গতিসম্পন্ন সংবৎসররূপ এই কালচক্র চরাচর সব কিছুকে আকর্ষণ করে তাদের আয়ু হরণ করে ঘুরে চলেছে, কিন্তু এটি আপনার ভক্তের পরমায়ুকে আকর্ষণও করতে পারে না, তাই হরণও করতে পারে না॥ ১৮ ॥ হে ভগবান ! মাকড়সা যেমন নিজের শরীর থেকে নিজের জাল রচনা করে, নিজের ডিম পালন করার জন্য সেই জালকে রক্ষা করে এবং প্রয়োজনের শেষে সেই জাল থেকে বেরিয়ে যায়—সেইরকমই আপনি এক হয়েই বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যে, আপনার থেকে অভিন্ন, আপনার নিজশক্তি যোগমায়াকে অবলম্বন করে সেই মায়া থেকে অভিব্যক্ত—নিজ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা স্বয়ংই এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন॥ ১৯ ॥ হে প্রভু ! এইক্ষণে আপনি আপনার তুলসীমালামণ্ডিত, মায়াপরিচ্ছিন্ন সত্ত্বগুণান্বিত শ্রীমূর্তিতে কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে দর্শন দিয়েছেন। আমার মতো ভক্তদের জন্য পার্থিব শব্দস্পর্শাদি যেসব বিষয়বস্তুর আপনি বিস্তার করে থাকেন, সেইসব বিষয়সুখ মায়িক হওয়ায় যদিও আপনার অভিলষিত নয়, তথাপি পরিণামে হিতকারী হওয়ায় এখন সেটি আপনার অভিলষিত হোক (এখানে কর্দম ঋষি প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ পেয়েছেন তাই কাম, যদিও ভগবানের অভিলষিত নয় তবুও এই প্রয়োজনেই কর্দম মুনি ভগবানের কাছে সেই কাম প্রবৃত্তির প্রার্থনা করছেন)—॥ ২০ ॥

হে নাথ ! স্বরূপত আপনি নিষ্ক্রিয় হয়েও মায়াদ্বারা সমগ্র সংসারের উপাদানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমার মতো ক্ষুদ্র উপাসকেরও সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে থাকেন। আপনার চরণকমলদ্বয় সকলের বন্দনীয়, আমি আপনাকে বারংবার প্রণাম করি॥ ২১ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—পদ্মনাভ ভগবান গরুড়ের ওপর বিরাজমান হয়ে কর্দম ঋষির স্তুতি শুনে ঈষৎ হেসে কটাক্ষ নিক্ষেপ করাতে তাঁর ভ্রূযুগল স্পন্দিত

[১]প্রা.পা.— ভগবান্ বি.।

শ্রীভগবানুবাচ

বিদিত্বা তব চৈত্যং মে পুরৈব সমযোজি তৎ।
যদর্থমাত্মনিয়মৈস্ত্বয়ৈবাহং সমর্চিতঃ॥ ২৩

ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্॥ ২৪

প্রজাপতিসুতঃ সম্রাণ্মনুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীম্॥ ২৫

স চেহ বিপ্র রাজর্ষির্মহিষ্যা শতরূপয়া।
আয়াস্যতি দিদৃক্ষুস্ত্বাং পরশ্বো ধর্মকোবিদঃ॥ ২৬

আত্মজামসিতাপাঙ্গীং বয়ঃশীলগুণান্বিতাম্।
মৃগয়ন্তীং পতিং দাস্যত্যনুরূপায় তে প্রভো॥ ২৭

সমাহিতং[১] তে হৃদয়ং যত্রেমান্ পরিবৎসরান্।
সা ত্বাং ব্রহ্মন্নৃপবধূঃ কামমাশু ভজিষ্যতি॥ ২৮

যা ত আত্মভৃতং বীর্যং নবধা প্রসবিষ্যতি।
বীর্যে ত্বদীয়ে ঋষয় আধাস্যন্ত্যঞ্জসাত্মনঃ॥ ২৯

ত্বং চ সম্যগনুষ্ঠায় নিদেশং ম উশত্তমঃ।
ময়ি তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে॥ ৩০

কৃত্বা দয়াং চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্।
ময্যাত্মানং সহ জগদ্ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্॥ ৩১

সহাহং স্বাংশকলয়া ত্বদ্বীর্যেণ মহামুনে[২]।
তব ক্ষেত্রে দেবহূত্যাং প্রণেষ্যে তত্ত্বসংহিতাম্॥ ৩২

মৈত্রেয়[৩] উবাচ

এবং তমনুভাষ্যাথ ভগবান্ প্রত্যগক্ষজঃ।
জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাৎ॥ ৩৩

হল। অনন্তর তিনি অমৃতমধুর বাক্যে মুনিকে বলতে লাগলেন॥ ২২ ॥

ভগবান বললেন—হে কর্দম ! তুমি যে জন্য আত্মসংযমপূর্বক আমার আরাধনা করেছ, তোমার সেই মনোবাসনা জেনে আমি আগে থেকেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছি॥ ২৩ ॥ হে প্রজাপতে ! আমার আরাধনা কখনো বিফল হয় না ; তার ওপর তোমার মতো যারা একাগ্রচিত্তে নিরন্তর আমার আরাধনা করে তাদের আরো বেশি ফল লাভ হয়॥ ২৪ ॥ বিখ্যাতকীর্তি সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাবর্ত দেশে বাস করে সপ্তসাগর বেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করছেন॥ ২৫ ॥ হে বিপ্রবর ! সেই ধর্মজ্ঞ রাজর্ষি সম্রাট মনু তাঁর মহিষী শতরূপাকে নিয়ে তোমার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে আগামী পরশু তোমার এখানে আসবেন॥ ২৬ ॥ তাঁর একটি রূপ-যৌবনসম্পন্না সুশীলা ও সদ্‌গুণান্বিতা, কৃষ্ণলোচনা বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। হে প্রজাপতে ! তুমি সর্বতোভাবে তার উপযুক্ত, তাই তিনি তোমার হাতে সেই কন্যা সম্প্রদান করবেন ॥ ২৭ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! বহুবৎসর যাবৎ যে ভার্যার জন্য তোমার মন সমাহিত রয়েছে, এবার শীঘ্রই সেই রাজকন্যা তোমার পত্নী হয়ে অবশ্যই তোমার সেই মনোবাসনা পূর্ণ করে তোমাকে উপযুক্ত সেবা করবে॥ ২৮ ॥ তোমার বীর্য গর্ভে ধারণ করে সে নয়টি কন্যার জন্ম দেবে এবং তারপরে তোমার সেই কন্যাদের দ্বারা লোকরীতি অনুসারে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পুত্র উৎপাদন করবেন॥ ২৯ ॥ তুমিও আমার আজ্ঞানুযায়ী কর্মসকল সম্যকভাবে অনুষ্ঠান করে শুদ্ধসত্ত্বময়চিত্ত হয়ে সকল কর্মফল আমাতে সমর্পণ করে আমাকেই লাভ করবে॥ ৩০ ॥ সর্বজীবে দয়া করে তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করবে এবং সকলকে অভয়দান করে তোমার নিজের সাথে সম্পূর্ণ জগৎ আমার মধ্যে এবং আমাকে তোমার মধ্যে স্থিত দেখবে॥ ৩১ ॥ হে মহামুনে ! আমিও নিজ অংশকলারূপে তোমার বীর্যবিন্দুতে তোমার পত্নী দেবহূতির গর্ভে অবতীর্ণ হয়ে তত্ত্বসংহিতা (সাংখ্য শাস্ত্র) প্রণয়ন করব॥ ৩২ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর ! কর্দম ঋষিকে এই বলে (ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্মুখ হলে তবেই যাঁর উপলব্ধি ঘটে)

[১]প্রা.পা.—সম্মোহিতং। [২]প্রা.পা.—মহামতে। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' এই অংশ নেই।

নিরীক্ষতস্তস্য যযাবশেষ-
সিদ্ধেশ্বরাভিষ্টুতসিদ্ধমার্গঃ।
আকর্ণয়ন্ পত্ররথেন্দ্রপক্ষৈ-
রুচ্চারিতং স্তোমমুদীর্ণসাম॥ ৩৪

অথ সম্প্রস্থিতে শুক্লে কর্দমো ভগবানৃষিঃ।
আস্তে স্ম[1] বিন্দুসরসি তং কালং প্রতিপালয়ন্॥ ৩৫

মনুঃ স্যন্দনমাস্থায় শাতকৌম্ভপরিচ্ছদম্।
আরোপ্য স্বাং দুহিতরং সভার্যঃ পর্যটন্মহীম্॥ ৩৬

তস্মিন্ সুধন্বন্নহনি[2] ভগবান্ যৎ সমাদিশৎ।
উপায়াদাশ্রমপদং মুনেঃ শান্তব্রতস্য তৎ॥ ৩৭

যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্নশ্রুবিন্দবঃ[3]।
কৃপয়া সম্পরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্॥ ৩৮

তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্॥ ৩৯

পুণ্যদ্রুমলতাজালৈঃ কূজৎপুণ্যমৃগদ্বিজৈঃ।
সর্বর্তুফলপুষ্পাঢ্যং বনরাজিশ্রিয়ান্বিতম্॥ ৪০

মত্তদ্বিজগণৈর্ঘুষ্টং[4] মত্তভ্রমরবিভ্রমম্।
মত্তবর্হিনটাটোপমাহ্বয়ন্মত্তকোকিলম্[5]॥ ৪১

কদম্বচম্পকাশোককরঞ্জবকুলাসনৈঃ[6]।
কুন্দমন্দারকুটজৈশ্চূতপোতৈরলঙ্কৃতম্॥ ৪২

কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কুররৈর্জলকুক্কুটৈঃ।
সারসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্বল্গু কূজিতম্॥ ৪৩

সেই ভগবান শ্রীহরি সরস্বতী নদী পরিবেষ্টিত বিন্দু সরোবর তীর্থ (যেখানে কর্দম ঋষি তপস্যা করছিলেন) থেকে নিজ ধামে গমন করলেন॥ ৩৩ ॥ সমস্ত সিদ্ধেশ্বরগণই ভগবানের সিদ্ধমার্গের (বৈকুণ্ঠমার্গের) প্রশংসা করেন। কর্দম ঋষির সমক্ষেই তিনি নিজলোকে গমন করলেন। সেই সময় মুনিগণ সামগান করতে লাগলেন, গরুড়ের ডানা সঞ্চালনে উত্থিত বায়ুর দ্বারা সেই সামগান চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে ঝংকারিত হতে লাগল আর ভগবান শ্রীহরি সেই সামগান শুনতে শুনতে গমন করলেন॥ ৩৪ ॥

হে বিদুর! ভগবান শ্রীহরি প্রস্থান করার পর মহর্ষি কর্দম শ্রীহরির উপদিষ্ট সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করে বিন্দু-সরোবরের তীরেই অবস্থান করলেন॥ ৩৫ ॥ হে বীরপ্রবর! এদিকে স্বায়ম্ভুব মনুও মহিষী শতরূপাকে নিয়ে সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করে নিজ কন্যাকে সেই রথে বসিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে ভগবান শ্রীহরির নির্দিষ্ট দিনে শমপরায়ণ মহর্ষি কর্দমের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন॥ ৩৬-৩৭ ॥ সরস্বতী নদীর জলে পূর্ণ বিন্দু সরোবর হচ্ছে সেই স্থান যেখানে শরণাগত কর্দম মুনির প্রতি অতীব করুণা কাতর হয়ে শ্রীভগবানের চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়েছিল। ওই তীর্থ বড়ই পবিত্র, এই সরোবরের জল রোগনাশক ও অমৃতের মতো সুস্বাদু; মহর্ষিগণ এই জল সর্বদা সাদরে ব্যবহার করে থাকেন॥ ৩৮-৩৯ ॥ সেই বিন্দু সরোবর বহুতর পবিত্র বৃক্ষ-লতাদিতে পরিবেষ্টিত ছিল। সেইসব বৃক্ষ-লতাদির মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র রবকারী মৃগ ও পক্ষী বাস করত, সরোবর-সন্নিহিত ভূভাগ সব ঋতুর ফলপুষ্পাদি সম্ভারে সমৃদ্ধ এবং বনশ্রেণীর বিচিত্র শোভায় শোভিত ছিল॥ ৪০ ॥ সেই স্থান মদমত্ত পক্ষীদের কলরবে মুখরিত, ভ্রমরেরা সেখানে মধুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বিচরণরত, মত্ত ময়ূরেরা নটসমূহের মতো নৃত্যবিলাসে রত, মত্ত কোকিলগণ যেন বন্য শোভা দর্শনের জন্য কুহু কুহু রবে একে অপরকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে॥ ৪১ ॥ সেই আশ্রম কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, অসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ ও ছোট আমগাছে অলংকৃত

[1]প্রা.পা.—আস্তেঽস্মিন্। [2]প্রা.পা.—সুধনো হ্যহনি। [3]প্রা.পা.—পতন্ হর্ষবিন্দবঃ। [4]প্রা.পা.—গণৈর্জুষ্টং। [5]প্রা.পা.—বর্হিণব্যাঘোষমা.। [6]প্রা.পা.—কদম্ববকুলাশোককরঞ্জবঞ্জুলাসনৈঃ।

তথৈব হরিণৈঃ ক্রোড়ৈঃ শ্বাবিদ্‌গবয়কুঞ্জরৈঃ।
গোপুচ্ছৈর্হরিভির্মর্কৈর্নকুলৈর্নাভিভির্বৃতম্॥ ৪৪

প্রবিশ্য তত্তীর্থবরমাদিরাজঃ সহাত্মজঃ[১]।
দদর্শ মুনিমাসীনং তস্মিন্ হুতহুতাশনম্॥ ৪৫

বিদ্যোতমানং বপুষা তপস্যুগ্রযুজা[২] চিরম্।
নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ।
তদ্‌ব্যাহৃতামৃতকলাপীযূষশ্রবণেন চ॥ ৪৬

প্রাংশুং পদ্মপলাশাক্ষং জটিলং চীরবাসসম্।
উপসংশ্রিত্য মলিনং যথার্হণমসংস্কৃতম্॥ ৪৭

অথোটজমুপায়াতং নৃদেবং প্রণতং পুরঃ।
সপর্যয়া পর্যগৃহ্ণাৎ প্রতিনন্দ্যানুরূপয়া॥ ৪৮

গৃহীতার্হণমাসীনং সংযতং প্রীণয়ন্মুনিঃ।
স্মরন্ ভগবদাদেশমিত্যাহ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ৪৯

নূনং চঙ্‌ক্রমণং দেব সতাং সংরক্ষণায় তে।
বধায় চাসতাং যস্ত্বং হরেঃ শক্তির্হি পালিনী॥ ৫০

যোঽর্কেন্দ্বগ্নীন্দ্রবায়ূনাং যমধর্মপ্রচেতসাম্।
রূপাণি স্থান আধৎসে তস্মৈ শুক্লায় তে নমঃ॥ ৫১

ন যদা রথমাস্থায় জৈত্রং মণিগণার্পিতম্।
বিস্ফূর্জচ্চণ্ডকোদণ্ডো রথেন ত্রাসয়ন্নঘান্॥ ৫২

ছিল॥ ৪২ ॥ সেটি কারণ্ডব (পাতিহাঁস), প্লব, হংস (রাজহাঁস), কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক ও চকোর পাখিদের মনোহর কূজনে মুখরিত ছিল॥ ৪৩ ॥ হরিণ, শূকর, শজারু, গবয় (নীলগাই), হাতি, গোপুচ্ছ (বানরবিশেষ), সিংহ, মর্কট, নকুল, কস্তুরীমৃগ প্রভৃতি নানাবিধ পশুগণও সেই আশ্রমে বিচরণ করত॥ ৪৪ ॥

আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু কন্যাসহ শ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ সেই আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন যে মুনিবর কর্দম অগ্নিতে হোম সম্পাদন করে আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন॥ ৪৫ ॥ দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় ব্যাপৃত থাকাতে তাঁর শরীর বিশেষ দ্যুতিসম্পন্ন এবং শ্রীভগবানের সস্নেহ দৃষ্টিপাত আর তাঁর অমৃতমাধুর্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণের ফলে তাঁর শরীর দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনেও তাদৃশ কৃশ হয়নি॥ ৪৬ ॥ তিনি উন্নতকায়, পদ্ম-পলাশলোচন, তাঁর মস্তকে জটা সুশোভিত, পরিধানে চীরবসন। মনু তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন মার্জনাদিশূন্য মহামূল্য রত্ন যেমন মলিন দেখায়, মুনিকেও তেমনই দেখাচ্ছিল॥ ৪৭ ॥ অনন্তর মহর্ষি কর্দম রাজর্ষি স্বায়ম্ভুব মনুকে নিজের পর্ণকুটীরে এসে প্রণাম করতে দেখে রাজর্ষিকে আশীর্বাদাদির দ্বারা অভিনন্দিত করলেন, যথোচিত উপচারে তাঁর স্বাগত-সৎকার করলেন॥ ৪৮ ॥

আদিরাজ মনু কর্দমমুনির সৎকার গ্রহণ করে সংযতভাবে উপবেশন করলে, ভগবানের আদেশ স্মরণ করে মহামুনি কর্দম মধুর বাক্যে মনুর প্রীতি উৎপাদন করে এই প্রকার বললেন—॥ ৪৯ ॥ 'মহারাজ ! আপনি ভগবান বিষ্ণুর পালিকা শক্তিস্বরূপ, তাই আপনার এই পর্যটনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন॥ ৫০ ॥ আপনি সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ বিষ্ণুস্বরূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, যম, ধর্ম ও বরুণাদি রূপ ধারণ করে থাকেন। আপনাকে প্রণাম করি॥ ৫১ ॥ আপনি রত্নখচিত জয়শীল রথে আরূঢ়, বজ্রের মতো টংকারশালী ভীষণ ধনুকে টংকার দিয়ে রথধ্বনিতেই পাপীদের ভীতি উৎপাদন

[১]প্রা.পা.—সহানুগঃ। [২]প্রা.পা.—রুজা।

স্বসৈন্যচরণক্ষুণ্ণং বেপয়ন্মণ্ডলং ভুবঃ।
বিকর্ষন্ বৃহতীং[১] সেনাং পর্যটস্যংশুমানিব॥ ৫৩

তদৈব সেতবঃ সর্বে বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ।
ভগবদ্রচিতা[২] রাজন্ ভিদ্যেরন্ বত দস্যুভিঃ॥ ৫৪

অধর্মশ্চ সমেধেত লোলুপৈর্ব্যঙ্কুশৈর্নৃভিঃ।
শয়ানে ত্বয়ি লোকোঽয়ং দস্যুগ্রস্তো বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ৫৫

অথাপি পৃচ্ছে ত্বাং বীর যদর্থং ত্বমিহাগতঃ।
তদ্বয়ং নির্ব্যলীকেন প্রতিপদ্যামহে হৃদা॥ ৫৬

করেন এবং আপনার সৈন্যদের চরণাঘাতে বিদীর্ণ ভূমণ্ডলকে কাঁপিয়ে, নিজের বিশাল সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্যের মতো পৃথিবী পর্যটন করেন। আপনি যদি তা না করেন তাহলে বর্ণাশ্রমসমূহের সংস্থাপক ভগবদ্বিহিত বিধিনিষেধাত্মক ধর্মমর্যাদা দস্যুরা কবে নষ্ট করে দিত এবং বিষয়লোলুপ মানুষেরা নিরঙ্কুশ অর্থাৎ শাসনহীন হয়ে অধর্মের প্রসার ঘটাত। আপনি যদি নিশ্চিন্ত হয়ে অবস্থান করেন তবে এই লোকসকল দুরাচারীদের কবলে পড়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে॥ ৫২-৫৫ ॥ তবুও হে বীরবর ! কী প্রয়োজনে আপনার এই সময় এখানে আগমন তা আমি জানতে ইচ্ছা করি। আমাকে যা আদেশ করবেন অকপট-চিত্তে প্রসন্নভাবে সেই আজ্ঞা আমি পালন করব' ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

অথ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দেবহূতির সঙ্গে কর্দম প্রজাপতির বিবাহ

মৈত্রেয় উবাচ

এবমাবিষ্কৃতাশেষগুণকর্মোদয়ো মুনিম্।
সব্রীড় ইব তং সম্রাডুপারতমুবাচ হ॥ ১

মনুরুবাচ

ব্রহ্মাসৃজৎ স্বমুখতো যুষ্মানাত্মপরীপ্সয়া।
ছন্দোময়স্তপোবিদ্যাযোগযুক্তানলম্পটান্॥ ২

তৎত্রাণায়াসৃজচ্চাস্মান্দোঃসহস্রাৎ সহস্রপাৎ।
হৃদয়ং তস্য হি ব্রহ্ম[৩] ক্ষত্রমঙ্গং প্রচক্ষতে॥ ৩

শ্রীমৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! মহর্ষি কর্দম স্বায়ম্ভুব মনুর নানাবিধ গুণ ও কর্মের উৎকর্ষ কীর্তন করায় আত্মপ্রশংসা শুনে লজ্জাবোধ করে সম্রাট মনু নিবৃত্তি-পরায়ণ মুনিকে বলতে লাগলেন॥ ১ ॥

মনু বললেন—হে মুনি ! বেদমূর্তি ভগবান ব্রহ্মা নিজের বেদময় বিগ্রহ রক্ষা করার জন্য তপস্যা, বিদ্যা ও যোগসম্পন্ন এবং বিষয়ে অনাসক্ত আপনাদের মতো ব্রাহ্মণদের তাঁর মুখ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সহস্রচরণ বিরাট পুরুষ আপনাদের মতো ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্যই নিজ সহস্রবাহু থেকে আমাদের মতো ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ তাঁর হৃদয় আর ক্ষত্রিয় তাঁর শরীর বলে কথিত হয়॥ ২-৩ ॥ অতএব

[১]প্রা.পা.—মহতীং। [২]প্রা.পা.—ভগবদ্গ্রথিতা। [৩]প্রা.পা.—ব্রহ্মমুত্তমাঙ্গ পর.।

অতো হ্যন্যোন্যমাত্মানং ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ রক্ষতঃ।
রক্ষতি স্মাব্যয়ো দেবঃ স যঃ সদসদাত্মকঃ॥ ৪

তব সন্দর্শনাদেবচ্ছিন্না মে সর্বসংশয়াঃ।
যৎ স্বয়ং ভগবান্ প্রীত্যা ধর্মমাহ রিরক্ষিষোঃ॥ ৫

দিষ্ট্যা মে ভগবান্ দৃষ্টো দুর্দর্শো যোঽকৃতাত্মনাম্।
দিষ্ট্যা পাদরজঃ স্পৃষ্টং শীর্ষ্ণা মে ভবতঃ শিবম্॥ ৬

দিষ্ট্যা ত্বয়ানুশিষ্টোঽহং কৃতশ্চানুগ্রহো মহান্।
অপাবৃতৈঃ কর্ণরন্ধ্রৈর্জুষ্টা দিষ্ট্যোশতীর্গিরঃ॥ ৭

স ভবান্ দুহিতৃস্নেহপরিক্লিষ্টাত্মনো মম।
শ্রোতুমর্হসি দীনস্য শ্রাবিতং কৃপয়া মুনে॥ ৮

প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেয়ং দুহিতা মম।
অন্বিচ্ছতি পতিং যুক্তং বয়ঃশীলগুণাদিভিঃ॥ ৯

যদা তু ভবতঃ শীলশ্রুতরূপবয়োগুণান্।
অশৃণোন্নারদাদেষা ত্বয্যাসীৎ কৃতনিশ্চয়া॥ ১০

তৎ প্রতীচ্ছ দ্বিজাগ্র্যেমাং শ্রদ্ধয়োপহৃতাং ময়া।
সর্বাত্মনানুরূপাং তে গৃহমেধিষু কর্মসু॥ ১১

উদ্যতস্য হি কামস্য প্রতিবাদো ন শস্যতে।
অপি নির্মুক্তসঙ্গস্য কামরক্তস্য কিং পুনঃ॥ ১২

য উদ্যতমনাদৃত্য কীনাশমভিযাচতে।
ক্ষীয়তে তদ্‌যশঃ স্ফীতং মানশ্চাবজ্ঞয়া হতঃ॥ ১৩

অহং ত্বাশৃণবং বিদ্বন্[১] বিবাহার্থং সমুদ্যতম্।
অতস্ত্বমুপকুর্বাণঃ প্রত্তাং[২] প্রতিগৃহাণ মে॥ ১৪

একই শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষাকারী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরিই রক্ষা করে থাকেন, যদিও তিনি সমস্ত কার্যকারণরূপ হওয়া সত্ত্বেও আসলে নির্বিকার॥ ৪ ॥ আপনাকে দর্শনমাত্রেই আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে কারণ আমাকে প্রশংসা করে প্রকৃতপক্ষে আপনি স্বয়ংই প্রজাপালনে ইচ্ছুক রাজার পালনীয় ধর্ম উপদেশ করলেন॥ ৫ ॥ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে আপনার দর্শন অত্যন্তই দুর্লভ ; আমার অতি বড় সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন আমি পেয়েছি এবং আপনার শ্রীচরণের মঙ্গলময় ধূলিকণা আমার মাথায় দিতে পেরেছি॥ ৬ ॥ আমার সৌভাগ্যের জন্যই আজ আপনি আমাকে রাজধর্ম উপদেশ করে আমাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করলেন এবং আমিও শুভকর্মফলে উন্মুক্তকর্ণে অবাধে আপনার পবিত্র বাণী শ্রবণ করতে পারলাম॥ ৭ ॥

হে মুনিপ্রবর! আমার এই কন্যার প্রতি স্নেহবশত আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রয়েছি ; সুতরাং এই দীনের প্রার্থনা আপনি দয়া করে শুনুন॥ ৮ ॥ প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী আমার এই কন্যা উপযুক্ত বয়স, চরিত্র ও গুণাদিসম্পন্ন যোগ্য পতি লাভ করতে অভিলাষী॥ ৯ ॥ যেদিন থেকে নারদমুনির কাছে আপনার স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞান, রূপ, বয়স ও গুণাদির বৃত্তান্ত শুনেছে সেইদিন থেকেই এ আপনাকে পতিত্বে বরণ করতে কৃতসংকল্প হয়ে রয়েছে॥ ১০ ॥ হে দ্বিজবর ! আমি অতীব শ্রদ্ধা সহকারে এই কন্যাকে আপনার হাতে সম্প্রদান করছি, আপনি একে গ্রহণ করুন। গার্হস্থ্য ধর্মের সমস্ত কর্মে সর্বতোভাবে এই কন্যা আপনার উপযুক্ত॥ ১১ ॥ দৈবাগত অভিলষিত বস্তুর প্রত্যাখ্যান বিষয়াসক্তিশূন্য পুরুষের পক্ষেও অনুচিত কর্ম ; সুতরাং বিষয়াসক্ত পুরুষের কথা আর কী বলব ? ॥ ১২ ॥ অযাচিতভাবে উপস্থিত কাম্যবস্তুর অনাদর করে পরবর্তীকালে কোনো কৃপণের কাছেই সেই বস্তু যে যাচঞা করে তার নাম-যশ নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃপণকর্তৃক অবমাননায় তার সম্মানও নষ্ট হয়॥ ১৩ ॥ হে বিদ্বন্ ! আমি শুনেছি যে আপনি বিবাহ করতে অভিলাষী। আপনি উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী (যিনি নিয়মিতকাল ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গুরুগৃহে

[১]প্রা.পা.—বিষ্বগুদ্বাহার্থং। [২]প্রা.পা.—প্রপন্নাং প্রতিগৃহ্ণ মে।

ঋষিরুবাচ

বাঢ়মুদ্বোঢুকামোঽহমপ্রত্তা চ তবাত্মজা।
আবয়োরনুরূপোঽসাবাদ্যো বৈবাহিকো বিধিঃ॥ ১৫

কামঃ স ভূয়ান্নরদেব তেঽস্যাঃ
পুত্র্যাঃ সমাম্নায়বিধৌ প্রতীতঃ।
ক এব তে তনয়াং নাদ্রিয়েত
স্বয়ৈব কান্ত্যা ক্ষিপতীমিব শ্রিয়ম্॥ ১৬

যাং হর্ম্যপৃষ্ঠে ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভাং
বিক্রীড়তীং কন্দুকবিহ্বলাক্ষীম্।
বিশ্বাবসুর্ন্যপতৎ স্বাদ্‌বিমানাদ্-
বিলোক্য সম্মোহবিমূঢ়চেতাঃ॥ ১৭

তাং প্রার্থয়ন্তীং ললনাললাম-
মসেবিতশ্রীচরণৈরদৃষ্টাম্।
বৎসাং মনোরুচ্চপদঃ স্বসারং
কো নানুমন্যেত বুধোঽভিযাতাম্॥ ১৮

অতো ভজিষ্যে[১] সময়েন সাধ্বীং
যাবত্তেজো বিভৃয়াদাত্মনো মে।
অতো ধর্মান্ পারমহংস্যমুখ্যান্
শুক্লপ্রোক্তান্ বহু মন্যেঽবিহিংস্রান্॥ ১৯

অবস্থান করার পরে গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করেন), আপনি তো নৈষ্ঠিক (আজীবন) ব্রহ্মচারী নন। অতএব আপনি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, আমি একে আপনার হাতে সম্প্রদান করছি॥ ১৪ ॥

কর্দম মুনি বললেন—সত্য সত্যই আমি বিবাহ করতে চাইছি, আর আপনার কন্যাও অদত্তা ; সুতরাং আমাদের দুজনের মধ্যে বিবাহ সংস্কার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম* বিধিমতে হওয়াই উচিত॥ ১৫ ॥ হে রাজন্ ! শাস্ত্রোক্ত বিবাহবিধিতে প্রসিদ্ধ 'গৃভ্‌ণামি-তে' ইত্যাদি প্রার্থনা মন্ত্রের মধ্যে কামবাসনার (সন্তানোৎপাদনরূপ অভীপ্সার) উল্লেখ আছে, আপনার কন্যার সাথে বিবাহে সেই সকল মন্ত্র সার্থক হবে। কারণ যার অঙ্গকান্তিতে অলংকারাদির শোভা যেন পরাভূত হচ্ছে, আপনার সেই কন্যার আদর কে না করবে ? ॥ ১৬ ॥ কোনো এক সময়ে আপনার এই মেয়ে প্রাসাদের ছাদে কন্দুক (বল) নিয়ে খেলা করছিল। কন্দুকের দিকে একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকাতে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করার ফলে তার চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছিল এবং তার পায়ের নূপুরে মধুর ঝংকার হচ্ছিল। সেই সময় গন্ধর্ব বিশ্বাবসু একে দেখে মোহমুগ্ধ ও অচেতন হয়ে বিমান থেকে পড়ে যান॥ ১৭ ॥ সেই মেয়ে স্বয়ং এসে এখন যাচঞা করছে ; এই অবস্থায় এমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে যে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে ? ইনি সাক্ষাৎ মহারাজ স্বায়ম্ভুব মনুর আদরিণী কন্যা, উত্তানপাদের প্রিয়তমা ভগিনী এবং রমনীকুলের রত্ন-স্বরূপা, যে মানুষ কোনোদিন শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চরণসেবা করেনি, সে তো এর দর্শনও কোনো দিন পাবে না॥ ১৮ ॥ অতএব আমি আপনার এই সাধবী কন্যার পাণিগ্রহণ অবশ্যই করব। কিন্তু একটা শর্ত আছে। যতদিন পর্যন্ত সন্তান উৎপন্ন না হবে ততদিনই আমি গার্হস্থ্য ধর্মানুসারে এঁর সঙ্গে থাকব। তারপর শ্রীভগবানের উপদিষ্ট সন্ন্যাসপ্রধান অহিংসাধর্মের সাথে শমদমাদি ধর্মসকল পালন করব॥ ১৯ ॥ যাঁর থেকে

[১]প্রা.পা.—বরিষ্যে।

*মনুস্মৃতিতে আট প্রকারের বিবাহবিধির উল্লেখ আছে—(১) ব্রাহ্ম (২) দৈব (৩) আর্ষ (৪) প্রাজাপত্য (৫) আসুর (৬) গান্ধর্ব (৭) রাক্ষস এবং (৮) পৈশাচ। তৃতীয় অধ্যায়ে এর লক্ষণাদি বর্ণিত আছে। এদের মধ্যে প্রথম বিধিই (ব্রাহ্ম) সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করা হয়। এই বিধিমতে পিতা যোগ্য পতির হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন।

যতোঽভবদ্‌বিশ্বমিদং বিচিত্রং
সংস্থাস্যতে যত্র চ বাবতিষ্ঠতে।
প্রজাপতীনাং পতিরেষ মহ্যং
পরং প্রমাণং ভগবাননন্তঃ॥ ২০

মৈত্রেয় [১] উবাচ

স উগ্রধন্বন্নিয়দেবাবভাষে[২]
আসীচ্চ তূষ্ণীমরবিন্দনাভম্।
ধিয়োপগৃহ্নন্ স্মিতশোভিতেন
মুখেন চেতো লুলুভে দেবহূত্যাঃ॥ ২১
সোঽনু জ্ঞাত্বা ব্যবসিতং মহিষ্যা দুহিতুঃ স্ফুটম্।
তস্মৈ গুণগণাঢ্যায় দদৌ তুল্যাং প্রহর্ষিতঃ॥ ২২
শতরূপা মহারাজ্ঞী পারিবর্হান্মহাধনান্[৩]।
দম্পত্যোঃ পর্যদাৎ প্রীত্যা ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্॥ ২৩
প্রত্তাং[৪] দুহিতরং সম্রাট্ সদৃক্ষায় গতব্যথঃ।
উপগুহ্য চ বাহুভ্যামৌৎকণ্ঠ্যোন্মথিতাশয়ঃ॥ ২৪
অশক্নুবংস্তদ্‌বিরহং মুঞ্চন্ বাষ্পকলাং মুহুঃ।
আসিঞ্চদম্ব[৫] বৎসেতি নেত্রোদৈর্দুহিতুঃ শিখাঃ॥ ২৫
আমন্ত্র্য তং মুনিবরমনুজ্ঞাতঃ সহানুগঃ।
প্রতস্থে রথমারুহ্য সভার্যঃ স্বপুরং নৃপঃ॥ ২৬
উভয়োর্ঋষিকুল্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ সুরোধসোঃ।
ঋষীণামুপশান্তানাং পশ্যন্নাশ্রমসম্পদঃ॥ ২৭
তমায়ান্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্মাবর্তাৎ প্রজাঃ পতিম্।
গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ প্রত্যুদীয়ুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥ ২৮
বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্বসম্পৎসমন্বিতা।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ॥ ২৯
কুশাঃ[৬] কাশাস্ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চসঃ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীজিরে॥ ৩০
কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য ভগবান্মনুঃ।
অযজদ্‌যজ্ঞপুরুষং লব্ধা স্থানং যতো ভুবম্[৭]॥ ৩১

এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, যাঁর মধ্যে এই জগৎ লয়প্রাপ্ত এবং যাঁর মধ্যে এই বিশ্ব অবস্থান করছে—প্রজাপতিদেরও পতি সেই ভগবান শ্রীঅনন্তই আমার কর্তব্যপথের একমাত্র অবলম্বন॥ ২০ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিশালধনুর্ধর বিদুর ! কর্দম ঋষি এই বলে মৌনভাবে পদ্মনাভ কমলনয়ন ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। সেই সময় তাঁর মৃদুহাস্যশোভিত মুখপদ্মখানি দেখে দেবহূতির চিত্ত প্রলুব্ধ হল॥ ২১ ॥ সম্রাট মনু, তাঁর মহিষী শতরূপা ও কন্যা দেবহূতির এই বিবাহে সুস্পষ্ট ইচ্ছা বুঝতে পেরে অশেষগুণসম্পন্ন কর্দম মুনির হাতে সমানগুণান্বিতা কন্যাকে আনন্দিতচিত্তে সম্প্রদান করলেন॥ ২২ ॥ মহারানি শতরূপাও কন্যা-জামাতাকে স্নেহভরে নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র, অলংকার ও গৃহোপকরণ যৌতুকস্বরূপ দান করলেন॥ ২৩ ॥ এইভাবে যোগ্যপাত্রে নিজ কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারাতে মহারাজ মনুও নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু বিদায়কালে ভাবী বিরহবেদনা সহ্য করতে না পেরে উৎকণ্ঠাবশত ব্যাকুলচিত্ত হয়ে মেয়েকে আলিঙ্গন করে 'হে বৎসে ! হে মাতঃ' বলে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে প্রবাহিত অনর্গল অশ্রুধারায় কন্যার মাথার চুল সিক্ত হতে লাগল॥ ২৪-২৫ ॥ অনন্তর তিনি মুনিবর কর্দমের কাছে বিদায় নিয়ে পত্নীর সাথে রথারোহণ করে ঋষিকুলসেবিত সরস্বতী নদীর দুই তীরবর্তী মুনিঋষিদের আশ্রমের শোভা দেখতে দেখতে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন॥ ২৬-২৭ ॥ প্রভু সম্রাট মনু ফিরে আসছেন এই সংবাদ জানতে পেরে ব্রহ্মাবর্তের প্রজাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে স্তুতি, গান-বাজনা সহ সম্রাটের প্রত্যুদ্গমন করল॥ ২৮ ॥ সর্বসম্পদযুক্ত বর্হিষ্মতী নগরী ছিল সম্রাট মনুর রাজধানী। বরাহরূপী শ্রীহরি রসাতল থেকে নিজের শরীরে ঝাড়া দিলে এইখানেই তাঁর রোমরাজি পতিত হয়েছিল॥ ২৯ ॥ সেইসকল রোমরাজিই দীর্ঘদিন ওখানে পড়ে থেকে কুশ ও কাশে পরিণত হয়, যা দিয়ে মুনিঋষিরা যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদনকারী অসুরদের পরাভূত করে ভগবান যজ্ঞপুরুষকে যজ্ঞদ্বারা অর্চনা করেছেন॥ ৩০ ॥ মহারাজ মনুও বরাহ ভগবানের কাছ থেকে ভূমিরূপ নিবাসস্থান প্রাপ্ত হয়ে এই স্থানেই কুশ

[১]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' এই অংশ নেই। [২]প্রা.পা.—ধনবন্নৃপ আবভা.। [৩]প্রা.পা.—পারিহার্যং মহাধনম্। [৪]প্রা.পা.—পিতা। [৫]প্রা.পা.—আসিঞ্চন্নিব চাম্বেতি নেত্রো.। [৬]প্রা.পা.—কুশকাশাস্ত। [৭]প্রা.পা.—ভুবঃ।

বর্হিষ্মতীং নাম বিভুর্যাং নির্বিশ্য সমাবসৎ।
তস্যাং প্রবিষ্টো ভবনং তাপত্রয়বিনাশনম্॥ ৩২

সভার্যঃ সপ্রজঃ কামান্ বুভুজেঽন্যাবিরোধতঃ।
সঙ্গীয়মানসৎকীর্তিঃ সস্ত্রীভিঃ সুরগায়কৈঃ।
প্রত্যূষেষ্বনুবদ্ধেন হৃদা শৃণ্বন্ হরেঃ কথাঃ॥ ৩৩

নিষ্ণাতং যোগমায়াসু মুনিং[১] স্বায়ম্ভুবং মনুম্[২]।
যদা ভ্রংশয়িতুং ভোগান শেকুর্ভগবৎ পরম্॥ ৩৪

অযাতযামাস্তস্যাসন্ যামাঃ স্বান্তরযাপনাঃ।
শৃণ্বতো ধ্যায়তো বিষ্ণোঃ কুর্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ॥ ৩৫

স এবং স্বান্তরং নিন্যে যুগানামেকসপ্ততিম্।
বাসুদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ॥ ৩৬

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধন্তে হরিসংশ্রয়ম্॥ ৩৭

যঃ পৃষ্টো মুনিভিঃ প্রাহ ধর্মান্নানাবিধাঞ্শুভান্।
নৃণাং বর্ণাশ্রমাণাং চ সর্বভূতহিতঃ সদা॥ ৩৮

এতত্ত আদিরাজস্য মনোশ্চরিতমদ্ভুতম্।
বর্ণিতং বর্ণনীয়স্য তদপত্যোদয়ং শৃণু॥ ৩৯

ও কাশের বর্হি (আস্তরণ, চাটাই) বিছিয়ে যজ্ঞেশ্বরের পূজা করেছিলেন॥ ৩১ ॥

যে বর্হিষ্মতী পুরীতে ভগবান মনু বাস করতেন সেখানে পৌঁছে তিনি নিজের ত্রিতাপনাশক ভবনে প্রবেশ করলেন॥ ৩২ ॥ সেখানে তিনি পত্নী ও সন্ততিদের নিয়ে ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষের অনুকূল বস্তুসকল ভোগ করতে লাগলেন। প্রত্যহ উষাকালে গন্ধর্বগণ তাদের স্ত্রীবর্গসমভিব্যাহারে তাঁর গুণকীর্তন করত ; কিন্তু সম্রাট মনু সেইসব ভোগে আসক্ত না হয়ে প্রেমার্দ্রচিত্তে হরিকথাই শ্রবণ করতেন॥ ৩৩ ॥ ইচ্ছানুসারে বিষয়ভোগ করতে সম্রাট মনু নিপুণ ছিলেন ; কিন্তু মননশীল ও ভগবৎপরায়ণ হওয়াতে বিষয়সম্ভোগ তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি॥ ৩৪ ॥ তিনি ভগবান বিষ্ণুর লীলাকথা শ্রবণ, মনন ও নিজবাক্যদ্বারা সেইসব লীলাকথা রচনা ও নিরূপণ করতেন, ফলে কখনো ভগবৎকথা সম্বন্ধীয় ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনোভাবে তাঁর সময় ব্যর্থভাবে ব্যতীত হয়নি॥ ৩৫ ॥ এইভাবে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থা অথবা ত্রিগুণকে বশীভূত করে তিনি ভগবৎ-কথাপ্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থেকে তাঁর অধিকারকাল এক মন্বন্তর অর্থাৎ এক সপ্ততি চতুর্যুগ অতিবাহিত করলেন॥ ৩৬ ॥ হে ব্যাসনন্দন বিদুর ! যে মানুষ ভগবান শ্রীহরির আশ্রিত হয়ে থাকে, তার শারীরিক, মানসিক, দৈব, মানুষকৃত অথবা ভৌতিক দুঃখ তাকে কীভাবে কষ্ট দিতে পারে ॥ ৩৭ ॥ মনু নিরন্তর সব প্রাণীর হিতসাধন পরায়ণ ছিলেন। মুনিঋষিদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে মানবগণের ও বর্ণাশ্রমসমূহের সম্বন্ধে নানাবিধ হিতকর ধর্মসকল উপদেশ করেছিলেন। (এইসব উপদেশসমূহ আজও মনুসংহিতা নামে প্রচলিত রয়েছে।)॥ ৩৮ ॥

আদিসম্রাট মহারাজ মনু প্রকৃতপক্ষে কীর্তনযোগ্য পুরুষ। তাঁর সেই অদ্ভুত চরিত্র তোমার কাছে বর্ণন করলাম, এখন তাঁর কন্যা দেবহূতির মাহাত্ম্য শ্রবণ কর॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥
শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের
দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

[১]প্রা.পা.—মনুং। [২]প্রা.পা.—মুনিম্।

অথ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কর্দম ও দেবহূতির বিমানবিহার

মৈত্রেয় উবাচ

পিতৃভ্যাং প্রস্থিতে সাধ্বী পতিমিঙ্গিতকোবিদা।
নিত্যং পর্যচরৎ প্রীত্যা ভবানীব ভবং প্রভুম্।। ১

বিশ্রম্ভেণাত্মশৌচেন গৌরবেণ দমেন চ।
শুশ্রূষয়া সৌহৃদেন বাচা মধুরয়া চ[১] ভোঃ।। ২

বিসৃজ্য কামং দম্ভং চ দ্বেষং লোভমঘং মদম্।
অপ্রমত্তোদ্যতা নিত্যং তেজীয়াংসমতোষয়ৎ ।। ৩

স বৈ দেবর্ষিবর্যস্তাং মানবীং সমনুব্রতাম্।
দৈবাদগরীয়সঃ[২] পত্যারাশাসানাং মহাশিষঃ।। ৪

কালেন ভূয়সা ক্ষামাং কর্শিতাং ব্রতচর্যয়া।
প্রেমগদ্‌গদয়া বাচা পীড়িতঃ কৃপয়াব্রবীৎ।। ৫

কর্দম উবাচ

তুষ্টোঽহমদ্য তব মানবি মানদায়াঃ
শুশ্রূষয়া পরময়া পরয়া চ ভক্ত্যা।
যো দেহিনাময়মতীব সুহৃৎ স্বদেহো
নাবেক্ষিতঃ সমুচিতঃ ক্ষপিতুং মদর্থে।। ৬

যে মে স্বধর্মনিরতস্য তপঃ সমাধি-
বিদ্যাত্মযোগবিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ।
তানেব তে মদনুসেবনয়াবরুদ্ধান্
দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্।। ৭

অন্যে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজৃম্ভ-
বিভ্রংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমস্য।
সিদ্ধাসি ভুঙ্ক্ষ্ব বিভবান্নিজধর্মদোহান্[৩]
দিব্যান্নরৈর্দুরধিগান্নৃপবিক্রিয়াভিঃ।। ৮

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর ! অনন্তর পিতা-মাতা মনু ও শতরূপা স্বদেশে প্রস্থান করলে, ভগবতী পার্বতী যেভাবে দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা করেছিলেন সেইভাবে, পতির অভিপ্রায়াভিজ্ঞা সাধবী দেবহূতি প্রতিদিন প্রীতিসহকারে স্বামীর পরিচর্যা করতে লাগলেন।। ১ ।। কাম, দম্ভ, বাসনা, লোভ, পাপ, ও গর্ব পরিত্যাগ করে দেবহূতি অবহিতচিত্তে ও উদ্যম সহকারে সেবা তৎপর হয়ে বিশ্বাস, পবিত্রতা, গৌরব, সংযম, শুশ্রূষা, প্রেম ও মধুরভাষণাদি সদ্‌গুণ দ্বারা তাঁর পরম তেজস্বী পতিদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন।। ২-৩ ।। পতিই পরম দেবতা এই কথা স্মরণে রেখে অর্থাৎ ইনি ইচ্ছা করলে দেবশক্তিকেও অতিক্রম করতে পারেন এই বিশ্বাসে সর্বদা পতির আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষিনী দেবহূতি একান্তমনে পতিসেবায় নিরত থাকতেন। এইভাবে সুদীর্ঘকাল কঠোর নিয়মপালনে ব্রতচারিণী মনুকন্যা কৃশাঙ্গী ও দুর্বলা হয়ে পড়েছিলেন দেখে একদিন দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ কর্দম অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে দয়ার্দ্রচিত্তে প্রেমগদগদ বাক্যে দেবহূতিকে বললেন।। ৪-৫ ।।

কর্দম ঋষি বললেন—হে মনুনন্দিনী ! তুমি আমার খুব আদরযত্ন করেছ। তোমার পরম সেবা এবং ঐকান্তিক ভক্তিতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। দেহিগণের কাছে তার নিজদেহ অতীব প্রিয় ও আদরণীয়। কিন্তু তুমি আমার সেবাকার্যে তোমার সেই দেহক্ষীণ হলেও সে দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করছ না।। ৬ ।। অতএব ভগবৎ আরাধনায় রত থেকে আমি আমার তপস্যা, সমাধি, উপাসনা ও যোগের দ্বারা যে ভয় ও শোকহীন ভগবৎ প্রসাদরূপ দিব্যবিভূতি প্রাপ্ত হয়েছি, আমার একনিষ্ঠ সেবাগুণে সেই সব দিব্যবিভূতিতে তোমারও অধিকার জন্মেছে। আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করছি, সেই দৃষ্টি দিয়ে তুমি সেই সব বিভূতি দর্শন কর।। ৭ ।। অন্য অনেক প্রকার বিষয়ভোগও আছে কিন্তু বিপুলকীর্তি ভগবান

[১]প্রা.পা.—তথা। [২]প্রা.পা.—দরিতাং গরীয়সীং। [৩]প্রা.পা.—নিজবর্মদো.।

এবং ব্রুবাণমবলাখিলযোগমায়া-
বিদ্যাবিচক্ষণমবেক্ষ্য গতাধিরাসীৎ।
সম্প্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদ্-
ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ॥ ৯

দেবহূতিরুবাচ

রাদ্ধং বত[১] দ্বিজবৃষৈতদমোঘযোগ-
মায়াধিপে ত্বয়ি বিভো তদবৈমি ভর্তঃ।
যস্তেঽভ্যধায়ি সময়ঃ সকৃদঙ্গসঙ্গো
ভূয়াদগরীয়সি গুণঃ প্রসবঃ[২] সতীনাম্॥ ১০

তত্রেতিকৃত্যমুপশিক্ষ যথোপদেশং
যেনৈষ মে কর্শিতোঽতিরিরংসয়াত্মা।
সিদ্ধ্যেত তে কৃতমনোভবধর্ষিতায়া
দীনস্তদীশ ভবনং সদৃশং বিচক্ষ্ব॥ ১১

মৈত্রেয় উবাচ

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ কর্দমো যোগমাস্থিতঃ।
বিমানং কামগং ক্ষত্তস্তর্হ্যেবাবিরচীকরৎ॥ ১২

সর্বকামদুঘং দিব্যং সর্বরত্নসমন্বিতম্।
সর্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং মণিস্তম্ভৈরুপস্কৃতম্॥ ১৩

দিব্যোপকরণোপেতং সর্বকালসুখাবহম্।
পট্টিকাভিঃ পতাকাভির্বিচিত্রাভিরলংকৃতম্॥ ১৪

শ্রীহরির কালশক্তির গতিরূপ ভ্রূভঙ্গিমাত্রেই সে সব মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে যায়, সে সব ভোগ অতি তুচ্ছ। আমার সেবাতে পাতিব্রত্য ধর্মে তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ, যে দিব্যভোগের অধিকারী তুমি হয়েছ, সেই সকল দিব্য বৈভব তুমি ভোগ করো। 'আমি রাজা, আমার কাছে সবই সুলভ', এইরকম অভিমানাদি যে সব বিকার আছে, সেইসব বিকারগ্রস্ত মানুষের পক্ষে এই সব দিব্যভোগপ্রাপ্তি দুর্লভ॥ ৮ ॥

কর্দম ঋষির এই সব কথা শুনে নিজের স্বামীকে শ্রীভগবানের যোগ মায়াশক্তি এবং বিদ্যাসমূহে সুনিপুণ জেনে সেই অবলা নিশ্চিন্ত হলেন। ঈষৎ লজ্জিত দৃষ্টি সহ মধুর হাস্যমুখে বিনীত সপ্রেম আবেগমথিত বাক্যে তিনি স্বামীকে বলতে লাগলেন॥ ৯ ॥

দেবহূতি বললেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! হে স্বামিন্ ! আমি জানি যে অব্যর্থ যোগশক্তি এবং ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে আপনি আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু হে প্রভু ! বিবাহের সময় আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে গর্ভাধান পর্যন্ত আমার সঙ্গে আপনি গার্হস্থ্যধর্ম পালন করবেন, সে প্রতিজ্ঞা তো পূরণ হওয়া প্রয়োজন। কারণ সর্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পতিসঙ্গে পতিব্রতা রমণীদের যে সন্তানোৎপত্তি তাই তাদের পরম লাভ॥ ১০ ॥ আমাদের উভয়ের অঙ্গসঙ্গের জন্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে যা করণীয় আপনি আমাকে তা উপদেশ করুন ; আর স্নান, অনুলেপন, ভোজনাদি উপযুক্ত সামগ্রীরও ব্যবস্থা করে দিন যাতে মিলনেচ্ছায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যাকুল আমার এই দেহ আপনার সঙ্গমযোগ্য হতে পারে, কারণ আপনার কারণে বর্ধিত কামবেদনায় আমি বিহ্বলা হয়ে রয়েছি। হে স্বামিন্ ! এই জন্য উপযুক্ত একটি ভবনও যাতে রচিত হয় আপনি তারও ব্যবস্থা করুন॥ ১১ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! পত্নীর ইচ্ছাপূরণের জন্য কর্দম মুনি সেই সময়ে সমাধিস্থ হয়ে এক বিমান সৃষ্টি করলেন, যে বিমান ইচ্ছামতো যত্রতত্র বিচরণ করতে পারে॥ ১২ ॥ ওই বিমান সকল প্রকার কাম্য ভোগ সুখ প্রদানে সমর্থ, অত্যন্ত সুন্দর, সর্বপ্রকার রত্নখচিত, সকল সম্পদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসম্পন্ন ও মণিময় স্তম্ভে পরিশোভিত ছিল॥ ১৩ ॥ সেটি সব ঋতুতেই সুখদায়ক,

[১]প্রা.পা.—তব। [২]প্রা.পা.—প্রভবঃ।

স্রগ্‌ভির্বিচিত্রমাল্যাভির্মঞ্জুশিঞ্জৎষড়ঙ্‌ঘ্রিভিঃ[১]।
দুকূলক্ষৌমকৌশেয়ৈর্নানাবস্ত্রৈর্বিরাজিতম্॥ ১৫

উপর্যুপরি বিন্যস্তনিলয়েষু পৃথক্ পৃথক্।
ক্ষিপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ॥ ১৬

তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্তনানাশিল্পোপশোভিতম্।
মহামরকতস্থল্যা জুষ্টং বিদ্রুমবেদিভিঃ॥ ১৭

দ্বাঃসু[২] বিদ্রুমদেহল্যা ভাতং বজ্রকপাটবৎ।
শিখরেষ্বিন্দ্রনীলেষু হেমকুম্ভৈরধিশ্রিতম্॥ ১৮

চক্ষুস্মৎ পদ্মরাগাগ্র্যৈর্বজ্রভিত্তিষু নির্মিতৈঃ।
জুষ্টং বিচিত্রবৈতানৈর্মহার্হৈর্হেমতোরণৈঃ॥ ১৯

হংসপারাবতব্রাতৈস্তত্র তত্র নিকূজিতম্[৩]।
কৃত্রিমান্ মন্যমানৈঃ[৪] স্বানধিরুহ্যাধিরুহ্য চ॥ ২০

বিহারস্থানবিশ্রামসংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ।
যথোপজোষং রচিতৈর্বিস্মাপনমিবাত্মনঃ॥ ২১

ঈদৃগ্গৃহং[৫] তৎ পশ্যন্তীং নাতিপ্রীতেন চেতসা।
সর্বভূতাশয়াভিজ্ঞঃ প্রাবোচৎ[৬] কর্দমঃ স্বয়ম্॥ ২২

নিমজ্জ্যাস্মিন্ হ্রদে ভীরু বিমানমিদমারুহ।
ইদং শুক্লকৃতং তীর্থমাশিষাং যাপকং[৭] নৃণাম্॥ ২৩

সা তদ্ভর্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা।
সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতাংশ্চ মূর্ধজান্॥ ২৪

অলৌকিক ভোগ উপকরণসমন্বিত, বিচিত্র পট্টবস্ত্রখণ্ড ও পতাকায় শোভিত ছিল॥ ১৪ ॥ বিচিত্র পুষ্পদ্বারা রচিত মাল্যের শোভায় ওই রথখানি সুশোভিত ছিল, সেই সব পুষ্পে ভ্রমরগণ মনোহর গুঞ্জন করছিল, নানারকম সুতি ও রেশমি বস্ত্রের সজ্জায় সেই রথের শোভা বৃদ্ধি পেয়েছিল॥ ১৫ ॥ উপর্যুপরি দোতলা তিনতলা ক্রমে রচিত সব ঘরের মধ্যে আলাদা আলাদা বিছানা, পালঙ্ক, ব্যজন (পাখা) ও রমণীয় আসন সুসজ্জিত ছিল॥ ১৬ ॥ তার মধ্যে যত্রতত্র নানারকম শিল্পকর্ম বিভিন্ন স্থানে শোভাবর্ধন করছিল। কোথাও মরকতমণিময় প্রদেশ আবার কোথাও- বা বসার জন্য বিদ্রুমমণিময় (প্রবালময়) বেদী প্রস্তুত ছিল॥ ১৭ ॥ বিমানের দরজাগুলি প্রবালমণিময় চৌকাঠ, হীরকনির্মিত দরজার কপাট এবং তার ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত শিখরে স্বর্ণকলস সংস্থাপিত ছিল॥ ১৮ ॥ হীরকময় ভিত্তিদেশ বা দেওয়ালে বড় বড় লাল পদ্মরাগমণি বসানো ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সেগুলি যেন তার চোখ এবং বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও মহামূল্য স্বর্ণতোরণে সজ্জিত ছিল সেই বিমান॥ ১৯ ॥ ওই বিমানের মধ্যে যেখানে সেখানে সর্বত্র কৃত্রিম হাঁস, পায়রা ইত্যাদি পক্ষী সাজানো ছিল, পাখিগুলি যেন জলজ্যান্ত সচল বলে মনে হচ্ছিল ; সেই কৃত্রিম পাখিগুলিকে জীবন্ত মনে করে বহু বহু হাঁস পায়রা ইত্যাদি পাখির দল তাদের কাছে বসে কূজন করছিল॥ ২০ ॥ বিমানের মধ্যে ক্রীড়া-স্থল, শয়নকক্ষ, উপভোগস্থান, আঙ্গিনা এবং পাঁচিলের বাইরের চত্বর ইত্যাদি নির্মিত ছিল—এতে ওই বিমানটি কর্দম মুনিকেও সবিশেষরূপে বিস্মিত করছিল॥ ২১॥

এইরকম সুন্দর ভবন দেখেও দেবহূতি যখন বিশেষ আনন্দিত হলেন না, তখন সর্বজ্ঞ কর্দম মুনি তার মনের ভাব পরীক্ষা করার জন্য নিজেই বললেন—॥ ২২ ॥ হে ভয়শীলে ! তুমি এই বিন্দু সরোবরে স্নান করে বিমানে গিয়ে ওঠ ; এই তীর্থ স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক নির্মিত। এখানে স্নান করলে মানবগণের সর্বপ্রকার কামনা সিদ্ধ হয়ে থাকে॥ ২৩ ॥

[১]প্রা.পা.—মালাভি.। [২]প্রা.পা.—দ্বাঃস্থবিদ্রু.। [৩]প্রা.পা.—বিকূ.। [৪]প্রা.পা.—সবিমানংশ্চ সমন্তাদধিরুহ্য। [৫]প্রা.পা.—ইত্থং গৃহং তস্য পশ্যন্ত্যতিপ্রীতেন। [৬]প্রা.পা.— প্রোবাচ কর্দমঃ। [৭]প্রা.পা.—যন্তবেস্ম.।

অঙ্গং চ মলপঙ্কেন সংছন্নং শবলস্তনম্।
আবিবেশ সরস্বত্যাঃ সরঃ শিবজলাশয়ম্॥ ২৫

সান্তঃসরসি বেশ্মস্থাঃ শতানি দশ কন্যকাঃ।
সর্বাঃ কিশোরবয়সো দদর্শোৎপলগন্ধয়ঃ॥ ২৬

তাং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
বয়ং কর্মকরীস্তুভ্যং শাধি নঃ করবাম কিম্॥ ২৭

স্নানেন তাং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনীম্।
দুকূলে নির্মলে নূত্নে[১] দদুরস্যৈ চ মানদাঃ[২]॥ ২৮

ভূষণানি পরার্ধ্যানি বরীয়াংসি দ্যুমন্তি চ।
অন্নং সর্বগুণোপেতং পানং চৈবামৃতাসবম্॥ ২৯

অথাদর্শে স্বমাত্মানং স্রগ্বিণং বিরজাম্বরম্।
বিরজং কৃতস্বস্ত্যয়নং কন্যাভির্বহুমানিতম্॥ ৩০

স্নাতং কৃতশিরঃস্নানং সর্বাভরণভূষিতম্।
নিষ্কগ্রীবং বলয়িনং কূজৎকাঞ্চননূপুরম্॥ ৩১

শ্রোণ্যোরধ্যস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চন্যা বহুরত্নয়া।
হারেণ চ মহার্হেণ রুচকেন চ ভূষিতম্॥ ৩২

সুদতা[৩] সুভ্রুবা শ্লক্ষ্ণস্নিগ্ধাপাঙ্গেন চক্ষুষা।
পদ্মকোশস্পৃধা নীলৈরলকৈশ্চ লসন্মুখম্॥ ৩৩

যদা সস্মার ঋষভমৃষীণাং দয়িতং পতিম্।
তত্র চাস্তে[৪]সহ স্ত্রীভির্যত্রাস্তে স প্রজাপতিঃ॥ ৩৪

কমলনয়না দেবহূতি স্বামীর আদেশ শিরোধার্য করে সরস্বতী নদীর পবিত্রজলের আধার বিন্দু সরোবরে নেমে গেলেন। সেই সময় তিনি একটি মলিন বস্ত্র পরিহিতা ছিলেন, কেশপাশ সংস্কারবিহীন হওয়াতে জটাবদ্ধ, সমস্ত দেহ ধূলিধূসরিত হওয়াতে স্তনযুগল পর্যন্ত বিবর্ণ হয়েছিল॥ ২৪-২৫ ॥ সরোবরে ডুব দেওয়ামাত্রই তিনি জলের মধ্যে একটি গৃহে অবস্থিতা এক হাজার কন্যাকে দেখতে পেলেন। তারা সকলেই কৈশোর অবস্থার এবং তাদের শরীর থেকে পদ্মের সুগন্ধ বিকীর্ণ হচ্ছিল॥ ২৬ ॥ দেবহূতিকে দেখেই সেই সব কন্যাগণ সহসা দাঁড়িয়ে উঠে হাত জোড় করে বলতে লাগল, 'আমরা আপনার দাসী ; আমাদের আদেশ করুন, আমরা আপনার কী সেবা করব'॥ ২৭ ॥

হে বিদুর ! সেই কন্যাগণ অতি সম্মান সহকারে বহুমূল্য তৈলানুলেপনাদি এবং সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা দেবহূতিকে স্নান করিয়ে দুটি নতুন ও নির্মল বস্ত্র এবং উত্তরীয় পরতে দিল॥ ২৮ ॥ তারপর তারা মহামূল্য শ্রেষ্ঠ দীপ্তিময় সুন্দর আভূষণে তাঁকে সজ্জিত করল, সর্বগুণযুক্ত অন্ন এবং অমৃততুল্য সুস্বাদু পানীয় প্রদান করল॥ ২৯ ॥ অনন্তর দেবহূতি দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন তাঁর গলায় সুগন্ধি পুষ্পমালা দুলছে ; পরিধানে স্বচ্ছ বস্ত্র, দেহ নির্মল ও কান্তিময় এবং সেই দেহ ওই কন্যাগণ অতি যত্নসহকারে নানাবিধ মাঙ্গলিক সজ্জায় সাজিয়ে দিয়েছে॥ ৩০ ॥ গন্ধতৈলাদি দ্বারা মস্তকের পারিপাট্য হয়েছে, গন্ধজল ও ওষধিজলের দ্বারা শুদ্ধস্নাত, স্নানের পরে সর্বাঙ্গে যথোপযুক্ত অলঙ্কারে সজ্জিত, গলায় পদকহারা ভূষিত, হাতে কঙ্কণ, পায়ে শিঞ্জিত সোনার নূপুর সুশোভিত॥ ৩১ ॥ নিতম্বদেশে রত্নখচিত স্বর্ণময় চন্দ্রহার, বক্ষঃস্থলে বহুমূল্য মণিময় হার এবং সর্বাঙ্গ কুঙ্কুমাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যে বিভূষিত॥ ৩২ ॥ শোভন দন্তপংক্তি, মনোহর ভ্রূলতা, কমল কোরকের সমতুল স্নিগ্ধ অপাঙ্গযুক্ত নয়ন এবং নীল অলকাবলীতে মুখমণ্ডল শোভিত॥ ৩৩ ॥ হে বিদুর ! দর্পণে এইরকম মনোহর নিজের রূপ দেখে দেবহূতি তাঁর প্রিয়তম পতিদেবতাকে যেইমাত্র স্মরণ করলেন, তখনই দেখলেন

[১]প্রা.পা.—ভূতে [২]প্রা.পা.—মানিতাঃ। [৩]প্রা.পা.—সুভ্রুবা সুদতা। [৪]প্রা.পা.—চাস্তি ততঃ স্ত্রী.।

ভর্তুঃ পুরস্তাদাত্মানং স্ত্রীসহস্রবৃতং তদা।
নিশাম্য তদ্‌যোগগতিং সংশয়ং প্রত্যপদ্যত॥ ৩৫

স তাং কৃতমলস্নানাং বিভ্রাজন্তীমপূর্ববৎ।
আত্মনো বিভ্রতীং রূপং সংবীতরুচিরস্তনীম্॥ ৩৬

বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসম্।
জাতভাবো বিমানং তদারোহয়দমিত্রহন্॥ ৩৭

তস্মিন্নলুপ্তমহিমা প্রিয়য়ানুরক্তো
বিদ্যাধরীভিরুপচীর্ণবপুর্বিমানে।
বভ্রাজ উৎকচকুমুদগণবানপীচ্য-[1]
স্তারাভিরাবৃত ইবোডুপতির্নভঃস্থঃ॥ ৩৮

তেনাষ্টলোকপবিহারকুলাচলেন্দ্র-
দ্রোণীষ্বনঙ্গসখমারুতসৌভগাসু[2]।
সিদ্ধৈর্নুতো দ্যুধুনিপাতশিবস্বনাসু
রেমে চিরং ধনদবল্ললনাবরূথী॥ ৩৯

বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে।
মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ॥ ৪০

ভ্রাজিষ্ণুনা বিমানেন কামগেন মহীয়সা।
বৈমানিকানত্যশেত চরল্লোঁকান্ যথানিলঃ॥ ৪১

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো বাসনাত্যয়ঃ॥ ৪২

যে ওইসকল কন্যাগণে পরিবৃতা হয়ে তিনি প্রজাপতি কর্দমের আশ্রমে তাঁর সামনে উপনীত হয়েছেন॥ ৩৪ ॥ সহস্র কন্যার সঙ্গে নিজের পতির সন্নিধানে নিজেকে অবস্থিত দেখে স্বামীর যোগশক্তির বিভূতিতে দেবহূতি বিস্মিতা হলেন॥ ৩৫ ॥

হে শত্রুদমন বিদুর! প্রজাপতি কর্দম দেখলেন যে শুদ্ধস্নান করে পরিস্কৃত দেহে বিবাহপূর্বকালের রূপে রূপবতী হয়ে দেবহূতি অপূর্ব সুন্দর শ্রী ধারণ করেছেন। তাঁর সুন্দর মনোহর স্তনযুগল কুচপট্টিকাদ্বারা সম্যকভাবে আচ্ছাদিত, সহস্র বিদ্যাধরী তাঁর পরিচর্যায় রত, পরিধানে সুন্দর বস্ত্র শোভা পাচ্ছে। তখন তিনি প্রিয়তমা দেবহূতিকে প্রণয়সহকারে পূর্ববর্ণিত বিমানে উঠিয়ে নিলেন॥ ৩৬-৩৭ ॥ সেই সময় কর্দম ঋষি যদিও দেবহূতির প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়েছিলেন তথাপি তাঁর মহিমা একটুও লুপ্ত হয়নি। বিদ্যাধরীগণ তাঁর সেবা করতে লাগল। কুমুদবৃন্দের বিকাশকারী গগনস্থিত নক্ষত্রমালা পরিবৃত নির্মল পূর্ণ-চন্দ্রের মতো অতীব সুন্দর সেই বিমানে কর্দম মুনি প্রিয়তমার সাথে শোভা পেতে লাগলেন। (এখানে কর্দম ঋষি পূর্ণচন্দ্রের, বিমান আকাশের, বিদ্যাধরীগণ নক্ষত্র-মালার ও তাদের নেত্রসমূহ কুমুদবৃন্দের সাদৃশ্য ধারণ করেছে)॥ ৩৮ ॥ সেই বিমানে থেকে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কুবেরের মতো সুমেরু পর্বতের গুহাসমূহে বিহার করতে লাগলেন। সেই গুহাগুলি অষ্টলোক-পালগণের বিহার স্থান ; কামদেবের সহচরবন্ধু শীতল-মন্দ-সুগন্ধ বায়ু সেখানে সর্বদাই প্রবাহিত এবং গঙ্গানদীর স্বর্গ থেকে মঙ্গলময় পতনশব্দে এস্থান যেন নিরন্তর মুখরিত। সেই সময়েও দিব্য বিদ্যাধরীগণ তাঁর সেবায় রত ছিল এবং সিদ্ধগণ বন্দনাগীত গাইছিলেন॥ ৩৯ ॥

এইভাবে প্রাণপ্রিয়া দেবহূতির সাথে কর্দম মুনি বৈশ্রম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক এবং চৈত্ররথাদি দেবোদ্যানসমূহ তথা মানসসরোবরে অনুরাগভরে বিহার করেছিলেন॥ ৪০ ॥ সেই দীপ্তিশালী যথেচ্ছগামী শ্রেষ্ঠ বিমানে বায়ুর মতো সর্বলোকে পর্যটন করে কর্দমঋষি অপরাপর বিমানবিহারী দেবতাদেরও অতিক্রম করেছিলেন॥ ৪১ ॥ হে বিদুর! শ্রীভগবানের ভবভয়হারী পবিত্র পাদপদ্মকে যিনি আশ্রয় করেছেন

[1]প্রা.পা.—বান্‌পরার্ধ্যঃ। [2]প্রা.পা.—সৌরভাসু।

প্রেক্ষয়িত্বা ভুবো গোলং পত্ন্যৈ যাবান্ স্বসংস্থয়া।
বহ্বাশ্চর্যং মহাযোগী স্বাশ্রমায় ন্যবর্তত॥ ৪৩

বিভজ্য নবধাঽঽত্মানং মানবীং সুরতোৎসুকাম্।
রামাং নিরময়ন্ রেমে বর্ষপূগান্মুহূর্তবৎ॥ ৪৪

তস্মিন্ বিমান উৎকৃষ্টাং শয্যাং রতিকরীং শ্রিতা।
ন চাবুধ্যত তং কালং পত্যাপীচ্যেন সঙ্গতা॥ ৪৫

এবং যোগানুভাবেন দম্পত্যো রমমাণয়োঃ।
শতং ব্যতীয়ুঃ শরদঃ[১] কামলালসয়োর্মনাক্॥ ৪৬

তস্যামাধত্ত রেতস্তাং[২] ভাবয়ন্নাত্মনাত্মবিৎ।
নোধা[৩] বিধায় রূপং স্বং সর্বসঙ্কল্পবিদ্বিভুঃ॥ ৪৭

অতঃ সা সুষুবে সদ্যো দেবহূতিঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ।
সর্বাস্তাশ্চারুসর্বাঙ্গ্যো লোহিতোৎপলগন্ধয়ঃ॥ ৪৮

পতিং সা প্রব্রজিষ্যন্তং তদালক্ষ্যোশতী সতী।
স্ময়মানা বিক্লবেন হৃদয়েন বিদূয়তা॥ ৪৯

লিখন্ত্যধোমুখী ভূমিং পদা নখমণিশ্রিয়া।
উবাচ ললিতাং বাচং নিরুধ্যাশ্রুকলাং শনৈঃ॥ ৫০

দেবহূতিরুবাচ[৪]

সর্বং তদ্ভগবান্মহ্যমুপোবাহ প্রতিশ্রুতম্।
অথাপি মে প্রপন্নায়া অভয়ং দাতুমর্হসি॥ ৫১

সেই ভক্তের কাছে কোন বস্তু বা কোন শক্তি দুর্লভ হতে পারে ? ॥ ৪২ ॥

এইভাবে মহাযোগী কর্দম দ্বীপ ও বর্ষাদি সংস্থান-বিশেষে এই সমগ্র ভূমণ্ডল যতদূর বিস্তৃত, অত্যাশ্চর্য সেই ভূমণ্ডল তাঁর প্রিয়তমাকে দর্শন করিয়ে নিজ আশ্রমে ফিরে এলেন॥ ৪৩ ॥ অতঃপর তিনি নিজেকে নয়রূপে বিভক্ত করে রমণোৎসুকা মনুকন্যা দেবহূতিকে আনন্দ প্রদান করে তাঁর সাথে বহু বৎসর বিহার করলেন, কিন্তু এই দীর্ঘ সময় তাঁদের কাছে মুহূর্তের মতো কেটে গেল॥ ৪৪ ॥ সেই বিমানে অতি উৎকৃষ্ট রমণক্রীড়ার উপযোগী শয্যায় স্বীয় পরমসুন্দর প্রিয়তমের সাথে মিলিত হয়ে সহবাসসুখে সেই বহুবৎসরাত্মক দীর্ঘ সময় অতীত হলেও দেবহূতি তার কিছুই বুঝতে পারলেন না॥ ৪৫ ॥ এইভাবে সেই কামাসক্ত দম্পতি নিজেদের যোগবলে শত বৎসর বিহার করেও তা ক্ষণকালের মতো মনে করলেন॥ ৪৬ ॥ পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ কর্দম ঋষি যোগবলে সকলের সংকল্প বুঝতে পারতেন ; কাজেই দেবহূতিকে সন্তানলাভে অভিলাষী দেখে এবং ভগবানের আদেশ স্মরণ করে তিনি নিজের স্বরূপকে নয় ভাগে বিভক্ত করে একাগ্রচিত্তে কন্যাদের জন্মদানের উদ্দেশ্যে অর্ধাঙ্গরূপে পত্নীকে চিন্তা করতে করতে পত্নীর গর্ভে বীর্য আধান করলেন॥ ৪৭ ॥ এর ফলে দেবহূতি একসাথে নয়টি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। তারা সকলেই সর্বাঙ্গসুন্দরী, সকলেই রক্তপদ্মগন্ধা ছিল॥ ৪৮ ॥

এই সময় শুদ্ধসত্ত্বা সতী দেবহূতি দেখলেন যে পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তাঁর পতিদেব সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে বনগমনে উদ্যত হয়েছেন। তিনি অন্তরের দুঃখ বেদনা চেপে রেখে অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে বাইরে প্রফুল্ল বদনে মৃদুহাস্যে ব্যাকুল ও সন্তপ্তহৃদয়ে অধোবদনে নখমণিমণ্ডিত চরণকমল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে ধীরে ধীরে অতি মধুর বাক্যে স্বামীকে বললেন॥ ৪৯-৫০ ॥

দেবহূতি বললেন—ভগবন্ ! বিবাহকালে আপনি

[১]প্রা.পা.—শরদাং [২]প্রা.পা.—রেতঃ স্বং। [৩]প্রা.পা.—নবধা। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'দেবহূতিরুবাচ' মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে।

ব্রহ্মন্ দুহিতৃভিস্তুভ্যং বিমৃগ্যাঃ পতয়ঃ সমাঃ।
কশ্চিৎ স্যান্মে বিশোকায় ত্বয়ি প্রব্রজিতে বনম্॥ ৫২

এতাবতালং কালেন ব্যতিক্রান্তেন মে প্রভো।
ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গেন পরিত্যক্তপরাত্মনঃ॥ ৫৩

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সজ্জন্ত্যা প্রসঙ্গস্ত্বয়ি মে কৃতঃ।
অজানন্ত্যা পরং ভাবং তথাপ্যস্ত্বভয়ায় মে॥ ৫৪

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥ ৫৫

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ ৫৬

সাহং ভগবতো নূনং বঞ্চিতা মায়য়া দৃঢ়ম্।
যত্ত্বাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্ষেয় বন্ধনাৎ॥ ৫৭

যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সবই এখন পূর্ণ করেছেন ; তবুও আমি আপনার শরণাগত, আমাকে অভয়দান করুন॥ ৫১ ॥ হে ব্রহ্মন্! এই কন্যাদের উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে হবে এবং আপনি সংসার ছেড়ে চলে গেলে আমার জন্মমরণরূপ শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কাউকে প্রয়োজন॥ ৫২ ॥ হে প্রভু! এতদিন পরমাত্মার থেকে বিমুখ হয়ে আমার জীবন ইন্দ্রিয়ভোগসুখে নিরর্থক নষ্ট হয়েছে॥ ৫৩ ॥ আপনার পরমতত্ত্ব বুঝতে না পেরে আমি ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্ত থেকে আপনার প্রতি অনুরাগী ছিলাম, তবুও প্রার্থনা করি যে এই অনুরাগও আমার সংসারভীতি বিদূরিত করতে সহায় হোক॥ ৫৪ ॥ অজ্ঞানবশত অসৎ পুরুষের সাথে যেই সঙ্গ করলে সংসার বন্ধনের কারণ হয় সেই সঙ্গই সৎপুরুষের সাথে সম্পাদন করলে অসঙ্গতা প্রদান করে॥ ৫৫ ॥ সংসারে যে পুরুষের দ্বারা না হয় ধর্মসম্পাদন আর না হয় বৈরাগ্য উৎপাদন কিংবা না হয় ভগবৎ সেবা সেই পুরুষ তো জীবিত থেকেও মৃতের সমান অকিঞ্চিৎকর॥ ৫৬ ॥ আমি নিশ্চয়ই ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা বিমুগ্ধা হয়ে অতিশয় বঞ্চিতা হয়েছি ; যার ফলে আপনার মতো মোক্ষদাতা পতিদেবতাকে পেয়েও আমি সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের অভিলাষী হইনি॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়োপাখ্যানে[১] ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

[১]প্রা.পা.—কাপিলোপা।

অথ চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শ্রীকপিলদেবের জন্ম

মৈত্রেয় উবাচ

নির্বেদবাদিনীমেবং মনোর্দুহিতরং মুনিঃ।
দয়ালুঃ শালিনীমাহ শুক্লাভিব্যাহৃতং স্মরন্॥ ১

ঋষিরুবাচ

মা খিদো রাজপুত্রীত্থমাত্মানং প্রত্যনিন্দিতে।
ভগবাংস্তেঽক্ষরো গর্ভমদূরাৎ সম্প্রপৎস্যতে॥ ২

ধৃতব্রতাসি[১] ভদ্রং তে দমেন[২] নিয়মেন চ।
তপোদ্রবিণদানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া চেশ্বরং ভজ॥ ৩

স ত্বয়ারাধিতঃ শুক্লো বিতন্বন্মামকং যশঃ।
ছেত্তা তে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্যো ব্রহ্মভাবনঃ॥ ৪

মৈত্রেয় উবাচ

দেবহূত্যপি সংদেশং গৌরবেণ প্রজাপতেঃ।
সম্যক্ শ্রদ্ধায় পুরুষং কূটস্থমভজদ্‌গুরুম্॥ ৫

তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্মধুসূদনঃ।
কার্দমং বীর্যমাপন্নো জজ্ঞেঽগ্নিরিব দারুণি॥ ৬

অবাদয়ংস্তদা ব্যোম্নি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ।
গায়ন্তি তং[৩] স্ম গন্ধর্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসো মুদা॥ ৭

পেতুঃ সুমনসো দিব্যাঃ খেচরৈরপবর্জিতাঃ।
প্রসেদুশ্চ দিশঃ সর্বা অম্ভাংসি চ মনাংসি চ॥ ৮

তৎ কর্দমাশ্রমপদং সরস্বত্যা পরিশ্রিতম্[৪]।
স্বয়ম্ভূঃ সাকমৃষিভির্মরীচ্যাদিভিরভ্যয়াৎ॥ ৯

ভগবন্তং পরং ব্রহ্ম সত্ত্বেনাংশেন শত্রুহন্।
তত্ত্বসংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্যৈ জাতং বিদ্বানজঃ স্বরাট্॥ ১০

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—মহর্ষি কর্দম উত্তম গুণসমন্বিতা মনুকন্যা দেবহূতির এইরকম নির্বেদবাক্য শুনে দয়ার্দ্র হলেন এবং ভগবান বিষ্ণুর কথা তাঁর স্মরণে এল। তিনি পত্নীকে বলতে লাগলেন॥ ১ ॥

কর্দম মুনি বললেন—হে অনিন্দিতা রাজকন্যা ! তুমি এরকম দুঃখ করো না ; পরমপুরুষ ভগবান বিষ্ণু শীঘ্রই তোমার গর্ভে আবির্ভূত হবেন॥ ২ ॥ প্রিয়ে ! তুমি নানাপ্রকার ব্রতধারিণী হয়ে রয়েছ, সুতরাং তোমার মঙ্গল হবে। এখন তুমি ইন্দ্রিয়সংযম, স্বধর্মানুষ্ঠান, তপস্যা, ধনরত্ন দান প্রভৃতি আচরণ করে শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের ভজনা কর॥ ৩ ॥ এইভাবে আরাধনা করলে শ্রীহরি তোমার গর্ভে অবতীর্ণ হয়ে আমার যশ বিস্তার করবেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করে তোমার হৃদয়স্থিত অহংকাররূপ বন্ধন ছেদন করবেন॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর ! প্রজাপতি কর্দম ঋষির বাক্য পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে দেবহূতি নির্বিকার জগদ্‌গুরু ভগবান পুরুষোত্তমের ভজনা করতে লাগলেন॥ ৫ ॥ এইভাবে বহুকাল অতীত হলে ভগবান মধুসূদন কাঠের মধ্যে আগুন যেমনভাবে প্রকাশিত হয় সেইভাবে কর্দম ঋষির বীর্য আশ্রয় করে দেবহূতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন॥ ৬ ॥ ভগবানের আবির্ভাব সময়ে আকাশে গাঢ় মেঘ বাদ্য-তালে গর্জন করে জলবর্ষণ করতে লাগল, গন্ধর্বগণ গান করতে লাগল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগল॥ ৭ ॥ আকাশ থেকে দেবতাদের দ্বারা দিব্যপুষ্প বর্ষিত হতে লাগল ; দিকসকল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, জলাশয়ের জল নির্মল হয়ে গেল আর সকল জীব প্রসন্ন হল॥ ৮ ॥ এমন সময় সরস্বতী নদী পরিবেষ্টিত কর্দম মুনির আশ্রমে মরীচি প্রভৃতি মুনিদের সাথে শ্রীব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন॥ ৯ ॥ হে অরিন্দম বিদুর ! স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন অজন্মা ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ভগবান বিষ্ণু সাংখ্য শাস্ত্র প্রচারের জন্য স্বীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অংশে

[১]প্রা.পা.—ব্রতা সুভদ্রং। [২]প্রা.পা.—যমেন। [৩]প্রা.পা.—স্ম স গন্ধর্বা। [৪]প্রা.পা.—পরিশ্রুতম্।

সভাজয়ন্ বিশুদ্ধেন চেতসা তচ্চিকীর্ষিতম্।
প্রহৃষ্যমাণৈরসুভিঃ কর্দমং চেদমভ্যধাৎ[1]॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ

ত্বয়া মেঽপচিতিস্তাত কল্পিতা নির্ব্যলীকতঃ।
যন্মে সঞ্জগৃহে বাক্যং ভবান্মানদ মানয়ন্॥ ১২
এতাবত্যেব শুশ্রূষা কার্যা পিতরি পুত্রকৈঃ।
বাঢমিত্যনুমন্যেত গৌরবেণ গুরোর্বচঃ॥ ১৩
ইমা দুহিতরঃ সভ্য তব বৎস সুমধ্যমাঃ।
সর্গমেতং প্রভাবৈঃ স্বৈর্বৃংহয়িষ্যন্ত্যনেকধা[2]॥ ১৪
অতস্ত্বমৃষিমুখ্যেভ্যো যথাশীলং যথারুচি।
আত্মজাঃ পরিদেহ্যদ্য বিস্তৃণীহি যশো ভুবি॥ ১৫
বেদাহমাদ্যং পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া।
ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মুনে॥ ১৬
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কর্মণামুদ্ধরন্ জটাঃ।
হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ॥ ১৭
এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দনঃ।
অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিং ছিত্ত্বা গাং বিচরিষ্যতি॥ ১৮
অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাঙ্খ্যাচার্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্তিবর্ধনঃ॥ ১৯

মৈত্রেয় উবাচ

তাবাশ্বাস্য জগৎস্রষ্টা কুমারৈঃ সহনারদঃ।
হংসো হংসেন যানেন ত্রিধামপরমং[3] যযৌ॥ ২০
গতে শতধৃতৌ[4] ক্ষত্তঃ কর্দমস্তেন চোদিতঃ।
যথোদিতং স্বদুহিতৃঃ[5] প্রাদাদ্ বিশ্বসৃজাং ততঃ॥ ২১
মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে।
শ্রদ্ধামঙ্গিরসেঽযচ্ছৎ পুলস্ত্যায় হবির্ভুবম্॥ ২২

অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ১০ ॥ অনন্তর ভগবানের অভিলষিত কর্মের অকপটচিত্তে অনুমোদন এবং প্রশংসা করে ব্রহ্মা প্রসন্ন চিত্তে কর্দম মুনিকে এই কথা বললেন—॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয় কর্দম ! তুমি মানদ (অপরকে সম্মানদানকারী)। তুমি আমার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে আমার যে আদেশ পালন করলে এতে প্রকৃতই আমার পূজা সমাধা হল॥ ১২ ॥ পিতার প্রতি পুত্রের সবথেকে শ্রেষ্ঠ সেবা হল শ্রদ্ধার সাথে পিতার আদেশ পালন করা॥ ১৩ ॥ হে বৎস ! তুমি মার্জিত, তোমার এই সুন্দরী কন্যাগণ বংশবিস্তারের দ্বারা এই সৃষ্টিকে নানাপ্রকারে বর্ধিত করবে॥ ১৪ ॥ অতএব তুমি এই মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে এঁদের চরিত্র এবং রুচি অনুসারে তোমার কন্যাদের সম্প্রদান করে জগতে তোমার কীর্তি বিস্তার করো॥ ১৫ ॥ হে মুনিবর ! আমি জানি যে সমগ্র জীবের আধার, সর্বাভীষ্টপ্রদ আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণই তাঁর মায়াশক্তিকে অবলম্বন করে অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করে কপিলরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ১৬ ॥ (তারপর দেবহূতিকে বললেন—) হে মনুকন্যা ! স্বর্ণবর্ণ কেশ, পদ্মপলাশলোচন, পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত চরণ, শিশুরূপে কৈটভ দৈত্যাদির হননকারী ভগবান শ্রীহরিই জ্ঞানবিজ্ঞান উপদেশের দ্বারা জীবগণের কর্মের মূলভূত বাসনাসকল উৎপাটন করার অভিলাষ নিয়ে তোমার গর্ভে প্রবেশ করেছেন। ইনি সকলপ্রকার অজ্ঞানরূপ বন্ধন ছেদন করে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবেন॥ ১৭-১৮ ॥ ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাংখ্যাচার্যগণ কর্তৃক সুপূজিত হবেন। জগতে তোমার যশোবৃদ্ধি করে ইনি 'কপিল' নামে বিখ্যাত হবেন॥ ১৯ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা দেবহূতি ও কর্দমকে এইভাবে আশ্বাস প্রদান করে নারদ ও সনকাদি কুমারদের সঙ্গে হংসযানে আরোহণ করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন॥ ২০ ॥ ব্রহ্মার প্রস্থানের পরে তাঁর আদেশ অনুসারে কর্দম মুনি তাঁর কন্যাদের মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদের সাথে বিধিমতো বিবাহ দিলেন॥ ২১ ॥ কর্দমঋষি তাঁর কলা নাম্নী কন্যাকে মরীচির হাতে, অনসূয়াকে অত্রির হাতে, শ্রদ্ধাকে অঙ্গিরার হাতে

[1]প্রা.পা.—মব্রবীৎ। [2]প্রা.পা.—যন্তি নৈকধা। [3]প্রা.পা.—ত্রিধামপ্রতাপদ্যত। [4]প্রা.পা.—সত্যব্রতে। [5]প্রা.পা.—সুদু.।

পুলহায় গতিং যুক্তাং ক্রতবে চ ক্রিয়াং সতীম্।
খ্যাতিং চ[1] ভৃগবেঽযচ্ছদ্ বসিষ্ঠায়াপ্যরুন্ধতীম্॥ ২৩

অথর্বণেঽদদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞো বিতন্যতে।
বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান্ সদারান্ সমলালয়ৎ॥ ২৪

ততস্ত ঋষয়ঃ ক্ষত্তঃ কৃতদারা নিমন্ত্র্য তম্।
প্রাতিষ্ঠন্নন্দিমাপন্নাঃ স্বং স্বমাশ্রমমণ্ডলম্॥ ২৫

স চাবতীর্ণং ত্রিযুগমাজ্ঞায় বিবুধর্ষভম্।
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য প্রণম্য সমভাষত॥ ২৬

অহো পাপচ্যমানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গলৈঃ।
কালেন ভূয়সা নূনং প্রসীদন্তীহ দেবতাঃ॥ ২৭

বহুজন্মবিপক্বেন সম্যগ্‌যোগসমাধিনা।
দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎ পদম্॥ ২৮

স এব ভগবানদ্য হেলনং নগণয্য নঃ।
গৃহেষু জাতো গ্রাম্যাণাং যঃ[2] স্বানাং পক্ষপোষণঃ॥ ২৯

স্বীয়ং বাক্যমৃতং কর্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে।
চিকীর্ষুর্ভগবান্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্ধনঃ॥ ৩০

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ॥ ৩১

ত্বাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা
সদাভিবাদার্হণপাদপীঠম্।
ঐশ্বর্যবৈরাগ্যযশোঽববোধ-
বীর্যশ্রিয়া পূর্তমহং প্রপদ্যে॥ ৩২

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং
কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং
স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে॥ ৩৩

এবং হবির্ভূ নাম্নী কন্যাকে পুলস্ত্যের হাতে সম্প্রদান করলেন॥ ২২ ॥ পুলহকে তাঁর অনুরূপ গতি নাম্নী কন্যাকে দান করলেন, ক্রতুর সাথে পরমা সাধ্বী ক্রিয়ার বিবাহ দিলেন, ভৃগুকে খ্যাতি নাম্নী কন্যা ও বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী নাম্নী কন্যাকে সম্প্রদান করলেন॥ ২৩ ॥ অথর্বা ঋষির সাথে শান্তির—যেই শান্তির দ্বারা যজ্ঞসম্পন্ন করা হয়, বিবাহ দিলেন, এইভাবে সব বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কর্দম মুনি সেই সব সস্ত্রীক ঋষিদের নানাবিধ বস্ত্র ও উপহার প্রদানাদি দ্বারা পরিতোষ সাধন করলেন॥ ২৪ ॥ হে বিদুর! এইসব বিবাহের পর সেইসব ঋষিজামাতাগণ কর্দম মুনির অনুমতি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করে আনন্দিত চিত্তে নিজ নিজ আশ্রমে প্রস্থান করলেন॥ ২৫ ॥

এদিকে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব শ্রীহরিই তাঁর গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন বুঝতে পেরে কর্দম ঋষি একান্তে তাঁকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন॥ ২৬ ॥ আহা! এই সংসারে নিজ নিজ পাপকর্মের ফলে দুঃখগ্রস্ত জীবগণের প্রতি দেবতাগণ দীর্ঘ আরাধনার পর প্রসন্ন হন॥ ২৭ ॥ কিন্তু যোগিগণ জন্ম-জন্মান্তর যাবৎ সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে সমাহিত চিত্তে যাঁর শ্রীচরণ দর্শন করতে প্রযত্ন করেন, নিজ ভক্তগণের রক্ষাকারী সেই শ্রীহরিই আমার মতো হীন বিষয়াসক্ত ব্যক্তির দীনতার কোনোরকম বিচার না করে আজ আমার ঘরে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ২৮-২৯ ॥ প্রভু! তুমি ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করে থাক। তুমি নিজ সত্য পালনের জন্য এবং সাংখ্যযোগ প্রচার করার জন্যই আমার ঘরে এসেছ॥ ৩০ ॥ হে ভগবান! তুমি প্রাকৃতরূপের ঊর্ধ্বে। তোমার যে সব চতুর্ভুজাদি অলৌকিক রূপ—এসব তোমারই যোগ্য তথা যে সব মনুষ্যসদৃশ রূপ তোমার ভক্তগণের ভালো লাগে, তাও তোমার রুচিকর মনে হয়॥ ৩১ ॥ সাধকগণ তত্ত্বজ্ঞানলাভের ইচ্ছায় সর্বদাই তোমার পাদপীঠ বন্দনা করেন। ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, বীর্য ও শ্রী—এই ষড়ৈশ্বর্যে তুমি পরিপূর্ণ। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করলাম॥ ৩২ ॥ হে ভগবান! তুমি পরব্রহ্ম; সর্বশক্তি তোমার অধীন; প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, কাল, ত্রিবিধ অহংকার, সমস্ত লোক এবং লোকপালরূপে তুমিই প্রকটিত; সর্বজ্ঞ পরমাত্মা তুমিই এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে চৈতন্য শক্তি দ্বারা নিজের মধ্যে লীন করে রাখ। সুতরাং এইসব কিছুর ওপরেও তুমিই আছ। আমি কপিলরূপী ভগবানের

[1]প্রা.পা.—স। [2]প্রা.পা.—যৎ।

আ স্মাভিপৃচ্ছেঽদ্য পতিং প্রজানাং
ত্বয়াবতীর্ণর্ণ উতাপ্তকামঃ।
পরিব্রজৎ পদবীমাস্থিতোঽহং
চরিষ্যে ত্বাং হৃদি যুঞ্জন্[১] বিশোকঃ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমাণং সত্যলৌকিকে[২]।
অথাজনি ময়া তুভ্যং যদবোচমৃতং মুনে॥ ৩৫

এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনে॥ ৩৬

এষ আত্মপথোঽব্যক্তো[৩] নষ্টঃ কালেন ভূয়সা।
তং প্রবর্তয়িতুং দেহমিমং বিদ্ধি ময়া ভৃতম্ ॥ ৩৭

গচ্ছ কামং ময়াঽপৃষ্টো ময়ি সংন্যস্তকর্মণা।
জিত্বা সুদুর্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ॥ ৩৮

মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্বভূতগুহাশয়ম্।
আত্মন্যেবাত্মনা বীক্ষ্য বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি॥ ৩৯

মাত্র আধ্যাত্মিকীং বিদ্যাং শমনীং সর্বকর্মণাম্।
বিতরিষ্যে যয়া চাসৌ ভয়ং চাতিতরিষ্যতি॥ ৪০

মৈত্রেয় উবাচ

এবং সমুদিতস্তেন কপিলেন প্রজাপতিঃ।
দক্ষিণীকৃত্য তং প্রীতো বনমেব জগাম হ॥ ৪১

ব্রতং স আস্থিতো মৌনমাত্মৈকশরণো মুনিঃ।
নিঃসঙ্গো ব্যচরৎ ক্ষৌণীমনগ্নিরনিকেতনঃ॥ ৪২

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎ সদসতঃ পরম্।
গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে॥ ৪৩

নিরহঙ্কৃতির্নির্মমশ্চ[৪] নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্।
প্রত্যক্ প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্মিরিবোদধিঃ॥ ৪৪

আশ্রয় নিলাম॥ ৩৩ ॥

হে প্রভু ! তোমার কৃপায় আমি ঋণত্রয় থেকে মুক্ত এবং পূর্ণমনোরথ হয়েছি। আমি এবারে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে তোমার চিন্তা করতে করতে সমস্ত দৈন্য থেকে মুক্ত হয়ে ভূমণ্ডলে বিচরণ করব। তুমিই সকলের অধিপতি, তোমার কাছে আমি এই অনুমতি প্রার্থনা করছি॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে মুনিবর ! বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত প্রকার কর্মে আমার বাক্যই প্রামাণ্য। তাই আমি যে তোমাকে বলেছিলাম, 'আমি তোমার ঘরে জন্মগ্রহণ করব', সেই বাক্য সত্য প্রতিপাদন করার জন্য আমি এই অবতার শরীর গ্রহণ করেছি॥ ৩৫ ॥ এই জগতে লিঙ্গশরীর থেকে মুক্তিকামী মুনিদের আত্মদর্শনের উপযোগী তত্ত্বাদি জ্ঞান সম্পাদনের জন্য আমার এই জন্মগ্রহণ॥ ৩৬ ॥ আত্মজ্ঞানের এই সূক্ষ্ম মার্গ বহু কাল যাবৎ লুপ্ত রয়েছে। এই পথ পুনঃপ্রবর্তিত করার জন্যই আমি এই শরীর গ্রহণ করেছি বলে জানবে॥ ৩৭ ॥ হে মুনিবর ! আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি স্বেচ্ছায় প্রস্থান করো এবং সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে দুর্জয় মৃত্যুকে অতিক্রম করে মোক্ষপদ লাভের জন্য আমার ভজনা করো॥ ৩৮ ॥ আমি স্বয়ংপ্রকাশ ও সকল জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। সুতরাং বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা নিজের অন্তঃকরণে আমাকে উপলব্ধি করে তুমি সকলপ্রকার শোকদুঃখের জ্বালা থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভয় পদ (মোক্ষ) লাভ করবে॥ ৩৯ ॥ মাতা দেবহূতিকেও আমি সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে নিষ্কৃতিদায়ী আত্মজ্ঞান প্রদান করব যাতে চিরদিনের মতো তাঁর ভববন্ধনভয় দূর হয়॥ ৪০ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—ভগবান কপিলের এরূপ আদেশ পেয়ে প্রজাপতি কর্দম ঋষি তাঁকে প্রদক্ষিণ করে হৃষ্টচিত্তে বনগমন করলেন॥ ৪১ ॥ মুনিজনোচিত অহিংসাময় সন্ন্যাসাশ্রমোচিত ধর্ম পালন করে একমাত্র পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করে অগ্নি এবং আশ্রমোচিত নির্দিষ্ট বাসস্থান ত্যাগ করে নিঃসঙ্গভাবে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন॥ ৪২ ॥ কার্যকারণাতীত, গুণত্রয় প্রকাশক এবং নির্গুণ, শুধুমাত্র ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা যাঁর দর্শন পাওয়া যায়, সেই পরমব্রহ্মে তিনি তাঁর চিত্ত সমাহিত করলেন॥ ৪৩ ॥ অহংবুদ্ধি, মমতা ও সুখদুঃখাদি

[১]প্রা.পা.—যুঞ্জন্নশোকঃ। [২]প্রা.পা.—লৌকিকম্। [৩]প্রা.পা.—থো নষ্টোঽব্যক্তঃ। [৪]প্রা.পা.—কৃত্রির্মম.।

বাসুদেবে ভগবতি সর্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ॥ ৪৫

আত্মানং সর্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ সর্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি॥ ৪৬

ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্বত্র সমচেতসা।
ভগবদ্ভক্তিযুক্তেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ॥ ৪৭

দ্বন্দ্ব-বুদ্ধি পরিহার করে সমদর্শী (ভেদবুদ্ধিশূন্য) হয়ে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করতে থাকলেন। তাঁর বুদ্ধি অন্তর্মুখী ও শান্ত হয়ে গেল ; তরঙ্গহীন শান্ত সমুদ্রের মতো ধীরভাব প্রাপ্ত হলেন॥ ৪৪ ॥

পরমভক্তিভাবের দ্বারা সর্বান্তর্যামী সর্বজ্ঞ ভগবান বাসুদেবে চিত্ত স্থির হয়ে যাওয়াতে তিনি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন॥ ৪৫ ॥ সর্বভূতে নিজ আত্মা শ্রীভগবানকে এবং শ্রীভগবানের মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করতে লাগলেন॥ ৪৬ ॥ এইভাবে ইচ্ছাদ্বেষরহিত, সর্বত্র সমদর্শী হয়ে ভক্তিযোগের সাধনদ্বারা কর্দম মুনি ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হলেন॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়ে[1] চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

অথ পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

দেবহূতির প্রশ্ন এবং কপিল কর্তৃক ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য বর্ণন

শৌনক উবাচ

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবানাত্মমায়য়া।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্॥ ১

ন[2] হ্যস্য বর্ষ্মণঃ পুংসাং বরিম্ণঃ সর্বযোগিনাম্।
বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্য ভূরি তৃপ্যন্তি মেঽসবঃ॥ ২

যদ্যদ্বিধত্তে ভগবান্ স্বচ্ছন্দাত্মাত্মমায়য়া।
তানি মে শ্রদ্দধানস্য কীর্তন্যান্যনুকীর্তয়॥ ৩

সূত উবাচ

দ্বৈপায়নসখস্ত্বেবং মৈত্রেয়ো ভগবাংস্তথা।
প্রাহেদং[3] বিদুরং প্রীত আন্বীক্ষিক্যাং প্রচোদিতঃ॥ ৪

শৌনক মুনি প্রশ্ন করলেন—হে সূত ! তত্ত্বসমূহের সংখ্যাকর্তা অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক ভগবান কপিল সাক্ষাৎ অজন্মা নারায়ণ হয়েও লোকেদের আত্মজ্ঞান জানানোর জন্য নিজ যোগমায়া প্রভাবে সাধারণের মতো জন্মগ্রহণ করেছিলেন॥ ১ ॥ আমি অনেক ভগবৎকথা শ্রবণ করেছি, তবুও এই যোগীপ্রবর পুরুষোত্তম কপিলদেবের কীর্তিগাথা শুনে আমার ইন্দ্রিয়সকল তৃপ্ত হচ্ছে না॥ ২ ॥ সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র শ্রীহরি নিজের যোগমায়াকে আশ্রয় করে ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে দেহ ধারণ করে যে সব লীলা করেন, সে সবই কীর্তনীয় ; সুতরাং আপনি অনুগ্রহ করে সেই সব লীলাকাহিনী আমার কাছে কীর্তন করুন। আমি অতি শ্রদ্ধা সহকারে সেই সব লীলাকাহিনী শুনতে অভিলাষী॥ ৩ ॥

সূত বললেন—হে মুনিবর ! আপনারই মতো মহাত্মা বিদুরও যখন এই আত্মবিদ্যাবিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তখন ব্যাসদেবের বন্ধু ভগবান মৈত্রেয় ঋষি আনন্দিত হয়ে এই

[1]প্রা.পা.—কাপিলে। [2]প্রা.পা.—তর্হ্যস্য। [3]প্রা.পা.—আহেদং।

মৈত্রেয় উবাচ

পিতরি প্রস্থিতেঽরণ্যং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
তস্মিন্ বিন্দুসরেঽবাৎসীদ্ভগবান্ কপিলঃ কিল॥ ৫
তমাসীনমকর্মাণং তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্[১]।
স্বসুতং দেবহূত্যাহ ধাতুঃ সংস্মরতী বচঃ॥ ৬

দেবহূতিরুবাচ[২]

নির্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ।
যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো॥ ৭
তস্য ত্বং তমসোঽন্ধস্য দুষ্পারস্যাদ্য পারগম্।
সচ্চক্ষুর্জন্মনামন্তে লব্ধং মে ত্বদনুগ্রহাৎ॥ ৮
য আদ্যো ভগবান্ পুংসামীশ্বরো বৈ ভবান্ কিল।
লোকস্য তমসান্ধস্য চক্ষুঃ সূর্য ইবোদিতঃ॥ ৯
অথ মে দেব সম্মোহমপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি।
যোঽবগ্রহোঽহংমমেতীত্যেতস্মিন্ যোজিতস্ত্বয়া॥ ১০
তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং
স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্।
জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পূরুষস্য
নমামি[৩] সদ্ধর্মবিদাং বরিষ্ঠম্॥ ১১

মৈত্রেয় উবাচ[৪]

ইতি স্বমাতুর্নিরবদ্যমীপ্সিতং
নিশম্য পুংসামপবর্গবর্ধনম্।
ধিয়াভিনন্দ্যাত্মবতাং সতাং গতি-
র্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভিতাননঃ॥ ১২

শ্রীভগবানুবাচ

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে।
অত্যন্তোপরতির্যত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ॥ ১৩
তমিমং তে প্রবক্ষ্যামি যমবোচং পুরানঘে।
ঋষীণাং শ্রোতুকামানাং যোগং সর্বাঙ্গনৈপুণম্॥ ১৪

রকম বলেছিলেন॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর! পিতা কর্দম ঋষি সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যাবার পর ভগবান কপিল মায়ের প্রিয় কাজ করার জন্য সেই বিন্দু সরোবর তীর্থেই বাস করতে লাগলেন॥ ৫ ॥ একদিন তত্ত্ববেত্তা ভগবান কপিল কর্মকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে নিজাসনে বসে ছিলেন। সেইসময় ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করে দেবহূতি তাঁকে প্রশ্ন করলেন॥ ৬ ॥

দেবহূতি বললেন—হে ভূমন (সর্বব্যাপিন)! হে প্রভু! এইসব উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয় ভোগের আসক্তিতে আমি কিছুতেই স্থির চিত্ত হতে পারছি না এবং এই আসক্তি পূরণে নিরত থাকার ফলে আমি ঘোর অন্ধকারময় অজ্ঞানে পতিত রয়েছি॥ ৭ ॥ সম্প্রতি তোমার কৃপায় আমার সেই জন্মমৃত্যুরূপ চক্রের বুঝিবা শেষ হয়ে এসেছে। তাই আজ এই দুস্তর অজ্ঞানান্ধকার থেকে উদ্ধার করার জন্য উদ্ধারকর্তা সুন্দর নেত্রস্বরূপ তোমাকে পেয়েছি॥ ৮ ॥ তুমি সমস্ত জীবের প্রভু ভগবান আদিপুরুষ তথা অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ জীবের নিকট নেত্রস্বরূপ সূর্যের মতো উদিত হয়েছ॥ ৯ ॥ হে দেব! এই দেহ-গেহের প্রতি 'আমি' 'আমার' ইত্যাদিরূপ যে দুরাগ্রহ মানুষের জীবনে উপস্থিত হয়, সে-ও তুমিই করেছ ; অতএব তুমি আমার এই মহামোহ দূর কর॥ ১০ ॥ তুমি তোমার ভক্তজনের সংসাররূপ বৃক্ষ ছেদনের পক্ষে কুঠারের মতো ; আমি প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভের আগ্রহে শরণাগত বৎসল তোমার শরণ গ্রহণ করছি। তুমি ভাগবত-ধর্মবেত্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি তোমাকে প্রণাম করছি॥ ১১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—মাতা দেবহূতি এইভাবে যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তা পরম পবিত্র ও মোক্ষপথে মানুষের আগ্রহের সৃষ্টি করে। সেই অভিলাষের কথা শুনে আত্মজ্ঞানী ও সজ্জনগণের আশ্রয় কপিলদেব মনে মনে তাঁর প্রশংসা করে ঈষৎ হাস্য শোভিত বদনে বললেন॥ ১২ ॥

ভগবান কপিলদেব বললেন—মাতা! অধ্যাত্মযোগই মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণের মুখ্য সাধন, এই আমার অভিমত। এই যোগের দ্বারা প্রাকৃত সুখ ও দুঃখের সর্বতোভাবে নিবৃত্তি হয়ে যায়॥ ১৩ ॥ হে

[১]প্রা.পা.—মার্গপ্রদর্শকম্। [২]প্রাচীন বইতে 'দেবহূতিরুবাচ' এই অংশ টিপ্পনীতে আছে। [৩]প্রা.পা.—জ্ঞানেন।
[৪]প্রাচীন বইতে 'মৈত্রেয় উবাচ' এই অংশ নেই।

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু[১] সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥ ১৫
অহংমমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্॥ ১৬
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্।
নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্॥ ১৭
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা[২]।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিং চ হতৌজসম্॥ ১৮
ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ ১৯
প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥ ২০
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥ ২১
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥ ২২
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতসঃ[৩]॥ ২৩
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ[৪]।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥ ২৪
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ২৫
ভক্ত্যা পুমাঞ্জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াদ্
দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো
যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ॥ ২৬

সাধ্বী ! সর্বাঙ্গসম্পন্ন সেই পরমাত্মযোগ প্রথমে আমি শ্রবণেচ্ছু নারদাদি ঋষিদের সমীপে উপদেশ করেছিলাম। এখন তোমার কাছে সেই যোগই শোনাচ্ছি॥ ১৪ ॥ জীবের চিত্তই তার বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়লে সেই চিত্ত বন্ধনের কারণ হয় আর পরমাত্মাতে অনুরক্ত হলে সেই চিত্তই মোক্ষের কারণ হয়॥ ১৫ ॥ মানুষের মন যখন দেহাদিতে অহংবুদ্ধি এবং গেহাদিতে মমত্ববুদ্ধিজনিত কাম, লোভ ইত্যাদি বিকার থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ নির্মল হয়ে যায়, তখন সেই মন সুখ-দুঃখ শূন্য হয়ে সমভাবাপন্ন অবস্থায় এসে যায়॥ ১৬ ॥

তখন জীব নিজের জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে আত্মাকে প্রকৃতির অতীত (সম্পর্কশূন্য) অর্থাৎ অবিদ্যাবিমুক্ত, একমাত্র (একমেবাদ্বিতীয়ং), ভেদরহিত, অখণ্ড, স্বয়ংপ্রকাশ সূক্ষ্ম, অখণ্ড ও উদাসীন (নির্লিপ্ত, সুখদুঃখশূন্য) রূপে দর্শন করে এবং প্রকৃতিকে দুর্বল সামর্থ্যহীনা বলে বুঝতে পারে॥ ১৭-১৮ ॥ যোগীদের কাছে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সর্বাত্মা শ্রীহরির প্রতি একান্ত ভক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো মঙ্গলময় পথ নেই॥ ১৯ ॥ বিবেকী পুরুষগণ সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তিকেই জীবাত্মার দৃঢ় বন্ধনপাশ বলে মনে করেন ; কিন্তু সেই সঙ্গ বা আসক্তিই যদি সাধু-মহাত্মাদের প্রতি নিবদ্ধ হয় তবে মোক্ষের উন্মুক্ত দ্বার হয়ে যায়॥ ২০ ॥

যে সকল লোক সহিষ্ণু, দয়ালু, সমস্ত প্রাণিগণের সুহৃৎ, কারো সাথে শত্রুতাবুদ্ধি রাখেন না, শান্ত, সরল স্বভাব ও সজ্জনগণের প্রতি সম্মানপরায়ণ, আমার প্রতি দৃঢ় অনন্যভক্তি যুক্ত, আমারই জন্য সমস্ত কর্ম ও আত্মীয়-বান্ধবদেরও পরিত্যাগ করেন এবং মদ্গত চিত্তে আমার পবিত্র কীর্তিকথা শ্রবণ ও কীর্তন করেন সংসারের নানাবিধ তাপ সেই সব ভক্তদের কখনো ব্যথিত করতে পারে না॥ ২১-২৩ ॥ হে সাধ্বী ! এই সব সর্বসঙ্গ-পরিত্যাগী মহাপুরুষরাই সাধু ; সেই সাধুসঙ্গই তোমার একান্ত প্রার্থনীয় হওয়া উচিত কারণ সেই সাধুসঙ্গ আসক্তি-জনিত সমস্ত দোষ হরণ করে নেয়॥ ২৪ ॥ সাধুজনের সমাগমে অর্থাৎ সাধুসঙ্গে হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ী আমার শক্তির বর্ণনাকারী কথাসমূহ আলোচিত হয়ে থাকে। সেইসব কথা শ্রবণে ও অনুশীলনে শীঘ্রই মুক্তিপথের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভক্তির ক্রমশ বিকাশ হবে॥ ২৫ ॥ তারপর আমার সৃষ্টি নির্মাণাদি

[১]প্রা.পা.—গুণে প্রসক্তং। [২]প্রা.পা.— চেতসা। [৩]প্রা.পা.— নৈকাত্মগত.। [৪]প্রা.পা.—বিনির্গতাঃ।

অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন মষ্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে॥ ২৭

দেবহূতিরুবাচ

কাচিত্ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা।
যয়া পদং তে নির্বাণমঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্॥ ২৮
যো যোগো ভগবদ্বাণো নির্বাণাত্মংস্ত্বয়োদিতঃ।
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যতস্তত্ত্বাববোধনম্॥ ২৯
তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে।
সুখং বুদ্ধ্যেয় দুর্বোধং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ॥ ৩০

মৈত্রেয় উবাচ

বিদিত্বার্থং কপিলো মাতুরিত্থং
জাতস্নেহো যত্র তন্বাভিজাতঃ।
তত্ত্বাম্নায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যং
প্রোবাচ[১] বৈ ভক্তিবিতানযোগম্॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥ ৩২
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩৩
নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্-
মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥ ৩৪
পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি॥ ৩৫

লীলা চিন্তা করতে করতে প্রাপ্ত ভক্তির দ্বারা লৌকিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি বৈরাগ্য হওয়ার পর মানুষ সাবধানে সুখসাধ্য ভক্তিযোগের দ্বারা সমাহিত হয়ে চিত্তকে বশীভূত করবার জন্য যত্নশীল হয়॥ ২৬ ॥ এইভাবে প্রকৃতির গুণত্রয় থেকে উৎপন্ন শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান, যোগ সাধনা ও আমার প্রতি সুদৃঢ় ভক্তিএইসকল উপায়ে জীব সকলের অন্তর্যামী আমাকে এই শরীরেই লাভ করে॥ ২৭ ॥

দেবহূতি বললেন—হে ভগবান! তোমার প্রতি সমুচিত ভক্তির স্বরূপ কী ? এবং আমার মতো অবলার পক্ষে কী ধরনের ভক্তি করা উচিত, যাতে করে আমি সহজেই তোমার মোক্ষপদ লাভ করতে পারি ? ॥ ২৮ ॥ হে নির্বাণস্বরূপ প্রভু ! যে যোগের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং লক্ষ্যভেদী বানের মতো যা অমোঘ, তোমার উপদিষ্ট সেই যোগের লক্ষণ কী এবং তার অঙ্গেরই বা কত প্রকার ভেদ ? ॥ ২৯ ॥ হে শ্রীহরি ! এই সব বিষয় তুমি আমার মতো অল্পবুদ্ধি নারীকে এমনভাবে বুঝিয়ে বল যাতে তোমার অনুগ্রহে আমার মতো নারীও এই দুর্বোধ্য বিষয়কে অনায়াসে বুঝতে সমর্থ হয়॥ ৩০ ॥

মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর ! যাঁর শরীর থেকে তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন, নিজের মায়ের এই অভিপ্রায় জেনে কপিলদেবের হৃদয় স্নেহাকৃষ্ট হল এবং তিনি প্রকৃতি-পুরুষ ইত্যাদির তত্ত্বনিরূপণের শাস্ত্র, যাকে সাংখ্য বলা হয়, সেই সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করলেন এবং বিস্তারিতভাবে ভক্তি ও যোগের উপদেশ করলেন॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে মাতঃ ! শ্রীভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত পুরুষের, বেদবিহিত কর্মে নিরত ও বিষয়াদির জ্ঞান প্রকাশকারী ইন্দ্রিয়রাজির, শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীহরির প্রতি যে নিষ্কাম স্বাভাবিক তদুন্মুখতা, তারই নাম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি। এই ভক্তি মুক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ জঠরানল যেমন ভুক্ত অন্নপানাদি জীর্ণ করে থাকে সেইভাবে এই ভক্তি কর্মসংস্কারের আধাররূপ লিঙ্গশরীরকে অবিলম্বে ভস্মীভূত করে দেয়॥ ৩২-৩৩ ॥ আমার চরণসেবায় আসক্ত, আমার প্রসন্নতার জন্যই কর্মানুষ্ঠানকারী একনিষ্ঠ ভক্তগণ পরস্পর মিলিত হয়ে ভক্তিগদগদচিত্তে আমারই লীলাচরিত্র চর্চায় নিবিষ্ট থাকেন, তাঁরা আমার সাযুজ্যমোক্ষও ইচ্ছা করেন না॥ ৩৪ ॥ হে মাতঃ ! সেই সব সাধুগণ অরুণনয়ন মনোহর মুখারবিন্দ যুক্ত আমার পরম সুন্দর অভয় দিব্যরূপ

[১]প্রা.পা.—প্রাবোচদ্বৈ।

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-
রনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্ক্তে॥ ৩৬

অথো বিভূতিং মম মায়াবিনস্তা-
মৈশ্বর্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে॥ ৩৭

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরু সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥ ৩৮

ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভয়ায়িনম্।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ॥ ৩৯

বিসৃজ্য সর্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্মৃত্যোরতিপারয়ে[১]॥ ৪০

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং[২] নিবর্ততে॥ ৪১

মদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥ ৪২

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্[৩]॥ ৪৩

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥ ৪৪

দর্শন করে সপ্রেম বাক্যালাপও করেন, যার জন্য বড় বড় তপস্বিগণও লালায়িত থাকেন॥ ৩৫ ॥ আমার সেই সকল রমণীয় পাদপদ্মাদি অবয়ব, উদার হাস্যবিলাস, মনোহর দৃষ্টিপাত এবং সুমধুর বাণী সম্বলিত সেই রূপমাধুরী তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ অপহরণ করে। তাঁদের মুক্তির ইচ্ছা না থাকলেও আমার প্রতি এই ভক্তিই তাঁদের পরমপদ লাভ করায়—ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়ে থাকে॥ ৩৬ ॥

অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় যদিও সেই ভক্তগণ আমার কৃপাপ্রদত্ত সত্যলোকাদি ভোগসম্পত্তি, ভক্তির ফলে স্বয়ং প্রাপ্ত অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি অথবা বৈকুণ্ঠলোকের ভাগবতী ঐশ্বর্যও কামনা করেন না, তবুও বৈকুণ্ঠধামে গমন করে সেই সব বিভূতি তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হন॥ ৩৭ ॥ আমিই যাঁদের একমাত্র প্রিয়, আত্মা, পুত্র, মিত্র, গুরু, সুহৃদ ও ইষ্টদেব—সেই সকল মদাশ্রিত ভক্তগণ শান্তিময় বৈকুণ্ঠধামে গিয়ে কখনো দিব্য ভোগ থেকে বঞ্চিত হন না এবং আমার কালচক্রও তাঁদের গ্রাস করতে পারে না॥ ৩৮ ॥

হে মাতঃ ! যারা ইহলোক ও পরলোক—এই উভয়লোকেই অনুবর্তনকারী তথা বাসনাময় সূক্ষ্ম-দেহ (লিঙ্গশরীর) এবং দেহাদি-সম্বন্ধ ধন, পশু, গৃহাদি এবং অন্যান্য সমস্ত সঞ্চয় পরিত্যাগ করে অনন্য ভক্তি দ্বারা সর্বব্যাপী আমাকেই ভজনা করে—তাদের আমি মৃত্যুরূপ সংসার সাগর থেকে পার করে দিই॥ ৩৯-৪০ ॥ আমি সাক্ষাৎ ভগবান, প্রকৃতি ও পুরুষেরও নিয়ন্তা, সমস্ত প্রাণীর আত্মা ; আমি ছাড়া অন্য কিছুর শরণাগতিই জীবকে মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে মুক্তি দিতে পারে না॥ ৪১ ॥ আমারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, আমারই ভয়ে সূর্য তাপ প্রদান করে, ইন্দ্র বর্ষণ করে, অগ্নি দহন করে এবং আমারই ভয়ে যম (মৃত্যু) নিজ কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত থাকে॥ ৪২ ॥ যোগিগণ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের জন্য আমার অভয় চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে॥ ৪৩ ॥ তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা আমাতে চিত্ত সমাহিত করাই হল এই জগতে মানুষের পক্ষে পরম পুরুষার্থ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়োপাখ্যানে[৪] পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়োপাখ্যানে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

[১]প্রা.পা.—রভিপারয়ে। [২]প্রা.পা.—সর্বং। [৩]প্রা.পা.—কুতোভয়াঃ। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'কাপিলেয়োপাখ্যানে' এই অংশ নেই।

অথ ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

মহদাদি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের উৎপত্তি বর্ণন

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্।
যদ্‌বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ॥ ১

জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্।
যদাহুর্বর্ণয়ে তত্তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্॥ ২

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্[১]॥ ৩

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥ ৪

গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং স্বরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া॥ ৫

এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥ ৬

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যং চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্তুরীশস্য সাক্ষিণো নিবৃতাত্মনঃ॥ ৭

কার্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং[২] প্রকৃতেঃ পরম্॥ ৮

শ্রীভগবান বললেন—হে মাতঃ! এখন আমি তোমাকে প্রকৃতি ইত্যাদি তত্ত্বসমূহের লক্ষণ পৃথক পৃথকভাবে বলছি ; এই তত্ত্বসমূহের লক্ষণ জানতে পারলে মানুষ প্রকৃতির গুণসমূহ অর্থাৎ অহংকারাদি থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ১ ॥ আত্মদর্শনরূপ জ্ঞানই পুরুষের মোক্ষের কারণ আর সেই জ্ঞানই তার অহংকাররূপ হৃদয়-গ্রন্থিভেদক—পণ্ডিতেরা এরকম বলেন। সেই তত্ত্বজ্ঞানই আমি এখন তোমাকে উপদেশ করছি॥ ২ ॥ এই সমগ্র জগৎ যার দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয় সেই আত্মাই পুরুষ। তিনি অনাদি, নির্গুণ, প্রকৃতির সঙ্গবর্জিত অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত, অন্তরাবৃত্ত চৈতন্যে স্ফুরিত ও স্বয়ংপ্রকাশ॥ ৩ ॥ সেই সর্বব্যাপক পুরুষ তাঁর সম্মুখে লীলাবিলাস-পূর্বক আবির্ভূত অব্যক্ত এবং ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়াকে স্বেচ্ছায় অবলম্বন করেন॥ ৪ ॥ লীলাপরায়ণ প্রকৃতি স্বীয় সত্ত্বাদি গুণদ্বারা তাঁর অনুরূপ প্রজা সৃষ্টি করতে থাকেন ; পুরুষ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে তৎক্ষণাৎ আবরণ শক্তিরূপা অবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টিব্যাপারে মুগ্ধ হয়ে নিজের স্বরূপ ভুলে গেলেন॥ ৫ ॥ এইভাবে নিজের থেকে পৃথক প্রকৃতিকেই নিজের স্বরূপ মনে করে তাঁর দ্বারা আবিষ্ট হয়ে প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্যে নিজেকেই কর্তা বলে মনে করতে থাকেন॥ ৬ ॥ এই কর্তৃত্বাভিমান থেকেই অকর্তা, স্বাধীন, সাক্ষী ও আনন্দস্বরূপ পুরুষ জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধন এবং পারতন্ত্র্য প্রাপ্ত হন। (অর্থাৎ পুরুষ বস্তুতপক্ষে অকর্তা হয়েও ৫ম শ্লোকে কথিত আবরণ শক্তিরূপা অবিদ্যার প্রভাবে পারতন্ত্র্য বা কর্মের অধীনতা প্রাপ্ত হন, প্রকৃতপক্ষে নির্লিপ্ত সাক্ষী হয়েও অবিদ্যার প্রভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং তার ফলভোগ করেন, প্রকৃতপক্ষে আনন্দস্বরূপ হয়েও অবিদ্যার প্রভাবে জন্মমৃত্যুর বন্ধনে পড়ে সুখদুঃখের আবর্তে জড়িয়ে পড়েন।)॥ ৭ ॥ কার্যরূপ দেহ, কারণরূপ ইন্দ্রিয় এবং কর্তারূপ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে পুরুষ যে অহংবুদ্ধি আরোপ করে তাতে প্রকৃতিকেই কারণ বলে পণ্ডিতগণ জানিয়েছেন এবং বস্তুত যিনি প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত হয়েও প্রকৃতিস্থ হচ্ছেন, সেই

[১]প্রা.পা.—প্রকাশিতম্। [২]প্রা.পা.—পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

দেবহূতিরুবাচ

প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি লক্ষণং পুরুষোত্তম।
ব্রূহি কারণয়োরস্য সদসচ্চ যদাত্মকম্॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ

যত্তৎত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥ ১০

পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা।
এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ॥ ১১

মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্মরুন্নভঃ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে॥ ১২

ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্দৃগ্রসননাসিকাঃ।
বাক্করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে॥ ১৩

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্।
চতুর্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া॥ ১৪

এতাবানেব সঙ্খ্যাতো ব্রহ্মণঃ সুগণস্য হ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ॥ ১৫

প্রভাবং[1] পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।
অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ॥ ১৬

প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্বিশেষস্য মানবি।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ॥ ১৭

অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া॥ ১৮

পুরুষকেই সুখ-দুঃখাদির ভোক্তৃত্বব্যাপারে কারণ বলে নির্ধারণ করেছেন॥ ৮ ॥

দেবহূতি বললেন—হে পুরুষোত্তম ! এই বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম কার্য যাঁর স্বরূপ, তথা যিনি এই বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কারণ সেই প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ আমাকে বলো॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান বললেন—ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের একত্রিতরূপ যে নিত্য পদার্থ, অব্যক্ত ও কার্যকারণরূপ তথা স্বয়ং নির্বিশেষ হয়েও সকলের আশ্রয়, সেই 'প্রধান' নামক তত্ত্বকেই প্রকৃতি বলা হয়। (গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থাবশত তাঁর স্বরূপটি অনভিব্যক্ত, এজন্য তিনি অব্যক্ত। আর তিনি স্বয়ং বিকারস্বরূপ নন, অথচ বিকৃত হয়ে মহদাদি কার্য সৃষ্টি করেন। সুতরাং তিনি প্রধান, আবার তিনিই মহদাদি তত্ত্বগণের উপাদান, এজন্য প্রকৃতি বলে কথিত হন)॥ ১০ ॥ পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, চারটি অন্তঃকরণ ও দশ ইন্দ্রিয়—এই চতুর্বিংশতি সংখ্যক পদার্থকে পণ্ডিতগণ প্রকৃতির কার্য বলে থাকেন॥ ১১ ॥ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি মহাভূত ; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটি তন্মাত্র॥ ১২ ॥ শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু—এই দশটি ইন্দ্রিয়॥ ১৩ ॥ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার—এই চারটি অন্তঃকরণ ; অন্তঃকরণ যদিও এক তথাপি বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিবশত—সঙ্কল্প বা মননহেতু=মন, অধ্যাবসায় বা নিশ্চয়রূপ বোধনহেতু=বুদ্ধি, অভিমানহেতু=অহংকার ও চিন্তনহেতু=চিত্ত—এই চার প্রকারে বিভক্ত হয়ে লক্ষিত হয়॥ ১৪ ॥ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ এভাবে সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান (অবস্থাভেদে) এই চব্বিশটি তত্ত্বের কথা বলেছেন। এছাড়া পঞ্চবিংশ পদার্থ হলেন কাল ॥ ১৫ ॥ কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞ কালকে পুরুষের থেকে ভিন্ন তত্ত্ব না মেনে পুরুষের প্রভাব অর্থাৎ ঈশ্বরের সংহারকারিণী শক্তি বলে অভিহিত করেন। মায়ার প্রভাবে দেহগেহাদিতে অহংরূপ অভিমানে বিমুগ্ধ হয়ে নিজেকে কর্তারূপে গণ্য করে জীবগণ এই কালকে চিরদিন ভয় করে॥ ১৬ ॥ হে মনুপুত্রী ! গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় নির্বিশেষ প্রকৃতির মধ্যে যাঁর প্রেরণায় ক্ষোভ (আলোড়ন) উৎপন্ন হয় প্রকৃতপক্ষে তিনিই পুরুষরূপী ভগবান, তাঁকেই 'কাল' বলা হয়॥ ১৭ ॥ এইভাবে যিনি স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা সমস্ত প্রাণীর অন্তরে জীবরূপে আর বাইরে কালরূপে ব্যাপ্ত আছেন সেই

[1]প্রা.পা.—প্রধানং পুরুষং প্রা.।

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥ ১৯

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ।
স্বতেজসাপিবত্তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ॥ ২০

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥ ২১

স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ।
বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা॥ ২২

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্বাণাদ্ভগবদ্বীর্যসম্ভবাৎ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত॥ ২৩

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ ভূতানাং মহতামপি॥ ২৪

সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্যমনন্তং প্রচক্ষতে[১]।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্॥ ২৫

কর্তৃত্বং করণত্বং চ কার্যত্বং চেতি লক্ষণম্।
শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি[২] বা স্যাদহংকৃতেঃ॥ ২৬

বৈকারিকাদ্বিকুর্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত।
যৎ সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ততে কামসম্ভবঃ[৩]॥ ২৭

যদ্বিদুর্হ্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্।
শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ॥ ২৮

ভগবানই পঁচিশতম তত্ত্ব॥ ১৮ ॥

জীবের অদৃষ্টবশে প্রকৃতির মধ্যে (ক্ষোভ) গুণবৈষম্য উপস্থিত হলে পরমপুরুষ পরমাত্মা সেই বিশ্বের উৎপত্তি স্থানরূপা প্রকৃতিতে (নিজের মায়াশক্তির মধ্যে) চিৎ-শক্তিরূপ (নিজ চৈতন্যশক্তি) বীর্য স্থাপিত করেন (সঞ্চারিত করেন), তখন তার থেকে প্রকৃতির তেজোময় (সত্ত্বপ্রধান) মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হয়॥ ১৯ ॥ লয়-বিক্ষেপাদিশূন্য ও জগতের অঙ্কুরস্বরূপ সেই কূটস্থ অর্থাৎ অবিকারী মহত্তত্ত্ব, নিজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত জগৎকে স্থূলরূপে প্রকটিত করার জন্য নিজ স্বরূপকে আচ্ছাদনকারী প্রলয়কালীন তমোগুণকে নিজেরই তেজের দ্বারা অপসারিত করেন॥ ২০ ॥

সত্ত্বগুণপ্রধান, নির্মল, শান্ত (রাগাদিরহিত), ভগবৎ উপলব্ধির স্থান যে চিত্ত, তাই মহত্তত্ত্ব এবং তাকেই 'বাসুদেব' বলা হয়* ॥ ২১ ॥ মাটি প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শের আগে পর্যন্ত জল যেমন নিজের স্বাভাবিক বুদ্বুদাদি বিকারশূন্য অবস্থায় অত্যন্ত স্বচ্ছ ও শান্ত থাকে সেইরকম স্বচ্ছত্ব, অবিকারিত্ব ও শান্তভাব,—এইসকল বৃত্তি চিত্তের লক্ষণ বলে কথিত হয়॥ ২২ ॥ অনন্তর ভগবদ্বীর্যরূপ চিৎশক্তির থেকে সমুৎপন্ন মহত্তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হলে তার থেকে ক্রিয়াশক্তিপ্রধান অহংকারতত্ত্বের উৎপত্তি হল। এই অহংকারতত্ত্ব বৈকারিক, তৈজস ও তামস ভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিন প্রকার। এই অহংকারতত্ত্ব থেকে মন, ইন্দ্রিয়সকল ও মহাভূত সকলের উৎপত্তি হয়েছে॥ ২৩-২৪ ॥ এই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনরূপ অহংকারকেই পণ্ডিতগণ সাক্ষাৎ 'সংকর্ষণ' নামক সহস্রশীর্ষ অনন্তদেব বলে থাকেন॥ ২৫ ॥ দেবতারূপে কর্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়রূপে করণত্ব এবং পঞ্চভূতরূপে কার্যত্ব অহংকারের এই ত্রিবিধ লক্ষণ। আর সেই তিন প্রকারের অহংকারের গুণক্রমে সাত্ত্বিকাদি সম্বন্ধে শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও মূঢ়ত্ব এই তিনটি লক্ষণ হয়॥ ২৬ ॥ উপরোক্ত ত্রিবিধ অহংকারের মধ্যে থেকে বৈকারিক অহংকার বিকারপ্রাপ্ত হলে মন উদ্ভূত হয়েছে ; এই মনের সংকল্প ও বিকল্প দ্বারা কামনার উৎপত্তি হয়॥ ২৭ ॥ এই মনস্তত্ত্বই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর 'অনিরুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। ক্রমে ক্রমে

[১]প্রা.পা.—প্রবর্ততে। [২]প্রা.পা.—শান্তং ঘোরং বি.। [৩]প্রা.পা.—কার্যসং.।

*অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে যাকে চিত্ত বলা হয় ; অধিভূতে তাকেই মহত্তত্ত্ব বলা হয়। চিত্তের অধিষ্ঠাতা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' আর উপাস্যদেব হলেন 'বাসুদেব'। এইরকম অহংকারের অধিষ্ঠাতা 'রুদ্র' আর উপাস্যদেব হলেন 'সংকর্ষণ', বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা 'ব্রহ্মা' এবং উপাস্যদেব 'প্রদ্যুম্ন', আর মনের অধিষ্ঠাতা 'চন্দ্র' এবং উপাস্যদেব 'অনিরুদ্ধ'।

তৈজসাত্তু বিকুর্বাণাদ্ বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎ সতি।
দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ॥ ২৯

সংশয়োঽথ বিপর্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ।
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্[1]॥ ৩০

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়া শক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা॥ ৩১

তামসাচ্চ বিকুর্বাণাদ্ভগবদ্বীর্যচোদিতাৎ।
শব্দমাত্রমভূত্তস্মান্নভঃ[2] শ্রোত্রং তু শব্দগম্॥ ৩২

অর্থাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ।
তন্মাত্রত্বং চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ॥ ৩৩

ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্॥ ৩৪

নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎ কালগত্যা বিকুর্বতঃ।
স্পর্শোঽভবত্ততো বায়ুস্ত্বক্ স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ॥ ৩৫

মৃদুত্বং কঠিনত্বং চ শৈত্যমুষ্ণত্বমেব চ।
এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং তন্মাত্রত্বং নভস্বতঃ॥ ৩৬

চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ।
সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্মাভিলক্ষণম্॥ ৩৭

বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্রূপং দৈবেরিতাদভূৎ।
সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষূ রূপোপলম্ভনম্॥ ৩৮

দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্বমেব চ।
তেজস্ত্বং তেজসঃ সাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ॥ ৩৯

মনঃসংযম করে যোগিগণ শরৎকালীন নীলপদ্মের মতো শ্যামবর্ণ এই অনিরুদ্ধের আরাধনা করেন॥ ২৮ ॥ হে সাধ্বী! তৈজস অহংকার বিকারপ্রাপ্ত হলে তার থেকে বুদ্ধি নামক তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। বিষয়ের প্রকাশরূপ বিজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে সহায়ক হওয়া—পদার্থসমূহের বিশেষ জ্ঞান উৎপাদন—এই হল বুদ্ধি-তত্ত্বের কাজ॥ ২৯ ॥ বৃত্তিভেদ অনুসারে সংশয়, বিপর্যয় (বিপরীত জ্ঞান), নিশ্চয়, স্মৃতি এবং নিদ্রাও বুদ্ধিরই লক্ষণ। এই বুদ্ধিতত্ত্বই 'প্রদ্যুম্ন'॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়সমূহও তৈজস অহংকারেরই কার্য। কর্ম ও জ্ঞান ভেদে অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিভেদে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সাকুল্যে দশ সংখ্যক। এর মধ্যে কর্ম প্রাণের শক্তি আর জ্ঞান বুদ্ধির শক্তি॥ ৩১ ॥

ভগবানের চৈতন্যশক্তির প্রেরণাতে তামস অহংকার বিকারপ্রাপ্ত হলে তার থেকে শব্দতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। শব্দতন্মাত্র থেকে আকাশ তথা শব্দের জ্ঞানজনক বা শব্দের গ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হল॥ ৩২ ॥ শব্দের অর্থবোধকত্ব, অন্তরালে অবস্থিত বক্তার জ্ঞাপকত্ব এবং আকাশের তন্মাত্রত্ব বা সূক্ষ্মরূপতা—পণ্ডিতদের মতে এই সবই শব্দের লক্ষণ॥ ৩৩ ॥ ভূতসমূহকে অবকাশ দান, বাহ্য ও অভ্যন্তরে ব্যবহারাস্পদত্ব অর্থাৎ সর্ববস্তুর ভিতরে ও বাইরে বর্তমান থাকা এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের আশ্রয়ত্ব—এইসব আকাশ-তত্ত্বের বৃত্তি (কার্য)রূপ লক্ষণ॥ ৩৪ ॥

আবার শব্দতন্মাত্ররূপ আকাশ কালপ্রভাবে বিকারপ্রাপ্ত হলে তার থেকে স্পর্শতন্মাত্র এবং স্পর্শ থেকে বায়ু এবং স্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয় (ত্বক) উৎপন্ন হয়॥ ৩৫ ॥ কোমলতা, কাঠিন্য, শৈত্য, উষ্ণত্ব এবং বায়ুর সূক্ষ্মরূপত্ব এই সকলই স্পর্শের লক্ষণ বা স্পর্শত্ব, এই স্পর্শত্বকেই বায়ুতন্মাত্র বলা হয়ে থাকে॥ ৩৬ ॥ বৃক্ষশাখাদি সঞ্চালন করা, তৃণাদি একত্র ও সংযোজিত করা, বস্তুর সাথে সংযুক্ত হওয়া, গন্ধাদি-যুক্ত দ্রব্যকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকার প্রতি, ঠাণ্ডা জিনিসের শীতলতাকে ত্বগিন্দ্রিয় বা ত্বকের প্রতি, আর শব্দকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতি নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি হল বায়ুর কার্য, এছাড়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঞ্চালকত্বও বায়ুর লক্ষণ॥ ৩৭

এরপর স্পর্শতন্মাত্ররূপ বায়ু যখন ভগবানের কালশক্তির প্রভাবে বিকারপ্রাপ্ত হয়, তখন তার থেকে রূপতন্মাত্র উদ্ভূত হয় ; ওই রূপতন্মাত্র থেকে তেজ এবং

[1]প্রা.পা.—ক্বচিৎ। [2]প্রা.পা.—তত্ত্বমভঃ।

দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দনম্।
তেজসো বৃত্তয়স্ত্বেতাঃ শোষণং ক্ষুত্তৃড়েব চ॥ ৪০

রূপমাত্রাদ্‌বিকুর্বাণাত্তেজসো দৈবচোদিতাৎ।
রসমাত্রমভূত্তস্মাদম্ভো জিহ্বা রসগ্রহঃ॥ ৪১

কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কট্বম্ল ইতি নৈকধা[1]।
ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিদ্যতে॥ ৪২

ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ॥ ৪৩

রসমাত্রাদ্‌বিকুর্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ।
গন্ধমাত্রমভূত্তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ॥ ৪৪

করম্ভপূতিসৌরভ্যশান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ[2] পৃথক্।
দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদ্ গন্ধ একো বিভিদ্যতে॥ ৪৫

ভাবনং ব্রহ্মণঃ স্থানং ধারণং সদ্‌বিশেষণম্।
সর্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণম্॥ ৪৬

নভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্ছ্রোত্রমুচ্যতে।
বায়োর্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য তৎ স্পর্শনং বিদুঃ॥ ৪৭

তেজোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্চক্ষুরুচ্যতে।
অম্ভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তদ্রসনং বিদুঃ।
ভূমের্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য স ঘ্রাণ উচ্যতে॥ ৪৮

রূপের গ্রাহক চক্ষুরিন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়॥ ৩৮ ॥ হে সাধ্বী! দ্রব্যের আকার প্রকাশ করা, গুণীভূত হওয়া বা দ্রব্যের অঙ্গরূপে প্রতীতি হওয়া, দ্রব্যের আকার-প্রকার এবং পরিমাণরূপে উপলক্ষিত হওয়া, তেজের স্বরূপভূতরূপে প্রতীতি—প্রকারান্তরে দ্রব্যাকৃতিত্ব, গুণত্ব, ব্যক্তিসংস্থাত্ব ও তেজের গুণত্ব, এই সকলই রূপ-তন্মাত্রের বৃত্তিগত লক্ষণ॥ ৩৯ ॥ দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশকরণ, পচন অর্থাৎ তণ্ডুলাদির পাককরণ, শৈত্য-নিবারণ, শোষণ, ক্ষুৎপিপাসা জনকত্ব এবং তার নিবারণের জন্য ভোজনাদিতে, পান প্রবর্তন—এই সব তেজের বৃত্তিগত লক্ষণ॥ ৪০ ॥

অতঃপর রূপতন্মাত্রস্বরূপ তেজ দৈব বা ভগবানের কালশক্তির প্রভাবে ক্ষোভিত হয়ে রসতন্মাত্র উদ্ভূত হয় এবং সেই ক্ষোভিত রসতন্মাত্র থেকে জল এবং জলের গুণ রসের গ্রাহক রসনেন্দ্রিয় জিহ্বার উৎপত্তি হয়॥ ৪১ ॥ রস নিজ শুদ্ধ স্বরূপে মূলত এক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ভৌতিক দ্রব্যের সংযোগে কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল, লবণাদি নানাপ্রকারের হয়॥ ৪২ ॥ আর্দ্রীকরণ, মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ, তৃপ্তিদান, জীবনরক্ষা, পিপাসানিবৃত্তি, মৃদুকরণ, তাপনিবারণ, কূপাদি থেকে উত্তোলিত হলেও সেস্থলে পুনরায় উদ্‌গত হওয়া—এইসব জলের বৃত্তিগত লক্ষণ॥ ৪৩ ॥

এরপরে দৈবের দ্বারা প্রেরিত হয়ে রসস্বরূপ জল বিকৃত হলে তার থেকে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হল। সেই গন্ধতন্মাত্র থেকে ক্ষিতি এবং গন্ধের গ্রাহক ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়॥ ৪৪ ॥ গন্ধ মূলত এক হওয়া সত্ত্বেও দ্রব্য সংসর্গভেদে মিশ্রগন্ধ, দুর্গন্ধ, সুগন্ধ, মৃদু, তীব্র, অম্ল ইত্যাদি নানাভাবে বিভক্ত হয়ে থাকে॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মের ভাবন অর্থাৎ প্রতিমাদিরূপে সাকারতা সম্পাদন, জল ইত্যাদি কারণতত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছুর অপেক্ষা না করে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান, জলাদির আধার হওয়া, আকাশ প্রভৃতি নিত্য বস্তুর অবচ্ছেদক হওয়া (ঘটাকাশ, পটাকাশ, মহাকাশ ইত্যাদি ভেদকে প্রতিষ্ঠিত করা) এবং পরিণামবিশেষে সমস্ত প্রাণিগণের ও তদীয় স্ত্রীত্বপুংস্ত্বাদি গুণের প্রকটন—এই সকল ক্ষিতির বৃত্তিগত লক্ষণ অর্থাৎ স্বাভাবিক ধর্মের স্বরূপ॥ ৪৬ ॥ আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ যার বিষয় অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয় তার নাম শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়; বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ যার বিষয়, তার নাম ত্বগিন্দ্রিয়॥

[1]প্রা.পা.—নৈকশঃ। [2]প্রা.পা.—গ্রাচ্ছা.।

পরস্য দৃশ্যতে ধর্মো হ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ।
অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলক্ষ্যতে[১]॥ ৪৯

এতান্যসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বৈ।
কালকর্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ॥ ৫০

ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনম্।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্॥ ৫১

এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈর্দশোত্তরৈঃ।
তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনাবৃতৈর্বহিঃ[২]।
যত্র লোকবিতানোঽয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ॥ ৫২

হিরণ্ময়াদণ্ডকোশাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ।
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্বিভেদ খম্॥ ৫৩

নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ।
বাণ্যা বহ্নিরথো নাসে প্রাণোঽতো ঘ্রাণ এতয়োঃ॥ ৫৪

ঘ্রাণাদ্‌বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী[৩] চক্ষুরেতয়োঃ।
তস্মাৎ সূর্যো ব্যভিদ্যেতাং[৪] কর্ণৌ শ্রোত্রং ততো দিশঃ॥ ৫৫

নির্বিভেদ বিরাজস্ত্বগ্রোমশ্মশ্রবাদয়স্ততঃ।
তত ওষধয়শ্চাসন্ শিশ্নং নির্বিভিদে ততঃ॥ ৫৬

৪৭ ॥ তেজের বিশেষ গুণ রূপ যার বিষয়, তা হল চক্ষুরিন্দ্রিয় ; জলের বিশেষ গুণ রস যার বিষয়, তার নাম রসনা এবং ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ যার বিষয়, তা হল ঘ্রাণেন্দ্রিয়॥ ৪৮ ॥ বায়ু প্রভৃতি কার্য-তত্ত্বে আকাশ আদি কারণ-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত থাকায় তার গুণ কার্য-তত্ত্বে অনুগত থাকে অর্থাৎ কারণের ধর্ম কার্যে সংক্রমিত হয়। এজন্য ক্ষিতিতে মহাভূতের সকল গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বর্তমান থাকে॥ ৪৯ ॥ মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও পঞ্চ-ভূত—এই সাতটি তত্ত্ব যখন পরস্পরে মিলিত হতে না পেরে পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করছিল তখন জগতের আদিকারণ নারায়ণ কাল, অদৃষ্ট (কর্ম) ও গুণযুক্ত হয়ে (প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে) ওই তত্ত্বসমূহে প্রবেশ করলেন॥ ৫০ ॥

অনন্তর পরমাত্মার প্রবেশহেতু মহদাদি তত্ত্বগণ ক্ষোভিত—ক্রিয়াশীল হয়ে পরস্পর মিলিত হল এবং সেই ক্ষোভিত মিলিত তত্ত্বসমূহ থেকে এক অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হল। সেই অণ্ড থেকে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হলেন॥ ৫১ ॥ এই অণ্ডের নাম 'বিশেষ'। এরই মধ্যে ভগবান শ্রীহরির স্বরূপভূত চতুর্দশ ভুবন বিস্তৃত এবং উত্তরোত্তর দশগুণ বর্ধিত জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহংকার ও মহত্তত্ত্ব—এই ছয়টি তত্ত্বের আবরণ দ্বারা সেই অণ্ডটি পরিবেষ্টিত। এই সকলের বাইরে প্রকৃতি সপ্তম আবরণরূপে তাকে বেষ্টন করে রেখেছে॥ ৫২ ॥ কারণ-সলিলের মধ্যে অবস্থিত সেই তেজোময় অণ্ড থেকে প্রাদুর্ভূত হয়ে বিরাট পুরুষ ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করে তার মধ্যে আবার অধিষ্ঠিত হয়ে বহুবিধ ইন্দ্রিয়ছিদ্র ভেদ করলেন॥ ৫৩ ॥ সর্বপ্রথমে মুখছিদ্র প্রকাশ হল, মুখ থেকে বাক্ ইন্দ্রিয় এবং তারপরে সেখানে বাক্-এর অধিষ্ঠাতা দেবতা অগ্নি উৎপন্ন হলেন। তারপর নাসিকা ছিদ্র প্রকাশ হল, তার থেকে প্রাণবায়ুসহ ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রকটিত হল॥ ৫৪ ॥ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পর তার অধিষ্ঠাতা দেবতা বায়ু উৎপন্ন হলেন। তারপর প্রকটিত হল নেত্রগোলক, তার থেকে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রকাশ পেল এবং তার পরে তার অধিষ্ঠাতা দেবতা সূর্য উৎপন্ন হলেন। এরপর প্রকট হল কর্ণছিদ্রদ্বয়, তার থেকে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তার অধিষ্ঠাতা দেবতা দিকসকল প্রকট হলেন॥ ৫৫ ॥ এরপরে উৎপন্ন হল সেই বিরাট পুরুষের ত্বগিন্দ্রিয়। তার থেকে রোম, শ্মশ্রু

[১]প্রা.পা.—লভ্যতে। [২]প্রা.পা.— নেন বৃতৈ.। [৩-৪]প্রাচীন বইয়ে চিহ্নিত ২ থেকে ৩ পর্যন্ত মধ্যের অংশ মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে।

রেতস্তস্মাদাপ আসন্নিরভিদ্যত বৈ গুদম্।
গুদাদপানোঽপানাচ্চ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ॥ ৫৭

হস্তৌ চ নিরভিদ্যেতাং বলং তাভ্যাং ততঃ স্বরাট্।
পাদৌ চ নিরভিদ্যেতাং গতিস্তাভ্যাং ততো হরিঃ॥ ৫৮

নাড্যোঽস্য নিরভিদ্যন্ত তাভ্যো লোহিতমাভৃতম্[১]।
নদ্যস্ততঃ সমভবন্নুদরং নিরভিদ্যত॥ ৫৯

ক্ষুৎপিপাসে ততঃ স্যাতাং সমুদ্রস্ত্বেতয়োরভূৎ।
অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উত্থিতম্॥ ৬০

মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধের্গিরাং পতিঃ।
অহংকারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্যস্ততোঽভবৎ॥ ৬১

এতে হ্যভ্যুত্থিতা দেবা নৈবাস্যোত্থাপনেঽশকন্।
পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুত্থাপয়িতুং ক্রমাৎ॥ ৬২

বহ্নির্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্
ঘ্রাণেন[১] নাসিকে বায়ুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্॥ ৬৩

অক্ষিণী চক্ষুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্॥ ৬৪

ত্বচং রোমভিরোষধ্যো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
রেতসা শিশ্নমাপস্তু নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্॥ ৬৫

প্রভৃতি এবং তারপরে ত্বকের অভিমানী দেবতা ওষধি দেবতাগণ (যাদের ফল পাকলেই নাশ হয়, যেমন ধান্যাদি) উৎপন্ন হলেন। তারপরে প্রকট হল জননেন্দ্রিয়॥ ৫৬ ॥ তার থেকে শুক্র, তারপর জননেন্দ্রিয়ের অভিমানী দেবতা আপোদেব (জল) উৎপন্ন হলেন। তারপর প্রকট হল পায়ু (মলদ্বার), তার থেকে অপানবায়ু এবং অপানবায়ুর পর তার অভিমানী দেবতা সর্বলোক-ভয়প্রদ মৃত্যুদেবতা উৎপন্ন হলেন॥ ৫৭ ॥ এরপর প্রকট হল বিরাট পুরুষের দুটি হাত, তার থেকে বল, বল থেকে হস্তেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র উৎপন্ন হলেন। তারপর হল চরণদ্বয়, চরণ থেকে গতি এবং গতি থেকে পদেন্দ্রিয়ের অভিমানী বিষ্ণুদেবতা উৎপন্ন হলেন॥ ৫৮ ॥ অনন্তর যখন বিরাট পুরুষের নাড়ীসমূহ উৎপন্ন হল, তখন তার থেকে শোণিত এবং তার থেকে নদীসমূহ প্রকট হল। তারপর তাঁর উদর (পেট) প্রকাশিত হল॥ ৫৯ ॥ তার থেকে তাঁর ক্ষুধা ও পিপাসার সৃষ্টি হল এবং উদরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমুদ্র উৎপন্ন হলেন। তারপরে সেই বিরাটের হৃদয় প্রকট হল, হৃদয়ের থেকে প্রকট হল মন॥ ৬০ ॥ মনের অভিমানী দেবতা চন্দ্র প্রকট হলেন। তারপর হৃদয় থেকেই বুদ্ধি এবং পরে তার অভিমানী দেবতা ব্রহ্মা প্রকট হলেন। তারপরে অহংকার এবং অহংকারের পরে তার অভিমানী দেবতা রুদ্রদেব উৎপন্ন হলেন। এরপরে চিত্ত এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চৈত্য বা ক্ষেত্রজ্ঞ উৎপন্ন হলেন॥ ৬১ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ ভিন্ন অন্য সমস্ত দেবতারা উৎপন্ন হয়েও যখন বিরাট পুরুষকে তুলতে পারলেন না—তাঁর চেতনা সম্পাদন করতে পারলেন না, তখন তাঁকে উত্থিত করার জন্য এই দেবতারা আবার নিজ নিজ উৎপত্তিস্থান ইন্দ্রিয়-রন্ধ্রে ক্রমে ক্রমে পুনঃপ্রবেশ করতে লাগলেন॥ ৬২ ॥ অগ্নিদেবতা বাগিন্দ্রিয়ের সাথে মুখে প্রবিষ্ট হলেন কিন্তু বিরাট পুরুষ উঠলেন না। বায়ুদেবতা ঘ্রাণেন্দ্রিয়পথে নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হলেন, তবুও বিরাট পুরুষ ক্রিয়াশীল হলেন না॥ ৬৩ ॥ সূর্যদেবতা চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা অক্ষিগোলকে প্রবেশ করলেন, বিরাট পুরুষ তাতেও উঠলেন না। দিগ্-দেবতাগণ শ্রবণেন্দ্রিয় পথে কর্ণবিবরে প্রবেশ করলেন,

[১]প্রা.পা.—মাশ্রিতম্।

গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
হস্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্॥ ৬৬

বিষ্ণুর্গত্যৈব চরণৌ নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
নাড়ীর্নদ্যো লোহিতেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্॥ ৬৭

ক্ষুত্তৃড্ভ্যামুদরং সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্॥ ৬৮

বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
রুদ্রোঽভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্॥ ৬৯

চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্ যদা।
বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত॥ ৭০

যথা প্রসুপ্তং পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা॥ ৭১

তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ॥ ৭২

তবুও বিরাট পুরুষ উঠলেন না॥ ৬৪ ॥ তারপরে ওষধিদেবতাগণ রোম-রাজির পথে ত্বকে প্রবেশ করলেন। তাতেও বিরাট পুরুষ ক্রিয়াশীল হলেন না। জলদেবতাগণ বীর্যসহ শিশ্নদেশে প্রবেশ করলেন, তাতেও বিরাট পুরুষ ক্রিয়াশীল হলেন না॥ ৬৫ ॥ এরপর মৃত্যুদেবতা অপানবায়ুদ্বারা গুহ্যদেশে প্রবেশ করলেন, তাতেও বিরাট পুরুষ উঠলেন না। পরে ইন্দ্রদেবতা বলের দ্বারা হাত দুটিতে প্রবেশ করলেও, বিরাটের ক্রিয়াশীলতা এল না॥ ৬৬ ॥ বিষ্ণু (তদাবিষ্ট অবতার বিশেষ) গতি অর্থাৎ গমনক্রিয়ার দ্বারা চরণদ্বয়ে প্রবেশ করলেন, তবুও বিরাট পুরুষ উঠলেন না ; নদীদেবতাগণ শোণিতের মধ্য দিয়ে নাড়ীসমূহে প্রবেশ করলেন, কিন্তু বিরাট পুরুষ তাতেও ক্রিয়াশীল হলেন না॥ ৬৭ ॥ সমুদ্রদেবতা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সাথে উদরে প্রবেশ করলেন, তখনও বিরাট পুরুষ ক্রিয়াশীল হলেন না ; পরে চন্দ্রদেবতা মনের দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, তাতেও বিরাটের উত্থান হল না॥ ৬৮ ॥ এরপর ব্রহ্মাও বুদ্ধির সাথে হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তখনও বিরাট পুরুষ ক্রিয়াশীল হলেন না। তখন রুদ্রদেবতাও অহংকার দ্বারা সেই হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, তাতেও বিরাট পুরুষ উঠলেন না॥ ৬৯ ॥ কিন্তু অবশেষে চিত্তের অধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞ যখন চিত্তের সাথে হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, তখনই বিরাট পুরুষ জল থেকে উঠে দাঁড়ালেন অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হলেন॥ ৭০ ॥ চিত্তের অধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যতিরেকে জগতে যেমন প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সুপ্ত ব্যক্তিকে নিজ শক্তিতে উত্থিত করতে পারে না তেমনভাবেই বিরাট পুরুষকেও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্যামী-পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে উত্থিত করা সম্ভব হল না॥ ৭১ ॥ অতএব ভক্তি, বৈরাগ্য এবং চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা লভ্য জ্ঞানের সাহায্যে সেই অন্তরাত্মাস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞকে (পরমাত্মাকে)—এই দেহে অনুভব করে তাঁর ধ্যান করবে॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে তত্ত্বসমাম্নায়ে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে
কপিলের সাংখ্যদর্শনে ষড়বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

অথ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তবিংশ অধ্যায়

প্রকৃতি-পুরুষের (ভেদজ্ঞান দ্বারা) মোক্ষপ্রাপ্তির বর্ণনা

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ॥ ১

স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিষজ্জতে।
অহংক্রিয়াবিমূঢ়াত্মা কর্তাস্মীত্যভিমন্যতে॥ ২

তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥ ৩

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো[১] যথা॥ ৪

অত[২] এব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্‌বশম্॥ ৫

যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ[৩]॥ ৬

সর্বভূতসমত্বেন নির্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ।
ব্রহ্মচর্যেণ মৌনেন স্বধর্মেণ বলীয়সা[৪]॥ ৭

যদৃচ্ছয়োপলব্ধেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্‌ মুনিঃ।
বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্॥ ৮

সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্নকুর্বন্নসদাগ্রহম্।
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ॥ ৯

নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ।
উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্॥ ১০

মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি[৫] প্রতিপদ্যতে।
সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্বানুস্যূতমদ্বয়ম্॥ ১১

শ্রীভগবান (কপিলদেব) বললেন—হে মাতা ! জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্যের সঙ্গে যেমন জলের শীতলতা, চঞ্চলতা ইত্যাদি গুণের সম্বন্ধ থাকে না সেইরকমই প্রকৃতির কার্য শরীরের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আত্মা (পুরুষ) শরীরের সুখদুঃখ প্রভৃতি ধর্মের সঙ্গে লিপ্ত হন না ; কারণ তিনি স্বভাবত নির্গুণ, নির্বিকার ও অকর্তা॥ ১ ॥ কিন্তু সেই পুরুষই (জীব) যখন প্রাকৃত গুণসমূহের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপিত করে ফেলেন, তখন অহংকারে মোহিত হয়ে 'আমি কর্তা' এইরূপ অভিমান করে থাকেন॥ ২ ॥ সেই অভিমানহেতু তিনি দেহের সংসর্গে কৃত পুণ্য-পাপরূপ কর্মদোষে নিজের স্বাধীনতা ও শান্তি হারিয়ে ফেলেন এবং উত্তম মধ্যম ও অধম যোনিতে জন্ম নিয়ে জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার চক্রে যাতায়াত করতে থাকেন॥ ৩ ॥ স্বপ্নাবস্থায় ভয় শোকাদির কোনো বাস্তব কারণ না থাকা সত্ত্বেও স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থে সত্যতা আরোপের ফলে ভয়, শোক ইত্যাদির অনুভূতি হয় এবং তার ফল ভোগ করতে হয় ; সেইরকমই ভয়-শোক, অহং-মমত্ব এবং জন্মমৃত্যুরূপ সংসারের কোনো বাস্তব সত্তা না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অবিদ্যাবশত বিষয়ের চিন্তায় নিরত থাকার ফলে জীবের সংসারচক্রের নিবৃত্তি হয় না॥ ৪ ॥ এইজন্য বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হল অসৎ-পথে (বিষয় চিন্তনে) আসক্ত চিত্তকে তীব্র ভক্তিযোগ ও প্রবল বৈরাগ্যের দ্বারা ধীরে ধীরে নিজের বশে নিয়ে আসা॥ ৫ ॥

যমনিয়মাদি যোগসাধনের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক অভ্যাস—চিত্তকে বারংবার একাগ্র করে সম্পূর্ণ সত্যভাবে অকপটে আমাতে নিবেশিত করা, আমার লীলা-কথা শ্রবণ, সকল প্রাণীর প্রতি সমভাব পোষণ, বৈরিভাব ও আসক্তি ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য, মৌন-ব্রত এবং বলিষ্ঠ অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিত চিত্তে স্বধর্মপালনের দ্বারা যিনি এমন স্থিতি লাভ করেছেন যে তিনি স্বভাবতই প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট, পরিমিতাহারী, একান্তসেবী, শান্তস্বভাব, সর্বজনে মিত্রতাভাবাপন্ন, দয়ালু

[১]প্রা.পা.—স্বপ্নেনার্থাগ.। [২]প্রা.পা.—অতঃ শনৈঃ। [৩]প্রা.পা.—তু। [৪]প্রা.পা.—মহীয়সা। [৫]প্রা.পা.—মগতিং।

যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন তথা[১] সূর্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ।। ১২

এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্।। ১৩

ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষ্বিহ নিদ্রয়া।
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ।। ১৪

মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা।
নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ।। ১৫

এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ।। ১৬

দেবহূতিরুবাচ

পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাদনয়োঃ[২] প্রভো।। ১৭

এবং ধৈর্যশীল, প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ তত্ত্ব অনুভবের ফলে স্ত্রীপুত্রাদিসহ এই দেহে যিনি মিথ্যা অভিনিবেশশূণ্য, বুদ্ধির জাগ্রত-সুষুপ্তি ইত্যাদি অবস্থা থেকে নিবৃত্ত এবং একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন কিছুই যাঁর দৃষ্টি-গোচর হয় না—সেই আত্মদর্শী মুনি শুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা চক্ষুর দ্বারা সূর্য দর্শনের ন্যায় পরমাত্মার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদ লাভ করেন যা দেহাদি সকল উপাধি থেকে পৃথক, অহংকারাদি মিথ্যা বস্তুসমূহেও যেন সত্যরূপে প্রকাশিত, জগৎকারণভূতা প্রকৃতির অধিষ্ঠান, মহদাদি কার্যবর্গের প্রকাশক এবং যা কার্য-কারণরূপে সমগ্র পদার্থে ব্যাপ্ত।। ৬-১১ ।।

ঘরের মধ্যে দেওয়ালে সূর্যকিরণের প্রতিফলিত আভাস দেখলে যেমন বুঝতে পারা যায় যে এই কিরণছটা জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে উদ্ভব হয়েছে এবং জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখলে যেমন বুঝতে পারা যায় যে মূল সূর্য আকাশে কোথাও আছেন, সেইরকমভাবে বৈকারিক ইত্যাদি ভেদে যে তিন প্রকারের অহংকার আছে, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের মধ্যে তাদের প্রতিবিম্ব থেকে তাদের উপলব্ধি ঘটে এবং তারপর সৎ পরমাত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত ওই অহংকারের দ্বারা সত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার অনুভব করা যায় ; সুষুপ্তি অবস্থায় যখন নিদ্রাতে শব্দাদি সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধি প্রভৃতি অব্যক্তরূপা প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থান করে তখনও যিনি জাগ্রত থাকেন ও নিরহংকারভাবে অবস্থান করেন তিনিই সেই শুদ্ধ আত্মা।। ১২-১৪ ।। জাগ্রত অবস্থায় এই আত্মা সূক্ষ্মভূতাদি দৃশ্যবর্গের দ্রষ্টারূপে স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় ; কিন্তু সুষুপ্তিতে জীবের উপাধিভূত আমিই দ্রষ্টা এই অহংকারের বিনাশ হওয়াতে ভ্রমবশত দ্রষ্টা জীব নিজেকে বিনষ্ট বলে মনে করেন—যেমন ধননাশে ধনস্বামী নিজেকেই নষ্টপ্রায় মনে করে উদ্বিগ্ন হয়, সেইরকম দ্রষ্টা স্বয়ং বিনষ্ট না হয়েও নিজেকে বৃথাই বিনষ্ট বলে মনে করে থাকেন (আত্মাও বিনষ্টের মতো অবস্থান করেন)।। ১৫ ।। হে মাতা ! এইসব বিষয় মননপূর্বক মুমুক্ষু পুরুষ নিজ আত্মাকে উপলব্ধি করে থাকেন, যে আত্মা অহংকারসহ সমস্ত তত্ত্বের অধিষ্ঠান ও প্রকাশক।। ১৬ ।।

দেবহূতি প্রশ্ন করলেন—হে প্রভু ! পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই নিত্য, পরস্পর আশ্রয় ও আশ্রিত সম্বন্ধযুক্ত ;

[১]প্রা.পা.—যথা। [২]প্রা.পা.—নিত্যত্বাচ্চা.।

যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ।
অপাং রসস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ॥ ১৮

অকর্তুঃ কর্মবন্ধোঽয়ং পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
গুণেষু সৎসু প্রকৃতেঃ কৈবল্যং তেষ্বতঃ কথম্॥ ১৯

ক্বচিৎ[১] তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণম্[২]।
অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে[৩]॥ ২০

শ্রীভগবানুবাচ[৪]

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্॥ ২১

জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা॥ ২২

প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ॥ ২৩

ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ।
নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বে মহিম্নি স্থিতস্য চ॥ ২৪

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
এ সব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে॥ ২৫

এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ॥ ২৬

যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা।
সর্বত্র জাতবৈরাগ্য আব্রহ্মভুবনান্মুনিঃ॥ ২৭

মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্॥ ২৮

অতএব প্রকৃতি তো কখনো পুরুষকে ত্যাগও করতে পারে না॥ ১৭ ॥ হে ব্রহ্মন্! গন্ধ ও পৃথিবী অথবা রস ও জল যেমন পৃথকভাবে থাকতে পারে না, তেমনই পুরুষ আর প্রকৃতিও একে অপরকে ছেড়ে পৃথকভাবে থাকতে পারে না॥ ১৮ ॥ সুতরাং যে সব গুণ আশ্রয় করে অকর্তা পুরুষ এই কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে, প্রকৃতির সেই সব গুণ বর্তমান থাকতে পুরুষের কৈবল্যপ্রাপ্তি কী করে সম্ভব ? ॥ ১৯ ॥ তত্ত্ববিচার দ্বারা কখনো যদি এই ভীষণ সংসারভয় নিবৃত্তও হয়, সেক্ষেত্রে তার নিমিত্তভূত প্রাকৃত গুণের নিবৃত্তি না হওয়াতে সেই ভয় পুনরায় উপস্থিত হতে পারে ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে মাতা ! অগ্নির উৎপত্তিস্থান অরণি যেরূপ অগ্নির দ্বারাই ভস্মীভূত হয়, সেইরকমই নিষ্কামভাবে স্বধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে বহুকাল যাবৎ আমার কথা শ্রবণে পুষ্ট তীব্র ভক্তি, তত্ত্বসাক্ষাৎকারজনক জ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, ব্রতনিয়মাদি-পালনসহ, ধ্যানাভ্যাস এবং চিত্তের প্রগাঢ় একাগ্রতা দ্বারা পুরুষের (জীবের) প্রকৃতি (অবিদ্যা, মায়া) অহোরাত্র নিরন্তর অভিভূত হতে হতে ক্রমশ অগ্নি-জনক অরণি কাষ্ঠের মতো তিরোহিত হয়ে যায়॥ ২১-২৩ ॥ তখন প্রথমত ভুক্ত ও পরে নিত্যই দোষদর্শনহেতু পরিত্যক্ত সেই প্রকৃতি স্বরূপে স্থিত সেই বন্ধনমুক্ত পুরুষের আর কোনো অনিষ্টই করতে পারে না॥ ২৪ ॥ নিদ্রিতাবস্থায় মানুষ যেমন কত কিছু অনিষ্ট বা অনর্থ অনুভব করে কিন্তু জাগরিত হলে সংস্কারবশত সেই স্বপ্ন মনে পড়লেও কোনোরকম মোহ উৎপাদন করতে পারে না॥ ২৫ ॥ সেইরকমই যার প্রকৃতি-পুরুষাদির তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান হয়েছে এবং যিনি আমার প্রতি চিত্তের একাগ্রতা সাধন করে আত্মারাম অর্থাৎ আত্মাতেই পরমানন্দ স্বরূপ দর্শন করেছেন, প্রকৃতি কখনো তার আর কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারে না॥ ২৬ ॥ বহু জন্মব্যাপী দীর্ঘকাল ধরে মানুষ যখন পূর্বোক্ত উপায়ে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন তখন তিনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করেন॥ ২৭ ॥ আমার সেই ধৈর্যশীল ভক্ত আমারই একান্ত অনুগ্রহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে আত্মজ্ঞান বলে অজ্ঞানজনিত সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়। তখন

[১]প্রা.পা.—সকৃৎ। [২]প্রা.পা.—তত্ত্বমু.। [৩]প্রা.পা.—অনিমিত্ত.। [৪]প্রাচীন বইতে 'শ্রীভগবানুবাচ' এই অংশ নেই।

প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশাচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তেত যোগী[১] লিঙ্গাবদ্ বিনির্গমে॥ ২৯
যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো
মায়াসু সিদ্ধস্য বিষজ্জতেঽঙ্গ[২]।
অনন্যহেতুষ্বথ মে গতিঃ স্যাদ্
আত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ॥ ৩০

লিঙ্গদেহ নাশ হলে সে একমাত্র আমাতে আশ্রিত নিজ স্বরূপভূত কৈবল্য নামক মঙ্গলময় মোক্ষপদ অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়ে আর এই সংসারে ফিরে আসে না॥ ২৮-২৯ ॥ হে মাতা ! যোগীর চিত্ত যদি কেবলমাত্র যোগসাধনাবলে প্রাপ্য সেই অণিমাদি সিদ্ধিতেও আকৃষ্ট না হয়, তখন আমার সেই অবিনাশী পরমপদ—যেখানে মৃত্যুর কোনো অধিকার নেই—লাভ হয়ে থাকে॥ ৩০ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়োপাখ্যানে[৩] সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে কপিলোপাখ্যানে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

———o———

অথ অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অষ্টাঙ্গযোগ বিধি

শ্রীভগবানুবাচ

যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজে।
মনো যেনৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথম্॥ ১
স্বধর্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্মাচ্চ নিবর্তনম্।
দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চনম্॥ ২
গ্রাম্যধর্মনিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্মরতিস্তথা।
মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্ বিবিক্তক্ষেমসেবনম্॥ ৩
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচর্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চনম্॥ ৪
মৌনং সদাসনজয় স্থৈর্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ।
প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি॥ ৫
স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণম্।
বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ॥ ৬

ভগবান শ্রীকপিলদেব বললেন—হে মাতঃ ! এখন আমি তোমাকে সবীজ (ধ্যেয়স্বরূপের আলম্বনযুক্ত) যোগের লক্ষণ বলছি, যাতে চিত্তশুদ্ধি হয়ে মন সৎপথে প্রবৃত্ত হয়॥ ১ ॥ যথাশক্তি শাস্ত্রবিহিত ধর্মাচরণ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকা, দৈবলব্ধ দ্রব্যে সন্তোষ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষদের চরণবন্দন॥ ২ ॥ বিষয়বাসনা-বৃদ্ধিকারী কর্মে নিবৃত্তি, সংসারবন্ধনমুক্তিকারী ধর্মে প্রবৃত্তি, পরিমিত ও পবিত্র আহারগ্রহণ, নিরন্তর বিঘ্নশূন্য নির্জনস্থানে অবস্থান॥ ৩ ॥ মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কোনো প্রাণীর ক্ষতি না করা (অহিংসা), সত্যকথন, চৌর্যবর্জন, শুধুমাত্র প্রয়োজনানুরূপ বস্তু গ্রহণ, ব্রহ্মচর্যপালন, তপঃসাধন (ধর্মাচরণজনিত দৈহিক কষ্টসহন), বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ (পবিত্রতা) পালন, বেদাধ্যয়ন, ঈশ্বরপূজন॥ ৪ ॥ বাক্-সংযম, উত্তম আসনে অভ্যস্ত হয়ে স্থিরভাবে অবস্থান, ক্রমে ক্রমে প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুর ধারণ, মনের দ্বারা শব্দাদি বিষয়সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করে হৃদয়ে আনয়ন॥ ৫ ॥ মূলাধার প্রভৃতি প্রাণের স্থানসমূহের মধ্যে যে

[১]প্রা.পা.—লিঙ্গবিনির্গমে। [২]প্রা.পা.—জতে কথম্। [৩]প্রাচীন বইতে 'কাপিলেয়োপাখ্যানে' এই অংশ নেই।

এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনো দুষ্টমসৎপথম্।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ॥ ৭

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্।
তস্মিন্ স্বস্তি[১]সমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ॥ ৮

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্॥ ৯

মনোঽচিরাৎ স্যাদ্ বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
বায়্বগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্॥ ১০

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্[২]।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥ ১১

যদা মনঃ স্বং বিরজং যোগেন সুসমাহিতম্।
কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ॥ ১২

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ১৩

লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌশেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্॥ ১৪

মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া।
পরার্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরম্॥ ১৫

কাঞ্চীগুণোল্লসচ্ছ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্ধনম্॥ ১৬

অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্বলোকনমস্কৃতম্।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্[৩]॥ ১৭

কীর্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্।
ধ্যায়েদ্দেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ॥ ১৮

কোনো একটি কেন্দ্রে প্রাণের সংস্থাপন, নিরন্তর শ্রীহরির লীলাচিন্তন ও চিত্তকে সমাহিত করা॥ ৬ ॥ এই সকল সাধন ও এতদ্ব্যতীত ব্রত-দানাদি অন্যান্য সাধনাদির দ্বারাও সতর্কভাবে প্রাণজয়ী বুদ্ধিদ্বারা কুপথে ধাবিত নিজের দুষ্টচিত্তকে ক্রমে ক্রমে একাগ্র করে পরমাত্মার ধ্যানে চিত্ত স্থির করবে॥ ৭ ॥

আসনসিদ্ধ যোগী তারপরে প্রাণায়াম অভ্যাসের জন্য পবিত্র স্থানে কুশমৃগচর্মাদিযুক্ত আসন স্থাপন করবে। তদুপরি স্বীয় শরীরকে ঋজু এবং স্থির রেখে সুখাসনে উপবেশন অভ্যাস করবে॥ ৮ ॥ শুরুতে পূরক, কুম্ভক ও রেচকক্রমে অথবা বিপরীতভাবে রেচক, কুম্ভক ও পূরকের দ্বারা প্রাণবায়ুর সঞ্চারপথ এমনভাবে শোধন করতে হবে যাতে চিত্ত স্থির ও নিশ্চল হয়ে যায়॥ ৯ ॥

বায়ু ও প্রদীপ্ত অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত সুবর্ণ যেমন তার মালিন্য (খাদ) পরিত্যাগ করে সেইরকম যে যোগী প্রাণবায়ুকে জয় করতে পারেন, তার চিত্ত শীঘ্রই শুদ্ধ হয়ে যায়॥ ১০ ॥ প্রাণায়াম দ্বারা বাত-পিত্তাদিজনিত দোষ, ধারণা (পরমাত্মাতে মনের ধারণা) দ্বারা পাপসমূহ, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সংসর্গ এবং ধ্যানের দ্বারা ভগবদ্বিমুখকারী রাগ-দ্বেষাদি দোষসমূহকে যোগী দগ্ধ করবে অর্থাৎ বিনষ্ট করবে॥ ১১ ॥ যোগাভ্যাস করতে করতে চিত্ত যখন নির্মল ও স্থির হবে তখন নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যোগী ভগবানের মূর্তি ধ্যান করবে॥ ১২ ॥

ভগবানের বদনকমল আনন্দে প্রফুল্ল, লোচনদ্বয় পদ্মগর্ভের মতো রক্তাভ, শরীর নীলোৎপলদলশ্যাম, হাতে শঙ্খ, চক্র, ও গদা ধারণ করে আছেন॥ ১৩ ॥ পরিধানে পদ্মকেশরের মতো পীতবর্ণ রেশমী বস্ত্র (কৌশেয় বসন) শোভিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং কণ্ঠে দীপ্তিমান কৌস্তুভমণি বিরাজমান॥ ১৪ ॥ তাঁর গলায় মদমত্তভ্রমর-গুঞ্জিত বনমালা চরণ পর্যন্ত প্রলম্বিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মহামূল্য হার, কঙ্কণ, কিরীট, অঙ্গদ ও নূপুরাদি আভরণ ভূষিত॥ ১৫ ॥ নিতম্বদেশ চন্দ্রহারের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, ভক্তগণের হৃদয়পদ্মই তাঁর আসন, তাঁর দর্শনীয় শ্যামসুন্দর মূর্তিখানি প্রশান্ত এবং নয়নমনের আনন্দবর্ধক॥ ১৬ ॥ অতি মনোহর কিশোরমূর্তি ভক্তগণের প্রতি কৃপা-বর্ষণের জন্য সর্বদাই ব্যগ্র, সর্বদা সৌম্যদর্শন ও সর্বলোক-বন্দিত॥ ১৭ ॥ তাঁর পবিত্র যশোগাথা পরম কীর্তনীয়, মহারাজ বলি প্রমুখ

[১]প্রা.পা.—স্বস্তিকমাসী.। [২]প্রা.পা.—যম্। [৩]প্রা.পা.—ভূত্যা.।

স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্।
প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা॥ ১৯
তস্মিঁল্লব্ধপদং চিত্তং সর্বাবয়বসংস্থিতম্।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুজ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ॥ ২০
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং
বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহলাঞ্ছনাঢ্যম্।
উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখচক্রবাল-
জ্যোৎস্নাভিরাহতমহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্॥ ২১
যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্॥ ২২
জানুদ্বয়ং[১] জলজলোচনয়া জনন্যা
লক্ষ্ম্যাখিলস্য সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ।
ঊর্বোর্নিধায় করপল্লবরোচিষা যৎ
সংলালিতং হৃদি বিভোরভবস্য কুর্যাৎ॥ ২৩
ঊরূ সুপর্ণভুজয়োরধিশোভমানা-
বোজোনিধী অতসিকাকুসুমাবভাসৌ।
ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্তমান-
কাঞ্চীকলাপপরিরম্ভি নিতম্ববিম্বম্॥ ২৪
নাভিহ্রদং ভুবনকোশগুহোদরস্থং
যত্রাত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্।
ব্যূঢং হরিন্মণিবৃষস্তনয়োরমুষ্য[২]
ধ্যায়েদ্ দ্বয়ং বিশদহারময়ূখগৌরম্॥ ২৫
বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ
পুংসাং মনোনয়ননির্বৃতিমাদধানম্।
কণ্ঠং চ কৌস্তুভমণেরধিভূষণার্থং
কুর্যান্মনস্যখিললোকনমস্কৃতস্য॥ ২৬

যশস্বিগণেরও যশোবর্ধক। এইরকম যতক্ষণ মনে বিক্ষেপ না আসে সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন সেই শ্রীনারায়ণদেবের নিবিষ্ট মনে ধ্যান করবে॥ ১৮॥ শ্রীভগবানের সমস্ত লীলাই অপূর্ব দর্শনীয়; সুতরাং নিজের পছন্দমতো যে কোনো মুদ্রায় অবস্থিত, চলমান, উপবিষ্ট, শয়ান অথবা অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে স্থিত, যে কোনো রূপেই হোক, ভাবশুদ্ধচিত্তে তাঁর ধ্যান করবে॥ ১৯ ॥ এইভাবে উপরোল্লিখিতরূপ শ্রীভগবানে চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হলে মননশীল যোগী ভগবানের এক এক অঙ্গে চিত্তকে বিশেষরূপে লক্ষ্যাবদ্ধ করবেন॥ ২০

সর্বাগ্রে ভগবানের চরণকমলের ধ্যান করবে। সেই চরণকমল বজ্র, অঙ্কুশ, ধবজ ও মঙ্গলময় পদ্মচিহ্নযুক্ত; সমুন্নত রক্তবর্ণকান্তিশালী নখমণ্ডলের প্রভায় ধ্যানকারীর হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হয়॥ ২১ ॥ তাঁর পদপ্রক্ষালনে তরঙ্গিনী-শ্রেষ্ঠা গঙ্গার উৎপত্তি, সেই গঙ্গার পবিত্র বারি মস্তকে ধারণ করে মঙ্গলময় শংকর আরও মঙ্গলময় হয়েছেন। সেই শ্রীচরণ, যিনি ধ্যান করেন তাঁর হৃদয়স্থিত পাপরাশিরূপ পর্বতের ওপর ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রের মতো তা পতিত হয়ে তাকে ধবংস করে ফেলে। ভগবানের সেই পাদপদ্মের ধ্যান সারা জীবন ধরে করবে॥ ২২ ॥

ভবভয়হারী জন্মরহিত শ্রীহরির জানুদ্বয়ের ধ্যান করবে। এই জানু দুটি বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মার জননী সুরবন্দিতা কমললোচনা লক্ষ্মীদেবী স্বীয় উরুর ওপর রেখে নিজের পল্লবতুল্য-কান্তিসম্পন্ন কর দুটির দ্বারা সম্যকরূপে সেবা করে থাকেন॥ ২৩ ॥ গরুড়ের স্কন্ধদেশে শোভমান অপরিমিত বলের আধার এবং অতসীফুলের মতো নীলবর্ণ ভগবানের উরুযুগলের ধ্যান করবে। পরে ভগবানের আগুল্ফলম্বিত পীতবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত চন্দ্রহারশোভিত নিতম্বদেশের ধ্যান করবে॥ ২৪ ॥

সমগ্র ভুবনের আশ্রয়স্থান ভগবানের উদরদেশে অবস্থিত তাঁর নাভিহ্রদের ধ্যান করবে; এইখান থেকেই ব্রহ্মার অধিষ্ঠানস্থান লোকাধার পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল। তারপর মরকতমণিসদৃশ ভগবানের স্তনদুটির ধ্যান করবে। এই স্তনদ্বয় বুকের ওপর প্রলম্বিত শুভ্র হারের কিরণচ্ছটায় গৌরবর্ণ দেখায়॥ ২৫ ॥ এরপর ধ্যান করবে পুরুষোত্তম ভগবানের বক্ষদেশের যে বক্ষঃস্থলে নিবাস করেন মহালক্ষ্মী, যে বক্ষঃস্থল উপাসকদের মন ও নয়নের আনন্দ-

[১]প্রাচীন বইয়ে 'জানুদ্বয়ং........' থেকে '......... কুর্যাৎ' পর্যন্ত পুরো একটি শ্লোক মূলে নেই, টিপ্পনীতে লেখা আছে।
[২]প্রা.পা.—মণিদৃশষ্ঠ.।

বাহূংশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্তনেন
নির্ণিক্তবাহুবলয়ানধিলোকপালান্।
সঞ্চিন্তয়েদ্দশশতারমসহ্যতেজঃ
শঙ্খং চ তৎ করসরোরুহরাজহংসম্[1]॥ ২৭

কৌমোদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত
দিগ্ধামরাতিভটশোণিতকর্দমেন।
মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং
চৈত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে॥ ২৮

ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ[2] গৃহীতমূর্তেঃ
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন
বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্॥ ২৯

যচ্ছ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিসেব্যমানং
ভূত্যা স্বয়া কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টম্।
মীনদ্বয়াশ্রয়মধিক্ষিপদব্জনেত্রং
ধ্যায়েন্মনোময়মতন্দ্রিত উল্লসদ্ভ্রু॥ ৩০

তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর-
তাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং
ধ্যায়েচ্চিরং বিপুলভাবনয়া গুহায়াম্॥ ৩১

হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্র-
শোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্।
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য
ভ্রূমণ্ডলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য॥ ৩২

বর্ধক। তারপর সর্বলোকের আদরণীয় এবং কৌস্তুভ-মণিকেও সুশোভিত করছে যে কণ্ঠদেশ, সেই কণ্ঠদেশের ধ্যান করবে॥ ২৬ ॥

অনন্তর সমুদ্রমন্থনের সময় মন্দরগিরির ঘূর্ণনে যে সকল বাহুস্থিত বালা কঙ্কণাদি আভূষণগুলি অত্যধিক উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং সমস্ত লোকপালগণ যে সব বাহুতে সর্বদা আশ্রিত রয়েছেন ভগবানের সেই বাহুচতুষ্টয়ের ধ্যান করবে। সাথে সাথে দুঃসহ তেজঃশালী সহস্রারযুক্ত সুদর্শন চক্র আর তাঁর করকমলে ধৃত রাজহংসের মতো শঙ্খের ধ্যান করবে॥ ২৭ ॥ তারপর ভগবানের প্রিয়তম, শত্রুসৈন্যের রক্তপঙ্কে লিপ্ত, কৌমোদকী গদা, অলিকুলের গুঞ্জনে মুখরিত ভগবানের গললগ্ন বনমালা এবং জীবের নির্মলতত্ত্বস্বরূপ কৌস্তুভমণির ধ্যান করবে* ॥ ২৮ ॥ ভক্ত-জনের প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধিতে যিনি এই জগতে সাকাররূপ ধারণ করেন সেই শ্রীভগবানের উন্নত নাসিকা সমন্বিত অত্যুজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ের কম্পনহেতু উদ্ভাসিত কপোলদেশসমন্বিত বদনমণ্ডলের ধ্যান করবে॥ ২৯ ॥ কুটিল-কেশরাশি-পরিব্যাপ্ত ভগবানের মুখমণ্ডল স্বীয় কান্তিতে ভ্রমরাবলী সেবিত পদ্মকোশকেও তিরস্কৃত করেছে এবং সেই মুখে কমলসদৃশ বিশাল এবং চঞ্চল নেত্রদ্বয়ের শোভা সেই পদ্মকোশে পরিনৃত্যপর মৎস্যদ্বয়ের শোভাকেও হার মানিয়েছে। উন্নত ভ্রূযুগল সুশোভিত ভগবানের এইরকম মনোরম মুখকমলকে মনের মধ্যে চিন্তা করে অনলসচিত্তে তার ধ্যান করবে॥ ৩০ ॥

ভগবান ঘোরতর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ উপশমের নিমিত্ত ভক্তজনের প্রতি কৃপা করে প্রকটমূর্তি ধারণ করেন এবং সুকোমল দৃষ্টিতে অবলোকন করেন—যে দৃষ্টি সস্নেহ মধুর হাস্যে সুশোভিত ও অতুল অনুগ্রহ-সমন্বিত, যোগী ভগবানের সেই দৃষ্টি অন্তঃকরণে নিরন্তর দীর্ঘকাল ধ্যান করবে॥ ৩১ ॥ শ্রীহরির অত্যন্ত উদার হাসি প্রণতজনের তীব্রতম শোকাশ্রুসাগরকে শুষ্ক করে দেয়। মুনিগণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে কামদেবকে সম্মোহিত করার জন্যই নিজ মায়াশক্তিদ্বারা নিজ ভ্রূমণ্ডল রচনা করেছেন—যোগী

[1]প্রাচীন বইয়ে চিহ্নিত '১' থেকে '২' পর্যন্ত মধ্যের অংশ মূলে খণ্ডন করা হয়েছে, টিপ্পনীতে লেখা আছে।
[2]প্রা.পা.—বিতত.।

*আত্মানমস্য জগতো নির্লেপম-গুণামলম্। বিভর্তি কৌস্তুভমণিং স্বরূপং ভগবান্ হরিঃ। (অর্থাৎ জগতের নির্লেপ, নির্গুণ, নির্মল তথা স্বরূপভূত আত্মাকে কৌস্তুভমণিরূপে ভগবান ধারণ করেন।)

ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরোষ্ঠ-[১]
ভাসারুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপঙ্ক্তি।
ধ্যায়েৎ স্বদেহকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণো-
র্ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেৎ॥ ৩৩

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্‌ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥ ৩৪

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্বিষয়ং বিরক্তং
নির্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ॥ ৩৫

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ॥ ৩৬

দেহং চ[২] তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং[৩]
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥ ৩৭

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ॥ ৩৮

সেই ভ্রমগুলের ধ্যান করবে॥ ৩২ ॥ প্রেমবিগলিত ভক্তিসহকারে নিজ হৃদয়া-ভ্যন্তরে বিরাজমান শ্রীহরির উচ্চহাস্য ধ্যান করবে। সেই হাসির সময় তাঁর অধরের অত্যধিক রক্তবর্ণ আভায় কুন্দকুসুমতুল্য শুভ্র সূক্ষ্ম দন্তপঙ্‌ক্তি অনুরঞ্জিত হওয়ায় সহজেই ধ্যানযোগ্য। এইরূপে ধ্যানে তন্ময় হয়ে তখন অপর কোনো বস্তুরই দর্শনের ইচ্ছা করবে না॥ ৩৩ ॥

এইভাবে ধ্যানাভ্যাস করতে করতে শ্রীহরির প্রতি প্রেমের স্ফুরণে সাধকের হৃদয় ভক্তিতে দ্রবীভূত হয়ে যায়, আনন্দাতিশয্যে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে, ঔৎসুক্যনিবন্ধন অশ্রুজলে প্লাবিত দেহ হয়ে আনন্দসাগরে অবগাহন করে এবং শেষ পর্যন্ত মাছধরা বড়শির মতো শ্রীহরিকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার উপায় স্বরূপ স্বীয় চিত্তকেও ধীরে ধীরে ধ্যেয় বস্তুর থেকে বিমুক্ত করে নেয়॥ ৩৪ ॥ তৈলাদির নিঃশেষিত অবস্থায় দীপশিখা যেমন নিজ কারণরূপ তেজস্তত্ত্বে লীন হয়ে যায়, তেমনই আশ্রয়, বিষয় ও রাগ থেকে মুক্ত হয়ে মন শান্ত—ব্রহ্মাকার হয়ে যায়। এই অবস্থালাভের পরে জীব গুণপ্রবাহরূপ দেহাদি উপাধি থেকে নিবৃত্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ধ্যাতা, ধ্যেয় ইত্যাদি বিভাগরহিত এক অখণ্ড পরমাত্মাকেই সর্বত্র অনুগতরূপে দর্শন করে থাকে॥ ৩৫ ॥ উপরোক্ত যোগাভ্যাসের ফলে প্রাপ্ত মনের চরম নিবৃত্তির দরুণ পরমাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করে সুখ দুঃখের অতীত হয়ে পূর্বে যে সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্বকে অজ্ঞানবশত নিজের ওপরে আরোপ করত, সেটি অবিদ্যাজনিত অহংকারেরই ধর্ম বলে তখন বুঝতে পারে॥ ৩৬ ॥ মদিরা মদে অন্ধ মানুষের যেমন নিজের পরনের কাপড় শরীরে আছে না নেই সেই জ্ঞানও থাকে না তেমনই সিদ্ধযোগী যেহেতু চৈতন্যমাত্রে পর্যবসিত তাই নিজের শরীরের ওঠা-বসা, যাওয়া-আসা এই সবের কিছুমাত্র জ্ঞান তার থাকে না, কারণ তিনি সর্বদাই পরমানন্দময় স্বরূপে স্থিত থাকেন॥ ৩৭ ॥ তাঁর শরীর প্রাক্তন সংস্কারের অধীন, সুতরাং যতদিন তার সেই দেহারম্ভক (প্রারব্ধ) কর্ম বর্তমান থাকে ততদিন পর্যন্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত দৈবাধীন হয়ে জীবিত থাকে ; কিন্তু যে যোগী প্রকৃষ্ট সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁর

[১]প্রা.পা.—বহলা.। [২]প্রা.পা.—তু। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'দৈববশা.' থেকে ৩৯ শ্লোকের 'নাভিমতা.' পর্যন্ত অংশ মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে।

যথা পুত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ পৃথঙ্‌মর্ত্যঃ প্রতীয়তে।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্দেহাদেঃ পুরুষস্তথা॥ ৩৯

যথোল্মুকাদ্‌বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্‌যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥ ৪০

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৪১

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্॥ ৪২

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাত্তথাহত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ॥ ৪৩

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্।
দুর্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে॥ ৪৪

পরমাত্মতত্ত্বের প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয়েছে, সেই যোগীপুরুষ পুত্রকলত্রাদিসহ স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদির মতো এই দেহকেও আর স্বীকার করেন না—ওই দেহাদির প্রতি আর 'আমি' 'আমার' জাতীয় অভিমান তাঁর থাকে না॥ ৩৮ ॥

অত্যধিক স্নেহবশত পুত্র এবং বিত্তের প্রতিও সাধারণ লোকের আত্মবুদ্ধি থাকলেও একটু ভেবে দেখলেই এগুলি স্পষ্টই পৃথক বলে মনে হয়, সেইরকম দেহাদিতে 'আত্মা' বলে অভিমান থাকলেও সাক্ষী পুরুষ স্পষ্টই ভিন্ন॥ ৩৯ ॥ জ্বলন্ত কাঠ থেকে, স্ফুলিঙ্গ থেকে, স্বয়ং অগ্নির থেকে নির্গত ধোঁয়া থেকে এমন কী জ্বলন্ত কাঠ থেকেও অগ্নি যেমন বাস্তবে পৃথকই বটে—সেইরকম ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—এই সবই জীবাত্মা বলে অভিমান হলেও এই সব থেকে জীবাত্মা পৃথক ; জীবাত্মা থেকেও ব্রহ্ম পৃথক এবং প্রকৃতির নিয়ন্তা পুরুষোত্তমও প্রকৃতি থেকে বাস্তবে পৃথক॥ ৪০-৪১ ॥ দেহদৃষ্টিতে যেমন জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—চারপ্রকার জীব আসলে পঞ্চভূতেরই সমষ্টিমাত্র, ঠিক সেইরকম সমস্ত জীবের মধ্যে আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে সমুদয় জীবকে অনন্যভাবে, অভিন্নভাবে অবলোকন করবে॥ ৪২ ॥ অগ্নি যেমন বাস্তবে এক হয়েও নিজের উৎপত্তি স্থান কাঠের হ্রস্বতা, দীর্ঘতা, শুষ্কতা, আর্দ্রতা প্রভৃতি গুণবৈষম্যহেতু নানারূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরকম দেব-মনুষ্যাদি আশ্রিত আত্মাও এক হয়েও তাঁর আশ্রয়স্থল দেহাদির গুণবৈষম্যহেতু ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন॥৪৩ ॥ অতএব ভগবদ্‌ভক্ত জীবের স্বরূপ আবরণকারী কার্যকারণরূপ পরিণাম প্রাপ্ত ভগবানের এই অচিন্ত্য শক্তিময়ী মায়াকে, ভগবৎকৃপায় জয় করে নিজের আসল স্বরূপ—ব্রহ্মরূপে অবস্থান করতে সমর্থ হন॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়ে[১]
সাধনানুষ্ঠানং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের
কপিলের সাধনানুষ্ঠান নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ২৮ ॥

---

[১]প্রাচীন বইয়ে 'কাপিলেয়ে সাধনানুষ্ঠানং নাম' এই অংশ নেই।

অথ উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ ও কালের মহিমা

দেবহূতিরুবাচ

লক্ষণং মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ।
স্বরূপং লক্ষ্যতেঽমীষাং যেন তৎ পারমার্থিকম্॥ ১
যথা সাংখ্যেষু কথিতং যন্মূলং তৎ প্রচক্ষতে।
ভক্তিযোগস্য মে মার্গং ব্রূহি বিস্তরশঃ[১] প্রভো॥ ২
বিরাগো যেন পুরুষো ভগবন্ সর্বতো ভবেৎ।
আচক্ষ্ব জীবলোকস্য বিবিধা মম সংসৃতীঃ॥ ৩
কালস্যেশ্বররূপস্য পরেষাং চ পরস্য তে।
স্বরূপং বত কুর্বন্তি যদ্ধেতোঃ কুশলং জনাঃ॥ ৪
লোকস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষ-
শ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে।
শ্রান্তস্য কর্মস্বনুবিদ্ধয়া ধিয়া
ত্বমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ॥ ৫

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি মাতুর্বচঃ শ্লক্ষ্ণং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ।
আবভাষে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীতস্তাং করুণার্দিতঃ॥ ৬

শ্রীভগবানুবাচ

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভামিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥ ৭
অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা[২]।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎ স তামসঃ॥ ৮
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা।
অর্চাদাবর্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥ ৯
কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥ ১০

দেবহূতি প্রশ্ন করলেন—হে প্রভু ! প্রকৃতি, পুরুষ ও মহত্তত্ত্বাদির যে সব লক্ষণ সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে এবং যে সব লক্ষণের দ্বারা তাদের বাস্তবিক স্বরূপ পরস্পর বিভক্তরূপে বুঝতে পারা যায়, আর সেই প্রসঙ্গে ভক্তিযোগের যে সকল প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে, তুমি সেই সব আমাকে বলেছ। এখন অনুগ্রহ করে ভক্তিযোগের পন্থা বিস্তারিতভাবে বলো॥ ১-২ ॥ এছাড়া, জীবের জন্মমরণরূপ বিভিন্ন গতির বিবরণও আমাকে বলো, যে বিবরণ শুনলে জীবের সংসারের আসক্তি থেকে পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ হয়॥ ৩ ॥ যাঁর ভয়ে মানুষ শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে এবং যিনি ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্তা, সেই সর্বশক্তিমান কালের স্বরূপ কী, তাও আমাকে বল॥ ৪ ॥ অনাদি অজ্ঞানবশত জ্ঞানদৃষ্টি লুপ্ত বা আবৃত হওয়ার ফলে যারা দেহাদি মিথ্যা বস্তুতে 'অহং' জ্ঞানপরায়ণ এবং কাম্যকর্মসমূহে আসক্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে অপার সংসারে দীর্ঘকাল যাবৎ নিমগ্ন, তাদের অজ্ঞানান্ধকার নিবারণ করবার জন্য যোগপ্রকাশক সূর্যের মতো তুমি আবির্ভূত হয়েছ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর ! মহামুনি কপিল মায়ের এই মনোহর বাক্য শুনে তার প্রশংসা করে জীবের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্তে প্রসন্নমনে তাঁকে বলতে লাগলেন॥ ৬ ॥

ভগবান শ্রীকপিল বললেন—হে মাতা ! সাধকের ভাব অনুসারে ভক্তিযোগের অনেক রকম প্রকাশ, কারণ স্বভাব এবং গুণের ভেদানুসারে মানুষের ভাবের মধ্যেও বিভিন্নতা থাকে॥ ৭ ॥ ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন যে ক্রোধী ব্যক্তি মনের মধ্যে হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্যভাব নিয়ে আমার প্রতি ভক্তিমান হয় সে আমার তামস ভক্ত॥ ৮ ॥ যে মানুষ যশ, ঐশ্বর্য, বিষয়াদির কামনাবশত প্রতিমা ইত্যাদির মধ্যে ভেদবুদ্ধি নিয়ে আমার অর্চনা করে সে রাজসিক ভক্ত॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তি পাপক্ষয় করার জন্য, পরমাত্মাকে কর্মফল সমর্পণের

[১]প্রা.পা.—রতঃ। [২]প্রা.পা.—চ।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে[১]।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ১১

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। ১২

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ১৩

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৪

নিষেবিতেনানিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥ ১৫

মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥ ১৬

মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥ ১৭

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্তনাচ্চ মে।
আর্জবেনার্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥ ১৮

মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥ ১৯

যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে[২] গন্ধ আশয়াৎ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ॥ ২০

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥ ২১

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ২২

উদ্দেশ্য নিয়ে এবং পূজা করা কর্তব্য এই বুদ্ধিতে ভেদভাব নিয়ে আমার অর্চনা করে, সে সাত্ত্বিক ভক্ত॥ ১০ ॥ গঙ্গার জল যেমন অবিচ্ছিন্ন গতিতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় সেইরকম আমার গুণাবলী শ্রবণমাত্রই সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম আমার প্রতি অবিচ্ছিন্ন গতিতে তৈলধারাবৎ মনের যে গতি এবং নিষ্কাম ও অনন্য প্রেমের সঞ্চার—একে নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলা হয়॥ ১১-১২॥ এইরকম নিষ্কাম ভক্ত আমার সেবা ছেড়ে সালোক্য (ভগবানের নিত্যধামে নিবাস), সার্ষ্টি (ভগবানের সমান ঐশ্বর্যভোগ), সামীপ্য (ভগবানের নিকটবর্তিত্ব), সারূপ্য (ভগবানের সমান রূপ প্রাপ্তি), এবং সাযুজ্য (ভগবানের সাথে একাত্মতা লাভ) মোক্ষ পর্যন্ত দিতে চাইলেও গ্রহণ করেন না॥ ১৩ ॥ ভগবৎ সেবার জন্য মুক্তিকেও অস্বীকার করা এই ভক্তিযোগই হল পুরুষার্থ অথবা সাধ্য। এই যোগের দ্বারা মানুষ ত্রিগুণজনিত সংসারবন্ধন অতিক্রম করে আমার ভাব—আমার প্রেমরূপ অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়॥ ১৪ ॥

নিষ্কামভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক সর্বদা স্বীয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্যপালন, নিত্যদিন হিংসাবিরহিত উত্তম ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান, আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শ, পূজা, স্তব ও বন্দনা এবং সর্বভূতে অবস্থিত আমার চিন্তা, ধৈর্য ও বৈরাগ্য অবলম্বন, সাধুজনের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন, দীনজনে দয়া প্রদর্শন, সমকক্ষ ব্যক্তির প্রতি সখ্যভাব, যম নিয়মাদির পালন, অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ, উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম-সংকীর্তন, সরলতা, সাধুপুরুষের সঙ্গ ও নিরহংকারী হয়ে ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান—এইসবের দ্বারা ভক্তপুরুষের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে আমার গুণ শ্রবণমাত্রই তৎক্ষণাৎ আমাতে লগ্ন হয়ে যায় ॥ ১৫-১৯ ॥

বায়ুকর্তৃক প্রবাহিত হয়ে গন্ধ যেমন তার উৎপত্তিস্থান পুষ্পাদি থেকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পর্যন্ত পৌঁছে যায় তেমনি ভক্তিযোগপরায়ণ রাগদ্বেষাদিবিকাররহিত চিত্ত পরমাত্মাকে লাভ করে থাকে॥ ২০ ॥ আমি আত্মারূপে সর্বদাই সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থিত ; তাই যে মানুষ সর্বাত্মা আমাকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন না করে কেবল প্রতিমাতেই আমার পূজা করে তার সেই পূজা কেবল বিড়ম্বনামাত্র॥ ২১ ॥ আমি সর্বাত্মা, পরমেশ্বর, সর্বভূতে অবস্থিত, তথাপি যে মোহবশে আমাকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র প্রতিমা পূজায় ব্যাপৃত থাকে, সে তো

[১]প্রা.পা.—গুণাশয়ে। [২]প্রা.পা.—মাভুঙ্‌ক্তে।

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৩

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে[১]।
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥ ২৪

অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্[২]॥ ২৫

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥ ২৬

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ ২৭

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥ ২৮

তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥ ২৯

রূপভেদবিদস্তত্র[৩] ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ[৪]॥ ৩০

ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ॥ ৩১

অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ॥ ৩২

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সন্ন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ॥ ৩৩

কেবল ভস্মেই ঘৃতাহুতি দেয়॥ ২২ ॥ যে ভেদদর্শী ও অভিমানী ব্যক্তি অপরের সঙ্গে শত্রুতা করে এবং তার ফলে সেই শরীরে অবস্থিত আমাকেই দ্বেষ করে, তার মন কখনো শান্তিলাভ করে না॥ ২৩ ॥ হে মাতা! যে ব্যক্তি প্রাণিগণের অবমাননা করে, সে নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপচারে পূজা করলেও আমি সন্তুষ্ট হই না॥ ২৪ ॥ মানুষের উচিত স্বধর্ম অনুষ্ঠানে নিরত থেকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে মূর্তিআদিকে পূজা করতে থাকা যতক্ষণ না সে নিজ হৃদয়ে এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাকে অনুভব করে॥ ২৫ ॥ যে মানুষ আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য করে, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ আমি ঘোরতর ভয় বিধান করে থাকি॥ ২৬ ॥ অতএব সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত, সেই প্রাণীদেরই রূপে অবস্থিত পরমাত্মা আমাকে সমদৃষ্টি ও মৈত্রীভাবে যথাযোগ্য দান, মান, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার এবং সমদৃষ্টি রেখে পূজা করা কর্তব্য॥ ২৭ ॥

হে মাতা! পাষাণাদি অচেতন থেকে বৃক্ষাদি সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ, এদের থেকে প্রাণবৃত্তিবিশিষ্টগণ শ্রেষ্ঠ, এদের থেকে মনযুক্তপ্রাণী শ্রেষ্ঠ, মনযুক্ত থেকে তৎসহ ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত প্রাণী শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত প্রাণীদের মধ্যেও কেবল স্পর্শজ্ঞানযুক্ত প্রাণীদের তুলনায় রসজ্ঞানী মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ। আবার রসজ্ঞানী অপেক্ষা গন্ধজ্ঞানী ভ্রমর শ্রেষ্ঠ এবং গন্ধজ্ঞানীদের অপেক্ষায় শব্দজ্ঞানী সর্পাদি শ্রেষ্ঠ॥ ২৮-২৯ ॥ শব্দবিৎ সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদজ্ঞানী কাক ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ আর কাক প্রভৃতির চেয়ে ওপর নীচে দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট প্রাণী শ্রেষ্ঠ। তাদের মধ্যেও বহুপদবিশিষ্ট প্রাণী শ্রেষ্ঠ, বহুপদবিশিষ্ট প্রাণীর চেয়ে চতুষ্পদবিশিষ্ট এবং চতুষ্পদীদের চেয়ে দ্বিপদ প্রাণী মানুষ শ্রেষ্ঠ॥ ৩০ ॥ সেই মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারবর্ণ শ্রেষ্ঠ, চারবর্ণের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ এবং বেদজ্ঞদের মধ্যে বেদার্থবিৎ শ্রেষ্ঠ॥ ৩১ ॥ বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংশয়চ্ছেদনকারী মীমাংসক শ্রেষ্ঠ, তার থেকে স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ, তার থেকেও বিষয়াসক্তিহীন নিষ্কাম ধর্মাচরণকারী শ্রেষ্ঠ॥ ৩২ ॥ সাধারণ নিষ্কাম ব্যক্তি অপেক্ষা যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কর্ম এবং সেই কর্মের ফল এবং নিজের দেহও আমাকেই সমর্পণ করে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে আমার

[১]প্রা.পা.—ক্রিয়োৎপত্তেশ্চ মানিনি। [২]প্রা.পা.—ভূতেষ্বপি স্থিতম্। [৩]প্রা.পা.—বিদস্তেভ্যস্তশ্চোভয়বেদিনঃ। [৪]প্রা.পা.—পাদাস্ততো।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্‌বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ ৩৪

ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ।
যয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ॥ ৩৫

এতদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
পরং প্রধানং পুরুষং দৈবং কর্মবিচেষ্টিতম্॥ ৩৬

রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে।
ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্॥ ৩৭

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ[1]।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ॥ ৩৮

ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ।
আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তং জনমন্তকৃৎ॥ ৩৯

যদ্ভয়াদ্‌বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়াদ্‌বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ॥ ৪০

যদ্‌বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ।
স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্নন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ ৪১

স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ।
অগ্নিরিন্ধে সগিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ॥ ৪২

নভো দদাতি শ্বসতাং পদং[2] যন্নিয়মাদদঃ।
লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্॥ ৪৩

গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ।
বর্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্॥ ৪৪

উপাসনা করে সে শ্রেষ্ঠ। এইভাবে আমাতে অর্পিত চিত্ত, আমাতেই কর্ম ও কর্মফল সমর্পণকারী কর্তৃত্বাভিমানশূন্য সমদর্শী ব্যক্তির চেয়ে আর কোনো জীবই আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বলে বোধ হয় না॥ ৩৩ ॥ অতএব জীবরূপ নিজ অংশে সাক্ষাৎ ভগবানই সবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছেন এরূপ বুঝে সমস্ত প্রাণিবর্গকে বিশেষ সম্মান সহকারে মনে মনে প্রণাম করবে॥ ৩৪ ॥

হে মাতা! আমি তোমার কাছে ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ বর্ণনা করলাম। এই দুয়ের মধ্যে যে কোনো একটির সাধন করলেই জীব পরমপুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে॥ ৩৫ ॥ ভগবান পরমাত্মা পরব্রহ্মের অদ্ভুত প্রভাবসম্পন্ন তথা জাগতিক পদার্থসমূহের নানাবিধ বৈচিত্র্যের হেতুভূত স্বরূপবিশেষই 'কাল' নামে খ্যাত। প্রকৃতি এবং পুরুষ এঁর রূপ আবার ইনি এদের থেকে পৃথকও বটে। নানাবিধ কর্মের মূলীভূত অদৃষ্টস্বরূপও ইনিই। মহত্তত্ত্বাদির অভিমানী ভেদদর্শী জীবগণ এঁর থেকেই সর্বদা ভীত হয়ে থাকে॥ ৩৬-৩৭ ॥ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়স্বরূপ কাল সমস্ত প্রাণিবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ভূতাদির দ্বারাই তাদের সংহার করেন। এই জগৎ শাসনকর্তা ব্রহ্মাদিরও প্রভু ভগবান কালই যজ্ঞফলদাতা বিষ্ণু॥ ৩৮ ॥ কালের কাছে কেউই প্রিয় নয়, শত্রুও নয়, কেউ বান্ধবও নয়। তিনি সর্বদা সব কিছুর প্রতি সাবধানে লক্ষ্য রেখে থাকেন এবং নিজ স্বরূপভূত শ্রীভগবানকে বিস্মৃত হয়ে ভোগরূপ প্রমাদে পতিত প্রাণীদের আক্রমণ করে সংহার করেন॥ ৩৯ ॥ এই কালের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য উত্তাপ প্রদান করেন, ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন এবং এঁরই ভয়ে নক্ষত্রগণ দীপ্ত হচ্ছেন॥ ৪০ ॥ এঁর ভয়ে ভীত হয়েই ওষধিদের সাথে লতাবৃক্ষাদি নির্দিষ্ট সময়ে ফল-ফুল ধারণ করে॥ ৪১ ॥ এঁরই ভয়ে নদী প্রবাহিত হয়, সমুদ্র তার বেলাভূমি অতিক্রম করে না। এঁরই ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং পর্বতের সাথে পৃথিবী জলমগ্না না হয়ে অবস্থান করে॥ ৪২ ॥ এই কালের শাসনেই আকাশ প্রাণিগণের শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ ও নির্গমনের অবকাশ প্রদান করে এবং মহত্তত্ত্ব নিজ কার্য অহংকারকে সপ্ত আবরণযুক্ত সপ্ত ভুবন রূপে বিস্তার করে থাকে॥ ৪৩ ॥ এই কালেরই ভয়ে সত্ত্বাদি গুণের নিয়ন্তা বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণ যাদের অধীনে এই চরাচর বিশ্ব বর্তমান, নিজেদের জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্যে

[1]প্রা.পা.—রপ্য.। [2]প্রা.পা.—মার্গং যন্নিয়মাচ্চ যঃ।

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্মৃত্যুনান্তকম্॥ ৪৫

যুগে যুগে রত থাকেন॥ ৪৪ ॥ এই অবিনাশী কাল স্বয়ং অনাদি। কিন্তু সকলের আদিকর্তা (উৎপাদক), তথা স্বয়ং অনন্ত হয়েও অন্যের বিনাশকারী। ইনি পিতার দ্বারা পুত্রকে উৎপন্ন করে জগৎ সৃষ্টি করছেন আবার নিজের সংহারশক্তি মৃত্যু দ্বারা যমেরও মৃত্যুসাধন করে তাকে শেষ করে দেন॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে 'কাপিলেয়োপাখ্যানে'[১] ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে কপিলোপাখ্যানে ঊনত্রিশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

অথ ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ
ত্রিংশ অধ্যায়
দেহগেহাদিতে আসক্ত পুরুষের অধোগতি বর্ণন

কপিল উবাচ

তস্যৈতস্য জনো নূনং নায়ং বেদোরুবিক্রমম্।
কাল্যমানোঽপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ॥ ১

যং যমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সুখহেতবে।
তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমাঞ্ছোচতি যৎকৃতে॥ ২

যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্মতিঃ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি[২] চ॥ ৩

জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে॥ ৪

নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ॥ ৫

আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু।
নিরূঢমূলহৃদয় আত্মানং বহু মন্যতে॥ ৬

ভগবান কপিলদেব বললেন—হে মাতঃ ! বায়ুতাড়িত মেঘসমূহ যেমন বায়ুর বেগ বুঝতে পারে না, সেইরকম এই সংসারবদ্ধ জীবও শক্তিশালী কালের প্রভাবে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করে থাকে, কিন্তু কালের প্রবল পরাক্রম কিছুই জানতে পারে না॥ ১ ॥ সুখের অভিলাষে জীব যে সমস্ত জিনিস বহুকষ্টে সংগ্রহ করে, কাল ভগবান সেই সবই বিনষ্ট করেন, যার ফলে জীব আবার দুঃখ ভোগ করে থাকে॥ ২ ॥ এর কারণ হল মন্দ-বুদ্ধিজীব নিজের এই নশ্বর দেহ এবং তার সম্পর্কিত গৃহ, ক্ষেত্র, এবং ধনসম্পত্তিকে মোহবশত চিরস্থায়ী বলে মনে করে॥ ৩ ॥ এই সংসারে জীব যে যে যোনিতে জন্ম নেয় তাতেই সে তৃপ্তি অনুভব করে এবং বিন্দুমাত্রও বৈরাগ্য অনুভব করে না॥ ৪ ॥ শ্রীভগবানের মায়াতে জীব এতই মুগ্ধ হয়ে থাকে যে নরকে অবস্থান করেও বিষ্ঠা আদি ভোগসুখেই তৃপ্তি অনুভব করে এবং সেই সুখ আর ছাড়তে চায় না॥ ৫ ॥ মূর্খ জীব নিজের দেহ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, পশু, ধন ও বন্ধুবান্ধবে নিরতিশয় আসক্ত হয়ে নানাপ্রকার আকাঙ্ক্ষার জালে জড়িয়ে পড়ে এবং সেইসব স্ত্রীপুত্রকলত্র

[১]প্রাচীন বইয়ে 'কাপিলেয়োপাখ্যানে' এই অংশ নেই।

[২]প্রা.পা.—ক্ষেত্রধনানি চ।

সন্দহ্যমানসর্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ॥ ৭

আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীণামসতীনাং চ মায়য়া।
রহোরচিতয়ালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষিণাম্॥ ৮

গৃহেষু কূটধর্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী॥ ৯

অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্‌যাত্যধঃ স্বয়ম্॥ ১০

বার্তায়াং লুপ্যমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃ পুনঃ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্॥ ১১

কুটুম্বভরণাকল্পো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ[১]।
শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধ্যায়ঞ্ছ্বসিতি মূঢ়ধীঃ॥ ১২

এবং স্বভরণাকল্পং তৎকলত্রাদয়স্তথা।
নাদ্রিয়ন্তে যথাপূর্বং কীনাশা ইব গোজরম্॥ ১৩

তত্রাপ্যজাতনির্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ।
জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো[২] মরণাভিমুখো গৃহে॥ ১৪

আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্।
আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ॥ ১৫

বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িকঃ[৩]।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ[৪] কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে॥ ১৬

এবং ধনসম্পত্তি পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করে॥ ৬ ॥ এইসব পোষ্যদের ভরণপোষণের চিন্তায় তার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হতে থাকে, তবুও দুর্বাসনাদূষিত হৃদয়ে এদের জন্য কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই বিচার না করে নানাপ্রকার পাপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়॥ ৭ ॥ গোপন মিলনের সময়ে অসতী স্ত্রীলোকের ছলনাপূর্ণ প্রেমাভিনয়ে অথবা বালকদের আধ আধ মিষ্টি মধুর কথায় মন এবং ইন্দ্রিয় আসক্ত হওয়াতে গৃহী পুরুষ এদের দুঃখকষ্ট দূর করার চেষ্টায় দুঃখপ্রধান কপটতাপূর্ণ কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। সেই অবস্থায় অতীব প্রযত্নের ফলে যদি তাদের কোনো কষ্টের প্রতিকার করতে সমর্থ হয় তবে তাতেই নিজেকে অত্যন্ত সুখী মনে করে॥ ৮-৯ ॥ গুরুতর হিংসাবৃত্তির সাহায্যে বিভিন্ন স্থান থেকে ধনার্জন করে সে এই সব পরিজনবর্গের ভরণপোষণ করে যার ফলে তার অধোগতিই লাভ হয়। তাদের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য দিয়ে সে নিজের উদর পূর্তি করে॥ ১০ ॥ বার বার প্রচেষ্টা করেও যখন কোনো নির্দিষ্ট জীবিকায় স্থির হতে পারে না তখন লোভের বশীভূত হয়ে সে পরের ধন গ্রহণ করতে অভিলাষী হয়॥ ১১ ॥ সেই হতভাগ্য যখন বিফলপ্রযত্ন হয়ে নির্ধন হয়ে আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণে অসমর্থ হয়ে পড়ে, তখন অত্যন্ত দীন ও চিন্তাকুল হয়ে দুর্ভাবনায় সে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে॥ ১২ ॥

কৃপণ কৃষক যেমন বৃদ্ধ বলদকে উপেক্ষা করে তেমনই মানুষ যখন আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণে অসমর্থ হয়, তখন তারা আর তাকে আগের মতো আদর যত্ন করে না॥ ১৩ ॥ তবুও সংসারের প্রতি তার আকর্ষণ দূর হয় না। আগে সে যাদের পোষণ করেছে এখন তাদের দ্বারাই সে পালিত হতে থাকে। বার্ধক্যের প্রভাবে তার রূপলাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়, শরীর রোগাক্রান্ত হয়, পরিপাক শক্তি কমে যায়, সামান্য খাবারও খেতে পারে না, কর্মক্ষমতা কমে আসে। মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে সে ঘরে পড়ে থাকে, স্ত্রীপুত্রাদিরা অতি অবজ্ঞা সহকারে যা খেতে দেয় কুকুরের মতো সেই কদন্ন ভোজন করে কোনো রকমে বেঁচে থাকে॥ ১৪-১৫ ॥ মৃত্যু নিকটবর্তী হলে বায়ুর উৎক্রমণের ফলে তার চক্ষুতারকা বহির্গতপ্রায় হয়, শিরাসমূহ কফের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যায়, শ্বাসগ্রহণ ও কাসির সময় অত্যন্ত কষ্ট শুরু হয় এবং কফ বৃদ্ধি হওয়াতে গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হতে থাকে॥ ১৬ ॥

[১]প্রা.পা.—বৃথাশ্রমঃ। [২]প্রা.পা.—জরয়া জাত.। [৩]প্রা.পা.—নাড়িনা। [৪]প্রা.পা.—যাসকণ্ঠো ঘু.।

শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ পরিবীতঃ[১] স্ববন্ধুভিঃ।
বাচ্যমানোঽপি ন ব্রূতে কালপাশবশং গতঃ॥ ১৭

কালপাশের বশবর্তী হয়ে শয্যাশায়ী সেই ব্যক্তি আত্মীয়-পরিজনে পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের দ্বারা সম্ভাষিত হয়েও কোনো উত্তর দিতে পারে না॥ ১৭ ॥

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ[২]।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ॥ ১৮

এইভাবে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম না করে শুধু পোষ্যবর্গের প্রতিপালনেই ব্যস্ত থাকে, সে ক্রন্দনরত পরিজনবর্গের মধ্যে গুরুতর দুঃখে অচেতন হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ১৮ ॥

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি॥ ১৯

এই সময়ে ক্রোধে আরক্ত লোচন ভয়ংকর দুই যমদূত তাকে নিয়ে যাবার জন্য এসে উপস্থিত হয়, তাদের দেখে সেই ব্যক্তি ভীতবিহ্বলতাবশত মলমূত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করে থাকে॥ ১৯ ॥

যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধ্বা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা॥ ২০

সেই যমদূতেরা তাকে যাতনাভোগোপযোগী দেহে আবদ্ধ করে, রাজপুরুষেরা যেমন অপরাধীকে বেঁধে নিয়ে যায় সেইরকমভাবে তার গলায় দড়ি বেঁধে বলপূর্বক যমলোকের দীর্ঘপথে টানতে টানতে নিয়ে যায়॥ ২০ ॥

তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জনৈর্জাতবেপথুঃ।
পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্॥ ২১

সেই যমদূতদের শাসনবাক্যে (তর্জনে) তার হৃদয় বিদীর্ণ হতে থাকে, ভয়ে আতঙ্কে সে কাঁপতে থাকে, পথিমধ্যে তাকে কুকুর দিয়ে দংশন করানো হয়। পূর্বের পাপের কথা স্মরণ করে সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে॥ ২১ ॥

ক্ষুত্তৃট্পরীতোঽর্কদবানলানিলৈঃ
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কশয়া চ তাড়িত-
শ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রমোদকে॥ ২২

ক্ষুধাতৃষ্ণা তাকে কাতর করে, সূর্যকিরণ, দাবানল এবং উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা সে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বিশ্রামস্থানশূন্য এবং জলশূন্য সেই তপ্তবালুকাময় পথে চলতে অসমর্থ হলেও, যমদূতদের দ্বারা পিঠে তীব্র কশাঘাতে পীড়িত হয়ে অত্যন্ত কষ্টেও সে চলতে বাধ্য হয়॥ ২২ ॥

তত্র তত্র পতঞ্ছ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ।
পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম্॥ ২৩

চলতে চলতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যায়, মূর্ছিত হয়ে যায়, তারপর জ্ঞান ফিরে এলে আবার চলতে হয়। এইভাবে অতি ক্লেশপূর্ণ অন্ধকারময় পথে ক্রূর যমদূতেরা তাকে যমালয়ে নিয়ে যায়॥ ২৩ ॥

যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ।
ত্রিভির্মুহূর্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥ ২৪

যমলোকের পথ নিরানব্বই সহস্র যোজন দূর। এই বিশাল দূরত্ব দুই বা তিন মুহূর্তে অতিক্রম করিয়ে নরকে নিয়ে গিয়ে তাকে বিভিন্নভাবে যাতনা দেওয়া হয়॥ ২৪ ॥

আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ।
আত্মমাংসাদনং ক্বাপি স্বকৃত্তং পরতোঽপি বা॥ ২৫

সেখানে কোনো স্থানে জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে তার শরীর দগ্ধ করা হয়, কোথাওবা নিজের শরীরের মাংস নিজেই কেটে অথবা অন্য কারোর দ্বারা ছেদন করিয়ে সেই মাংস তাকেই খাওয়ানো হয়॥ ২৫ ॥

জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারঃ শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে।
সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম্॥ ২৬

সেখানে কুকুর ও শকুনিরা সজ্ঞান অবস্থায় তার নাড়িগুলি টেনে বের করে নেয়। সাপ, বিছা, ডাঁশ প্রভৃতি দংশনকারী প্রাণীর দ্বারা তাকে নানারকমভাবে কষ্ট দেওয়া হয়॥ ২৬ ॥

কৃন্তনং চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনং চাম্বুগর্তয়োঃ॥ ২৭

ওই ব্যক্তির শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কেটে

[১]প্রা.পা.—পরিতশ্চ স্ব.। [২]প্রা.পা.—ব্যাবৃতা.।

যাস্তামিস্রান্ধতামিস্রা রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ।
ভুঙ্‌ক্তে[১] নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নির্মিতাঃ॥ ২৮

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥ ২৯

এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা।
বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎ ফলমীদৃশম্॥ ৩০

একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং হিত্বেদং স্বকলেবরম্।
কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদ্ ভৃতম্॥ ৩১

দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্।
ভুঙ্‌ক্তে কুটুম্বপোষস্য হৃতবিত্ত ইবাতুরঃ॥ ৩২

কেবলেন হ্যধর্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ।
যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্॥ ৩৩

অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাদয়ঃ[২]।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ॥ ৩৪

টুকরো টুকরো করা হয়। হাতি দিয়ে তাকে পিষ্ট করা হয়, পর্বতশিখর থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় অথবা জলের মধ্যে বা গর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করে যাতনা দিয়ে তাকে নিপীড়ন করা হয়॥ ২৭ ॥ এরূপ বিভিন্ন কষ্ট এবং তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরবাদি নরকসমূহের আরো নানাবিধ যাতনা স্ত্রী কিংবা পুরুষ—সকলকেই পারস্পরিক সংসর্গ-জনিত পাপের জন্য অবশ্যই ভোগ করতে হয়॥ ২৮ ॥ হে মাতা! কেউ কেউ বলে যে স্বর্গ এবং নরক তো ইহলোকেই আছে কারণ যে সব নরকযন্ত্রণার কথা উল্লেখ করা হল সে সকল ইহলোকেও দেখা যায়॥ ২৯ ॥

এইরকম বহু কষ্ট ভোগ করে পোষ্যবর্গ প্রতিপালনে অথবা নিজের উদরপূরণে রত পুরুষ—উভয়েই সেই পোষ্যবর্গ এবং শরীর দুইই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে মৃত্যুর পর নিজকৃত পাপের কুফল ভোগ করে থাকে॥ ৩০ ॥ প্রাণীহিংসাদি পাপকর্মের দ্বারা পোষিত এই দেহ ইহলোকেই পরিত্যাগ করে পাপরূপ পাথেয় অর্থাৎ পাপভার বহন করে একলাই নরকে গমন করে॥ ৩১ ॥ অন্যায়পূর্বক কুটুম্ব পালনের দৈববিহিত কুফল সে নরকে গিয়ে ভোগ করে। সেই সময়ে সে এমন আতুর হয়ে পড়ে যেন তার সর্বস্ব লুন্ঠিত হয়েছে॥ ৩২ ॥ কেবলমাত্র পাপকর্ম দ্বারা কুটুম্ব পোষণে যে ব্যক্তি রত থাকে সে অন্ধ-তামিস্র নরকে গমন করে যা অন্যান্য নরকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ী॥ ৩৩ ॥ সব নরকভোগের পর এবং শূকর কুকুরাদি প্রজাতিতে যত ক্লেশ আছে সেই সমস্ত ক্রমশ ভোগ করে শুদ্ধ হবার পর সে আবার মনুষ্যপ্রজাতিতে জন্মলাভ করে॥ ৩৪ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে 'কাপিলেয়োপাখ্যানে' কর্মবিপাকো[৩] নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয় স্কন্ধের কপিলোপাখ্যানে কর্মবিপাক নামক ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৩০ ॥

———o———

[১]প্রাচীন বইয়ে 'ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা........' থেকে '........ ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ' পর্যন্ত দেড় শ্লোক নেই।
[২]প্রা.পা.—নাস্তু তাঃ। [৩]প্রা.পা.— কে ত্রিংশ.।

অথ একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

একত্রিংশ অধ্যায়

মনুষ্যপ্রজাতিতে জীবের গতির বর্ণনা

শ্রীভগবানুবাচ

কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃ কণাশ্রয়ঃ।। ১

কললং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্‌বুদম্।
দশাহেন তু কর্কন্ধূঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্।। ২

মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্‌ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ।
নখলোমাস্থিচর্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ।। ৩

চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃডুদ্ভবঃ।
ষড়্‌ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে।। ৪

মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে।
শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে।। ৫

কৃমিভিঃ ক্ষতসর্বাঙ্গঃ সৌকুমার্যাৎ প্রতিক্ষণম্।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ।। ৬

কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণরূক্ষাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ।। ৭

উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ।। ৮

অকল্পঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে।
তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম জন্মশতোদ্ভবম্।
স্মরন্দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম[১] কিং নাম বিন্দতে।। ৯

শ্রীভগবান বললেন—হে মাতা ! জীবের যখন মনুষ্য-প্রজাতিতে জন্মগ্রহণের সময় হয়, তখন ঈশ্বরের প্রবর্তনায় নিজ পূর্বকর্মানুসারে দেহপ্রাপ্তির জন্য পুরুষের শুক্রকণা আশ্রয় করে নারীর উদরে প্রবেশ করে থাকে।। ১ ।। ওই বীর্য গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে একরাত্রে (প্রথম রাত্রে) স্ত্রীর শোণিতের সাথে কলল অর্থাৎ মিশ্রণ হয়, এই অবস্থায় পাঁচ রাত্রি পরে সেটি বুদ্‌বুদাকার (গোলাকার) ধারণ করে, দশ দিনে কুলফলের মতো কিছুটা শক্ত হয় এবং তারপরে মাংসপেশী অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের আকার অথবা অণ্ডজ প্রাণিদের বেলায় অণ্ডরূপে পরিণত হয়।। ২ ।। একমাস পরে তার মস্তক, দুইমাসে হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গবিভাগ এবং তিনমাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম এবং স্ত্রীপুরুষ চিহ্ন ও অন্যান্য ছিদ্র সকল উৎপন্ন হয়।। ৩ ।। চারমাসে (ত্বক, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র) সপ্তধাতু উৎপন্ন হয়, পঞ্চম মাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্ভব হয় এবং ষষ্ঠ মাসে জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত হয়ে দক্ষিণ কুক্ষিতে পরিভ্রমণ করতে থাকে।। ৪ ।। সেই সময় মাতৃভুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা তার সপ্ত ধাতুর পুষ্টি সাধন হতে থাকে এবং কৃমিসমূহের উৎপত্তিস্থান ও অনভিলষিত জঘন্য বিষ্ঠামূত্রের মধ্যে তাকে শুয়ে থাকতে হয়।। ৫ ।। তার শরীর তখন খুবই কোমল থাকে। ফলে যখন সেখানকার কৃমি-কীটগণ ক্ষুধার্ত হয়ে সেই কোমল দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দংশন করে তখন ক্ষতবিক্ষত এবং অত্যন্ত যাতনাযুক্ত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে সে মূর্ছা যেতে থাকে।। ৬ ।। মাতৃভুক্ত দুঃসহনীয় কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার ও অম্ল ইত্যাদি উগ্র পদার্থের স্পর্শের ফলে তার সর্বাঙ্গে জ্বালা করতে থাকে।। ৭ ।। সেই জীব তখন মাতৃগর্ভে জরায়ু পরিবেষ্টিত এবং শিরা-উপশিরার দ্বারা আবৃত থাকে। শিশু তার মাথাটি নিজের উদরের কাছে রেখে বক্রপৃষ্ঠ ও বক্রগ্রীব হয়ে অবস্থান করে।। ৮ ।।

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো পরাধীন এবং ইচ্ছামতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে অক্ষম অবস্থায় সে অবস্থান করে। এই সময় দৈবানুগ্রহে তার স্মৃতিশক্তি লাভ হয়। পূর্বের শত

[১]প্রা.পা.—সংগাৎ কিং।

আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোঽপি[1] বেপিতঃ।
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ[2]॥ ১০

নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ॥ ১১

জন্তুরুবাচ[3]

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং[4] মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা॥ ১২

যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য[5] মায়াম্।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি॥ ১৩

যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে-
চ্ছন্নো যথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকোঽহম্।
তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পুমাংসম্॥ ১৪

যন্মায়য়োরুগুণকর্মনিবন্ধনেঽস্মিন্
সাংসারিকে পথি চরংস্তদভিশ্রমেণ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং
যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ॥ ১৫

জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেব-
স্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনুবর্তিতাংশঃ।
তং জীবকর্মপদবীমনুবর্তমানা-
স্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম॥ ১৬

শত জন্মের কুকর্মের কথা তার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় সে খুবই অস্থির হয়ে পড়ে এবং তার দমবন্ধ হয়ে আসে। এই অবস্থায় তার মনে কি কোনো সুখ থাকে ? ॥ ৯ ॥ সপ্তম মাসের প্রারম্ভেই তার জ্ঞানশক্তিরও উন্মেষ হয়, কিন্তু প্রসব বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় উদরে অবস্থিত কৃমি-কীটাদির ন্যায় সে এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না॥ ১০ ॥ তখন সপ্তধাতুময় স্থূলশরীরে বদ্ধ দেহাত্মদর্শী জীব অতিশয় ভীতভাবে যে ভগবান তাকে মাতৃগর্ভে স্থাপন করেছেন সেই ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে আকুলবাক্যে কৃপাযাচঞা করে স্তব করতে থাকে॥ ১১ ॥

জীব বলতে থাকে—আমি অতি অধম ; ভগবান যে আমার এই গতি (গর্ভবাস অবস্থা) বিধান করেছেন এটা সমুচিতই হয়েছে। তাঁর শরণাপন্ন এই নশ্বর জগৎকে রক্ষার জন্য তিনি নানা রূপ ধারণ করে থাকেন সুতরাং আমিও তাঁর ভূমিতলে বিচরণকারী অভয় চরণকমলের শরণ গ্রহণ করলাম॥ ১২ ॥ যে জীব দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণরূপা মায়াকে অবলম্বন করে পাপপুণ্যরূপ কর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকার ফলে বদ্ধরূপে এই মাতৃশরীরে বিদ্যমান রয়েছে, সেই জীব (আমি) সন্তপ্ত হৃদয়ে, প্রতীয়মান সেই বিশুদ্ধ (উপাধিরহিত), অবিকারী ও অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম করি॥ ১৩ ॥ আমি বস্তুত শরীরহীন ও অসঙ্গ হয়েও দৃশ্যত পাঞ্চভৌতিক দেহে সম্বন্ধযুক্ত রয়েছি এবং তার ফলে ইন্দ্রিয়, গুণ ও শব্দাদি বিষয় এবং চিদাভাস (অহংকার) রূপে পরিচিত হই। সুতরাং এই শরীরাদির আবরণে যাঁর মহিমা অলুপ্ত সেই প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা সর্বজ্ঞ (বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন) পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে আমি বন্দনা করি॥ ১৪ ॥ তাঁর মায়ার আবরণে নিজের স্বরূপস্মৃতি লুপ্ত হয়ে যাওয়াতে জীব বিবিধপ্রকার সত্ত্বাদি গুণ ও কর্মবন্ধনযুক্ত এই সংসারপথে সাতিশয় ক্লেশে বিচরণ করে ; সুতরাং সেই পরমপুরুষ পরমাত্মার কৃপা ছাড়া আর কোন্ উপায়ে সে পুনর্বার আত্মস্বরূপজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হতে পারে ? ॥ ১৫ ॥ এই যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্পর্কিত ত্রৈকালিক জ্ঞান আমার হয়েছে তাই বা তিনি ছাড়া অন্য কে আমাকে দিয়েছেন ? কারণ স্থাবর জঙ্গম চরাচর বিশ্বে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র তিনিই তো অন্তর্যামীরূপে অংশ কলায় বিরাজমান। সুতরাং জীবরূপ

[1]প্রা.পা.—হভি.। [2]প্রা.পা.— সোঽচরৎ। [3]প্রা.পা.—জীব উবাচ। [4]প্রা.পা.—ন কুতো।
[5]প্রা.পা.—যাশ্রয়.।

দেহ্যন্যদেহবিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ্-
বিণ্মূত্রকূপপতিতো ভৃশতপ্তদেহঃ।
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্
নির্বাস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু॥ ১৭

যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্য ঈশ
সংগ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেন।
স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ
কো নাম তৎ প্রতি বিনাঞ্জলিমস্য কুর্যাৎ॥ ১৮

পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া ননু সপ্তবধ্রিঃ
শারীরকে দমশরীর্যপরঃ স্বদেহে।
যৎ সৃষ্টয়াসং তমহং পুরুষং পুরাণং
পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্যমিব[১] প্রতীতম্॥ ১৯

সোঽহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং
গর্ভান্ন নির্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে।
যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া
মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতিচক্রমেতৎ॥ ২০

তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্য
আত্মানমাশু তপসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ॥ ২১

কপিল উবাচ

এবং কৃতমতির্গর্ভে দশমাস্যঃ স্তুবন্নৃষিঃ।
সদ্যঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ॥ ২২

তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বাবাক্ শির আতুরঃ।
বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হতস্মৃতিঃ॥ ২৩

কর্মদশাপ্রাপ্ত তাঁরই অনুসরণকারী আমি আমার ত্রিতাপনিবৃত্তির জন্য তাঁরই ভজনা করি॥ ১৬ ॥

হে ভগবান! এই দেহধারী জীব অপর (মাতার) দেহের উদরের মধ্যে (মাতৃগর্ভে) মল, মূত্র শোণিত কূপে পড়ে রয়েছে, সেই দেহের জঠরাগ্নির দ্বারা এই জীবের শরীর অত্যন্ত সন্তপ্ত হচ্ছে। সেখান থেকে বহির্গত হওয়ার ইচ্ছায় সে দিন গুনছে। হে ভগবান! আপনি কবে এই দীনকে এই অবস্থা থেকে বাইরে আনবেন? ॥১৭ ॥ হে ঈশ্বর! আপনার মতো অসীম দয়াবান প্রভু, এই দশমাসবয়স্ক জীবকে এই রকম জ্ঞান প্রদান করেছেন। হে দীনবন্ধু! স্বকৃত উপকারের দ্বারা আপনি স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকুন ; কারণ একমাত্র অঞ্জলিবন্ধন (করযোড়) ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি এই উপকারের প্রতিদান দিতে সমর্থ? ॥ ১৮ ॥

হে প্রভু! সংসারের পশুপক্ষী ইত্যাদি মূঢ়বুদ্ধি অপর জীব কেবল নিজ নিজ দেহে শরীরোৎপন্ন সুখদুঃখাদিই অনুভব করে থাকে ; কিন্তু আমি তো আপনার কৃপায় শমদমাদি সাধনসম্পন্ন শরীরযুক্ত এবং বিবেকজ্ঞানবিশিষ্ট জীব হয়েছি, সুতরাং আপনার প্রদত্ত বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পুরাণপুরুষ আপনাকে নিজের শরীরের বাইরে ও ভিতরে অহংকারের আশ্রয়ভূত আত্মার মতো প্রত্যক্ষ অনুভব করছি॥ ১৯ ॥ হে বিভু! এই অনন্ত দুঃখবহুল গর্ভাশয়ে যদিও আমি অতীব কষ্টে বাস করেছি, তবুও এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে অন্ধকূপ সদৃশ সংসারে পতিত হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই ; কারণ সেখানে গেলেই আপনার মায়া জীবকে আচ্ছাদিত করে। ফলে তার শরীরে অহংবুদ্ধি এসে যায় আর পরিণামে তাকে জন্মমরণরূপ সংসারচক্রে আবর্তিত হতে হয়॥ ২০ ॥ সুতরাং (এই গর্ভে থেকেই) অব্যাকুলিত চিত্তে শ্রীভগবানের চরণকমলদুটি হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করে নিজ বুদ্ধিরূপ সহায়বলেই খুব শীঘ্রই নিজেকে এই সংসার সমুদ্রের পারে নিয়ে যাব, যাতে নানাপ্রকার দোষযুক্ত এই সংসারবন্ধন আমাকে আর ভোগ করতে না হয়॥ ২১ ॥

কপিলদেব বললেন—হে মাতা! দশমাসবয়স্ক ওই জীব গর্ভেই যখন এইরকম বিবেকসম্পন্ন হয়ে ভগবানের স্তুতি করে, তখন সেই অধোমুখ শিশুকে প্রসববায়ু ভূমিষ্ঠ করবার জন্য নীচের দিকে পরিচালিত করতে থাকে॥ ২২ ॥ সহসা সেই বায়ুকর্তৃক চালিত হওয়াতে সেই শিশু অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে

[১]প্রা.পা.— দৈবমিতি প্রতীতঃ।

পতিতো ভুব্যসৃঙ্‌মূত্রে বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে।
রোরূয়তি[১] গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ॥ ২৪

পরচ্ছন্দং ন বিদুষা পুষ্যমাণো জনেন সঃ।
অনভিপ্রেতমাপন্নঃ প্রত্যাখ্যাতুমনীশ্বরঃ॥ ২৫

শায়িতোঽশুচিপর্যঙ্কে জন্তুঃ স্বেদজদূষিতে।
নেশঃ কণ্ডূয়নেঽঙ্গানামাসনোত্থানচেষ্টনে॥ ২৬

তুদন্ত্যামত্বচং দংশা মশকা মৎকুণাদয়ঃ।
রুদন্তং বিগতজ্ঞানং কৃময়ঃ কৃমিকং যথা॥ ২৭

ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ।
অলব্ধাভীপ্সিতোঽজ্ঞানাদিদ্ধমন্যুঃ শুচার্পিতঃ॥ ২৮

সহ দেহেন মানেন বর্ধমানেন মন্যুনা।
করোতি বিগ্রহং কামী কামিষ্বন্তায় চাত্মনঃ॥ ২৯

ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ।
অহংমমেত্যসদ্‌গ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিম্॥ ৩০

তদর্থং কুরুতে কর্ম যদ্‌বদ্ধো যাতি সংসৃতিম্।
যোঽনুযাতি দদৎ ক্লেশমবিদ্যাকর্মবন্ধনঃ॥ ৩১

মস্তকটি অধোমুখ করে অতিকষ্টে মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হয়। সেই সময় তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়॥ ২৩ ॥ ভূমিষ্ঠ হয়ে সেই জীব শোণিত মূত্রাপ্লিত কলেবরে কৃমির মতো অঙ্গসঞ্চালন করে। গর্ভবাস দশার সমস্ত জ্ঞান তার নষ্ট হয়ে যায় এবং বিপরীত গতি (দেহাভিমানরূপ অজ্ঞান অবস্থা) প্রাপ্ত হয়ে পুনঃপুন তীব্রভাবে কাঁদতে থাকে॥ ২৪ ॥

এরপর যারা তার অভিপ্রায় বুঝতে পারে না তাদের দ্বারা পালিত হতে থাকে। সে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় (উদরব্যথা, ক্ষুৎপিপাসা ইত্যাদি) অথচ কোনোটিরই প্রতিকার করবার সামর্থ্য তার থাকে না॥ ২৫ ॥ ওই জীবের শৈশব অবস্থায় তাকে যখন নোংরা অপবিত্র বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়—যেখানে মশক, ছারপোকা ইত্যাদি স্বেদজ প্রাণী বাসা বেঁধে থাকে, তখন সেই সব প্রাণীর দংশনে সে কষ্ট পেলেও চুলকিয়ে ব্যথা নিবৃত্তি বা উঠে বসে সে সব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সামর্থ্য না থাকায় অসীম ক্লেশের তাড়নায় সে বারে বারে কাঁদতে থাকে॥ ২৬ ॥ সেই সময় তার গায়ের চামড়া নিতান্তই কোমল থাকে ; সেই কোমল শরীরে ডাঁশ, মশা এবং ছারপোকা ইত্যাদি তাকে এমনভাবে দংশন করতে থাকে যেমনভাবে বড় বড় কীটপতঙ্গ ছোট ছোট কীটদের পীড়ন করে। সেইসময় গর্ভবাসকালীন জ্ঞান আর তার থাকে না কিন্তু অনুভবশক্তি বাড়তে থাকে। সুতরাং দংশনকষ্ট পূর্ণমাত্রায়ই অনুভব করে কিন্তু কাঁদা ছাড়া আর অন্য কিছু করার সামর্থ্য তার থাকে না॥ ২৭ ॥

এইভাবে বাল্য (কৌমার) ও পৌগণ্ড অবস্থার দুঃখ ভোগ করে সেই বালক যৌবনে উপনীত হয়। এইসময় কোনো ঈপ্সিত বস্তু না পেলে, অজ্ঞানবশত তার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় এবং সে শোকাচ্ছন্ন হয়॥ ২৮ ॥ দেহ বৃদ্ধির সাথে সাথে অভিমান এবং ক্রোধও দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সে কামনার বশীভূত হয়ে অপর বিষয়াসক্ত মানুষের সাথে শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজেরই বিনাশ ডেকে আনে॥ ২৯ ॥ মোহিতবুদ্ধি সেই অজ্ঞান জীব পঞ্চভূতে নির্মিত এই দেহে মিথ্যা অভিনিবেশের ফলে দেহে অহংবুদ্ধি এবং বিষয়াদিতে মমত্ববুদ্ধি করে অভিমানে মত্ত হয়ে যায়॥ ৩০ ॥ যে দেহ বার্ধক্য প্রভৃতির ফলে নানাপ্রকারে দুঃখদায়ী এবং অবিদ্যা ও কর্মসূত্রে আবদ্ধ থাকায় সর্বদা জীবকে আবদ্ধ করে রাখে সেই দেহের জন্যই বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠান করে জীব বার

[১]প্রাচীন বইয়ে 'রোরূয়তি........' এই উত্তরার্ধ থেকে ২৬ শ্লোকের পূর্ব পর্যন্ত পুরো দুটি শ্লোক মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে।

যদ্যসত্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ববৎ॥ ৩২

সত্যং শৌচং দয়া[১] মৌনং বুদ্ধিঃ শ্রীর্হ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্যাতি সঙ্ক্ষয়ম্॥ ৩৩

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ ৩৪

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ[২]।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ৩৫

প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ।
রোহিদ্ভূতাং সোহন্বধাবদৃক্ষরূপী হতত্রপঃ॥ ৩৬

তৎ সৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কোন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্।
ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহ মায়য়া॥ ৩৭

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্।
যা করোতি পদাক্রান্তান্[৩] ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্॥ ৩৮

সঙ্গং ন কুর্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য॥ ৩৯

যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥ ৪০

যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্।
স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্॥ ৪১

বার সংসার চক্রে গমনাগমন করতে থাকে॥ ৩১ ॥ সৎপথে চলাকালীন জীবের শিশ্ন ও উদরপরায়ণ বিষয়ী লোকের সংসর্গ হলে যদি সে তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার ফলে সে আবার আগের মতোই নারকী যোনিতে পতিত হয়॥ ৩২ ॥ যাদের সঙ্গবশত জীবের সত্য, শৌচ (অন্তর ও বাহ্য পবিত্রতা) দয়া, মৌন, বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি, লজ্জা, যশ, ক্ষমা, শম, দম এবং ঐশ্বর্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হয়ে যায়, সেইসব অতীব শোচনীয়, রমণীগণের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ, অশান্ত, মূঢ় ও দেহাত্মদর্শী অসাধুদের সংসর্গ কখনো করা উচিত নয়॥ ৩৩-৩৪ ॥ কারণ নারীসঙ্গ থেকে বা নারীসঙ্গকারীর সংসর্গ থেকে জীবের যে মোহ ও বন্ধন হয় এরকম মোহ এবং বন্ধন অন্য কোনো সঙ্গদোষে হয় না॥ ৩৫ ॥ নিজ কন্যা সরস্বতীকে দেখে একদা ব্রহ্মাও তাঁর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন ওই কন্যা আত্মরক্ষার জন্য মৃগীরূপ ধারণ করে পলায়ন করলে ব্রহ্মাও নির্লজ্জভাবে মৃগরূপ ধারণ করে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন॥ ৩৬ ॥ সেই ব্রহ্মাই মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেছেন, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ কশ্যপাদি ঋষিগণকে সৃষ্টি করেছেন এবং কশ্যপাদি ঋষিগণ আবার দেব-মনুষ্যাদি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র ঋষিবর নারায়ণ ছাড়া এমন কোনো পুরুষ থাকতে পারে না যার বুদ্ধি স্ত্রীরূপিণী মায়ার প্রভাবে বিচলিত না হয় ॥ ৩৭ ॥ আশ্চর্য ! আমার এই স্ত্রীরূপিণী মায়াশক্তির ক্ষমতা দেখ ; এই স্ত্রীরূপিণী মায়া কেবলমাত্র ভ্রূভঙ্গী দ্বারাই দিগ্বিজয়ী বীরদেরও পদানত করে রাখে॥ ৩৮ ॥

যে মানুষ যোগের পরমপদে আরূঢ় হতে ইচ্ছা করে অথবা যে ব্যক্তি আমার ভজন-পূজনরূপ সেবা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করেছে সে কখনো স্ত্রীলোকের সংসর্গ করবে না ; তত্ত্বদর্শিগণ রমণীকে মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে নরকের দ্বার বলে নির্দেশ করেছেন॥ ৩৯ ॥ শ্রীভগবানের রচিত এই স্ত্রীরূপিণী মায়া ধীরে ধীরে সেবা-পরিচর্যাদিচ্ছলে কাছে এসে উপস্থিত হলে মুমুক্ষু ব্যক্তির উচিত তাকে তৃণাবৃত কূপের ন্যায় নিজের মৃত্যুস্বরূপ মনে করে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা॥ ৪০ ॥

স্ত্রীলোকে আসক্ত থাকার ফলে এবং অন্তকালেও স্ত্রীচিন্তা করার ফলে পরজন্মে স্ত্রী-জাতিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এইরকম স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত জীব পুরুষরূপে প্রতীয়মান আমার মায়াকেই মোহবশত ধন, পুত্র ও গৃহাদির প্রদাতা

[১]প্রা.পা.—তপো মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ। [২]প্রা.পা.—চাস্য প্র.। [৩]প্রা.পা.—সদাযত্তান্ ভ্রূ.।

তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্।
দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা॥ ৪২

দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্॥ ৪৩

জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ[১]।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ॥ ৪৪

দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য দ্রব্যেক্ষাযোগ্যতা যদা।
তৎ পঞ্চত্বমহংমানাদুৎ পত্তির্দ্রব্যদর্শনম্[২]॥ ৪৫

যথাক্ষ্ণোর্দ্রব্যাবয়বদর্শনাযোগ্যতা যদা।
তদৈব চক্ষুষো দ্রষ্টুর্দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতানয়োঃ॥ ৪৬

তস্মান্ন কার্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সম্ভ্রমঃ।
বুদ্ধ্বা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ॥ ৪৭

সম্যগ্দর্শনয়া বুদ্ধ্যা যোগবৈরাগ্যযুক্তয়া।
মায়াবিরচিতে লোকে চরেন্ন্যস্য কলেবরম্॥ ৪৮

পতি বলে মনে করে ; ব্যাধের বাজনা কানে শুনতে মধুর লাগে বলেই বন্যহরিণ যেমন সেই সংগীতের ফাঁদে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরকমই স্ত্রীযোনিপ্রাপ্ত জীব পতি, পুত্র, গৃহস্বরূপ মায়াকে দৈব কর্তৃক রচিত নিজের মৃত্যুস্বরূপ জ্ঞান করবে॥ ৪১-৪২ ॥ হে দেবী ! জীবের উপাধিভূত লিঙ্গদেহের দ্বারা পুরুষ এক লোক থেকে অন্য লোকে গমন করে এবং নিজের প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করতে করতেই আবার নতুন কর্ম করে চলে যার ফলে তার আবার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে ॥ ৪৩ ॥ জীবের উপাধিরূপ লিঙ্গশরীর তো মোক্ষলাভ পর্যন্ত তার সাথে থাকে এবং সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মনের কার্যরূপ এই স্থূলশরীর হল তার ভোগাধিষ্ঠান। এই দুটি পরস্পর মিলিত হয়ে কার্য না করার নামই 'মৃত্যু' এবং এই দুয়ের পরস্পর মিলিত হয়ে একসাথে প্রকাশ হওয়াকেই 'জন্ম' বলা হয়॥ ৪৪ ॥ পদার্থসকলের উপলব্ধি স্থানস্বরূপ এই স্থূলশরীরে যখন পদার্থের উপলব্ধি করার যোগ্যতা না থাকে সেটাই হল তার মরণ এবং এই স্থূলশরীরই 'আমি' এইরকম অভিমান সহকারে দ্রব্যের উপলব্ধির সামর্থ্যই তার জন্ম॥ ৪৫ ॥ নেত্রগোলকে কোনো রোগ হলে রূপাদি দর্শনের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায় তখনই চক্ষুও দর্শনে অসমর্থ হয় এবং গোলকদ্বয় ও চক্ষুরিন্দ্রিয়—এই উভয়েই যখন রূপদর্শনে অক্ষম হয় তখন দ্রষ্টা জীবেরও দর্শনে সেই সামর্থ্য থাকে না॥ ৪৬ ॥ অতএব মুমুক্ষু জীবের মরণাদিতে ভয়, দীনতা, অথবা মোহ করা উচিত নয়। বিজ্ঞব্যক্তি জীবের স্বরূপ অবগত হয়ে ধৈর্যধারণ করে নিঃসঙ্গভাবে আসক্তি ত্যাগ করে এই সংসারে বিচরণ করবে। এই মায়াকল্পিত সংসারে যোগ-বৈরাগ্যযুক্ত সম্যক জ্ঞানময়ী বুদ্ধি দিয়ে শরীরকে একটি গচ্ছিত বস্তু বলে গণ্য করে সেই দেহের প্রতি আসক্তিহীন হয়ে বিচরণ করবে॥ ৪৭-৪৮ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়োপাখ্যানে[৩]
জীবগতির্নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে কপিলোপাখ্যানে
জীবগতিবর্ণনে একত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

———o———

[১]প্রাচীন বইয়ে '....মনোময়ঃ।' এই পূর্বার্ধের আগে 'যশ্চায়মন্থিরো দেহো যস্য মোক্ষায় কৃত্যসৌ' এই পাঠ বেশি আছে।
[২]প্রাচীন বইয়ে 'তৎ পঞ্চত্ব........' ইত্যাদি উত্তরার্ধ থেকে '........ দর্শনাযোগ্যতা যদা' এই পূর্বার্ধের পাঠ নেই।
[৩]প্রা.পা.—কাপিলেয়ে জীবগতিরেক.।

অথ দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ধূমমার্গ ও অর্চিরাদিমার্গ দ্বারা গমনকারী জীবের গতি এবং ভক্তিযোগের উৎকর্ষ বর্ণনা

কপিল উবাচ

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধর্মানেবাবসন্ গৃহে।
কামমর্থং চ ধর্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপর্তি তান্॥ ১

স চাপি ভগবদ্ধর্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ২

তচ্ছ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি॥ ৩

যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ।
তদা লোকা লয়ং যান্তি ত[১] এতে গৃহমেধিনাম্॥ ৪

যে স্বধর্মান্ন[২] দুহ্যন্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে।
নিঃসঙ্গা ন্যস্তকর্মাণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ॥ ৫

নিবৃত্তিধর্মনিরতা নির্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ।
স্বধর্মাখ্যেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা॥ ৬

সূর্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্।
পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎ পত্ত্যন্তভাবনম্॥ ৭

দ্বিপরার্ধাবসানে[৩] যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে।
তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরচিন্তকাঃ॥ ৮

ক্ষ্মাম্ভোঽনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থ-
ভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ[৪]।
অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা
কালং পরাখ্যমনুভূয় পরঃ স্বয়ম্ভূঃ॥ ৯

ভগবান কপিলদেব বললেন—হে মাতা ! যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করে সকামভাবে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে এবং তার ফলস্বরূপ অর্থ, কাম প্রভৃতি উপভোগ করে পুনরায় সেসবের আশায় বারংবার সেইসব ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করতে থাকে, সেই ব্যক্তি বিভিন্ন কামনাতে মুগ্ধ থাকায় শ্রীভগবানের আরাধনারূপ কর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞকর্মদ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণেরই আরাধনা করতে থাকে॥ ১-২ ॥ তার বুদ্ধি তাতেই শ্রদ্ধাযুক্ত থাকে এবং দেবতা ও পিতৃগণই তার উপাস্য হয়ে থাকেন ; সুতরাং সে চন্দ্রলোকে গমন করে এবং সেখানে সোমরস পান করে সুখ উপভোগ করে আর পুণ্যক্ষীণ হলে পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে॥ ৩ ॥ প্রলয় কালে যখন শেষনাগে অবস্থিত শ্রীহরি অনন্তশয্যায় শয়ন করেন তখন গৃহীদের ভোগ্য এই চন্দ্রাদিলোক সমূহও লয়প্রাপ্ত হয়॥ ৪ ॥

যে সব ধীর ব্যক্তি কাম ও ভোগবিলাসপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ধর্মানুষ্ঠান না করে কেবল শ্রীভগবানের প্রসন্নতালাভের উদ্দেশ্যেই সকল ধর্মকর্মের আচরণ করেন—সেইসব নিরাসক্ত প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্ত, নিবৃত্তিধর্মপরায়ণ, মমতাশূন্য, নিরহংকার পুরুষ স্বধর্মপালনরূপ সত্ত্বগুণের দ্বারা সর্বতোভাবে শুদ্ধচিত্ত হয়ে যান॥ ৫-৬ ॥ অন্তকালে তাঁরা সূর্যমার্গ (অর্চিমার্গ বা দেবযান) দ্বারা কার্যকারণরূপ জগতের নিয়ন্তা, সংসারের উপাদান কারণ ও বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী, সর্বব্যাপী পূর্ণপুরুষ শ্রীহরিকেই লাভ করেন॥ ৭ ॥ যিনি পরমাত্মদৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তিনিও দ্বিপরার্ধ পরিমিত কালের অবসানে ব্রহ্মার যে প্রলয় হয় তাবৎকাল (ব্রহ্মার স্থিতিকাল) পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে (সত্যলোক) বাস করেন॥ ৮ ॥ দেবতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যখন তাঁর দ্বিপরার্ধকাল অধিকার ভোগের শেষে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ (এই পঞ্চভূত), মন, ইন্দ্রিয়, শব্দাদি বিষয় ও অহংকারযুক্ত এই সম্পূর্ণ বিশ্ব সংহারের ইচ্ছায় ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে

[১]প্রা.পা.—তদৈতে। [২]প্রা.পা.—স্বধর্মং ন। [৩]প্রা.পা.—সানো যঃ। [৪]প্রা.পা.—জিঘৃক্ষুঃ।

এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা
যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ।
তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং
ব্রহ্ম প্রধানমুপযান্ত্যগতাভিমানাঃ[১]॥ ১০

অথ তং সর্বভূতানাং হৃৎপদ্মেষু কৃতালয়ম্।
শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভামিনি[২]॥ ১১

আদ্যঃ স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভঃ সহর্ষিভিঃ।
যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ সিদ্ধৈর্যোগপ্রবর্তকৈঃ॥ ১২

ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কর্মণা।
কর্তৃত্বাৎ সগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষর্ষভম্॥ ১৩

স সংসৃত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বরমূর্তিনা।
জাতে গুণব্যতিকরে যথাপূর্বং প্রজায়তে॥ ১৪

ঐশ্বর্যং পারমেষ্ঠ্যং চ[৩] তেঽপি ধর্মবিনির্মিতম্।
নিষেব্য পুনরায়ান্তি গুণব্যতিকরে সতি॥ ১৫

যে ত্বিহাসক্তমনসঃ কর্মসু শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
কুর্বন্ত্যপ্রতিষিদ্ধানি নিত্যান্যপি চ কৃৎস্নশঃ॥ ১৬

রজসা কুণ্ঠমনসঃ কামাত্মানোঽজিতেন্দ্রিয়াঃ।
পিতৄন্ যজন্ত্যনুদিনং গৃহেষ্বভিরতাশয়াঃ॥ ১৭

ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ।
কথায়াং[৪] কথনীয়োরুবিক্রমস্য মধুদ্বিষঃ॥ ১৮

নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্‌গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্‌ভুজঃ॥ ১৯

দক্ষিণেন পথার্যম্ণঃ[৫] পিতৃলোকং ব্রজন্তি তে[৬]।
প্রজামনু প্রজায়ন্তে শ্মশানান্তক্রিয়াকৃতঃ[৭]॥ ২০

নির্বিশেষ পরমাত্মাতে লীন হয়ে যান, সেই সময় প্রাণমনজয়ী সেই বৈরাগ্যবান যোগিগণও দেহত্যাগ করে ভগবান ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ব্রহ্মার সাথে পরমানন্দস্বরূপ পুরাণ-পুরুষ পরব্রহ্মে লীন হয়ে যান। অহংকারের যৎ-কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকায় ইতিপূর্বে তাঁরা ব্রহ্মে লীন হতে পারেন না॥ ৯-১০ ॥ সেইজন্যই হে মাতঃ ! এখন তুমিও অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত হয়ে সেই শ্রীহরিরই চরণের শরণ গ্রহণ কর, সমস্ত প্রাণীদের হৃদয়কমলই তাঁর মন্দির এবং তুমিও আমার কাছে তাঁর মহিমা তো বিস্তারিতভাবেই শুনেছ॥ ১১ ॥ সমস্ত স্থাবর জঙ্গম প্রাণীদের আদিকারণ বেদগর্ভ ব্রহ্মা ও মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ, যোগেশ্বরগণ, সনকাদি মুনিগণ তথা যোগপ্রবর্তক সিদ্ধগণ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা আদিপুরুষ পুরুষশ্রেষ্ঠ সগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েও ভেদদৃষ্টি (ইনিই স্বতন্ত্ররূপে উপাস্য) ও কর্তৃত্বাভিমানের (আমি স্বতন্ত্র উপাসক) ফলে ভগবৎইচ্ছায়, প্রলয়কালে কালরূপ ঈশ্বরের প্রেরণায় প্রকৃতির গুণসকল ক্ষোভিত হলে আবার নিজ অধিকার প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন॥ ১২-১৪ ॥ এইভাবে পূর্বোক্ত ঋষিগণও নিজ নিজ কর্মানুসারে ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করে ভগবদিচ্ছায় গুণত্রয় ক্ষোভিত হলে আবার স্ব স্ব প্রাপ্য লোকে জন্মগ্রহণ করেন॥ ১৫ ॥

যাদের চিত্ত ঐহিক কামনাপরায়ণ ও যারা শ্রদ্ধাসহকারে কর্মানুষ্ঠানে আসক্ত তারা বেদোক্ত কাম্য ও নিত্য কর্মের অঙ্গাদিসহ সম্যক্ অনুষ্ঠানেই রত থাকেন॥ ১৬ ॥ তাদের বুদ্ধি রজোগুণের আধিক্যহেতু কুণ্ঠিত, হৃদয় কামনার জালে আচ্ছন্ন—ইন্দ্রিয় তাদের বশে থাকে না ; নিজ গৃহাদিতে আসক্ত হয়ে তারা প্রতিদিন তর্পণাদির দ্বারা পিতৃগণের পূজায় ব্যাপৃত থাকে॥ ১৭ ॥ তারা ধর্ম, অর্থ ও কামপরায়ণই হয় এবং যাঁর মহান পরাক্রম সর্বদা কীর্তনীয়, সেই ভবভয়হারী ভগবান শ্রীমধুসূদনের কীর্তিকাহিনীতে বিমুখই থাকে॥ ১৮ ॥ হায় ! কুকুর, শূকর প্রভৃতি প্রাণীদের মতো বিষ্ঠা অন্বেষণকারী যারা শ্রীহরির কথামৃত না শুনে বিষয়লোলুপদের অসদালাপ শ্রবণ করে, তারা নিশ্চয়ই দৈবকর্তৃক নিপীড়িত অর্থাৎ অতিশয় মন্দভাগা॥ ১৯ ॥ গর্ভাধান সংস্কার থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া শাস্ত্রমতে অনুষ্ঠানকারী এই সকল সকামকর্মী সূর্যের দক্ষিণপথ অর্থাৎ ধূম্রমার্গে বা পিতৃযানে পিত্রীশ্বর

[১]প্রা.পা.—যান্তি গতা। [২]প্রা.পা.—ভাবিনি। [৩]প্রা.পা.—তু তেঽপি। [৪]প্রা.পা.—কথায়াঃ। [৫]প্রা.পা.—পথা তে তু। [৬]প্রা.পা.—বৈ। [৭]প্রা.পা.—স্বকৃতক্রিয়াঃ।

ততস্তে ক্ষীণসুকৃতাঃ পুনর্লোকমিমং সতি।
পতন্তি বিবশা দেবৈঃ সদ্যো বিভ্রংশিতোদয়াঃ॥ ২১

তস্মাত্ত্বং সর্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্।
তদ্গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদাম্বুজম্॥ ২২

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্॥ ২৩

যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষ্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ।
ন বিগৃহ্নাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত॥ ২৪

স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং[১] সমদর্শনম্।
হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে॥ ২৫

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে[২]॥ ২৬

এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ।
যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ[৩]॥ ২৭

জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম[৪] নির্গুণম্।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্মিণা॥ ২৮

যথা মহানহংরূপস্ত্রিবৃৎ পঞ্চবিধঃ স্বরাট্।
একাদশবিধস্তস্য বপুরণ্ডং জগদ্‌যতঃ॥ ২৯

এতদ্‌বৈ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা যোগাভ্যাসেন নিত্যশঃ।
সমাহিতাত্মা নিঃসঙ্গো বিরক্ত্যা[৫] পরিপশ্যতি॥ ৩০

ইত্যেতৎ কথিতং গুর্বি জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্।
যেনানুবুদ্ধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ॥ ৩১

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ॥ ৩২

অর্যমারলোকে গমন করে এবং তারপরে ভোগান্তে নিজ নিজ সন্তানসন্ততিদের বংশে জন্মগ্রহণ করে॥ ২০ ॥ হে জননী ! পিতৃলোকের ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় হওয়ার পরে দেবতাগণ যাদের ভোগৈশ্বর্য থেকে বিচ্যুত করেন তাদের তৎক্ষণাৎ বিবশ হয়ে সেই পিতৃলোক থেকে মর্ত্যলোকে পতিত হতে হয়॥ ২১ ॥ অতএব হে মাতা ! তুমি সর্বান্তঃকরণে ভগবদ্‌গুণশ্রবণে স্বত উৎপন্ন ভক্তি-দ্বারা কায়মনোবাক্যে সেই পরমেশ্বরের সর্বথা বন্দনীয় চরণকমল ভজনে প্রবৃত্ত হও॥ ২২ ॥ ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিযোগ অবলম্বন করতে পারলে অচিরেই সংসার-বৈরাগ্য ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান প্রকাশিত হয়॥ ২৩ ॥ প্রকৃত-পক্ষে সমস্ত বিষয়ই ভগবৎস্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্মময়। অতএব যখন ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারা ভগবদ্‌ভক্তের চিত্ত প্রিয়-অপ্রিয়রূপ বিষমতাকে অনুভব করে না—সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করে—সেই সময় সে নিঃসঙ্গ, সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, ত্যাগ ও গ্রহণে সমদর্শন, দোষ ও গুণরহিত স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকার করে॥ ২৪-২৫ ॥ তিনিই জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই পুরুষ ; তিনিই এক ভগবান স্বয়ংজীব, শরীর, বিষয়, ইন্দ্রিয়াদি বহুরূপে প্রতীয়মান হন॥ ২৬ ॥ সম্পূর্ণরূপে আসক্তিহীন হওয়াই যোগীদের সর্বপ্রকার যোগসাধনার একমাত্র অভীষ্ট ফল॥ ২৭ ॥ ব্রহ্ম এক, জ্ঞানস্বরূপ ও নির্গুণ, তবুও বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভ্রান্তিবশত শব্দাদি গুণযুক্ত পাঞ্চভৌতিক বিষয়রূপে প্রতীত হয়ে থাকেন॥ ২৮ ॥ যেমন একই পরব্রহ্ম মহত্তত্ত্ব, বৈকারিক, রাজস ও তামস—তিন রকম অহংকার, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত আবার স্বয়ংপ্রকাশ তিনিই এদের সংযোগে জীব-রূপে অভিহিত, সেইরকম ওই জীবের শরীররূপী এই ব্রহ্মাণ্ডও বস্তুত ব্রহ্মই, কারণ ব্রহ্ম থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে॥ ২৯ ॥ কিন্তু এই সবকিছু ব্রহ্মরূপে সে-ই দেখতে পায় যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য তথা নিরন্তর যোগাভ্যাসের দ্বারা একাগ্রচিত্ত ও বিষয়াসক্তিশূন্য হতে পেরেছে॥ ৩০ ॥

হে পূজনীয়া জননী ! আমি এই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সাধনরূপ জ্ঞানযোগ তোমার কাছে বর্ণনা করলাম ; এই জ্ঞানযোগ দ্বারাই প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ স্বরূপের বোধ হয়ে থাকে॥ ৩১ ॥ হে দেবী ! নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানযোগ

[১]প্রা.পা.—নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ। [২]প্রা.পা.—ঈক্ষতে। [৩]প্রা.পা.—কৃৎস্নতঃ। [৪]প্রা.পা.—রাধীনৈ.।
[৫]প্রা.পা.—বিরক্তঃ।

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥ ৩৩

ক্রিয়য়া ক্রতুভির্দানৈস্তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ[১]।
আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সন্ন্যাসেন চ কর্মণাম্॥ ৩৪

যোগেন বিবিধাঙ্গেন ভক্তিযোগেন চৈব হি।
ধর্মেণোভয়চিহ্নেন যঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্॥ ৩৫

আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ।
ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্॥ ৩৬

প্রাবোচং ভক্তিযোগস্য স্বরূপং তে চতুর্বিধম্।
কালস্য চাব্যক্তগতের্যোঽন্তর্ধাবতি জন্তুষু॥ ৩৭

জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্মনির্মিতাঃ।
যাস্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ॥ ৩৮

নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ।
ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্মধ্বজায় চ॥ ৩৯

ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে।
নাভক্তায় চ মে জাতু[২] ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি॥ ৪০

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে।
ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ॥ ৪১

বহির্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তাম্[৩]।
নির্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ॥ ৪২

য ইদং শৃণুয়াদম্ব শ্রদ্ধয়া পুরুষঃ সকৃৎ।
যো বাভিধত্তে মচ্চিত্তঃ স হ্যেতি পদবীং চ[৪] মে॥ ৪৩

এবং আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ—এই দুয়েরই লক্ষ্য বস্তু একই, ফলও একই—ভগবৎ প্রাপ্তি॥ ৩২ ॥ রূপরসাদি বহুগুণের আশ্রয় একটি বস্তুই যেমন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিভিন্নভাবে (যেমন একই বস্তু দুধ, চক্ষু দ্বারা সাদা, জিহ্বা দ্বারা মধুর ইত্যাদি) অনুভূত হয়, তেমনই শাস্ত্রের বিভিন্ন সাধনসমূহের দ্বারা একই ভগবান নানাভাবে প্রতীয়মান হন॥ ৩৩ ॥ নানাপ্রকার কর্মকলাপ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, মীমাংসা বা বেদবাক্যের অর্থ বিচার, মন ও ইন্দ্রিয়সংযম, নিষিদ্ধকর্মত্যাগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ সকাম ও নিষ্কাম উভয়প্রকার ধর্ম, আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও তীব্র বৈরাগ্য—এই সমস্ত সাধনের দ্বারা সগুণ-নির্গুণরূপ স্বয়ংপ্রকাশ সেই ভগবানকে পাওয়া যায়॥ ৩৪-৩৬ ॥

হে জননী ! সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও নির্গুণ-ভেদে চার প্রকারের ভক্তিযোগের স্বরূপ এবং যে কাল প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশাদি সাধন করে, যার গতি অতি দুর্জ্ঞেয়—সেই কালের স্বরূপ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম॥ ৩৭ ॥ হে দেবী ! অবিদ্যাজনিত কর্মের ফলে জীবের অনেক রকম গতি হয় ; সেই সব দশায় নিমগ্ন হয়ে জীব নিজের স্বরূপকে চিনতে পারে না॥ ৩৮ ॥ আমি তোমাকে যে জ্ঞানোপদেশ করলাম—এই জ্ঞান দুষ্ট, দুর্বিনীত, গর্বিত, দুরাচারী ও ধর্মধ্বজী (পাষণ্ড) ব্যক্তিকে কখনো শোনাবে না॥ ৩৯ ॥ বিষয়লোলুপ, গৃহাসক্ত, আমার প্রতি ভক্তিহীন, অথবা আমার ভক্তদ্বেষী মানুষের কাছে কখনোই এই জ্ঞান উপদেশ করবে না॥ ৪০ ॥ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, ভক্ত, বিনয়ী, অসূয়াশূন্য, সর্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন, গুরুসেবায় তৎপর, বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, শান্তচিত্ত, দ্বেষশূণ্য ও পবিত্রচিত্ত এবং যে আমাকে প্রিয় থেকেও প্রিয়তম মনে করে, এইরকম ব্যক্তিকেই এই জ্ঞান অবশ্য উপদেশ করবে॥ ৪১-৪২ ॥ হে মাতা ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে আমাতে সমাহিত চিত্ত হয়ে একবারমাত্রও এই রহস্য শ্রবণ বা কীর্তন করবে সে অবশ্যই আমার পরমপদ লাভ করবে॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়ে[৫] দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে কপিলোপাখ্যানে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

[১]প্রা.পা.—দর্শনৈঃ। [২]প্রা.পা.—জ্ঞানং। [৩]প্রা.পা.—দীয়তে। [৪]প্রা.পা.—মম। [৫]প্রা.পা.—কাপিলীয়ে।

অথ ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

দেবহূতির তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষলাভ

মৈত্রেয় উবাচ

এবং নিশম্য কপিলস্য বচো জনিত্রী
সা কর্দমস্য দয়িতা কিল দেবহূতিঃ।
বিস্রস্তমোহপটলা তমভিপ্রণম্য
তুষ্টাব তত্ত্ববিষয়াঙ্কিতসিদ্ধিভূমিম্ ॥ ১

দেবহূতিরুবাচ

অথাপ্যজোঽন্তঃসলিলে শয়ানং
ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং বপুস্তে।
গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং
দধ্যৌ স্বয়ং যজ্জঠরাব্জজাতঃ ॥ ২

স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যঃ।
সর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধি-
রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ॥ ৩

স ত্বং ভৃতো মে জঠরেণ নাথ
কথং নু যস্যোদর এতদাসীৎ।
বিশ্বং যুগান্তে বটপত্র একঃ
শেতে স্ম মায়াশিশুরঙ্ঘ্রিপানঃ ॥ ৪

ত্বং দেহতন্ত্রঃ প্রশমায় পাপ্মনাং
নিদেশভাজাং চ বিভো বিভূতয়ে।
যথাবতারাস্তব শূকরাদয়-
স্তথায়মপ্যাত্মপথোপলব্ধয়ে ॥ ৫

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎ প্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি[১] ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৬

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর ! ভগবান শ্রীকপিলের উপরোক্ত উপদেশসমূহ শুনে কর্দম ঋষির প্রিয় পত্নী এবং তাঁর মাতা দেবহূতির মোহ আবরণ দূর হয়ে গেল এবং তিনি তত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক শ্রীকপিলদেবকে প্রণাম করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন ॥ ১ ॥

দেবহূতি বললেন—হে কপিলদেব ! ব্রহ্মা তোমারই নাভিকমল থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। তিনি প্রলয়পয়োধিজলে শায়িত তোমার শ্রীবিগ্রহের কেবলমাত্র ধ্যানই করেছিলেন (কিন্তু দর্শনে সমর্থ হননি)। তোমার সেই তনুটি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, শব্দাদি বিষয় ও মনোময় বিগ্রহ, সত্ত্বাদি গুণসমূহের প্রবাহ তাতে বর্তমান, সেটি সৎস্বরূপ এবং সকল কার্যকারণের কারণ ॥ ২ ॥ তুমি নিষ্ক্রিয়, সত্যসংকল্প, সমস্ত জীবের প্রভু ও অচিন্তনীয় শক্তিসম্পন্ন। তোমার শক্তিকে গুণ-প্রবাহরূপে ব্রহ্মাদি অনন্তরূপে বিভক্ত করে তাঁদের দ্বারা তুমি নিজেই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পাদন করে থাক ॥ ৩ ॥ হে নাথ ! কি আশ্চর্য তোমার লীলা, যাঁর উদরের মধ্যে প্রলয়ের সময় এই সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চ লীন হয়ে যায় এবং কল্পান্তে যিনি মায়াময় বালকের রূপ ধারণ করে নিজের চরণাঙ্গুষ্ঠ পানে রত হয়ে একলাই বটপত্রে শয়ন করে থাকেন, সেই তোমাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছিলাম ॥ ৪ ॥ হে বিভু ! তুমি পাপীদের দমন আর তোমার আজ্ঞানুবর্তী অর্থাৎ সৎপথাবলম্বী ভক্তদের সদ্‌গতি সম্পাদনের ও মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় দেহধারণ করে থাক। সুতরাং যে রকম তোমার বরাহাদি অবতার সেইরকম এই কপিলাবতারমূর্তিও তুমি মুমুক্ষুদের জ্ঞানমার্গ প্রদর্শনের জন্যই ধারণ করেছ ॥ ৫ ॥ হে ভগবান ! তোমার নাম শ্রবণ ও কীর্তন করলে অথবা ভুলেও যদি কখনো তোমার বন্দনা বা স্মরণ করে তাহলেও কুকুরমাংসভোজী চণ্ডালও সোমযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণের তুল্য পূজনীয় হতে পারে ; সুতরাং তোমার দর্শন করলে যে মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে যায় এ আর বেশি কথা কী ! ॥ ৬ ॥ আহা ! যার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান থাকে সে যদি চণ্ডালও হয় তবুও সে পূজ্যশ্রেষ্ঠ। যে

[১]প্রা.পা.—পানুস্ম.।

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৭
যং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং
প্রত্যক্ স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্॥ ৮

মৈত্রেয় উবাচ

ঈড়িতো ভগবানেবং কপিলাখ্যঃ পরঃ পুমান্।
বাচাবিক্লবয়েত্যাহ মাতরং মাতৃবৎসলঃ॥ ৯

কপিল উবাচ

মার্গেণানেন মাতস্তে সুসেব্যেনোদিতেন মে।
আস্থিতেন পরাং কাষ্ঠামচিরাদবরোৎস্যসি[১]॥ ১০
শ্রদ্ধৎস্বৈতন্মতং মহ্যং জুষ্টং যদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যেন মামভবং যায়া মৃত্যুমৃচ্ছন্ত্যতদ্‌বিদঃ॥ ১১

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রদর্শ্য ভগবান্ সতীং তামাত্মনো গতিম্।
স্বমাত্রা ব্রহ্মবাদিন্যা কপিলোঽনুমতো যযৌ॥ ১২
সা চাপি তনয়োক্তেন যোগাদেশেন[২] যোগযুক্।
তস্মিন্নাশ্রম আপীড়ে[৩] সরস্বত্যাঃ সমাহিতা॥ ১৩
অভীক্ষ্ণাবগাহকপিশান্[৪] জটিলান্ কুটিলালকান্।
আত্মানং চোগ্রতপসা বিভ্রতী চীরিণং কৃশম্॥ ১৪
প্রজাপতেঃ কর্দমস্য তপোযোগবিজৃম্ভিতম্।
স্বগার্হস্থ্যমনৌপম্যং প্রার্থ্যং বৈমানিকৈরপি॥ ১৫
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ।
আসনানি চ হৈমানি সুস্পর্শাস্তরণানি চ॥ ১৬
স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ।
রত্নপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ॥ ১৭

শ্রেষ্ঠ পুরুষ তোমার নাম উচ্চারণ করে সে তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থস্নান, সদাচার পালন ও বেদাধ্যয়ন সব কিছুরই ফল লাভ করেছে॥ ৭ ॥ হে কপিলদেব ! তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তুমিই পরমপুরুষ, অন্তর্মুখচিত্তে তুমিই একমাত্র উপাস্য। তুমি তোমার তেজে মায়ার কার্য গুণপ্রবাহকে নিরস্ত কর তথা তোমারই মধ্যে বেদজ্ঞান পূর্ণভাবে অবস্থিত। তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, তোমাকে আমি প্রণাম করি॥ ৮ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—জননী কর্তৃক এইভাবে স্তুত হয়ে মাতৃবৎসল পরমপুরুষ ভগবান কপিলদেব গম্ভীরস্বরে মাকে বললেন॥ ৯ ॥

কপিলদেব বললেন—হে মাতা ! তোমাকে আমি যে সুখসাধ্য সাধনমার্গ উপদেশ করলাম তার অনুষ্ঠান করলে অর্থাৎ অভ্যাস করলে তুমি অচিরেই পরমপদ প্রাপ্ত হবে॥ ১০ ॥ তুমি আমার এই প্রদর্শিত পথে শ্রদ্ধা রাখ, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ আমার প্রদর্শিত এই পথে সাধনা করেছেন ; এই সাধনের দ্বারা তুমি জন্মমরণরহিত স্বরূপ লাভ করবে। যারা আমার এই মত জানে না তারা বারবার জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে॥ ১১ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—ভগবান শ্রীকপিল এইভাবে শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞান উপদেশ করে তাঁর ব্রহ্মবাদিনী জননীর অনুমতি গ্রহণ করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন॥ ১২ ॥ দেবহূতিও তখন সরস্বতী নদীর পুষ্পমুকুটতুল্য নিজ আশ্রমে তাঁর পুত্রোপদিষ্ট যোগসাধনের দ্বারা যোগযুক্তা হয়ে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ১৩ ॥ প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান করতে করতে দেবহূতির কুটিল কেশরাশি পিঙ্গলবর্ণ ও জটাযুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং চীরবস্ত্রে আবৃত দেহ উগ্র তপস্যার ফলে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল॥ ১৪ ॥ প্রজাপতি কর্দমের তপস্যা এবং যোগবলে প্রাপ্ত দেবতাদেরও প্রার্থিত যে অতুলনীয় গার্হস্থ্য সুখ তিনি লাভ করেছিলেন, তা তিনি তৃণবৎ ত্যাগ করেছিলেন॥ ১৫ ॥ দুগ্ধফেননিভ সুকোমল স্বচ্ছ শয্যাসমন্বিত হস্তিদন্ত নির্মিত পালঙ্ক, স্বর্ণপাত্রাদি, সুখস্পর্শ আস্তরণযুক্ত স্বর্ণসিংহাসন, উত্তম মরকতমণি খচিত স্বচ্ছস্ফটিকময় ভিত্তিতে রত্ননির্মিত রমণীমূর্তিসকল, তাদের হস্তে ধৃত মণিময় প্রজ্বলিত প্রদীপসমূহ—এই সব সম্পদে মণ্ডিত ছিল তাঁর আবাস, আর সেই গৃহসংলগ্ন রমণীয় উদ্যানটি ছিল বহুবিধ কুসুমিত দেবতরু দ্বারা সুশোভিত এবং

[১]প্রা.পা.—দধিরো.। [২]প্রা.পা.— যোগমার্গেণ। [৩]প্রা.পা.—পীলে। [৪]প্রা.পা.—নীরাবগাহকপিশং জটিলং কুটিলালকম্।

গৃহোদ্যানং কুসুমিতৈ রম্যং বহ্বমরদ্রুমৈঃ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং গায়ন্মত্তমধুব্রতম্॥ ১৮

যত্র প্রবিষ্টমাত্মানং বিবুধানুচরা জগুঃ।
বাপ্যামুৎপলগন্ধিন্যাং কর্দমেনোপলালিতম্॥ ১৯

হিত্বা তদীপ্সিততমমপ্যাখণ্ডলযোষিতাম্।
কিঞ্চিচ্চকার বদনং পুত্রবিশ্লেষণাতুরা॥ ২০

বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যবিরহাতুরা।
জ্ঞানতত্ত্বাপ্যভূন্নষ্টে বৎসে গৌরিব বৎসলা॥ ২১

তমেব ধ্যায়তী দেবমপত্যং কপিলং হরিম্।
বভূবাচিরতো বৎস নিঃস্পৃহা তাদৃশে গৃহে॥ ২২

ধ্যায়তী ভগবদ্রূপং যদাহ ধ্যানগোচরম্।
সুতঃ প্রসন্নবদনং সমস্তব্যস্তচিন্তয়া॥ ২৩

ভক্তিপ্রবাহযোগেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
যুক্তানুষ্ঠানজাতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনা॥ ২৪

বিশুদ্ধেন তদাত্মানমাত্মনা বিশ্বতোমুখম্।
স্বানুভূত্যা তিরোভূতমায়াগুণবিশেষণম্॥ ২৫

ব্রহ্মণ্যবস্থিতমতির্ভগবত্যাত্মসংশ্রয়ে।
নিবৃত্তজীবাপত্তিত্বাৎ ক্ষীণক্লেশাহপ্তনির্বৃতিঃ[১]॥ ২৬

নিত্যারূঢ়সমাধিত্বাৎ পরাবৃত্তগুণভ্রমা।
ন সস্মার তদাত্মানং স্বপ্নে দৃষ্টমিবোত্থিতঃ॥ ২৭

তদ্দেহঃ পরতঃপোষোহপ্যকৃশশ্চাধ্যসম্ভবাৎ।
বভৌ মলৈরবচ্ছন্নঃ সধূম ইব পাবকঃ॥ ২৮

স্বাঙ্গং তপোযোগময়ং মুক্তকেশং গতাম্বরম্।
দৈবগুপ্তং ন বুবুধে বাসুদেবপ্রবিষ্টধীঃ॥ ২৯

পাখির কলরব ও মধুমত্ত ভ্রমর গুঞ্জনে মুখরিত মহর্ষি কর্দমের প্রণয়লালিতা ক্রীড়ারতা দেবহূতি যখন উপবন মধ্যস্থিত পদ্মগন্ধসুবাসিত সরোবরে অবগাহনের জন্য জলে নামতেন তখন গন্ধর্বগণ দেবহূতির যশোগান করে তাঁকে অভিনন্দন জানাত—এইসব অসীম সুখকর গার্হস্থ্যসুখ, যা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী প্রমুখেরও একান্ত বাঞ্ছনীয়—সেই সমস্তই তিনি পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু পুত্রবিচ্ছেদে ব্যাকুল হওয়ায় তাঁর মুখখানি কিঞ্চিৎ মলিন হয়ে গিয়েছিল॥ ১৬-২০ ॥

পতির সন্ন্যাস নিয়ে বনগমনের পর পুত্রের সঙ্গেও বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াতে, তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বৎসহারা গাভীর মতো কাতর হয়ে পড়লেন॥২১ ॥ হে বৎস বিদুর ! নিজপুত্র কপিলদেবরূপী ভগবান শ্রীহরিরই চিন্তা করতে করতে অচিরেই তিনি সেই রমণীয় গৃহসুখেও স্পৃহাহীন হয়ে গেলেন॥ ২২ ॥ কপিলদেব ধ্যান করবার জন্য প্রসন্ন বদনারবিন্দযুক্ত ভগবানের যে স্বরূপ বর্ণনা করেছিলেন, দেবহূতি সেই অনুসারে শ্রীভগবানের এক-এক অবয়ব তথা সম্পূর্ণ মূর্তির চিন্তা করতে করতে ধ্যানে রত হলেন॥ ২৩ ॥ ভগবদ্‌ভক্তি প্রবাহরূপ যোগ, প্রবল বৈরাগ্য ও যথোচিত কর্মানুষ্ঠানে উৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্পাদক জ্ঞান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মার, যাঁর স্বরূপ অনুভূত হলে মায়ার আবরণ দূর হয়ে যায় তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন॥ ২৪-২৫ ॥ এইভাবে জীবের আশ্রয়স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানেই বুদ্ধি স্থিত হয়ে যাওয়াতে তাঁর জীবভাব নিবৃত্ত হয়ে গেল এবং তিনি সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দে নিমগ্ন হয়ে গেলেন॥ ২৬ ॥ এই সময়ে নিত্য সমাহিত থাকায় বিষয়ের নিত্যত্বরূপ ভ্রান্তির অবসান হয়ে গিয়েছিল এবং সুপ্তোত্থিত মানুষের স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের মতো নিজ দেহের কথাও আর তাঁর স্মরণে রইল না॥ ২৭ ॥ তাঁর শরীরের পোষণও অন্যের দ্বারাই সাধিত হত (স্বয়ং কিছুমাত্র পোষণ করতেন না)। কিন্তু কোনোরকম মানসিক ক্লেশ না থাকার ফলে তাঁর দেহ দুর্বলও হল না। শরীরের দীপ্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছিল কিন্তু সংস্কারের পারিপাট্য না থাকাতে তা মলাচ্ছন্ন হলেও ধূমাবৃত অগ্নির মতো শোভিত হতে লাগল। তাঁর কেশরাশি আলুলায়িত হয়ে গিয়েছিল, পরিধেয় বসন দেহ থেকে স্খলিত হয়ে গিয়েছিল, তবুও নিরন্তর শ্রীভগবানে চিত্ত সমাহিত থাকাতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় তিনি তা বুঝতেও পারেননি, কেবল প্রারব্ধ কর্মই

[১] প্রা.পা.—স্বাধীনক্লেশা.।

এবং সা কপিলোক্তেন মার্গেণাচিরতঃ পরম্।
আত্মানং ব্রহ্ম নির্বাণং ভগবন্তমবাপ হ॥ ৩০

তদ্ বীরাসীৎ পুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
নাম্না সিদ্ধপদং যত্র সা সংসিদ্ধিমুপেয়ুষী॥ ৩১

তস্যাস্তদ্‌যোগবিধুতমার্ত্যং মর্ত্যমভূৎ সরিৎ।
স্রোতসাং প্রবরা সৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা[১]॥ ৩২

কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ পিতুরাশ্রমাৎ।
মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ॥ ৩৩

সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
স্তূয়মানঃ সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ॥ ৩৪

আস্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্যৈরভিষ্টুতঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ[২] সমাহিতঃ॥ ৩৫

এতন্নিগদিতং তাত যৎপৃষ্টোঽহং তবানঘ[৩]।
কপিলস্য চ সংবাদো দেবহূত্যাশ্চ পাবনঃ॥ ৩৬

য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে
কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহ্যম্।
ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতা-
বুপলভতে ভগবৎ পদারবিন্দম্॥ ৩৭

তাঁর দেহরক্ষা করছিল॥ ২৮-২৯ ॥

হে বিদুর! এইভাবে কপিলদেব উপদিষ্ট সাধনমার্গ অবলম্বন করে অল্পকালের মধ্যেই নিত্যমুক্ত পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবানকে তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ৩০ ॥ হে বীরবর! যেই স্থানে দেবহূতি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেই স্থান ত্রিভুবন বিখ্যাত পরমপবিত্র 'সিদ্ধপদ' নামে পুণ্যক্ষেত্র হয়ে রয়েছে॥ ৩১ ॥ হে ভদ্র বিদুর! যোগসাধনার দ্বারা তাঁর দৈহিক মালিন্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সেই শরীর একটি নদীরূপে পরিণত হয়ে রয়েছে। সেই নদী সিদ্ধগণ দ্বারা সর্বদা সেবিত হচ্ছে এবং সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী॥ ৩২ ॥

মহাযোগী ভগবান কপিলদেবও মাতৃআজ্ঞা গ্রহণ করে পিতার আশ্রম থেকে বেরিয়ে ঈশাণকোণের দিকে চলে গেলেন॥ ৩৩ ॥ সেখানে স্বয়ং সমুদ্র তাঁর পূজা করে তাঁকে স্থান দেন। ত্রিলোকে শান্তিপ্রদানের জন্য তিনি যোগযুক্ত হয়ে সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, মুনি ও অপ্সরাসহ সাংখ্যাচার্যগণও সর্বপ্রকারে তাঁর স্তবস্তুতি করে থাকেন॥ ৩৪-৩৫ ॥

হে নিষ্পাপ বিদুর! তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে কপিল ও দেবহূতির পরম পবিত্র সংবাদ আমি বর্ণনা করলাম॥ ৩৬ ॥ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপায়স্বরূপ অতি গূঢ় রহস্য হল এই কপিলদেবের উপদেশ। যে ব্যক্তি এই উপদেশ শ্রবণ বা কীর্তন করেন তিনি ভগবান গরুড়ধ্বজে ভক্তিযুক্ত হয়ে অচিরেই শ্রীহরির চরণারবিন্দ লাভে সমর্থ হন॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়োপাখ্যানে[৪] ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে কপিলোপাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

॥ তৃতীয় স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

---

[১]প্রা.পা.—সিদ্ধি.। [২]প্রা.পা.—কানাং সুখায়াস্তে সমা.। [৩]প্রা.পা.—স্বয়া.। [৪]প্রা.পা.—কাপিলেয়ে।

শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ



ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

চতুর্থ স্কন্ধ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যাগণের বংশ বর্ণনা

মৈত্রেয় উবাচ

মনোস্তু শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ[১]॥ ১ ॥

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ।
পুত্রিকাধর্মমাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ॥ ২ ॥

প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ।
মিথুনং ব্রহ্মবর্চস্বী পরমেণ সমাধিনা॥ ৩ ॥

যস্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্‌বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্।
যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতানপায়িনী॥ ৪ ॥

আনিন্যে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষম্।
স্বায়ম্ভুবো মুদা যুক্তো রুচির্জগ্রাহ দক্ষিণাম্॥ ৫ ॥

তাং কাময়ানাং ভগবানুবাহ যজুষাং পতিঃ।
তুষ্টায়াং তোষমাপন্নোঽজনয়দ্ দ্বাদশাত্মজান্॥ ৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! স্বায়ম্ভুব মনুর মহিষী শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ—এই দুই পুত্র ছাড়াও তিন কন্যার জন্ম হয়েছিল—তাঁরা আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি নামে খ্যাত॥ ১ ॥ মনু নিজ পত্নী শতরূপার সম্মতি অনুসারে কন্যা আকূতিকে ভাই থাকা সত্ত্বেও পুত্রিকা-ধর্ম-অনুযায়ী* প্রজাপতি রুচির সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন॥ ২ ॥ ঈশ্বরের চিন্তায় নিয়ত নিমগ্ন থাকার ফলে প্রজাপতি রুচি ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন। আকূতির গর্ভে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা—এই যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল॥ ৩ ॥ এই দুজনের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি সাক্ষাৎ যজ্ঞরূপধারী বিষ্ণু আর যিনি স্ত্রী তিনি ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর অংশস্বরূপা ভগবানের নিত্যসংযুক্তা শক্তি 'দক্ষিণা'॥ ৪ ॥ স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর কন্যা আকূতির সেই মহাতেজস্বী পুত্রকে নিজের গৃহে নিয়ে এলেন আর কন্যা দক্ষিণাকে প্রজাপতি রুচি নিজের কাছে রেখে দিলেন॥ ৫ ॥ দক্ষিণা যখন বিবাহযোগ্যা হলেন তখন তিনি ভগবান যজ্ঞকেই পতিরূপে কামনা করলেন। মন্ত্রাধিপতি ভগবান

[১]প্রা.পা.—সুব্রতাঃ।

*পুত্রিকা ধর্মানুযায়ী বিবাহে এই রকম শর্ত করা হয় যে, ওই কন্যার প্রথম পুত্রকে কন্যার পিতা নিজপুত্ররূপে গ্রহণ করবেন। ভ্রাতৃহীনা কন্যার ক্ষেত্রেই এই প্রথা স্বাভাবিক ছিল।

তোষঃ প্রতোষঃ সংতোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতিঃ।
ইধ্মঃ কবির্বিভুঃ স্বহ্নঃ সুদেবো রোচনো দ্বিষট্‌॥ ৭ ॥

তুষিতা নাম তে দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবান্তরে।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো যজ্ঞঃ সুরগণেশ্বরঃ॥ ৮ ॥

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ।
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৃণামনুবৃত্তং তদন্তরম্[১]॥ ৯ ॥

দেবহূতিমদাত্তাত কর্দমায়াত্মজাং মনুঃ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম ॥ ১০ ॥

দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্মনুঃ।
প্রাযচ্ছদ্ যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততো মহান্॥ ১১

যাঃ কর্দমসুতাঃ প্রোক্তা নব[২] ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ।
তাসাং প্রসূতিপ্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে॥ ১২

পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দমাত্মজা।
কশ্যপং[৩] পূর্ণিমানং চ যয়োরাপূরিতং জগৎ॥ ১৩

পূর্ণিমাসূত বিরজং বিশ্বগং চ পরংতপ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্ যাভূৎসরিদ্দিবঃ॥ ১৪ ॥

অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীঞ্জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।
দত্তং দুর্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্॥ ১৫ ॥

বিদুর উবাচ

অত্রের্গৃহে সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষবো জাতা এতদাখ্যাহি মে গুরো॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

ব্রহ্মণা নোদিতঃ[৪] সৃষ্টাবত্রির্ব্রহ্মবিদাং বরঃ।

যজ্ঞ তাঁকেই বিবাহ করলে দক্ষিণা পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং ভগবানও প্রসন্ন হয়ে তাঁর গর্ভে বারোটি পুত্রের জন্ম দেন॥ ৬ ॥ এই বারোজন হলেন—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বহ্ন, সুদেব এবং রোচন॥ ৭ ॥ এঁরাই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে 'তুষিত' নামক দেবতার আখ্যা পেয়েছিলেন। এছাড়া সেই মন্বন্তরে মরীচি প্রমুখ সপ্তর্ষি ছিলেন, ভগবান যজ্ঞই তখন দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্র হয়েছিলেন এবং মনুর পুত্ররূপে জাত হয়েছিলেন মহাতেজস্বী প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। এই দুজনের পুত্র, পৌত্র এবং দৌহিত্রগণের বংশধরদের দ্বারাই সেই মন্বন্তরের লোকসংখ্যা পরিপূর্তি লাভ করেছিল॥ ৮-৯ ॥

প্রিয় বিদুর ! মনু নিজের দ্বিতীয়া কন্যা দেবহূতিকে কর্দমের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন—এ সম্পর্কে প্রায় সব বৃত্তান্তই তুমি আমার কাছে শুনেছ॥ ১০ ॥ ভগবান মনু তাঁর তৃতীয়া কন্যা প্রসূতিকে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষপ্রজাপতির সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর বিশাল বংশপরম্পরা ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত হয়েছে॥ ১১ ॥

মহর্ষি কর্দমের যে নয়জন কন্যার ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তাঁদের কথা আমি আগেই বলেছি। এখন আমি তাঁদের বংশপরম্পরা বর্ণনা করছি,—শোন ॥ ১২ ॥ মরীচি ঋষির পত্নী কর্দম-কন্যা কলা কশ্যপ এবং পূর্ণিমা (পূর্ণিমন্ শব্দ, পুংলিঙ্গ) নামে দুটি পুত্র প্রসব করেছিলেন, এঁদের বংশধরেরা সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করেছে॥ ১৩ ॥ হে শত্রুতাপন বিদুর ! পূর্ণিমার বিরজ এবং বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা হয়েছিল। এই দেবকুল্যাই জন্মান্তরে শ্রীহরির পদপ্রক্ষালন থেকে দেবনদী গঙ্গারূপে উদ্ভূত হয়েছেন॥ ১৪ ॥ অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া দত্ত (দত্তাত্রেয়), দুর্বাসা এবং সোম নামে তিনজন মহাযশস্বী পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এঁরা যথাক্রমে ভগবান বিষ্ণু, শংকর এবং ব্রহ্মার অংশে উৎপন্ন হয়েছিলেন॥ ১৫ ॥

বিদুর প্রশ্ন করলেন—গুরুদেব, দয়া করে আমাকে বলুন, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা এই তিন শ্রেষ্ঠ দেবতা কী অভিপ্রায়ে অত্রিমুনির গৃহে জন্ম নিলেন ? ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয় বললেন—ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি

---

[১]প্রা.পা.—যদ.। [২]প্রা.পা.—স্তাঃ ক্রতুর্বক্ষ.। [৩]প্রা.পা.—যজ্ঞং চ। [৪]প্রা.পা.—তো।

সহ পত্ন্যা যযাবৃক্ষং কুলাদ্রিং তপসি স্থিতঃ।। ১৭ ।।

তস্মিন্ প্রসূনস্তবকপলাশাশোককাননে।
বার্ভিঃস্রবদ্ভিরুদ্‌ঘুষ্টে নির্বিন্ধ্যায়াঃ সমন্ততঃ।। ১৮ ।।

প্রাণায়ামেন সংযম্য মনো বর্ষশতং মুনিঃ।
অতিষ্ঠদেকাপাদেন নির্দ্বন্দ্বোঽনিলভোজনঃ।। ১৯ ।।

শরণং তং প্রপদ্যেঽহং য এব জগদীশ্বরঃ।
প্রজামাত্মসমাং মহ্যং প্রযচ্ছত্বিতি চিন্তয়ন্।। ২০ ।।

তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসাগ্নিনা।
নির্গতেন মুনের্মূর্ধ্নঃ সমীক্ষ্য প্রভবস্ত্রয়ঃ।। ২১ ।।

অপ্সরোমুনিগন্ধর্বসিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ।
বিতায়মানযশসস্তদাশ্রমপদং যযুঃ।। ২২ ।।

তৎপ্রাদুর্ভাবসংযোগবিদ্যোতিতমনা মুনিঃ।
উত্তিষ্ঠন্নেকপাদেন দদর্শ বিবুধর্ষভান্।। ২৩ ।।

প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমাবুপতস্থেঽর্হণাঞ্জলিঃ[১]।
বৃষহংসসুপর্ণস্থান্ স্বৈঃ স্বৈশ্চিহ্নৈশ্চ চিহ্নিতান্।। ২৪

কৃপাবলোকেন হসদ্‌বদনেনোপলম্ভিতান্।
তদ্রোচিষাপ্রতিহতে নিমীল্য মুনিরক্ষিণী।। ২৫ ।।

চেতস্তৎপ্রবণং যুঞ্জন্নস্তাবীৎ সংহতাঞ্জলিঃ।
শ্লক্ষ্ণয়া সূক্তয়া বাচা সর্বলোকগরীয়সঃ।। ২৬ ।।

অত্রিরুবাচ

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু বিভজ্যমানৈ-
র্মায়াগুণৈরনুযুগং বিগৃহীতদেহাঃ।
তে ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ প্রণতোঽস্ম্যহং ব-
স্তেভ্যঃ ক এব ভবতাং ম ইহোপহূতঃ।। ২৭ ।।

অত্রিকে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যের জন্য আদেশ করলে তিনি নিজের সহধর্মিণীর সঙ্গে তপস্যার জন্য ঋক্ষনামক কুলপর্বতে গমন করেন।। ১৭ ।। সেই পর্বতে পলাশ এবং অশোক বৃক্ষে পরিপূর্ণ এক বিশাল বন ছিল। সেখানে সকল বৃক্ষই ছিল পুষ্পস্তবকে সুশোভিত এবং নির্বিন্ধ্যা নদীর জলপ্রবাহের কলধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত ছিল।। ১৮ ।। মুনিশ্রেষ্ঠ অত্রি সেই বনে প্রাণায়ামের সাহায্যে মনকে সংযত করে কেবলমাত্র বায়ুভোজন করে শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বের দ্বারা বিচলিত না হয়ে একশো বছর একপায়ে দণ্ডায়মান ছিলেন।। ১৯ ।। সেই সময়ে তিনি মনে মনে এই প্রার্থনা করছিলেন যে, 'যিনি সমগ্র জগতের ঈশ্বর আমি তাঁর শরণ নিলাম, তিনি আমাকে নিজের সমান সন্তান প্রদান করুন'।। ২০ ।। তপস্যারত অত্রিমুনির প্রাণায়ামই যেন ইন্ধনস্বরূপ হয়ে তাঁর তেজকে প্রজ্বলিত করেছিল, সেই তেজ তাঁর মস্তক থেকে নির্গত হয়ে ত্রিভুবনকে সন্তপ্ত করে তুলেছিল। এই ব্যাপার দর্শন করে তিন প্রধান দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তখন অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও নাগগণ তাঁদের যশ কীর্তন করতে লাগলেন।। ২১-২২ ।। এই তিন দেবতার যুগপৎ আবির্ভাবে অত্রিমুনির অন্তঃকরণ আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি এক পায়ে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই এই দেবশ্রেষ্ঠদের দর্শন করলেন এবং ভূমিতে দণ্ডবৎ লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে অর্ঘ্য-পুষ্পাদি পূজার সামগ্রী হাতে নিয়ে তাঁদের পূজা করলেন। সেই দেবত্রয় তাঁদের নিজ নিজ বাহন—হংস, গরুড় এবং বৃষে আরূঢ় এবং কমণ্ডলু, চক্র, ত্রিশূল প্রভৃতি নিজেদের চিহ্নসমূহের দ্বারা সুশোভিত ছিলেন।। ২৩-২৪ ।। তাঁদের নয়নের কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি এবং মৃদুহাস্যযুক্ত মুখমণ্ডল থেকে তাঁদের প্রসন্নতা প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁদের উজ্জ্বল জ্যোতিতে অত্রিমুনির দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে গেল—তিনি চক্ষু দুটি মুদিত করে ফেললেন।। ২৫ ।। তিনি তাঁদের প্রতি চিত্তকে নিবদ্ধ করে কৃতাঞ্জলিপুটে অতি মধুর এবং গভীর ভাবপূর্ণ বচনে সর্বলোকশ্রেষ্ঠ সেই তিন দেবতার স্তুতি করতে লাগলেন।। ২৬ ।।

অত্রি বললেন—প্রত্যেক কল্পের প্রারম্ভে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের জন্য যাঁরা মায়ার সত্ত্বাদি তিন গুণের বিভাগসাধন করে পৃথক পৃথক দেহ ধারণ করেন

[১]প্রা.পা.— স্থে কৃতাঞ্জলিঃ।

একো ময়েহ ভগবান্ বিবিধপ্রধানৈ-
শ্চিত্তীকৃতঃ প্রজননায় কথং নু যূয়ম্।
অত্রাগতাস্তনুভৃতাং মনসোঽপি দূরাদ্
ব্রূত প্রসীদত মহানিহ বিস্ময়ো মে॥ ২৮ ॥

আপনারাই সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—আমি আপনাদের প্রণাম করি। দয়া করে বলুন—যাঁকে আমি ডেকেছিলাম, আপনাদের মধ্যে তিনি কোন জন ? ॥ ২৭ ॥ আমি প্রজাসৃষ্টির কামনায় সর্বদেবশ্রেষ্ঠ একমাত্র শ্রীভগবানকেই চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু আপনারা তিনজনই এখানে আগমনের এই বিশেষ কৃপা প্রকাশ করলেন কেন ? আপনারা তো দেহধারীগণের মনেরও অগোচর। এইজন্য আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মাচ্ছে। আপনারা প্রসন্ন হোন, দয়া করে এর রহস্য আমার কাছে প্রকাশ করুন॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয় উবাচ[1]

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্তে বিবুধর্ষভাঃ।
প্রত্যাহুঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রহস্য তমৃষিং প্রভো॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয় বললেন—হে প্রভাবসম্পন্ন বিদুর ! অত্রি মুনির এই কথা শুনে সেই তিন দেবশ্রেষ্ঠ হাসলেন এবং সুমধুর বাক্যে তাঁকে বললেন॥ ২৯ ॥

দেবা ঊচুঃ

যথা কৃতস্তে সঙ্কল্পো ভাব্যং তেনৈব নান্যথা।
সৎসঙ্কল্পস্য তে ব্রহ্মন্ যদ্বৈ ধ্যায়তি[2] তে বয়ম্॥ ৩০

দেবগণ বললেন—হে ব্রহ্মণ ! তুমি সত্যসংকল্প। সুতরাং তুমি যেমন সংকল্প করেছ তাই ঘটবে। তার অন্যথা হতেই পারে না। তুমি যে জগদীশ্বর তত্ত্বের ধ্যান করেছিলে আমরা তিনজনই স্বরূপত তা-ই॥ ৩০ ॥ হে মহর্ষি ! তোমার কল্যাণ হোক ; আমাদের অংশে অতঃপর তোমার তিনটি জগদ্বিখ্যাত পুত্র জন্মাবে, তারা তোমার যশ বিস্তার করবে॥ ৩১ ॥

অথাস্মদংশভূতাস্তে আত্মজা লোকবিশ্রুতাঃ।
ভবিতারোঽঙ্গ ভদ্রং তে বিস্রপ্স্যন্তি চ তে যশঃ॥ ৩১

এবং কামবরং দত্ত্বা প্রতিজগ্মুঃ সুরেশ্বরাঃ।
সভাজিতাস্তয়োঃ সম্যগ্দম্পত্যোর্মিষতোস্ততঃ॥ ৩২

তাঁকে (অত্রিমুনিকে) এইপ্রকার অভীষ্ট বর প্রদান করে এবং সেই মুনি ও তাঁর পত্নীকর্তৃক উত্তমরূপে পূজিত হয়ে সেই তিন দেবশ্রেষ্ঠ তাঁদের চোখের সামনেই সেখান থেকে নিজ নিজ লোকে প্রস্থান করলেন॥ ৩২ ॥ এরপরে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগশাস্ত্রজ্ঞ দত্তাত্রেয় এবং মহাদেবের অংশে দুর্বাসা ঋষি অত্রির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এখন অঙ্গিরা ঋষির সন্তান-সন্ততিদের কথা শ্রবণ করো॥ ৩৩ ॥

সোমোঽভূদ্ব্রহ্মণোঽংশেন দত্তো বিষ্ণোস্তু যোগবিৎ।
দুর্বাসাঃ শংকরস্যাংশো নিবোধাঙ্গিরসঃ প্রজাঃ॥ ৩৩

শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ।
সিনীবালী কুহূ রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা॥ ৩৪ ॥

অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা—সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতি—এই চারটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন॥ ৩৪ ॥ এছাড়া তাঁর দুটি পুত্রও হয়েছিল—একজন সাক্ষাৎ ভগবানের অবতাররূপী উতথ্য, অপরজন পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ বৃহস্পতি। এঁরা দুজনেই স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন॥ ৩৫ ॥ পুলস্ত্য ঋষির পত্নী হবির্ভূর গর্ভে মহর্ষি অগস্ত্য এবং মহাতপস্বী বিশ্রবা—এই দুই পুত্রের জন্ম হয়। এই অগস্ত্যই জন্মান্তরে জঠরাগ্নি (প্রাণিদের উদরাভ্যন্তরে পরিপাকক্রিয়ানিষ্পাদক অগ্নি)-

তৎপুত্রাবপরাবাস্তাং খ্যাতৌ স্বারোচিষেঽন্তরে।
উতথ্যো ভগবান্ সাক্ষাদ্ব্রহ্মিষ্ঠশ্চ বৃহস্পতিঃ॥ ৩৫

পুলস্ত্যোঽজনয়ৎ পত্ন্যামগস্ত্যং চ হবির্ভুবি।
সোঽন্যজন্মনি দহ্রাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ॥ ৩৬ ॥

[1]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' নেই। [2]প্রা.পা.—ধ্যায়সি।

তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্ত্বিড়বিড়াসুতঃ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ॥ ৩৭ ॥

পুলহস্য গতির্ভার্যা ত্রীনসূত সতী সুতান্।
কর্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুং চ মহামতে॥ ৩৮ ॥

ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্যা বালখিল্যানসূয়ত।
ঋষীন্ ষষ্টিসহস্রাণি জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা॥ ৩৯ ॥

ঊর্জায়াং জজ্ঞিরে পুত্রা বসিষ্ঠস্য পরন্তপ।
চিত্রকেতুপ্রধানাস্তে সপ্ত ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ॥ ৪০ ॥

চিত্রকেতুঃ সুরোচিশ্চ বিরজা মিত্র এব চ।
উল্বণো বসুভৃদ্যানো দ্যুমান্ শক্ত্যাদয়োঽপরে॥ ৪১

চিত্তিস্ত্বথর্বণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্।
দধ্যঞ্চমশ্বশিরসং[১] ভৃগোর্বংশং নিবোধ মে॥ ৪২

ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ।
ধাতারং চ বিধাতারং শ্রিয়ং চ ভগবৎপরাম্॥ ৪৩ ॥

আয়তিং নিয়তিং চৈব সুতে মেরুস্তয়োরদাৎ।
তাভ্যাং তয়োরভবতাং মৃকণ্ডঃ প্রাণ এব চ॥ ৪৪ ॥

মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডস্য প্রাণাদ্‌বেদশিরা মুনিঃ।
কবিশ্চ ভার্গবো যস্য ভগবানুশনা সুতঃ॥ ৪৫ ॥

ত[২] এতে মুনয়ঃ ক্ষত্তর্লোকান্ সর্গৈরভাবয়ন্।
এষ কর্দমদৌহিত্রসংতানঃ কথিতস্তব।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য সদ্যঃ পাপহরঃ পরঃ॥ ৪৬ ॥

প্রসূতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হ্যজাত্মজঃ।
তস্যাং সসর্জ দুহিতৃঃ ষোড়শামললোচনাঃ॥ ৪৭ ॥

ত্রয়োদশাদাদ্ধর্মায় তথৈকামগ্নয়ে বিভুঃ।
পিতৃভ্য একাং যুক্তেভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে॥ ৪৮ ॥

রূপী ছিলেন॥ ৩৬ ॥ বিশ্রবামুনির পত্নী ইড়বিড়া (ইলবিলা)-র গর্ভে যক্ষেশ্বর কুবেরের জন্ম হয় এবং তাঁর অপর পত্নী (কেশিনী)-র গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ নামক তিন পুত্রের উৎপত্তি হয়॥ ৩৭ ॥

হে মহামতি বিদুর! মহর্ষি পুলহের স্ত্রী পরম সাধবী গতি কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান এবং সহিষ্ণু—এই তিনটি পুত্র প্রসব করেছিলেন॥ ৩৮ ॥ ঋষিবর ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া ব্রহ্মতেজে মহাদীপ্তিশালী বালখিল্য নামক ষাট হাজার ঋষির জন্ম দিয়েছিলেন॥ ৩৯ ॥ হে পরন্তপ বিদুর! বশিষ্ঠদেবের পত্নী ঊর্জা (অরুন্ধতী)-র গর্ভে চিত্রকেতু-প্রমুখ সাতজন বিশুদ্ধচরিত্র ব্রহ্মর্ষির জন্ম হয়॥ ৪০ ॥ এই সাত-জন হলেন—চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্যান এবং দ্যুমান্। এঁরা ছাড়াও তাঁর অপর পত্নীর গর্ভে শক্তি প্রমুখ আরও কয়েকজন পুত্রের জন্ম হয়॥ ৪১ ॥ অথর্বা মুনির পত্নী চিত্তি দধ্যঙ্ (দধীচি) নামে এক তপস্যানিষ্ঠ পুত্র লাভ করেছিলেন। এই পুত্রের অপর নাম ছিল অশ্বশিরা। এখন ভৃগুর বংশের কথা শোনো॥ ৪২ ॥

মহাভাগ ভৃগু নিজ পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা এবং বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং শ্রী নামে এক ভগবৎপরায়ণা কন্যা উৎপন্ন করেছিলেন॥ ৪৩ ॥ মেরু ঋষি তাঁর আয়তি এবং নিয়তি নামক দুই কন্যাকে যথাক্রমে ধাতা এবং বিধাতার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং তার ফলে এই দুজনের যথাক্রমে মৃকণ্ড এবং প্রাণ নামে দুই পুত্র জন্মেছিল॥ ৪৪ ॥ এঁদের মধ্যে মৃকণ্ডের মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের বেদশিরা নামে পুত্র জন্মায়। মহর্ষি ভৃগুর কবি নামে আরও একজন পুত্র ছিলেন—তাঁর পুত্র ভগবান উশনা (শুক্রাচার্য)॥ ৪৫ ॥ বিদুর! এইসব মুনিশ্রেষ্ঠগণ প্রজাসৃষ্টির মাধ্যমে লোকবিস্তার ঘটিয়েছেন। আমি তোমার কাছে মহর্ষি কর্দমের দৌহিত্র বংশের বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে এই প্রজাবিস্তার-আখ্যান শ্রবণ করে তাঁর সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষপ্রজাপতি মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। তিনি তাঁর গর্ভে সুলোচনা প্রমুখ ষোলটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন॥ ৪৭ ॥ দক্ষপ্রজাপতি এই কন্যাদের মধ্যে তেরোজনকে ধর্মের হাতে, একজনকে অগ্নির হাতে,

[১]প্রা.পা.—দধীচমশ্ব.। [২]প্রা.পা.—সর্বে তে মুন.।

শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ।
বুদ্ধির্মেধা তিতিক্ষা হ্রীর্মূর্তির্ধর্মস্য পত্নয়ঃ।। ৪৯ ।।

শ্রদ্ধাসূত শুভং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়া।
শান্তিঃ সুখং মুদং তুষ্টিঃ স্ময়ং পুষ্টিরসূয়ত।। ৫০ ।।

যোগং ক্রিয়োন্নতির্দর্পমর্থং বুদ্ধিরসূয়ত।
মেধা স্মৃতিং তিতিক্ষা তু ক্ষেমং হ্রীঃ প্রশ্রয়ং সুতম্।। ৫১

মূর্তিঃ সর্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী। ৫২ ।।

যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎ সুনির্বৃতম্।
মনাংসি ককুভো বাতাঃ প্রসেদুঃ সরিতোঽদ্রয়ঃ।। ৫৩

দিব্যবাদ্যন্ত তূর্যাণি পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ।
মুনয়স্তুষ্টুবুস্তুষ্টা জগুর্গন্ধর্বকিন্নরাঃ।। ৫৪ ।।

নৃত্যন্তি স্ম স্ত্রিয়ো[১] দেব্য আসীৎ পরমমঙ্গলম্।
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে উপতস্থুরভিষ্টবৈঃ।। ৫৫ ।।

দেবা [২] উচুঃ

যো মায়য়া বিরচিতং নিজয়াঽঽত্মনীদং
খে রূপভেদমিব তৎ প্রতিচক্ষণায়।
এতেন ধর্মসদনে ঋষিমূর্তিনাদ্য
প্রাদুশ্চকার পুরুষায় নমঃ পরস্মৈ।। ৫৬ ।।

সোঽয়ং স্থিতিব্যতিকরোপশমায় সৃষ্টান্
সত্ত্বেন নঃ সুরগণাননুমেয়তত্ত্বঃ।
দৃশ্যাদদভ্রকরুণেন বিলোকনেন
যচ্ছ্রীনিকেতমমলং ক্ষিপতারবিন্দম্।। ৫৭ ।।

এবং সুরগণৈস্তাত ভগবন্তাবভিষ্টুতৌ।
লব্ধাবলোকৈর্যযতুরর্চিতৌ গন্ধমাদনম্।। ৫৮ ।।

একজনকে সম্মিলিত পিতৃগণের হাতে এবং একজনকে বিশ্বসংহারকারী তথা সংসারবন্ধন ছেদনকারী ভগবান শংকরের হাতে সম্প্রদান করেন।। ৪৮ ।। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী এবং মূর্তি—এরা হলেন ধর্মের পত্নী।। ৪৯ ।। এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা শুভকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি সুখকে, তুষ্টি মোদ (হর্ষ)-কে এবং পুষ্টি স্ময় (অহংকার)-কে প্রসব করেছিলেন।। ৫০ ।। ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি অর্থকে, মেধা স্মৃতিকে, তিতিক্ষা ক্ষেম (মঙ্গল)-কে, এবং হ্রী (লজ্জা) প্রশ্রয় (বিনয়)-কে সন্তানরূপে জন্ম দিয়েছিলেন।। ৫১ ।। সর্বগুণের আকরস্বরূপা মূর্তিদেবী নর এবং নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়কে প্রসব করেছিলেন।। ৫২ ।। এঁদের জন্মসময়ে সমগ্র বিশ্ব চরাচর আনন্দিত হয়ে প্রসন্নতা প্রকাশ করেছিল। সকল প্রাণীর মন, দিকসমূহ, বায়ু, নদী, পর্বত—সব কিছুর মধ্যেই এক প্রসন্নভাব পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল।। ৫৩ ।। আকাশে মঙ্গলবাদ্য বাজছিল, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন, মুনিগণ আনন্দিত চিত্তে স্তব করছিলেন, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ গান করছিল।। ৫৪ ।। অপ্সরাগণ নৃত্য করছিল। এইভাবে সেইসময় এক পরম মঙ্গলময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং ব্রহ্মাদি সকল দেবতা স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করে তাঁদের অর্চনা করছিলেন।। ৫৫ ।।

দেবতারা বলেছিলেন—যেমন আকাশে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল বিচিত্র রূপের কল্পনা করা হয় (যাকে গন্ধর্ব-নগর বলা হয়ে থাকে), সেই রকম যিনি নিজের মায়া দ্বারা নিজ স্বরূপের মধ্যেই এই সংসার রচনা করেছেন এবং নিজের সেই স্বরূপকে প্রকাশিত করার জন্য এখন ধর্মের গৃহে ঋষি-মূর্তি ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন সেই পরম পুরুষকে আমরা নমস্কার করি।। ৫৬ ।। যাঁর তত্ত্ব আমরা শাস্ত্রাদির সাহায্যে কেবলমাত্র অনুমানই করে থাকি, প্রত্যক্ষ করতে পারি না, সেই ভগবানই তাঁর সৃষ্ট এই সংসারের যথাযথ নিয়মসমূহের অতিলঙ্ঘন যেন না ঘটে এই উদ্দেশ্যে সত্ত্বগুণের দ্বারা আমাদের দেবতারূপে সৃষ্টি করেছেন। সকল শোভার আধার দিব্য অমল কমলকেও যা হার মানায় সেই তাঁর অসীম করুণাপূর্ণ নয়নে তিনি আমাদের নিরীক্ষণ করুন।। ৫৭ ।।

প্রিয় বিদুর! ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে দেবতারা

[১]প্রা.পা.—দিব্যা আসীৎ পরমসঙ্গমম্।

[২]প্রাচীন বইয়ে 'দেবা উচুঃ' নেই।

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ॥ ৫৯ ॥

এই প্রকারে স্তুতি ও পূজা করেছিলেন। এরপর ভগবান নর ও নারায়ণ গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেন॥ ৫৮ ॥ ভগবান শ্রীহরির অংশভূত সেই নর ও নারায়ণই এখন পৃথিবীর ভার হরণের জন্য যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁরই সদৃশ শ্যামবর্ণ কৃষ্ণনামধারী কুরুকুল শ্রেষ্ঠ অর্জুনরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৫৯ ॥*

স্বাহাভিমানিনশ্চাগ্নেরাত্মজাংস্ত্রীনজীজনৎ।
পাবকং পবমানং চ শুচিং চ হুতভোজনম্॥ ৬০ ॥

অগ্নি-অভিমানী দেবতা অর্থাৎ অগ্নিদেবের পত্নী স্বাহা পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিনটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এঁরা তিনজনই হুতদ্রব্যভক্ষণকারী এবং অগ্ন্যভিমানী (অর্থাৎ স্বরূপত অগ্নিই)॥ ৬০ ॥

তেভ্যোঽগ্নয়ঃ সমভবন্ চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
ত এবৈকোনপঞ্চাশৎসাকং পিতৃপিতামহৈঃ॥ ৬১

এই তিনজনের থেকে আরও পঁয়তাল্লিশ প্রকারের অগ্নি উৎপন্ন হয়েছিলেন। সুতরাং এঁরা তিন পিতা এবং এক পিতামহের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোট উনপঞ্চাশ জন অগ্নি॥ ৬১ ॥

বৈতানিকে কর্মণি যন্নামভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
আগ্নেয্য ইষ্টয়ো যজ্ঞে নিরূপ্যন্তেঽগ্নয়স্তু তে॥ ৬২ ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বৈদিক যজ্ঞকর্মে যে উনপঞ্চাশ অগ্নির নাম উল্লেখ করে আগ্নেয়ী ইষ্টিসমূহ (অগ্নিই দেবতা যে সকল ইষ্টিযাগে) নিষ্পন্ন করে থাকেন—এঁরাই সেই অগ্নিগণ॥ ৬২ ॥

অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সৌম্যাঃ পিতর আজ্যপাঃ।
সাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তেষাং পত্নী দাক্ষায়ণী স্বধা॥ ৬৩ ॥

অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, সোমপ এবং আজ্যপ—এঁরা হলেন পিতৃগণ। এঁদের মধ্যে সাগ্নিক এবং নিরগ্নিক—দুই প্রকার পিতৃপুরুষই আছেন। এই সকল পিতৃগণের পত্নী দক্ষকন্যা স্বধা॥ ৬৩ ॥

তেভ্যো দধার কন্যে দ্বে বয়ুনাং ধারিণীং স্বধা।
উভে তে ব্রহ্মবাদিন্যৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে॥ ৬৪ ॥

এই পিতৃগণের থেকে স্বধার গর্ভে ধারিণী এবং বয়ুনা নামে দুটি কন্যা জন্মায়। এই দুজনই ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম, দুজনেই ব্রহ্মবাদিনী॥ ৬৪ ॥

ভবস্য পত্নী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা।
আত্মনঃ সদৃশং পুত্রং ন লেভে গুণশীলতঃ॥ ৬৫ ॥

মহাদেবের পত্নী ছিলেন সতী। তিনি সর্বপ্রকারে পতিসেবায় নিরতা থাকতেন। কিন্তু তিনি গুণে ও স্বভাবে নিজের অনুরূপ কোনো পুত্র লাভ করেননি॥ ৬৫ ॥

পিতর্যপ্রতিরূপে স্বে ভবায়ানাগসে রুষা।
অপ্রৌঢ়ৈবাত্মনাত্মানমজহাদ্‌যোগসংযুতা॥ ৬৬ ॥

কারণ সতীর পিতা দক্ষ শিবের কোনো অপরাধ না থাকলেও তাঁর সঙ্গে প্রতিকূল আচরণ করেছিলেন, এই কারণে সতী রোষবশত যোগ-অবলম্বন করে যৌবনেই নিজ দেহ ত্যাগ করেন॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে [১] প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥
শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১ ॥

*অর্জুনের নামান্তর 'কৃষ্ণ'। বিরাটপর্বে 'বীভৎসু বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ'—অর্জুনের দশ নামের মধ্যে উল্লিখিত।
[১]প্রাচীন বইয়ে 'বিদুরমৈত্রেয় সংবাদ'-এর স্থানে 'দাক্ষায়নং (?) নাম' এই পাঠ আছে।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান শিব এবং দক্ষ প্রজাপতির মনোমালিন্য

বিদুর উবাচ

ভবে শীলবতাং শ্রেষ্ঠে দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ।
বিদ্বেষমকরোৎ কস্মাদনাদৃত্যাত্মজাং সতীম্॥ ১ ॥

কস্তং চরাচরগুরুং নির্বৈরং শান্তবিগ্রহম্।
আত্মারামং কথং দ্বেষ্টি জগতো দৈবতং মহৎ॥ ২ ॥

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ জামাতুঃ শ্বশুরস্য চ।
বিদ্বেষস্তু যতঃ প্রাণাংস্তত্যজে দুস্ত্যজান্ সতী॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

পুরা বিশ্বসৃজাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ।
তথামরগণাঃ সর্বে সানুগা মুনয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৪ ॥

তত্র প্রবিষ্টমৃষয়ো দৃষ্ট্বার্কমিব রোচিষা।
ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্বন্তং তন্মহৎসদঃ॥ ৫ ॥

উদতিষ্ঠন্ সদস্যাস্তে স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ সহাগ্নয়ঃ।
ঋতে বিরিঞ্চং শর্বং চ তদ্ভাসাক্ষিপ্তচেতসঃ॥ ৬ ॥

সদসস্পতিভির্দক্ষো ভগবান্ সাধু সৎকৃতঃ।
অজং[১] লোকগুরুং নত্বা নিষসাদ তদাজ্ঞয়া॥ ৭ ॥

প্রাঙ্‌নিষণ্ণং মৃড়ং দৃষ্ট্বা নামৃষ্যত্তদনাদৃতঃ।
উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষ্য দহন্নিব॥ ৮ ॥

শ্রূয়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ।
সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ন চ মৎসরাৎ॥ ৯ ॥

অয়ং[১] তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ।
সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ॥ ১০ ॥

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রহ্মণ ! প্রজাপতি দক্ষ তো নিজের কন্যাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, তাহলে তিনি নিজ দুহিতা সতীকে অনাদর করে চরিত্রবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করলেন কেন ? ॥ ১ ॥ মহাদেব চরাচরগুরু, শত্রুভাব-শূন্য, প্রশান্তমূর্তি, আত্মারাম এবং সর্বজগতের পরমারাধ্য দেবতা। তাঁর সঙ্গে কে কেনই বা শত্রুতা করবে ? ॥ ২ ॥ ভগবান, এই জামাতা এবং শ্বশুরের মধ্যে এমন বিদ্বেষ কী করে সৃষ্টি হল—যার ফলে, যা ত্যাগ করা একান্তই দুঃসাধ্য সেই নিজের প্রাণ পর্যন্ত সতী বিসর্জন দিলেন ? দয়া করে আপনি আমাকে তা বলুন॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! পুরাকালে একবার বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণের যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ঋষিবৃন্দ, দেবতাগণ, মুনিগণ এবং অগ্নিসমূহ নিজেদের অনুচরবর্গসহ একত্রিত হয়েছিলেন॥ ৪ ॥ সেই সময়ে প্রজাপতি দক্ষও সেই সভায় প্রবেশ করেন। নিজের তেজে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী দক্ষ বিশাল সেই সভাগৃহের অন্ধকার দূর করে সেখানে আগমন করলে তাঁকে দেখে ব্রহ্মা এবং মহাদেব ব্যতীত অগ্নিগণসহ উপস্থিত সকল সভাসদ তাঁর তেজে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন॥ ৫-৬ ॥ এইভাবে সভাসদগণ- কর্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হয়ে তেজস্বী দক্ষ জগৎ-পিতা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে তাঁর আজ্ঞা অনুসারে নিজের আসনে উপবিষ্ট হলেন॥ ৭ ॥

কিন্তু মহাদেবকে আগের থেকেই উপবিষ্ট দেখে এবং তাঁর দিক থেকে প্রত্যুত্থানজাতীয় কোনো সম্মানসূচক ব্যবহার না পেয়ে দক্ষ তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মহাদেবের দিকে কুটিল চোখে এমনভাবে দৃষ্টিপাত করলেন যেন তাঁকে দগ্ধ করে ফেলবেন এবং বলতে লাগলেন—॥ ৮ ॥ দেবতা এবং অগ্নিগণসহ উপস্থিত ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ ! আমার কথা শুনুন। আমি না বুঝে অথবা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কিছু বলছি না কিন্তু শিষ্টাচারের কথা বলছি॥ ৯ ॥ এই নির্লজ্জ মহাদেব সমস্ত লোকপালগণের পবিত্র কীর্তিরাশি

[১]প্রা.পা.—অথ।

এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ॥ ১১ ॥

গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং[১] মর্কটলোচনঃ।
প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্ ॥ ১২ ॥

লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে।
অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্॥ ১৩

প্রেতাবাসেষু ঘোরেষু প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ।
অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্॥ ১৪ ॥

চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্ন্রস্থিভূষণঃ।
শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ।
পতিঃ প্রমথভূতানাং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাম্॥ ১৫ ॥

তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্টশৌচায় দুর্হৃদে।
দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

বিনিন্দ্যৈবং স গিরিশমপ্রতীপমবস্থিতম্।
দক্ষোঽথাপ[২] উপস্পৃশ্য ক্রুদ্ধঃ শপ্তুং প্রচক্রমে॥ ১৭

অয়ং তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।
সহ[৩] ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ॥ ১৮ ॥

নিষিধ্যমানঃ স সদস্যমুখ্যৈ-
র্দক্ষো গিরিত্রায় বিসৃজ্য শাপম্।
তস্মাদ্ বিনিষ্ক্রম্য বিবৃদ্ধমন্যু-
র্জগাম কৌরব্য নিজং নিকেতনম্॥ ১৯ ॥

ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। দেখুন সজ্জনদের অনুসৃত আচরণ-পদ্ধতিকে এই উদ্ধত কীভাবে লাঞ্ছিত করল ॥ ১০ ॥ এই মর্কটলোচন বেশ সাধুর মতো অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের সাক্ষাতে, আমার সাবিত্রীতুল্য পবিত্র হরিণনয়না কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে, সুতরাং এক হিসাবে সে আমারই পুত্রতুল্য। ওর পক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্বাগত-অভিবাদন জানানো এবং প্রণাম করা উচিত ছিল কিন্তু ও এমনকী মুখের কথায়ও আমাকে সম্মান জানায়নি॥ ১১-১২ ॥ হায় ! শূদ্রকে বেদ শিক্ষা দেওয়ার মতো অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি কর্মবশে এর হাতে আমার সুকুমারী কন্যাকে সম্প্রদান করেছি। এ সর্বপ্রকার সদাচারবর্জিত, সর্বদা অপবিত্র, দুর্বিনীত এবং ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘনকারী॥ ১৩ ॥ এ প্রেতদের আবাসস্থল ভয়ংকর শ্মশানে ভূত-প্রেত-পরিবৃত হয়ে উন্মত্তের মতো বিকীর্ণ কেশে নগ্নদেহে বিচরণ করে, কখনো হাসে কখনো বা কাঁদে॥ ১৪ ॥ সারা শরীরে চিতাভস্ম-বিলেপন করে যেন তার দ্বারাই এ স্নান করে, এর গলায় প্রেতের পক্ষেই পরিধানযোগ্য নরমুণ্ডের মালা, মৃতের অস্থিই এ অলংকাররূপে পরিধান করে থাকে। বস্তুত এ শুধু নামেই শিব—প্রকৃতপক্ষে ঘোর অশিব অমঙ্গলরূপী। এ নিজেও যেমন মাদক-দ্রব্যাদি সেবন করে মত্ত থাকে তেমনি মত্ত ব্যক্তিরাই এর প্রিয়পাত্র। নিকৃষ্টস্বভাব তমোগুণী ভূত-প্রেত-প্রমথ প্রভৃতি জীবদের এ অধিপতি॥ ১৫ ॥ হায় ! আমি কেবল ব্রহ্মার প্ররোচনায় আমার সরলা কন্যাটিকে উন্মাদ-নামক ভূতেদের দলপতি, আচার-বিচার-হীন অপবিত্র এই দুরাত্মার হাতে সম্প্রদান করেছি॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয় বলছেন—বিদুর ! দক্ষ এইভাবে শিবের অনেক নিন্দাবাদ করলেও শিব কিন্তু কোনো প্রতিবাদ বা বিপরীত আচরণ করলেন না, পূর্ববৎ নিশ্চলভাবেই বসে রইলেন। এতে দক্ষের ক্রোধের মাত্রা আরও বেড়ে গেল, তিনি হাতে জল নিয়ে তাঁকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন॥ ১৭ ॥ দক্ষ বললেন, 'এই শিব দেবতাগণের মধ্যে সব বিষয়েই অধম। এখন থেকে দেবযোগে ইন্দ্র-উপেন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের সঙ্গে এ কোনো যজ্ঞভাগ পাবে না।'॥ ১৮ ॥ হে কুরুবংশজাত বিদুর ! সেখানে উপস্থিত সভাসদগণ তাঁকে বহুপ্রকারে নিষেধ করলেন কিন্তু তিনি কারো কথাই শুনলেন না, মহাদেবকে অভিশাপই দিলেন। তারপর অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ

[১]প্রা.পা.—পাণিমর্কেন্দুলোচ.। [২]প্রা.পা.—ক্ষো হ্যাপ। [৩]প্রা.পা.—যজ্ঞে।

বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণী-
নন্দীশ্বরো রোষকষায়দূষিতঃ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ দারুণং
যে চান্বমোদংস্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ॥ ২০ ॥

য এতন্মর্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি।
দ্রুহ্যত্যজ্ঞঃ পৃথগ্ দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ॥ ২১

গৃহেষু কূটধর্মেষু সক্তো গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া।
কর্মতন্ত্রং বিতনুতে বেদবাদবিপন্নধীঃ॥ ২২ ॥

বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ॥ ২৩

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্মময্যামসৌ জড়ঃ।
সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্বাবমানিনম্॥ ২৪ ॥

গিরঃ শ্রুতায়াঃ পুষ্পিণ্যা মধুগন্ধেন ভূরিণা।
মথ্না চোন্মথিতাত্মানঃ সম্মুহ্যন্তু হরদ্বিষঃ॥ ২৫ ॥

সর্বভক্ষা দ্বিজা বৃত্ত্যৈ ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ।
বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামা যাচকা বিচরন্ত্বিহ॥ ২৬ ॥

তস্যৈবং দদতঃ[১] শাপং শ্রুত্বা দ্বিজকুলায় বৈ।
ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্॥ ২৭ ॥

দক্ষ সেই সভা থেকে বহির্গত হয়ে নিজ গৃহে চলে গেলেন॥ ১৯ ॥

যখন মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দীশ্বর জানতে পারলেন যে দক্ষ শিবকে অভিশাপ দিয়েছেন তখন ক্রোধে তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি দক্ষ এবং যেসব ব্রাহ্মণ তাঁর শিবনিন্দা সমর্থন করেছিলেন তাদের সকলকে ভয়ংকর অভিশাপ দিলেন॥ ২০ ॥ তিনি বললেন—'যে এই মরণশীল শরীরের কারণে গর্বযুক্ত হয়ে—যিনি অপরের দ্রোহের পাত্র (অন্যের দ্বারা অপকৃত) হয়েও (প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে) তার প্রতি দ্রোহমূলক আচরণ করেন না—সেই ভগবান শংকরকে দ্বেষ করে, সেই ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ দক্ষ কখনই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারবে না॥ ২১ ॥ ('চাতুর্মাস্য-যাগকারীর অক্ষয় পুণ্য হয়' ইত্যাদি অর্থবাদরূপী)* বেদবাক্যসমূহের দ্বারা মোহিত এবং বিবেকভ্রষ্ট হয়ে এই দক্ষ বিষয়সুখ ভোগের ইচ্ছায় কপট ধর্মময় গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত থেকে কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডেরই বিস্তার করে চলেছে। দেহাদিকেই আত্মা বলে ধারণা করেছে। আর সেই বুদ্ধির প্রভাবে এ আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে, সুতরাং এ সাক্ষাৎ পশুতুল্যই হয়ে গেছে। এ (পশুরই মতো) নিতান্ত স্ত্রীকামুক হোক এবং এর মুখটি অচিরাৎ ছাগলের মুখে পরিণত হোক॥ ২২-২৩ ॥ এই মূর্খ কর্মকাণ্ডবহুল অবিদ্যাকেই বিদ্যা বলে ধারণা করেছে সেই কারণে এই শিবাবমাননাকারী দুর্মতি দক্ষ এবং তার অনুসারী সকলেই জন্মমরণরূপ সংসারচক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকুক॥ ২৪ ॥ বেদবাণীরূপ লতা ফলশ্রুতিরূপ পুষ্পে সুশোভিত, তার কর্মফলরূপ মনোমোহকর গন্ধে এদের চিত্ত উন্মথিত হয়ে রয়েছে সেইহেতু এই শিব-বিদ্বেষীরা কর্মাসক্তির কঠিন বন্ধনে জড়িত এবং বিভ্রান্ত হয়ে থাকুক॥ ২৫ ॥ এই ব্রাহ্মণরা খাদ্যাখাদ্যের বিচারশূন্য হয়ে কেবলমাত্র উদরপূর্তির জন্যই বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতপালনাদি আশ্রয় করুক এবং ধনসম্পদ, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সুখকেই একমাত্র সুখ মনে করে—এগুলিরই ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে সর্বদাই ভিক্ষা-প্রত্যাশী হয়ে এই সংসারে বিচরণ করুক।'॥ ২৬ ॥

ব্রাহ্মণকুলের প্রতি নন্দীশ্বরের এই অভিশাপ-বাক্য শুনে

*অর্থবাদসমূহের নিজস্ব অর্থ গ্রহণীয় নয়—কেবলমাত্র বিহিত কর্মের স্তুতি বা নিষিদ্ধ কর্মের নিন্দাতেই এগুলির তাৎপর্য।
[১]প্রা.পা.—বদতঃ।

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাখণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ ২৮ ॥

নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্॥ ২৯ ॥

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ।
সেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাখণ্ডমাশ্রিতাঃ॥ ৩০

এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ।
যং পূর্বে চানুসংতস্থুর্যৎ প্রমাণং জনার্দনঃ॥ ৩১ ॥

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং সতাং বর্ত্ম সনাতনম্।
বিগর্হ্য যাত পাষণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্॥ ৩২ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

তস্যৈবং বদতঃ শাপং ভৃগোঃ স ভগবান্ ভবঃ।
নিশ্চক্রাম ততঃ কিঞ্চিদ্ বিমনা ইব সানুগঃ॥ ৩৩ ॥

তেঽপি বিশ্বসৃজঃ সত্রং সহস্রপরিবৎসরান্।
সংবিধায় মহেষ্বাস যত্রেজ্য ঋষভো হরিঃ॥ ৩৪ ॥

আপ্লুত্যাবভৃথং যত্র গঙ্গা যমুনয়ান্বিতা।
বিরজেনাত্মনা সর্বে স্বং স্বং ধাম যযুস্ততঃ॥ ৩৫ ॥

ভৃগুমুনি তার বিপরীতে এই দুর্লঙ্ঘ্য অভিসম্পাতরূপ ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ করলেন॥ ২৭ ॥ যারা শিবের ভক্ত এবং যারা সেই শিবভক্তদের অনুগামী তারা সকলেই সৎ-শাস্ত্রের পরিপন্থী হয়ে 'পাষণ্ডী' নামে খ্যাত হোক॥ ২৮ ॥ 'যারা শৌচাচারবিহীন, মন্দবুদ্ধি তথা জটা, ভস্ম এবং অস্থিধারণকারী তারাই শৈবসম্প্রদায়ে দীক্ষিত হোক—যে সম্প্রদায়ে সুরা এবং চোয়ান মদ দেবতার মতো আদর পেয়ে থাকে॥ ২৯ ॥ ধর্মমর্যাদার সংস্থাপক এবং বর্ণাশ্রমধর্ম-আচরণকারী ব্যক্তিদের রক্ষক স্বরূপ বেদ এবং ব্রাহ্মণদের যে তোমরা নিন্দা করছ এতেই বোঝা যাচ্ছে যে তোমরা (বেদ-বাহ্য) পাষণ্ড পথেরই আশ্রয় নিয়েছ॥ ৩০ ॥ এই বেদমার্গই সর্বলোকের পক্ষে কল্যাণকর চিরন্তন পথ। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই পথেরই অনুসরণ করে এসেছেন এবং এর মূল স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু॥ ৩১ ॥ সজ্জনগণের এই পরম পবিত্র এবং সনাতন পথ-স্বরূপ বেদের তোমরা নিন্দা করছ—সুতরাং যে ধর্মে তোমাদের ভূতনাথই ইষ্টদেবতা সেই পাষণ্ডমার্গেই তোমাদের গতি হোক'॥ ৩২ ॥

মৈত্রেয় বলছেন—ভৃগুমুনি এই প্রকারে অভিসম্পাত করলে ভগবান শংকর যেন কিঞ্চিৎ বিমনা হয়ে নিজের অনুচরগণের সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেলেন॥ ৩৩ ॥ মহাধনুর্ধর বিদুর ! সেই প্রজাপতিগণ যে যজ্ঞটির অনুষ্ঠান করছিলেন সেটি ছিল সহস্রবৎসরব্যাপী এবং পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরিই ছিলেন সেখানে উপাস্য দেবতা। সেই যজ্ঞ নিষ্পন্ন করে প্রজাপতিগণ গঙ্গা যেখানে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন সেই প্রয়াগে যজ্ঞান্তে করণীয় অবভৃথ-স্নান সমাপন অন্তে প্রসন্ন চিত্তে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন॥ ৩৪-৩৫ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে
দক্ষশাপো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
দক্ষশাপ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

———o———

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

পিতৃগৃহের যজ্ঞোৎসবে গমনের জন্য সতীর আগ্রহ

মৈত্রেয় উবাচ

সদা বিদ্বিষতোরেবং কালো বৈ ধ্রিয়মাণয়োঃ।
জামাতুঃ শ্বশুরস্যাপি সুমহানতিচক্রমে॥ ১ ॥
যদাভিষিক্তো দক্ষস্তু ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
প্রজাপতীনাং সর্বেষামাধিপত্যে স্ময়োঽভবৎ॥ ২ ॥
ইষ্ট্বা স বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চ।
বৃহস্পতিসবং নাম সমারেভে ক্রতূত্তমম্॥ ৩ ॥
তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ।
আসন্ কৃতস্বস্ত্যয়নাস্তৎপত্ন্যশ্চ সভর্তৃকাঃ॥ ৪ ॥
তদুপশ্রুত্য নভসি খেচরাণাং প্রজল্পতাম্।
সতী[১] দাক্ষায়ণী দেবী পিতুর্যজ্ঞমহোৎসবম্॥ ৫ ॥
ব্রজন্তীঃ সর্বতো দিগ্ভ্য উপদেববরস্ত্রিয়ঃ।
বিমানযানাঃ সপ্রেষ্ঠা নিষ্ককণ্ঠীঃ সুবাসসঃ॥ ৬ ॥
দৃষ্ট্বা স্বনিলয়াভ্যাশে লোলাক্ষীর্মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।
পতিং ভূতপতিং দেবমৌৎসুক্যাদভ্যভাষত॥ ৭ ॥

সত্যুবাচ[২]

প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং
নির্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল।
বয়ং চ তত্রাভিসরাম বাম তে
যদ্যর্থিতামী বিবুধা ব্রজন্তি হি॥ ৮ ॥
তস্মিন্ ভগিন্যো মম ভর্তৃভিঃ স্বকৈ-
র্ধ্রুবং গমিষ্যন্তি সুহৃদ্দিদৃক্ষবঃ।
অহং চ তস্মিন্ ভবতাভিকাময়ে
সহোপনীতং পরিবর্হমর্হিতুম্[৩]॥ ৯ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! এইভাবে সেই জামাতা ও শ্বশুর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে চললেন। এইভাবে দীর্ঘসময় কেটে গেল॥ ১ ॥ এরই মধ্যে যখন ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাপতিগণের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করলেন তখন দক্ষের গর্ব আরও বেড়ে গেল॥ ২ ॥ তিনি ভগবান শংকর প্রমুখ ব্রহ্মনিষ্ঠগণকে যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করে তাঁদের অবমাননা করে প্রথমে বাজপেয় যজ্ঞ করলেন এবং তারপর বৃহস্পতি-সব নামে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন॥ ৩ ॥ সেই যজ্ঞোৎসবে সকল ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃগণ এবং দেবতাগণ নিজ নিজ পত্নীগণের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলে মিলিত হয়ে সেখানে মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করেছিলেন এবং দক্ষও তাঁদের সকলকে স্বাগত-অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন॥ ৪ ॥

সেই সময় আকাশপথে গমনকারী দেবতাগণ নিজেদের মধ্যে সেই যজ্ঞের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁদের মুখ থেকে দক্ষকন্যা সতী নিজ পিতৃগৃহের সেই যজ্ঞমহোৎসবের কথা শুনতে পেলেন॥ ৫ ॥ তিনি দেখলেন তাঁর বাসস্থান কৈলাসের নিকট দিয়েই চারদিক থেকে গন্ধর্ব ও যক্ষগণের সুন্দরী রমণীবৃন্দ নিজ নিজ পতির সঙ্গে বিমানে আরোহণ করে সেই যজ্ঞোৎসবে গমন করছেন। তাঁদের কণ্ঠে পদকযুক্ত হার, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, পরিধানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আনন্দে চঞ্চল তাঁদের নেত্র। তাঁদের দেখে সতীরও অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মাল এবং তিনি নিজের পতি ভূতনাথ মহাদেবকে বলতে লাগলেন॥ ৬-৭ ॥

সতী বললেন—হে বামদেব ! শুনলাম, আপনার শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতির গৃহে সম্প্রতি এক বিশাল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেখুন এইসব দেবতাগণ সেখানেই যাচ্ছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে আমরাও সেখানে যেতে পারি॥ ৮ ॥ এই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার ইচ্ছায় আমার বোনেরা নিজেদের স্বামীদের সাথে অবশ্যই সেখানে আসবে। আমারও একান্ত ইচ্ছা, সেখানে গিয়ে মাতা-পিতার দেওয়া অলংকার-

[১]প্রা.পা.—দাক্ষায়ণী মহাদেবী পিতৃযজ্ঞমহোৎসবে। [২]প্রাচীন বইয়ে 'সত্যুবাচ' নেই। [৩]প্রা.পা.—মর্পিতুম্।

তত্র স্বসৃর্মে ননু ভর্তৃসম্মিতা
মাতৃষ্বসৃঃ ক্লিন্নধিয়ং চ মাতরম্।
দ্রক্ষ্যে চিরোৎকণ্ঠমনা মহর্ষিভি-
রুন্নীয়মানং চ মৃড়াধ্বরধ্বজম্॥ ১০ ॥
ত্বয্যেতদাশ্চর্যমজাত্মমায়য়া
বিনির্মিতং ভাতি গুণত্রয়াত্মকম্।
তথাপ্যহং যোষিদতত্ত্ববিচ্চ তে
দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিম্॥ ১১ ॥
পশ্য প্রয়ান্তীরভবান্যযোষিতো-
ঽপ্যলংকৃতাঃ কান্তসখা বরূথশঃ।
যাসাং ব্রজদ্ভিঃ শিতিকণ্ঠ মণ্ডিতং
নভো বিমানৈঃ কলহংসপাণ্ডুভিঃ॥ ১২ ॥
কথং সুতায়াঃ পিতৃগেহকৌতুকং
নিশম্য দেহঃ সুরবর্য নেঙ্গতে।
অনাহুতা অপ্যভিয়ন্তি সৌহৃদং
ভর্তুর্গুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্॥ ১৩ ॥
তন্মে প্রসীদেদমমর্ত্য বাঞ্ছিতং
কর্তুং ভবান্ কারুণিকো বতার্হতি।
ত্বয়াত্মনোঽর্ধেঽহমদভ্রচক্ষুষা[১]
নিরূপিতা মানুগৃহাণ যাচিতঃ॥ ১৪ ॥
ঋষিরুবাচ
এবং গিরিত্রঃ প্রিয়য়াভিভাষিতঃ
প্রত্যভ্যধত্ত প্রহসন্ সুহৃৎপ্রিয়ঃ।
সংস্মারিতো মর্মভিদঃ কুবাগিষূন্
যানাহ কো বিশ্বসৃজাং সমক্ষতঃ॥ ১৫ ॥
শ্রীভগবানুবাচ
ত্বয়োদিতং শোভনমেব শোভনে
অনাহুতা অপ্যভিযন্তি বন্ধুষু।
তে যদ্যনুৎপাদিতদোষদৃষ্টয়ো
বলীয়সানাত্ম্যমদেন মন্যুনা॥ ১৬ ॥

বস্ত্রাদি উপহার আপনার সঙ্গে গ্রহণ করি॥ ৯ ॥ আমার মন দীর্ঘকাল যাবৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে, সেখানে গেলে যারা তাদের স্বামীদের যোগ্য পত্নী সেই আমার বোনেদের, আমার মাসীমাদের, সর্বোপরি আমার স্নেহময়ী মায়ের সাথে দেখা হবে। তাছাড়া হে কল্যাণময় প্রভু ! সেখানে মহর্ষিগণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন তা-ও দেখতে পাব॥ ১০ ॥ জন্মরহিত হে দেবাদিদেব ! আপনিই জগতের উৎপত্তির হেতু। আপনারই মায়ায় রচিত এই ত্রিগুণাত্মক আশ্চর্য জগৎ আপনারই মধ্যে প্রকাশমান রয়েছে। কিন্তু আমি আপনার তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোক এবং কাতরস্বভাব, ফলে আমার জন্মভূমি-দর্শনের জন্য আমি একান্ত উৎসুক হয়ে রয়েছি॥ ১১ ॥ হে উৎপত্তিহীন নিত্যসত্তাশীল প্রভু ! হে নীলকণ্ঠ ! দেখুন, এই রমণীদের অনেকের সঙ্গেই দক্ষের কোনো সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও এরা কেমন অলংকৃত হয়ে নিজ নিজ পতির সাথে দলে দলে সেখানে চলেছে। এদের কলহংসের মতো শুভ্রবর্ণের বিমানগুলি আকাশকেও করে তুলেছে শ্রীমণ্ডিত॥ ১২ ॥ সুরশ্রেষ্ঠ ! পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শুনতে পেলে কন্যার মন কি সেখানে যাওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে না ? আর ঘনিষ্ঠ বান্ধব, স্বামী, গুরু এবং জন্মদ পিতা-মাতার গৃহে তো অনাহূতও যাওয়া যায়॥ ১৩ ॥ সুতরাং হে দেব ! আমার প্রতি প্রসন্ন হোন ; আমার এই আকাঙ্ক্ষা আপনি অবশ্যই পূর্ণ করতে পারেন। আপনি পরম করুণাময়, সেইজন্যই অনন্তজ্ঞানের আধার হয়েও আমাকে নিজের অর্ধাঙ্গে স্থান দিয়েছেন। এখন আমার এই প্রার্থনার বিষয়েও আপনার অনুগ্রহ প্রকাশ করুন॥ ১৪ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—প্রিয়তমা পত্নী সতীদেবী এই প্রার্থনা জানালে আত্মীয়-বন্ধুগণের প্রিয়-আচরণকারী ভগবান শংকরের স্মৃতিপথে অপর প্রজাপতিগণের সমক্ষেই উচ্চারিত দক্ষপ্রজাপতির সেই বাণের মতো মর্মভেদী কুৎসিত বাক্যগুলি পুনরায় উদিত হল। তিনি মৃদু হেসে বলতে লাগলেন॥ ১৫ ॥

ভগবান শংকর বললেন—সুন্দরী ! তুমি যে বলেছ নিমন্ত্রিত না হয়েও বন্ধুজনের গৃহে যাওয়া যায় তা ঠিকই, কিন্তু তা তখনই করা যায় যখন সেই বন্ধুজনের দেহাদি-সম্পর্কে প্রবল গর্ববোধ ও ক্রোধের বশে দৃষ্টি এমনভাবে

[১]প্রা.পা.—ত্বয়া সহার্ধে।

বিদ্যাতপোবিত্তবপুর্বয়ঃকুলৈঃ
সতাং গুণৈঃ ষড়্‌ভিরসত্তমেতরৈঃ।
স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদুর্দৃশঃ
স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্॥ ১৭ ॥

নৈতাদৃশানাং স্বজনব্যপেক্ষয়া
গৃহান্[1] প্রতীয়াদনবস্থিতাত্মনাম্।
যেঽভ্যাগতান্ বক্রধিয়াভিচক্ষতে
আরোপিতভ্রূভিরমর্ষণাক্ষিভিঃ॥ ১৮ ॥

তথারিভির্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ
শেতেঽর্দিতাঙ্গো[2] হৃদয়েন দূয়তা॥
স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভি-
র্দিবানিশং তপ্যতি মর্মতাড়িতঃ॥ ১৯ ॥

ব্যক্তং ত্বমুৎকৃষ্টগতেঃ প্রজাপতেঃ
প্রিয়াত্মজানামসি সুভ্রু সম্মতা।
অথাপি মানং ন পিতুঃ প্রপৎস্যসে
মদাশ্রয়াৎ কঃ পরিতপ্যতে যতঃ॥ ২০ ॥

পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ
সমৃদ্ধিভিঃ পূরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্।
অকল্প এষামধিরোঢুমঞ্জসা
পদং পরং দ্বেষ্টি যথাসুরা হরিম্॥ ২১ ॥

প্রত্যুদগমপ্রশ্রয়ণাভিবাদনং
বিধীয়তে সাধু মিথঃ সুমধ্যমে।
প্রাজ্ঞৈঃ পরস্মৈ পুরুষায় চেতসা
গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে॥ ২২ ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্[3] ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥ ২৩ ॥

আচ্ছন্ন না হয়ে যায় যে তারা অপরের মিথ্যা দোষ উদ্ভাবন করে তার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে ওঠে ॥ ১৬ ॥ বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুদৃঢ় শরীর, যুবা-বয়স এবং সদ্বংশ—এই ছয়টি সৎ-পুরুষের পক্ষে গুণ কিন্তু অসাধুর ক্ষেত্রে এইগুলিই দোষে পরিণত হয় ; কারণ এগুলির দ্বারা তার অহংকার বৃদ্ধি পায়, দৃষ্টি আবিল হয়ে ওঠে এবং বিবেকজ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে উদ্ধতস্বভাব সেই ব্যক্তি মহাপুরুষগণের প্রভাব দেখতে পায় না॥ ১৭ ॥ এইজন্যই যারা কুটিল বুদ্ধির বশে অভ্যাগত জনের প্রতি ভ্রূকুটি করে ক্রুদ্ধ চোখে দৃষ্টিপাত করে সেই অব্যবস্থিত চিত্ত ব্যক্তিদের গৃহে 'এ আমার আত্মীয়'—এইরকম আত্মীয় বুদ্ধিতে কখনো যাওয়া উচিত নয়॥ ১৮ ॥ দেবী ! নিজের কুটিলবুদ্ধি আত্মীয়গণের ক্রূর বাক্যের আঘাতে যে ব্যথা লাগে, শত্রুদের বাণে দেহ বিদ্ধ হলেও সেরূপ হয় না। কারণ বাণে শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হলেও কোনো-প্রকারে নিদ্রা এসেই যায় কিন্তু দুর্বাক্যের দ্বারা মর্মে বিদ্ধ ব্যক্তি হৃদয়ের যন্ত্রণায় দিন-রাত অশান্তি ভোগ করে॥ ১৯ ॥ হে সুন্দরী ! আমি অবশ্যই একথা জানি যে উচ্চসম্মানের পদে অধিষ্ঠিত দক্ষ প্রজাপতির কন্যাগণের মধ্যে তুমিই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্রী। কিন্তু আমার সঙ্গে সম্বন্ধের কারণে তুমি তাঁর কাছে সমাদর পাবে না কারণ তিনি আমার প্রতি বিদ্বেষে দগ্ধ হচ্ছেন॥ ২০ ॥ স্বীয় চিত্তবৃত্তির সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিত সুতরাং অহংবোধশূন্য মহাপুরুষগণের সমৃদ্ধি দেখে যাদের হৃদয়ে জ্বালা ধরে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল হয়ে যায় তারা সেই মহাপুরুষদের উন্নত স্থিতি নিজেরা সহজে লাভ করতে তো পারেই না, কেবল অসুরেরা যেমন শ্রীহরিকে সর্বদাই দ্বেষ করে সেইরকম তাঁদের প্রতি ঈর্ষাপোষণ করে চলে॥ ২১ ॥ সুমধ্যমে ! তুমি হয়তো বলতে পার যে আমি প্রজাপতিগণের সভায় তাঁর প্রতি সম্মান দেখালাম না কেন ? প্রকৃতপক্ষে লোকব্যবহারে এই যে পরস্পরের মধ্যে ভদ্রতাসূচক প্রত্যুদ্‌গমন বা সম্মুখে যাওয়া, বিনয়-প্রদর্শন, প্রণাম বা নমস্কার-জ্ঞাপন প্রভৃতি আচরণ করা হয়ে থাকে, তত্ত্বজ্ঞানীরা সেগুলি অনেক উৎকৃষ্টতর উপায়ে নির্বাহ করেন। তাঁরা সর্বপ্রাণীর অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান পরমপুরুষ বাসুদেবের উদ্দেশ্যেই মনে মনে প্রণামাদি করে থাকেন, দেহাভিমানী পুরুষকে করেন না॥ ২২ ॥ বিশুদ্ধ

[1]প্রা.পা.—গৃহাৎ। [2]প্রা.পা.— শেতে ক্ষতাঙ্গে.। [3]প্রা.পা.— যস্মি.।

তত্তে[১] নিরীক্ষ্যো ন পিতাপি দেহকৃদ্
দক্ষো মম দ্বিট্ তদনুব্রতাশ্চ যে।
যো বিশ্বসৃগ্‌যজ্ঞগতং বরোরু মা-
মনাগসং দুর্বচসাকরোত্তিরঃ ॥ ২৪ ॥

যদি ব্রজিষ্যস্যতিহায় মদ্বচো
ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো
যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥

অন্তঃকরণকেই বসুদেব বলা হয়ে থাকে কারণ সেখানেই ভগবান বাসুদেবের অপরোক্ষ অনুভব হয়। সেই শুদ্ধ চিত্তের অভ্যন্তরবাসী সর্বেন্দ্রিয়াতীত ভগবান বাসুদেবকেই আমি প্রণামাদি নিবেদন করে থাকি ॥ ২৩ ॥ এইজন্যই হে সুন্দরী, আমি কোনো অপরাধ না করলেও যিনি প্রজাপতিগণের যজ্ঞে আমাকে কটুবাক্যে তিরস্কার করেছিলেন সেই দক্ষ তোমার জন্মদাতা পিতা হলেও আমার শত্রু হিসাবে তাঁর বা তাঁর অনুগামীদের মুখদর্শন করাও তোমার উচিত নয় ॥ ২৪ ॥ যদি তুমি আমার কথা অমান্য করে সেখানে যাও তাহলে তোমার পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে না। আত্মীয়স্বজনের দ্বারা অপমান সম্মানিত ব্যক্তির সদ্য মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে ॥ ২৫ ॥

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে
উমারুদ্রসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
উমা-রুদ্র-সংবাদে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

———০———

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

সতীর অগ্নিপ্রবেশ

মৈত্রেয় উবাচ

এতাবদুক্ত্বা বিররাম শংকরঃ
পত্ন্যঙ্গনাশং হ্যুভয়ত্র চিন্তয়ন্।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ পরিশঙ্কিতা ভবা-
ন্নিষ্ক্রামতী নির্বিশতী দ্বিধাস সা ॥ ১ ॥
সুহৃদ্দিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্মনাঃ
স্নেহাদ্ রুদত্যশ্রুকলাতিবিহ্বলা।
ভবং ভবান্যপ্রতিপূরুষং রুষা
প্রধক্ষ্যতীবৈক্ষত জাতবেপথুঃ ॥ ২ ॥

মৈত্রেয় বলছেন—বিদুর ! ভগবান শংকর এই পর্যন্ত বলে নিবৃত্ত হলেন। তিনি দেখলেন সতীকে দক্ষগৃহে যাওয়ার অনুমতিদান অথবা তা থেকে নিবারণ—উভয়তই সতীর দেহনাশের সম্ভাবনা। অপর দিকে, সতীদেবীও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছায় একবার গৃহের বাইরে আসেন, আবার 'ভগবান শংকর পাছে রুষ্ট হন' এই শংকায় পুনরায় গৃহে প্রবেশ করেন। এইভাবে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না আসতে পেরে তিনি অত্যন্ত দ্বিধায় পড়ে গেলেন—চঞ্চল হয়ে উঠলেন ॥ ১ ॥ স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছাতে বাধা পড়ায় তিনি মনঃকষ্ট ভোগ করতে লাগলেন। প্রিয়জনদের প্রতি স্নেহে

[১]প্রা.পা.—ত্বয়া।

ততো বিনিঃশ্বস্য সতী বিহায় তং
শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা।
পিত্রোরগাৎ স্ত্রৈণবিমূঢ়ধীর্গৃহান্[1]
প্রেম্ণাত্মনো যোঽর্ধমদাৎ সতাং প্রিয়ঃ।। ৩ ।।

তামন্বগচ্ছন্ দ্রুতবিক্রমাং সতী-
মেকাং ত্রিনেত্রানুচরাঃ সহস্রশঃ।
সপার্ষদযক্ষা[2] মণিমন্মদাদয়ঃ
পুরোবৃষেন্দ্রাস্তরসা গতব্যথাঃ।। ৪ ।।

তাং সারিকাকন্দুকদর্পণাম্বুজ-[3]
শ্বেতাতপত্রব্যজনস্রগাদিভিঃ।
গীতায়নৈর্দুন্দুভিশঙ্খবেণুভি-
র্বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ।। ৫ ।।

আব্রহ্মঘোষোর্জিতযজ্ঞবৈশসং
বিপ্রর্ষিজুষ্টং বিবুধৈশ্চ সর্বশঃ।
মৃদ্দার্বয়ঃকাঞ্চনদর্ভচর্মভি-
র্নিসৃষ্টভাণ্ডং যজনং সমাবিশৎ।। ৬ ।।

তামাগতাং তত্র ন কশ্চনাদ্রিয়দ্
বিমানিতাং যজ্ঞকৃতো ভয়াজ্জনঃ।
ঋতে স্বসৃর্বৈ জননীং চ সাদরাঃ
প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যঃ পরিষস্বজুর্মুদা।। ৭ ।।

সৌদর্যসম্প্রশ্নসমর্থবার্তয়া
মাত্রা চ মাতৃষ্বসৃভিশ্চ সাদরম্।
দত্তাং সপর্যাং বরমাসনং চ সা
নাদত্ত পিত্রাপ্রতিনন্দিতা সতী।। ৮ ।।

তাঁর হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল, অশ্রুধারাসিক্ত নয়নে একান্ত ব্যাকুলভাবে তিনি রোদন করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর-কম্পিত হতে লাগল এবং সেই অবস্থায় তিনি অপ্রতিম পুরুষ ভগবান শংকরের প্রতি রোষে এমনভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন যেন তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন।। ২ ।। শোকে ও ক্রোধে সতীর চিত্ত একান্ত অস্থির হয়ে উঠল এবং স্ত্রীস্বভাবহেতু তাঁর বুদ্ধিও বিমূঢ় হয়ে গেল। যিনি প্রীতির বশে তাঁকে নিজের অর্ধাঙ্গ প্রদান করেছিলেন সেই সজ্জনপ্রিয় ভগবান মহাদেবকে পরিত্যাগ করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি নিজের পিতা-মাতার গৃহে যাত্রা করলেন।। ৩ ।। সতীকে একাকিনী দ্রুত পদক্ষেপে চলে যেতে দেখে মহাদেবের বহুসংখ্যক পার্ষদ এবং যক্ষগণের সঙ্গে মণিমান, মদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র অনুচর বৃষ-রাজকে সর্বাগ্রে রেখে নির্ভয়ে ত্বরিতগতিতে তাঁর অনুসরণ করল।। ৪ ।। তারা সতীকে সেই বৃষেন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করাল এবং সারিকা পাখি, কন্দুক, দর্পণ এবং পদ্ম প্রভৃতি ক্রীড়া-সামগ্রী, শ্বেতছত্র, চামর এবং মালা ইত্যাদি রাজচিহ্ন এবং দুন্দুভি, শঙ্খ, বাঁশরী প্রভৃতি সংগীতের উপকরণে সুসজ্জিত হয়ে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল।। ৫ ।। তারপর সতী নিজের সেবকদের সঙ্গে দক্ষের যজ্ঞশালায় পৌঁছলেন। সেখানে ব্রাহ্মণগণ যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করছিলেন, চতুর্দিকে ব্রহ্মর্ষি এবং দেবতাগণ বিরাজিত ছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে মাটি, কাঠ, লোহা, সোনা, কুশ ও চর্মদ্বারা নির্মিত বহুধরনের যজ্ঞপাত্র শোভা পাচ্ছিল।। ৬ ।। সতী সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর পিতা তাঁকে অবহেলা করলেন (অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতি গ্রাহ্যই করলেন না) এবং তা দেখে সতীর মাতা এবং বোনেরা ছাড়া উপস্থিত অপর কোনো ব্যক্তিই যজ্ঞকর্তা দক্ষের ভয়ে তাঁর কোনো সমাদর বা অভ্যর্থনা করলেন না। তাঁর মাতা এবং বোনেরা অবশ্য অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং প্রেমাশ্রুগদগদ-কণ্ঠে তাঁকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন।। ৭ ।। কিন্তু সতী পিতার কাছ থেকে অপমানিত হওয়ার কারণে তাঁর বোনেদের সহোদরাসুলভ কুশল-প্রশ্ন সমন্বিত আলাপ এবং মা ও মাসীমাদের দেওয়া অভ্যর্থনার উপযোগী উপহার ও সুন্দর আসন—কিছুই স্বীকার করলেন না (বোনেদের কথা শুনতে পেলেন না এবং উপহারদ্রব্য গ্রহণ করলেন

[1]প্রা.পা.—গৃহাহং। [2]প্রা.পা.—স্বপার্ষদা যে। [3]প্রা.পা.— সৈনিকা রুদ্রকদর্প.।

অরুদ্রভাগং তমবেক্ষ্য চাধ্বরং
পিত্রা চ দেবে কৃতহেলনং বিভৌ।
অনাদৃতা যজ্ঞসদস্যধীশ্বরী
চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতী রুষা॥ ৯ ॥

জগর্হ সামর্ষবিপন্নয়া গিরা
শিবদ্বিষং ধূমপথশ্রমস্ময়ম্।
স্বতেজসা ভূতগণান্ সমুত্থিতান্
নিগৃহ্য দেবী জগতোঽভিশৃণ্বতঃ[1]॥ ১০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ

ন যস্য লোকেঽস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়-
স্তথাপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ।
তস্মিন্ সমস্তাত্মনি[2] মুক্তবৈরকে
ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ॥ ১১ ॥

দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্ণন্তি কেচিন্ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকরিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্॥ ১২ ॥

নাশ্চর্যমেতদ্‌যদসৎসু সর্বদা
মহদ্‌বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপূরুষপাদপাংসুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্॥ ১৩ ॥

যদ্ দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ॥ ১৪ ॥

না)॥ ৮ ॥ সর্বলোকের অধীশ্বরী দেবী সতী যজ্ঞমণ্ডপে নিজে তো অপমানিতা হলেনই উপরন্তু তিনি দেখলেন যে সেই যজ্ঞে ভগবান শংকরের জন্য কোনো ভাগ নেই এবং পিতা দক্ষ মহাদেবের প্রতি বিভিন্নভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রকাশ করছেন। এর ফলে সতী ভয়ংকর কুপিতা হলেন, মনে হল যেন তিনি ক্রোধে বিশ্বজগৎ দগ্ধ করে ফেলবেন॥ ৯ ॥ (যাগযজ্ঞাদি) কর্মপথের অনুশীলনে দক্ষের মনে অত্যন্ত গর্ব উৎপন্ন হয়েছিল। শিবের প্রতি তাঁকে বিদ্বেষ প্রকাশ করতে দেখে সতীর সঙ্গে আগত ভূতগণ দক্ষকে বধ করতে উদ্যত হলে দেবী সতী নিজের তেজে তাদের নিবারণ করলেন এবং ক্রোধরুদ্ধস্বরে সমস্ত লোকের সমক্ষে পিতা দক্ষের নিন্দা করে বলতে লাগলেন॥ ১০ ॥

সতীদেবী বললেন—ভগবান মহাদেবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এ সংসারে কেউ নেই। তিনি স্বরূপত সকল দেহধারীর প্রিয় আত্মা। তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয়ও কেউ নেই সুতরাং তাঁর কারো সঙ্গে শত্রুতাও নেই। তিনি সকলের কারণ এবং সর্বাত্মক। আপনি ছাড়া আর এমন কে আছে যে তাঁর সঙ্গে বিরোধ করবে ? ॥ ১১ ॥ হে দ্বিজ ! আপনার মতো ব্যক্তিরা অপরের গুণের মধ্যেও দোষ দেখে থাকেন কিন্তু সাধুপুরুষগণ তা করেন না। যাঁরা দোষ দেখা দূরে থাক—অপরের সামান্য গুণকেও বহুতররূপে বিশাল করে দেখতে চান তাঁরাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। কী দুঃখের কথা যে, আপনি সেইরকম মহাপুরুষের ওপরেই নিজের কল্পিত দোষের কালিমা লেপন করতে প্রয়াসী হলেন॥ ১২ ॥ যে দুর্জনেরা এই শবরূপী জড় দেহকেই আত্মা বলে ধারণা করে তারা যদি ঈর্ষাবশে সর্বদাই মহাপুরুষগণের নিন্দা করে তো তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ মহাপুরুষগণ যদিও তাদের এই কুৎসিত প্রচেষ্টার বিষয়ে কোনো মনোযোগই দেন না কিন্তু তাঁদের চরণধূলি এই অপরাধ সহ্য করতে না পেরে তাদের তেজ নষ্ট করে দেয়। কাজেই মহাপুরুষনিন্দার মতো জঘন্য দুষ্কর্ম তাদের পক্ষেই শোভা পায়॥ ১৩ ॥ যাঁর 'শিব' এই দুই-অক্ষর-বিশিষ্ট নাম প্রসঙ্গক্রমে একবার মাত্র মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলেই উচ্চারণকারীর সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে দেয়, যাঁর আদেশ জগতে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না, হায় ! আপনি সেই পবিত্রকীর্তি মঙ্গলময় ভগবান শংকরকে দ্বেষ করেন। অবশ্যই আপনি অমঙ্গল-

[1]প্রা.পা.— তো বি.। [2]প্রা.পা.— বিমুক্তাত্মনি।

যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোহলিভি-
নির্ষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ।
লোকস্য যদ্‌বর্ষতি চাশিষোঽর্থিন-
স্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে॥ ১৫ ॥

কিং বা শিবাখ্যমশিবং ন বিদুস্ত্বদন্যে
ব্রহ্মাদয়স্তমবকীর্য জটাঃ শ্মশানে।
তন্মাল্যভস্মনৃকপাল্যবসৎ পিশাচৈ-
র্যে মূর্ধভির্দধতি তচ্চরণাবসৃষ্টম্॥ ১৬ ॥

কর্ণৌ পিধায় নিরয়াদ্যদকল্প ঈশে
ধর্মাবিতর্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ॥ ১৭ ॥

অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং
ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ।
জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো
জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে॥ ১৮ ॥

ন বেদবাদাননুবর্ততে মতিঃ
স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ।
যথা গতির্দেবমনুষ্যয়োঃ পৃথক্
স্ব এব ধর্মে ন পরং ক্ষিপেৎ স্থিতঃ॥ ১৯ ॥

কর্ম প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তমপ্যৃতং
বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতম্।
বিরোধি তদ্যৌগপদৈককর্তরি
দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম নর্চ্ছতি॥ ২০ ॥

স্বরূপ॥ ১৪ ॥ মহাপুরুষগণের মন-মধুকর ব্রহ্মানন্দরূপ মধুপানের অভিলাষে নিরন্তর যাঁর চরণকমলের সেবা করে থাকে, আবার অপরদিকে যাঁরা চরণারবিন্দ সকাম পুরুষদেরও অভীষ্ট ভোগ্য বস্তু প্রদান করে সেই বিশ্ব-বন্ধু ভগবান শিবের সঙ্গে আপনি শত্রুতার আচরণ করছেন॥ ১৫ ॥ তিনি কেবলমাত্র নামেই শিব কিন্তু কার্যত অশিব বেশধারী অমঙ্গলরূপী এই তত্ত্বটি সম্ভবত আপনি ছাড়া অপর কোনো দেবতা জানেন না। কারণ যে ভগবান শিব শ্মশানের নরমুণ্ডমালা, চিতাভস্ম এবং নরকপালাদি মৃতের অস্থি ধারণ করে, জটাজুট বিকীর্ণ করে, ভূতপিশাচাদির সঙ্গে শ্মশানে বাস করেন তাঁরই চরণতলভ্রষ্ট নির্মাল্য ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজেদের মস্তকে ধারণ করে থাকেন॥ ১৬ ॥ যদি যথেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিরা ধর্মরক্ষাকারী পূজনীয় প্রভুর নিন্দাবাদ করে তবে নিজের ক্ষমতায় তাদের দণ্ড দেওয়া সম্ভব না হলে কান বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যাবে, আর যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে বলপ্রয়োগে সেই অমঙ্গল-শব্দ-উচ্চারণকারীর জিহ্বাকে ছেদন করে ফেলবে। এই ধরনের পাপের প্রতিকারকল্পে নিজের প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে—এই-ই ধর্ম॥ ১৭ ॥ আপনি ভগবান নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী, সুতরাং আপনার থেকে উৎপন্ন এই শরীর আমি আর ধারণ করতে পারব না। যদি কেউ ভুল করে কোনো নিষিদ্ধ বা নিন্দিত বস্তু খেয়ে ফেলে তাহলে তা বমন করে শরীর থেকে নিষ্কাশিত করার দ্বারাই শুদ্ধি সম্পাদিত হয় এইরকম বলা হয়ে থাকে॥ ১৮ ॥ যে মহামুনি আত্মস্বরূপানুভবের আনন্দময় ভূমিতেই নিরন্তর বিহার করেন তাঁর বুদ্ধি বেদের বিধিনিষেধময় বাক্যসমূহের সর্বথা অনুসরণ করে না (কারণ নিম্নাধিকারীর জন্য প্রদত্ত নির্দেশ ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে প্রযোজ্য নয়)। যেমন দেবতা ও মানুষের গতি একই প্রকারের হয় না, উভয়ের ভেদ আছে, সেইরকমই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর স্থিতিও একই প্রকারের হয় না। সেইজন্যই নিজের ধর্মপথে অবিচলিত নিষ্ঠাশীল কোনো ব্যক্তিরও অপরের অনুসৃত পথের নিন্দা করা উচিত নয়॥ ১৯ ॥ প্রবৃত্তিমূলক (যাগযজ্ঞাদি) কর্ম এবং নিবৃত্তিমূলক (শম-দমাদি) কর্ম—এই উভয়ই সত্য বা যথার্থ। বেদে এই উভয়ের জন্য আসক্ত (সকাম) এবং বৈরাগ্যবান (নিষ্কাম)—এই দুই ভিন্নধরনের অধিকারী নির্দেশ করা হয়েছে। এই দুই ধরনের কর্ম পরস্পরবিরোধী হওয়ায় একই পুরুষ একই সময়ে এই দুইয়ের অনুষ্ঠান

মা বঃ পদব্যঃ পিতরস্মদাস্থিতা[১]
যা যজ্ঞশালাসু ন ধূমবর্ত্মভিঃ।
তদন্নতৃপ্তৈরসুভৃদ্ভিরীড়িতা
অব্যক্তলিঙ্গা অবধূতসেবিতাঃ॥ ২১ ॥

নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো
দেহোদ্ভবেনালমলং কুজন্মনা।
ব্রীড়া মমাভূৎ কুজনপ্রসঙ্গত-
স্তজ্জন্ম ধিগ্ যো[২] মহতামবদ্যকৃৎ॥ ২২ ॥

গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজো
দাক্ষায়ণীত্যাহ যদা সুদুর্মনাঃ।
ব্যপেতনর্মস্মিতমাশু তদ্ধ্যহং
ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্॥ ২৩ ॥

মৈত্রেয় [৩]উবাচ

ইত্যধ্বরে দক্ষমনূদ্য শত্রুহন্
ক্ষিতাবুদীচীং নিষসাদ শান্তবাক্।
স্পৃষ্ট্বা জলং পীতদুকূলসংবৃতা
নিমীল্য দৃগ্‌যোগপথং সমাবিশৎ॥ ২৪ ॥

কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা
সোদানমুত্থাপ্য চ নাভিচক্রতঃ।
শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং
কণ্ঠাদ্ ভ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ॥ ২৫ ॥

এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা
মুহুঃ সমারোপিতমঙ্কমাদরাৎ।
জিহাসতী দক্ষরুষা মনস্বিনী
দধার গাত্রেষ্বনিলাগ্নিধারণাম্॥ ২৬ ॥

করতে পারে না। ভগবান শংকর তো স্বয়ং পরমাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ—তাঁর পক্ষে এই উভয়বিধ কর্মের কোনোটিরই আচরণের আবশ্যকতা নেই॥ ২০ ॥ পিতা! আমাদের যে ঐশ্বর্য অধিগত হয়েছে তা অব্যক্ত (বাইরে থেকে বোঝা যায় না), তা কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষেরাই লাভ করতে পারেন। আপনি সে ঐশ্বর্যের অধিকারী নন, আর যজ্ঞশালায় যজ্ঞান্নে তৃপ্ত হয়ে প্রাণধারণ করাকেই যারা জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করে সেই ক্রিয়াকাণ্ডে মত্ত ব্যক্তিরা এই ঐশ্বর্যের প্রশংসাও করে না॥ ২১ ॥ আপনি ভগবান শংকরের কাছে অপরাধ করেছেন। সুতরাং আপনার দেহ থেকে উৎপন্ন আমার এই শরীরের জন্মগ্রহণ ব্যাপারটিই আমার কুৎসিত বোধ হচ্ছে, এই ঘৃণিত শরীর ধারণ করে আমি কী করব? আপনার মতো দুর্জনের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে আমার লজ্জা হচ্ছে। মহাপুরুষের নিন্দাকারী ব্যক্তির থেকে জন্ম নেওয়াকেও ধিক্কার॥ ২২ ॥ যখন ভগবান শিব পরিহাসচ্ছলেও আপনার সাথে সম্বন্ধবোধক 'দাক্ষায়ণী' (দক্ষের কন্যা)—নামে আমায় সম্বোধন করবেন সেই মুহূর্তেই হাস্য-পরিহাস ভুলে গিয়ে আমি গভীর লজ্জা এবং দুঃখ অনুভব করব। সুতরাং তার পূর্বেই আমি আপনার দেহজাত আমার এই শবতুল্য শরীর এখনই পরিত্যাগ করব॥ ২৩ ॥

মৈত্রেয় বললেন—(কামাদি) রিপুজয়ী হে বিদুর! সেই যজ্ঞমণ্ডপে দক্ষকে এই কথাগুলি বলে দেবী সতী মৌন অবলম্বন করলেন এবং উত্তরদিকে ভূমিতলে উপবিষ্ট হলেন। তিনি আচমনপূর্বক পীতবস্ত্র পরিধান করে নিমীলিত নয়নে শরীর ত্যাগের উদ্দেশ্যে যোগপথ অবলম্বন করে সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন॥ ২৪ ॥ তিনি প্রথমত আসনের স্থিরতা সম্পাদন (অর্থাৎ যৌগিক আসনে দেহকে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন) করে প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণ এবং অপান বায়ুকে নিরোধ করে তাদের সাম্যভাব বিধান করলেন এবং সেদুটিকে নাভিচক্রে স্থাপিত করলেন। তারপর নাভিচক্র থেকে উদান বায়ুকে ঊর্ধ্বমুখী করে ধীরে ধীরে সচেতনভাবে হৃদয়ে স্থাপন করলেন। এরপর সেই অনিন্দিতা দেবী সতী সেই হৃদয়মধ্যস্থ বায়ুকে ক্রমশ কণ্ঠপথে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিয়ে এলেন॥ ২৫ ॥ এইভাবে, সজ্জন-বন্দনীয় মহাদেব যে

[১] প্রা.পা.— পিতরঃসদাস্থিতা। [২]প্রা.পা.—যন্ম.। [৩]প্রাচীন বইতে 'মৈত্রেয় উবাচ' নেই।

ততঃ স্বভর্তুশ্চরণাম্বুজাসবং
জগদ্‌গুরোশ্চিন্তয়তী ন চাপরম্‌।
দদর্শ দেহো হতকল্মষঃ সতী
সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা॥ ২৭ ॥

তৎ পশ্যতাং খে ভুবি চাদ্ভুতং মহদ্‌
হাহেতি বাদঃ সুমহানজায়ত।
হন্ত প্রিয়া দৈবতমস্য দেবী
জহাবসূন্‌ কেন সতী প্রকোপিতা॥ ২৮ ॥

অহো অনাত্ম্যং মহদস্য পশ্যত
প্রজাপতের্যস্য চরাচরং প্রজাঃ।
জহাবসূন্‌ যদ্‌বিমতাত্মজা সতী
মনস্বিনী মানমভীক্ষ্ণমর্হতি॥ ২৯ ॥

সোঽয়ং দুর্মর্ষহৃদয়ো ব্রহ্মধ্রুক্‌ চ
লোকেঽপকীর্তিং মহতীমবাপ্স্যতি।
যদঙ্গজাং স্বাং পুরুষদ্বিডুদ্যতাং
ন প্রত্যষেধন্মৃতয়েঽপরাধতঃ॥ ৩০ ॥

বদত্যেবং জনে সত্যা দৃষ্ট্বাসুত্যাগমদ্ভুতম্‌।
দক্ষং তৎপার্ষদা হন্তুমুদতিষ্ঠন্নুদায়ুধাঃ॥ ৩১ ॥

তেষামাপততাং বেগং নিশাম্য ভগবান্‌ ভৃগুঃ।
যজ্ঞঘ্নঘ্নেন যজুষা দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব হ॥ ৩২ ॥

অধ্বর্যুণা হূয়মানে দেবা উৎপেতুরোজসা।
ঋভবো নাম তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ সহস্রশঃ॥ ৩৩ ॥

শরীরটিকে সাদরে বহুবার ক্রোড়ে ধারণ করেছেন, দক্ষের প্রতি রোষবশত মহামনস্বিনী সতী তাঁর সেই শরীর ত্যাগ করবার ইচ্ছায় যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সর্ব অঙ্গে বায়ু এবং অগ্নির ধারণা করলেন॥ ২৬ ॥ জগদ্‌গুরু তাঁর স্বামী ভগবান মহাদেবের চরণ পদ্মদুটি সতী নিজ হৃদয়ের গভীরে ধ্যান করতে লাগলেন এবং তাঁর সেই ঐকান্তিক অনুরাগ ও ভক্তিই যেন সেই চরণকমলসঞ্জাত মধুস্রোতের মতো তাঁকে অভিষিক্ত করে অন্য সব চিন্তা ভুলিয়ে দিল, তিনি তখন অন্য কিছুই আর দেখতেও পেলেন না। তাঁর শরীর দক্ষ দেহোৎপন্ন এই যে কলুষস্পর্শের একটি ধারণা তাঁর চিত্তে পূর্বে উদিত হয়েছিল সেটিও লুপ্ত হয়ে এবং মুহূর্তমধ্যে তাঁর সেই নিষ্কলুষ শরীর যোগাগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত হল॥ ২৭ ॥ সেখানে উপস্থিত দেবতা ও অন্যান্য সকলে সতীর দেহত্যাগরূপ এই পরম আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে হাহাকার করতে লাগলেন এবং পৃথিবীর সকল প্রান্ত পরিব্যাপ্ত করে এই মহাকলরব শোনা যেতে লাগল—'হায় ! দক্ষের দুর্ব্যবহারে কুপিতা হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের প্রিয়া পত্নী সতী প্রাণ বিসর্জন দিলেন॥ ২৮ ॥ দেখ, সমগ্র চরাচর জগৎ এই দক্ষপ্রজাপতিরই সন্তান, অথচ তিনি কী ভয়ংকর দুর্বৃত্ত-সুলভ আচরণের পরিচয় রাখলেন। এঁর কন্যা সতী ছিলেন উদারচরিত্রা, সর্বদাই সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু ইনি তাঁর এমন অপমান ঘটালেন যে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করলেন॥ ২৯ ॥ প্রকৃতপক্ষে ইনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণদ্রোহী। সংসারে ইনি মহৎ অপযশের ভাগী হবেন। যখন এঁর নিজের কন্যা সতী এঁরই অপরাধে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হলেন তখনও এই শিব বিদ্বেষী তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না'॥ ৩০ ॥ সতীর সেই অদ্ভুত প্রাণত্যাগ দেখে লোকে যখন এইরকম বলাবলি করছিল তখন শিবের পার্ষদেরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দক্ষকে বধ করতে উদ্যত হল॥ ৩১ ॥ তাদের এইভাবে মহাবেগে আক্রমণ করতে দেখে ভৃগুমুনি যজ্ঞবিঘ্নউৎপাদনকারীদের বিনাশ করার জন্য **'অপহতং রক্ষ....'** ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিলেন॥ ৩২ ॥ অধ্বর্যু ভৃগু সেই আহুতি দেওয়ামাত্র যজ্ঞকুণ্ড থেকে 'ঋভু' নামক মহাতেজস্বী দেবগণ বহু-সহস্র সংখ্যায় আবির্ভূত হলেন। এঁরা নিজেদের তপস্যার প্রভাবে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ৩৩ ॥ সেই ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান দেবগণ জ্বলন্ত

তৈরলাতায়ুধৈঃ সর্বে প্রমথা সহগুহ্যকাঃ।
হন্যমানা দিশো ভেজুরুশদ্ভির্ব্রহ্মতেজসা।। ৩৪ ।।

কাষ্ঠখণ্ডই অস্ত্ররূপে ধারণ করে আক্রমণ করলে প্রমথ এবং গুহ্যকগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হল।। ৩৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে
সতীদেহোৎসর্গো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
সতীদেহোৎসর্গ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৪ ।।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

বীরভদ্র কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস এবং দক্ষবধ

মৈত্রেয় উবাচ

ভবো ভবান্যা নিধনং প্রজাপতে-
রসৎকৃতায়া অবগম্য নারদাৎ।
স্বপার্ষদসৈন্যং[১] চ তদধ্বরর্ভুভি-
র্বিদ্রাবিতং ক্রোধমপারমাদধে।। ১ ।।
ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জটি-
র্জটাং তড়িদ্‌বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্‌।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্‌
গম্ভীরনাদো বিসসর্জ তাং ভুবি।। ২ ।।
ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্দিবং
সহস্রবাহুর্ঘনরুক্‌ ত্রিসূর্যদৃক্‌।
করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূর্ধজঃ
কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ।। ৩ ।।
তং কিং করোমীতি গৃণন্তমাহ
বদ্ধাঞ্জলিং ভগবান্‌ ভূতনাথঃ।
দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং
ত্বমগ্রণী রুদ্র ভটাংশকো মে।। ৪ ।।

মৈত্রেয় বললেন—ভগবান মহাদেব যখন নারদের মুখ থেকে শুনতে পেলেন যে সতী তাঁর পিতা দক্ষপ্রজাপতি কর্তৃক অপমানিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন এবং সেই যজ্ঞে উৎপন্ন ঋভুনামক দেবতারা তাঁর নিজের পার্ষদদের সৈন্যদলকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করেছেন তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন।। ১ ।। তিনি ভয়ংকর উগ্ররূপ ধারণ করে ক্রোধবশে অধর-দংশন করতে করতে নিজ মস্তকের একটি জটা উৎপাটন করলেন। বিদ্যুৎ এবং অগ্নির প্রজ্বলন্ত শিখার মতো তীব্র-দীপ্তি-বিচ্ছুরণকারী সেই জটা হাতে নিয়ে তিনি সহসা উঠে দাঁড়ালেন এবং গম্ভীর অট্টহাসির সাথে সেটিকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন।। ২ ।। তৎক্ষণাৎ সেই জটা থেকে এক অতিকায় পুরুষ উৎপন্ন হল। তার দেহ এত বিশাল ছিল যে তা আকাশকে স্পর্শ করছিল। তার সহস্র বাহু, মেঘের মতো ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, সূর্যের মতো তীব্র দীপ্তিসম্পন্ন তিনটি চোখ, ভয়ংকর দন্তশ্রেণী, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো রক্তবর্ণ কেশরাশি, গলায় নরমুণ্ডের মালা এবং সমস্ত হাতে বহুপ্রকারের অস্ত্র ছিল।। ৩ ।। সেই বীরভদ্র যখন যুক্ত করে নিবেদন করল—'ভগবান, আমাকে কী করতে হবে আদেশ করুন' তখন ভগবান ভূতনাথ বললেন—'বীর রুদ্র ! তুমি আমারই অংশস্বরূপ, সুতরাং তুমি আমার পার্ষদদের অধিনায়করূপে দ্রুত গমন করো এবং যজ্ঞসমেত

[১]প্রা.পা.—তৎপা.।

আজ্ঞপ্ত এবং কুপিতেন মন্যুনা
স দেবদেবং পরিচক্রমে বিভুম্।
মেনে তদাত্মানমসঙ্গরংহসা
মহীয়সাং তাত সহঃ[১] সহিষ্ণুম্॥ ৫ ॥
অন্বীয়মানঃ স তু রুদ্রপার্ষদৈ-
র্ভৃশং নদদ্ভির্ব্যনদৎ সুভৈরবম্।
উদ্যম্য শূলং জগদন্তকান্তকং
স প্রাদ্রবদ্ ঘোষণভূষণাঙ্ঘ্রিঃ[২] ॥ ৬ ॥
অথর্ত্বিজো যজমানঃ সদস্যাঃ
ককুভ্যুদীচ্যাং প্রসমীক্ষ্য রেণুম্।
তমঃ কিমেতৎ কুত এতদ্রজোঽভূ-
দিতি দ্বিজা দ্বিজপত্ন্যশ্চ দধ্যুঃ[৩] ॥ ৭ ॥
বাতা ন বান্তি ন হি সন্তি দস্যবঃ
প্রাচীনবর্হির্জীবতি হোগ্রদণ্ডঃ।
গাবো ন কাল্যন্ত ইদং কুতো রজো
লোকোঽধুনা কিং প্রলয়ায় কল্পতে॥ ৮ ॥
প্রসূতিমিশ্রাঃ স্ত্রিয় উদ্বিগ্নচিত্তা
উচুর্বিপাকো বৃজিনস্যৈব[৪] তস্য।
যৎ পশ্যন্তীনাং[৫] দুহিতৃণাং প্রজেশঃ
সুতাং সতীমবদধ্যাবনাগাম্॥ ৯ ॥
যস্ত্বন্তকালে ব্যুপ্তজটাকলাপঃ
স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্‌গজেন্দ্রঃ।
বিতত্য নৃত্যত্যুদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজা-
নুচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নুভিন্নদিক্॥ ১০ ॥
অমর্ষয়িত্বা তমসহ্যতেজসং
মন্যুপ্লুতং দুর্বিষহং ভ্রুকুট্যা।
করালদংষ্ট্রাভিরুদস্তভাগণং
স্যাৎ স্বস্তি কিং কোপয়তো বিধাতুঃ॥ ১১ ॥

দক্ষের বিনাশ সাধন করো'॥ ৪ ॥

প্রিয় বিদুর ! কুপিত মহাদেব এই আদেশ দিলে বীরভদ্র সেই দেবাদিদেব সর্বেশ্বর শংকরকে প্রদক্ষিণ করল। সেইসময় তার মনের মধ্যে এইরকম বোধ জন্মাল যে, জগৎ-সংসারে এমন কেউ নেই যে তার তেজ সহ্য করতে পারে এবং অপরপক্ষে সে নিজে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের তেজও সহ্য করতে সক্ষম॥ ৫ ॥ বীরভদ্র ভয়ংকর সিংহনাদ করে এক উদ্যত-শূল হস্তে দক্ষের যজ্ঞস্থলের উদ্দেশে ধাবিত হল। তার সেই ত্রিশূল জগৎ-সংসারের বিনাশকর্তা যে মৃত্যু তাকেও বিনাশ করতে সমর্থ ছিল। রুদ্রদেবের অন্যান্য অনুচররাও মহাঘোর গর্জন করতে করতে বীরভদ্রের অনুগামী হল। সেইসময় দ্রুতগমনশীল বীরভদ্রের পায়ের নূপুর প্রভৃতি অলংকার ঝংকৃত হতে থাকল॥ ৬ ॥

এদিকে দক্ষের যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট ঋত্বিক, যজমান, সদস্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীগণ উত্তরদিকের আকাশে ঘন ধূলিসঞ্চার হতে দেখে চিন্তা করতে লাগলেন—'এ কী, অন্ধকার হয়ে আসছে না কী ? না, অন্ধকার নয়, এ-তো ধুলা ৎ কিন্তু এত ধুলা কোথা থেকে আসছে ? ॥ ৭ ॥ এখন তো ঝড় হচ্ছে না, দস্যুদের উপদ্রবও নেই—কারণ অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদাতা রাজা প্রাচীনবর্হি এখনও জীবিত আছেন। গোরুদেরও এখন (দ্রুতবেগে) ঘরে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না, তাহলে এই ধুলা কোথা থেকে এল ? এখনই কি জগতের প্রলয়ের সময় এসে গেল না কি ?'॥ ৮ ॥ তখন দক্ষপত্নী প্রসূতি এবং অন্যান্য রমণীগণ উদ্বিগ্নচিত্তে বলতে লাগলেন—প্রজাপতি দক্ষ যে নিজের অন্যান্য কন্যাদের চোখের সামনে নিরপরাধা সতীর অবমাননা করেছিলেন, মনে হচ্ছে এই সকল সেই পাপেরই ফল॥ ৯ ॥ (অথবা এমনও হতে পারে—সংহারমূর্তি ভগবান রুদ্রদেবের অপমানেরই পরিণামে এরূপ ঘটছে) প্রলয়কাল উপস্থিত হলে রুদ্রদেব যখন নিজের জটাকলাপ বিকীর্ণ করে এবং বহুপ্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত তাঁর বাহুগুলিকে ধ্বজদণ্ডের মতো বিস্তীর্ণ করে তাণ্ডবনৃত্য করতে থাকেন তখন তাঁর ত্রিশূলের ফলায় দিগ্‌গজেরা বিদ্ধ হয়ে যায়, তাঁর বজ্রনির্ঘোষ তুল্য প্রচণ্ড অট্টহাসিতে দশদিক বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকে॥ ১০ ॥ সে সময় তাঁর তেজ

[১]প্রা.পা.—মহিমহিম্বঃ। [২]প্রা.পা.—ভূষিতা.। [৩]প্রা.পা.—চুক্রুশুঃ। [৪]প্রা.পা.—স্যৈব। [৫]প্রা.পা.—প্রপ.।

বহ্বেবমুদ্বিগ্নদৃশোচ্যমানে
জনেন দক্ষস্য মুহুর্মহাত্মনঃ।
উৎপেতুরুৎপাততমাঃ সহস্রশো
ভয়াবহা দিবি ভূমৌ চ পর্যক্॥ ১২ ॥

তাবৎ স রুদ্রানুচরৈর্মখো মহান্
নানায়ুধৈর্বামনকৈরুদায়ুধৈঃ।
পিঙ্গৈঃ[1] পিশঙ্গৈর্মকরোদরাননৈঃ
পর্যাদ্রবদ্ভির্বিদুরান্বরুধ্যত॥ ১৩ ॥

কেচিদ্ বভঞ্জুঃ প্রাগ্বংশং পত্নীশালাং তথাপরে।
সদ আগ্নীধ্রশালাং চ তদ্বিহারং মহানসম্॥ ১৪ ॥

রুরুজুর্যজ্ঞপাত্রাণি[2] তথৈকেঽগ্নীননাশয়ন্।
কুণ্ডেষ্বমূত্রয়ন্ কেচিদ্বিভিদুর্বেদিমেখলাঃ॥ ১৫ ॥

অবাধন্ত মুনীনন্য[3] একে পত্নীরতর্জয়ন্।
অপরে জগৃহুর্দেবান্ প্রত্যাসন্নান্ পলায়িতান্॥ ১৬ ॥

ভৃগুং ববন্ধ মণিমান্ বীরভদ্রঃ প্রজাপতিম্।
চণ্ডীশঃ পূষণং দেবং ভগং নন্দীশ্বরোঽগ্রহীৎ॥ ১৭

সর্ব এবর্ত্বিজো দৃষ্ট্বা সদস্যাঃ সদিবৌকসঃ।
তৈরর্দ্যমানাঃ সুভৃশং গ্রাবভির্নৈকধাদ্রবন্॥ ১৮ ॥

জুহ্বতঃ স্রুবহস্তস্য শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ।
ভৃগোর্লুলুঞ্চে সদসি যোঽহসচ্ছ্মশ্রু দর্শয়ন্॥ ১৯ ॥

ভগস্য নেত্রে ভগবান্ পাতিতস্য রুষা ভুবি।
উজ্জহার সদঃস্থোঽক্ষ্ণা যঃ শপন্তমসূসুচৎ[4]॥ ২০ ॥

অসহনীয় হয়ে ওঠে, প্রচণ্ড ক্রোধের বশে ভ্রুকুটি করাল সেই মুখমণ্ডল তাঁর রূপকে করে তোলে অতি ভয়ংকর, তাঁর বিকট দন্তরাজির আঘাতে আকাশের নক্ষত্রগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সেই রুদ্রদেবকে বার বার কুপিত করে স্বয়ং বিধাতার পক্ষেও কি কুশলে থাকা সম্ভব ? ॥ ১১ ॥ সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা ভয় বিহ্বল দৃষ্টিতে এই রকম বহু কথা বার বার বলতে থাকলেন। এরই মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর সব দিকে অজস্র রকমের মহাভয়ংকর উৎপাত (দুর্লক্ষণ, অমঙ্গলসূচক ঘটনা) ঘটতে শুরু করল এবং তার ফলে দৃঢ় হৃদয় দক্ষের মনেও ভয় জন্মাল॥ ১২ ॥ বিদুর ! এইসময় রুদ্রানুচরগণ দ্রুতগতিতে এসে সেই বিশাল যজ্ঞমণ্ডপ চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তাদের হাতে বহুরকমের অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাদের মধ্যে কেউ ছিল বামনাকৃতি, কেউবা পিঙ্গলবর্ণ, কেউ পীতবর্ণ, কারো মুখ, কারো বা উদর মকরের মতো ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাগ্‌বংশশালা, কেউ বা পত্নীশালা, কেউ সভামণ্ডপ, আবার অন্যেরা আগ্নীধ্রশালা, যজমানগৃহ এবং পাকশালা—এইভাবে যজ্ঞস্থলের বিভিন্ন দিকে অবস্থিত কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় মণ্ডপগুলি ভেঙে ফেলল॥ ১৪ ॥ আবার কেউ কেউ যজ্ঞপাত্রগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল, কেউ বা (আহ্বনীয় প্রভৃতি) যজ্ঞীয় অগ্নিগুলিকে বিনষ্ট করল, কেউ কেউ যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করল আবার অপর কেউ যজ্ঞবেদীর সীমাসূত্র ছিঁড়ে ফেলল॥ ১৫ ॥ কেউ কেউ মুনিগণের উপরে উপদ্রব করতে লাগল, কেউ বা স্ত্রী-লোকদের তর্জন করতে লাগল, আবার অন্যেরা নিকটবর্তী পলায়নোৎসুক দেবতাদের ধরে ফেলল॥ ১৬ ॥ রুদ্রানুচর মণিমান ভৃগুমুনিকে, বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে, চণ্ডীশ পূষাকে এবং নন্দীশ্বর ভগ-দেবতাকে বন্ধন করল॥ ১৭ ॥ ভগবান রুদ্রের পার্ষদদের এই ভয়ানক মারণ-লীলা দেখে এবং তাদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সেখানে যত ঋত্বিক, সদস্য এবং দেবতা ছিলেন সকলেই যেমনভাবে পারেন পলায়ন করলেন॥ ১৮ ॥ ভৃগুমুনি স্রুব নামক যজ্ঞপাত্র হাতে নিয়ে আহুতি দিচ্ছিলেন, বীরভদ্র তাঁর শ্মশ্রু গুম্ফ উৎপাটিত করে ফেলল, কারণ তিনি পূর্বে প্রজাপতিদের যজ্ঞসভায় শ্মশ্রু-প্রদর্শন করে মহাদেবকে উপহাস করেছিলেন॥ ১৯ ॥ ক্রোধাবিষ্ট বীরভদ্র

[1]প্রা.পা.— নেত্রৈঃ। [2]প্রা.পা.— বভঞ্জু.। [3]প্রা.পা.— মুনীনেকে। [4]প্রা.পা.— মসূচয়ৎ।

পূষ্ণশ্চাপাতয়দ্দন্তান্[১] কালিঙ্গস্য যথা বলঃ।
শপ্যমানে গরিমণি যোঽহসদ্দর্শয়ন্দতঃ॥ ২১ ॥

আক্রম্যোরসি দক্ষস্য শিতধারেণ হেতিনা।
ছিন্দন্নপি তদুদ্ধর্তুং নাশক্নোৎ ত্র্যম্বকস্তদা॥ ২২ ॥

শস্ত্রৈরস্ত্রান্বিতৈরেবমনির্ভিন্নত্বচং হরঃ।
বিস্ময়ং পরমাপন্নো দধ্যৌ পশুপতিশ্চিরম্॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট্বা সংজ্ঞপনং যোগং পশূনাং স পতির্মখে।
যজমানপশোঃ কস্য কায়াত্তেনাহরচ্ছিরঃ॥ ২৪ ॥

সাধুবাদস্তদা তেষাং কর্ম তত্তস্য শংসতাম্।
ভূতপ্রেতপিশাচানামন্যেষাং তদ্বিপর্যয়ঃ॥ ২৫ ॥

জুহাবৈতচ্ছিরস্তস্মিন্ দক্ষিণাগ্নাবমর্ষিতঃ।
তদ্দেবযজনং দগ্ধ্বা প্রাতিষ্ঠদ্ গুহ্যকালয়ম্॥ ২৬ ॥

ভগদেবতাকে মাটিতে ফেলে তাঁর চোখদুটি উপড়ে নিল, কারণ দক্ষ যখন শিব-নিন্দা করতে করতে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেই সভায় উপস্থিত ভগ চোখের ইঙ্গিতে তাঁকে প্ররোচিত করেছিলেন॥ ২০ ॥ এরপরে বীরভদ্র অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় বলরাম কলিঙ্গরাজের যে অবস্থা করেছিলেন, তেমনি পূষার দাঁতগুলি উৎপাটিত করল কারণ দক্ষ যখন জগৎ-পূজ্য শিবের নিন্দাবাদ করছিলেন তখন পূষা দন্ত বিকশিত কর হেসেছিলেন॥ ২১ ॥ তারপর বীরভদ্র দক্ষের বুকের উপরে বসে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধার এক তরবারি দিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করতে প্রয়াসী হল কিন্তু বার বার বহুপ্রকারে চেষ্টা করেও তখন তাঁর দেহ থেকে মস্তক পৃথক করতে পারল না॥ ২২ ॥ এইভাবে কোনো অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারাই দক্ষের ত্বক ভেদ করা যাচ্ছে না দেখে বীরভদ্র অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করতে লাগল॥ ২৩ ॥ তারপর সেই যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞীয় পশুবধের সাধনস্বরূপ 'সংজ্ঞপন যোগ' রয়েছে দেখে তার সাহায্যে দক্ষরূপী যজমান পশুর দেহ থেকে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ফেলল॥ ২৪ ॥ সেখানে উপস্থিত ভূত-প্রেত-পিশাচাদি তাঁর এই কর্মের প্রশংসা করে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ দিতে থাকল, অপর পক্ষে দক্ষের দলভুক্তদের মধ্যে ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হল অর্থাৎ তারা নিন্দাবাদসহ হাহাকার ধ্বনি করতে লাগল॥ ২৫ ॥ কুপিত বীরভদ্র দক্ষের মস্তকটি সেই যজ্ঞের দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি স্বরূপ প্রদান করে সেই যজ্ঞশালায় অগ্নিসংযোগ করে সেটিকে ধ্বংস করে ফেলল এবং কৈলাস পর্বতে ফিরে চলল॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে
দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসো [২] নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

[১] প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'পূষ্ণশ্চা..........হসদ্দর্শয়ন্দতঃ' এই শ্লোক আগের দুটি শ্লোকের পরে আছে।
[২] প্রা.পা.—দক্ষপ্রশমনং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মাদি দেবগণের কৈলাসে গমন ও মহাদেবের ক্রোধপ্রশমন

মৈত্রেয় উবাচ

অথ দেবগণাঃ সর্বে রুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ।
শূলপট্টিশনিস্ত্রিংশগদাপরিঘমুদ্গরৈঃ॥ ১ ॥

সংছিন্নভিন্নসর্বাঙ্গাঃ সর্ত্বিক্সভ্যা ভয়াকুলাঃ।
স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য কার্ৎস্ন্যেনৈতন্ন্যবেদয়ন্॥ ২ ॥

উপলভ্য পুরৈবেতদ্ভগবানব্জসম্ভবঃ।
নারায়ণশ্চ বিশ্বাত্মা ন কস্যাধ্বরমীয়তুঃ[১]॥ ৩ ॥

তদাকর্ণ্য বিভুঃ প্রাহ তেজীয়সি কৃতাগসি।
ক্ষেমায়[২] তত্র সা ভূয়ান্ন প্রায়েণ বুভূষতাম্॥ ৪ ॥

অথাপি যূয়ং কৃতকিল্বিষা ভবং
যে বর্হিষো ভাগভাজং পরাদুঃ।
প্রসাদয়ধ্বং পরিশুদ্ধচেতসা[৩]
ক্ষিপ্রপ্রসাদং প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্॥ ৫ ॥

আশাসানা জীবিতমধ্বরস্য
লোকঃ সপালঃ কুপিতে ন যস্মিন্।
তমাশু দেবং প্রিয়য়া বিহীনং
ক্ষমাপয়ধ্বং হৃদি বিদ্ধং দুরুক্তৈঃ॥ ৬ ॥

নাহং ন যজ্ঞো ন চ যূয়মন্যে
যে দেহভাজো মুনয়শ্চ তত্ত্বম্।
বিদুঃ প্রমাণং বলবীর্যয়োর্বা
যস্যাত্মতন্ত্রস্য[৪] ক উপায়ং বিধিৎসেৎ॥ ৭ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! এইভাবে যখন রুদ্রানুচরগণ দেবতাদের পরাজিত করল এবং তাদের ত্রিশূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, পরিঘ, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাতে দেবতাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল তখন তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে ঋত্বিক এবং সদস্যগণকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁর কাছে নিবেদন করলেন॥ ১-২ ॥ ভগবান ব্রহ্মা এবং সর্বান্তর্যামী নারায়ণ পূর্বের থেকেই এই ভারী অনিষ্টকর ঘটনার কথা জানতেন, এইজন্য তাঁরা দক্ষের যজ্ঞে গমন করেন-নি॥ ৩ ॥ এখন দেবতাদের মুখে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি (ব্রহ্মা) বললেন—দেবগণ! পরম তেজস্বী সামর্থ্যশালী কোনো পুরুষের দিক থেকে যদি কোনো দোষ ঘটে যায়, তাহলেও তার প্রতিশোধকল্পে তাঁর প্রতি অপরাধ-আচরণকারীর মঙ্গল হতে পারে না (অর্থাৎ শংকরানুচরগণ যদি তোমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্ব্যবহারও করে থাকে, তার পরিবর্তে তোমরা ভগবান শিবের অমর্যাদা করতে প্রয়াসী হোয়ো না।)॥ ৪ ॥ তাছাড়া তোমরা তো যজ্ঞে ভগবান শংকরের প্রাপ্য ভাগ না দিয়ে তাঁর কাছে গর্হিত অপরাধ করেছ। কিন্তু ভগবান শিব আশুতোষ অত্যন্ত সহজে এবং শীঘ্রই প্রসন্ন হন, সুতরাং তোমরা গিয়ে অকপট হৃদয়ে তাঁর চরণকমল ধারণ করে তাঁকে প্রসন্ন করো—তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো॥ ৫ ॥ দক্ষের দুর্বাক্য-বাণে তাঁর হৃদয় পূর্বেই বিদ্ধ হয়েছিল, তার ওপর তাঁর প্রিয়া সতীদেবীর বিয়োগ ঘটেছে। সুতরাং তোমরা যদি চাও যে ওই যজ্ঞ পুনরায় আরম্ভ হয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক তাহলে শীঘ্র গিয়ে তাঁর কাছে নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নতুবা তিনি কুপিত হলে সমস্ত লোকপালগণসমেত এই নিখিল লোকের অস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব॥ ৬ ॥ ভগবান রুদ্র পরম স্বতন্ত্র, তাঁর তত্ত্ব বা বলবীর্যের পরিমাণ কোনো ঋষি-মুনি, দেবতা বা যজ্ঞস্বরূপ

---

[১]প্রা.পা.—তস্যা.। [২]প্রা.পা.—ভবায় ভূয়সে ভূয়া.। [৩]প্রা.পা.—পরিশুদ্ধসত্ত্বং। [৪] প্রা.পা.—তস্যাত্ম.।

স ইত্থমাদিশ্য সুরানজস্তৈঃ
সমন্বিতঃ পিতৃভিঃ সপ্রজেশৈঃ।
যযৌ স্বধিষ্ণ্যান্নিলয়ং পুরদ্বিষঃ
কৈলাসমদ্রিপ্রবরং প্রিয়ং প্রভোঃ॥ ৮ ॥

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ[১]।
জুষ্টং[২] কিন্নরগন্ধর্বৈরপ্সরোভির্বৃতং সদা॥ ৯ ॥

নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নানাধাতুবিচিত্রিতৈঃ।
নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ॥ ১০ ॥

নানামলপ্রস্রবণৈর্নানাকন্দরসানুভিঃ।
রমণং বিহরন্তীনাং রমণৈঃ[৩] সিদ্ধযোষিতাম্॥ ১১

ময়ূরকেকাভিরুতং মদান্ধালিবিমূর্চ্ছিতম্।
প্লাবিতৈ[৪] রক্তকণ্ঠানাং কূজিতৈশ্চ পতৎত্রিণাম্॥ ১২

আহ্বয়ন্তমিবোদ্ধস্তৈর্দ্বিজান্ কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
ব্রজন্তমিব মাতঙ্গৈর্গৃণন্তমিব নির্ঝরৈঃ॥ ১৩ ॥

মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ সরলৈশ্চোপশোভিতম্।
তমালৈঃ শালতালৈশ্চ কোবিদারাসনার্জুনৈঃ॥ ১৪

চূতৈঃ[৫] কদম্বৈর্নীপৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ।
পাটলাশোকবকুলৈঃ কুন্দৈঃ কুরবকৈরপি॥ ১৫ ॥

স্বর্ণার্ণশতপত্রৈশ্চ বররেণুকজাতিভিঃ।
কুব্জকৈর্মল্লিকাভিশ্চ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতম্॥ ১৬ ॥

পনসোদুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষন্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ।
ভূর্জৈরোষধিভিঃ পূগৈ রাজপূগৈশ্চ [৬]জম্বুভিঃ॥ ১৭

খর্জূরাম্রাতকাম্রাদ্যৈঃ[৭] প্রিয়ালমধুকেঙ্গুদৈঃ।
দ্রুমজাতিভিরন্যৈশ্চ রাজিতং বেণুকীচকৈঃ॥ ১৮ ॥

দেবরাজ ইন্দ্রও জানেন না, এমনকী স্বয়ং আমিও জানি না—সুতরাং অন্য কোনো দেহধারীর তো কথাই নেই। এই অবস্থায় তাঁকে শান্ত করার উপায় বিধান কে করতে পারে ? ॥ ৭ ॥

ভগবান ব্রহ্মা দেবতাগণকে এইরূপ নির্দেশ দিয়ে তারপর নিজেই তাঁদেরকে, পিতৃগণকে এবং প্রজাপতিগণকে সঙ্গে নিয়ে নিজ লোক (ব্রহ্মলোক) থেকে ভগবান ত্রিপুরারি শিবের প্রিয় ধাম পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করলেন॥ ৮ ॥ সেই কৈলাসে ওষধি, তপস্যা, মন্ত্র তথা যোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং যাঁরা জন্ম থেকেই সিদ্ধ এমন দেবতাগণ নিত্য নিবাস করেন ; কিন্নর, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাবৃন্দ সেখানে সর্বদা অবস্থান করেন॥ ৯ ॥ সেই কৈলাসের শিখরগুলি মণিময়, বহু প্রকারের ধাতুর বিবিধ বর্ণে সেগুলি বিচিত্রিত। বহুবিধ বৃক্ষ-লতা-গুল্মে পরিপূর্ণ সেই পর্বতে অসংখ্য প্রকারের আরণ্য পশু বিচরণ করে॥ ১০ ॥ নির্মল জলের নানা প্রস্রবণ, অনেক গহ্বর ও উচ্চ সানুদেশ সেই পর্বতটিকে সিদ্ধ-রমণীগণের কাছে আনন্দদায়ক করে তুলেছে, যে সিদ্ধরমণীরা সেখানে তাঁদের প্রিয়গণের সঙ্গে বিহার করে থাকেন॥ ১১ ॥ সেখানে চতুর্দিক ময়ূরের কেকারবে, মদমত্ত ভ্রমরদের গুঞ্জনে, কোকিলের কুহু-ধ্বনিতে এবং অন্যান্য পাখিদের কূজনে মুখরিত॥ ১২ ॥ সেখানে কল্পবৃক্ষগুলির উচ্চ শাখার আন্দোলনে মনে হয় যেন সেই পর্বত নিজেই হাত তুলে পাখিদের আহ্বান করছে, হাতিদের বিচরণে মনে হয় পর্বত স্বয়ং চলছে, আবার ঝরনার কলস্বরে মনে হয় পর্বত বুঝি কথা বলছে॥ ১৩ ॥ মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, তাল, কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), অসণ, অর্জুন প্রভৃতি বৃক্ষে সেই পর্বত সুশোভিত॥ ১৪ ॥ আম, কদম্ব, নীপ (ভিন্নপ্রকারের কদম্ব), নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরুবক, স্বর্ণবর্ণ শতপত্র পদ্ম, এলা-লতা, জাতিপুষ্প (মালতী) লতা, কুব্জক, মল্লিকা এবং মাধবী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বৃক্ষ ও লতাসমূহও সেই পর্বতের শোভাবৃদ্ধি করেছে॥ ১৫-১৬ ॥ কাঁঠাল, ডুমুর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বট, হিঙ্গু, ভূর্জ, ওষধি (ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়) বৃক্ষ, সুপারি, রাজপূগ, জাম,

[১]প্রা.পা.—নিরন্তরৈঃ। [২]প্রা.পা.—যক্ষকিন্নর.। [৩]প্রা.পা.—সিদ্ধচারণযোষিতাম্। [৪]প্রা.পা.—সূচিতৈ। [৫]প্রা.পা.—বৃতৈঃ কদম্বনিম্বৈশ্চ। [৬]প্রা.পা.—পৈঃ পত্রৈশ্চ ধবজম্বুভিঃ। [৭]প্রা.পা.—কাশ্মর্যাম্রা.।

কুমুদোৎপলকহ্লারশতপত্রবনর্দ্ধিভিঃ।
নলিনীষু[১] কলং কূজৎখগবৃন্দোপশোভিতম্॥ ১৯

মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ ক্রোড়ৈর্মৃগেন্দ্রৈর্ঋক্ষশল্যকৈঃ[২]।
গবয়ৈঃ শরভৈর্ব্যাঘ্রৈ রুরুভির্মহিষাদিভিঃ॥ ২০ ॥

কর্ণান্ত্রৈকপদাশ্বাস্যৈর্নির্জুষ্টং[৩] বৃকনাভিভিঃ।
কদলীখণ্ডসংরুদ্ধনলিনীপুলিনশ্রিয়ম্॥ ২১ ॥

পর্যস্তং নন্দয়া সত্যাঃ স্নানপুণ্যতরোদয়া।
বিলোক্য ভূতেশগিরিং বিবুধা বিস্ময়ং যযুঃ॥ ২২ ॥

দদৃশুস্তত্র[৪] তে রম্যামলকাং নাম বৈ পুরীম্।
বনং সৌগন্ধিকং চাপি যত্র তন্নাম পঙ্কজম্॥ ২৩ ॥

নন্দা চালকনন্দা চ সরিতৌ বাহ্যতঃ পুরঃ।
তীর্থপাদপদাম্ভোজরজসাতীব পাবনে॥ ২৪ ॥

যয়োঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ক্ষত্তরবরুহ্য স্বধিষ্ণ্যতঃ।
ক্রীড়ন্তি পুংসঃ সিঞ্চন্ত্যো বিগাহ্য রতিকর্শিতাঃ[৫]॥ ২৫

যয়োস্তৎস্নানবিভ্রষ্টনবকুঙ্কুমপিঞ্জরম্।
বিতৃষোঽপি পিবন্ত্যম্ভঃ পায়য়ন্তো গজা গজীঃ॥ ২৬

তারহেমমহারত্নবিমানশতসংকুলাম্।
জুষ্টাং পুণ্যজনস্ত্রীভির্যথা খং সতড়িদ্ঘনম্॥ ২৭ ॥

হিত্বা যক্ষেশ্বরপুরীং বনং সৌগন্ধিকং চ তৎ।
দ্রুমৈঃ কামদুঘৈর্হৃদ্যং[৬] চিত্রমাল্যফলচ্ছদৈঃ॥ ২৮

খেজুর, অম্রাতক (আমড়া), আম, পিয়াল, মহুয়া, ইঙ্গুদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ এবং বেণু ও কীচক জাতীয় বাঁশের ঘনবদ্ধ শ্রেণী সেই পর্বতের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য সম্পাদন করেছে॥ ১৭-১৮ ॥ সেই কৈলাসপর্বতের সরোবরগুলিতে কুমুদ, উৎকল, কহ্লার, শতপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতির পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে এবং তারই শোভা-গন্ধে মুগ্ধ হয়ে মধুর কূজনে মত্ত অজস্র পাখি সেখানে এক মনোহর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে॥ ১৯ ॥ হরিণ, বানর, শূকর, সিংহ, ভল্লুক, সজারু, নীলগাই, শরভ, বাঘ, রুরুমৃগ, মহিষ, কর্ণান্ত্র, একপদ, অশ্বমুখ, নেকড়ে বাঘ, কস্তুরীমৃগ প্রভৃতি সেখানে ইতস্তত বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। তীরে কদলীবন ঘন হয়ে ঘিরে থাকায় শ্যামল সুষমায় মণ্ডিত হয়ে রয়েছে সরোবরগুলি। সেই পর্বতকে বেষ্টন করে বয়ে চলেছে নন্দা নদী যার পবিত্র জল সতীদেবীর স্নানের ফলে হয়ে উঠেছে পবিত্রতর এবং সুগন্ধযুক্ত। ভগবান ভূতনাথ মহাদেবের নিবাসস্থান সেই কৈলাসের এই অপূর্ব রমণীয়তা চাক্ষুষ করে দেবতারা বিস্ময়ে অভিভূত হলেন॥ ২০-২২ ॥

তাঁরা সেখানে অলকানামে এক সুরম্য নগরী এবং সৌগন্ধিক নামে বন দেখতে পেলেন যে বনে সেই নামেরই (সৌগন্ধিক নামক) পদ্ম ফুল ফুটে সুগন্ধে সমগ্র বনকে আমোদিত করে রাখে॥ ২৩ ॥ অলকাপুরীর বহির্দেশে নন্দা এবং অলকানন্দা নামে দুটি নদী বয়ে চলেছে। যাঁর পাদপদ্ম সর্বতীর্থসার সেই শ্রীহরির চরণধূলিস্পর্শে তাদের জল পবিত্র হয়ে গেছে॥ ২৪ ॥ বিদুর ! রতিবিলাসশ্রান্ত দেবাঙ্গনাগণ নিজেদের নিবাসস্থান থেকে অবতরণ করে সেই নদীদুটির জলে অবগাহন করেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে নায়কদের দেহে জল নিক্ষেপ করে থাকেন॥ ২৫ ॥ স্নানের সময়ে সেই সুরাঙ্গনাদের বক্ষোদেশের অনতিপূর্বে রচিত কুঙ্কুম-পত্রলেখা ধৌত হয়ে নদীর জল রঞ্জিত হয়ে যায়। বন্যগজেরা তৃষ্ণার্ত না হলেও (গন্ধে মুগ্ধ হয়ে) সেই কুঙ্কুমমিশ্রিত জল নিজেরা পান করে এবং তাদের সঙ্গিনী হস্তিনীদেরও পান করায়॥ ২৬ ॥ অলকাপুরীতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য মণিরত্নাদি রচিত বহুসংখ্যক রথে চারিদিক পরিব্যাপ্ত এবং সেখানে (রূপরম্য) যক্ষরমণীগণ বাস করেন, এরফলে সেই নগরী বিদ্যুৎ-সংযুক্ত মেঘমালায় মণ্ডিত আকাশের শোভা ধারণ করেছে॥ ২৭ ॥ যক্ষেশ্বর কুবেরের রাজধানী

[১]প্রা.পা.—নলিনীপুলিনে কূজ.। [২]প্রা.পা.—শল্ল.। [৩]প্রা.পা.—কস্তোলূপপদৈস্চান্যৈর্নিবিষ্টং মৃগনাভিভিঃ। [৪]প্রা.পা.—তস্যা তে। [৫]প্রা.পা.—রতিতর্ষিতাঃ। [৬]প্রা.পা.—দুঘৈর্জুষ্টং।

রক্তকণ্ঠখগানীকস্বরমণ্ডিতষট্‌পদম্।
কলহংসকুলপ্রেষ্ঠং খরদণ্ডজলাশয়ম্ ॥ ২৯ ॥

বনকুঞ্জরসংঘৃষ্টহরিচন্দনবায়ুনা[১]।
অধি পুণ্যজনস্ত্রীণাং মুহুরুন্মথয়ন্মনঃ[২] ॥ ৩০ ॥

বৈদূর্যকৃতসোপানা বাপ্য উৎপলমালিনীঃ।
প্রাপ্তা কিম্পুরুষৈর্দৃষ্ট্বা ত আরাদ্দদৃশুর্বটম্ ॥ ৩১ ॥

স[৩] যোজনশতোৎসেধঃ পাদোনবিটপায়তঃ।
পর্যক্কৃতাচলচ্ছায়ো নির্নীড়স্তাপবর্জিতঃ ॥ ৩২ ॥

তস্মিন্মহাযোগময়ে মুমুক্ষুশরণে সুরাঃ।
দদৃশুঃ শিবমাসীনং ত্যক্তামর্ষমিবান্তকম্ ॥ ৩৩ ॥

সনন্দনাদ্যৈর্মহাসিদ্ধৈঃ[৪] শান্তৈঃ সংশান্তবিগ্রহম্।
উপাস্যমানং সখ্যা চ ভর্ত্রা গুহ্যকরক্ষসাম্ ॥ ৩৪ ॥

বিদ্যাতপোযোগপথমাস্থিতং তমধীশ্বরম্।
চরন্তং বিশ্বসুহৃদং বাৎসল্যাল্লোকমঙ্গলম্ ॥ ৩৫ ॥

লিঙ্গং চ তাপসাভীষ্টং ভস্মদণ্ডজটাজিনম্।
অঙ্গেন সন্ধ্যাভ্ররুচা চন্দ্রলেখাং চ বিভ্রতম্ ॥ ৩৬ ॥

উপবিষ্টং দর্ভময্যাং বৃস্যাং ব্রহ্ম সনাতনম্।
নারদায় প্রবোচন্তং পৃচ্ছতে শৃণ্বতাং সতাম্ ॥ ৩৭ ॥

কৃত্বোরৌ দক্ষিণে সব্যং পাদপদ্মং চ জানুনি।
বাহুং প্রকোষ্ঠেঽক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া ॥ ৩৮ ॥

সেই অলকাপুরীকে পশ্চাতে ফেলে দেবতারা সৌগন্ধিক বনে এসে পৌঁছলেন। বিচিত্র ফল, ফুল ও পাতায় সুশোভিত বহু কল্পবৃক্ষ সেই বনটিকে শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছে॥ ২৮ ॥ সেখানে কোকিলের পঞ্চমতান ভ্রমরদের মধুর গুঞ্জনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যেন পরস্পরের উৎকর্ষ বৃদ্ধির কারণ হয়েছে এবং রাজহংসকুলের একান্ত প্রিয় বহু বিকশিত পদ্ম সরোবর সেই বনের সৌন্দর্য বিধান করেছে॥ ২৯ ॥ বন্যগজের শরীর-ঘর্ষণে হরিচন্দনবৃক্ষের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে যে সুবাস নির্গত হয় তার দ্বারা সেখানকার বায়ু সুরভিত হয়ে ওঠে। সেই সুগন্ধ বায়ু যক্ষরমণীগণের মনকে করে তোলে আকুল ও উৎসুক॥ ৩০ ॥ সেখানে সুরম্য জলাশয়ে কিম্পুরুষেরা জলক্রীড়ার নিমিত্ত সমাগত হয়— যে জলাধারগুলির সোপান বৈদূর্যমণিদ্বারা রচিত এবং যেখানে বহুসংখ্যক পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। সেই বনের এই বিচিত্র শোভা দর্শন করতে করতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেবতারা অদূরেই একটি বটবৃক্ষ দেখতে পেলেন॥ ৩১ ॥ সেই বটবৃক্ষ উচ্চতায় একশো যোজন এবং তার শাখাগুলি পঁচাত্তর যোজন বিস্তৃত ছিল। চারদিকে অচল ছায়া বিস্তার করে অবস্থিত সেই বটের নীচে কোনো তাপ স্বাভাবিক-ভাবেই ছিল না এবং সেই বৃক্ষে কোনো পাখির নীড়ও ছিল না॥ ৩২ ॥ মহাযোগময়, মুমুক্ষুজনের আশ্রয়ভূত সেই বটবৃক্ষের নীচে দেবতারা ভগবান শিবকে অধিষ্ঠিত দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং যমরাজ ক্রোধশূন্য মূর্তিতে অবস্থান করছেন॥ ৩৩ ॥ প্রশান্তমূর্তি সেই ভগবান শংকরকে সনন্দন প্রভৃতি শান্ত মহাসিদ্ধগণ এবং তাঁর সখা যক্ষ-রাক্ষসদের অধিপতি কুবের সেবা করছিলেন॥ ৩৪ ॥ জগৎপতি মহাদেব সমগ্র বিশ্বের সুহৃদ, স্নেহবশে তিনি সকলের কল্যাণ করে থাকেন, লোকহিতের জন্যই তিনি উপাসনা, চিত্তের একাগ্রতা এবং সমাধি প্রভৃতি সাধনের আচরণে নিরত থাকেন॥ ৩৫ ॥ তাঁর দেহের কান্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো ; সেই দেহে তিনি তপস্বীগণের একান্ত অভীষ্ট চিহ্নসমূহ ভস্ম, দণ্ড, জটা, মৃগচর্ম এবং মস্তকে চন্দ্রলেখা ধারণ করে ছিলেন॥ ৩৬ ॥ তিনি কুশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং উপস্থিত বহু সাধু শ্রোতাদের সম্মুখে দেবর্ষি নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরে সনাতন ব্রহ্ম সম্পর্কে উপদেশ

[১]প্রা.পা.—সংমৃষ্ট.। [২]প্রা.পা.—মন্মথঃ। [৩]প্রা.পা.—শতযোজনমুৎসেধঃ। [৪]প্রা.পা.—সনকাদ্যৈ।

তং ব্রহ্মনির্বাণসমাধিমাশ্রিতং
ব্যুপাশ্রিতং গিরিশং যোগকক্ষাম্।[1]
সলোকপালা মুনয়ো মনূনা-
মাদ্যং মনুং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ॥ ৩৯ ॥

স তূপলভ্যাগতমাত্মযোনিং
সুরাসুরেশৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ।
উত্থায় চক্রে শিরসাভিবন্দন-[2]
মর্হত্তমঃ কস্য যথৈব বিষ্ণুঃ॥ ৪০ ॥

তথাপরে সিদ্ধগণা মহর্ষিভি-
র্যে বৈ সমন্তাদনু নীললোহিতম্।
নমস্কৃতঃ প্রাহ শশাঙ্কশেখরং
কৃতপ্রণামং প্রহসন্নিবাত্মভূঃ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ

জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ।
শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যত্তদ্ব্রহ্ম নিরন্তরম্॥ ৪২ ॥

ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্যোঃ সরূপয়োঃ।
বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপটো[3] যথা॥ ৪৩ ।

ত্বমেব ধর্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে
দক্ষেণ সূত্রেণ সসর্জিথাধ্বরম্।
ত্বয়ৈব লোকেঽবসিতাশ্চ সেতবো
যান্ ব্রাহ্মণাঃ শ্রদ্দধতে ধৃতব্রতাঃ॥ ৪৪ ॥

ত্বং কর্মণাং মঙ্গল মঙ্গলানাং
কর্তুঃ স্ম লোকং তনুষে স্বঃ পরং বা।
অমঙ্গলানাং চ তমিস্রমুল্বণং
বিপর্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ॥ ৪৫ ॥

দিচ্ছিলেন॥ ৩৭ ॥ তিনি বামচরণ দক্ষিণ উরুর উপরে, বাম হাত বাম জানুতে এবং দক্ষিণ হাতের মণিবন্ধে জপমালা ধারণ করে তর্কমুদ্রা* অবলম্বনে আসীন ছিলেন॥ ৩৮ ॥ তিনি যোগপট্টের (কাষ্ঠনির্মিত যোগাসন সহায়ক উপকরণ) সাহায্যে আসন বদ্ধ অবস্থায় একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মানন্দের অনুভবে মগ্ন ছিলেন। এই সময়ে সেই লোকপাল দেববৃন্দের সঙ্গে সমাগত মুনিগণ মননশীলদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ভগবান গিরীশকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করলেন॥ ৩৯ ॥ যদিও দেবতা ও দৈত্যদের অধিপতিগণ সকলেই তাঁর চরণবন্দনা করতেন তথাপি স্বয়ং ব্রহ্মাকে তাঁর অধিষ্ঠানে সমাগত দেখে ভগবান মহাদেব অবিলম্বে গাত্রোত্থান করলেন এবং বামনাবতারে সর্বলোকপূজ্য ভগবান বিষ্ণু যেমন মহর্ষি কশ্যপকে বন্দনা করেছিলেন তেমনভাবেই নতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন॥ ৪০ ॥ মহাদেবের চারপাশে যে সকল মহর্ষি ও সিদ্ধগণ উপবিষ্ট ছিলেন তাঁরাও সেইভাবেই ব্রহ্মাকে প্রণাম জানালেন। এইভাবে সকলের প্রণাম সমাপন হলে তখনও প্রণাম-মুদ্রায় অবস্থিত ভগবান চন্দ্রশেখরকে ব্রহ্মা সস্মিত বদনে বললেন॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে দেব ! আমি জানি আপনি সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বর, কারণ জগতের যোনিস্বরূপ যে শক্তি (প্রকৃতি) এবং বীজস্বরূপ যে শিব (পুরুষ) আপনি এই উভয়েরই কারণ এবং এতদুভয়ের অতীত নির্বিকার একরস পরব্রহ্মস্বরূপ॥ ৪২ ॥ হে ভগবান ! আপনারই অংশভূত যে শিব ও শক্তি তাদের নিমিত্তমাত্র করে লীলাচ্ছলে আপনি নিজেরই মধ্যে থেকে এই বিশ্বসংসারের উদ্ভব ঘটান, পালন করেন আবার সংহার করেন—যেমন মাকড়সা নিজ দেহ থেকে উর্ণাজাল বিস্তার, তার ধারণ এবং পুনরায় সংহরণ করে থাকে॥ ৪৩ ॥ ধর্ম ও অর্থপ্রসবকারী বেদের রক্ষার নিমিত্ত দক্ষকে (প্রয়োজন সাধক) সূত্ররূপে ব্যবহার করে আপনিই যজ্ঞের সৃষ্টি করেছেন। নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে যে বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্যাদা প্রতিপালন করে থাকেন তা আপনিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন॥ ৪৪ ॥ মঙ্গলময় মহেশ্বর ! আপনি শুভকর্মকারী ব্যক্তিদের স্বর্গলোক অথবা মোক্ষপ্রদান করে থাকেন এবং পাপাচারীদের

*তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করে অন্য অঙ্গুলীগুলি পরস্পর সংলগ্নভাবে প্রসারিত করে রাখলে তর্কমুদ্রা হয়। এর নামান্তর জ্ঞানমুদ্রা।

[1]প্রা.পা.—যোগসমাধিকক্ষাম্। [2]প্রা.পা.—ভিবাদন.। [3]প্রা.পা.—ক্রীড়য়োর্ণ.।

ন বৈ সতাং ত্বচ্চরণার্পিতাত্মনাং
ভূতেষু সর্বেষ্বভিপশ্যতাং তব[১]।
ভূতানি চাত্মন্যপৃথগ্দিদৃক্ষতাং
প্রায়েণ রোষোঽভিভবেদ্যথা পশুম্॥ ৪৬ ॥

পৃথগ্ধিয়ঃ কর্মদৃশো দুরাশয়াঃ
পরোদয়েনার্পিতহৃদ্রুজোঽনিশম্।
পরান্ দুরুক্তৈর্বিতুদন্ত্যরুন্তুদা
স্তান্মা বধীদ্দৈববধান্ [২] ভবদ্বিধঃ॥ ৪৭ ॥

যস্মিন্ যদা পুষ্করনাভমায়য়া
দুরন্তয়া[৩] স্পৃষ্টধিয়ঃ পৃথগ্দৃশঃ।
কুর্বন্তি তত্র হ্যনুকম্পয়া কৃপাং
ন সাধবো দৈববলাৎ কৃতে ক্রমম্॥ ৪৮ ॥

ভবাংস্তু পুংসঃ পরমস্য মায়য়া
দুরন্তয়াস্পৃষ্টমতিঃ সমস্তদৃক্।
তয়া হতাত্মস্বনুকর্মচেতঃ-
স্বনুগ্রহং কর্তুমিহার্হসি প্রভো॥ ৪৯ ॥

কুর্বধ্বরস্যোদ্ধরণং হতস্য ভোঃ
স্ত্বয়াসমাপ্তস্য মনো প্রজাপতেঃ।
ন যত্র ভাগং তব[৪] ভাগিনো দদুঃ
কুযজ্বিনো যেন মখো নিনীয়তে॥ ৫০ ॥

জীবতাদ্ যজমানোঽয়ং প্রপদ্যেতাক্ষিণী ভগঃ।
ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি রোহন্তু পূষ্ণো দন্তাশ্চ পূর্ববৎ॥ ৫১ ॥

ঘোর অন্ধকারময় নরকে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কর্মফল বিপরীত হয়ে যায় কেন ? ॥ ৪৫ ॥ যাঁরা আপনার চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন, সর্বভূতে আপনাকে দর্শন করেন এবং অভেদ দৃষ্টিতে নিজের মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন সেই মহাত্মারা কখনোই ক্রোধের বশীভূত হন না, যেমন পশুরা (পশুতুল্য ব্যক্তিরা, যথা দক্ষ) হয়ে থাকে॥ ৪৬ ॥ যে সকল ব্যক্তি ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন এবং তার ফলে কেবল কর্মকাণ্ডে আসক্ত, যাদের অভিপ্রায় অশুভ, পরের উন্নতি দর্শনে যাদের হৃদয় দিনরাত অশান্তির জ্বালায় জ্বলতে থাকে, অপরের মর্মপীড়া উৎপাদনে সর্বদা উৎসুক যে সকল ব্যক্তি নিজেদের কুৎসিত দুর্বাক্যের দ্বারা অন্যদের কষ্ট দেয়, আপনার মতো মহাপুরুষের পক্ষে তাদের বধ করাও উচিত নয় কারণ দৈব-কর্তৃকই তারা নিহত হয়ে রয়েছে॥ ৪৭ ॥ হে দেবদেব ! ভগবান কমলনাভ বিষ্ণুর প্রবল মায়ায় মোহিত কোনো ব্যক্তির যদি কখনো কোনো স্থানে ভেদ বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহলেও সাধুপুরুষেরা নিজেদের পরদুঃখকাতর স্বভাবের বশেই তার উপরে কৃপা করে থাকেন, দৈববশে যা ঘটে যায় সে বিষয়ে সংশোধন বা প্রতিকারের জন্য নিজে উদ্যোগী হন না (নিজের প্রতি আচরিত অবমাননা দৈবকৃত বিবেচনায় নিজেরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না)॥ ৪৮ ॥ প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ, পরম পুরুষ ভগবানের মায়া আপনার বুদ্ধিকে স্পর্শও করতে পারেনি। সুতরাং যাদের চিত্ত সেই মায়ার বশীভূত হয়ে কর্মমার্গের প্রতি আসক্ত হয়েছে তারা যদি কোনো অপরাধ করে ফেলে তাহলেও তাদের প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করা উচিত॥ ৪৯ ॥ ভগবান ! আপনিই সর্বমূল, সকল যজ্ঞের পূর্ণতা ও সফলতা বিধান আপনিই করেন। যজ্ঞভাগে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার বর্তমান। তা সত্ত্বেও দক্ষের যজ্ঞে নির্বোধ কু-যাজ্ঞিকেরা আপনার অংশ প্রদান করেনি এবং (তার পরিণামে) সেই যজ্ঞ আপনার দ্বারাই বিনষ্ট হয়েছে। এখন আপনি কৃপা করে এই অপূর্ণ যজ্ঞের পুনরুদ্ধার করুন॥ ৫০ ॥ প্রভু, এই যজমান (দক্ষ) পুনর্জীবিত হোক, ভগদেবতা তাঁর চক্ষু পুনরায় লাভ করুন, ভৃগুমুনির শ্মশ্রু পুনরুৎপন্ন হোক এবং

[১]প্রা.পা.—ভব। [২]প্রা.পা.— দৈবহতান্। [৩]প্রা.পা.—দুর্লঙ্ঘ্যায়া। [৪]প্রা.পা.—ভব।

দেবানাং ভগ্নগাত্রাণামৃত্বিজাং চায়ুধাশ্মভিঃ।
ভবতানুগৃহীতানামাশু মন্যোঽস্ত্বনাতুরম্॥ ৫২ ॥

এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ।
যজ্ঞস্তে রুদ্রভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্॥ ৫৩ ॥

পূষার দন্তও পূর্ববৎ হোক॥ ৫১ ॥ হে রুদ্রদেব ! (আপনার অনুচরদের) অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রস্তরখণ্ডের প্রহারে যে সকল দেবতা ও ঋত্বিকদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভগ্ন বা আহত হয়েছে, আপনার অনুগ্রহে তাঁরা অচিরেই আরোগ্য লাভ করুন॥ ৫২ ॥ হে রুদ্র ! যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে সেই সবই এখন থেকে আপনার অংশ হোক। যে যজ্ঞধ্বংসকারী ! আপনার ভাগ প্রদান করেই এই যজ্ঞ আজ সুসম্পন্ন হোক, পূর্ণতা লাভ করুক॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে
রুদ্রসান্ত্বনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
রুদ্রের সান্ত্বনাবিধান নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

দক্ষযজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদন

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যজেনানুনীতেন ভবেন পরিতুষ্যতা।
অভ্যধায়ি মহাবাহো প্রহস্য শ্রূয়তামিতি॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব [১] উবাচ

নাঘং প্রজেশ[২] বালানাং বর্ণয়ে নানুচিন্তয়ে।
দেবমায়াভিভূতানাং দণ্ডস্তত্র[৩] ধৃতো ময়া॥ ২ ॥
প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ।
মিত্রস্য চক্ষুষেক্ষেত ভাগং স্বং বর্হিষো ভগঃ॥ ৩ ॥
পূষা তু যজমানস্য দদ্ভির্জক্ষতু[৪] পিষ্টভুক্।
দেবাঃ প্রকৃতসর্বাঙ্গা যে ম উচ্ছেষণং দদুঃ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় বললেন—হে মহাবাহু বিদুর ! ব্রহ্মা এই প্রকারে প্রার্থনা জানালে ভগবান শংকর পরিতুষ্ট হয়ে সহাস্যে যা বলেছিলেন শ্রবণ করো॥ ১ ॥

ভগবান মহাদেব বললেন—'হে প্রজাপতি ব্রহ্মা ! শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত দক্ষ-সদৃশ অবোধদের অপরাধ সম্পর্কে আমি আলোচনাও করি না বা সে-সম্বন্ধে চিন্তাও করি না। তবে কেবলমাত্র (তাদের কল্যাণের জন্যই) সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সামান্য দণ্ডবিধান করেছি॥ ২ ॥ প্রজাপতি দক্ষের মস্তক দগ্ধ হয়ে গেছে, এখন সেই স্থানে ছাগমুণ্ড সংযুক্ত করা হোক, ভগদেবতা মিত্র-দেবতার চোখের সাহায্যে নিজের যজ্ঞভাগ দর্শন করতে পারবেন॥ ৩ ॥ পূষা পিষ্টদ্রব্যভোজী হবেন, যজমানের দন্তের সাহায্যে তাঁর ভক্ষণ সম্পন্ন হতে পারবে। অপর

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীমহাদেব উবাচ' এই পাঠ নেই। [২]প্রা.পা.—পরেশ। [৩]প্রা.পা.—দণ্ডস্ত্র বিধৃতো। [৪]প্রা.পা.—জক্ষিতি।

বাহুভ্যামশ্বিনোঃ পূষ্ণো হস্তাভ্যাং কৃতবাহবঃ।
ভবন্ত্বধ্বর্যবশ্চান্যে বস্তশ্মশ্রুর্ভৃগুর্ভবেৎ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

তদা সর্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢ়ুষ্টমোদিতম্।
পরিতুষ্টাত্মভিস্তাত সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্॥ ৬ ॥

ততো মীঢ়্বাংসমামন্ত্র্য শুনাসীরাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূয়স্তদ্দেবযজনং সমীঢ়্বদ্বেধসো যযুঃ॥ ৭ ॥

বিধায় কার্ৎস্ন্যেন চ তদ্ যদাহ ভগবান্ ভবঃ।
সংদধুঃ কস্য কায়েন সবনীয়পশোঃ শিরঃ॥ ৮ ॥

সংধীয়মানে শিরসি[1] দক্ষো রুদ্রাভিবীক্ষিতঃ।
সদ্যঃ সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ দদৃশে চাগ্রতো মৃড়ম্॥ ৯ ॥

তদা বৃষধ্বজদ্বেষকলিলাত্মা প্রজাপতিঃ।
শিবাবলোকাদভবচ্ছরদ্হ্রদ ইবামলঃ॥ ১০ ॥

ভবস্তবায় কৃতধীর্নাশক্নোদনুরাগতঃ।
ঔৎকণ্ঠ্যাদ্ বাষ্পকলয়া সম্পরেতাং সুতাং[2] স্মরন্॥ ১১

কৃচ্ছ্রাৎ সংস্তভ্য চ মনঃ প্রেমবিহ্বলিতঃ সুধীঃ।
শশংস নির্ব্যলীকেন ভাবেনেশং প্রজাপতিঃ॥ ১২ ॥

দক্ষ উবাচ

ভূয়াননুগ্রহ অহো ভবতা কৃতো মে
দণ্ডস্ত্বয়া ময়ি ভৃতো যদপি প্রলব্ধঃ।
ন ব্রহ্মবন্ধুষু চ বাং ভগবন্নবজ্ঞা
তুভ্যং হরেশ্চ কুত এব ধৃতব্রতেষু॥ ১৩ ॥

সব দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাক, কারণ তাঁরা যজ্ঞের অবশিষ্ট দ্রব্য আমার অংশরূপে নির্দিষ্ট করেছেন॥ ৪ ॥ অধ্বর্যু প্রমুখ অন্যান্য ঋত্বিকগণের মধ্যে যাঁদের বাহু (কনুই-এর উপরের দিক) ভগ্ন হয়ে গেছে তাঁরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা বাহুযুক্ত এবং যাঁদের হস্ত (কনুই-এর নীচের দিক) নষ্ট হয়েছে তাঁরা পূষার হস্তদ্বারা হস্তবান (অর্থাৎ কর্মসম্পাদনে সক্ষম) হবেন। ভৃগুমুনির মুখে ছাগশ্মশ্রুতুল্য শ্মশ্রু উৎপন্ন হবে'॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বৎস বিদুর ! ভগবান শংকরের বাক্য শুনে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে 'সাধু' 'সাধু' বলতে লাগলেন॥ ৬ ॥ তারপর সকল দেবতা ও ঋষিগণ দক্ষের যজ্ঞভূমিতে গমনের জন্য মহাদেবের নিকট প্রার্থনা জানালেন এবং তাঁকে ও ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গমন করলেন॥ ৭ ॥ ভগবান শংকর যা যা বলেছিলেন সেখানে সেইভাবেই সমস্ত ব্যাপার সুনিষ্পন্ন করে তাঁরা দক্ষের দেহে যজ্ঞীয় পশুর মুণ্ডটি সংযোজিত করে দিলেন॥ ৮ ॥ মস্তক সংযুক্ত করা হলে সেই দেহের প্রতি রুদ্রদেব দৃষ্টিপাত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষ সদ্যসুপ্তোত্থিতের মতো পুনর্জীবিত হয়ে উঠে সামনেই কল্যাণমূর্তি ভগবান শিবকে দর্শন করলেন॥ ৯ ॥ ভগবান বৃষধ্বজের প্রতি বিদ্বেষের কালিমায় মলিন দক্ষের হৃদয় এখন শিব-দর্শন-মাত্র (বর্ষাকালীন আবিলতা থেকে মুক্ত) শরৎকালীন হ্রদের মতো নির্মল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল॥ ১০ ॥ তাঁর ইচ্ছা হল শিবের স্তুতি করবেন, কিন্তু মৃতা (নিরপরাধা) কন্যা সতীর কথা মনে পড়ায় স্নেহে ও (অপ্রতিবিধেয় দুঃখের) উৎকণ্ঠায় তাঁর চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠল, মুখ দিয়ে বাক্য নিঃসরণ হল না॥ ১১ ॥ শেষে অনেক কষ্টে হৃদয়ের আবেগ সংযত করে ধীশক্তিসম্পন্ন প্রজাপতি দক্ষ একান্ত প্রেম বিহ্বলতার সঙ্গে অকপটভাবে ভগবান শিবের স্তুতি আরম্ভ করলেন॥ ১২ ॥

দক্ষ বললেন—ভগবান ! আমি আপনার নিন্দাবাদ করে আপনার কাছে অপরাধ করেছিলাম, আপনি কিন্তু তার পরিবর্তে (আমাকে উপেক্ষা না করে) আমার দণ্ডবিধানের দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিয়ে পরম অনুগ্রহই প্রকাশ করলেন। আপনি এবং শ্রীহরি আচারহীন, নামে-মাত্র ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবন্ধুদেরও উপেক্ষা করেন না, সুতরাং আমার মতো

[1]প্রা.পা.—শীর্ষ্ণীহ। [2]প্রা.পা.—সতীং।

বিদ্যাতপোব্রতধরান্ মুখতঃ স্ম বিপ্রান্
ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবিতুং প্রথমং ত্বমস্রাক্।
তদ্ব্রাহ্মণান্ পরম সর্ববিপৎসু পাসি
পালঃ পশূনিব বিভো প্রগৃহীতদণ্ডঃ॥ ১৪ ॥

যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং
ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈরগণয্য তন্মাম্।
অর্বাক্ পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাদ্
দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ॥ ১৫ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

ক্ষমাপ্যৈবং স মীঢ্বাংসং ব্রহ্মণা চানুমন্ত্রিতঃ।
কর্ম সন্তানয়ামাস সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ॥ ১৬ ॥

বৈষ্ণবং যজ্ঞসন্তত্যৈ ত্রিকপালং দ্বিজোত্তমাঃ।
পুরোডাশং নিরবপন্ বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে॥ ১৭ ॥

অধ্বর্যুণাত্তহবিষা যজমানো বিশাম্পতে।
ধিয়া বিশুদ্ধয়া দধ্যৌ তথা প্রাদুরভূদ্ধরিঃ॥ ১৮ ॥

তদা স্বপ্রভয়া[১] তেষাং দ্যোতয়ন্ত্যা দিশো দশ।
মুষ্ণংস্তেজ উপানীতস্তার্ক্ষ্যেণ স্তোত্রবাজিনা॥ ১৯ ॥

শ্যামো হিরণ্যরশনোঽর্ককিরীটজুষ্টো
নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্যঃ।
কম্বব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম-[২]
ব্যগ্রৈর্হিরণ্ময়ভুজৈরিব কর্ণিকারঃ॥ ২০ ॥

যারা যাগযজ্ঞাদি-কর্মে নিষ্ঠাভরে রত থাকে তাদের প্রতি বিমুখ হবেন না—এটাই স্বাভাবিক॥ ১৩ ॥ প্রভু! আপনিই আত্মতত্ত্বের রক্ষার জন্য ব্রহ্মারূপ ধারণ করে বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতাদির অনুশীলনকারী ব্রাহ্মণদের সর্বপ্রথমে নিজের মুখ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। হে পরমেশ্বর! পশুপালক যেমন দণ্ড ধারণ করে পশুদের রক্ষা করে তেমনই আপনি সেই ব্রাহ্মণদের সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন॥ ১৪ ॥ আপনার তত্ত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণই অজ্ঞ ছিলাম, সেই কারণেই আমি সেই যজ্ঞসভায় নিজের দুর্বাক্য-বাণে আপনাকে বিদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু আপনি আমার সেই অপরাধ গ্রহণ করেননি, উপরন্তু আপনার মতো পূজ্যতম মহানুভবের নিন্দাজনিত পাপে অতি নীচ ঘোর নরকে পতনোন্মুখ আমাকে আপনার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিপাতে রক্ষা করেছেন। এখনও আমার মধ্যে এমন কোনো গুণ নেই যার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করতে পারি, আপনি নিজগুণেই আমার প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ১৫ ॥

মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে ভগবান আশুতোষ শংকরের কাছ থেকে স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা অনুমোদন করিয়ে নিয়ে তারপর প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার নির্দেশে উপাধ্যায় এবং ঋত্বিকগণের সহায়তায় যজ্ঞ আরম্ভ করলেন॥ ১৬ ॥ যজ্ঞের যথাবিধি বিস্তার এবং নির্বিঘ্ন সমাপ্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ রুদ্রানুচর ভূত-পিশাচাদির সংসর্গহেতু তার শান্তির জন্য বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশ্যে ত্রিকপাল পুরোডাশ উৎসর্গ করলেন॥ ১৭ ॥ হে বিদুর! সেই হবিঃ হাতে নিয়ে আহুতি দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান অধ্বর্যুর সঙ্গে যজমান দক্ষও যখনই বিশুদ্ধ চিত্তে শ্রীহরির ধ্যান করলেন, তৎক্ষণাৎ ভগবান সেখানে আবির্ভূত হলেন॥ ১৮ ॥ বৃহৎ এবং রথন্তর সামযুক্ত স্তোত্র যার দুটি পক্ষস্বরূপ সেই গরুড়ের দ্বারা বাহিত হয়ে, নিজের অঙ্গপ্রভায় দশ দিক আলোকিত এবং উপস্থিত অন্যান্য দেবতাদের তেজ হরণ করে ভগবান শ্রীহরি সেখানে উপস্থিত হলেন॥ ১৯ ॥ তাঁর বর্ণ শ্যাম, কটিদেশে স্বর্ণরশনা এবং পীতাম্বর, মস্তকে সূর্যের মতো উজ্জ্বল মুকুট, মুখমণ্ডল ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজি এবং স্বর্ণকুণ্ডলের দীপ্তিতে মনোহর। ভক্তগণের রক্ষার জন্য সর্বদা ব্যগ্র সুবর্ণালংকারে মণ্ডিত তাঁর আটটি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, বাণ, ধনু, গদা, খড়্গ এবং চর্ম ধারণ করে প্রফুল্ল

[১]প্রা.পা.—তৎপ্রভয়া। [২]প্রা.পা.—শঙ্খাব্জ.।

বক্ষস্যধিশ্রিতবধূর্বনমাল্যুদার-
হাসাবলোককলয়া রময়ংশ্চ বিশ্বম্।
পার্শ্বভ্রমদ্‌ব্যজনচামররাজহংসঃ
শ্বেতাতপত্রশশিনোপরি রজ্যমানঃ॥ ২১ ॥

তমুপাগতমালক্ষ্য সর্বে সুরগণাদয়ঃ।
প্রণেমুঃ সহসোত্থায় ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ॥ ২২ ॥

তত্তেজসা হতরুচঃ সন্নজিহ্বাঃ সসাধ্বসাঃ।
মূর্ধ্না ধৃতাঞ্জলিপুটা উপতস্থুরধোক্ষজম্॥ ২৩ ॥

অপ্যর্বাগ্‌বৃত্তয়ো যস্য মহি ত্বাত্মভুবাদয়ঃ।
যথামতি গৃণন্তি স্ম কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্॥ ২৪ ॥

দক্ষো গৃহীতার্হণসাদনোত্তমং
যজ্ঞেশ্বরং বিশ্বসৃজাং পরং গুরুম্।
সুনন্দনন্দাদ্যনুগৈর্বৃতং মুদা
গৃণন্ প্রপেদে প্রযতঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২৫ ॥

দক্ষ উবাচ

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং
চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যা-
মাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ॥ ২৬ ॥

ঋত্বিজ ঊচুঃ

তত্ত্বং ন তে বয়মনঞ্জন রুদ্রশাপাৎ
কর্মণ্যবগ্রহধিয়ো[১] ভগবন্ বিদামঃ।
ধর্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং
জ্ঞাতং যদর্থমধিদৈবমদোব্যবস্থাঃ॥ ২৭ ॥

কর্ণিকার বৃক্ষের মতো তিনি শোভা পাচ্ছিলেন॥ ২০ ॥ তাঁর বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করছিলেন, গলায় বনমালা পরিহিত, তাঁর করুণা ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ স্মিতহাস্য এবং দৃষ্টিপাতে সমগ্র বিশ্ব আনন্দিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর দুই পাশে সচল (পার্ষদরূপী) চামর ও ব্যজন দুটি শুভ্র রাজহংসের মতো শোভা পাচ্ছিল, মাথার উপরে চন্দ্রের মতো শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করছিল॥ ২১ ॥ ভগবান শ্রীহরি সমুপস্থিত হয়েছেন দেখে ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র প্রমুখ দেববৃন্দ এবং ঋষি ও গন্ধর্বাদিসহ সকলেই সত্বর দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন॥ ২২ ॥ তাঁর তেজোদীপ্তিতে তাঁদের দেহকান্তি ম্লান হয়ে গেল, জিহ্বা অবসন্ন হয়ে এল এবং (নিজেদের দৈন্যবোধের কারণে) সলজ্জ সংকোচ এবং (শ্রীহরির প্রতি) সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁরা যুক্তকর মস্তকে ধারণ করে শ্রীহরির সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় স্তব করতে লাগলেন॥ ২৩ ॥ যদিও ব্রহ্মাদি দেবগণের ধীশক্তি শ্রীভগবানের মহিমা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে সক্ষম নয়, তথাপি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত দিব্যমূর্তি ধারণ করে আবির্ভূত সেই শ্রীহরিকে তাঁরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারেই স্তুতি করেছিলেন॥ ২৪ ॥ সর্বপ্রথমে দক্ষ একটি অত্যুত্তম পাত্রে পূজাসামগ্রী গ্রহণ করে নন্দ-সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণের দ্বারা পরিবৃত, প্রজাপতিগণের পরম গুরু ভগবান যজ্ঞেশ্বরের নিকটে গেলেন এবং আনন্দিতচিত্তে বিনীতভাবে যুক্ত করে প্রার্থনা ও স্তুতিবচন উচ্চারণ করতে করতে তাঁর শরণাপন্ন হলেন॥ ২৫ ॥

দক্ষ বললেন—ভগবান! নিজ স্বরূপে আপনি বুদ্ধির (জাগ্রতাদি) বিভিন্ন অবস্থার অতীত, শুদ্ধ, চিন্মাত্রস্বরূপ এবং ভেদশূন্য, সুতরাং নির্ভয়। আপনি মায়াকে নির্জিত করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই বিরাজমান। অথচ মায়ার দ্বারাই জীবভাব গ্রহণ করে সেই মায়াতেই যখন অবস্থান করেন তখন (রাগদ্বেষাদিমোহিত) অজ্ঞানাচ্ছন্ন লৌকিক জীববৎ প্রতীত হন॥ ২৬ ॥

ঋত্বিকগণ বললেন—হে উপাধিরহিত নিরঞ্জনস্বরূপ প্রভু! ভগবান রুদ্রের প্রধান অনুচর নন্দীশ্বরের অভিশাপে আমাদের বুদ্ধি একান্তভাবে কর্মকাণ্ডেই আবদ্ধ হয়ে গেছে, সুতরাং আপনার তত্ত্ব আমরা জানি না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করার পক্ষে উপযোগী যে

[১]প্রা.পা.—প্যবিগ্রহদয়া।

সদস্যা ঊচুঃ

উৎপত্ত্যধ্বন্যশরণ উরুক্লেশদুর্গেঽন্তকোগ্র-
ব্যালান্বিষ্টে[1] বিষয়মৃগতৃষ্যাত্মগেহোরুভারঃ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খলমৃগভয়ে শোকদাবেঽজ্ঞসার্থঃ
পাদৌকস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ॥ ২৮

রুদ্র উবাচ

তব বরদ বরাঙ্‌ঘ্রাবাশিষেহাখিলার্থে[2]
হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোঽপবিদ্ধং
জপতি ন গণয়ে তত্ত্বৎপরানুগ্রহেণ॥ ২৯ ॥

ভৃগুরুবাচ

যন্মায়য়া গহনয়াপহৃতাত্মবোধা
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতস্তমসি স্বপন্তঃ।
নাত্মন্[3] শ্রিতং তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং
সোঽয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাত্মবন্ধুঃ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মোবাচ

নৈতৎস্বরূপং ভবতোঽসৌ পদার্থ-
ভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো
মায়াময়াদ্ ব্যতিরিক্তো যতস্ত্বম্॥ ৩১ ॥

ইন্দ্র উবাচ

ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং
বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্।
সুরবিদ্বিট্‌ক্ষপণৈরুদায়ুধৈ-
র্ভুজদণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ॥ ৩২ ॥

যজ্ঞকর্মাদির অনুষ্ঠান বেদত্রয়ের দ্বারা বিহিত হয়েছে এবং যার জন্য 'এই কর্মের এই দেবতা'—এইরকম দেবতা-বিষয়ক বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই যজ্ঞ যে আপনারই মূর্তি আমরা কেবল তাই বুঝি॥ ২৭ ॥

সদস্যগণ বললেন—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা হে প্রভু! এই সংসারপথ অসংখ্যক্লেশে অত্যন্ত দুর্গম; এখানে কাল (মৃত্যু) রূপী মহাভয়ংকর সর্প সর্বদাই প্রতীক্ষারত, (সুখ-দুঃখাদি) দ্বন্দ্বরূপ বহু গর্ত এখানে বিদ্যমান, দুর্জনরূপী হিংস্র জন্তুর ভয়ও এখানে যথেষ্টই আছে এবং শোকরূপ দাবানল এখানে নিত্যপ্রজ্বলিত। বিশ্রাম-স্থানরহিত এই পথে অজ্ঞ কামনাপীড়িত জীবগণ বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা (মরীচিকা) বারির আশায় দেহ-গৃহাদির গুরুভার বহন করে ধাবিত হয়ে চলেছে, হায়! তারা কবেই বা আপনার শ্রীপদপঙ্কজের শরণাপন্ন হবে॥ ২৮ ॥

রুদ্রদেব বললেন—হে বরদ! আপনার বরণীয় চরণদুটি সকাম পুরুষদের এই জগতের ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে থাকে, আবার অপরপক্ষে যাঁরা কোনো আসক্তির দ্বারাই বদ্ধ নন সেই নিষ্কাম মুনিজনেরাও পরম আদরে সেই চরণের বন্দনা করে থাকেন। সেখানেই আমার চিত্তও নিবিষ্ট থাকার ফলে যদি মূর্খ লোকে আমাকে আচারভ্রষ্ট বলে তো বলুক, আপনার পরম অনুগ্রহে আমি তাদের সেই রটনা গণ্যও করি না॥ ২৯ ॥

ভৃগুমুনি বললেন—আপনার গহন মায়ায় আত্মজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় অজ্ঞাননিদ্রাচ্ছন্ন ব্রহ্মাদি দেহধারীগণ আত্মজ্ঞানের উদ্বোধক আপনার তত্ত্ব আজ পর্যন্ত অবগত হতে পারেননি। কিন্তু তা হলেও আপনি স্বয়ং তো শরণাগত ভক্তের আত্মস্বরূপ এবং পরম সুহৃদ, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা বললেন—পৃথক পৃথকরূপে পদার্থসমূহের বোধের কারক ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা লোকে যা কিছু দেখে (অনুভব করে), তা আপনার স্বরূপ নয়, কারণ জ্ঞান, শব্দাদি-বিষয় এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়—আপনি এই সকলেরই অধিষ্ঠান, এগুলি সবই আপনাতে অধ্যস্ত। সুতরাং আপনি সর্বতোভাবে এই মায়াময় প্রপঞ্চের অতিরিক্ত, এর থেকে ভিন্ন॥ ৩১ ॥

ইন্দ্র বললেন—হে অচ্যুত! দেববিদ্বেষীগণের বিনাশকারী উদ্যতাস্ত্র অষ্টবাহুসমন্বিত আপনার এই

[1]প্রা.পা.—লাকৃষ্টে। [2]প্রা.পা.—শিষা চাখিলা.। [3]প্রা.পা.—নাত্মাশ্রিতং।

পত্ন্য উচুঃ

যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় কেন সৃষ্টো
বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাদ্য দক্ষকোপাৎ।
তং নস্ত্বং শবশয়নাভশান্তমেধং
যজ্ঞাত্মন্নলিনরুচা দৃশা পুনীহি॥ ৩৩ ॥

ঋষয় উচুঃ

অনন্বিতং তে ভগবন্ বিচেষ্টিতং
যদাত্মনা চরসি হি কর্ম নাজ্যসে।
বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং
ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ততীং ভবান্॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধা উচুঃ

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং[১]
মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং[২]
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ॥ ৩৫ ॥

যজমান্যুবাচ

স্বাগতং তে প্রসীদেশ তুভ্যং নমঃ
শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তয়া ত্রাহি নঃ।
ত্বামৃতেঽধীশ নাঙ্গৈর্মখঃ শোভতে
শীর্ষহীনঃ কবন্ধো যথা পূরুষঃ॥ ৩৬ ॥

লোকপালা উচুঃ

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্ভিরসদ্গ্রহৈস্ত্বং
প্রত্যগ্দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন দৃশ্যম্।
মায়া হ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্
যস্ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বভাবন (ভুবনমঙ্গল, বিশ্বজগতের প্রকাশক) শ্রীবিগ্রহ আমার মনের ও নয়নের অসীম আনন্দের উৎস (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলেই তা কি মিথ্যা হতে পারে ?)॥ ৩২ ॥

ঋত্বিক পত্নীগণ বললেন—ভগবান ! আপনার পূজার জন্যই ভগবান ব্রহ্মা এই যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, কিন্তু দক্ষের প্রতি কোপবশত দেবপশুপতি এখন তা ধ্বংস করে দিয়েছেন। হে যজ্ঞমূর্তি ভগবান, শ্মশানভূমির মতো উৎসবহীন নিরানন্দ আমাদের সেই যজ্ঞকে আপনার নীলোৎপল স্নিগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাতে পবিত্র করুন॥ ৩৩ ॥

ঋষিগণ বললেন—ভগবন্ ! আপনার লীলা অতি বিচিত্র (পূর্বাপর অন্বয় বা লৌকিক-বুদ্ধিগম্য সঙ্গতি তাতে দুর্লক্ষ) কারণ আপনি স্বয়ং কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না। সম্পদের কামনায় অন্যেরা যে লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করে, তিনি স্বয়ং আপনার অনুবর্তিনী (সেবায় নিরতা) হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাঁর বিশেষ কোনো সমাদর করেন না, তাঁর সম্পর্কে নিঃস্পৃহ থাকেন॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধগণ বললেন—ভগবান ! আমাদের এই মনরূপী হস্তী বিবিধ ক্লেশরূপ দাবানলে দগ্ধ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে আপনার কথারূপ বিশুদ্ধ-অমৃতময়ী নদীতে মগ্ন হয়ে যেন ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে বিভোর হয়ে গিয়ে এই সংসার-দাবানলের জ্বালা আর স্মরণও করে না, আর সেই নদী থেকে নির্গতও হতে চায় না॥ ৩৫ ॥

যজমনা-পত্নী (দক্ষপত্নী প্রসূতি) বললেন—হে সর্বসমর্থ পরমেশ্বর ! আপনাকে স্বাগত ! আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রসন্ন হোন। হে লক্ষ্মীকান্ত ! আপনার প্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। যজ্ঞেশ্বর ! (অন্য সব অঙ্গ যথাযথ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) মস্তক-হীন কবন্ধ দেহ যেমন (দ্রষ্টার পক্ষে) প্রীতিজনক হয় না তেমনই অন্য সব অঙ্গে সম্পূর্ণ হলেও আপনি ব্যতীত যজ্ঞের শোভা হয় না॥ ৩৬ ॥

লোকপালগণ বললেন—হে বিরাটস্বরূপ পরমাত্মা ! আপনি নিখিল জীবের অন্তর্যামী সাক্ষীস্বরূপ, এই সমগ্র বিশ্বসংসার আপনি দর্শন করে থাকেন। আমাদের এই ইন্দ্রিয়সমূহ কেবলমাত্র মায়িক পদার্থের অনুভবের পক্ষে উপযোগী, এদের দ্বারা কি আপনাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ? প্রকৃতপক্ষে আপনি ষষ্ঠ অর্থাৎ পঞ্চভূতের অতিরিক্ত, তবুও

[১]প্রা.পা.—তে কথা.। [২]প্রা.পা.—দাহং।

যোগেশ্বরা ঊচুঃ

প্রেয়ান্ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো
বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
অথাপি ভক্ত্যেশতয়োপধাবতা-
মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল॥ ৩৮ ॥

জগদুদ্ভবস্থিতিলয়েষু দৈবতো
বহুভিদ্যমানগুণয়াত্মমায়য়া।
রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া
বিনিবর্তিতভ্রমগুণাত্মনে[১] নমঃ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ

নমস্তে শ্রিতসত্ত্বায় ধর্মাদীনাং চ সূতয়ে।
নির্গুণায় চ যৎকাষ্ঠাং নাহং বেদাপরেঽপি চ॥ ৪০ ॥

অগ্নিরুবাচ

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা
হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্।
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধং চ পঞ্চভিঃ
স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্॥ ৪১ ॥

দেবা ঊচুঃ

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং
ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে।
পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ
স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ॥ ৪২

যে পাঞ্চভৌতিক শরীরের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধের বোধ হয় (পঞ্চভূতে গঠিত দেহবিশিষ্ট জীবরূপে আপনি যে ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে প্রকাশিত হন), তা কেবল আপনার মায়া॥ ৩৭ ॥

যোগেশ্বরগণ বললেন—হে প্রভু ! যে ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের আত্মারূপী আপনার এবং নিজের মধ্যে কোনো ভেদদর্শন করে না, তার থেকে বেশি প্রিয় আপনার আর কেউ নেই। তথাপি হে ভক্তবৎসল ! যে ব্যক্তি আপনাকে প্রভুজ্ঞানে অনন্য ভক্তিভাবে সেবা করে তার প্রতিও যেন আপনার কৃপা থাকে॥ ৩৮ ॥ জীবকুলের অদৃষ্টবশত (অর্থাৎ বহু বিচিত্র কর্ম এবং তদনুযায়ী ফলভোগের নিমিত্ত) আপনার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির সত্ত্বাদিগুণের মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, সেই মায়াদ্বারাই আপনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কে উপলক্ষ্য করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি আকারে নিজের সম্পর্কে জীবের মধ্যে ভেদবুদ্ধির জন্ম দেন, কিন্তু নিজের স্বরূপ স্থিতি দ্বারা আপনি আপনার সম্পর্কে সেই ভেদজ্ঞান এবং তার কারণ গুণসমূহকে সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করে দেন। এইরূপ বিচিত্র মহিমাশালী আপনাকে নমস্কার॥ ৩৯ ॥

শব্দব্রহ্মরূপী বেদ বললেন—আপনি ধর্মাদি উৎপাদনের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব স্বীকার করে থাকেন (অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-সম্পন্নরূপে ধর্মাদির জনক হন) অথচ সেই সঙ্গেই আপনি নির্গুণ স্বরূপ। এইরূপ আপনার তত্ত্ব আমিও জানি না, ব্রহ্মাদি অপর কেউও জানেন না, আপনাকে নমস্কার॥ ৪০ ॥

অগ্নিদেব বললেন—ভগবান ! আপনারই তেজে প্রজ্বলিত হয়ে আমি সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞসমূহে আহুত ঘৃত লিপ্ত হবিদ্রব্য দেবতাদের নিকটে বহন করে নিয়ে যাই। আপনিই স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ এবং যজ্ঞের রক্ষাকর্তা। অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযাগ এবং সোমযাগ—এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ আপনারই স্বরূপ এবং 'আশ্রাবয়', 'অস্তু শ্রৌষট্', 'যজে', 'যে যজামহে' এবং 'বষট্'—এই পাঁচপ্রকারের যজুর্মন্ত্রের দ্বারাও আপনিই পূজিত হন। আমি আপনাকে প্রণাম করি॥ ৪১ ॥

দেবতাগণ বললেন—হে দেব ! আপনিই আদি পুরুষ। পূর্বকল্পের অবসানে নিজের কার্যরূপ এই জগৎ-প্রপঞ্চকে নিজের মধ্যে সংহৃত করে প্রলয়কালীন কারণসলিলে

[১]প্রা.পা.—হৃতিব.।

গন্ধর্বা ঊচুঃ

অংশাংশাস্তে দেব মরীচ্যাদয় এতে
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্রপুরোগাঃ।
ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমন্
তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম॥ ৪৩ ॥

বিদ্যাধরা ঊচুঃ

ত্বন্মায়য়ার্থমভিপদ্য কলেবরেঽস্মিন্
কৃত্বা মমাহমিতি দুর্মতিরুৎপথৈঃ স্বৈঃ।
ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্‌বিষয়লালস আত্মমোহং
যুষ্মৎকথামৃতনিষেবক উদ্ ব্যুদস্যেৎ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং
ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ।
ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা
অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ॥ ৪৫ ॥

ত্বং পুরা গাং রসায়া মহাসূকরো
দংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং বারণেন্দ্রো যথা।
স্তূয়মানো নদল্লীলয়া যোগিভি-
র্ব্যুজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ॥ ৪৬ ॥

স প্রসীদ ত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং
দর্শনং তে পরিভ্রষ্টসৎকর্মণাম্।
কীর্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে
যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ॥ ৪৭ ॥

শেষনাগরূপী বিশাল শয্যায় শয়ন করে থাকেন। জনলোক প্রভৃতির অধিবাসী সিদ্ধগণ নিজেদের হৃদয়মধ্যে আপনার অধ্যাত্ম-স্বরূপের চিন্তন করে থাকেন। আহা! সেই আপনিই আজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে নিজ ভক্তবৃন্দকে রক্ষা করছেন॥ ৪২ ॥

গন্ধর্বগণ বললেন—দেব! মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং এই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র প্রমুখ দেবতাবৃন্দ আপনার অংশেরও অংশস্বরূপ। হে মহত্তম! এই সমগ্র বিশ্ব আপনার একটি ক্রীড়োপকরণমাত্র। এইরূপ আপনাকে, হে নাথ, আমরা নিত্য প্রণাম করি॥ ৪৩ ॥

বিদ্যাধরগণ বললেন—প্রভু! পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ এই মানবদেহ লাভ করেও জীব আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে এর প্রতি 'আমি-আমার' ইত্যাদিরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। সেই দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরা এমন কি নিজেদের উন্মার্গগামী আত্মীয়স্বজনের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও সেই তুচ্ছ বিষয় সম্পদের প্রতিই লালসাসক্ত থাকে। কিন্তু যারা তার মধ্যেও আপনার প্রসঙ্গ, আপনার লীলাকথারূপ অমৃত সেবন করে, তারা অন্তঃকরণগত সেই ভ্রান্তি বা মোহকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করতে, ত্যাগ করতে সমর্থ হয়॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণগণ বললেন—ভগবান! আপনিই যজ্ঞ, আপনিই হবিঃ, আপনিই অগ্নি, আপনিই স্বয়ং মন্ত্র, আপনিই সমিধ, কুশ এবং যজ্ঞপাত্র, আপনিই সদস্য, ঋত্বিক, যজমান এবং তাঁর সহধর্মিণী, দেবতা, অগ্নিহোত্র, স্বধা, সোমরস, ঘৃত এবং যজ্ঞীয় পশু॥ ৪৫ ॥ হে বেদমূর্তি! যজ্ঞ এবং যজ্ঞের সংকল্প, আপনি এই উভয়-স্বরূপ। গজরাজ যেমন অনায়াসে জলের থেকে কমলিনীকে উদ্ধৃত করে, সেইরকমই আপনি পুরাকালে মহাবরাহের রূপ ধারণ করে রসাতলে নিমগ্ন পৃথিবীকে লীলাভরে নিজ দন্তের সাহায্যে উদ্ধার করেছিলেন। সেই সময়ে আপনি ধীরে ধীরে গর্জন করছিলেন এবং যোগিগণ আপনার এই অলৌকিক লীলা দর্শন করে আপনার স্তুতি করছিলেন॥ ৪৬ ॥ হে যজ্ঞেশ্বর! লোকে আপনার নামকীর্তন করা মাত্রই যজ্ঞের সমস্ত বিঘ্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমাদের এই যজ্ঞরূপ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান বিঘ্নিত এবং নষ্ট হয়ে গেছিল—আমরা তাই একান্তভাবেই আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। এখন আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করছি॥ ৪৭ ॥

মৈত্রেয় [১]উবাচ

ইতি দক্ষঃ কবির্যজ্ঞং ভদ্র রুদ্রাবমর্শিতম্।
কীর্ত্যমানে হৃষীকেশে সংনিন্যে[২] যজ্ঞভাবনে॥ ৪৮

ভগবান্ স্বেন ভাগেন সর্বাত্মা সর্বভাগভুক্।
দক্ষং বভাষ আভাষ্য প্রীয়মাণ ইবানঘ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ [৩]

অহং ব্রহ্মা চ শর্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ॥ ৫০ ॥

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥ ৫১

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌ[৪] চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥ ৫২

যথা পুমান্ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু[৫] ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥ ৫৩ ॥

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৫৪ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টঃ প্রজাপতিপতির্হরিম্।
অর্চিত্বা ক্রতুনা স্বেন দেবানুভয়তোঽযজৎ[৬]॥ ৫৫

রুদ্রং চ স্বেন ভাগেন হ্যুপাধাবৎ সমাহিতঃ।
কর্মণোদবসানেন[৭] সোমপানিতরানপি।
উদবস্য সহর্ত্বিগ্‌ভিঃ সস্নাববভৃথং ততঃ॥ ৫৬ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! এই প্রকার সকলে যখন যজ্ঞরক্ষক ভগবান হৃষীকেশের স্তুতি করছিলেন তখন পরম বুদ্ধিমান দক্ষ, রুদ্রানুচর বীরভদ্র যে যজ্ঞ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তা পুনর্বার আরম্ভ করলেন॥ ৪৮ ॥ নিষ্পাপ বিদুর ! সর্বান্তর্যামীরূপে ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সর্বযজ্ঞভাগেরই ভোক্তা, তবুও ত্রিকপাল পুরোডাশরূপ তাঁর জন্য প্রকল্পিত বিশিষ্ট হবিঃ লাভ করে যেন বিশেষরূপে প্রীত হয়ে দক্ষকে সম্বোধন করে বললেন॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবান বললেন—যে আমি জগতের পরম কারণ-স্বরূপ, সকলের আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষীস্বরূপ তথা স্বপ্রকাশ এবং উপাধিশূন্য সেই আমিই ব্রহ্মা এবং মহাদেব॥ ৫০ ॥ হে বিপ্র ! নিজের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে আশ্রয় করে আমিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করে থাকি এবং সেই সেই কর্মের অনুরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর—এই তিন নাম ধারণ করেছি॥ ৫১ ॥ এইরূপ যে ভেদরহিত বিশুদ্ধ পরব্রহ্মস্বরূপ আমি, অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তার মধ্যে ভেদ আরোপ করে ব্রহ্মা, রুদ্র এবং অন্যান্য প্রাণী হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন করে থাকে॥ ৫২ ॥ যেমন কোনো মানুষই নিজের মস্তক, হস্ত প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে 'এটি আমার থেকে ভিন্ন'—এইরূপ ভেদবুদ্ধি করে না, সেইরকমই আমার ভক্ত কোনো প্রাণীকেই আমার থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করে না॥ ৫৩ ॥ হে প্রজাপতি দক্ষ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—আমরা এই তিনজন স্বরূপত এক এবং আমরাই সকল প্রাণীস্বরূপ। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাদের এই তিন-জনের মধ্যে কোনো ভেদদর্শন করে না সেই শান্তি লাভ করে॥ ৫৪ ॥

মৈত্রেয় বললেন—ভগবান কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হয়ে প্রজাপতি মুখ্য দক্ষ বিশেষরূপে তাঁর (ভগবান বিষ্ণুর) জন্যই সৃষ্ট সেই 'ত্রিকপাল' যাগের দ্বারা তাঁর অর্চনা করে তারপর বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভূত এবং প্রধান—এই উভয়বিধ যাগের দ্বারা অন্যান্য সকল দেবতার পূজা করলেন॥ ৫৫ ॥ অনন্তর একাগ্রচিত্তে ভগবান রুদ্রদেবকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট যজ্ঞশেষ-রূপ ভাগের দ্বারা অর্চনা করলেন এবং যজ্ঞ সমাপ্তিসূচক 'উদবসান' নামক কর্মদ্বারা সোমপায়ী এবং অন্যান্য

[১]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' নেই। [২]প্রা.পা.—সান্নিধ্যে। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীভগবানুবাচ' নেই। [৪]প্রা.পা.—দেহাত্মবুদ্ধির্ভূতানি। [৫]প্রা.পা.—ণ্যাদিনা। [৬]প্রা.পা.—বান্ ভগবতোঽযজৎ। [৭]প্রা.পা.— ণো হ্যব.।

তস্মা অপানুভাবেন স্বেনৈবাবাপ্তরাধসে।
ধর্ম এব মতিং দত্ত্বা ত্রিদশাস্তে দিবং যযুঃ॥ ৫৭ ॥

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্বকলেবরম্।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম॥ ৫৮ ॥

তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা।
অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পূরুষম্॥ ৫৯ ॥

এতদ্ভগবতঃ[১] শম্ভোঃ কর্ম দক্ষাধ্বরদ্রুহঃ।
শ্রুতং ভাগবতাচ্ছিষ্যাদুদ্ধবান্মে বৃহস্পতেঃ॥ ৬০ ॥

ইদং পবিত্রং পরমীশচেষ্টিতং
যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণম্।
যো নিত্যদাকর্ণ্য[২] নরোঽনুকীর্তয়েদ্
ধুনোত্যঘং কৌরব ভক্তিভাবতঃ॥ ৬১ ॥

দেবতাদের যজন করে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে ঋত্বিকগণের সঙ্গে অবভৃথ-স্নান করলেন॥ ৫৬ ॥ নিজের কর্মপ্রভাবেই যদিও দক্ষের সিদ্ধিলাভ হয়েছিল তথাপি দেবতারা তাঁকে ধর্মে মতি দান করে (অর্থাৎ 'তোমার সর্বদা ধর্মে মতি থাকুক' এইপ্রকার বরপ্রদান করে) স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন॥ ৫৭ ॥ বিদুর ! আমরা শুনেছি যে দক্ষকন্যা সতীদেবী এইভাবে নিজের পূর্বশরীর ত্যাগ করে পুনরায় হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন॥ ৫৮ ॥ প্রলয়াবস্থায় সুপ্তভাবে অবস্থিতা শক্তি যেমন নতুন সৃষ্টির সূচনায় পুনর্বার ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন, ঠিক তেমনই অনন্যপরায়ণা দেবী অম্বিকা এই পরবর্তী জন্মেও নিজের একমাত্র আশ্রয় এবং প্রিয়তম ভগবান শংকরকেই পতিরূপে বরণ করেছিলেন॥ ৫৯ ॥ বিদুর ! দক্ষযজ্ঞধ্বংসকারী ভগবান শিবের এই চরিতকথা আমি বৃহস্পতি-শিষ্য পরমভাগবত উদ্ধবের মুখ থেকে শুনেছি॥ ৬০ ॥ হে কুরুনন্দন ! ভগবান মহাদেবের এই পবিত্র চরিত্র যশদায়ক, আয়ুবৃদ্ধিকারী এবং পাপরাশি-নাশক। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে নিত্য এই চরিতলীলা শ্রবণ এবং কীর্তন করে সে নিজের এবং (সেই কথা শ্রবণকারী) অপরেরও সমগ্র পাপপুঞ্জের বিনাশ সাধন করে॥ ৬১ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে
দক্ষযজ্ঞসংধান[৩] নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
দক্ষযজ্ঞের পুনর্নুষ্ঠান নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

———o———

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

ধ্রুবের বনগমন

মৈত্রেয় উবাচ

সনকাদ্যা নারদশ্চ ঋভুর্হংসোঽরুণির্যতিঃ।
নৈতে গৃহান্ ব্রহ্মসুতা হ্যাবসন্নূর্ধ্বরেতসঃ[৪] ॥ ১ ॥

মৈত্রেয় বললেন—শত্রুসূদন বিদুর ! সনকাদি চতুষ্টয়, নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি এবং যতি—ব্রহ্মার এই কয়জন পুত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন, এঁরা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেননি (সুতরাং এঁদের কোনো সন্তানও হয়নি)। অধর্মও

[১]প্রা.পা.—এবং ভগ.। [২]প্রা.পা.—নিত্যমাক.। [৩]প্রা.পা.—যজ্ঞসমুদ্ভবঃ সপ্ত.। [৪]প্রা.পা.—হ্যব.।

মৃষাধর্মস্য ভার্যাসীদ্দম্ভং মায়াং চ শত্রুহন্।
অসূত মিথুনং তত্তু[1] নির্ঋতির্জগৃহেঽপ্রজঃ॥ ২ ॥

তয়োঃ সমভবল্লোভো নিকৃতিশ্চ মহামতে।
তাভ্যাং ক্রোধশ্চ হিংসা চ যদ্দুরুক্তিঃ স্বসা কলিঃ॥ ৩

দুরুক্তৌ কলিরাধত্ত ভয়ং মৃত্যুং চ সত্তম।
তয়োশ্চ মিথুনং জজ্ঞে যাতনা নিরয়স্তথা॥ ৪ ॥

সংগ্রহেণ ময়াখ্যাতঃ প্রতিসর্গস্তবানঘ।
ত্রিঃশ্রুত্বৈতৎ পুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনো মলম্॥ ৫

অথাতঃ কীর্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্তেঃ কুরূদ্বহ।
স্বায়ম্ভুবস্যাপি মনোর্হরেরংশাংশজন্মনঃ॥ ৬ ॥

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ শতরূপাপতেঃ সুতৌ।
বাসুদেবস্য কলয়া রক্ষায়াং জগতঃ স্থিতৌ॥ ৭ ॥

জায়ে উত্তানপাদস্য সুনীতিঃ সুরুচিস্তয়োঃ।
সুরুচিঃ প্রেয়সী পত্যুর্নেতরা যৎসুতো ধ্রুবঃ॥ ৮ ॥

একদা সুরুচেঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য লালয়ন্।
উত্তমং নারুরুক্ষন্তং ধ্রুবং রাজাভ্যনন্দত॥ ৯ ॥

তথা চিকীর্ষমাণং তং সপত্ন্যাস্তনয়ং ধ্রুবম্।
সুরুচিঃ শৃণ্বতো রাজ্ঞঃ সের্ষ্যমাহাতিগর্বিতা॥ ১০ ॥

ন বৎস নৃপতের্ধিষ্ণ্যং ভবানারোঢুমর্হতি।
ন গৃহীতো ময়া যত্ত্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজঃ॥ ১১ ॥

বালোঽসি বত নাত্মানমন্যস্ত্রীগর্ভসম্ভৃতম্[2]।
নূনং বেদ ভবান্ যস্য দুর্লভেঽর্থে মনোরথঃ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মারই পুত্র, তার পত্নীর নাম ছিল মৃষা (মিথ্যা)। তার দম্ভ নামে পুত্র এবং মায়া নামে কন্যা জন্মেছিল। এই দুজনকে নির্ঋতি গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তাঁর নিজের কোনো সন্তান ছিল না॥ ১-২ ॥ দম্ভ এবং মায়ার থেকে লোভ এবং নিকৃতির (শঠতা) জন্ম হয়, তাদের থেকে ক্রোধ এবং হিংসা এবং এই ক্রোধ ও হিংসা থেকে কলি (কলহ) এবং তার বোন দুরুক্তি উৎপন্ন হয়॥ ৩ ॥ সাধু-শিরোমণি বিদুর! কলি দুরুক্তির গর্ভে ভী (ভয়) এবং মৃত্যুর জন্ম দেয় এবং এই দুজনের মিলনে যাতনা এবং নিরয় (নরক) নামক সন্তানের জন্ম হয়॥ ৪ ॥ হে নিষ্পাপ বিদুর! এই আমি সংক্ষেপে তোমার কাছে প্রলয়ের কারণস্বরূপ অধর্মবংশ বর্ণনা করলাম। এই অধর্মবংশ সম্বন্ধে অবহিত হলে এটি পরিত্যক্ত হয়ে পুণ্য-সম্পাদনের হেতু হয়। সেইজন্য এই বর্ণনা তিনবার শুনলে মানুষের মনের মলিনতা (কুপ্রবৃত্তি বা পাপ) দূরীভূত হয়॥ ৫ ॥ কুরুনন্দন! এখন আমি শ্রীহরির অংশ এবং ব্রহ্মার অংশ (দেহার্ধ) থেকে উৎপন্ন পবিত্রকীর্তি মহারাজ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রদের বংশ বর্ণনা করছি॥ ৬ ॥

মহারানি শতরূপা এবং তাঁর পতি স্বায়ম্ভুব মনু—এঁদের দুজনের প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা দুজনেই ভগবান বাসুদেবের অংশে জন্মেছিলেন, এইজন্যে এঁরা জগতের রক্ষাকার্যে তৎপর থাকতেন॥ ৭ ॥ উত্তানপাদের সুনীতি এবং সুরুচি নামে দুই পত্নী ছিলেন। এঁদের মধ্যে সুরুচি রাজার অধিক প্রিয় ছিলেন, সুনীতি যাঁর পুত্র ছিলেন ধ্রুব—রাজার তত প্রিয় ছিলেন না॥ ৮ ॥

একদিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে নিজের কোলে বসিয়ে আদর করছিলেন। এই সময়ে ধ্রুবও রাজার কোলে আরোহণ করতে চাইলেন, কিন্তু রাজা তাকে কোনো রকম সমাদর করলেন না॥ ৯ ॥ সতিন-পুত্র ধ্রুবকে মহারাজের কোলে আরোহণের চেষ্টা করতে দেখে মহাগর্বিতা রানি সুরুচি মহারাজের সামনেই ঈর্ষার সঙ্গে ধ্রুবকে বলতে লাগলেন॥ ১০ ॥ 'ওহে বাপু! তুমি এই রাজাসনে বসার অধিকারী নও ; তুমিও রাজারই পুত্র হলে কী হবে, আমি তো তোমাকে গর্ভে ধারণ করিনি॥ ১১ ॥ তুমি এখনও বালক, তাই জান না যে, তুমি রাজার অন্য পত্নীর গর্ভে জন্মেছ। সেইজন্যই তোমার পক্ষে যা লাভ করা

[1]প্রা.পা.—তত্র। [2]প্রা.পা.—সম্ভবম্।

তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে।
গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদীচ্ছসি[1] নৃপাসনম্॥ ১৩ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

মাতুঃ সপত্ন্যাঃ স দুরুক্তিবিদ্ধঃ
শ্বসন্ রুষা দণ্ডহতো যথাহিঃ।
হিত্বা মিষন্তং পিতরং সন্নবাচং
জগাম মাতুঃ প্ররুদন্ সকাশম্॥ ১৪ ॥
তং নিঃশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং
সুনীতিরুৎ[2] সঙ্গ উদূহ্য বালম্।
নিশম্য তৎপৌরমুখান্নিতান্তং
সা বিব্যথে যদ্‌গদিতং সপত্ন্যা॥ ১৫ ॥
সোৎসৃজ্য ধৈর্যং বিললাপ শোক-
দাবাগ্নিনা দাবলতেব বালা।
বাক্যং সপত্ন্যাঃ স্মরতী সরোজ-
শ্রিয়া দৃশা বাষ্পকলামুবাহ॥ ১৬ ॥
দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনস্য পার-
মপশ্যতী বালকমাহ বালা।
মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা
ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎপরদুঃখদস্তৎ॥ ১৭ ॥
সত্যং সুরুচ্যাভিহিতং ভবান্মে
যদ্ দুর্ভগায়া উদরে গৃহীতঃ।
স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাং
ভার্যেতি বা বোঢুমিড়স্পতির্মাম্॥ ১৮ ॥
আতিষ্ঠ তত্তাত বিমৎসরস্ত্ব-
মুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকম্।
আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং
যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমো যথা॥ ১৯ ॥
যস্যাঙ্‌ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য বিশ্ব-
বিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ।
অজোঽধ্যতিষ্ঠৎ খলু পারমেষ্ঠ্যং

অসম্ভব তারই জন্য তোমার সাধ হয়েছে॥ ১২ ॥ যদি তোমার রাজসিংহাসনে আরোহণের বাসনা থাকে তাহলে তপস্যা করে পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণের আরাধনা করো এবং তাঁর কৃপায় আমার গর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করো'॥ ১৩ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! বিমাতার এই কর্কশ বচনে ব্যথিত ধ্রুবের দণ্ডাহত সর্পের মতো ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তার পিতা সমস্ত ব্যাপারটি নিশ্চুপভাবে দেখলেন, একটি কথাও বললেন না। তখন ধ্রুব পিতাকে ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজের মায়ের কাছে এলেন॥ ১৪ ॥ (কান্নার আবেগে) ধ্রুবের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল, অধরোষ্ঠ কম্পিত হচ্ছিল। সেই বালক পুত্রকে দেখেই সুনীতি তাকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর যখন তিনি অন্তঃপুরের অন্যান্য লোকের মুখে তাঁর সতিন সুরুচির কথাগুলি শুনতে পেলেন তখন তাঁরও অত্যন্ত দুঃখ হল॥ ১৫ ॥ দাবাগ্নির দ্বারা পরিবেষ্টিত বনলতার মতো শোকানলে সন্তপ্ত সুনীতি ধৈর্য হারিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। সতিনের কঠোর বাক্যগুলি স্মরণ করে তাঁর কমলসদৃশ নয়নদুটি জলে ভরে গেল॥ ১৬ ॥ তাঁর এই দুঃখ (সাগর)-এর কোনো পার তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি ধ্রুবকে বললেন, 'বৎস ! এ বিষয়ে তুমি পরের দোষ নিও না বা পরের অমঙ্গল কামনাও কোরো না। যে লোক অপরকে দুঃখ দেয় তাকে নিজেই তার ফল ভোগ করতে হয়॥ ১৭ ॥ সুরুচি যা বলেছে তা সত্যই, কারণ মহারাজ যাকে পত্নী কেন, দাসীরূপেও স্বীকার করতে সম্ভবত লজ্জাবোধ করেন সেই মন্দভাগিনী আমার গর্ভেই তোমার জন্ম, আমারই স্তন্যপান করে তুমি বড় হয়েছ॥ ১৮ ॥ বৎস ! সুরুচি তোমার বিমাতা হলেও তোমাকে সে যে নির্দেশ দিয়েছে তা কিন্তু একান্তভাবেই যথার্থ, তুমি যদি উত্তমের মতো রাজ-সিংহাসনে উপবেশনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর, তাহলে বিদ্বেষশূন্য হয়ে সেই বচনটিই পালন করো, ভগবান অধোক্ষজের শ্রীচরণকমলের আরাধনায় মগ্ন হয়ে যাও॥ ১৯ ॥ বিশ্ব-সংসার পালনের জন্য ভগবান শ্রীহরি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে থাকেন। তাঁরই চরণকমলের পরিচর্যা করে তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেষ্ঠী পদ লাভ করেছেন, যে পদের বন্দনা মনোজয়ী প্রাণজয়ী মহাযোগী মহামুনিগণও করে থাকেন॥ ২০ ॥ সেই রকমেই

[1]প্রা.পা.—যদীচ্ছাস্তি নৃপাসনে। [2]প্রা.পা.—সুতং নিজোৎসঙ্গমুদূহ্য।

পদং জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যম্ ॥ ২০ ॥

তথা মনুর্বো ভগবান্ পিতামহো
যমেকমত্যা পুরুদক্ষিণৈর্মখৈঃ।
ইষ্টাভিপেদে দুরবাপমন্যতো
ভৌমং সুখং দিব্যমথাপবর্গ্যম্ ॥ ২১ ॥

তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং
মুমুক্ষুভির্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিম্।
অনন্যভাবে নিজধর্মভাবিতে
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পূরুষম্ ॥ ২২ ॥

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কংচন।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া ॥ ২৩ ॥

মৈত্রেয় [১]উবাচ

এবং সংজল্পিতং[২] মাতুরাকর্ণ্যার্থাগমং বচঃ।
সংনিয়ম্যাত্মনাত্মানং নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাৎ ॥ ২৪

নারদস্তদুপাকর্ণ্য জ্ঞাত্বা তস্য চিকীর্ষিতম্।
স্পৃষ্ট্বা মূর্ধন্যঘঘ্নেন পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ ॥ ২৫ ॥

অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাম্।
বালোঽপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎ সমাতুরসদ্বচঃ ॥ ২৬

নারদ উবাচ

নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানং বাপি পুত্রক।
লক্ষয়ামঃ কুমারস্য সক্তস্য ক্রীড়নাদিষু ॥ ২৭ ॥

বিকল্পে বিদ্যমানেঽপি ন হ্যসংতোষহেতবঃ।
পুংসো মোহমৃতে ভিন্না যল্লোকে নিজকর্মভিঃ ॥ ২৮

পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পূরুষঃ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্ বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥ ২৯

তোমার পিতামহ ভগবান স্বায়ম্ভুব মনুও বহু দক্ষিণাযুক্ত অনেক যজ্ঞের দ্বারা একাগ্রচিত্তে তাঁরই আরাধনা করেছিলেন এবং তারই ফলে তিনি অন্যের পক্ষে দুর্লভ ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখ এবং অন্তিমে মোক্ষলাভ করেছিলেন॥ ২১ ॥ বৎস ! তুমিও সেই ভক্তবৎসল ভগবানেরই শরণ নাও। জন্ম-মরণ চক্রের আবর্তন থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক মুমুক্ষুগণ নিরন্তর তাঁর চরণকমলের পথ অনুসন্ধান করে থাকেন। স্বধর্মপালনের দ্বারা নির্মলীকৃত নিজের চিত্ত-আসনে সেই পুরুষোত্তম ভগবানকেই স্থাপন করে অন্য সব চিন্তা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র তাঁরই ভজনা করো॥ ২২ ॥ পুত্র আমার ! সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ভিন্ন আমি আর এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না যিনি তোমার দুঃখ দূর করতে পারেন। ব্রহ্মাদি দেবতারাও (অনুগ্রহ লাভের জন্য) যে লক্ষ্মীদেবীর অনুসন্ধান করে থাকেন সেই পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী (যেন দীপহস্তে) সেই ভগবান শ্রীহরিরই অন্বেষণে রত'॥ ২৩ ॥

মৈত্রেয় বললেন—মাতা সুনীতির কথাগুলি ধ্রুবের অভীষ্টলাভের পথ-নির্দেশ করে দিল। সেই বচন শুনে ধ্রুব বুদ্ধি দ্বারা নিজের চিত্তকে সংযত করে পিতার নগর থেকে বহির্গত হলেন॥ ২৪ ॥ দেবর্ষি নারদ এই বৃত্তান্ত শুনে এবং ধ্রুব কী করতে চান তা জেনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং নিজের পাপহারী করকমলের দ্বারা ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ করে বিস্মিত চিত্তে নিজের মনেই বলতে লাগলেন॥ ২৫ ॥ 'আহা ! ক্ষত্রিয়দের কী অদ্ভুত তেজ ! এরা সামান্যতম অপমানও সহ্য করতে পারে না। এই ধ্রুব তো এখনও পর্যন্ত বালকমাত্র, তবুও বিমাতার কটুবাক্যগুলি সে মনের মধ্যে ধরে রেখেছে॥ ২৬ ॥ (এরপরে) নারদ (প্রকাশ্যে) (ধ্রুবকে) বললেন—বৎস ! তুমি তো এখন পর্যন্ত অল্পবয়সী বালক, ফলে, খেলাধুলার প্রতিই তোমার আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। এই বয়সে তোমার (কারো কোনো কথায়) কী এমন মান বা অপমান হতে পারে তা তো আমার বোধগম্য হচ্ছে না॥ ২৭ ॥ আর যদিই বা তোমার মান-অপমান বোধ জন্মে থাকে তাহলে শোনো, পুত্র ! প্রকৃতপক্ষে মানুষের অসন্তোষের কারণ মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, মানুষ এ সংসারে নিজের কর্মফল অনুসারেই মান-অপমান বা সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে॥ ২৮ ॥ বৎস ! ঈশ্বরের বিধান অত্যন্ত বিচিত্র (মনুষ্য-বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যার যোগ্য নয়)।

[১]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' নেই। [২]প্রা.পা.—সংকল্পিতং।

অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুরুৎসসি।
যৎপ্রসাদং স বৈ পুংসাং দুরারাধ্যো মতো মম॥ ৩০

মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ।
ন বিদুর্মৃগয়ন্তোঽপি তীব্রযোগসমাধিনা॥ ৩১ ॥

অতো নিবর্ততামেষ নির্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ।
যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে॥ ৩২ ॥

যস্য যদ্ দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি॥ ৩৩ ॥

গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ।
মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে॥ ৩৪ ॥

ধ্রুব উবাচ

সোঽয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখহতাত্মনাম্।
দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং দুর্দর্শোঽস্মদ্‌বিধৈস্তু যঃ॥ ৩৫

অথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্ত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ।
সুরুচ্যা দুর্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি॥ ৩৬ ॥

পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে।
ব্রূহ্যস্মৎপিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্॥ ৩৭ ॥

নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
বিতুদন্নটতে বীণাং হিতার্থং[১] জগতোঽর্কবৎ॥ ৩৮

সুতরাং সেই কথা স্মরণে রেখে বুদ্ধিমান পুরুষের উচিত দৈববশে তাকে যখন যে পরিস্থিতি বা অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় শান্তভাবে তার সম্মুখীন হওয়া, সন্তোষের সঙ্গে তা গ্রহণ করা॥ ২৯ ॥ আর মায়ের উপদেশ অনুসারে তুমি যোগসাধনার দ্বারা যে ভগবানের কৃপালাভের জন্য উদ্যোগী হয়েছ, আমার মতে তাঁকে প্রসন্ন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন॥ ৩০ ॥ যোগী-মুনিগণ বহুজন্ম ধরে নিরাসক্তির সঙ্গে অতি কঠোর যোগসাধনা করেও তাঁকে লাভ করার পথের সন্ধান পান না॥ ৩১ ॥ সুতরাং তুমি এই নিষ্ফল প্রয়াস ত্যাগ করে গৃহে ফিরে যাও ; যখন তোমার পরমার্থ-সাধনের সময় (অর্থাৎ বার্ধক্য) উপস্থিত হবে, তখন তুমি এ বিষয়ে চেষ্টা কোরো॥ ৩২ ॥ দৈবের বিধানে যার যখন সুখ বা দুঃখ যা-ই আসুক না কেন, যে মানুষ তার মধ্যেই চিত্তের সন্তোষ অবিচলিত রেখে চলতে পারে, সেই এই মোহময় সংসার উত্তীর্ণ হয়ে যায়॥ ৩৩ ॥ মানুষের উচিত নিজের তুলনায় অধিক গুণশালী ব্যক্তিকে দেখে প্রীত হওয়া, কম গুণযুক্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সমগুণসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা। এইরকম আচরণকারী ব্যক্তি কখনো দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে না॥ ৩৪ ॥

ধ্রুব বললেন—ভগবান ! সুখ ও দুঃখের অভিঘাতে যাদের চিত্ত চঞ্চল তাদের জন্য আপনি কৃপা করে শান্তিলাভের এই অত্যুত্তম উপায় নির্দেশ করেছেন সত্য, কিন্তু আমার মতো (জ্ঞানহীন) ব্যক্তির দৃষ্টি (বোধশক্তি) ওই স্তরে পৌঁছতে পারে না॥ ৩৫ ॥ তাছাড়া, ক্ষত্রিয় হিসাবে আমার মধ্যেও (অবমাননা সহ্য করতে না পারা রূপ) দুর্দমনীয় জাতিগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য উপস্থিত হয়েছে এবং তার ফলে চরিত্রে বিনয়েরও কিঞ্চিৎ অভাব দেখা দিয়েছে। বিমাতা সুরুচির কটুবাক্যরূপ বাণের দ্বারা বিদীর্ণ আমার হৃদয়ে (ছিদ্রযুক্ত পাত্রে জলের মতো) আপনার এই উপদেশবাণী স্থিতিলাভ করতে পারছে না॥ ৩৬ ॥ পূজনীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ দেবর্ষি ! আমি সেই পদ অধিকার করতে চাই যা ত্রিভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যে পদে আমার পিতৃপুরুষগণ অথবা অপর কোনো ব্যক্তি কখনো অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। আপনি আমাকে সেই পদলাভের উপযোগী একটি উৎকৃষ্ট পথ বলে দিন॥ ৩৭ ॥ আপনিই তো ভগবান ব্রহ্মার পুত্র। জগতের কল্যাণের জন্য সূর্যদেবের মতো আপনিই

[১]প্রা.পা.—হিতায়।

মৈত্রেয় [১]উবাচ

ইত্যুদাহৃতমাকর্ণ্য ভগবান্নারদস্তদা।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদ্‌বাক্যমনুকম্পয়া॥ ৩৯

নারদ উবাচ

জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে।
ভগবান্ বাসুদেবস্তং ভজ তৎপ্রবণাত্মনা॥ ৪০ ॥

ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ।
একমেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্॥ ৪১ ॥

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সাংনিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥ ৪২ ॥

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ কালিন্দ্যাঃ সলিলে শিবে।
কৃত্বোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্পিতাসনঃ॥ ৪৩ ॥

প্রাণায়ামেন ত্রিবৃতা প্রাণেন্দ্রিয়মনোমলম্।
শনৈর্ব্যুদস্যাভিধ্যায়েন্মনসা গুরুণা গুরুম্॥ ৪৪ ॥

প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ প্রসন্নবদনেক্ষণম্[২]।
সুনাসং সুভ্রুবং চারুকপোলং সুরসুন্দরম্॥ ৪৫ ॥

তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্।
প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্ণং শরণ্যং করুণার্ণবম্॥ ৪৬ ॥

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্তচতুর্ভুজম্॥ ৪৭ ॥

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্।
কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসম্॥ ৪৮ ॥

কাঞ্চীকলাপপর্যস্তং লসৎকাঞ্চননূপুরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্ধনম্॥ ৪৯ ॥

আপনার বীণাটি ঝংকৃত করে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করে থাকেন॥ ৩৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—ধ্রুবের কথা শুনে দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং সেই বালকের প্রতি কৃপাবিষ্ট হয়ে তাকে এইপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগলেন॥ ৩৯ ॥

নারদ বললেন—বৎস ধ্রুব ! তোমার মাতা সুনীতি তোমাকে যা বলেছেন তা-ই তোমার পক্ষে পরম কল্যাণের, তোমার অভীষ্টলাভের নিশ্চিত পথ। স্বয়ং ভগবান বাসুদেবই প্রকৃতপক্ষে সেই উপায়। সুতরাং তুমি একাগ্রচিত্তে তাঁরই ভজন করো॥ ৪০ ॥ যে ব্যক্তি তার নিজের মঙ্গলস্বরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই পুরুষার্থ লাভ করতে ইচ্ছা করে, তার পক্ষে একমাত্র শ্রীহরির চরণসেবনই সেগুলি প্রাপ্তির উপায়॥ ৪১ ॥ বৎস, শোন, যমুনার পবিত্র তটে মধুবন নামে যে পুণ্য স্থান আছে, তুমি সেখানে যাও। ভগবান শ্রীহরির সেটি নিত্য-নিবাস। তোমার কল্যাণ হোক॥ ৪২ ॥ সেখানে তুমি যমুনার পুণ্যসলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে নিত্যকর্মাদি সমাপন করে যথাবিধি আসন রচনা করে স্থিরভাবে উপবেশন করবে॥ ৪৩ ॥ তারপর রেচক, পূরক এবং কুম্ভক—এই ত্রিবৃৎ প্রাণায়ামের সাহায্যে ধীরে ধীরে প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের মল বিদূরিত করে ধৈর্যযুক্ত মনে পরমগুরু শ্রীভগবানের এইভাবে ধ্যান করবে॥ ৪৪ ॥

দেবতাগণের মধ্যে পরমসুন্দর তিনি, তাঁর নাসিকা, ভ্রূ ও কপোল অতি মনোহর, নয়নে ও বদনে সর্বদাই প্রসন্নতার দীপ্তি প্রকাশমান, ভক্তসজ্জনগণের প্রতি অনুগ্রহবর্ষণে তিনি যেন সর্বদাই উৎসুক॥ ৪৫ ॥ চিরকিশোর মূর্তিধারী সেই শ্রীভগবানের আকৃতি সর্বাঙ্গসুন্দর, নয়নে, অধরে, ওষ্ঠে, রক্তিম আভা। সেই পরমদেবতা প্রণতজনের আশ্রয়দাতা, নিত্যসুখধাম, শরণাগতবৎসল, করুণার সাগর॥ ৪৬ ॥ তাঁর বক্ষোদেশে শ্রীবৎসচিহ্ন, সজল জলধর বর্ণ পুরুষরূপী বিশিষ্ট দেহ, গলায় বনমালা এবং চারভুজায় শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজিত॥ ৪৭ ॥ কিরীট, কুণ্ডল, কেয়ূর-কঙ্কনাদি অলংকারে তাঁর অঙ্গসমূহ সুশোভিত, গ্রীবারত্ন কৌস্তুভের সৌন্দর্য তাঁর গ্রীবার দ্বারাই অধিকরূপে বিকাশিত, এবং তাঁর পরিধানে পীত কৌষেয় বসন॥ ৪৮ ॥ তাঁর কটিদেশ কাঞ্চীদামে বেষ্টিত, চরণে উজ্জ্বল স্বর্ণ নূপুর,

[১]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' থেকে 'মনুকম্পয়া' পর্যন্ত মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে। [২]প্রা.পা.— সম্যক্‌প্র.।

পদ্‌ভ্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্‌ভ্যাং সমর্চতাম্[১]।
হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্॥ ৫০ ॥

স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্।
নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্॥ ৫১ ॥

এবং ভগবতো রূপং সুভদ্রং ধ্যায়তো মনঃ।
নির্বৃত্যা পরয়া তূর্ণং সম্পন্নং ন নিবর্ততে॥ ৫২ ॥

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্॥ ৫৩

'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'।
মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্যাদ্ দ্রব্যময়ীং বুধঃ।
সপর্যাং বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্দেশকালবিভাগবিৎ॥ ৫৪ ॥

সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈর্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ।
শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চেৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভুম্॥ ৫৫

লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চাং ক্ষিত্যম্ব্বাদিষু বার্চয়েৎ।
আভৃতাত্মা মুনিঃ শান্তো যতবাঙ্‌মিতবন্যভুক্॥ ৫৬

স্বেচ্ছাবতারচরিতৈরচিন্ত্যনিজমায়য়া।
করিষ্যত্যুত্তমশ্লোকস্তদ্ ধ্যায়েদ্‌ধৃদয়ঙ্গমম্[২]॥ ৫৭ ॥

পরিচর্যা ভগবতো যাবত্যঃ পূর্বসেবিতাঃ।
তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব প্রযুঞ্জ্যান্মন্ত্রমূর্তয়ে॥ ৫৮ ॥

মনের ও নয়নের আনন্দনিধান তাঁর শান্ত মূর্তি নিঃসন্দেহেই পরমরমণীয়, দর্শনীয়ের পরাকাষ্ঠা॥ ৪৯ ॥ তাঁর উজ্জ্বল মণিসদৃশ চরণ নখরের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত পদপদ্মদ্বয় ভক্তজনের হৃৎকমলকর্ণিকায় (মধ্যস্থলে) স্থাপন করে তিনি বিরাজমান (ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের নিবাস)॥ ৫০ ॥ এইপ্রকারে ধারণার অভ্যাসে ক্রমশ মন স্থির এবং একাগ্র হলে তখন—'তিনি যেন সস্মিত মুখে অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন'—এইরূপে সেই সর্বোত্তম বরদানকারী ভগবানকে ধ্যান করবে॥ ৫১ ॥ এইভাবে নিরন্তর ভগবানের মঙ্গলময় মূর্তির ধ্যান করতে থাকলে অল্পকালের মধ্যে মন পরমানন্দে মগ্ন হয়ে যায় এবং সেই অবস্থা থেকে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না॥ ৫২ ॥

রাজকুমার! এইপ্রকারে ধ্যানের সঙ্গে যে পরম গোপনীয় মন্ত্র জপ করতে হয় তাও আমি তোমাকে উপদেশ করছি শোনো। এই মন্ত্র সাত রাত্রি জপ করলে মানুষ আকাশচারী সিদ্ধগণকে দর্শনের ক্ষমতা লাভ করে॥ ৫৩ ॥ সেই মন্ত্র হল—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'। (নারদ ধ্রুবকে এই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে, প্রকাশ্যে বাহ্য পূজার নির্দেশ দিচ্ছেন) কোন দেশে কোন কালে কোন বস্তুর উপযোগ করা উচিত তা বিশেষভাবে জেনে ও বিচার করে বুদ্ধিমান পুরুষ বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের দ্বারা এই মন্ত্রে শ্রীভগবানের দ্রব্যময় পূজা করবেন॥ ৫৪ ॥ বিশুদ্ধ জল, পুষ্পমালা, বন্য ফল-মূল, পূজাদিতে প্রশস্ত দুর্বাঙ্কুর, বনে সুলভ বল্কল বস্ত্র এবং ভগবানের পরম প্রিয় তুলসী—এই সব দ্রব্যের দ্বারা তাঁর পূজা করতে হয়॥ ৫৫ ॥ শিলাদিনির্মিত মূর্তি পাওয়া গেলে তাতে, অন্যথায় মাটি অথবা জল ইত্যাদিতেও ভগবানের পূজা করা চলে। পূজক অবশ্যই সর্বদা সংযতচিত্ত, মননশীল, শান্ত, মিতভাষী হবেন এবং বন্য ফল-মূলাদির পরিমিত আহার করবেন॥ ৫৬ ॥ পুণ্যকীর্তি ভগবান শ্রীহরি নিজের অনির্বচনীয় মায়ার সাহায্যে স্বেচ্ছায় যে সকল অবতার মূর্তি গ্রহণ করে মনোহর লীলা করবেন (শাস্ত্রাদিতে উক্ত) সেইসব চরিতকথা সাধক মনে মনে অনুধ্যান করবেন॥ ৫৭ ॥ ভগবানের পূজার জন্য যেসকল উপচার দ্রব্যের বিধান করা হয়েছে, পূর্বোক্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারাই সে সকল দ্রব্য মন্ত্রমূর্তি শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সমর্পণ করবেন॥ ৫৮ ॥

[১] প্রা.পা.—সমর্চিতম্। [২] প্রা.পা.—দয়ং গতম্।

এবং কায়েন মনসা বচসা চ মনোগতম্।
পরিচর্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎপরিচর্যয়া॥ ৫৯ ॥

পুংসামমায়িনাং সম্যগ্ভজতাং ভাববর্ধনঃ।
শ্রেয়ো দিশত্যভিমতং যদ্ধর্মাদিষু দেহিনাম্॥ ৬০ ॥

বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা।
তং নিরন্তরভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তয়ে॥ ৬১ ॥

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ নৃপার্ভকঃ।
যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চিতম্॥ ৬২ ॥

তপোবনং গতে তস্মিন্ প্রবিষ্টোঽন্তঃপুরং মুনিঃ।
অর্হিতার্হণকো[১] রাজ্ঞা সুখাসীন উবাচ তম্॥ ৬৩ ॥

নারদ উবাচ

রাজন্ কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেন পরিশুষ্যতা।
কিং বা ন রিষ্যতে কামো ধর্মো বার্থেন সংযুতঃ॥ ৬৪ ॥

রাজোবাচ

সুতো মে বালকো ব্রহ্মন্ স্ত্রৈণেনাকরুণাত্মনা।
নির্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্ কবিঃ॥ ৬৫ ॥

অপ্যনাথং বনে ব্রহ্মন্ মাস্মাদন্ত্যর্ভকং[২] বৃকাঃ।
শ্রান্তং শয়ানং ক্ষুধিতং পরিম্লানমুখাম্বুজম্॥ ৬৬ ॥

অহো মে বত দৌরাত্ম্যং স্ত্রীজিতস্যোপধারয়।
যোঽঙ্কং প্রেম্ণারুরুক্ষন্তং নাভ্যনন্দমসত্তমঃ॥ ৬৭

নারদ উবাচ

মা[৩] মা শুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে।
তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্ক্তে যদ্যশো জগৎ॥ ৬৮

এইভাবে হৃদয়ের মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে কায়মনোবাক্যে একান্ত ভক্তিভরে তাঁর পূজা করলে ভগবান সেই অকপট এবং সম্যক ভজনাকারীর ভগবৎ-প্রীতি বিবর্ধিত করে—ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে সেই ভক্তের যেটি অভিমত এবং কল্যাণকর সেটিই তাকে প্রদান করেন॥ ৫৯-৬০ ॥ আর যদি সাধকের ইন্দ্রিয়সুখে বিরক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে তাহলে তিনি মোক্ষলাভের জন্য ঐকান্তিক ভক্তির সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানের ভজনা করবেন॥ ৬১ ॥

দেবর্ষি নারদের নিকট থেকে এইপ্রকার উপদেশ লাভ করে রাজপুত্র ধ্রুব তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করলেন। তারপর তিনি ভগবানের চরণ চিহ্নে মণ্ডিত পরম পবিত্র ভূমি মধুবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন॥ ৬২ ॥ ধ্রুব তপোবনে গমন করলে দেবর্ষি নারদ মহারাজ উত্তানপাদের রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। রাজাও তাঁকে যথাযোগ্য উপচারাদির দ্বারা অভ্যর্থনা করলেন। অনন্তর সুখাসীন নারদ রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন॥ ৬৩ ॥

নারদ বললেন—মহারাজ! আপনি অনেকক্ষণ ধরেই শুষ্ক মুখে কী এত চিন্তা করছেন? আপনার ধর্ম, অর্থ, কাম—এই তিন পুরুষার্থের মধ্যে কোনোটির ব্যাঘাত ঘটেনি তো? ॥ ৬৪ ॥

রাজা বললেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণ! আমি অত্যন্ত স্ত্রৈণ এবং নির্দয়। আমি আমার পঞ্চমবর্ষীয় বালক পুত্রকে তার মায়ের সঙ্গে আমার গৃহ থেকে নির্বাসিত করেছি। মুনিবর! আমার সেই শিশুপুত্রটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল॥ ৬৫ ॥ হায় দেবর্ষি! সেই অসহায় শিশু হয়তো ক্ষুধায় কাতর হয়ে শ্রান্ত দেহে বনের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে, তার পদ্মের মতো মুখটি শুষ্ক, মলিন হয়ে গেছে। বলুন, মুনিবর! আমার সেই পুত্রকে এই অবস্থায় পেয়ে হিংস্র বন্য নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে না তো? ॥ ৬৬ ॥ হায়! আমি স্ত্রীর আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়ে কতদূর নিষ্ঠুর চরিত্র হয়েছি, তাই দেখুন। আমাকে ভালোবেসে আমার সেই শিশুপুত্র আমার কোলে উঠতে চেয়েছিল আর আমি এমনই অধঃপাতে গেছি যে তাকে মৌখিক একটু (মিষ্টি কথায়) আদর পর্যন্ত করিনি॥ ৬৭ ॥

নারদ বললেন—মহারাজ! আপনি আপনার পুত্রের

[১]প্রা.পা.—অর্হিতোঽর্হণয়া। [২]প্রা.পা.—ন খাদন্ত্যর্ভকং। [৩]প্রা.পা.—মা শুচস্তং স্বতন.।

সুদুষ্করং[১] কর্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ।
ঐষ্যত্যচিরতো রাজন্ যশো বিপুলয়ংস্তব॥ ৬৯ ॥

মৈত্রেয় [২]উবাচ

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং বিশ্রুত্য জগতীপতিঃ।
রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবান্বচিন্তয়ৎ॥ ৭০ ॥

তত্রাভিষিক্তঃ প্রযতস্তামুপোষ্য বিভাবরীম্।
সমাহিতঃ পর্যচরদৃষ্যাদেশেন পূরুষম্॥ ৭১ ॥

ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিত্থবদরাশনঃ।
আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ মাসং নিন্যেঽর্চয়ন্ হরিম্॥ ৭২ ॥

দ্বিতীয়ং চ তথা মাসং ষষ্ঠে ষষ্ঠেঽর্ভকো দিনে।
তৃণপর্ণাদিভিঃ[৩] শীর্ণৈঃ কৃতান্নোঽভ্যর্চয়দ্ বিভুম্॥ ৭৩

তৃতীয়ং চানয়ন্মাসং নবমে নবমেঽহনি।
অব্ভক্ষ উত্তমশ্লোকমুপাধাবৎ সমাধিনা॥ ৭৪ ॥

চতুর্থমপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশেঽহনি।
বায়ুভক্ষো জিতশ্বাসো ধ্যায়ন্ দেবমধারয়ৎ॥ ৭৫ ॥

পঞ্চমে মাস্যনুপ্রাপ্তে জিতশ্বাসো নৃপাত্মজঃ।
ধ্যায়ন্ ব্রহ্ম পদৈকেন তস্থৌ স্থাণুরিবাচলঃ॥ ৭৬ ॥

সর্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্।
ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎ কিংচনাপরম্॥ ৭৭

আধারং মহদাদীনাং প্রধানপুরুষেশ্বরম্।
ব্রহ্ম ধারয়মাণস্য ত্রয়ো লোকাশ্চকম্পিরে॥ ৭৮ ॥

যদৈকপাদেন স পার্থিবার্ভক-
স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী।
ননাম তত্রার্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা
তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে॥ ৭৯ ॥

জন্য এত চিন্তা বা শোক করবেন না। দেবতারা তাকে রক্ষা করছেন। আপনি তার মাহাত্ম্য এখনও জানেন না, তার যশে সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ হবে॥ ৬৮ ॥ সে অত্যন্ত সামর্থ্যশালী, যে কাজ লোকপালগণও করতে সমর্থ নন তাই সম্পন্ন করে সে অচিরকালের মধ্যেই আপনার কাছে ফিরে আসবে। আপনার এই পুত্রের কারণে আপনার যশও বিপুলভাবে বিস্তৃত হবে॥ ৬৯ ॥

মৈত্রেয় বললেন—দেবর্ষি নারদের কথা শুনে মহারাজ উত্তানপাদ রাজলক্ষ্মীর (রাজ্য-সম্পদ) সম্পর্কে উদাসীন হয়ে কেবলমাত্র পুত্রের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রইলেন॥ ৭০ ॥ এদিকে ধ্রুবও মধুবনে উপস্থিত হয়ে যমুনায় স্নান করলেন এবং পবিত্রভাবে সেই রাত্রে উপবাসী থেকে দেবর্ষির উপদেশ অনুসারে একাগ্র চিত্তে পরমপুরুষ নারায়ণের উপাসনায় রত হলেন॥ ৭১ ॥ তিনি তিন-তিন রাত্রি ব্যবধানে অর্থাৎ প্রতি তৃতীয় দিনে কেবলমাত্র শরীর ধারণের জন্য কয়েৎ-বেল এবং বদরীফল ভক্ষণ করে শ্রীহরির আরাধনায় একমাস যাপন করলেন॥ ৭২ ॥ দ্বিতীয় মাসে সেই বালক ধ্রুব ছয়দিন অন্তর শুধু শুষ্ক ঘাস-পাতা খেয়ে ভগবানের অর্চনা করে চললেন॥ ৭৩ ॥ এরপর নয় দিন অন্তর কেবলমাত্র জলপান করে সমাধিযোগে তিনি পুণ্যশ্লোক শ্রীভগবানের আরাধনায় তৃতীয় মাস অতিবাহিত করলেন॥ ৭৪ ॥ চতুর্থ মাসে তিনি (প্রাণায়ামাদির সাহায্যে) শ্বাস জয় করে (অর্থাৎ বায়ুকে নিজের বশে এনে) বারো দিন অন্তর কেবলমাত্র বায়ুপান করে ধ্যানযোগের দ্বারা ভগবানের উপাসনায় নিমগ্ন রইলেন॥ ৭৫ ॥ পঞ্চম মাস উপস্থিত হলে সেই জিতশ্বাস রাজপুত্র পরব্রহ্মের ধ্যানে রত হলেন এবং স্তম্ভের মতো নিশ্চলভাবে এক পায়ের উপরে দণ্ডায়মান হলেন॥ ৭৬ ॥ এই সময়ে তিনি শব্দাদি বিষয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ামক নিজের মনকে সর্ববিষয় থেকে আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন এবং হৃদয়মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের স্বরূপ চিন্তায় মগ্ন থেকে অন্য কোনো বিষয়ই অনুভব করতে পারেননি॥ ৭৭ ॥ যখন তিনি মহদাদি সকল তত্ত্বের আধার তথা প্রকৃতি এবং পুরুষেরও অধীশ্বর পরব্রহ্মের ধারণায় নিরত হলেন, তখন (তাঁর তেজ সহ্য করতে না পেরে) ত্রিভুবন কম্পিত হতে লাগল॥ ৭৮ ॥ যখন রাজপুত্র ধ্রুব এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয়েছিলেন

[১]প্রা.পা.—স কৃত্বা দুষ্করং কর্ম। [২]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' নেই। [৩]প্রা.পা.—দিভির্জীর্ণৈঃ।

তস্মিন্নভিধ্যায়তি বিশ্বমাত্মনো
দ্বারং নিরুধ্যাসুমনন্যয়া ধিয়া।
লোকা নিরুচ্ছ্বাসনিপীড়িতা ভৃশং
সলোকপালাঃ শরণং যযুর্হরিম্॥ ৮০ ॥

দেবা উচুঃ

নৈবং বিদামো ভগবন্ প্রাণরোধং
চরাচরস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ।
বিধেহি তন্নো বৃজিনাদ্ বিমোক্ষং
প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যম্॥ ৮১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ[১]

মা ভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যয়া-
ন্নিবর্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম।
যতো হি বঃ প্রাণনিরোধ আসী-
দৌত্তানপাদির্ময়ি সংগতাত্মা॥ ৮২ ॥

তখন তাঁর অঙ্গুষ্ঠের চাপে অর্ধেক পৃথিবী টলমল করতে থাকে যেমন কোনো নৌকার ওপরে হাতি আরোহণ করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সেই নৌকা একবার বামে, একবার দক্ষিণে পর্যায়ক্রমে হেলে যেতে থাকে॥ ৭৯ ॥ ধ্রুব নিজের ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ তথা প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করে অনন্য-বুদ্ধিযোগে বিশ্বাত্মা শ্রীহরির ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এর ফলে বিশ্বভুবনের সমষ্টিপ্রাণের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা সিদ্ধ হওয়ায় সর্বজীবের শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল। তখন লোকপালগণসমেত সর্বলোক পীড়া অনুভব করে সভয়ে শ্রীহরির শরণাগত হল॥ ৮০ ॥

দেবতাগণ বললেন—হে ভগবান ! স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবের শরীরের প্রাণবায়ু একই সময়ে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এমন ঘটনা আমরা এর আগে কখনো দেখিনি। আপনি শরণাগত প্রতিপালক, আমরা আপনার শরণ নিলাম, আপনি আমাদের এই দুঃখের থেকে উদ্ধার করুন॥ ৮১ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে দেবগণ ! ভয় পেয়ো না। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব নিজের চিত্তকে বিশ্বাত্মা আমার মধ্যে লীন করে দিয়েছে। আমার সঙ্গে তার অভেদ ধারণা সিদ্ধ হয়েছে। ফলে তার প্রাণ নিরোধে তোমাদের সকল প্রাণবায়ুই রুদ্ধ হয়ে গেছে। তোমরা নিজ নিজ লোকে ফিরে যাও। আমি সেই বালককে এই দুশ্চর তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করব॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে
ধ্রুবচরিতেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
ধ্রুব চরিত্রে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮ ॥

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

ধ্রুবের বরপ্রাপ্তি এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন

মৈত্রেয় উবাচ

ত এবমুৎসন্নভয়া উরুক্রমে

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! শ্রীভগবানের এই আশ্বাসবাণী শুনে দেবতারা ভয়মুক্ত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে স্বর্গলোকে চলে গেলেন। তারপর বিরাটস্বরূপ

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীভগবানুবাচ' নেই।

কৃতাবনামাঃ প্রযযুস্ত্রিবিষ্টপম্।
সহস্রশীর্ষাপি ততো গরুত্মতা
মধোর্বনং ভৃত্যদিদৃক্ষয়া গতঃ॥ ১ ॥
স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া
হৃৎপদ্মকোশে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্।
তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য
বহিঃস্থিতং তদবস্থং দদর্শ॥ ২ ॥
তদ্দর্শনেনাগতসসাধ্বসঃ ক্ষিতা-
ববন্দতাঙ্গং বিনময্য দণ্ডবৎ।
দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভক-
শ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্॥ ৩ ॥
স তং বিবক্ষন্তমতদ্‌বিদং হরি-
র্জ্ঞাত্বাস্য সর্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ।
কৃতাঞ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা
পস্পর্শ বালং কৃপয়া কপোলে॥ ৪ ॥
স বৈ তদৈব প্রতিপাদিতাং গিরং
দৈবীং পরিজ্ঞাতপরাত্মনির্ণয়ঃ।
তং ভক্তিভাবোঽভ্যগৃণাদসত্বরং
পরিশ্রুতোরুশ্রবসং ধ্রুবক্ষিতিঃ[১]॥ ৫ ॥

ধ্রুব উবাচ

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ ৬ ॥
একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদগুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্ বিভাসি॥ ৭ ॥

ভগবানও গরুড়ে আরোহণ করে নিজভক্তকে দেখবার ইচ্ছায় মধুবনে গমন করলেন॥ ১ ॥ সেইসময় ধ্রুব যোগসাধনার পরিণত ভূমিতে অবস্থান করছিলেন এবং তজ্জনিত একাগ্র বুদ্ধিদ্বারা (জ্ঞানদৃষ্টিতে) হৃদয়কমলে শ্রীভগবানের বিদ্যুতের মতো সমুজ্জ্বল দীপ্তিশালী যে মূর্তিকে অনুভব করছিলেন, সহসা সেটি তিরোহিত হল। ধ্রুব তখন চোখ মেলে সম্মুখে তাকালেন এবং ঠিক সেইরূপেই (যেমন ধ্যানে দেখছিলেন) ভগবানকে বাইরে (বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে) অবস্থিত দেখতে পেলেন॥ ২ ॥ শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে বালক ধ্রুব যুগপৎ বিস্ময়, সম্ভ্রমবোধ ও আনন্দে আকুল হয়ে উঠলেন। তিনি মাটিতে দণ্ডবৎ লুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি ভগবানের দিকে এমন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন যেন দুই নেত্রদ্বারা তাঁকে পান করছেন, যেন নিজের মুখের দ্বারা ভগবানকে চুম্বন করছেন, যেন বাহুদ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করছেন॥ ৩ ॥ ধ্রুব কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল ভগবানের স্তুতি করেন, কিন্তু কীভাবে করতে হয় তা তাঁর জানা ছিল না। সর্বলোকের অন্তর্যামী ভগবান তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে কৃপাবশে নিজের বেদময় শঙ্খটি ধ্রুবের কপোলে স্পর্শ করালেন॥ ৪ ॥ ধ্রুব, যিনি ভবিষ্যতে অবিনশ্বর লোকে (ধ্রুবলোকে) স্থান লাভ করবেন, এইসময়ে সেই শঙ্খের স্পর্শ লাভ করামাত্র বেদময়ী দিব্য বাক্‌শক্তি লাভ করলেন এবং জীবাত্মা এবং পরমাত্মার স্বরূপও তাঁর বোধে স্ফুরিত হল। তিনি তখন পরম ভক্তিভাবে আবিষ্ট হয়ে ধীরভাবে যাঁর অনন্ত বিচিত্র যশোগাথা লোকে লোকে বহুধা কীর্তিত ও শ্রুত—সেই শ্রীহরির স্তব করতে লাগলেন॥ ৫ ॥

ধ্রুব বললেন—প্রভু ! আপনি সর্বশক্তিমান, আপনিই আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ তেজে (চিৎ-শক্তির প্রভাবে) আমার সুপ্তিমগ্ন বাণীকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন এবং আমার হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয় ও প্রাণসমূহকে সচেতন করেছেন, সেই অন্তর্যামী পুরুষোত্তম ভগবান আপনাকে আমি প্রণাম করি॥ ৬ ॥ ভগবান ! আপনি স্বরূপত এক, তথাপি আপনার অনন্ত গুণময়ী মায়াশক্তির সাহায্যে মহদাদি এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে স্বয়ং অন্তর্যামীরূপে তারই মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন এবং সেই মায়ার

[১]প্রা.পা.—স্থিতিঃ।

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ।
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্যতে কৃতবিদা কথমার্তবন্ধো॥ ৮ ॥

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎস্পর্শজং নিরয়েঽপি[১] নৃণাম্॥ ৯

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিং ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥ ১০

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ১১ ॥

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ ১২ ॥

অসৎ-গুণ যে ইন্দ্রিয়াদি সেগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে স্থিত হয়ে 'অনেক'-রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকেন, যেমন অগ্নি এক হলেও বিভিন্ন কাষ্ঠে প্রজ্বলিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হন॥ ৭ ॥ হে নাথ! সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনার শরণাগত হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আপনারই প্রদত্ত জ্ঞানের প্রভাবে সুপ্তোত্থিতের মতো এই বিশ্বকে দর্শন করেন। হে আর্তজনবান্ধব! আপনার চরণতল মুক্তপুরুষগণেরও একমাত্র আশ্রয়, (প্রাণ তথা ইন্দ্রিয়াদির সজীবতা-সঞ্চারকারীরূপে আপনার দ্বারাই সর্বভূতের যাবতীয় অভীষ্ট সম্পাদিত হয়, এই বোধসম্পন্ন, সুতরাং) কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আপনার পদমূল কীরূপেই বা বিস্মৃত হতে পারে? ॥ ৮ ॥ প্রভু! এই শবতুল্য মনুষ্যদেহদ্বারা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত যে স্থূল ভোগসুখ সম্পাদিত হয় সে তো নরকেও পাওয়া যায়। সেই বিষয়সুখের জন্য লালায়িত যে সকল ব্যক্তি জন্ম-মরণবন্ধন ছেদনকারী বাঞ্ছাকল্পতরু আপনাকে (কেবলমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তি ভিন্ন) অন্য উদ্দেশ্যে উপাসনা করে তাদের বুদ্ধি অবশ্যই আপনার মায়াশক্তির প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে॥ ৯ ॥ নাথ! আপনার চরণকমল ধ্যান অথবা আপনার ভক্তজনের পবিত্র চরিত্র শ্রবণে (অথবা, আপনার ভক্তজনের মুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণে) দেহীগণের যে পরম আনন্দ লাভ হয়, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সেরূপ হয় না। সুতরাং (স্বর্গাদি বিষয়-সুখ ভোগের নির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রান্ত হলে) কালের তরবারির আঘাতে খণ্ডিত স্বর্গীয় বিমান থেকে ভ্রষ্ট পতনশীল (বিষয়সুখাভিলাষী) ব্যক্তিগণের যে সেই অতুলনীয় সুখাস্বাদ হতেই পারে না তা বলাই বাহুল্য॥ ১০ ॥ হে অনন্তস্বরূপ! আপনার প্রতি যাঁদের ভক্তি সতত প্রবাহিত, সেই নিষ্কলুষচিত্ত ভক্ত মহাত্মাগণের সঙ্গ যেন আমি লাভ করি, তাঁদের সকাশে তাহলে আপনার গুণগান, আপনার লীলাকথারূপ অমৃতপানে মত্ত হয়ে আমি বহু দুঃখ-বিপদে পরিপূর্ণ এই ভয়ংকর সংসার সাগর অনায়াসেই পার হয়ে যাব॥ ১১ ॥ হে পদ্মনাভ প্রভু! যাঁদের চিত্ত (ভ্রমর) আপনার চরণকমলের সুগন্ধে লুব্ধ (অতএব নিয়তই তারই প্রতি ধাবিত), সেইসকল মহাপুরুষগণের সঙ্গ যাঁরা করে থাকেন তাঁরা নিজেদের এই একান্ত প্রিয় শরীর এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত পুত্র, মিত্র, গৃহ, বিত্ত বা পত্নী

[১] প্রা.পা.—নরকে।

তির্যঙ্নগদ্বিজসরীসৃপদেবদৈত্য-
মর্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্‌বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ[১] তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ॥ ১৩ ॥

কল্পান্ত[২] এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্ণন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চনলোকপদ্ম-
গর্ভে দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ॥ ১৪

ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্‌বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আসসে॥ ১৫

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যাৎ।
তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥ ১৬ ॥

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ।
অপ্যেবমর্য[৩] ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

অথাভিষ্টুত এবং বৈ সৎসংকল্পেন ধীমতা।
ভৃত্যানুরক্তো ভগবান্ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ॥ ১৮

ইত্যাদি বিষয়ের কথা আর চিন্তাও করেন না॥ ১২ ॥ হে জন্মরহিত পরমেশ্বর ! পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পর্বত, সরীসৃপ-জাতীয় জীব, দেবতা, দৈত্য এবং মানুষ প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ এবং মহত্তত্ত্বাদি বহুবিধ কারণ দ্বারা সম্পাদিত আপনার এই সদসৎ আত্মার স্থূল বিশ্বরূপটিকেই আমি জানি, এর অতীত আপনার পরমস্বরূপ যা বাক্-এরও অগোচর, আমি তার কথা কিছুই জানি না॥ ১৩ ॥ কল্পান্তে যে পরমপুরুষ (আত্মনিবিষ্ট দৃষ্টি অর্থাৎ) যোগনিদ্রামগ্ন হয়ে এই সমগ্র বিশ্বকে নিজের উদরে বিলীন করে কেবল অনন্তদেবের সঙ্গে তাঁর অঙ্কে শয়ন করে থাকেন এবং যাঁর নাভিসমুদ্র থেকে উৎপন্ন সর্বলোকময় সুবর্ণকমলের গর্ভে পরম তেজোময় দেব ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হন, সেই ভগবান আপনাকে আমি প্রণাম করি॥ ১৪ ॥ আপনি আপনার অখণ্ডিত চিৎশক্তিরূপ দৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন সকল অবস্থার দ্রষ্টা (সাক্ষীস্বরূপ) এবং নিত্যমুক্ত, শুদ্ধসত্ত্বময়, সর্বজ্ঞ, পরমাত্মস্বরূপ, নির্বিকার, আদিপুরুষ, ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন এবং গুণত্রয়ের অধীশ্বর। আপনি জীব অপেক্ষা সর্বপ্রকারেই ভিন্ন। সংসারে স্থিতির জন্য আপনি যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুরূপে বিরাজ করছেন॥ ১৫ ॥ পরস্পর বিরুদ্ধবৃত্তিসম্পন্ন বিদ্যা-অবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ শক্তি ধারাবাহিকরূপে নিরন্তর আপনার থেকে উদ্ভূত (অর্থাৎ আপনার অস্তিত্বে প্রতীয়মান) হয়ে চলেছে। আপনি জগতের কারণ, অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, আনন্দময়, নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ। আমি আপনার শরণ নিলাম॥ ১৬ ॥ হে ভগবান ! আপনি পরমানন্দমূর্তি, যে ভক্ত সাধকগণ আপনাকে এইরূপ জেনে (অন্যফলের প্রতি) কামনা শূন্য হৃদয়ে নিরন্তর আপনারই ভজনা করেন, তাঁদের কাছে রাজ্যাদি ভোগ্যবস্তু অপেক্ষা আপনার চরণকমল প্রাপ্তিই সকল সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা। এতদ্ সত্ত্বেও কিন্তু হে প্রভু, গাভী যেমন তার নবপ্রসূত বৎসকে নিজ দুগ্ধ পান করায় এবং তাকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করে, ঠিক সেই প্রকারেই ভক্তদের প্রতি করুণা-পরাধীন আপনি আমার মতো একান্ত দীন এবং সকাম জীবগণেরও কামনা পূর্ণ করে তাদের সংসার ভয় থেকে রক্ষা করে থাকেন॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয় বললেন—শুভ সংকল্পসম্পন্ন ধীমান ধ্রুব এই প্রকারে স্তব করলে ভক্তবৎসল ভগবান তাঁর প্রশংসা করে

[১]প্রা.পা.—চ বিশ্বমজ তে মহদাদ্যশেষং। [২]প্রা.পা.—স্তরে তদখি.। [৩]প্রা.পা.—মাদ্য।

শ্রীভগবানুবাচ

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্যবালক।
তৎপ্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত॥ ১৯ ॥

নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র[১] যদ্ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি[২]।
যত্র গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্॥ ২০

মেঢ্যাং গোচক্রবৎ স্থাস্নু পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্।
ধর্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ শুক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ।
চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সতারকাঃ॥ ২১ ॥

প্রস্থিতে তু বনং পিত্রা দত্ত্বা গাং ধর্মসংশ্রয়ঃ।
ষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষসাহস্রং রক্ষিতাব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২২

ত্বদ্‌ভ্রাতর্যুত্তমে নষ্টে মৃগয়ায়াং তু তন্মনাঃ।
অন্বেষন্তী বনং মাতা দাবাগ্নিং সা প্রবেক্ষ্যতি॥ ২৩

ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ।
ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা অন্তে মাং সংস্মরিষ্যসি॥ ২৪

ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্বলোকনমস্কৃতম্।
উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ততে গতঃ[৩]॥ ২৫

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যর্চিতঃ স ভগবানতিদিশ্যাত্মনঃ পদম্।
বালস্য পশ্যতো ধাম স্বমগাদ্ গরুড়ধ্বজঃ॥ ২৬

সোঽপি সংকল্পজং বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতম্।
প্রাপ্য সংকল্পনির্বাণং নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্॥ ২৭

এইরূপ বললেন॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান বললেন—শোভনব্রতধারী হে রাজকুমার! আমি তোমার হৃদয়ের সংকল্প কী, তা জানি। যদিও সেই পদ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন তবুও আমি তোমাকে তা প্রদান করছি। তোমার কল্যাণ হোক॥ ১৯ ॥ যে তেজোময় অবিনশ্বর লোকে আজ পর্যন্ত কেউ অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, যার চতুর্দিকে গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কসমূহের জ্যোতিশ্চক্র মেধীর (মেঢী)* চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান গবাদি-পশুর মতো নিত্য পরিভ্রমণ করে চলেছে, অবান্তর-কল্প-পর্যন্ত স্থায়ী লোকসমূহের বিনাশ হলেও যা বিদ্যমান থাকে এবং তারকাসমূহের সঙ্গে ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, শুক্র এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি প্রধান জ্যোতিষ্কগুলি যাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, সেই (ধ্রুব) লোক আমি তোমার জন্য নির্দিষ্ট করলাম॥ ২০-২১ ॥

ইহলোকে তোমার পিতা তোমার হাতে পৃথিবীর ভার অর্পণ করে (বানপ্রস্থ অবলম্বনে) বনে চলে গেলে তুমি ছত্রিশ হাজার বছর ধর্মপথে থেকে পৃথিবীকে পালন করবে। এই সময়ের মধ্যে তোমার ইন্দ্রিয় শক্তির কোনো হানি ঘটবে না॥ ২২ ॥ ভবিষ্যতে কোনো এক সময় তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং তার মাতা সুরুচি পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হৃদয়ে তার অন্বেষণে বনে গিয়ে দাবানলের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে॥ ২৩ ॥ যজ্ঞ আমার অতি প্রিয় মূর্তি ৎ তুমি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহুসংখ্যক যজ্ঞের দ্বারা আমার অর্চনা করবে এবং তার ফলে ইহলোকে সর্বপ্রকার সুখ ভোগ করে অন্তকালে আমাকে স্মরণ করবে॥ ২৪ ॥ অনন্তর তুমি সর্বলোকের বন্দনীয়, সপ্তর্ষিগণেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত আমার পরম ধামে গমন করবে যেখানে গেলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না॥ ২৫ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বালক ধ্রুবকর্তৃক এই প্রকারে অর্চিত হয়ে এবং তাকে নিজ পদ প্রদান করে ভগবান গরুড়ধ্বজ তাঁর চোখের সামনেই নিজের ধামে চলে গেলেন॥ ২৬ ॥ শ্রীভগবানের চরণসেবার ফলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করে ধ্রুবের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হল বটে, কিন্তু তাঁর চিত্ত বিশেষ প্রসন্ন হল না। যাই হোক, তিনি পিতার রাজধানীতে ফিরে

[১]প্রা.পা.—তত্র। [২]প্রা.পা.—স্থিতি। [৩]প্রা.পা.—যতিঃ।

*ধান, গম প্রভৃতি শস্যকে তৃণাংশ থেকে পৃথক করার জন্য গবাদি পশুর পদতলে পিষ্ট (মাড়াই) করার সময় কেন্দ্রস্থ যে স্তম্ভ বা খুঁটিতে পশুগুলিকে বন্ধন করা হয় তার নাম মেধী বা মেঢী।

বিদুর উবাচ

সুদুর্লভং যৎ পরমং পদং হরে-
র্মায়াবিনস্তচ্চরণার্চনার্জিতম্।
লব্ধ্বাপ্যসিদ্ধার্থমিবৈকজন্মনা
কথং স্বমাত্মানমমন্যতার্থবিৎ॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্।
নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং তস্মাত্তাপমুপেয়িবান্॥ ২৯॥

ধ্রুব উবাচ

সমাধিনা নৈকভবেন যৎপদং
বিদুঃ সনন্দাদয় ঊর্ধ্বরেতসঃ।
মাসৈরহং ষড়্ভিরমুষ্য পাদয়ো-
শ্ছায়ামুপেত্যাপগতঃ পৃথঙ্মতিঃ॥ ৩০ ॥

অহো বত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত।
ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বাযাচে যদন্তবৎ॥ ৩১ ॥

মতির্বিদূষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ।
যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রাহিষমসত্তমঃ॥ ৩২ ॥

দৈবীং মায়ামুপাশ্রিত্য প্রসুপ্ত ইব ভিন্নদৃক্।
তপ্যে দ্বিতীয়েঽপ্যসতি ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যহৃদ্রুজা॥ ৩৩ ॥

ময়ৈতৎ প্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি।
প্রসাদ্য জগদাত্মানং তপসা দুষ্প্রসাদনম্।
ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জিতঃ॥ ৩৪

গেলেন॥ ২৭ ॥

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ! মায়াধীশ শ্রীহরির পরম পদ অত্যন্ত দুর্লভ (অথবা শ্রীহরির পরমপদ মায়া বা কামনার অধীন নয় অর্থাৎ সকাম ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই দুর্লভ), কেবলমাত্র তাঁর শ্রীচরণ-আরাধনার দ্বারাই তা লাভ করা যেতে পারে। সার এবং অসার পদার্থের বিবেকজ্ঞানও তো ধ্রুবের পূর্ণরূপেই ছিল, তাহলে একজন্মেই সেই পরম পদ লাভ করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অকৃতার্থ ভাবলেন কেন? ॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—ধ্রুবের হৃদয় তাঁর বিমাতার বাক্য বাণে বিশেষভাবেই বিদ্ধ হয়েছিল এবং (শ্রীভগবানের নিকটে) বরপ্রার্থনার সময় পর্যন্ত তাঁর স্মৃতিতে তা জাগরূক ছিল। তারই ফলে তিনি মুক্তিদাতা শ্রীহরির কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেননি। এখন ভগবদ্দর্শনের ফলে তাঁর মনের সেই মলিনতা অপগত হওয়ায় তাঁর নিজের এই ভুলের জন্য অনুতাপ জন্মাল॥ ২৯ ॥

ধ্রুব (নিজের মনে) বলতে লাগলেন—হায়! বহুজন্মের সমাধি অনুশীলনের দ্বারা সনন্দ প্রমুখ ঊর্ধ্বরেতা সিদ্ধগণ যে পদ সাক্ষাৎকার করেছেন, আমি মাত্র ছয়মাসে সেই চরণছায়ায় উপনীত হয়েছিলাম, কিন্তু চিত্তমধ্যে অন্য বাসনা পোষণ করায় সেখান থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি॥ ৩০ ॥ আহা! হতভাগ্য আমার মূর্খতা দেখ, সংসার-পাশছেদনকারীর পাদমূলে উপস্থিত হয়েও আমি নশ্বর পদার্থই প্রার্থনা করলাম॥ ৩১ ॥ দেবতারা স্বর্গভোগের শেষে (পুণ্যফল ক্ষয়প্রাপ্ত হলে) পুনরায় মর্ত্যলোকে পতিত হয়ে থাকেন। (সম্ভবত সেইজন্যই) তাঁরা আমার এই ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ উচ্চ স্থিতি সহ্য করতে না পেরে আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিলেন। সেইজন্যই এই দুর্মতিগ্রস্ত পাষণ্ড আমি দেবর্ষি নারদের একান্ত সঙ্গত উপদেশবাণী গ্রহণ করিনি॥ ৩২ ॥ যদিও এই জগতে আত্মা-ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো পদার্থই নেই, তথাপি নিদ্রিত মানুষ যেমন স্বপ্নের মধ্যে নিজেরই কল্পিত ব্যাঘ্রাদি থেকে ভয় পায় সেইরকমই আমিও ভগবানের মায়াতে মোহিত হয়ে নিজের ভাইকে শত্রু মনে করে বৃথাই হৃদয়জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি॥ ৩৩ ॥ গতায়ু (মৃত অথবা যার আয়ুষ্কাল বিশেষ অবশিষ্ট নেই এমন) ব্যক্তির পক্ষে চিকিৎসা যেমন ব্যর্থ হয়ে থাকে ঠিক তেমনই যাঁকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য সেই বিশ্বাত্মা শ্রীহরিকে তপস্যায় প্রসন্ন করেও আমি তাঁর কাছে যা কিছু প্রার্থনা করেছি সে সবই

স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ।। ৩৫ ।।

মৈত্রেয় উবাচ

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো
রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো
যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ।। ৩৬ ।।

আকর্ণ্যাত্মজমায়ান্তং সম্পরেত্য যথাগতম্।
রাজা ন শ্রদ্দধে ভদ্রমভদ্রস্য কুতো মম।। ৩৭ ।।

শ্রদ্ধায় বাক্যং দেবর্ষের্হর্ষবেগেন ধর্ষিতঃ।
বার্তাহর্তুরতিপ্রীতো হারং প্রাদান্মহাধনম্।। ৩৮ ।।

সদশ্বং রথমারুহ্য কার্তস্বরপরিষ্কৃতম্।
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ পর্যস্তোঽমাত্যবন্ধুভিঃ[1]।। ৩৯

শঙ্খদুন্দুভিনাদেন[2] ব্রহ্মঘোষেণ বেণুভিঃ।
নিশ্চক্রাম পুরাত্তূর্ণমাত্মজাভীক্ষণোৎসুকঃ।। ৪০ ।।

সুনীতিঃ সুরুচিশ্চাস্য মহিষ্যৌ রুক্মভূষিতে।
আরুহ্য শিবিকাং সার্ধমুত্তমেনাভিজগ্মতুঃ।। ৪১

সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়েছে। হায়, আমি একান্তই ভাগ্যহীন ; সংসারবন্ধন যিনি ছেদন করেন তাঁর কাছে আমি সংসারই প্রার্থনা করেছি।। ৩৪ ।। নিতান্ত পুণ্যহীন হতভাগ্য আমি ! কোনো দরিদ্র কাঙাল যদি রাজচক্রবর্তী সম্রাটকে প্রসন্ন করে তার কাছে তুষযুক্ত চালের কণা (অর্থাৎ খুদকুঁড়ো) ভিক্ষা করে (তা হলে তা যেমন তার মূর্খতার পরিচায়ক) তেমনই আত্মানন্দ প্রদানকারী শ্রীহরির কাছে আমি মূঢ়তার বশে অহংকার বৃদ্ধির হেতুভূত উচ্চ পদাদি প্রার্থনা করেছি।। ৩৫ ।।

মৈত্রেয় বললেন—স্নেহভাজন বিদুর ! তোমার মতো যাঁরা কেবল শ্রীভগবানের পাদপদ্মের পরাগের প্রতিই সদা আসক্ত (ভগবৎসেবাপরায়ণ) এবং (শরীর যাত্রাদি নির্বাহের জন্য) বিনা প্রয়াসে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বস্তুতেই যাদের মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ হয় তাঁরা ভগবানের কাছে তাঁর দাস্য (সেবার অধিকার) ভিন্ন নিজের জন্য অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না।। ৩৬ ।।

এদিকে মহারাজ উত্তানপাদ যখন শুনলেন যে তাঁর পুত্র ধ্রুব গৃহে প্রত্যাবর্তন করছে, তখন কোনো মৃত ব্যক্তি যমালয় থেকে জীবন্ত প্রত্যাবর্তন করছে একথা শুনলে যেমন কেউ বিশ্বাস করে না তেমনই তিনি সে কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন (দুঃশীল, অন্যায়-আচরণকারী) হতভাগ্য আমার কখনো এমন সৌভাগ্য হতে পারে ? ।। ৩৭ ।। কিন্তু তখনই দেবর্ষি নারদ যা বলেছিলেন তা তাঁর মনে পড়ল এবং এই (পুত্রাগমনের) সংবাদে বিশ্বাস জন্মাল। তখন তিনি আনন্দের আবেগে অধীর হয়ে উঠলেন ; যে এই সংবাদ এনেছিল সেই বার্তাবাহককে পরমপ্রীতিভরে এক বহুমূল্য হার প্রদান করলেন।। ৩৮ ।। এরপর মহারাজ উত্তানপাদ পুত্রমুখ দর্শনের জন্য একান্ত উৎসুক চিত্তে ব্রাহ্মণ, কুলবৃদ্ধ, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এক উত্তম-অশ্বযুক্ত স্বর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করে অতি দ্রুত নগর থেকে বহির্গত হলেন। তাঁর রথের পুরোভাগে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকল এবং শঙ্খ, দুন্দুভি, বংশী প্রভৃতি বহুবিধ মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত শোভাযাত্রা তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল।। ৩৯-৪০ ।। রাজার দুই মহিষী সুনীতি এবং সুরুচি স্বর্ণালংকারে ভূষিত হয়ে রাজকুমার উত্তমকে সঙ্গে নিয়ে শিবিকারোহণে তাঁর

[1]প্রা.পা.—পরীতো। [2]প্রা.পা.—তূর্যনিনা.।

তং দৃষ্ট্বোপবনাভ্যাশ আয়ান্তং তরসা রথাৎ।
অবরুহ্য নৃপস্তূর্ণমাসাদ্য প্রেমবিহ্বলঃ॥ ৪২ ॥

পরিরেভেঽঙ্গজং দোর্ভ্যাং দীর্ঘোৎকণ্ঠমনাঃ শ্বসন্।
বিষ্বক্সেনাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শহতাশেষাঘবন্ধনম্॥ ৪৩

অথাজিঘ্রন্মুহুর্মূর্ধ্নি শীতৈর্নয়নবারিভিঃ[১]।
স্নাপয়ামাস তনয়ং জাতোদ্দামমনোরথঃ॥ ৪৪ ॥

অভিবন্দ্য[২] পিতুঃ পাদাবাশীর্ভিশ্চাভিমন্ত্রিতঃ[৩]।
ননাম মাতরৌ শীর্ষ্ণা সৎকৃতঃ সজ্জনাগ্রণীঃ॥ ৪৫

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্।
পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদগদয়া গিরা॥ ৪৬ ॥

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্॥ ৪৭ ॥

উত্তমশ্চ ধ্রুবশ্চোভাবন্যোন্যং প্রেমবিহ্বলৌ।
অঙ্গসঙ্গাদুৎপুলকাবস্রৌঘং মুহুরূহতুঃ॥ ৪৮ ॥

সুনীতিরস্য জননী প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সুতম্।
উপগুহ্য জহাবাধিং তদঙ্গস্পর্শনির্বৃতা॥ ৪৯ ॥

পয়ঃ স্তনাভ্যাং সুস্রাব নেত্রজৈঃ সলিলৈঃ শিবৈঃ।
তদাভিষিচ্যমানাভ্যাং বীর বীরসুবো মুহুঃ॥ ৫০ ॥

তাং শশংসুর্জনা রাজ্ঞীং দিষ্ট্যা তে পুত্র আর্তিহা।
প্রতিলব্ধশ্চিরং নষ্টো রক্ষিতা মণ্ডলং ভুবঃ॥ ৫১

সঙ্গে চললেন॥ ৪১ ॥ ধ্রুব উপবনের কাছে এসে পৌঁছেছেন, এই সময়ে রাজা তাঁকে দেখতে পেয়েই তৎক্ষণাৎ রথ থেকে অবতরণ করে দ্রুত তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। পুত্রকে দর্শনের জন্য তিনি দীর্ঘকাল উৎকণ্ঠিত চিত্তে ছিলেন। এখন সেই পুত্রকে কাছে পেয়ে প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দুই বাহু দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ধ্রুবও তো আর সেই আগেকার ধ্রুব ছিলেন না, ভগবান বিষ্বকসেনের পবিত্র পাদপদ্মস্পর্শে তাঁর সমস্ত পাপ-বন্ধন বিনষ্ট হয়ে গেছিল॥ ৪২-৪৩ ॥ উত্তানপাদের অনেকদিনের তীব্র মনোবাসনা আজ পরিপূর্ণ হল, তিনি বারবার পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করলে, প্রেমানন্দজনিত শীতল* নয়নজলে তাকে অভিষিক্ত করতে থাকলেন॥ ৪৪ ॥

সজ্জনদের মধ্যে যিনি পুরোভাগে স্থান পাওয়ার যোগ্য সেই ধ্রুব এরপর পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করলেন এবং পিতাও তাঁকে সস্নেহ আশীর্বাদ এবং সাদর অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত করলে তিনি অবনতমস্তকে তাঁর দুই মাতাকে প্রণাম করলেন॥ ৪৫ ॥ বিমাতা সুরুচি তাঁর চরণে প্রণত সেই বালক ধ্রুবকে বুকে টেনে নিয়ে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে 'চিরজীবী হও' বলে আশীর্বাদ করলেন॥ ৪৬ ॥ জল যেমন স্বভাবতই নিম্নগামী ঠিক তেমনই যে ব্যক্তি মৈত্রী প্রভৃতি গুণের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অর্জন করেন তাঁর কাছে সমস্ত জীবই (বিদ্বেষাদি পরিত্যাগ করে) নত হয়ে থাকে (অর্থাৎ অনুকূলভাব পোষণ করে)॥ ৪৭ ॥ এদিকে উত্তম এবং ধ্রুব—দুই ভ্রাতা (আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে) পরস্পরের দেহস্পর্শে রোমাঞ্চিত কলেবরে এবং প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন॥ ৪৮ ॥ ধ্রুবের জননী সুনীতি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে বক্ষে ধারণ করে তাঁর অঙ্গস্পর্শে আনন্দসাগরে মগ্ন হলেন এবং সকল মনোব্যথা বিস্মৃত হলেন॥ ৪৯ ॥ হে বীর বিদুর ! সেই সময়ে বীরজননী সুনীতির নয়নদ্বয় আনন্দাবেগজনিত পবিত্র অশ্রুধারায় প্লাবিত হয়ে গেছিল এবং সেই অশ্রুধারায় সিক্ত তাঁর বক্ষোদেশ থেকে স্তন্যদুগ্ধরূপে তাঁর মাতৃস্নেহই যেন ক্ষরিত হচ্ছিল॥ ৫০ ॥ সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত পৌরজন রাজমহিষী সুনীতির প্রশংসা করে এইরূপ বলতে

[১]প্রা.পা.—শান্তৈ.। [২]প্রা.পা.—বাদ্য। [৩]প্রা.পা.—চানুম.।

*প্রেম বা আনন্দের কারণে উৎপন্ন অশ্রু শীতল, শোক সঞ্জাত অশ্রু উষ্ণ।

অভ্যর্চিতস্ত্বয়া নূনং ভগবান্ প্রণতার্তিহা।
যদনুধ্যায়িনো ধীরা মৃত্যুং জিগ্যুঃ সুদুর্জয়ম্॥ ৫২

লাল্যমানং জনৈরেবং ধ্রুবং সভ্রাতরং নৃপঃ।
আরোপ্য করিণীং হৃষ্টঃ স্তূয়মানোঽবিশৎ পুরম্॥ ৫৩

তত্র তত্রোপসংক্লৃপ্তৈর্লসন্মকরতোরণৈঃ।
সবৃন্দৈঃ[১] কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈশ্চ তদ্বিধৈঃ॥ ৫৪

চূতপল্লববাসঃস্রঙ্মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ।
উপস্কৃতং প্রতিদ্বারমপাং কুম্ভৈঃ সদীপকৈঃ॥ ৫৫

প্রাকারৈর্গোপুরাগারৈঃ শাতকুম্ভপরিচ্ছদৈঃ।
সর্বতোঽলংকৃতং শ্রীমদ্‌বিমানশিখরদ্যুভিঃ॥ ৫৬

মৃষ্টচত্বররথ্যাট্টমার্গং চন্দনচর্চিতম্।
লাজাক্ষতৈঃ পুষ্পফলৈস্তণ্ডুলৈর্বলিভির্যুতম্॥ ৫৭

ধ্রুবায় পথি দৃষ্টায় তত্র তত্র পুরস্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধার্থাক্ষতদধ্যম্বুদূর্বাপুষ্পফলানি চ॥ ৫৮

উপজহ্রুঃ প্রযুঞ্জানা বাৎসল্যাদাশিষঃ সতীঃ।
শৃণ্বংস্তদ্‌বল্গুগীতানি প্রাবিশদ্ভবনং পিতুঃ॥ ৫৯

লাগল—'মহারানি, সৌভাগ্যবশে আপনার দীর্ঘদিনের হারিয়ে যাওয়া পুত্র ফিরে এসেছেন, (ইনি তো শুধু আপনার পুত্রই নন) ইনি আমাদের সকলের দুঃখ হরণ করবেন, রক্ষা করবেন সমগ্র পৃথিবীকে॥ ৫১ ॥ আপনি নিশ্চয়ই প্রণত ক্লেশনাশন ভগবান শ্রীহরির সম্যক আরাধনা করেছিলেন, তাঁকে মরণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা ধীমান ব্যক্তিরা সুদুর্জয় মৃত্যুকে পর্যন্ত নির্জিত করে থাকেন (সুতরাং আপনিও যে অজানার সন্ধানে বহির্গত নিরুদ্দিষ্ট বালক পুত্রকে ফিরে পেয়েছেন—এও সেই হরি আরাধনারই ফল।)॥ ৫২ ॥'

বিদুর! এইভাবে যখন সকল লোক ধ্রুবের প্রতি তাদের আন্তরিক প্রীতি প্রসন্নতা প্রকাশ করছিল সেইসময় রাজা উত্তানপাদ তাঁকে উত্তমসহ একটি হস্তিনীর উপরে আরোহণ করিয়ে পরমানন্দিত হৃদয়ে নিজের পুরে প্রত্যাবর্তন করলেন, সকল পুরবাসী তখন রাজার সৌভাগ্যোদয়ে সহর্ষ সাধুবাদ উচ্চারণ করতে লাগল॥ ৫৩ ॥ (ধ্রুবের অভ্যর্থনার জন্য) নগরের বিভিন্ন স্থানে সুদৃশ্য মকরাকৃতি তোরণ নির্মিত হয়েছিল এবং (সকল গৃহের দ্বারে) ফল-পত্রাদি সমন্বিত স্তম্ভাকৃতি কদলীবৃক্ষ এবং নাতিদীর্ঘ সুপারিবৃক্ষ শোভা পাচ্ছিল॥ ৫৪ ॥ গৃহসমূহের বহির্দ্বারে দীপ এবং জলপূর্ণ কলস রক্ষিত ছিল এবং সেগুলি আম্রপল্লব, নববস্ত্র, পুষ্পমাল্য এবং লম্বিত মুক্তাদামে নিপুণভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল॥ ৫৫ ॥ সেই নগরীর প্রাকার, গোপুর (উচ্চতোরণ বিশিষ্ট বিশাল দ্বার) এবং গৃহসমূহ স্বর্ণাস্তরণে মণ্ডিত (সোনার পাতে মোড়া) থাকায় সেগুলির শিখরদেশ রথের চূড়ার মতো দীপ্তি পাচ্ছিল এবং তার ফলে নগরীর শোভাও বৃদ্ধি পেয়েছিল॥ ৫৬ ॥ নগরের চত্বর, রাজপথ ও অন্যান্য সাধারণ পথ এবং অট্টালিকাসমূহ বিশেষভাবে পরিষ্কৃত করে সেগুলিতে চন্দন (বাসিত জল) সেচন করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন স্থানে খৈ, আতপচাল, পুষ্প, ফল, তণ্ডুল (সিদ্ধচাল) এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক উপহার দ্রব্য সাজিয়ে রাখা হয়েছিল॥ ৫৭ ॥ ধ্রুব নগরীর রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে তাঁকে দর্শনের জন্য সমবেত সেখানকার সাধ্বী পুরস্ত্রীগণ বাৎসল্যবশে তাঁর প্রতি স্নেহাশীর্বাদ উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং শ্বেত সর্ষপ, আতপ চাল, দধি, জল, দূর্বা, পুষ্প এবং ফল প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য তাঁর ওপরে বর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁদের উচ্চারিত মধুর

[১] প্রা.পা.—সবৃন্তৈঃ।

মহামণিব্রাতময়ে স তস্মিন্ ভবনোত্তমে।
লালিতো নিতরাং পিত্রা ন্যবসদ্দিবি দেববৎ॥ ৬০

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ।
আসনানি মহার্হাণি যত্র রৌক্মা উপস্করাঃ॥ ৬১

যত্র স্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ।
মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ॥ ৬২

উদ্যানানি চ রম্যাণি বিচিত্রৈরমরদ্রুমৈঃ।
কূজদ্‌বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ॥ ৬৩

বাপ্যো বৈদূর্যসোপানাঃ পদ্মোৎপলকুমুদ্বতীঃ।
হংসকারণ্ডবকুলৈর্জুষ্টাশ্চক্রাহ্বসারসৈঃ॥ ৬৪

উত্তানপাদো রাজর্ষিঃ প্রভাবং তনয়স্য তম্।
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাদ্ভুততমং প্রপেদে বিস্ময়ং পরম্॥ ৬৫

বীক্ষ্যোঢ়বয়সং তং[1] চ প্রকৃতীনাং চ সম্মতম্।
অনুরক্তপ্রজং রাজা ধ্রুবং চক্রে ভুবঃ পতিম্॥ ৬৬

আত্মানং চ প্রবয়সমাকলয্য বিশাম্পতিঃ।
বনং বিরক্তঃ প্রাতিষ্ঠদ্‌বিমৃশন্নাত্মনো গতিম্॥ ৬৭

মঙ্গলগীত শুনতে শুনতে ধ্রুব তাঁর পিতৃভবনে প্রবেশ করলেন॥ ৫৮-৫৯ ॥

মণিমুক্তাদিখচিত সেই সুরম্য রাজভবনে ধ্রুব পিতার আদরে পরম সুখে স্বর্গে দেবতার মতো বাস করতে লাগলেন॥ ৬০ ॥ দুগ্ধফেননিভ কোমল ও শুভ্রশয্যা, গজদন্ত নির্মিত পালঙ্ক, স্বর্ণসূত্রের কারুকার্য সমন্বিত পরিচ্ছদ, বহুমূল্য আসন এবং বহুবিধ স্বর্ণনির্মিত উপকরণে সেই গৃহ পরিপূর্ণ ছিল॥ ৬১ ॥ সেখানে মরকতমণি ও স্ফটিক দ্বারা রচিত গৃহগাত্রে উৎকীর্ণ রত্নময় স্ত্রীমূর্তি আকারবিশিষ্ট দীপাধারসমূহে মণিময় প্রদীপ আলোক বিস্তার করত॥ ৬২ ॥ সেই পুরীর চারপাশে বহুপ্রকারের দিব্য বৃক্ষে সুশোভিত মনোরম উদ্যান ছিল, বিহঙ্গ-মিথুনের কলকূজনে এবং মত্ত ভ্রমরকুলের গুঞ্জনে সেই উদ্যানগুলি সর্বদাই মুখরিত থাকত॥ ৬৩ ॥ সেই উদ্যানসমূহের মধ্যে অনেক সুরম্য জলাশয় ছিল, সেগুলির সোপান ছিল বৈদূর্যমণি দ্বারা নির্মিত এবং সেগুলিতে পদ্ম (রক্তবর্ণের পদ্ম), উৎপল (নীলপদ্ম) এবং কুমুদ (শ্বেতপদ্ম) প্রভৃতি পুষ্প বিকশিত ছিল এবং হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষী সর্বদাই সেখানে বিহার করত॥ ৬৪ ॥

রাজর্ষি উত্তানপাদ নিজপুত্রের অতি আশ্চর্য প্রভাবের কথা পূর্বেই দেবর্ষি নারদের কাছে শুনেছিলেন এখন নিজে তা প্রত্যক্ষ করে পরম বিস্ময়াক্রান্ত হলেন॥ ৬৫ ॥ এরপর ধ্রুবের যৌবনকাল উপস্থিত হয়েছে দেখে এবং অমাত্যাদি রাজপ্রকৃতি তাঁকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে থাকেন এবং প্রজাবৃন্দও তাঁর প্রতি অনুরক্ত একথা উপলব্ধি করে রাজা তাঁকে পৃথিবীর পালনকর্তা (অর্থাৎ রাজপদে)-রূপে অভিষিক্ত করলেন॥ ৬৬ ॥ অবশেষে রাজা উত্তানপাদ নিজের বৃদ্ধাবস্থা বিবেচনা করে সকল সাংসারিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করলেন এবং কেবল আত্মস্বরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে বনে প্রস্থান করলেন॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে
ধ্রুবরাজ্যাভিষেকবর্ণনং[2] নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯ ॥
শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
ধ্রুবের রাজ্য-অভিষেক নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

---

[1]প্রা.পা.—পুত্রং প্রকৃ.। [2]প্রা.পা.—ধ্রুবচরিতে নবরাজ্যা.।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

উত্তমের মৃত্যু এবং যক্ষগণের সঙ্গে ধ্রুবের যুদ্ধ

মৈত্রেয় উবাচ

প্রজাপতের্দুহিতরং শিশুমারস্য বৈ ধ্রুবঃ।
উপযেমে ভ্রমিং[1] নাম তৎসুতৌ কল্পবৎসরৌ॥ ১

ইলায়ামপি ভার্যায়াং বায়োঃ পুত্র্যাং মহাবলঃ।
পুত্রমুৎকলনামানং যোষিদ্রত্নমজীজনৎ[2]॥ ২ ॥

উত্তমস্ত্বকৃতোদ্বাহো মৃগয়ায়াং বলীয়সা।
হতঃ পুণ্যজনেনাদ্রৌ তন্মাতাস্য গতিং গতা॥ ৩ ॥

ধ্রুবো ভ্রাতৃবধং শ্রুত্বা কোপামর্ষশুচার্পিতঃ[3]।
জৈত্রং স্যন্দনমাস্থায় গতঃ পুণ্যজনালয়ম্॥ ৪ ॥

গত্বোদীচীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাম্।
দদর্শ হিমবদ্দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসংকুলাম্॥ ৫ ॥

দধ্মৌ শঙ্খং বৃহদ্বাহুঃ খং দিশশ্চানুনাদয়ন্।
যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষত্তরুপদেব্যোঽত্রসন্ ভৃশম্॥ ৬ ॥

ততো নিষ্ক্রম্য বলিন উপদেবমহাভটাঃ[4]।
অসহন্তস্তন্নিনাদমভিপেতুরুদায়ুধাঃ॥ ৭ ॥

স তানাপততো বীর উগ্রধন্বা মহারথঃ।
একৈকং যুগপৎসর্বানহন্ বাণৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥ ৮ ॥

তে বৈ ললাটলগ্নৈস্তৈরিষুভিঃ সর্ব এব হি।
মত্বা নিরস্তমাত্মানমাশংসন্[5] কর্ম তস্য তৎ॥ ৯ ॥

তেঽপি চামুমমৃষ্যন্তঃ পাদস্পর্শমিবোরগাঃ।
শরৈরবিধ্যন্ যুগপদ্ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ॥ ১০ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! ধ্রুব শিশুমার প্রজাপতির কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করলেন এবং তাঁর গর্ভে কল্প এবং বৎসর নামে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হল॥ ১ ॥ বায়ুর কন্যা ইলা মহাবলী ধ্রুবের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন, তাঁর গর্ভে উৎকল নামে এক পুত্র এবং একটি কন্যারত্ন উৎপন্ন হয়॥ ২ ॥ উত্তম তখনও পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন, এই সময়ে একদিন তিনি মৃগয়ায় গিয়ে হিমালয় পর্বতে এক বলশালী যক্ষ দ্বারা নিহত হন। তাঁর মাতা সুরুচিও সেই একই গতি লাভ করেন (বনমধ্যে দাবানলে মৃত্যুমুখে পতিত হন)॥ ৩ ॥

ধ্রুব ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা এবং শোকে অত্যন্ত অধীর হয়ে জয়-রথে আরোহণ করে যক্ষদের বাসভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন॥ ৪ ॥ উত্তর দিকে গিয়ে তিনি হিমালয়ের উপত্যকায় যক্ষগণে আকীর্ণ অলকাপুরী দেখতে পেলেন, ভূত-প্রেত-পিশাচাদি রুদ্রানুচরেরাও সেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল॥ ৫ ॥ বিদুর! সেখানে পৌঁছে মহাবাহু ধ্রুব শঙ্খধ্বনি করলেন, সেই ধ্বনিতে আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সেই শব্দ শুনে যক্ষ-স্ত্রীগণের দৃষ্টি শংকাকুল হয়ে উঠল, তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল॥ ৬ ॥ মহাবলশালী যক্ষবীররা সেই শব্দ সহ্য করতে না পেরে উদ্যত-অস্ত্রে সেই নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ধ্রুবের দিকে ধাবিত হল॥ ৭ ॥ হে মহাবীর বিদুর! ধ্রুবও মহাধনুর্ধর মহারথী ছিলেন। তিনি সেই আক্রমণকারী সেনাদের প্রত্যেককে একই সময়ে তিন-তিনটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন॥ ৮ ॥ সেই যক্ষসেনারা যখন নিজেদের ললাটে তিন-তিনটি বাণ বিদ্ধ হয়েছে দেখল, তখন তাদের মনে এই যুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা উদিত হল; তবে তারা ধ্রুবের এই অসাধারণ বীরত্বের প্রশংসাও করতে লাগল॥ ৯ ॥ সাপ যেমন কারো পদাঘাত সহ্য করতে পারে না সেইরকম তারাও ধ্রুবের এই পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে, তার প্রত্যুত্তরে একই সঙ্গে এর দ্বিগুণ —অর্থাৎ প্রত্যেকে ছয়-ছয়টি করে বাণের দ্বারা ধ্রুবকে বিদ্ধ

---

[1]প্রা.পা.—ভূতিং। [2]প্রা.পা.—যোগেশ্বরমজী.। [3]প্রা.পা.—ক্রোধাম.। [4]প্রা.পা.—উপদেবা মহাভয়াঃ। [5]প্রা.পা.—নং শশংসুঃ কর্ম।

ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাসশূলপরশ্বধৈঃ।
শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুশুণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি॥ ১১ ॥

অভ্যবর্ষন্ প্রকুপিতাঃ সরথং সহসারথিম্।
ইচ্ছন্তস্তৎপ্রতীকর্তুমযুতানি ত্রয়োদশ॥ ১২ ॥

ঔত্তানপাদিঃ[১] স তদা শস্ত্রবর্ষেণ ভূরিণা।
ন উপাদৃশ্যতচ্ছন্ন আসারেণ যথা গিরিঃ॥ ১৩ ॥

হাহাকারস্তদৈবাসীৎ সিদ্ধানাং দিবি পশ্যতাম্।
হতোঽয়ং মানবঃ সূর্যো মগ্নঃ পুণ্যজনার্ণবে॥ ১৪ ॥

নদৎসু যাতুধানেষু জয়কাশিষ্বথো মৃধে।
উদতিষ্ঠদ্রথস্তস্য নীহারাদিব ভাস্করঃ॥ ১৫ ॥

ধনুর্বিস্ফূর্জয়ন্ দিব্যং[২] দ্বিষতাং খেদমুদ্বহন্।
অস্ত্রৌঘং ব্যধমদ্‌বাণৈর্ঘনানীকমিবানিলঃ॥ ১৬ ॥

তস্য তে চাপনির্মুক্তা ভিত্ত্বা বর্মাণি রক্ষসাম্।
কায়ানাবিবিশুস্তিগ্মা গিরীনশনয়ো যথা॥ ১৭ ॥

ভল্লৈঃ সংছিদ্যমানানাং শিরোভিশ্চারুকুণ্ডলৈঃ।
উরুভির্হেমতালাভৈর্দোর্ভির্বলয়বল্গুভিঃ॥ ১৮ ॥

হারকেয়ূরমুকুটৈরুষ্ণীষৈশ্চ মহাধনৈঃ।
আস্তৃতাস্তা রণভুবো রেজুর্বীরমনোহরাঃ॥ ১৯ ॥

হতাবশিষ্টা ইতরে রণাজিরাদ্
রক্ষোগণাঃ ক্ষত্রিয়বর্যসায়কৈঃ।
প্রায়ো বিবৃক্‌ণাবয়বা[৩] বিদুদ্রুবু-
র্মৃগেন্দ্রবিক্রীড়িতযূথপা ইব॥ ২০ ॥

অপশ্যমানঃ স তদাততায়িনং
মহামৃধে কংচন মানবোত্তমঃ।
পুরীং দিদৃক্ষন্নপি[৪] নাবিশদ্ দ্বিষাং
ন মায়িনাং বেদ চিকীর্ষিতং জনঃ॥ ২১ ॥

করল॥ ১০ ॥ যক্ষ-যোদ্ধাগণের সংখ্যা ছিল ত্রয়োদশ অযুত (১,৩০,০০০)। তারা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ধ্রুবের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সকলে একযোগে রথ এবং সারথিসহ তাঁর প্রতি পরিঘ, খড়্গ, প্রাস, শূল, কুঠার, শক্তি, ঋষ্টি, ভূশুণ্ডী এবং বিচিত্র পুঙ্খযুক্ত বাণ বর্ষণ করতে লাগল॥ ১১-১২ ॥ এই ভীষণ শরবর্ষণে উত্তানপাদপুত্র ধ্রুব সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন, যেমন প্রবল বর্ষাধারায় পর্বত লোকচক্ষুর অদৃশ্য হয়ে যায় সেই রকম ধ্রুবকেও তখন আর দেখা যাচ্ছিল না॥ ১৩ ॥ আকাশমার্গে অবস্থান করে যে সকল সিদ্ধপুরুষ এই যুদ্ধ দর্শন করছিলেন, তাঁরা এই সময় (ধ্রুবের মৃত্যু হয়েছে ভেবে) 'হায় হায়' করে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন— 'সূর্যের মতো মহাতেজস্বী এই মানব আজ যক্ষ সেনা-সাগরে অস্ত গেল'॥ ১৪ ॥ যক্ষগণও নিজেদের বিজয় ঘোষণা করে যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহনাদ করতে লাগল। এমন সময় কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের মতো ধ্রুবের রথ (যক্ষ সৈন্যসঙ্ঘকে বিদীর্ণ করে) পুনরায় (স্বমহিমায়) প্রকাশিত হল॥ ১৫ ॥ দিব্য ধনুকের টংকার শব্দে শত্রুদের মনে (যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে) হতাশার সঞ্চার করে, প্রবল বায়ু যেমন মেঘপুঞ্জকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তেমনই ধ্রুবও প্রচণ্ড বাণবর্ষণে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন॥ ১৬ ॥ (ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত) বজ্র যেমন পর্বতগাত্রে প্রবিষ্ট হয়, ধ্রুবের ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণগুলিও তেমনই যক্ষ-রাক্ষসদের বর্ম ভেদ করে তাদের দেহে প্রবিষ্ট হতে লাগল॥ ১৭ ॥ হে বিদুর! তখন সেই যুদ্ধক্ষেত্র ভল্লাস্ত্রের আঘাতে ছিন্ন সুন্দর-কুণ্ডলমণ্ডিত শির, স্বর্ণময় তালবৃক্ষের মতো ছিন্ন উরু, বলয় বিভূষিত বাহু, হার, কেয়ূর, মুকুট, বহুমূল্য উষ্ণীষ প্রভৃতি দ্বারা পরিকীর্ণ হয়ে এক ভীমকান্ত শোভা ধারণ করল যা কেবল মহাবীরগণের পক্ষেই উপভোগ্য (দুর্বলচিত্তদের পক্ষে নয়)॥ ১৮-১৯ ॥ সেই যুদ্ধে যে যক্ষগণ কোনোপ্রকারে জীবিত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছিল তাদেরও প্রায় সকলেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ধ্রুবের শরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিল। তারা তখন সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত গজ-যূথাধিপতির মতো রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল॥ ২০ ॥ নরশ্রেষ্ঠ ধ্রুব যখন দেখলেন সেই বিশাল রণক্ষেত্রে

[১]প্রা.পা.—অথ ঔত্তানপাদিঃ সশস্ত্র.। [২]প্রা.পা.—বিস্ফারয়ন্নুগ্রং দ্বিষ.। [৩]প্রা.পা.—নিকৃত্তাবয়বাঃ।
[৪]প্রা.পা.—ক্ষন্নিব।

ইতি ব্রুবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং
যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ।
শুশ্রাব শব্দং জলধেরিবেরিতং
নভস্বতো দিক্ষু রজোঽন্বদৃশ্যত॥ ২২ ॥

ক্ষণেনাচ্ছাদিতং ব্যোম ঘনানীকেন সর্বতঃ।
বিস্ফুরত্তড়িতা দিক্ষু ত্রাসয়ৎ স্তনয়িত্নুনা॥ ২৩ ॥

ববৃষূ রুধিরৌঘাসৃক্‌পূয়বিণ্মূত্রমেদসঃ।
নিপেতুর্গগনাদস্য কবন্ধান্যগ্রতোঽনঘ॥ ২৪ ॥

ততঃ খেঽদৃশ্যত গিরির্নিপেতুঃ সর্বতোদিশম্।
গদাপরিঘনিস্ত্রিংশমুসলাঃ সাশ্মবর্ষিণঃ[১]॥ ২৫ ॥

অহয়োঽশনিনিঃশ্বাসা বমন্তোঽগ্নিং রুষাক্ষিভিঃ।
অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ॥ ২৬ ॥

সমুদ্র ঊর্মিভির্ভীমঃ প্লাবয়ন্ সর্বতো ভুবম্।
আসসাদ মহাহ্রাদঃ কল্পান্ত ইব ভীষণঃ॥ ২৭ ॥

এবংবিধান্যনেকানি ত্রাসনান্যমনস্বিনাম্।
সসৃজুস্তিগ্মগতয় আসুর্যা মায়য়াসুরাঃ॥ ২৮ ॥

ধ্রুবে প্রযুক্তামসুরৈস্তাং মায়ামতিদুস্তরাম্।
নিশম্য তস্য মুনয়ঃ শমাশংসন্ সমাগতাঃ॥ ২৯ ॥

মুনয়[২] ঊচুঃ

ঔত্তানপাদে ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা
দেবঃ ক্ষিণোত্বনতার্তিহরো বিপক্ষান্।

একজনও অস্ত্রধারী সম্ভাব্য আততায়ী অবশিষ্ট নেই, তখন তাঁর যক্ষদের রাজধানী অলকাপুরী দর্শন করার ইচ্ছা হল। কিন্তু তিনি সেই পুরীতে প্রবেশ করলেন না। 'মায়াবীরা যে কী করতে চায় তা মানুষের পক্ষে বোঝা অত্যন্ত দুষ্কর'—সারথিকে এই কথা বলে তিনি তাঁর সেই বিচিত্র রথেই অবস্থান করতে লাগলেন এবং শত্রুদের পুনরাক্রমণের আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে রইলেন। এরই মধ্যে তিনি সমুদ্রের গর্জনের মতো গম্ভীর শব্দ শুনতে পেলেন এবং প্রবল বায়ুবেগে চারিদিক ধূলি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়ে যেতে দেখলেন॥ ২১-২২ ॥ মুহূর্তমধ্যে সমগ্র আকাশ ঘন মেঘে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল এবং ভয়ংকর বজ্রগর্জনে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করে বিদ্যুৎ চমকিত হতে লাগল॥ ২৩ ॥ নিষ্পাপ বিদুর! সেই মেঘসমূহ থেকে রক্তধারা, শ্লেষ্মা, পূয (পুঁজ), বিষ্ঠা, মূত্র এবং মেদ বর্ষিত হতে লাগল এবং ধ্রুবের সম্মুখে বহুসংখ্যক কবন্ধ (মুণ্ডহীন) দেহ আকাশ থেকে পতিত হল॥ ২৪ ॥ এরপর আকাশে একটি পর্বত দেখা গেল এবং চারিদিকে প্রবল প্রস্তরখণ্ড বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে গদা, পরিঘ, তরবারি এবং মুষল পতিত হতে লাগল॥ ২৫ ॥ (তিনি দেখলেন) বজ্রনির্ঘোষের মতো ভয়ংকর নিঃশ্বাস গর্জনের সঙ্গে ক্রুদ্ধ চক্ষু থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে করতে বহুসংখ্যক সর্প এবং দলে দলে মত্ত হস্তী, সিংহ এবং ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে আসছে॥ ২৬ ॥ (তাঁর আরও মনে হল) যেন প্রলয়কালীন মহাভয়ংকর সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ প্লাবিত করে ভৈরবগর্জনে তাঁকে গ্রাস করতে আসছে॥ ২৭ ॥ কুটিল-স্বভাব অসুররা (যক্ষগণ) তাদের আসুরী মায়ার সাহায্যে এই প্রকারের বহু বিচিত্র মায়িক উৎপাত সৃষ্টি করল যা কাপুরুষগণের চিত্তে ত্রাস উৎপাদন করার পক্ষে যথেষ্ট॥ ২৮ ॥ ধ্রুবের উপরে অসুররা তাদের অতি দুস্তর মায়া বিস্তীর্ণ করেছে এই কথা শুনে মুনিগণ সেখানে এসে তাঁর মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন॥ ২৯ ॥

মুনিগণ বললেন—উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব! প্রণত-ক্লেশনাশন ভগবান শার্ঙ্গধন্বা নারায়ণ তোমার শত্রুগণকে সংহার করুন। তাঁর নামেরই এমন মহিমা যে কেবলমাত্র তা

[১]প্রা.পা.—বর্ষণাঃ। [২]প্রাচীন বইয়ে 'মুনয় ঊচুঃ' নেই।

যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য চাদ্ধা
লোকোঽঞ্জসা তরতি দুস্তরমঙ্গ মৃত্যুম্॥ ৩০ ॥

শুনলে অথবা কীর্তন করলেই মানুষ দুস্তর মৃত্যুকেও অনায়াসেই উত্তীর্ণ করতে পারে (সুতরাং ভগবদাশ্রিত তোমার পক্ষে এই কপট মায়াজাল কোনপ্রকারেই ভীতি বা ক্ষতির কারণ হতে পারে না।) ॥ ৩০ ॥

———०———

ইতি[১] শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
চতুর্থস্কন্ধের দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

———०———

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ

মৈত্রেয় [২]উবাচ

নিশম্য গদতামেবমৃষীণাং ধনুষি ধ্রুবঃ।
সংদধেঽস্ত্রমুপস্পৃশ্য যন্নারায়ণনির্মিতম্॥ ১ ॥
সংধীয়মান এতস্মিন্মায়া গুহ্যকনির্মিতাঃ।
ক্ষিপ্রং বিনেশুর্বিদুর ক্লেশা জ্ঞানোদয়ে যথা ॥ ২ ॥
তস্যার্ষাস্ত্রং[৩] ধনুষি প্রযুঞ্জতঃ
সুবর্ণপুঙ্খাঃ কলহংসবাসসঃ।
বিনিঃসৃতা[৪] আবিবিশুর্দ্বিষদ্‌বলং
যথা বনং ভীমরবাঃ শিখণ্ডিনঃ॥ ৩ ॥
তৈস্তিগ্মধারৈঃ প্রধনে শিলীমুখৈ-
রিতস্ততঃ পুণ্যজনা উপদ্রুতাঃ।
তমভ্যধাবন্ কুপিতা উদায়ুধাঃ
সুপর্ণমুন্নদ্ধফণা ইবাহয়ঃ॥ ৪ ॥
স তান্ পৃষৎকৈরভিধাবতো মৃধে
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরোদরান্।
নিনায় লোকং পরমর্কমণ্ডলং

মৈত্রেয় বললেন—শুভাকাঙ্ক্ষী ঋষিদের এই কথা শ্রবণ করে ধ্রুব আচমন করে নিজের ধনুকে নারায়ণ-কর্তৃক নির্মিত নারায়ণাস্ত্র যোজনা করলেন॥ ১ ॥ হে বিদুর ! জ্ঞানের উদয়ে যেমন অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ নষ্ট হয়ে যায় ঠিক তেমনই সেই বাণ সন্ধান করামাত্রই যক্ষদের সৃষ্ট সেই বিবিধ প্রকারের মায়াজাল মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হল॥ ২ ॥ ঋষিবর নারায়ণের আবিষ্কৃত সেই অস্ত্র ধ্রুবের ধনুকে যোজিত হওয়া মাত্র তার থেকে বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণ নির্গত হল। স্বর্ণময় পুঙ্খ এবং রাজহংসের পক্ষযুক্ত এই সকল বাণ—ময়ূর যেমন উচ্চরবে কেকাধ্বনি করতে করতে বনে প্রবিষ্ট হয়—তেমনই তীব্র শব্দের সঙ্গে শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল॥ ৩ ॥ ধ্রুবের সেই তীক্ষ্ণধার বাণগুলির আঘাতে যক্ষরা যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল। তখন তারা বিষম ক্রোধে নিজেদের অস্ত্র উদ্যত করে, সর্পগণ যেমন ফণা উদ্যত করে গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, সেইরকম চারিদিক থেকে ধ্রুবের প্রতি ধাবিত হল॥ ৪ ॥ তাদেরকে নিজের দিকে আসতে দেখে ধ্রুবও তাঁর বাণসমূহের দ্বারা তাদের বাহু, উরু, স্কন্ধ, উদর প্রভৃতি অঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে তাদের সেই পরম লোকে (সত্যলোকে) প্রেরণ করলেন যেখানে ঊর্ধ্বরেতা মুনিগণ সূর্যমণ্ডল ভেদ করে গমন করে

[১]প্রাচীন বইয়ে এখানে অধ্যায় শেষ হয়নি। [২]প্রা.পা.—সূত উবাচ। [৩]প্রা.পা.—তস্যাপাথাস্ত্রং। [৪]প্রা.পা.—সৃতাশ্চাবিবি.।

ব্রজন্তি নির্ভিদ্য যমূর্ধ্বরেতসঃ॥ ৫ ॥

তান্ হন্যমানানভিবীক্ষ্য গুহ্যকা-
ননাগসশ্চিত্ররথেন ভূরিশঃ।
ঔত্তানপাদিং কৃপয়া পিতামহো
মনুর্জগাদোপগতঃ[১] সহর্ষিভিঃ॥ ৬ ॥

মনুরুবাচ

অলং বৎসাতিরোষেণ তমোদ্বারেণ পাপ্মনা।
যেন পুণ্যজনানেতানবধীস্ত্বমনাগসঃ॥ ৭ ॥

নাস্মৎকুলোচিতং তাত কর্মৈতৎ সদ্‌বিগর্হিতম্।
বধো যদুপদেবানামারব্ধস্তেঽকৃতৈনসাম্॥ ৮ ॥

নন্বেকস্যাপরাধেন প্রসঙ্গাদ্[২] বহবো হতাঃ।
ভ্রাতুর্বধাভিতপ্তেন ত্বয়াঙ্গ ভ্রাতৃবৎসল॥ ৯ ॥

নায়ং মার্গো হি সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্তিনাম্।
যদাত্মানং পরাগ্‌গৃহ্য পশুবদ্ভূতবৈশসম্॥ ১০ ॥

সর্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্।
আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্॥ ১১

স ত্বং হরেরনুধ্যাতস্তৎপুংসামপি সম্মতঃ।
কথং ত্ববদ্যং কৃতবাননুশিক্ষন্ সতাং ব্রতম্॥ ১২ ॥

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু।
সমত্বেন চ সর্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি॥ ১৩ ॥

থাকেন॥ ৫ ॥ বিচিত্র রথে আরোহণ করে ধ্রুব এইভাবে বহুসংখ্যক নিরপরাধ যক্ষকে বধ করছেন দেখে তাঁর পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনুর মনে তাদের প্রতি অত্যন্ত করুণা জন্মাল। তিনি তখন ঋষিগণের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং নিজের পৌত্র এবং উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবকে এইরূপ বলতে লাগলেন॥ ৬ ॥

মনু বললেন—বৎস! এবার ক্ষান্ত হও! অতিরিক্ত ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। যে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তুমি এই নিরপরাধ যক্ষদের বধ করলে তা প্রকৃতপক্ষে পাপস্বরূপ এবং নরকের দ্বার॥ ৭ ॥ স্নেহভাজন পৌত্র! তুমি এই যে নির্দোষ যক্ষদের সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছ তা কিন্তু আমাদের বংশের পক্ষেও উপযুক্ত নয়, সাধুপুরুষরাও এই ধরনের কাজের নিন্দা করে থাকেন॥ ৮ ॥ দেখ, বৎস! তোমার নিজের ভ্রাতা উত্তমের প্রতি তোমার যে গভীর প্রীতি এবং স্নেহ তাতে দোষ বা আপত্তিকর কিছু নেই (বরং তা একান্ত প্রশংসার্হ), কিন্তু তার নিধনে সন্তপ্ত হয়ে তুমি একজনের অপরাধে (কারণ এরা সকলেই তোমার ভ্রাতার হত্যাকারী নয়) ক্রমশ ঘটনাপ্রসঙ্গে এতজনের প্রাণ বিনাশ করলে॥ ৯ ॥ (বোধ-বুদ্ধিহীন) পশুদের মতো এই জড় দেহটিকেই আত্মা মনে করে এরই জন্য অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি হিংসা-আচরণ ভগবৎসেবী সাধুজনের পক্ষে উপযুক্ত নয়॥ ১০ ॥ ভগবান হরির আরাধনা সহজসাধ্য নয়, কিন্তু বৎস! তুমি তো বাল্যবয়সেই সর্বভূতে আত্মবোধের প্রসাররূপ সাধনার দ্বারা সেই সর্বভূতের আশ্রয়স্থল-স্বরূপ শ্রীহরিকে আরাধনা করে তাঁর সেই পরম পদ লাভ করেছ॥ ১১ ॥ তুমি তো ভগবানেরও প্রিয় পাত্র এবং তাঁর ভক্তগণেরও অত্যন্ত সম্মানভাজন। নিজের জীবনেও তুমি সজ্জনদের উচ্চ আদর্শেরই অনুসরণ করে থাক (এবং এ বিষয়ে তুমি সাধুব্যক্তিগণের পথপ্রদর্শকও বটে), সেই তুমি কী করে এমন নিন্দনীয় আচরণ করতে পারলে? ॥ ১২ ॥ মহতের (অর্থাৎ বয়স বা গুণাদির বিচারে উচ্চতর স্থানভাগী ব্যক্তির) প্রতি তিতিক্ষা (অর্থাৎ তারা প্রতিকূলতা করলেও তা সহ্য করা), নীচের (অর্থাৎ বয়সাদির বিচারে নিম্নস্থানভাগী ব্যক্তির) প্রতি করুণা, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রতা এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শিতার আচরণ—এর দ্বারাই তো ভগবান সর্বাত্মা শ্রীহরি প্রসন্ন

[১]প্রা.পা.—গতো মহর্ষিভিঃ। [২]প্রা.পা.—তৎসঙ্গাদ্।

সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
বিমুক্তো জীবনির্মুক্তো ব্রহ্ম নির্বাণমৃচ্ছতি॥ ১৪ ॥

ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধৈর্যোষিৎ পুরুষ এব হি।
তয়োর্ব্যবায়াৎ সম্ভূতির্যোষিৎপুরুষয়োরিহ[১]॥ ১৫

এবং প্রবর্ততে সর্গঃ স্থিতিঃ সংযম এব চ।
গুণব্যতিকরাদ্ রাজন্ মায়য়া পরমাত্মনঃ॥ ১৬ ॥

নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লোহবৎ॥ ১৭ ॥

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যঃ।
করোত্যকর্তৈব নিহন্ত্যহন্তা
চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্বিভাব্যা॥ ১৮ ॥

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্মৃত্যুনান্তকম্॥ ১৯ ॥

ন বৈ স্বপক্ষোঽস্য বিপক্ষ এব বা
পরস্য মৃত্যোর্বিশতঃ সমং প্রজাঃ।
তং ধাবমানমনুধাবন্ত্যনীশা
যথা রজাংস্যনিলং ভূতসঙ্ঘাঃ॥ ২০ ॥

আয়ুষোঽপচয়ং জন্তোস্তথৈবোপচয়ং বিভুঃ।
উভাভ্যাং রহিতঃ স্বস্থো দুঃস্থস্য বিদধাত্যসৌ॥ ২১

হন॥ ১৩ ॥ এবং ভগবান প্রসন্ন হলে জীব প্রাকৃত গুণসমূহ এবং তাদের কার্যরূপ লিঙ্গশরীর থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়॥ ১৪ ॥ দেহাদিরূপে পরিণত পঞ্চভূত থেকে স্ত্রী এবং পুরুষের উৎপত্তি হয় এবং তাদের পারস্পরিক মিলনের ফলে আবার অপর স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি হয়ে থাকে॥ ১৫ ॥ রাজেশ্বর ধ্রুব ! এই প্রকারে ভগবানের মায়া (অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি)-র সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বৈষম্য বা ন্যূনাধিকভাব অনুসারে ভূতসমূহ থেকে যেমন শরীরাদির উৎপত্তি হয়, তেমনই তাদের স্থিতি এবং সংহারও ঘটে থাকে॥ ১৬ ॥ এই সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে নির্গুণ পুরুষোত্তম ভগবান কেবল নিমিত্তরূপে অবস্থান করেন, তাঁর সত্তা হেতুই এই কার্যকারণরূপ জগৎপ্রপঞ্চ গতিশীল হয়ে থাকে, যেমন চুম্বকের সান্নিধ্যে লোহা গতিশীল হয়॥ ১৭ ॥ নিজ কালশক্তির প্রভাবে সত্ত্বাদিগুণের মধ্যে ক্রমিক ক্ষোভ (অর্থাৎ একই কালে নয়) উৎপন্ন হওয়ার ফলে শ্রীভগবানের শক্তিও (অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি ইত্যাদি নির্বাহের সামর্থ্য) পৃথক পৃথকরূপে বিভক্ত হয়ে যায় (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একেকটির প্রকাশ ঘটে) এবং এইরূপে ভগবান স্বয়ং কর্তা না হয়েও জগৎ রচনা করেন, সংহারকর্তা না হয়েও জগতের সংহার করেন। প্রকৃতপক্ষে সেই অনন্তস্বরূপের লীলা (অথবা তাঁর কালশক্তির স্বরূপ) একান্তরূপেই ধারণাতীত॥ ১৮ ॥ সেই ভগবানই অব্যয় কালস্বরূপ, নিজে অন্তহীন হয়েও তিনি সমগ্র জগতের অন্ত বা বিনাশকর্তা এবং স্বয়ং অনাদি হয়েও সকলের আদিকর্তা। এক জীব থেকে অপর জীবের জন্ম ঘটিয়ে তিনি সংসারের সৃষ্টি করেন, এবং যে অপরকে সংহার করে, মৃত্যু দ্বারা তারও বিনাশ ঘটিয়ে, তিনি সংহারকর্তাও হয়ে থাকেন॥ ১৯ ॥ সেই মহামরণরূপী কাল-ভগবান সর্বজীবে তথা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সমানভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর স্বপক্ষ বা বিপক্ষ বলে কিছু নেই। বায়ু প্রবাহিত হলে যেমন ধূলিকণাসমূহ তার সঙ্গে উড়ে চলে তেমনই জীবগণও নিজ নিজ কর্মের অধীন হয়ে সেই কালের গতির অনুসরণ করে থাকে—নিজ নিজ কর্মানুসারে সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করে॥ ২০ ॥ শ্রীভগবান সর্বসমর্থ, তিনি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ জীবের আয়ুর হ্রাস বা বৃদ্ধি বিধান করে থাকেন। কিন্তু তিনি নিজে বিকাররহিত স্ব-স্বরূপে স্থিত, তাঁর হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই

[১]প্রা.পা.—বায়সং.।

কেচিৎ কর্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ।
একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে॥ ২২

অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ।
ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ[১] স্বসম্ভবম্॥ ২৩

ন চৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হন্তারো ধনদানুগাঃ।
বিসর্গাদানয়োস্তাত পুংসো দৈবং হি কারণম্॥ ২৪ ॥

স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ।
অথাপি হ্যনহংকারান্নাজ্যতে গুণকর্মভিঃ॥ ২৫ ॥

এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ।
স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ॥ ২৬ ॥

তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং
সর্বাত্মনোপেহি জগৎপরায়ণম্।
যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি
গাবো যথা বৈ নসি দামযন্ত্রিতাঃ॥ ২৭ ॥

যঃ পঞ্চবর্ষো জননীং ত্বং বিহায়
মাতুঃ সপত্ন্যা বচসা ভিন্নমর্মা।
বনং গতস্তপসা প্রত্যগক্ষ-
মারাধ্য লেভে মূর্ধ্নি পদং ত্রিলোক্যাঃ॥ ২৮ ॥

তমেনমঙ্গাত্মনি[২] মুক্তবিগ্রহে
ব্যপাশ্রিতং নির্গুণমেকমক্ষরম্।
আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃগ্
যস্মিন্নিদং ভেদমসৎপ্রতীয়তে॥ ২৯ ॥

নেই॥ ২১ ॥ রাজা ধ্রুব ! এই পরমাত্মা ভগবানকে কেউ কেউ (মীমাংসকগণ) কর্মস্বরূপ বলে থাকেন, আবার অপরেরা (চার্বাকপন্থীরা) স্বভাব নামে অভিহিত করেন। এছাড়া অন্য কেউ কেউ (বৈশেষিক মতাবলম্বী) তাঁকে কাল, কেউ কেউ বা (জ্যোতিষীগণ) দৈব এবং অপরেরা (কামশাস্ত্রানুসারী ব্যক্তিরা) কাম বলে উল্লেখ করে থাকেন॥ ২২ ॥ বৎস ! কোনো ইন্দ্রিয় অথবা প্রমাণের সাহায্যে তাঁকে নিশ্চিতরূপে গোচরীভূত করা যায় না। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ শক্তি তাঁর থেকেই প্রকটিত হয়ে থাকে। তিনি কী করতে চান তা-ও এ সংসারে কেউই জানে না। প্রকৃতপক্ষে, যিনি সকলের মূল কারণ তাঁকে তাঁর সৃষ্ট জীবেরা কী করেই বা জানবে ? ॥ ২৩ ॥ আমার পুত্রতুল্য পরম আদরের ধ্রুব ! এই কুবেরানুচর যক্ষরা তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী হতেই পারে না, কারণ মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তো একমাত্র ঈশ্বর॥ ২৪ ॥ তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করে থাকেন, কিন্তু এ বিষয়ে অহংকারশূন্য হওয়ার ('আমি কর্তা—এই বোধরহিত) ফলে তিনি গুণ বা কর্মের দ্বারা লিপ্ত হন না॥ ২৫ ॥ সেই সর্বভূতের অন্তর্যামী (অন্তরাত্মা), নিয়ন্তা (প্রভু) এবং রক্ষাকর্তা তথা সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর নিজের মায়াশক্তিকে আশ্রয় করে নিখিল জীবের সৃজন, পালন এবং লয় করে থাকেন॥ ২৬ ॥ নাকে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ বলীবর্দ (বলদ) যেমন নিজের প্রভুর ভারবহনাদি কাজ সম্পন্ন করে, ঠিক সেই রকমেই ব্রহ্মাদি জগৎ-স্রষ্টা দেবতাগণ তাঁর নিয়ন্ত্রণে অবস্থিত হয়ে তাঁর আজ্ঞাপালনরূপ পূজা নিবেদন করে চলেছেন। তিনিই (অভক্তের পক্ষে) মৃত্যু, তিনিই (ভক্তের পক্ষে) অমৃত, তিনিই বিশ্বের পরমাশ্রয়। বৎস ! তোমার সকল চেতনা তাঁর প্রতি ধাবিত হোক, সর্বান্তকরণে আশ্রয় করো তাঁকে॥ ২৭ ॥ তুমি মাত্র পাঁচ বছর বয়সের সময় বিমাতার বাক্যবাণে মর্মে বিদ্ধ হয়ে নিজের মা-কে পর্যন্ত ত্যাগ করে বনে চলে গেছিলে। সেখানে তুমি তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তরাবৃত্ত করে যাঁর আরাধনা করে ত্রিভুবনের শীর্ষে ধ্রুবপদ লাভ করেছিলে এবং যিনি বাৎসল্যবশে তোমার বিদ্বেষভাবশূন্য সরল শিশু-হৃদয়ে বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেই নির্গুণ, দ্বিতীয়-রহিত, অবিনাশী এবং নিত্যমুক্ত পরমাত্মাকে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে

[১] প্রা.পা.— বেদাস্য চ সংভ.। [২] প্রা.পা.— মেবম.।

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥ ৩০ ॥

সংযচ্ছ রোষং ভদ্রং তে প্রতীপং শ্রেয়সাং পরম্।
শ্রুতেন ভূয়সা রাজন্নগদেন যথাময়ম্॥ ৩১ ॥

যেনোপসৃষ্টাৎ পুরুষাল্লোক উদ্বিজতে ভৃশম্।
ন বুধস্তদ্বশং গচ্ছেদিচ্ছন্নভয়মাত্মনঃ॥ ৩২ ॥

হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্।
যজ্জঘ্নিবান্ পুণ্যজনান্ ভ্রাতৃঘ্নানিত্যমর্ষিতঃ॥ ৩৩ ॥

তং প্রসাদয় বৎসাশু সন্নত্যা প্রশ্রয়োক্তিভিঃ।
ন[1] যাবন্মহতাং তেজঃ কুলং নোঽভিভবিষ্যতি॥ ৩৪

এবং স্বায়ম্ভুবঃ পৌত্রমনুশাস্য মনুর্ধ্রুবম্।
তেনাভিবন্দিতঃ সাকমৃষিভিঃ স্বপুরং যযৌ॥ ৩৫ ॥

নিজের অন্তঃকরণে অনুসন্ধান করো। প্রকৃতপক্ষে এই ভেদভাবময় জগৎপ্রপঞ্চ অসৎ (তত্ত্ব দৃষ্টিতে অস্তিত্বহীন) হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ওপরে অধ্যারোপিত হয়ে প্রতীতির বিষয় হচ্ছে॥ ২৮-২৯ ॥ এইরূপে তাঁর প্রতি চিত্ত নিবদ্ধ করলে সেই সর্বশক্তিসম্পন্ন পরমানন্দস্বরূপ সর্বান্তর্যামী ভগবান অনন্তের প্রতি তোমার গভীর ভক্তি জন্মাবে এবং তার প্রভাবে তুমি 'আমি-আমার'-রূপ দৃঢ়-নিবদ্ধ অবিদ্যা-গ্রন্থি ছেদন করতে পারবে॥ ৩০ ॥ মহারাজ ধ্রুব! ঔষধ সেবনের দ্বারা যেমন লোকে রোগ প্রশমিত করে তেমনই আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি সেই একান্তরূপেই হিতৈষণাপ্রসূত বাক্যগুলি হৃদয়ে গ্রহণ করে তোমার ক্রোধ সংযত করো। ক্রোধ সমস্ত প্রকার কল্যাণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন॥ ৩১ ॥ ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তিকে সকলেই ভয় করে, সকলেই তার কারণে বিশেষ উদ্বেগের মধ্যে থাকে। সুতরাং যে পণ্ডিত ব্যক্তি চাইবেন যে 'কোনো প্রাণী যেন আমার থেকে ভয় না পায় এবং আমারও যেন অন্যদের থেকে কোনো ভয় না থাকে'—তিনি অবশ্যই কখনো ক্রোধের বশবর্তী হবেন না॥ ৩২ ॥ 'এরা আমার ভ্রাতৃহন্তা'—এই ধারণায় তুমি যে ক্রুদ্ধ হয়ে যক্ষদের বধ করেছ, এর দ্বারা তুমি ভগবান শিবের ভ্রাতৃতুল্য প্রিয় সখা যক্ষাধিপ কুবেরের কাছে অপরাধী হয়েছ॥ ৩৩ ॥ সুতরাং হে বৎস, তুমি অবিলম্বে তাঁর কাছে বিনীত উপস্থিতি এবং নম্র বচনের দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করো, যাতে মহতের তেজ আমাদের বংশের ক্ষতিসাধনে নিযুক্ত না হয়॥ ৩৪ ॥

এইপ্রকারে স্বায়ম্ভুব মনু নিজ পৌত্র ধ্রুবকে অনুশাসন প্রদান করলে ধ্রুব তাঁকে প্রণাম ও যথোপযুক্ত সৎকার করলেন। এরপর তিনি (মনু) মহর্ষিগণের সঙ্গে নিজ লোকে প্রস্থান করলেন॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
চতুর্থস্কন্ধের একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

[1]প্রা.পা.—ন চ যাবন্মহাতেজাঃ।

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

কুবেরের নিকট ধ্রুবের বরলাভ ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি

মৈত্রেয় উবাচ

ধ্রুবং নিবৃত্তং প্রতিবুদ্ধ্য বৈশসা-
দপেতমন্যুং ভগবান্ ধনেশ্বরঃ।
তত্রাগতশ্চারণযক্ষকিন্নরৈঃ
সংস্তূয়মানোঽভ্যবদৎ কৃতাঞ্জলিম্॥ ১ ॥

ধনদ উবাচ

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ।
যত্ত্বং পিতামহাদেশাদ্ বৈরং দুস্ত্যজমত্যজঃ॥ ২ ॥
ন ভবানবধীদ্ যক্ষান্ন যক্ষা ভ্রাতরং তব।
কাল এব হি ভূতানাং প্রভুরপ্যয়ভাবয়োঃ॥ ৩ ॥
অহং ত্বমিত্যপার্থা ধীরজ্ঞানাৎ পুরুষস্য হি।
স্বাপ্নীবাভাত্যতদ্ধ্যানাদ্ যয়া বন্ধবিপর্যয়ৌ॥ ৪ ॥
তদ্ গচ্ছ ধ্রুব ভদ্রং তে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সর্বভূতাত্মভাবেন সর্বভূতাত্মবিগ্রহম্॥ ৫ ॥
ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদম্।
যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া॥ ৬ ॥
বৃণীহি কামং নৃপ যন্মনোগতং
মত্তস্ত্বমৌত্তানপদেঽবিশঙ্কিতঃ।
বরং বরার্হোঽম্বুজনাভপাদয়ো-[১]
রনন্তরং ত্বাং বয়মঙ্গ শুশ্রুম॥ ৭ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

স রাজরাজেন বরায় চোদিতো
ধ্রুবো মহাভাগবতো মহামতিঃ।
হরৌ স বব্রেঽচলিতাং স্মৃতিং যয়া
তরত্যযত্নেন দুরত্যয়ং তমঃ॥ ৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! ধ্রুবের ক্রোধ শান্ত হয়েছে এবং তিনি যক্ষদের বধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন জেনে ভগবান কুবের সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন চারণ, যক্ষ এবং কিন্নররা তাঁর স্তুতিগান করছিল, ধ্রুবও তাঁর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হলে তিনি তাঁকে বললেন॥ ১ ॥

কুবের বললেন—হে শুদ্ধহৃদয় ক্ষত্রিয়কুমার ! তুমি যে তোমার পিতামহের কথায় এমন দুস্ত্যজ শত্রুতা পরিত্যাগ করেছ এতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি॥ ২ ॥ প্রকৃতপক্ষে তুমিও যক্ষদের হত্যা করনি, অথবা যক্ষরাও তোমার ভাইকে হত্যা করেনি। কালই সমস্ত জীবের উৎপত্তি এবং বিনাশের একমাত্র নিয়ন্তা॥ ৩ ॥ এই 'আমি-তুমি'-রূপ মিথ্যা-বুদ্ধি জীবগণের অজ্ঞানতাবশত দেহাদিকেই আত্মা বলে ধারণা করার ফলে স্বপ্নাবস্থায় অযথার্থ অনুভবের মতো উৎপন্ন হয়ে থাকে। এরই ফলে মানুষকে বন্ধন এবং দুঃখ প্রভৃতি নানাপ্রকার বিপর্যয় ভোগ করতে হয়॥ ৪ ॥ ধ্রুব ! এখন তুমি যাও, তোমার মঙ্গল হোক। সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তুমি সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে সর্বভূতাত্মা ভগবান শ্রীহরির ভজনা করো। তিনিই সংসার-পাশের ছেদনকর্তা। সংসারের সৃষ্টি প্রভৃতির নিমিত্ত তিনি নিজের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি দ্বারা যুক্ত হয়েও প্রকৃতপক্ষে তার অতীত। তাঁর চরণকমলই সকলের পক্ষে ভজনীয়॥ ৫-৬ ॥ প্রিয় ধ্রুব ! আমরা শুনেছি যে তুমি সর্বদাই ভগবান পদ্মনাভের শ্রীচরণকমলের একান্ত সন্নিকটে অবস্থান কর, সুতরাং তুমি বরলাভের অত্যন্ত যোগ্য পাত্র। হে রাজন ! তোমার মনোমতো যে কোনো বর তুমি নিঃসংকোচে এবং নির্ভয়ে আমার কাছে চেয়ে নাও॥ ৭ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! যক্ষরাজ কুবের এইভাবে মহামতি মহাভাগবত ধ্রুবকে বর গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানালে তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন তাঁর হৃদয়ে শ্রীভগবানের 'ধ্রুবা স্মৃতি' নিত্য জাগরূক থাকে যার দ্বারা দুস্তর সংসারসমুদ্র অনায়াসেই পার হওয়া

[১]প্রা.পা.—বরার্হোস্যজ.।

তস্য প্রীতেন মনসা তাং দত্ত্বৈড়বিড়স্ততঃ।
পশ্যতোঽন্তর্দধে সোঽপি স্বপুরং প্রত্যপদ্যত॥ ৯ ॥

অথাযজত যজ্ঞেশং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং কর্ম কর্মফলপ্রদম্॥ ১০ ॥

সর্বাত্মন্যচ্যুতেঽসর্বে তীব্রৌঘাং ভক্তিমুদ্বহন্।
দদর্শাত্মনি ভূতেষু তমেবাবস্থিতং বিভুম্॥ ১১ ॥

তমেবং শীলসম্পন্নং ব্রহ্মণ্যং দীনবৎসলম্।
গোপ্তারং ধর্মসেতূনাং মেনিরে পিতরং প্রজাঃ॥ ১২

ষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষসাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলম্।
ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্বন্নভোগৈরশুভক্ষয়ম্॥ ১৩ ॥

এবং বহুসবং কালং মহাত্মাবিচলেন্দ্রিয়ঃ।
ত্রিবর্গৌপয়িকং নীত্বা পুত্রায়াদান্নৃপাসনম্॥ ১৪ ॥

মন্যমান ইদং বিশ্বং মায়ারচিতমাত্মনি।
অবিদ্যারচিতস্বপ্নগন্ধর্বনগরোপমম্॥ ১৫ ॥

আত্মস্ত্র্যপত্যসুহৃদো বলমৃদ্ধকোশ-
মন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ।
ভূমণ্ডলং জলধিমেখলমাকলয্য
কালোপসৃষ্টমিতি স প্রযযৌ বিশালাম্॥ ১৬ ॥

তস্যাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববার্বিগাহ্য
বদ্ধ্বাসনং জিতমরুন্মনসাহৃতাক্ষঃ।
স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপ এতদ্
ধ্যায়ংস্তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎ সমাধৌ॥ ১৭ ॥

যায়॥ ৮ ॥ তখন ইলবিলা-পুত্র কুবের অত্যন্ত প্রসন্ন মনে তাঁকে সেই অবিচলিত ভগবৎস্মৃতি প্রদান করলেন এবং তাঁর চোখের সামনেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। ধ্রুবও এরপর নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন॥ ৯ ॥ অনন্তর রাজকার্যে রত থাকার সময়ে ধ্রুব প্রচুর দক্ষিণা-যুক্ত বহুসংখ্যক যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন ; যজ্ঞের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, তৎসম্পর্কিত ক্রিয়া এবং যজ্ঞের দেবতা—এইরূপ সর্বাঙ্গ সমন্বিত কর্মের যে ফল তা স্বরূপত শ্রীভগবানই, আবার সেই কর্মফলের দাতাও তিনিই॥ ১০ ॥ ক্রমশ সর্বোপাধিবিবর্জিত সর্বাত্মা ভগবান অচ্যুতের প্রতি প্রবল ভক্তির স্রোতে ধ্রুবের অন্তঃকরণ প্লাবিত হয়ে গেল, ফলে নিজের মধ্যে এবং সর্বভূতে তিনি সেই সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকেই বিরাজমান দেখতে লাগলেন॥ ১১ ॥ (রাজ্যপালক হিসাবে) ধ্রুব সদাচারসম্পন্ন, বেদ-ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাবান, দরিদ্রদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল, এবং ধর্মীয় নিয়মসমূহের রক্ষাকর্তা ছিলেন। তাঁর প্রজাবৃন্দ তাঁকে নিজেদের পিতার মতো শ্রদ্ধা করত॥ ১২ ॥ এইভাবে বিভিন্ন ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা নিজের শুভ কর্মফল, এবং অ-ভোগ বা ভোগ-ত্যাগ অর্থাৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুভ কর্মফল—এই উভয়েরই ক্ষয়সাধন করে ধ্রুব ছত্রিশ হাজার বৎসর পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন॥ ১৩ ॥ সংযতেন্দ্রিয় মহাত্মা ধ্রুব এইপ্রকারে ধর্ম, অর্থ এবং কামের যথাযথ সম্পাদনে দীর্ঘ সময় যাপন করে নিজের পুত্র উৎকলকে রাজসিংহাসন সমর্পণ করলেন॥ ১৪ ॥ এই সমগ্র বিশ্ব-প্রপঞ্চ অবিদ্যারচিত স্বপ্ন এবং গন্ধর্বনগরের মতো বিভ্রমাত্মক এবং প্রকৃতপক্ষে মায়া দ্বারা আত্মাতেই কল্পিত, এইরূপ মনে করে এবং নিজের শরীর, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সৈন্যবাহিনী, সমৃদ্ধ রাজকোষ, অন্তঃপুর, সুরম্য বিহারভূমি এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য—এ সবই কালের গ্রাসে পতিত হয়েই আছে বিবেচনা করে তিনি বদরিকাশ্রমে চলে গেলেন॥ ১৫-১৬ ॥

সেখানে তিনি পবিত্র জলে অবগাহন করে ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ শান্ত করলেন। তারপর স্থিরাসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুকে বশীভূত করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করে শ্রীভগবানের স্থূল বিরাটস্বরূপে মনকে নিয়োজিত করলেন। সেই বিরাটরূপের ধ্যান করতে করতে শেষ পর্যন্ত ধ্যাতা এবং ধ্যেয়ের ভেদবোধ লুপ্ত হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে লীন

ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্র-
মানন্দবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমানঃ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো[১]
নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ[২]॥ ১৮ ॥
স দদর্শ বিমানাগ্র্যং নভসোঽবতরদ্ ধ্রুবঃ।
বিভ্রাজয়দ্ দশ দিশো রাকাপতিমিবোদিতম্॥ ১৯ ॥
তত্রানু দেবপ্রবরৌ চতুর্ভুজৌ
শ্যামৌ কিশোরাবরুণাম্বুজেক্ষণৌ।
স্থিতাববষ্টভ্য গদাং সুবাসসৌ
কিরীটহারাঙ্গদচারুকুণ্ডলৌ॥ ২০ ॥
বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্করা-
বভ্যুত্থিতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমঃ।
ননাম নামানি গৃণন্মধুদ্বিষঃ
পার্ষৎপ্রধানাবিতি সংহতাঞ্জলিঃ॥ ২১ ॥
তং কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং
বদ্ধাঞ্জলিং প্রশ্রয়নম্রকন্ধরম্।
সুনন্দনন্দাবুপসৃত্য সস্মিতং
প্রত্যূচতুঃ পুষ্করনাভসম্মতৌ॥ ২২ ॥

সুনন্দনন্দাবূচতুঃ[৩]

ভো ভো রাজন্ সুভদ্রং তে বাচং[৪] নোঽবহিতঃ শৃণু।
যঃ[৫] পঞ্চবর্ষস্তপসা ভবান্ দেবমতীতৃপৎ॥ ২৩ ॥
তস্যাখিলজগদ্ধাতুরাবাং[৬] দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
পার্ষদাবিহ সম্প্রাপ্তৌ নেতুং ত্বাং ভগবৎপদম্[৭]॥ ২৪
সুদুর্জয়ং বিষ্ণুপদং জিতং ত্বয়া
যৎ সূরয়োঽপ্রাপ্য বিচক্ষতে পরম্।
আতিষ্ঠ তচ্চন্দ্রদিবাকরাদয়ো
গ্রহর্ক্ষতারাঃ পরিযন্তি দক্ষিণম্॥ ২৫ ॥

হয়ে গেলেন এবং সেই অবস্থায় বিরাটরূপের ধ্যানও পরিত্যাগ করলেন॥ ১৭ ॥ এইভাবে ভগবান শ্রীহরির প্রতি নিরন্তর ভক্তিরসের আবেশে আনন্দাশ্রুর বন্যায় তাঁর নয়নদ্বয় মুহুর্মুহু প্লাবিত এবং হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছিল এবং সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল। দেহাভিমান লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর 'আমি ধ্রুব' এইরকম স্মৃতিও আর অবশিষ্ট ছিল না॥ ১৮ ॥

এই সময় ধ্রুব আকাশ থেকে একটি অপূর্ব সুন্দর রথ নেমে আসতে দেখলেন—তার প্রভায় দশ দিক আলোকিত হয়ে উঠেছিল যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রের উদয়ে হয়॥ ১৯ ॥ সেই রথে দুজন দেবশ্রেষ্ঠ আরূঢ় ছিলেন। তাঁরা উভয়েই চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ, কিশোর বয়স্ক, রক্তপদ্মের মতো আরক্ত-নয়নবিশিষ্ট ছিলেন এবং শোভন বস্ত্র, কিরীট, হার, অঙ্গদ এবং মনোহর কুণ্ডল ধারণ করেছিলেন। গদার উপরে শরীরের ভার অর্পণ করে তাঁরা দণ্ডায়মান ছিলেন॥ ২০ ॥ এঁরা দুজন ভগবান পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির সেবক এবং তাঁর পার্ষদদের মধ্যে প্রধান তা বুঝতে পেরে ধ্রুব সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন এবং ব্যস্ততার বশে তাঁদের পূজাবিধির ক্রম বিস্মৃত হয়ে কেবলমাত্র ভগবান মধুসূদনের নাম উচ্চারণ করতে করতে হাত জোড় করে তাঁদের প্রণাম করলেন॥ ২১ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলেই ধ্রুবের চিত্ত তখন নিবিষ্ট হয়ে যাওয়াতে তিনি অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে বিনম্রভাবে গ্রীবা নত করেই অবস্থান করতে লাগলেন। তখন সুনন্দ এবং নন্দ নামক শ্রীহরির বিশেষ প্রিয় সেই পার্ষদদ্বয় তাঁর কাছে গিয়ে (প্রীতচিত্তে) সস্মিতবদনে বললেন॥ ২২ ॥

সুনন্দ এবং নন্দ বললেন—হে মহারাজ! আপনার মঙ্গল হোক, আপনি অবহিতচিত্তে আমাদের কথা শুনুন। আপনি তো মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তপস্যার দ্বারা সর্বেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেছিলেন॥ ২৩ ॥ আমরা দুজন সেই নিখিল জগতের নিয়ন্তা ভগবান শার্ঙ্গপাণির সেবক, আপনাকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে এসেছি॥ ২৪ ॥ যে স্থান অন্য সকলের পক্ষেই একান্ত দুর্লভ, মহাজ্ঞানী সপ্তর্ষিগণ পর্যন্ত যেখানে আরোহণ করতে না পেরে (নীচে অবস্থান করে) কেবল সেদিকে উৎসুক

[১]প্রা.পা.—কাঞ্চিতা.। [২]প্রা.পা.—মুক্তসঙ্গঃ। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'সুনন্দনন্দাবূচতুঃ' এই পাঠ নেই। [৪]প্রা.পা.—বাচো। [৫]প্রা.পা.—যং। [৬]প্রা.পা.—দ্ধাতুর্দেবদেবস্য। [৭]প্রা.পা.—বৎপুরম্।

অনাস্থিতং তে পিতৃভিরন্যৈরপ্যঙ্গ কর্হিচিৎ।
আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ২৬

এতদ্ বিমানপ্রবরমুত্তমশ্লোকমৌলিনা।
উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢ়ুং ত্বমর্হসি॥ ২৭ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

নিশম্য বৈকুণ্ঠনিয়োজ্যমুখ্যয়ো-
মর্ধুচ্যুতং বাচমুরুক্রমপ্রিয়ঃ।
কৃতাভিষেকঃ কৃতনিত্যমঙ্গলো[১]
মুনীন্ প্রণম্যাশিষমভ্যবাদয়ৎ॥ ২৮ ॥

পরীত্যাভ্যর্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্॥ ২৯ ॥

তদোত্তানপদঃ [২] পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্।
মৃত্যোর্মূর্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্॥ ৩০ ॥

তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গপণবাদয়ঃ।
গন্ধর্বমুখ্যাঃ প্রজগুঃ পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ॥ ৩১ ॥

স চ স্বর্লোকমারোক্ষ্যন্ সুনীতিং জননীং ধ্রুবঃ।
অন্বস্মরদগং হিত্বা দীনাং যাস্যে[৩] ত্রিবিষ্টপম্॥ ৩২ ॥

ইতি ব্যবসিতং তস্য ব্যবসায় সুরোত্তমৌ।
দর্শয়ামাসতুর্দেবীং পুরো যানেন গচ্ছতীম্॥ ৩৩ ॥

দৃষ্টিপাত করেন মাত্র, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি সকল গ্রহ এবং নক্ষত্রসমূহ যাকে প্রদক্ষিণ করে থাকে সেই পরম দুষ্প্রাপ্য বিষ্ণুপদের অধিকার আপনি (আপনার ভক্তিপ্রভাবে) লাভ করেছেন। সুতরাং চলুন, সেখানে অধিষ্ঠিত হবেন॥ ২৫ ॥ প্রিয় ভক্তবর! আজ পর্যন্ত আপনার কোনো পূর্বপুরুষ অথবা অপর কেউ সেই ধামে অধিষ্ঠান করতে সমর্থ হননি। সর্বলোকের বন্দনীয় বিষ্ণুর সেই পরম পদে আপনি এসে অধিষ্ঠিত হোন॥ ২৬ ॥ হে দীর্ঘায়ু ধ্রুব! পুণ্যশ্লোক চূড়ামণি শ্রীভগবান আপনার জন্য এই উৎকৃষ্ট রথ পাঠিয়েছেন, আপনি এতে আরোহণ করুন॥ ২৭ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীহরির প্রধান পার্ষদদ্বয়ের সেই মধুস্রাবী বাক্য শুনে শ্রীভগবানের পরম প্রিয়পাত্র ধ্রুব প্রথমে স্নান করে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম সমাপন করলেন এবং (ভগবদ্-ভৃত্যের পরিচায়ক চিহ্নস্বরূপ তিলকাদি) মাঙ্গলিক ভূষণে সজ্জিত হলেন। এরপর বদরিকাশ্রম-নিবাসী মুনিগণকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন॥ ২৮ ॥ সেই উত্তম রথটিকে ধ্রুব পূজা এবং প্রদক্ষিণ করলেন এবং পার্ষদ দুজনকেও বন্দনা করলেন। এই সময় ধ্রুবের দেহে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল কান্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি সেই দিব্যরূপ ধারণ করে সেই রথে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন॥ ২৯ ॥ এই সময় উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুব দেখলেন, স্বয়ং মৃত্যু মূর্তি ধারণ করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সেই মৃত্যুর মস্তকে চরণ স্থাপন করে সেই অদ্ভুত রথে আরোহণ করলেন (অর্থাৎ মৃত্যুর বশ্যতাস্বীকার না করে, তার সাহায্যে স্থূল দেহের অবসান না ঘটিয়ে, সেই লৌকিক দেহেই বা সশরীরে ধ্রুব সেই অলৌকিক ধামে গমন করেছিলেন)॥ ৩০ ॥ এই সময়ে আকাশে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব (ঢাক, মাদল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) প্রভৃতির মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি উত্থিত হল, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গান করতে লাগল এবং পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল॥ ৩১ ॥

রথে আরূঢ় হয়ে জ্যোতির্লোকের পথে গমনোদ্যত ধ্রুবের নিজের মাতা সুনীতির কথা বিশেষভাবেই স্মরণে উদিত হল। তিনি ভাবতে লাগলেন—'আমি আমার দীন-দুঃখিনী জননীকে ছেড়ে একাই সেই দুর্লভ বৈকুণ্ঠধামে গমন করব?' ॥ ৩২ ॥ সুনন্দ এবং নন্দ (ভগবৎ-পার্ষদদ্বয়)

[১]প্রা.পা.—কৃতকৃত্যম্। [২]প্রাচীন বইয়ে 'তদোত্তান....' থেকে '.........গৃহম্' পর্যন্ত পুরো শ্লোক নেই। [৩]প্রা.পা.—যাস্যন্।

তত্র তত্র প্রশংসদ্ভিঃ পথি বৈমানিকৈঃ সুরৈঃ।
অবকীর্যমাণো দদৃশে কুসুমৈঃ ক্রমশো গ্রহান্॥ ৩৪

ত্রিলোকীং দেবযানেন সোঽতিব্রজ্য মুনীনপি।
পরস্তাদ্ যদ্ ধ্রুবগতির্বিষ্ণোঃ পদমথাভ্যগাৎ॥ ৩৫ ॥

যদ্[১] ভ্রাজমানং স্বরুচৈব সর্বতো
লোকাস্ত্রয়ো হ্যনু বিভ্রাজন্ত এতে।
যন্নাব্রজঞ্জন্তুষু[২] যেঽননুগ্রহা
ব্রজন্তি ভদ্রাণি চরন্তি যেঽনিশম্॥ ৩৬ ॥

শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্বভূতানুরঞ্জনাঃ[৩]।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ॥ ৩৭ ॥

ইত্যুত্তানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ।
অভূৎ ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ॥ ৩৮

গম্ভীরবেগোঽনিমিষং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্[৪]।
যস্মিন্ ভ্রমতি কৌরব্য মেঢ্যামিব গবাং গণঃ॥ ৩৯

মহিমানং বিলোক্যাস্য নারদো ভগবানৃষিঃ।
আতোদ্যং বিতুদঞ্ শ্লোকান্ সত্রেঽগায়ৎ প্রচেতসাম্॥ ৪০

নারদ[৫]উবাচ

নূনং সুনীতেঃ পতিদেবতায়া-
স্তপঃপ্রভাবস্য সুতস্য তাং গতিম্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ানপি বেদবাদিনো
নৈবাধিগন্তুং প্রভবন্তি কিং নৃপাঃ॥ ৪১ ॥

ধ্রুবের হৃদয়ের অভিলাষ বুঝতে পেরে তাঁকে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁর মাতা সুনীতিদেবী সামনেই অপর একটি রথে আরোহণ করে গমন করছেন॥ ৩৩ ॥ আকাশপথে বিভিন্ন স্থানে রথারূঢ় দেবতাগণ ধ্রুবের প্রশংসা করতে করতে তাঁর ওপরে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন। এইভাবে পথ অতিক্রম করার সময় তিনি ক্রমশ সূর্যাদি জ্যোতিষ্ক ও গ্রহসমূহকে দর্শন করলেন॥ ৩৪ ॥ সেই দিব্য রথে আরোহণ করে ধ্রুব লোকত্রয় অতিক্রম করে সপ্তর্ষি-মণ্ডলেরও পরপারে ভগবান বিষ্ণুর নিত্যধামে উপনীত হলেন এবং এইভাবে তিনি অবিচল গতি (অবিনশ্বর স্থিতি) লাভ করলেন॥ ৩৫ ॥ এই দিব্যধাম নিজের জ্যোতিতেই জ্যোতির্ময়, এরই আলোকে ত্রিভুবন আলোকিত। যারা জীবগণের প্রতি নির্দয় তারা কখনো এই লোকে যেতে পারে না, যাঁরা সর্বদা সর্বপ্রাণীর কল্যাণের জন্য শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করেন কেবলমাত্র তাঁরাই এইস্থানে যাবার অধিকার লাভ করেন॥ ৩৬ ॥ যাঁরা শান্ত (শমগুণযুক্ত), সমদর্শী, পবিত্র এবং সর্বভূতের (হিতে রত থাকার কারণে তাদের) মনোরঞ্জনকারী বা প্রসন্নতা-সম্পাদক, ভগবদ্ভক্তগণকেই যাঁরা নিজেদের একমাত্র সখা ও সুহৃদ বলে মনে করেন, তাঁরাই অনায়াসে এই অচ্যুত-লোকে গমন করেন॥ ৩৭ ॥

এইভাবে উত্তানপাদের পুত্র কৃষ্ণপরায়ণ ধ্রুব তিন লোকের শীর্ষে অবস্থিত হয়ে যেন তার নির্মল চূড়ামণির মতো দীপ্ত মহিমায় বিরাজমান হলেন॥ ৩৮ ॥ কুরুনন্দন বিদুর ! পকশস্য-মর্দনের সময়ে কেন্দ্রস্থ বন্ধনস্তম্ভে বা মেধিতে আবদ্ধ গো-সমূহ যেমন তার চতুর্দিকে ভ্রমণ করে ঠিক সেই রকমই এই বিশাল জ্যোতিশ্চক্র সেই ধ্রুবলোকের সঙ্গে যেন রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হয়ে তাকে কেন্দ্র করে নিরন্তর প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করে চলেছে॥ ৩৯ ॥ এই লোকের মহিমা দর্শন করে দেবর্ষি ভগবান নারদ প্রচেতাগণের যজ্ঞে বীণা বাজিয়ে এই তিনটি শ্লোক গান করেছিলেন॥ ৪০ ॥

নারদ বলেছিলেন—পতিপরায়ণা সুনীতির পুত্র ধ্রুব তপস্যা দ্বারা বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে যে গতি লাভ করেছেন, বেদবাদী মুনিগণও ভাগবত ধর্মের তত্ত্ব আলোচনা, দার্শনিক বিচার ইত্যাদির সাহায্যে সেই গতি লাভ করতে পারেন না—এতে কোনো সন্দেহই নেই ;

[১]প্রা.পা.—বিভ্রা.। [২]প্রা.পা.— যে বৎসলা জন্তুসু যেঽননুগ্রহং। [৩]প্রা.পা.—রঞ্জকাঃ। [৪]প্রা.পা.—মর্পিতম্। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'নারদ উবাচ' এই পাঠ নেই।

যঃ পঞ্চবর্ষো গুরুদারবাক্‌শরৈ-
র্ভিন্নেন যাতো হৃদয়েন দূয়তা।
বনং মদাদেশকরোঽজিতং প্রভুং[1]
জিগায় তদ্ভক্তগুণৈঃ[2] পরাজিতম্॥ ৪২ ॥

যঃ ক্ষত্রবন্ধুর্ভুবি তস্যাধিরূঢ়-
মন্বারুরুক্ষেদপি বর্ষপূগৈঃ।
ষট্‌পঞ্চবর্ষো[3] যদহোভিরল্পৈঃ
প্রসাদ্য বৈকুণ্ঠমবাপ তৎ পদম্॥ ৪৩ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

এতত্তেঽভিহিতং সর্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
ধ্রুবস্যোদ্দামযশসশ্চরিতং সম্মতং সতাম্॥ ৪৪ ॥

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণম্॥ ৪৫ ॥

শ্রুত্বৈতচ্ছ্রদ্ধয়াভীক্ষ্ণমচ্যুতপ্রিয়চেষ্টিতম্[4]।
ভবেদ্ভক্তির্ভগবতি যয়া[5] স্যাৎ ক্লেশসংক্ষয়ঃ॥ ৪৬

মহত্ত্বমিচ্ছতাং[6] তীর্থং শ্রোতুঃ শীলাদয়ো গুণাঃ।
যত্র তেজস্তদিচ্ছূনাং মানো যত্র মনস্বিনাম্॥ ৪৭ ॥

প্রয়তঃ কীর্তয়েৎ প্রাতঃ সমবায়ে দ্বিজন্মনাম্।
সায়ং চ পুণ্যশ্লোকস্য ধ্রুবস্য চরিতং মহৎ॥ ৪৮ ॥

পৌর্ণমাস্যাং সিনীবাল্যাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণেঽথবা।
দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে সঙ্ক্রমেঽর্কদিনেঽপি[7] বা ॥ ৪৯ ॥

শ্রাবয়েচ্ছ্রদ্দধানানাং তীর্থপাদপদাশ্রয়ঃ।
নেচ্ছংস্তত্রাত্মনাত্মানং সন্তুষ্ট ইতি সিধ্যতি॥ ৫০ ॥

সুতরাং এ বিষয়ে রাজাদের আর কথা কী ? ॥ ৪১ ॥ আহা ! তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে বিমাতার বাক্যবাণে মর্মাহত হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে বনে চলে গেছিলেন এবং সেখানে আমার উপদেশ সুচারুরূপে অনুসরণ করে যিনি কেবলমাত্র নিজ ভক্তগণের গুণেরই বশীভূত হয়ে থাকেন সেই অজিত প্রভুকে (অর্থাৎ কোনো অসুর বা অন্য কারো দ্বারা পরাজিত হননি যিনি—সেই অপরাজেয় ভগবান নারায়ণকে) জয় করেছিলেন॥ ৪২ ॥ মাত্র পাঁচ অথবা ছয় বৎসর বয়সেই ধ্রুব অল্প কিছুদিনের তপস্যায় ভগবানকে প্রসন্ন করে তাঁর পরম পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর অধিকৃত সেই স্থানে কি এই সমগ্র ভূমণ্ডলের অপর কোনো ক্ষত্রিয় বহু বর্ষ তপস্যা করেও আরোহণ করার কথা চিন্তাও করতে পারবে ? ॥ ৪৩ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! তুমি আমার কাছে উদারকীর্তি ধ্রুবের চরিতকথা সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছিলে তা আমি তোমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। এই ধ্রুবচরিত্র সজ্জনদের দ্বারা বহু প্রশংসিত ও আদৃত বিষয়॥ ৪৪ ॥ এটি সম্পদ, যশ ও আয়ু বৃদ্ধি করে ; এটি পবিত্র এবং পরম মঙ্গলজনকও বটে। এর দ্বারা স্বর্গ, এমন কি ধ্রুবলোকপ্রাপ্তি পর্যন্ত হতে পারে। মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে সক্ষম, একান্ত শ্লাঘনীয় এবং পাপ-নাশক হল এই আখ্যান॥ ৪৫ ॥ ভগবদ্ভক্ত ধ্রুবের এই পবিত্র চরিত্র যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার শ্রবণ করেন তাঁর ভগবদ্ভক্তিলাভ হয়, যার ফলে তাঁর সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট হয়॥ ৪৬ ॥ যিনি এই চরিত্র শ্রবণ করেন তাঁর শীলাদি (সদাচার প্রভৃতি) গুণ লাভ হয়, যিনি মহত্ত্ব লাভে ইচ্ছুক, এর দ্বারা তাঁর মহত্ত্ব সাধিত হয় বা তদুপযোগী স্থান লাভ হয় ; এর থেকে তেজঃকামী ব্যক্তির তেজ লাভ হয় এবং মনস্বীগণের মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়॥ ৪৭ ॥ পুণ্যশ্লোক ধ্রুবের এই মহৎ চরিত্র প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় দ্বিজগণের সভায় একাগ্রচিত্তে কীর্তন করা উচিত॥ ৪৮ ॥ ভগবানের পরম পবিত্র শ্রীচরণই যাঁর একমাত্র আশ্রয় সেরূপ যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, শ্রবণানক্ষত্র, ত্র্যহস্পর্শ, ব্যতীপাত, সংক্রান্তি অথবা রবিবার—এই সকল তিথি, নক্ষত্র, বার ও যোগবিশেষ উপলক্ষে শ্রদ্ধাপরায়ণ ব্যক্তিগণকে এই চরিত্র শ্রবণ করাবেন তিনি নিজেই অন্তরাত্মার প্রসন্নতা অনুভব করবেন, সিদ্ধিলাভেও তাঁর

[1]প্রা.পা.—বিভুং। [2]প্রা.পা.—তদভক্তগণৈঃ। [3]প্রা.পা.—যৎপঞ্চ.। [4]প্রা.পা.—শ্রুত্বেমং শ্রদ্ধ.।
[5]প্রা.পা.—যস্য। [6]প্রা.পা.—চ্ছতোঽত্যর্থং শ্রোতুঃ। [7]প্রা.পা.—ঽথবা।

জ্ঞানমজ্ঞাততত্ত্বায় যো দধ্যাৎ সৎপথেঽমৃতম্[১]।
কৃপালোর্দীননাথস্য দেবাস্তস্যানুগৃহ্নতে॥ ৫১ ॥

ইদং ময়া তেঽভিহিতং কুরূদ্বহ
ধ্রুবস্য বিখ্যাতবিশুদ্ধকর্মণঃ।
হিত্বার্ভকঃ ক্রীড়নকানি মাতু-
র্গৃহং চ বিষ্ণুং শরণং যো[২] জগাম॥ ৫২ ॥

বিলম্ব হবে না॥ ৪৯-৫০ ॥ ধর্মপথের এটি দিক-নির্দেশক অমৃতময় জ্ঞানস্বরূপ ; ভক্তিতত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে যারা অনভিজ্ঞ, যিনি তাদের এই জ্ঞানের আলোক বিতরণ করেন সেই দীনবৎসল কৃপালু সজ্জনের প্রতি দেবতারাও কৃপা বর্ষণ করে থাকেন॥ ৫১ ॥ যিনি বালক বয়সেই ক্রীড়নকের (খেলনা) প্রতি আসক্তি ও মাতার গৃহ পরিত্যাগ করে ভগবান বিষ্ণুর শরণ নিয়েছিলেন, যাঁর পবিত্র কর্মসমূহ সর্বলোকে ও কালে বিখ্যাত হয়ে আছে, হে কুরুবংশাবতংস বিদুর—এই সেই ধ্রুবের চরিত্র আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতং[৩] নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ[৪]॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে
ধ্রুব চরিত্র নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্রুব-বংশের বর্ণনা, রাজা অঙ্গের চরিত্র

সূত উবাচ

নিশম্য কৌষারবিণোপবর্ণিতং
ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাদিরোহণম্।
প্ররূঢ়ভাবো ভগবত্যধোক্ষজে
প্রষ্টুং পুনস্তং বিদুরঃ প্রচক্রমে॥ ১ ॥

বিদুর উবাচ

কে তে প্রচেতসো নাম কস্যাপত্যানি সুব্রত।
কস্যান্ববায়ে প্রখ্যাতাঃ কুত্র বা সত্রমাসত॥ ২ ॥

মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনম্।
যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্যাবিধির্হরেঃ॥ ৩ ॥

সূত বললেন—মহামুনি শৌনক ! কুষারবি-পুত্র মৈত্রেয় মুনির মুখে ধ্রুবের ভগবৎ-পদলাভের বৃত্তান্ত শুনে বিদুরের হৃদয়ে ভগবান বিষ্ণুর প্রতি প্রবল ভক্তিভাবের উদ্রেক হল এবং তিনি পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন॥ ১ ॥

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবৎপরায়ণ মুনিবর ! (যে প্রচেতাদের যজ্ঞে দেবর্ষি নারদকৃত গানের উল্লেখ আপনি করলেন) সেই প্রচেতারা কে ? তাঁরা কার পুত্র ছিলেন ? কার বংশে জন্মগ্রহণ করে তাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন ? তাঁরা কোথায়ই বা যজ্ঞ করেছিলেন ? ॥ ২ ॥ শ্রীভগবানের সর্বদা দর্শনলাভে কৃতার্থ (অথবা দেবতার মতো রূপযুক্ত) দেবর্ষি নারদ পরম ভাগবতরূপে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র বলে আমি মনে করি। তিনি পঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্র

---

[১]প্রা.পা.—দ্যাচ্ছুদ্ধধীমতে। [২]প্রাচীন বইয়ে 'যো' নেই। [৩]প্রা.পা.—ধ্রুবারোহণং। [৪]প্রা.পা.—একাদশো.।

স্বধর্মশীলৈঃ পুরুষৈর্ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ।
ইজ্যমানো ভক্তিমতা[1] নারদেনেরিতঃ কিল॥ ৪ ॥

যাস্তা দেবর্ষিণা তত্র বর্ণিতা ভগবৎকথাঃ।
মহ্যং শুশ্রূষবে ব্রহ্মন্ কার্ৎস্ন্যেনাচষ্টুমর্হসি॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

ধ্রুবস্য চোৎকলঃ পুত্রঃ পিতরি প্রস্থিতে বনম্।
সার্বভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছদধিরাজাসনং পিতুঃ॥ ৬ ॥

স জন্মনোপশান্তাত্মা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ।
দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি॥ ৭ ॥

আত্মানং ব্রহ্ম নির্বাণং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহম্।
অববোধরসৈকাত্ম্যমানন্দমনুসন্ততম্॥ ৮ ॥

অব্যবচ্ছিন্নযোগাগ্নিদগ্ধকর্মমলাশয়ঃ।
স্বরূপমবরুন্ধানো নাত্মনোঽন্যং তদৈক্ষত॥ ৯ ॥

জড়ান্ধবধিরোন্মত্তমূকাকৃতিরতন্মতিঃ।
লক্ষিতঃ পথি বালানাং প্রশান্তার্চিরিবানলঃ॥ ১০ ॥

মত্বা তং জড়মুন্মত্তং কুলবৃদ্ধাঃ সমন্ত্রিণঃ।
বৎসরং ভূপতিং চক্রুর্যবীয়াংসং ভ্রমেঃ সুতম্॥ ১১

স্ববীথির্বৎসরস্যেষ্টা ভার্যাসূত ষড়াত্মজান্।
পুষ্পার্ণং তিগ্মকেতুং চ ইষমূর্জং বসুং জয়ম্॥ ১২

পুষ্পার্ণস্য প্রভা ভার্যা দোষা চ দ্বে বভূবতুঃ।
প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়মিতি হ্যাসন্ প্রভাসুতাঃ॥ ১৩ ॥

প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ।
ব্যুষ্টঃ সুতং পুষ্করিণ্যাং সর্বতেজসমাদধে॥ ১৪ ॥

রচনা করে শ্রীহরির পূজাপদ্ধতিরূপ ক্রিয়াযোগ উপদেশ করেছেন॥ ৩ ॥ প্রচেতাগণ স্বধর্মাচরণে রত হয়ে যখন ভগবান যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করছিলেন, সেই সময়ে ভক্তপ্রবর নারদ ধ্রুবের গুণগান করেছিলেন॥ ৪ ॥ হে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষি ! সেই স্থানে তিনি ভগবানের যে সব লীলাকথা কীর্তন করেছিলেন, সেগুলি আমাকে সম্পূর্ণরূপে বলুন, আমার সেগুলি শোনার একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! ধ্রুব বানপ্রস্থ অবলম্বন করলে তাঁর পুত্র উৎকল পিতার সার্বভৌম রাজ-সম্পদ এবং সিংহাসন—কোনোটিই গ্রহণ করেননি॥ ৬ ॥ তিনি জন্ম থেকেই শান্তচিত্ত, নিরাসক্ত ও সমদর্শী ছিলেন, এবং সর্বলোককে নিজের আত্মাতে এবং সর্বভূতে নিজের আত্মাকে দর্শন করতেন॥ ৭ ॥ তাঁর অন্তঃকরণের বাসনারূপ মল (দোষ, মালিন্য) অখণ্ড যোগাগ্নিতে ভস্মসাৎ হয়ে গেছিল। এইজন্য তিনি নিজের আত্মাকে বিশুদ্ধ বোধরসের সঙ্গে অভিন্ন, আনন্দময় এবং সর্বত্র ব্যাপ্তরূপে অনুভব করতেন। সর্বপ্রকার ভেদরহিত প্রশান্ত ব্রহ্মতত্ত্বকেই তিনি নিজ স্বরূপ বলে জানতেন এবং নিজের আত্মা-ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো পদার্থই তাঁর বোধে প্রতিভাত হত না (অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আত্মাকেই সর্বত্র দর্শন করতেন)॥ ৮-৯ ॥ পথে-ঘাটে বালক বা অনভিজ্ঞ লোকের চোখে তিনি মূর্খ, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত অথবা মূক বলে প্রতিভাত হতেন—কিন্তু বাস্তবে তিনি তা ছিলেন না। অগ্নির শিখা ঊর্ধ্বমুখী না হলে যেমন সেই শান্ত অগ্নির স্বরূপ অনেক সময় বোঝা যায় না, সেইরকম তাঁরও স্বরূপ সাধারণের কাছে অপ্রকাশিতই থাকত॥ ১০ ॥ এই কারণে কুলবৃদ্ধ ও মন্ত্রীগণ তাঁকে মূর্খ ও উন্মত্ত মনে করে তাঁর ছোট ভাই ভ্রমি-পুত্র বৎসরকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন॥ ১১ ॥

বৎসরের প্রেয়সী ভার্যা স্ববীথির গর্ভে পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, ঊর্জ, বসু এবং জয় নামে ছয়জন পুত্রের জন্ম হয়॥ ১২ ॥ পুষ্পার্ণের প্রভা এবং দোষা নামে দুই পত্নী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রভার প্রাতঃ, মধ্যন্দিন এবং সায়ং নামে তিন পুত্র জন্মেছিলেন॥ ১৩ ॥ দোষারও তিন পুত্র, তাঁদের নাম—প্রদোষ, নিশীথ এবং ব্যুষ্ট। ব্যুষ্ট নিজ পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে সর্বতেজা নামে পুত্রের জন্ম

[1]প্রা.পা.—ভগবতা।

স চক্ষুঃ সুতমাকূত্যাং পত্ন্যাং মনুমবাপ হ।
মনোরসূত মহিষী বিরজান্নড্বলা সুতান্॥ ১৫ ॥

পুরুং কুৎসং ত্রিতং দ্যুম্নং সত্যবন্তমৃতং ব্রতম্।
অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং শিবিমুল্মুকম্॥ ১৬ ॥

উল্মুকোহজনয়ৎ পুত্রান্ পুষ্করিণ্যাং ষডুত্তমান্।
অঙ্গং সমুনসং খ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্॥ ১৭ ॥

সুনীথাঙ্গস্য যা পত্নী সুষুবে বেনমুল্বণম্।
যদ্দৌঃশীল্যাৎ স রাজর্ষির্নির্বিণ্ণো নিরগাৎ পুরাৎ॥ ১৮

যমঙ্গ শেপুঃ কুপিতা বাগ্বজ্রা মুনয়ঃ কিল।
গতাসোস্তস্য ভূয়স্তে মমন্থুর্দক্ষিণং করম্॥ ১৯ ॥

অরাজকে তদা লোকে দস্যুভিঃ পীড়িতাঃ প্রজাঃ।
জাতো নারায়ণাংশেন পৃথুরাদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ॥ ২০॥

বিদুর উবাচ

তস্য শীলনিধেঃ সাধোর্ব্রহ্মণ্যস্য মহাত্মনঃ।
রাজ্ঞঃ কথমভূদ্দুষ্টা প্রজা যদ্বিমনা যযৌ॥ ২১ ॥

কিং বাংহো বেন উদ্দিশ্য ব্রহ্মদণ্ডমযূযুজন্।
দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্মকোবিদাঃ॥ ২২ ॥

নাবধ্যেয়ঃ প্রজাপালঃ প্রজাভিরঘবানপি।
যদসৌ লোকপালানাং বিভর্ত্যোজঃ স্বতেজসা॥ ২৩

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ সুনীথাত্মজচেষ্টিতম্।
শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ত্বং পরাবরবিত্তমঃ॥ ২৪ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

অঙ্গোহশ্বমেধং রাজর্ষিরাজহার মহাক্রতুম্।
নাজগ্মুর্দেবতাস্তস্মিন্নাহূতা ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ২৫ ॥

তমূচুর্বিস্মিতাস্তত্র [১] যজমানমথর্ত্বিজঃ।
হবীংষি হূয়মানানি ন তে গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ॥ ২৬ ॥

দিয়েছিলেন॥ ১৪ ॥ তাঁর (সর্বতেজার) পত্নী আকূতির গর্ভে চক্ষুঃ নামে পুত্রের জন্ম হয়। তিনিই চাক্ষুষ মন্বন্তরের মনু। চক্ষুঃ-মনুর পত্নী নড্বলা—পুরু, কুৎস, ত্রিত, দ্যুম্ন, সত্যবান, ঋত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি এবং উল্মুক — এই বারোজন সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুত্রের জন্ম দেন॥ ১৫-১৬ ॥ এঁদের মধ্যে উল্মুক নিজ পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং গয় — এই ছয়জন গুণী পুত্রের জন্ম দেন॥ ১৭ ॥ অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেন নামে অত্যন্ত দুর্বিনীত এক পুত্রের জন্ম দেন, যার দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে তার পিতা রাজর্ষি অঙ্গ রাজধানী ছেড়ে চলে গেছিলেন॥ ১৮ ॥ প্রিয় বিদুর ! মুনিদের বাক্য বজ্রের মতো অমোঘ হয়ে থাকে। তাঁরা কুপিত হয়ে বেন-কে অভিশাপ দেন এবং তার ফলে তার মৃত্যু হলে অরাজক পৃথিবীতে প্রজাবৃন্দ দস্যুদের দ্বারা অত্যন্ত অত্যাচারিত হতে থাকে। তা দেখে সেই মুনিগণ মৃত বেনের দক্ষিণ বাহু মন্থন করতে থাকেন, এবং তার ফলে ভগবান বিষ্ণুর অংশাবতার আদি সম্রাট মহারাজ পৃথু উৎপন্ন হন॥ ১৯-২০ ॥

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—হে মুনিবর ! মহারাজ অঙ্গ তো অত্যন্ত শীলসম্পন্ন, সাধুস্বভাব, ব্রাহ্মণভক্ত এবং মহাত্মা ছিলেন। তাঁর কী করে বেনের মতো দুষ্ট পুত্র জন্মাল, যার জন্য তিনি দুঃখিত চিত্তে নগর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন ? ॥ ২১ ॥ রাজদণ্ডধারী বেনেরই বা কোন অপরাধে ধর্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ তার ওপরে অভিশাপরূপ ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ করলেন ? ॥ ২২ ॥ প্রজাপালক রাজা যদি কখনো কোনো অন্যায় আচরণও করে ফেলেন তবুও প্রজাদের তাঁকে অবমাননা করা উচিত নয়। কারণ তিনি সমস্ত লোক-পাল দেবতাগণের তেজ নিজের প্রভাবে ধারণ করে থাকেন॥ ২৩ ॥ হে ব্রহ্মণ ! অতীত-অনাগতের বেত্তাদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে সুনীথা-তনয় বেনের বৃত্তান্ত বলুন ; আমি আপনার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল শ্রোতা॥ ২৪ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! একবার রাজর্ষি অঙ্গ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেখানে ব্রহ্মবাদী পুরোহিতরা দেবতাদের আবাহন করা সত্ত্বেও দেবতারা নিজেদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হননি॥ ২৫ ॥

[১]প্রা.পা.—তদ্দৃ.।

রাজন্ হবীংষ্যদুষ্টানি শ্রদ্ধয়াসাদিতানি তে।
ছন্দাংস্যযাতযামানি যোজিতানি ধৃতব্রতৈঃ॥ ২৭ ॥

ন বিদামেহ দেবানাং হেলনং বয়মণ্বপি।
যন্ন গৃহ্ণন্তি ভাগান্ স্বান্ যে দেবাঃ কর্মসাক্ষিণঃ॥ ২৮

মৈত্রেয় উবাচ

অঙ্গো দ্বিজবচঃ শ্রুত্বা যজমানঃ সুদুর্মনাঃ।
তৎপ্রষ্টুং ব্যসৃজদ্বাচং সদস্যাংস্তদনুজ্ঞয়া॥ ২৯ ॥

নাগচ্ছন্ত্যাহুতা দেবা ন গৃহ্ণন্তি গ্রহানিহ।
সদসস্পতয়ো ব্রূত কিমবদ্যং ময়া কৃতম্॥ ৩০ ॥

সদসস্পতয় ঊচুঃ

নরদেবেহ ভবতো[১] নাঘং তাবন্মনাক্ স্থিতম্।
অস্ত্যেকং প্রাক্তনমঘং[২] যদিহেদৃক্ ত্বমপ্রজঃ॥ ৩১

তথা সাধয় ভদ্রং তে আত্মানং সুপ্রজং নৃপ।
ইষ্টস্তে পুত্রকামস্য পুত্রং দাস্যতি যজ্ঞভুক্॥ ৩২ ॥

তথা স্বভাবধেয়ানি গ্রহীষ্যন্তি দিবৌকসঃ।
যদ্যজ্ঞপুরুষঃ সাক্ষাদপত্যায় হরির্বৃতঃ॥ ৩৩ ॥

তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাদ্ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ॥ ৩৪

ইতি ব্যবসিতা বিপ্রাস্তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাতয়ে।
পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ পুরুষ উত্তস্থৌ হেমমাল্যমলাম্বরঃ।
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সিদ্ধমাদায় পায়সম্॥ ৩৬ ॥

তখন ঋত্বিকগণ বিস্মিত হয়ে যজমান মহারাজ অঙ্গকে বললেন— 'মহারাজ! আমরা যে সকল ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য আহুতি দিচ্ছি, দেবতারা তা গ্রহণ করছেন না॥ ২৬ ॥ আমরা জানি যে, আপনার হোম সামগ্রীতে কোনোরকম দোষস্পর্শ ঘটেনি, আপনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল আহরণ করেছেন। এখানে যে মন্ত্র পাঠ করা হচ্ছে তাও বীর্যহীন নয়, কারণ সেগুলি যাঁরা প্রয়োগ করছেন সেই ঋত্বিকরা যাজকোচিত সমস্ত নিয়মই পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন॥ ২৭ ॥ আমরা মনে করি না যে, এই যজ্ঞে দেবতাদের বিন্দুমাত্রও অসম্মান বা অবহেলা ঘটেছে, যার জন্য কর্মসাক্ষী দেবতারা নিজেদের ভাগ গ্রহণ করবেন না॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—ঋত্বিকগণের কথা শুনে যজমান অঙ্গ অত্যন্ত দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি তখন যাজকগণের অনুমতি নিয়ে মৌনত্যাগ করে সদস্যদের জিজ্ঞাসা করলেন॥ ২৯ ॥ 'হে সদস্যবৃন্দ! এই যজ্ঞে যথাবিধি আবাহন করা সত্ত্বেও দেবতাগণ আগমন করছেন না বা সোমপাত্র গ্রহণ করছেন না। আপনারা বলুন, আমি কী অপরাধ করেছি (যার জন্য এরূপ ঘটতে পারে)?' ॥ ৩০ ॥

সদস্যগণ বললেন—হে মহারাজ! এই জন্মে আপনার সামান্যতম অপরাধও ঘটেনি, কিন্তু পূর্বজন্মের এক অপরাধ অবশ্যই আছে, যার জন্য আপনি এরূপ সর্বগুণসম্পন্ন হয়েও এখনও পর্যন্ত নিঃসন্তান রয়েছেন॥ ৩১ ॥ আপনার মঙ্গল হোক! আপনি প্রথমত একটি সুপুত্র লাভ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। আপনি যদি পুত্র কামনায় যজ্ঞ করেন তাহলে যজ্ঞেশ্বর আপনাকে অবশ্যই পুত্র প্রদান করবেন॥ ৩২ ॥ সন্তান কামনায় সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরিকে আবাহন করা হলে দেবতারা নিজেরাই এসে নিজ-নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করবেন॥ ৩৩ ॥ ভক্ত যে যে বস্তু কামনা করেন শ্রীহরি তাঁকে তাই প্রদান করেন। তাঁকে যেমনভাবে আরাধনা করা যায়, উপাসকের ঠিক সেইরকম ফললাভই হয়ে থাকে॥ ৩৪ ॥ এইভাবে রাজা অঙ্গের যাতে পুত্রলাভ হয় সেই উদ্দেশ্যে ঋত্বিকগণ শিপিবিষ্ট বিষ্ণু (পশুগণের মধ্যে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট বিষ্ণু)-দেবতাকে 'পুরোডাশ' নামক চরু দ্বারা যজন করলেন॥ ৩৫ ॥ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া মাত্রই সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে স্বর্ণমাল্যধারী

[১]প্রা.পা.—ভবতা চাবদ্যং কিং ক্রিয়ান্বিতম্। [২]প্রা.পা.—প্রাক্তনাবদ্যম্।

স বিপ্রানুমতো রাজা গৃহীত্বাঞ্জলিনৌদনম্।
অবঘ্রায় মুদা যুক্তঃ প্রাদাৎ পত্ন্যা উদারধীঃ ॥ ৩৭ ॥

সা[1] তৎপুংসবনং রাজ্ঞী প্রাশ্য বৈ পত্যুরাদধে।
গর্ভং কাল উপাবৃত্তে কুমারং সুষুবেঽপ্রজাঃ ॥ ৩৮ ॥

স বাল এব পুরুষো মাতামহমনুব্রতঃ।
অধর্মাংশোদ্ভবং মৃত্যুং তেনাভবদধার্মিকঃ ॥ ৩৯ ॥

স শরাসনমুদ্যম্য মৃগয়ুর্বনগোচরঃ।
হন্ত্যসাধুর্মৃগান্ দীনান্ বেনোঽসাবিত্যরৌজ্জনঃ ॥ ৪০ ॥

আক্রীড়ে ক্রীড়তো বালান্[2] বয়স্যানতিদারুণঃ।
প্রসহ্য নিরনুক্রোশঃ পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৪১ ॥

তং বিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈর্বিবিধৈর্নৃপঃ।
যদা ন শাসিতুং কল্পো ভৃশমাসীৎ সুদুর্মনাঃ ॥ ৪২ ॥

প্রায়েণাভ্যর্চিতো দেবো যেঽপ্রজা গৃহমেধিনঃ।
কদপত্যভৃতং[3] দুঃখং যে ন বিন্দন্তি দুর্ভরম্ ॥ ৪৩ ॥

যতঃ পাপীয়সী কীর্তিরধর্মশ্চ মহান্নৃণাম্।
যতো বিরোধঃ সর্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ ॥ ৪৪ ॥

কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ।
পণ্ডিতো বহু মন্যেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ ॥ ৪৫ ॥

কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাং পদাৎ।
নির্বিদ্যেত গৃহান্মর্ত্যো যৎক্লেশনিবহা গৃহাঃ ॥ ৪৬ ॥

শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত এক পুরুষ উত্থিত হলেন, তাঁর হাতে ছিল পক্ব-পায়সান্ন সমন্বিত একটি স্বর্ণপাত্র॥ ৩৬ ॥ উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মহারাজ অঙ্গ যাজক ব্রাহ্মণগণের অনুমতি নিয়ে নিজের অঞ্জলিতে সেই পায়সান্ন গ্রহণ করলেন এবং নিজে তা আঘ্রাণ করে মহানন্দে নিজ পত্নীর হাতে প্রদান করলেন ॥ ৩৭ ॥ পুত্রদানে সমর্থ সেই পায়সান্ন ভক্ষণ করে সন্তানহীনা রাজ্ঞী সুনীথা মহারাজ অঙ্গের পুত্রকে গর্ভে ধারণ করলেন এবং যথাকালে সেই পুত্রের জন্ম দিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই পুত্র কিন্তু বালক বয়স থেকেই অধর্মের বংশে জাত নিজের মাতামহ মৃত্যুর অনুগামী হল (সুনীথা মৃত্যুর কন্যা ছিলেন)। ফলে সেও অত্যন্ত অধার্মিক হয়ে উঠল॥ ৩৯ ॥

সেই দুর্বৃত্ত বালক উদ্যত ধনুর্বাণ হস্তে ব্যাধের মতো বনে গিয়ে নিরীহ মৃগদের হত্যা করত। তাকে দেখলেই লোকে ওই 'বেন আসছে', ওই 'বেন আসছে' বলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত॥ ৪০ ॥ সে এমন ক্রূরপ্রকৃতি এবং নির্দয় ছিল যে খেলার মাঠে ক্রীড়ারত নিজের সমবয়সী বালকদের ওপর পশুর মতো বলপ্রয়োগে হত্যা করত॥ ৪১ ॥ পুত্রের এইরকম খল-স্বভাব দেখে মহারাজ অঙ্গ বহুপ্রকারে তাকে শাসন ও সংশোধন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাকে সৎপথে আনতে সক্ষম হলেন না। তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও হতাশ হয়ে পড়লেন॥ ৪২ ॥ (তিনি নিজের মনেই ভাবতে লাগলেন—) 'যে সকল গৃহস্থ নিঃসন্তান তারা অবশ্যই পূর্বজন্মে বিশেষভাবে দেবতার আরাধনা করে থাকবে, সেই কারণেই তাদের কু-পুত্রের কদাচারজনিত দুঃসহ দুঃখ সহ্য করতে হয় না ॥ ৪৩ ॥ যার আচরণের ফলে মাতা-পিতার সমস্ত সুখ-সম্মান ধূলিতে মিশিয়ে যায়, তাদের গুরুতর অধর্মের ভাগী হতে হয়, সকলের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়, অনন্ত প্রকারের মানসিক ক্লেশ সহ্য করতে হয় এবং গৃহও দুঃখদায়ক হয়ে ওঠে—সেই নামমাত্র পুত্রের জন্য কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষ আগ্রহ বা কামনা পোষণ করবে ? সে তো প্রকৃতপক্ষে আত্মার এক মোহময় বন্ধনমাত্র॥ ৪৪-৪৫ ॥ (আবার অন্যদিক থেকে দেখলে) সুপুত্র অপেক্ষা কুপুত্রকেই বরং কাম্য মনে করতে পারি, কারণ সুপুত্রকে ছেড়ে (ঈশ্বর সাধনাদির নিমিত্ত গৃহত্যাগ বা বানপ্রস্থ অবলম্বনের সময়ে) যেতে গভীর শোক হয়। কিন্তু কুপুত্র গৃহকে ক্লেশপূর্ণ নরকে পরিণত করে, সুতরাং মানুষ

[1]প্রা.পা.—যাবৎ পুংস.। [2]প্রাচীন বইয়ে 'বালান্‌বয়স্যানতিদারুণঃ।' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [3]প্রা.পা—তাশ্রিতং।

এবং স নির্বিগ্নমনা নৃপো গৃহা-
নিশীথ উত্থায় মহোদয়োদয়াৎ।
অলব্ধনিদ্রোঽনুপলক্ষিতো নৃভি-
র্হিত্বা গতো বেনসুবং প্রসুপ্তাম্॥ ৪৭ ॥

বিজ্ঞায় নির্বিদ্য গতং পতিং প্রজাঃ
পুরোহিতামাত্যসুহৃদ্‌গণাদয়ঃ।
বিচিক্যুরুর্ব্যামতিশোককাতরা
যথা নিগূঢ়ং পুরুষং কুযোগিনঃ॥ ৪৮ ॥

অলক্ষয়ন্তঃ পদবীং প্রজাপতে-
র্হতোদ্যমাঃ প্রত্যুপসৃত্য তে পুরীম্।
ঋষীন্ সমেতানভিবন্দ্য সাশ্রবো
ন্যবেদয়ন্ পৌরব ভর্তৃবিপ্লবম্॥ ৪৯ ॥

সহজেই তার থেকে মুক্তির পথে চলে যেতে পারে॥ ৪৬ ॥

এই প্রকার নানা চিন্তায় মহারাজ অঙ্গের রাত্রে নিদ্রা এল না। সংসার সম্পর্কে তাঁর মনে গভীর বিরাগ জন্মেছিল। তিনি অর্ধরাত্রে শয্যা ত্যাগ করে উঠলেন, তাঁর মহিষী বেন-জননী তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাজার মনে কারো জন্যই আর কোনো মোহ ছিল না, তিনি সকলের অলক্ষিতে নিঃশব্দে সেই অজস্র সুখের উপকরণে ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন॥ ৪৭ ॥ মহারাজ সংসারের প্রতি বিরাগগ্রস্ত হয়ে গৃহত্যাগ করেছেন জেনে তাঁর প্রজা-বৃন্দ, পুরোহিত, মন্ত্রী এবং সুহৃদগণ—সকলেই অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে সারা পৃথিবীতে তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন, যেমন যোগসাধনার যথার্থ রহস্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের অন্তরতর গোপনবাসী পরম-পুরুষকে বাইরে অনুসন্ধান করে॥ ৪৮ ॥ বিদুর ! বহু অন্বেষণ করেও তারা রাজার কোনো সন্ধান সূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে হতোদ্যম হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে সেখানে সমবেত ঋষিবৃন্দকে প্রণাম করে সাশ্রুনয়নে নিজেদের প্রভুর এই অমঙ্গলসূচক নিরুদ্দেশ-সংবাদ নিবেদন করলেন॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ
চতুর্দশ অধ্যায়
রাজা বেনের বৃত্তান্ত

মৈত্রেয় উবাচ

ভৃগ্বাদয়স্তে[১] মুনয়ো লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ।
গোপ্তর্যসতি বৈ নৃণাং পশ্যন্তঃ পশুসাম্যতাম্॥ ১ ॥
বীর মাতরমাহূয় সুনীথাং ব্রহ্মবাদিনঃ।
প্রকৃত্যসম্মতং বেনমভ্যষিঞ্চন্ পতিং ভুবঃ॥ ২ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বীরবর বিদুর ! সর্বলোকের হিতৈষী ভৃগু প্রমুখ মুনিগণ দেখলেন যে মহারাজ অঙ্গ রাজত্ব ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর রক্ষাকর্তা কেউ নেই, ফলে সব লোক পশুর মতো উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলে যাওয়ার উপক্রম করছে॥ ১ ॥ তখন সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিবৃন্দ অমাত্যগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাতা সুনীথাকে আহ্বান

[১]প্রা.পা.—যত্র ঋষয়ো।

শ্রুত্বা নৃপাসনগতং বেনমত্যুগ্রশাসনম্।
নিলিল্যুর্দস্যবঃ সদ্যঃ সর্পত্রস্তা ইবাখবঃ।। ৩ ।।

স আরূঢ়নৃপস্থান উন্নদ্ধোঽষ্টবিভূতিভিঃ।
অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সম্ভাবিতঃ স্বতঃ।। ৪ ।।

এবং মদান্ধ উৎসিক্তো নিরঙ্কুশ ইব দ্বিপঃ।
পর্যটন্ রথমাস্থায় কম্পয়ন্নিব রোদসী।। ৫ ।।

ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ।
ইতি ন্যবারয়দ্ধর্মং ভেরীঘোষেণ সর্বশঃ[১]।। ৬ ।।

বেনস্যাবেক্ষ্য[২] মুনয়ো দুর্বৃত্তস্য বিচেষ্টিতম্।
বিমৃশ্য লোকব্যসনং কৃপয়োচুঃ স্ম সত্রিণঃ[৩]।। ৭ ।।

অহো উভয়তঃ প্রাপ্তং লোকস্য ব্যসনং মহৎ।
দারুণ্যুভয়তো দীপ্তে ইব তস্করপালয়োঃ।। ৮ ।।

অরাজকভয়াদেষ[৪] কৃতো রাজাতদর্হণঃ।
ততোঽপ্যাসীদ্ভয়ং ত্বদ্য কথং স্যাৎ স্বস্তি দেহিনাম্।। ৯ ।।

অহেরিব পয়ঃপোষঃ পোষকস্যাপ্যনর্থভৃৎ[৫]।
বেনঃ প্রকৃত্যৈব খলঃ সুনীথাগর্ভসম্ভবঃ।। ১০ ।।

নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ স জিঘাংসতি বৈ প্রজাঃ।
তথাপি সান্ত্বয়েমামুং নাস্মাংস্তৎপাতকং স্পৃশেৎ।। ১১ ।।

করে (অর্থাৎ তাঁর সম্মতিক্রমে) বেনকে পৃথিবীর অধিপতিপদে অভিষিক্ত করলেন।। ২ ।। বেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর দণ্ডদাতা ছিল। সে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে শুনেই চোর-দস্যু প্রভৃতিরা সর্পভীত মূষিকের মতো, যে যেখানে পারে, দ্রুত অন্তর্হিত হল।। ৩ ।। সিংহাসনে আরোহণ করে বেন অষ্ট লোকপাল দেবতার মহিমার অংশভাগীরূপে পরিগণিত হওয়ার ফলে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের চরম সীমাও অতিক্রম করে গেল এবং নিজেকে সর্ব বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে মহাপুরুষদের অপমান করতে লাগল।। ৪ ।। সে ঐশ্বর্যমদে অন্ধ হয়ে রথে আরোহণ করে নিরঙ্কুশ গজরাজের মতো যেন আকাশ-পৃথিবী (স্বর্গ-মর্ত্য) কম্পিত করে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগল।। ৫ ।। 'কোনো দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) বর্ণের ব্যক্তি কোথাও কোনো প্রকার যজ্ঞ, দান বা হোম করতে পারবে না'—নিজের রাজ্যে এই ভেরী ঘোষণা দ্বারা সে সমস্ত ধর্ম-কর্ম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিল।। ৬ ।।

দুর্বৃত্ত বেনের এই অত্যাচার দেখে ঋষি-মুনিগণ সাধারণ মানুষের মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে বিবেচনা করে কৃপাপরবশ হয়ে নিজেরা মিলিত হয়ে এইরকম আলোচনা করলেন।। ৭ ।। 'কোনো কাষ্ঠখণ্ডের দুই প্রান্তেই যুগপৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হলে মধ্যস্থানবর্তী পিপীলিকা-আদি কীটের যেমন মহাভয় উপস্থিত হয়, হায় ! জনসাধারণেরও এখন সেইরকম একদিকে রাজা, অপর দিকে চোর-দস্যু প্রভৃতি থেকে মহাসংকট সমুপস্থিত হয়েছে।। ৮ ।। (দেশ অরাজক হলে চোর-দস্যুদের মহা উপদ্রব হয় এই কারণে) অরাজকতার ভয়েই আমরা, এই বেন সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, তাকেই রাজা করেছিলাম, কিন্তু এখন তার দিক থেকেই প্রজাবৃন্দের ভয় উপস্থিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ একটু সুখ-শান্তি পাবে কীভাবে ? ।। ৯ ।। সুনীথা-গর্ভজাত এই বেন স্বভাবতই অতি দুরাত্মা। সর্পকে দুগ্ধ দ্বারা পোষণ করলে সে পোষকেরই সর্বনাশ করে, এই বেনকে অতিবৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়ায় সেই অনর্থই ঘটেছে।। ১০ ।। আমরা তাকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করেছিলাম, কিন্তু সে এখন তাদের ধ্বংস করতেই কৃত-সংকল্প। তবুও আমরা তাকে শান্তভাবে অনুরোধ উপরোধের দ্বারা সুপথে আনতে চেষ্টা করব, তাহলে তার

[১]প্রা.পা.—সর্বতঃ। [২]প্রা.পা.—বেত্তা। [৩]প্রা.পা.—মন্ত্রিণঃ। [৪]প্রা.পা.—দেব। [৫]প্রা.পা.—কৃৎ।

তদ্‌বিদ্বদ্ভিরসদ্‌বৃত্তো বেনোঽস্মাভিঃ কৃতো নৃপঃ।
সান্ত্বিতো যদি নো বাচং ন গ্রহীষ্যত্যধর্মকৃৎ॥ ১২ ॥
লোকধিক্কারসন্দগ্ধং[১] দহিষ্যামঃ স্বতেজসা।
এবমধ্যবসায়ৈনং মুনয়ো গূঢ়মন্যবঃ।
উপব্রজ্যাব্রুবন্ বেনং সান্ত্বয়িত্বা চ সামভিঃ[২]॥ ১৩ ॥

মুনয়[৩]ঊচুঃ

নৃপবর্য নিবোধৈতদ্ যত্তে বিজ্ঞাপয়াম ভোঃ।
আয়ুঃশ্রীবলকীর্তীনাং তব তাত বিবর্ধনম্॥ ১৪ ॥
ধর্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃকায়বুদ্ধিভিঃ[৪]।
লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যথানন্ত্যমসঙ্গিনাম্॥ ১৫
স তে মা বিনশেদ্ বীর প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ।
যস্মিন্ বিনষ্টে নৃপতিরৈশ্বর্যাদবরোহতি॥ ১৬ ॥
রাজন্নসাধ্বমাত্যেভ্যশ্চোরাদিভ্যঃ প্রজা নৃপঃ।
রক্ষন্ যথা বলিং গৃহ্নন্নিহ প্রেত্য চ মোদতে॥ ১৭ ॥
যস্য রাষ্ট্রে পুরে চৈব ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ।
ইজ্যতে স্বেন ধর্মেণ জনৈর্বর্ণাশ্রমান্বিতৈঃ[৫]॥ ১৮ ॥
তস্য রাজ্ঞো মহাভাগ[৬] ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজশাসনে॥ ১৯ ॥
তস্মিংস্তুষ্টে কিমপ্রাপ্যং জগতামীশ্বরেশ্বরে।
লোকাঃ সপালা হ্যেতস্মৈ হরন্তি বলিমাদৃতাঃ॥ ২০
তং সর্বলোকামরযজ্ঞসংগ্রহং
ত্রয়ীময়ং দ্রব্যময়ং তপোময়ম্।
যজ্ঞৈর্বিচিত্রৈর্যজতো ভবায় তে
রাজন্ স্বদেশাননুরোদ্ধুমর্হসি॥ ২১ ॥
যজ্ঞেন যুষ্মদ্‌বিষয়ে দ্বিজাতিভি-
র্বিতায়মানেন সুরাঃ কলা হরেঃ।
স্বিষ্টাঃ সুতুষ্টাঃ প্রদিশন্তি বাঞ্ছিতং
তদ্ধেলনং নার্হসি বীর চেষ্টিতুম্॥ ২২ ॥

পাপের ভাগী আমাদের হতে হবে না॥ ১১ ॥ বেন অত্যন্ত দুরাচারী জেনেও আমরা তাকে রাজা করেছিলাম। এখন তাকে বোঝানো সত্ত্বেও যদি সেই অধর্মপরায়ণ পাপিষ্ঠ আমাদের কথা না শোনে তাহলে জনগণের ঘৃণার তাপে পূর্ব হতেই দগ্ধ সেই অধমকে আমরা নিজেদের তেজে ভস্ম করে ফেলব।'—এই রকম স্থির করে মুনিগণ বেনের কাছে উপস্থিত হলেন এবং নিজেদের রোষ প্রকাশ না করে তাকে শান্তিপূর্ণ মধুর বচনে এইভাবে বলতে লাগলেন॥ ১২-১৩ ॥

মুনিগণ বললেন—হে রাজন্! আমরা আপনাকে যা বলছি, তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এতে আপনার আয়ু, শ্রী, বল এবং কীর্তি—সবকিছুই বৃদ্ধি পাবে॥ ১৪ ॥ স্নেহভাজন মহারাজ! বাক্য, মন, শরীর এবং বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম আচরণ করলে মানুষ শোকরহিত (স্বর্গাদি) লোক প্রাপ্ত হয়, এবং যে নিষ্কাম তাকে সেই ধর্ম মোক্ষ পর্যন্ত দিতে পারে॥ ১৫ ॥ সুতরাং হে বীর! প্রজাদের মঙ্গলরূপ আপনার সেই ধর্ম যেন বিনষ্ট না হয়; কারণ ধর্ম বিনষ্ট হলে রাজাও ঐশ্বর্যচ্যুত হন॥ ১৬ ॥ যে রাজা দুষ্ট মন্ত্রী এবং চোর ইত্যাদির অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করেন এবং ন্যায়সম্মত কর গ্রহণ করেন, তিনি ইহলোক এবং পরলোক—উভয় স্থানেই সুখ লাভ করেন॥ ১৭ ॥ যার রাজ্যে অথবা পুরে বর্ণাশ্রম ধর্মপালনকারী ব্যক্তিরা স্বধর্মপালনের দ্বারা ভগবান যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করে থাকেন, হে মহাভাগ! বিশ্বাত্মা, সর্বভূতপালক ভগবান তাঁর নিজের আজ্ঞাপালনকারী সেই রাজার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন থাকেন॥ ১৮-১৯ ॥ ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মা প্রভৃতি জগদীশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তিনি তুষ্ট হলে জগতে কোন্ বস্তুই বা অপ্রাপ্য থাকতে পারে? ইন্দ্রাদি লোকপালগণসহ সর্বলোকই সেইজন্য পরম আদরে তাঁর উদ্দেশ্যে পূজোপহার অর্পণ করে থাকেন॥ ২০ ॥ হে রাজন! ভগবান সকল লোক, লোকপাল দেবতা এবং যজ্ঞসমূহের নিয়ন্তা এবং বেদত্রয়স্বরূপ, দ্রব্যস্বরূপ এবং তপস্যাস্বরূপ। আপনার যে সকল দেশবাসী আপনারই কল্যাণের জন্য সেই ভগবানকে বিবিধপ্রকারের যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করে থাকেন, আপনার তাদের প্রতি অনুকূল থাকা উচিত॥ ২১ ॥ আপনার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবানেরই অংশস্বরূপ বিভিন্ন দেবতার যথাবিধি

[১]প্রা.পা.—দিগ্ধং। [২]প্রা.পা.—ত্বাথ সা.। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'মুনয় ঊচুঃ' এই অংশ নেই। [৪]প্রা.পা.—শুদ্ধিভিঃ। [৫]প্রা.পা.—শ্রমাত্মকৈঃ। [৬]প্রা.পা.—রাজ।

বেন উবাচ

বালিশা বত যূয়ং বা[১] অধর্মে ধর্মমানিনঃ।
যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে॥ ২৩ ॥

অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরম্।
নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিহ লোকে পরত্র চ॥ ২৪ ॥

কো যজ্ঞপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী।
ভর্তৃস্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্॥ ২৫ ॥

বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ।
পর্জন্যো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ॥ ২৬

এতে চান্যে চ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপয়োঃ।
দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ॥ ২৭ ॥

তস্মান্মাং কর্মভির্বিপ্রা যজধ্বং গতমৎসরাঃ।
বলিং চ মহ্যং হরত মত্তোঽন্যঃ কোঽগ্রভুক্ পুমান্॥ ২৮

মৈত্রেয় [২]উবাচ

ইত্থং বিপর্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্যাচ্ঞাং ন চক্রে[৩] ভ্রষ্টমঙ্গলঃ॥ ২৯ ॥

ইতি তেঽসৎকৃতাস্তেন দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনা।
ভগ্নায়াং ভব্যযাচ্ঞায়াং তস্মৈ বিদুর চুক্রুধুঃ॥ ৩০

হন্যতাং হন্যতামেষ পাপঃ প্রকৃতিদারুণঃ।
জীবন্জগদসাবাশু কুরুতে ভস্মসাদ্ ধ্রুবম্॥ ৩১ ॥

অর্চনা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করবেন। সুতরাং, হে বীরবর, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দিয়ে সেই দেবতাদের অসম্মান করা আপনার পক্ষে উচিত কাজ হবে না॥ ২২ ॥

বেন বলল—তোমরা তো দেখছি বড়ই মূর্খ! অধর্মকেই ধর্ম বলে মনে কর, ধিক তোমাদের! তোমাদের বেঁচে থাকার উপযোগী বৃত্তির সংস্থান করছি আমি, আর সেই সাক্ষাৎ নিজপতিস্বরূপ আমাকে ছেড়ে তোমরা উপপতিস্বরূপ অন্য কারো ভজনা করতে শুরু করেছ॥ ২৩ ॥ যে মূর্খরা রাজারূপী পরমেশ্বরকে অবজ্ঞা করে তারা ইহলোক বা পরলোক—কোথাও কোনো মঙ্গল লাভ করে না॥ ২৪ ॥ কুলটা স্ত্রীলোকের যেমন নিজের স্বামীর প্রতি ভালোবাসা থাকে না কিন্তু পরপুরুষের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকে, তেমনি (আমাকে ছেড়ে) যার প্রতি তোমাদের এত ভক্তি সেই যজ্ঞপুরুষটি কে? ॥ ২৫ ॥ বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, পর্জন্য (মেঘ), কুবের, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ এবং এরা ছাড়াও অন্যান্য যেসব দেবতা বর এবং শাপ দিতে (অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহে) সমর্থ, তারা সবাই রাজার দেহেই বিদ্যমান। সুতরাং রাজা সর্বদেবময়, দেবতারা তাঁর অংশমাত্র॥ ২৬-২৭ ॥ সুতরাং ওহে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমার প্রতি বিদ্বেষভাব ত্যাগ করে নিজেদের সর্বকর্মদ্বারা আমারই পূজা করো, আমার জন্যই উপচারাদি সংগ্রহ করো। আমি ছাড়া পূজাদ্রব্যের অগ্রভাগ গ্রহণ করার যোগ্য আরাধ্য আর কে আছে? (নিবেদিত দ্রব্যের অগ্রভাগ দেবতা গ্রহণ করেন, অবশিষ্টাংশ প্রসাদরূপে পূজক ও অন্যান্য সকলের (গ্রহণীয়) ॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—সেই ঋষি-মুনিগণ বহুভাবে তাকে অনুনয় করা সত্ত্বেও এই রকমে বিপরীত বুদ্ধি, মহাপাপী, কুমার্গগামী সেই বেন তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করল না। প্রকৃতপক্ষে তার পুণ্য ক্ষীণ হয়ে যাওয়াতে সে সমস্তপ্রকার মঙ্গল থেকেই তখন ভ্রষ্ট হয়েছে, তার ধ্বংস নিকটবর্তী॥ ২৯ ॥ বিদুর! নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে বেন এইভাবে তাঁদের অপমান করলে এবং তাঁদের সেই সদিচ্ছা-প্রণোদিত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে মুনিগণ তার ওপর ক্রুদ্ধ হলেন॥ ৩০ ॥ 'মারো! এই নিষ্ঠুর পাপীকে মেরে ফেলো! এ বেঁচে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র জগৎ-সংসার

[১]প্রা.পা.—বৈ। [২]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' এই অংশ নেই। [৩]প্রা.পা.—ভেজে।

নায়মর্হত্যসদ্‌বৃত্তো নরদেববরাসনম্।
যোঽধিযজ্ঞপতিং বিষ্ণুং[১] বিনিন্দত্যনপত্রপঃ॥ ৩২

কো বৈনং[২] পরিচক্ষীত[৩] বেনমেকমৃতেঽশুভম্।
প্রাপ্ত ঈদৃশমৈশ্বর্যং যদনুগ্রহভাজনঃ॥ ৩৩ ॥

ইত্থং ব্যবসিতা হন্তুমৃষয়ো রূঢ়মন্যবঃ।
নিজঘ্নুর্হুঙ্কৃতৈর্বেনং হতমচ্যুতনিন্দয়া॥ ৩৪ ॥

ঋষিভিঃ স্বাশ্রমপদং গতে পুত্রকলেবরম্।
সুনীথা পালয়ামাস বিদ্যাযোগেন শোচতী॥ ৩৫ ॥

একদা মুনয়স্তে তু সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ[৪]।
হুত্বাগ্নীন্ সৎকথাশ্চক্রুরুপবিষ্টাঃ সরিত্তটে॥ ৩৬ ॥

বীক্ষ্যোত্থিতাংস্তদোৎপাতানাহুর্লোকভয়ঙ্করান্[৫]।
অপ্যভদ্রমনাথায়া দস্যুভ্যো ন ভবেদ্ভুবঃ॥ ৩৭ ॥

এবং মৃশন্ত ঋষয়ো ধাবতাং সর্বতোদিশম্।
পাংসুঃ সমুত্থিতো ভূরিশ্চোরাণামভিলুম্পতাম্॥ ৩৮

তদুপদ্রবমাজ্ঞায় লোকস্য বসু লুম্পতাম্।
ভর্তর্যুপরতে তস্মিন্নন্যোন্যং চ জিঘাংসতাম্॥ ৩৯ ॥

চোরপ্রায়ং জনপদং হীনসত্ত্বমরাজকম্।
লোকান্নাবারয়ঞ্ছক্তা অপি তদ্দোষদর্শিনঃ॥ ৪০ ॥

নিশ্চয়ই ভস্ম করে ফেলবে॥ ৩১ ॥ এই দুর্বৃত্ত কোনোমতেই রাজসিংহাসনে বসার যোগ্য নয়। এই নির্লজ্জ কিনা স্বয়ং যজ্ঞপতি ভগবান বিষ্ণুর নিন্দা করে! ॥ ৩২ ॥ যাঁর অনুগ্রহে ওর এমন ঐশ্বর্য লাভ হয়েছে, সেই শ্রীহরিকেই নিন্দা এই কৃতঘ্ন হতভাগ্য বেন ছাড়া আর কে-ই বা করবে?'॥ ৩৩ ॥

এইভাবে ঋষিরা তাঁদের সংবৃত ক্রোধ প্রকাশ করে বেনকে বধ করতেই মনস্থ করলেন। অবশ্য ভগবানের নিন্দা করার ফলে বেন পূর্বেই মৃত্যুগ্রস্ত হয়েই ছিল, সুতরাং তাঁদের হুংকারেই অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল, অর্থাৎ বেন মারা পড়ল॥ ৩৪ ॥ এর পর মুনিরা নিজ নিজ আশ্রমে চলে গেলেন। এদিকে বেনের শোকাকুলা মাতা সুনীথা মন্ত্র ও অন্যান্য প্রযুক্তির (অর্থাৎ উপযুক্ত দ্রব্যাদির) সাহায্যে নিজ পুত্রের মৃতদেহ রক্ষা করতে লাগলেন॥ ৩৫ ॥

একদিন সেই মুনিবৃন্দ সরস্বতী নদীর পবিত্র জলে অবগাহন করে অগ্নিহোত্র কর্ম সমাপনান্তে নদীতটে উপবিষ্ট হয়ে সৎ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিলেন॥ ৩৬ ॥ সেইসময়ে তাঁরা লোকের পক্ষে ত্রাসজনক কিছু কিছু উৎপাত (পৃথিবীর ভাবী অমঙ্গলসূচক প্রাকৃতিক ঘটনাবলী) ঘটতে দেখে নিজেদের মধ্যে এইরকম বাক্যালাপ করছিলেন, 'পৃথিবীর তো এখন কেউ রক্ষক নেই, ফলে দস্যুদের অত্যাচারের কারণে পৃথিবীর অমঙ্গল ঘটবে না তো?'॥ ৩৭ ॥ ঋষিরা এই বিষয়ে আলোচনা করার সময়েই দেখতে পেলেন চারিদিকে লুণ্ঠনকারী চোর-দস্যুরা ধাবিত হতে থাকার ফলে প্রচুর ধূলি উত্থিত হচ্ছে॥ ৩৮ ॥ তাঁরা সেই দৃশ্য দেখেই বুঝতে পারলেন যে, রাজার মৃত্যুতে দেশে অরাজকতা দেখা দিয়েছে, রাষ্ট্র শক্তিহীন, ফলে চোর-দস্যুদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনকারী এবং একে অপরকে হত্যা করতে তৎপর দুর্বৃত্তরা এই উপদ্রবের সৃষ্টি করেছে। নিজেদের তেজে অথবা তপোবলে মানুষকে এই কুপ্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাতে হিংসাদি দোষের সম্ভাবনা দেখে, তাঁরা এই উপদ্রব নিবারণ করলেন না। (অথবা, শক্তিশালী ব্যক্তিরাও সম্মুখে লুণ্ঠনাদি অত্যাচার ঘটতে দেখে এবং তা নিবারণের চেষ্টা না করা দোষজনক জেনেও,

(১)প্রা.পা.— দেবং। (২)প্রা.পা.—তং। (৩)প্রা.পা.—পরিরক্ষেত। (৪)প্রা.পা.—সরিৎস্বচ্ছজলা.।
(৫)প্রা.পা.—ভয়ান্তরান্।

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়ো যথা॥ ৪১ ॥

নাঙ্গস্য বংশো রাজর্ষেরেষ সংস্থাতুমর্হতি।
অমোঘবীর্যা হি নৃপা বংশেঽস্মিন্ কেশবাশ্রয়াঃ॥ ৪২ ॥

বিনিশ্চিত্যৈবমৃষয়ো বিপন্নস্য মহীপতেঃ।
মমন্থুরূরুং তরসা তত্রাসীদ্ বাহুকো নরঃ॥ ৪৩ ॥

কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ[১]।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্ধজঃ॥ ৪৪ ॥

তং তু তেঽবনতং দীনং কিং করোমীতি বাদিনম্।
নিষীদেত্যব্রুবংস্তাত স নিষাদস্ততোঽভবৎ॥ ৪৫ ॥

তস্য বংশ্যাস্তু নৈষাদা গিরিকাননগোচরাঃ।
যেনাহরজ্জায়মানো[২] বেনকল্মষমুল্বণম্॥ ৪৬ ॥

রাষ্ট্রের দুর্বলতা এবং দস্যুদের সংখ্যাধিক্য হেতু এই অরাজকতার প্রতিকারে সচেষ্ট হচ্ছিলেন না।)॥ ৩৯-৪০ ॥ তাঁরা অবশ্য এ-ও চিন্তা করলেন যে, 'ব্রাহ্মণ যদি সমদর্শী এবং শান্তস্বভাবও হন, তবুও আর্তকে উপেক্ষা করলে তাঁর সমস্ত তপস্যাই ছিদ্রযুক্ত পাত্রের থেকে জলের মতো ক্ষরিত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়॥ ৪১ ॥ তাছাড়া, রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশও লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ, এই বংশে বহু অমোঘবীর্য এবং ভগবৎপরায়ণ রাজা জন্মগ্রহণ করেছেন'॥ ৪২ ॥ এইরূপ স্থির করে তাঁরা সেই মৃত রাজার দেহের ঊরুদেশ সবেগে মন্থন করলেন এবং তার ফলে তা থেকে এক খর্বকায় পুরুষ উৎপন্ন হল॥ ৪৩ ॥ সেই পুরুষ ছিল কাকের মতো কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেহ ; বিশেষত তার হাত-পা অত্যন্ত হ্রস্ব, হনু দুটি বৃহৎ, নাসিকার অগ্রভাগ অনুন্নত, চোখ রক্তবর্ণ এবং চুল তাম্রবর্ণ ছিল॥ ৪৪ ॥ সে অত্যন্ত দীনভাবে নত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'আমি কী করব ?' বিদুর ! ঋষিরা তার উত্তরে বললেন, 'নিষীদ' অর্থাৎ 'বসো'। এর থেকে সে নিষাদ নামে পরিচিত হল॥ ৪৫ ॥ সে জন্মাবার সময়েই রাজা বেনের সমস্ত ভয়ংকর পাপের দায় নিজের ওপরে নিয়ে নিয়েছিল। তার ফলে তার বংশধর নৈষাদগণও হিংসা-লুণ্ঠনাদি পাপকাজে রত থাকে। সেইজন্য তারা গ্রাম বা নগরে বাস না করে, অরণ্যে এবং পর্বতেই বসবাস করে থাকে॥ ৪৬ ॥

—o—

ইতি [৩]শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে নিষাদোৎপত্তির্নাম চর্তুদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে পৃথু চরিত্রের নিষাদোৎপত্তি নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

—o—

[১]প্রা.পা.—ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ। [২]প্রা.পা.— যোঽপাহরজ্জায়মানো। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'ইতি শ্রী.......' থেকে আরম্ভ করে পরের অধ্যায়ের 'মৈত্রেয় উবাচ' পর্যন্ত নেই।

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহারাজ পৃথুর সমুৎপত্তি এবং রাজ্যাভিষেক

মৈত্রেয় উবাচ

অথ তস্য পুনর্বিপ্রৈরপুত্রস্য মহীপতেঃ।
বাহুভ্যাং মথ্যমানাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ১ ॥
তদ্ দৃষ্ট্বা[১] মিথুনং জাতমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
ঊচুঃ পরমসন্তুষ্টা বিদিত্বা ভগবৎকলাম্॥ ২ ॥

ঋষয় উচুঃ

এষ বিষ্ণোর্ভগবতঃ কলা ভুবনপালিনী।
ইয়ং চ লক্ষ্ম্যাঃ সম্ভূতিঃ পুরুষস্যানপায়িনী॥ ৩ ॥
অয়ং তু প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথয়িতা যশঃ।
পৃথুর্নাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথুশ্রবাঃ॥ ৪ ॥
ইয়ং চ সুদতী[২] দেবী গুণভূষণভূষণা।
অর্চির্নাম বরারোহা পৃথুমেবাবরুন্ধতী॥ ৫ ॥
এষ সাক্ষাদ্ধরেরংশো জাতো লোকরিরক্ষয়া।
ইয়ং চ তৎপরা হি শ্রীরনুজজ্ঞেঽনপায়িনী॥ ৬ ॥

মৈত্রেয় [৩]উবাচ

প্রশংসন্তি স্ম তং বিপ্রা গন্ধর্বপ্রবরা জগুঃ।
মুমুচুঃ সুমনোধারাঃ সিদ্ধা নৃত্যন্তি স্বঃস্ত্রিয়ঃ॥ ৭ ॥
শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি।
তত্র সর্ব উপাজগ্মুর্দেবর্ষিপিতৃণাং গণাঃ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মা জগদ্গুরুর্দেবৈঃ সহাসৃত্য সুরেশ্বরৈঃ।
বৈন্যস্য দক্ষিণে হস্তে দৃষ্ট্বা চিহ্নং গদাভৃতঃ॥ ৯ ॥
পাদয়োররবিন্দং চ তং বৈ মেনে হরেঃ কলাম্।
যস্যাপ্রতিহতং চক্রমংশঃ স পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১০ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! এরপর ব্রাহ্মণগণ পুত্রহীন রাজা বেনের বাহু দুটি মন্থন করলেন, তার ফলে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ—এই যুগলের উদ্ভব ঘটল॥ ১ ॥ তাদের উৎপন্ন হতে দেখেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাদের ভগবদংশে জাত বলে বুঝতে পেরে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন॥ ২ ॥

ঋষিগণ বললেন—এই পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর ভুবন-পালনকারিণী কলা থেকে উৎপন্ন এবং এই স্ত্রী সেই পরম পুরুষেরই শক্তি লক্ষ্মীদেবীর অনপায়িনী (নিত্যসংযুক্তা) কলা অর্থাৎ ইনি লক্ষ্মীরই অবতারস্বরূপা॥ ৩ ॥ এঁদের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি নিজের যশ 'প্রথন'—অর্থাৎ বিস্তার করার কারণে পরম যশস্বী 'পৃথু' নামে সম্রাট হবেন। রাজাদের মধ্যে তিনিই হবেন প্রথম অর্থাৎ সর্বাগ্রগণ্য॥ ৪ ॥ এই সুদতী (সুন্দর দন্তসমন্বিতা), গুণ এবং অলংকারেরও অলংকার-স্বরূপা অর্থাৎ রূপে গুণে অনন্যা পরমা সুন্দরী দেবী এই পৃথুকেই নিজের পতিরূপে গ্রহণ করবেন। এঁর নাম হবে অর্চি॥ ৫ ॥ ভগবান শ্রীহরিরই অংশ লোকরক্ষার নিমিত্ত পৃথুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিরতা তাঁর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবী অর্চির রূপ ধারণ করে আবির্ভূতা হয়েছেন॥ ৬ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! তখন ব্রাহ্মণগণ পৃথুর স্তুতি কীর্তনে মুখর হলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গুণগান করতে লাগলেন, সিদ্ধগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং অপ্সরাবৃন্দ নৃত্য করতে লাগল॥ ৭ ॥ আকাশে শঙ্খ, তুরী, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজতে লাগল। সমস্ত দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণ সেখানে উপস্থিত হলেন॥ ৮ ॥ জগদ্গুরু ব্রহ্মা দেবশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গে সেখানে সমাগত হয়ে বেনাঙ্গজ পৃথুর দক্ষিণ হস্তে ভগবান বিষ্ণুর চিহ্ন এবং চরণদ্বয়ে পদ্মচিহ্ন দেখে তাঁকে শ্রীহরির অংশ বলে বুঝতে পারলেন ; কারণ যার হস্তে অন্য কোনো রেখা দ্বারা

[১]প্রাচীন বইয়ে 'তদ্ দৃষ্ট্বা.....' থেকে তৃতীয় শ্লোকের '.....পুরুষস্যানপায়িনী' পর্যন্ত নেই। [২]প্রা.পা.—দেবী সুদতী।
[৩]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' এই অংশ নেই।

তস্যাভিষেক আরব্ধো ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
আভিষেচনিকান্যস্মৈ[১] আজহ্রুঃ সর্বতো জনাঃ॥ ১১
সরিৎসমুদ্রা গিরয়ো নাগা গাবঃ খগা মৃগাঃ।
দ্যৌঃ ক্ষিতিঃ সর্বভূতানি সমাজহ্রুরুপায়নম্॥ ১২ ॥
সোঽভিষিক্তো মহারাজঃ সুবাসাঃ সাধ্বলঙ্কৃতঃ।
পত্ন্যার্চিষালঙ্কৃতয়া বিরেজেঽগ্নিরিবাপরঃ॥ ১৩ ॥
তস্মৈ জহার ধনদো হৈমং বীর বরাসনম্।
বরুণঃ সলিলস্রাবমাতপত্রং শশিপ্রভম্॥ ১৪ ॥
বায়ুশ্চ বালব্যজনে[২] ধর্মঃ কীর্তিময়ীং[৩] স্রজম্।
ইন্দ্রঃ কিরীটমুৎকৃষ্টং দণ্ডং সংযমনং যমঃ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ং বর্ম[৪] ভারতী হারমুত্তমম্।
হরিঃ সুদর্শনং চক্রং তৎ পত্ন্যব্যাহতাং শ্রিয়ম্॥ ১৬
দশচন্দ্রমসিং রুদ্রঃ শতচন্দ্রং তথাম্বিকা।
সোমোঽমৃতময়ানশ্বাংস্ত্বষ্টা রূপাশ্রয়ং রথম্॥ ১৭ ॥
অগ্নিরাজগবং চাপং সূর্যো রশ্মিময়ানিষূন্।
ভূঃ পাদুকে যোগময্যৌ[৫] দ্যৌঃ পুষ্পাবলিমন্বহম্॥ ১৮
নাট্যং সুগীতং বাদিত্রমন্তর্ধানং চ খেচরাঃ।
ঋষয়শ্চাশিষঃ সত্যাঃ সমুদ্রঃ শঙ্খমাত্মজম্॥ ১৯ ॥
সিন্ধবঃ পর্বতা নদ্যো রথবীথীর্মহাত্মনঃ।
সূতোঽথ মাগধো বন্দী তং স্তোতুমুপতস্থিরে॥ ২০ ॥
স্তাবকাংস্তানভিপ্রেত্য পৃথুর্বৈন্যঃ প্রতাপবান্।
মেঘনির্হ্রাদয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ২১ ॥

পৃথুরুবাচ

ভোঃ সূত হে[৬] মাগধ সৌম্য বন্দি-
লোঁকেঽধুনাস্পষ্টগুণস্য মে স্যাৎ।
কিমাশ্রয়ো মে স্তব এষ যোজ্যতাং
মা ময্যভূবন্ বিতথা গিরো বঃ॥ ২২ ॥

অবিচ্ছিন্ন চক্রচিহ্ন থাকে, সে অবশ্যই ভগবানের অংশে জাত॥ ৯-১০ ॥ ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুর অভিষেকের আয়োজন করতে লাগলেন। অভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহে সকল লোক ব্যাপৃত হল॥ ১১ ॥ নদী, সমুদ্র, পর্বত, সর্প, গো, পক্ষী, মৃগ, স্বর্গ ও পৃথিবীসহ যাবতীয় ভূত প্রকৃতি তাঁর জন্য উপহার-দ্রব্য আনয়ন করল॥ ১২ ॥ শোভন বস্ত্র ও অলংকার-সমূহে অলংকৃত মহারাজ পৃথু যথাবিধি রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। তাঁর পত্নী অর্চি নানা অলংকারে ভূষিতা হয়ে তাঁর বামে বিরাজমানা ছিলেন। পৃথু তখন দ্বিতীয় একজন অগ্নিদেবের মতো শোভা পাচ্ছিলেন॥ ১৩ ॥

বীরবর বিদুর! কুবের তাঁকে অতি মনোহর একটি স্বর্ণময় সিংহাসন উপহার দিলেন এবং বরুণ তাঁকে চন্দ্রের মতো শুভ্র এবং দীপ্তিমান একটি ছত্র দিলেন, সেটি থেকে সর্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা নিঃসৃত হত॥ ১৪ ॥ বায়ু তাঁকে দুটি চামর, ধর্ম কীর্তিময়ী মালা, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট একটি কিরীট, যম সর্বলোকের দমনকারী দণ্ড, ব্রহ্মা বেদময় বর্ম, সরস্বতী উত্তম হার, শ্রীহরি সুদর্শনচক্র, হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী অক্ষয় সম্পদ, রুদ্রদেব দশ-চন্দ্র (চন্দ্রের মতো দশটি চিহ্ন যুক্ত) তরবারি, দেবী দুর্গা শত-চন্দ্র ঢাল, চন্দ্র অমৃতময় অশ্বসমূহ, ত্বষ্টা (বিশ্বকর্মা) একটি সুন্দর রথ, অগ্নি আজগব (অজ এবং গো-শৃঙ্গ থেকে নির্মিত) সুদৃঢ় ধনু, সূর্য তেজোময় বাণ, পৃথিবী যোগময় পাদুকাদ্বয় (যা ধারণ করলে ইচ্ছামতো যে কোনো স্থানে তৎক্ষণাৎ যাওয়া যায়), দ্যৌ (আকাশাভিমানী দেবতা) প্রাত্যহিক নব প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি, আকাশচারী সিদ্ধ গন্ধর্বগণ নাট্য-গীত-বাদ্য এবং অন্তর্ধান-শক্তি, ঋষিগণ অমোঘ আশীর্বাদ, সমুদ্র নিজের মধ্যে উৎপন্ন শঙ্খ এবং সকল সমুদ্র-পর্বত-নদী তাঁকে অপ্রতিহত রথ-মার্গ উপহারস্বরূপ প্রদান করলেন। অনন্তর সূত, মাগধ এবং বন্দী (বন্দনাকারী)গণ তাঁর স্তুতিপাঠের জন্য উপস্থিত হল॥ ১৫-২০ ॥ তখন সেই স্তুতিপাঠকদের অভিপ্রায় অনুমান করে বেনপুত্র পরমপ্রতাপশালী মহারাজ পৃথু সহাস্যে জলদ-গম্ভীর স্বরে তাদের বললেন॥ ২১ ॥

পৃথু বললেন—সৌম্য সূত-মাগধ-বন্দীগণ! এখনও পর্যন্ত তো ইহলোকে আমার কোনো গুণই প্রকাশিত হয়নি।

[১]প্রা.পা.—অভিষেচ.। [২]প্রা.পা.—জনং। [৩]প্রা.পা.—মিব। [৪]প্রা.পা.—ধর্মং। [৫]প্রা.পা.—মায়া। [৬]প্রা.পা.—ভো।

তস্মাৎ পরোক্ষেঽস্মদুপশ্রুতান্যলং-[১]
করিষ্যাথ স্তোত্রমপীচ্যবাচঃ।
সত্যুত্তমশ্লোকগুণানুবাদে
জুগুপ্সিতং ন স্তবয়ন্তি সভ্যাঃ॥ ২৩ ॥

মহদ্‌গুণানাত্মনি কর্তুমীশঃ
কঃ স্তাবকৈঃ স্তাবয়তেঽসতোঽপি।
তেঽস্যাভবিষ্যন্নিতি[২] বিপ্রলব্ধো
জনাবহাসং কুমতির্ন বেদ॥ ২৪ ॥

প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ।
হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্॥ ২৫

বয়ং ত্ববিদিতা লোকে সূতাদ্যাপি বরীমভিঃ।
কর্মভিঃ কথমাত্মানং গাপয়িষ্যাম বালবৎ॥ ২৬ ॥

তাহলে তোমরা আমার কোন গুণকে অবলম্বন করে স্তুতি করবে ? আমার সম্পর্কে তোমাদের উক্তিগুলির ব্যর্থ প্রয়োগ না করে বরং অপর কোনো ব্যক্তির স্তুতি করো॥ ২২ ॥ হে মধুরভাষী স্তাবকবৃন্দ ! ভবিষ্যতে আমার গুণের প্রকাশ ঘটলে তখন আমার কীর্তি সম্পর্কে তোমরা যত ইচ্ছা স্তুতিগান করতে পারবে। আর দেখ, পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীহরির গুণকীর্তনের মতো সাধুবাদযোগ্য বিষয় থাকা সত্ত্বেও তুচ্ছ মানুষের স্তব করা কোনো শিষ্ট ব্যক্তির অভীপ্সিত হতেই পারে না॥ ২৩ ॥ যার মধ্যে মহৎ গুণাবলীর বিকাশের সম্ভাবনা আছে এমন কোনো ব্যক্তি কখনো সেগুলি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়ার আগেই স্তাবকদের দ্বারা সে সম্পর্কে প্রশংসা প্রচার করে কি ? 'এ যদি এইরকম (বিদ্যাভ্যাসাদি) করত, তাহলে এর মধ্যে এই-এই (জ্ঞান-বিনয়াদি) গুণ উৎপন্ন হত'—এই ধরনের স্তুতি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিটিকে প্রবঞ্চনাই করা হয়। কেবলমাত্র নির্বোধ ব্যক্তিই বুঝতে পারে না যে, এর দ্বারা সে লোকের উপহাসের পাত্রই হচ্ছে॥ ২৪ ॥ যেমন কোনো লজ্জাশীল উদারমনা পুরুষ নিজেরই পূর্বকৃত কোনো অন্যায় বা নিন্দাযোগ্য বলপ্রয়োগের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা অনভিপ্রেত মনে করেন, ঠিক তেমনই লোকবিশ্রুত পরাক্রমশালী পুরুষও নিজের স্তুতি বা মহিমা-প্রচার সম্পর্কে বিমুখতা পোষণ করেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মনে করেন॥ ২৫ ॥ হে সূতগণ ! আমি এখনও পর্যন্ত কোনো প্রশংসনীয় কর্মের জন্য জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিনি। এমন কোনো কাজই আমি করিনি যার জন্য লোকে আমার গুণগান করতে পারে। এ অবস্থায় আমি কী করে নির্বোধ বালকের মতো তোমাদের দ্বারা নিজের স্তুতি গান করাব ? ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
পৃথু চরিত্রে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

---

[১]প্রা.পা.—দুপাশ্রিতা হ্যলং.। [২]প্রা.পা.—গুণা ভবিষ্য.।

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

বন্দনাকারিগণ কর্তৃক পৃথুর স্তুতি

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং গায়কা মুনিচোদিতাঃ।
তুষ্টুবুস্তুষ্টমনসস্তদ্‌বাগমৃতসেবয়া॥ ১ ॥

নালং বয়ং তে মহিমানুবর্ণনে
যো দেববর্যোঽবততার মায়য়া।
বেনাঙ্গজাতস্য চ পৌরুষাণি তে
বাচস্পতীনামপি বভ্রমুর্ধিয়ঃ॥ ২ ॥

অথাপ্যুদারশ্রবসঃ পৃথোর্হরেঃ
কলাবতারস্য কথামৃতাদৃতাঃ।
যথোপদেশং মুনিভিঃ প্রচোদিতাঃ
শ্লাঘ্যানি কর্মাণি বয়ং বিতন্মহি॥ ৩ ॥

এষ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো লোকং ধর্মেঽনুবর্তয়ন্।
গোপ্তা চ ধর্মসেতূনাং শাস্তা তৎপরিপন্থিনাম্॥ ৪ ॥

এষ বৈ লোকপালানাং বিভর্ত্যেকস্তনৌ তনূঃ।
কালে কালে যথাভাগং লোকয়োরুভয়োর্হিতম্॥ ৫

বসু কাল উপাদত্তে কালে চায়ং বিমুঞ্চতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু প্রতপন্ সূর্যবদ্‌বিভুঃ॥ ৬ ॥

তিতিক্ষত্যক্রমং বৈন্য উপর্যাক্রমতামপি।
ভূতানাং করুণঃ শশ্বদার্তানাং ক্ষিতিবৃত্তিমান্॥ ৭ ॥

দেবেঽবর্ষত্যসৌ দেবো নরদেববপুর্হরিঃ।
কৃচ্ছ্রপ্রাণাঃ প্রজা হ্যেষ রক্ষিষ্যত্যঞ্জসেন্দ্রবৎ॥ ৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—মহারাজ পৃথু এই প্রকার বললে তাঁর সেই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করে সূত প্রভৃতি গায়কগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হল। তারা তখন (তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও) মুনিগণের প্রেরণায় এইভাবে তাঁর স্তুতি করতে লাগল॥ ১ ॥ 'আপনি সাক্ষাৎ দেববর নারায়ণ, নিজের মায়ায় আপনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা আপনার মহিমা বর্ণনা করতে একান্তই অক্ষম। আপনি রাজা বেনের মৃত শরীর থেকে জাত হয়েছেন সত্য, কিন্তু আপনার পৌরুষ কীর্তনে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা (অথবা বৃহস্পতি) প্রমুখেরও বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যায়॥ ২ ॥ আপনি শ্রীভগবানের অংশাবতার উদারকীর্তি মহারাজ পৃথু, আপনার কথামৃতের আস্বাদনে একান্ত আগ্রহযুক্তচিত্তে মুনিগণের উপদেশ অনুসারে এবং তাঁদেরই প্রেরণায় আমরা আপনার পরম প্রশংসনীয় কর্মসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে উদ্যোগী হয়েছি॥ ৩ ॥

'ধর্মরক্ষকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' এই মহারাজ পৃথু সর্বলোককে ধর্মপথে প্রবৃত্ত করে ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করবেন এবং তার বিরোধীদের দণ্ডিত করবেন॥ ৪ ॥ প্রজাবৃন্দের পালন, পোষণ এবং অনুরঞ্জন প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে ইনি নিজের এক শরীরেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকপাল দেবতার মূর্তি ধারণ করবেন এবং যজ্ঞাদির বিস্তার সাধনের দ্বারা স্বর্গলোক এবং যথাকালে যথেষ্ট বর্ষণের ব্যবস্থা দ্বারা ভূলোক—এই উভয় লোকেরই হিতসাধন করবেন॥ ৫ ॥ ইনি সূর্যের ন্যায় অলৌকিক মহিমান্বিত প্রতাপবান এবং সমদর্শী হবেন। সূর্যদেব যেমন আট মাস তাপ বর্ষণ করে জল শোষণ করেন এবং বর্ষা ঋতুতে সেই জল নিঃশেষে পৃথিবীর বুকে ঢেলে দেন, সেইরকম ইনিও কর-গ্রহণের দ্বারা কখনো ধন সঞ্চয় করবেন, আবার কখনো প্রজাদের মঙ্গলে সেই ধন ব্যয় করে ফেলবেন॥ ৬ ॥ এই বেন-তনয় পৃথু অত্যন্ত দয়ালু হবেন। কোনো দীন ব্যক্তি যদি এমনকি এঁর মস্তকেও পা রাখে, ইনি পৃথিবীর মতো সর্বংসহরূপে তার সেই অনুচিত ব্যবহারও সর্বদা সহ্য করবেন॥ ৭ ॥ কখনো যদি বর্ষণের দেবতা (পর্জন্য) বর্ষা না করেন (অর্থাৎ অনাবৃষ্টি হলে) এবং প্রজাদের প্রাণরক্ষা কষ্টকর হয়ে ওঠে, তাহলে এই রাজারূপী শ্রীহরি ইন্দ্রের মতো শীঘ্র বৃষ্টি

আপ্যায়য়ত্যসৌ লোকং বদনামৃতমূর্তিনা।
সানুরাগাবলোকেন বিশদস্মিতচারুণা॥ ৯ ॥

অব্যক্তবর্ত্মৈষ নিগূঢ়কার্যো
গম্ভীরবেধা উপগুপ্তবিত্তঃ।
অনন্তমাহাত্ম্যগুণৈকধামা
পৃথুঃ প্রচেতা ইব সংবৃতাত্মা॥ ১০ ॥

দুরাসদো দুর্বিষহ আসন্নোঽপি বিদূরবৎ।
নৈবাভিভবিতুং শক্যো বেনারণ্যুত্থিতোঽনলঃ॥ ১১

অন্তর্বহিশ্চ ভূতানাং পশ্যন্ কর্মাণি চারণৈঃ।
উদাসীন ইবাধ্যক্ষো বায়ুরাত্মেব দেহিনাম্॥ ১২ ॥

নাদণ্ড্যং দণ্ডয়ত্যেষ সুতমাত্মদ্বিষামপি[১]।
দণ্ডয়ত্যাত্মজমপি দণ্ড্যং ধর্মপথে স্থিতঃ॥ ১৩ ॥

অস্যাপ্রতিহতং চক্রং পৃথোরামানসাচলাৎ।
বর্ততে ভগবানর্কো যাবত্তপতি গোগণৈঃ॥ ১৪ ॥

রঞ্জয়িষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ।
অথামুমাহূ রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ॥ ১৫ ॥

দৃঢ়ব্রতঃ সত্যসন্ধো ব্রহ্মণ্যো বৃদ্ধসেবকঃ।
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং মানদো দীনবৎসলঃ॥ ১৬ ॥

মাতৃভক্তিঃ পরস্ত্রীষু পত্ন্যামর্ধ ইবাত্মনঃ।
প্রজাসু পিতৃবৎস্নিগ্ধঃ কিঙ্করো ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১৭ ॥

দেহিনামাত্মবৎ প্রেষ্ঠঃ সুহৃদাং নন্দিবর্ধনঃ।
মুক্তসঙ্গপ্রসঙ্গোঽয়ং দণ্ডপাণিরসাধুষু॥ ১৮ ॥

সম্পাদন করিয়ে অনায়াসেই প্রজাদের রক্ষা করবেন॥ ৮ ॥ সৌম্যকান্তি মৃদুহাস্যমধুর এঁর অমৃতঘন মুখচন্দ্রচ্ছবি এবং প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত সকল লোকের চিত্তকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করে তুলবে॥ ৯ ॥ এঁর গতিপথ কেউই বুঝতে পারবে না, এঁর কার্যও হবে গুপ্ত এবং তা সম্পন্ন করার পদ্ধতিও হবে গম্ভীর, অর্থাৎ কার্যসম্পন্ন হওয়ার পূর্বে তা অন্যেরা জানতে পারবে না। এঁর ধন-সম্পদ সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে। ইনি অনন্ত মাহাত্ম্য ও গুণের একমাত্র আশ্রয় হবেন। এইরূপে নিজ মর্যাদায় সুস্থিত ব্যক্তিত্বশালী মনস্বী পৃথু সর্ববিষয়ে বরুণের সঙ্গে তুলনীয় হবেন॥ ১০ ॥ বেনরূপ অরণি-মন্থনের ফলে উৎপন্ন এই পৃথুরূপী অগ্নি শত্রুদের পক্ষে সর্বদা দুর্বর্ষ এবং দুঃসহ হবেন। ইনি তাদের সমীপস্থ হয়েও নিজ সৈন্যাদির দ্বারা সুরক্ষিত থাকার ফলে বহু দূরে অবস্থিতের মতো প্রতিভাত হবেন। শত্রুরা কখনোই এঁকে পরাজিত করতে পারবে না॥ ১১ ॥ যেমন প্রাণিগণের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাণরূপী সূত্রাত্মা শরীরের ভিতর ও বাহিরের সমস্ত বিষয় দর্শন করেও উদাসীন থাকেন সেইরূপ ইনিও গুপ্তচরদের সাহায্যে লোকের গুপ্ত এবং প্রকাশ্য সকল আচরণ সম্পর্কে অবগত হয়েও নিজের নিন্দা অথবা স্তুতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবেন॥ ১২ ॥ ধর্মপথে অবিচল থেকে ইনি দণ্ডপ্রদানের যোগ্য না হলে নিজ শত্রুর পুত্রকেও দণ্ডিত করবেন না এবং অপর দিকে, দণ্ডযোগ্য হলে নিজ পুত্রকেও দণ্ড দেবেন॥ ১৩ ॥ মানস সরোবরের উত্তর দিকে অবস্থিত পর্বতমালা পর্যন্ত যত প্রদেশ সূর্যদেব তাঁর কিরণসমূহের দ্বারা প্রকাশিত করেন, সেই সম্পূর্ণ ভূখণ্ডে এঁর নিষ্কণ্টক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে॥ ১৪ ॥ ইনি নিজ কার্যাবলীর দ্বারা সর্বলোকের সুখবিধান করবেন—তাদের 'রঞ্জন' করবেন, এই মনোরঞ্জনের কারণে প্রজা-বৃন্দ এঁকে 'রাজা' বলে অভিহিত করবে॥ ১৫ ॥ ইনি অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণভক্ত, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবাকারী, শরণাগতবৎসল, সর্বপ্রাণীর যথাযোগ্য সম্মানদাতা এবং দীনজনের প্রতি দয়ার্দ্রহৃদয় হবেন॥ ১৬ ॥ পরস্ত্রীকে ইনি মাতার মতো ভক্তি করবেন, নিজ পত্নীকে নিজের অর্ধাঙ্গরূপে দেখবেন, প্রজাদের প্রতি পিতৃস্নেহ পোষণ করবেন এবং ব্রহ্মবাদীগণের ভৃত্যস্বরূপ হবেন॥ ১৭ ॥ সকল প্রাণী এঁকে নিজ আত্মার (প্রাণের / দেহের)

[১]প্রা.পা.—পুত্র.।

অয়ং তু সাক্ষাদ্ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
কূটস্থ আত্মা কলয়াবতীর্ণঃ।
যস্মিন্নবিদ্যারচিতং নিরর্থকং[1]
পশ্যন্তি নানাত্বমপি প্রতীতম্॥ ১৯ ॥
অয়ং ভুবো মণ্ডলমোদয়াদ্রে-
র্গোপ্তৈকবীরো নরদেবনাথঃ।
আস্থায় জৈত্রং রথমাত্তচাপঃ
পর্যস্যতে দক্ষিণতো যথার্কঃ॥ ২০ ॥
অস্মৈ নৃপালা কিল তত্র তত্র
বলিং হরিষ্যন্তি সলোকপালাঃ।
মংস্যন্ত এষাং স্ত্রিয় আদিরাজং
চক্রায়ুধং তদ্‌যশ উদ্ধরন্ত্যঃ॥ ২১ ॥
অয়ং মহীং গাং দুদুহেঽধিরাজঃ
প্রজাপতির্বৃত্তিকরঃ প্রজানাম্।
যো লীলয়াদ্রীন্ স্বশরাসকোট্যা
ভিন্দন্ সমাং গামকরোদ্‌যথেন্দ্রঃ॥ ২২ ॥
বিস্ফূর্জয়ন্নাজগবং ধনুঃ স্বয়ং
যদাচরৎ ক্ষ্মামবিষহ্যমাজৌ।
তদা নিলিল্যুর্দিশি দিশ্যসন্তো
লাঙ্গূলমুদ্যম্য যথা মৃগেন্দ্রঃ॥ ২৩ ॥
এষোঽশ্বমেধাঞ্ শতমাজহার
সরস্বতী প্রাদুরভাবি যত্র।
অহারষীদ্ যস্য হয়ং পুরন্দরঃ
শতক্রতুশ্চরমে বর্তমানে॥ ২৪ ॥
এষ স্বসদ্মোপবনে সমেত্য
সনৎকুমারং ভগবন্তমেকম্।
আরাধ্য ভক্ত্যা লভতামলং তজ্-
জ্ঞানং যতো ব্রহ্ম পরং বিদন্তি[2]॥ ২৫ ॥
তত্র তত্র গিরস্তাস্তা ইতি বিশ্রুতবিক্রমঃ।

মতো ভালোবাসবে, সুহৃদগণের আনন্দবর্ধন করবেন ইনি, বিষয়-বিরাগী নিরাসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ এঁর বিশেষ প্রিয় হবে, অসাধু ব্যক্তিদের পক্ষে ইনি হবেন সাক্ষাৎ দণ্ডধারী যমরাজ॥ ১৮ ॥

গুণত্রয়ের অধীশ্বর, বিকাররহিত পরমাত্মা সাক্ষাৎ নারায়ণই এঁর (পৃথুর) রূপ ধারণ করে নিজের অংশাবতাররূপে প্রকটিত হয়েছেন। অবিদ্যা-রচিত, বহুধা-বিচিত্ররূপে প্রতীয়মান এই জগৎপ্রপঞ্চকে পণ্ডিতগণ তত্ত্বদৃষ্টিতে মিথ্যারূপে অনুভব করে থাকেন॥ ১৯ ॥ ইনি অদ্বিতীয় বীর এবং একচ্ছত্র সম্রাটরূপে উদয়াচল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমণ্ডল একাই রক্ষা করবেন এবং ধনুর্ধারীবেশে নিজের জয়শীল রথে আরোহণ করে সূর্যের মতো সেই সমগ্র ভূমি প্রদক্ষিণ করে বিচরণ করবেন॥ ২০ ॥ সেই সময়ে স্থানে স্থানে লোকপাল এবং বিভিন্নদেশের রাজাগণ এঁকে রাজকর প্রদান করবেন এবং তাঁদের পত্নীরা এঁর যশোগানে রত হয়ে (এঁর অলৌকিক মাহাত্ম্যদর্শনে) এই আদিরাজকে স্বয়ং মূর্তিমান শ্রীহরি বলে ধারণা করবেন॥ ২১ ॥ ইনি প্রজাপালক রাজাধিরাজরূপে প্রজাদের জীবনধারণের প্রয়োজনে গোরূপধারিণী পৃথিবীকে দোহন করবেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় নিজের ধনুর কোটি বা প্রান্তভাগের দ্বারা অবলীলায় পর্বতসমূহ বিদীর্ণ করে পৃথিবীকে সমতল করে দেবেন॥ ২২ ॥ যুদ্ধে এঁর বিক্রম কেউ সহ্য করতে পারবে না। সগর্বে অরণ্যে বিচরণশীল সমুন্নতপুচ্ছ সিংহের মতো ইনি যখন নিজের আজগব ধনুর টংকারে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে ভূমণ্ডলে বিচরণ করবেন তখন অসৎ লোকেরা ভীত হয়ে দিগ্বিদিকে অন্তর্ধান করবে॥ ২৩ ॥ ইনি সরস্বতী নদীর প্রাদুর্ভাবস্থলে শত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন। সেই যজ্ঞসমূহের মধ্যে অন্তিম যজ্ঞটির অনুষ্ঠানকালে ইন্দ্র সেই যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করবেন॥ ২৪ ॥ নিজ প্রাসাদের উপবনে ইনি কোনো এক সময়ে ভগবান সনৎকুমারের সাক্ষাৎ লাভ করবেন। সেই সময়ে একাকী-অবস্থিত তাঁকে ভক্তিসহকারে সেবা করে ইনি সেই নির্মল জ্ঞান লাভ করবেন, যার দ্বারা পরব্রহ্মানুভূতি সাধিত হয়॥ ২৫ ॥ ক্রমে এঁর মহত্ত্ব ও তেজস্বিতার কাহিনী যখন সাধারণ জনসমাজে বিস্তৃতি ও

[1]প্রাচীন বইয়ে 'যস্মিন্ন বিদ্যা........' থেকে আরম্ভ করে একুশ শ্লোকের সমাপ্তি পর্যন্ত অংশ মূলে নেই, টিপ্পনীতে লেখা আছে। [2]প্রা.পা.—বদন্তি।

শ্রোষ্যত্যাত্মাশ্রিতা গাথাঃ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ॥ ২৬ ॥

প্রসিদ্ধি লাভ করবে তখন প্রবল বিক্রমশালী এই মহারাজ পৃথু নিজের কীর্তিগাথা লোকের মুখে মুখে সর্বত্র গীত হতে শুনবেন॥ ২৬ ॥

দিশো বিজিত্যাপ্রতিরুদ্ধচক্রঃ
স্বতেজসোৎপাটিতলোকশল্যঃ।
সুরাসুরেন্দ্রৈরুপগীয়মান-[১]
মহানুভাবো ভবিতা পতির্ভুবঃ॥ ২৭ ॥

কোনো ব্যক্তিই এঁর আদেশের বিরোধিতা করতে পারবে না। সর্বদিকে নিজ রথচক্রের অপ্রতিহত অভিযানে দিগ্বিজয় সমাপন শেষে, নিজের তেজে প্রজাগণের দুঃখ-ক্লেশরূপ শল্য উৎপাটিত করে ইনি সমগ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হবেন। তখন শ্রেষ্ঠ দেবতা ও অসুরগণও এঁর বিপুল মাহাত্ম্য ও প্রভাবের জয়গানে মুখর হবেন॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে[২] ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬ ॥

শ্রীমম্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬ ॥

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

পৃথিবীর প্রতি মহারাজ পৃথুর রোষ এবং পৃথিবী কর্তৃক তাঁর স্তুতি

মৈত্রেয় উবাচ

এবং স ভগবান্ বৈন্যঃ খ্যাপিতো গুণকর্মভিঃ।
ছন্দয়ামাস তান্ কামৈঃ প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ॥ ১ ॥
ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ বর্ণান্ ভৃত্যামাত্যপুরোধসঃ।
পৌরাঞ্জানপদান্[৩] শ্রেণীঃ প্রকৃতীঃ সমপূজয়ৎ॥ ২

মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে বন্দনাকারীগণ মহারাজ বৈন্য (বেনপুত্র) পৃথুর গুণ ও কর্মাবলী বিবৃত করে তাঁর স্তুতি করলে তিনিও তাদের প্রত্যাভিনন্দন জানিয়ে এবং যথেপ্সিত পারিতোষিকাদি প্রদান করে সন্তুষ্টি বিধান করলেন॥ ১ ॥ এরপর তিনি ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণ, নিজের সেবকবৃন্দ, মন্ত্রী, পুরোহিত, নগরবাসী, দেশবাসী, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য আজ্ঞানুবর্তী ব্যক্তিবর্গকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন॥ ২ ॥

বিদুর উবাচ

কস্মাদ্দধার গোরূপং ধরিত্রী বহুরূপিণী।
যাং দুদোহ পৃথুস্তত্র কো বৎসো দোহনং চ কিম্॥ ৩
প্রকৃত্যা বিষমা দেবী কৃতা তেন সমা কথম্।
তস্য মেধ্যং হয়ং দেবঃ কস্য হেতোরপাহরৎ॥ ৪ ॥

বিদুর প্রশ্ন করলেন—হে ব্রহ্মনিষ্ঠ তপোধন! পৃথিবী তো বহুপ্রকার রূপ ধারণ করতে পারেন, তিনি বিশেষ করে গোরূপই ধারণ করলেন কেন? যখন মহারাজ পৃথু তাঁকে দোহন করলেন তখন কে-ই বা তাঁর বৎস হয়েছিল? আর সেই দোহনের পাত্রই বা কী ছিল? ॥ ৩ ॥ পৃথিবী দেবী তো

---

[১]প্রা.পা.— ন্দ্রৈরনুগীয়মানো ম.। [২]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে এর আগে 'পৃথুচরিতে' এই পাঠ বেশি আছে।
[৩]প্রা.পা.— পৌরজা.।

সনৎকুমারাদ্ভগবতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদুত্তমাৎ।
লব্ধ্বা জ্ঞানং সবিজ্ঞানং রাজর্ষিঃ কাং গতিং গতঃ॥ ৫
যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্য ভবান্ ভগবতঃ প্রভোঃ।
শ্রবঃ সুশ্রবসঃ পুণ্যং পূর্বদেহকথাশ্রয়ম্॥ ৬ ॥
ভক্তায় মেঽনুরক্তায় তব চাধোক্ষজস্য চ।
বক্তুমর্হসি যোঽদুহ্যদ্ বৈন্যরূপেণ গামিমাম্॥ ৭ ॥

সূত উবাচ

চোদিতো বিদুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি।
প্রশস্য তং প্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত॥ ৮ ॥

মৈত্রেয় [১] উবাচ

যদাভিষিক্তঃ পৃথুরঙ্গ বিপ্রৈ-
রামন্ত্রিতো জনতায়াশ্চ পালঃ।
প্রজা নিরন্নে ক্ষিতিপৃষ্ঠ এত্য
ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ পতিমভ্যবোচন্॥ ৯ ॥
বয়ং রাজঞ্জাঠরেণাভিতপ্তা
যথাগ্নিনা কোটরস্থেন বৃক্ষাঃ।
ত্বামদ্য যাতাঃ শরণং শরণ্যং
যঃ সাধিতো বৃত্তিকরঃ পতির্নঃ॥ ১০ ॥
তন্নো ভবানীহতু রাতবেঽন্নং
ক্ষুধার্দিতানাং নরদেবদেব।
যাবন্ন নঙ্ক্ষ্যামহ উজ্ঝিতোর্জা
বার্তাপতিস্ত্বং কিল লোকপালঃ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

পৃথুঃ প্রজানাং করুণং নিশম্য পরিদেবিতম্।
দীর্ঘং দধ্যৌ কুরুশ্রেষ্ঠ নিমিত্তং সোঽন্বপদ্যত॥ ১২
ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা প্রগৃহীতশরাসনঃ।
সন্দধে বিশিখং ভূমেঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরহা যথা॥ ১৩ ॥

পূর্ব হতেই স্বভাবত বন্ধুর, অসমতল ছিলেন। তিনি (পৃথু) কী করে তাঁকে সমতলে পরিণত করলেন ? ইন্দ্রই বা তাঁর যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করেছিলেন কেন ? ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ ভগবান সনৎকুমারের কাছ থেকে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান লাভ করে সেই রাজর্ষি কোন্ গতি প্রাপ্ত হলেন ? বেনপুত্র পৃথুরূপে ভগবান সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন ; অতএব পুণ্যকীর্তি সেই ভগবানের পূর্বদেহের (অর্থাৎ পৃথুরূপের) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আরও অন্যান্য যেসব পবিত্র যশঃকথা আছে, আপনি সে সমস্তই আমার কাছে কীর্তন করুন। আমি আপনার এবং শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত অনুরক্ত ভক্ত॥ ৬-৭ ॥

সূত বললেন—বিদুর কর্তৃক ভগবান বাসুদেবের চরিত কথা বর্ণনে এইভাবে প্রণোদিত হয়ে মৈত্রেয় প্রসন্নচিত্তে তাঁর প্রশংসা করলেন এবং পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন॥ ৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন— বিদুর ! ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে তাঁকে প্রজাদের রক্ষকরূপে ঘোষণা করলেন। সেই সময় পৃথিবী অন্নহীন হয়ে গেছিল (অর্থাৎ পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল)। ক্ষুধায় কাতর শীর্ণ দেহে প্রজারা তখন তাদের প্রভু পৃথুর কাছে এসে নিবেদন করল॥ ৯ ॥ 'হে মহারাজ ! আমরা ভয়ংকর জঠরাগ্নির (ক্ষুধার) জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি, গাছের কোটরের ভিতরে অগ্নি প্রজ্বলিত হলে যেমন সম্পূর্ণ গাছই দগ্ধ হয়, আমাদের অবস্থাও সেইরকম। সেইজন্য আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, কারণ আপনি শরণাগতের রক্ষাকর্তা এবং আমাদের জীবন-ধারণের উপায়-নির্ধারণকারী (অন্নদাতা) প্রভুরূপে সংস্থাপিত হয়েছেন॥ ১০ ॥ আপনি সর্বলোকের পালক, আপনিই আমাদের জীবিকার প্রভু। সুতরাং হে রাজরাজেশ্বর, অন্নের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বেই ক্ষুধায় অবসন্ন আমাদের অতি শীঘ্র অন্নদানের ব্যবস্থা করুন' ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয় বললেন—কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর ! প্রজাদের এই করুণ ক্রন্দন শুনে মহারাজ পৃথু দীর্ঘক্ষণ এ বিষয়ে চিন্তা করলেন। অবশেষে এই অন্নাভাবের কারণ তিনি বুঝতে পারলেন॥ ১২ ॥ 'পৃথিবীই সমস্ত প্রকারের অন্ন এবং ওষধি প্রভৃতির বীজ নিজের ভিতরে গ্রাস করে নিয়েছেন'—নিজ বুদ্ধিবলে

[১] প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' নেই।

প্রবেপমানা ধরণী নিশাম্যোদায়ুধং চ[১] তম্।
গৌঃ সত্যপাদ্রবদ্ভীতা মৃগীব মৃগয়ুদ্রুতা॥ ১৪ ॥

তামন্বধাবত্তদ্ বৈন্যঃ[২] কুপিতোঽত্যরুণেক্ষণঃ।
শরং ধনুষি সন্ধায় যত্র যত্র পলায়তে॥ ১৫ ॥

সা দিশো বিদিশো দেবী রোদসী চান্তরং তয়োঃ।
ধাবন্তী তত্র তত্রৈনং দদর্শানূদ্যতায়ুধম্॥ ১৬ ॥

লোকে নাবিন্দত ত্রাণং বৈন্যান্মৃত্যোরিব প্রজাঃ।
ত্রস্তা তদা নিববৃতে হৃদয়েন বিদূয়তা॥ ১৭ ॥

উবাচ চ মহাভাগং ধর্মজ্ঞাপন্নবৎসল।
ত্রাহি মামপি ভূতানাং পালনেঽবস্থিতো ভবান্॥ ১৮

স ত্বং জিঘাংসসে কস্মাদ্দীনামকৃতকিল্বিষাম্।
অহনিষ্যৎ কথং যোষাং ধর্মজ্ঞ ইতি যো মতঃ॥ ১৯

প্রহরন্তি ন বৈ স্ত্রীষু কৃতাগঃস্বপি জন্তবঃ।
কিমুত ত্বদ্‌বিধা রাজন্ করুণা দীনবৎসলাঃ॥ ২০ ॥

মাং বিপাট্যাজরাং নাবং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
আত্মানং চ প্রজাশ্চেমাঃ কথমম্ভসি[৩] ধাস্যসি॥ ২১

পৃথুরুবাচ

বসুধে ত্বাং বধিষ্যামি মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্।
ভাগং বর্হিষি যা বৃঙ্‌ক্তে ন তনোতি চ নো বসু॥ ২২

যবসং জগ্ধ্যনুদিনং নৈব দোগ্ধ্যৌধসং পয়ঃ।
তস্যামেবং হি দুষ্টায়াং দণ্ডো নাত্র ন শস্যতে॥ ২৩ ॥

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তিনি নিজের ধনু গ্রহণ করলেন এবং ত্রিপুরবিনাশক ভগবান মহাদেবের মতো মহাক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে লক্ষ্য করে বাণ সন্ধান করলেন॥ ১৩ ॥ তাঁকে অস্ত্র উদ্যত করতে দেখে পৃথিবী ভীত ও কম্পিত হয়ে উঠলেন এবং ব্যাধ পশ্চাদ্ধাবন করলে হরিণী যেমন সভয়ে ধাবিত হয় তেমনই তিনিও গোরূপ ধারণ করে পলায়ন করতে লাগলেন॥ ১৪ ॥ এই দেখে পৃথু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আরক্তলোচনে ধনুকে শরযোজনা করে পৃথিবী যেখানে যেখানে ধাবিত হলেন, সেখানে সেখানেই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগলেন॥ ১৫ ॥ দেবী পৃথিবী এইরূপে দিক, বিদিক, স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ—যেখানেই গেলেন সেখানেই নিজের পশ্চাতে উদ্যত-অস্ত্রে পৃথুকে আসতে দেখলেন॥ ১৬ ॥ যেমন মৃত্যু থেকে কেউ পরিত্রাণ পায় না, সেইরূপ তিনিও ত্রিভুবনে কোথাও বেনপুত্র পৃথুর থেকে রক্ষা পেলেন না (রক্ষাকর্তা / আশ্রয়দাতা পেলেন না)। তখন একান্ত ত্রস্ত ও দুঃখিত হৃদয়ে তিনি পলায়নের চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলেন॥ ১৭ ॥ এবং মহাভাগ পৃথুকে বলতে লাগলেন—‘হে ধর্মজ্ঞ এবং শরণাগতবৎসল মহারাজ ! আপনি সর্বপ্রাণীর রক্ষায় সদা তৎপর, আপনি আমাকেও রক্ষা করুন॥ ১৮ ॥ আমি অত্যন্ত দীন এবং নিরপরাধ, আপনি আমাকে বধ করতে চাইছেন কেন ? তাছাড়া, আপনাকে তো ধর্মজ্ঞ বলে মনে করা হয়, তাহলে স্ত্রীলোক আমাকে আপনি কীভাবে বধ করতে পারেন ? ॥ ১৯ ॥ মহারাজ ! স্ত্রীলোক যদি কোনো অপরাধ করেও, তাহলেও সাধারণ জীবও তাকে আঘাত করে না, তাহলে আপনার মতো দয়ালু দীনবৎসল ব্যক্তি কী করে এরূপ অন্যায় কাজ করতে পারেন ? ॥ ২০ ॥ আমি তো প্রকৃতপক্ষে একটি দৃঢ় নৌকাস্বরূপ, যার ওপরে ভর করে সমগ্র জগৎ অবস্থান করছে। আমাকে বিদীর্ণ করে আপনি নিজেকে বা আপনার এই প্রজাপুঞ্জকে অসীম জলরাশির মধ্যে কীভাবে ধারণ করবেন ?’॥ ২১ ॥

পৃথু বললেন—পৃথিবী ! তুমি আমার শাসন উল্লঙ্ঘন করেছ। তুমি দেবতারূপে যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ কর, কিন্তু তার পরিবর্তে আমাদের অন্নদান করছ না। এইজন্য আমি তোমাকে আজ বধ করব॥ ২২ ॥ যে গাভী প্রতিদিন সবুজ ঘাস ভক্ষণ করে কিন্তু স্তন্যদুগ্ধ দান করে না, সেই দুষ্টা গাভীর

[১]প্রা.পা.— পৃথুম্। [২]প্রা.পা.— তামেবানুদ্রবদ্ বৈন্যঃ। [৩]প্রা.পা.—কথং সংধারয়িষ্যসি।

ত্বং খল্বোষধিবীজানি প্রাক্ সৃষ্টানি স্বয়ম্ভুবা।
ন মুঞ্চস্যাত্মরুদ্ধানি মামবজ্ঞায় মন্দধীঃ॥ ২৪ ॥

অমূষাং ক্ষুৎপরীতানামার্তানাং পরিদেবিতম্।
শময়িষ্যামি মদ্বাণৈর্ভিন্নায়াস্তব মেদসা॥ ২৫ ॥

পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ॥ ২৬

ত্বাং স্তব্ধাং দুর্মদাং নীত্বা মায়াগাং তিলশঃ শরৈঃ।
আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ॥ ২৭ ॥

এবং মন্যুময়ীং মূর্তিং কৃতান্তমিব বিভ্রতম্।
প্রণতা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ মহী সঞ্জাতবেপথুঃ॥ ২৮ ॥

ধরোবাচ [১]

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় মায়য়া
বিন্যস্তনানাতনবে[২] গুণাত্মনে।
নমঃ স্বরূপানুভবেন নির্ধুত-
দ্রব্যক্রিয়াকারকবিভ্রমোর্ময়ে॥ ২৯ ॥

যেনাহমাত্মায়তনং বিনির্মিতা
ধাত্রা যতোঽয়ং গুণসর্গসঙ্গ্রহঃ।
স এব মাং হন্তুমুদায়ুধঃ স্বরা-
ডুপস্থিতোঽন্য শরণং কমাশ্রয়ে॥ ৩০ ॥
য এতদাদাবসৃজচ্চরাচরং
স্বমায়য়াত্মাশ্রয়য়াবিতর্ক্যয়া।
তয়ৈব সোঽয়ং কিল গোপ্তুমুদ্যতঃ
কথং নু মাং ধর্মপরো জিঘাংসতি॥ ৩১ ॥

প্রতি দণ্ডবিধান অনুচিত—এমন কথা বলা যায় না (তুমিও সেইরূপ দুষ্টা গাভী। সুতরাং তোমার প্রতিও দণ্ডবিধানই উচিত হবে।) ॥ ২৩ ॥ পুরাকালে সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যে সকল ওষধি-বীজ সৃষ্টি করেছিলেন, সে সবই তুমি নিজ দেহে রুদ্ধ করে রেখেছ এবং আমাকে অবজ্ঞা করে সেগুলিকে এখন নিজের গর্ভ থেকে সৃষ্টি করছ না—তোমার নিতান্তই দুর্বুদ্ধি হয়েছে! ॥ ২৪ ॥ আমি আমার বাণের দ্বারা তোমার দেহ ছিন্নভিন্ন করে তোমার মেদের দ্বারা আমার এই ক্ষুধাতুর দুঃখ-পীড়িত প্রজাদের করুণ ক্রন্দন শান্ত করব॥ ২৫ ॥ যে অধম জীব কেবল স্বার্থসাধনেই মগ্ন, নিজের পুষ্টিই যার একমাত্র লক্ষ্য এবং অন্য প্রাণীদের প্রতি যার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই—সে পুরুষ, স্ত্রী অথবা ক্লীব—যাই হোক না কেন, তাকে বধ করা রাজাদের পক্ষে বধ না করারই সমান (অর্থাৎ সেই বধে রাজার কোনো দোষ হয় না)॥ ২৬ ॥ তুমি অত্যন্ত দুর্বিনীতা এবং মদোন্মত্তা হয়েছ, মায়াবলে এখন গাভীর রূপ ধারণ করেছ। আমি আমার বাণের দ্বারা তোমাকে তিল-তিল করে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করব। তারপর আমি নিজের যোগবলেই এই প্রজাদের ধারণ করব॥ ২৭ ॥

এই কথা বলতে বলতে পৃথুর মধ্যে ক্রোধের আবেশ হল, তখন সাক্ষাৎ যমরাজের মতো সেই করাল ক্রোধময় মূর্তিধারী পৃথুকে দেখে পৃথিবী কম্পিতদেহে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন॥ ২৮ ॥

পৃথিবী বললেন—আপনি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ, আপনাকে নমস্কার। আপনি মায়া দ্বারা অনেক প্রকারের শরীর ধারণ করে গুণময়রূপে প্রতীত হন, কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে নিজের স্বরূপানুভূতির স্তরে আপনি অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবসম্বন্ধী 'অহং'-বোধ এবং তার থেকে জাত রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণই মুক্ত। সেই আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ২৯ ॥ আপনি সমস্ত জগতের বিধাতা (সৃষ্টিকর্তা), আপনিই এই ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি রচনা করেছেন এবং আমাকে সর্বজীবের আশ্রয়রূপে নির্মাণ করেছেন। আপনি সর্বপ্রকারেই স্বতন্ত্র (স্বেচ্ছাধীন, অন্য কারো বশবর্তী নন)। সেই আপনিই যদি অস্ত্র উদ্যত করে আমাকে বধ করতে উপস্থিত হন, তাহলে, হে প্রভু, আমি আর অন্য কার কাছে আশ্রয় নেব? ॥ ৩০ ॥ কল্পারম্ভে আপনি আপনাতেই আশ্রিত নিজের অনির্বচনীয় মায়া দ্বারা

[১]প্রাচীন বইয়ে 'ধরোবাচ' নেই। [২]প্রা.পা.—নাস্তমায়াত।

নূনং বতেশস্য সমীহিতং জনৈ-
স্তন্মায়য়া দুর্জয়য়াকৃতাত্মভিঃ।
ন লক্ষ্যতে যস্ত্বকরোদকারয়দ্-
যোঽনেক একঃ পরতশ্চ ঈশ্বরঃ॥ ৩২ ॥

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধনিরুদ্ধশক্তয়ে[১]
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে॥ ৩৩ ॥

স বৈ ভবানাত্মবিনির্মিতং জগদ্
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং বিভো।
সংস্থাপয়িষ্যন্নজ মাং রসাতলা-
দভ্যুজ্জহারাম্ভস আদিসূকরঃ॥ ৩৪ ॥

অপামুপস্থে ময়ি নাব্যবস্থিতাঃ
প্রজা ভবানদ্য রিরক্ষিষুঃ কিল।
স বীরমূর্তিঃ সমভূদ্ধরাধরো
যো মাং পয়স্যুগ্রশরো জিঘাংসসি॥ ৩৫ ॥

নূনং জনৈরীহিতমীশ্বরাণা-
মস্মদ্বিধৈস্তদ্গুণসর্গমায়য়া।
ন জ্ঞায়তে মোহিতচিত্তবর্ত্মভি-[২]
স্তেভ্যো নমো বীরযশস্করেভ্যঃ॥ ৩৬ ॥

এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মায়াকে আশ্রয় করেই আপনি এর পালনে তৎপর রয়েছেন। আপনি তো ধর্মপরায়ণ, তাহলে গোরূপধারিণী আমাকে বধ করতে ইচ্ছা করছেন কেন ? ॥ ৩১ ॥ আপনি এক হয়েও মায়াবশে অনেক রূপে প্রতিভাত হন, আপনিই ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করে তাঁর দ্বারা এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়েছেন। আপনি সাক্ষাৎ সর্বেশ্বর, অজিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে আপনার লীলার ধারণা করা অসম্ভব, কারণ তাদের বুদ্ধি আপনার দুর্জয় মায়ার প্রভাবে বিভ্রান্ত॥ ৩২ ॥ আপনিই পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বুদ্ধি এবং অহংকার-রূপ নিজ শক্তিসমূহের দ্বারা ক্রমানুসারে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত করে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন কার্যের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আপনার শক্তিসমূহের আবির্ভাব এবং তিরোভাব ঘটে। আপনি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ, জগদ্বিধাতা, আপনাকে নমস্কার॥ ৩৩ ॥ জন্মরহিত প্রভু ! আপনিই নিজের রচিত ভূত, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণরূপ জগতের স্থিতির জন্য আদিবরাহরূপ ধারণ করে আমাকে রসাতল থেকে উদ্ধার করে জলের উপরে নিয়ে এসেছিলেন॥ ৩৪ ॥ এই প্রকারে আমার উদ্ধার সাধন করে আপনি 'ধরাধর' নাম লাভ করেছেন। সেই আপনিই আবার আজ বীরমূর্তিতে জলের উপরে নৌকার মতো অবস্থিত আমাতে আশ্রিত প্রজাকুলকে রক্ষার অভিপ্রায়ে অতি উগ্র বাণ সন্ধান করে (অন্নাদিরূপ) দুগ্ধ প্রদান না করার অপরাধে আমাকে বধ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন॥ ৩৫ ॥ আপনার এই ত্রিগুণাত্মক জগতের সৃজনকারিণী মায়ায় আমার মতো সাধারণ জীবের চিত্ত মোহগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা আপনার ভক্তদের প্রতি লীলারও উদ্দেশ্য বুঝতে পারি না, সুতরাং আপনার কোনো কাজের প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য যে হবে না, এতে আশ্চর্যের কী আছে ? অতএব আপনার সেই ভক্তদের প্রতিও নমস্কার জানাই, যাঁরা ইন্দ্রিয়-সংযমাদির দ্বারা বীরোচিত যশ বিস্তার করেছেন ; তাঁরা আমাদের প্রণম্য, বার বার তাঁদের নমস্কার॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুবিজয়ে[৩] ধরিত্রীনিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে পৃথু বিজয়ে ধরিত্রীনিগ্রহ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

[১]প্রা.পা.—বিরুদ্ধ.। [২]প্রা.পা.—চিত্তকর্ম.। [৩]প্রা.পা.—পৃথুচরিতে ধরানিগ্রহঃ সপ্ত.।

অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

পৃথিবী-দোহন

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্থং পৃথুমভিষ্টূয় রুষা প্রস্ফুরিতাধরম্।
পুনরাহাবনির্ভীতা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা॥ ১ ॥

সংনিযচ্ছাভিভো মন্যুং[১] নিবোধ শ্রাবিতং চ মে।
সর্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ॥ ২ ॥

অস্মিঁল্লোকেঽথবামুস্মিন্মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে॥ ৩ ॥

তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদর্শিতান্।
অবরঃ[২] শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥ ৪

তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ[৩] পুনঃ পুনঃ॥ ৫ ॥

পুরা সৃষ্টা হ্যোষধয়ো ব্রহ্মণা যা বিশাম্পতে।
ভুজ্যমানা ময়া দৃষ্টা অসদ্ভিরধৃতব্রতৈঃ॥ ৬ ॥

অপালিতানাদৃতা চ ভবদ্ভির্লোকপালকৈঃ।
চোরীভূতেঽথ লোকেঽহং যজ্ঞার্থেঽগ্রসমোষধীঃ॥ ৭

নূনং তা বীরুধঃ ক্ষীণা ময়ি কালেন ভূয়সা।
তত্র যোগেন[৪] দৃষ্টেন ভবানাদাতুমর্হতি॥ ৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! মহারাজ পৃথুর অধর তখনও পর্যন্ত রোষবশে কম্পিত হচ্ছিল। তা দর্শন করে ভীত পৃথিবী তাঁকে এইভাবে স্তব করে নিজেই নিজের মনকে (বুদ্ধি-বিচারের সাহায্যে) স্থির করে (কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে) তাঁকে আবার বলতে শুরু করলেন॥ ১ ॥ 'হে প্রভু! ক্রোধ সংবরণ করুন এবং দয়া করে আমি যা বলছি, তা শুনুন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো সব জায়গা থেকেই সারবস্তু গ্রহণ করে থাকেন॥ ২ ॥ তত্ত্বদর্শী মুনিগণ মানুষের ইহলোক এবং পরলোকে কল্যাণসাধনের জন্য কৃষি, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বহুপ্রকার উপায় নির্ণয় করেছেন এবং সেসবের সার্থক প্রয়োগও করে গেছেন॥ ৩ ॥ পূর্বাচার্যগণের প্রদর্শিত সেই সব উপায় বর্তমানেও যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে যথাযথভাবে আরচণ করেন, তিনি সহজেই অভীষ্ট ফল লাভ করে থাকেন॥ ৪ ॥ কিন্তু সেগুলিকে অনাদর করে যে অজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কল্পিত উপায়ের অনুষ্ঠান করে, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; পুনঃপুনঃ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার সমস্ত প্রযত্নই নিষ্ফল হয়ে যায়॥ ৫ ॥ মহারাজ! ব্রহ্মা পুরাকালে যে সকল (ধান্যাদি) ওষধি সৃষ্টি করেছিলেন, আমি দেখলাম, অসৎ, দুরাচারী লোক, যারা নিজেদের জীবনে (যম-নিয়মাদি) কোনোরকম ধর্মীয় অনুশাসনই পালন করে না—তারাই সে সব ভোগ করছে॥ ৬ ॥ আপনার মতো লোকপালক রাজারা কেউই (চোরাদির দণ্ডবিধান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির দ্বারা) আমার পালন বা আদর করেননি, ফলে ক্রমশ সব লোকই চোর হয়ে উঠেছে। সেই জন্যই আমি যজ্ঞের কারণে সমস্ত ওষধি নিজের মধ্যে গ্রাস করে নিয়েছি॥ ৭ ॥ দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় সেই সব ওষধি আমার শরীরে এতদিনে নিশ্চয়ই জীর্ণ হয়ে গেছে, আপনি পূর্বাচার্যগণের প্রদর্শিত উপায়ে সেগুলি ফিরে পাবার চেষ্টা করুন॥ ৮ ॥ হে লোকপালক মহাবাহু বীর! যদি আপনি সর্বপ্রাণীর অভীপ্সিত, বলকারক খাদ্য লাভ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে আপনি আমার উপযুক্ত বৎস, দোহনপাত্র এবং দোহনকর্তা

---

[১]প্রা.পা.— ক্রোধং। [২]প্রা.পা.—অথবা। [৩]প্রা.পা.—প্রারব্ধা.। [৪]প্রা.পা.—দৃষ্টেন যোগেন।

বৎসং কল্পয় মে বীর যেনাহং বৎসলা তব।
ধোক্ষ্যে ক্ষীরময়ান্ কামাননুরূপং চ দোহনম্॥ ৯ ॥

দোগ্ধারং চ মহাবাহো ভূতানাং ভূতভাবন।
অন্নমীপ্সিতমূর্জস্বদ্ভগবান্ বাঞ্ছতে যদি॥ ১০ ॥

সমাং চ কুরু মাং রাজন্ দেববৃষ্টং যথা পয়ঃ।
অপর্তাবপি ভদ্রং তে উপাবর্তেত মে বিভো॥ ১১ ॥

ইতি প্রিয়ং হিতং বাক্যং ভুব আদায় ভূপতিঃ।
বৎসং[১] কৃত্বা মনুং পাণাবদুহৎ সকলৌষধীঃ॥ ১২

তথা পরে চ সর্বত্র সারমাদদতে বুধাঃ।
ততোঽন্যে[২] চ যথাকামং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্॥ ১৩

ঋষয়ো দুদুহুর্দেবীমিন্দ্রিয়েষ্বথ সত্তম।
বৎসং বৃহস্পতিং কৃত্বা পয়শ্ছন্দোময়ং শুচি॥ ১৪ ॥

কৃত্বা বৎসং সুরগণা ইন্দ্রং সোমমদূদুহন্।
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ বীর্যমোজো বলং পয়ঃ॥ ১৫ ॥

দৈতেয়া দানবা বৎসং প্রহ্লাদমসুরর্ষভম্।
বিধায়াদূদুহন্ ক্ষীরময়ঃপাত্রে সুরাসবম্॥ ১৬ ॥

গন্ধর্বাপ্সরসোঽধুক্ষন্ পাত্রে পদ্মময়ে পয়ঃ।
বৎসং বিশ্বাবসুং কৃত্বা গান্ধর্বং[৩] মধু সৌভগম্[৪]॥ ১৭

বৎসেন পিতরোঽর্যম্ণা কব্যং ক্ষীরমধুক্ষত।
আমপাত্রে মহাভাগাঃ শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদেবতাঃ॥ ১৮ ॥

প্রকল্প্য বৎসং কপিলং সিদ্ধাঃ সঙ্কল্পনাময়ীম্।
সিদ্ধিং নভসি বিদ্যাং চ যে চ বিদ্যাধরাদয়ঃ॥ ১৯ ॥

অন্যে চ মায়িনো মায়ামন্তর্ধানাদ্ভুতাত্মনাম্।
ময়ং প্রকল্প্য বৎসং তে দুদুহুর্ধারণাময়ীম্॥ ২০ ॥

সংগ্রহ করুন ; আমি সেই বৎসের প্রতি স্নেহবশত দুগ্ধরূপে আপনার অভীষ্ট সমস্ত বস্তুই প্রদান করব॥ ৯-১০ ॥ হে প্রভু ! আরও একটি নিবেদন শুনুন। আপনি আমাকে সমতল করুন। তাহলে বর্ষা ঋতু অতিক্রান্ত হলেও ইন্দ্রকৃত বর্ষারূপী জলসম্পদ আমার উপরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকতে পারবে, আমার ভিতরের আর্দ্রতা বিনষ্ট হবে না। এরূপ করলে আপনার পক্ষে তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক হবে।'॥ ১১ ॥

মহারাজ পৃথু পৃথিবীর এই প্রিয় ও হিতকর বাক্য স্বীকার করে নিলেন এবং স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস করে নিজের হাতে সমস্ত প্রকার ওষধি (ধান্য প্রভৃতি) দুগ্ধরূপে দোহন করে নিলেন॥ ১২ ॥ পৃথুর মতো অন্যান্য বিজ্ঞজনেরাও সব জায়গা থেকেই সার সংগ্রহ করে থাকেন। সুতরাং তাঁরাও পৃথুর বশ্যতা স্বীকার করে দুগ্ধদানে প্রবৃত্ত সেই পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের নিজের অভীষ্ট বস্তু দোহন করে নিলেন॥ ১৩ ॥ হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর ! ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস করে ইন্দ্রিয় (বাক্, মন এবং শ্রোত্র)-রূপ পাত্রে দেবী বসুন্ধরার কাছ থেকে বেদরূপ পবিত্র দুগ্ধ দোহন করে নিলেন॥ ১৪ ॥ দেবতাগণ ইন্দ্রকে বৎসরূপে কল্পনা করে স্বর্ণময় পাত্রে অমৃত, বীর্য (মানসিক বল), ওজঃ (ইন্দ্রিয়বল) এবং শারীরিক বলরূপ দুগ্ধ দোহন করলেন॥ ১৫ ॥ দৈত্য এবং দানবগণ অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বৎস প্রকল্পন করে লৌহপাত্রে সুরা এবং আসব (বিভিন্ন প্রকারের মদ্য)-রূপ দুগ্ধ দোহন করেছিল॥ ১৬ ॥ গন্ধর্ব-অপ্সরাবৃন্দ বিশ্বাবসুকে বৎসরূপে উপস্থাপিত করে পদ্মরূপ পাত্রে সংগীত মাধুর্য এবং সৌন্দর্যরূপ দুগ্ধ আহরণ করলেন॥ ১৭ ॥ শ্রাদ্ধকার্যের অধিষ্ঠাতা মহাভাগ পিতৃগণ অর্যমা নামক পিতৃলোকাধি-পতিকে বৎস কল্পনা করে আমপাত্রে (কাঁচা মাটির পাত্রে) শ্রদ্ধাভরে কব্য (পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন)-রূপ দুগ্ধ দোহন করেছিলেন॥ ১৮ ॥ কপিলদেবকে বৎস করে আকাশরূপ পাত্রে সিদ্ধগণ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং বিদ্যাধরগণ আকাশচারিতা প্রভৃতি বিদ্যা দোহন করেছিলেন॥ ১৯ ॥ কিন্নর প্রভৃতি অন্যান্য মায়াবীগণ ময়দানবকে বৎসরূপে স্থাপন করে অন্তর্হিত হওয়ার ক্ষমতা, বিচিত্র-রূপ-ধারণ প্রভৃতি সংকল্পময়ী

[১]প্রাচীন বইয়ে 'বৎসং কৃত্বা.....' এই উত্তরার্ধ মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে। [২]প্রা.পা.—ততঃ সর্বে। [৩]প্রা.পা.—গন্ধং। [৪]প্রা.পা.—সসৌভগম্।

যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ।
ভূতেশবৎসা দুদুহুঃ কপালে ক্ষতজাসবম্॥ ২১ ॥

তথাহয়ো দন্দশূকাঃ সর্পা নাগাশ্চ তক্ষকম্।
বিধায় বৎসং দুদুহুর্বিলপাত্রে বিষং পয়ঃ॥ ২২ ॥

পশবো যবসং ক্ষীরং বৎসং কৃত্বা চ গোবৃষম্।
অরণ্যপাত্রে চাধুক্ষন্মৃগেন্দ্রেণ চ দংষ্ট্রিণঃ॥ ২৩ ॥

ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনঃ ক্রব্যং দুদুহুঃ স্বে[1] কলেবরে।
সুপর্ণবৎসা বিহগাশ্চরং চাচরমেব চ॥ ২৪ ॥

বটবৎসা বনস্পতয়ঃ পৃথগ্রসময়ং পয়ঃ।
গিরয়ো হিমবদ্বৎসা নানাধাতূন্ স্বসানুষু॥ ২৫ ॥

সর্বে স্বমুখ্যবৎসেন স্বে স্বে পাত্রে পৃথক্ পয়ঃ।
সর্বকামদুঘাং পৃথ্বীং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্॥ ২৬ ॥

এবং পৃথ্বাদয়ঃ পৃথ্বীমন্নাদাঃ স্বন্নমাত্মনঃ।
দোহবৎসাদিভেদেন ক্ষীরভেদং কুরূদ্বহ॥ ২৭ ॥

ততো মহীপতিঃ প্রীতঃ সর্বকামদুঘাং পৃথুঃ।
দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্ণা দুহিতৃবৎসলঃ॥ ২৮ ॥

চূর্ণয়ন্[2] স্বধনুষ্কোট্যা গিরিকূটানি রাজরাট্।
ভূমণ্ডলমিদং বৈন্যঃ প্রায়শ্চক্রে সমং বিভুঃ॥ ২৯ ॥

অথাস্মিন্ ভগবান্ বৈন্যঃ প্রজানাং বৃত্তিদঃ পিতা।
নিবাসান্[3] কল্পয়াঞ্চক্রে তত্র তত্র যথার্হতঃ॥ ৩০ ॥

(ইচ্ছামাত্র ক্রিয়াশীল) মায়াবিদ্যা দুগ্ধরূপে দোহন করেছিল॥ ২০ ॥

এইরকমে যক্ষ-রাক্ষস এবং ভূত-পিশাচাদি মাংসাশী জাতীয়েরা ভূতনাথ রুদ্রদেবকে বৎসরূপে স্থাপন করে কপাল (মানুষের মাথার খুলি) পাত্রে রুধিরাসব (মত্ততা-জনক রক্ত পানীয়)-রূপ দুগ্ধ দোহন করেছিল॥ ২১ ॥ ফণাযুক্ত ও ফণাহীন সর্প, নাগ, বৃশ্চিক প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তুরা তক্ষককে বৎস করে মুখরূপ পাত্রে বিষরূপ দুগ্ধ দোহন করল॥ ২২ ॥ পশুগণ রুদ্রবাহন বৃষকে বৎস স্থাপন করে বনরূপ পাত্রে তৃণাদিরূপ দুগ্ধ দোহন করল। দংষ্ট্রা (মাংসভক্ষণোপযোগী শ্বাদন্ত)-যুক্ত মাংসভোজী প্রাণীরা সিংহরূপী বৎসের সাহায্যে নিজেদের শরীর-রূপ পাত্রে ক্রব্য (কাঁচা মাংস)-রূপ দুগ্ধ এবং গরুড়কে বৎস বিধান করে পক্ষীগণ কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি চর (বিচরণশীল) এবং ফলাদি অচর (অচল) পদার্থ দুগ্ধরূপে দোহন করেছিল॥ ২৩-২৪ ॥ বটকে বৎস করে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নপ্রকারের রস-রূপ দুগ্ধ এবং পর্বত সকল হিমালয়কে বৎস করে নিজেদের সানু দেশরূপ পাত্রে বহুবিধ ধাতুরূপ দুগ্ধ দোহন করেছিল॥ ২৫ ॥ পৃথিবী সর্বকামদুঘা, সর্বাভীষ্টদাত্রী। এইসময়ে তিনি পৃথু মহারাজের বশবর্তিনী ছিলেন। সুতরাং এই অবসরে সকলেই নিজ নিজ জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎসরূপে উপস্থাপন করে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দুগ্ধরূপে দোহন করে নিয়েছিল॥ ২৬ ॥

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বিদুর! এইভাবে পৃথু থেকে শুরু করে সকল অন্নাদ (অন্নভোজী)-ই ভিন্ন ভিন্ন দোহন-পাত্র ও বৎসের সাহায্যে নিজ নিজ পৃথক অন্ন দুগ্ধরূপে পৃথিবীর থেকে দোহন করেছিলেন॥ ২৭ ॥ এইভাবে সর্বজনের সর্বকামনা-পূরয়িত্রী পৃথিবীর প্রতি মহারাজ পৃথুর এক গভীর প্রীতি ও আত্মীয়তাবোধ জন্মাল, তিনি স্নেহার্দ্রহৃদয় এই সর্বংসহা জীবধাত্রীকে পিতার মতো নিজের আদরের কন্যারূপে গ্রহণ করলেন॥ ২৮ ॥ এরপর মহারাজ পৃথু নিজের ধনুর প্রান্তভাগের দ্বারা বহু পর্বতের উর্ধ্বাংশ চূর্ণ করে ভূমির বিশাল অংশ সমতলে পরিণত করলেন॥ ২৯ ॥ অনন্তর তিনি পিতার মতো নিজের প্রজাদের পালন-পোষণে

[1]প্রা.পা.—স্বকলে.। [2]প্রা.পা.—চূর্ণয়ংশ্চ ধনু.। [3]প্রা.পা.—বাসং কল্প.।

গ্রামান্ পুরঃ পত্তনানি দুর্গাণি বিবিধানি চ।
ঘোষান্ ব্রজান্ সশিবিরানাকরান্ খেটখর্বটান্॥ ৩১

প্রাক্ পৃথোরিহ নৈবৈষা[১] পুরগ্রামাদিকল্পনা।
যথাসুখং বসন্তি স্ম তত্র তত্রাকুতোভয়াঃ॥ ৩২ ॥

রত হলেন এবং এই সমতলভূমির বিভিন্ন স্থানে প্রজাদের জন্য যথাযোগ্য বাসভূমি বিভাগ করে দিলেন॥ ৩০ ॥ গ্রাম, ছোট ও বড় নগর, বহুপ্রকারের দুর্গ, ঘোষপল্লী, গো-মহিষাদির বাসস্থান, সৈন্য-শিবির, খনি এবং তৎসন্নিহিত বাসভূমি, কৃষক পল্লী এবং পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামাদি—এই সবই তিনি সুনির্দিষ্টরূপে বিভাগ করে মানুষের বাসস্থানের পরিকল্পিত নির্মাণরীতি প্রবর্তন করলেন॥ ৩১ ॥ পৃথুর পূর্বে এই ধরনের পরিকল্পনা-প্রসূত গ্রাম-নগরাদির বিভাগ প্রচলিত ছিল না ; মানুষ নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে নির্ভয়ে যেখানে সেখানে বসবাস করত (অথবা, পৃথু এইরূপ বিভাজন করে দেওয়ার ফলে এরপর থেকে মানুষ নির্ভয়ে সেই সেই স্থানে বসবাস করতে লাগল॥)॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুবিজয়েঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ[২]॥ ১৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুবিজয়ে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮ ॥

অথৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

ঊনবিংশ অধ্যায়

মহারাজ পৃথু কর্তৃক শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

মৈত্রেয় উবাচ

অথাদীক্ষত রাজা[৩] তু হয়মেধশতেন সঃ।
ব্রহ্মাবর্তে মনোঃ ক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী॥ ১ ॥
তদভিপ্রেত্য ভগবান্ কর্মাতিশয়মাত্মনঃ।
শতক্রতুর্ন মমৃষে পৃথোর্যজ্ঞমহোৎসবম্॥ ২ ॥
যত্র যজ্ঞপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অন্বভূয়ত সর্বাত্মা সর্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ॥ ৩ ॥
অন্বিতো ব্রহ্মশর্বাভ্যাং লোকপালৈঃ সহানুগৈঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় বললেন — বিদুর ! ভগবান মনুর ব্রহ্মাবর্ত ক্ষেত্র—যেখানে সরস্বতী নদী পূর্বমুখে প্রবাহিতা, সেইস্থানে মহারাজ পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য দীক্ষিত হলেন ॥১ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র এই যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন দেখে ভাবলেন, 'এইভাবে তো পৃথুর কর্ম (কর্মজনিত কৃতিত্ব, মহিমা বা পুণ্য) আমার কর্মকেও অতিক্রম করে যাবে।' সুতরাং পৃথুর এই যজ্ঞ-মহোৎসব তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল॥ ২ ॥ মহারাজ পৃথুর যজ্ঞে সর্বাত্মা সর্বলোকগুরু জগদীশ্বর ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞেশ্বররূপে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়েছিলেন॥ ৩ ॥ তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মা, শিব এবং নিজ নিজ অনুচরবৃন্দসহ লোকপালগণও উপস্থিত হয়েছিলেন। গন্ধর্ব, মুনি এবং অপ্সরাগণ তখন ভগবানের

[১]প্রা.পা.— নৈবেমাঃ পুরগ্রামাদিকল্পনাঃ। [২]প্রা.পা.—চরিতে। [৩]প্রা.পা.—রাজর্ষিহং।

সিদ্ধা বিদ্যাধরা দৈত্যা দানবা গুহ্যকাদয়ঃ।
সুনন্দনন্দপ্রমুখাঃ পার্ষদপ্রবরা হরেঃ ॥ ৫ ॥

কপিলো নারদো দত্তো যোগেশাঃ[১] সনকাদয়ঃ।
তমন্বীয়ুর্ভাগবতা যে চ তৎসেবনোৎসুকাঃ ॥ ৬ ॥

যত্র ধর্মদুঘা ভূমিঃ সর্বকামদুঘা সতী।
দোগ্ধি[২] স্মাভীপ্সিতানর্থান্ যজমানস্য ভারত ॥ ৭ ॥

ঊহুঃ সর্বরসান্নদ্যঃ ক্ষীরদধ্যন্নগোরসান্।
তরবো ভূরিবর্ষ্মাণঃ প্রাসূয়ন্ত[৩] মধুচ্যুতঃ ॥ ৮ ॥

সিন্ধবো রত্ননিকরান্ গিরয়োঽন্নং চতুর্বিধম্।
উপায়নমুপাজহ্রুঃ সর্বে লোকাঃ সপালকাঃ ॥ ৯ ॥

ইতি চাধোক্ষজেশস্য পৃথোস্তু পরমোদয়ম্।
অসূয়ন্ ভগবানিন্দ্রঃ প্রতিঘাতমচীকরৎ ॥ ১০ ॥

চরমেণাশ্বমেধেন যজমানে যজুষ্পতিম্।
বৈন্যে যজ্ঞপশুং স্পর্ধন্নপোবাহ তিরোহিতঃ ॥ ১১

তমত্রির্ভগবানৈক্ষত্ত্বরমাণং বিহায়সা।
আমুক্তমিব পাখণ্ডং যোঽধর্মে ধর্মবিভ্রমঃ ॥ ১২ ॥

অত্রিণা চোদিতো[৪] হন্তুং পৃথুপুত্রো মহারথঃ।
অন্বধাবত সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥

তং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য মেনে ধর্মং শরীরিণম্।
জটিলং ভস্মনাচ্ছন্নং তস্মৈ বাণং ন মুঞ্চতি ॥ ১৪ ॥

বধান্নিবৃত্তং তং ভূয়ো হন্তবেঽত্রিরচোদয়ৎ[৫]।
জহি যজ্ঞহনং তাত মহেন্দ্রং বিবুধাধমম্ ॥ ১৫ ॥

স্তুতিগান করছিলেন ॥ ৪ ॥ সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব, যক্ষ, সুনন্দ-নন্দ প্রমুখ ভগবানের পার্ষদ-প্রধান এবং যাঁরা সর্বদাই ভগবানের সেবার নিমিত্ত উৎসুক — সেই কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় এবং সনকাদি যোগেশ্বরগণ — এঁরাও সকলে শ্রীহরির অনুসারী হয়ে সেই যজ্ঞে আগমন করেছিলেন ॥ ৫-৬ ॥ ভরতবংশীয় বিদুর! সেই যজ্ঞে যজ্ঞ-ধেনু (যে ধেনুর দুগ্ধ এবং তজ্জাত পদার্থ কেবলমাত্র যজ্ঞের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়, ধর্মদুঘা) — রূপে উপস্থিত পৃথিবী কামধেনুরূপে যজমান মহারাজ পৃথুর প্রয়োজনীয় সমগ্র দ্রব্যই প্রদান করেছিলেন ॥ ৭ ॥ নদীসকল ইক্ষু-দ্রাক্ষাদি সর্বপ্রকার রস সেখানে বহন করে এনেছিল এবং অতি বৃহৎ মধুবর্ষী বৃক্ষসমূহ দুগ্ধ, দধি, অন্ন এবং ঘৃতাদি বিভিন্ন দ্রব্য প্রদান করেছিল ॥ ৮ ॥ সমুদ্র বহু প্রকারের রত্ন এবং পর্বতসকল চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় — এই চতুর্বিধ খাদ্যদ্রব্য দান করেছিল এবং লোকপাল-গণসহ সকল লোক বিবিধ উপহার দ্রব্য তাঁকে সমর্পণ করেছিল ॥ ৯ ॥

মহারাজ পৃথু কেবলমাত্র ভগবান শ্রীহরিকেই নিজের প্রভুরূপে স্বীকার করতেন। তাঁর কৃপায় সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে মহারাজ পৃথুর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তা সহ্য করতে পারছিলেন না এবং তাই তিনি সেই যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাতে চেষ্টা করছিলেন ॥ ১০ ॥ মহারাজ পৃথু যখন অন্তিম (শততম) যজ্ঞটির দ্বারা ভগবান যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করছিলেন তখন ইন্দ্র ঈর্ষাবশে গুপ্তরূপে তাঁর যজ্ঞের অশ্বটিকে হরণ করলেন ॥ ১১ ॥ যার দ্বারা অধর্মেও ধর্মের ভ্রম উৎপন্ন হয় এবং যার আশ্রয় নেওয়াতে পাপাত্মা ব্যক্তিও ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে — সেই পাষণ্ড বেশই ইন্দ্র নিজের রক্ষাকবচরূপে ধারণ করেছিলেন। সেই বেশে তিনি যখন সেই অশ্বটিকে নিয়ে দ্রুতবেগে আকাশপথে গমন করছিলেন সেইসময় ভগবান অত্রিমুনি তাঁকে দেখতে পেলেন। অত্রি এর প্রতিবিধান করতে বলায় মহারাজ পৃথুর মহারথী পুত্র প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে 'থাম' 'থাম' বলতে বলতে ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন ॥ ১২-১৩ ॥ ইন্দ্র মস্তকে জটাজূট এবং শরীরে ভস্ম ধারণ করেছিলেন। তাঁর সেই বেশ দেখে পৃথু-তনয় তাঁকে মূর্তিমান ধর্ম বলে ধারণা করলেন এবং তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেন না ॥ ১৪ ॥ তিনি ইন্দ্রকে আক্রমণ না

[১]প্রা.পা.—যোগীশাঃ। [২]প্রা.পা.—দুগ্ধা সাভী.। [৩]প্রা.পা.—প্রাচ্যবন্ত। [৪]প্রা.পা.—সূচিতঃ।
[৫]প্রা.পা.—হন্তুমত্রির.।

এবং বৈন্যসুতঃ প্রোক্তস্ত্বরমাণং বিহায়সা।
অন্বদ্রবদভিক্রুদ্ধো রাবণং[1] গৃধ্ররাড়িব॥ ১৬ ॥

সোঽশ্বং রূপং চ তদ্ধিত্বা তস্মা অন্তর্হিতঃ স্বরাট্।
বীরঃ স্বপশুমাদায় পিতুর্যজ্ঞমুপেয়িবান্॥ ১৭ ॥

তত্তস্য চাদ্ভুতং কর্ম বিচক্ষ্য পরমর্ষয়ঃ।
নামধেয়ং দদুস্তস্মৈ বিজিতাশ্ব ইতি প্রভো॥ ১৮ ॥

উপসৃজ্য তমস্তীব্রং জহারাশ্বং পুনর্হরিঃ।
চষালযূপতশ্ছন্নো হিরণ্যরশনং বিভুঃ॥ ১৯ ॥

অত্রিঃ সন্দর্শয়ামাস ত্বরমাণং বিহায়সা।
কপালখট্বাঙ্গধরং বীরো নৈনমবাধত॥ ২০ ॥

অত্রিণা চোদিতস্তস্মৈ সন্দধে বিশিখং রুষা।
সোঽশ্বং রূপং চ তদ্ধিত্বা তস্থাবন্তর্হিতঃ স্বরাট্॥ ২১

বীরশ্চাশ্বমুপাদায় পিতৃযজ্ঞমথাব্রজৎ।
তদবদ্যং হরে রূপং জগৃহুর্জ্ঞানদুর্বলাঃ॥ ২২ ॥

যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া।
তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং খণ্ডমিহোচ্যতে॥ ২৩ ॥

এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈন্যযজ্ঞজিঘাংসয়া।
তদ্‌গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাখণ্ডেষু মতির্নৃণাম্॥ ২৪ ॥

ধর্ম ইত্যুপধর্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু।
প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু॥ ২৫ ॥

করেই ফিরে আসছেন দেখে মহর্ষি অত্রি তাঁকে পুনরায় ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্য উৎসাহিত করলেন, 'বৎস ! এই দেবতাধম ইন্দ্র তোমাদের যজ্ঞ নষ্ট করতে চাইছে, তুমি একে বধ করো।' ॥ ১৫ ॥ অত্রিমুনি তাঁকে এই কথা বললে পৃথু-কুমার আকাশপথে দ্রুতবেগে পলায়মান ইন্দ্রের পশ্চাতে ক্রোধাক্রান্ত হৃদয়ে (সীতাহরণকালে) রাবণের প্রতি জটায়ুর মতো ধাবিত হলেন॥ ১৬ ॥ স্বর্গাধীশ ইন্দ্র তাঁকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসতে দেখে নিজের সেই বেশ এবং অশ্বকে পরিত্যাগ করে সেইখানেই অন্তর্ধান করলেন এবং সেই বীর রাজপুত্রও নিজেদের যজ্ঞাশ্ব নিয়ে পিতার যজ্ঞশালায় ফিরে এলেন॥ ১৭ ॥ প্রভাবশালী বিদুর ! তাঁর সেই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করে মহর্ষিগণ তাঁর নামকরণ করলেন, 'বিজিতাশ্ব'॥ ১৮ ॥ এরপর যজ্ঞীয় পশুকে চষালযুক্ত যূপে* বন্ধন করা হলে পুনরায় ক্ষমতাশালী ইন্দ্র সেখানে ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করে তারই মধ্যে লুকায়িত হয়ে সেই অশ্বটিকে সোনার বন্ধন-রজ্জু সমেত অপহরণ করলেন॥ ১৯ ॥ আকাশপথে দ্রুত পলায়নপর ইন্দ্রকে অত্রিমুনি পুনরায় বিজিতাশ্বকে দেখিয়ে দিলেন, কিন্তু ইন্দ্র কপাল ও খট্বাঙ্গ ধারণ করে আছেন দেখে বীর রাজপুত্র বিজিতাশ্ব তাঁকে বাধা দিলেন না॥ ২০ ॥ অত্রি তখন রাজকুমারকে পুনরায় উত্তেজিত করলেন এবং পৃথুতনয়ও তখন রোষভরে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বাণসন্ধান করলেন। তা দেখেই দেবরাজ সেই বেশ এবং অশ্বকে পরিত্যাগ করে সেখানেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন॥ ২১ ॥ বীর রাজপুত্র বিজিতাশ্ব তখন অশ্ব নিয়ে পিতার যজ্ঞশালায় ফিরে এলেন। তখন থেকে ইন্দ্রের সেই নিন্দিত রূপ মন্দবুদ্ধি লোকেরা গ্রহণ করল॥ ২২ ॥ অশ্ব হরণের ইচ্ছায় ইন্দ্র যে যে রূপ ধারণ করেছিলেন সেগুলি সবই পাপের খণ্ড (ষণ্ড) হওয়ায় সেগুলিকে পাখণ্ড (পাষণ্ড) বলা হয়। এক্ষেত্রে 'খণ্ড' (ষণ্ড) শব্দ চিহ্নবাচক॥ ২৩ ॥ এইভাবে বৈন্য পৃথুর যজ্ঞ নষ্ট করবার ইচ্ছায় তাঁর যজ্ঞীয় অশ্ব হরণকালে ইন্দ্র যেগুলি গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করেছিলেন, সেইসব 'নগ্ন', 'রক্তাম্বর' তথা 'কাপালিক' প্রভৃতি পাখণ্ড (পাষণ্ড)-পূর্ণ আচারে মানুষের বুদ্ধি প্রায়ই মোহিত হয়ে যায়, কারণ এইসব নাস্তিক মত আপাতরমণীয় এবং বাক্-বিস্তারে বিশেষ পটু।

[1]প্রা.পা.—গৃধ্ররাড়িব রাবণম্।

*পশুবন্ধনার্থ কাষ্ঠস্তম্ভ 'যূপ' এবং তার মস্তকে যোজিত বলয়াকৃতি কাষ্ঠখণ্ড 'চষাল'।

তদভিজ্ঞায় ভগবান্ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ।
ইন্দ্রায় কুপিতো বাণমাদত্তোদ্যতকার্মুকঃ॥ ২৬ ॥

তমৃত্বিজঃ শক্রবধাভিসন্ধিতং[1]
বিচক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমসহ্যরংহসম্।
নিবারয়ামাসুরহো মহামতে
ন যুজ্যতেঽত্রান্যবধঃ প্রচোদিতাৎ॥ ২৭ ॥

বয়ং মরুত্বন্তমিহার্থনাশনং
হ্বয়ামহে ত্বচ্ছ্রবসা[2] হতত্বিষম্।
অযাতযামোপহবৈরনন্তরং[3]
প্রসহ্য রাজন্ জুহবাম তেঽহিতম্॥ ২৮ ॥

ইত্যামন্ত্র্য ক্রতুপতিং বিদুরাস্যর্ত্বিজো রুষা।
স্রুগ্ঘস্তাঞ্জুহ্বতোঽভ্যেত্য স্বয়ম্ভূঃ প্রত্যষেধত॥ ২৯ ॥

ন বধ্যো ভবতামিন্দ্রো যদ্যজ্ঞো ভগবত্তনুঃ।
যং জিঘাংসথ[4] যজ্ঞেন যস্যেষ্টাস্তনবঃ সুরাঃ॥ ৩০

তদিদং পশ্যত মহদ্ধর্মব্যতিকরং দ্বিজাঃ।
ইন্দ্রেণানুষ্ঠিতং রাজ্ঞঃ কর্মৈতদ্বিজিঘাংসতা॥ ৩১

পৃথুকীর্তেঃ পৃথোর্ভূয়াত্তর্হ্যেকোনশতক্রতুঃ[5]।
অলং তে ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈর্যদ্ভবান্মোক্ষধর্মবিৎ॥ ৩২ ॥

প্রকৃতপক্ষে অবশ্য এগুলি উপধর্মমাত্র। মানুষ ভ্রমের বশে এগুলিকে ধর্ম বলে মেনে নিয়ে এদের প্রতি আসক্ত হয়॥ ২৪-২৫ ॥

অনন্তর মহাপরাক্রমশালী মহারাজ পৃথু ইন্দ্রের এই অসদাচরণের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নিজের ধনু উদ্যত করে তাতে বাণ আরোপণ করলেন॥ ২৬ ॥ ক্রোধাবেশে তাঁর মূর্তি তখন এমন ভয়াল রূপ ধারণ করল যে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। ঋত্বিকগণ যখন দেখলেন যে অসহ্য পরাক্রমশালী মহারাজ পৃথু ইন্দ্রকে বধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁরা তাঁকে নিবৃত্ত করতে প্রয়াসী হয়ে বলতে লাগলেন—'মহারাজ ! আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি, (সুতরাং এ কথা আপনার অজ্ঞাত নয় যে) যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার পর কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ-পশু ভিন্ন অন্য কাউকে বধ করা উচিত নয়॥ ২৭ ॥ আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন-উৎপাদনকারী শত্রু ইন্দ্র তো আপনার যশের প্রভাবেই (ঈর্ষায় জীর্ণ হয়ে) সমস্ত তেজ ও দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছে। আমরা অমোঘ আবাহন-মন্ত্রের দ্বারা তাকে এখানে আহ্বান করে আনছি এবং তাকে বলপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দিচ্ছি'॥ ২৮ ॥

বিদুর ! যজমান মহারাজ পৃথুকে এই কথা বলে তাঁর ঋত্বিকগণ রোষভরে ইন্দ্রকে আবাহন করলেন। তাঁরা হস্তে স্রুক্ (আহুতি প্রদানের উপযোগী যজ্ঞীয় পাত্র) গ্রহণ করে আহুতি দিতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁদের সমীপে উপস্থিত হয়ে বাধা দিলেন॥ ২৯ ॥ তিনি বললেন, 'ঋত্বিকগণ ! ইন্দ্রকে বধ করা তোমাদের উচিত নয়। ইন্দ্র নিজেও তো যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়, সেও ভগবানেরই মূর্তি। তোমরা যজ্ঞদ্বারা যে দেবতাদের আরাধনা করছ, তারাও তো সকলে ইন্দ্রেরই অঙ্গ, অথচ তোমরা সেই যজ্ঞের সাহায্যেই ইন্দ্রকে বধ করতে ইচ্ছুক হয়েছ॥ ৩০ ॥ পৃথুর এই যজ্ঞানুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে গিয়ে ইন্দ্র যেসব পাখণ্ড (পাষণ্ড) মতবাদের বিস্তার ঘটিয়েছে, তা ধর্মের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা এ বিষয়ে মনোযোগ দাও, এখন তার সঙ্গে বেশি বিরোধ করো না। নতুবা সে আরও পাখণ্ড (পাষণ্ড) মার্গের (মতবাদের) প্রচার

[1]প্রা.পা.—মর্ষিতং। [2]প্রা.পা.—ত্বযচসা। [3]প্রা.পা.—হবৈস্ত সংশ্রয়ে প্রস.। [4]প্রা.পা.—সত।
[5]প্রা.পা.—তত্রৈকো.।

নৈবাত্মনে[১] মহেন্দ্রায় রোষমাহর্তুমর্হসি।
উভাবপি হি ভদ্রং তে উত্তমশ্লোকবিগ্রহৌ॥ ৩৩ ॥

মাস্মিন্মহারাজ[২] কৃথাঃ স্ম চিন্তাং
নিশাময়াস্মদ্বচ আদৃতাত্মা।
যদ্ধ্যায়তো দৈবহতং নু কর্তুং
মনোঽতিরুষ্টং বিশতে তমোঽন্ধম্॥ ৩৪ ॥

ক্রতুর্বিরমতামেষ দেবেষু দুরবগ্রহঃ।
ধর্মব্যতিকরো যত্র পাখণ্ডৈরিন্দ্রনির্মিতৈঃ॥ ৩৫ ॥

এভিরিন্দ্রোপসংসৃষ্টৈঃ পাখণ্ডৈর্হারিভির্জনম্।
হ্রিয়মাণং[৩] বিচক্ষ্বৈনং যস্তে যজ্ঞধ্রুগশ্বমুট্॥ ৩৬ ॥

ভবান্ পরিত্রাতুমিহাবতীর্ণো
ধর্মং জনানাং সময়ানুরূপম্।
বেনাপচারাদবলুপ্তমদ্য
তদ্দেহতো বিষ্ণুকলাসি বৈন্য॥ ৩৭ ॥

স ত্বং বিমৃশ্যাস্য ভবং প্রজাপতে
সঙ্কল্পনং বিশ্বসৃজাং পিপীপৃহি।
ঐন্দ্রীং চ মায়ামুপধর্মমাতরং
প্রচণ্ডপাখণ্ডপথং প্রভো জহি॥ ৩৮ ॥

মৈত্রেয় [৪]উবাচ

ইত্থং স লোকগুরুণা সমাদিষ্টো বিশাম্পতিঃ।
তথা চ কৃত্বা[৫] বাৎসল্যং মঘোনাপি চ সন্দধে॥ ৩৯

কৃতাবভৃথস্নানায় পৃথবে ভূরিকর্মণে।
বরান্ দদুস্তে বরদা যে তদ্বর্হিষি তর্পিতাঃ॥ ৪০ ॥

করবে॥ ৩১ ॥ মহারাজ পৃথুর কীর্তি-কৃতিত্ব এমনিতেই বিপুল ও ব্যাপক, তাঁর না হয় একশতের চেয়ে একটি কম (অর্থাৎ নিরানব্বইটি) যজ্ঞই থাকুক।' তারপর তিনি রাজর্ষি পৃথুকে বললেন, 'রাজন, আপনি মোক্ষধর্মজ্ঞ, আপনার এই যজ্ঞানুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই॥ ৩২ ॥ আপনার মঙ্গল হোক ! আপনি এবং ইন্দ্র—দুজনেই পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীহরির মূর্তি, সুতরাং আপনার স্বরূপভূত ইন্দ্রের প্রতি আপনার কুপিত হওয়া উচিত নয়॥ ৩৩ ॥ আপনার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হতে পারল না বলে আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার অনুরোধের মর্যাদা রাখুন। দেখুন, বিধাতা যাতে বাদ সাধেন (বাধা দেন) সেই কাজ যে (অহংকারের বশে) নিজবলে নিষ্পন্ন করার চিন্তা করতে থাকে তার মন প্রথমত নিষ্ফল ক্রোধে নিতান্ত সন্তপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মহামোহময় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়॥ ৩৪ ॥ সুতরাং আপনি এই যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে বিরত হোন। ইতিমধ্যেই ইন্দ্র যে সব পাখণ্ডাচার প্রবর্তন করেছে তার ফলে ধর্ম বিপন্ন হচ্ছে। দেবতারা অত্যন্ত দুরাগ্রহশালী হয়ে থাকে (সুতরাং ইন্দ্রের সুমতির অপেক্ষায় না থেকে আপনিই যজ্ঞ বন্ধ করুন)॥ ৩৫ ॥ দেখুন ! যে ইন্দ্র আপনার যজ্ঞদ্রোহী এবং অশ্বহরণকারী, তারই রচিত এইসব আপাত-মনোহর পাখণ্ডমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ সেদিকেই চলে যাচ্ছে॥ ৩৬ ॥ হে বৈন্য ! আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। বেনের দুরাচারে যে ধর্ম লুপ্ত হতে বসেছিল, মানুষের সেই সময়োচিত (যুগোপযোগী) ধর্মের রক্ষার জন্যই সম্প্রতি তার দেহ থেকে আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৩৭ ॥ সুতরাং হে প্রজাপালক ! আপনার এই অবতারের উদ্দেশ্যে (তথা বিশ্বের কল্যাণের কথা) চিন্তা করে আপনি ভৃগু প্রভৃতি বিশ্ব স্রষ্টা মুনীশ্বরগণের সংকল্প পূর্ণ করুন। এই ভয়ংকর পাখণ্ড পথ (ভোগবাদী নাস্তিক মতবাদ)-রূপ ইন্দ্রমায়া সর্বপ্রকার অধর্মের জননী। প্রভাবশালী মহারাজ ! আপনি একে ধ্বংস করুন॥ ৩৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন —লোকগুরু ভগবান ব্রহ্মা এইভাবে অনুরোধ জানালে পরাক্রমশালী মহারাজ পৃথু যজ্ঞ সম্পর্কে আগ্রহ ত্যাগ করলেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গেও প্রীতিপূর্বক সন্ধি স্থাপন করলেন॥ ৩৯ ॥ এরপর তিনি যজ্ঞান্ত (অবভৃথ)-স্নান সম্পন্ন করে নিবৃত্ত হলে, তাঁর যজ্ঞে তৃপ্ত দেবতারা

[১]প্রা.পা.—নৈবাত্মনা। [২]প্রা.পা.—ভাগ। [৩]প্রা.পা.—ক্রিয়মাণং। [৪] প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' এই অংশ নেই। [৫]প্রা.পা.—কৃতবান্ সখ্যং।

বিপ্রাঃ সত্যাশিষস্তুষ্টাঃ শ্রদ্ধয়া লব্ধদক্ষিণাঃ।
আশিষো যুযুজুঃ ক্ষত্তরাদিরাজায় সৎকৃতাঃ।। ৪১ ।।

সেই বহু-কৃতিত্বশালী পৃথুকে অভীষ্ট বর প্রদান করলেন।। ৪০ ।। বিদুর ! আদিরাজ পৃথু আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিলে সেই সম্মানিত বিপ্রগণ পরম সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে অমোঘ আশীর্বাদ জ্ঞাপন করলেন।। ৪১ ।। তাঁরা বললেন, 'হে মহাবাহু ! আপনার আহ্বানে যে পিতৃগণ, দেবতা, ঋষি এবং মানববৃন্দ এখানে সমাগত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই আপনি প্রভূত দান-দক্ষিণাদি ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা যথাযোগ্য সমাদর করেছেন'।। ৪২ ।।

ত্বয়াহূতা মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ।
পূজিতা দানমানাভ্যাং পিতৃদেবর্ষিমানবাঃ।। ৪২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুবিজয়ে[১]
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ১৯ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুবিজয়ে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ১৯ ।।

অথ বিংশোঽধ্যায়ঃ
বিংশ অধ্যায়
পৃথুর যজ্ঞশালায় ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব

মৈত্রেয় [২]উবাচ

ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ সাকং মঘবতা বিভুঃ।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞপতিস্তুষ্টো[৩] যজ্ঞভুক্ তমভাষত।। ১ ।।

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! মহারাজ পৃথুর নিরানব্বইটি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞভোক্তা যজ্ঞেশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবান বিষ্ণুও বিশেষ সন্তোষ লাভ করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন।। ১ ।।

শ্রীভগবানুবাচ [৪]

এষ তেঽকার্ষীদ্ভঙ্গং হয়মেধশতস্য হ।
ক্ষমাপয়ত আত্মানমমুষ্য ক্ষন্তুমর্হসি।। ২ ।।
সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ।
নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি[৫] নাত্মা কলেবরম্।। ৩
পুরুষা যদি মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা দেবমায়য়া।
শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া।। ৪ ।।

শ্রীভগবান বললেন—রাজন ! এই ইন্দ্র তোমার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের সংকল্পে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন ; সেজন্য ইনি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন, তুমি এঁকে ক্ষমা করে দাও।। ২ ।। নরদেব ! যাঁরা সাধু এবং সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন, মনুষ্যলোকে যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ—সেই নরোত্তম পুরুষগণ কোনো জীবের প্রতিই দ্রোহ পোষণ করেন না, কারণ এই শরীর তো আত্মা নয়।। ৩ ।। তোমার মতো পুরুষেরাও যদি (আমার) দৈবীমায়ায় মোহিত হন, তাহলে তো বুঝতে হবে যে, জ্ঞানীজন দীর্ঘকালব্যাপী সেবা করে

[১]প্রা.পা.—পৃথুচরিতে আশ্বমেধে। [২]প্রা.পা.—ঋষিরুবাচ। [৩]প্রা.পা.—তিঃ স্থিষ্টো। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীভগবানুবাচ' এই অংশ নেই। [৫]প্রা.পা.—গর্হ্যাত্মকলেবরম্।

অতঃ কায়মিমং[১] বিদ্বানবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
আরব্ধ ইতি নৈবাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধোঽনুষজ্জতে॥ ৫ ॥

অসংসক্ত শরীরেঽস্মিন্নমুনোৎপাদিতে গৃহে।
অপত্যে দ্রবিণে বাপি কঃ কুর্যান্মমতাং বুধঃ॥ ৬ ॥

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
সর্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ॥ ৭ ॥

য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ।
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ॥ ৮

যঃ স্বধর্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি॥ ৯ ॥

পরিত্যক্তগুণঃ সম্যগ্দর্শনো বিশদাশয়ঃ।
শান্তিং মে সমবস্থানং ব্রহ্ম কৈবল্যমশ্নুতে॥ ১০ ॥

উদাসীনমিবাধ্যক্ষং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাম্।
কূটস্থমিমমাত্মানং যো বেদাপ্নোতি শোভনম্॥ ১১ ॥

ভিন্নস্য লিঙ্গস্য গুণপ্রবাহো
দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ।
দৃষ্টাসু সম্পৎসু বিপৎসু সূরয়ো
ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ॥ ১২ ॥

সমঃ সমানোত্তমমধ্যমাধমঃ
সুখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
ময়োপক্লৃপ্তাখিললোকসংযুতো
বিধৎস্ব বীরাখিললোকরক্ষণম্॥ ১৩ ॥

কেবলমাত্র ব্যর্থ পরিশ্রমই লাভ করেছে॥ ৪ ॥ জ্ঞানবান (আত্মজ্ঞানী) পুরুষ এই শরীরকে কেবলমাত্র অবিদ্যা, বাসনা এবং কর্মের দ্বারা নির্মিত পুত্তলীস্বরূপ জেনে এর প্রতি আসক্ত হন না॥ ৫ ॥ এইরূপে যিনি শরীরের প্রতিই আসক্তি রাখেন না, সেই বিবেকী পুরুষ এই শরীরের দ্বারাই উৎপাদিত গৃহ, পুত্র, সন্তান বা ধনসম্পদ প্রভৃতির প্রতিই বা কী করে মমতা পোষণ করতে পারেন ?॥ ৬ ॥

এই আত্মা এক, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, গুণসমূহের আশ্রয়, সর্বব্যাপক, আবরণরহিত, সর্ববিষয়ের সাক্ষী এবং তদতিরিক্ত অপর কোনো চেতন আত্মার দ্বারা অনধিষ্ঠিত ; সুতরাং সর্বপ্রকারেই আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন ॥ ৭ ॥ এইপ্রকারে এই দেহে অবস্থিত আত্মাকে যিনি দেহ থেকে ভিন্ন বলে অবগত হন, তিনি প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেও তার গুণসমূহের দ্বারা লিপ্ত হন না, কারণ তিনি পরমাত্মা-স্বরূপ আমাতেই অবস্থান করেন॥ ৮ ॥ রাজন ! যিনি সম্পূর্ণ নিষ্কাম হয়ে নিজের বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী ধর্ম-অনুসারে প্রতিদিন শ্রদ্ধাভরে আমার উপাসনা করেন, তাঁর চিত্ত ধীরে ধীরে শুদ্ধ (নির্মল, প্রসন্ন) হয়ে যায়॥ ৯ ॥ চিত্তশুদ্ধি হলে তাঁর আর বিষয়সমূহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না এবং তখন তাঁর তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়। সেই অবস্থায় আমার সঙ্গে সমতা (উদাসীনরূপে অবস্থান)-রূপ পরম শান্তি বা ব্রহ্ম বা কৈবল্যের স্থিতি তিনি লাভ করেন॥ ১০ ॥ তিনি জানেন যে, শরীর, জ্ঞান, ক্রিয়া এবং মনের অধ্যক্ষ হয়েও কূটস্থ আত্মা সে সবে নির্লিপ্ত উদাসীনরূপে অবস্থান করেন, অতএব তিনি কল্যাণময় মোক্ষপদ লাভ করেন॥ ১১ ॥ পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা এবং চিদাভাস—এই সকলের সমষ্টিরূপী পরিচ্ছিন্ন যে লিঙ্গশরীর তারই গুণপ্রবাহরূপ সংসরণ (পুনঃ পুনঃ গমনাগমন বা সংসারাবস্থা) ঘটে থাকে। এর সঙ্গে সর্বসাক্ষী আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই। সেইজন্য যাঁদের হৃদয় আমার প্রতি দৃঢ় অনুরাগে বদ্ধ সেই জ্ঞানী পুরুষরা (এই শরীর সম্পর্কিত) সম্পদ অথবা বিপদে কোনোরূপ (হর্ষ-শোকাদি) বিকারের বশীভূত হন না॥ ১২ ॥ সুতরাং হে বীর ! তুমি উত্তম, মধ্যম এবং অধম—সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে, সুখ এবং দুঃখেও সমভাবাপন্ন থেকে এবং মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করে আমারই দ্বারা উপকল্পিত অমাত্য প্রভৃতি রাজপুরুষগণের

[১]প্রা.পা.—কার্য.।

শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞো
যৎ সাম্পরায়ে সুকৃতাৎ[১] ষষ্ঠমংশম্।
হর্তান্যথা হৃতপুণ্যঃ প্রজানা-
মরক্ষিতা করহারোঽঘমত্তি॥ ১৪ ॥

এবং দ্বিজাগ্র্যানুমতানুবৃত্ত-
ধর্মপ্রধানোঽন্যতমোঽবিতাস্যাঃ।
হ্রস্বেন কালেন গৃহোপযাতান্
দ্রষ্টাসি সিদ্ধাননুরক্তলোকঃ॥ ১৫ ॥

বরং চ মৎ কঞ্চন মানবেন্দ্র
বৃণীষ্ব তেঽহং গুণশীলযন্ত্রিতঃ।
নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভি-
র্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্তী॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

স ইত্থং লোকগুরুণা বিষ্বক্সেনেন বিশ্বজিৎ।
অনুশাসিত আদেশং শিরসা জগৃহে হরেঃ॥ ১৭ ॥

স্পৃশন্তং পাদয়োঃ প্রেম্ণা ব্রীড়িতং স্বেন কর্মণা।
শতক্রতুং পরিষ্বজ্য বিদ্বেষং বিসসর্জ হ॥ ১৮ ॥

ভগবানথ বিশ্বাত্মা পৃথুনোপহৃতার্হণঃ।
সমুজ্জিহানয়া ভক্ত্যা গৃহীতচরণাম্বুজঃ॥ ১৯ ॥

প্রস্থানাভিমুখোঽপ্যেনমনুগ্রহবিলম্বিতঃ।
পশ্যন্ পদ্মপলাশাক্ষো ন প্রতস্থে সুহৃৎ সতাম্॥ ২০

স আদিরাজো রচিতাঞ্জলির্হরিং
বিলোকিতুং নাশকদশ্রুলোচনঃ।
ন কিঞ্চনোবাচ স বাষ্পবিক্লবো
হৃদোপগুহ্যামুমধাদবস্থিতঃ॥ ২১ ॥

সহায়তায় এই নিখিললোকের রক্ষণাবেক্ষণ করো॥ ১৩ ॥ প্রজাপালনেই রাজার পরম মঙ্গল। এর দ্বারা রাজা পরলোকে প্রজাদের পুণ্যের ষষ্ঠভাগ লাভ করে থাকেন। বিপরীত-পক্ষে, যে রাজা প্রজাদের রক্ষা করেন না কিন্তু তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করেন, তাঁর সমস্ত পুণ্য প্রজারা হরণ করে নেয় এবং তাঁকে প্রজাদের পাপের ভাগী হতে হয়॥ ১৪ ॥ এইসব বিষয় চিন্তা করে যদি তুমি পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণের অনুমোদিত এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত সনাতন ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে এবং অন্য সব বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে এই পৃথিবীকে ন্যায়ানুসারে পালন কর, তাহলে সমস্ত লোক তোমার প্রতি অনুরক্ত হবে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তুমি তোমার গৃহে স্বয়মাগত সনকাদি সিদ্ধগণের দর্শন লাভ করবে॥ ১৫ ॥ হে মানবেন্দ্র ! তুমি তোমার গুণ এবং চরিত্রমাহাত্ম্যে আমাকে জয় করে নিয়েছ, আমার কাছ থেকে তুমি নিজের ইচ্ছামতো বর চেয়ে নাও। প্রকৃতপক্ষে (ক্ষমাদি-গুণরহিত) যজ্ঞ, তপস্যা অথবা যোগাদিসাধনের দ্বারা আমাকে লাভ করা সহজ নয়, কিন্তু যাঁদের চিত্ত (সর্বাবস্থায় এবং সর্বভূতে) সমভাববিশিষ্ট আমি তাঁদেরই হৃদয়ে বিরাজ করি॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! সর্বলোকগুরু ভগবান বিষ্বক্সেন এইরূপে উপদেশ দিলে বিশ্বজয়ী মহারাজ পৃথু তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন॥ ১৭ ॥ নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পাদস্পর্শ করে ক্ষমা চাইতে উদ্যত হতেই পৃথু তাঁকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর প্রতি বিরুদ্ধতার ভাব মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করে দিলেন॥ ১৮ ॥ এরপর মহারাজ পৃথু বিশ্বাত্মা ভক্তবৎসল ভগবানকে পুজোপহার নিবেদন করে উপচীয়মান ভক্তিভাবে নিমগ্ন হয়ে তাঁর চরণকমলদ্বয় ধারণ করলেন॥ ১৯ ॥ শ্রীহরি তখন প্রস্থানে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু পৃথুর প্রতি গভীর বাৎসল্যই তাঁর গমনে বিলম্ব ঘটিয়ে দিল। সজ্জন-বান্ধব শ্রীভগবান তাঁর পদ্মপলাশসদৃশ লোচনে পৃথুকে অজস্র স্নেহধারায় যেন অভিষিক্ত করতে থাকলেন, সেখান থেকে সহসা চলে যেতে পারলেন না॥ ২০ ॥ অপর দিকে, বদ্ধাঞ্জলি আদিরাজ পৃথুও নয়নযুগল প্রেমাশ্রুধারায় প্লাবিত হওয়ায় ভগবানকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় কিছু বলতেও পারছিলেন না। তিনি শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করে নিজের হৃদয়ে ধারণ করলেন

[১]প্রা.পা.—কৃতং ষষ্ঠ.।

অথাবমৃজ্যাশ্রুকলা[১] বিলোকয়ন্-
নতৃপ্তদৃগ্গোচরমাহ পূরুষম্।
পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে
বিন্যস্তহস্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ॥ ২২ ॥

পৃথুরুবাচ

বরান্ বিভো ত্বদ্‌বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ॥ ২৩ ॥
ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্-
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো[২]
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ[৩] মে বরঃ[৪]॥ ২৪ ॥
স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো[৫]
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং[৬]
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥ ২৫ ॥
যশঃ শিবং সুশ্রব আর্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্ বিনা[৭] পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া॥ ২৬ ॥
অথাভজে[৮] ত্বাখিলপূরুষোত্তমং
গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলি-
র্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ॥ ২৭ ॥
জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎ কর্মণি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া॥ ২৮ ॥

ও সেইভাবেই অবস্থান করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ অবশেষে পৃথু কোনোক্রমে চক্ষুদ্বয়ের অশ্রুমার্জন করলেন এবং অতৃপ্ত নয়নে ভগবানকে দেখতে লাগলেন। ভগবানের চরণকমল ভূমি স্পর্শ করে রয়েছে, করাগ্র গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে বিন্যস্ত—সেই নয়নলোভন মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পৃথু বলতে লাগলেন॥ ২২ ॥

পৃথু বললেন— হে মোক্ষপতি প্রভু! আপনি ব্রহ্মা প্রভৃতি বরদাতা দেবতাগণকেও বরপ্রদানে সমর্থ। দেহাভিমানী পুরুষরা যা স্পৃহনীয় বলে মনে করে সেইসব বিষয়সুখ, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার কাছে কী করেই বা প্রার্থনা করতে পারে? নারকীরাও যা লাভ করতে পারে সেইসব (দেহেন্দ্রিয়াদিভোগ্য) তুচ্ছ পদার্থ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি না॥ ২৩ ॥ মহাপুরুষগণের হৃদয়াভ্যন্তর থেকে মুখপথে নিঃসৃত আপনার চরণকমলের মধু (আপনার লীলাগুণগান) যেখানে নেই, তা যদি মোক্ষপদও হয়, তবে তাও আমি চাই না। আপনি বরং আমায় অযুত (অজস্র) কর্ণ প্রদান করুন, যাতে আমি প্রাণ ভরে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করতে পারি—এই আমার অভিলষিত বর॥ ২৪ ॥ পুণ্যকীর্তি প্রভু! সাধুপুরুষদের মুখ থেকে নির্গত আপনার পাদপদ্মমধুকণাবাহী বায়ুও (বহুদূর থেকে আপনার লীলাকথার আভাসমাত্র শ্রবণও)—প্রকৃততত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে যারা নিষ্ফল কর্মাদিতে রত সেই কুযোগীদেরও পরম বস্তুর স্মৃতি উদিত করে দেয়। আমার অন্য কোনো বরের প্রয়োজন নেই॥ ২৫ ॥ হে শোভনকীর্তিশালী ভগবান! সাধুসঙ্গে আপনার মঙ্গলময় কীর্তিকথা দৈববশে একবারও যদি কেউ শ্রবণমাত্র করে এবং সে যদি গুণগ্রাহী হয় ও নিতান্ত পশুস্তরে অবস্থিত না হয়—তাহলে সে কি কখনো তার থেকে আর বিরত (তার প্রতি বিমুখ) হতে পারে? সর্বপুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত আপনার যশোগাথা শ্রবণের বাঞ্ছা করেন॥ ২৬ ॥ এখন আমিও লক্ষ্মীদেবীরই মতো পরম-উৎসুকচিত্তে সর্বগুণধাম পরম-পুরুষোত্তম আপনারই সেবায় নিরত হতে চাই। কিন্তু আপনার চরণেই একতান-চিত্ত আমাদের দুজনের মধ্যে একই প্রভুর সেবায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভার থেকে কলহের সৃষ্টি যেন না হয়॥ ২৭ ॥ জগদীশ্বর! জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর

[১] প্রা.পা.—কলাঃ। [২] প্রা.পা.—চ্যুতং বিধ.। [৩] প্রা.পা.—কর্ণামৃত.। [৪] প্রা.পা.—বচঃ। [৫] প্রা.পা.—মুখাচ্চ্যুতো। [৬] প্রা.পা.—কর্মণাং। [৭] প্রা.পা.—বিরমেদৃতে। [৮] প্রা.পা.—যথা।

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে॥ ২৯ ॥

মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং
বরং বৃণীম্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ।
বাচা নু তন্ত্যা যদি তে জনোঽসিতঃ
কথং পুনঃ কর্ম করোতি মোহিতঃ[১]॥ ৩০ ॥

ত্বন্মায়য়াদ্ধা জন ঈশ খণ্ডিতো
যদন্যদাশাস্ত ঋতাত্মনোঽবুধঃ।
যথা চরেদ্ বালহিতং পিতা স্বয়ং
তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্॥ ৩১ ॥

মৈত্রেয় [২]উবাচ

ইত্যাদিরাজেন নুতঃ স বিশ্বদৃক্
তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে।
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া
মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্ত্যজাম্॥ ৩২ ॥

তত্ত্বং কুরু ময়াদিষ্টমপ্রমত্তঃ প্রজাপতে।
মদাদেশকরো লোকঃ সর্বত্রাপ্নোতি শোভনম্॥ ৩৩

হৃদয়ে আমার প্রতি বিরোধভাব জন্মানোর সম্ভাবনা অবশ্যই আছে, কারণ আপনার সেবায় যেমন তাঁর পরম অনুরাগ, আমিও তারই জন্য লালায়িত। কিন্তু আপনি দীনবৎসল, দীনের সামান্যতম প্রয়াসকেও আপনি বহুল-বিপুলরূপে দেখেন। তাই আমার আশা, আমার ও লক্ষ্মীদেবীর বিরোধেও আপনি আমারই পক্ষপাতী হবেন। আপনি তো আত্মারাম, লক্ষ্মীদেবীতে আপনার প্রয়োজনই বা কী ? ॥ ২৮ ॥ এইজন্যই নিষ্কাম মহাপুরুষগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও আপনার ভজন করে থাকেন। আপনার মধ্যে মায়ার কার্য অহংকারাদি (এবং তজ্জনিত পুত্র-কলত্রাদির প্রতি পক্ষপাত) কিছুমাত্র নেই (সেই হেতু প্রকৃত দীনবাৎসল্য আপনাতেই সম্ভব)। ভগবান ! আপনার চরণকমলের নিরন্তর অনুস্মরণ ব্যতীত মহাপুরুষদের অন্য কোনো প্রয়োজন আছে বলে তো আমি জানি না॥ ২৯ ॥ আমিও বিশেষ কোনো প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা না নিয়েই আপনার ভজনা করি। আপনি যে আমাকে বললেন, 'বর প্রার্থনা করো'—আপনার এই বাণী জগৎ-সংসারের মোহ উৎপাদন-কারিণী বলে আমি মনে করি। শুধু তাই নয়, আপনার বেদরূপা বাণীও তো জগৎকে বেঁধেই রেখেছে। যদি সেই বেদ-বাণীরূপ রজ্জু দ্বারা সকল লোক বন্ধনগ্রস্ত না হবে, তাহলে তারা কেনই বা মোহের বশে পুনঃ পুনঃ সকাম কর্ম করতে থাকবে ? ॥ ৩০ ॥ প্রভু ! আপনারই মায়ায় মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ যে আপনি, সেই আপনার থেকে বিমুখ হয়ে অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীপুত্রাদির কামনা করে। তবুও পিতা যেমন সন্তানের প্রার্থনার অপেক্ষা না করেই নিজেই তার কল্যাণে নিরত থাকেন, সেই রকম আপনিও আমাদের প্রার্থনার অপেক্ষা না রেখে নিজে থেকেই আমাদের কল্যাণসাধনে যত্নবান হবেন, এমনটিই সঙ্গত॥ ৩১ ॥

মৈত্রেয় বললেন—আদিরাজ পৃথু এই প্রকারে স্তুতি করলে সর্বসাক্ষী ভগবান শ্রীহরি তাঁকে বললেন, 'রাজন্ ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি হোক। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমার চিত্ত আমাতে এইভাবে আসক্ত হয়েছে। এইরূপ হলেই মানুষ, আমার পরম দুস্ত্যজ মায়া, যাকে পরিত্যাগ করা বা যার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অতীব

[১]প্রা.পা.—মোচিতঃ। [২]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' এখান থেকে আরম্ভ করে তেত্রিশ শ্লোকের 'সর্বত্রাপ্নোতি শোভনম্' পর্যন্ত নেই।

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি বৈন্যস্য রাজর্ষেঃ প্রতিনন্দ্যার্থবদ্‌বচঃ[১]।
পূজিতোঽনুগৃহীত্বৈনং গন্তুং চক্রেঽচ্যুতো মতিম্॥ ৩৪

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগাঃ।
কিন্নরাপ্সরসো মর্ত্যাঃ খগা[২] ভূতান্যনেকশঃ॥ ৩৫

যজ্ঞেশ্বরধিয়া রাজ্ঞা বাগ্‌বিত্তাঞ্জলিভক্তিতঃ।
সভাজিতা যযুঃ সর্বে বৈকুণ্ঠানুগতাস্ততঃ॥ ৩৬ ॥

ভগবানপি রাজর্ষেঃ সোপাধ্যায়স্য চাচ্যুতঃ।
হরন্নিব মনোঽমুষ্য স্বধাম প্রত্যপদ্যত[৩]॥ ৩৭ ॥

অদৃষ্টায় নমস্কৃত্য নৃপঃ সন্দর্শিতাত্মনে।
অব্যক্তায়[৪] চ দেবানাং দেবায় স্বপুরং যযৌ॥ ৩৮ ॥

সুকঠিন—তাকে অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হয়। হে প্রজাপালক মহারাজ ! তুমি এখন অপ্রমত্তভাবে আমার আদেশ অনুযায়ী (প্রজাপালনাদি-রাজকার্য) আচরণ করো। যে আমার আদেশ পালন করে, সর্বত্রই তার মঙ্গল হয়।'॥ ৩২-৩৩ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! এইরূপে ভগবান রাজর্ষি পৃথুর সারগর্ভ বক্তব্যের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করলেন। এরপর পৃথু তাঁকে পূজা করলে ভগবান তাঁর প্রতি সকল প্রকার অনুগ্রহ বর্ষণ করে সেখান থেকে প্রস্থানে উদ্যত হলেন॥ ৩৪ ॥ মহারাজ পৃথু সেখানে সমাগত দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, নাগ, কিন্নর, অপ্সরা, মানুষ, পক্ষী এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রাণী এবং ভগবানের পার্ষদগণ—এঁদের সকলকেই ভগবদ্‌বুদ্ধিতে ভক্তিভরে বাচিক সম্ভাষণ ও দক্ষিণাদি ধনদানের দ্বারা যুক্তকরে সম্মান জ্ঞাপন করলেন। অনন্তর তাঁরা সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন॥ ৩৫-৩৬ ॥ ভগবান অচ্যুতও মহারাজ পৃথু এবং তাঁর পুরোহিতবৃন্দের চিত্ত যেন হরণ করে নিয়ে নিজের ধামে চলে গেলেন॥ ৩৭ ॥ এরপর, যিনি অব্যক্তস্বরূপ হয়েও তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন সেই দেবদেব বাসুদেব লোচন পথের বহির্ভূত হলে পৃথু তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করলেন॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ[৫]॥ ২০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

অথৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ

একবিংশ অধ্যায়

মহারাজ পৃথু কর্তৃক নিজ প্রজাদের উপদেশদান

মৈত্রেয় উবাচ

মৌক্তিকৈঃ কুসুমস্রগ্‌ভির্দুকূলৈঃ স্বর্ণতোরণৈঃ।

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! সেইসময় পৃথুর রাজধানীকে মুক্তাদাম, পুষ্পমাল্য, রঙিন বস্ত্র, স্বর্ণমণ্ডিত তোরণ এবং অতীব সুগন্ধি ধূপসমূহে সর্বত্র সুশোভিত করা

[১]প্রা.পা.—রাজর্ষেরভিনন্দ্যা.। [২]প্রা.পা.—খান্যানীকান্যনেকশঃ। [৩]প্রা.পা.—প্রত্যগাৎ পুনঃ। [৪]প্রা.পা.—বাসুদেবায় দেবানাং। [৫]প্রা.পা.—পৃথুচরিতে বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহাসুরভিভির্ধূপৈর্মণ্ডিতং তত্র তত্র বৈ॥ ১ ॥

চন্দনাগুরুতোয়ার্দ্ররথ্যাচত্বরমার্গবৎ।
পুষ্পাক্ষতফলৈস্তোক্মৈর্লাজৈরর্চির্ভিরর্চিতম্॥ ২ ॥

সবৃন্দৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈঃ পরিষ্কৃতম্।
তরুপল্লবমালাভিঃ সর্বতঃ সমলংকৃতম্॥ ৩ ॥

প্রজাস্তং দীপবলিভিঃ সম্ভৃতাশেষমঙ্গলৈঃ।
অভীয়ুর্মৃষ্টকন্যাশ্চ মৃষ্টকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ॥ ৪ ॥

শঙ্খদুন্দুভিঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ চর্ত্বিজাম্।
বিবেশ ভবনং বীরঃ স্তূয়মানো গতস্ময়ঃ॥ ৫ ॥

পূজিতঃ পূজয়ামাস তত্র তত্র মহাযশাঃ।
পৌরাঞ্জানপদাংস্তাংস্তান্ প্রীতঃ প্রিয়বরপ্রদঃ॥ ৬ ॥

স এবমাদীন্যনবদ্যচেষ্টিতঃ
কর্মাণি ভূয়াংসি মহান্মহত্তমঃ।
কুর্বন্ শশাসাবনিমণ্ডলং যশঃ
স্ফীতং নিধায়ারুরুহে পরং পদম্॥ ৭ ॥

সূত [১]উবাচ

তদাদিরাজস্য[২] যশো বিজৃম্ভিতং
গুণৈরশেষৈর্গুণবৎসভাজিতম্।
ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ সদস্পতে
কৌষারবিং প্রাহ গৃণন্তমর্চয়ন্॥ ৮ ॥

বিদুর উবাচ

সোঽভিষিক্তঃ পৃথুর্বিপ্রৈর্লব্ধাশেষসুরার্হণঃ।
বিভ্রৎ স বৈষ্ণবং তেজো বাহ্বোর্যাভ্যাং দুদোহ গাম্॥ ৯

কো ন্বস্য কীর্তিং ন শৃণোত্যভিজ্ঞো
যদ্‌বিক্রমোচ্ছিষ্টমশেষভূপাঃ।
লোকাঃ সপালা উপজীবন্তি[৩] কাম-
মদ্যাপি তন্মে বদ কর্ম শুদ্ধম্॥ ১০ ॥

হয়েছিল॥ ১ ॥ নগরের রাজপথ, চত্বর এবং অন্যান্য পথগুলিকে চন্দন ও অগুরু-মিশ্রিত জলে সিঞ্চিত করা হয়েছিল এবং পুষ্প, অক্ষত (আতপ চাল), ফল, যবাঙ্কুর, লাজ (খৈ) এবং প্রদীপ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যের দ্বারা নগরটিকে উৎসবের সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল॥ ২ ॥ ফল-পত্রযুক্ত কদলীবৃক্ষ এবং ক্ষুদ্র সুপারিবৃক্ষ মনোরম-ভাবে বিন্যস্ত করায় এবং (আম্র প্রভৃতি) বিভিন্ন বৃক্ষের পত্ররচিত মাল্যসমূহ লম্বিত করায় নগরীর শোভা বর্ধিত হয়েছিল॥ ৩ ॥ মহারাজের নগর-প্রবেশের সময়ে প্রজাগণ এবং উজ্জ্বল কুণ্ডলে অলংকৃত সুন্দরী কুমারীগণ হস্তে দীপ ও অন্যান্য উপহার ও মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে তাঁর প্রত্যুদ্গমন (অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা) করেছিল॥ ৪ ॥ তখন শঙ্খ ও দুন্দুভির বাদ্যধ্বনি করা হচ্ছিল, ঋত্বিকগণ বেদধ্বনি করছিলেন, স্তুতিপাঠকগণ স্তুতি পাঠ করছিলেন। এই সবই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য করা হলেও পৃথু কিন্তু সেজন্য কোনো অহংকার বোধে আচ্ছন্ন না হয়ে ক্রমে নিজ রাজভবনে প্রবেশ করলেন॥ ৫ ॥ পথের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে নগরবাসী ও জনপদবাসীগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল। মহাযশা পৃথুও প্রীতির সঙ্গে তাদের অভীষ্ট বর প্রদানে প্রত্যভিনন্দিত করেছিলেন॥ ৬ ॥ পৃথু সকলের পূজনীয় মহাপুরুষ পদবিতে আরোহণ করেছিলেন। তিনি বহুবিধ অনবদ্য এবং মহৎ জনকল্যাণমূলক কাজের অনুষ্ঠান করে সর্বত্র-বিস্তৃত বিপুল যশ অর্জন করেছিলেন এবং এইভাবে আজীবন পৃথিবীর শাসনভার বহন করে অন্তিমে পরম ধামে গমন করেছিলেন॥ ৭ ॥

সূত বললেন—মুনিবর শৌনক ! এই প্রকারে ভগবান মৈত্রেয়মুনির মুখে আদিরাজ পৃথুর অশেষ গুণময় গুণীজন প্রশংসিত বিস্তৃত যশোগাথা শুনে পরমভাগবত বিদুর তাঁকে সম্মান জানিয়ে বললেন॥ ৮ ॥

বিদুর বললেন—ব্রহ্মণ ! ব্রাহ্মণগণ পৃথুর অভিষেক করেছিলেন। সকল দেবতা তাঁকে উপহার অর্পণ করেছিলেন। নিজের বাহুদ্বয়ে বিষ্ণুর তেজ ধারণ করে সেই বাহুযুগলের দ্বারাই তিনি পৃথিবী দোহন করেছিলেন॥ ৯ ॥ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল রাজা এবং লোকপালগণসহ সকল লোক সেই পৃথুরই বিক্রমের উচ্ছিষ্টরূপ ভোগ্য-বস্তুসমূহকে উপজীব্য করে নিজেদের ইচ্ছানুসারে জীবন-

[১]প্রাচীন বইয়ে 'সূত উবাচ' এই অংশ নেই। [২]প্রা.পা.—তদাধিরা.। [৩]প্রা.পা.—উপযন্তি।

মৈত্রেয় উবাচ

গঙ্গাযমুনয়োর্নদ্যোরন্তরাক্ষেত্রমাবসন্।
আরব্ধানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্যজিহাসয়া॥ ১১ ॥

সর্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্[1]।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥ ১২ ॥

একদাসীন্মহাসত্রদীক্ষা তত্র[2] দিবৌকসাম্।
সমাজো ব্রহ্মর্ষীণাং চ রাজর্ষীণাং চ সত্তম॥ ১৩ ॥

তস্মিন্নর্হৎসু সর্বেষু স্বর্চিতেষু যথার্হতঃ।
উত্থিতঃ সদসো মধ্যে তারাণামুডুরাড়িব॥ ১৪ ॥

প্রাংশুঃ পীনায়তভুজো গৌরঃ কঞ্জারুণেক্ষণঃ।
সুনাসঃ সুমুখঃ সৌম্যঃ পীনাংসঃ সুদ্বিজস্মিতঃ॥ ১৫

ব্যূঢবক্ষা বৃহচ্ছ্রোণির্বলিবল্গুদলোদরঃ।
আবর্তনাভিরোজস্বী কাঞ্চনোরুরুদগ্রপাৎ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মবক্রাসিতস্নিগ্ধমূর্ধজঃ কম্বুকন্ধরঃ।
মহাধনে দুকূলাগ্র্যে পরিধায়োপবীয় চ॥ ১৭ ॥

ব্যঞ্জিতাশেষগাত্রশ্রীর্নিয়মে ন্যস্তভূষণঃ।
কৃষ্ণাজিনধরঃ শ্রীমান্ কুশপাণিঃ কৃতোচিতঃ॥ ১৮॥

শিশিরস্নিগ্ধতারাক্ষঃ সমৈক্ষত সমন্ততঃ।
ঊচিবানিদমুর্বীশঃ সদঃ সংহর্ষয়ন্নিব॥ ১৯ ॥

নির্বাহ করে চলেছে। এমন কোন বিদগ্ধ ব্যক্তি আছেন যিনি সেই পৃথুর পবিত্র কীর্তির কথা শুনতে চাইবেন না ? সুতরাং আপনি আমাকে তাঁর সেই নির্মল কৃতিসমূহের আরও কিছু বিবরণ দয়া করে শোনান॥ ১০ ॥

মৈত্রেয় বললেন—সাধুশ্রেষ্ঠ বিদুর ! মহারাজ পৃথু গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্তী দেশে বসবাস করে নিজের পুণ্যকর্ম ক্ষয়ের বাসনায় কেবলমাত্র প্রারব্ধবশে সমাগত ভোগের দ্বারা জীবন নির্বাহ করছিলেন॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণবংশীয় ব্যক্তি এবং ভগবান বিষ্ণুর ভক্তবৃন্দ ব্যতীত সপ্তদ্বীপের সকল লোকের উপরেই তাঁর অখণ্ড এবং অবাধ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল॥ ১২ ॥ কোনো এক সময় তিনি এক মহাসত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষে সেখানে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষিগণের এক বৃহৎ সম্মেলন হয়েছিল॥ ১৩ ॥ সেখানে উপস্থিত পূজনীয় অতিথিবৃন্দকে সম্যক যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা জানানো হলে মহারাজ পৃথু সেই সভামধ্যে উঠে দাঁড়ালেন, দেখে মনে হল, যেন নক্ষত্ররাশির মধ্যে চন্দ্রের উদয় হল॥ ১৪ ॥ তাঁর শরীর সমুন্নত, বাহুদ্বয় পীন এবং দীর্ঘ, গাত্রবর্ণ গৌর, নেত্রদ্বয় পদ্মের মতো সুন্দর এবং অরুণাভ, নাসিকা ও মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর, সৌম্য মূর্তি, স্কন্ধদ্বয় সুগঠিত, হাস্য বিকশিত দন্তপঙ্ক্তি অত্যন্ত মনোহর ছিল॥ ১৫ ॥ তাঁর বক্ষঃস্থল আয়ত, শ্রোণিদেশ স্থূল, উদর বলিরেখাযুক্ত হওয়ায় সুন্দর এবং নিম্নমুখী অশ্বত্থপত্রের মতো ঊর্ধ্বভাগে বিস্তৃত ও অধোদেশ ক্রমশ কৃশ, নাভি আবর্তের মতো সুবৃত্ত ও গভীর, রূপের মধ্যে তেজস্বিতার দীপ্তি, ঊরুদ্বয় স্বর্ণবর্ণ এবং চরণতল দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন॥ ১৬ ॥ তাঁর কেশরাজি সূক্ষ্ম, কুটিল, কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ এবং গ্রীবা শঙ্খের মতো বলিযুক্ত। তিনি উত্তম বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করেছিলেন এবং সেইরূপ উত্তরীয় অঙ্গে ধারণ করেছিলেন॥ ১৭ ॥ যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার কারণে বিধি অনুসারে তিনি সমস্ত অলংকার ত্যাগ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল। সব মিলিয়ে তিনি অপূর্ব সুপুরুষ ছিলেন। তখন যজ্ঞের নিয়মানুসারে কৃষ্ণ-মৃগচর্ম এবং হস্তে কুশ ধারণ করেছিলেন এবং নিত্যকৃত্য-সমূহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন॥ ১৮ ॥ পৃথু সেই মহতী সভার চারদিকে তাঁর স্নিগ্ধ-শীতল নেত্রে দৃষ্টিপাত করলেন, সভাও যেন তাঁকে

[1]প্রা.পা.—সর্ব। [2]প্রা.পা.—সা হি।

চারু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং মৃষ্টং গূঢ়মবিক্লবম্।
সর্বেষামুপকারার্থং[১] তদা অনুবদন্নিব॥ ২০ ॥

রাজোবাচ

সভ্যাঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ সাধবো য ইহাগতাঃ।
সৎসু জিজ্ঞাসুভির্ধর্মমাবেদ্যং স্বমনীষিতম্॥ ২১ ॥

অহং দণ্ডধরো রাজা[২] প্রজানামিহ যোজিতঃ।
রক্ষিতা বৃত্তিদঃ স্বেষু সেতুষু স্থাপিতা পৃথক্॥ ২২ ॥

তস্য মে তদনুষ্ঠানাদ্ যানাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ[৩]।
লোকাঃ স্যুঃ কামসন্দোহা যস্য তুষ্যতি দিষ্টদৃক্॥ ২৩

য উদ্ধরেৎ করং রাজা প্রজা ধর্মেষ্বশিক্ষয়ন্[৪]।
প্রজানাং শমলং ভুঙ্‌ক্তে ভগং[৫] চ স্বং জহাতি সঃ॥ ২৪

তৎ প্রজা ভর্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানসূয়বঃ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ২৫ ॥

যূয়ং তদনুমোদধ্বং পিতৃদেবর্ষয়োঽমলাঃ।
কর্তুঃ শাস্তুরনুজ্ঞাতুস্তুল্যং যৎ প্রেত্য তৎফলম্॥ ২৬

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ[৬]।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে[৭] জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ॥ ২৭

দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। তারপর পৃথিবীর অধীশ্বর সেই মহান পুরুষ ধীরে ধীরে তাঁর ভাষণ শুরু করলেন॥ ১৯ ॥ তাঁর সেই বক্তব্য অত্যন্ত সুচারুরূপে উপস্থাপিত, শব্দ চয়নের বৈচিত্র্যে মণ্ডিত, স্পষ্ট, মধুর, গভীর অর্থপূর্ণ এবং নিঃশঙ্ক (ত্বরাহীন) ছিল। মনে হচ্ছিল, সকলের উপকারের জন্য তিনি তাঁর মনের গভীর অনুভূতিগুলিই বাক্যে প্রকাশ করছিলেন॥ ২০ ॥

রাজা পৃথু বললেন — সভ্যগণ ! আপনাদের মঙ্গল হোক। আপনারা, যে মহানুভব ব্যক্তিবৃন্দ এখানে উপস্থিত রয়েছেন—আমার নিবেদন শুনুন। জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের পক্ষে সজ্জন সমাজেই নিজের মনোগত ভাবনাসমূহ প্রকাশ করা উচিত॥ ২১ ॥ এই লোকে আমাকে প্রজাদের দণ্ডবিধান, রক্ষা, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা নির্দেশ, তথা বর্ণাশ্রম অনুসারে তাদের পৃথক পৃথক নিজস্ব সামাজিক অবস্থানে সু-স্থাপিত রাখার জন্যই রাজারূপে নিযুক্ত করা হয়েছে॥ ২২ ॥ সুতরাং এই সব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারলে আমার সর্বমনোরথপূরণকারী সেই সকল লোকপ্রাপ্তি হওয়া উচিত যা মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মর্ষিগণের মতে সর্বকর্মসাক্ষী শ্রীভগবান প্রসন্ন হলেই লাভ করা যায়॥ ২৩ ॥ যে রাজা প্রজাগণকে ধর্মপথের শিক্ষা না দিয়ে কেবলমাত্র তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাদের পাপের ভাগী হন এবং নিজের ঐশ্বর্য থেকেও ভ্রষ্ট হন॥ ২৪ ॥ সুতরাং, হে আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ ! আপনাদের এই রাজার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আপনারা পরস্পরের দোষ-দর্শনে বিরত হয়ে ভগবানকে সর্বদা স্মরণে রেখে নিজের নিজের যথাকর্তব্য পালন করতে থাকুন, তাহলেই আপনাদেরও স্বার্থ সাধিত হবে এবং আমার ওপরেও পরম অনুগ্রহ করা হবে॥ ২৫ ॥ হে নিষ্কলুষ দেবতা-পিতৃ-মহর্ষিগণ ! আপনারাও আমার এই প্রার্থনা অনুমোদন করুন, কারণ, যে কোনো কর্মের কর্তা, উপদেষ্টা এবং অনুমোদনকর্তার পরলোকে সমান ফললাভ হয়ে থাকে॥ ২৬ ॥ পূজনীয় সজ্জনবৃন্দ ! কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ মহামানবের মতে একজন কর্মফলদাতা ভগবান যজ্ঞপতি অবশ্যই আছেন ; কারণ ইহলোক এবং পরলোক —উভয়ই জ্যোৎস্নার মতো অমল ও বিচিত্রকান্তিসম্পন্ন

[১]প্রাচীন বইয়ে 'সর্বেষামুপকারার্থং তদা অনুবদন্নিব' এই অংশ নেই। [২]প্রা.পা.—ধাত্রা। [৩]প্রা.পা.—দাদাহু.। [৪]প্রা.পা.—ধর্মমশিক্ষয়ন্। [৫]প্রা.পা.—ভগবন্তং জহা.। [৬]প্রা.পা.—সত্তমঃ। [৭]প্রা.পা.—দৃশ্যন্তে।

মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ।
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ॥ ২৮ ॥

ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ।
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা॥ ২৯ ॥

দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্মবিমোহিতান্।
বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা[১]॥ ৩০ ॥

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥ ৩১ ॥

বিনির্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমা-
নসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্যবান্।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে॥ ৩২ ॥

তমেব যূয়ং ভজনাত্মবৃত্তিভি-
র্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্মভিঃ।
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ॥ ৩৩ ॥

অসাবিহানেকগুণোঽগুণোঽধ্বরঃ
পৃথগ্বিধদ্রব্যগুণক্রিয়োক্তিভিঃ।
সম্পদ্যতেঽর্থাশয়লিঙ্গনামভি-
র্বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ॥ ৩৪ ॥

প্রধানকালাশয়ধর্মসংগ্রহে
শরীর এষ প্রতিপদ্য চেতনাম্।
ক্রিয়াফলত্বেন বিভুর্বিভাব্যতে
যথানলো দারুষু তদ্গুণাত্মকঃ॥ ৩৫ ॥

(পুণ্যফল ভোগের উপযোগী) কিছু কিছু শরীর ও তদনুযায়ী কান্তিময় ভোগভূমিও (সেইরূপ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্নদের) দৃষ্টিতে ধরা পড়ে॥ ২৭ ॥ মনু, উত্তানপাদ, মহাকীর্তি ধ্রুব, প্রিয়ব্রত,আমার পিতামহ রাজর্ষি অঙ্গ তথা ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, বলি এবং এই স্তরের অন্যান্য মহানুভবগণের মতে, ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ—স্বর্গ এবং অপবর্গ বা মোক্ষের স্বাধীন নিয়ামক। কর্মফল-দাতারূপে ভগবান গদাধরের প্রয়োজন অবশ্যই আছে (অন্যথা কর্মফল প্রাপ্তির কোনো যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না)। এ বিষয়ে কেবলমাত্র মৃত্যুর দৌহিত্র বেন প্রমুখ কয়েকজন ধর্মবিমূঢ় শোচনীয়-চরিত্র ব্যক্তিরই মতভেদ আছে। তাদের মতের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই॥ ২৮-৩০ ॥ যাঁর চরণকমল সেবার অভিলাষই তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ নির্গতা গঙ্গার মতো নিত্যবৃদ্ধিশীল হয়ে (গঙ্গা যেমন উৎপত্তিস্থল থেকে যতই অগ্রসর হন ততই বিভিন্ন জলস্রোতের দ্বারা তাঁর কলেবর-পরিপুষ্টি ঘটে, সেইরূপ) তপস্বীগণের (সংসার-তাপে 'তপ্ত' জীবগণের) পূর্ব-পূর্ব সকল জন্মের সঞ্চিত বুদ্ধি-মালিন্য অচিরেই নষ্ট করে দেয় ; যাঁর চরণতলাশ্রিত ব্যক্তি মনের সকল মলিনতা নিঃশেষে বিদূরিত করে, বৈরাগ্য এবং তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ বীর্য লাভ করে পুনরায় এই দুঃখময় সংসারচক্রে পতিত হয় না ; যাঁর চরণকমল সকল কামনার পূরণকারী —সেই প্রভুকেই আপনারা নিজ নিজ জীবিকার উপযোগী বর্ণাশ্রমোচিত অধ্যাপনাদি কর্ম এবং ধ্যান-স্তুতি-পূজাদি মানসিক, বাচিক এবং শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা ভজনা করুন। হৃদয়ে কোনোরূপ কপটতা রাখবেন না, এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন যে আমাদের নিজ নিজ অধিকার অনুসারে কর্মফল প্রাপ্তি অবশ্যই ঘটবে॥ ৩১-৩৩ ॥ ভগবান স্বরূপত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন এবং সমস্ত বিশেষণরহিত। কিন্তু এই কর্মমার্গে তিনি অনেক বিশেষণযুক্ত যজ্ঞরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকেন ; যেমন যজ্ঞের প্রয়োজনীয় (যব-ব্রীহি প্রভৃতি) দ্রব্য, (শুক্লাদি) গুণ, (অবঘাত বা শস্যাদি পেষণরূপ) ক্রিয়া এবং (মন্ত্রাদি) উক্তি তথা অর্থ (যজ্ঞের অঙ্গ কর্মের দ্বারা নিষ্পাদিত ফল), আশয় (কর্মের সংকল্প), লিঙ্গ (পদার্থের শক্তি) এবং (জ্যোতিষ্টোমাদি) নাম—এগুলি সবই যজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণুকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষিত (বিশেষণযুক্ত) করে থাকে (সুতরাং কর্মমার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তির

[১]প্রাচীন বইয়ে ত্রিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধ অংশ পূর্ব এবং পূর্বার্ধের অংশ পরে লেখা আছে।

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং
হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্[১]।
স্বধর্মযোগেন যজন্তি মামকা
নিরন্তরং ক্ষোণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ৩৬ ॥
মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভি-
স্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্[২] দ্বিজানাম্॥ ৩৭ ॥
ব্রহ্মণ্যদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনো
নিত্যং হরির্যচ্চরণাভিবন্দনাৎ।
অবাপ লক্ষ্মীমনপায়িনীং যশো
জগৎ পবিত্রং চ মহত্তমাগ্রণীঃ॥ ৩৮ ॥
যৎসেবয়াশেষগুহাশয়ঃ স্বরাড়্
বিপ্রপ্রিয়স্তুষ্যতি কামমীশ্বরঃ।
তদেব তদ্ধর্মপরৈর্বিনীতৈঃ[৩]
সর্বাত্মনা ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতাম্॥ ৩৯ ॥
পুমাঁল্লভেতানতিবেলমাত্মনঃ
প্রসীদতোঽত্যন্তশমং[৪] স্বতঃ স্বয়ম্।
যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া ততঃ
পরং কিমত্রাস্তি মুখং হবির্ভুজাম্[৫]॥ ৪০ ॥
অশ্নাত্যনন্তঃ খলু তত্ত্বকোবিদৈঃ
শ্রদ্ধাহুতং যন্মুখ ইজ্যনামভিঃ।
ন বৈ তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে
হুতাশনে পারমহংস্যপর্যগুঃ॥ ৪১ ॥
যদ্ব্রহ্ম নিত্যং বিরজং সনাতনং
শ্রদ্ধাতপোমঙ্গলমৌনসংযমৈঃ।
সমাধিনা বিভ্রতি হার্থদৃষ্টয়ে
যত্রেদমাদর্শ ইবাবভাসতে॥ ৪২ ॥

কর্মের সমস্ত অঙ্গেই ভগবানের প্রকাশ-দর্শন অভিপ্রেত)॥ ৩৪ ॥ যেমন একই অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন কাঠে তারই আকারানুরূপে প্রতিভাত হন, সেইরকমই সেই সর্বব্যাপক প্রভু পরমানন্দস্বরূপ হয়েও প্রকৃতি, কাল, বাসনা এবং অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন শরীরে বিষয়াকারে আকারিত বুদ্ধিতে অবস্থিত হয়ে সেই যাগ-যজ্ঞাদি-ক্রিয়াসমূহের ফলরূপে বিভিন্নভাবে প্রতীত হয়ে থাকেন॥ ৩৫ ॥ আহা! এই পৃথিবীতে আমার যে সকল প্রজা যজ্ঞভাগ-ভোক্তা দেবতাদের অধীশ্বর সর্বগুরু শ্রীহরিকে নিজ নিজ (বর্ণাশ্রমানুগত) ধর্মের দ্বারা একনিষ্ঠভাবে নিরন্তর আরাধনা করেন, তাঁরা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করে থাকেন॥ ৩৬ ॥ সহনশীলতা, তপস্যা এবং জ্ঞান—এই তিনটি মহৈশ্বর্যের কারণে বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণগণের বংশ স্বভাবতই উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাদের ওপরে যেন কোনো রাজকুলের তেজ (শারীরিক শক্তি, ধনসম্পদ ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন) প্রভাব বিস্তার না করে॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মাদি মহত্তম পুরুষগণের অগ্রগণ্য, ব্রাহ্মণভক্ত, পুরাণপুরুষ শ্রীহরিও নিরন্তর এই ব্রাহ্মণকুলের চরণবন্দনা করেই অবিচল লক্ষ্মী এবং জগৎ-পাবক (যা শ্রবণে জগৎ পবিত্র হয়) যশ লাভ করেছেন॥ ৩৮ ॥ ভগবান লোকসংগ্রহ বা লোকশিক্ষার জন্য যে ধর্মের উপদেশ করেছেন আপনারা সেই ভগবদ্ ধর্ম পালনেই তৎপর আছেন ; এবং সেই সর্বান্তর্যামী স্বয়ংপ্রকাশ ব্রাহ্মণপ্রিয় শ্রীহরি বিপ্রবংশের সেবা দ্বারাই পরম সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। সুতরাং আপনারা সবাই সর্বপ্রকারে বিনীতভাবে ব্রাহ্মণকুলের সেবা করুন॥ ৩৯ ॥ এই ব্রাহ্মণগণের নিত্য সেবার দ্বারা শীঘ্র চিত্তশুদ্ধি জন্মানোর ফলে মানুষ স্বতই (জ্ঞান-অভ্যাসাদি ব্যতীতই) পরম শান্তিরূপ মোক্ষ লাভ করতে পারে। অতএব ইহলোকে এই ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা মহত্তর দ্বিতীয় আর কে আছে যে হবির্ভোজী দেবতাগণের মুখস্বরূপ হতে পারে ?॥ ৪০ ॥ উপনিষদ্‌সমূহের জ্ঞাননিষ্ঠ বচনসমুদয় তাৎপর্যগতভাবে একমাত্র যাঁকেই বুঝিয়ে থাকে সেই ভগবান অনন্ত, ব্রাহ্মণগণের মুখে ইন্দ্রাদি যজনীয় দেবতার নাম উচ্চারণ করে তত্ত্বজ্ঞানীদের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে আহুত দ্রব্য যেমন তৃপ্তি-সহকারে গ্রহণ করেন, চেতনাশূন্য অগ্নিতে আহুত পদার্থ তেমনভাবে গ্রহণ করেন না॥ ৪১ ॥

[১]প্রা.পা.—ভুজাং মহেশ্বরম্। [২]প্রা.পা.—কুলং দ্বিজানাম্। [৩]প্রা.পা.—পরৈর্হি নঃ সদা। [৪]প্রা.পা.—হত্যন্তমনন্তমব্যয়ম্। [৫]প্রা.পা.—হবির্ভুজঃ।

তেষামহং পাদসরোজরেণু-[১]
মার্যা বহেয়াধিকিরীটমায়ুঃ।
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং
নশ্যত্যমুং সর্বগুণা ভজন্তি॥ ৪৩ ॥

গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং
বৃদ্ধাশ্রয়ং সংবৃণতেহনু সম্পদঃ।
প্রসীদতাং ব্রহ্মকুলং গবাং চ
জনার্দনঃ সানুচরশ্চ মহ্যম্॥ ৪৪ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ।
তুষ্টুবুর্হৃষ্টমনসঃ সাধুবাদেন সাধবঃ॥ ৪৫ ॥

পুত্রেণ জয়তে লোকানিতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মদণ্ডহতঃ পাপো যদ্‌বেনোহত্যতরত্তমঃ॥ ৪৬ ॥

হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তমঃ।
বিবিক্ষুরত্যগাৎ সূনোঃ প্রহ্লাদস্যানুভাবতঃ॥ ৪৭ ॥

বীরবর্য পিতঃ[২] পৃথ্ব্যাঃ সমাঃ সঞ্জীব শাশ্বতীঃ।
যস্যেদৃশ্যচ্যুতে ভক্তিঃ সর্বলোকৈকভর্তরি॥ ৪৮ ॥

অহো বয়ং হ্যদ্য পবিত্রকীর্তে
ত্বয়ৈব নাথেন মুকুন্দনাথাঃ।
য উত্তমশ্লোকতমস্য বিষ্ণো-
র্ব্রহ্মণ্যদেবস্য কথাং ব্যনক্তি॥ ৪৯ ॥

নাত্যদ্ভুতমিদং নাথ তবাজীব্যানুশাসনম্।
প্রজানুরাগো মহতাং প্রকৃতিঃ করুণাত্মনাম্॥ ৫০ ॥

হে আর্যগণ! দর্পণতলে প্রতিবিম্বের মতো যার আধারে এই সমগ্র প্রপঞ্চের প্রকাশ হয়ে থাকে সেই নিত্য শুদ্ধ সনাতন ব্রহ্ম (বেদ)-কে যাঁরা পরমার্থতত্ত্ব উপলব্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধা, তপ, মঙ্গলময় আচরণ, মৌন অর্থাৎ বেদ বা ধর্মবিরোধী বাক্যালাপ ত্যাগ, সংযম এবং সমাধির অনুশীলনের দ্বারা ধারণ করে থাকেন, সেই ব্রাহ্মণগণের চরণকমলের রেণু যেন আমি আজীবন নিজের মুকুটে ধারণ করতে পারি ; কারণ ওই রেণু নিত্য শিরে ধারণ করলে মানুষের সমস্ত পাপ আশু বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার গুণাবলী তাকে আশ্রয় করে॥ ৪২-৪৩ ॥ ওইরূপ গুণবান, সচ্চরিত্র, কৃতজ্ঞ এবং বৃদ্ধসেবী ব্যক্তিকে সকল সম্পদ (ঐশ্বর্য এবং মঙ্গল) নিজে থেকেই বরণ করে, তাঁর কাছে স্বয়ংই উপস্থিত হয়। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, ব্রাহ্মণকুল, গো-জাতি এবং ভক্তগণসহ শ্রীভগবান আমার প্রতি নিত্য প্রসন্ন থাকুন॥ ৪৪ ॥

মৈত্রেয় বললেন—মহারাজ পৃথু এইরূপ বললে দেবগণ, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণাদি সকল সাধুপুরুষগণ অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে তাঁর উদ্দেশ্যে সাধুবাদ উচ্চারণ করে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ৪৫ ॥ তাঁরা বললেন, 'পুত্রের দ্বারা পিতা পুণ্যলোক জয় করতে পারেন'—এইরূপ যে শ্রুতি আছে, তা একান্তরূপেই যথার্থ। পাপী বেন ব্রহ্মশাপে হত হয়েছিল। কিন্তু এঁর পুণ্যবলে সে নরক থেকে পরিত্রাণ পেল॥ ৪৬ ॥ হিরণ্যকশিপুর ভগবদ্‌নিন্দার কারণে নরকগমনই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সে-ও নিজ পুত্র প্রহ্লাদের পুণ্য-প্রভাবে নিস্তার পেয়েছিল॥ ৪৭ ॥ হে বীরবর মহারাজ পৃথু! আপনি তো পৃথিবীর পিতাস্বরূপ, সর্বলোকের যিনি এক ও অদ্বিতীয় পরম পতি সেই ভগবান শ্রীহরির প্রতিও আপনার এইরূপ অবিচল ভক্তি, আপনি অনন্তকাল জীবিত থাকুন, মহারাজ! (আপনারা জীবিত থাকলে জগতের পরম মঙ্গল)॥ ৪৮ ॥ আপনার যশোগাথা শ্রবণও লোকের পবিত্রতাজনক, (কারণ) আপনি পুণ্যশ্লোক শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরির কথা কীর্তন করছেন। আমাদের সৌভাগ্যের শেষ নেই যে, আমরা আপনাকে প্রভুরূপে পেয়েছি, কারণ, তার ফলে আমরা প্রকৃতপক্ষে ভগবান মুকুন্দকেই রাজা-রূপে লাভ করেছি, আমরা তাঁরই রাজত্বে বাস করছি॥ ৪৯ ॥ প্রভু! আপনি যে আশ্রিতজনের (প্রজাদের) প্রতি এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করলেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই,

[১]প্রা.পা.—ণুনা পর্যাবহে.। [২]প্রা.পা.—পিতুঃ শ্রেষ্ঠ।

অদ্য নস্তমসঃ পারস্ত্বয়োপাসাদিতঃ প্রভো।
ভ্রাম্যতাং নষ্টদৃষ্টীনাং কর্মভির্দৈবসংজ্ঞিতৈঃ॥ ৫১ ॥

নমো বিবৃদ্ধসত্ত্বায় পুরুষায় মহীয়সে।
যো ব্রহ্ম ক্ষত্রমাবিশ্য বিভর্তীদং স্বতেজসা॥ ৫২ ॥

কারণ প্রজানুরাগ, প্রজাদের প্রতি গভীর আন্তরিক প্রীতি, করুণাপরবশ মহাত্মাগণের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক॥ ৫০ ॥ আমরা প্রারব্ধ কর্মের বশবর্তী হয়ে বিবেকজ্ঞানের অভাবে অন্ধের মতো সংসার-অরণ্যে বিচরণ করছিলাম, প্রিয় প্রভু, আপনি আমাদের আজ সেই অজ্ঞানরূপ মহাঅন্ধকারের পারে পৌঁছে দিলেন, উদ্ধার করলেন আমাদের॥ ৫১ ॥ আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় পরম পুরুষ, যিনি ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে ক্ষত্রিয়দের এবং ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণদের এবং এই উভয় জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে নিজের মহিমায় রক্ষা করছেন। আপনাকে আমরা প্রণাম জানাই॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

অথ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মহারাজ পৃথুকে সনকাদি-মুনিগণের উপদেশদান

মৈত্রেয় উবাচ

জনেষু প্রগৃণৎস্বেবং পৃথুং পৃথুলবিক্রমম্।
তত্রোপজগ্মুর্মুনয়শ্চত্বারঃ সূর্যবর্চসঃ॥ ১ ॥

তাংস্তু সিদ্ধেশ্বরান্ রাজা ব্যোম্নোঽবতরতোঽর্চিষা।
লোকানপাপান্ কুর্বত্যা সানুগোঽচষ্ট লক্ষিতান্॥ ২

তদ্দর্শনোদ্গতান্ প্রাণান্ প্রত্যাদিৎসুরিবোত্থিতঃ।
সসদস্যানুগো বৈন্য ইন্দ্রিয়েশো গুণানিব॥ ৩ ॥

গৌরবাদ্‌যন্ত্রিতঃ সভ্যঃ প্রশ্রয়ানতকন্ধরঃ।
বিধিবৎ পূজয়াঞ্চক্রে গৃহীতাধ্যর্হণাসনান্॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় বললেন—প্রজাগণ যখন এইভাবে মহা-পরাক্রমশালী পৃথিবীপতি পৃথুর উদ্দেশ্যে তাদের প্রণতি নিবেদন করছিল, সেই সময় সেখানে সূর্যের মতো মহা তেজস্বী চারজন মুনিশ্রেষ্ঠ এসে উপস্থিত হলেন॥ ১ ॥ মহারাজ পৃথু এবং তাঁর অনুচরগণ দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন যে সেই চারজন মহান সিদ্ধশ্রেষ্ঠ নিজেদের দিব্য অঙ্গজ্যোতিতে সমস্ত লোককে যেন পাপনির্মুক্ত করতে করতেই আকাশ থেকে অবতরণ করছেন॥ ২ ॥ বিষয়ী জীব যেমন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেই সনকাদি মুনিচতুষ্টয়কে দেখা মাত্রই রাজার প্রাণও তাঁদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। সভাসদগণ ও অনুচরবৃন্দসহ রাজা যেন সেই বহির্গত প্রাণকেই ফিরিয়ে আনার জন্য দ্রুত উত্থিত ও দণ্ডায়মান হয়েছিলেন॥ ৩ ॥ সেই মুনিগণ অর্ঘ্য গ্রহণ করে আসনে উপবিষ্ট হলে সু-ভদ্র পৃথু তাঁদের মাহাত্ম্যে প্রভাবিত হয়ে বিনয়-নম্রভাবে নতমস্তকে তাঁদের যথাবিধি পূজা

তৎপাদশৌচসলিলৈর্মার্জিতালকবন্ধনঃ।
তত্র শীলবতাং বৃত্তমাচরন্মানয়ন্নিব॥ ৫ ॥

হাটকাসন আসীনান্ স্বধিষ্ণ্যেষ্বিব পাবকান্।
শ্রদ্ধাসংযমসংযুক্তঃ প্রীতঃ প্রাহ ভবাগ্রজান্॥ ৬ ॥

পৃথুরুবাচ

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ।
যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দর্শানাং চ যোগিভিঃ॥ ৭ ॥

কিং তস্য দুর্লভতরমিহ লোকে পরত্র চ।
যস্য বিপ্রা প্রসীদন্তি শিবো বিষ্ণুশ্চ সানুগঃ॥ ৮ ॥

নৈব লক্ষয়তে লোকো লোকান্ পর্যটতোঽপি যান্।
যথা সর্বদৃশং সর্ব আত্মানং যেঽস্য হেতবঃ॥ ৯ ॥

অধনা[১] অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্গৃহা হ্যর্হবর্যাম্বুতৃণভূমীশ্বরাবরাঃ[২]॥ ১০ ॥

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ[৩] তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়পাদতীর্থবিবর্জিতাঃ॥ ১১ ॥

স্বাগতং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদ্ব্রতানি মুমুক্ষবঃ।
চরন্তি শ্রদ্ধয়া ধীরা বালা এব বৃহন্তি চ[৪]॥ ১২ ॥

কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাম্।
ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্মভিঃ॥ ১৩ ॥

ভবৎসু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে।
কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ॥ ১৪ ॥

করলেন॥ ৪ ॥ তারপর তাঁদের পদপ্রক্ষালনের জল দ্বারা নিজের মস্তকস্থ কেশরাশি মার্জনা করলেন। এইভাবে শিষ্টজনোচিত আচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নিজে তা পালনের মাধ্যমে তিনি যেন এই বিষয়টিই বোঝাতে চাইলেন যে, সকল সৎপুরুষেরই এইরকম আচরণ করা উচিত॥ ৫ ॥ সনকাদি মুনিচতুষ্টয় ভগবান শংকরেরও অগ্রজতুল্য মাননীয় ছিলেন। স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে তাঁরা নিজ ধিষ্ণ্য বা যজ্ঞীয় কুণ্ডে দীপ্ত অগ্নিদেবের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। মহারাজ পৃথু শ্রদ্ধা, সংযম ও প্রীতির সঙ্গে তাঁদের বললেন॥ ৬ ॥

পৃথু বললেন—হে পূজনীয় মঙ্গল-বিগ্রহ মুনীশ্বরবৃন্দ ! আপনাদের দর্শন যোগিগণের পক্ষেও দুর্লভ, আমি কী এমন পুণ্য আচরণ করেছি যে, স্বতঃই আপনাদের দর্শন লাভ করলাম ! ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মণগণ, অনুচরবৃন্দসহ ভগবান শিব অথবা শ্রীবিষ্ণু যার ওপর প্রসন্ন হন, সেই ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকে অথবা পরলোকে কী-ই বা দুর্লভ হতে পারে ? ॥ ৮ ॥ এই দৃশ্যজগৎ প্রপঞ্চের কারণ মহদাদি তত্ত্ব যদিও সর্বত্রই অনুস্যূত হয়ে রয়েছে তথাপি তারা যেমন সর্বসাক্ষী আত্মাকে দেখতে পায় না, সেই রকমেই আপনারা যদিও সর্বলোকে বিচরণ করে থাকেন, তথাপি অনধিকারী ব্যক্তিরা আপনাদের দর্শন পায় না॥ ৯ ॥ আপনাদের মতো পূজনীয় সাধুপুরুষগণ যার গৃহে জল, তৃণ-নির্মিত আসন, ভূমি, গৃহস্বামী অথবা সেবকাদি অন্য কোনো উপস্থত বস্তু বা ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করেন, সেই গৃহস্থ ধনহীন হলেও ধন্য॥ ১০ ॥ যে সকল গৃহে কখনো ভগবদ্ভক্তদের চরণোদকবিন্দু পতিত হয়নি, সেগুলি সর্ব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হলেও সর্পবসতি বৃক্ষের মতো (হেয়)॥ ১১ ॥ হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ ! আপনাদের স্বাগত ! আপনারা বাল্যকাল থেকেই মোক্ষের অভিলাষী হয়ে একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মচর্যাদি সুমহান ব্রতসমূহ গভীর শ্রদ্ধায় পালন করে চলেছেন॥ ১২ ॥ প্রভুগণ ! আমরা নিজ নিজ কর্ম অনুসারে বহু বিপদসঙ্কুল এই সংসারক্ষেত্রে পতিত হয়ে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকেই পরম পুরুষার্থরূপে গণনা করে জীবনযাপন করে চলেছি। আমাদের কোনো কুশল (পরিত্রাণের উপায়) আছে কি ? ॥ ১৩ ॥ আপনাদের মতো আত্মারাম মহাপুরুষগণকে কুশল প্রশ্ন করা উচিত নয়। এইটি ভালো, এইটি মন্দ—এরকম

[১]প্রা.পা.—অধনাা। [২]প্রা.পা.—শ্বরাশ্বরাঃ। [৩]প্রা.পা.—দ্রুমাশ্চৈতে। [৪] প্রা.পা.—বৈ।

তদহং কৃতবিশ্রম্ভঃ সুহৃদো বস্তপস্বিনাম্।
সংপৃচ্ছে ভব এতস্মিন্ ক্ষেমঃ কেনাঞ্জসা ভবেৎ॥ ১৫
ব্যক্তমাত্মবতামাত্মা ভগবানাত্মভাবনঃ।
স্বানামনুগ্রহায়েমাং সিদ্ধরূপী চরত্যজঃ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

পৃথোস্তৎসূক্তমাকর্ণ্য[১] সারং সুষ্ঠু মিতং মধু[২]।
স্ময়মান ইব প্রীত্যা কুমারঃ প্রত্যুবাচ হ॥ ১৭ ॥

সনৎকুমার[৩] উবাচ

সাধু পৃষ্টং মহারাজ সর্বভূতহিতাত্মনা।
ভবতা বিদুষা চাপি সাধূনাং মতিরীদৃশী॥ ১৮ ॥
সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাং চ সম্মতঃ।
যৎসম্ভাষণসম্প্রশ্নঃ সর্বেষাং বিতনোতি শম্॥ ১৯
অস্ত্যেব রাজন্ ভবতো মধুদ্বিষঃ
পাদারবিন্দস্য গুণানুবাদনে।
রতির্দুরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী
কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ॥ ২০ ॥
শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং
ক্ষেমস্য সধ্র্যগ্বিমৃশেষু হেতুঃ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি
দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি[৪] নির্গুণে চ যা॥ ২১ ॥
সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্মচর্যয়া
জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং
পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ॥ ২২ ॥
অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মন্
বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ॥ ২৩ ॥

কোনো দ্বন্দ্বমূলক বোধই আপনাদের চিত্তে উদিত হয় না॥ ১৪ ॥ আপনারা সংসারানল-সন্তপ্ত জীবগণের পরম সুহৃৎ। এইজন্য আপনাদের কাছে বিশ্বস্ত হৃদয়ে এই প্রশ্ন রাখছি, 'এই সংসারে কীভাবে মানুষের সহজে মঙ্গল হতে পারে?' ॥ ১৫ ॥ একথা নিশ্চিত যে, যিনি আত্মবান (ধীর) পুরুষগণের নিকটে আত্মারূপে প্রকাশিত হয়ে থাকেন এবং উপাসকগণের হৃদয়ে নিজের স্বরূপ প্রকটিত করে থাকেন, সেই জন্মরহিত ভগবানই নিজের ভক্তদের প্রতি কৃপা বিতরণের নিমিত্ত আপনাদের মতো সিদ্ধপুরুষের রূপধারণ করে এই পৃথিবীতলে বিচরণ করছেন॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয় বললেন— মহারাজ পৃথুর এই যুক্তিযুক্ত, গম্ভীর, পরিমিত এবং মধুর বক্তব্য শুনে শ্রীসনৎকুমার অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সস্মিতবদনে বলতে লাগলেন॥ ১৭ ॥

শ্রীসনৎকুমার বললেন—মহারাজ ! এইসব বিষয় আপনার জানা আছে, তবুও আপনি সর্বভূতের মঙ্গল কামনায় প্রশ্ন করেছেন, এজন্য আপনি সাধুবাদের যোগ্য। সাধুপুরুষগণের বুদ্ধি এইরকমই (লোককল্যাণে নিয়োজিত) হয়ে থাকে॥ ১৮ ॥ সৎপুরুষগণের সম্মিলন শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েরই অভিপ্রেত, কারণ তাঁদের প্রশ্নোত্তরসহ কথোপকথন সর্বলোকের পক্ষেই কল্যাণকর হয়ে থাকে॥ ১৯ ॥ রাজন্ ! ভগবান শ্রীমধুসূদনের চরণকমলের গুণকীর্তনে আপনার অবশ্যই অবিচল অনুরাগ আছে। সকলের পক্ষে এই প্রীতি যদিও সুলভ নয়, তবে একবার এই বস্তু লাভ হলে তা হৃদয়ের অন্তরস্থ বাসনামল নিঃশেষে বিনষ্ট করে দেয়, যা অন্য কোনো উপায়ে শীঘ্র অপগত হয় না॥ ২০ ॥ শাস্ত্রসমূহে জীবের কল্যাণ বিষয়ে সম্যক বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে এবং সেখানে আত্মা থেকে ভিন্ন দেহাদির সম্পর্কে বৈরাগ্য এবং নিজ আত্মস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মে সুদৃঢ় অনুরাগই মানুষের প্রকৃত কল্যাণের নিশ্চিত সাধনরূপে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে॥ ২১ ॥ শাস্ত্রসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, গুরু এবং শাস্ত্রের বচনে শ্রদ্ধা, ভাগবত ধর্মের আচরণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, জ্ঞানযোগনিষ্ঠা, যোগেশ্বর শ্রীহরির উপাসনা, পুণ্যকীর্তি শ্রীভগবানের পবিত্র কথার নিত্যশ্রবণ, অর্থ ও ইন্দ্রিয়াসুখ-পরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতি বিমুখতা এবং তাদের প্রিয় ভোগ্য

---

[১]প্রা.পা.—পৃথোস্তু সূক্ত.। [২]প্রা.পা.—প্রভুঃ। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'সনৎকুমার উবাচ' এই অংশ নেই।
[৪]প্রা.পা.—মতি।

অহিংসয়া পারমহংস্যচর্যয়া
স্মৃত্যা মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা।
যমৈরকামৈর্নিয়মৈশ্চাপ্যনিন্দয়া
নিরীহয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ॥ ২৪ ॥

হরের্মুহুস্তৎপরকর্ণপূর-
গুণাভিধানেন বিজৃম্ভমাণয়া।
ভক্ত্যা হ্যসঙ্গঃ সদসত্যনাত্মনি
স্যান্নির্গুণে ব্রহ্মণি চাঞ্জসা রতিঃ॥ ২৫ ॥

যদা রতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমা-
নাচার্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা।
দহত্যবীর্যং হৃদয়ং জীবকোশং[১]
পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ॥ ২৬ ॥

দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্গুণো
নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে।
পরাত্মনোর্যদ্ ব্যবধানং পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥ ২৭ ॥

আত্মানমিন্দ্রিয়ার্থং চ পরং যদুভয়োরপি।
সত্যাশয় উপাধৌ বৈ পুমান্ পশ্যতি নান্যদা॥ ২৮ ॥

নিমিত্তে সতি সর্বত্র জলাদাবপি পূরুষঃ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি ভিদাং পশ্যতি নান্যদা॥ ২৯ ॥

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ।
চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব হ্রদাৎ॥ ৩০ ॥

বস্তুর সংগ্রহে অনাসক্তি, ভগবানের গুণকীর্তনরূপ অমৃতপান ভিন্ন অন্য সময়ে নিজের মধ্যেই নিজে সন্তুষ্টভাবে অবস্থান এবং নির্জনতা সেবনে অভিরুচি, জীবমাত্রের প্রতি অহিংসা, নিবৃত্তি নিষ্ঠা, আত্মহিতের অনুসন্ধান, শ্রীভগবানের পবিত্র চরিতকথারূপ শ্রেষ্ঠ অমৃত আস্বাদন, নিষ্কামভাবে যম-নিয়মাদির পালন, সর্বপ্রকার নিন্দাবাদ-বর্জন, যোগক্ষেমের জন্য অপ্রয়াস, শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব বিষয়ে সহনশীলতা, ভক্তজনের শ্রবণ-সুখ-বিধায়ক শ্রীহরির গুণাবলীর পুনঃ পুনঃ কীর্তন এবং নিত্য উপচীয়মান ভক্তিভাব—এইগুলির দ্বারা মানুষের কার্য-কারণরূপ দেহাদি অনাত্ম (জড়) বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য এবং আত্মস্বরূপ নির্গুণ পরব্রহ্মে অনায়াসে দৃঢ় অনুরাগ জন্মায়॥ ২২-২৫ ॥ পরব্রহ্মে একনিষ্ঠ অনুরাগ জন্মালে মানুষ সদ্‌গুরুর শরণ নেয় এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তীব্র সংবেগে বাসনাশূন্য হয়ে অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশযুক্ত অহংকারাত্মক নিজ লিঙ্গশরীরকে, অগ্নি যেমন নিজের উৎপত্তির আধার-ভূত কাষ্ঠখণ্ডকেই দগ্ধ করে— সেইরূপে ভস্ম করে ফেলে॥ ২৬ ॥ এইভাবে লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হয়ে গেলে তার কর্তৃত্বাদি সমস্ত গুণ থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। যেমন স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বহুবিধ পদার্থ জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয় না সেই প্রকারেই সেই পুরুষের বহির্জগতে দৃশ্যমান ঘট-পটাদি এবং অন্তর্জগতের সুখদুঃখাদি কোনো কিছুরই আর অনুভব হয় না। এই স্থিতিলাভের পূর্বে এই লিঙ্গশরীরই জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান রচনা করে বর্তমান॥ ২৭ ॥ যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃকরণরূপ উপাধি বর্তমান থাকে, ততক্ষণই পুরুষ জীবাত্মা, ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় এবং এই উভয়ের সম্বন্ধের ঘটয়িতা হেতুস্বরূপ অহংকারকে অনুভব করে, এই উপাধির বিনাশের পর আর সেই অনুভব হয় না॥ ২৮ ॥ বহির্জগতেও দেখা যায়, জল বা দর্পণ প্রভৃতি নিমিত্ত থাকলেই মানুষ (বিম্বস্বরূপ) নিজের এবং প্রতিবিম্বের ভেদ অনুভব করে, অন্য সময়ে নয়॥ ২৯ ॥ যে ব্যক্তি বিষয়-চিন্তায় রত থাকে, তার ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়সমূহেই লিপ্ত হয়ে যায় এবং মনকেও সেই বিষয়সমূহে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। অনন্তর, জলাশয়ের তীরে জাত কুশাদি যেমন নিজের শিকড়ের দ্বারা সেই জলাশয়ের জল আকর্ষণ করে থাকে, সেই প্রকারেই সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত মন বুদ্ধির থেকে

[১]প্রা.পা.—পাঞ্চকোশং।

ভ্রশ্যত্যনু স্মৃতিশ্চিত্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্ষয়ে।
তদ্রোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নবমাত্মনঃ॥ ৩১ ॥

নাতঃ পরতরো লোকে পুংসঃ স্বার্থব্যতিক্রমঃ।
যদধ্যন্যস্য প্রেয়স্ত্বমাত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ॥ ৩২ ॥

অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং সর্বার্থাপহ্নবো নৃণাম্।
ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্ যেনাবিশতি মুখ্যতাম্॥ ৩৩

ন কুর্যাৎ কর্হিচিৎ সঙ্গং তমস্তীব্রং তিতীরিষুঃ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্॥ ৩৪ ॥

তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে।
ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ॥ ৩৫

পরেঽবরে[১] চ যে ভাবা গুণব্যতিকরাদনু[২]।
ন তেষাং বিদ্যতে ক্ষেমমীশবিধ্বংসিতাশিষাম্॥ ৩৬

তত্ত্বং[৩] নরেন্দ্র জগতামথ তস্থুষাং চ
দেহেন্দ্রিয়াসুধিষণাত্মভিরাবৃতানাম্।
যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ
প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাংস্তমবেহি সোঽস্মি[৪]॥ ৩৭

যস্মিন্নিদং সদসদাত্মতয়া বিভাতি[৫]
মায়া বিবেকবিধুতি স্রজি বাহিবুদ্ধিঃ।
তং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধতত্ত্বং
প্রত্যূঢকর্মকলিলপ্রকৃতিং প্রপদ্যে॥ ৩৮ ॥

বিচারশক্তিকে ক্রমশ হরণ করে নেয়॥ ৩০ ॥ বিচারশক্তি নষ্ট হলে স্মৃতিও (পূর্বাপরানুসন্ধান, পূর্বের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার তুলনা বা ভেদবোধ) বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে এবং স্মৃতিভ্রংশ হলে জ্ঞান থাকে না। এই জ্ঞান-নাশের অবস্থাকেই পণ্ডিতগণ 'নিজেই নিজের বিনাশসাধন' বলে থাকেন॥ ৩১ ॥ যাকে উদ্দেশ্য করে বা যার কারণেই অন্য যাবতীয় পদার্থে প্রিয়তা বোধ হয় (অন্য পদার্থকে প্রিয় বলে মনে হয়)—নিজের দ্বারাই সেই আত্মার বিনাশে যে স্বার্থহানি হয়, জগৎসংসারে তার চাইতে অধিক ক্ষতি মানুষের আর কিছুই হতে পারে না॥ ৩২ ॥ অর্থ এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের আত্যন্তিক চিন্তা মানুষের সকল পুরুষার্থেরই বিনাশ ঘটায়। কারণ এই সবের চিন্তায় মগ্ন হয়ে সে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বৃক্ষাদি স্থাবর যোনিতে জন্মলাভ করে॥ ৩৩ ॥ এইজন্য যিনি অজ্ঞানান্ধকারের থেকে উত্তীর্ণ হতে চান, তিনি কখনোই বিষয়ের প্রতি আসক্তি পোষণ করবেন না। কারণ তা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রাপ্তির পথে সর্বাপেক্ষা কঠিন বাধা॥ ৩৪ ॥ এই চার পুরুষার্থের মধ্যেও মোক্ষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, কারণ অপর তিন পুরুষার্থের ক্ষেত্রে কৃতান্ত বা কাল বা বিনাশের ভয় থেকেই যায়॥ ৩৫ ॥ প্রকৃতিতে গুণ ক্ষোভের পর যা কিছু উত্তম বা অধম ভাব-পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে, তাদের মধ্যে চিরকাল মঙ্গলে থাকতে পারে, এমন কিছুই নেই। কাল এদের সকলেরই ক্ষয় করে চলেছে॥ ৩৬ ॥ সুতরাং, হে মহারাজ! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি এবং অহংকারের দ্বারা আবৃত যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীসমূহের হৃদয়ে জীবের নিয়ামক অন্তর্যামী আত্মারূপে যে ভগবান সর্বত্র সাক্ষাৎ প্রকাশিত হচ্ছেন—তাঁকেই আপনি 'তিনিই আমি'—এইরূপে জানুন॥ ৩৭ ॥ যেমন মাল্যের জ্ঞান জন্মালে তাতে আর সর্পবুদ্ধি হয় না ঠিক সেইরকমই বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হলে যার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না (যার নিরসন হয়)। এই সেই মায়াময় বিশ্ব-প্রপঞ্চ যাঁর আশ্রয়ে (যাঁর সত্তায় সত্তাবান হয়ে) কার্যকারণরূপে প্রতীত হচ্ছে এবং যিনি স্বয়ং কর্মফল-কলুষিত প্রকৃতির অতীত, আমি সেই নিত্যমুক্ত, নির্মল এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার শরণ নিলাম। (ভগবৎ প্রসঙ্গ হেতু ভক্তির

[১]প্রা.পা.—পরাবরে। [২]প্রা.পা.—করাদতঃ। [৩]প্রা.পা.—স ত্বং। [৪]প্রা.পা.—সোঽস্থি। [৫]প্রা.পা.—বভাতি।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥ ৩৯ ॥

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং[1]
ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি।
তৎ ত্বং[2] হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্‌ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্॥ ৪০ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

স এবং ব্রহ্মপুত্রেণ কুমারেণাত্মমেধসা।
দর্শিতাত্মগতিঃ সম্যক্ প্রশস্যোবাচ তং নৃপঃ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ

কৃতো মেঽনুগ্রহঃ পূর্বং হরিণার্তানুকম্পিনা।
তমাপাদয়িতুং ব্রহ্মন্ ভগবন্ যূয়মাগতাঃ॥ ৪২ ॥

নিষ্পাদিতশ্চ কার্ৎস্ন্যেন ভগবদ্ভির্ঘৃণালুভিঃ।
সাধূচ্ছিষ্টং হি মে[3] সর্বমাত্মনা সহ কিং দদে॥ ৪৩ ॥

প্রাণা দারাঃ সুতা ব্রহ্মন্ গৃহাশ্চ সপরিচ্ছদাঃ।
রাজ্যং বলং[4] মহী কোশ ইতি সর্বং নিবেদিতম্॥ ৪৪

সৈন্যাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥ ৪৫ ॥

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
তস্যৈবানুগ্রহেণান্নং ভুঞ্জতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ॥ ৪৬ ॥

যৈরীদৃশী ভগবতো গতিরাত্মবাদে
একান্ততো নিগমিভিঃ প্রতিপাদিতা নঃ।
তুষ্যন্ত্বদভ্রকরুণাঃ স্বকৃতেন নিত্যং
কো নাম তৎ প্রতিকরোতি বিনোদপাত্রম্॥ ৪৭

আবেশে তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের মধ্যেই এই শরণাগতি-নিবেদন)॥ ৩৮ ॥ সাধু-ভক্তগণ শ্রীভগবানের চরণকমলের অঙ্গুলি-দলের থেকে বিকীর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তির স্মরণমাত্রেই কর্মসমূহের দ্বারা গ্রথিত। অপরপক্ষে, যাঁরা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করে নিয়ে নিজের অন্তঃকরণকে নির্বিষয় অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্ক থেকে মুক্ত করেন, সেই সন্ন্যাসীরা কিন্তু তেমন পারেন না। অতএব আপনি সেই সর্বাশ্রয় ভগবান বাসুদেবের ভজনা করুন॥ ৩৯ ॥ যাঁরা মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গ (অথবা ষড়্‌রিপু)-রূপী জলজন্তুসমূহে পরিপূর্ণ এই সংসারসাগর যোগাদি দুষ্কর সাধনার সাহায্যে উত্তীর্ণ হতে চান, তাঁদের পক্ষে পরপারে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন, কারণ তাঁরা পারের কাণ্ডারী শ্রীহরির আশ্রয় নেননি। সুতরাং আপনি ভগবানের আরাধ্য চরণকমলকে পারের তরণী করে সুখে এই দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে যান॥ ৪০ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! ব্রহ্মার পুত্র আত্মজ্ঞানী সনৎকুমারের দ্বারা এইভাবে আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপদিষ্ট হয়ে মহারাজ পৃথু তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন॥ ৪১ ॥

রাজা পৃথু বললেন—ভগবান ! শরণাগতবৎসল দীনবন্ধু ভগবান শ্রীহরি পূর্বেই আমাকে কৃপা করেছিলেন, তারই পূর্ণতা সম্পাদন করার জন্য আপনারা আগমন করেছেন॥ ৪২ ॥ আপনারা পরম দয়ালু। যেজন্য আপনারা এসেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপেই সুসম্পন্ন করেছেন। কিন্তু এর জন্য প্রণামী দক্ষিণাস্বরূপ আমি কী-ই বা আপনাদের দিতে পারি ? আমার এই শরীরসহ যা কিছু আছে, সবই মহাপুরুষগণের প্রসাদ॥ ৪৩ ॥ হে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ ! আমার প্রাণ, স্ত্রী-পুত্র, সর্ব-সামগ্রীসহ গৃহ, রাজ্য, সেনা, পৃথিবী, রাজকোষ—এই সবই আপনাদেরই শ্রীচরণে নিবেদিত, আপনারাই এ-সবের প্রকৃত অধিকারী॥ ৪৪ ॥ বাস্তবিকপক্ষে, সেনাপতিত্ব, রাজ্য, দণ্ডবিধানক্ষমতা এবং সর্বলোকের আধিপত্য—বেদবিদ্ এই সবেরই উপযুক্ত অধিকারী॥ ৪৫ ॥ ব্রাহ্মণই নিজের অন্ন ভোজন করেন, নিজের বস্ত্রাদি পরিধান করেন এবং নিজের বস্তু দান করেন ; ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণ তাঁর কৃপাতেই অন্নাদি ভোগে সমর্থ হয়॥ ৪৬ ॥ আপনারা বেদপারগ, অধ্যাত্মতত্ত্ব বিচার করে আমাদের নিশ্চিতভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ভগবানের প্রতি এইরূপ অভেদ-ভক্তিই তাঁর উপলব্ধির প্রধান উপায়। পরম

[1]প্রা.পা.—মপ্লবেন। [2]প্রা.পা.—স ত্বং। [3]প্রা.পা.—সর্বং মে হ্যাত্মনা। [4]প্রা.পা.—মহী বলং।

মৈত্রেয় [১]উবাচ

ত আত্মযোগপতয় আদিরাজেন পূজিতাঃ।
শীলং তদীয়ং শংসন্তঃ খেঽভূবন্মিষতাং নৃণাম্॥ ৪৮

বৈন্যস্তু ধুর্যো মহতাং সংস্থিত্যাধ্যাত্মশিক্ষয়া।
আপ্তকামমিবাত্মানং মেন আত্মন্যবস্থিতঃ॥ ৪৯ ॥

কর্মাণি চ যথাকালং যথাদেশং যথাবলম্।
যথোচিতং যথাবিত্তমকরোদ্ব্রহ্মসাৎকৃতম্॥ ৫০ ॥

ফলং ব্রহ্মণি বিন্যস্য নির্বিষঙ্গঃ সমাহিতঃ।
কর্মাধ্যক্ষং চ মন্বান আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্॥ ৫১ ॥

গৃহেষু বর্তমানোঽপি স সাম্রাজ্যশ্রিয়ান্বিতঃ।
নাসজ্জতেন্দ্রিয়ার্থেষু নিরহংমতিরর্কবৎ॥ ৫২ ॥

এবমধ্যাত্মযোগেন কর্মাণ্যনুসমাচরন্।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চার্চিষ্যাত্মসম্মতান্॥ ৫৩ ॥

বিজিতাশ্বং ধূম্রকেশং হর্যক্ষং দ্রবিণং বৃকম্।
সর্বেষাং লোকপালানাং দধারৈকঃ পৃথুর্গুণান্॥ ৫৪

গোপীথায় জগৎসৃষ্টেঃ কালে স্বে স্বেঽচ্যুতাত্মকঃ।
মনোবাগ্ বৃত্তিভিঃ সৌম্যৈর্গুণৈঃ সংরঞ্জয়ন্ প্রজাঃ॥ ৫৫ ।

রাজেত্যধান্নামধেয়ং সোমরাজ ইবাপরঃ।
সূর্যবদ্বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ প্রতপংশ্চ ভুবো বসু॥ ৫৬ ॥

করুণাময় আপনারা নিজেদের এই দীনোদ্ধার-কার্যেই নিজেরা সন্তুষ্ট হন, কৃতাঞ্জলি-প্রণাম ভিন্ন এর কোনো প্রতিদান কেই বা দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে তার চেষ্টা করাও নিজেকে লোকচক্ষে উপহাসাস্পদ করা॥ ৪৭ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! এরপর আদিরাজ পৃথু সেই আত্মজ্ঞানীপ্রবর চতুঃসন মুনিবৃন্দের যথাবিধি পূজা করলে তাঁরা মহারাজের সচ্চরিত্রের প্রশংসা করতে করতে সর্বজনের চোখের সামনেই আকাশপথে সেখান থেকে চলে গেলেন॥ ৪৮ ॥ মহদগ্রগণ্য মহারাজ পৃথু তাঁদের কাছে সেই প্রকার আত্মোপদেশ লাভ করে চিত্তের একাগ্রতার সাহায্যে আত্মাতেই (আত্মবোধে) নিয়ত অবস্থিত থেকে নিজেকে কৃতকৃত্য বলে মনে করতে লাগলেন॥ ৪৯ ॥ তিনি দেশ, কাল, শক্তি, সম্পদ এবং ন্যায় অনুসারে সমস্ত কর্ম ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে করতে লাগলেন॥ ৫০ ॥ এইভাবে সমাহিত চিত্তে কর্মফল ব্রহ্মে অর্পণ করে আত্মাকে কর্মসমূহের সাক্ষীমাত্র এবং প্রকৃতির অতীত বলে বোধ করায় তিনি সর্বথা নির্লিপ্ত ছিলেন॥ ৫১ ॥ যেমন সূর্যদেব সর্বত্র তাঁর কিরণ বিস্তার করলেও নিজের দ্বারা আলোকিত বস্তুসমূহের গুণ-দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেই প্রকারেই সার্বভৌম-সাম্রাজ্যলক্ষ্মী-সম্পন্ন এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থিত হয়েও অহংকারশূন্য হওয়ায় তিনি ইন্দ্রিয়সমূহের (রূপরসাদি) বিষয়গুলিতে আসক্ত হননি॥ ৫২ ॥ এইভাবে আত্মযোগস্থ হয়ে সমস্ত কর্তব্য কর্মের যথাযথ সম্পাদনে রত থেকে তিনি নিজ পত্নী অর্চির গর্ভে নিজের অনুরূপ পাঁচটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন॥ ৫৩ ॥ তাদের নাম—বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্যক্ষ, দ্রবিণ এবং বৃক। মহারাজ পৃথু ভগবানের অংশ ছিলেন। তিনি প্রয়োজনে জগতের প্রাণীদের রক্ষার জন্য একাই (ইন্দ্রাদি) সকল লোকপালের গুণ ধারণ করতেন। নিজের উদার মন, প্রিয় এবং হিতকর বাক্য, মনোহর মূর্তি এবং মাধুর্যময় গুণাবলীর দ্বারা প্রজানুরঞ্জনে রত থাকায় দ্বিতীয় চন্দ্রের মতো তাঁর 'রাজা'—এই নাম সার্থক হয়েছিল। সূর্য যেমন গ্রীষ্মের সময় পৃথিবীর জল শোষণ করে নিয়ে বর্ষাকালে তা আবার পৃথিবীকেই ফিরিয়ে দেন এবং নিজের কিরণে সকল পদার্থকে তাপিত করেন, সেই প্রকারে তিনিও কররূপে প্রজাদের ধন গ্রহণ করে আবার তাদেরই কল্যাণের

[১]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' এই অংশ নেই।

দুর্ধর্ষস্তেজসেবাগ্নির্মহেন্দ্র ইব দুর্জয়ঃ।
তিতিক্ষয়া ধরিত্রীব দ্যৌরিবাভীষ্টদো নৃণাম্॥ ৫৭ ॥

বর্ষতি স্ম যথাকামং পর্জন্য ইব তর্পয়ন্।
সমুদ্র ইব দুর্বোধঃ সত্ত্বেনাচলরাড়িব॥ ৫৮ ॥

ধর্মরাড়িব শিক্ষায়ামাশ্চর্যে হিমবানিব।
কুবের ইব কোশাঢ্যো গুপ্তার্থো বরুণো যথা॥ ৫৯ ॥

মাতরিশ্বেব সর্বাত্মা বলেন সহসৌজসা[১]।
অবিষহ্যতয়া দেবো ভগবান্ ভূতরাড়িব॥ ৬০ ॥

কন্দর্প ইব সৌন্দর্যে মনস্বী মৃগরাড়িব।
বাৎসল্যে মনুবন্নৃণাং প্রভুত্বে ভগবানজঃ॥ ৬১ ॥

বৃহস্পতির্ব্রহ্মবাদে আত্মবত্ত্বে স্বয়ং হরিঃ।
ভক্ত্যা গোগুরুবিপ্রেষু বিষ্বক্সেনানুবর্তিষু।
হ্রিয়া প্রশ্রয়শীলাভ্যামাত্মতুল্যঃ পরোদ্যমে॥ ৬২ ॥

কীর্ত্যোর্ধ্বগীতয়া পুম্ভিস্ত্রৈলোক্যে তত্র তত্র হ[২]।
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেষু স্ত্রীণাং রামঃ সতামিব॥ ৬৩ ॥

জন্য মুক্তহস্তে তা ব্যয় করতেন এবং সর্বপ্রাণীর ওপরেই নিজের প্রভাব অপ্রতিহত রাখতেন॥ ৫৪-৫৬ ॥ তিনি অগ্নির মতোই দুর্ধর্ষ তেজস্বী, ইন্দ্রের মতো অজেয়, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল এবং স্বর্গের মতো লোকের কামনা-পূরণকারী ছিলেন॥ ৫৭ ॥ সময়ে সময়ে তিনি প্রজাদের তৃপ্তি বিধানের জন্য মেঘের মতো তাদের প্রার্থিত সমস্ত বস্তুই যেন বর্ষণ করতে থাকতেন। তিনি সমুদ্রের মতো গম্ভীর এবং স্থৈর্যগুণে পর্বতরাজ সুমেরু সদৃশ ছিলেন॥ ৫৮ ॥ দুষ্ট দমনের ক্ষেত্রে তিনি যমরাজের সমান ছিলেন। আশ্চর্যজনকতা বা বিস্ময়োৎপাদনে তিনি হিমালয়ের মতো, অর্থভাণ্ডারের সমৃদ্ধিতে কুবেরের মতো এবং অর্থগুপ্তিতে (রাজকোষের পরিমাণ অথবা রাজ্যশাসন বিষয়ক পরিকল্পনা গোপন রাখার ব্যাপারে) বরুণের মতো ছিলেন॥ ৫৯ ॥ শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়সমূহের পটুতা এবং পরাক্রমে তিনি সর্বত্র গতিশীল বায়ুর সমান এবং তেজের অসহনীয়তায় ভগবান রুদ্রদেবের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন॥ ৬০ ॥ সৌন্দর্যে কামদেবের তুল্য, উৎসাহে (মনস্বিতায়) সিংহের মতো, মানবগণের প্রতি বাৎসল্যে মনুর মতো এবং আধিপত্যে ভগবান ব্রহ্মার সদৃশ ছিলেন॥ ৬১ ॥ বেদার্থ বা ব্রহ্মবিষয়ক বিচারে বৃহস্পতি, ইন্দ্রিয়জয়ে সাক্ষাৎ শ্রীহরি এবং গো-ব্রাহ্মণ-গুরু ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি ভক্তি, লজ্জা, বিনয়, সচ্চরিত্র এবং পরোপকার প্রভৃতি গুণে নিজেরই তুল্য (উপমারহিত) ছিলেন তিনি॥ ৬২ ॥ ত্রিভুবনের সর্বত্র সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে তাঁর কীর্তিগাথা গান করায় তিনি (তাঁর নাম) স্ত্রীলোকগণেরও কুহরে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, যেমন সৎপুরুষগণের হৃদয়ে শ্রীরাম প্রবিষ্ট হন॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে[৩] দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিত্রে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

---

[১]প্রা.পা.—চ মহৌজসা। [২]প্রা.পা.—হি। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'পৃথুচরিতে' এই অংশ নেই।

অথ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
রাজা পৃথুর তপস্যা এবং পরলোকগমন

মৈত্রেয় উবাচ

দৃষ্ট্বাত্মানং প্রবয়সমেকদা বৈন্য আত্মবান্।
আত্মনা বর্ধিতাশেষস্বানুসর্গঃ প্রজাপতিঃ॥ ১ ॥

জগতস্তস্থুষশ্চাপি বৃত্তিদো ধর্মভৃৎ সতাম্।
নিষ্পাদিতেশ্বরাদেশো যদর্থমিহ জজ্ঞিবান্॥ ২ ॥

আত্মজেষ্বাত্মজাং ন্যস্য বিরহাদ্ রুদতীমিব।
প্রজাসু বিমনঃস্বেকঃ সদারোঽগাত্তপোবনম্॥ ৩ ॥

তত্রাপ্যদাভ্যনিয়মো বৈখানসসুসম্মতে।
আরব্ধ উগ্রতপসি যথা স্ববিজয়ে পুরা॥ ৪ ॥

কন্দমূলফলাহারঃ শুষ্কপর্ণাশনঃ ক্বচিৎ।
অব্ভক্ষঃ কতিচিৎ পক্ষান্[১] বায়ুভক্ষস্ততঃ পরম্॥ ৫

গ্রীষ্মে পঞ্চতপা বীরো বর্ষাস্বাসারষাণ্মুনিঃ[২]।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে উদকে স্থণ্ডিলেশয়ঃ॥ ৬ ॥

তিতিক্ষুর্যতবাগ্দান্ত উর্ধ্বরেতা জিতানিলঃ।
আরিরাধয়িষু কৃষ্ণমচরত্তপ উত্তমম্॥ ৭ ॥

তেন ক্রমানুসিদ্ধেন ধ্বস্তকর্মামলাশয়ঃ।
প্রাণায়ামৈঃ সংনিরুদ্ধষড্বর্গশ্ছিন্নবন্ধনঃ॥ ৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে মহামনস্বী মহারাজ পৃথু নিজে বহু নগর-গ্রামাদি পত্তন এবং সেখানে বসবাসকারী সকল প্রজার অন্নসংস্থানের সুব্যবস্থা করে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্বপ্রাণীর জীবনধারণ তথা সাধুপুরুষগণের ধর্মপালনের সকল সুবিধা সুনির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। (এইভাবে দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর) তিনি একদা নিজের বয়স যথেষ্ট হয়েছে দেখে চিন্তা করলেন—'আমি ক্রমশ বার্ধক্যের দিকে উপনীত হচ্ছি, যেজন্য আমার জন্ম হয়েছিল সেই প্রজাপালনরূপ ঈশ্বরাদেশও সুষ্ঠুভাবেই প্রতিপালিত হয়েছে, সুতরাং এখন আমার অন্তিম পুরুষার্থ মোক্ষের জন্য উদ্যোগী হওয়া উচিত।' এইরূপ স্থির করে তিনি নিজের আসন্ন বিরহে ক্রন্দনরতা কন্যারূপা পৃথিবীর ভার পুত্রদের হাতে সমর্পণ করলেন এবং প্রজাবৃন্দকে শোক ও মনস্তাপে নিমগ্ন করে, কেবলমাত্র নিজ পত্নী (অর্চিদেবীকে) সঙ্গে নিয়ে তপোবনে প্রস্থান করলেন॥ ১-৩ ॥ পূর্বে (গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকাকালীন) যেমন তিনি প্রবল নিষ্ঠায় পৃথিবী জয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন, এখন সেখানেও (তপোবনে) সুদৃঢ় নিয়মপরায়ণতার সঙ্গে বানপ্রস্থাশ্রমের উপযোগী কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন॥ ৪ ॥ প্রথমত কিছুদিন তিনি কন্দ-মূল-ফলাদি আহার করতেন, এরপর কিছুদিন শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করে কাটালেন, তারপর কয়েক পক্ষকাল শুধু জলপান করে থাকলেন এবং তারও পরে শুধু বায়ু-ভক্ষ হয়ে রইলেন॥ ৫ ॥ বীরবর পৃথু মুনিবৃত্তি অবলম্বন করে গ্রীষ্মে পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করলেন, বর্ষাকালে উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করে বৃষ্টিপাত নিজ শরীরে সহ্য করলেন, শীতের সময় আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হয়ে থাকতেন এবং সর্বদাই ভূমিতলে মৃত্তিকাবেদীতে শয়ন করতেন॥ ৬ ॥ তিনি শীত-উষ্ণ-আদি দ্বন্দ্ব-সহনক্ষম হয়ে, বাক্ ও মনকে সংযত করে ঊর্ধ্বরেতা হয়ে, প্রাণবায়ুসমূহকে বশীভূত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেবার অধিকারলাভে অভিলাষী হয়ে তিনি এইভাবে উচ্চতম পর্যায়ের তপস্যার অনুষ্ঠান করতে লাগলেন॥ ৭ ॥ ক্রমে তাঁর তপস্যা সুপরিণত হয়ে উঠলে তার প্রভাবে তাঁর

[১]প্রাচীন বইয়ে পঞ্চম শ্লোকের উত্তরার্ধের 'অব্ভক্ষঃ' এর পরের সব অংশ খণ্ডিত আছে। [২]প্রা.পা.—সারবাম্মুনিঃ।

সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্।
যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎ পুরুষর্ষভঃ॥ ৯ ॥

ভগবদ্ধর্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা।
ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ॥ ১০ ॥

তস্যানয়া ভগবতঃ পরিকর্মশুদ্ধ-
সত্ত্বাত্মনস্তদনু সংস্মরণানুপূর্ত্ত্যা।
জ্ঞানং বিরক্তিমদভূন্নিশিতেন যেন
চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোশম্॥ ১১ ॥

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-[১]
স্তত্তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ॥ ১২ ॥

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্॥ ১৩

সম্পীড্য পায়ুং পার্ষ্ণিভ্যাং বায়ুমুৎসারয়ন্ শনৈঃ[২]।
নাভ্যাং কোষ্ঠেষ্ববস্থাপ্য হৃদুরঃকণ্ঠশীর্ষণি॥ ১৪ ॥

উৎসর্পয়ংস্তু তং মূর্ধ্নি ক্রমেণাবেশ্য নিঃস্পৃহঃ।
বায়ুং[৩] বায়ৌ ক্ষিতৌ কায়ং তেজস্তেজস্যয়ূযুজৎ॥ ১৫

খান্যাকাশে দ্রবং তোয়ে যথাস্থানং বিভাগশঃ।
ক্ষিতিমম্ভসি তত্তেজস্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্॥ ১৬ ॥

কর্মফল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁর চিত্তও সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে গেল। প্রাণায়ামের দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ হওয়ায় তাঁর বাসনাজনিত বন্ধনও ছিন্ন হয়ে গেল॥ ৮॥ তখন, ভগবান সনৎকুমার তাঁকে যে পরমোৎকৃষ্ট অধ্যাত্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন, তারই অনুসরণে মানবশ্রেষ্ঠ পৃথু পুরুষোত্তম শ্রীহরির আরাধনায় নিমগ্ন হলেন॥ ৯ ॥ এই প্রকারে ভগবৎপরায়ণ হয়ে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, সদাচারসম্পন্ন হয়ে নিরন্তর সাধনা করায় তাঁর পরব্রহ্ম পরমাত্মাস্বরূপ ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি জন্মাল॥ ১০ ॥ ভগবদুপাসনা হেতু অন্তঃকরণ শুদ্ধসত্ত্বময় হওয়ায় নিরন্তর ভগবচ্চিন্তনের প্রভাবে সঞ্জাত অনন্য ভক্তি থেকে তাঁর বৈরাগ্যসহিত জ্ঞানের উদয় হল এবং সেই শাণিত অস্ত্র-সদৃশ ক্ষুরধার জ্ঞানের দ্বারা তিনি সকলপ্রকার সংশয়-বিপর্যয়ের আশ্রয়-ভূত যে অহংকাররূপ (জীবের উপাধিস্বরূপ হৃদয়গ্রন্থি)—তাকে ছেদন করে ফেললেন॥ ১১ ॥ এরপর দেহাত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি এবং পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতি জন্মালে অন্য সর্বপ্রকার সিদ্ধির প্রতি উদাসীন হয়ে, তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে পূর্বে নিজের জীবকোশকে (হৃদয়-গ্রন্থিকে) ছেদন করেছিলেন, সেই জ্ঞানের জন্য প্রযত্ন-বিশেষও ত্যাগ করলেন ; কারণ যোগসাধনার দ্বারা যতদিন না সাধকের কৃষ্ণকথামৃতে অনুরাগ জন্মায়, ততদিন কেবল যোগের দ্বারা তার মোহজনিত প্রমাদ দূর হয় না—ভ্রম অপগত হয় না॥ ১২ ॥ ক্রমে অন্তিমকাল উপস্থিত হলে, বীরবর পৃথু নিজের চিত্তকে দৃঢ়ভাবে পরমাত্মাতে লগ্ন করে ব্রহ্মভাবে স্থিত হয়ে নিজ শরীর বিসর্জন দিলেন॥ ১৩ ॥ তিনি পার্ষ্ণি (গোড়ালি)-দ্বয়ের দ্বারা পায়ুদেশ নিষ্পীড়িত করে প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে মূলাধার থেকে ঊর্ধ্বমুখী করে ক্রমশ নাভি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ এবং মস্তকে নিয়ে এলেন॥ ১৪ ॥ ক্রমে তাকে আরও ঊর্ধ্বে এনে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থির করলেন। এরপর সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ হয়ে, যথাযথ স্থান-বিভাগ করে প্রাণবায়ুকে সমষ্টি বায়ুতে, পার্থিব শরীরকে পৃথিবীতে, শরীরস্থ তেজকে সমষ্টি তেজে লীন করে দিলেন॥ ১৫ ॥ হৃদয়াকাশাদি দেহাবচ্ছিন্ন আকাশকে মহাকাশে এবং শরীরগত রুধিরাদি জলীয় অংশকে সমষ্টি জলে বিলীন করলেন। এইভাবে পুনরায় ক্ষিতিকে জলে,

[১]প্রাচীন বইয়ে 'ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহঃ' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [২]প্রা.পা.—বায়ুমুৎসর্প্য.।
[৩]প্রা.পা.—বায়ৌ বায়ুং।

ইন্দ্রিয়েষু মনস্তানি তন্মাত্রেষু যথোদ্ভবম্।
ভূতাদিনামূন্যুৎকৃষ্য মহত্যাত্মনি সন্দধে॥ ১৭ ॥

তং সর্বগুণবিন্যাসং জীবে মায়াময়ে ন্যধাৎ।
তং চানুশয়মাত্মস্থমসাবনুশয়ী পুমান্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্যেণ স্বরূপস্থোঽজহাৎ প্রভুঃ[১]॥ ১৮

অর্চির্নাম মহারাজ্ঞী তৎপত্ন্যনুগতা বনম্।
সুকুমার্যতদর্হা চ যৎ পদ্ভ্যাং স্পর্শনং ভুবঃ॥ ১৯ ॥

অতীব ভর্তুর্ব্রতধর্মনিষ্ঠয়া
শুশ্রূষয়া চার্ষদেহযাত্রয়া[২]।
নাবিন্দতার্তিং পরিকর্শিতাপি সা
প্রেয়স্করস্পর্শনমাননির্বৃতিঃ॥ ২০ ॥

দেহং বিপন্নাখিলচেতনাদিকং
পত্যুঃ পৃথিব্যা দয়িতস্য চাত্মনঃ।
আলক্ষ্য কিঞ্চিচ্চ বিলপ্য সা সতী
চিতামথারোপয়দদ্রিসানুনি॥ ২১ ॥

বিধায় কৃত্যং হ্রদিনীজলাপ্লুতা[৩]
দত্ত্বোদকং[৪] ভর্তুরুদারকর্মণঃ।
নত্বা দিবিস্থাংস্ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য
বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্তৃপাদৌ[৫]॥ ২২ ॥

বিলোক্যানুগতাং সাধ্বীং পৃথুং বীরবরং পতিম্।
তুষ্টুবুর্বরদা দেবৈর্দেবপত্ন্যঃ সহস্রশঃ॥ ২৩ ॥
কুর্বত্যঃ কুসুমাসারং তস্মিন্মন্দরসানুনি।
নদৎস্বমরতূর্যেষু গৃণন্তি স্ম পরস্পরম্॥ ২৪ ॥

জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে এবং বায়ুকে আকাশে লয় করলেন॥ ১৬ ॥ তদনন্তর মনকে (সবিকল্পজ্ঞানে সে যাদের অধীনে থাকে, সেই) ইন্দ্রিয়সমূহে, ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের কারণরূপ (শব্দাদি পঞ্চ) তন্মাত্রে, এবং সূক্ষ্মভূতসমূহের (তন্মাত্রসমূহের) কারণ অহংকারের দ্বারা আকাশ, ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রগুলিকে সেই অহংকারে বিলীন করে অহংকারকেও মহত্তত্ত্বে লয় করে ফেললেন॥ ১৭ ॥ এরপর গুণসমূহের অভিব্যক্তিস্থান সেই মহত্তত্ত্বকে মায়োপাধিক জীবে স্থাপিত করলেন এবং তদনন্তর জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রভাবে নিজের শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হয়ে সেই মায়ারূপ জীবের উপাধিকেও পরিত্যাগ করলেন॥ ১৮ ॥

মহারাজ পৃথুর পত্নী মহারানি অর্চিও তাঁর সঙ্গে বনে গমন করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত কোমলাঙ্গী ছিলেন, তাঁর পদদ্বয় ভূমিস্পর্শের যোগ্য পর্যন্ত ছিল না॥ ১৯ ॥ তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বামীর ব্রত নিয়মাদি নিজেও পালন করতেন এবং নিষ্ঠাভরে তাঁর সেবা করতেন। ঋষিগণের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি অনুসারে তিনিও কন্দমূলাদির দ্বারা জীবনধারণ করতেন। এর ফলে তিনি অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন সত্য,কিন্তু তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে সেবা উপলক্ষে নিজ হস্তে স্পর্শ করতে পারছেন, এতে তিনি সম্মানিত বোধ করতেন এবং পরম আনন্দ লাভ করতেন, কোনো কষ্টই তাঁকে ক্লিষ্ট করতে পারত না॥ ২০ ॥ এখন পৃথিবীর অধীশ্বর এবং নিজের প্রিয়তম মহারাজ পৃথুর দেহে চেতনাদি জীবনের লক্ষণ বর্তমান নেই দেখে সেই পতিব্রতা সতী কিছুক্ষণ বিলাপ করলেন। তারপর পর্বতের সানুদেশে চিতা রচনা করে সেই দেহটিকে তথায় স্থাপন করলেন॥ ২১ ॥ অনন্তর সময়োপযোগী সমস্ত কৃত্য সমাপন করে তিনি নদীতে স্নান করলেন। তাঁর মহান কীর্তিশালী স্বামীর উদ্দেশ্যে তিনি তর্পণ করলেন, আকাশস্থিত দেবতাদের বন্দনা করলেন, তারপর সেই চিতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে স্বামীর চরণযুগল ধ্যান করতে করতে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন॥ ২২ ॥ পরম সাধ্বী অর্চিকে এইভাবে পতির অনুগমন করতে দেখে সহস্র সহস্র বরদায়িনী দেবীগণ নিজ নিজ পতির সঙ্গে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ২৩ ॥ সেই মন্দর পর্বতের সানুদেশে দেবতাদের বাদ্যধ্বনির

[১]প্রা.পা.—স্থো ব্যধাৎ। [২]প্রা.পা.—কর্ষিতদেহ.। [৩]প্রা.পা.—জলপ্লুতা। [৪]প্রা.পা.—কৃত্বোদকং। [৫]প্রা.পা.—পাদম্।

দেব্য উচুঃ

অহো ইয়ং বধূর্ধন্যা যা চৈবং ভূভুজাং পতিম্।
সর্বাত্মনা পতিং ভেজে যজ্ঞেশং শ্রীর্বধূরিব॥ ২৫ ॥
সৈষা নূনং ব্রজত্যূর্ধ্বমনু বৈন্যং পতিং সতী।
পশ্যতাস্মানতীত্যার্চির্দুর্বিভাব্যেন কর্মণা॥ ২৬ ॥
তেষাং দুরাপং কিং ত্বন্যন্মর্ত্যানাং ভগবৎপদম্।
ভুবি লোলায়ুষো যে বৈ নৈষ্কর্ম্যং সাধয়ন্ত্যুত॥ ২৭ ॥
স বঞ্চিতো বতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি।
লব্ধ্বাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিষজ্জতে॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

স্তুবতীষ্বমরস্ত্রীষু পতিলোকং গতা বধূঃ।
যং[1] বা আত্মবিদাং ধুর্যো বৈন্যঃ প্রাপাচ্যুতাশয়ঃ[2]॥ ২৯
ইত্থংভূতানুভাবোঽসৌ পৃথুঃ স[3] ভগবত্তমঃ।
কীর্তিতং তস্য চরিতমুদ্দামচরিতস্য[4] তে॥ ৩০ ॥
য ইদং সুমহৎ পুণ্যং শ্রদ্ধয়াবহিতঃ পঠেৎ।
শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি স পৃথোঃ পদবীমিয়াৎ॥ ৩১ ॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চস্বী রাজন্যো জগতীপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঠন্ বিট্পতিঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ[5] সত্তমতামিয়াৎ॥ ৩২
ত্রিকৃত্ব ইদমাকর্ণ্য নরো নার্যথবাদৃতা।
অপ্রজঃ সুপ্রজতমো নির্ধনো ধনবত্তমঃ॥ ৩৩ ॥
অস্পষ্টকীর্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুংসামমঙ্গল্যনিবারণম্॥ ৩৪ ॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং কলিমলাপহম্।
ধর্মার্থকামমোক্ষণাং সম্যক্সিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ।
শ্রদ্ধয়ৈতদনুশ্রাব্যং চতুর্ণাং কারণং পরম্॥ ৩৫ ॥
বিজয়াভিমুখো রাজা শ্রুত্বৈতদভিযাতি যান্।
বলিং তস্মৈ হরন্ত্যগ্রে রাজানঃ পৃথবে যথা॥ ৩৬ ॥

সঙ্গে সেই চিতার ওপরে তাঁরা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং নিজেদের মধ্যে এই প্রকার কথোপকথন করতে লাগলেন॥ ২৪ ॥

দেবীগণ বললেন—আহা! এই বধূ সত্যই ধন্য। ভগবতী লক্ষ্মীদেবী ভগবান যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর যেরূপ সেবা করে থাকেন, ইনিও কায়মনোবাক্যে নিজের পতি রাজরাজেশ্বর পৃথুর ঠিক সেইরকম সেবাই করেছেন॥ ২৫ ॥ দেখ! অচিন্তনীয় মাহাত্ম্যপূর্ণ কর্মের প্রভাবে এই মহা সতী আমাদেরও অতিক্রম করে নিজ পতি পৃথুর অনুগামিনী হয়ে উচ্চতর লোকে গমন করছেন॥ ২৬ ॥ মর্ত্যলোকের ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনে যাঁরা ভগবৎপদ প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ আত্মজ্ঞান অর্জন করতে পারেন তাঁদের পক্ষে সংসারে কোন্ বস্তুই বা দুর্লভ হতে পারে? ॥ ২৭ ॥ বহুকষ্টে এই পৃথিবীতে মোক্ষের সাধন-স্বরূপ মনুষ্যজন্ম লাভ করেও যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত হয়েই জীবন কাটায়, হায়, সে প্রকৃতপক্ষে আত্মঘাতী। তার জীবনই বিড়ম্বনা! ॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! দেবাঙ্গনারা এইরূপ স্তুতি করতে থাকলে, মহারানি অর্চি তাঁর স্বামী আত্মজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভগবৎপ্রাণ পৃথু যে পরম ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই পতিলোকেই গমন করলেন॥ ২৯ ॥ পরমভাগবত পৃথু এইরকম প্রভাবশালী ছিলেন। সেই উদারচরিত্র মহারাজের কথা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম॥ ৩০ ॥ যে ব্যক্তি এই পরম পবিত্র চরিত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে (নিষ্কামভাবে) একাগ্রচিত্তে পাঠ করে, শ্রবণ করে অথবা অন্যকে শ্রবণ করায়—সেও, মহারাজ পৃথু যে পদ লাভ করেছিলেন সেই পরম ভগবৎপদই লাভ করে॥ ৩১ ॥ সকামভাবে এই চরিত্র-পাঠে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ লাভ করে, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর আধিপত্য, বৈশ্য ব্যবসায়ীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা এবং শূদ্র সাধুশ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়॥ ৩২ ॥ স্ত্রী অথবা পুরুষ—যে কেউ যদি এই চরিত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনবার শ্রবণ করে, তাহলে সে সন্তানহীন হলে সুসন্তানশালী, ধনহীন হলে মহাধনী, কীর্তিহীন হলে যশস্বী এবং মূর্খ হলে পণ্ডিত হয়ে থাকে। এই চরিত-কথা মনুষ্যমাত্রের কল্যাণকর এবং অমঙ্গলদূরকারী॥ ৩৩-৩৪ ॥ এটি ধন, যশ এবং আয়ুর বৃদ্ধি-সম্পাদক, স্বর্গদায়ক এবং কলিমল বিনাশক। ধর্মাদি চতুর্বর্গ লাভের

[1]প্রা.পা.— যো বা। [2]প্রা.পা.—তাশ্রয়ঃ। [3]প্রা.পা.— সোঽভবদুত্তমঃ। [4]প্রাচীন বইয়ে 'মুদ্দামচরিত'—এই অংশ খণ্ডিত আছে। [5]প্রা.পা.—ক্ষুদ্র উত্তমতা।

মুক্তান্যসঙ্গো ভগবত্যমলাং ভক্তিমুদ্বহন্।
বৈন্যস্য চরিতং পুণ্যং শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েৎ পঠেৎ।। ৩৭

বৈচিত্রবীর্যাভিহিতং মহন্মাহাত্ম্যসূচকম্।
অস্মিন্ কৃতমতির্মর্ত্যঃ পার্থবীং গতিমাপ্নুয়াৎ।। ৩৮

অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্
পৃথুচরিতং প্রথয়ন্ বিমুক্তসঙ্গঃ।
ভগবতি ভবসিন্ধুপোতপাদে
স চ নিপুণাং লভতে রতিং মনুষ্যঃ।। ৩৯ ।।

পক্ষেও এটি উৎকৃষ্ট সহায়ক, সুতরাং যারা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষে সম্যক সিদ্ধিলাভ করতে অভীপ্সু, তাদের এই চরিত শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনা উচিত।। ৩৫ ।। যে বিজয়াভিলাষী রাজা এই চরিত্র শুনে বিজয়-অভিযানে বহির্গত হন, সকল রাজবৃন্দ তাঁর সম্মুখে এসে বশ্যতাস্বীকার করে উপঢৌকন প্রদান করেন যেমন পৃথুর প্রতি তৎকালীন রাজারা করতেন।। ৩৬ ।। ভগবৎপদে বিশুদ্ধ ভক্তি হৃদয়ে ধারণ করে, অন্য সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করে, মহারাজ পৃথুর এই পুণ্য চরিত-কথা শ্রবণ, (অপরের কাছে) কীর্তন এবং পাঠ করা উচিত।। ৩৭ ।। হে বিচিত্রবীর্য-তনয় বিদুর! ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক এই পবিত্র চরিত্র আমি তোমার কাছে কীর্তন করলাম। যে পুরুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে এটি মনন করবে, সেও পৃথু-তুল্য গতি লাভ করবে।। ৩৮ ।। যিনি প্রতিদিন শ্রদ্ধা সমাদরে নিষ্কামভাবে এই পৃথু-চরিত শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, যাঁর চরণ ভবসিন্ধু-উত্তরণের তরণী-স্বরূপ—সেই শ্রীভগবানের প্রতি তাঁর অচল অনুরাগ লাভ হয়।। ৩৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ২৩ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
পৃথুচরিতে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ২৩ ।।

অথ চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ
চতুর্বিংশ অধ্যায়
পৃথুর বংশপরম্পরা এবং প্রচেতাগণের প্রতি ভগবান রুদ্রের উপদেশ

মৈত্রেয় উবাচ

বিজিতাশ্বোঽধিরাজাসীৎ পৃথুপুত্রঃ পৃথুশ্রবাঃ।
যবীয়োভ্যোঽদদাৎ কাষ্ঠা ভ্রাতৃভ্যো ভ্রাতৃবৎসলঃ।। ১
হর্যক্ষায়াদিশৎ প্রাচীং ধূম্রকেশায় দক্ষিণাম্।
প্রতীচীং বৃকসংজ্ঞায় তুর্যাং দ্রবিণসে বিভুঃ।। ২ ।।
অন্তর্ধানগতিং শক্রাল্লব্ধ্বান্তর্ধানসংজ্ঞিতঃ।
অপত্যত্রয়মাধত্ত শিখণ্ডিন্যাং সুসম্মতম্।। ৩ ।।

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! মহারাজ পৃথুর পর তাঁর পুত্র পরম যশস্বী বিজিতাশ্ব রাজা হলেন। নিজের অনুজদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন, এইজন্য তিনি সেই চার ভ্রাতাকে রাজ্যের এক-এক দিকের আধিপত্য দান করলেন।। ১ ।। তিনি হর্যক্ষকে পূর্ব, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ, বৃককে পশ্চিম এবং দ্রবিণকে উত্তর দিগ্‌ভাগের রাজত্ব দান করলেন।। ২ ।। বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের কাছ থেকে অন্তর্ধানের বিদ্যা লাভ করেছিলেন, এইজন্য তাঁকে 'অন্তর্ধান' নামেও অভিহিত করা হত। তিনি নিজ পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে তিনটি

পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা।
বসিষ্ঠশাপাদুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ॥ ৪ ॥

অন্তর্ধানো নভস্বত্যাং হবির্ধানমবিন্দত।
য ইন্দ্রমশ্বহর্তারং বিদ্বানপি ন জঘ্নিবান্॥ ৫ ॥

রাজ্ঞাং বৃত্তিং করাদানদণ্ডশুল্কাদিদারুণাম্।
মন্যমানো দীর্ঘসত্রব্যাজেন বিসসর্জ হ॥ ৬ ॥

তত্রাপি হংসং পুরুষং পরমাত্মানমাত্মদৃক্।
যজংস্তল্লোকতামাপ কুশলেন সমাধিনা॥ ৭ ॥

হবির্ধানাদ্ধবির্ধানী বিদুরাসূত ষট্ সুতান্।
বর্হিষদং গয়ং শুক্লং কৃষ্ণং সত্যং জিতব্রতম্॥ ৮ ॥

বর্হিষৎ সুমহাভাগো হাবির্ধানিঃ প্রজাপতিঃ।
ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাতো যোগেষু চ কুরূদ্বহ॥ ৯ ॥

যস্যেদং দেবযজনমনু যজ্ঞং বিতন্বতঃ।
প্রাচীনাগ্রৈঃ কুশৈরাসীদাস্তৃতং বসুধাতলম্॥ ১০ ॥

সামুদ্রীং দেবদেবোক্তামুপযেমে শতদ্রুতিম্।
যাং বীক্ষ্য চারুসর্বাঙ্গীং কিশোরীং সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাম্।
পরিক্রমন্তীমুদ্বাহে চকমেঽগ্নিঃ শুকীমিব॥ ১১ ॥

বিবুধাসুরগন্ধর্বমুনিসিদ্ধনরোরগাঃ।
বিজিতাঃ সূর্যয়া দিক্ষু ক্বণয়ন্ত্যৈব নূপুরৈঃ॥ ১২ ॥

প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাঃ শতদ্রুত্যাং দশাভবন্।
তুল্যনামব্রতাঃ সর্বে ধর্মস্নাতাঃ[১] প্রচেতসঃ॥ ১৩ ॥

সুপুত্র লাভ করেছিলেন॥ ৩ ॥ তাদের নাম ছিল পাবক, পবমান এবং শুচি। এঁরা তিনজন হলেন এই তিন নামের অগ্নি-দেবতা। পুরাকালে বশিষ্ঠ মুনি-কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে তাঁরা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে কালক্রমে যোগাশ্রয়ে পুনর্বার দেবত্বলাভ করেন॥ ৪ ॥ মহারাজ অন্তর্ধান (বিজিতাশ্ব) তাঁর অপর পত্নী নভস্বতীর গর্ভে হবির্ধান নামক পুত্ররত্ন লাভ করেছিলেন। অন্তর্ধান অত্যন্ত উদার মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পূর্বে পিতা মহারাজ পৃথুর অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে ইন্দ্র অশ্ব হরণ করছেন জেনেও (অত্রি মুনি-কর্তৃক প্ররোচিত হওয়া সত্ত্বেও) ইন্দ্রকে বধ করেননি॥৫ ॥ মহারাজ অন্তর্ধান করগ্রহণ, দণ্ডপ্রদান, শুল্ক আদায় প্রভৃতি রাজার কর্তব্য কর্মসমূহ অত্যন্ত কঠোর এবং পরপীড়াজনক মনে করে এক দীর্ঘকালীন যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার ছলে রাজকার্য পরিত্যাগ করলেন॥ ৬ ॥ যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত থেকেও সেই আত্মজ্ঞানী রাজা ভক্তবিপদভঞ্জন পূর্ণ পরমাত্মার আরাধনা করে সুদৃঢ় সমাধিযোগে ভগবানের দিব্যলোক (সালোক্যমুক্তি) লাভ করেছিলেন॥ ৭ ॥ বিদুর! হবির্ধানের পত্নী হবির্ধানী বর্হিষদ্, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য এবং জিতব্রত নামে ছয় পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন॥ ৮ ॥ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বিদুর! এই ছয় হবির্ধান পুত্রের মধ্যে মহাভাগ বর্হিষদ যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড এবং যোগাভ্যাসে বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি প্রজাপতিপদ লাভ করেছিলেন॥ ৯ ॥ তিনি একটির পর একটি দেবযজনে (যজ্ঞভূমি) পর পর এত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন যে, এই সমগ্র ভূমি তাঁর যজ্ঞের প্রাচীনাগ্র (পূর্বদিকে অগ্রভাগ স্থাপন করে বিস্তৃত) কুশরাজির দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে গেছিল। (এরই ফলে তিনি পরবর্তীকালে 'প্রাচীনবর্হি' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।)॥ ১০ ॥ ব্রহ্মার উপদেশে রাজা প্রাচীনবর্হি সমুদ্রের কন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেছিলেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী কিশোরী শতদ্রুতি যখন বস্ত্রালংকারাদিতে সুসজ্জিত হয়ে বিবাহ মণ্ডপে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন তাঁকে দেখে মোহিত হয়ে স্বয়ং অগ্নিদেব তাঁর প্রতি কামনা পোষণ করেছিলেন, যেমন তিনি শুকীর জন্যও একদা কামনাপরবশ হয়েছিলেন॥ ১১ ॥ নববিবাহিতা শতদ্রুতি তাঁর চরণ-নূপুরের ঝঙ্কারেই সর্বদিকের দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, মুনি, সিদ্ধ, মনুষ্য এবং নাগ—সকলকেই বশীভূত করে ফেলেছিলেন॥ ১২ ॥ শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হির প্রচেতা নামে দশটি পুত্রের

[১]প্রা.পা.—বদ্ধস্নেহাঃ।

পিত্রাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে তপসেঽর্ণবমাবিশন্।
দশবর্ষসহস্রাণি[1] তপসার্চংস্তপস্পতিম্॥ ১৪ ॥

যদুক্তং পথি দৃষ্টেন গিরিশেন প্রসীদতা।
তদ্ধ্যায়ন্তো জপন্তশ্চ পূজয়ন্তশ্চ সংযতাঃ॥ ১৫ ॥

বিদুর উবাচ

প্রচেতসাং গিরিত্রেণ যথাসীৎ পথি সঙ্গমঃ।
যদুতাহ হরঃ প্রীতস্তন্নো ব্রহ্মন্ বদার্থবৎ॥ ১৬ ॥

সঙ্গমঃ খলু বিপ্রর্ষে শিবেনেহ শরীরিণাম্।
দুর্লভো মুনয়ো দধ্যুরসঙ্গাদ্যমভীপ্সিতম্॥ ১৭ ॥

আত্মারামোঽপি যস্ত্বস্য লোককল্পস্য রাধসে।
শক্ত্যা যুক্তো বিচরতি ঘোরয়া ভগবান্ ভবঃ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

প্রচেতসঃ পিতুর্বাক্যং শিরসাদায় সাধবঃ।
দিশং প্রতীচীং প্রযযুস্তপস্যাদৃতচেতসঃ॥ ১৯ ॥

সমুদ্রমুপ বিস্তীর্ণমপশ্যন্ সুমহৎসরঃ।
মহন্মন ইব স্বচ্ছং প্রসন্নসলিলাশয়ম্॥ ২০ ॥

নীলরক্তোৎপলাম্ভোজকহ্লারেন্দীবরাকরম্।
হংসসারসচক্রাহ্বকারণ্ডবনিকূজিতম্[2]॥ ২১ ॥

মত্তভ্রমরসৌস্বর্যহৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপম্।
পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপৎ পবনোৎসবম্॥ ২২

তত্র গান্ধর্বমাকর্ণ্য দিব্যমার্গমনোহরম্।
বিসিস্ম্যু রাজপুত্রাস্তে মৃদঙ্গপণবাদ্যনু॥ ২৩ ॥

জন্ম হয়। এঁদের সকলের একই নাম, এঁদের আচরণও একই প্রকারের ছিল। এঁরা সকলেই মহান ধর্মজ্ঞ ছিলেন॥ ১৩ ॥ পিতা প্রাচীনবর্হি তাঁদের প্রজাসৃষ্টির আদেশ দিলে তাঁরা সকলে তপস্যার জন্য সমুদ্রে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁরা দশ হাজার বছর তপস্যার ফলদাতা শ্রীহরির অর্চনা করেছিলেন॥ ১৪ ॥ তপস্যা-আচরণের জন্য যাওয়ার সময় পথে ভগবান মহাদেব তাঁদের দর্শন দিয়ে কৃপা করে যে তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা একাগ্র-হৃদয়ে তারই ধ্যান, জপ এবং পূজায় রত হয়েছিলেন॥ ১৫ ॥

বিদুর বললেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিবর! প্রচেতাগণের কীভাবে পথিমধ্যে মহাদেবের সঙ্গে মিলন হল এবং তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবান হর কী উপদেশ দিলেন সেই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় দয়া করে আমাকে বলুন॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মর্ষি! দেহধারীদের পক্ষে শিবের সঙ্গে মিলন অত্যন্ত কঠিন। অন্যদের কথা কী, মুনিগণ পর্যন্ত সর্ব আসক্তি ত্যাগ করে তাঁকে পাওয়ার জন্য নিরন্তর তাঁর ধ্যানে রত থাকেন, কিন্তু সহজে তাঁকে পান না॥ ১৭ ॥ যদিও ভগবান শংকর আত্মারাম, তাঁর নিজের জন্য কিছু করার বা পাওয়ার নেই, তবুও এই লোকসৃষ্টির রক্ষার জন্য তিনি নিজের ঘোররূপা শক্তি (শিবা)-র সঙ্গে সর্বত্র বিচরণ করেন॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! সাধুস্বভাব প্রচেতাগণ পিতার আদেশ শিরোধার্য করে তপস্যার জন্য উন্মুখ হৃদয়ে পশ্চিমদিকে যাত্রা করলেন॥ ১৯ ॥ কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা প্রায় সমুদ্রের মতো বিশাল একটি সরোবর দেখতে পেলেন। সেই সরোবরের জল মহাপুরুষগণের হৃদয়ের মতো স্বচ্ছ ছিল, এবং জলচর জীবগণও সেখানে সানন্দে ক্রীড়া করছিল॥ ২০ ॥ সেখানে নীল ও রক্তবর্ণ পদ্ম, রাত্রে, দিনে ও সায়ংকালে বিকাশশীল পদ্ম (যথাক্রমে উৎপল, অম্ভোজ ও কহ্লার) এবং ইন্দীবরাদি অন্যান্য বহুবিধ জলজ শোভা পাচ্ছিল। হংস, সারস, চক্রবাক এবং কারণ্ডব প্রভৃতি বহু জলচর পাখি সেখানে কলরব করছিল॥ ২১ ॥ সেই সরোবরের চতুর্দিকে বহু প্রকারের বৃক্ষ ও লতা ছিল, মত্ত-মধুকরের সুমধুর গুঞ্জনে সেগুলি যেন রোমাঞ্চিত বলে মনে হচ্ছিল। পদ্মকোশের পরাগরাশি বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়ায় সেখানে যেন এক উৎসবের পরিবেশ রচিত হয়েছিল॥ ২২ ॥ সেখানে মৃদঙ্গ-পণবাদি

[1]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'দশবর্ষসহস্রাণি......' থেকে সপ্তদশ শ্লোকের শেষ পর্যন্ত মূলে নেই। [2]প্রা.পা.—ক্রাঙ্ককা.।

তর্হ্যেব সরসস্তস্মান্নিষ্ক্রামন্তং সহানুগম্।
উপগীয়মানমমরপ্রবরং বিবুধানুগৈঃ॥ ২৪ ॥

তপ্তহেমনিকায়াভং শিতিকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
প্রসাদসুমুখং বীক্ষ্য প্রণেমুর্জাতকৌতুকাঃ॥ ২৫ ॥

স তান্ প্রপন্নার্তিহরো ভগবান্ ধর্মবৎসলঃ।
ধর্মজ্ঞান্ শীলসম্পন্নান্ প্রীতঃ প্রীতানুবাচ হ॥ ২৬ ॥

শ্রীরুদ্র উবাচ

যূয়ং বেদিষদঃ[1] পুত্রা বিদিতং বশ্চিকীর্ষিতম্।
অনুগ্রহায় ভদ্রং ব এবং মে দর্শনং কৃতম্॥ ২৭ ॥

যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে॥ ২৮ ॥

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং[2] ভাগবতোঽথ[3] বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥ ২৯ ॥

অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাং চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥ ৩০ ॥

ইদং বিবিক্তং জপ্তব্যং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্।
নিঃশ্রেয়সকরং চাপি শ্রূয়তাং তদ্ বদামি[4] বঃ॥ ৩১

মৈত্রেয় [5]উবাচ

ইত্যনুক্রোশহৃদয়ো ভগবানাহ তান্ শিবঃ।
বদ্ধাঞ্জলীন্ রাজপুত্রান্নারায়ণপরো বচঃ॥ ৩২ ॥

শ্রীরুদ্র উবাচ

জিতং ত আত্মবিদ্ধুর্যস্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে।
ভবতা রাধসা রাদ্ধং সর্বস্মা আত্মনে নমঃ॥ ৩৩ ॥

বাদ্যের সঙ্গে দিব্য রাগরাগিণীর সুষ্ঠু প্রয়োগে মনোহর গীতধ্বনি শুনে সেই রাজপুত্ররা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন॥ ২৩ ॥ সহসা তাঁরা দেখলেন সেই সরোবর থেকে স্বয়ং দেবাদিদেব ভগবান শংকর নিজ অনুচরগণের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন। তিনি ত্রিনেত্রবিশিষ্ট, তপ্ত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল তাঁর দেহ, কণ্ঠ নীলবর্ণ, ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহবর্ষী প্রসন্ন তাঁর মূর্তি। গন্ধর্বরা মধুর স্বরে তাঁর স্তুতি গান করছে। এইভাবে তাঁর অপ্রত্যাশিত দর্শন লাভ করে প্রচেতাগণ অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হলেন ও তাঁর চরণে প্রণত হলেন॥ ২৪-২৫ ॥ তাঁর দর্শনে আনন্দিত সেই ধর্মজ্ঞ ও শীলসম্পন্ন রাজপুত্রগণের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শরণাগত-ক্লেশহারী ধর্মবৎসল ভগবান শংকর তাঁদের বললেন॥ ২৬ ॥

শ্রীরুদ্রদেব বললেন—তোমরা রাজা প্রাচীনবর্হির পুত্র, তোমাদের কল্যাণ হোক। তোমরা কী করতে চাও তা আমি জানি। তোমাদের অনুগ্রহ করার জন্যই আমি এইভাবে তোমাদের দর্শন দিয়েছি॥ ২৭ ॥ যে ব্যক্তি, অব্যক্ত প্রকৃতি এবং জীবসংজ্ঞক পুরুষ—এই দুয়েরই নিয়ন্তা ভগবান বাসুদেবের শরণ নেয়, সে আমার পরম প্রিয়॥ ২৮ ॥ স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালনকারী ব্যক্তি শতজন্মের পর ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হয় এবং তারও পরে (আরও অধিক পুণ্যের ফলে) আমাকে অর্থাৎ শিবপদ লাভ করে। কিন্তু যে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিশীল, সে মৃত্যুর পরেই অচিরাৎ ভগবান বিষ্ণুর সেই সর্বপ্রপঞ্চাতীত পরমপদ লাভ করে, রুদ্ররূপে অবস্থিত আমি তথা অন্যান্য আধিকারিক দেবতা নিজেদের অধিকার-কালের অন্তে যে পদ লাভ করব॥ ২৯ ॥ তোমরা ভগবদ্‌ভক্ত, এই কারণে তোমরা আমার কাছে ভগবানের মতোই প্রিয়। ভগবানের ভক্তদের কাছেও আমার থেকে বেশি প্রিয় আর কেউ নেই॥ ৩০ ॥ আমি তোমাদের এক অতি পবিত্র, মঙ্গলময় ও মোক্ষদায়ক স্তোত্র শোনাচ্ছি। শুদ্ধভাবে এটি জপ করবে॥ ৩১ ॥

মৈত্রেয় বললেন—এরপর নারায়ণপরায়ণ করুণার্দ্র-হৃদয় ভগবান শিব তাঁর সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ করে অবস্থিত সেই রাজপুত্রদের এই স্তোত্রটি শোনালেন॥ ৩২ ॥

ভগবান রুদ্রদেব স্তুতি করতে লাগলেন—হে ভগবান! জয় হোক তোমার! তোমার জয়ধ্বনি (উৎকর্ষ-খ্যাপন) তো

[1]প্রা.পা.—বর্হিষদঃ। [2]প্রা.পা.—অব্যাহতং। [3]প্রা.পা.—বতঃ সবৈষ্ণবং। [4]প্রা.পা.—যম্.।
[5]প্রাচীন বইয়ে 'মৈত্রেয় উবাচ' থেকে 'শ্রীরুদ্র উবাচ' পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ মূলে নেই।

নমঃ পঙ্কজনাভায় ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে।
বাসুদেবায় শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে॥ ৩৪ ॥

সঙ্কর্ষণায় সূক্ষ্মায় দুরন্তায়ান্তকায় চ।
নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রদ্যুম্নায়ান্তরাত্মনে॥ ৩৫ ॥

নমো নমোঽনিরুদ্ধায় হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে।
নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভৃতাত্মনে॥ ৩৬ ॥

স্বর্গাপবর্গদ্বারায় নিত্যং শুচিষদে নমঃ।
নমো হিরণ্যবীর্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে॥ ৩৭ ॥

নম ঊর্জ ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে।
তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্বরসাত্মনে॥ ৩৮ ॥

সর্বসত্ত্বাত্মদেহায় বিশেষায় স্থবীয়সে।
নমস্ত্রৈলোক্যপালায় সহওজোবলায় চ॥ ৩৯ ॥

অর্থলিঙ্গায় নভসে নমোঽন্তর্বহিরাত্মনে।
নমঃ পুণ্যায় লোকায় অমুষ্মৈ ভূরিবর্চসে॥ ৪০ ॥

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় পিতৃদেবায় কর্মণে।
নমোঽধর্মবিপাকায়[১] মৃত্যবে দুঃখদায় চ॥ ৪১ ॥

নমস্ত আশিষামীশ মনবে কারণাত্মনে।
নমো ধর্মায় বৃহতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ॥ ৪২ ॥

তুচ্ছ চাটুবাদ নয়, আত্মজ্ঞানীদেরও যাঁরা শিরোমণিস্বরূপ, এ তো তাঁদেরও পরম স্তুতির, স্বাত্মানন্দবোধের উদ্বোধক, এতে আমারও কল্যাণ হোক ! আনন্দস্বরূপ তুমি নিত্যই আনন্দরসে মগ্ন হয়েই রয়েছ (তোমার জয় গান তাই তোমার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর,'ভক্তদেরই তা নব-নব মাধুর্য আস্বাদনের হেতু)। সর্বস্বরূপ তুমি, আত্মস্বরূপ তুমি—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৩ ॥ তুমি পদ্মনাভ (সর্বলোকের আদিকারণ), ভূতসূক্ষ্ম (শব্দাদি তন্মাত্র) এবং ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা, শান্ত, একরস এবং স্বয়ংপ্রকাশ বাসুদেব (চিত্তের অধিষ্ঠাতা)—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৪ ॥ তুমিই সূক্ষ্ম (অব্যক্ত), অনন্ত এবং মুখাগ্নিদ্বারা সমগ্র জগতের সংহার-কর্তা, অহংকারের অধিষ্ঠাতা সংকর্ষণ, আবার তুমিই জগতের প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদ্ভবস্থান বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৫ ॥ তুমিই ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি মনের অধিষ্ঠাতা ভগবান অনিরুদ্ধ—বারবার তোমাকে নমস্কার। তুমিই নিজ তেজে জগৎকে ব্যাপ্ত করে সূর্যরূপে অবস্থিত, পূর্ণস্বরূপ তুমি, তাই তোমার ক্ষয়-বৃদ্ধি কিছুই নেই—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৬ ॥ তুমি স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ, পবিত্র হৃদয়ে তোমার বাস—তোমাকে নমস্কার। তুমিই চাতুর্হোত্র-কর্মের সাধন তথা বিস্তারকারী হিরণ্যবীর্য অগ্নি—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৭ ॥ তুমিই পিতৃগণ এবং দেবগণের পুষ্টিবিধানকারী অন্নস্বরূপ সোম, তুমি বেদ-ত্রয়ীর অধিষ্ঠাতা—তোমাকে নমস্কার। তুমি সমস্ত প্রাণীর তৃপ্তিদাতা সর্বরসস্বরূপ (জল)—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৮ ॥ তুমি সর্বপ্রাণীর দেহ, পৃথিবী এবং বিরাটস্বরূপ তথা ত্রিভুবনের পালক—মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক (ইন্দ্রিয়গত) এবং শারীরিক শক্তিস্বরূপ-বায়ু (প্রাণ)-তোমাকে নমস্কার॥ ৩৯ ॥ তুমিই নিজ শব্দ-গুণের দ্বারা অর্থসমূহের প্রতিপাদক এবং আভ্যন্তর ও বাহ্যরূপ ভেদব্যবহারের আলম্বন-ভূত আকাশ (স্বরূপত এক হওয়া সত্ত্বেও 'অন্তরাকাশ', 'বহিরাকাশ'রূপ-ভিন্নোক্তির আশ্রয়)। তুমিই মহাপুণ্যফলে লভ্য জ্যোতির্ময় বৈকুণ্ঠাদি লোক—তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার॥ ৪০ ॥ তুমিই পিতৃলোক-প্রাপ্তির হেতুভূত প্রবৃত্তিমূলক কর্ম, আবার তুমিই দেবলোক-প্রাপ্তিরও হেতুস্বরূপ নিবৃত্তিমূলক কর্ম। তুমি অধর্মের ফলস্বরূপ দুঃখদাতা মৃত্যু—তোমাকে নমস্কার॥ ৪১ ॥ প্রভু ! তুমিই

[১] প্রা.পা.—ধর্মাধর্মবিবেকায়।

শক্তিত্রয়সমেতায় মীঢুষেঽহংকৃতাত্মনে।
চেতআকূতিরূপায় নমো বাচোবিভূতয়ে॥ ৪৩ ॥

দর্শনং নো দিদৃক্ষূণাং দেহি ভাগবতার্চিতম্।
রূপং প্রিয়তমং[১] স্বানাং সর্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনম্॥ ৪৪

স্নিগ্ধপ্রাবৃড্ঘনশ্যামং সর্বসৌন্দর্যসংগ্রহম্।
চার্বায়তচতুর্বাহুং সুজাতরুচিরাননম্॥ ৪৫ ॥

পদ্মকোশপলাশাক্ষং সুন্দরভ্রু সুনাসিকম্।
সুদ্বিজং সুকপোলাস্যং সমকর্ণবিভূষণম্॥ ৪৬ ॥

প্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গমলকৈরূপশোভিতম্।
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কদুকূলং মৃষ্টকুণ্ডলম্॥ ৪৭ ॥

স্ফুরৎকিরীটবলয়হারনূপুরমেখলম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মমালামণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ[২]॥ ৪৮ ॥

সিংহস্কন্ধত্বিষো বিভ্রৎসৌভগগ্রীবকৌস্তুভম্।
শ্রিয়ানপায়িন্যাক্ষিপ্তনিকষাশ্মোরসোল্লসৎ॥ ৪৯ ॥

পূররেচকসংবিগ্নবলিবল্গুদলোদরম্।
প্রতিসংক্রাময়দ্ বিশ্বং নাভ্যাবর্তগভীরয়া॥ ৫০ ॥

শ্যামশ্রোণ্যধিরোচিষ্ণুদুকূলস্বর্ণমেখলম্।
সমাচার্বঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরুনিম্নজানুসুদর্শনম্॥ ৫১ ॥

পদা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা
নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধবসং
পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্॥ ৫২ ॥

পুরাণপুরুষ, সাংখ্য ও যোগের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তুমি সর্বকামনা-পূরণকারী, সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্তি, মহান ধর্মস্বরূপ, তোমার জ্ঞানশক্তি নিত্য অকুণ্ঠিত—তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার॥ ৪২ ॥ তুমিই কর্তা, করণ এবং কর্ম—এই শক্তিত্রয়ের একমাত্র আশ্রয়, তুমি অহংকারের অধিষ্ঠাতা রুদ্রদেব ; তুমিই জ্ঞান এবং ক্রিয়াস্বরূপ, তোমার থেকেই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী—এই চতুর্বিধ বাকের অভিব্যক্তি ঘটে—তোমাকে নমস্কার॥ ৪৩ ॥ প্রভু, আমরা তোমার দর্শনাভিলাষী ; তোমার যেরূপ ভক্তরা আরাধনা করেন, তোমার নিজ জনেদের একান্ত প্রিয়, মাধুর্যগুণে নিখিল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিসাধক (অথবা সর্বেন্দ্রিয়-গুণ-সমন্বিত) সর্বসৌন্দর্য যেন একীভূত হয়ে মূর্তি ধরেছে সেইরূপে সেই অনুপম রূপ আমাদের দর্শন করাও॥ ৪৪ ॥ দেহ গাত্রের বর্ণ বর্ষাকালের নবীন মেঘের মতো স্নিগ্ধ শ্যামল, মনোহর সুদীর্ঘ চারবাহু, লাবণ্যময় মুখমণ্ডল, পদ্মের মধ্যভাগের দল-সদৃশ চক্ষু, শোভন ভ্রূ, মনোজ্ঞ নাসিকা, শোভন দন্ত পঙ্ক্তি, মনোরম গণ্ডদেশ, সমানাকার সুগঠিত কর্ণযুগল—সবই শোভার আধার॥ ৪৫-৪৬ ॥ প্রীতিহাস্য মধুর অপাঙ্গদৃষ্টি, কুটিল-কৃষ্ণ কেশরাজি, পদ্ম-পরাগের মতো উজ্জ্বল পীতবসন, দীপ্তিমান কুণ্ডল, উজ্জ্বল মুকুট, কঙ্কণ, হার, নূপুর, মেখলা প্রভৃতি অলংকার, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বনমালা ও বহুমূল্য মণিসমূহের শোভায় সম্পন্ন সেই রূপ॥ ৪৭-৪৮ ॥ সিংহের মতো দৃঢ় শক্তিশালী স্কন্ধে সেই মূর্তির অলংকারের দীপ্তিচ্ছটা, গ্রীবাদেশে কৌস্তুভমণির অমল কান্তি, লক্ষ্মীদেবীর নিত্য-নিবাসের সমুজ্জ্বল শ্রীবৎস চিহ্ন সমন্বিত শ্যামবর্ণ বক্ষদেশ যার কাছে স্বর্ণরেখাযুক্ত নিকষপ্রস্তরও লজ্জা পায়॥ ৪৯ ॥ মনোহরণ সেই মূর্তির ত্রিবলিরেখাযুক্ত অশ্বত্থপত্র-সদৃশ উদরের সৌন্দর্য শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের ফলে চঞ্চল রূপ যেন আরও মনোহারী, আবর্তের (ঘূর্ণী) মতো গভীর সুবর্তুল নাভি যেন নিজের থেকে উৎপন্ন বিশ্বকে পুনরায় নিজের ভিতরে প্রত্যাকর্ষণে উদ্যত॥ ৫০ ॥ সেই দিব্য বিগ্রহের শ্যাম কটিদেশে পীতাম্বর এবং সুবর্ণ মেখলার দ্যুতি যেন অধিকতর উজ্জ্বল, চরণ, জঙ্ঘা, ঊরু, নিম্নজানু—প্রভৃতি অঙ্গের যথাযথ আকার ও সুষমা তাকে মাধুর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে॥ ৫১ ॥ তার চরণদ্বয়ে শরৎ-পদ্মদলের কান্তি,

[১]প্রা.পা.—প্রিয়তরং। [২]প্রাচীন বইয়ে 'শঙ্খচক্রগদাপদ্ম......' থেকে একান্ন শ্লোকের পূর্বার্ধ (দুকূলস্বর্ণমেখলম্) পর্যন্ত পুরো অংশ মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে।

এতদ্রূপমনুধ্যেয়মাত্মশুদ্ধিমভীপ্সতাম্।
যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্॥ ৫৩ ॥

ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্লভঃ সর্বদেহিনাম্।
স্বারাজ্যস্যাপ্যভিমত একান্তেনাত্মবিদগতিঃ॥ ৫৪ ॥

তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ॥ ৫৫

যত্র নির্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে।
বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্যশৌর্যবিস্ফূর্জিতভ্রুবা॥ ৫৬ ॥

ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য[১] মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ৫৭ ॥

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব॥ ৫৮ ॥

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং
তমোগুহায়াং চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা
মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্॥ ৫৯ ॥

জীবসঙ্ঘের মানস-অন্ধকার-বিদূরণকারী তার নবজ্যোতি—বর্ণনাতীত সেই রূপের দর্শনতৃষায় কাতর আমরা! ভক্তজনের ভয়হারী পরমাশ্রয়স্বরূপ তোমার সেই অপরূপ রূপ আমাদের দেখাও। আমাদের দৃষ্টি তো অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমাদের পথ-প্রদর্শক তুমি, আমাদের গুরু, জগতের গুরু। আমাদের দয়া করে পথ দেখাও, প্রভু॥ ৫২ ॥

চিত্তশুদ্ধির অভিলাষী ব্যক্তির এই রূপের নিরন্তর অনুধ্যান করা উচিত। স্বধর্ম পালনকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে এই রূপের প্রতি ভক্তিভাব সর্বথা অভয়প্রদ॥ ৫৩ ॥ স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও তোমাকে লাভ করতে চান, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানীদেরও তুমিই একমাত্র গতি। দেহধারীগণের পক্ষে তুমি একান্ত দুর্লভ, কেবলমাত্র ভক্তিমান পুরুষই তোমাকে লাভ করতে পারে॥ ৫৪ ॥ তোমার প্রসন্নতা সম্পাদন ভক্তি ভিন্ন অন্য যে কোনো উপায়েই দুঃসাধ্য। সুতরাং সাধুপুরুষগণেরও দুষ্প্রাপা সেই একনিষ্ঠ ভক্তিযোগের দ্বারা তোমার আরাধনা করে তোমার চরণতল ভিন্ন অপর কিছুকেই বা কে প্রার্থনা করবে?॥ ৫৫ ॥ মৃত্যুর দেবতা মহাকাল ভ্রূ-ক্ষেপ-মাত্রে সমগ্র জগতের ধ্বংসসাধন করেন, তাঁর সেই কুটিল ভ্রূভঙ্গীতে প্রকাশিত হয় (প্রাণকে নির্জিত করার) অদম্য শক্তি ও উৎসাহ। সেই মৃত্যুও কিন্তু তোমার চরণাশ্রিত ব্যক্তির উপর নিজের অধিকার আছে বলে মনে করেন না॥ ৫৬ ॥ ভগবানের চরণে শরণাপন্ন সেইরূপ প্রেমিক ভক্তের ক্ষণার্ধের সঙ্গও আমি স্বর্গ বা মোক্ষের সঙ্গে সমতুল্য বলে মনে করি না, মর্ত্যলোকের তুচ্ছ ভোগের আর কথা কী?॥ ৫৭ ॥ প্রভু! তোমার চরণ জীবের নিখিল-পাপহারী। আমাদের প্রার্থনা শুধু এই যে, যাঁরা তোমার কীর্তি এবং তীর্থে (গঙ্গা) আন্তরিক এবং বাহ্য স্নানের দ্বারা নিজেদের মানসিক এবং শারীরিক সমস্ত পাপ ধৌত করে ফেলেছেন তথা যাঁরা জীবে দয়া, রাগ-দ্বেষরহিত চিত্ত এবং সরলতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন—তোমার সেই ভক্তগণের সঙ্গ যেন আমরা সর্বদা লাভ করি। আমাদের পক্ষে তা-ই হবে তোমার পরম অনুগ্রহ॥ ৫৮ ॥ যে সাধকগণের চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা অনুগৃহীত (ভক্তি-পথের সাধনে প্রবৃত্তিও কৃপাবশেই ঘটে থাকে) এবং বিশুদ্ধ হওয়ার ফলে বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণে বিভ্রান্ত হয় না এবং

[১]প্রা.পা.—সঙ্গানাং।

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ।
তৎ ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব[১] বিস্তৃতম্[২]॥ ৬০

যো মায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্
বিভর্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ।
যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া
ত্বমাত্মতন্ত্রং ভগবন্ প্রতীমহি॥ ৬১ ॥

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং[৩]
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ॥ ৬২ ॥

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তি-
স্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।
মহানহং খং মরুদগ্নিবার্ধরাঃ
সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ॥ ৬৩ ॥

সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্ট-
শ্চতুর্বিধং পুরমাত্মাংশকেন।
অথো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্ত-
র্ভুঙ্ক্তে হৃষীকৈর্মধু সারঘং যঃ[৪]॥ ৬৪ ॥

স এষ লোকানতিচণ্ডবেগো
বিকর্ষসি ত্বং খলু কালয়ানঃ[৫]।
ভূতানি ভূতৈরনুমেয়তত্ত্বো
ঘনাবলীর্বায়ুরিবাবিষহ্যঃ॥ ৬৫ ॥

অজ্ঞানান্ধকারের গভীরেও নিমগ্ন হয় না, সেই মনস্বীগণ অনতিকালের মধ্যেই নিজেদের অন্তঃকরণে তোমার স্বরূপের দর্শন লাভ করে থাকেন॥ ৫৯ ॥ যাতে (অধ্যারোপিত হয়ে) এই বিশ্ব জগৎ প্রতীয়মান হচ্ছে এবং যা এই সমগ্র বিশ্বে প্রকাশিত, সেই আকাশের সমান বিস্তৃত এবং পরম প্রকাশময় ব্রহ্মতত্ত্ব তুমিই॥ ৬০ ॥ ভগবান, তোমার বহুরূপধারিণী মায়ার দ্বারা তুমি এমনভাবে এই জগতের রচনা, পালন এবং সংহার করে থাক, যেন এটি কোনো সদ্‌বস্তু। কিন্তু এর ফলে তোমার মধ্যে কোনোরকম বিকার জন্মায় না। মায়ার কারণে অপর সকলের মধ্যে ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হলেও তোমার উপরে সে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় না। তোমাকেই আমরা একমাত্র স্বাধীন, পরম-স্বতন্ত্র বলে জানি॥ ৬১ ॥ পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের নিয়ন্তারূপে তোমার স্বরূপ উপলক্ষিত হয়ে থাকে। যে কর্মযোগিগণ সিদ্ধিলাভের জন্য বহুপ্রকার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার এই সগুণ, সাকার স্বরূপের সশ্রদ্ধ সম্যক আরাধনা করেন, তাঁরাই বেদ ও শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত মর্মজ্ঞ॥ ৬২ ॥ প্রভু ! তুমিই অদ্বিতীয় আদিপুরুষ। সৃষ্টির পূর্বে তোমার মায়াশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে তারই দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের ভেদ বা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভাব সম্পাদিত হয় এবং তারপরে সেই গুণসমূহ থেকেই মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেবতা, ঋষি এবং সর্বপ্রাণী সমন্বিত এই জগতের উৎপত্তি হয়॥ ৬৩ ॥ তুমি নিজের মায়াশক্তিদ্বারা সৃষ্ট এই জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্বিধ শরীরে অংশরূপে অনুপ্রবিষ্ট হও এবং মধুমক্ষিকারা যেমন মধুচক্র রচনা করে তার মধ্যে নিজেদের সংগৃহীত মধু নিজেরাই আস্বাদন করে, সেই রকমেই তোমার সেই অংশ সেই সব শরীরে অবস্থান করে ইন্দ্রিয়দ্বারা এই তুচ্ছ বিষয়সমূহ ভোগ করে। তোমার সেই অংশকেই 'পুরুষ' বা 'জীব' নামে অভিহিত করা হয়॥ ৬৪ ॥ প্রভু, তোমার তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে হয় না, অনুমানের সাহায্যে হয়। প্রলয়কাল উপস্থিত হলে কালস্বরূপ তুমি নিজের প্রচণ্ড অসহনীয় বেগে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহের একটিকে অপরটির দ্বারা বিচলিত করে সমগ্র

[১]প্রা.পা.—রাকাশ ইব। [২]প্রা.পা.—বিস্তৃতঃ। [৩]প্রা.পা.—পলক্ষণং। [৪]প্রা.পা.—সারঘং পয়ঃ।
[৫]প্রা.পা.—কাময়ানঃ।

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ॥ ৬৬ ॥

কস্ত্বৎপদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো
যস্তেঽবমানব্যয়মানকেতনঃ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্গুরুরর্চতি স্ম যদ্
বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দশ॥ ৬৭ ॥

অথ ত্বমসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্।
বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিদ্ভয়া গতিঃ॥ ৬৮ ॥

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ।
স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়া॥ ৬৯ ॥

তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্[1]।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্॥ ৭০ ॥

যোগাদেশমুপাসাদ্য ধারয়ন্তো মুনিব্রতাঃ।
সমাহিতধিয়ঃ সর্ব এতদভ্যসতাদৃতাঃ॥ ৭১ ॥

ইদমাহ পুরাস্মাকং ভগবান্ বিশ্বসৃক্‌পতিঃ।
ভৃগ্বাদীনামাত্মজানাং সিসৃক্ষুঃ সংসিসৃক্ষতাম্॥ ৭২ ॥

তে বয়ং নোদিতাঃ সর্বে প্রজাসর্গে প্রজেশ্বরাঃ।
অনেন ধ্বস্ততমসঃ সিসৃক্ষ্মো বিবিধাঃ প্রজাঃ॥ ৭৩

অথেদং নিত্যদা যুক্তো জপন্নবহিতঃ পুমান্।
অচিরাচ্ছ্রেয় আপ্নোতি বাসুদেবপরায়ণঃ॥ ৭৪ ॥

লোককে সংহার করে থাক—যেমন বায়ু নিজের অসহ্য প্রচণ্ড বেগে মেঘের দ্বারা মেঘকে আহত করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়॥ ৬৫ ॥ ইতিকর্তব্য-চিন্তায় ('এই রূপে এই কাজ করতে হবে' ইত্যাদি চিন্তা) নিতান্ত প্রমত্ত জীব অতিরিক্ত লোভ এবং বিষয়ের লালসার বশবর্তী হয়ে জীবন কাটায়, কিন্তু কালরূপী তুমি তাকে ভুলো না ; ক্ষুধার্ত সাপ যেমন ইঁদুরকে মুহূর্তে গিলে ফেলে সেইরকম তুমিও বিষয় চিন্তাপরায়ণ মানুষকে সহসাই গ্রাস করে থাক॥ ৬৬ ॥ তোমার প্রতি অবহেলায় (ঔদাসীন্যে, স্মরণ-বন্দনাদি-রহিতভাবে) শরীরধারণ বা জীবনযাপন বৃথা—এই বোধ যার জন্মায়, সে-ই প্রকৃতপক্ষে বিদ্বান ; সে কি আর তোমার চরণকমলের আশ্রয় ত্যাগ করে ? মহাকালের শঙ্কাবশেই তো স্বয়ং লোকগুরু ভগবান ব্রহ্মাও স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনুসহ স্বাভাবিক (নির্বিচার) পরম শ্রদ্ধায় তোমার পাদপদ্মের অর্চনা করেন॥ ৬৭ ॥ মহাকালরূপী রুদ্রদেবের ভয়ে তো বিশ্বজগৎ-ই ব্যাকুল ! সুতরাং হে ব্রহ্মস্বরূপ, হে পরমাত্মন্ ! যাদের এই জ্ঞান জন্মেছে (যে, তুমি বিনা পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই) সেই তুমিই আমাদের একমাত্র অভয় আশ্রয়, অকুতোভয় গতি॥ ৬৮ ॥

রাজকুমারগণ ! তোমরা বিশুদ্ধভাবে স্বধর্মাচরণে নিরত থেকে ভগবানের চরণে চিত্ত নিবেদিত রেখে এই স্তোত্র জপ করে যাও, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন॥ ৬৯ ॥ সেই সর্বভূতান্তর্যামী আত্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মা শ্রীহরিকে তোমরা পুনঃপুনঃ স্তব, ধ্যান, জপাদির দ্বারা আরাধনা করো॥ ৭০ ॥ আমি তোমাদের এই 'যোগাদেশ' নামক স্তোত্র শোনালাম। তোমরা এটি মনের মধ্যে (স্মৃতিতে) ধারণ করে মুনিব্রতে স্থিত হয়ে সমাহিতচিত্তে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এটির অভ্যাস (জপাদি) করতে থাক॥ ৭১ ॥ পুরাকালে জগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক প্রজাপতিগণের পতি ভগবান ব্রহ্মা প্রজা-সৃজনে উৎসুক নিজ পুত্র ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণসহ আমাকে এই স্তোত্র শুনিয়েছিলেন॥ ৭২ ॥ প্রজাসৃষ্টিতে নিযুক্ত হয়ে আমরা প্রজাপতিগণ, এই স্তোত্রের দ্বারা নিজেদের অজ্ঞান বিদূরিত করে বহুপ্রকার প্রজা (জীবকুল) সৃষ্টি করেছিলাম॥ ৭৩ ॥ এখনও যে ব্যক্তি বাসুদেবপরায়ণ হয়ে একাগ্রচিত্তে অবহিতভাবে নিত্য এই স্তোত্র জপ করে, সে অচিরেই কল্যাণ লাভ করে॥ ৭৪ ॥

[1]প্রা.পা.—ধ্বপি স্থিতম্।

শ্রেয়সামিহ সর্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞাননৌর্ব্যসনার্ণবম্॥ ৭৫ ॥

য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদ্গীতং ভগবৎস্তবম্।
অধীয়ানো দুরারাধ্যং হরিমারাধয়ত্যসৌ॥ ৭৬ ॥

বিন্দতে পুরুষোঽমুষ্মাদ্যদ্যদিচ্ছত্যসত্বরম্।
মদ্গীতগীতাৎ সুপ্রীতাচ্ছ্রেয়সামেকবল্লভাৎ॥ ৭৭ ॥

ইদং যঃ কল্য উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্যো মুচ্যতে কর্মবন্ধনৈঃ॥ ৭৮ ॥

গীতং ময়েদং[1] নরদেবনন্দনাঃ
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ স্তবম্।
জপন্ত একাগ্রধিয়স্তপো মহৎ-
চরধ্বমন্তে তত আপ্স্যথেপ্সিতম্[2]॥ ৭৯ ॥

ইহলোকে কল্যাণ লাভের যত উপায় আছে, (মোক্ষদায়ক) জ্ঞানই তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞান-নৌকায় আরোহণ করে মানুষ সহজেই এই দুস্তর দুঃখসঙ্কুল সংসারসাগর পার হয়ে যেতে সমর্থ হয়॥ ৭৫ ॥ ভগবানের আরাধনা অবশ্যই কঠিন, কিন্তু আমার কথিত এই স্তোত্র যে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করবে, সে সহজেই তাঁর প্রসন্নতা লাভ করবে॥ ৭৬ ॥ ভগবান-ই নিখিল কল্যাণের (বিভিন্ন সাধন পথের) একমাত্র প্রিয় (প্রাপ্তব্য বস্তু)। আমার দ্বারা গীত এই স্তোত্রের গীতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করে, শান্তচিত্তে তাঁর কাছে যা কিছু প্রার্থনা করবে, তাই প্রাপ্ত হবে॥ ৭৭ ॥ যে পুরুষ উষাকালে উত্থিত হয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে এই স্তোত্র শ্রবণ করে বা করায় (অর্থাৎ পাঠ করে), সে সর্বপ্রকার কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ৭৮ ॥ রাজকুমারগণ! পরমপুরুষ পরমাত্মার এই যে স্তব আমি তোমাদের শোনালাম, একাগ্রচিত্তে তা জপ করতে করতে তোমরা কঠোর তপস্যা করতে থাক। তপস্যা পূর্ণ হলে এর থেকেই তোমরা অভীষ্ট ফল লাভ করবে॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে রুদ্রগীতং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
রুদ্রগীত নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

অথ পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জন উপাখ্যানের প্রারম্ভ

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি সন্দিশ্য ভগবান্ বার্হিষদৈরভিপূজিতঃ।
পশ্যতাং রাজপুত্রাণাং তত্রৈবান্তর্দধে হরঃ॥ ১ ॥
রুদ্রগীতং ভগবতঃ স্তোত্রং সর্বে প্রচেতসঃ।
জপন্তস্তে তপস্তেপুর্বর্ষাণামযুতং জলে॥ ২ ॥
প্রাচীনবর্হিষং ক্ষত্তঃ কর্মস্বাসক্তমানসম্[3]।
নারদোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ প্রত্যবোধয়ৎ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! ভগবান শংকর প্রচেতাগণকে এইরূপ উপদেশ দিলে তাঁরা ভক্তিভরে তাঁর পূজা করলেন। এরপর সেই রাজপুত্রদের চোখের সামনেই ভগবান হর অন্তর্ধান করলেন॥ ১ ॥ (ভগবান শিবের উপদেশানুসারে) প্রচেতাগণ এর পরে জলের মধ্যে অবস্থিত হয়ে রুদ্রদেব কথিত সেই স্তোত্রের জপে রত থেকে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করেছিলেন॥ ২ ॥ এদিকে এই সময়ে প্রচেতাগণের পিতা মহারাজ প্রাচীনবর্হি কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে আসক্ত

[1]প্রা.পা.—ময়ৈতন্নর.। [2]প্রা.পা.—থেপ্সিতান্। [3]প্রা.পা.—চেতসম্।

শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্‌রাজন্ কর্মণাত্মন ঈহসে।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে[১]॥ ৪ ॥

রাজোবাচ

ন জানামি মহাভাগ পরং কর্মাপবিদ্ধধীঃ।
ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্মভিঃ॥ ৫ ॥

গৃহেষু কূটধর্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ।
ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু॥ ৬ ॥

নারদ উবাচ

ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতাঞ্জীবসঙ্ঘান্নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ॥ ৭ ॥

এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব।
সম্পরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ॥ ৮ ॥

অত্র তে কথয়িষ্যেঽমুমিতিহাসং পুরাতনম্।
পুরঞ্জনস্য চরিতং নিবোধ গদতো মম॥ ৯ ॥

আসীৎ পুরঞ্জনো নাম রাজা রাজন্ বৃহচ্ছ্রবাঃ।
তস্যাবিজ্ঞাতনামাসীৎ সখাবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ॥ ১০ ॥

সোঽন্বেষমাণঃ শরণং বভ্রাম পৃথিবীং প্রভুঃ।
নানুরূপং যদাবিন্দদভূৎ স বিমনা ইব॥ ১১ ॥

ন সাধু মেনে তাঃ সর্বা ভূতলে যাবতীঃ পুরঃ।
কামান্ কাময়মানোঽসৌ তস্য তস্যোপপত্তয়ে॥ ১২

স একদা হিমবতো দক্ষিণেষ্বথ সানুষু।
দদর্শ নবভির্দ্বার্ভিঃ[২] পুরং লক্ষিতলক্ষণাম্॥ ১৩ ॥

হয়ে পড়েছিলেন। অধ্যাত্মতত্ত্ববিশারদ দেবর্ষি নারদ তখন কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে পরমার্থতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন॥ ৩ ॥ তিনি তাঁকে বললেন, 'মহারাজ, এই কর্মানুষ্ঠানের সাহায্যে তুমি নিজের কোন কল্যাণ সাধন করতে চাইছ ? দুঃখের আত্যন্তিক নাশ এবং পরমানন্দ প্রাপ্তির নামই তো কল্যাণ, সে তো এই কর্মসমূহের দ্বারা লাভ করা যায় না।'॥ ৪ ॥

রাজা বললেন—মহাভাগ দেবর্ষি নারদ ! আমার বুদ্ধি কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যাসক্তিবশত বিভ্রান্ত হয়েছে। তার ফলে আমি পরম কল্যাণের সন্ধান পাচ্ছি না। আপনি আমাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপদেশ দিন, যাতে আমি এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি কপটতাপূর্ণ গৃহস্থাশ্রমে থেকে পুত্র, স্ত্রী এবং ধনকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, সেই মূঢ় অজ্ঞানের বশে কুটিল সংসারপথেই বিচরণ করতে থাকে, সে পরমকল্যাণ কোনোদিনই লাভ করতে পারে না॥ ৬ ॥

নারদ বললেন—রাজা, দেখো দেখো ! যে সহস্র সহস্র পশুকে তুমি নির্দয়ভাবে যজ্ঞে বধ করেছ, দেখ তাদের ওই আকাশে ! (দেবর্ষি নিজের যোগশক্তি প্রভাবে নিহত পশুদের প্রত্যক্ষ করালেন)॥ ৭ ॥ এরা সব তোমার (যজ্ঞে বধ সময়ে) দেওয়া কষ্টের কথা মনে রেখে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। তুমি যখন মৃত্যুর পর পরলোকে যাবে, তখন এরা উদ্দীপ্তরোষে লৌহময় শৃঙ্গের দ্বারা তোমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে॥ ৮ ॥ এই বিষয়ে আমি তোমাকে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাচ্ছি। তা হল রাজা পুরঞ্জনের চরিত্র ; তুমি একাগ্রচিত্তে শোনো॥ ৯ ॥

মহারাজ, প্রাচীনকালে পুরঞ্জন নামে এক মহাযশস্বী রাজা ছিলেন। তাঁর অবিজ্ঞাত নামে এক বন্ধু ছিলেন, কেউ-ই তাঁর ক্রিয়াকলাপ জানতে পারত না॥ ১০ ॥ প্রভাবশালী রাজা পুরঞ্জন নিজের বাসযোগ্য স্থানের সন্ধানে সমগ্র পৃথিবীতে ঘুরেছিলেন। কিন্তু যখন কোথাও যথাযোগ্য স্থান পেলেন না তখন তিনি যেন কিঞ্চিৎ বিমনা (উদাস) হয়ে পড়লেন॥ ১১ ॥ তাঁর মনে বিবিধ প্রকার ভোগের বাসনা ছিল। তিনি ভূতলে যত পুরী দেখলেন তার কোনোটিকেই সেই ভোগসমুদয়ের উপযোগী বলে মনে হল না॥ ১২ ॥ একদিন তিনি হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ সানুদেশে কর্মভূমি

[১]প্রা.পা.—ইষ্যতে। [২]প্রা.পা.—র্দ্বারৈঃ।

প্রাকারোপবনাট্টালপরিখৈরক্ষতোরণৈঃ।
স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সংকুলাং সর্বতো গৃহৈঃ॥ ১৪

নীলস্ফটিকবৈদূর্যমুক্তামরকতারুণৈঃ।
কৢপ্তহর্ম্যস্থলীং দীপ্তাং শ্রিয়া ভোগবতীমিব॥ ১৫ ॥

সভাচত্বররথ্যাভিরাক্রীড়ায়তনাপণৈঃ।
চৈত্যধ্বজপতাকাভির্যুক্তাং বিদ্রুমবেদিভিঃ॥ ১৬ ॥

পুর্যাস্তু[১] বাহ্যোপবনে দিব্যদ্রুমলতাকুলে।
নদদ্বিহঙ্গালিকুলকোলাহলজলাশয়ে[২]॥ ১৭ ॥

হিমনির্ঝরবিপ্রুষ্মৎকুসুমাকরবায়ুনা।
চলৎপ্রবালবিটপনলিনীতটসম্পদি॥ ১৮ ॥

নানারণ্যমৃগ[৩]ব্রাতৈরনাবাধে[৪] মুনিব্রতৈঃ।
আহূতং মন্যতে পান্থো যত্র কোকিলকূজিতৈঃ॥ ১৯

যদৃচ্ছয়াগতাং তত্র দদর্শ প্রমদোত্তমাম্।
ভৃত্যৈর্দশভিরায়ান্তীমেকৈকশতনায়কৈঃ॥ ২০ ॥

পঞ্চশীর্ষাহিনা গুপ্তাং প্রতীহারেণ সর্বতঃ।
অন্বেষমাণামৃষভমপ্রৌঢ়াং কামরূপিণীম্॥ ২১ ॥

সুনাসাং সুদতীং বালাং সুকপোলাং[৫] বরাননাম্।
সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং বিভ্রতীং কুণ্ডলশ্রিয়ম্॥ ২২ ॥

পিশঙ্গনীবীং সুশ্রোণীং শ্যামাং কনকমেখলাম্।
পদ্ভ্যাং ক্বণদ্ভ্যাং চলতীং নূপুরৈর্দেবতামিব॥ ২৩ ॥

ভারতবর্ষে এক নবদ্বারযুক্ত নগর দেখতে পেলেন। এই নগরটি সর্বপ্রকার সুলক্ষণযুক্ত ছিল॥ ১৩ ॥ এই নগরের চারদিকে প্রাচীর এবং উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ, তোরণ এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্মিত শিখর সমন্বিত বহু সংখ্যক গৃহ নগরটির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল॥ ১৪ ॥ সেখানে প্রাসাদগুলির ভিত্তি (দেওয়াল) নীলা, স্ফটিক, বৈদূর্য, মুক্তা, মরকত (পান্না) এবং মাণিক্যের (চুণী) দ্বারা রচিত ছিল এবং তার ফলে কান্তিচ্ছটায় সমুজ্জ্বল সেই নগরী নাগলোকের রাজধানী ভোগবতী পুরীর মতো সুদৃশ্য ছিল॥ ১৫ ॥ সেখানে বিভিন্ন স্থানে অনেক সভাগৃহ, চত্বর (চতুষ্পথ), রাজপথ, ক্রীড়াভবন, আপণ (পণ্যবিক্রয় স্থান, দোকান-বাজার), বিশ্রামস্থান, ধ্বজ-পতাকা এবং প্রবাল নির্মিত বেদী শোভা পাচ্ছিল॥ ১৬ ॥ সেই নগরের বাইরে দিব্য বৃক্ষ ও লতাসমূহে পূর্ণ একটি সুন্দর উপবন এবং তার মধ্যে একটি সরোবর ছিল। তার চারদিকে বহুবিধ পাখি কলরব করছিল এবং ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিল॥ ১৭ ॥ সরোবরের তীরে যে সকল বৃক্ষ ছিল সেগুলির ক্ষুদ্র শাখা এবং পল্লবগুলি নির্ঝর-জলকণাবাহী বসন্ত-বাতাসে কম্পিত হচ্ছিল এবং তার ফলে সেই তটভূমির শোভা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল॥ ১৮ ॥ সেখানকার বন্যপশুও মুনিজনোচিত অহিংসাব্রত গ্রহণ করায় কোনো প্রাণীরই কোনো ভয় বা কষ্টের সম্ভাবনা ছিল না। সেখানকার কোকিলকূজনে পথিকরা মনে করত যেন সেই উপবনভূমি তাদের বিশ্রামের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে॥ ১৯ ॥ সেই আশ্চর্য উপবনে বিচরণ করতে করতে রাজা পুরঞ্জন এক পরমা সুন্দরী নারীকে দেখতে পেলেন যিনি দৈবক্রমেই সেখানে এসে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দশজন অনুচর ছিল যারা প্রত্যেকেই একশত জন করে নায়িকার অধিপতি ছিল॥ ২০ ॥ সেই স্ত্রীলোকটির দ্বারপাল এক পঞ্চফণাযুক্ত সাপ তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করছিল। নবযৌবনশালিনী সেই সুন্দরী বিবাহের জন্য উত্তম পুরুষের অন্বেষণ করছিলেন॥ ২১ ॥ তাঁর নাসিকা, দন্তপঙ্ক্তি, কপোল এবং মুখ অত্যন্ত সৌন্দর্যময় ছিল এবং তাঁর সমানাকার দুই কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল॥ ২২ ॥ শ্যামবর্ণা সুশ্রোণিবিশিষ্টা সেই রমণী পীত বসন এবং স্বর্ণমেখলা পরিধান করেছিলেন। তাঁর বিচরণকালে দুই চরণে নূপুর ঝংকৃত হচ্ছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন

[১]প্রাচীন বইয়ে 'স্তু' এই অংশ নেই। [২]প্রা.পা.—বিহঙ্গমালি.। [৩]প্রা.পা.—মৃগব্যালৈ.। [৪]প্রা.পা.—রনাবাধৈর্মুনি.। [৫]প্রা.পা.—সুকপোলবরান.।

স্তনৌ ব্যঞ্জিতকৈশোরৌ সমবৃত্তৌ নিরন্তরৌ।
বস্ত্রান্তেন নিগূহন্তীং ব্রীড়য়া গজগামিনীম্॥ ২৪ ॥

তামাহ ললিতং বীরঃ সব্রীড়স্মিতশোভনাম্।
স্নিগ্ধেনাপাঙ্গপুঙ্খেন স্পৃষ্টঃ প্রেমোদ্‌ভ্রমদ্‌ভ্রুবা॥ ২৫ ॥

কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কস্যাসীহ কুতঃ সতি।
ইমামুপপুরীং ভীরু কিং চিকীর্ষসি শংস মে॥ ২৬ ॥

ক এতেঽনুপথা[১] যে ত একাদশ মহাভটাঃ।
এতা বা[২] ললনা সুভ্রু কোঽয়ং তেঽহিঃ পুরঃসরঃ॥ ২৭ ॥

ত্বং হ্রীর্ভবান্যস্যথ[৩] বাগ্‌রমা[৪] পতিং
বিচিন্বতী কিং মুনিবদ্‌রহো বনে।
ত্বদঙ্‌ঘ্রিকামাপ্তসমস্তকামং[৫]
ক্ব পদ্মকোশঃ পতিতঃ করাগ্রাৎ॥ ২৮ ॥

নাসাং বরোর্বন্যতমা ভুবিস্পৃক্
পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্।
অর্হস্যলঙ্কর্তুমদভ্রকর্মণা
লোকং পরং শ্রীরিব যজ্ঞপুংসা॥ ২৯ ॥

যদেষ মাপাঙ্গবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ং
সব্রীড়ভাবস্মিতবিভ্রমদ্‌ভ্রুবা।
ত্বয়োপসৃষ্টো ভগবান্মনোভবঃ
প্রবাধতেঽথানুগৃহাণ[৬] শোভনে॥ ৩০ ॥

ত্বদাননং সুভ্রু সুতারলোচনং[৭]
ব্যালম্বিনীলালকবৃন্দসংবৃতম্[৮]।
উন্নীয় মে দর্শয় বল্গুবাচকং
যদ্‌ব্রীড়য়া নাভিমুখং শুচিস্মিতে॥ ৩১ ॥

সাক্ষাৎ কোনো দেবী সেখানে আগমন করেছেন॥ ২৩ ॥ গজগামিনী সেই নারী নিজ কৈশোরাবস্থার পরিচায়ক সুবৃত্ত ও পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন বক্ষোজদ্বয় লজ্জাবশে বারংবার বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা আবৃত করছিলেন॥ ২৪ ॥ সলজ্জ স্মিতহাস্যে তাঁর রূপের মাধুর্য যেন অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর প্রেমব্যঞ্জক ভ্রূবিলাস এবং সানুরাগ কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ-হৃদয় পুরঞ্জন মধুর বচনে তাঁকে বললেন॥ ২৫ ॥ 'কমলদললোচনে ! তুমি কে ? কার কন্যা (অথবা অন্যবিধ আত্মীয়া) ? হে সাধ্বী, কোথা হতেই বা তুমি এখানে এসেছ ? প্রিয়া ! এই নগরপ্রান্তে তুমি কোন বিশেষ কাজ সম্পাদন করতে চাও, তা আমাকে বলো॥ ২৬ ॥ হে সুভ্রূ, তোমার অনুচর এই দশজন মহাযোদ্ধা এবং তাদের পরিচালক অপর একজন (সুতরাং এগারতম) মহাবীর, এরা কারা ? (তোমার সহচরী-স্থানীয়া) এই মহিলারা এবং তোমার অগ্রগামী এই সর্প—এরাই বা কে ? ॥ ২৭ ॥ সুন্দরী, তুমি কি সাক্ষাৎ (লজ্জাধিষ্ঠাত্রী) হ্রী দেবী অথবা ভবানী, কিংবা বাগ্‌দেবী (সরস্বতী) অথবা লক্ষ্মী ? মুনিগণের মতো এই নির্জন বনে বাস করে তুমি কি নিজের পতির অনুসন্ধান করছ ? 'তুমি তাঁর চরণ কামনা কর'—এই কারণেই তো তোমার পতির সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ! তুমি যদি লক্ষ্মীদেবী হও তো, তোমার হাতের লীলাকমলটি কোথায় পতিত হল ? ॥ ২৮ ॥ শোভনাঙ্গী, তুমি এই দেবীগণের মধ্যে কেউ নও, কারণ তোমার চরণ ভূমি স্পর্শ করে রয়েছে। তাহলে তুমি যদি কোনো মানবীই হও, সেক্ষেত্রে তুমি এই পুরীকে অলংকৃত করে আমার সঙ্গে বাস করো, যেমন লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সঙ্গে পরমধাম বৈকুণ্ঠপুরীতে নিবাস করেন। আমার পরিচয়ও তোমার জানা প্রয়োজন, আমিও একজন মহাবীর এবং বহু কর্ম সম্পাদনের কৃতিত্ব আমায় রয়েছে॥ ২৯ ॥ কিন্তু আজ তোমার কটাক্ষ আমার মনকে একান্তরূপেই বিবশ করে ফেলেছে। তোমার সলজ্জ ভাবমধুর স্মিতহাস্য এবং ভ্রূ-বিলাসের ইঙ্গিতেই যেন পরিচালিত হয়ে এই প্রবল কামদেব আমায় নিতান্ত পীড়া দিচ্ছেন। অতএব হে সুন্দরী, আমার প্রতি দয়া করো॥ ৩০ ॥ শুচিস্মিতা, তুমি লজ্জাবশত তোমার সুশোভন ভ্রূযুগল ও তারকা-উজ্জ্বল নয়নে শোভান্বিত, কৃষ্ণ বর্ণ চূর্ণকুন্তলে পরিবেষ্টিত মাধুর্যময় মুখটি

[১]প্রা.পা.—এতে তে পুরোগা যে। [২]প্রা.পা.—এতাশ্চ। [৩]প্রা.পা.—শ্রীর্ভবান্য.। [৪]প্রা.পা.—বা উমা পতিং। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'সমস্ত'—এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৬]প্রা.পা.— তে মানুগৃহাণ। [৭]প্রা.পা.—সুনাস.। [৮]প্রা.পা.—সংকুলম্।

নারদ [১]উবাচ

ইত্থং পুরঞ্জনং নারী যাচমানমধীরবৎ।
অভ্যনন্দত তং বীরং হসন্তী বীর মোহিতা॥ ৩২ ॥

ন[২] বিদাম বয়ং সম্যক্কর্তারং পুরুষর্ষভ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি গোত্রং নাম চ যৎকৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

ইহাদ্য সন্তমাত্মানং বিদাম ন ততঃ পরম্।
যেনেয়ং নির্মিতা বীর পুরী শরণমাত্মনঃ॥ ৩৪ ॥

এতে সখায়ঃ সখ্যো মে নরা নার্যশ্চ মানদ।
সুপ্তায়াং ময়ি জাগর্তি নাগোঽয়ং পালয়ন্ পুরীম্॥ ৩৫

দিষ্ট্যাগতোঽসি ভদ্রং তে গ্রাম্যান্ কামানভীপ্সসে।
উদ্বহিষ্যামি তাংস্তেঽহং স্ববন্ধুভিররিন্দম॥ ৩৬ ॥

ইমাং ত্বমধিতিষ্ঠস্ব পুরীং নবমুখীং বিভো।
ময়োপনীতান্ গৃহ্ণানঃ কামভোগান্ শতং সমাঃ॥ ৩৭

কং নু ত্বদন্যং রময়ে হ্যরতিজ্ঞমকোবিদম্।
অসম্পরায়াভিমুখমশ্বস্তনবিদং[৩] পশুম্॥ ৩৮ ॥

ধর্মো হ্যত্রার্থকামৌ চ প্রজানন্দোঽমৃতং যশঃ।
লোকা বিশোকা বিরজা যান্ ন কেবলিনো বিদুঃ॥ ৩৯

পিতৃদেবর্ষিমর্ত্যানাং ভূতানামাত্মনশ্চ হ।
ক্ষেম্যং[৪] বদন্তি শরণং ভবেঽস্মিন্ যদ্গৃহাশ্রমঃ॥ ৪০

কা নাম বীর বিখ্যাতং বদান্যং প্রিয়দর্শনম্।
ন বৃণীত প্রিয়ং[৫] প্রাপ্তং মাদৃশী ত্বাদৃশং পতিম্[৬]॥ ৪১

আমার দিকে ফেরাওনি, (আমি অনুমান করতে পারি) ওই মুখের বাণীও নিশ্চয়ই অমৃতবর্ষী হবে, (যদি তা শোনার যোগ্যতা আমার না-ও থাকে, তবু) তোমার স্মিত-বিকশিত আনন একবার তোলো, আমায় একবার অন্তত তা দেখতে দাও॥ ৩১ ॥

নারদ বললেন—হে বীর! রাজা পুরঞ্জন এইভাবে যেন বিবশ ও অধীর হয়ে সেই রমণীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করলে তিনিও স্মিত হাস্যে নিজের অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিও পুরঞ্জনকে দেখে মোহিত হয়েছিলেন॥ ৩২ ॥ তিনি বলতে লাগলেন—হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি, আমার জন্মদাতা কে, তা নিশ্চিতরূপে জানি না। এমন কী, আমি নিজের অথবা অন্য কারো নাম বা গোত্রও জানি না॥ ৩৩ ॥ বীরবর! আমরা এখন এই পুরীতে বসবাস করছি—এর বেশি আমি আর কিছুই জানি না; আমার বাসের জন্য এই পুরী কে নির্মাণ করেছে, তাও আমার জানা নেই॥ ৩৪ ॥ হে মানদ (সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনকারী)! আমার সঙ্গে যাদের দেখছেন, সেই পুরুষগণ আমার সখা এবং নারীগণ আমার সখী। আমি যখন নিদ্রিত হই, তখন এই সর্প জেগে থেকে এই পুরীকে রক্ষা করে॥ ৩৫ ॥ অরিন্দম! আমার সৌভাগ্যবশেই আপনি এখানে পদার্পণ করেছেন। আপনার মঙ্গল হোক। আপনি বিষয়ভোগের বাসনা পোষণ করেন, আপনার সেই কামনাপূর্তির জন্য আমি আমার সঙ্গীগণের সাহায্যে সর্বপ্রকার ভোগের আয়োজন সম্পন্ন করে দেব॥ ৩৬ ॥ প্রভু! আপনি আমার উপনীত অভীষ্ট ভোগ্য বিষয়সমূহ উপভোগ করে এই নবদ্বারবিশিষ্ট পুরীতে শতবর্ষ অধিষ্ঠান করুন॥ ৩৭ ॥ আপনি ব্যতীত অন্য কার সঙ্গেই বা আমি উপভোগে রত হব? অন্যেরা তো সম্ভোগের মর্মই জানে না, বিধিসম্মত ভোগও গ্রহণ করে না, পরলোকের চিন্তাও করে না অথবা আগামী কাল কী হবে সে বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে—অতএব তারা তো পশুতুল্য॥ ৩৮ ॥ ইহলোকে গৃহস্থাশ্রমেই ধর্ম, অর্থ, কাম, সন্তানসুখ, মোক্ষ, যশ এবং দিব্য স্বর্গাদি লোকসমূহের সিদ্ধি হয়ে থাকে। সংসারত্যাগী যতিগণ তো এসবের কল্পনাও করতে পারে না॥ ৩৯ ॥ ইহলোকে গৃহস্থাশ্রমই পিতৃগণ, দেবতা, ঋষি, মানুষ তথা সর্বভূতের এবং নিজের কল্যাণের একমাত্র আশ্রয়—মহাপুরুষগণ এইরূপই বলে থাকেন॥ ৪০ ॥ হে বীর! আপনার মতো

[১]প্রাচীন বইয়ে 'নারদ উবাচ' এই অংশ নেই। [২]প্রা.পা.—বিদাম ন। [৩]প্রা.পা.—পদং। [৪]প্রা.পা.—ক্ষেমং। [৫]প্রা.পা.—পতিং। [৬]প্রা.পা.—স্বয়ম্।

কস্যা মনস্তে ভুবি ভোগিভোগয়োঃ
স্ত্রিয়া ন সজ্জেদ্ভুজয়োর্মহাভুজ।
যোঽনাথবর্গাধিমলং ঘৃণোদ্ধত-
স্মিতাবলোকেন চরত্যপোহিতুম্॥ ৪২ ॥

নারদ[১] উবাচ

ইতি তৌ দম্পতী তত্র সমুদ্য সময়ং মিথঃ।
তাং প্রবিশ্য পুরীং রাজন্মুমুদাতে শতং সমাঃ॥ ৪৩
উপগীয়মানো ললিতং তত্র তত্র চ গায়কৈঃ।
ক্রীড়ন্ পরিবৃতঃ স্ত্রীভির্হ্রদিনীমাবিশচ্ছুচৌ॥ ৪৪ ॥
সপ্তোপরি কৃতা দ্বারঃ পুরস্তস্যাস্তু দ্বে অধঃ।
পৃথগ্বিষয়গত্যর্থং তস্যাং যঃ কশ্চনেশ্বরঃ॥ ৪৫ ॥
পঞ্চ দ্বারস্তু পৌরস্ত্যা দক্ষিণৈকা তথোত্তরা।
পশ্চিমে দ্বে অমূষাং তে নামানি নৃপ বর্ণয়ে॥ ৪৬ ॥
খদ্যোতাবির্মুখী চ প্রাগ্দ্বারাবেকত্র নির্মিতে।
বিভ্রাজিতং জনপদং যাতি তাভ্যাং দ্যুমৎসখঃ॥ ৪৭
নলিনী নালিনী চ প্রাগ্দ্বারাবেকত্র নির্মিতে।
অবধূতসখস্তাভ্যাং বিষয়ং যাতি সৌরভম্॥ ৪৮ ॥
মুখ্যা নাম পুরস্তাদ্ দ্বাস্তয়াপণবহূদনৌ।
বিষয়ৌ যাতি পুররাড্‌রসজ্ঞবিপণান্বিতঃ॥ ৪৯ ॥
পিতৃহূর্নৃপ পুর্যা দ্বার্দক্ষিণেন পুরঞ্জনঃ।
রাষ্ট্রং দক্ষিণপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ[২]॥ ৫০ ॥
দেবহূর্নাম পুর্যা দ্বা উত্তরেণ পুরঞ্জনঃ।
রাষ্ট্রমুত্তরপঞ্চালং যাতি শ্রুতধরান্বিতঃ॥ ৫১ ॥
আসুরী নাম পশ্চাদ্ দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ।
গ্রামকং নাম বিষয়ং দুর্মদেন সমন্বিতঃ॥ ৫২ ॥
নির্ঋতির্নাম পশ্চাদ্ দ্বাস্তয়া যাতি পুরঞ্জনঃ।
বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতঃ॥ ৫৩ ॥
অন্ধাবমীষাং[৩] পৌরাণাং নির্বাক্‌পেশস্কৃতাবুভৌ।
অক্ষণ্বতামধিপতিস্তাভ্যাং যাতি করোতি চ॥ ৫৪ ॥

বিখ্যাত, উদারচিত্ত, প্রিয়দর্শন এবং প্রীতির যোগ্য পাত্র অযাচিতভাবে উপস্থিত হলে আমার মতো কোন নারীই বা পতিরূপে বরণ করবে না? ॥ ৪১ ॥ হে মহাবাহু! আপনার ওই নাগতুল্য সুগঠিত বলিষ্ঠ ভুজদ্বয়ের বন্ধনে ধরা দিতে পৃথিবীতে কোন রমণীর মনই বা উৎসুক না হবে? আপনি তো আপনার মৃদুহাস্যমধুর করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মতো অনাথাদের মানসিক সন্তাপ হরণের জন্যই পৃথিবীতে বিচরণ করছেন॥ ৪২ ॥

নারদ বললেন—মহারাজ! এইভাবে সেই দম্পতি পরস্পর সম্মতিক্রমে সেই পুরীতে প্রবেশ করে শত বৎসর কাল আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন॥ ৪৩ ॥ সেই পুরীমধ্যে বিভিন্ন স্থানে গায়কগণ পুরঞ্জনের স্তুতি গান করত। গ্রীষ্মকালে তিনি স্ত্রীগণে পরিবৃত হয়ে সরোবরে অবতীর্ণ হয়ে জলক্রীড়া করতেন॥ ৪৪ ॥ সেই নগরীতে যে নয়টি দ্বার ছিল, তার মধ্যে সাতটি ছিল উপরিভাগে এবং দুইটি ছিল নীচে। যিনি সেই নগরীর রাজা হতেন, তাঁর ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য এগুলি নির্মিত হয়েছিল॥ ৪৫ ॥ রাজন! এই দ্বারগুলির মধ্যে পাঁচটি ছিল পূর্বদিকে, একটি দক্ষিণ দিকে, একটি উত্তর দিকে এবং দুইটি পশ্চিম দিকে। আমি সেগুলির নাম বলছি॥ ৪৬ ॥ পূর্বদিকে খদ্যোতা এবং অবির্মুখী নামে দুটি দ্বার একই স্থানে পাশাপাশি নির্মিত ছিল। এই দুটি দ্বার দিয়ে পুরঞ্জন দ্যুমান নামক বন্ধুর সঙ্গে বিভ্রাজিত নামক দেশে গমন করতেন॥ ৪৭ ॥ পূর্বদিকের অপর দুটি দ্বার, নলিনী এবং নালিনীও এই রকমই একই স্থানে অবস্থিত। এই দুটির মধ্যে দিয়ে তিনি অবধূতের সঙ্গে সৌরভ নামক দেশে গমন করতেন॥ ৪৮ ॥ পূর্বদিকের পঞ্চম দ্বারের নাম মুখ্যা, রাজা পুরঞ্জন এর মাধ্যমে রসজ্ঞ এবং বিপণের সঙ্গে যথাক্রমে বহূদন এবং আপণ নামক দেশে যেতেন॥ ৪৯ ॥ নগরের দক্ষিণ দিকে পিতৃহূ নামক যে দ্বার ছিল তার মাধ্যমে তিনি শ্রুতধরের সঙ্গে দক্ষিণ পঞ্চাল নামক দেশে যেতেন॥ ৫০ ॥ পুরীর উত্তর দিকে দেবহূ নামের দ্বার, সেটি দিয়ে (পূর্বোক্ত) শ্রুতধরেরই সঙ্গে তিনি উত্তর পঞ্চাল নামক দেশে গমন করতেন॥ ৫১ ॥ পশ্চিমদিকে ছিল আসুরী নামক দ্বার, দুর্মদের সঙ্গে সেই দ্বারপথে তিনি গ্রামক-দেশে গমন করতেন॥ ৫২ ॥ পশ্চিম দিকের অপর দ্বারটির নাম নির্ঋতি, এই পথে তিনি লুব্ধকের সঙ্গে বৈশস নামক দেশে যেতেন॥ ৫৩ ॥ সেই নগরের অধিবাসীদের মধ্যে নির্বাক

[১] প্রাচীন বইয়ে 'নারদ উবাচ' এই অংশ নেই। [২] প্রা.পা.—শ্রুতি। [৩] প্রাচীন বইয়ে 'অন্ধাবমীষাং' থেকে আরম্ভ করে 'করোতি চ' পর্যন্ত (৫৪ শ্লোক) নেই।

স[১] যর্হ্যন্তঃপুরগতো বিষূচীনসমন্বিতঃ।
মোহং প্রসাদং হর্ষং বা যাতি জায়াত্মজোদ্ভবম্॥ ৫৫

এবং কর্মসু সংসক্তঃ কামাত্মা বঞ্চিতোঽবুধঃ।
মহিষী যদ্যদীহেত তত্তদেবান্ববর্তত॥ ৫৬ ॥

ক্বচিৎ পিবন্ত্যাং পিবতি মদিরাং মদবিহ্বলঃ।
অশ্নন্ত্যাং ক্বচিদশ্নাতি জক্ষত্যাং সহ জক্ষিতি॥ ৫৭ ॥

ক্বচিদ্‌গায়তি গায়ন্ত্যাং রুদত্যাং রুদতি ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ধসন্ত্যাং হসতি জল্পন্ত্যামনু জল্পতি॥ ৫৮ ॥

ক্বচিদ্ধাবতি ধাবন্ত্যাং তিষ্ঠন্ত্যামনু তিষ্ঠতি।
অনু শেতে শয়ানায়ামন্বাস্তে ক্বচিদাসতীম্॥ ৫৯ ॥

ক্বচিচ্ছৃণোতি শৃণ্বন্ত্যাং পশ্যন্ত্যামনু পশ্যতি।
ক্বচিজ্জিঘ্রতি জিঘ্রন্ত্যাং স্পৃশন্ত্যাং স্পৃশতি ক্বচিৎ॥ ৬০

ক্বচিচ্চ শোচতীং জায়ামনুশোচতি দীনবৎ।
অনু হৃষ্যতি হৃষ্যন্ত্যাং মুদিতামনু মোদতে॥ ৬১ ॥

বিপ্রলব্ধো মহিষ্যৈবং সর্বপ্রকৃতিবঞ্চিতঃ।
নেচ্ছন্নকরোত্যজ্ঞঃ ক্লৈব্যাৎ ক্রীড়ামৃগো যথা॥ ৬২

এবং পেশস্কৃৎ—এই দুজন নাগরিক ছিল অন্ধ। রাজা পুরঞ্জন চক্ষুষ্মান নাগরিকদের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও এই দুজনেরই সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন এবং সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদন করতেন॥ ৫৪ ॥ নিজের প্রধান সেবক বিষূচীনের সঙ্গে যখন তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন, তখন পত্নী-পুত্রাদির কারণে উৎপন্ন মোহ, প্রসন্নতা ও হর্ষ অনুভব করতেন॥ ৫৫ ॥ পুরঞ্জনের চিত্ত এইভাবে বিভিন্ন প্রকারের কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল, কামের বশ্যতা স্বীকার করায় মোহগ্রস্ত হয়ে তিনি রমণীর দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর মহিষী যে যে কাজ করতেন, তিনিও সেই সেই কাজেই প্রবৃত্ত হতেন॥ ৫৬ ॥ পত্নী যখন মদ্যপান করতেন, পুরঞ্জনও তখন মদ্যপান করতেন এবং মদোন্মত্ত হয়ে উঠতেন, মহিষী ভোজন করলে তিনিও ভোজন করতেন, মহিষী (প্রধান অন্নভোজন ব্যতিরিক্ত অন্য কোনো) খাদ্য-গ্রহণ করলে তিনিও তা গ্রহণ করতেন॥ ৫৭ ॥ এইভাবেই কখনো তিনি গান করলে পুরঞ্জনও সংগীতে রত হতেন, তিনি কাঁদলে কাঁদতেন, হাসলে হাসতেন এবং কথা বললে কথা বলতেন॥ ৫৮ ॥ তিনি ধাবিত হলে নিজেও ধাবিত হতেন, দাঁড়িয়ে থাকলে নিজেও দাঁড়াতেন, শয়ন করলে নিজেও শয়ন করতেন, উপবেশন করলে নিজেও উপবেশন করতেন॥ ৫৯ ॥ মহিষী শ্রবণ করলে তিনিও শ্রবণ করতেন, দেখলে দেখতেন, আঘ্রাণ নিলে নিজেও আঘ্রাণ নিতেন এবং তিনি কোনো কিছু স্পর্শ করলে নিজেও স্পর্শ করতেন॥ ৬০ ॥ কখনো তাঁর জায়া শোক করলে তিনি নিজেও অত্যন্ত দীনের মতো শোকে আকুল হতেন, তিনি হৃষ্ট হলে নিজেও হর্ষপ্রকাশ করতেন, তিনি আনন্দিত হলে নিজেও আনন্দিত হতেন॥ ৬১ ॥ (এইপ্রকারে) রাজা পুরঞ্জন নিজের সুন্দরী পত্নীকর্তৃক সম্পূর্ণরূপেই প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। সমগ্র প্রকৃতিবর্গ, তাঁর পরিবারগণও তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করছিল। সেই মূর্খরাজা সম্পূর্ণরূপে পর-বশ হয়ে নিজের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনুকরণ করে যাচ্ছিলেন যেমন খেলা দেখানোর জন্য পালিত বানর পরের দ্বারা চালিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার আচরণ করে থাকে॥ ৬২ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
পুরঞ্জন উপাখ্যানে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

———o———

[১]প্রাচীন বইয়ে পঞ্চান্ন শ্লোকের পূর্বার্ধ ভাগ নেই।

অথ ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ
ষড়বিংশ অধ্যায়
পুরঞ্জনের মৃগয়া-গমন এবং মহিষীর কোপ

নারদ [১]উবাচ

স একদা মহেষ্বাসো রথং পঞ্চাশ্বমাশুগম্।
দ্বিপং দ্বিচক্রমেকাক্ষং ত্রিবেণুং পঞ্চবন্ধুরম্॥ ১ ॥

একরশ্ম্যেকদমনমেকনীড়ং দ্বিকূবরম্।
পঞ্চপ্রহরণং সপ্তবরূথং পঞ্চবিক্রমম্॥ ২ ॥

হৈমোপস্করমারুহ্য স্বর্ণবর্মাক্ষয়েষুধিঃ।
একাদশচমূনাথঃ পঞ্চপ্রস্থমগাদ্ বনম্॥ ৩ ॥

চচার মৃগয়াং তত্র দৃপ্ত আত্তেষুকার্মুকঃ।
বিহায় জায়ামতদর্হাং মৃগব্যসনলালসঃ॥ ৪ ॥

আসুরীং বৃত্তিমাশ্রিত্য ঘোরাত্মা নিরনুগ্রহঃ।
ন্যহনন্নিশিতৈর্বাণৈর্বনেষু বনগোচরান্॥ ৫ ॥

তীর্থেষু প্রতিদৃষ্টেষু রাজা মেধ্যান্[২] পশূন্ বনে।
যাবদর্থমলং লুব্ধো হন্যাদিতি নিয়ম্যতে॥ ৬ ॥

য এবং কর্ম নিয়তং বিদ্বান্ কুর্বীত মানবঃ।
কর্মণা তেন রাজেন্দ্র জ্ঞানেন ন স লিপ্যতে॥ ৭ ॥

অন্যথা কর্ম কুর্বাণো মানারূঢ়ো নিবধ্যতে।
গুণপ্রবাহপতিতো নষ্টপ্রজ্ঞো ব্রজত্যধঃ॥ ৮ ॥

নারদ বললেন—মহারাজ! একদিন রাজা পুরঞ্জন নিজের বিশাল ধনু, স্বর্ণময় কবচ এবং অক্ষয় তূণ ধারণ করে নিজের একাদশ (এগারোতম) সেনাপতির সঙ্গে পঞ্চাশ্বযুক্ত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করে পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করলেন। সেই রথে দুটি ইষাদণ্ড, দুটি চক্র, একটি অক্ষদণ্ড, তিনটি ধ্বজ (পতাকা), পাঁচটি বন্ধনরজ্জু, একটি রশ্মি (লাগাম), একজন সারথি, একটি উপবেশন স্থান, দুটি যুগ (জোয়াল) বন্ধন স্থান, পাঁচ (ধরনের) অস্ত্র এবং সাতটি (চর্মাদিনির্মিত রথরক্ষণার্থ) আবরণ ছিল। সেই রথ পাঁচ রকমের ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চলতে পারত এবং তার অলংকরণ সবই ছিল স্বর্ণরচিত॥ ১-৩ ॥ যদিও রাজার পক্ষে নিজের পত্নীকে মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে থাকা কঠিন ছিল, কিন্তু সেইদিন তাঁর মৃগয়ার জন্য এমনই প্রবল বাসনা উপস্থিত হল যে, তাঁর (পত্নীর) জন্য ভ্রূক্ষেপ না করে দর্পের সঙ্গে ধনুর্বাণ ধারণ করে শিকারে মত্ত হলেন॥ ৪ ॥ এই সময়ে আসুরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর চিত্ত অত্যন্ত কঠোর এবং নির্দয় হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে তিনি নিজের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বহুসংখ্যক নির্দোষ বন্য প্রাণীকে হত্যা করতে লাগলেন॥ ৫ ॥ যার মাংসের প্রতি অত্যধিক আসক্তি আছে, সেই রাজা কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মের জন্য বনে গিয়ে প্রয়োজন মতো অনিষিদ্ধ (যে প্রাণীর বধ শাস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিষিদ্ধ নয় এমন) প্রাণীকে বধ করতে পারেন, বৃথা প্রাণীহিংসা কোনোমতেই করবেন না—শাস্ত্রে এইভাবে (নির্দেশ দিয়ে) লোভজনিত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে॥ ৬ ॥ হে রাজেন্দ্র! যে বিদ্বান ব্যক্তি এইভাবে শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্মের আচরণ করেন, তাঁর সেই কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানের প্রভাবে সেই কর্মের দ্বারা তিনি আর লিপ্ত হন না॥ ৭ ॥ অন্যথায় স্বেচ্ছানুসারে (নিয়ম না মেনে) কর্মের অনুষ্ঠান করলে মানুষ ('আমিই কর্তা' ইত্যাদিরূপে) অভিমানগ্রস্ত হয়ে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার ফলে গুণ প্রবাহরূপ সংসার চক্রে পতিত হয় এবং বিবেকবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ক্রমশ অধোগামী হতে থাকে॥ ৮ ॥

[১]প্রাচীন বইয়ে 'নারদ উবাচ' এই অংশ নেই। [২]প্রা.পা.— মেধ্যপশূন্বনে।

তত্র নির্ভিন্নগাত্রাণাং চিত্রবাজৈঃ শিলীমুখৈঃ।
বিপ্লবোঽভূদ্ দুঃখিতানাং দুঃসহঃ করুণাত্মনাম্॥ ৯

শশান্ বরাহান্ মহিষান্ গবয়ান্ রুরুশল্যকান্।
মেধ্যানন্যাংশ্চ[১] বিবিধান্ বিনিঘ্নন্ শ্রমমধ্যগাৎ॥ ১০

ততঃ ক্ষুত্তৃট্পরিশ্রান্তো নিবৃত্তো গৃহমেয়িবান্।
কৃতস্নানোচিতাহারঃ সংবিবেশ গতক্লমঃ॥ ১১ ॥

আত্মানমর্হয়াঞ্চক্রে ধূপালেপস্রগাদিভিঃ।
সাধ্বলঙ্কৃতসর্বাঙ্গো মহিষ্যামাদধে মনঃ॥ ১২ ॥

তৃপ্তো হৃষ্টঃ সুদৃপ্তশ্চ কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ।
ন ব্যচষ্ট বরারোহাং গৃহিণীং গৃহমেধিনীম্॥ ১৩ ॥

অন্তঃপুরস্ত্রিয়োঽপৃচ্ছদ্বিমনা ইব বেদিষৎ।
অপি বঃ কুশলং রামাঃ সেশ্বরীণাং যথা পুরা॥ ১৪

ন তথৈতর্হি রোচন্তে গৃহেষু গৃহসম্পদঃ।
যদি ন স্যাদ্ গৃহে মাতা পত্নী বা পতিদেবতা।
ব্যঙ্গে রথ ইব প্রাজ্ঞঃ কো নামাসীত দীনবৎ॥ ১৫ ॥

ক্ব বর্ততে সা ললনা মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে।
যা মামুদ্ধরতে প্রজ্ঞাং দীপয়ন্তী পদে পদে॥ ১৬ ॥

রামা ঊচুঃ

নরনাথ ন জানীমস্ত্বৎপ্রিয়া যদ্ব্যবস্যতি।
ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন্॥ ১৭ ॥

নারদ[২] উবাচ

পুরঞ্জনঃ স্বমহিষীং নিরীক্ষ্যাবধুতাং ভুবি।
তৎসঙ্গোন্মথিতজ্ঞানো বৈক্লব্যং পরমং যযৌ॥ ১৮

পুরঞ্জনের নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন প্রকারের পক্ষযুক্ত বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে বহু প্রাণী অত্যন্ত কষ্টপূর্ণ মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হতে লাগল। তাঁর এই নির্দয় জীব-সংহার সদয়-হৃদয় ব্যক্তিদের পক্ষে একান্ত দুঃখজনক এবং অসহনীয় হয়ে উঠেছিল॥ ৯ ॥ এইভাবে সেই বনে খরগোশ, শূকর, মহিষ, নীলগাই, রুরুমৃগ, সজারু ও আরও অনেক প্রকার মেধ্য (পবিত্র, ভক্ষণাদিযোগ্য) পশু বধ করতে করতে রাজা পুরঞ্জন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন॥ ১০ ॥ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তিনি মৃগয়ায় নিবৃত্ত হয়ে বন থেকে রাজভবনে ফিরে এলেন। সেখানে যথারীতি স্নান-ভোজনাদি সম্পন্ন করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি থেকে মুক্ত হলেন॥ ১১ ॥ অনন্তর পুরঞ্জন ধূপাদি গন্ধদ্রব্য, চন্দনাদি আলেপন এবং মাল্য প্রভৃতি দ্বারা নিজের প্রসাধন সম্পাদন করলেন এবং সর্বাঙ্গে বিভিন্ন প্রকার অলংকার ধারণ করে সুসজ্জিত হলেন। এইবার তাঁর মহিষীর কথা মনে পড়ল॥ ১২ ॥ তখন তিনি ভোজনাদির ফলে তৃপ্ত দেহে এবং গর্বিত ও আনন্দিত হৃদয়ে কামাক্রান্ত হয়ে নিজের সুন্দরী গৃহধর্মচারিণী পত্নীকে অন্বেষণ করতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না॥ ১৩ ॥ প্রাচীনবর্হি! তখন তিনি কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হয়ে অন্তঃপুরিকাগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরীগণ, তোমরা সবাই পূর্বের মতোই তোমাদের অধীশ্বরীসহ কুশলে আছ তো ? ॥ ১৪ ॥ আজ এই গৃহের কোনো উপকরণই যেন পূর্বের মতো রুচিকর মনে হচ্ছে না, এর কারণ কী ? গৃহে মাতা অথবা পতিব্রতা পত্নী না থাকলে সেই গৃহ যেন চক্রহীন রথের মতো অচল হয়ে পড়ে, কোন বুদ্ধিমান পুরুষ আর সেই গৃহে দীন হতভাগ্যের মতো বাস করতে চায় ? ॥ ১৫ ॥ সুতরাং তোমরা বলো, যিনি পদে পদে আমার বিবেক বুদ্ধি জাগিয়ে দিয়ে বিপদ-সাগরে নিমগ্ন প্রায় আমাকে উদ্ধার করে থাকেন—সেই শ্রীময়ীললনা কোথায় ? ॥ ১৬ ॥

রমণীগণ উত্তর দিল—মহারাজ ! আপনার প্রিয়তমা কী স্থির করেছেন, আমরা জানি না। শত্রুজিৎ, ওই দেখুন, তিনি কোনোরূপ আস্তরণ বিনাই ভূমিতলে শয়ন করে আছেন॥ ১৭ ॥

নারদ বললেন—পুরঞ্জন নিজ মহিষীকে অবমানিতার মতো অযত্নে-অনাদরে ধূলিতলে লীন অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তাঁর দর্শনরূপ-সঙ্গলাভ মাত্রই তাঁর বুদ্ধি

[১]প্রা.পা.—নন্যানমেধ্যাংশ্চ বিনি.। [২]প্রাচীন বইয়ে 'নারদ উবাচ' এই অংশ নেই।

সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হৃদয়েন বিদূয়তা।
প্রেয়স্যাঃ স্নেহসংরম্ভলিঙ্গমাত্মনি নাভ্যগাৎ॥ ১৯ ॥

অনুনিন্যেঽথ শনকৈর্বীরোঽনুনয়কোবিদঃ।
পস্পর্শ পাদযুগলমাহ চোৎসঙ্গলালিতাম্॥ ২০ ॥

পুরঞ্জন [১] উবাচ

নূনং ত্বকৃতপুণ্যাস্তে ভৃত্যা যেষ্বীশ্বরাঃ শুভে।
কৃতাগস্স্বাত্মসাৎ কৃত্বা শিক্ষাদণ্ডং ন যুঞ্জতে॥ ২১ ॥

পরমোঽনুগ্রহো দণ্ডো ভৃত্যেষু প্রভুণার্পিতঃ।
বালো ন বেদ তত্তন্বি বন্ধুকৃত্যমমর্ষণঃ॥ ২২ ॥

সা ত্বং মুখং সুদতি সুভ্র্বনুরাগভার-
ব্রীড়াবিলম্ববিলসদ্ধসিতাবলোকম্।
নীলালকালিভিরুপস্কৃতমুন্নসং নঃ
স্বানাং প্রদর্শয় মনস্বিনি বল্গুবাক্যম্॥ ২৩ ॥

তস্মিন্ দধে দমমহং তব বীরপত্নি
যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তম্।
পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যা-
মন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাৎ॥ ২৪ ॥

বক্ত্রং ন তে বিতিলকং মলিনং বিহর্ষং
সংরম্ভভীমমবিমৃষ্টমপেতরাগম্।
পশ্যে স্তনাবপি শুচোপহতৌ সুজাতৌ
বিম্বাধরং বিগতকুঙ্কুমপঙ্করাগম্॥ ২৫ ॥

যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল, তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন॥ ১৮ ॥ একান্ত দুঃখিত হৃদয়ে তিনি মধুর বাক্যে তাঁকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন কিন্তু প্রেয়সীর দিক থেকে তাঁর নিজের প্রতি কোনোরূপ প্রণয়-কোপসূচক চিহ্নের প্রকাশ ঘটতে দেখলেন না॥ ১৯ ॥ পুরঞ্জন অনুনয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন ধীরে ধীরে অনুনয়-বিনয়ের দ্বারা মহিষীর মানভঞ্জনে প্রয়াসী হলেন। প্রথমে তিনি তাঁর চরণ স্পর্শ করলেন এবং পরে তাঁকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করে আদরের সঙ্গে তাঁকে বলতে লাগলেন॥ ২০ ॥

পুরঞ্জন বললেন—কল্যাণী! যে ভৃত্যরা অপরাধ করলে তাদের প্রভুগণ তাদের নিজের লোক বলে মনে করে শিক্ষাদানের জন্য দণ্ডবিধান করেন না, তারা নিতান্তই হতভাগ্য॥ ২১ ॥ সেবকের প্রতি প্রভু কর্তৃক প্রযুক্ত দণ্ড প্রকৃতপক্ষে পরম অনুগ্রহস্বরূপ। হে তন্বী! একমাত্র মূর্খব্যক্তিই ক্রোধান্ধ হওয়ার ফলে সেটি (প্রভু প্রদত্ত দণ্ড) যে পরম উপকারী বন্ধুর কাজ তা বুঝতে পারে না॥ ২২ ॥ রুচির দন্তপঙ্‌ক্তি ও কমনীয় ভ্রূযুগলে শোভান্বিতা হে মনস্বিনী, পরিহার করো তোমার এই অভিমান, আমাকে তোমার নিজের বশংবদ অনুগ্রহ-পাত্র জেনে, অনুরাগভরে ও লজ্জায় আনমিত, মধুর-হাস্যদীপ্ত-দৃষ্টির প্রসন্নতায় সমুজ্জ্বল তোমার ওই মনোহর মুখটি একবার দেখাও! তোমার প্রফুল্ল মুখ পঙ্কজের চারিপাশে বেষ্টন করে ভ্রমরের মতো নীল চূর্ণ অলকরাশি শোভা পাচ্ছে, উন্নত নাসার সৌন্দর্যে মণ্ডিত তোমার এই মুখের মধুর বাণী তাকে করে তুলেছে আরও মনোমোহন! ॥ ২৩ ॥ বীরপত্নী! যদি অপর কেউ তোমার কাছে কোনো অপরাধ করে থাকে, তাহলে তুমি তার নাম আমাকে বলো; যদি সে ব্রাহ্মণকুলজাত না হয়, তবে আমি এখনই তাকে শাস্তি দিচ্ছি। আমি তো একমাত্র ভগবান মুরারির ভক্ত ব্যতীত, ত্রিভুবনে অথবা তার বাইরেও এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি না, যে তোমার কাছে অপরাধ করে নির্ভয়ে এবং আনন্দে থাকতে পারে॥ ২৪ ॥ প্রিয়ে! আমি আজ পর্যন্ত কখনো তোমার মুখ এমন তিলকহীন, মলিন, নিরানন্দ, ক্রোধাবশে ভয়ানক, কান্তিহীন এবং রুক্ষ (প্রীতিভাবশূন্য) দেখিনি; অথবা তোমার শোভন বক্ষঃস্থলকে এমন শোকাশ্রুপ্লাবিত এবং

[১] প্রাচীন বইয়ে 'পুরঞ্জন উবাচ' এই অংশ নেই।

তন্মে প্রসীদ সুহৃদঃ কৃতকিল্বিষস্য

স্বৈরং গতস্য মৃগয়াং ব্যসনাতুরস্য।

কা দেবরং বশগতং কুসুমাস্ত্রবেগ-

বিস্রস্ত[1]পৌংস্নমুশতী ন ভজেত কৃত্যে॥ ২৬ ॥

তোমার বিম্বাধর এমন কুঙ্কুমরক্তাভাশূন্যও দেখিনি॥ ২৫ ॥ আমি ব্যসনাসক্ত হয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা না করেই মৃগয়ায় চলে গিয়েছিলাম, এজন্য আমি অবশ্যই তোমার কাছে অপরাধী। তাহলেও তুমি আপনজন বলে আমার ওপর প্রসন্ন হও। কামদেবের বিষম বাণে অধীর হয়ে যে সর্বদাই বশবর্তী থাকে, সেই নিজের প্রিয় পতির প্রতি কোন অনুরাগবর্তী রমণীই বা যথোচিত আচরণ না করে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬ ॥
শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
পুরঞ্জন উপাখ্যানে ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

অথ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ
সপ্তবিংশ অধ্যায়
চণ্ডবেগ কর্তৃক পুরঞ্জন-পুরী আক্রমণ এবং কালকন্যার কাহিনী

নারদ উবাচ

ইত্থং পুরঞ্জনং সধ্র্যগ্‌বশমানীয় বিভ্রমৈঃ।
পুরঞ্জনী মহারাজ রেমে রময়তী পতিম্॥ ১ ॥

স রাজা মহিষীং রাজন্ সুস্নাতাং রুচিराননাম্[2]।
কৃতস্বস্ত্যয়নাং তৃপ্তামভ্যনন্দদুপাগতাম্॥ ২ ॥

তয়োপগূঢ়ঃ পরিরব্ধকন্ধরো
রহোঽনুমন্ত্রৈরপকৃষ্টচেতনঃ।
ন কালরংহো বুবুধে দুরত্যয়ং
দিবা নিশেতি প্রমদাপরিগ্রহঃ॥ ৩ ॥

শয়ান উন্নদ্ধমদো মহামনা
মহার্হতল্পে মহিষীভুজোপধিঃ।
তামেব বীরো মনুতে পরং[3] যত-
স্তমোঽভিভূতো ন নিজং পরং চ যৎ॥ ৪ ॥

নারদ বললেন—এইভাবে বহুবিধ বিলাস-বিভ্রমের দ্বারা পুরঞ্জনকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশীভূত করে পুরঞ্জনী (পুরঞ্জন-মহিষী) তাঁর আনন্দ বিধানে তৎপর হয়ে তাঁর সঙ্গে সুখ-সম্ভোগে রত হলেন॥ ১ ॥ তিনি উত্তমরূপে স্নান করে নানাবিধ মাঙ্গলিক সজ্জায় সজ্জিত ও ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্ত হয়ে রাজার নিকটে আগমন করলেন। রাজাও সেই অনন্য মুখশ্রীযুক্তা মহিষীকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানালেন॥ ২ ॥ পুরঞ্জনী তাঁর কণ্ঠলগ্না হলে তিনিও তাঁকে কণ্ঠাশ্লেষে গ্রহণ করলেন। নিভৃতে মধুর রহস্যালাপে মোহিত ও বিবেকজ্ঞানভ্রষ্ট হয়ে তিনি সেই কামিনী-সঙ্গেই নিমজ্জিত থেকে এক এক করে দিন ও রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে যে অমোঘ গতিতে কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে সচেতনতাও হারিয়ে ফেললেন॥ ৩ ॥ সেই মনস্বী ও বীর পুরঞ্জন (এখন) পত্নীর বাহুর উপর মাথা রেখে বহুমূল্য শয্যায় শয়ন করে মদমত্তভাবে কাল কাটাতে লাগলেন এবং সেই রমণীকেই পরম পুরুষার্থ বলে মনে করতে লাগলেন। অজ্ঞানের অন্ধকারে (তমোগুণে) অভিভূত হওয়ায় তখন

---

[1]প্রা.পা.—বিস্রস্তপৌস্ন্যা.। [2]প্রা.পা.—রুচিরাম্বরাম্। [3]প্রা.পা.—বুধো।

তয়ৈবং রমমাণস্য কামকশ্মলচেতসঃ।
ক্ষণার্ধমিব রাজেন্দ্র ব্যতিক্রান্তং নবং বয়ঃ॥ ৫ ॥

তস্যামজনয়ৎ পুত্রান্[1] পুরঞ্জন্যাং পুরঞ্জনঃ।
শতান্যেকাদশ বিরাড়ায়ুষোঽর্ধমথাত্যগাৎ॥ ৬ ॥

দুহিতৃর্দশোত্তরশতং পিতৃমাতৃযশস্করীঃ।
শীলৌদার্যগুণোপেতাঃ পৌরঞ্জন্যঃ প্রজাপতে॥ ৭ ॥

স পঞ্চালপতিঃ[2] পুত্রান্ পিতৃবংশবিবর্ধনান্।
দারৈঃ সংযোজয়ামাস দুহিতৃঃ সদৃশৈর্বরৈঃ॥ ৮ ॥

পুত্রাণাং চাভবন্ পুত্রা একৈকস্য শতং শতম্।
যৈর্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্চালেষু সমেধিতঃ॥ ৯ ॥

তেষু তদ্রিক্থহারেষু গৃহকোশানুজীবিষু।
নিরূঢ়েন মমত্বেন বিষয়েষ্বন্ববধ্যত[3]॥ ১০ ॥

ঈজে[4] চ ক্রতুভির্ঘোরৈর্দীক্ষিতঃ পশুমারকৈঃ।
দেবান্ পিতৄন্ ভূতপতীন্নানাকামো যথা ভবান্॥ ১১

যুক্তেষ্বেবং প্রমত্তস্য কুটুম্বাসক্তচেতসঃ।
আসসাদ[5] স বৈ কালো যোঽপ্রিয়ঃ প্রিয়যোষিতাম্॥ ১২

চণ্ডবেগ ইতি খ্যাতো গন্ধর্বাধিপতির্নৃপ।
গন্ধর্বাস্তস্য বলিনঃ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্॥ ১৩ ॥

গন্ধর্ব্যস্তাদৃশীরস্য মৈথুন্যশ্চ সিতাসিতাঃ।
পরিবৃত্ত্যা বিলুম্পন্তি সর্বকামবিনির্মিতাম্॥ ১৪ ॥

তে চণ্ডবেগানুচরাঃ পুরঞ্জনপুরং[6] যদা।
হর্তুমারেভিরে তত্র প্রত্যষেধৎ প্রজাগরঃ॥ ১৫ ॥

তাঁর আত্ম-পরবোধও (আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞানও) লুপ্ত হয়েছিল॥ ৪ ॥

মহারাজ! এইভাবে কামকলুষিত চিত্তে তাঁর সঙ্গে দৈহিক সুখভোগে মত্ত থাকতে থাকতে পুরঞ্জনের নবীন যৌবন যেন ক্ষণার্ধের মতো অতিক্রান্ত হয়ে গেল॥ ৫ ॥ হে প্রজাপালক মহারাজ! সেই পুরঞ্জনীর গর্ভে মহারাজ পুরঞ্জনের একাদশ শত পুত্রের জন্ম হল এবং ইতিমধ্যে সেই সম্রাটের আয়ুর অর্ধেক ভাগও বিগত হল। এই পুত্রগণ ছাড়া তাঁর আরও একশত দশটি কন্যা উৎপন্ন হয়েছিল—এরা সকলেই পিতা-মাতার যশবৃদ্ধিকারী এবং সুশীলতা, উদারতা প্রভৃতি গুণে ভূষিতা ছিল। এরা (কন্যাগণ) পৌরঞ্জনী নামে বিখ্যাত হয়েছিল॥ ৬-৭ ॥ পঞ্চালরাজ পুরঞ্জন পিতৃবংশ বিস্তারকারী সেই পুত্রগণকে যোগ্য বধূগণের সঙ্গে বিবাহ দিলেন এবং কন্যাগণকেও উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করলেন॥ ৮ ॥ পুত্রগণের প্রত্যেকেরই আবার একশত করে পুত্র জন্মেছিল এবং এইভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পুরঞ্জন-বংশ সমগ্র পাঞ্চালদেশে বিস্তারলাভ করেছিল॥ ৯ ॥ এই পুত্র এবং তাদের উত্তরাধিকারী পৌত্র, গৃহ, রাজকোষ, সেবক এবং অমাত্য প্রভৃতির প্রতি অতি গভীর মমতা জন্মানোর ফলে পুরঞ্জন এইসব বিষয়েই আবদ্ধ হয়ে পড়লেন॥ ১০ ॥ রাজন্! তিনিও তোমারই মতো বিভিন্ন কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে বিবিধ পশুহিংসাময় ঘোর যজ্ঞের সাহায্যে দেবতা, পিতৃগণ এবং ভূতপতিগণের আরাধনা করতে লাগলেন॥ ১১ ॥ এইভাবে তিনি সারাজীবন আত্মকল্যাণসাধক কর্মসম্পর্কে উদাসীন এবং কুটুম্ব-পালনেই ব্যস্ত রইলেন। শেষে, জীবনের যে সময়টি নারীসঙ্গকামুক পুরুষদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় বলে বোধ হয়—সেই বার্ধক্য এসে উপস্থিত হল॥ ১২ ॥

মহারাজ! চণ্ডবেগ নামে এক গন্ধর্বরাজ আছেন। তাঁর অধীনে তিন শত ষাট জন মহাবলবান গন্ধর্ব আছে॥ ১৩ ॥ এদেরই সঙ্গে মিথুনভাবে (নিত্যযুক্তভাবে) অবস্থিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট সমসংখ্যক গন্ধর্বীও আছে। এরা সকলে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করে ভোগবিলাস দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ নগরের লুণ্ঠন ও বিনাশসাধন করে থাকে॥ ১৪ ॥ গন্ধর্বরাজ চণ্ডবেগের সেই অনুচরগণ যখন রাজা পুরঞ্জনের নগর লুণ্ঠন

[1]প্রা.পা.—মজীজনৎ। [2]প্রা.পা.—পাঞ্চাল.। [3]প্রা.পা.—বিষয়ানম্ব.। [4]প্রাচীন বইয়ে একাদশতম শ্লোক নেই। [5]প্রা.পা.—আসসাদাথ বৈ। [6]প্রা.পা.—পুরীং।

স সপ্তভিঃ শতৈরেকো বিংশত্যা চ শতং সমাঃ।
পুরঞ্জনপুরাধ্যক্ষো গন্ধর্বৈর্যুযুধে বলী॥ ১৬ ॥

ক্ষীয়মাণে স্বসম্বন্ধে একস্মিন্ বহুভির্যুধা।
চিন্তাং পরাং জগামার্তঃ সরাষ্ট্রপুরবান্ধবঃ॥ ১৭ ॥

স এব পূর্যাং মধুভুক্ পঞ্চালেষু স্বপার্ষদৈঃ।
উপনীতং[১] বলিং গৃহ্ণন্ স্ত্রীজিতো নাবিদদ্ভয়ম্॥ ১৮

কালস্য দুহিতা কাচিৎ ত্রিলোকীং বরমিচ্ছতী।
পর্যটন্তী ন বর্হিস্মন্ প্রত্যনন্দত কশ্চন॥ ১৯ ॥

দৌর্ভাগ্যেনাত্মনো[২] লোকে বিশ্রুতা দুর্ভগেতি সা।
যা[৩] তুষ্টা রাজর্ষয়ে তু[৪] বৃতাদাৎ পূরবে বরম্॥ ২০

কদাচিদটমানা সা ব্রহ্মলোকান্মহীং গতম্।
বব্রে বৃহদ্‌ব্রতং মাং তু জানতী কামমোহিতা॥ ২১ ॥

ময়ি সংরভ্য বিপুলমদাচ্ছাপং সুদুঃসহম্।
স্থাতুমর্হসি নৈকত্র মদ্‌যাচ্ঞাবিমুখো মুনে॥ ২২ ॥

ততো বিহতসঙ্কল্পা[৫] কন্যকা যবনেশ্বরম্।
ময়োপদিষ্টমাসাদ্য বব্রে নাম্না ভয়ং পতিম্॥ ২৩ ॥

ঋষভং যবনানাং ত্বাং বৃণে বীরেপ্সিতং পতিম্।
সঙ্কল্পস্ত্বয়ি ভূতানাং কৃতঃ কিল ন রিষ্যতি॥ ২৪ ॥

দ্বাবিমাবনুশোচন্তি বালাবসদবগ্রহৌ।
যল্লোকশাস্ত্রোপনতং ন রাতি ন তদিচ্ছতি॥ ২৫ ॥

করতে শুরু করল, তখন (পূর্বোক্ত) পঞ্চফণাযুক্ত সর্প প্রজাগর তাদের বাধা দিল॥ ১৫ ॥ পুরঞ্জনপুরীর অধ্যক্ষ সেই মহাবলবান সর্প একাকী একশত বৎসর সেই সাতশত কুড়ি জন গন্ধর্ব-গন্ধর্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল॥ ১৬ ॥ বহু-সংখ্যক বীরের সঙ্গে একাকী যুদ্ধের ফলে নিজ পক্ষীয় সেই প্রজাগণ ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে দেখে রাজা পুরঞ্জন নিজ রাজ্য এবং নগরে বসবাসকারী বন্ধুবর্গের সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন॥ ১৭ ॥ এযাবৎ তিনি পাঞ্চাল দেশের সেই নগরে নিজের পার্ষদগণের দ্বারা উপনীত কর-গ্রহণ করে ক্ষুদ্র বিষয় সুখভোগে মত্ত ছিলেন। স্ত্রীর বশীভূত হয়ে জীবনযাপন করার ফলে এই অবশ্যম্ভাবী ভয়ের কোনো চিন্তাই তাঁর মনে উদিত হয়নি॥ ১৮ ॥

বর্হিস্মন্! ইত্যবসরে কালের এক কন্যা পতি-অন্বেষণে ত্রিভুবন পর্যটন করছিল কিন্তু কেউই তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি॥ ১৯ ॥ সেই কালকন্যা (জরা) অত্যন্ত ভাগ্যহীনা ছিল, সেইজন্য সর্বলোকে সে 'দুর্ভগা' নামে খ্যাত হয়েছিল। একবার রাজর্ষি পুরু পিতা যযাতিকে নিজ যৌবন প্রদান করার জন্য স্বেচ্ছায় তাকে বরণ করেছিলেন, তার ফলে সেও প্রসন্ন হয়ে তাঁকে রাজ্যপ্রাপ্তির বর দিয়েছিল॥ ২০ ॥ একদিন আমি ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবীতে এলে সেই যথেচ্ছ পর্যটনশীলা কালকন্যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জেনেও সে কামাতুরা হয়ে আমাকে বরণ করতে চায়॥ ২১ ॥ আমি তার প্রার্থনা স্বীকার না করায় সে অত্যন্ত কুপিত হয়ে আমাকে এই কঠোর অভিশাপ দেয় যে, 'হে মুনি! তুমি যখন আমার প্রার্থনা পূরণ করলে না, তুমি এরপর আর কোনোস্থানে অধিকক্ষণ অবস্থান করতে পারবে না'॥ ২২ ॥ আমার দিক থেকে এইভাবে নিরাশ হয়ে সেই কন্যা এরপর আমারই উপদেশে যবনরাজ ভয়ের কাছে গিয়ে তাকেই পতিরূপে বরণ করল॥ ২৩ ॥ (সে তাকে বলল), 'বীরবর! আপনি যবনগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমার অভীপ্সিত পুরুষ—আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করছি। আপনার প্রতি কৃত প্রাণীগণের সংকল্প কখনোই বিফল হয় না (আপনি কোনো প্রার্থীকে বিমুখ করেন না)॥ ২৪ ॥ লোকদৃষ্টি এবং শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে যা দানের এবং গ্রহণের যোগ্য, যে ব্যক্তি তা দান করে না এবং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে না—এই উভয়েই মূঢ় এবং

[১] প্রা.পা.— উপানীতং। [২] প্রা.পা.— দৌর্ভগেন। [৩] প্রা.পা.— যা সংতুষ্টা। [৪] প্রাচীন বইয়ে 'তু' এই অংশ নেই। [৫] প্রা.পা.—বিগতসং.।

অথো ভজস্ব মাং ভদ্র ভজন্তীং মে দয়াং কুরু।
এতাবান্ পৌরুষো ধর্মো যদার্তাননুকম্পতে॥ ২৬

কালকন্যোদিতবচো নিশম্য যবনেশ্বরঃ।
চিকীর্ষুর্দেবগুহ্যং[১] স সস্মিতং তামভাষত॥ ২৭ ॥

ময়া নিরূপিতস্তুভ্যং পতিরাত্মসমাধিনা।
নাভিনন্দতি লোকোঽয়ং ত্বামভদ্রামসম্মতাম্॥ ২৮

ত্বমব্যক্তগতির্ভুঙ্‌ক্ষ্ব লোকং কর্মবিনির্মিতম্।
যাহি মে পৃতনাযুক্তা প্রজানাশং প্রণেষ্যসি॥ ২৯ ॥

প্রজ্বারোঽয়ং মম ভ্রাতা ত্বং চ মে ভগিনী ভব।
চরাম্যুভাভ্যাং লোকেঽস্মিন্নব্যক্তো ভীমসৈনিকঃ॥ ৩০

দুরাগ্রহী, সুতরাং শোচনীয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে॥ ২৫ ॥ সুতরাং হে ভদ্র, আপনার সেবায় উপস্থিত আমাকে গ্রহণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আর্তের প্রতি অনুকম্পা পুরুষের পক্ষে সর্বপ্রধান ধর্ম॥ ২৬ ॥ কালকন্যার কথা শুনে যবনাধিপতি (ভয়) বিধাতার এক গুহ্য কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সস্মিতবচনে তাকে বলল॥ ২৭ ॥ 'আমি যোগদৃষ্টিতে অবলোকন করে তোমার জন্য একজন পতি পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছি। তুমি সকলের পক্ষেই অকল্যাণকারিণী, এইজন্য কারো কাছেই তুমি অভিপ্রেত নও, কেউ তোমাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় না। সুতরাং তুমি অলক্ষিতগতিতে এই কর্মসৃষ্ট লোকসমূহকে বলপূর্বক ভোগ করো। তুমি আমার সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাও, এদের সহায়তায় তুমি প্রজাকুলের ধ্বংসবিধানে সমর্থ হবে, কেউই তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না॥ ২৮-২৯ ॥ এই প্রজ্বার আমার ভাই, তুমিও আমার ভগিনী হও। তোমাদের দুজনের সাথে আমি অব্যক্তভাবে ভয়ংকর সেনা সঙ্গে নিয়ে সর্বলোকে বিচরণ করব॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
পুরঞ্জন উপাখ্যানে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অথাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জনের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি এবং অবিজ্ঞাতের উপদেশে মুক্তিলাভ

নারদ উবাচ

সৈনিকা ভয়নাম্নো যে বর্হিষ্মন্ দিষ্টকারিণঃ।
প্রজ্বারকালকন্যাভ্যাং বিচেরুরবনীমিমাম্॥ ১ ॥
ত একদা তু রভসা পুরঞ্জনপুরীং নৃপ।
রুরুধুর্ভৌমভোগাঢ্যাং জরৎপন্নগপালিতাম্॥ ২ ॥
কালকন্যাপি বুভুজে পুরঞ্জনপুরং বলাৎ।

নারদ বললেন—মহারাজ বর্হিষ্মন্! অতঃপর ভয় নামক সেই যবনরাজের আদেশ পালনকারী সৈনিকবৃন্দ প্রজ্বার এবং কালকন্যার সঙ্গে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগল॥ ১ ॥ তারা একসময় বৃদ্ধ সর্প (প্রজাগর) কর্তৃক রক্ষিত সর্বপ্রকার পার্থিব ভোগ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ পুরঞ্জনের সেই নগরীকে প্রবলবেগে আক্রমণ করে অবরুদ্ধ করে ফেলল॥ ২ ॥ যার দ্বারা অভিভূত হলে প্রাণীমাত্রেই

[১]প্রা.পা.—চিকীর্ষিতং দেবগুহ্যং সস্মিতং তা.।

যয়াভিভূতঃ পুরুষঃ সদ্যো নিঃসারতামিয়াৎ॥ ৩ ॥

তয়োপভুজ্যমানাং বৈ যবনাঃ সর্বতোদিশম্।
দ্বার্ভিঃ প্রবিশ্য সুভৃশং প্রার্দয়ন্ সকলাং পুরীম্॥ ৪ ॥

তস্যাং প্রপীড্যমানায়ামভিমানী পুরঞ্জনঃ।
অবাপোরুবিধাংস্তাপান্[1] কুটুম্বী মমতাকুলঃ॥ ৫ ॥

কন্যোপগূঢ়ো নষ্টশ্রীঃ কৃপণো বিষয়াত্মকঃ।
নষ্টপ্রজ্ঞো হৃতৈশ্বর্যো গন্ধর্বযবনৈর্বলাৎ॥ ৬ ॥

বিশীর্ণাং স্বপুরীং বীক্ষ্য প্রতিকূলাননাদৃতান্।
পুত্রান্ পৌত্রানুগামাত্যাঞ্জায়াং চ গতসৌহৃদাম্॥ ৭

আত্মানং কন্যয়া গ্রস্তং পঞ্চালানরিদূষিতান্।
দুরন্তচিন্তামাপন্নো ন লেভে তৎপ্রতিক্রিয়াম্॥ ৮ ॥

কামানভিলষন্ দীনো যাতযামাংশ্চ কন্যয়া।
বিগতাত্মগতিস্নেহঃ পুত্রদারাংশ্চ লালয়ন্॥ ৯ ॥

গন্ধর্বযবনাক্রান্তাং কালকন্যোপমর্দিতাম্।
হাতুং প্রচক্রমে রাজা[2] তাং পুরীমনিকামতঃ॥ ১০

ভয়নাম্নোঽগ্রজো ভ্রাতা প্রজ্বারঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
দদাহ তাং পুরীং কৃৎস্নাং ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ১১

তস্যাং সন্দহ্যমানায়াং সপৌরঃ সপরিচ্ছদঃ।
কৌটুম্বিকঃ কুটুম্বিন্যা উপাতপ্যত সান্বয়ঃ॥ ১২ ॥

অবিলম্বেই সারহীন (নির্জীব) হয়ে পড়ে সেই কালকন্যা জরাও সেই পুরীর অধিবাসীবৃন্দকে বলপূর্বক ভোগ (গ্রাস) করতে আরম্ভ করল॥ ৩ ॥ কালকন্যা কর্তৃক উপভুক্ত সেই পুরীর চতুর্দিকের বিভিন্ন দ্বারপথে সেই যবন সেনা প্রবেশ করে সমগ্র নগরে ভয়ংকর অত্যাচার শুরু করে দিল॥ ৪ ॥ পুরঞ্জন নিজেকে সেই পুরীর অধিকারী প্রভু বলে মনে করতেন এবং বহু কুটুম্বপরিজনসমন্বিত তিনি এই পুরীর প্রতি বিশেষ মমতাগ্রস্ত ছিলেন। সেই পুরীটি এইভাবে নিপীড়িত হতে থাকলে তিনিও অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করতে লাগলেন॥ ৫ ॥

ক্রমে কালকন্যা জরা তাঁকেও তার ভয়ংকর বাহুপাশে বদ্ধ করলে তাঁর সমস্ত শ্রী অন্তর্হিত হল, বিষয়ভোগে আসক্ত হওয়ায় (এখন তাতে অসমর্থ হয়ে) অত্যন্ত দীনভাব প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর বিবেকবুদ্ধিও নষ্ট হয়ে গেল। গন্ধর্ব এবং যবনগণ তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য অপহরণ করল॥ ৬ ॥ তখন তিনি দেখলেন, তাঁর পুরী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য এবং অমাত্যগণ প্রতিকূল হয়ে তাঁর অনাদর করছে, পত্নী তাঁর প্রতি অনুরাগশূন্য, কালকন্যা তাঁর দেহকে গ্রাস করেছে এবং পাঞ্চালদেশও শত্রুর অত্যাচারে জর্জরিত। এইসব দেখে তিনি অপার চিন্তায় মগ্ন হলেন কিন্তু কোনোদিকেই এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো পথ দেখতে পেলেন না॥ ৭-৮ ॥ কালকন্যা যে সব ভোগ্যপদার্থকে নিঃসার (সারহীন) করে দিয়েছে সেগুলির প্রতিই তাঁর অভিলাষ হচ্ছিল এবং তার ফলে তিনি মানসিকভাবে দৈন্যতাগ্রস্ত হচ্ছিলেন। নিজের পারলৌকিকগতি এবং ইহলোকে আত্মীয়স্বজনের স্নেহানুরাগ থেকে ভ্রষ্ট পুরঞ্জন কেবল নিজ স্ত্রী-পুত্রের লালনপালনে তৎপর ছিলেন॥ ৯ ॥ গন্ধর্ব এবং যবনরা তাঁর পুরী আক্রমণ ও অবরুদ্ধ করেছে এবং কালকন্যাও সেটিকে সর্বপ্রকারে বিধ্বস্ত করছে—এমতাবস্থায় ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই পুরঞ্জন সেই পুরী ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হলেন॥ ১০ ॥ ইতিমধ্যে যবনরাজ ভয়ের অগ্রজ ভ্রাতা প্রজ্বার নিজ অনুজ ভ্রাতা (ভয়)-র প্রীতি উৎপাদনে জন্য সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই সমগ্র পুরীতে অগ্নিসংযোগ করল॥ ১১ ॥ সেই নগরী জ্বলতে লাগলে পুরবাসী, সেবকবৃন্দ, সন্তানসন্ততিগণ এবং কুটুম্বিনী (গৃহস্বামিনী)-সহ কুটুম্ববৎসল পুরঞ্জন ভয়ংকর সন্তাপে দগ্ধ

[1]প্রা.পা.—আবাপো.। [2]প্রা.পা.—রাজন্ তাং পুরীমভিনিকামতঃ।

যবনোপরুদ্ধায়তনো গ্রস্তায়াং কালকন্যয়া।
পুর্যাং প্রজ্বারসংসৃষ্টঃ পুরপালোঽন্বতপ্যত॥ ১৩ ॥

ন শেকে সোঽবিতুং তত্র পুরুকৃচ্ছ্রোরুবেপথুঃ।
গন্তুমৈচ্ছত্ততো বৃক্ষকোটরাদিব সানলাৎ॥ ১৪ ॥

শিথিলাবয়বো যর্হি গন্ধর্বৈর্হৃতপৌরুষঃ।
যবনৈররিভী রাজন্নুপরুদ্ধো রুরোদ হ॥ ১৫ ॥

দুহিতৄঃ পুত্রপৌত্রাংশ্চ জামিজামাতৃপার্ষদান্[১]।
স্বত্বাবশিষ্টং যৎ কিঞ্চিদ্ গৃহকোশপরিচ্ছদম্॥ ১৬ ॥

অহং মমেতি স্বীকৃত্য গৃহেষু কুমতির্গৃহী।
দধ্যৌ প্রমদয়া দীনো বিপ্রয়োগ উপস্থিতে॥ ১৭ ॥

লোকান্তরং গতবতি ময্যনাথা কুটুম্বিনী।
বর্তিষ্যতে কথং ত্বেষা[২] বালকাননুশোচতী॥ ১৮ ॥

ন ময্যনাশিতে ভুঙ্‌ক্তে নাস্নাতে স্নাতি মৎপরা।
ময়ি রুষ্টে সুসংত্রস্তা[৩] ভর্ৎসিতে যতবাগ্‌ভয়াৎ॥ ১৯

প্রবোধয়তি মাবিজ্ঞং ব্যুষিতে শোককর্শিতা।
বর্ত্মৈতদ্ গৃহমেধীয়ং বীরসূরপি[৪] নেষ্যতি॥ ২০ ॥

কথং নু দারকা দীনা দারকীর্বাপরায়ণাঃ।
বর্তিষ্যন্তে ময়ি গতে[৫] ভিন্ননাব ইবোদধৌ॥ ২১ ॥

হতে লাগলেন॥ ১২ ॥ কালকন্যার গ্রাসে পতিত সেই পুরীর সংরক্ষক প্রজাগর-সর্পের নিবাস স্থানটিও যবনরা আক্রমণ ও অবরুদ্ধ করলে এবং প্রজ্বারও তাকে আঘাত করতে শুরু করলে সেও অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল॥ ১৩ ॥ সেই নগরীর রক্ষণে সর্বথা অসমর্থ হয়ে সে মহাকষ্টে প্রবলভাবে কম্পিত হতে হতে জ্বলন্ত বৃক্ষকোটর থেকে সর্পের মতো সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে ইচ্ছা করল॥ ১৪ ॥ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেছিল, গন্ধর্বগণ তার শক্তিও বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, সুতরাং তাকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখে শত্রু যবনরা যখন তার পথরোধ করল তখন মহাদুঃখে সে রোদন করতে লাগল॥ ১৫ ॥

গৃহাসক্ত পুরঞ্জন দেহ-গৃহাদিতে 'আমি-আমার' বোধ-সম্পন্ন হওয়ায় নিতান্তই বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর প্রতি অত্যাসক্তিবশত তাঁর মানসিক দৈন্যও জন্মেছিল। এখন এসবের সঙ্গে বিয়োগের কাল উপস্থিত হওয়ায় তিনি নিজের কন্যা, পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ, জামাতা, পরিজন এবং গৃহ, কোশ তথা অন্যান্য যেসব বস্তুর উপর 'মমতা'বশত স্বত্ব অবশিষ্ট ছিল (তাঁর ভোগক্ষমতা বহু পূর্বেই তিরোহিত হয়েছিল), সেসব সম্পর্কে এইরকম চিন্তা করতে লাগলেন॥ ১৬-১৭ ॥ 'হায় ! আমার এই পত্নী অত্যন্ত গৃহস্থধর্মপরায়ণা, আমি পরলোকগমন করলে সে অসহায় হয়ে কীভাবে জীবনধারণ করবে ? সন্তানসন্ততিদের চিন্তাতেই তার আয়ুক্ষয় হয়ে যাবে॥ ১৮ ॥ আমি ভোজন না করলে সে কখনো ভোজন করত না, আমি স্নান না করলে স্নানও করত না, সর্বদা আমার সেবাতেই তৎপর থাকত। আমি কখনো রুষ্ট হলে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত, আমি তাকে ভর্ৎসনা করলে ভয়ে নিরুত্তর থাকত॥ ১৯ ॥ আমি কোনো ভুল করলে সে আমাকে সচেতন করে দিত। আমার প্রতি তার অনুরাগ এত গভীর যে আমি কখনো প্রবাসে গমন করলে সে বিরহে কৃশ ও মলিন হয়ে পড়ত। যদিও এখন সে বীর সন্তানের জননী, তথাপি আমার অবর্তমানে সে কি এই সংসার ধর্মের অনুসরণ করে চলতে পারবে ? ॥ ২০ ॥ আমি গত হলে আমার ওপরেই নির্ভরশীল, আমার এই অসহায় পুত্র-কন্যাগণই বা কীভাবে জীবনধারণ করবে ? সমুদ্রের মধ্যে নৌযান ভগ্ন হলে নাবিকদের যেমন হয়

[১]প্রা.পা.—জামাতৃমিত্র পার্ষদান্। [২]প্রা.পা.— ত্বেকা। [৩]প্রা.পা.—তু সংত্র.। [৪]প্রা.পা.—রভিনেষ্যতি। [৫]প্রা.পা.—মৃতে।

এবং কৃপণয়া বুদ্ধ্যা শোচন্তমতদর্হণম্।
গ্রহীতুং কৃতধীরেনং ভয়নামাভ্যপদ্যত॥ ২২ ॥

পশুবদ্‌যবনৈরেষ নীয়মানঃ স্বকং ক্ষয়ম্।
অন্বদ্রবন্নুপথাঃ শোচন্তো ভৃশমাতুরাঃ॥ ২৩ ॥

পুরীং বিহায়োপগত উপরুদ্ধো ভুজঙ্গমঃ।
যদা তমেবানু পুরী বিশীর্ণা প্রকৃতিং গতা॥ ২৪ ॥

বিকৃষ্যমাণঃ প্রসভং যবনেন বলীয়সা।
নাবিন্দত্তমসাবিষ্টঃ সখায়ং সুহৃদং পুরঃ॥ ২৫ ॥

তং যজ্ঞপশবোঽনেন সংজ্ঞপ্তা যেঽদয়ালুনা।
কুঠারৈশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রুদ্ধাঃ স্মরন্তোঽমীবমস্য তৎ[1]॥ ২৬

অনন্তপারে তমসি মগ্নো নষ্টস্মৃতিঃ সমাঃ।
শাশ্বতীরনুভূয়ার্তিং প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ॥ ২৭ ॥

তামেব মনসা গৃহ্নন্ বভূব প্রমদোত্তমা।
অনন্তরং[2] বিদর্ভস্য রাজসিংহস্য বেশ্মনি॥ ২৮ ॥

উপযেমে বীর্যপণাং বৈদর্ভীং মলয়ধ্বজঃ।
যুধি নির্জিত্য রাজন্যান্ পাণ্ড্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ২৯ ॥

তস্যাং স জনয়াঞ্চক্র আত্মজামসিতেক্ষণাম্।
যবীয়সঃ সপ্ত সুতান্ সপ্ত দ্রবিড়ভূভৃতঃ[3]॥ ৩০ ॥

একৈকস্যাভবত্তেষাং রাজন্নর্বুদমর্বুদম্।
ভোক্ষ্যতে যদ্‌বংশধরৈর্মহী মন্বন্তরং পরম্॥ ৩১ ॥

এদেরও তো সেই দশাই হবে'॥ ২১ ॥

জ্ঞানদৃষ্টিতে বিচার করলে যদিও এইপ্রকার শোক করা তাঁর পক্ষে একেবারেই উচিত ছিল না, তথাপি অজ্ঞানের বশে বুদ্ধির দৈন্যপ্রাপ্ত হয়ে রাজা পুরঞ্জন স্ত্রীপুত্রাদির জন্য এইভাবে শোকে আকুল হচ্ছিলেন। এইসময়ে তাঁকে গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হয়ে ভয় নামে যবনরাজ সেখানে উপস্থিত হল॥ ২২ ॥ যবনরা যখন তাঁকে পশুর মতো বন্ধন করে নিজেদের স্থানে নিয়ে চলল, তখন তাঁর অনুচর-বৃন্দ অত্যন্ত কাতর এবং শোকাকুল হয়ে তাঁর অনুগামী হল॥ ২৩ ॥ যবনগণের দ্বারা অবরুদ্ধ সর্পও (প্রজাগর) তখন সেই পুরী পরিত্যাগ করে প্রস্থান করল এবং সে বহির্গত হতেই সেই নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নিজ কারণে বিলীন হয়ে গেল॥ ২৪ ॥ এইভাবে মহাবলশালী যবনরাজ কর্তৃক বলপূর্বক আকৃষ্ট হয়ে নীত হতে থাকলেও পুরঞ্জন অজ্ঞানে আবিষ্ট হয়ে তাঁর হিতৈষী পুরাতন বন্ধু অবিজ্ঞাতকে স্মরণ করলেন না॥ ২৫ ॥

তিনি নিষ্ঠুরভাবে যে সকল যজ্ঞপশুকে হনন করেছিলেন, তারা তাঁর দেওয়া সেই পীড়ার কথা স্মরণ করে এখন সক্রোধে তাঁকে কুঠারের দ্বারা ছেদন করতে লাগল॥ ২৬ ॥ বহু বর্ষ যাবৎ তিনি স্মৃতিহীন অবস্থায় অপার অন্ধকারে মগ্ন থেকে নিরন্তর কষ্ট ভোগ করতে লাগলেন। কামিনীর প্রতি আসক্তির ফলে তাঁর এই দুর্গতি হল॥ ২৭ ॥ অন্তিম সময়ে পুরঞ্জনের হৃদয়ে স্ত্রী-চিন্তাই বর্তমান ছিল। এই কারণে পরবর্তী জন্মে তিনি রাজশ্রেষ্ঠ বিদর্ভ নৃপতির গৃহে পরমাসুন্দরী কন্যারূপে সমুৎপন্ন হলেন॥ ২৮ ॥ সেই বিদর্ভনন্দিনী যখন বিবাহযোগ্যা হলেন তখন বিদর্ভরাজ তাঁকে বীর্যশুল্কারূপে (অর্থাৎ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীররূপে নিজেকে প্রমাণিত করতে পারবেন, তিনিই এই কন্যার পতি হবেন, এইরূপ) ঘোষণা করলেন। তখন শত্রুপুরী বিজেতা পাণ্ড্য নৃপতি মহারাজ মলয়ধ্বজ যুদ্ধে সকল রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে তাঁকে বিবাহ করলেন॥ ২৯ ॥ মলয়ধ্বজ তাঁর গর্ভে এক কৃষ্ণ-নয়না কন্যা ও তার অনুজ সাতটি পুত্রের জন্ম দিলেন, এই সাতজন পরবর্তীকালে দ্রাবিড় দেশের সাত নরপতি হয়েছিলেন॥ ৩০ ॥ মহারাজ! এদের প্রত্যেকেরই আবার বহুসংখ্যক পুত্র হয়েছিল, যাদের

[1]প্রা.পা.—যৎ। [2]প্রাচীন বইয়ে 'অনন্তরং' ইত্যাদি আটাশতম শ্লোকের উত্তরার্ধ নেই। [3]প্রা.পা.—সপ্তদ্রুমিল.।

অগস্ত্যঃ প্রাগ্দুহিতরমুপযেমে ধৃতব্রতাম্।
যস্যাং দৃঢ়চ্যুতো জাত ইধ্মবাহাত্মজো মুনিঃ॥ ৩২ ॥

বিভজ্য তনয়েভ্যঃ ক্ষ্মাং রাজর্ষির্মলয়ধ্বজঃ।
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং স জগাম কুলাচলম্॥ ৩৩ ॥

হিত্বা গৃহান্ সুতান্ ভোগান্ বৈদর্ভী মদিরেক্ষণা।
অন্বধাবত পাণ্ড্যেশং জ্যোৎস্নেব রজনীকরম্॥ ৩৪

তত্র চন্দ্রবসা[১] নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা[২]।
তৎপুণ্যসলিলৈর্নিত্যমুভয়ত্রাত্মনো মৃজন্॥ ৩৫ ॥

কন্দাষ্টিভির্মূলফলৈঃ[৩] পুষ্পপর্ণৈস্তৃণোদকৈঃ।
বর্তমানঃ শনৈর্গাত্রকর্শনং তপ আস্থিতঃ॥ ৩৬ ॥

শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি ক্ষুৎপিপাসে প্রিয়াপ্রিয়ে।
সুখদুঃখে ইতি দ্বন্দ্বান্যজয়ৎ সমদর্শনঃ॥ ৩৭ ॥

তপসা বিদ্যয়া পক্ককষায়ো নিয়মৈর্যমৈঃ।
যুযুজে ব্রহ্মণ্যাত্মানং বিজিতাক্ষানিলাশয়ঃ॥ ৩৮ ॥

আস্তে স্থাণুরিবৈকত্র দিব্যং বর্ষশতং স্থিরঃ।
বাসুদেবে ভগবতি নান্যদ্বেদোদ্বহন্ রতিম্॥ ৩৯ ॥

স ব্যাপকতয়াত্মানং ব্যতিরিক্ততয়াত্মনি।
বিদ্বান্ স্বপ্ন ইবামর্শসাক্ষিণং বিররাম হ॥ ৪০ ॥

সাক্ষাদ্ভগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ।
বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন স্ফুরতা বিশ্বতোমুখম্॥ ৪১ ॥

বংশধররা মন্বন্তরের শেষ পর্যন্ত এবং তার পরেও এই পৃথিবীকে ভোগ করতে থাকবে॥ ৩১ ॥ রাজা মলয়ধ্বজের প্রথমা কন্যা ব্রতনিষ্ঠাপরায়ণা ও ধর্মশীলা ছিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে তাঁর দৃঢ়চ্যুত নামে পুত্র জন্মায়, এই দৃঢ়চ্যুতের পুত্রের নাম ইধ্মবাহ॥ ৩২ ॥

রাজর্ষি মলয়ধ্বজ কালক্রমে পুত্রদের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর শাসনভার বণ্টন করে দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার ইচ্ছায় মলয়পর্বতে গমন করেন॥ ৩৩ ॥ তখন জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের অনুসরণ করে থাকে, তেমনই মদিরনয়না বৈদর্ভী নিজ গৃহ, পুত্র এবং ভোগসমূহ পরিত্যাগ করে সেই পাণ্ড্যরাজের অনুগমন করলেন॥ ৩৪ ॥ সেই মলয়পর্বতে চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী এবং বটোদকা নামে তিনটি নদী ছিল। তাদের পবিত্র জলে স্নান করে মলয়ধ্বজ প্রতিদিন শরীর এবং অন্তঃকরণকে নির্মল করতেন॥ ৩৫ ॥ সেখানে তিনি কন্দ, বীজ, মূল, ফল, পুষ্প, পত্র, তৃণ এবং জলগ্রহণের দ্বারা শরীর ধারণ করে কঠোর তপস্যায় রত হলেন। এর ফলে ক্রমশ তাঁর শরীর অত্যন্ত কৃশ হয়ে গেল॥ ৩৬ ॥ তিনি সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে শীত, উষ্ণ, বর্ষা, বায়ু, ক্ষুধা, পিপাসা, প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সকল দ্বন্দ্বকে জয় করলেন॥ ৩৭ ॥ তপস্যা এবং উপাসনার দ্বারা বাসনাসমূহকে নির্মূল করে এবং যম-নিয়মাদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনকে বশীভূত করে তিনি পরব্রহ্মে আত্মাকে সমাহিত করলেন॥ ৩৮ ॥ এইপ্রকারে একশত দিব্য বৎসর তিনি স্থাণু (বৃক্ষকাণ্ড)-র মতো নিশ্চলভাবে একস্থানে অবস্থান করছিলেন। এইসময়ে ভগবান বাসুদেবে সমগ্র চিত্তের অনন্যা রতি জন্মানোর ফলে (শরীরাদি) অপর কোনো বস্তু বা বিষয়ের বোধই তাঁর ছিল না॥ ৩৯ ॥ মহারাজ! গুরুরূপী সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীহরির উপদিষ্ট এবং নিজ অন্তঃকরণে সর্বতোমুখী দীপ্তি বিস্তারকারী বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ দীপের প্রভাবে তিনি আত্মাকে দেহাদি সমস্ত উপাধির প্রকাশক এবং সেগুলি থেকে ভিন্ন বলে অনুভব করলেন। স্বপ্নাবস্থায় যেমন বিবিধ প্রকার মিথ্যাপ্রতীতির মধ্যেও সে-সবের দ্রষ্টা হিসাবে তদতিরিক্ত আত্মার বোধ অক্ষুণ্ণই থাকে তেমনই অন্তঃকরণের বৃত্তির সাক্ষীরূপী নির্লিপ্ত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির ফলে তিনি সর্বপ্রকার বিষয়ানুভবের থেকে সম্পূর্ণ বিরত ও নির্লিপ্ত হয়ে

[১]প্রা.পা.—চান্দ্রমসী। [২]প্রা.পা.—বহূদকা। [৩]প্রা.পা.—কন্দাদিভি.।

পরে ব্রহ্মণি চাত্মানং পরং ব্রহ্ম তথাত্মনি।
বীক্ষমাণো[১] বিহায়েক্ষামস্মাদুপররাম[২] হ॥ ৪২ ॥

পতিং পরমধর্মজ্ঞং বৈদর্ভী মলয়ধ্বজম্।
প্রেম্ণা পর্যচরদ্ধিত্বা ভোগান্ সা পতিদেবতা॥ ৪৩ ॥

চীরবাসা ব্রতক্ষামা বেণীভূতশিরোরুহা।
বভাবুপপতিং শান্তা শিখা শান্তমিবানলম্॥ ৪৪ ॥

অজানতী প্রিয়তমং যদোপরতমঙ্গনা।
সুস্থিরাসনমাসাদ্য যথাপূর্বমুপাচরৎ॥ ৪৫ ॥

যদা নোপলভেতাঙ্ঘ্রাবূষ্মাণং পত্যুরর্চতী।
আসীৎ সংবিগ্নহৃদয়া যূথভ্রষ্টা মৃগী যথা॥ ৪৬ ॥

আত্মানং শোচতী দীনমবন্ধুং বিক্লবাশ্রুভিঃ।
স্তনাবাসিচ্য বিপিনে সুস্বরং প্ররুরোদ সা॥ ৪৭ ॥

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে ইমামুদধিমেখলাম্।
দস্যুভ্যঃ ক্ষত্রবন্ধুভ্যো বিভ্যতীং পাতুমর্হসি॥ ৪৮ ॥

এবং বিলপতী বালা বিপিনেঽনুগতা পতিম্।
পতিতা পাদয়োর্ভর্তু রুদত্যশ্রূণ্যবর্তয়ৎ॥ ৪৯ ॥

চিতিং[৩] দারুময়ীং চিত্বা তস্যাং পত্যুঃ কলেবরম্।
আদীপ্য চানুমরণে বিলপন্তী মনো দধে॥ ৫০ ॥

তত্র পূর্বতরঃ কশ্চিৎ সখা ব্রাহ্মণ আত্মবান্।
সান্ত্বয়ন্ বল্গুনা সাম্না তামাহ রুদতীং প্রভো॥ ৫১ ॥

ব্রাহ্মণ [৪]উবাচ

কা ত্বং কস্যাসি কো বায়ং শয়ানো যস্য শোচসি।
জানাসি[৫] কিং সখায়ং মাং যেনাগ্রে বিচচর্থ[৬] হ॥ ৫২

গেলেন॥ ৪০-৪১ ॥ অনন্তর পরব্রহ্মে আত্মাকে এবং আত্মাতে পরব্রহ্মকে অভেদরূপে অনুভব করে এবং শেষপর্যন্ত এই অভেদ চিন্তনকেও ত্যাগ করে সর্বথা শান্ত এবং এই সংসার থেকে উপরত হলেন॥ ৪২ ॥

রাজন্! পতিব্রতা বৈদর্ভী এযাবৎকাল সর্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করে গভীর অনুরাগের সঙ্গে নিজের পরমধর্মজ্ঞ স্বামী মলয়ধ্বজের পরিচর্যা করে চলেছিলেন॥ ৪৩ ॥ তিনি চীর পরিধান করতেন, ব্রত-উপবাসাদি পালনের ফলে তাঁর শরীর কৃশ এবং পরিচর্যার অভাবে মস্তকের কেশরাশি জটাবদ্ধ হয়ে গেছিল। তিনি তাঁর পতির সমীপে ধূমরহিত অঙ্গারানলের পাশে শান্ত নিষ্কম্প অগ্নিশিখার মতো শোভা পেতেন॥ ৪৪ ॥ তাঁর পতি মলয়ধ্বজ উপরত (মৃত) হলেও পূর্ববৎ স্থির আসনে বিরাজমান ছিলেন, এইজন্য প্রথমত সেই সাধ্বী রমণী সে সম্পর্কে অনবহিত থেকে যথাপূর্ব প্রিয়তমের সেবা করে চলেছিলেন॥ ৪৫ ॥ অবশেষে স্বামীর চরণসেবা করতে গিয়ে যখন দেখলেন তাঁর চরণে জীবিত মানুষ-সুলভ তাপ একেবারেই অনুপস্থিত, তখন তিনি যূথভ্রষ্টা মৃগীর মতো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন॥ ৪৬ ॥ সেই নিবিড় বনমধ্যে তিনি নিজেকে অনাথ ও অসহায় জেনে শোকার্ত হয়ে অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল সিক্ত করে মুক্তকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন॥ ৪৭ ॥ (তিনি এইপ্রকারে বিলাপ করতে লাগলেন) 'হে রাজর্ষি, উঠুন, উঠুন। এই সমুদ্র-মেখলা ধরণী দস্যু এবং অধার্মিক রাজাদের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, আপনি একে রক্ষা করুন।' ॥ ৪৮ ॥ স্বামীর অনুগামিনী হয়ে যিনি বনে গেছিলেন সেই অবলা বৈদর্ভী এইভাবে বিলাপ করতে করতে মৃত পতির চরণে পড়ে ক্রন্দন ও অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন॥ ৪৯ ॥ অনন্তর কাষ্ঠ দ্বারা চিতা রচনা করে তার উপরে পতির শব স্থাপন করে অগ্নি-সংযোগ করলেন এবং বিলাপ করতে করতে নিজে অনুমৃতা হওয়ার সংকল্প করলেন॥ ৫০ ॥ মহারাজ! এই সময়ে তাঁর পুরাতন মিত্র এক আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সেই ক্রন্দনপরায়ণা অবলাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন॥ ৫১ ॥

ব্রাহ্মণ বললেন—(হে ভদ্রে!) তুমি কে বা কার (পত্নী অথবা কন্যা)? যার জন্য তুমি শোক করছ, এই সেই শয়ান

[১]প্রা.পা.—ঈক্ষমাণো। [২]প্রা.পা.—বিহায়েমামস্মা.। [৩]প্রা.পা.—চিতা। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'ব্রাহ্মণ উবাচ' এই অংশ নেই। [৫]প্রা.পা.—কিং জানাসি। [৬]প্রা.পা.—বিচরেম হি।

অপি স্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞাতসখং সখে।
হিত্বা মাং পদমন্বিচ্ছন্ ভৌমভোগরতো গতঃ।। ৫৩

হংসাবহং চ ত্বং চার্য সখায়ৌ মানসায়নৌ।
অভূতামন্তরা বৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্।। ৫৪ ।।

স ত্বং বিহায় মাং বন্ধো গতো গ্রাম্যমতির্মহীম্।
বিচরন্ পদমদ্রাক্ষীঃ কয়াচিন্নির্মিতং স্ত্রিয়া।। ৫৫ ।।

পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্।
ষট্‌কুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতি স্ত্রীধবম্।। ৫৬ ।।

পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা আরামা দ্বারঃ প্রাণা নব প্রভো।
তেজোঽবন্নানি কোষ্ঠানি কুলমিন্দ্রিয়সংগ্রহঃ।। ৫৭

বিপণস্তু ক্রিয়াশক্তির্ভূতপ্রকৃতিরব্যয়া।
শক্ত্যধীশঃ পুমাংস্ত্বত্র[1] প্রবিষ্টো নাববুধ্যতে।। ৫৮ ।।

তস্মিংস্ত্বং রাময়া স্পৃষ্টো রমমাণোঽশ্রুতস্মৃতিঃ।
তৎসঙ্গাদীদৃশীং প্রাপ্তো দশাং পাপীয়সীং প্রভো।। ৫৯

ন ত্বং বিদর্ভদুহিতা নায়ং বীরঃ সুহৃত্তব।
ন পতিস্ত্বং পুরঞ্জন্যা রুদ্ধো নবমুখে যয়া।। ৬০ ।।

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ পুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্[2]।
মন্যসে নোভয়ং যদ্বৈ হংসৌ পশ্যাবয়োর্গতিম্।। ৬১

ব্যক্তিই বা কে ? আমাকে কি তুমি চিনতে পারছ ? আমি তোমার সেই সখা যার সঙ্গে তুমি পূর্বে বহু বিচরণ করেছ।। ৫২ ।। বন্ধু, তোমার নিজের (পূর্বাবস্থার) কথা তোমার মনে পড়ে কি, যখন তোমার অবিজ্ঞাত নামে একজন সখা ছিল ? তুমি পার্থিব সুখ ভোগ করার জন্য বাসযোগ্য স্থানের অন্বেষণে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে ।। ৫৩ ।। হে আর্য ! তুমি এবং আমি দুই বন্ধু পূর্বে মানস-বিহারী দুটি হংস ছিলাম। আমরা বহু সহস্র বৎসর কোনো বাসস্থান বিনাই থেকেছি।। ৫৪ ।। কিন্তু, বন্ধু, তুমি বিষয়সুখ ভোগের ইচ্ছায় আমাকে ত্যাগ করে এই পৃথিবীতে চলে এসেছিলে। এখানে বিচরণ করতে করতে তুমি কোনো এক স্ত্রীলোকের দ্বারা নির্মিত একটি বাসস্থান দেখতে পেয়েছিলে ।। ৫৫ ।। সেখানে পাঁচটি উদ্যান, নয়টি দ্বার, একজন রক্ষক, তিনটি কোষ্ঠ, ছয়টি কুল (বৈশ্যসঙ্ঘ) এবং পাঁচটি বিপণন স্থান (বাজার) ছিল। সেটি পাঁচ উপাদান কারণের দ্বারা নির্মিত এবং একজন স্ত্রীলোক তার অধিকারিণী।। ৫৬ ।। হে প্রভাববান, শোন। (পূর্বোক্ত) পাঁচটি উদ্যান প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সমূহের পাঁচটি বিষয়, নয়টি ইন্দ্রিয়ছিদ্রই নয় দ্বার, তেজ, জল এবং অন্ন—এই তিনটি তিন প্রকোষ্ঠ, মন এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ছয়টি বৈশ্যকুল, ক্রিয়াশক্তিরূপ কর্মেন্দ্রিয়সমূহই সেই পাঁচ বিপণনস্থান, পঞ্চভূত তার পাঁচ অব্যয় উপাদান-কারণ এবং বুদ্ধিশক্তি তার অধীশ্বরী। এই নগর এমনই যে জীব এখানে প্রবেশ করলেই অজ্ঞান বা মোহের দ্বারা আবিষ্ট হয়, নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়।। ৫৭-৫৮ ।। ভ্রাতঃ ! তুমি সেই নগরে সেই স্ত্রীলোকের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তারই সঙ্গে সুখভোগে মত্ত থেকে নিজের ব্রহ্মস্বরূপতা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলে এবং তার সঙ্গ হেতুই তোমার এই দুর্দশা হয়েছে।। ৫৯ ।।

প্রকৃতপক্ষে তুমিও বিদর্ভরাজকন্যা নও, এই বীর মলয়ধ্বজও তোমার স্বামী নন। নবদ্বারযুক্ত পুরে যে তোমাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, সেই পুরঞ্জনীর পতিও তুমি নও।। ৬০ ।। তুমি পূর্বজন্মে নিজেকে পুরুষ বলে মনে করতে, এখন নিজেকে সতী বলে ধারণা করছ— এই সবই আমার সৃষ্ট মায়ার ফল। প্রকৃতপক্ষে তুমি পুরুষও নও, স্ত্রীও নও। আমরা দুজন তো দুটি হংস (নিরঞ্জন জীবাত্মা এবং পরমাত্মা)। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ অনুভব

[1]প্রা.পা.—পুমানত্র। [2]প্রা.পা.—ততঃ।

অহং ভবান্ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি॥ ৬২ ॥

করো॥ ৬১ ॥ হে মিত্র! আমি (ঈশ্বর) যে তুমিও সেই (জীব)। তুমি আমার থেকে ভিন্ন নও ; বিচার করে দেখো, আমি সেই, যে তুমি। জ্ঞানী পুরুষ আমাদের দুজনের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও দেখেন না॥ ৬২ ॥

যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ।
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ॥ ৬৩ ॥

যেমন একই ব্যক্তি নিজ দেহের প্রতিবিম্ব দর্পণে এবং অপর কোনো ব্যক্তির চক্ষুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে থাকে সেইরকম একই আত্মা বিদ্যা এবং অবিদ্যারূপ উপাধিভেদে নিজেকে ঈশ্বর এবং জীবরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অনুভব করছেন॥ ৬৩ ॥

এবং স মানসো হংসো হংসেন প্রতিবোধিতঃ।
স্বস্থস্তদ্‌ব্যভিচারেণ নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্॥ ৬৪ ॥

এইরূপে সেই মানস সরোবরবাসী হংস (জীব), হংস (ঈশ্বর) কর্তৃক প্রতিবোধিত হয়ে নিজ স্বরূপে স্থিত হলেন এবং নিজ মিত্ররূপী পরমেশ্বরের বিরহের ফলে নষ্ট স্মৃতি (আত্মজ্ঞান) পুনরায় লাভ করলেন॥ ৬৪ ॥

বর্হিষ্মন্নেতদধ্যাত্মং পারোক্ষ্যেণ প্রদর্শিতম্।
যৎ পরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ॥ ৬৫

মহারাজ বর্হিষ্মন্! আমি এই তোমাকে পরোক্ষভাবে অধ্যাত্মতত্ত্বের দিকদর্শন করালাম, কারণ ভগবান জগৎকর্তা জগদীশ্বর পরোক্ষপ্রিয়। (বাক্যের সাহায্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব কখনোই নিশ্চিতরূপে প্রকাশ করা যায় না, তার দ্যোতনা পরোক্ষ বাচনভঙ্গীর দ্বারা আভাসিত করার রীতি অনুভবী সাধক সমাজে প্রচলিত এবং তা-ই ঈশ্বরাভিপ্রেত)॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জনোপাখ্যানেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে
পুরঞ্জন উপাখ্যানে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

অথৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জনোপাখ্যানের তাৎপর্য

প্রাচীনবর্হিরুবাচ

ভগবংস্তে বচোঽস্মাভির্ন সম্যগবগম্যতে।
কবয়স্তদ্ বিজানন্তি ন বয়ং কর্মমোহিতাঃ॥ ১ ॥

রাজা প্রাচীনবর্হি বললেন—ভগবান! আপনার উক্তির তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে আমার বোধগম্য হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এর মর্ম বুঝতে পারবেন, আমার মতো কর্মমোহিত জীবের পক্ষে তা ধারণা করা সম্ভব নয়॥ ১ ॥

নারদ উবাচ

পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাদ্ যদ্ ব্যনক্ত্যাত্মনঃ[১] পুরম্।

নারদ বললেন—মহারাজ! পুরঞ্জন (পুর বা নগরের জনয়িতা বা নির্মাতা) হল জীব—যে নিজের জন্য এক, দুই,

[১]প্রা.পা.—না পুরম্।

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকম্॥ ২ ॥

যোঽবিজ্ঞাতাহৃতস্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বরঃ।
যন্ন বিজ্ঞায়তে পুম্ভির্নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ॥ ৩ ॥

যদা জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ কার্ৎস্ন্যেন প্রকৃতের্গুণান্।
নবদ্বারং দ্বিহস্তাঙ্ঘ্রি তত্রামনুত[১] সাধ্বিতি॥ ৪ ॥

বুদ্ধিং তু প্রমদাং বিদ্যান্মমাহমিতি যৎ কৃতম্।
যামধিষ্ঠায় দেহেঽস্মিন্ পুমান্ ভুঙ্ক্তেঽক্ষভির্গুণান্॥ ৫

সখায় ইন্দ্রিয়গণা জ্ঞানং কর্ম চ যৎ কৃতম্।
সখ্যস্তদ্বৃত্তয়ঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তির্যথোরগঃ॥ ৬ ॥

বৃহদ্বলং মনো বিদ্যাদুভয়েন্দ্রিয়নায়কম্।
পঞ্চালাঃ পঞ্চ বিষয়া যন্মধ্যে নবখং পুরম্॥ ৭ ॥

অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ মুখং শিশ্নগুদাবিতি।
দ্বে দ্বে দ্বারৌ বহির্যাতি যস্তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ॥ ৮ ॥

অক্ষিণী নাসিকে আস্যমিতি পঞ্চ পুরঃ কৃতাঃ।
দক্ষিণা দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরা চোত্তরঃ স্মৃতঃ॥ ৯ ॥

পশ্চিমে ইত্যধোদ্বারৌ গুদং শিশ্নমিহোচ্যতে[২]।
খদ্যোতাবির্মুখী চাত্র নেত্রে একত্র নির্মিতে।
রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচষ্টে[৩] চক্ষুষেশ্বরঃ॥ ১০

নলিনী নালিনী নাসে গন্ধঃ সৌরভ উচ্যতে।
ঘ্রাণোঽবধূতো মুখ্যাস্যং বিপণৌ বাগ্রসবিদ্রসঃ॥ ১১

তিন, চার অথবা বহুপদবিশিষ্ট, কিংবা পদহীন শরীররূপ পুর নির্মাণ করে থাকে। ২ ॥ সেই জীবের সখা—যাকে অবিজ্ঞাত নামে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ঈশ্বর কারণ কোনো প্রকার নাম, গুণ অথবা কর্মের দ্বারা তাঁর স্বরূপ পরিচয় জীব উপলব্ধি করতে পারে না॥ ৩ ॥ জীব যখন সুখ-দুঃখরূপ সকল প্রাকৃত বিষয় ভোগ করতে ইচ্ছুক হয় তখন সে অন্য কোনো শরীর অপেক্ষা নয় দ্বার, দুই হাত এবং দুই পদবিশিষ্ট মানবদেহকেই উপযুক্ত বলে মনে করে॥ ৪ ॥ বুদ্ধি অথবা অবিদ্যাকেই পুরঞ্জনীনাম্নী স্ত্রী বলে জেনো; এর জন্যই দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতে 'আমি-আমার'-রূপ অভিমান উৎপন্ন হয় এবং জীব এরই আশ্রয়ে শরীরে ইন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারা বিষয় ভোগ করে থাকে॥ ৫ ॥ দশ ইন্দ্রিয় তার দশটি মিত্র, যাদের দ্বারা সকলপ্রকার জ্ঞান এবং কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিগুলিই সখীস্থানীয়া। প্রাণবায়ুই এই নগরের রক্ষাকর্তা সর্প, যার প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমানরূপে পাঁচ প্রকার বৃত্তি তার পঞ্চ-ফণাস্বরূপ॥ ৬ ॥ (জ্ঞান-কর্ম ভেদে) দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের নায়ক মনকে একাদশ (এগারোতম) মহাবলী যোদ্ধা বলে জেনো। শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ই পঞ্চালদেশ, এরই মধ্যে সেই নবদ্বারযুক্ত নগর প্রতিষ্ঠিত॥ ৭ ॥ সেই নগরে যে এক এক স্থানে দুটি করে দ্বারের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল—দুই নেত্র, দুই নাসাছিদ্র এবং দুই কর্ণছিদ্র। এদের সাথে মুখ, উপস্থ এবং পায়ু—এই তিনটির যোগে মোট নয়টি দ্বার। এইগুলির মাধ্যমে জীব সেই সেই ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হয়ে বাহ্য বিষয়ে গমন করে থাকে॥ ৮ ॥ এগুলির মধ্যে দুই নেত্র, দুই নাসাছিদ্র এবং মুখ—এই পাঁচটি পূর্বদিকের দ্বার, দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণ দিকের এবং বাম কর্ণ উত্তরদিকের দ্বার বলে বুঝতে হবে॥ ৯ ॥ পায়ু এবং উপস্থ—অধোদেশের এই দুই ছিদ্র পশ্চিমের দুই দ্বার বলে বলা হয়েছে। খদ্যোতা এবং অবির্মুখী নামে যে দুটি একত্র অবস্থিত দ্বারের কথা বলা হয়েছে সেই দুটি হল দুই নেত্রগোলক। বিভ্রাজিত নামের দেশ হল রূপ যার অনুভব এই দুই দ্বারপথে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহায়তায় হয়ে থাকে। (চক্ষুরিন্দ্রিয়কে পূর্বে দ্যুমান-নামের সখা বলা হয়েছে)॥ ১০ ॥ দুই নাসাছিদ্রই নলিনী এবং নালিনী নামক দ্বার, নাসিকার বিষয় গন্ধই হল সৌরভ নামক দেশ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবধূত নামক মিত্র। মুখই হল মুখ্য-নামক দ্বার।

[১]প্রা.পা.—মন্যত। [২]প্রা.পা.—মিহোদিতে। [৩]প্রা.পা.—বিচক্ষে।

আপণো ব্যবহারোঽত্র চিত্রমন্ধো বহূদনম্।
পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ।। ১২ ।।

প্রবৃত্তং[১] চ নিবৃত্তং চ শাস্ত্রং পঞ্চালসংজ্ঞিতম্।
পিতৃযানং দেবযানং শ্রোত্রাচ্ছ্রুতধরাদ্‌ব্রজেৎ।। ১৩ ।।

আসুরী মেঢ্রমর্বাগ্‌দ্বার্ব্যবায়ো গ্রামিণাং রতিঃ।
উপস্থো দুর্মদঃ প্রোক্তো নির্ঋতির্গুদ উচ্যতে।। ১৪ ।।

বৈশসং নরকং পায়ুর্লুব্ধকোঽন্ধৌ তু মে শৃণু।
হস্তপাদৌ পুমাংস্তাভ্যাং যুক্তো যাতি করোতি চ।। ১৫

অন্তঃপুরং চ হৃদয়ং বিষূচির্মন উচ্যতে।
তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদ্‌গুণৈঃ।। ১৬

যথা যথা বিক্রিয়তে গুণাক্তো বিকরোতি বা।
তথা তথোপদ্রষ্টাত্মা তদ্‌বৃত্তীরনুকার্যতে।। ১৭ ।।

দেহো রথস্ত্বিন্দ্রিয়াশ্বঃ সংবৎসররয়োঽগতিঃ।
দ্বিকর্মচক্রস্ত্রিগুণধ্বজঃ পঞ্চাসুবন্ধুরঃ।। ১৮ ।।

মনোরশ্মির্বুদ্ধিসূতো হৃন্নীড়ো দ্বন্দ্বকূবরঃ।
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ।। ১৯ ।।

আকৃতির্বিক্রমো বাহ্যো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি।
একাদশেন্দ্রিয়চমূঃ পঞ্চসূনাবিনোদকৃৎ।। ২০ ।।

মুখে আশ্রিত বাগিন্দ্রিয় বিপণ এবং রসনেন্দ্রিয় রসবিৎ (রসজ্ঞ) নামের মিত্র।। ১১ ।। বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার (বাগ্ ব্যবহার) আপণ-নামক দেশ এবং বিবিধ প্রকার অন্নই বহূদন দেশ (রসনার বিষয় বা রস)। দক্ষিণ কর্ণ পিতৃহূ এবং বামকর্ণ দেবহূ-নামক দ্বার বলে বলা হয়েছে।। ১২ ।। কর্মকাণ্ডরূপ প্রবৃত্তিমার্গের শাস্ত্র এবং উপাসনা কাণ্ডরূপ নিবৃত্তিমার্গের শাস্ত্রই যথাক্রমে দক্ষিণ এবং উত্তর পাঞ্চাল দেশ। শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ শ্রুতধর নামক মিত্রের সহায়তায় এই উভয়বিধ শাস্ত্র শ্রবণ করে জীব যথাক্রমে পিতৃযান এবং দেবযান মার্গে গতি লাভ করে।। ১৩ ।। উপস্থ (অঙ্গ) আসুরীনামের পশ্চিম দিকস্থিত দ্বার, স্ত্রীসঙ্গ গ্রামক নামের দেশ এবং উপস্থেন্দ্রিয় দুর্মদ নামক মিত্র। পায়ু নির্ঋতি নামের পশ্চিম দ্বার।। ১৪ ।। নরক বৈশস-নামক দেশ, পায়ু ইন্দ্রিয় লুব্ধক নামক মিত্র। এছাড়াও দুজন অন্ধের কথা বলেছিলাম, তাদের প্রকৃত পরিচয়ও শোন। এরা দুজন হল হস্ত এবং পদ, এদের সাহায্যেই জীব যথাক্রমে সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদন করে এবং সর্বত্র গমনাগমন করে থাকে।। ১৫ ।। অন্তঃপুর হল হৃদয়, মনকে বিযূচি (বিষূচীন) নামক প্রধান সেবক বলা হয়েছে। জীব সেই মনের সত্ত্বাদি গুণের কারণে প্রসন্নতা, হর্ষরূপ বিকার অথবা মোহ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।। ১৬ ।। বুদ্ধি (রাজমহিষী পুরঞ্জনী) স্বপ্নাবস্থায় যেমন যেমন বিকারপ্রাপ্ত হয় এবং জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদিকে বিকৃত করে, তার গুণসমূহের দ্বারা লিপ্ত হয়ে আত্মা (জীব) ও সেই সেই রূপে তার (বুদ্ধির) বৃত্তিসমূহের অনুকরণ করতে বাধ্য হয়—যদিও বস্তুতপক্ষে সে এইসবের নির্বিকার সাক্ষীমাত্র।। ১৭ ।। দেহ রথস্বরূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ পাঁচটি অশ্ব তাতে যুক্ত আছে। তার গতি যদিও সংবৎসরের বেগের মতো অপ্রতিহত বলে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, বাস্তবিকপক্ষে তা কিন্তু গতিহীন। পুণ্য এবং পাপ এই দ্বিবিধ কর্ম তার দুই চক্র, গুণত্রয় তার ধ্বজাস্বরূপ এবং পঞ্চ প্রাণ তার বন্ধনরজ্জু।। ১৮ ।। মন তার রশ্মি (লাগাম), বুদ্ধি সারথি, হৃদয় উপবেশন স্থান, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব যুগ (জোয়াল) বন্ধনস্থান, ইন্দ্রিয়সমূহের পাঁচ বিষয় তাতে রক্ষিত অস্ত্র এবং ত্বক প্রভৃতি সপ্ত ধাতু তার আবরণ।। ১৯ ।। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় তার পাঁচ প্রকারের গতি। এই রথে আরোহণ করে রথীরূপী জীব মৃগতৃষ্ণাসদৃশ অলীক বিষয়সমূহের সন্ধানে (মৃগয়ার মতো)

[১]প্রাচীন বইয়ে 'প্রবৃত্তং চ' ইত্যাদি ত্রয়োদশতম শ্লোক থেকে আরম্ভ করে বিংশতম শ্লোকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত এখানে নেই।

সংবৎসরশ্চণ্ডবেগঃ কালো যেনোপলক্ষিতঃ।
তস্যাহানীহ গন্ধর্বা গন্ধর্ব্যো রাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
হরন্ত্যায়ুঃ পরিক্রান্ত্যা ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্॥ ২১ ॥

কালকন্যা জরা সাক্ষাল্লোকস্তাং নাভিনন্দতি।
স্বসারং জগৃহে মৃত্যুঃ ক্ষয়ায় যবনেশ্বরঃ॥ ২২ ॥

আধয়ো ব্যাধয়স্তস্য সৈনিকা যবনাশ্চরাঃ।
ভূতোপসর্গাশুরয়ঃ প্রজ্বারো দ্বিবিধো জ্বরঃ॥ ২৩ ॥

এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্দৈবভূতাত্মসম্ভবৈঃ।
ক্লিশ্যমানঃ শতং বর্ষং দেহে দেহী তমোবৃতঃ॥ ২৪ ॥

প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্মানাত্মন্যধ্যস্য নির্গুণঃ।
শেতে কামলবান্ধ্যায়ন্মমাহমিতি কর্মকৃৎ॥ ২৫ ॥

যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্।
পুরুষস্তু বিষজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্॥ ২৬ ॥

গুণাভিমানী স তদা কর্মাণি কুরুতেঽবশঃ।
শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা[1] যথাকর্মাভিজায়তে॥ ২৭ ॥

শুক্লাৎ প্রকাশভূয়িষ্ঠাঁল্লোকানাপ্নোতি[2] কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃ শোকোৎকটান্ ক্বচিৎ॥ ২৮ ॥

ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্যগ্ বা যথাকর্মগুণং[3] ভবঃ॥ ২৯ ॥

ধাবিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় তার সেনা। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাদের বিষয় সমূহের অন্যায়ভাবে সেবনই মৃগয়ায় পশুবধের দ্বারা বিনোদন॥ ২০ ॥

গন্ধর্বরাজ চণ্ডবেগ প্রকৃতপক্ষে সংবৎসর, যা নিরবধি অসীম কালেরই পরিচ্ছিন্নরূপে বোধের সহায়ক। তার অধীন তিনশত ষাট জন গন্ধর্ব হল দিন, এবং গন্ধর্বীগণ রাত্রি। এরাই পুনঃপুন আবর্তিত হয়ে মানুষের আয়ু হরণ করে॥ ২১ ॥ বৃদ্ধাবস্থা বা জরাই হল সাক্ষাৎ কালকন্যা। কোনো প্রাণীই তাকে গ্রহণ করতে চায় না। মৃত্যুরূপী যবনরাজ তাকে লোকসংহারের প্রয়োজনে ভগিনীরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন॥ ২২ ॥ আধি (মানসিক কষ্ট) এবং ব্যাধি (রোগাদি শারীরিক কষ্ট)-সমূহ সেই যবনরাজের পদাতিক সৈন্য এবং প্রজ্বার নামক তার ভ্রাতা প্রকৃতপক্ষে শীত ও উষ্ণ এই দ্বিবিধ জ্বর, যা প্রাণীবর্গকে পীড়িত করে দ্রুত মৃত্যুমুখে নিয়ে যায়॥ ২৩ ॥

এইভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেহাভিমানী জীব নানাপ্রকার আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে শত বৎসর (সাধারণভাবে মানুষের পূর্ণ আয়ুষ্কাল) পর্যন্ত মনুষ্যশরীরে বদ্ধ থাকে॥ ২৪ ॥ প্রকৃতপক্ষে সে নির্গুণ হলেও প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনের ধর্মসমূহকে নিজের উপরে আরোপ করে 'আমি আমার'রূপ অভিমানে বদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের চিন্তায় রত থেকে বিভিন্ন প্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করে চলে॥ ২৫ ॥ জীব অবশ্যই স্বয়ম্প্রকাশ, কিন্তু তাহলেও সে যতক্ষণ পরম গুরু আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি না করে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির গুণসমূহে আবদ্ধ থাকে॥ ২৬ ॥ গুণাভিমানী সেই জীব অবশভাবে (পরাধীনের মতো) সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক কর্ম করতে থাকে এবং সেই কর্ম অনুসারে তার ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়॥ ২৭ ॥ কখনো সে সাত্ত্বিক কর্মের ফলে প্রকাশবহুল স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়, কখনো রাজস কর্মহেতু দুঃখপরিণামী লোকসমূহে তার গতি হয়, যেখানে তাকে বহুবিধ কর্মসম্বন্ধী ক্লেশ সহ্য করতে হয়, আবার কখনো তামস কর্মের পরিণামে শোকবহুল অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকে গমন করে॥ ২৮ ॥ এইভাবে নিজ কর্ম এবং গুণ অনুসারে দেবযোনি, মনুষ্যযোনি অথবা পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ করে সেই অজ্ঞানান্ধ

[1]প্রা.পা.—চ যথা সমভিজায়তে। [2]প্রা.পা.— ল্লোকান্ প্রাপ্নোতি। [3]প্রা.পা.—কর্তৃগুণঃ।

ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্।
চরন্ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা।। ৩০ ।।

তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্।
উপর্যধো বা মধ্যে বা যাতি[১] দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্।। ৩১

দুঃখেষ্বেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুষু।
জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেত্তত্তৎ প্রতিক্রিয়া।। ৩২

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ।। ৩৩

নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্মণাং কর্ম কেবলম্।
দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ।। ৩৪ ।।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা ।।৩৫ ।।

অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থপরম্পরা।
সংসৃতিস্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ।। ৩৬ ।।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ জনয়িষ্যতি।। ৩৭ ।।

সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুতকথাশ্রয়ঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদা স্যাদধীয়তঃ।। ৩৮ ।।

জীব কখনো পুরুষ, কখনো স্ত্রী আবার কখনো-বা নপুংসকরূপ লাভ করে ।। ২৯ ।। যেমন ক্ষুধার্ত শোচনীয় অবস্থাপন্ন গৃহ থেকে গৃহান্তরে বিচরণ করে নিজের ভাগ্য অনুসারে কোথাও দণ্ডের তাড়না আবার কোথাও-বা অন্ন লাভ করে থাকে, সেই রকমেই জীব হৃদয়ে বহু প্রকার কামনা-বাসনা নিয়ে উত্তম বা অধম পথে পরিভ্রমণ করে ঊর্ধ্ব, অধঃ বা মধ্য লোকসমূহে গমন করে এবং সেখানে নিজের কর্ম অনুসারে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে থাকে।। ৩০-৩১ ।।

আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে অন্তত যে কোনো একটির থেকেও জীবের সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটে না। যদি কখনো সেইরূপ প্রতীতি হয় তো তা কেবল তাৎক্ষণিক।। ৩২ ।। যেমন কোনো ব্যক্তি মস্তকে কোনো গুরুভার বহন করতে করতে (ক্লান্ত হয়ে) সেটি স্কন্ধে গ্রহণ করে—সমস্ত প্রাতীকার (দুঃখনিবৃত্তি) সেইরূপই বুঝতে হবে। কোনো উপায়ে মানুষ একপ্রকারের দুঃখ থেকে অব্যাহতি লাভ করা মাত্রই অপর একটি দুঃখ তার ওপরে এসে পড়ে।। ৩৩ ।। শুদ্ধহৃদয় মহারাজ ! যেমন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নান্তর দর্শন স্বপ্নের (অনুভূত দুঃখ) থেকে সর্বথা মুক্তি পাওয়ার পথ নয়, সেইরকমেই কর্মফল ভোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তির উপায় কেবল কর্ম হতেই পারে না, কারণ কর্মফল এবং তার প্রতিকারমূলক কর্ম—দুটিই অবিদ্যাপ্রসূত।। ৩৪ ।। যেমন স্বপ্নাবস্থায় মনোময় লিঙ্গশরীরে বিচরণশীল জীবের কাছে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের বাস্তব সত্তা না থাকা সত্ত্বেও তৎকালে সেগুলি সত্য বলেই বোধ হয়, ঠিক সেই প্রকারেই এই সুখ-দুঃখময় দৃশ্য জগৎ-পদার্থ প্রকৃতপক্ষে অলীক হলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞান নিদ্রা দূর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্ববান থেকেই যায় এবং জীবেরও জন্ম-মরণরূপ সংসারচক্র থেকে মুক্তিলাভ হয় না। (সুতরাং এর আত্যন্তিক নিবৃত্তির একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান)।। ৩৫ ।।

মহারাজ ! যে অবিদ্যার ফলে পরমার্থস্বরূপ আত্মার এই জন্মমরণরূপ অনর্থপরাম্পরা উপস্থিত হয়, তার নিবৃত্তি গুরুস্বরূপ শ্রীহরির প্রতি সুদৃঢ় ভক্তির দ্বারাই সম্ভব।। ৩৬ ।। একান্ত নিষ্ঠায় ও সমীচীন প্রকারে ভগবান বাসুদেবে বিহিত ভক্তিযোগ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জন্ম দেয়।। ৩৭ ।। হে রাজর্ষি !

[১]প্রা.পা.—যাবদিষ্টং।

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ।
ভগবদ্‌গুণানুকথনশ্রবণব্যগ্রচেতসঃ॥ ৩৯ ॥

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ [১]পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্‌ভয়শোকমোহাঃ॥ ৪০ ॥

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্॥ ৪১ ॥

প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ॥ ৪২ ॥

মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৪৩ ॥

অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥ ৪৪ ॥

শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং[২] ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্॥ ৪৫

যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ ৪৬

তস্মাৎ কর্মসু বর্হিষ্মন্নজ্ঞানাদর্থকাশিষু।
মার্থদৃষ্টিং কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষ্বস্পৃষ্টবস্তুষু॥ ৪৭ ॥

এই ভক্তিযোগ ভগবৎকথার আশ্রয়ে বর্তমান থাকে। এই জন্য যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে তা শোনে বা পাঠ করে, সে অতি শীঘ্রই এই ভক্তিভাবের অধিকারী হয়॥ ৩৮ ॥ মহারাজ ! যেখানে ভগবদ্‌গুণকীর্তন ও শ্রবণে ব্যগ্র হৃদয় বিশুদ্ধচেতা ভক্তগণ অবস্থান করেন, সেই সজ্জন-সমাজে মহাপুরুষগণের মুখনিঃসৃত ভগবান মধুসূদনের চরিত-কথারূপ অমৃত-নদীধারা সর্বত্র প্রবাহিত হতে থাকে। যারা নিত্য-আকাঙ্ক্ষাযুক্ত চিত্তে একাগ্র উৎকর্ণে সেই অমৃত পান করে, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-শোক- মোহ প্রভৃতি কোনো বাধাই স্পর্শও করতে পারে না॥ ৩৯-৪০ ॥ এই সকল স্বাভাবিক বিঘ্নগুলির দ্বারা নিত্য উপদ্রুত জীব শ্রীহরির কথামৃতসিন্ধুতে গভীর অনুরাগভরে মগ্ন হতে পারে না॥ ৪১ ॥ প্রজাপতিগণের অধিপতি ভগবান ব্রহ্মা, সাক্ষাৎ ভগবান গিরিশ, স্বায়ম্ভুব মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, সনকাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং আমি পর্যন্ত সকল ব্রহ্মবাদী শব্দকোবিদ ঋষিগণ তপস্যা, উপাসনা এবং সমাধি অবলম্বনে বহুপ্রকারে অন্বেষণ করেও সেই সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারিনি॥ ৪২-৪৪ ॥ শব্দব্রহ্ম বা বেদ অতি বিস্তৃত, তার পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া অর্থাৎ তা সম্যকরূপে অর্থবোধসহ অধিগত করা অত্যন্ত দুষ্কর। অনেক মনীষী সে সম্বন্ধে আলোচনা করে, মন্ত্রে উল্লিখিত বজ্রহস্তত্বাদিলক্ষণ-সমন্বিত ইন্দ্রাদি দেবতারূপে সেই পরমাত্মাকেই ভিন্ন ভিন্ন কর্মের দ্বারা আরাধনা করে থাকেন, কিন্তু তাঁরাও তাঁর স্বরূপ নিশ্চিতভাবে জানেন না॥ ৪৫ ॥ নিজ হৃদয়ে নিরন্তর ভগবানকে ভাবনা করতে করতে তাঁর মধ্যে নিজেকে লীন করে দিতে পারলে তাঁর কৃপা লাভ করা যায় ; একবার তাঁর সেই অলৌকিক অনুগ্রহে যে ধন্য হয়, তার পক্ষে লৌকিক অথবা বৈদিক কোনো বিশেষ কর্মকাণ্ডের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার আর প্রয়োজন থাকে না। (সে সকল ক্ষুদ্র মতবাদের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মানন্দরূপ মুক্তির আস্বাদনে বিভোর হয়ে যায়।)॥ ৪৬ ॥

বর্হিষ্মন্ ! তুমি এই কর্মসমূহে পরমার্থবুদ্ধি কোরো না (এগুলিকে পরমপুরুষার্থসাধক বলে মনে কোরো না।)। এগুলি শ্রবণ-মনোরম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমার্থকে স্পর্শও

[১]প্রা.পা.— তোয়সরিতঃ। [২]প্রা.পা.—বচ্ছিন্নৈর্ভ.।

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্মকমতদ্বিদঃ॥ ৪৮ ॥

আস্তীর্য দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ কার্ৎস্ন্যেন ক্ষিতিমণ্ডলম্।
স্তব্ধো বৃহদ্বধান্মানী কর্ম নাবৈষি যৎপরম্।
তৎকর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া॥ ৪৯ ॥

হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ॥ ৫০ ॥

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥ ৫১

নারদ [১]উবাচ

প্রশ্ন এবং হি সংছিন্নো ভবতঃ পুরুষর্ষভ।
অত্র মে বদতো গুহ্যং নিশাময় সুনিশ্চিতম্॥ ৫২ ॥
ক্ষুদ্রশ্চরং সুমনসাং শরণে মিথিত্বা
রক্তং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামসু লুব্ধকর্ণম্।
অগ্রে বৃকানসুতৃপোঽবিগণয্য যান্তং
পৃষ্ঠে মৃগং মৃগয় লুব্ধকবাণভিন্নম্॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ

সুমনঃসধর্মণাং স্ত্রীণাং শরণ আশ্রমে পুষ্পমধুগন্ধবৎক্ষুদ্রতমং কাম্যকর্মবিপাকজং কামসুখলবং জৈহ্ব্যৌপস্থ্যাদি বিচিন্বন্তং মিথুনীভূয় তদভিনিবেশিতমনসং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামগীতবদ-তিমনোহরবনিতাদিজনালাপেষ্বতিতরামতিপ্রলো-ভিতকর্ণমগ্রে বৃকযূথবদাত্মন আয়ুর্হরতোঽহোরা-ত্রান্[৩] কাললববিশেষানবিগণয্য গৃহেষু বিহরন্তং পৃষ্ঠত[৪] এব পরোক্ষমনুপ্রবৃত্তো লুব্ধকঃ কৃতান্তোঽন্তঃশরেণ যমিহ পরাবিধ্যতি তমিমমা-ত্মানমহো রাজন্ ভিন্নহৃদয়ং দ্রষ্টুমর্হসীতি॥ ৫৪ ॥

করতে পারে না। জ্ঞানের অভাববশতই লোকের কাছে এগুলি পরমার্থরূপে প্রতিভাত হয়॥ ৪৭ ॥ যে সকল মলিনমতি কর্মবাদী ব্যক্তি বেদকে কেবলমাত্র কর্মকাণ্ড-সর্বস্ব বলে থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে বেদের মর্ম জানেন না। এর কারণ, তারা নিজ স্বরূপভূত লোক বা আত্মতত্ত্ব—যা বেদের প্রতিপাদ্য, ভগবান জনার্দন যেখানে বিরাজ করেন, তার সম্পর্কে অজ্ঞ॥ ৪৮ ॥ যজ্ঞার্থে বিস্তৃত প্রাগগ্র (পূর্বদিকে অগ্রভাগবিশিষ্ট) কুশরাজির দ্বারা তুমি ভূমণ্ডলকে আকীর্ণ করে ফেলেছ, যজ্ঞে অসংখ্য পশু বধ করেছ, এবং এর ফলে তোমার মধ্যে অভিমান এবং ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম বা উপাসনার প্রকৃত রহস্য তোমার জানা নেই। বস্তুত তা-ই কর্ম যার দ্বারা ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা লাভ করা যায়, এবং যার দ্বারা ভগবানে চিত্ত লগ্ন হয়, তা-ই বিদ্যা॥ ৪৯ ॥ শ্রীহরিই নিখিল দেহীগণের আত্মা, ঈশ্বর (নিয়ামক) এবং সর্বজগতের স্বতন্ত্র (অন্য নিরপেক্ষ) কারণ। তাঁর চরণতল সকল মানুষের একমাত্র আশ্রয়, সকল মানুষের সকল কল্যাণের উৎস॥ ৫০ ॥ 'যার থেকে কোনো ব্যক্তির অণুমাত্র ভয়ও হয় না, সেই তার প্রিয়তম আত্মা'—যিনি একথার প্রকৃত তাৎপর্য জানেন তিনিই জ্ঞানী, এবং যিনি জ্ঞানী তিনিই গুরু এবং সাক্ষাৎ শ্রীহরি (যাঁকে আশ্রয় করলে সর্বথা অভয় লাভ হয় তিনিই জীবের প্রিয়তম আত্মাস্বরূপ শ্রীহরি—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হলে ভগবৎ-স্বরূপতা লাভ হয়)॥ ৫১ ॥

নারদ বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এ পর্যন্ত আমি যা বললাম, তাতে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এক সুনিশ্চিত গুহ্য সাধন বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো॥ ৫২ ॥ পুষ্পবাটিকায় নিজের সঙ্গিনী হরিণীর সঙ্গে মিলিতভাবে বিচরণশীল এক মত্ত হরিণ দূর্বাদিক্ষুদ্র তৃণ ভক্ষণে রত। তার কর্ণ দুটি ভ্রমরগণের মধুর সংগীতে মগ্ন হয়ে রয়েছে। তার সম্মুখে (অন্য প্রাণীকে হত্যা করে যারা জীবনধারণ করে) সেই মাংসাশী হিংস্র বৃকেরা (নেকড়ে বাঘ) তাকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করে আছে আর পিছনে ব্যাধ তাকে লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করে দিয়েছে। কিন্তু সেই হরিণ এমনই অসতর্ক যে সে এইসব কিছুই লক্ষ্য করছে না। এই হরিণটির দশার কথা একবার ভাব॥ ৫৩ ॥

মহারাজ ! এই রূপকটির তাৎপর্য শোনো। এই মৃত্যুমুখে

[১]প্রাচীন বইয়ে 'নারদ উবাচ' নেই। [২]প্রা.পা.—তরাং প্রলোভিত.। [৩]প্রা.পা.—রাত্রাদীন্ কালবিশেষান্ বিগণয্য।
[৪]প্রা.পা.—পৃষ্ঠতঃ পরোক্ষমনু।

স ত্বং বিচক্ষ্য মৃগচেষ্টিতমাত্মনোঽন্ত-
শ্চিত্তং নিযচ্ছ হৃদি কর্ণধুনীং চ চিত্তে।
জহ্যঙ্গনাশ্রমমসত্তমযূথগাথং
প্রীণীহি হংসশরণং বিরম ক্রমেণ॥ ৫৫ ॥

রাজোবাচ

শ্রুতমন্বীক্ষিতং ব্রহ্মন্ ভগবান্ যদভাষত।
নৈতজ্জানন্ত্যুপাধ্যায়াঃ কিং ন ব্রূয়ুর্বিদুর্যদি॥ ৫৬ ॥

সংশয়োঽত্র তু মে বিপ্র সংছিন্নস্তৎকৃতো মহান্।
ঋষয়োঽপি হি মুহ্যন্তি যত্র নেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥ ৫৭ ॥

কর্মাণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায় তম্।
অমুত্রান্যেন দেহেন জুষ্টানি স যদশ্নুতে॥ ৫৮ ॥

ইতি বেদবিদাং বাদঃ শ্রূয়তে তত্র তত্র হ।
কর্ম যৎ ক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে॥ ৫৯

প্রবেশোন্মুখ মৃগ প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজে ; তুমি নিজের দশা একবার বিচার করে দেখো। পুষ্পসদৃশ এই নারীগণ কেবল দৃষ্টিনন্দনমাত্র, এদের বসতিস্থান বা গৃহই পুষ্পবাটিকা। সেখানে অবস্থান করে তুমি পুষ্পের মধু এবং গন্ধের সঙ্গে তুলনীয় জিহ্বা এবং জননেন্দ্রিয়ের পক্ষে সুখপ্রদ ভোজনাদি তুচ্ছ দৈহিক ভোগসুখ, যেগুলি তোমার পূর্বে অনুষ্ঠিত কাম্যকর্মের ফলস্বরূপ উপস্থিত হয়েছে, সেগুলির আহরণে রত রয়েছ। স্ত্রী-পরিবৃত হয়ে তুমি তাদের প্রতিই তোমার চিত্ত ব্যাপৃত করে রেখেছ। পুত্র-কলত্রগণের মধুর আলাপই ভ্রমর-গুঞ্জন, তোমার কর্ণদ্বয় সেই শব্দেই পরিপূর্ণ। সম্মুখস্থ, বৃকপালের মতো মহাকালের অংশভূত দিন এবং রাত্রি তোমার আয়ু হরণ করে চলেছে, কিন্তু তুমি তাদের ধর্তব্যের মধ্যেই না এনে গার্হস্থ্য-সুখের ভোগে মত্ত হয়ে রয়েছ। তোমার পশ্চাতে অপ্রকাশ্যভাবে অনুসরণকারী মৃত্যুরূপী ব্যাধ দূর থেকে তার গোপন শরে তোমার হৃদয় বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে॥ ৫৪ ॥ তুমি নিজেকে এই মৃগটির মতো পরিস্থিতিতে পতিত হিসাবে বিবেচনা করে নিজের চিত্তকে হৃদয়ের ভিতরে নিরুদ্ধ করো এবং নদীর মতো প্রবাহিত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী বৃত্তিকে চিত্তের মধ্যে স্থাপিত করো (অন্তর্মুখী করো)। অসৎ কামুক ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ-চর্চাদিতে পরিপূর্ণ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে পরমহংস সন্ন্যাসীগণের আশ্রয় ভগবান শ্রীহরিকে প্রসন্ন করো এবং ক্রমশ সমস্ত বিষয় থেকে বিরত হও॥ ৫৫ ॥

রাজা প্রাচীনবর্হি বললেন—ভগবান, আপনি কৃপা করে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, আমি তা শুনলাম এবং সে বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তাও করলাম। তবে আমাকে যাঁরা কর্মকাণ্ডের উপদেশ করেন, সেই আচার্যগণ সম্ভবত এ বিষয়ে অবহিত নন। যদি তাঁরা এই তত্ত্ব জানতেন, তবে কি আমাকে তা বলতেন না ? ॥ ৫৬ ॥ হে বিপ্রবর ! আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আমার উপাধ্যায়গণ আমার হৃদয়ে যে গভীর সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, আপনি তা সম্পূর্ণরূপেই ছেদন করে দিয়েছেন। এই বিষয়টি ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ার ফলে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণেরও এ সম্পর্কে ভ্রান্তি বা মোহ ঘটতে পারে॥ ৫৭ ॥ বিভিন্ন স্থানে বেদবাদীগণের এইরূপ উক্তি শুনতে পাওয়া যায় যে, 'জীব ইহলোকে যার দ্বারা কর্ম করে সেই স্থূলশরীরটি সে এখানেই পরিত্যাগ করে পরলোকে কর্ম-অনুসারে গঠিত অন্য দেহে পূর্বানুষ্ঠিত কর্মের ফল ভোগ করে।' কিন্তু তা কী প্রকারে সম্ভব ? (কারণ, সেই

নারদ উবাচ

যেনৈবারভতে কর্ম তেনৈবামুত্র তৎপুমান্।
ভুঙ্‌ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্॥ ৬০ ॥

শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা।
কর্মাত্মন্যাহিতং ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা॥ ৬১ ॥

মমৈতে মনসা যদ্‌যদসাবহমিতি ব্রুবন্।
গৃহ্নীয়াত্তৎ পুমান্ রাদ্ধং কর্ম যেন পুনর্ভবঃ॥ ৬২ ॥

যথানুমীয়তে চিত্তমুভয়ৈরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ।
এবং প্রাগ্‌দেহজং কর্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ॥ ৬৩

নানুভূতং ক্ব চানেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্।
কদাচিদুপলভ্যেত যদ্রূপং যাদৃগাত্মনি॥ ৬৪ ॥

তেনাস্য তাদৃশং রাজঁল্লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্।
শ্রদ্ধৎস্বাননুভূতোঽর্থো ন মনঃ স্প্রষ্টুমর্হতি॥ ৬৫ ॥

মন এব মনুষ্যস্য পূর্বরূপাণি শংসতি।
ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ॥ ৬৬ ॥

অদৃষ্টমশ্রুতং চাত্র ক্বচিন্মনসি দৃশ্যতে।
যথা তথানুমন্তব্যং দেশকালক্রিয়াশ্রয়ম্[1]॥ ৬৭ ॥

কর্মের কর্তা স্থূলশরীর তো এখানেই বিনষ্ট হয়ে যায়)। তাছাড়া, এই লোকে যে-সব কর্ম করা যায়, সেগুলি তো পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যায়, পরলোকে ফল-দানের জন্য সেগুলি আবার আবির্ভূত হবে কীভাবে ? ॥ ৫৮-৫৯ ॥

নারদ বললেন—রাজন্ ! (স্থূল শরীর তো লিঙ্গ শরীরের অধীন, সুতরাং কর্মের উত্তর-দায়িত্ব সেই লিঙ্গশরীরেই বর্তায়) যে মনঃপ্রধান লিঙ্গ শরীরের সাহায্যে মানুষ কর্ম করে সেটি তো মৃত্যুর পরেও তার সঙ্গেই থাকে, সুতরাং পরলোকে সেই দেহের দ্বারা অপরোক্ষভাবেই (অপর কোনো স্থূল দেহের দ্বারা ব্যবধান রচিত হওয়ার পূর্বেই) সে সেই কর্মের ফল ভোগ করে॥ ৬০ ॥ স্বপ্নাবস্থাতেও মানুষ যেমন তৎকালীন জীবিত দেহের অভিমান পরিত্যাগ করে তৎসদৃশ অথবা অন্য কোনো পশুপক্ষী-আদি দেহে মনের মধ্যে সংস্কাররূপে স্থিত কর্মসমূহ ভোগ করে, (স্বপ্নে যে সকল ভোগ সংঘটিত হয় সেগুলি স্পষ্টতই সেই শয়ান পাঞ্চভৌতিক দেহে হয় না, কখনো সেইরূপ কখনো-বা অন্যরূপধারী দেহান্তরের দ্বারা হয়), সেইরকমই লোকান্তরেও হয়ে থাকে॥ ৬১ ॥ 'এরা আমার' অথবা 'এই আমি' ইত্যাদিরূপে স্ত্রী-পুত্র বা দেহাদি বিষয়ে জীব যে মানসিকভাবে 'মমতা'-'অহং' ভাব পোষণ করে তার ফলে সেই বোধে স্থিত হয়ে সেই দেহের সাহায্যে অনুষ্ঠিত (পাপ-পুণ্যাদি) কর্মও সে নিজের বলে গ্রহণ করে, এবং তারই ফলে তার পুনরায় জন্ম হয়ে থাকে॥ ৬২ ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টার (কার্যে প্রবৃত্তি, ব্যাপার) দ্বারা যেমন তাদের প্রেরক চিত্তকে অনুমান করা যায়, সেই রকমেই চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃত্তির থেকে পূর্বজন্মের কর্মও অনুমান করা যায় (সুতরাং কর্ম ফলদানের জন্য অদৃষ্টরূপে কালান্তরেও বর্তমান থাকে।)॥ ৬৩ ॥ কখনো কখনো দেখা যায়, যে বস্তু ইহজন্মে কখনো দেখা বা শোনা বা অন্য কোনোভাবেই অনুভূত হয়নি, সেটি স্বপ্নে তার যথাযথরূপেই অনুভবের বিষয় হল॥ ৬৪ ॥ মহারাজ, নিশ্চয় জেনো, লিঙ্গদেহাভিমানী জীবের সেই বস্তুর অনুভব পূর্বজন্মে অবশ্যই হয়েছে। কারণ, যে বস্তুর পূর্বে কখনো অনুভব হয়নি, তার বাসনা (সংস্কার) মনের মধ্যে জন্মাতেই পারে না॥ ৬৫ ॥

মহারাজ ! তোমার কল্যাণ হোক (আমার উপদিষ্ট তত্ত্ব

[1]প্রা.পা.—বলাশ্রয়ম্।

সর্বে ক্রমানুরোধেন মনসীন্দ্রিয়গোচরাঃ।
আয়ান্তি বর্গশো[১] যান্তি সর্বে সমনসো জনাঃ॥ ৬৮

সত্ত্বৈকনিষ্ঠে মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্তিনি।
তমশ্চন্দ্রমসীবেদমুপরজ্যাবভাসতে[২]॥ ৬৯ ॥

নাহং মমেতি ভাবোঽয়ং পুরুষে ব্যবধীয়তে।
যাবদ্ বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থগুণব্যূহো হ্যনাদিমান্॥ ৭০ ॥

সুপ্তিমূর্চ্ছোপতাপেষু প্রাণায়নবিঘাততঃ।
নেহতেঽহমিতি জ্ঞানং মৃত্যুপ্রজ্বারয়োরপি॥ ৭১ ॥

গর্ভে বাল্যেঽপ্যপৌষ্কল্যাদেকাদশবিধং তদা[৩]।
লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যূনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো যথা ॥ ৭২ ॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৭৩ ॥

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে॥ ৭৪ ॥

তোমার হৃদয়ে সম্যক স্ফুরিত হোক)। মনই মানুষের পূর্বরূপ তথা ভবিষ্যৎ রূপেরও সূচনা প্রদান করে থাকে এবং যাদের আর জন্ম হবে না সেই তত্ত্ববিদগণের বিদেহ-মুক্তির পূর্বাভাসও তাঁদের মনে উদিত হয়ে থাকে॥ ৬৬ ॥ কখনো কখনো স্বপ্নের মধ্যে দেশ, কাল অথবা ক্রিয়াঘটিত এমন ব্যাপারও দেখা যায় যা পূর্বে কখনো দেখা বা শোনা যায়নি (যথা, পর্বতশীর্ষে সমুদ্র, দিনে তারকা-উদয় বা নিজের শিরশ্ছেদ-দর্শন ইত্যাদি)। এইসব ক্ষেত্রে নিদ্রাদোষই কারণ বলে স্বীকার করতে হবে॥ ৬৭ ॥ ইন্দ্রিয়-গোচর যাবতীয় পদার্থই ভোগ্যরূপে মনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয় এবং ভোগ সমাপ্ত হলে চলে যায়। সকল জীবেরই মন আছে বলেই এরূপ হয়ে থাকে। (মনকে বাদ দিয়ে কোনো ভোগই হতে পারে না)॥ ৬৮ ॥ সাধারণভাবে পদার্থনিচয়ের ক্রমশ অনুভব হয় অর্থাৎ যুগপৎ একাধিক বিষয়ের বোধ হয় না। কিন্তু যদি কখনো ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ মন বিশুদ্ধ সত্ত্বে স্থিতি লাভ করে, তাহলে ভগবৎসংসর্গ-হেতু তাতে একই ক্ষণে সমগ্র বিশ্বের প্রকাশ সম্ভব হতে পারে—যেমন রাহু দৃষ্টির বিষয় না হলেও প্রকাশাত্মক চন্দ্রের সংসর্গে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে॥ ৬৯ ॥ মহারাজ! যতকাল পর্যন্ত গুণসমূহের পরিণাম এবং বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং শব্দাদি বিষয়ের সমষ্টিস্বরূপ এই অনাদি লিঙ্গদেহ বর্তমান থাকে ততকাল জীবের স্থূলদেহের প্রতি 'আমি আমার'-রূপ বোধ অপগত হয় না॥ ৭০ ॥ সুষুপ্তি, মূর্ছা, তীব্র দুঃখ, মৃত্যু তথা মহা ঘোর জ্বরাদি ব্যাধির সময়েও ইন্দ্রিয়সমূহের বিকলতার কারণে 'অহং'ভাবের স্পষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু তখনও তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না॥ ৭১ ॥ যেমন অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র বর্তমান থাকলেও দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপই যৌবনে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান এই একাদশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর গর্ভাবস্থা এবং বাল্যকালে বর্তমান থাকলেও ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্ণ বিকাশ না হওয়ার ফলে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় না॥ ৭২ ॥ যেমন স্বপ্নে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও জাগরণ বিনা স্বপ্নজনিত (স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত দুঃখাদি) অনর্থের নিবৃত্তি হয় না, সেই প্রকারেই সাংসারিক বস্তুসমূহ অসৎ-স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও জীব অবিদ্যাবশে তার চিন্তাতেই মগ্ন থাকে বলে জন্ম-মরণরূপ সংসারচক্র থেকে তার মুক্তি হয় না॥ ৭৩ ॥ পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা গঠিত তথা

[১]প্রা.পা.—বহুশো। [২]প্রা.পা.—বেহ উপ.। [৩]প্রা.পা.—তথা।

অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে[১] বিমুঞ্চতি।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখং চানেন বিন্দতি॥ ৭৫

যথা তৃণজলূকেয়ং নাপযাত্যপয়াতি চ।
ন ত্যজেন্ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্দেহাভিমতিং জনঃ॥ ৭৬

যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্মণাম্।
মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনম্॥ ৭৭ ॥

যদাক্ষৈশ্চরিতান্ ধ্যায়ন্ কর্মাণ্যাচিনুতেঽসকৃৎ।
সতি কর্মণ্যবিদ্যায়াং বন্ধঃ কর্মণ্যনাত্মনঃ॥ ৭৮ ॥

অতস্তদপবাদার্থং[২] ভজ সর্বাত্মনা হরিম্।
পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ॥ ৭৯

মৈত্রেয় উবাচ

ভাগবতমুখ্যো ভগবান্নারদো হংসয়োর্গতিম্।
প্রদর্শ্য হ্যমুমামন্ত্র্য[৩] সিদ্ধলোকং ততোঽগমৎ॥ ৮০

প্রাচীনবর্হী রাজর্ষিঃ প্রজাসর্গাভিরক্ষণে।
আদিশ্য পুত্রানগমত্তপসে কপিলাশ্রমম্॥ ৮১ ॥

তত্রৈকাগ্রমনা বীরো গোবিন্দচরণাম্বুজম্।
বিমুক্তসঙ্গোঽনুভজন্ ভক্ত্যা তৎসাম্যতামগাৎ॥ ৮২

এতদধ্যাত্মপারোক্ষ্যং গীতং দেবর্ষিণানঘ।
যঃ শ্রাবয়েদ্ যঃ শৃণুয়াৎ স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে॥ ৮৩

এতন্মুকুন্দযশসা ভুবনং পুনানং
দেবর্ষিবর্যমুখনিঃসৃতমাত্মশৌচম্।
যঃ কীর্ত্যমানমধিগচ্ছতি পারমেষ্ঠ্যং
নাস্মিন্ ভবে ভ্রমতি মুক্তসমস্তবন্ধঃ॥ ৮৪ ॥

ষোড়শ বিকাররূপে বিকশিত এই ত্রিগুণময় সংঘাতই (সমষ্টিরূপে মিলিত অবস্থান) লিঙ্গশরীর। এটিই চেতনাযুক্ত হয়ে জীবরূপে অভিহিত হয়ে থাকে॥ ৭৪ ॥ এই লিঙ্গ-শরীরের দ্বারাই জীব ভিন্ন ভিন্ন (স্থূল) দেহ গ্রহণ এবং ত্যাগ করে এবং এর দ্বারাই সে হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখ এবং সুখ প্রভৃতির অনুভব করে থাকে॥ ৭৫ ॥ জলৌকা (জোঁক) যেমন অপর একটি তৃণ গ্রহণ না করে পূর্বের তৃণটিকে পরিত্যাগ করে না সেই রকমই জীবও মৃত্যুতে যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বদেহ সম্বন্ধ কর্মের বিনাশে নতুন দেহান্তর গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পূর্বদেহের অভিমান ত্যাগ করে না। মহারাজ, এই মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীরই জীবের জন্মাদি সংসারের কারণ॥ ৭৬-৭৭ ॥ ইন্দ্রিয়জনিত ভোগসমূহের চিন্তায় রত হয়ে জীব যখন পুনঃপুন (সেইগুলির জন্যই) কর্ম করতে থাকে, তখন কর্ম-বর্তমানে অবিদ্যার বশে সে অনাত্মস্বরূপ দেহাদির কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয়॥ ৭৮ ॥ সুতরাং এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য এই সমগ্র বিশ্বকে ভগবৎস্বরূপ দেখে সর্বপ্রকারে সেই শ্রীহরির ভজনা করো। এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় তাঁর থেকেই হয়ে থাকে॥ ৭৯ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! ভক্তশ্রেষ্ঠ ভগবান নারদ এইভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে জীব এবং ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে দিগ্দর্শন করিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে সিদ্ধলোকে প্রস্থান করলেন॥ ৮০ ॥ তখন রাজর্ষি প্রাচীনবর্হিও প্রজাপালনের জন্য (মন্ত্রীদের মাধ্যমে) নিজ পুত্রদের আদেশ দিয়ে তপস্যার নিমিত্ত কপিলাশ্রমে গমন করলেন॥ ৮১ ॥ সেখানে সেই বীর রাজা বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে একাগ্র মনে ভক্তিযুক্ত হয়ে শ্রীগোবিন্দের চরণকমল আরাধনা করে তাঁর সারূপ্য পদ লাভ করলেন॥ ৮২ ॥

নিষ্পাপ বিদুর ! দেবর্ষি নারদ কর্তৃক পরোক্ষরূপে কথিত এই অধ্যাত্মতত্ত্ব যে ব্যক্তি শ্রবণ করবে অথবা করাবে, সে শীঘ্রই লিঙ্গশরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে॥ ৮৩ ॥ দেবর্ষি নারদের মুখ-নিঃসৃত এই আত্মজ্ঞান ভগবান মুকুন্দের যশোগানে ত্রিভুবনের পবিত্রতাবিধানকারী, অন্তঃকরণের শোধক তথা পরমাত্মপদেরও প্রকাশক। যে এটির পাঠ শ্রবণ করে তার সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়, তাকে আর এই

[১]প্রা.পা.— দেহমুপাদত্তে। [২]প্রা.পা.—তদপবাধার্থং। [৩]প্রা.পা.—নৃপমা.।

অধ্যাত্মপারোক্ষ্যমিদং ময়াধিগতমদ্ভুতম্।
এবং স্ত্রিয়াশ্রমঃ পুংসশ্ছিন্নোঽমুত্র চ সংশয়ঃ॥ ৮৫ ॥

সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে হয় না॥ ৮৪ ॥ বিদুর! গৃহস্থাশ্রমী পুরঞ্জনের রূপকচ্ছলে পরোক্ষভাবে কথিত এই অদ্ভুত আত্মজ্ঞান আমি (শ্রীগুরুর কৃপায়) লাভ করেছি। এর তাৎপর্যবোধ হলে বুদ্ধিযুক্ত জীবের দেহাভিমান (অহংকার) নিবৃত্ত হয় এবং 'পরলোকে জীব কী প্রকারে কর্মের ফল ভোগ করে'—এই সংশয়ও ছিন্ন হয়ে যায়॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে প্রাচীনবর্হির্নারদসংবাদো [১] নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে প্রাচীনবর্হি-নারদ সংবাদ নামক উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯ ॥

অথ ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রিংশ অধ্যায়

ভগবান বিষ্ণুকর্তৃক প্রচেতাগণকে বরদান

বিদুর উবাচ

যে ত্বয়াভিহিতা ব্রহ্মন্ সুতাঃ প্রাচীনবর্হিষঃ।
তে রুদ্রগীতেন হরিং সিদ্ধিমাপুঃ প্রতোষ্য কাম্॥ ১

কিং বার্হস্পত্যেহ পরত্র বাথ
কৈবল্যনাথপ্রিয়পার্শ্ববর্তিনঃ।
আসাদ্য দেবং গিরিশং যদৃচ্ছয়া
প্রাপুঃ পরং নূনমথ প্রচেতসঃ॥ ২ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

প্রচেতসোঽন্তরুদধৌ পিতুরাদেশকারিণঃ।
জপযজ্ঞেন তপসা পুরঞ্জনমতোষয়ন্॥ ৩ ॥
দশবর্ষসহস্রান্তে পুরুষস্তু সনাতনঃ।
তেষামাবিরভূৎ কৃচ্ছ্রং শান্তেন শময়ন্ রুচা॥ ৪ ॥

বিদুর বললেন—হে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা! আপনি রাজা প্রাচীনবর্হির যে পুত্রগণের কথা বলেছিলেন, তাঁরা রুদ্রগীতের দ্বারা শ্রীহরির প্রসন্নতা সম্পাদন করে কোন সিদ্ধি লাভ করেছিলেন? ॥ ১ ॥ হে বৃহস্পতিশিষ্য! মোক্ষাধিপতি শ্রীনারায়ণের একান্ত প্রিয় ভগবান শংকরের সান্নিধ্যলাভে ধন্য সেই প্রচেতাগণ অযাচিতভাবে আগত সেই মহাদেবকে লাভ করে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করেছিলেন; তার পূর্বে ইহ অথবা পরলোকে তাঁরা অপর কী (বিশেষ সৌভাগ্য) লাভ করেছিলেন—আমাকে কৃপা করে তা বলুন॥ ২ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর! পিতৃআজ্ঞাপালনকারী প্রচেতাগণ সমুদ্রমধ্যে অবস্থান করে রুদ্রগীতের জপ-রূপ যজ্ঞ এবং তপস্যার দ্বারা ভগবান শ্রীহরির সন্তোষবিধান করেছিলেন॥ ৩ ॥ তপস্যা করতে করতে তাঁদের দশ হাজার বৎসর অতীত হলে পুরাণ পুরুষ শ্রীনারায়ণ নিজের শরীরের মনোহর দীপ্তিতে তপস্যাজনিত ক্লেশের উপশম ঘটিয়ে সৌম্যমূর্তিতে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন॥ ৪ ॥

[১]প্রা.পা.—নারদপ্রাচীনবর্হিঃসবাদেঽধ্যাত্মপারোক্ষং নাম।

সুপর্ণস্কন্ধমারূঢো মেরুশৃঙ্গমিবাম্বুদঃ।
পীতবাসা মণিগ্রীবঃ কুর্বন্ বিতিমিরা দিশঃ॥ ৫ ॥

কাশিষ্ণুনা[১] কনকবর্ণবিভূষণেন
ভ্রাজৎকপোলবদনো বিলসৎকিরীটঃ।
অষ্টায়ুধৈরনুচরৈর্মুনিভিঃ সুরেন্দ্রৈ-
রাসেবিতো গরুড়কিন্নরগীতকীর্তিঃ॥ ৬ ॥

পীনায়তাষ্টভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা[২]
স্পর্ধচ্ছ্রিয়া পরিবৃতো বনমালয়াদ্যঃ।
বর্হিষ্মতঃ পুরুষ আহ সুতান্ প্রপন্নান্
পর্জন্যনাদরুতয়া সঘৃণাবলোকঃ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ[৩]

বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো যূয়ং মে নৃপনন্দনাঃ।
সৌহার্দেনাপৃথগ্ধর্মাস্তুষ্টোঽহং[৪] সৌহৃদেন বঃ॥ ৮

যোঽনুস্মরতি সন্ধ্যায়াং যুষ্মাননুদিনং নরঃ।
তস্য ভ্রাতৃষ্বাত্মসাম্যং তথা ভূতেষু সৌহৃদম্॥ ৯ ॥

যে তু মাং রুদ্রগীতেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ।
স্তুবন্ত্যহং কামবরান্ দাস্যে প্রজ্ঞাং চ শোভনাম্॥ ১০

যদ্‌যূয়ং পিতুরাদেশমগ্রহীষ্ট মুদান্বিতাঃ।
অথো ব[৫] উশতী কীর্তির্লোকাননু ভবিষ্যতি॥ ১১ ॥

ভবিতা বিশ্রুতঃ পুত্রোঽনবমো ব্রহ্মণো গুণৈঃ।
য এতামাত্মবীর্যেণ ত্রিলোকীং পূরয়িষ্যতি॥ ১২ ॥

কণ্ডোঃ প্রম্লোচয়া লব্ধা কন্যা কমললোচনা।
তাং চাপবিদ্ধাং জগৃহুর্ভূরুহা নৃপনন্দনাঃ॥ ১৩ ॥

(হিরণ্ময়-পক্ষবিশিষ্ট) গরুড়ের স্কন্ধে আরূঢ় (শ্যামবর্ণ) শ্রীহরিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন (হেম-শিখরযুক্ত) সুমেরু পর্বতের শীর্ষে একটি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বিরাজ করছে। তাঁর পরিধানে পীতবাস, গ্রীবায় কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছিল। তাঁর দিব্য অঙ্গপ্রভায় দিকসমূহের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল॥ ৫ ॥ উজ্জ্বল সুবর্ণ অলংকারে তাঁর কপোল ও বদন ছিল দীপ্তিযুক্ত এবং শিরে মুকুট দ্যুতি বিস্তার করছিল। অষ্টভুজে অষ্ট আয়ুধধারী তাঁকে অনুচর, মুনি ও দেবতাগণ সেবা করছিলেন এবং গরুড় স্বয়ং কিন্নর-বৎ তাঁর যশোগানে রত ছিলেন॥ ৬ ॥ তাঁর গলদেশ বেষ্টন করে যে বনমালা লম্বিত ছিল সেটি সৌন্দর্যে তাঁর দীর্ঘ পেশল অষ্টভুজের মধ্যস্থলে (বক্ষোদেশে) বিরাজিতা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে স্পর্ধা করছিল। এইরূপে সেই আদিপুরুষ ভগবান নারায়ণ সেখানে প্রকাশিত হয়ে তাঁর শরণাগত প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণের প্রতি করুণাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁদের বললেন॥ ৭ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে রাজকুমারগণ ! তোমাদের কল্যাণ হোক। তোমাদের নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত গভীর পারস্পরিক প্রীতি বর্তমান যার কারণে তোমরা একই সঙ্গে একই ধর্মপালনে নিরত হয়েছ। তোমাদের এই আদর্শ সৌহার্দ্য দর্শন করে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা করো॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সায়ংকালে তোমাদের স্মরণ করবে, তার নিজ ভ্রাতৃগণের মধ্যে আত্মবৎ প্রীতি জন্মাবে এবং সর্বভূতেও তাদের মৈত্রীভাব উপজাত হবে॥ ৯ ॥ যারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে একাগ্রচিত্তে রুদ্রগীতের দ্বারা আমার স্তব করবে, আমি তাদের অভীষ্ট বর এবং শুদ্ধ বুদ্ধি প্রদান করব॥ ১০ ॥ তোমরা আনন্দিতচিত্তে তোমাদের পিতার আদেশ শিরোধার্য করেছ ; এই কারণে তোমাদের স্পৃহণীয় কীর্তি সমগ্র লোকে ব্যাপ্ত হবে॥ ১১ ॥ তোমাদের একটি বিখ্যাত পুত্র হবে যে গুণে কোনো অংশেই ব্রহ্মার অপেক্ষায় ন্যূন হবে না এবং যে নিজ সন্তানগণের দ্বারা ত্রিভুবন পূর্ণ করবে॥ ১২ ॥

রাজপুত্রগণ ! কণ্ডুঋষির তপস্যার সুফল নষ্ট করতে ইন্দ্র-কর্তৃক প্রেরিত প্রম্লোচা নামক অপ্সরার একটি কমলনয়না

[১]প্রা.পা.—ভ্রাজিষ্ণুনা। [২]প্রা.পা.—লক্ষ্মী.। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীভগবানুবাচ' এই অংশ নেই। [৪]প্রা.পা.—পৃথগ্‌ভাবাস্তু। [৫]প্রা.পা.—বঃ শাশ্বতী।

ক্ষুৎক্ষামায়া মুখে রাজা সোমঃ পীযূষবর্ষিণীম্।
দেশিনীং রোদমানায়া নিদধে[১] স দয়ান্বিতঃ॥ ১৪

প্রজাবিসর্গ আদিষ্টাঃ পিত্রা মামনুবর্ততা।
তত্র কন্যাং বরারোহাং তামুদ্বহত মাচিরম্॥ ১৫ ॥

অপৃথগ্ধর্মশীলানাং সর্বেষাং বঃ সুমধ্যমা।
অপৃথগ্ধর্মশীলেয়ং ভূয়াৎ পত্ন্যর্পিতাশয়া॥ ১৬ ॥

দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রমহতৌজসঃ।
ভৌমান্ ভোক্ষ্যথ ভোগান্ বৈ দিব্যাংশ্চানুগ্রহান্মম॥ ১৭

অথ মধ্যনপায়িন্যা ভক্ত্যা পক্বগুণাশয়াঃ।
উপযাস্যথ মদ্ধাম নির্বিদ্য নিরয়াদতঃ॥ ১৮ ॥

গৃহেষ্বাবিশতাং[২] চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্।
মদ্বার্তাযাতযামানং ন[৩] বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥ ১৯ ॥

নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

এবং ব্রুবাণং পুরুষার্থভাজনং
জনার্দনং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রচেতসঃ।
তদ্দর্শনধ্বস্ততমোরজোমলা
গিরাগৃণন্ গদগদয়া সুহৃত্তমম্॥ ২১ ॥

প্রচেতস ঊচুঃ

নমো নমঃ ক্লেশবিনাশনায়
নিরূপিতোদারগুণাহ্বয়ায়।
মনোবচোবেগপুরোজবায়[৪]
সর্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ॥ ২২ ॥

কন্যা জন্মেছিল। সে তাকে পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলে বৃক্ষরা সেই কন্যাটিকে গ্রহণ করে লালনপালন করেছিল॥ ১৩ ॥ সে যখন ক্ষুধায় আকুল হয়ে কাঁদছিল তখন ওষধিগণের অধিপতি সোমদেব দয়াপরবশ হয়ে নিজের অমৃতবর্ষিণী তর্জনী অঙ্গুলিটি তার মুখে অর্পণ করেছিলেন॥ ১৪ ॥ তোমাদের পিতা ইদানীং আমার সেবায় (ভক্তি) নিরত আছেন, তিনি তোমাদের সন্তান-উৎপাদনের জন্য আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা বিলম্ব না করে সেই দেবোপম-সুন্দরী কন্যাটিকে বিবাহ করো॥ ১৫ ॥ তোমাদের সকলের ধর্ম ও স্বভাব সম্পূর্ণরূপেই অভিন্ন, সেই সুমধ্যমা কন্যাটিও তোমাদেরই সমান ধর্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট ; সুতরাং সে তোমাদের সকলেরই পত্নী হতে পারবে এবং তোমাদের সকলের প্রতিই সে সমান অনুরাগযুক্ত হবে॥ ১৬ ॥ তোমরা আমার অনুগ্রহে দশ লক্ষ দিব্য বৎসরকাল পূর্ণ তেজস্বী ও অপ্রতিহত থেকে সমস্ত প্রকার দিব্য ও পার্থিব ভোগ লাভ করবে॥ ১৭ ॥ অবশেষে আমার প্রতি অবিচল ভক্তি হেতু হৃদয়ের সমস্ত কামনা-বাসনারূপ মল দগ্ধ হয়ে গেলে তোমরা ঐহিক এবং পারত্রিক সর্বপ্রকার ভোগ, যেগুলি তত্ত্বদৃষ্টিতে নরকতুল্য, তা থেকে বিরত হয়ে আমার পরম ধামে গমন করবে॥ ১৮ ॥ যাঁরা সমস্ত কর্মই ভগবদর্পণবুদ্ধিতে সম্পাদন করে এবং যাঁদের সমস্ত সময় আমার প্রসঙ্গালাপেই ব্যয়িত হয়, তাঁরা গৃহস্থাশ্রমে থাকলেও গৃহ তাঁদের বন্ধনের কারণ হয় না॥ ১৯ ॥ তাঁরা যেহেতু নিত্যই আমার লীলা প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন, সেই সূত্রে ব্রহ্মবাদী প্রবক্তাদের (লীলাব্যাখ্যানময় বাক্যরাশি) আশ্রয় করে জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম আমিই তাঁদের হৃদয়ে নিত্য নব-নব রূপে উদ্ভাসিত হতে থাকি এবং আমার সাক্ষাৎকার লাভ করলে জীবগণের মোহ, শোক বা হর্ষ—কিছুই অবশিষ্ট থাকে না॥ ২০ ॥

মৈত্রেয় বললেন—শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করার ফলে প্রচেতাগণের রজঃ এবং তমোগুণজনিত মালিন্য নষ্ট হয়ে গেছিল। সর্ব-পুরুষার্থের পরম আশ্রয়, সর্বভূতের পরম সুহৃৎ শ্রীভগবান যখন তাঁদের এইরূপ বললেন, তখন তাঁরা কৃতাঞ্জলি হয়ে গদগদ স্বরে প্রভু জনার্দনকে বলতে লাগলেন॥ ২১ ॥

প্রচেতাগণ বললেন—সর্বক্লেশ বিনাশন হে প্রভু,

[১]প্রা.পা.—সংদধে। [২]প্রা.পা.—গৃহেষ্বাবসতাং। [৩]প্রা.পা.—বন্ধায় ন। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'মনোবচো' থেকে শুরু করে 'বিগ্রহায়' পর্যন্ত (অংশ অর্থাৎ বাইশতম শ্লোকের উত্তরার্ধ এবং তেইশতম শ্লোক) নেই।

শুদ্ধায় শান্তায় নমঃ স্বনিষ্ঠয়া
মনস্যপার্থং বিলসদ্দ্বয়ায়।
নমো জগৎস্থানলয়োদয়েষু
গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায়॥ ২৩ ॥

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় হরয়ে হরিমেধসে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় প্রভবে সর্বসাত্বতাম্॥ ২৪ ॥

নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলপাদায় নমস্তে কমলেক্ষণ॥ ২৫ ॥

নমঃ কমলকিঞ্জল্কপিশঙ্গামলবাসসে।
সর্বভূতনিবাসায় নমোঽযুঙ্ক্ষ্মহি সাক্ষিণে॥ ২৬ ॥

রূপং ভগবতা ত্বেতদশেষক্লেশসংক্ষয়ম্।
আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাং কিমন্যদনুকম্পিতম্॥ ২৭

এতাবত্ত্বং হি বিভুভির্ভাব্যং দীনেষু বৎসলৈঃ।
যদনুস্মর্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাভদ্ররন্ধন॥ ২৮ ॥

যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্।
অন্তর্হিতোঽন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদ নাশিষঃ॥ ২৯ ॥

অসাবেব বরোঽস্মাকমীপ্সিতো জগতঃ পতে।
প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গগুরুর্গতিঃ॥ ৩০ ॥

বরং বৃণীমহেঽথাপি[১] নাথ ত্বৎপরতঃ পরাৎ।
ন হ্যন্তস্ত্বদ্বিভূতীনাং[২] সোঽনন্ত ইতি গীয়সে[৩]॥ ৩১

আপনাকে প্রণাম। বেদ আপনার গুণ ও নামের নিরূপণে ব্যাপৃত। বাক্য ও মনের গতিরও অগ্রবর্তী আপনার বেগ। সর্বেন্দ্রিয় পথের পরপারে ইন্দ্রিয়াতীত আপনার পথ—আপনাকে বার বার নমস্কার॥ ২২ ॥ স্বরূপাবস্থানে আপনি শুদ্ধ ও শান্তস্বরূপ, মনরূপ নিমিত্তহেতু আপনাতে এই মিথ্যা দ্বৈতরূপ জগৎ প্রপঞ্চ ভাসিত হচ্ছে। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য আপনি মায়ার গুণ স্বীকার করে (মায়াগুণের আশ্রয় নিয়ে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবরূপ ধারণ করে থাকেন। আমরা আপনাকে নমস্কার করি॥ ২৩ ॥ আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, আপনাকে জানলে সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। আপনি নিখিল ভাগবতজনের প্রভু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ—আপনাকে নমস্কার॥ ২৪ ॥ আপনার নাভি থেকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কমলের উৎপত্তি, আপনার কণ্ঠে কমলমালা, আপনার চরণ কমল- কোমল ; হে কমলনয়ন, আপনাকে নমস্কার॥ ২৫ ॥ কমল-কেশরের তুল্য পীতবর্ণ অমল বসন আপনার পরিধান। আপনি সর্বভূতের আশ্রয়স্থল তথা সর্বসাক্ষী, আপনাকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করছি॥ ২৬ ॥ ভগবন ! অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশে পীড়িত আমাদের সম্মুখে আপনি যে আপনার এই অশেষ ক্লেশনাশন মূর্তি প্রকাশ করেছেন, এর থেকে বেশি কৃপা আর কী হতে পারে ? ॥ ২৭ ॥ হে অমঙ্গলহারী প্রভু ! দীনজনবৎসল মহানুভবগণ যদি তাঁদের মুখাপেক্ষী দীনগণকে যথাকালে 'এরা আমার নিজ লোক' বলে স্মরণ করেন তাহলেই তাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হয়॥ ২৮ ॥ তার দ্বারাই তাঁদের আশ্রিতগণের চিত্ত শান্তি লাভ করে। আপনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীদেরও অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন, সুতরাং আপনার উপাসক আমাদের মনস্কামনাই বা আপনি জানতে পারবেন না কেন ? ॥ ২৯ ॥ হে জগৎপতি ! আপনিই মোক্ষপথের প্রদর্শক গুরু, আপনিই পরম গতি, পরম পুরুষার্থ। আপনি আমাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছেন, এর থেকে বেশি আমাদের আর কী প্রার্থনীয় থাকতে পারে ? আপনার প্রসন্নতাই তো আমাদের অভীষ্ট বর॥ ৩০ ॥ তথাপি হে নাথ, আপনার কাছে আমরা একটি বর অবশ্যই চাইব। আপনি প্রকৃতিরও অতীত, পরাৎপর-স্বরূপ, আপনার বিভূতির কোনো অন্ত নেই, এজন্য

[১]প্রা.পা.—ব্যাপি। [২]প্রা.পা.—ন হ্যন্তো যদ্বি.। [৩]প্রা.পা.—গীয়তে।

পারিজাতেঽঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গোঽন্যন্ন সেবতে।
ত্বদঙ্ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি॥ ৩২
যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে॥ ৩৩ ॥
তুলয়াম লবেনাপি[১] ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য[২] মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ৩৪ ॥

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন॥ ৩৫ ॥

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ন্যাসিনাং গতিঃ।
সংস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৩৬ ॥

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ॥ ৩৭

বয়ং তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্মঃ॥ ৩৮ ॥

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা
বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ
সর্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব॥ ৩৯ ॥

যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ
নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো
বৃণীমহে তে পরিতোষণায়॥ ৪০ ॥
মনুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ
যেঽন্যে তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
অদৃষ্টপারা অপি যন্মহিম্নঃ
স্তুবন্ত্যথো ত্বাত্মসমং গৃণীমঃ॥ ৪১ ॥

আপনাকে 'অনন্ত' বলা হয়॥ ৩১ ॥ অনায়াসেই যদি পারিজাতবৃক্ষ লাভ হয়, তাহলে ভ্রমর আর অন্য বৃক্ষের কাছেও যায় না। সাক্ষাৎ আপনার চরণমূল লাভ করে আমরাই বা আরও কী কী বস্তু প্রার্থনা করব ? ॥ ৩২ ॥ কেবল এই প্রার্থনা আপনার কাছে—আপনার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমরা কর্মানুসারে যতকাল সংসারে ভ্রমণ করব, ততকাল যেন জন্মে জন্মে আপনার প্রেমিক ভক্তদের সঙ্গ আমরা লাভ করি॥ ৩৩ ॥ স্বর্গ বা মোক্ষকেও আমরা ভগবদ্ভক্তগণের ক্ষণিক সঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করি না ; মানুষের কাম্য অন্যান্য পার্থিব ভোগের তো কথাই নেই॥ ৩৪ ॥ ভক্তসমাগমে সর্বদাই মধুর ও বিশুদ্ধ ভগবৎ-কথাপ্রসঙ্গ হয়ে থাকে, যা শ্রবণমাত্রই ভোগতৃষ্ণা শান্ত হয়ে যায়। সেখানে প্রাণিগণের মধ্যে কোনো বৈরভাব বা উদ্বেগ থাকতে পারে না॥ ৩৫ ॥ সেখানে আসক্তিশূন্য মহাপুরুষগণ বহুবিধ মনোহর কথালাপে, সন্ন্যাসীগণের যিনি একমাত্র গতি সেই সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের মহিমা পুনঃপুন কীর্তন করে থাকেন॥ ৩৬ ॥ আপনার সেই পূতচরিত্র ভক্তমহাজনবৃন্দ তীর্থসমূহকে পবিত্র করবার ইচ্ছাতেই যেন পদব্রজে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে থাকেন। সংসারভয়ে ভীত মানুষের কাছে তাঁদের সঙ্গলাভ পরম প্রার্থনীয় না হবেই বা কেন ? ॥ ৩৭ ॥ ভগবন ! আপনার প্রিয় সখা ভগবান শংকরের ক্ষণিক সঙ্গের ফলেই আজ আপনার সাক্ষাৎ দর্শন আমরা লাভ করেছি। জন্ম-মরণরূপ দুশ্চিকিৎস্য রোগের আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য, সেজন্য আমরা আপনারই দ্বারস্থ হয়েছি॥ ৩৮ ॥ হে প্রভু ! আমরা নিষ্ঠাভরে যে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছি, নিরন্তর সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা গুরু, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণের প্রসন্নতা সম্পাদন করেছি, অদোষদর্শী হয়ে সৎপুরুষ, সুহৃদগণ, আত্মীয়-ভ্রাতৃ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তথা সর্বভূতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছি, অন্নগ্রহণ না করে সুদীর্ঘকাল জলমধ্যে অবস্থান করে তপস্যা করেছি, সেসবই ভূমাস্বরূপ পরমপুরুষ আপনার পরিতোষের কারণ হোক—এই আমাদের প্রার্থনা॥ ৩৯-৪০ ॥ নাথ ! আপনার মহিমার পার না পেয়ে মনু, ব্রহ্মা, ভগবান মহাদেব তথা তপস্যা ও জ্ঞান সাধনায়

[১]প্রা.পা.—ক্ষণেনাপি। [২]প্রা.পা.—ভবৎপ্রসঙ্গিসঙ্গস্য।

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ।
বাসুদেবায় সত্ত্বায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ৪২

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রচেতোভিরভিষ্টুতো হরিঃ
প্রীতস্তথেত্যাহ শরণ্যবৎসলঃ।
অনিচ্ছতাং যানমতৃপ্তচক্ষুষাং
যযৌ স্বধামানপবর্গবীর্যঃ[১]॥ ৪৩

অথ নির্যায় সলিলাৎ প্রচেতস উদন্বতঃ।
বীক্ষ্যাকুপ্যন্ দ্রুমৈশ্ছন্নাং গাং গাং রোদ্ধুমিবোচ্ছ্রিতৈঃ॥৪৪

ততোঽগ্নিমারুতৌ রাজন্নমুঞ্চন্মুখতো রুষা।
মহীং নির্বীরুধং কর্তুং সংবর্তক ইবাত্যয়ে॥ ৪৫

ভস্মসাৎ ক্রিয়মাণাংস্তান্ দ্রুমান্ বীক্ষ্য পিতামহঃ।
আগতঃ শময়ামাস পুত্রান্ বর্হিষ্মতো নয়ৈঃ॥ ৪৬

তত্রাবশিষ্টা যে বৃক্ষা ভীতা দুহিতরং তদা।
উজ্জহ্রুস্তে প্রচেতোভ্য উপদিষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ৪৭

তে চ ব্রহ্মণ আদেশান্মারিষামুপযেমিরে।
যস্যাং মহদবজ্ঞানাদজন্যজনযোনিজঃ॥ ৪৮

চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্সর্গে কালবিদ্রুতে।
যঃ সসর্জ প্রজা ইষ্টাঃ[২] স দক্ষো দৈবচোদিতঃ॥ ৪৯

যো জায়মানঃ সর্বেষাং তেজস্তেজস্বিনাং রুচা।
স্বয়োপাদত্ত দাক্ষ্যাচ্চ কর্মণাং দক্ষমব্রুবন্॥ ৫০

শুদ্ধচিত্ত অন্যান্য মহাপুরুষগণ নিরন্তর আপনার স্তুতিগানে রত থাকেন, সুতরাং আমরাও নিজেদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুসারে অপানার যশ কীর্তন করছি॥ ৪১ ॥ আপনি সর্বত্র সমভাবাপন্ন, শুদ্ধস্বরূপ, পরমপুরুষ—আপনাকে নমস্কার। আপনি সত্ত্বমূর্তি ভগবান বাসুদেব—আপনাকে অনন্ত প্রণাম॥ ৪২ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! প্রচেতাগণ এইরূপে স্তুতি করলে শরণাগতবৎসল শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে বললেন 'তথাস্তু' (তাই হোক) এবং প্রচেতাগণের নেত্র তাঁর মধুর মূর্তির দর্শনে যদিও তখনও তৃপ্ত না হওয়ায় তাঁরা চাইছিলেন শ্রীহরি যেন তখনই চলে না যান, তাহলেও অপ্রতিহত প্রভাব-সম্পন্ন ভগবান নিজ ধামে গমন করলেন॥ ৪৩ ॥ অনন্তর প্রচেতাগণ সমুদ্র-সলিলের থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দেখলেন যে সমগ্র পৃথিবী বিশাল বৃক্ষসমূহে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, যেন তারা স্বর্গের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। এই দেখে বৃক্ষসমূহের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত কুপিত হলেন॥ ৪৪ ॥ তখন তাঁরা পৃথিবীকে বৃক্ষ-লতাদিশূন্য করে দেবার অভিপ্রায়ে, প্রলয়কালে কালাগ্নিরুদ্র (ধ্বংসের দেবতা) যেমন করে থাকেন তেমনই তাঁরাও নিজেদের মুখ থেকে প্রবল বায়ু এবং অগ্নি নিঃসৃত করলেন॥ ৪৫ ॥ পিতামহ ব্রহ্মা তাঁদের এইভাবে সমস্ত বৃক্ষ ভস্মসাৎ করতে দেখে সেখানে এসে সেই প্রাচীনবর্হির পুত্রগণকে বিবিধ যুক্তিপূর্ণ বাক্যের সাহায্যে শান্ত করলেন॥ ৪৬ ॥ তখন যে সকল বৃক্ষ অবশিষ্ট ছিল, তারা ভীত হয়ে ব্রহ্মার উপদেশে (প্রম্লোচা অপ্সরার গর্ভজাত) সেই কন্যাটিকে এনে প্রচেতাগণের হাতে সমর্পণ করল॥ ৪৭ ॥ তাঁরাও (প্রচেতাগণ) তখন ব্রহ্মার আদেশে সেই মারিষা-নাম্নী কন্যাটিকে বিবাহ করলেন। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ মহাদেবের অবমাননা হেতু পূর্ব-শরীর ত্যাগ করে এঁরই (মারিষার) গর্ভে এসে জন্ম নিলেন॥ ৪৮ ॥ এই (পুনর্জাত) দক্ষই, (পঞ্চমমন্বন্তরকালীন) পূর্ব সৃষ্টি কালের নিয়মে ধ্বংস হয়ে গেলে, চাক্ষুষ (নামক ষষ্ঠ) মন্বন্তরের প্রবৃত্তিতে ভগবৎ-প্রেরণায় যথোপযুক্ত নতুন প্রজা সৃষ্টি করেন॥ ৪৯ ॥ ইনি জন্মসময়েই নিজ কান্তিতে সকল তেজস্বীগণের তেজ হরণ করে নিয়েছিলেন এবং সকল কার্যেই তাঁর দক্ষতা হেতু সকলে তাঁকে 'দক্ষ' বলে অভিহিত করত॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মা তাঁকে প্রজাপতিগণের অধিনায়ক পদে

[১]প্রা.পা.—বিক্রমঃ। [২]প্রা.পা.—সৃষ্টাঃ।

তং প্রজাসর্গরক্ষায়ামনাদিরভিষিচ্য[১] চ।
যুযোজ যুযুজেঽন্যাংশ্চ[২] স বৈ সর্বপ্রজাপতীন্॥ ৫১

অভিষিক্ত করে প্রজাসৃষ্টির রক্ষায় নিযুক্ত করেন এবং তিনি (দক্ষ) মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য প্রজাপতিগণকে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে[৩] ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

অথৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

একত্রিংশ অধ্যায়

প্রচেতাগণের প্রতি নারদের উপদেশ এবং তাঁদের পরমপদলাভ

মৈত্রেয় উবাচ

তত উৎপন্নবিজ্ঞানা আশ্বধোক্ষজভাষিতম্।
স্মরন্ত আত্মজে ভার্যাং বিসৃজ্য প্রাব্রজন্ গৃহাৎ॥ ১ ॥

দীক্ষিতা ব্রহ্মসত্রেণ সর্বভূতাত্মমেধসা।
প্রতীচ্যাং দিশি বেলায়াং সিদ্ধোঽভূদ্ যত্র জাজলিঃ॥ ২

তান্নির্জিতপ্রাণমনোবচোদৃশো
জিতাসনান্ শান্তসমানবিগ্রহান্।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি যোজিতাত্মনঃ
সুরাসুরেড্যো দদৃশে স্ম নারদঃ॥ ৩ ॥

তমাগতং ত উত্থায় প্রণিপত্যাভিনন্দ্য[৪] চ।
পূজয়িত্বা যথাদেশং সুখাসীনমথাব্রুবন্॥ ৪ ॥

প্রচেতস[৫] উচুঃ

স্বাগতং তে সুরর্ষেঽদ্য[৬] দিষ্ট্যা নো দর্শনং গতঃ।
তব চঙ্ক্রমণং ব্রহ্মন্নভয়ায় যথা রবেঃ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! অনন্তর (ভগবান যেরূপ নির্দেশ করেছিলেন সেই দিব্য দশ লক্ষ বৎসর রাজ্য ভোগ করার পর) প্রচেতাগণের বিবেক-জ্ঞান উৎপন্ন হওয়াতে তাঁরা ভগবানের বাণী স্মরণ করে নিজেদের পত্নী মারিষার দায়িত্ব পুত্রের ওপর ন্যস্ত করে আশু গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন॥ ১ ॥ পশ্চিম দিকের সমুদ্রতটে যেখানে জাজলি মুনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাঁরা সেখানে গিয়ে, যার দ্বারা 'সর্বভূতে একই আত্মতত্ত্ব বিরাজমান'—এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই আত্মবিচাররূপ ব্রহ্মসত্রের সংকল্প গ্রহণ করে তারই অনুশীলনে রত হলেন॥ ২ ॥ তাঁরা প্রাণ, মন, বাক্য এবং দৃষ্টিকে বশীভূত করেছিলেন এবং শরীরকে নিশ্চেষ্ট, স্থির এবং ঋজু রেখে আসনসিদ্ধ হয়ে চিত্তকে বিশুদ্ধ পরব্রহ্মে লীন করে দিয়েছিলেন। দেবতা এবং অসুর সকলেরই বন্দনীয় দেবর্ষি নারদ তাঁদের সেই অবস্থায় দর্শন করলেন॥ ৩ ॥ নারদ তাঁদের নিকটে উপস্থিত হতেই তাঁরা উত্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং স্বাগত জানিয়ে দেশকালানুসারে যথাবিধি তাঁর পূজা করলেন। অনন্তর নারদ সুখোপবিষ্ট হলে তাঁরা তাঁকে বললেন॥ ৪ ॥

প্রচেতাগণ বললেন—হে দেবর্ষি ! আপনাকে স্বাগত !

---

[১]প্রা.পা.—মনাদির্ভরতর্ষভ। [২]প্রা.পা.—যুযুজে তান্ বৈ সর্বাননন্যান্ প্রজেশ্বরান্। [৩]প্রা.পা.—স্কন্ধে প্রাচেতসে চরিতে।
[৪]প্রা.পা.—ভিবাদ্য চ। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'প্রচেতস উচুঃ'—এই অংশ নেই [৬]প্রাচীন বইয়ে 'ঽদ্য' এই অংশ খণ্ডিত আছে।

যদাদিষ্টং ভগবতা শিবেনাধোক্ষজেন চ।
তদ্ গৃহেষু প্রসক্তানাং প্রায়শঃ[১] ক্ষপিতং প্রভো॥ ৬

তন্নঃ প্রদ্যোতয়াধ্যাত্মজ্ঞানং[২] তত্ত্বার্থদর্শনম্।
যেনাঞ্জসা তরিষ্যামো দুস্তরং ভবসাগরম্॥ ৭ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রচেতসাং পৃষ্টো ভগবান্নারদো মুনিঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোক আবিষ্টাত্মাব্রবীন্নৃপান্॥ ৮ ॥

নারদ উবাচ

তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেনেহ[৩] বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥ ৯ ॥

কিং জন্মভি স্ত্রিভির্বেহ[৪] শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ[৫]।
কর্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা॥ ১০

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা[৬]॥ ১১

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥ ১২

শ্রেয়সামপি সর্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ[৭]॥ ১৩ ॥

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ১৪ ॥

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যবশে আপনার দর্শনলাভ হল। হে ব্রহ্মণ ! সূর্যের পরিভ্রমণের মতো আপনার পরিভ্রমণও লোকসমূহের অভয়ের কারণ (সূর্য আলোকের দ্বারা যেমন অন্ধকার এবং তজ্জনিত দস্যু-হিংস্রশ্বাপদাদির ভয় বিনাশ করেন, তদ্রূপ আপনিও জ্ঞানালোক বিতরণের দ্বারা সংসারভয়পীড়িতদের অভয় দান করেন)॥ ৫ ॥ প্রভু ! ভগবান শিব এবং নারায়ণ আমাদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, দীর্ঘকাল গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত থাকার ফলে আমরা সে সবই প্রায় বিস্মৃত হয়েছি॥ ৬ ॥ সুতরাং আপনি আমাদের হৃদয়ে সেই পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশক অধ্যাত্মজ্ঞান পুনরায় সমুদ্দীপিত করুন, যাতে আমরা অনায়াসে এই দুস্তর সংসারসাগর পার হয়ে যেতে পারি॥ ৭ ॥

মৈত্রেয় বললেন—প্রচেতাগণ এইভাবে পরমতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলে দেবর্ষি নারদ পুণ্যশ্লোক ভগবান নারায়ণে সমগ্র চিত্ত নিবিষ্ট করে বলতে লাগলেন॥ ৮ ॥

নারদ বললেন—ইহলোকে মানুষের সেই জন্ম, সেই কর্ম, সেই আয়ু, সেই মন এবং সেই বাক্যই সার্থক, যার দ্বারা সর্বাত্মা সর্বেশ্বর শ্রীহরির সেবা করা যায়॥ ৯ ॥ যার দ্বারা নিজস্বরূপ জ্ঞানের প্রদাতা শ্রীহরিকে লাভ করা না যায়, জীবের সেরূপ জন্মত্রয় অর্থাৎ মাতা-পিতার থেকে লব্ধ পবিত্র দৈহিক জন্ম, উপবীত সংস্কার দ্বারা লব্ধ সাবিত্র জন্ম এবং যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার ফলে লব্ধ যাজ্ঞিক জন্ম—এই তিন প্রকার শ্রেষ্ঠ জন্মের দ্বারা, বেদোক্ত কর্মসমূহের দ্বারা, দেবতাদের সমান দীর্ঘ আয়ু দ্বারা, শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, বাক্‌চাতুরীর দ্বারা, প্রখর স্মৃতিশক্তির দ্বারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা, শারীরিক বলের দ্বারা, ইন্দ্রিয়-পটুতার দ্বারা, যোগের দ্বারা, সাংখ্যের (আত্মানাত্মবিবেক) দ্বারা, সন্ন্যাস এবং বেদাধ্যয়নের দ্বারা তথা ব্রত-বৈরাগ্য প্রভৃতি অন্যান্য কল্যাণজনক কর্মের দ্বারাই বা কী লাভ হবে ? ॥ ১০-১২ ॥ প্রকৃত তত্ত্ববিচারে আত্মাই সর্বকল্যাণের শেষ সীমা বা পরাকাষ্ঠা এবং (অবিদ্যা দূর করে) আত্মজ্ঞান প্রদানকর্তা শ্রীহরিই সকল জীবের প্রিয় আত্মা॥ ১৩ ॥ যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করলে তার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি সবেরই পুষ্টি হয় এবং যেমন ভোজনের দ্বারা প্রাণসমূহের তৃপ্তি বিধান করলে সর্বেন্দ্রিয়ই পরিপুষ্ট হয়ে

[১]প্রা.পা.—প্রায়ো নঃ। [২]প্রা.পা.—ধ্যাত্মং জ্ঞানং। [৩]প্রা.পা.— যেন হি। [৪]প্রা.পা.—ভিস্ত্রিভির্বেদৈঃ। [৫]প্রা.পা.—শুক্লসা.। [৬]প্রা.পা.— রোধসা। [৭]প্রা.পা.—রাত্মপদঃ প্রি.।

যথৈব সূর্যাৎ প্রভবন্তি বারঃ
পুনশ্চ তস্মিন্ প্রবিশন্তি কালে।
ভূতানি ভূমৌ স্থিরজঙ্গমানি
তথা হরাবেব গুণপ্রবাহঃ।। ১৫ ।।

এতৎ পদং[1] তজ্জগদাত্মনঃ পরং
সকৃদ্বিভাতং সবিতুর্যথা প্রভা।
যথাসবো জাগ্রতি সুপ্তশক্তয়ো
দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ ।। ১৬ ।।

যথা নভস্যভ্রতমঃপ্রকাশা
ভবন্তি ভূপা[2] ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ।
এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত্বমূ
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রবাহঃ।। ১৭ ।।

তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং
কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহ-
মাত্মৈকভাবেন ভজধ্বমদ্ধা।। ১৮ ।।

দয়য়া সর্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা।
সর্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দনঃ।। ১৯ ।।

অপহতসকলৈষণামলাত্ম-
ন্যবিরতমেধিতভাবনোপহূতঃ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোঽয়-
ন্ন সরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ সতাং হি।। ২০ ।।

থাকে, সেই রকমই শ্রীভগবানের পূজাই সকলের পূজা (হরি আরাধনা দ্বারাই সর্বদেবতার এমন কী নিখিল জগতের তৃপ্তিসাধন হয়ে থাকে।) ।। ১৪ ।। যেমন বর্ষাকালে সূর্যের (অবস্থান বিশেষাদির) দ্বারা জলের বর্ষণ এবং পুনরায় শোষণ ঘটে, অথবা যেরূপ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্বভূত পৃথিবী থেকেই উৎপন্ন হয়ে আবার তাতেই মিশে যায়, সেই প্রকারেই এই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ শ্রীহরি থেকে উৎপন্ন হয় এবং আবার তাঁতেই বিলীন হয়ে যায়।। ১৫ ।। প্রকৃতপক্ষে এটি (বিশ্বজগৎ) বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানের সেই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সর্বোপাধিরহিত স্বরূপই (বিষ্ণুর পরমপদ)। যেমন সূর্যের প্রভা সূর্য থেকে ভিন্ন কিছু নয়, সেইরকমই কখনো কখনো গন্ধর্বনগরের (মেঘে কল্পিত অলীক নগর) মতো প্রকাশিত এই জগৎ ভগবানের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। আবার, যেমন জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল থাকে কিন্তু সুষুপ্তিতে সেগুলির শক্তি লীন হয়ে যায়, সেইরকমই সৃষ্টির সময় এই জগৎ ভগবানের থেকে প্রকটিত হয়, আবার কল্পান্তে তাঁরই মধ্যে লীন হয়ে যায়। স্বরূপত ভগবানের মধ্যে দ্রব্য, ক্রিয়া এবং জ্ঞান—অহংকারের এই ত্রিবিধ কার্য এবং তাদের থেকে উৎপন্ন ভেদ-ভ্রমের অস্তিত্ব নেই।। ১৬ ।। হে রাজবৃন্দ (প্রচেতাগণ) ! যেমন আকাশে মেঘ, অন্ধকার এবং আলোক ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত এবং বিলীন হয়ে থাকে কিন্তু আকাশ সেগুলিতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপই এই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোরূপী শক্তিগুলি কখনো পরব্রহ্মে উৎপন্ন হয়, আবার কখনো তাঁরই মধ্যে লীন হয়ে যায়। এই প্রকারে এদের প্রবাহ চলতে থাকে, কিন্তু তার ফলে আকাশবৎ অসঙ্গ পরমাত্মাতে কোনো বিকার জন্মায় না।। ১৭ ।। অতএব তোমরা ব্রহ্মাদি সমস্ত লোকপালেরও অধীশ্বর শ্রীহরিকে নিজের থেকে অভিন্ন মনে করে সাক্ষাৎভাবে ভজনা করো। কারণ তিনিই সকল দেহধারীগণের একমাত্র আত্মা। তিনিই জগতের কারণভূত কাল, উপাদানকারণভূত প্রধান এবং নিয়ন্তা পুরুষোত্তম এবং নিজের কালশক্তিদ্বারা তিনিই এই গুণপ্রবাহরূপ জগৎপ্রপঞ্চ সংহার করে থাকেন।। ১৮ ।।

সর্বভূতে দয়া, যা কিছু পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে শান্ত রাখা—এইগুলির দ্বারা সেই ভক্তবৎসল ভগবান শীঘ্র সন্তুষ্ট হন।। ১৯ ।। পুত্রৈষণাদি সকল বাসনা নিঃশেষে অপগত

[1]প্রাচীন বইয়ে 'এতৎ পদং' থেকে আরম্ভ করে 'মাত্যয়ঃ' পর্যন্ত (১৬ শ্লোক) নেই। [2]প্রা.পা.—ভূয়ো।

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥ ২১ ॥

শ্রিয়মনুচরতীং[১] তদর্থিনশ্চ
দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যৎ স্বপূর্ণঃ[২]।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ
কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ॥ ২২ ॥

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রচেতসো রাজন্নন্যাশ্চ ভগবৎকথাঃ।
শ্রাবয়িত্বা ব্রহ্মলোকং যযৌ স্বায়ম্ভুবো মুনিঃ॥ ২৩ ॥

তেঽপি তন্মুখনির্যাতং যশো লোকমলাপহম্।
হরের্নিশম্য তৎপাদং ধ্যায়ন্তস্তদগতিং যযুঃ॥ ২৪ ॥

এতত্তেঽভিহিতং ক্ষত্তর্যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্।
প্রচেতসাং নারদস্য সংবাদং হরিকীর্তনম্॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক [৩]উবাচ

য এষ উত্তানপদো মানবস্যানুবর্ণিতঃ।
বংশঃ প্রিয়ব্রতস্যাপি নিবোধ নৃপসত্তম[৪]॥ ২৬ ॥

যো নারদাদাত্মবিদ্যামধিগম্য পুনর্মহীম্।
ভুক্ত্বা বিভজ্য পুত্রেভ্য ঐশ্বরং সমগাৎ পদম্॥ ২৭ ॥

ইমাং তু কৌষারবিণোপবর্ণিতাং
ক্ষত্তা নিশম্যাজিতবাদসৎকথাম্।
প্রবৃদ্ধভাবোঽশ্রুকলাকুলো[৫] মুনে-
র্দধার মূর্ধ্না চরণং হৃদা হরেঃ॥ ২৮ ॥

হওয়ায় যাঁদের অন্তঃকরণ নির্মল, সেই সজ্জনগণের নিত্য উপচীয়মান ভক্তিভাবের আকর্ষণে অবিনাশী শ্রীহরি তাঁদের হৃদয়ে এসে অধিষ্ঠিত হন এবং আপন ভক্তগণের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করার জন্যই যেন সেই ভক্তগণের হৃদয়াকাশ থেকে কখনো নির্গত হন না॥ ২০ ॥ ভগবানকেই যাঁরা একমাত্র সম্পদ বলে মনে করেন সেই নির্ধন ব্যক্তিদেরই ভগবান ভালোবাসেন, তিনি যেহেতু পরম রসজ্ঞ—তিনিই জানেন সেই নিষ্কিঞ্চনগণের অনন্যাশ্রয়া অহৈতুকী ভক্তিতে কী পরিমাণ মাধুর্যরস বর্তমান ! যারা নিজেদের বিদ্যা, ধন, কুল অথবা কর্মের গর্বে উন্মত্ত হয়ে সেই নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের অবমাননা করে, সেই দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিদের পূজা ভগবান কখনোই গ্রহণ করেন না॥ ২১ ॥ ভগবান আত্মারাম, নিজের স্বরূপানন্দেই পরিপূর্ণ তিনি। তিনি নিরন্তর তাঁর সেবায় ব্যাপৃত লক্ষ্মী দেবী এবং তাঁর প্রার্থী রাজা ও দেবতাবৃন্দকেও গণ্যই করেন না। অথচ নিজ ভক্তগণের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁদের অধীন হয়ে থাকেন। এমন করুণাময় তাঁকে কোন্ কৃতজ্ঞপুরুষ ক্ষণকালের জন্যও কীভাবে ছেড়ে থাকতে পারে ? ॥ ২২ ॥

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ প্রচেতাগণকে এইরূপ উপদেশ দান করে এবং সেই সঙ্গে আরও নানাবিধ ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা শুনিয়ে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন॥ ২৩ ॥ প্রচেতাগণও তাঁর মুখ থেকে লোককলুষহারী জগৎপাবন পুণ্য হরিযশোগাথা শ্রবণ করে ভগবৎপাদপদ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন এবং অন্তিমে তাঁর ধামে গমন করলেন॥ ২৪ ॥ বিদুর ! তুমি আমার কাছে ভগবান নারদ এবং প্রচেতাগণের ভগবদ্বিষয়ক কথালাপ সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছিলে, আমি তা তোমাকে বললাম॥ ২৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজসত্তম ! এ পর্যন্ত স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের বংশ বর্ণনা করা হল, এখন প্রিয়ব্রতের বংশের কথাও শোনো॥ ২৬ ॥ রাজা প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের কাছে আত্মজ্ঞানের উপদেশ লাভ করেও রাজ্য ভোগ করেছিলেন এবং অবশেষে পুত্রদের মধ্যে ভূমণ্ডল বণ্টন করে দিয়ে ভগবানের পরমধাম লাভ করেন॥ ২৭ ॥

মহারাজ ! এদিকে মৈত্রেয়মুনির মুখ থেকে শ্রীভগবানের

[১]প্রা.পা.—মনুসরতস্তদর্থি.। [২]প্রা.পা.—যৎসুপূর্ণঃ। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' নেই। [৪]প্রা.পা.—নৃপ সম্মতম্। [৫]প্রা.পা.—ভাবাশ্রু.।

বিদুর উবাচ

সোঽয়মদ্য মহাযোগিন্ ভবতা করুণাত্মনা।
দর্শিতস্তমসঃ পারো যত্রাকিঞ্চনগো হরিঃ॥ ২৯ ॥

শ্রীশুক [১]উবাচ

ইত্যানম্য তমামন্ত্র্য বিদুরো গজসাহ্বয়ম্।
স্বানাং দিদৃক্ষুঃ প্রযযৌ জ্ঞাতীনাং নির্বৃতাশয়ঃ॥ ৩০

এতদ্ যঃ শৃণুয়াদ্রাজন্ রাজ্ঞাং হর্যর্পিতাত্মনাম্।
আয়ুর্ধনং যশঃ স্বস্তি গতিমৈশ্বর্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৩১ ॥

গুণবর্ণনাযুক্ত পবিত্র কথা শ্রবণ করে বিদুর প্রেমমগ্ন হয়ে গেলেন, ভক্তিভাবের উদ্রেকে তাঁর নেত্রদ্বয় বাষ্পপূর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি হৃদয়ে ভগবচ্চরণ স্মরণ করতে করতে মৈত্রেয় মুনির চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করলেন॥ ২৮ ॥

বিদুর বললেন—হে মহাযোগী ! আপনার করুণার সীমা নেই। আপনি আজ আমাকে অন্ধকারের পরপারে যেখানে নির্ধনের ধন শ্রীভগবানের বাস, সেখানে পৌঁছে দিলেন॥ ২৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—এইভাবে মৈত্রেয়মুনিকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং প্রণাম করে বিদুর তাঁর অনুমতি নিয়ে শান্ত চিত্তে, আত্মীয়বান্ধবগণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য হস্তিনাপুরে চলে গেলেন॥ ৩০ ॥ রাজন্ ! যিনি এই ভগবৎ-পরায়ণ রাজবৃন্দের পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করবেন, তাঁর দীর্ঘ আয়ু, ধন, সুযশ, সর্ববিধ মঙ্গল, সদ্‌গতি এবং ঐশ্বর্য লাভ হবে॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে [২] মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং [৩] পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থ স্কন্ধে [৪] প্রচেতসোপাখ্যানং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতা-উপাখ্যান নামক একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ইতি[৫] চতুর্থঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

॥ চতুর্থ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

---

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' নেই। [২]প্রা.পা.—শ্রীভাগবতে। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'হষ্টাদশাসাহস্র্যাং' এই অংশ নেই। [৪]প্রা.পা.—চতুর্থে স্কন্ধে। [৫]প্রা.পা.—সমাপ্তশ্চ চতুর্থ স্কন্ধঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ



ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

পঞ্চম স্কন্ধ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রিয়ব্রত চরিত্র

রাজোবাচ

প্রিয়ব্রতো ভাগবত আত্মারামঃ কথং মুনে।
গৃহেঽরমত যন্মূলঃ কর্মবন্ধঃ পরাভবঃ॥ ১

ন নূনং মুক্তসঙ্গানাং তাদৃশানাং দ্বিজর্ষভ।
গৃহেষ্বভিনিবেশোঽয়ং[১] পুংসাং ভবিতুমর্হতি॥ ২

মহতাং খলু বিপ্রর্ষে উত্তমশ্লোকপাদয়োঃ।
ছায়ানির্বৃতচিত্তানাং ন কুটুম্বে স্পৃহামতিঃ॥ ৩

সংশয়োঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্দারাগারসুতাদিষু।
সক্তস্য যৎসিদ্ধিরভূৎকৃষ্ণে চ মতিরচ্যুতা॥ ৪

শ্রীশুক উবাচ

বাঢ়মুক্তং[২] ভগবত উত্তমশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দমকরন্দরস আবেশিতচেতসো ভাগবতপরমহংসদয়িতকথাং কিঞ্চিদন্তরায়-বিহতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিন্বন্তি॥ ৫ ॥ যর্হি বাব হ রাজন্ স রাজপুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ পরমভাগবতো নারদস্য চরণোপ-

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! রাজা প্রিয়ব্রত তো একনিষ্ঠ ভগবদ্ ভক্ত ও আত্মনিষ্ঠ (আত্মারাম), অতএব যে সংসারে আসক্ত হলে মানুষ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় সেই সংসার করার জন্য তিনি কীভাবে আকৃষ্ট হলেন ? ॥ ১ ॥ বিপ্রবর ! এরকম মহাপুরুষ যিনি একাকী জীবনযাপন করেন, তাঁর পক্ষে এভাবে সংসার-ধর্ম স্বীকার করা উচিত নয়॥ ২ ॥ এতে কোনো দ্বিমত নেই যে যাঁর মন পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির চরণ কমলের শীতল ছায়াকে আশ্রয় করে স্থির হয়েছে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আসক্তি জন্মায় না॥ ৩ ॥ অতএব আমার এ বিষয়ে প্রবল সংশয় হচ্ছে যে, রাজা প্রিয়ব্রত স্ত্রী-পুত্র-সংসার সব কিছুর প্রতি আসক্ত থেকে কী প্রকারে সিদ্ধিলাভ করলেন ? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর এমন অবিচল ভক্তি হল কী করে ? ॥ ৪

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ ! তোমার কথাই ঠিক। যাঁর মনপ্রাণ পবিত্রকীর্তি শ্রীহরির চরণকমলের ভক্তিরসে আপ্লুত হয়েছে, তাঁর ভক্তিমার্গে যদি কোনো বাধা-বিপত্তি আসে তবুও তিনি ভগবদ্ভক্ত পরমহংসগণের একান্ত প্রিয় শ্রীভগবান বাসুদেবের মঙ্গলকারী চরিত্রগাথা শ্রবণ থেকে প্রায়শ বিরত হন না॥ ৫ ॥ হে রাজন্ ! রাজকুমার প্রিয়ব্রত ছিলেন ঈশ্বরের পরম ভক্ত। দেবর্ষি নারদের সেবা করে সহজেই তাঁর পরমার্থ তত্ত্বের বোধ হয়েছিল। ব্রহ্মসত্রের

[১]প্রা.পা.—নিবাসোঽয়ম্।

[২]প্রাচীন বইয়ে 'বাঢ়মুক্তং.......' থেকে শুরু করে 'হিন্বন্তি' পর্যন্ত অংশটুকু নেই।

সেবয়াঞ্জসাবগতপরমার্থসতত্ত্বো[১] ব্রহ্মসত্রেণ দীক্ষিষ্যমাণোঽবনিতলপরিপালনায়াম্নাতপ্রবর-[২] গুণগণৈকান্তভাজনতয়া স্বপিত্রোপামন্ত্রিতো ভগবতি বাসুদেব এবাব্যবধানসমাধিযোগেন- সমাবেশিতসকলকারকক্রিয়াকলাপো নৈবা- ভ্যনন্দদ্যদ্যপি[৩] তদপ্রত্যাম্নাতব্যং তদধিকরণ আত্মনোঽন্যস্মাদসতোঽপি পরাভবমন্বীক্ষমাণঃ॥ ৬ ॥

অথ[৪] হ ভগবানাদিদেব এতস্য গুণ- বিসর্গস্য[৫] পরিবৃংহণানুধ্যানব্যবসিতসকল- জগদভিপ্রায় আত্মযোনিরখিলনিগমনিজগণ- পরিবেষ্টিতঃ[৬] স্বভবনাদবততার॥ ৭ ॥ স তত্র[৭] তত্র গগনতল উডুপতিরিব বিমানাবলিভিরনু- পথমমরপরিবৃঢৈরভিপূজ্যমানঃ[৮] পথি পথি চ বরূথশঃ সিদ্ধগন্ধর্বসাধ্যচারণমুনিগণৈরুপগীয়- মানো[৯] গন্ধমাদনদ্রোণীমবভাসয়ন্নুপসসর্প॥ ৮ ॥ তত্র হ বা এনং দেবর্ষির্হংসযানেন পিতরং ভগবন্তং হিরণ্যগর্ভমুপলভমানঃ সহসৈবোত্থায়ার্হণেন সহ পিতাপুত্রাভ্যামবহিতাঞ্জলিরুপতস্থে॥ ৯ ॥ ভগবানপি ভারত তদুপনীতার্হণঃ সূক্তবাকেনাতিতরামুদিতগুণগণাবতারসুজয়ঃ প্রিয়ব্রত- মাদিপুরুষস্তং সদয়হাসাবলোক[১০] ইতি হোবাচ[১১]॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

নিবোধ তাতেদমৃতং ব্রবীমি
মাসূয়িতুং দেবমর্হস্যপ্রমেয়ম্[১২]।
বয়ং ভবস্তে[১৩]তত এষ মহর্ষি[১৪]-
র্বহাম সর্বে বিবশা যস্য দিষ্টম্[১৫]॥ ১১

দীক্ষা নিয়ে নিরন্তর ব্রহ্মে নিরত থেকে অবশেষে জীবন অতিবাহিত করার কথা যখন তিনি চিন্তা করছিলেন, তখনই তাঁর পিতা স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে পৃথিবী পালনের শাস্ত্রোক্ত উপযোগী সকল গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী জেনে রাজ্যপালনের জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু প্রিয়ব্রত অখণ্ড সমাধি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও সকল কর্ম বাসুদেবের চরণকমলে সমর্পণ করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে পিতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় জেনেও রাজত্ব পাওয়ার পর স্ত্রী-পুত্রাদির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে স্বরূপ থেকে চ্যুত হওয়ার আশঙ্কা করে তিনি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন॥ ৬ ॥

আদিদেব স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মা সব সময়ই এই গুণময় মায়াপ্রপঞ্চের বিস্তারের চিন্তাতেই রত থাকেন। তিনি বিশ্ব সংসারের সকল প্রাণীর মনের কথা জানতে পারেন। প্রিয়ব্রতর এরূপ মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি চার বেদ, মরীচি এবং অন্যান্য সভাসদদের নিয়ে স্বলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন॥ ৭ ॥ আকাশ পথে বিভিন্ন স্থানে বিমানারূঢ় ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণ তাঁকে বন্দনা করলেন এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব, সাধ্য, চারণ ও মুনিগণ সদলে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্তুতি করলেন। এইরকম স্থানে স্থানে আদর-আপ্যায়ন পেয়ে নক্ষত্রপতি চন্দ্রের মতো গন্ধমাদন পর্বতের গুহাকে আলোকিত করে (ভগবান ব্রহ্মা) প্রিয়ব্রতের কাছে উপস্থিত হলেন॥ ৮॥ (প্রিয়ব্রতকে আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্যে নারদমুনি এবং প্রিয়ব্রতের পিতা মনু সেখানে উপস্থিত ছিলেন)। ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর বাহন হংসকে দেখে দেবর্ষি নারদ বুঝতে পারলেন যে তাঁর পিতা ব্রহ্মা এসেছেন। তিনি সত্বর স্বায়ম্ভুব মনু ও প্রিয়ব্রতের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং সবাই তাঁকে করজোড়ে প্রণাম করলেন॥ ৯ ॥ হে পরীক্ষিৎ! নারদমুনি অনেক প্রকারে তাঁর পূজা করলেন আর সুমধুর কণ্ঠে তাঁর গুণ এবং অবতারসমূহের মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন। তখন আদিপুরুষ ভগবান ব্রহ্মা করুণাময় দৃষ্টিতে প্রিয়ব্রতের প্রতি অবলোকন করে মধুর হেসে বললেন॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা বললেন—পুত্র! আমি তোমাকে চিরাচরিত সত্য

---

[১]প্রা.পা.—পরমাত্মতত্ত্বো। [২]প্রা.পা.—প্রবরগুণৈকান্ত.। [৩]প্রা.পা.—ন বাভ্যনন্দদাদপি তদপ্রত্যাম্নাতং। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'অথ হ' এই পাঠ নেই। [৫]প্রা.পা.—সর্গস্য বৃংহণা.। [৬]প্রা.পা.—রখিলনিজগণপরিবেষ্টিতঃ। [৭]প্রা.পা.—তত্র গগনতলে। [৮]প্রা.পা.—মমরপরিবৃন্দৈরভিপূ.। [৯]প্রাচীন বইয়ে 'চারণমুনি' থেকে শুরু করে 'পুরুষস্তং সদয়' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [১০]প্রাচীন বইয়ে 'বলোক ই'—এই অংশ খণ্ডিত আছে। [১১]প্রা.পা.—হোবাচ ভগবান্ বাচম্। [১২]প্রা.পা.—মর্হস্যমেয়ম্। [১৩]প্রা.পা.—ভবন্তে গ ইমে। [১৪]প্রা.পা.—মহর্ষয়ো। [১৫]প্রাচীন বইয়ে 'দিষ্টম্' এই পদটি নেই।

ন তস্য কশ্চিত্তপসা বিদ্যয়া বা
ন যোগবীর্যেণ মনীষয়া বা।
নৈবার্থধর্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা
কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ॥ ১২
ভবায় নাশায় চ কর্ম কর্তুং
শোকায় মোহায় সদা ভয়ায়।
সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগ-
মব্যক্তদিষ্টং জনতাঙ্গ ধত্তে॥ ১৩
যদ্বাচি তন্ত্যাং[১] গুণকর্মদামভিঃ
সুদুস্তরৈর্বৎস বয়ং সুযোজিতাঃ।
সর্বে বহামো বলিমীশ্বরায়
প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ॥ ১৪
ঈশাভিসৃষ্টং হ্যবরুন্ধ্মহেঽঙ্গ
দুঃখং সুখং বা গুণকর্মসঙ্গাৎ।
আস্থায় তত্তদ্যদযুঙ্ক্ত নাথ-
শ্চক্ষুষ্মতান্ধা ইব নীয়মানাঃ॥ ১৫
মুক্তোঽপি তাবদ্বিভৃয়াৎ স্বদেহ-
মারব্ধমশ্নন্নভিমানশূন্যঃ।
যথানুভূতং প্রতিয়াতনিদ্রঃ
কিং ত্বন্যদেহায় গুণান্ন বৃঙ্‌ক্তে॥ ১৬
ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্
যতঃ স আস্তে[২] সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্॥ ১৭
যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্বিশ্য যতেত পূর্বম্।
অত্যেতি[৩] দুর্গাশ্রিত ঊর্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥ ১৮
ত্বং ত্বব্জনাভাঙ্ঘ্রিসরোজকোশ-
দুর্গাশ্রিতো নির্জিতষট্‌সপত্নঃ।
ভুঙ্‌ক্ষ্বেহ ভোগান্ পুরুষাতিদিষ্টান্
বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব॥ ১৯

সম্বন্ধে বলছি, মন দিয়ে শোনো। অপ্রমেয় শ্রীহরির প্রতি তোমার কোনোরকম দোষদৃষ্টি রাখা উচিত নয়। শুধু তুমি কেন—আমি, মহাদেব, তোমার পিতা মনু, আর তোমার গুরু দেবর্ষি নারদও বাধ্যভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করে থাকি॥ ১১ ॥ কোনো দেহধারীই তপস্যা, বিদ্যা, যোগবল কিংবা বুদ্ধিবল দ্বারা অথবা ধর্ম বা অর্থের জোরে একাকী কিংবা অপরের সাহায্যে তাঁর বিধানকে অন্যথা করতে পারে না॥ ১২ ॥ প্রিয়বর! জন্ম-মৃত্যু, শোক, মোহ, ভয়, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভোগের জন্য এবং কর্ম করার জন্য জীবকে সেই অব্যক্ত ঈশ্বর প্রদত্ত শরীর ধারণ করতে হয়॥ ১৩ ॥ হে বৎস! রজ্জু দ্বারা নাসিকায় বদ্ধ পশু যেমন মানুষের ভার বহন করে, সেইরকমই ভগবানের বেদবাক্য রূপ দীর্ঘ রজ্জুতে সত্ত্বাদি গুণ, সাত্ত্বিক আদি কর্ম এবং ব্রাহ্মণ বাক্য প্রভৃতির দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়ে সবাই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কর্মে রত থাকে এবং তার দ্বারাই তাঁর পূজা করে॥ ১৪ ॥ আমাদের গুণ এবং কর্ম অনুসারে তিনি আমাদের যে যোনিতে জন্ম প্রদান করেন আমরা তাকেই অঙ্গীকার করি এবং তিনি যে ব্যবস্থা করেন সেই অনুযায়ী আমরা সুখ বা দুঃখ ভোগ করি। তিনি যেভাবে চালিত করেন আমরা ঠিক সেইভাবেই চলি যেমন অন্ধ মানুষ চক্ষুষ্মানের উপর নির্ভর করে॥ ১৫ ॥

মুক্ত-পুরুষও কেবলমাত্র প্রারব্ধ ভোগের জন্য ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে শরীর ধারণ করেন, ঠিক যেমন নিদ্রাভঙ্গের পরেও মানুষ স্বপ্নে যা দেখে তাকে স্মরণ করে। সেই অবস্থাতেও তাঁর কিন্তু অহংকার হয় না এবং বিষয়-বাসনার সংস্কার হেতু পরবর্তী জন্মগ্রহণ করতে হয়, তিনি তা স্বীকার করেন না॥ ১৬ ॥ যে পুরুষ ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী, সে বনে বনে বিচরণ করলেও তার জন্ম-মৃত্যু-ভয় থেকেই যায়, কারণ মন আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়—এই ছয় শত্রুকে পরাজিত না করতে পারার জন্য তারা (ছয় ইন্দ্রিয়) তাকে অনুসরণ করে। আর যে বুদ্ধিমান পুরুষ ইন্দ্রিয়কে দমন করে আত্মাতেই রমণ করেন সংসার জীবনও তাঁর কোনো অনিষ্ট করতে পারে না॥ ১৭ ॥ যিনি এই ছয় শত্রুকে দমন করতে ইচ্ছুক তিনি যেন গৃহে থেকেই এই সকল ইন্দ্রিয়কে দমন করতে সচেষ্ট হন। দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থেকে রাজা প্রবলপরাক্রম শত্রুকেও পরাজিত করতে পারেন। এইসব শত্রু (ছয় ইন্দ্রিয়) যখন হীনবল বা ক্ষীণবল হয়ে যায় তখন বিদ্বান ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে বিচরণ করতে

[১]প্রা.পা.—তন্ত্র্যাং। [২]প্রাচীন বইয়ে 'আস্তে' শব্দ খণ্ডিত আছে। [৩]প্রা.পা.—যথৌোপি দুর্গা.।

শ্রীশুক[১]উবাচ

ইতি সমভিহিতো মহাভাগবতো ভগবতস্ত্রিভুবন-গুরোরনুশাসনমাত্মনো লঘুতয়াবনতশিরোধরো বাঢ়মিতি সবহুমানমুবাহ॥ ২০ ॥ ভগবানপি মনুনা যথাবদুপকল্পিতাপচিতিঃ প্রিয়ব্রতনারদয়োরবিষমমভিসমীক্ষমাণয়োরাত্মসমবস্থানমবাঙ্‌মনসং ক্ষয়মব্যবহৃতং[২] প্রবর্তয়ন্নগমৎ॥ ২১ ॥

মনুরপি পরেণৈবং প্রতিসন্ধিতমনোরথঃ সুরর্ষিবরানুমতেনাত্মজমখিলধরামণ্ডলস্থিতিগুপ্তয় আস্থাপ্য স্বয়মতিবিষমবিষয়বিষজলাশয়াশায়া[৩] উপররাম ॥ ২২ ॥ ইতি হ বাব স জগতীপতিরীশ্বরেচ্ছয়াধিনিবেশিত[৪] কর্মাধিকারোঽখিলজগদ্বন্ধধ্বংসনপরানুভাবস্য ভগবত-আদিপুরুষস্যাঙ্‌ঘ্রিযুগলানবরতধ্যানানুভাবেন পরিরন্ধিতকষায়াশয়োঽবদাতোঽপি মানবর্ধনো মহতাং মহীতলমনুশশাস ॥ ২৩ ॥ অথ চ[৫] দুহিতরং প্রজাপতের্বিশ্বকর্মণ উপযেমে বর্হিষ্মতীং নাম তস্যামু হ বাব আত্মজানাত্ম[৬]সমানশীল-গুণকর্মরূপবীর্যোদারান্দশ ভাবয়াম্বভূব কন্যাং চ যবীয়সীমূর্জস্বতীং নাম ॥ ২৪ ॥ আগ্নীধ্রেধ্মজিহ্বযজ্ঞবাহুমহাবীরহিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠ-সবনমেধাতিথিবীতিহোত্রকবয় ইতি সর্ব এবাগ্নি নামানঃ॥ ২৫ ॥ এতেষাং কবির্মহাবীরঃ সবন ইতি ত্রয় আসন্নূর্ধ্বরেতসস্ত আত্মবিদ্যায়াম-র্ভভাবাদারভ্য কৃতপরিচয়াঃ পারমহংস্যমেবা-শ্রমমভজন্ ॥ ২৬ ॥ তস্মিন্নু[৭] হ বা উপশমশীলাঃ পরমর্ষয়ঃ সকলজীবনিকায়াবাসস্য ভগবতো বাসুদেবস্য ভীতানাং শরণভূতস্য শ্রীমচ্চরণার-

পারেন ॥ ১৮ ॥ যেহেতু তুমি পদ্মনাভ ভগবানের চরণ কমলের কোশরূপ দুর্গের আশ্রয় করে এই ছয় শত্রুকে জয় করেছ অতএব ভগবানের দেওয়া ভোগ্য বিষয় ভোগ করো ; তারপর তুমি নির্জনে একাকী আত্মদর্শনে সমাধিস্থ হয়ে থেকো॥ ১৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—যখন ত্রিলোকের গুরু ভগবান ব্রহ্মা এই কথা বললেন তখন পরম ভক্ত প্রিয়ব্রত নিজে ছোট হওয়ায় গুরুজনের কথা মাথা পেতে মেনে নিলেন এবং সসম্মানে তাঁর কথা মতো কাজ করবেন বলে জানালেন॥ ২০ ॥ তখন স্বায়ম্ভুব মনু প্রসন্ন হয়ে বিধি মতো ভগবান ব্রহ্মার পূজা করলেন। এরপর ব্রহ্মাও (সেই পূজা গ্রহণ করে) সর্ব ব্যবহারাতীত বাক্য ও মনের অগোচর নিজের আশ্রয়স্বরূপ পরব্রহ্মের চিন্তা করতে করতে স্বধামে গমন করলেন। সেই সময় প্রিয়ব্রত ও নারদ একদৃষ্টিতে তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন॥ ২১ ॥

মনু মহারাজের মনোরথ যখন ভগবান ব্রহ্মার কৃপায় এইভাবে পূর্ণ হল তখন দেবর্ষি নারদের আদেশ অনুসারে তিনি প্রিয়ব্রতের হাতে সমগ্র ভূমণ্ডলের ভার অর্পণ করে নিজে বিষম বিষয়-বিষপূর্ণ জলাশয় স্বরূপ সংসারের ভোগেচ্ছা থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন॥ ২২ ॥ পৃথিবীর অধিপতি প্রিয়ব্রত ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য শাসনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। যিনি সমগ্র জগতকে মুক্ত করতে সমর্থ সেই আদিপুরুষ ভগবানের চরণদ্বয়ের ধ্যানে যদিও তাঁর সব রাগাদি মল দূর হয়ে গিয়েছিল এবং মনও ছিল অত্যন্ত শুদ্ধ তথাপি গুরুজনদের মান রক্ষার জন্য প্রিয়ব্রত রাজ্য-শাসন করতে লাগলেন॥ ২৩ ॥ তদনন্তর তিনি প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করলেন। তাঁদের দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তারা সবাই তাঁর (প্রিয়ব্রতের) মতো গুণশীলবান-বীর্যবান কর্মনিষ্ঠ ও রূপবান ছিল। তাঁর উর্জস্বতী নামে একটি কন্যা ছিল, সে ছিল সকলের ছোট॥ ২৪ ॥ পুত্রদের নাম আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি। এই সব নাম অগ্নিরও নাম॥ ২৫ ॥ এঁদের মধ্যে কবি, মহাবীর এবং সবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁরা বাল্যকাল থেকেই আত্মবিদ্যা অধ্যয়ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন॥ ২৬ ॥ এই তিনজন নিবৃত্তিপরায়ণ

[১] প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই অংশ নেই। [২]প্রা.পা.—মব্যবহিতমগমৎ। [৩]প্রা.পা.—জলাশয়াদুপররাম। [৪]প্রা.পা.—বিনিবেশিত.। [৫]প্রা.পা.—অথ দুহিতরম্। [৬]প্রাচীন বইয়ে 'আত্মজানাত্ম'—এই অংশ নেই। [৭]প্রা.পা.—তস্মিন্নিহ।

বিন্দাবিরতস্মরণাবিগলিতপরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি[১] সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূতেপ্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যম বিশেষেণ[২] সমীয়ুঃ॥ ২৭ ॥ অন্যস্যামপি জায়ায়াং ত্রয়ঃ পুত্রা আসন্নুত্তমস্তামসো রৈবত ইতি মন্বন্তরাধিপতয়ঃ[৩]॥ ২৮ ॥

এবমুপশমায়নেষু স্বতনয়েষ্বথ জগতীপতির্জগতীমর্বুদান্যেকাদশ পরিবৎসরাণাম-ব্যাহতাখিলপুরুষকারসারসম্ভৃতদোর্দণ্ডযুগলাপীড়িত-মৌর্বীগুণস্তনিতবিরমিতধর্মপ্রতিপক্ষোবর্হিষ্মত্যা-শ্চানুদিনমেধমানপ্রমোদ[৪]প্রসরণযৌষি[৫]ণ্যব্রীড়া-প্রমুষিতহাসাবলোকরুচিরক্ষ্বেল্যাদিভিঃ পরাভূয়-মানবিবেক[৬] ইবানববুধ্যমান ইব মহামনা বুভুজে ॥ ২৯

যাবদবভাসয়তি[৭] সুরগিরিমনুপরিক্রামন্ ভগবানাদিত্যো বসুধাতলমর্ধেনৈব প্রতপত্যর্ধেনা-বচ্ছাদয়তি তদা হি ভগবদুপাসনোপ-চিতাতিপুরুষপ্রভাবস্তদনভিনন্দন্ সমজবেন রথেন জ্যোতির্ময়েন রজনীমপি দিনং করিষ্যামীতি সপ্তকৃত্বস্তরণিমনুপর্যক্রামদ্ দ্বিতীয় ইব পতঙ্গঃ ॥ ৩০ ॥ যে বা উ হ তদ্রথচরণনেমিকৃতপরিখাতাস্তে সপ্ত[৮] সিন্ধব আসন্ যত এব কৃতাঃ সপ্ত ভুবো দ্বীপাঃ॥ ৩১ ॥ জম্বুপ্লক্ষশাল্মলিকুশক্রৌঞ্চশাকপুষ্কর-সংজ্ঞাস্তেষাং পরিমাণং পূর্বস্মাৎপূর্বস্মাদুত্তর উত্তরো যথাসংখ্যং দ্বিগুণমানেন[৯] বহিঃ সমন্তত উপক্লৃপ্তাঃ॥ ৩২ ॥ ক্ষারোদেক্ষুরসোদ-সুরোদঘৃতোদক্ষীরোদদধিমণ্ডোদশুদ্ধোদাঃ সপ্ত জলধয়ঃ সপ্ত দ্বীপপরিখা[১০] ইবাভ্যন্তরদ্বীপসমানা

মহর্ষি সন্ন্যাস আশ্রমে থেকেও, ভববন্ধনের ভয়ে ভীত সমস্ত জীবের যিনি রক্ষাকর্তা, সেই ভগবান বাসুদেবের চরণ যুগলের নিরবধি ধ্যান করতেন। এর ফলে প্রাপ্ত অখণ্ড ও শ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগ দ্বারা তাঁদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে (তাঁদের হৃদয়ে) ভগবান অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তখন দেহাদি উপাধি নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁদের আত্মা সকল জীবের আত্মভূত প্রত্যগাত্মায় (স্ব-স্বরূপে) একীভূতভাবে স্থিতি লাভ করে॥ ২৭ ॥ মহারাজ প্রিয়ব্রতের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনজনেই মন্বন্তরাধিপতি হয়েছিলেন॥ ২৮ ॥

এইভাবে তিন পুত্র সন্ন্যাস আশ্রয় করলে প্রিয়ব্রত একাদশ অর্বুদ বৎসর পৃথিবীকে শাসন করলেন। নিজের অখণ্ড বলশালী হাত দিয়ে তিনি ধনুকের গুণ আকর্ষণ করলে যে টংকার ধ্বনি হত তা শুনেই ধর্মবিরোধী লোকেরা ভয়ে যে কোথায় লুকাবে তার ঠিক থাকতো না। পরমপ্রিয়া বর্হিষ্মতীর সঙ্গে আমোদ প্রমোদ তাঁর প্রতিদিন বাড়তেই থাকে, সেই হাস্য লাস্যময়ীর স্ত্রীজনোচিত হাবভাব, সলজ্জ মন্দহাস্যযুক্ত কটাক্ষপাত, মনোমোহন লীলা বিলাসের কাছে তাঁর বিচার বিবেক যেন পরাজিত হতে থাকে। তিনি যেন নিজেকেই বিস্মৃত হয়ে সব রকম ভোগ লিপ্সায় নিজেকে লিপ্ত করছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি সবকিছু থেকে ঊর্ধ্বে ; কিছুতেই তাঁর মন আসক্ত ছিল না॥ ২৯ ॥ একবার তিনি দেখলেন, সূর্য সুমেরুকে পরিক্রমণ করবার সময় পৃথিবীর অর্ধেক অংশ আলোকিত হয় আর অর্ধেক ছায়াতেই ঢাকা থাকে। তাঁর এ ব্যাপার ভালো লাগেনি। তখন তিনি এই সংকল্প করলেন যে 'আমিও রাতকে দিন করে দেবো'। সূর্যের সমান বেগবান জ্যোতির্ময় এক রথে চড়ে তিনি সূর্যের পিছন পিছন পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। ঈশ্বরের সাধনা করতে করতে তাঁর অলৌকিক প্রভাব ও ক্ষমতা লাভ হয়েছিল॥ ৩০ ॥ এই রথচক্রের আঘাতে যে সকল গর্ত উৎপন্ন হয় তা সাত সমুদ্রে পরিণত হয় আর এর থেকে পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপ সৃষ্টি হয়॥ ৩১ ॥ তাদের নাম যথাক্রমে—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর দ্বীপ। এদের মধ্যে প্রথম দ্বীপ থেকে দ্বিতীয় দ্বীপের আয়তন ক্রমানুসারে দ্বিগুণ আর এই দ্বীপগুলি

[১]প্রাচীন বইয়ে 'ভগবতি' এই পাঠ নেই। [২]প্রা.পা.—বাত্মতাদাত্ম্যবিশে.। [৩]প্রা.পা.—মন্বন্তরাধিপতয়ঃ সভক্তিযোগানুভাবেন। [৪]প্রা.পা.—প্রমোদমোদপ্রসরণ.। [৫]প্রা.পা.— যৌষণব্রীড়াপ্রমোদিত.। [৬]প্রা.পা.—বিবেকো নাববুধ্যমা.। [৭]প্রা.পা.—যদেবাভাসয়তি। [৮]প্রা.পা.—সপ্ত সপ্ত সিন্ধ.। [৯]প্রা.পা.—দ্বিগুণেন বহিঃ সমন্ততঃ। [১০]প্রা.পা.—দ্বীপশিখাভ্যন্তরে দ্বীপ.।

এতৈকেকশ্যোন[১] যথানুপূর্বং সপ্তস্বপি বহির্দ্বীপেষু পৃথক্‌পরিত[২] উপকল্পিতাস্তেষু[৩] জম্ব্বাদিষুবর্হিষ্মতীপতিরনুব্রতানাত্মজানাগ্নীধ্রেধ্মজিহ্বযজ্ঞবাহুহিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠমেধাতিথিবীতিহোত্রসংজ্ঞান্[৪] [৫]যথাসংখ্যেনৈকৈকস্মিন্নেকমেবাধিপতিং বিদধে॥ ৩৩ ॥ দুহিতরং চোর্জস্বতীং নামোশনসে প্রায়চ্ছদ্যস্যামাসীদ্ দেবযানী নাম কাব্যসুতা॥ ৩৪ ॥

নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য
পুংসাং তদঙ্‌ঘ্রিরজসা জিতষড়্‌গুণানাম্।
চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত[৬]
যন্নামধেয়মধুনা স[৭] জহাতি বন্ধম্॥ ৩৫

স এবমপরিমিতবলপরাক্রম একদা তু দেবর্ষিচরণানুশয়নানুপতিতগুণবিসর্গসংসর্গেণানির্বৃতমিবাত্মানং মন্যমান আত্মনির্বেদ ইদিমাহ॥ ৩৬ ॥ অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতং যদভিনিবেশিতোঽহমিন্দ্রিয়ৈরবিদ্যারচিতবিষমবিষয়ান্ধকূপে তদলমলমমুষ্যা বনিতায়া বিনোদমৃগং মাং ধিগ্ধিগিতি গর্হয়াঞ্চকার ॥ ৩৭ ॥ পরদেবতাপ্রসাদাধিগতাত্মপ্রত্যবমর্শেনানুপ্রবৃত্তেভ্যঃ[৮] পুত্রেভ্য ইমাং যথাদায়ং বিভজ্য[৯] ভুক্তভোগাং চ মহিষীং মৃতকমিব সহমহাবিভূতিমপহায় স্বয়ং নিহিতনির্বেদো হৃদি গৃহীতহরিবিহারানুভাবো ভগবতো নারদস্য পদবীং পুনরেবানুসসার॥ ৩৮ ॥

সমুদ্রের বহির্ভাগে চতুর্দিকে বিস্তৃত॥ ৩২ ॥ এই সাত সমুদ্র লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং মিষ্ট শুদ্ধ জলে পূর্ণ ছিল। এই সাত সমুদ্র ওই সাত দ্বীপের গভীরতা ও আয়তনের সমান আর বিস্তারেও তাদেরই মতো। এরা এক এক দ্বীপকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।* বর্হিষ্মতীর স্বামী মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর অনুগত পুত্র—আগ্নীধ, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি আর বীতিহোত্রকে এক একটি দ্বীপের শাসনভার প্রদান করে রাজা করলেন॥ ৩৩ ॥ তিনি নিজ কন্যা ঊর্জস্বতীর বিবাহ শুক্রাচার্যের সঙ্গে দিলেন। ঊর্জস্বতীর গর্ভে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর জন্ম হল॥ ৩৪ ॥ হে রাজন্! যিনি ভগবানের পদরেণুর প্রভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ছয়টিকে অথবা মন সহ ছয় ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন সেইরূপ পুরুষকারযুক্ত ভগবদ্‌ভক্তের এইরকম আচরণ আশ্চর্য হওয়ার মতো নয়, কারণ নীচ যোনিতে জাত অতিশয় নীচ ব্যক্তিও একবার ভগবানের নাম নিলেই তৎক্ষণাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়॥ ৩৫ ॥

এইভাবে অতুলনীয় বল-পরাক্রমশালী মহারাজ প্রিয়ব্রত একবার দেবর্ষি নারদের শরণাগত হয়েও পুনরায় দৈববশে সাংসারিক মায়ায় নিজেকে আবদ্ধ করেন এবং তার ফলে শান্তিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় মনে মনে বিরক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন॥ ৩৬ ॥ হায়! আমার ইন্দ্রিয়সকল অবিদ্যাজনিত বিষয়রূপ অন্ধকূপে আমাকে নিক্ষেপ করেছে। অনেক হয়েছে! হে ভগবান! আমি এই স্ত্রীর খেলার পুতুল হয়ে গেছি। আমাকে ধিক্! এইভাবে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন॥ ৩৭ ॥ পরমারাধ্য শ্রীহরির কৃপায় তাঁর মধ্যে বিবেক জেগে উঠলো। তিনি সমস্ত পৃথিবীকে নিজের যোগ্য পুত্রদের হাতে ভাগ করে দিলেন আর যে রানিদের সঙ্গে নানান ভোগবিলাস করেছিলেন তাঁদের রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে মৃতদেহের মতো ত্যাগ করলেন। হৃদয়ে ভগবানের লীলার কথা চিন্তা করতে করতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হল এবং পুনরায় নারদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ

[১]প্রা.পা.—একৈকস্যৈব। [২]প্রা.পা.—পৃথক্ পরিধয় উপকল্পিতা.। [৩]প্রা.পা.—তেষু বর্হিষ্মতীপতি.। [৪]প্রা.পা.—বাহ.। [৫]প্রা.পা.—যথাসংখ্যকমেকৈকস্মিন্নেকমেবাধি.। [৬]প্রা.পা.—সুকৃদাদদীত। [৭] প্রা.পা.—সহজাতিতত্ত্বম্। [৮]প্রা.পা.—প্রত্যবমর্শোঽনুপরিনিবৃত্ত-স্বপুত্রে.। [৯]প্রা.পা.—বিভজ্য ভোগং চ।

*এদের ক্রমটি এরূপ—সর্বপ্রথম হল জম্বুদ্বীপ এবং এটির চতুর্দিকে লবণাক্ত সমুদ্র ঘিরে রয়েছে। লবণাক্ত সমুদ্র প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত এবং এর চতুর্দিকে রয়েছে ইক্ষু রসের সমুদ্র। এটি পুনরায় শাল্মলিদ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত এবং তার চতুর্দিকে রয়েছে সুরা-সমুদ্র। এরপরে রয়েছে কুশদ্বীপ এবং সেটি ঘৃত-সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এরপর রয়েছে ক্রৌঞ্চদ্বীপ এবং সেটি দুগ্ধ-সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। এরপরে আছে শাকদ্বীপ এবং সেটি দধি-সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। দধি-সমুদ্রের চতুর্দিকে রয়েছে পুষ্করদ্বীপ এবং সেটি মিষ্ট জলে চতুর্দিকে বেষ্টিত।

তস্য হ বা এতে শ্লোকাঃ
প্রিয়ব্রতকৃতং কর্ম কো নু কুর্যাদ্বিনেশ্বরম্।
যো নেমিনিম্নৈরকরোচ্ছায়াং ঘ্নন্ সপ্ত বারিধীন্॥ ৩৯

ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিদ্গিরিবনাদিভিঃ।
সীমা চ ভূতনির্বৃত্যৈ দ্বীপে দ্বীপে বিভাগশঃ॥ ৪০

ভৌমং দিব্যং মানুষং চ মহিত্বং কর্মযোগজম্।
যশ্চক্রে নিরয়ৌপম্যং পুরুষানুজনপ্রিয়ঃ॥ ৪১

করলেন॥ ৩৮ ॥ মহারাজ প্রিয়ব্রতর মহিমা বর্ণনা করে এইরূপ কয়েকটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—'রাজা প্রিয়ব্রত যে সব কাজ করেছেন তা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি রাত্রির অন্ধকারকে দূর করবার সময় রথের চাকার দ্বারা সাত সমুদ্রের সৃষ্টি করেছিলেন।'॥ ৩৯ ॥ তিনি জীবসমূহের সুখ বিধানের জন্য (যাতে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ না হয় তার জন্য) দ্বীপ-বিভাগের দ্বারা পৃথিবীর অঞ্চলসমূহের এবং পুনরায় পৃথক পৃথক নদী, পর্বত এবং বনাদির সাহায্যে সেই দ্বীপগুলির সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন॥ ৪০ ॥ তিনি নারদাদি ভগবদ্‌ভক্তগণের পরম প্রিয় ছিলেন। পাতাল, স্বর্গ ও মর্তলোকের যাবতীয় ঐশ্বর্য এবং পুণ্যকর্ম ও যোগসাধনার ফলে লব্ধ বিভূতি-সমূহকেও তিনি নরকতুল্য হেয় জ্ঞান করেছিলেন॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবিজয়ে[১] নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥
শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবিজয় নামক প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ
দ্বিতীয় অধ্যায়
আগ্নীধ্র চরিত্র

শ্রীশুক[২]উবাচ
এবং পিতরি সম্প্রবৃত্তে[৩] তদনুশাসনে বর্তমান আগ্নীধ্রো[৪] জম্বূদ্বীপৌকসঃ প্রজা ঔরসবদ্ধর্মাবেক্ষমাণঃ পর্যগোপায়ৎ॥ ১ ॥ স চ কদাচিৎ পিতৃলোককামঃ[৫] সুরবরবনিতা-ক্রীড়াচলদ্রোণ্যাং ভগবন্তং বিশ্বসৃজাং পতি-মাভৃতপরিচর্যোপকরণ আত্মৈকাগ্র্যেণ তপস্বা-রাধয়াম্বভূব ॥ ২ ॥ তদুপলভ্য ভগবানাদিপুরুষঃ সদসি গায়ন্তীং পূর্বচিত্তিং নামাপ্সরসমভিযা-পয়ামাস॥ ৩ ॥ সা চ তদাশ্রমোপবনমতিরমণীয়ং বিবিধনিবিড়বিটপিবি[৬]টপনিকরসংশ্লিষ্টপুরটল-তারূঢ়স্থলবিহঙ্গমমিথুনৈঃ[৭] প্রোচ্যমানশ্রুতিভিঃ

শ্রীশুকদেব বললেন—আগ্নীধ্র যখন দেখলেন পিতা প্রিয়ব্রত পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত তখন তিনি পিতার আদেশ অনুসারে জম্বু দ্বীপের প্রজাদের ধর্মানুসারে পুত্রের মতো পালন করতে লাগলেন॥ ১ ॥ একবার পিতৃলোকের কামনায় তিনি সমস্ত সামগ্রী নিয়ে সুরসুন্দরীদের ক্রীড়াস্থল মন্দরাচলের এক গহ্বরে গমন করলেন এবং একাগ্র চিত্তে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার আরাধনা করতে লাগলেন॥ ২ ॥ ভগবান ব্রহ্মা তাঁর মনের ইচ্ছা জানতে পারলেন এবং নিজের সভার গায়িকা পূর্বচিত্তি নাম্নী এক অপ্সরাকে তাঁর কাছে পাঠালেন॥ ৩ ॥ আগ্নীধ্রের আশ্রমের কাছেই এক অতি রমণীয় উপবন ছিল। অপ্সরা পূর্বচিত্তি সেই উপবনে উপস্থিত হয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগল। সেই উপবনে নানারূপ বৃক্ষের উপর স্বর্ণলতা জড়িয়েছিল। বৃক্ষের উপর ময়ূর ও স্থলচারী পক্ষীমিথুনেরা সুমধুর সুরে গান করছিল।

[১]প্রাচীন বইয়ে 'প্রিয়ব্রতবিজয়ে'—এই অংশ নেই। [২]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ'—এই অংশ নেই। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'সম্প্রবৃত্তে' এই অংশ খণ্ডিত। [৪]প্রা.পা.—অগ্নিধ্রো। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'পিতৃলোককামঃ........' থেকে শুরু করে 'সদসি গায়ন্তীং' পর্যন্ত অংশ নেই। [৬]প্রা.পা.—বিটপিনিকটপুরটলতা.। [৭]প্রা.পা.—বিহগ.।

প্রতিবোধ্যমানসলিলকুক্কুটকারণ্ডবকলহংসাদিভির্বিচিত্রমুপকূজিতামলজলাশয়কমলাকরমুপবভ্রাম॥ ৪ ॥ তস্যাঃ সুললিতগমনপদবিন্যাসগতিবিলাসায়াশ্চানুপদং খণখণায়মানরুচিরচরণাভরণস্বনমুপাকর্ণ্য নরদেবকুমারঃ সমাধিযোগেনামীলিতনয়ননলিনমুকুলযুগল[১]মীষদ্বিকচয়্য[২] ব্যচষ্ট ॥ ৫ ॥ তামেবা[৩] বিদূরে মধুকরীমিব সুমনস[৪] উপজিঘ্রন্তীং দিবিজমনুজমনোনয়নাহ্লাদদুঘৈর্গতিবিহারব্রীড়াবিনয়াবলোকসুস্বরাক্ষরাবয়বৈর্মনসি[৫]নৃণাং কুসুমায়ুধস্য বিদধতীং বিবরং নিজমু[৬]খবিগলিতামৃতাসবসহাসভাষণামোদমদান্ধমধুকরনিকরোপরোধেন দ্রুতপদবিন্যাসেন[৭] বল্গুস্পন্দনস্তনকলশকবরভাররশনাং দেবীং তদবলোকনেন বিবৃতাবসরস্য ভগবতো মকরধ্বজস্য বশমুপনীতো জড়বদিতি হোবাচ॥ ৬

তাদের ষড়জাদিযুক্ত স্বর শুনে জলকুক্কুট, হংস, কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষীরা নানারূপ শব্দ করছিল। মনে হচ্ছিল কমল সরোবর যেন কোলাহল করছে॥ ৪ ॥

পূর্বচিত্তির বিলাসপূর্ণ গতি এবং পদচারণায় তার নূপুর মধুর ধ্বনি করতে লাগল। সেই মনোহর ধ্বনি শুনে রাজকুমার আগ্নীধ্র সমাধিযোগে নিমীলিত পদ্মপত্রতুল্য চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করে সেই অপ্সরাকে নিকটেই দেখলেন। সে মধুকরীর মতো এক একটি ফুলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করছিল। দেবতা ও মানুষদের নয়ন ও মনের আহ্লাদজনক রূপলাবণ্য, চপলতা, সলজ্জনম্র দৃষ্টিপাত, সুমধুর বাক্য ও মনোহর অঙ্গভঙ্গিতে সে যেন পুরুষদের হৃদয়ে কামদেবের প্রবেশোপযোগী দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল। যখন সে হেসে হেসে কথা বলছিল, তখন মনে হচ্ছিল, তার মুখ থেকে যেন অমৃতময় মধু ঝরে পড়ছে। তার নিঃশ্বাসের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মধুকরেরা তার পদ্মের মতো মুখকে ঘিরে ধরছিল। তখন ভয় পেয়ে যুবতী পালাবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলতে লাগলে তার স্তনদ্বয়, কবরী এবং কোমরের চন্দ্রহার দুলতে থাকলে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ফলে কামদেব আগ্নীধ্রর মনের মধ্যেও প্রবেশের সুযোগ পেয়ে গেলেন, অপ্সরা পূর্বচিত্তির বশীভূত হয়ে তাকে খুশি করবার জন্য আগ্নীধ্র পাগলের মতো বলতে লাগলেন॥ ৫-৬ ॥

কা ত্বং চিকীর্ষসি চ কিং মুনিবর্য শৈলে[৮]
মায়াসি কাপি ভগবৎপরদেবতায়াঃ।
বিজ্যে বিভর্ষি ধনুষী সুহৃদাত্মনোঽর্থে
কিং বা মৃগান্মৃগয়সে বিপিনে প্রমত্তান্ ॥ ৭

হে মুনিবর! তুমি কে? এই পর্বতে তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তুমি পরমপুরুষ নারায়ণের কোনো মায়া নও তো? (দুই ভ্রূর দিকে দেখিয়ে) তুমি এই গুণরহিত ধনু দুটি কেন ধারণ করেছ? তোমার কি কোনো নিজস্ব প্রয়োজন আছে, অথবা এই সংসারারণ্যে আমাদের মতো অ-জিতেন্দ্রিয় মৃগদের শিকার করার জন্যে এ দুটি ধারণ করেছ ॥ ৭ ॥

বাণাবিমৌ ভগবতঃ শতপত্রপত্রৌ
শান্তাবপুঙ্খরুচিরাবতিতিগ্মদন্তৌ।
কস্মৈ যুযুঙ্ক্ষসি বনে বিচরন্ন বিদ্মঃ
ক্ষেমায় নো জড়ধিয়াং তব বিক্রমোঽস্তু॥ ৮

(কটাক্ষের দিকে লক্ষ্য করে) তোমার এই বাণ দুটি খুব সুন্দর। বস্তুত পুঙ্খহীন হয়েও এদের পশ্চাদ্ভাগে যেন দুটি পদ্মদল বিরাজমান (অর্থাৎ নেত্রদ্বয়)। এমনিতে শান্ত হয়েও এদের অগ্রভাগ বক্র ও তীক্ষ্ণ। এই বনে বিচরণ করতে করতে এই বাণ কার প্রতি নিক্ষেপ করবে তা বোধগম্য হচ্ছে না। প্রার্থনা করি তোমার এই পরাক্রম যেন আমাদের মতো জড়বুদ্ধি লোকেদের মঙ্গল করে॥ ৮ ॥

শিষ্যা ইমে ভগবতঃ পরিতঃ পঠন্তি
গায়ন্তি সাম সরহস্যমজস্রমীশম্।
যুষ্মচ্ছিখাবিলুলিতাঃ সুমনোঽভিবৃষ্টীঃ
সর্বে ভজন্ত্যৃষিগণা ইব বেদশাখাঃ ॥ ৯

ভ্রমরদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার এই শিষ্যগণ তোমার চতুর্দিকে ঘিরে অধ্যয়ন করছে। তারা তো নিরন্তর

[১]প্রাচীন বইয়ে 'যুগল' এই পাঠ নেই। [২]প্রা.পা.—মীষদ্বিহস্য। [৩]প্রা.পা.—তামেব দূরে। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'সুমনস' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'মনো' এই পাঠ নেই। [৬]প্রা.পা.—নিজমুখভাষণামোদমদা.। [৭]প্রা.পা.—দ্রুতপদন্যাসেন। [৮]প্রা.পা.—মুনিবর্য শীলে।

বাচং পরং চরণপঞ্জরতিত্তিরীণাং
ব্রহ্মন্নরূপমুখরাং শৃণবাম তুভ্যম্।
লব্ধা কদম্বরুচিরঙ্কবিটঙ্কবিম্বে
যস্যামলাতপরিধিঃ ক্ক চ বল্কলং তে॥ ১০

কিং সম্ভৃতং রুচিরয়োর্দ্বিজ শৃঙ্গয়োস্তে
মধ্যে কৃশো বহসি যত্র দৃশিঃ শ্রিতা[১] মে।
পঙ্কোঽরুণঃ সুরভিরাত্মবিষাণ ঈদৃগ্
যেনাশ্রমং সুভগ মে সুরভীকরোষি[২]॥ ১১

লোকং প্রদর্শয় সুহৃত্তম তাবকং মে
যত্রত্য ইত্থমুরসাবয়বাবপূর্বৌ।
অস্মদ্বিধস্য মনউন্নয়নৌ[৩] বিভর্তি
বহ্বদ্ভুতং [৪]সরসরাসসুধাদি বক্ত্রে॥ ১২

কা বাঽঽত্মবৃত্তিরদনাদ্ধবিরঙ্গ বাতি
বিষ্ণোঃ কলাস্যনিমিষোন্মকরৌ চ কর্ণৌ।
উদ্বিগ্নমীনযুগলং দ্বিজপংক্তিশোচি-
রাসন্নভৃঙ্গনিকরং সর ইন্মুখং তে॥ ১৩

যোঽসৌ ত্বয়া করসরোজহতঃ পতঙ্গো
দিক্ষু ভ্রমন্ ভ্রমত এজয়তেঽক্ষিণী মে[৫]।
মুক্তং ন তে স্মরসি বক্রজটাবরূথং
কষ্টোঽনিলো হরতি লম্পট এষ নীবীম্॥ ১৪

রূপং তপোধন তপশ্চরতাং তপোঘ্নং
হ্যেতত্তু কেন তপসা ভবতোপলব্ধম্[৬]।
চর্তুং তপোঽর্হসি ময়া সহ মিত্র মহ্যং
কিং বা প্রসীদতি স বৈ ভবভাবনো মে[৭]॥ ১৫

ন ত্বাং ত্যজামি দয়িতং[৮] দ্বিজদেবদত্তং
যস্মিন্মনো দৃগপি নো ন বিয়াতি লগ্নম্।
মাং চারুশৃঙ্গ্যর্হসি নেতুমনুব্রতং তে
চিত্তং যতঃ প্রতিসরন্তু শিবাঃ সচিব্যঃ॥ ১৬

উপনিষৎ পাঠ, সাম-গান করে ভগবানের স্তুতি করছে। ঋষিগণ যেমন বেদ শাখার ভজনা করেন, সেইরকমই এঁরা তোমার কুন্তল থেকে যে সব ফুল ঝরে পড়ছে তাই সেবা করছে॥ ৯ ॥ (নূপুরের শব্দের দিকে সংকেত করে) বললেন—হে ব্রহ্মন্! তোমার চরণরূপ পিঞ্জরে যে তিতির পাখি বাঁধা আছে, তার ডাক তো শোনা যাচ্ছে কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। চন্দ্রহার-সহ পীতবসনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল অঙ্গকান্তি লক্ষ্য করে—তোমার নিতম্বে কদমফুলের মতো আভা কোথা থেকে এল, তার উপর তো অঙ্গারমণ্ডলও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তোমার বল্কল-বস্ত্র কোথায়? ॥ ১০ ॥ কুঙ্কুমমণ্ডিত স্তনযুগলকে লক্ষ্য করে বললেন—হে দ্বিজবর! তোমার এই সুন্দর শৃঙ্গদ্বয় কী দিয়ে পূর্ণ আছে? নিশ্চয়ই এর মধ্যে অমূল্য রত্ন ভরা আছে যেজন্যে তোমার শরীর কৃশ এবং ক্ষীণ হলেও তুমি একে বহন করছো। এখানেই তো আমার দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে আছে। হে সুভগ! এই শৃঙ্গদ্বয়ে অরুণাভ কী লেপন লাগিয়েছ? এর গন্ধে তো আমার আশ্রমকে আমোদিত করছে ॥ ১১ ॥ হে সুহৃৎ! আমায় তুমি তোমার বাসস্থান দেখাও, যেখানকার লোকেরা নিজেদের বক্ষঃস্থলে এইরকম অদ্ভুত অবয়ব ধারণ করে যা কিনা আমাদের মতো লোকেদের মন প্রাণ ক্ষুব্ধ করে এবং যারা মুখে মধুর আলাপ, বিচিত্র হাবভাব এবং অধরামৃতের মতো অদ্ভুত বস্তুও ধারণ করে॥ ১২ ॥

হে সখে! তুমি কী খাও? যা খেয়ে তোমার মুখ থেকে যজ্ঞের হবির মতো সুগন্ধ বেরোচ্ছে? মনে হচ্ছে তুমি ভগবান বিষ্ণুর অংশ, এইজন্যে তোমার কানে বিষ্ণুর মতো নির্নিমেষ মকরাকৃতি কুণ্ডল আছে। তোমার মুখমণ্ডল সরোবরের সমান, তার মধ্যে ভীত মাছের মতো চঞ্চল তোমার দুটি চক্ষু, দন্তপংক্তি যেন হংস আর কেশরাশি যেন ভ্রমরের মতো শোভা পাচ্ছে॥ ১৩ ॥ তুমি যখন তোমার করকমলের আঘাত দ্বারা ওই কন্দুককে চঞ্চল করছ, তখন সেটি বিভিন্ন দিকে চালিত হয়ে আমার দৃষ্টিকেও অস্থির এবং মনের মধ্যে চঞ্চলতার সৃষ্টি করছে। তোমার বক্র জটাকলাপ শিথিল হয়ে যাচ্ছে তুমি তাকে সামলাচ্ছো না? এই ধূর্ত হাওয়া দুষ্টামি করে বার বার তোমার কটি-দেশের বস্ত্র উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে॥ ১৪ ॥ হে তপোধন! তপস্বীদের তপস্যা ভঙ্গ করার মতো এই রূপ তুমি কোন তপস্যার দ্বারা লাভ করেছো? হে বন্ধু! তুমি আমার সঙ্গে থেকে কিছুদিন তপস্যা করো, অথবা মনে হয় বিশ্ববিস্তারকারী ব্রহ্মা আমার উপর প্রসন্ন হয়ে তোমাকে আমার কাছে প্রেরণ করে আমাকে কৃপা করলেন॥ ১৫ ॥ সত্য-সত্যই তুমি ব্রহ্মার

[১]প্রা.পা.—সুতা মে। [২]প্রা.পা.—সুরভিং করোষি। [৩]প্রা.পা.—উন্নয়নৈর্বিভর্তি। [৪]প্রা.পা.—স্মরসরাসসুধাদি। [৫]প্রা.পা.—তে [৬]প্রা.পা.—ভবতেহ লব্ধম্। [৭]প্রা.পা.—ভাবনোঽসৌ। [৮]প্রা.পা.—দয়িতাং।

শ্রীশুক[1]উবাচ

ইতি ললনানুনয়াতিবিশারদো গ্রাম্যবৈদগ্ধ্যয়া পরিভাষয়া তাং বিবুধবধূং বিবুধমতিরধিসভাজয়ামাস ॥ ১৭ ॥ সা চ ততস্তস্য বীরযূথপতের্বুদ্ধিশীলরূপবয়ঃশ্রিয়ৌদার্যেণ[2] পরাক্ষিপ্তমনাস্তেন[3] সহায়ুতায়ুতপরিবৎসরোপলক্ষণং[4] কালং[5] জম্বূদ্বীপপতিনা ভৌমস্বর্গভোগান্[6] বুভুজে॥ ১৮ ॥ তস্যামু হ বা আত্মজান্[7] স রাজবর[8] আগ্নীধ্রো নাভিকিম্পুরুষহরিবর্ষেলাবৃতরম্যকহিরণ্ময়কুরুভদ্রাশ্বকেতুমালসংজ্ঞান্নব[9] পুত্রানজনয়ৎ॥ ১৯ ॥

সা সূত্বাথ সুতান্নবানুবৎসরং গৃহ এবাপহায় পূর্বচিত্তির্ভূয় এবাজং দেবমুপতস্থে॥ ২০ ॥ আগ্নীধ্রসুতাস্তে মাতুরনুগ্রহাদৌৎপত্তিকেনৈব সংহননবলোপেতাঃ পিত্রা বিভক্তা আত্মতুল্যনামানি যথাভাগং[10] জম্বূদ্বীপবর্ষাণি বুভুজুঃ॥ ২১ ॥ আগ্নীধ্রো রাজাতৃপ্তঃ কামানামপ্সরসমেবানুদিনমধিমন্যমানস্তস্যাঃ[11] সলোকতাং শ্রুতিভিরবারুন্ধ যত্র পিতরো মাদয়ন্তে[12]॥ ২২ ॥ সম্পরেতে পিতরি নব ভ্রাতরো মেরুদুহিতৃর্মেরুদেবীং প্রতিরূপামুগ্রদংষ্ট্রীং লতাং রম্যাং[13] শ্যামাং নারীং ভদ্রাং দেববীতিমিতিসংজ্ঞা[14] নবোদবহন্[15]॥ ২৩

প্রদত্ত প্রিয়তমা, এখন আর আমি তোমায় ছাড়তে পারবো না। তোমার উপর আমার মন আর দৃষ্টি এমনভাবে নিবদ্ধ হয়েছে যে তোমায় ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছেই করছে না। হে শোভনশৃঙ্গযুক্তা! তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানে আমাকেও নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে। আমি তোমার অনুচর এবং তোমার মঙ্গলময়ী সখীরাও আমার সঙ্গে থাকবে॥ ১৬

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন! আগ্নীধ্র দেবতাদের মতো বুদ্ধিমান এবং নারীদের খুশি করতে খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি এইরকম ভাবে আদিরসের ইঙ্গিতপূর্ণ চাটু বচনে অপ্সরার (পূর্বচিত্তির) মন জয় করলেন॥ ১৭ ॥ বীর সমাজের অগ্রগণ্য আগ্নীধ্রের বুদ্ধি, শীল, রূপ, বয়স, সম্পদ এবং উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে সে জম্বুদ্বিপাধিপতির সঙ্গে কয়েক হাজার বছর পৃথিবী এবং স্বর্গের সুখ ভোগ করেছিল॥ ১৮ ॥ নরেন্দ্র আগ্নীধ্রের দ্বারা তার (পূর্বচিত্তির) গর্ভে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয়টি পুত্রের জন্ম হয়॥ ১৯ ॥ এইভাবে নয় বছরে নয়টি সন্তানের জন্ম দেবার পর পূর্বচিত্তি পুত্রদের রাজভবনে রেখে আবার ব্রহ্মার সেবা করবার জন্যে ব্রহ্মলোকে চলে যায়॥ ২০ ॥ আগ্নীধ্রের পুত্ররা মাতার অনুগ্রহে স্বভাবতই সুস্থ ও বলশালী হয়েছিলেন। আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপকে সমান ভাগে ভাগ করে নয় পুত্রের নামে নয়টি ভূখণ্ড করে দিলেন এবং প্রত্যেককে নিজ নামাঙ্কিত ভূখণ্ড পালন করবার দায়িত্ব দিলেন। তখন তাঁরা নিজ নিজ অংশ ভোগ করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ মহারাজ আগ্নীধ্র বিষয় ভোগ করেও অতৃপ্ত ছিলেন। তিনি ওই অপ্সরাকেই জীবনের সব কিছু মনে করতেন। এইজন্যে তিনি বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান করে সেই লোক প্রাপ্ত হলেন যে লোকে পিতৃপুরুষগণ নিজ সুকৃতির ফলে আনন্দের সঙ্গে বাস করেন॥ ২২ ॥ পিতা পরলোকে গমন করলে নাভি প্রমুখ নয় ভাই যথাক্রমে মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা ও দেববীতি নামে মেরুর নয় কন্যাকে বিবাহ করলেন॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে [16]আগ্নীধ্রবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে আগ্নীধ্র বর্ণনা নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

[1]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠ নেই। [2]প্রা.পা.—রূপবিদ্যাবয়ঃ। [3]প্রাচীন বইয়ে 'তে' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [4]প্রাচীন বইয়ে 'যু' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [5]প্রাচীন বইয়ে 'কালং' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [6]প্রা.পা.—ভূমি.। [7]প্রাচীন বইয়ে 'জান্' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [8]প্রা.পা.—রাজবর্য। [9]প্রাচীন বইয়ে 'বৃতরম্যকহিরণ্ময়.....' থেকে আরম্ভ করে 'আত্মতুল্যনামানি' পর্যন্ত অংশ খণ্ডিত আছে। [10]প্রা.পা.—যথাবিভাগং। [11]প্রা.পা.—মধিগমামান.। [12]প্রা.পা.— মোদয়ন্তে। [13]প্রা.পা.—রামাং নারীং। [14]প্রাচীন বইয়ে 'মিতি' এই পাঠ নেই। [15]প্রা.পা.—সংজ্ঞা অবহন্। [16]প্রা.পা.—পঞ্চমে স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা নাভির চরিত্র

শ্রীশুক[১]উবাচ

নাভিরপত্যকামোঽপ্রজয়া মেরুদেব্যা ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমবহিতাত্মাযজত[২]॥ ১ ॥ তস্য[৩] হ বাব শ্রদ্ধয়া বিশুদ্ধভাবেন যজতঃ প্রবর্গ্যেষু প্রচরৎসু দ্রব্যদেশকালমন্ত্রর্ত্বিগ্দক্ষিণাবিধানযোগোপপত্ত্যা দুরধিগমোঽপি ভগবান্ ভাগবতবাৎসল্যতয়া সুপ্রতীক আত্মানমপরাজিতং নিজজনাভিপ্রেতার্থবিধিৎসয়া[৪] গৃহীতহৃদয়ো হৃদয়ঙ্গমং মনোনয়নানন্দনাবয়বাভিরামমাবিশ্চকার॥ ২ ॥ অথ হ তমাবিষ্কৃতভুজযুগলদ্বয়ং হিরণ্ময়ং পুরুষবিশেষং কপিশকৌশেয়াম্বরধরমুরসি বিলসচ্ছ্রীবৎসললামং দরবরবনরুহবনমালাচ্ছূর্যমৃতমণিগদাদিভিরুপলক্ষিতং স্ফুটকিরণপ্রবরমুকুটকুণ্ডলকটককটিসূত্রহারকেয়ূরনূপুরাদাঙ্গভূষণবিভূষিতমৃত্বিক্সদস্যগৃহপতয়োঽধনা ইবোত্তমধনমুপলভ্য সবহুমানমর্হণেনাবনতশীর্ষাণ উপতস্থুঃ॥ ৩

ঋত্বিজ[৫]উচুঃ

অর্হসি মুহুরর্হত্তমার্হণমস্মাকমনুপথানাং নমো নমইত্যেতাবৎসদুপশিক্ষিতং কোঽর্হতি পুমান্ প্রকৃতিগুণব্যতিকরমতিরনীশ ঈশ্বরস্য[৬] পরস্য প্রকৃতিপুরুষয়োরর্বাক্তনাভির্নামরূপাকৃতিভী রূপনিরূপণম্॥ ৪ ॥

সকলজননিকায়বৃজিননিরসনশিবতমপ্রবরগুণগণৈকদেশকথনাদৃতে॥ ৫ ॥ পরিজনানুরাগবিরচিত-

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! আগ্নীধ্রের পুত্র নাভির কোনো সন্তান ছিল না ; তাই তিনি পুত্র কামনায় তাঁর স্ত্রী মেরুদেবীর সঙ্গে একাগ্রচিত্তে ভগবান যজ্ঞপুরুষের পূজা করলেন॥ ১ ॥ যদিও শোভনাঙ্গ ভগবানকে দ্রব্য, দেশ, কাল, মন্ত্র, ঋত্বিক, দক্ষিণা এবং বিধিনিয়ম দ্বারা যজ্ঞ করে পাওয়া যায় না, তথাপি তিনি তো ভক্তদের কৃপা করেন ! এইজন্য যখন রাজা নাভি শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশুদ্ধভাবে ভগবানের আরাধনা করলেন, তখন ভগবানের হৃদয় ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্যে উৎসুক হল। যদিও তাঁর স্বরূপ সর্বথা স্বতন্ত্র তথাপি প্রবর্গ্য নামক যজ্ঞানুষ্ঠান চলাকালীন মনোমুগ্ধকর ও নয়নাভিরাম সুন্দর রূপেই ভগবান তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন॥ ২ ॥ তাঁর শ্রীঅঙ্গে কৌশেয় পীত বসন, বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং কণ্ঠদেশে বনমালা ও কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছিল। অঙ্গসমূহে উজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরণকারী মুকুট, কুণ্ডল, কঙ্কণ, হার, কেয়ূর, চন্দ্রহার এবং নূপুর ইত্যাদি নানা অলংকারে তিনি ভূষিত ছিলেন, এইরূপ তেজস্বী চতুর্ভুজ মূর্তি দেখে ঋত্বিক, সদস্য এবং গৃহপতি প্রভৃতি সকলেই এতো আনন্দিত হলেন যে মনে হচ্ছিল দরিদ্র ব্যক্তি প্রচুর ধন লাভ করে আনন্দিত হয়েছে। সবাই নতমস্তকে সসম্মানে অর্ঘ্যদ্বারা ভগবানের পূজা করলেন ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ তাঁর বন্দনা করলেন॥ ৩ ॥

ঋত্বিকগণ বললেন—হে পূজ্যতম ! আমরা আপনার অনুগত ভক্ত, আপনি আমাদের পরম পূজনীয়। কিন্তু আপনাকে কিরূপে পূজা করতে হয় তার কিছুই জানি না। আমরা আপনাকে বারবার প্রণাম করি—মহাপুরুষরা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি পুরুষ ও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে কিন্তু মানুষের মন প্রকৃতির গুণপ্রপঞ্চেই নিমজ্জিত, অতএব আপনার গুণগান করতে অসমর্থ। এমন কোনো পুরুষ কি আছে যে প্রাকৃত রূপ, নাম এবং আকৃতি দ্বারা আপনার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে ? আপনিই সাক্ষাৎ পরমপুরুষ॥ ৪ ॥ আপনার মঙ্গলময় গুণ সমস্ত জগতের দুঃখনিবারক ; যদি কেউ তা বর্ণনা করার ক্ষমতা বা সাহস দেখায় তাহলে সে শুধু এক অংশের বর্ণনাই করতে পারে॥ ৫ ॥ কিন্তু হে প্রভু ! যদি আপনার কোনো ভক্ত প্রেম

---

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠ নেই। [২]প্রাচীন বইয়ে 'মব' এই পাঠ খণ্ডিত। [৩]প্রা.পা.—তস্য হ বাবেতি। [৪]প্রা.পা.—জনাভিপ্রায়ার্থ.। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'ঋত্বিজ উচুঃ' এই পাঠ নেই। [৬]প্রাচীন বইয়ে 'ঈশ্বরস্য' এই পাঠ নেই।

[1]শবলসংশব্দসলিলসি[2]তকিসলয়তু[3]লসি কাদূর্বাঙ্কুরৈরপি সম্ভৃতয়া[4] সপর্যয়া কিল পরম পরিতুষ্যসি॥ ৬ ॥

অথানয়াপি ন ভবত[5] ইজ্যয়োরুভারভরয়া সমুচিতমর্থমিহোপলভামহে ॥ ৭ ॥ আত্মন এবানুসবনমঞ্জসাব্যতিরেকেণ[6] বোভূয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য কিন্তু নাথাশিষ আশাসানানামেতদভিসংরাধনমাত্রং ভবিতুমর্হতি॥ ৮ ॥ তদ্যথা বালিশানাং স্বয়মাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পরমবিদুষাং[7] পরমপরমপুরুষ[8] প্রকর্ষকরুণয়া স্বমহিমানং চাপবর্গাখ্যমুপকল্পয়িষ্যন্ স্বয়ং নাপচিত এবেতরবদিহোপলক্ষিতঃ॥ ৯ ॥ অথায়মেব বরো হ্যর্হত্তম যর্হি বর্হিষি রাজর্ষের্বরদর্ষভো ভবান্নিজপুরুষেক্ষণবিষয় আসীৎ॥ ১০ ॥

অসঙ্গনিশিতজ্ঞানানলবিধূতাশেষমলানাং[9] ভবৎস্বভাবানামাত্মারামাণাং মুনীনামনবরতপরিগুণিতগুণগণ[10] পরমমঙ্গলায়নগুণগণকথনোঽসি॥ ১১ ॥ অথ কথঞ্চিৎস্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভণদুরবস্থানাদিষু[11] বিবশানাং নঃ স্মরণায় জ্বরমরণদশায়ামপি[12] সকলকশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাণি ভবন্তু॥ ১২ ॥

কিঞ্চায়ং রাজর্ষিরপত্যকামঃ প্রজাং ভবাদৃশীমাশাসান ঈশ্বরমাশিষাং স্বর্গাপবর্গয়োরপি ভবন্তমুপধাবতি প্রজায়ামর্থপ্রত্যয়ো ধনদমিবাধনঃ ফলীকরণম্॥ ১৩ ॥

গদগদ চিত্তে আপনার স্তুতিগান করে সামান্য বিশুদ্ধ জল, পুষ্প-পল্লব, দূর্বা আর তুলসী দিয়ে আপনার পূজা করে তাহলেও তো আপনি তার প্রতি সর্বতোভাবে প্রসন্ন হন॥ ৬

অনুরাগ ব্যতীত এই সকল বহু অঙ্গযুক্ত যজ্ঞে আপনার কোনো প্রয়োজন আমরা দেখছি না॥ ৭ ॥ আপনার মধ্যে প্রভূতরূপে যে অশেষ পুরুষার্থফলসম্ভূত পরমানন্দ প্রতিক্ষণে নবনবরূপে আবির্ভূত হয়ে চলে তাই আপনার স্বরূপ। সুতরাং যদিও এই সকল যজ্ঞে আপনার কোনো প্রয়োজন নেই, তথাপি আমরা কামনা-বাসনাযুক্ত হয়ে এই যে যজ্ঞাদি করি আমাদের মনোরথ সিদ্ধির সাধন তো এই গুলিই হতে পারে॥ ৮ ॥ আপনি ব্রহ্মাদি পরমপুরুষ অপেক্ষাও পরম শ্রেষ্ঠ। আমরা তো জানি না আমাদের পরম কল্যাণ কিসে হবে। আর আমরা যথাবিধি আপনার পূজাও করিনি, কিন্তু যেমন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষরা আহ্বান বিনা কেবল করুণা করে অজ্ঞান লোকেদের কাছে আবির্ভূত হন, ঠিক তেমনিই আপনি আমাদের মোক্ষদান ও মনোরথ পূরণ করার জন্যে সাধারণ ব্যক্তির মতো সামনে উপস্থিত হয়েছেন॥ ৯ ॥ হে পূজ্যতম ! আপনি তো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করেছেন। কারণ, বরদাতা ব্রহ্মাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েও আপনি নাভি রাজার এই যজ্ঞশালায় আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন, এখন আমরা আর কী বর প্রার্থনা করবো ॥ ১০ ॥

হে প্রভু ! আপনার গুণগানই পরম মঙ্গলপ্রদ। যাঁরা বৈরাগ্য দ্বারা প্রজ্বলিত জ্ঞানরূপ অনলে নিজেদের অন্তঃকরণের রাগ-দ্বেষ-আদি অশেষ মনোমলকে দগ্ধ করে শান্তস্বভাব হয়েছেন, সেই সকল আত্মারাম মুনিরা নিরন্তর আপনার গুণগান করে থাকেন॥ ১১ ॥ আপনার দর্শনে কৃতার্থ হলেও আমরা আপনার কাছে এই বর প্রার্থনা করছি—স্খলন, ক্ষুধা, পতন, জৃম্ভণ বা দুরবস্থাদির সময় এবং জ্বর ও মরণকালে আপনাকে স্মরণ না করতে পারলেও আপনার পাপহারী ভক্তবৎসল, দীনবন্ধু ইত্যাদি নাম যেন উচ্চারণ করতে পারি॥ ১২ ॥

এতদ্ব্যতীত, প্রার্থনার অযোগ্য হলেও আর একটি প্রার্থনা আছে। আপনিই সাক্ষাৎ পরম-ঈশ্বর, স্বর্গ-অপবর্গ ইত্যাদি এমন কোনো কিছুই নেই যা আপনি দিতে পারেন না। তথাপি কোনো দরিদ্র যেমন ধনীর কাছে তুষ ভিক্ষা

[1]প্রা.পা.—সবলসংশব্দিতসলিল.। [2]প্রাচীন বইয়ে 'সিত' এই পাঠ নেই। [3]প্রা.পা.—তুলসী.। [4]প্রা.পা.—সম্ভৃতয়া। [5]প্রা.পা.—তব। [6]প্রা.পা.—সবনমব্যতিরেকেণ। [7]প্রাচীন বইয়ে 'পরম' এই পাঠ নেই। [8]প্রাচীন বইয়ে 'পরম' এই পাঠ নেই। [9]প্রা.পা.—নানলবিশেষাশেষমলানাং। [10]প্রা.পা.—পরিগণিত.। [11]প্রা.পা.—পতনপরিজৃম্ভণ.। [12]প্রা.পা.—জরমরণ।

কো বা ইহ[১] তেঽপরাজিতোঽপরাজিতয়া মায়য়ানবসিতপদব্যানাবৃতমতির্বিষয়বিষরয়ানাবৃতপ্রকৃতিরনুপাসিতমহচ্চরণঃ[২] ॥ ১৪ ॥

যদু[৩] হ বাব তব পুনরদভ্রকর্তরিহ সমাহূতস্তত্রার্থধিয়াং মন্দানাং নস্তদ্যদ্দেবহেলনং দেবদেবার্হসি সাম্যেন সর্বান্[৪] প্রতিবোদ্ধুমবিদুষাম্॥ ১৫ ॥

শ্রীশুক[৫]উবাচ

ইতি নিগদেনাভিষ্টূয়মানো ভগবাননিমিষর্ষভো বর্ষধরাভিবাদিতাভিবন্দিতচরণঃ[৬] সদয়মিদমাহ ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ[৭]

অহো বতাহমৃষয়ো ভবদ্ভিরবিতথগীর্ভির্বরমসুলভমভিয়াচিতো যদমুষ্যাত্মজো ময়া সদৃশো ভূয়াদিতি মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাদথাপি ব্রহ্মবাদো ন মৃষা[৮] ভবিতুমর্হতি মমৈব হি মুখং যদ্ দ্বিজদেবকুলম্॥ ১৭ ॥ তত আগ্নীধ্রীয়েঽংশকলয়াবতরিষ্যাম্যাত্মতুল্যমনুপলভমানঃ[৯] ॥ ১৮ ॥

শ্রীশুক[১০]উবাচ

ইতি নিশাময়ন্ত্যা মেরুদেব্যাঃ পতিমভিধায়ান্তর্দধে ভগবান্॥ ১৯ ॥ বর্হিষি তস্মিন্নেব বিষ্ণুদত্ত ভগবান্ পরমর্ষিভিঃ প্রসাদিতো নাভেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া তদবরোধায়নে মেরুদেব্যাং ধর্মান্দর্শয়িতুকামো বাতরশনানাং[১১] শ্রমণানামৃষীণামূর্ধ্বমন্থিনাং শুক্লয়া তনুবাবততার ॥ ২০ ॥

করে, সেইরকমই আমাদের যজমান এই রাজা নাভি সন্তানকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে আপনার মতো পুত্র কামনায় আপনার আরাধনা করছেন ॥ ১৩ ॥ এটা কোনো আশ্চর্যের কথাও নয়। আপনার মায়া অপরিসীম এবং অলক্ষ্য ; কেউ একে বশ করতে পারে না। যারা মহাপুরুষের চরণাশ্রিত নয়, তাদের মধ্যে কে এর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, এইরূপ কোন্ ব্যক্তির বুদ্ধির উপর এই মায়ার আচ্ছাদন পড়ে না আর বিষয়রূপ বিষ তার স্বভাবকে দূষিত করে না ? ॥ ১৪ ॥ হে দেবাদিদেব ! আপনি ভক্তদের কঠিন কাজও সমাধা করেন। আমরা মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, এই সামান্য কাজের জন্যে আপনাকে আহ্বান করে আপনাকে অনাদর করেছি। কিন্তু আপনি তো সমদর্শী, অতএব আমাদের মতো মূঢ়দের এই ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করুন ॥ ১৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! ভারতবর্ষাধিপতি নাভি যাঁদের চরণ বন্দনা করে ঋত্বিক পদে বরণ করেছিলেন তাঁরা এইভাবে দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির বন্দনা করলে শ্রীহরি দয়াপরবশ হয়ে বললেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে ঋষিগণ ! আপনাদের বাক্য অমোঘ। আপনারা সত্যধর্ম পালন করেন। আপনারা আমার কাছে দুর্লভ বর প্রার্থনা করেছেন—মহারাজ নাভির আমার মতো পুত্র হোক। হে মুনিগণ ! আমার মতো তো একমাত্র আমিই হতে পারি ; কারণ আমি যে অদ্বিতীয়। তবু ব্রাহ্মণদের কথা মিথ্যা হওয়া উচিত নয় ; ব্রাহ্মণরাই তো আমার মুখস্বরূপ ॥ ১৭ ॥ সুতরাং আমিই আমার অংশে আগ্নীধ্রের পুত্র নাভির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হব ; কারণ আমার মতো তো আর কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না ॥ ১৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারানি মেরুদেবীর শ্রুতিগোচর হয় এরূপভাবে তাঁর স্বামী নাভিকে এই কথা বলে শ্রীভগবান অন্তর্হিত হলেন। হে বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ ! সেই যজ্ঞে মহর্ষিগণের স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে, শ্রীভগবান মহারাজ নাভিকে আনন্দ দেবার জন্য এবং দিগম্বর সন্ন্যাসী আর শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মচারিদের ধর্ম-প্রদর্শন-মানসে অন্তঃপুরে মেরুদেবীর গর্ভে শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ ধারণ করে অবতীর্ণ হলেন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে নাভিচরিতে ঋষভাবতারো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে নাভিচরিতে ঋষভাবতার নামক তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

[১]প্রা.পা.—ইহ তেঽপরাজিতয়া। [২]প্রা.পা.—বিষয়য়ানাবৃতপ্রকৃতি। [৩]প্রা.পা.—যদিহ বাব পুনরদভ্র.। [৪]প্রা.পা.—সর্বাত্মন্। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠ নেই। [৬]প্রা.পা.—বর্ষবরাভি.। [৭]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীভগবানুবাচ' এই পাঠ নেই। [৮]প্রা.পা.—বৃথা। [৯]প্রা.পা.—ধ্রীয়ে স্বকলয়া। [১০]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠ নেই। [১১]প্রা.পা.—বাতাশনানাং।

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

ঋষভদেবের রাজ্য শাসন

শ্রীশুক[১]উবাচ

অথ হ তমুৎপত্ত্যৈবাভিব্যজ্যমানভগবল্লক্ষণং [২]সাম্যোপশমবৈরাগ্যৈশ্বর্যমহাবিভূতিভিরনুদিনমেধমানানুভাবং প্রকৃতয়ঃ প্রজা ব্রাহ্মণা[৩] দেবতাশ্চাবনিতলসমবনায়াতিতরাং জগৃধুঃ॥ ১ ॥ তস্য হ বা ইত্থং বর্ষ্মণা বরীয়সা বৃহচ্ছ্লোকেন চৌজসা বলেন শ্রিয়া যশসা বীর্যশৌর্যাভ্যাং চ পিতা ঋষভ ইতীদং নাম চকার॥ ২ ॥

তস্য[৪] হীন্দ্রঃ স্পর্ধমানো ভগবান্ বর্ষে ন ববর্ষ তদবধার্য ভগবানৃষভদেবো যোগেশ্বরঃ প্রহস্যাত্মযোগমায়য়া[৫] স্ববর্ষমজনাভং নামাভ্যবর্ষৎ ॥ ৩ ॥

নাভিস্তু যথাভিলষিতং সুপ্রজস্ত্বমবরুধ্যাতিপ্রমোদভরবিহ্বলো গদগদাক্ষরয়া গিরা স্বৈরং গৃহীতনরলোকসধর্মং[৬] ভগবন্তং পুরাণপুরুষং মায়াবিলসিতমতির্বৎস তাতেতি সানুরাগমুপলালয়ন্ পরাং নির্বৃতিমুপগতঃ॥ ৪ ॥ বিদিতানুরাগমাপৌরপ্রকৃতি জনপদো রাজা নাভিরাত্মজং সময়সেতুরক্ষায়ামভিষিচ্য ব্রাহ্মণেষূপনিধায় সহ[৭] মেরুদেব্যা বিশালায়াং প্রসন্ননিপুণেন তপসা সমাধিযোগেন নরনারায়ণাখ্যং ভগবন্তং বাসুদেবমুপাসীনঃ কালেন[৮] তন্মহিমানমবাপ॥ ৫ ॥

যস্য[৯] হ পাণ্ডবেয় শ্লোকাবুদাহরন্তি—

কো[১০] নু তৎকর্ম রাজর্ষের্নাভেরন্বাচরেৎপুমান্।
অপত্যতামগাদ্যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্মণা॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! নাভির পুত্রের অঙ্গে জন্ম থেকেই ভগবান বিষ্ণুর বজ্রাঙ্কুশাদি সব চিহ্নই ছিল; সাম্য, শান্তি, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য ইত্যাদির ফলে তাঁর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল। এইসব দেখে মন্ত্রী, প্রভৃতি অমাত্য-বর্গ, প্রজা ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদেরও মনে এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হল যে, নাভিপুত্র যেন পৃথিবীকে শাসন করেন॥ ১ ॥ তাঁর সুন্দর ও কান্তিময় শরীর, বিপুল কীর্তি, তেজ, বল, ঐশ্বর্য, যশ, পরাক্রম এবং প্রভাব দেখে মহারাজ নাভি তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন ঋষভ। (ঋষভ কথার অর্থ শ্রেষ্ঠ)॥ ২ ॥

একবার ভগবান ইন্দ্র ঈর্ষাবশবর্তী হয়ে ঋষভদেবের রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। তখন যোগেশ্বর ভগবান ঋষভদেব ইন্দ্রের মূর্খতাহেতু উপহাস করে স্বীয় যোগবলে নিজ বর্ষ অজনাভ ক্ষেত্রে প্রচুর বর্ষণ করালেন॥ ৩ ॥ মহারাজ নাভি নিজের ইচ্ছানুরূপ শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং মায়ার প্রভাবে, স্বেচ্ছায় মনুষ্যদেহধারী ভগবান শ্রীহরির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পেরে, তাঁর লালন-পালন করার সময় আনন্দে বিহ্বল হয়ে তাঁকে বৎস এবং তাত বলে সম্বোধন করে আনন্দিত হতেন॥ ৪ ॥

যখন তিনি দেখলেন যে মন্ত্রিগণ, প্রজারা এবং রাজ্যের সবাই ঋষভদেবকে অত্যন্ত ভালোবাসেন তখন ধর্মমর্যাদা রক্ষার জন্য পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করে ব্রাহ্মণদের অভিভাবকত্বায় সমর্পণ করলেন এবং নিজে স্ত্রী মেরুদেবীর সঙ্গে বদরিকাশ্রমে চলে গেলেন। সেখানে অহিংস বৃত্তির দ্বারা—যাতে কারো কোনোরকম উদ্বেগ না হয় সেভাবে তপস্যা আর সমাধির দ্বারা ভগবান বাসুদেবের নর-নারায়ণ মূর্তির আরাধনা করতে লাগলেন এবং শেষে তাঁর সেই স্বরূপেই লীন হয়ে গেলেন॥ ৫ ॥ হে পাণ্ডুনন্দন! রাজা নাভি সম্বন্ধে এই শ্লোকদ্বয় প্রসিদ্ধ আছে—রাজা নাভির মতো এমনভাবে আর কে এই ধরনের কর্ম করতে পারে যাঁর শুদ্ধ কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে সাক্ষাৎ শ্রীহরি তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠ নেই। [২]প্রা.পা.—সৌম্যোপশম.। [৩]প্রা.পা.—ব্রাহ্মণদেবতা.। [৪]প্রা.পা.—যস্য হী.। [৫]প্রা.পা.— প্রেমমায়য়া বর্ষমজনাভং। [৬]প্রা.পা.—নরলোকসাধর্ম্যং। [৭]প্রা.পা.—সহ দেব্যা। [৮]প্রা.পা.—কালে তন্মহিমা.। [৯]প্রা.পা.—যত্র। [১০]প্রা.পা.—কস্তৎকর্ম।

ব্রহ্মণ্যোঽন্যঃ কুতো নাভের্বিপ্রা মঙ্গলপূজিতাঃ।
যস্য বর্হিষি যজ্ঞেশং দর্শয়ামাসুরোজসা॥ ৭

অথ[১] হ ভগবানৃষভদেবঃ[২] স্ববর্ষং কর্মক্ষেত্রমনুমন্যমানঃ প্রদর্শিতগুরুকুলবাসো লব্ধবরৈর্গুরুভিরনুজ্ঞাতো গৃহমেধিনাং ধর্মাননুশিক্ষমাণো জয়ন্ত্যামিন্দ্রদত্তায়ামুভয়লক্ষণং কর্ম সমাম্নায়াম্নাতমভিযুঞ্জন্নাত্মজানামাত্মসমানানাং[৩] শতং জনয়ামাস॥ ৮ ॥ যেষাং[৪] খলু মহাযোগী ভরতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠগুণ আসীদ্যেনেদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি ॥ ৯ ॥ তমনু কুশাবর্ত ইলাবর্তো ব্রহ্মাবর্তো মলয়ঃ কেতুর্ভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃগ্বিদর্ভঃ কীকট ইতি নব নবতিপ্রধানাঃ॥ ১০ ॥

কবির্হরিরন্তরিক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ[৫] করভাজনঃ॥ ১১

ইতি ভাগবতধর্মদর্শনা নব মহাভাগবতাস্তেষাং সুচরিতং ভগবন্মহিমোপবৃংহিতং[৬] বসুদেবনারদসংবাদমুপশমায়নমুপরিষ্টাদ্বর্ণয়িষ্যামঃ[৭] ॥ ১২ ॥ যবীয়াংস একাশীতির্জায়ন্তেয়াঃ পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্মবিশুদ্ধা[৮] ব্রাহ্মণা বভূবুঃ॥ ১৩ ॥

ভগবানৃষভসংজ্ঞ[৯] আত্মতন্ত্রঃ স্বয়ং নিত্যনিবৃত্তানর্থপরম্পরঃ কেবলানন্দানুভব[১০] ঈশ্বর এব বিপরীতবৎকর্মাণ্যারভমাণঃ কালেনানুগতং ধর্মমাচরণেনোপশিক্ষয়ন্নতদ্বিদাং সম উপশান্তো মৈত্রঃ কারুণিকো ধর্মার্থযশঃপ্রজানন্দামৃতাবরোধেন গৃহেষু লোকং[১১] নিয়ময়ৎ॥ ১৪ ॥ যদ্যচ্ছীর্ষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ততে লোকঃ॥ ১৫ ॥

হয়েছিলেন॥ ৬ ॥ মহারাজ নাভির মতো এমন ব্রাহ্মণভক্ত আর কেউই বা হতে পারেন—যাঁর প্রদত্ত দক্ষিণায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তাঁর যজ্ঞশালাতেই বিষ্ণু ভগবানের দর্শন করিয়েছিলেন॥ ৭ ॥

ভগবান ঋষভদেব অজনাভে নিজের কর্মক্ষেত্র মনে করে লোকসংগ্রহের জন্য কিছুকাল গুরুকুলে বাস করলেন। পরে গুরুদেবকে যথোচিত দক্ষিণা দিয়ে তাঁর আজ্ঞানুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেন। তারপর লোকদের গৃহস্থধর্ম-সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্যে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রদত্ত কন্যা জয়ন্তীকে বিবাহ করলেন এবং বেদোক্ত ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে তাঁর (স্ত্রীর) গর্ভে নিজের মতোই একশো পুত্রের জন্ম দিলেন॥ ৮ ॥ তাঁদের মধ্যে মহাযোগী ভরত ছিলেন জ্যেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুণবান। তাঁরই নাম অনুসারে লোকেরা এই অজনাভখণ্ডকে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করেছিলেন॥ ৯ ॥ তাঁর (ভরতের) ছোট কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ আর কীকট—এই নয় রাজকুমার শেষ নববইজন ভাইদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন॥ ১০ ॥ এঁদের থেকে ছোট কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস আর করভাজন—এই নয় রাজকুমার খুব ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন ও ভাগবত ধর্মের প্রচার করেছিলেন। এঁদের সুচরিত্র ভগবানের মহিমায় সমৃদ্ধ এবং শান্ত ও বৈরাগ্যভাবযুক্ত ছিল। এঁদের সম্বন্ধে আমরা নারদ-বসুদেব কথোপকথনে আলোচনা করব (একাদশ অধ্যায়ে)॥ ১১-১২ ॥ এঁদের থেকে ছোট জয়ন্তীর একাশিটি পুত্র পিতার আজ্ঞা পালনকারী, অতি বিনীত, বেদনিপুণ ও যজ্ঞশীল ছিলেন। তাঁরা পুণ্যকর্মানুষ্ঠান হেতু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন॥ ১৩ ॥

ভগবান ঋষভদেব যদিও বিষয়ের অধীন ছিলেন না, পরম শুদ্ধ চিদানন্দ ঈশ্বর ছিলেন এবং অনর্থ পরম্পরা তাঁর থেকে দূরে থাকতো, তথাপি নিজের আচরণের দ্বারা অজ্ঞানদের কাল অনুসারে অনুষ্ঠেয় ধর্মসম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য অজ্ঞানদের মতোই সব কর্ম করতেন। সমদর্শী, শান্ত, মৈত্র ও কারুণিকভাবে তিনি ধর্ম, অর্থ, যশ, সন্তান, ভোগসুখ এবং মোক্ষ প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে প্রজাদের গৃহস্থাশ্রমের পথ দেখালেন॥ ১৪ ॥ মহাপুরুষরা যেমন কর্ম আচরণ করেন সাধারণ মানুষ তাঁদের অনুকরণ

[১]প্রাচীন বইয়ে 'অথ হ' এই পাঠ নেই। [২]প্রা.পা.—ভগবানৃষভঃ স্ব.। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'ম্নাত' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [৪]প্রা.পা.—এষাং। [৫]প্রা.পা.—দ্রবিড়শ্চমসঃ। [৬]প্রাচীন বইয়ে 'ভগবন্মহিমোপবৃংহিতং' এই পাঠ নেই। [৭]প্রা.পা.—মুপশমেন সমুপরিষ্টাদ্ব.। [৮]প্রা.পা.—কর্মশুদ্ধা। [৯]প্রা.পা.—ভগবান্সর্বজ্ঞ আত্ম.। [১০]প্রা.পা.—কেবল আনন্দা.। [১১]প্রা.পা.—লোকানয়ময়ৎ।

যদ্যপি স্ববিদিতং সকলধর্মং[১] ব্রাহ্মং গুহ্যং ব্রাহ্মণৈর্দর্শিতমার্গেণ সামাদিভিরুপায়ৈর্জনতামনুশশাস॥ ১৬ ॥ দ্রব্যদেশকালবয়ঃশ্রদ্ধর্ত্বিগ্বিবিধোদ্দেশোপচিতৈঃ সর্বৈরপি ক্রতুভির্যথোপদেশং শতকৃত্ব ইয়াজ॥ ১৭ ॥ ভগবতর্ষভেণ[২] পরিরক্ষ্যমাণ এতস্মিন্ বর্ষে ন কশ্চন পুরুষো বাঞ্ছত্যবিদ্যমানমিবাত্মনোহন্যস্মাৎকথঞ্চন কিমপি কর্হিচিদবেক্ষতে[৩] ভর্তর্যনুসবনং বিজৃম্ভিতস্নেহাতিশয়মন্তরেণ[৪]॥ ১৮ ॥ স কদাচিদটমানো ভগবানৃষভো ব্রহ্মাবর্তগতো ব্রহ্মর্ষিপ্রবরসভায়াং প্রজানাং নিশাময়ন্তীনামাত্মজানবহিতাত্মনঃ প্রশ্রয়প্রণয়ভরসুয়ন্ত্রিতানপ্যুপশিক্ষয়ন্নিতি[৫] হোবাচ॥ ১৯ ॥

করে॥ ১৫ ॥ যদিও তিনি সব ধর্মের সার—বেদের গূঢ় রহস্য অবগত ছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মণদের নির্দেশিত বিধান অনুসারে সাম-দানাদি (সাম, দান, ভেদ, দণ্ড) নীতি অনুযায়ী প্রজা শাসন করতেন॥ ১৬ ॥ তিনি শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে বিবিধ দেবতাদের উদ্দেশ্যে দ্রব্য, দেশ, কাল, আয়ু, শ্রদ্ধা ও ঋত্বিকগণের যথাযথ সুসংযোগে প্রত্যেক প্রকারের একশোটি করে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন॥ ১৭ ॥ ভগবান ঋষভদেবের শাসনকালে এই দেশের কোনো লোক নিজের জন্যে কারুর কাছে কিছু চাইতো না, কেবল যাতে ঋষভদেবের প্রতি তাদের স্নেহাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই কামনা করত। শুধু তাই নয়, পরকীয় সব বস্তুকেই আকাশ কুসুমের মতো অলীক মনে করে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করত না॥ ১৮ ॥ একবার ভগবান ঋষভদেব ভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মাবর্তে পৌঁছালেন। সেখানে বড় বড় ব্রহ্মর্ষিদের সভায় তিনি প্রজাদের সামনেই, নিজের পুত্রগণ সংযতচিত্ত, বিনয় এবং প্রেমভরে বশীভূত থাকলেও তাদের উপদেশ দেবার জন্যে এই রকম বললেন॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে
চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

অথ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

পুত্রগণের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ এবং স্বয়ং অবধূতবৃত্তি গ্রহণ

ঋষভ উবাচ

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা[৬] যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্[৭]॥ ১
মহৎসেবাং[৮] দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।

শ্রীঋষভদেব বললেন—পুত্রগণ ! এই নরলোকে মনুষ্য শরীর দুঃখময় বিষয় ভোগের জন্য নয়। এই ভোগ তো বিষ্ঠাভোজী শূকর আর কুকুররাও করে থাকে। এই শরীর উৎকৃষ্ট তপস্যার যোগ্য, যাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় ; কারণ এর থেকেই অনন্ত ব্রহ্মসুখ লাভ করা যায়॥ ১ ॥ শাস্ত্র মহাপুরুষদের সেবাকে মুক্তি আর নারীসঙ্গকে নরকের দ্বার বলে বর্ণনা করেছেন। মহাপুরুষ তাঁকেই বলা হবে যিনি সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধরহিত, সকলের মঙ্গল কামনা করেন

[১]প্রা.পা.—সকলধর্মাধর্মং ব্রাহ্মং। [২]প্রা.পা.—ভগবতা ঋষভেণ। [৩]প্রা.পা.—দপেক্ষতে। [৪]প্রা.পা.—সবনং জৃম্ভিতস্নেহা.। [৫]প্রা.পা.—প্রণয়াময়সু.। [৬]প্রাচীন বইয়ে 'পুত্রকা' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [৭]প্রা.পা.—হ্যনন্তম্। [৮]প্রা.পা.—মহাত্মনাং।

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ ২
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু[১]
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥ ৩
নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে[২] বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস[৩] দেহঃ॥ ৪
পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ॥ ৫
এবং[৪] মনঃ কর্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে
অবিদ্যয়াঽঽত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥ ৬
যদা ন পশ্যত্যযথা গুণেহাং
স্বার্থে প্রমত্তঃ সহসা বিপশ্চিৎ।
গতস্মৃতির্বিন্দতি তত্র তাপা-
নাসাদ্য মৈথুন্যমগারমজ্ঞঃ॥ ৭
পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি॥ ৮
যদা মনোহৃদয়গ্রন্থিরস্য[৫]
কর্মানুবদ্ধো দৃঢ় আশ্লথেত।
তদা জনঃ সম্পরিবর্ততেঽস্মাদ্[৬]
মুক্তঃ পরং যাত্যতিহায় হেতুম্॥ ৯
হংসে[৭] গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্যা[৮]

আর সদাচারসম্পন্ন॥ ২ ॥ অথবা যিনি পরমাত্মস্বরূপ আমার প্রতি প্রীতিযোগকেই পরম পুরুষার্থ বলে মনে করেন, বিষয়-ভোগের চর্চাকারী ব্যক্তিগণের প্রতি এবং পুত্র, স্ত্রী, ধন আদি বিষয়ে পরিপূর্ণ গৃহের প্রতি যিনি বিমুখ এবং যিনি কেবল জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য যৎকিঞ্চিৎ জাগতিক কর্মে প্রবৃত্ত হন তিনিই মহান॥ ৩ ॥ মানুষ অবশ্য প্রমাদবশত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য নানান কুকর্মে লিপ্ত হয়। আমি একে ভালো বলে মনে করি না, কারণ এই সবের জন্যে আত্মাকে অসৎ আর দুঃখদায়ক শরীর ধারণ করতে হয়॥ ৪ ॥ যতক্ষণ না মানুষ আত্মতত্ত্ব জানার জন্যে যত্নশীল হয়, ততক্ষণ অজ্ঞানতাবশত দেহাদি দ্বারা তার স্বরূপ অভিভূত থাকে। যতদিন এই লৌকিক ও বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান চলতে থাকে ততদিন মনের মধ্যে কর্মের বাসনাও জাগ্রত থাকে আর এর থেকেই শরীর লাভ হয় ও সংসার বন্ধনে বাঁধা পড়তে হয়॥ ৫ ॥ এভাবে অবিদ্যার দ্বারা নিজ স্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় মন কর্মবাসনার বশীভূত হয় এবং বারবার মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। অতএব যতদিন আত্মস্বরূপ বাসুদেবরূপী আমাতে প্রীতি না জন্মাচ্ছে ততদিন জীব দেহ বন্ধন থেকে মুক্তি পায় না॥ ৬ ॥ স্বার্থে প্রমত্ত মানুষ যতদিন বিবেকদৃষ্টি দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের চেষ্টাকে মিথ্যা না মনে করে, ততদিন স্বরূপস্মৃতি হারিয়ে অজ্ঞানতাবশত বিষয়সুখে পরিপূর্ণ গৃহাদির প্রতিই আসক্ত হয়ে নানান ক্লেশ ভোগ করে॥ ৭ ॥

স্ত্রী আর পুরুষ এই দুজনের মধ্যে যে পরস্পর দাম্পত্য ভাব তাকেই পণ্ডিতগণ দুর্ভেদ্য স্থূল দ্বিতীয় হৃদয়গ্রন্থি বলেন। তাদের উভয়ের মধ্যে পৃথক পৃথক সূক্ষ্ম দেহাভিমান গ্রন্থি প্রথম থেকেই আছে। এই মোহ থেকে গৃহ, পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, ধন ইত্যাদিতে 'আমি এবং আমার' এই মোহ জন্মায়॥ ৮ ॥ যখন মানুষের কর্মবাসনা দ্বারা বদ্ধ মনের এই দৃঢ় গ্রন্থি শিথিল হয়, তখনই সে দাম্পত্য সুখ থেকে নিবৃত্ত হয় আর সকল অনর্থের কারণ অহংকারকে ত্যাগ করে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৯ ॥ পুত্রগণ! সংসার সাগর পার হওয়ার জন্য আগ্রহী, কুশল, ধৈর্যশীল, উৎসাহী এবং সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উচিত হল সকলেরই আত্মা এবং গুরু আমাতেই ভক্তিভাব, মদগতচিত্ততা, তৃষ্ণা ত্যাগ, সুখ-দুঃখাদিতে সহিষ্ণুতা, ইহলোক ও পরলোক সর্বত্র সর্বযোনিতেই দুঃখ ভোগ

[১]প্রাচীন বইয়ে 'রা' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [২]প্রা.পা.—কুরুতে কর্ম দীনোঽয়মিন্দ্রি.। [৩]প্রা.পা.—এষ। [৪]প্রা.পা.—এবং মনঃ। [৫]প্রা.পা.—যদাত্মনো। [৬]প্রা.পা.—সম্প্রতিনর্বর্ততে। [৭]প্রা.পা.—হরৌ গুরৌ ময়ি। [৮]প্রা.পা.—ভক্ত্যানুবৃক্ষা।

বিতৃষ্ণয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ।
সর্বত্র জন্তোর্ব্যসনাবগত্যা
জিজ্ঞাসয়া তপসেহানিবৃত্ত্যা॥ ১০
মৎকর্মভির্মৎকথয়া চ নিত্যং
মদ্দেবসঙ্গাদ্ গুণকীর্তনান্মে।
নির্বৈরসাম্যোপশমেন পুত্রা
জিহাসয়া[১] দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ॥ ১১
অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন[২] সধ্র্যক্।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্যেণ শশ্বদ্-
অসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্॥ ১২
সর্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন
জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন[৩]।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো
লিঙ্গং ব্যপোহেৎকুশলোঽহমাখ্যম্॥ ১৩
কর্মাশয়ং[৪] হৃদয়গ্রন্থিবন্ধ-[৫]
মবিদ্যয়াঽঽসাদিতমপ্রমত্তঃ।
অনেন যোগেন যথোপদেশং
সম্যগ্ব্যপোহ্যোপরমেত যোগাৎ॥ ১৪
পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুর্বা
মল্লোককামো মদনুগ্রহার্থঃ।
ইত্থং বিমন্যুরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞান্
ন যোজয়েৎকর্মসু কর্মমূঢ়ান্[৬]।
কং[৭] যোজয়ন্মনুজোঽর্থং লভেত
নিপাতয়ন্নষ্টদৃশং হি গর্তে॥ ১৫
লোকঃ স্বয়ং শ্রেয়সি নষ্টদৃষ্টি-[৮]
র্যোঽর্থান্ সমীহেত নিকামকামঃ।
অন্যোন্যবৈরঃ সুখলেশহেতো-[৯]
রনন্তদুঃখং চ ন বেদ মূঢ়ঃ॥ ১৬
কস্তং স্বয়ং তদভিজ্ঞো বিপশ্চিদ্

সুনিশ্চিত এইবোধ, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, তপস্যা, সকাম কর্ম ত্যাগ, আমার নিমিত্তই কর্মের অনুষ্ঠান, নিত্য আমার কথা শ্রবণ, ভক্ত-সঙ্গ, আমার গুণকীর্তন, বৈরত্যাগ, সমদৃষ্টি, শান্তভাব, শরীর এবং গৃহ ইত্যাদিতে অহংবুদ্ধি ত্যাগ বা ত্যাগের ইচ্ছা, অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জনে অবস্থিতি, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম, শাস্ত্র এবং সাধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন, কর্তব্য-পালনে সতর্কতা, বাক্ সংযম, সর্বত্র আমার প্রকাশ অনুভব, অনুভবী বা মরমীর দৃষ্টিতে তত্ত্ববিচার ও যোগ সাধন দ্বারা অহংকাররূপী এই লিঙ্গদেহের লয় বা বিনাশসাধন ॥ ১০-১৩ ॥ মানুষের উচিত সাবধানে অবিদ্যাজাত হৃদয়গ্রন্থির বন্ধনকে শাস্ত্রোক্ত রীতিতে এইসকল সাধনের দ্বারা যথার্থভাবে ছিন্ন করা, কারণ এটিই কর্মসংস্কারসমূহের আশ্রয়। তারপর এই সাধনকেও ত্যাগ করবে॥ ১৪ ॥

যিনি আমার লোকে গমন করতে ইচ্ছুক বা আমার অনুগ্রহ প্রাপ্তিকে পরমপুরুষার্থ বলে মনে করেন সেই রাজা নিজের প্রজাদের, গুরু নিজের শিষ্যদের এবং পিতা নিজের পুত্রদের এরূপ শিক্ষাই দেবেন। অজ্ঞানবশত যদি তারা এই শিক্ষাকে উপেক্ষা করে শুধু কর্মকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করে তবুও তাদের প্রতি ক্রোধ না করে তাদের বুঝিয়ে কর্ম থেকে নিবৃত্ত করবেন। তাদের সকাম কর্মে নিযুক্ত করলে তো অন্ধমানুষকে জেনে শুনে গর্তে ফেলে দেওয়ার মতোই হল। এতে কী লাভ ? ॥ ১৫ ॥ প্রকৃত কল্যাণ হয় কীভাবে সেই বিষয়ে মানুষ নিজেই জানে না, তাই তারা নানান ভোগ বাসনায় লিপ্ত হয়ে সামান্য ক্ষণিকের সুখের জন্য পরস্পর বিবাদ করে এবং বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকে। সেই মূর্খরা চিন্তাও করে না যে এই সব বিবাদের ফলে তাদের ঘোর নরকের অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে॥ ১৬ ॥ গর্তে পড়ে যাবে দেখলে অন্ধমানুষকে যেমন বিজ্ঞলোক সেই পথে যেতে দেন না, ঠিক তেমনিই অজ্ঞান লোককে অবিদ্যা জনিত দুঃখের পথে ধাবিত হতে দেখে কোন্ দয়ালু জ্ঞানী পুরুষ, তাকে সেইপথে যাবার জন্য উৎসাহিত করবেন ? ॥ ১৭ ॥

[১]প্রা.পা.—জিজ্ঞাসয়া। [২]প্রাচীন বইয়ে 'ভ্রি' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৩]প্রা.পা.—বিজ্ঞানবিস্ফারিতেন। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'হৃদয়' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৫]প্রা.পা.—বিশ্বঃসবিদ্যয়া। [৬]প্রাচীন বইয়ে 'মূঢ়ান্' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'কং যোজয়ন্' থেকে 'দৃশং হি গর্তে' পর্যন্ত অংশ নেই। [৮]প্রাচীন বইয়ে 'নষ্টদৃষ্টির্যোঽর্থান্' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৯]প্রাচীন বইয়ে 'লেশহেতোর' এই অংশ খণ্ডিত আছে।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানম্।
দৃষ্ট্বা পুনস্তং সঘৃণঃ কুবুদ্ধিং
প্রয়োজয়েদুৎপথগং যথান্ধম্॥ ১৭
গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং[১] ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ ১৮
ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং
সত্ত্বং[২] হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্মঃ।
পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম আরাদ্
অতো হি মামৃষভং প্রাহুরার্যাঃ॥ ১৯
তস্মাদ্ভবন্তো হৃদয়েন জাতাঃ
সর্বে মহীয়াংসমমুং সনাভম্।
অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা ভরতং ভজধ্বং
শুশ্রূষণং তদ্ভরণং প্রজানাম্॥ ২০
ভূতেষু বীরুদ্ভ্য উদুত্তমা যে
সরীসৃপাস্তেষু সবোধনিষ্ঠাঃ[৩]।
ততো মনুষ্যাঃ প্রমথাস্ততোঽপি[৪]
গন্ধর্বসিদ্ধা বিবুধানুগা যে॥ ২১
দেবাসুরেভ্যো মঘবৎপ্রধানা
দক্ষাদয়ো ব্রহ্মসুতাস্তু[৫] তেষাম্।
ভবঃ পরঃ সোঽথ বিরিঞ্চবীর্যঃ
স মৎপরোঽহং দ্বিজদেবদেবঃ॥ ২২
ন ব্রাহ্মণৈস্তুলয়ে ভূতমন্যৎ
পশ্যামি বিপ্রাঃ কিমতঃ পরং তু[৬]।
যস্মিন্নৃভিঃ প্রহুতং শ্রদ্ধয়াহ-
মশ্নামি কামং ন তথাগ্নিহোত্রে॥ ২৩
ধৃতা[৭] তনূরুশতী মে পুরাণী
যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্।
শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ
তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র॥ ২৪

যিনি নিজের প্রিয়জনকে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিয়ে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত না করেন, সেই গুরু গুরু নন, সেই স্বজন স্বজন নন, সেই পিতা পিতা নন, সেই মাতা মাতা নন, সেই ইষ্টদেব ইষ্টদেব নন, সেই পতি পতি নন॥ ১৮

আমার এই অবতার শরীরের রহস্য সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। আমার এই হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব আর এখানেই ধর্মের বসতি। আমি অধর্মকে অনেক দূরে পিছনে ফেলে দিয়েছি, এই জন্যই সাধুগণ আমায় 'ঋষভ' (বা শ্রেষ্ঠ) বলেন॥ ১৯ ॥ তোমরা সবাই আমার সেই শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়েছ ; সেইহেতু তোমরা সকলে মাৎসর্য পরিত্যাগ করে অগ্রজ ভরতের সেবা করো। ভরতের সেবা দ্বারাই আমার সেবা এবং প্রজাপালনের কাজ হবে॥ ২০ ॥ অন্য সব স্থাবর অপেক্ষা বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চলন-শক্তিসম্পন্ন জীব শ্রেষ্ঠ, তাদের মধ্যে আবার কীট অপেক্ষা জ্ঞানযুক্ত পশু শ্রেষ্ঠ। পশুদের অপেক্ষা মনুষ্য, মনুষ্যগণ অপেক্ষা প্রমথগণ শ্রেষ্ঠ, প্রমথগণ অপেক্ষা গন্ধর্ব, গন্ধর্ব অপেক্ষা সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ এবং সিদ্ধগণ অপেক্ষা দেবানুচর কিন্নর শ্রেষ্ঠ॥ ২১ ॥ কিন্নরগণ অপেক্ষা অসুর শ্রেষ্ঠ, অসুরদের অপেক্ষা দেবতা এবং দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র অপেক্ষা ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রমুখ প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার পুত্রদের মধ্যে রুদ্র সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মার থেকেই উৎপন্ন হয়েছেন, সেইজন্যে তাঁর তুলনায় ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ। তিনিও (ব্রহ্মাও) আমার থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এবং আমার উপাসনা করেন, তাই আমি তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রাহ্মণ আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ কারণ আমি তাঁদের পূজা করি॥ ২২ ॥

(সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য করে বললেন) হে বিপ্রগণ! অন্য কোনো দ্বিতীয় প্রাণীকে আমি ব্রাহ্মণের সমান মনে করি না, অতএব শ্রেষ্ঠ মনে করার তো প্রশ্নই নেই! লোকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণের মুখে যে অন্ন দান করে তা আমি যত আনন্দের সঙ্গে ভোজন করি, অগ্নিহোত্রে প্রদত্ত যজ্ঞদ্রব্য তত আনন্দের সঙ্গে ভোজন করি না॥ ২৩ ॥ যাঁরা ইহলোকে অধ্যয়ন দ্বারা আমার বেদরূপ অতি সুন্দর ও পুরাতন দেহ ধারণ করে আছেন, এবং যাঁদের মধ্যে পরম পবিত্র সত্ত্ব, শম, দম, সত্য, দয়া, তপস্যা, তিতিক্ষা ও জ্ঞান—এই আট গুণের সমাবেশ হয়েছে—সেই

[১]প্রাচীন বইয়ে 'দৈবং' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [২]প্রা.পা.—তত্ত্বং। [৩]প্রা.পা.—নিবোধনিষ্ঠাঃ। [৪]প্রা.পা.—প্রমথাস্তত্রাপি। [৫]প্রা.পা.—সুতা হি তেষাম্। [৬]প্রা.পা.—পরং যৎ। [৭]প্রা.পা.—ভূতা।

মত্তোঽপ্যনন্তাৎপরতঃ পরস্মাৎ
স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা-
মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্॥ ২৫
সর্বাণি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া ভবদ্ভি-
শ্চরাণি ভূতানি সুতা ধ্রুবাণি।
সম্ভাবিতব্যানি পদে পদে বো
বিবিক্তদৃগ্ভিস্তদু হার্হণং[১] মে॥ ২৬
মনোবচোদৃক্করণেহিতস্য
সাক্ষাৎকৃতং মে পরিবর্হণং হি।
বিনা পুমান্ যেন মহাবিমোহাৎ
কৃতান্তপাশান্ন বিমোক্তুমীশেৎ॥ ২৭

শ্রীশুক[২]উবাচ

এবমনুশাস্যাত্মজান্ স্বয়মনুশিষ্টানপি লোকানুশাসনার্থং মহানুভাবঃ পরমসুহৃদ্ভগবানৃষভাপদেশ উপশমশীলানামুপরতকর্মণাং মহামুনীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যধর্মমুপশিক্ষমাণঃ স্বতনয়শতজ্যেষ্ঠং পরমভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভরতং ধরণিপালনায়াভিষিচ্য স্বয়ং ভবন এবোর্বরিতশরীরমাত্রপরিগ্রহ[৩] উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ প্রকীর্ণকেশ আত্মন্যারোপিতাহবনীয়ো ব্রহ্মাবর্তাৎ প্রবব্রাজ॥ ২৮ ॥ জড়ান্ধমূকবধিরপিশাচোন্মাদকবদবধূতবেষোঽভিভাষ্যমাণোঽপি জনানাং গৃহীতমৌনব্রতস্তূষ্ণীং বভূব ॥ ২৯ ॥ তত্র তত্র পুরগ্রামাকরখেটবাটখর্বটশিবিরব্রজঘোষসার্থগিরিবনাশ্রমাদিষ্বনুপথমবনিচরাপসদৈঃ পরিভূয়মানো মক্ষিকাভিরিব বনগজস্তর্জনতাড়নাবমেহনষ্ঠীবনগ্রাবশকৃদ্রজঃপ্রক্ষেপপূতিবাতদুরুক্তৈস্তদবিগণয়ন্নেবাসৎসংস্থান[৪] এতস্মিন্

ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা আর কে শ্রেষ্ঠ হতে পারে? ॥ ২৪ ॥ আমি ব্রহ্মাদি দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং অনন্ত, তদুপরি স্বর্গ ও মোক্ষ দান করার ক্ষমতা রাখি, কিন্তু আমার অকিঞ্চন ভক্তরা আমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করেন না, অতএব রাজ্য এবং অন্য বস্তুর প্রতি তাঁরা কি করে আকৃষ্ট হবেন॥ ২৫ ॥

হে পুত্রগণ! স্থাবর জঙ্গম সর্বভূতেই আমার অধিষ্ঠান এই মনে করে সর্বদা শুদ্ধ দৃষ্টিতে পদে পদে তাদের সেবা করবে, তাতে আমারই পূজা করা হবে॥ ২৬ ॥ মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত সকল কার্যই আমার পূজা রূপে করণীয়। এতদ্ব্যতীত মানুষ মোহামোহময় কালপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! ঋষভদেবের পুত্ররা যদিও সুশিক্ষিত ছিলেন তথাপি লোকশিক্ষার জন্য, মহানুভব পরমবন্ধু ভগবান ঋষভ তাঁদের এইভাবে উপদেশ দিলেন। ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ভগবানের পরমভক্ত ও ভগবদ্ভক্তপরায়ণ ছিলেন। ঋষভদেব ভরতকে পৃথিবী পালনের দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন আর নিজে উপরত হয়ে উপশমশীল নিবৃত্তি মহামুনিগণের আচরণীয় ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য রূপ পারমহংস-ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করলেন। কেবল শরীর মাত্র ধারণ করে অন্য সব কিছু গৃহে থাকাকালীনই ত্যাগ করলেন, এমন কি বস্ত্রও ত্যাগ করে দিগম্বর হয়ে গেলেন। সে সময় তাঁর কেশ বিক্ষিপ্ত ছিল। তাঁকে উন্মত্তের মতো লাগছিল। তিনি আহ্বনীয় অগ্নিকে নিজের মধ্যে লীন করে সন্ন্যাসী হয়ে ব্রহ্মাবর্ত থেকে চলে গেলেন॥ ২৮ ॥ তিনি মৌনী হয়ে গেলেন, কেউ কথা বলতে গেলেও কথা বলতেন না। তিনি জড়, অন্ধ, মূক, বধির, পিশাচ ও উন্মত্তের মতো আচরণ করে অবধূত হয়ে যেখানে সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ২৯ ॥ কখনো শহরে, কখনো গ্রামে, কখনো খনিতে, কখনো কৃষকদের খেতে, পুষ্প বাটিকায়, কখনো পাহাড়িদেশে, সৈন্যদের শিবিরে, গোষ্ঠান, গোয়ালাদের বস্তিতে, আবার কখনো পান্থশালায় গিয়ে থাকতেন। কখনো আবার পাহাড় জঙ্গল আর আশ্রমেও থাকতেন। উনি যে দিক দিয়ে যেতেন সেখানে দুষ্ট এবং অজ্ঞ লোকেরা তাঁকে বিরক্ত করত, যেমন বনমধ্যে বিচরণশীল হাতিকে মাছিরা বিরক্ত

[১]প্রা.পা.—দৃগভিস্তদিহার্পণং মে। [২]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠ নেই। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'এ' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৪]প্রা.পা.—মদগজ.।

দেহোপলক্ষণে সদপদেশ উভয়ানুভবস্বরূপেণ স্বমহিমাবস্থানেনাসমারোপিতাহং মমাভিমানত্বা-দবিখণ্ডিতমনাঃ পৃথিবীমেকচরঃ পরিবভ্রাম॥ ৩০ ॥ অতিসুকুমারকরচরণোরঃস্থলবিপুলবাহ্বংসগল-বদনাদ্যবয়ববিন্যাসঃ[১] প্রকৃতিসুন্দর-স্বভাবহাসসুমুখো নবনলিনদলায়মানশিশির[২]-তারারুণায়তনয়নরুচিরঃ সদৃশসুভগকপোল-কর্ণকণ্ঠনাসো বিগূঢ়স্মিতবদনমহোৎসবেন পুরবনিতানাং মনসি কুসুমশরাসনমুপদধানঃ পরাগবলম্বমানকুটিলজটিলকপিশকেশভূরিভারোঽ-বধূতমলিননিজশরীরেণ[৩] গ্রহগৃহীত ইবাদৃশ্যত॥ ৩১ ॥

যর্হি বাব স ভগবান্ লোকমিমং যোগস্যাদ্ধা প্রতীপমিবাচক্ষাণস্তৎপ্রতিক্রিয়াকর্ম[৪] বীভৎ-সিতমিতি ব্রতমাজগরমাস্থিতঃ শয়ান এবাশ্নাতি পিবতি খাদত্যবমেহতি হদতি[৫] স্ম চেষ্টমান উচ্চরিত আদিগ্ধোদ্দেশঃ॥ ৩২ ॥ তস্য হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধ্যবায়ুস্তং[৬] দেশং দশযোজনং সমন্তাৎ সুরভিং চকার॥ ৩৩ ॥ এবং গোমৃগকাকচর্যয়া ব্রজংস্তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানঃ কাকমৃগগোচরিতঃ[৭] পিবতি খাদত্যবমেহতি স্ম॥ ৩৪ ॥

ইতি নানাযোগচর্যাচরণো ভগবান্ কৈবল্যপতির্ঋষভোঽবিরতপরমমহানন্দানুভব আত্মনি সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে ভগবতি বাসুদেব আত্মনোঽব্যবধানানন্তরোদরভাবেন সিদ্ধসমস্তার্থ-

করে। কেউ বকত, কেউ মারত, কেউ মূত্রত্যাগ করত, কেউ থুথু দিত, কেউ পাথর ছুঁড়ে মারত, কেউ আবার বিষ্ঠা আর মাটি গায়ে ছুঁড়ে দিত, কেউ তাঁর সামনে পূতিবায়ু পরিত্যাগ করত এবং কেউ কেউ তাঁকে তিরস্কার করত। কিন্তু এ সবে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কেননা ভ্রমবশত সত্য বলে ভাসিত এই মিথ্যা দেহে তাঁর বিন্দুমাত্রও অহং বা মমত্ব ছিল না। তিনি কার্যকারণরূপ প্রপঞ্চের সাক্ষী হয়ে নিজ আত্মস্বরূপেই অবস্থিত ছিলেন তাই তিনি অচঞ্চল চিত্তে এককভাবে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন॥ ৩০ ॥ যদিও তাঁর হাত, পা, বক্ষ, দীর্ঘ বাহুদ্বয়, কাঁধ, গলা ও মুখ অতি সুকুমার ছিল ; তাঁর স্বভাবতই সুন্দর মুখ মধুর হাসিতে আরও রমণীয় হয়ে উঠত ; তাঁর নয়নযুগল ছিল নবনলিনদলের মতো অনুপম, দীর্ঘ এবং রক্তাভ, চোখের মণি শান্ত এবং সন্তাপহারী—এতে তাঁকে আরো মনোহর দেখাত, কপাল, কান ও নাক ছোট-বড় না হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর ছিল এবং তাঁর মুখ মৃদুহাসিতে ভরা থাকত, তাঁর শোভা দেখে পুরনারীদের মনে কামের উদ্দীপন হত ; তথাপি এত রূপসম্ভার সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুখের সামনে পিঙ্গলবর্ণ লম্বা লম্বা কেশ ঝুলে থাকায় এবং অবধূতের মতো ধূলিধূসরিত দেহ হওয়ায় তাঁকে গ্রহগ্রস্তের মতো বোধ হত॥ ৩১ ॥

যখন ঋষভদেব দেখলেন, এই সকল লোকেরা যোগ-সাধনার পথে বিঘ্নস্বরূপ এবং এদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বীভৎসভাবে থাকতে হবে তখন তিনি অজগর বৃত্তি অবলম্বন করলেন। তিনি শুয়ে শুয়েই আহার, পান, চর্বণ ও মলমূত্র ত্যাগ করতে লাগলেন। তিনি সময় সময় নিজের ত্যাগ করা বিষ্ঠার উপর লুণ্ঠিত হয়ে শরীরকে পুরীষলিপ্ত করতে লাগলেন॥ ৩২ ॥ কিন্তু তাঁর বিষ্ঠায় কোনোরকম দুর্গন্ধ ছিল না উপরন্তু সুগন্ধই ছিল। আর বায়ু সেই সুগন্ধ আহরণ করে চারপাশের দশ যোজন দূর পর্যন্ত সৌরভে মাতিয়ে রাখতো॥ ৩৩ ॥ এইভাবে তিনি গো, মৃগ আর কাকের মতো ব্যবহার করে তাদের মতো কখনো চলতে চলতে, কখনো দাঁড়িয়ে থেকে, কখনো বা এক জায়গায় বসে বা শুয়ে থেকে পান, ভোজন ও মলমূত্র ত্যাগ করতেন॥ ৩৪ ॥ এইরূপে, হে পরীক্ষিৎ ! স্বয়ং মোক্ষপতি ভগবান ঋষভদেব পরমহংসদের ত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দেবার জন্যে নানারকম যোগচর্চা করলেন। তিনি সর্বক্ষণ

[১]প্রা.পা.—বাহ্বংসযুগল.। [২]প্রা.পা.—শিশিরচার্বরুণায়ত.। [৩]প্রা.পা.—জটিলালক.। [৪]প্রা.পা.—প্রতিক্রিয়ায়াং। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'হদতি' এই পাঠ নেই। [৬]প্রা.পা.—বায়ুস্তান্দেশান্ দশযোজনান্ সমন্তাৎ সুরভীংশ্চকার। [৭]প্রা.পা.—কাকমৃগগোবচ্চরতি পিবত্যবমেহতি স্ম।

পরিপূর্ণো যোগৈশ্বর্যাণি বৈহায়সমনোজবান্তর্ধানপরকায়প্রবেশদূরগ্রহণাদীনি[১] যদৃচ্ছয়োপগতানি নাঞ্জসা নৃপ হৃদয়েনাভ্যনন্দৎ॥ ৩৫ ॥

মহানন্দ অনুভব করতেন। তাঁর স্বরূপ সর্বভূতের আত্মা সর্বব্যাপক বাসুদেবের থেকে পৃথক ছিল না। তাঁর সর্বপুরুষার্থ পরিপূর্ণ হওয়ায় করার ও পাওয়ার কিছুই অবশেষ ছিল না। আকাশমার্গে বিচরণ, মনের গতির মতো দেহকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাওয়া, অন্তর্ধান, অন্যের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করা, দূরের কথা শুনতে পাওয়া, আর দূরের দৃশ্য দেখতে পাওয়া ইত্যাদি সবরকম সিদ্ধিই তাঁকে সেবা করার জন্যে নিজেরাই উপস্থিত হত, কিন্তু তিনি সেগুলিতে কোনো গুরুত্ব দিতেন না এবং প্রয়োগও করতেন না॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবানুচরিতে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবানুচরিত পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ
ষষ্ঠ অধ্যায়
ঋষভদেবের দেহত্যাগ

রাজোবাচ

ন নূনং ভগব[২] আত্মারামাণাং যোগসমীরিতজ্ঞানাবভর্জিতকর্মবীজানামৈশ্বর্যাণি[৩] পুনঃ ক্লেশদানি ভবিতুমর্হন্তি যদৃচ্ছয়োপগতানি॥ ১

ঋষিরুবাচ

সত্যমুক্তং কিন্ত্বিহ বা একে[৪] ন মনসোঽদ্ধা[৫] বিশ্রম্ভমনবস্থানস্য[৬] শঠকিরাত ইব সঙ্গচ্ছন্তে[৭]॥ ২ ॥ তথা চোক্তম্

ন কুর্যাৎ কর্হিচিৎসখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে।
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপ ঐশ্বরম্॥ ৩
নিত্যং দদাতি কামস্যাচ্ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ।
যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী॥ ৪
কামো মন্যুর্মদো লোভঃ শোকমোহভয়াদয়ঃ।
কর্মবন্ধশ্চ যন্মূলঃ স্বীকুর্যাৎকো নু[৮] তদ্ বুধঃ॥ ৫

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান! যাঁরা আত্মারাম, যাঁদের যোগরূপ বায়ু দ্বারা প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে রাগ দ্বেষাদি কর্মবীজ ভস্মীভূত হয়েছে—সেই সকল মুনিদের যদি দৈববশে সিদ্ধিসকল লাভ হয়, তাহলে তার দ্বারা তো ক্লেশ হতে পারে না। তবে কী কারণে ভগবান ঋষভ ওই সকল যোগৈশ্বর্যকে স্বীকার করলেন না? ॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্! আপনি যা বললেন তা সত্য কিন্তু জগতে ধূর্ত ব্যাধ মৃগকে ধরলেও তাকে বিশ্বাস করে না, সেইরকম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও চঞ্চল মনকে বিশ্বাস করেন না॥ ২ ॥ কথিত আছে যে—'চঞ্চল মনকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। মনকে বিশ্বাস করার ফলেই মোহিনীরূপে আকৃষ্ট হয়ে মহাদেবের এতদিনের তপস্যা ভঙ্গ হয়েছিল॥ ৩ ॥ যেমন কুলটা স্ত্রী উপপতিকে সুযোগ দিয়ে নিজের বিশ্বাসী স্বামীকে বধ করায়—সেই রকম যে যোগী মনকে বিশ্বাস করেন, তাঁর সেই মন কাম আর তার সহকারী ক্রোধাদি রিপুকে আমন্ত্রণ করে তাদের দ্বারা তাঁকে যোগ থেকে ভ্রষ্ট করায়॥ ৪ ॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, শোক ভয় ইত্যাদি শত্রু এবং কর্মবন্ধনের মূলে তো এই মন;

[১]প্রা.পা.—পরকায়াবেশদূর.। [২]প্রা.পা.—ভগবন্নাত্মরামা.। [৩]প্রা.পা.—জ্ঞানাবর্জিত.। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'একে' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'অদ্ধা' এই পাঠ নেই। [৬]প্রা.পা.—মনবস্থানস্য যোগিনঃ শঠ.। [৭]প্রা.পা.—সংগচ্ছন্তি। [৮]প্রা.পা.— বোঽত্র তদ্‌বুধঃ।

অথৈবমখিললোকপালললামোঽপি[১] বিলক্ষণৈর্জড়বদবধূতবেষভাষাচরিতৈরবিলক্ষিত-ভগবৎপ্রভাবো[২] যোগিনাং সাম্পরায়বিধিমনু-শিক্ষয়ন্ স্বকলেবরং জিহাসুরাত্মন্যাত্মানম-সংব্যবহিতমনর্থান্তরভাবেনান্বীক্ষমাণ[৩] উপরতানু-বৃত্তিরুপররাম॥ ৬ ॥ তস্য হ বা এবং মুক্তলিঙ্গস্য ভগবত ঋষভস্য যোগমায়াবাসনয়া[৪] দেহ ইমাং জগতীমভিমানাভাসেন সংক্রমমাণঃ কোঙ্কবেঙ্ক-কুটকান্দক্ষিণকর্ণাটকান্দেশান্[৫] যদৃচ্ছয়োপগতঃ কুটকাচলোপবন আস্যকৃতাশ্মকবল[৬] উন্মাদ ইব মুক্তমূর্ধজোঽসংবীত এব বিচচার॥ ৭ ॥ অথ সমীরবেগবিধূতবেণুবিকর্ষণজাতোগ্রদাবানলস্ত-দ্বনমালেলিহানঃ[৭] সহ তেন দদাহ॥ ৮ ॥

যস্য কিলানুচরিতমুপাকর্ণ্য কোঙ্কবেঙ্ক-কুটকানাং[৮] রাজার্হন্নামোপশিক্ষ্য কলাবধর্ম উৎকৃষ্যমাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধর্ম-পথমকুতোভয়মপহায় কুপথপাখণ্ডমসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দঃ সম্প্রবর্তয়িষ্যতে॥ ৯ ॥ যেন[৯] হ বাব কলৌ মনুজাপসদা দেবমায়ামোহিতাঃ স্ববিধিনিয়োগশৌচচারিত্রবিহীনা দেবহেলনান্য-পব্রতানি নিজনিজেচ্ছয়া গৃহ্ণানা অস্নানানাচ-মনাশৌচকেশোল্লুঞ্চনাদীনি কলিনাধর্ম-বহুলেনোপহতধিয়ো ব্রহ্মব্রাহ্মণযজ্ঞপুরুষলোক-বিদূষকাঃ[১০] প্রায়েণ ভবিষ্যন্তি ॥ ১০ ॥ তে[১১] চ হ্যর্বাক্তনয়া নিজলোকযাত্রয়ান্ধপরম্পরয়াঽঽশ্ব-স্তাস্তমস্যন্ধে[১২] স্বয়মেব[১৩] প্রপতিষ্যন্তি[১৪]॥ ১১ ॥

অয়মবতারো রজসোপপ্লুতকৈবল্যোপ-শিক্ষণার্থঃ[১৫]॥ ১২ ॥

সেই মনকে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করবেন ? ॥ ৫ ॥

ভগবান ঋষভদেব যদিও ইন্দ্রাদি লোকপালদের ভূষণস্বরূপ ছিলেন তথাপি তিনি অবধূতের মতো নানা বেশ, নানা ভাষা ও আচরণ দ্বারা স্বীয় ঈশ্বরীয় প্রভাবকে আবৃত করে রাখতেন। পরিশেষে তিনি যোগীদের দেহত্যাগের বিধি শিক্ষা দেবার জন্যে নিজের শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি আত্মাতেই সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে অনুভব করলেন এবং সমস্ত বাসনাবৃত্তি পরিত্যাগ করে লিঙ্গদেহাভিমান থেকেও মুক্ত হয়ে গেলেন॥ ৬ ॥ এই প্রকারে লিঙ্গদেহের অভিমানমুক্ত ভগবান ঋষভদেবের শরীর যোগমায়ার বাসনাহেতু মিথ্যা দেহাভিমান (অভিমানাভাস) আশ্রয় করে পৃথিবীতলে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এই ভ্রমণকালে তিনি কোঙ্ক, বেঙ্ক, কুটক ও দক্ষিণ কর্ণাটকে গেলেন এবং মুখে পাথরের টুকরো নিয়ে কেশমুক্ত করে উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর হয়ে কুটকাচলের বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন॥ ৭ ॥ সেইসময় ঝড়ের বেগে বাঁশ ইত্যাদি বৃক্ষ সমূহের মধ্যে সংঘর্ষণের ফলে উগ্র দাবানলের সৃষ্টি হয়ে তার লেলিহান শিখা ঋষভদেবসহ সমস্ত বনকে ভস্ম করে দেয়॥ ৮ ॥

হে রাজন্ ! যখন কলিযুগে অধর্মের বৃদ্ধি হবে সেইসময় কোঙ্ক, বেঙ্ক, কুটক দেশের মন্দবুদ্ধি রাজা অর্হৎ তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে ঋষভদেবের সকল আশ্রমের অতীত চরিত্র শুনে নিজে সেই পথ গ্রহণ করে লোকের সঞ্চিত পাপফলরূপ ভবিতব্যের বশে বিমোহিত হয়ে অকুতোভয়ে স্বীয় ধর্মপথ পরিত্যাগপূর্বক অনুচিত পাষণ্ডসেবিত কুপথের প্রচার করবে॥ ৯ ॥ এর ফলে কলিতে অনেক অধম মানুষ দেবমায়ায় বিমোহিত হয়ে নিজ নিজ শৌচ-আচার পরিত্যাগ করে, অধর্ম বহুল কলির প্রভাবে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং সেজন্য সে স্নান বা আচমন করবে না, অশুদ্ধ হয়ে থাকবে, মস্তকমুণ্ডন করবে। এইরূপে তারা ঈশ্বরের অবমাননা করে পাষণ্ডধর্মকে ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রহণ করবে আর প্রায়ই বেদ, ব্রাহ্মণ ও ভগবান যজ্ঞপুরুষের নিন্দা করবে॥ ১০ ॥ তারা অন্ধপরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছাকৃত এই অবৈদিক প্রবৃত্তিকে বিশ্বাস করে ঘোর নরকে পতিত হবে॥ ১১ ॥

[১]প্রাচীন বইয়ে 'ঽপি' এই পাঠ নেই। [২]প্রা.পা.—জড়বদবধূতভাষা.। [৩]প্রা.পা.—ভাবেনানুবীক্ষ.। [৪]প্রা.পা.— যোগমায়াবাসেন। [৫]প্রা.পা.— কৌঙ্কবেঙ্ক.। [৬]প্রাচীন বইয়ে 'শ্ম' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৭]প্রা.পা.— বেণুনিঘর্ষ.। [৮]প্রাচীন বইয়ে 'কুটকানাং' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [৯]প্রা.পা.— যেনেহ বাব। [১০]প্রা.পা.—যজ্ঞলোকপুরুষবিদূষকাঃ। [১১]প্রা.পা.—তথৈব হ্যর্বাক্তনয়া। [১২]প্রা.পা.—তথৈবাতত্ত্বজ্ঞাস্তম.। [১৩]প্রাচীন বইয়ে 'স্বয়মেব' এই পাঠ নেই। [১৪]প্রাচীন বইয়ে 'তি' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [১৫]প্রা.পা.—শিক্ষনার্থং।

তস্যানুগুণান্ শ্লোকান্ গায়ন্তি—
অহো ভুবঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা
দ্বীপেষু বর্ষেষ্বধিপুণ্যমেতৎ[১]।
গায়ন্তি যত্রত্যজনা মুরারেঃ
কর্মাণি ভদ্রাণ্যবতারবন্তি॥ ১৩
অহো নু বংশো যশসাবদাতঃ
প্রৈয়ব্রতো যত্র পুমান্ পুরাণঃ।
কৃতাবতারঃ পুরুষঃ স আদ্য-
শ্চচার ধর্মং যদকর্মহেতুম্॥ ১৪
কো ন্বস্য[২] কাষ্ঠামপরোঽনুগচ্ছে-
ন্মনোরথেনাপ্যভবস্য যোগী।
যো যোগমায়াঃ স্পৃহয়ত্যুদস্তা
হ্যসত্তয়া যেন কৃতপ্রযত্নাঃ॥ ১৫

ইতি হ স্ম সকলবেদলোকদেবব্রাহ্মণগবাং পরমগুরোর্ভগবত ঋষভাখ্যস্য বিশুদ্ধাচরিতমীরিতং[৩] পুংসাং সমস্তদুশ্চরিতাভিহরণং পরমমহামঙ্গলায়নমিদমনুশ্রদ্ধয়োপচিতয়ানুশৃণোত্যাশ্রাবয়তি বাবহিতো[৪] ভগবতি তস্মিন্ বাসুদেব একান্ততো ভক্তিরনয়োরপি সমনুবর্ততে॥ ১৬ ॥

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধবৃজিনসংসারপরিতাপোপতপ্যমানমনুসবনং স্নাপয়ন্তস্তয়ৈব পরয়া নির্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে[৫] ভগবদীয়ত্বেনৈব[৬] পরিসমাপ্তসর্বার্থাঃ॥ ১৭ ॥

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম[৭] ন ভক্তিযোগম্॥ ১৮

রজোগুণসম্পন্ন লোকদের মোক্ষ মার্গের শিক্ষা দেবার জন্যেই ভগবান ঋষভদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন॥ ১২ ॥ তাঁর গুণের ব্যাখ্যা করার সময় লোকেরা এই শ্লোক বলে থাকেন—'আহা, সাত সমুদ্র বেষ্টিত পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপ ও বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বাধিক পুণ্যভূমি ; কারণ এখানকার লোকেরা শ্রীহরির মঙ্গলময় অবতারের চরিত্রের গুণকীর্তন করে॥ ১৩ ॥ আহা, মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশ প্রসিদ্ধ এবং সৎকীর্তিতে দীপ্তিমান। কারণ এই বংশে পুরাণপুরুষ ভগবান ঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে মোক্ষফলজনক পারমহংস ধর্ম আচরণ করেছেন॥ ১৪ ॥ আহা, এই অজ (জন্মরহিত) ভগবান ঋষভদেবের পথে মানসিকভাবেও কোনো যোগীই অনুগমন করতে পারেন না ; কারণ যোগিগণ যে যোগ সিদ্ধি লাভ করার জন্যে লালায়িত হয়ে নিরন্তর অভ্যাস করেন ; সেই সকল সিদ্ধিকে তিনি অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েও মিথ্যা মনে করে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন'॥ ১৫ ॥

হে রাজন্! বেদ, লোক, দেবতা, গো এবং ব্রাহ্মণদের পরম গুরু ভগবান ঋষভদেবের বিশুদ্ধ চরিত্র আমি তোমাকে শোনালাম। এই চরিত্রকথা শ্রবণ করলে মানুষের সমস্ত পাপ দূর হয়। যে ব্যক্তি এই চরিত্র কথা একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন বা অপরকে শ্রবণ করান তাঁদের উভয়েরই ভগবান বাসুদেবের প্রতি অনন্য ভক্তি হয়॥ ১৬ ॥ নানা পাপে পূর্ণ, সংসারের শোক তাপে জর্জরিত পণ্ডিতগণ মুক্তি পাওয়ার জন্যে স্বীয় অন্তঃকরণকে এই ভক্তিরসে অবগাহন করান। তাতে তাঁরা যে পরম শান্তি লাভ করেন সেই শান্তি এত আনন্দময় যে, অবলীলাক্রমে প্রাপ্ত মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থকেও তাঁরা তুচ্ছ মনে করেন। ভগবানের আপন-জন হয়ে যাওয়ায় তাঁদের সমস্ত পুরুষার্থই সিদ্ধ হয়ে যায়॥ ১৭ ॥

হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব আর যদুবংশের রক্ষাকর্তা, গুরু, ইষ্ট, বন্ধু আর কুলপতি। তবুও তিনি প্রয়োজনে তাদের সেবকের দায়িত্বও পালন করেছেন। এভাবে তিনি অন্যান্য ভক্তগণের বিভিন্ন কাজও করতে পারেন, তাদের মুক্তি প্রদান করেন কিন্তু মুক্তির থেকে বড় যে প্রেমভক্তি তা সহজে দান করেন না॥ ১৮ ॥

[১]প্রাচীন বইয়ে 'এতৎ' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [২]প্রা.পা.— কো হ্যস্য। [৩]প্রা.পা.—বিশুদ্ধাচরিতং পুংসাং.। [৪]প্রা.পা.—ব্যবহিতস্তস্মিন্ বাসুদেব। [৫]প্রা.পা.— নৈবাদ্রিয়ন্তে। [৬]প্রা.পা.—ভগবত্তত্ত্বেনৈব। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'চিৎ' এই পাঠ খণ্ডিত আছে।

নিত্যানুভূতনিজলাভনিবৃত্ততৃষ্ণঃ[১]
শ্রেয়স্যতদ্রচনয়া চিরসুপ্তবুদ্ধেঃ।
লোকস্য যঃ করুণয়াভয়মাত্মলোক-
মাখ্যান্নমো ভগবতে ঋষভায় তস্মৈ॥ ১৯

সর্বদা বিষয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্য মানুষের বুদ্ধি শ্রেয় বিষয়ে চির নিদ্রিত। যিনি করুণাবশত তাদের অভয় আত্মস্বরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন এবং নিজে নিরন্তর আত্মস্বরূপকে অনুভব করতেন আর সবরকম আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত ছিলেন সেই ভগবান ঋষভদেবকে আমি নমস্কার করি॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবানুচরিতে নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবানুচরিত নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ
সপ্তম অধ্যায়
রাজা ভরতের চরিত্র বর্ণন

শ্রীশুক[২]উবাচ

ভরতস্তু মহাভাগবতো যদা ভগবতাবনিতল-পরিপালনায় সঞ্চিন্তিতস্তদনুশাসনপরঃ পঞ্চজনীং বিশ্বরূপদুহিতরমুপযেমে॥ ১ ॥ তস্যামু হ বা আত্মজান্ কাৎর্স্ন্যেনানুরূপানাত্মনঃ পঞ্চ জনয়ামাস ভূতাদিরিব ভূতসূক্ষ্মাণি ॥ ২ ॥ সুমতিং রাষ্ট্রভৃতং সুদর্শনমাবরণং[৩] ধূম্রকেতুমিতি। অজনাভং[৪] নামৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যত আরভ্য ব্যপদিশন্তি॥ ৩ ॥

স[৫] বহুবিন্মহীপতিঃ পিতৃপিতামহ-বদুরুবৎসলতয়া[৬] স্বে স্বে কর্মণি বর্তমানাঃ প্রজাঃ স্বধর্মমনুবর্তমানঃ পর্যপালয়ৎ॥ ৪ ॥ ঈজে চ ভগবন্তং যজ্ঞক্রতুরূপং[৭] ক্রতুভিরুচ্চাবচৈঃ

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! মহারাজ ভরত ভগবৎপ্রেমী ছিলেন। ভগবান ঋষভ নিজের ইচ্ছানুসারে ভরতকে পৃথিবী পালনে নিযুক্ত করলেন। ভরত পিতার আদেশ অনুসারে বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করলেন॥ ১ ॥ যেমন অহংকার থেকে পাঁচটি সূক্ষ্মতত্ত্ব উৎপন্ন হয়—তেমনই পঞ্চজনীর গর্ভে, ভরতের ঔরসে সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ আর ধূম্রকেতু নামে পাঁচটি পুত্র জন্মলাভ করেন—তাঁরা সকলেই ভরতের অনুরূপ (গুণসম্পন্ন) ছিলেন। যে ভূখণ্ডের নাম আগে অজনাভ ছিল, ভরতের সময় তার নাম ভারতবর্ষ হল॥ ২-৩ ॥

রাজা ভরত বহুবিধজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পিতৃ-পিতামহের ন্যায় গভীর বাৎসল্য সহকারে ও রাজধর্ম অনুযায়ী প্রজাপালন করতে লাগলেন॥ ৪ ॥ তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে অগ্ন্যাধান করে হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা আর ব্রহ্মা—এই চার ঋত্বিক দ্বারা অগ্নিহোত্র থেকে শুরু করে, দর্শ, পৌর্ণমাস্য, চাতুর্মাস্য, পশু এবং সোম যাগের প্রকৃতি ও বিকৃতি* উভয়বিধ রূপের বৃহৎ ও নাতিবৃহৎ

[১]প্রাচীন বইয়ে 'ত' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [২]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠ নেই। [৩]প্রা.পা.—সুদর্শনং বাবরণং। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'ভং' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [৫]প্রা.পা.—স হ বহুবিন্মহীপতিঃ। [৬]প্রাচীন বইয়ে 'মহ' এই পাঠ নেই। [৭]প্রা.পা.—যজ্ঞক্রতুং ক্রতুভিরুচ্চা.।

*প্রকৃতি ও বিকৃতি ভেদে অগ্নিহোত্রাদি ক্রতু দুপ্রকারের হয়। সকল অঙ্গাদিযুক্ত ক্রতুকে 'প্রকৃতি' এবং যেখানে কোনো না কোনো অঙ্গাদির অপূর্ণতা থেকে যায় তাকে 'বিকৃতি' বলা হয়।

শ্রদ্ধয়াহহৃতাগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসচাতুর্মাস্যপশুসোমানাং প্রকৃতিবিকৃতিভিরনুসবনং চাতুর্হোত্রবিধিনা॥ ৫ ॥ সম্প্রচরৎসু নানাযাগেষু[১] বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষ্বপূর্বং যত্তৎক্রিয়াফলং ধর্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎকর্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব[২] ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্যমৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্যুভির্গৃহ্যমাণেষু স যজমানো যজ্ঞভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ ॥ ৬ ॥ এবং কর্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশশরীরে[৩] ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে[৪] শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালারিদরগদাদিভিরুপলক্ষিতে নিজপুরুষহৃল্লিখিতেনাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান[৫] উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়াজায়ত॥ ৭ ॥

এবং বর্ষায়ুতসহস্রপর্যন্তাবসিতকর্মনির্বাণাবসরোঽধিভুজ্যমানং[৬] স্বতনয়েভ্যো রিক্থং পিতৃপৈতামহং[৭] যথাদায়ং বিভজ্য স্বয়ং সকলসম্পন্নিকেতাৎস্বনিকেতাৎ পুলহাশ্রমং[৮] প্রবব্রাজ॥ ৮ ॥ যত্র হ বাব ভগবান্ হরিরদ্যাপি তত্রত্যানাং নিজজনানাং বাৎসল্যেন সন্নিধাপ্যত[৯] ইচ্ছারূপেণ ॥ ৯ ॥ যত্রাশ্রমপদান্যুভয়তোনাভিভির্দৃষচ্চক্রৈশ্চক্রনদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্বতঃ পবিত্রীকরোতি॥ ১০ ॥

তস্মিন্ বাব[১০] কিল স একলঃ পুলহাশ্রমোপবনে বিবিধকুসুমকিসলয়তুলসিকাম্বুভিঃ কন্দমূলফলোপহারৈশ্চ সমীহমানো ভগবত আরাধনং বিবিক্ত উপরতবিষয়াভিলাষ উপভৃতোপশমঃ পরাং নির্বৃতিমবাপ॥ ১১ ॥

যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞ ও ক্রতুরূপী শ্রীভগবানের আরাধনা করলেন॥ ৫ ॥ এইভাবে অঙ্গ এবং ক্রিয়াসমূহের দ্বারা সম্পন্ন পৃথক পৃথক যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় অধ্বর্যুনামক ঋত্বিকগণ যখন আহুতি দেওয়ার জন্যে হবিঃ হাতে নিতেন, তখন যজমান ভরত ওই যজ্ঞের পুণ্য কর্মফল যজ্ঞপুরুষ বাসুদেবকেই অর্পণ করে দিতেন। বস্তুত সেই পরব্রহ্মই ইন্দ্র এবং অন্য দেবতাদের প্রকাশক, মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ এবং ওই সকল দেবতাদের নিয়ামক। অতএব তিনিই প্রধান দেবতা। এইভাবে ভগবদ্‌বুদ্ধি দ্বারা যত্নপূর্বক অন্তর থেকে রাগ-দ্বেষাদি দূর করে তিনি সূর্যাদি দেবতাদের ভগবানের অবয়ব নেত্রাদিরূপে ধ্যান করতেন॥ ৬ ॥ এইভাবে কর্মশুদ্ধি দ্বারা তাঁর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হল। তখন তাঁর হৃদয়াকাশে অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীভগবান মহাপুরুষগণের নির্দেশিত রূপে অভিব্যক্ত হলেন—শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, চক্র, শঙ্খ, গদা ইত্যাদিতে সুশোভিত হয়ে, নারদ এবং নিজ ভক্ত জন হৃদয়ে যেমন ছবির মতো বিরাজ করেন, ভরতের হৃদয়েও তদ্রূপ দেদীপ্যমান হলে তাঁর (ভরতের) হৃদয়ে দিন দিন ভক্তি বর্ধিত হতে লাগল॥ ৭ ॥

এইভাবে এক কোটি বৎসর অতীত হলে তিনি রাজ্যভোগের প্রারব্ধ সমাপ্ত হয়েছে জেনে, পিতৃপিতামহের সম্পত্তি নিজ পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। পরে সকল সম্পত্তির নিকেতন গৃহস্থাশ্রম থেকে হরিহরক্ষেত্র পুলহাশ্রমে চলে গেলেন॥ ৮ ॥ এই পুলহাশ্রমের অধিবাসী ভক্তদের উপর ভগবানের বড়ই বাৎসল্য প্রেম। তাঁরা আজও তাঁকে ইষ্টরূপে দর্শন করেন॥ ৯ ॥ সেখানে উপরে ও নীচে চক্রাকার নাভিচিহ্নযুক্ত শালগ্রাম শিলা বহনকারী চক্রনদী (গণ্ডকী নামে প্রসিদ্ধ নদী) ঋষিদের আশ্রমকে সব দিক থেকে পবিত্র করে রেখেছে॥ ১০ ॥ সেই পুলহাশ্রমের উপবনে একান্তে থেকে তিনি অনেক রকমের পত্র, পুষ্প, তুলসী, জল, কন্দ, মূল আর ফল দিয়ে ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন। এতে তাঁর অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ এবং সমস্ত বিষয়াভিলাষ থেকে নিবৃত্ত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করল॥ ১১ ॥

[১]প্রা.পা.—নানাযোগেষু। [২]প্রা.পা.—এবম্। [৩]প্রা.পা.—কর্মবিশুদ্ধিঃ সত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকা.। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'ণে' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৫]প্রা.পা.—বিরাজমান.। [৬]প্রা.পা.—বসরো বিভুজ্যমানং তনয়েভ্যঃ পিতৃ.। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'পৈ' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৮]প্রা.পা.—পুলহাশ্রমমেষ প্র.। [৯]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'প্য' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [১০]প্রা.পা.—তস্মিন্নেব বাব কিল স এব আশ্রমোপবনে।

তয়েত্থমবিরতপুরুষপরিচর্যয়া ভগবতি প্রবর্ধমানানুরাগভরদ্রুতহৃদয়শৈথিল্যঃ প্রহর্ষবেগেনাত্মন্যুদ্ভিদ্যমানরোমপুলককুলক ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবৃত্তপ্রণয়বাষ্পনিরুদ্ধাবলোকনয়ন এবং[১] নিজরমণারুণচরণারবিন্দানুধ্যানপরিচিতভক্তিযোগেন পরিপ্লুতপরমাহ্লাদগম্ভীরহৃদয়হ্রদাবগাঢ়ধিষণস্তামপি ক্রিয়মাণাং ভগবৎসপর্যাং ন সস্মার॥ ১২ ॥ ইত্থং ধৃতভগবদ্ব্রতঐণেযাজিনবাসসানুসবনাভিষেকার্দ্রকপিশকুটিলজটাকলাপেন[২] চ বিরোচমানঃ সূর্যর্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে সূর্যমণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদু হোবাচ ॥ ১৩ ॥

পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো
দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান।
সুরেতসাদঃ[৩] পুনরাবিশ্য চষ্টে
হংসং[৪] গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ॥ ১৪

এইভাবে তিনি নিয়মিত ভগবানের সেবা করতে থাকলে তাঁর অনুরাগ বাড়তে লাগল—তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে শান্ত হল। আনন্দের বেগে শরীরে রোমাঞ্চ হতে লাগল এবং উৎকণ্ঠাজনিত অশ্রুধারায় তাঁর দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়ে গেল। পরিশেষে প্রিয়তমের অরুণ চরণারবিন্দ অনুধ্যান করতে করতে তাঁর ভক্তিযোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল এবং পরমানন্দ উৎপন্ন হয়ে হৃদয়রূপ গভীর সরোবরে তাঁর বুদ্ধি নিমগ্ন হলে তিনি যে নিয়মপূর্বক ভগবানের আরাধনা করছিলেন তাও বিস্মৃত হলেন॥ ১২ ॥ এইভাবে তিনি ভগবানের সেবায় নিরত থাকতেন। তিনি কৃষ্ণমৃগচর্ম পরিধান করতেন এবং ত্রি-স্নান করার ফলে তাঁর কেশ সর্বদাই সিক্ত থাকত এবং তার ফলে তা পিঙ্গল জটায় পরিণত হয়েছিল এবং এভাবে তাঁকে আরো সুন্দর দেখাত। তিনি উদীয়মান সূর্যমণ্ডলে আদিত্যমন্ত্রদ্বারা জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ ভগবান নারায়ণের আরাধনা করতেন আর বলতেন ॥ ১৩ ॥ ভগবান সূর্যের কর্মফল প্রদায়ক তেজ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। তিনি সংকল্প দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন এবং অন্তর্যামীরূপে তাতে প্রবেশ করে নিজের চিৎশক্তি দ্বারা বিষয় লোলুপ জীবকে পালন করছেন। আমি সেই বুদ্ধির প্রেরক তেজের শরণাপন্ন হলাম॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ভরতচরিতে ভগবৎপরিচর্যায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে ভরত চরিতবর্ণনে ভগবৎপরিচর্যা সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

ভরতের মৃগত্ব-প্রাপ্তি

শ্রীশুক উবাচ

একদা তু মহানদ্যাং কৃতাভিষেকনৈয়মিকাবশ্যকো ব্রহ্মাক্ষরমভিগৃণানো মুহূর্তত্রয়মুদকান্ত[৫] উপবিবেশ॥ ১ ॥ তত্র তদা রাজন্ হরিণী

শ্রীশুকদেব বললেন—একবার মহারাজ ভরত গণ্ডকী নদীতে (মহানদীতে) স্নান শৌচাদি এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সমাপন করে প্রণবমন্ত্র জপ করার সময় তিন মুহূর্তকাল নদীতীরে বসেছিলেন॥ ১ ॥ হে রাজন্! এই সময় এক হরিণী পিপাসায় কাতর হয়ে একাকিনী সেই নদীতীরে

[১]প্রাচীন বইয়ে 'এবং' এই পাঠ নেই। [২]প্রাচীন বইয়ে 'ঐণেয়াজিনবাস......' থেকে শুরু করে 'তিষ্ঠন্নেতদু হোবাচ' পর্যন্ত অংশ বাদ হয়ে গেছে। [৩]প্রা.পা.—স্বতেজসাদঃ পুনরা.। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'হংসং' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [৫]প্রা.পা.—মুদকান্তম্।

পিপাসয়া জলাশয়াভ্যাশমেকৈবোপজগাম[১]॥ ২ ॥ তয়া পেপীয়মান[২] উদকে তাবদেবাবিদূরেণ নদতো মৃগপতেরুন্নাদো লোকভয়ঙ্কর উদপতৎ॥ ৩ ॥ তমুপশ্রুত্য সা মৃগবধূঃ প্রকৃতিবিক্লবা চকিতনিরীক্ষণা সুতরামপি হরিভয়াভিনিবেশব্যগ্রহৃদয়া পারিপ্লবদৃষ্টিরগততৃষা ভয়াৎ সহসৈবোচ্চক্রাম॥ ৪ ॥

তস্যা উৎপতন্ত্যা অন্তর্বত্ন্যা উরুভয়াবগলিতো যোনিনির্গতো[৩] গর্ভঃ স্রোতসি নিপপাত॥ ৫ ॥ তৎপ্রসবোৎসর্পণভয়খেদাতুরা[৪] স্বগণেন বিযুজ্যমানা কস্যাঞ্চিদ্দর্যাং কৃষ্ণসারসতী নিপপাতাথ[৫] চ মমার॥ ৬ ॥

তং ত্বেণকুণকং কৃপণং স্রোতসানূহ্যমানমভিবীক্ষ্যাপবিদ্ধং বন্ধুরিবানুকম্পয়া[৬] রাজর্ষির্ভরত আদায় মৃতমাতরমিত্যাশ্রমপদমনয়ৎ॥ ৭ ॥ তস্য হ বা এণকুণক উচ্চৈরেতস্মিন্ কৃতনিজাভিমানস্যাহরহস্তৎপোষণপালনলালনপ্রীণনানুধ্যানেনাত্মনিয়মাঃ সহযমাঃ পুরুষপরিচর্যাদয় একৈকশঃ কতিপয়েনাহর্গণেন বিযুজ্যমানাঃ কিল সর্ব এবোদবসন্॥ ৮ ॥ অহো বতায়ং হরিণকুণকঃ কৃপণ ঈশ্বররথচরণপরিভ্রমণরয়েণ[৭] স্বগণসুহৃদ্বন্ধুভ্যঃ[৮] পরিবর্জিতঃ শরণং চ[৯] মোপসাদিতো মামেব মাতাপিতরৌ ভ্রাতৃজ্ঞাতীন্ যৌথিকাংশ্চৈবোপেয়ায়[১০] নান্যং কঞ্চন বেদ [১১]ময্যতিবিস্রব্ধশ্চাত[১২] এব ময়া মৎপরায়ণস্য পোষণপালনপ্রীণনলালনমনসূয়ুনানুষ্ঠেয়ং শরণ্যোপেক্ষাদোষবিদুষা ॥ ৯ ॥ নূনং হ্যার্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে॥ ১০ ॥

এসেছিল॥ ২ ॥ সে যখন জলপান করছিল, সেই সময় অদূরেই সিংহের ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল॥ ৩ ॥ হরিণ জাতি স্বভাবতই ভীরু। সেই হরিণী প্রথম থেকেই চকিত নেত্রে এদিক ওদিক দেখছিল। এখন সিংহের গর্জন শুনে, ভয়ে তার বুক কাঁপতে লাগল। আর তার চোখও ব্যাকুল হল। তার তৃষ্ণা তখনও মেটেনি, কিন্তু প্রাণভয়ে ভীত হয়ে সে একাই নদী পার হওয়ার জন্যে লাফ দিল॥ ৪ ॥

সেই হরিণী গর্ভবতী ছিল। যখন অত্যন্ত ভীত হয়ে নদী পার হওয়ার জন্যে লাফ দিল তখন তার গর্ভস্থ শাবক স্থানচ্যুত হয়ে যোনিদ্বার থেকে নদীর জলপ্রবাহে পড়ে গেল ॥ ৫ ॥ সেই কৃষ্ণমৃগপত্নীর হঠাৎ গর্ভপাত, বেগে উল্লম্ফন আর সিংহের ভয়—এইসব কারণে ভীত হয়ে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল। নিজের দল থেকেও বিচ্যুত হয়ে এক পাহাড়ি গুহায় গিয়ে পড়ল আর সেখানেই তার মৃত্যু হল॥ ৬ ॥

রাজর্ষি ভরত দেখলেন সেই মাতৃহারা হতভাগা হরিণশিশুটি একাকী নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। এই দেখে সেই মৃগবৎসের ওপর তাঁর দয়া হল আর তিনি আত্মীয়ের মতো তাকে জল থেকে তুলে আশ্রমে নিয়ে গেলেন॥ ৭ ॥ সেই মৃগশাবকের প্রতি তাঁর মমতা ক্রমশ বাড়তেই লাগল। তিনি নিত্য তার খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করতেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাকে চুম্বনও করতেন ; এইভাবে সদাই তার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। ফলে একে একে তাঁর নিয়ম, যম ও নিত্য ভগবৎপূজা প্রভৃতি সকল আবশ্যক বিষয়েই বিঘ্ন হতে লাগল আর শেষে সব কিছুই ছেড়ে দিলেন॥ ৮ ॥ তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—আহা ! কী দুঃখের কথা ! কালচক্র এই মৃগ শাবককে তার দল, আপনজন ও বন্ধুদের থেকে পৃথক করে আমার আশ্রয়ে এনে দিয়েছে। এ আমাকেই নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু ও দলের সঙ্গী বলে মনে করে। এ আমায় ছাড়া আর কাউকে জানে না এবং আমার উপরেই এর পরম বিশ্বাস। আমি জানি আশ্রিতকে উপেক্ষা করলে কী পাপ হয়। সেইজন্যে আমায় এই আশ্রিতকে সর্বতোভাবে সস্নেহে লালন-পালন আর পোষণ করতে হবে, এর দোষ দেখলে চলবে না॥ ৯ ॥ শান্তস্বভাব, দরিদ্রবান্ধব, পরোপকারী সজ্জনেরা—এরূপ শরণাগতের রক্ষার জন্য নিজেদের

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শ' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [২]প্রা.পা.—তয়া পীয়মান উদকে। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'যোনিনির্গতঃ' এই পাঠ নেই। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'তৎ প্রসব' এই অংশ নেই। [৫]প্রা.পা.—পপাতাথ চ। [৬]প্রা.পা.—রিবানুকম্পিতয়া। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'স্ব' এই পাঠ নেই। [৮]প্রা.পা.—সুহৃদ্বন্ধুভিঃ। [৯]প্রা.পা.—শরণং মমোপসাদিতো। [১০]প্রাচীন বইয়ে 'যায়' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [১১]প্রাচীন বইয়ে 'ময্য' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [১২]প্রা.পা.—ময্যবিস্রব্ধ এব।

ইতি কৃতানুষঙ্গ আসনশয়নাটনস্থানাশনাদিষু[1] সহ মৃগজহুনা স্নেহানুবদ্ধহৃদয় আসীৎ॥ ১১ ॥ কুশকুসুমসমিৎপলাশফলমূলোদকান্যাহরিষ্যমাণো বৃকসালাবৃকাদিভ্যো[2] ভয়মাশংসমানো যদা সহ হরিণকুণকেন বনং সমাবিশতি[3]॥ ১২ ॥ পথিষু চ মুগ্ধভাবেন[4] তত্র তত্র বিষক্তমতিপ্রণয়ভরহৃদয়ঃ কার্পণ্যাৎস্কন্ধেনোদ্বহতি এবমুৎসঙ্গ উরসি চাধায়োপলালয়ন্মুদং পরমামবাপ॥ ১৩ ॥ ক্রিয়ায়াং নির্বর্ত্যমানায়ামন্তরালেঽপ্যুত্থায়োত্থায় যদৈনমভিচক্ষীত তর্হি বাব স বর্ষপতিঃ প্রকৃতিস্থেন মনসা তস্মা আশিষ আশাস্তে স্বস্তি স্তাদ্বৎস তে সর্বত ইতি॥ ১৪ ॥

অন্যদা ভৃশ[5]মুদ্বিগ্নমনা নষ্টদ্রবিণ ইব কৃপণঃ সকরুণমতিতর্ষেণ হরিণকুণকবিরহবিহ্বলহৃদয়-সন্তাপস্তমেবানুশোচন্ কিল কশ্মলং মহদভিরম্ভিত ইতি হোবাচ॥ ১৫ ॥ অপি বত স বৈ কৃপণ এণবালকো মৃতহরিণীসুতোঽহো মমানার্যস্য শঠকিরাতমতেরকৃতসুকৃতস্য[6] কৃতবিস্রম্ভ আত্মপ্রত্যয়েন তদবিগণয়ন্ সুজন[7] ইবাগমিষ্যতি॥ ১৬ ॥ অপি ক্ষেমেণাস্মিন্নাশ্রমোপবনে শষ্পাণি[8] চরন্তং দেবগুপ্তং দ্রক্ষ্যামি॥ ১৭ ॥ অপি চ[9] ন বৃকঃ সালাবৃকোঽন্যতমো বা নৈকচর[10] একচরো বা ভক্ষয়তি॥ ১৮ ॥ নিম্লোচতি[11] হ ভগবান্ সকলজগৎক্ষেমোদয়স্ত্রয্যাত্মাদ্যাপি মম ন মৃগবধূন্যাস আগচ্ছতি॥ ১৯ ॥ অপিস্বিদকৃতসুকৃতমাগত্য মাং সুখয়িষ্যতি হরিণরাজকুমারো বিবিধরুচিরদর্শনীয়নিজ-মৃগদারকবিনোদৈরসন্তোষং স্বানামপনুদন্ ॥ ২০ ॥

গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থকেও উপেক্ষা করেন॥ ১০ ॥

এইভাবে ওই মৃগশিশুর প্রতি তাঁর আসক্তি এতো বেড়ে গেল যে তিনি নিদ্রা বা শয়নের সময়, অবস্থান, উপবেশন বা ভ্রমণের সময় এমন কি আহারের সময়ও মৃগশিশুর স্নেহে আবদ্ধ থাকতেন॥ ১১ ॥ যখন তিনি কুশ, পুষ্প, পত্র, সমিধ, ফলমূল আনতে বনে যেতেন, তখনও, কুকুর আর নেকড়ের ভয়ে সেই মৃগশাবককে সঙ্গে নিয়ে যেতেন॥ ১২ ॥ পথে ইতস্তত কোমল তৃণ দেখে সেই সরল মৃগশাবক সেখানে আকৃষ্ট হলে তিনি মুগ্ধ হয়ে প্রেমভরে তাকে কাঁধে তুলে নিতেন। এইরকম কখনো কোলে কখনো বুকে করে তাকে আদর করতেন আর এতে তিনি খুব আনন্দ পেতেন॥ ১৩ ॥ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করার সময়ও রাজাধিরাজ ভরত মৃগশাবককে দেখার জন্যে উঠে যেতেন এবং তাকে দেখতে পেলে তবেই তাঁর মনে শান্তি হত। সেইসময় তার মঙ্গল কামনা করে বলতেন—হে বৎস তোমার সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক॥ ১৪ ॥ দরিদ্রের ধন কেউ হরণ করলে তার যেমন অবস্থা হয়, ঠিক সেইরূপ অবস্থা মৃগশাবককে না দেখতে পেলে ভরতের হত এবং তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন ; তাঁর মন সেই হরিণের বিরহে ব্যাকুল ও সন্তপ্ত হত এবং তিনি শোক করে বলতেন॥ ১৫ ॥ হায় ! কী আর বলবো ! ওই মাতৃহীন দীন হরিণশাবক, দুষ্ট ব্যাধের মতো ক্রূর আমাকে বিশ্বাস করে, আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে আপন-জন মনে করে সজ্জনের মতো আবার কি ফিরে আসবে ? ॥ ১৬ ॥ আমি কি আবার তাকে আমার এই আশ্রমের উপবনে দেবতা কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে দূর্বাঘাস খাচ্ছে দেখতে পাব ? ॥ ১৭ ॥ এমন যেন না হয়, তাকে একলা পেয়ে নেকড়ে, কুকুর বা শূকরেরা দলবদ্ধ হয়ে বা একাকী বিচরণশীল বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে॥ ১৮ ॥ যাঁর উদয়ে জগতের মঙ্গল হয়, বেদাত্মা স্বরূপ সেই ভগবান সূর্যদেব অস্তগমনোদ্যত হয়েছেন, কিন্তু এখনও মৃগবধূর গচ্ছিত শাবক ফিরে এল না॥ ১৯ ॥ সেই হরিণ রাজকুমার আমার মতো পুণ্যহীনের কাছে ফিরে এসে বালমৃগ-সুলভ মনোহর ও দর্শনীয় ক্রীড়াদ্বারা স্বজন হারানোর দুঃখ দূর করে আমায় কি আবার আনন্দ দেবে ? ॥ ২০ ॥ আহা ! কখনো অভিমান করে তাকে ভর্ৎসনা করে সমাধির ভান করে চোখ বুজে আমি বসে থাকলে সে ব্যস্ত হয়ে আমার কাছে এসে জলবিন্দুর

[1]প্রা.পা.—নাটনকুসুমকুশাশনাদিষু সহ মৃগজাতিনা। [2]প্রা.পা.—বৃকশা.। [3]প্রা.পা.—সমাবিশৎ। [4]প্রা.পা.—শুদ্ধভাবেন। [5]প্রা.পা.—তু ভৃশ.। [6]প্রা.পা.—শঠকিতবমতেরকৃতসুকৃতস্য। [7]প্রা.পা.—স্বজন ইবা.। [8]প্রা.পা.—সস্যানি। [9]প্রা.পা.—অপি ন বৃকঃ শালাবৃকো বা। [10]প্রা.পা.—নৈকচরো বা ভক্ষয়তি। [11]প্রা.পা.—নিম্লোচয়তি।

ক্ষেলিকায়াং মাং মৃষা সমাধিনাঽঽমীলিতদৃশং প্রেমসংরম্ভেণ চকিতচকিত আগত্য[১] পৃষদ-পরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি॥ ২১ ॥ আসাদিতহবিষি বর্হিষি দূষিতে ময়োপালব্ধো ভীতভীতঃ সপদ্যুপরতরাস[২] ঋষিকুমারবদবহিতকরণকলাপ আস্তে॥ ২২ ॥

কিং বা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যানয়া যদিয়মবনিঃ সবিনয়কৃষ্ণসারতনয়তনুতরসুভগশিবতমাখরখুরপদপঙ্‌ক্তিভির্দ্রবিণবিধুরাতুরস্য কৃপণস্য মম[৩] দ্রবিণপদবীং সূচয়ন্ত্যাত্মানং চ সর্বতঃ কৃতকৌতুকং দ্বিজানাং স্বর্গাপবর্গকামানাং দেবযজনং করোতি॥ ২৩ ॥ অপিস্বিদসৌ ভগবানুডুপতিরেনং মৃগপতিভয়ান্মৃতমাতরং মৃগবালকং স্বাশ্রমপরিভ্রষ্টমনুকম্পয়া কৃপণজন-বৎসলঃ পরিপাতি ॥ ২৪ ॥ কিং বাঽঽত্মজবিশ্লেষজ্বরদবদহনশিখাভিরুপতপ্যমান-হৃদয়স্থলনলিনীকং মামুপসৃতমৃগীতনয়ং শিশিরশান্তানুরাগগুণিতনিজবদনসলিলামৃতময়গ-ভস্তিভিঃ স্বধয়তীতি চ[৪]॥ ২৫ ॥

এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদার-কাভাসেন স্বারব্ধকর্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ কথমিতরথা জাত্যন্তর এণকুণক আসঙ্গঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া প্রাক্ পরিত্যক্তদুস্ত্যা-জহৃদয়াভিজাতস্য তস্যৈবমন্তরায়বিহত-যোগারম্ভণস্য রাজর্ষের্ভরতস্য তাবন্মৃগার্ভ-কপোষণপালনপ্রীণনলালনানুষঙ্গেণাবিগণয়ত আত্মানমহিরিবাখুবিলং দুরতিক্রমঃ কালঃ করালরভস আপদ্যত॥ ২৬ ॥ তদানীমপি পার্শ্ব-

ন্যায় কোমল ক্ষুদ্র শৃঙ্গ দ্বারা আমার গায়ে সোহাগভরে ঘর্ষণ করে আনন্দ দিত॥ ২১ ॥ কখনো যজ্ঞ সামগ্রী কুশের উপর রাখলে সে তাতে মুখ দিয়ে নষ্ট করলে আমার তিরস্কারে সে ভীষণ ভয় পেয়ে ঋষিবালকের মতো খেলাধুলা ছেড়ে যেন ইন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ করে নিশ্চল হয়ে বসে থাকত॥ ২২ ॥

(মৃগশাবকের খুরের চিহ্ন মাটিতে দেখে আবার বলতে লাগলেন) আহা ! এই তপস্বিনী ধরিত্রী এমন কোন তপস্যা করেছে যে, সেই বিনীত কৃষ্ণ-হরিণ শাবকের ছোট ছোট সুন্দর সুখদায়ী সুকোমল চরণ চিহ্ন বুকে অংকিত করে তার বিরহে অপহৃত সর্বস্বের মতো আকুল ও উদ্বিগ্নচিত্ত আমাকে পথ দেখাচ্ছে আর নিজের শরীরের উপর তার পদচিহ্ন অংকিত করে স্বর্গ ও মোক্ষকামী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞস্থল* করে তুলেছে॥ ২৩ ॥

(উদীয়মান মৃগলাঞ্ছন চন্দ্রকে দেখে চন্দ্রমধ্যস্থ মৃগকে নিজের হরিণ শাবক মনে করে বললেন)—অহো ! যার মা সিংহের ভয়ে ভীত হয়ে মারা গেছে, আজ সেই মৃগশিশু আশ্রম থেকে হারিয়ে গেছে। তাকে অনাথ দেখে কি দীনবৎসল ভগবান তারাপতি দয়া করে তাকে রক্ষা করছেন ?॥ ২৪ ॥ (পুনরায় চন্দ্রের শীতল কিরণে আনন্দিত হয়ে বলছেন)—পুত্র বিরহতাপরূপ দাবাগ্নিশিখায় আমার হৃদয়রূপ পদ্ম দগ্ধ হওয়ায় আমি এক মৃগশিশুর আশ্রয় নিয়েছিলাম। এখন তার থেকেও বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার হৃদয় জ্বালা পুনরুদ্দীপিত দেখেই কি ভগবান চন্দ্রমা নিজের শীতল, শান্ত স্নেহপূর্ণ বদন-সলিল রূপ কিরণদ্বারা আমায় শান্তি দিচ্ছেন॥ ২৫ ॥

হে রাজন্ ! এইভাবে তিনি নানাপ্রকার অহেতুক চিন্তায় নিজের মনকে ব্যাকুল করে তুললেন। যেন নিজের প্রারব্ধ কর্মই মৃগশিশুর আকার ধারণ করে তাঁকে সকল ধর্মানুষ্ঠান আর ভগবৎ সেবা থেকে নিরস্ত করল। তা না হলে যিনি মোক্ষ পথের বিঘ্ন মনে করে দুস্ত্যজ পুত্রদের ত্যাগ করলেন, সেই তিনি কি করে সামান্য একটি মৃগশিশুর প্রতি এত আসক্ত হয়ে গেলেন। এইভাবে রাজর্ষি ভরত বাধাবিঘ্নের বশীভূত হয়ে যোগভ্রষ্ট হলেন আর মৃগ শাবককে লালনপালন করতে গিয়ে নিজের স্বরূপ ভুলে গেলেন। এমন সময় সেই অপ্রতিহত কাল (মৃত্যুসময়) দুরতিক্রম তীব্রবেগে, যেমন সর্প মূষিকের গর্তে প্রবেশ করে সেইরকমভাবে, তাঁর সম্মুখীন হল॥ ২৬ ॥ তখনও সেই

[১]প্রা.পা.—আবৃত্য। [২]প্রা.পা.—সপদ্যুপরতরাগ। [৩]প্রা.পা.—মে। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'চ' এই পাঠ নেই।

*শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ভূমিতে কৃষ্ণ-মৃগ বিচরণ করে তা অতি পবিত্র এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত।

বর্তিনমাত্মজমিবানুশোচন্তমভিবীক্ষমাণো মৃগ-এবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেণ কলেবরং মৃতমনু[১] ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতর-বন্মৃগশরীরমবাপ[২]॥ ২৭ ॥ তত্রাপি হ বা আত্মনো মৃগত্বকারণং ভগবদারাধনসমীহানুভাবেনানুস্মৃত্য ভৃশমনুতপ্যমান আহ॥ ২৮ ॥ অহো কষ্টং ভ্রষ্টোঽহমাত্মবতামনুপথাদ্যদ্বিমুক্তসমস্তসঙ্গস্য বিবিক্ত-পুণ্যারণ্যশরণস্যাত্মবত আত্মনি[৩] সর্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণমননসঙ্কীর্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগে-নাশূন্যসকলযামেন[৪] কালেন সমাবেশিতং সমাহিতং কার্ৎস্নেন মনস্তত্তু পুনর্মমাবুধস্যা-রান্মৃগসুতমনু পরিসুস্রাব॥ ২৯ ॥

ইত্যেবং নিগূঢ়নির্বেদো[৫] বিসৃজ্য মৃগীং মাতরং পুনর্ভগবৎক্ষেত্রমুপশমশীলমুনিগণ-দয়িতং[৬] শালগ্রামং পুলস্ত্যপুলহাশ্রমং কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগাম ॥ ৩০ ॥ তস্মিন্নপি কালং প্রতীক্ষ-মাণঃ সঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিগ্ন আত্মসহচরঃ শুষ্কপর্ণতৃণবীরুধা বর্তমানো মৃগত্বনিমিত্তাব-সানমেব গণয়ন্মৃগশরীরং তীর্থোদকক্লিন্নমুৎ-সসর্জ॥ ৩১ ॥

মৃগশিশু তাঁর পাশে পুত্রের মতো শোকাকুল হয়ে বসেছিল। তিনিও তারই দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে ছিলেন এবং তাঁর মনও সেই মৃগের প্রতিই লগ্ন হয়েছিল। এইরূপে মৃগের প্রতি আসক্ত অবস্থাতেই মৃগের সঙ্গেই তাঁর দেহত্যাগ হল। তদনন্তর মৃত্যুকালীন ভাবনা অনুসারে সাধারণ মানুষের মতোই দেহান্তরে তিনি মৃগ শরীর ধারণ করলেন। কিন্তু তাঁর সাধনা পরিপূর্ণ ছিল, তাই তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হয়নি॥ ২৭ ॥ পূর্বজন্মের ভগবদারাধনার প্রভাবে নিজের মৃগরূপ ধারণ করার কারণ বুঝতে পেরে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন॥ ২৮ ॥ হায় ! বড় দুঃখের কথা ! আমি সংযমশীল মহানুভব ব্যক্তিদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি। আমি তো শান্ত মনে সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে নির্জন পবিত্র বনে গিয়েছিলাম। সেখানে থেকে আমি সর্বভূতাত্মা বাসুদেবের নিরন্তর গুণকীর্তন শ্রবণ, মনন আর সংকীর্তন দ্বারা প্রতিমুহূর্ত তাঁর আরাধনা আর স্মরণে সফল করে তাঁকেই জীবন অর্পণ করেছিলাম এবং মনকে পূর্ণরূপে বাসুদেবে সমাহিত করেছিলাম ; আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যই এক মৃগ শাবকের প্রতি আসক্ত হয়ে আমার মন লক্ষ্যচ্যুত হল॥ ২৯ ॥

এইভাবে মৃগরূপী রাজর্ষি ভরতের মনে যে বৈরাগ্যের উদয় হল তাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে মৃগীমাতাকে ত্যাগ করলেন এবং নিজের জন্মভূমি কালঞ্জর পর্বত থেকে শান্তস্বভাব মুনিদের প্রিয় শালগ্রাম তীর্থ ভগবৎক্ষেত্রে পুলস্ত্য ও পুলহ ঋষির আশ্রমে চলে গেলেন॥ ৩০ ॥ সেখানে থেকেই তিনি কালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। আসক্তিতে তাঁর ভীষণ ভয়। শুধুমাত্র একলা থেকে শুকনো পাতা-ঘাস-খড়-কুটো ভক্ষণ করে কোনোরকমে জীবনধারণ করতে লাগলেন। তাঁর মৃগযোনিতে পতনের কারণ স্বরূপ প্রারব্ধ কবে শেষ হবে তার দিন গুণতে লাগলেন। অন্তকালে নিজের শরীরের অর্ধেক ভাগ গণ্ডকীর জলে ডুবিয়ে রেখে মৃগ শরীর ত্যাগ করলেন॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে[৭] ভরতচরিতেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে ভরতচরিতে অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

---

[১]প্রা.পা.—কলেবরং ন নু মৃতজন্মা.। [২]প্রাচীন বইয়ে 'রি' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'আ' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৪]প্রা.পা.—সকলকালেন। [৫]প্রা.পা.—নিরূঢ়নির্বেদো। [৬]প্রা.পা.—মুনিগণার্চিতং দয়িতং। [৭]প্রা.পা.—পঞ্চমে স্কন্ধে আদিভরতচরিতেঽষ্ট.

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

ভরতের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম

শ্রীশুক উবাচ

অথ কস্যচিদ্ দ্বিজবরস্যাঙ্গিরঃপ্রবরস্য শমদমতপঃস্বাধ্যায়াধ্যয়নত্যাগসন্তোষতিতিক্ষা-প্রশ্রয়বিদ্যানসূয়াত্মজ্ঞানানন্দযুক্তস্যাত্মসদৃশশ্রুত-শীলাচাররূপৌদার্যগুণা নব সোদর্যা অঙ্গজা বভূবুর্মিথুনং চ যবীয়স্যাং ভার্যায়াম্॥ ১ ॥ যস্তু তত্র পুমাংস্তং পরমভাগবতং রাজর্ষিপ্রবরং ভরতমুৎসৃষ্টমৃগশরীরং চরমশরীরেণ বিপ্রত্বং গতমাহুঃ॥ ২ ॥ তত্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভৃশ-মুদ্বিজমানো[১] ভগবতঃ কর্মবন্ধবিধ্বংসনশ্রবণস্মরণগুণবিবরণচরণারবিন্দযুগলং মনসা বিদধদাত্মনঃ প্রতিঘাতমাশঙ্কমানো ভগবদনুগ্রহেণানুস্মৃতস্বপূর্বজন্মাবলিরাত্মানমুন্মত্ত[২]জড়ান্ধ-বধিরস্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য॥ ৩ ॥

তস্যাপি হ বা আত্মজস্য[৩] বিপ্রঃ পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনা আ সমাবর্তনাৎসংস্কারান্ যথোপদেশং বিদধান উপনীতস্য চ পুনঃ শৌচাচমনাদীন্ কর্মনিয়মাননভিপ্রেতানপি সম-শিক্ষয়দনুশিষ্টেন হি ভাব্যং পিতুঃ পুত্রেণেতি॥ ৪ ॥ স চাপি তদু হ পিতৃসংনিধাবেবাসধ্রীচীনমিব স্ম করোতি ছন্দাংস্যধ্যাপয়িষ্যন্ সহ ব্যাহৃতিভিঃ সপ্রণবশিরস্ত্রিপদীং সাবিত্রীং গ্রৈষ্মবাসন্তি-কান্মাসানধীয়ানমপ্যসমবেতরূপং[৪] গ্রাহয়া-মাস॥ ৫ ॥

এবং স্বতনুজ আত্মন্যনুরাগাবেশিতচিত্তঃ শৌচাধ্যয়নব্রতনিয়মগুর্বনলশুশ্রূষণাদ্যৌপকুর্বাণ-

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্! আঙ্গিরস গোত্রে শম, দম, তপ, স্বাধ্যায়, বেদাধ্যয়ন, ত্যাগ (অতিথি প্রভৃতিকে অন্নদান), সন্তোষ, তিতিক্ষা, বিনয়, বিদ্যা (কর্মবিদ্যা) প্রভৃতি গুণযুক্ত দোষদৃষ্টিশূন্য, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন (কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আদি অভিমান শূন্য) এবং স্বধর্ম পালনে নিরত থাকার কারণে আনন্দময় সর্বগুণসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর প্রথম পত্নী হতে তাঁরই মতো সদ্‌গুণসম্পন্ন নটি সন্তান এবং দ্বিতীয় পত্নী হতে যমজ পুত্র-কন্যার জন্ম হয়॥ ১ ॥ দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র সন্তানটিই হলেন পরম ভাগবত রাজর্ষি শিরোমণি ভরত। মহাপুরুষদের মতে পূর্ববর্তী জন্মে তিনি মৃগযোনিতে ছিলেন এবং সেই দেহ ত্যাগ করে এই অন্তিম জন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করেছিলেন॥ ২ ॥ ভগবানের কৃপায় এইজন্মেও তাঁর পূর্ব-পূর্বজন্মের কথা মনে ছিল। অতএব পুনরায় যদি কোনো বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয় সেই ভয়ে তিনি লোকজন এমনকী স্বজনদের থেকেও দূরে থাকতেন। নিজেকে পাগল, মূর্খ এবং কালা-বোবার ন্যায় লোকের কাছে উপস্থাপিত করে তিনি সর্বদাই শ্রীভগবানের চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করে থাকতেন—যাঁর স্মরণ এবং গুণ-কীর্তনাদি শ্রবণের দ্বারা মানুষ ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়॥ ৩ ॥ পিতার তো তাঁর প্রতি স্নেহ ছিলই। সেইজন্য সেই ব্রাহ্মণ অপত্য স্নেহে অভিভূত হয়ে সেই জড়প্রকৃতি উন্মত্ততুল্য পুত্রের শাস্ত্র অনুযায়ী সমাবর্তন পর্যন্ত সকল সংস্কার বিধানের ইচ্ছায় তাকে উপবীত ধারণ করালেন। যদিও তিনি (ভরত) শিখতে চাইতেন না, তবু 'পিতার কর্তব্য পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া।' এই শাস্ত্রবিধি অনুসারে তিনি তাঁকে শৌচ আচমন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কর্মের শিক্ষা দিলেন॥ ৪ ॥ ভরত কিন্তু পিতার সামনেই সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করতেন। পিতা স্থির করেছিলেন, তাঁকে বর্ষাকালে বেদ পড়াতে শুরু করবেন। কিন্তু বসন্ত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই চার মাস পড়ানোর পরও ভরতকে প্রারম্ভিক প্রণব ও ব্যাহৃতিসহ ত্রিপদা গায়ত্রী ভালো করে শেখাতে পারেননি॥ ৫ ॥

---

[১]প্রাচীন বইয়ে 'ভৃশমুদ্বিজমানো' এই পাঠ বাদ গেছে। [২]প্রা.পা.—মত্তজড়বধিরস্বরূপেণ। [৩]প্রা.পা.—আত্মজস্য স বিপ্রঃ। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'কান্' এই পাঠ খণ্ডিত আছে।

ককর্মাণ্যনভিযুক্তান্যপি সমনুশিষ্টেন ভাব্যমিত্যসদাগ্রহঃ পুত্রমনুশাস্য স্বয়ং তাবদনধিগতমনোরথঃ কালেনাপ্রমত্তেন স্বয়ং গৃহ এব[১] প্রমত্ত উপসংহৃতঃ॥ ৬ ॥ অথ যবীয়সী দ্বিজসতী স্বগর্ভজাতং মিথুনং সপত্ন্যা উপন্যস্য স্বয়মনুসংস্থয়া পতিলোকমগাৎ॥ ৭ ॥

পিতর্যুপরতে ভ্রাতর এনমতৎপ্রভাববিদস্ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব পর্যবসিতমতয়ো ন পরবিদ্যায়াং জড়মতিরিতি ভ্রাতুরনুশাসননির্বন্ধান্ন্যবৃৎসন্ত[২] ॥ ৮ ॥ স চ প্রাকৃতৈর্দ্বিপদপশুভিরুন্মত্তজড়বধিরেত্যভিভাষ্যমাণো যদা তদনুরূপাণি প্রভাষতে কর্মাণি চ স কার্যমাণঃ পরেচ্ছয়া করোতি বিষ্টিতো বেতনতো বা যাচ্ঞয়া যদৃচ্ছয়া বোপসাদিতমল্পং বহুমৃষ্টং কদন্নং বাভ্যবহরতি পরং নেন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তম্। নিত্যনিবৃত্তনিমিত্তস্বসিদ্ধবিশুদ্ধানুভবানন্দস্বাত্মলাভাধিগমঃ[৩] সুখদুঃখয়োর্দ্বন্দ্বনিমিত্তয়োরসম্ভাবিতদেহাভিমানঃ॥ ৯ ॥ শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু বৃষ ইবানাবৃতাঙ্গঃ[৪] পীনঃ সংহননাঙ্গঃ স্থণ্ডিলসংবেশনানুন্মর্দনামজ্জনরজসা মহামণিরিবানভিব্যক্তব্রহ্মবর্চসঃ কুপটাবৃতকটিরুপবীতেনোরুমষিণা দ্বিজাতিরিতি ব্রহ্মবন্ধুরিতি সংজ্ঞয়াতজ্জ্ঞজনাবমতো[৫] বিচচার॥ ১০ ॥ যদা তু পরত আহারং কর্মবেতনত[৬] ঈহমানঃ স্বভ্রাতৃভিরপি কেদারকর্মণি[৭] নিরূপিতস্তদপি করোতি কিন্তু ন সমং বিষমং ন্যূনমধিকমিতি বেদ কণপিণ্যাকফলীকরণকুল্মাষস্থালীপুরীষাদীন্যপ্যমৃতবদভ্যবহরতি॥ ১১ ॥

তথাপি প্রাণস্বরূপ পুত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তাই পুত্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি 'পুত্রকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এই দুরাগ্রহবশত তাঁকে শৌচ, বেদপাঠ, ব্রত, নিয়ম, গুরুসেবা ও নিত্য-অগ্নিহোত্রাদি অগ্নিপরিচর্যা প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর আবশ্যক কর্মের শিক্ষা দিতে থাকতেন। কিন্তু পুত্রকে সুশিক্ষিত করার বাসনা পূর্ণ হয়নি। উপরন্তু তিনি নিজেও ভগবৎকর্ম থেকে সরে গিয়ে শুধুমাত্র গৃহ-কর্মেই আসক্ত ছিলেন, সদা জাগরূক কাল নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে কবলিত করল অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু হল॥ ৬ ॥ তখন তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী স্বীয় গর্ভের দুই সন্তানকে সপত্নীর হাতে সমর্পণ করে সহমৃতা হয়ে পতিলোকে গমন করলেন॥ ৭ ॥

ভরতের (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতৃগণ কর্মকাণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তাঁরা আত্মবিদ্যায় একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। সেইজন্য ভরতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না। তাঁরা তাঁকে নিরেট মূর্খ বলে মনে করতেন। সেইজন্য পিতা পরলোক গমন করলে তাঁকে পড়ানোর আগ্রহ ছেড়ে দিলেন॥ ৮ ॥ ভরতের মান-অপমানের কোনো বালাই ছিল না। যখন সাধারণ লোকেরা তাকে জড়, মূর্খ বা বধির বলে ডাকত, তখন তিনি তদনুযায়ী কথাই বলতেন। তাঁকে যে যা করতে বলত তিনি তাই করে দিতেন। কখনো বিনা বেতনে কাজ করার জন্য, কখনো মজুরিরূপে অথবা যাচিত বা অযাচিতভাবে যা কিছু অল্প বিস্তর ভালো মন্দ খাদ্য পেতেন, তাই জিহ্বার স্বাদকে উপেক্ষা করে খেয়ে নিতেন। তিনি অহেতুকভাবেই স্বয়ংসিদ্ধ, চিদানন্দরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন ; এইজন্য শীত উষ্ণ, মান-অপমান ইত্যাদি যে সব দ্বন্দ্ব থেকে সুখ দুঃখের উৎপন্ন হয় তাঁকে তা স্পর্শ করত না এবং সেকারণে তাঁর দেহাভিমানও জাগত না ॥ ৯ ॥ তিনি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বা ঝড়ের সময়ও বৃষের মতো নগ্ন দেহে পড়ে থাকতেন। তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গই পুষ্ট ও সুগঠিত ছিল। তিনি মাটিতেই পড়ে থাকতেন ; কখনো তেল বা অনুলেপনাদি মাখতেন না বা স্নানও করতেন না। ফলে শরীরে ময়লা জমে তাঁর ব্রহ্ম তেজ মৃত্তিকাচ্ছাদিত হীরের মতো আচ্ছাদিত ছিল। তিনি তাঁর কটিদেশ মলিন জীর্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে রাখতেন। তাঁর পৈতেও খুব ময়লা হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য অজ্ঞান লোকেরা তাঁকে ব্রাহ্মণ বংশে জাত, কেউ বা তাঁকে 'অধম ব্রাহ্মণ' বলে তিরস্কার করত, কিন্তু তিনি সে সব কথায়

[১]প্রা.পা.—স্বয়ং গৃহে প্রমত্ত। [২]প্রা.পা.—নির্বন্ধান্ন্যবৃৎসান্ত। [৩]প্রা.পা.—নিত্যবৃত্তিনিমিত্ত.। [৪]প্রা.পা.—ইবাপাবৃতাঙ্গঃ। [৫]প্রা.পা.—বন্ধুরিতিসংজ্ঞোঽতজ্জ্ঞ.। [৬]প্রা.পা.—বেতন ঈহমানঃ। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'র্ম' এই অংশ খণ্ডিত আছে।

অথ কদাচিৎ কশ্চিদ্ বৃষলপতির্ভদ্রকাল্যৈ[১] পুরুষপশুমালভতাপত্যকামঃ॥ ১২ ॥ তস্য হ দৈবমুক্তস্য পশোঃ পদবীং তদনুচরাঃ পরিধাবন্তো নিশি নিশীথসময়ে[২] তমসাঽঽবৃতায়ামনধিগতপশব আকস্মিকেন বিধিনা কেদারান্ বীরাসনেন মৃগবরাহাদিভ্যঃ সংরক্ষমাণমঙ্গিরঃপ্রবরসুতমপশ্যন্॥ ১৩ ॥ অথ ত এনমনবদ্যলক্ষণমবমৃশ্য ভর্তৃকর্মনিষ্পত্তিং মন্যমানা বদ্ধ্বা রশনয়া চণ্ডিকাগৃহমুপনিন্যুর্মুদা বিকসিতবদনাঃ॥ ১৪ ॥

অথ পণয়স্তং স্ববিধিনাভিষিচ্যাহতেন বাসসাঽঽচ্ছাদ্য ভূষণালেপস্রক্তিলকাদিভিরুপস্কৃতং ভুক্তবন্তং ধূপদীপমাল্যলাজকিসলয়াঙ্কুরফলোপহারোপেতয়া[৩] বৈশসসংস্থয়া মহতা গীতস্তুতিমৃদঙ্গপণবঘোষেণ চ[৪] পুরুষপশুং ভদ্রকাল্যাঃ পুরত উপবেশয়ামাসুঃ॥ ১৫ ॥ অথ বৃষলরাজপণিঃ পুরুষপশোরসৃগাসবেন দেবীং ভদ্রকালীং যক্ষ্যমাণস্তদভিমন্ত্রিতমসিমতিকরালনিশিতমুপাদদে॥ ১৬॥

ইতি তেষাং বৃষলানাং রজস্তমঃপ্রকৃতীনাং ধনমদরজউৎসিক্তমনসাং ভগবৎকলাবীরকুলং কদর্থীকৃত্যোৎপথেন স্বৈরং বিহরতাং হিংসাবিহারাণাং কর্মাতিদারুণং যদ্‌ব্রহ্মভূতস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মর্ষিসুতস্য নির্বৈরস্য সর্বভূতসুহৃদঃ সূনায়ামপ্যননুমতমালম্ভনং[৫] তদুপলভ্য ব্রহ্মতেজসাতিদুর্বিষহেণ দন্দহ্যমানেন বপুষা সহসোচ্চচাট[৬] সৈব দেবী ভদ্রকালী॥ ১৭ ॥

কর্ণপাত না করে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতেন॥ ১০ ॥ যখন ভাইরা দেখল যে জড়ভরত জীবনধারণের জন্যে অন্যদের কাছে কাজ করে তখন তারা তাঁকে খেতের আল ঠিক করার কাজে নিযুক্ত করল এবং তিনি সেইসব কাজও করে দিতেন। কিন্তু সেইসব আলের জমি সমতল কিংবা উঁচু নীচু বা ছোট বড় কোনো কিছুই তাঁর লক্ষ্যে থাকত না। তাঁর ভাইরা তাঁকে খুদ-কুঁড়ো, খোল, তুষ, পোকা-ধরা কলাই কিংবা পুড়ে যাওয়া অন্ন—যা দিত, তিনি সেইসব কিছুই অমৃত মনে করে খেয়ে নিতেন॥ ১১ ॥

একদা শূদ্রবংশীয় এক ডাকাত সর্দার সন্তান কামনায় ভদ্রকালীর কাছে নরবলি দেওয়ার মানত করেছিল॥ ১২ ॥ যে পশু (নরপশু) বলি দেবার জন্যে সে ধরেছিল, দৈবাৎ সে বন্ধনমুক্ত হয়ে পালিয়ে যায়। তার অনুচররা তাকে ধরবার জন্য চারিদিকে খুঁজতে থাকে, কিন্তু মধ্যরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে তাকে কোথাও খুঁজে পেল না। তখন দৈববশে তাদের দৃষ্টি এই আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুমারের উপর পড়ল, যিনি কেদারখণ্ডের (জমির আলের) উপর বীরাসনে বসে মৃগ-বরাহাদি থেকে ক্ষেত্র রক্ষা করছিলেন॥ ১৩ ॥ তারা (শূদ্ররাজের অনুচররা) তাঁকে (জড় ভরতকে) সুলক্ষণ যুক্ত দেখে ভাবলো এর দ্বারা আমাদের প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এই ভেবে তাদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল, আর তারা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে নিয়ে এল॥ ১৪ ॥

অনন্তর চোররা তাদের রীতি অনুযায়ী তাঁকে (ভরতকে) অভিষেক এবং স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করাল এবং নানারকম অলংকারে এবং মালা, চন্দন, তিলক ইত্যাদিতে বিভূষিত করে ভালো করে ভোজন করাল। তারপর ধূপ, দীপ, মালা, খই, পাতা, অঙ্কুর ও ফল ইত্যাদি সামগ্রীর সঙ্গে বলিদানের বিধি অনুযায়ী গান, স্তুতি আর মৃদঙ্গ, ঢোল ইত্যাদির বিকট শব্দ করতে করতে সেই পুরুষপশুরূপী ভরতকে ভদ্রকালীর সামনে মাথা নীচু করিয়ে বসিয়ে দিল॥ ১৫ ॥ এরপর দস্যুরাজের পুরোহিত সেই পুরুষপশুর রক্তে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্যে দেবীমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত এক ভয়ংকর শানিত খড়্গ তুলে নিল॥ ১৬ ॥

চোরদের চিত্ত স্বভাবতই রজঃ ও তমোগুণযুক্ত এবং ধনমদে তারা এখন আরো উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। হিংসাপূর্ণ কর্মেও তাদের স্বাভাবিক রুচি ছিল। এইসময় তো তারা

[১]প্রা.পা.—ভদ্রকাল্যৈ পশুমালভতা। [২]প্রাচীন বইয়ে 'নি' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৩]প্রা.পা.—লাজা.। [৪]প্রা.পা.—চ তং পুরুষ.। [৫]প্রা.পা.—মালমনং। [৬]প্রা.পা.—সহসোত্থাপ্যং বাঢ়ং।

[১]ভৃশমমর্ষরোষাবেশরভসবিলসিতভ্রুকুটিবিটপ-কুটিলদংষ্ট্রারুণেক্ষণাটোপাতিভয়ানকবদনাহন্তুকামেবেদং[২] মহাট্টহাসমতিসংরম্ভেণ[৩] বিমুঞ্চন্তী তত উৎপত্য পাপীয়সাং দুষ্টানাং[৪] তেনৈবাসিনা বিবৃক্ণশীর্ষ্ণাং গলাৎস্রবন্তমসৃগাসবমত্যুষ্ণং সহ গণেন নিপীয়াতিপানমদবিহ্বলোচ্চৈস্তরাং স্বপার্ষদৈঃ সহ জগৌ ননর্ত চ[৫] বিজহার চ শিরঃ-কন্দুকলীলয়া॥ ১৮ ॥ এবমেব[৬] খলু মহদভিচারাতিক্রমঃ কার্ৎস্ন্যেনাত্মনে[৭] ফলতি॥ ১৯ ॥ ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত[৮] মহদদ্ভুতং যদসম্ভ্রমঃ স্বশিরশ্ছেদন আপতিতেঽপি বিমুক্ত-দেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং[৯] সর্বসত্ত্ব-সুহৃদাত্মনাং নির্বৈরাণাং সাক্ষাদ্ভগবতা-নিমিষারিবরায়ুধেনাপ্রমত্তেন তৈস্তৈর্ভাবৈঃ[১০] পরিরক্ষ্যমাণানাং তৎপাদমূলমকুতশ্চিদ্ভয়-মুপসৃতানাং[১১] ভাগবতপরমহংসানাম্॥ ২০ ॥

ভগবানের অংশ-স্বরূপ ব্রাহ্মণ কুলজাত সাধুপুরুষকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ঘোর নরকের পথে পা বাড়াচ্ছিল। আপৎকালে হিংসা অনুমোদিত হলেও ব্রাহ্মণ বধ সর্বথা নিষিদ্ধ বলে মানা হয়, তবু এরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত, শত্রুহীন এবং সমস্ত প্রাণীজগতের বন্ধু ব্রহ্মর্ষি কুমারকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছে। এই ভয়ংকর দুষ্কর্ম দেখে ভদ্রকালীর দেহ ব্রহ্মতেজে দগ্ধ হতে লাগল আর সেই মূর্তি থেকে তিনি সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হলেন॥ ১৭ ॥ অত্যন্ত অসহন-শীলতাজাত ক্রোধের কারণে তাঁর (দেবীর) ভ্রূযুগল ভীষণ রূপ ধারণ করেছিল, করাল দংষ্ট্রা ও অরুণ লোচন প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর চেহারা ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। তাঁর সেই করাল-বদনা রূপ দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি বিশ্ব সংসারকে সংহার করবেন। তিনি ক্রোধবশত অট্টহাস্য করে এবং উৎপতিতা হয়ে সেই (চোরদের) অভিমন্ত্রিত খড়্গ দ্বারাই সেই সব পাপীদের মস্তক খণ্ডিত করলেন, আর নিজের অনুচরদের সঙ্গে সেই ছিন্নগলদেশ থেকে প্রবাহিত তপ্ত রুধির ধারা পান করে মত্ত ও বিহ্বল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে গীত ও নৃত্য করতে করতে (সেই দস্যুদের) ছিন্ন মস্তককে কন্দুক বানিয়ে খেলতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ যারা মহাপুরুষদের প্রতি অত্যাচার করে তাদের নিজেদের ওপরেই সেই দুষ্কর্ম সম্পূর্ণ প্রতিফল প্রসব করে ॥ ১৯ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! যাঁর দেহাভিমানরূপ সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেছে, যিনি সমস্ত প্রাণীজগতের সুহৃৎ এবং আত্মা, যিনি কারো প্রতি বৈরভাব রাখেন না, স্বয়ং ভগবানই ভদ্রকালী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে নিজের কালচক্ররূপী নিত্য-জাগরূক মহাস্ত্র দ্বারা যাঁকে রক্ষা করেন, যিনি ভগবানের নির্ভয় চরণকমলের শরণাগত সেই ভগবদ্ভক্ত পরমহংস যে নিজের শিরশ্ছেদনের সময়ও বিচলিত হবেন না—এটা কোনো আশ্চর্যের কথা নয়॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে জড়ভরতচরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে জড়ভরতচরিতে নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

---

[১]প্রা.পা.—নৃশংসামের্ষরোষাবেশসমুখভ্রূকুটি [২]প্রা.পা.—হন্তুকামৈবেদং। [৩]প্রা.পা.—মহাট্টহাসসংরম্ভেণ। [৪]প্রা.পা.—বৃষলানাং। [৫]প্রা.পা.—ননর্ত বিজহার চ। [৬]প্রা.পা.—এবং খলু। [৭]প্রা.পা.—নাত্মনি ফলতি। [৮]প্রা.পা.—এবং বিষ্ণুদত্ত। [৯]প্রা.পা.—দেহাধ্যাত্মভাব.। [১০]প্রা.পা.—তৈস্তৈর্ভাবৈরভিরক্ষ্যমাণানাং। [১১]প্রা.পা.—মকুতশ্চনভয়মুপ.।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

জড় ভরত এবং রহূগণ রাজার সংবাদ

শ্রীশুক উবাচ

অথ সিন্ধুসৌবীরপতে[১] রহূগণস্য ব্রজত ইক্ষুমত্যাস্তটে তৎ কুলপতিনা [২]শিবিকাবাহ-পুরুষান্বেষণসময়ে[৩] দৈবেনোপসাদিতঃ স দ্বিজবর উপলব্ধ এষ পীবা[৪] যুবা সংহননাঙ্গো গোখরবদ্ধুরং বোঢুমলমিতি পূর্ববিষ্টিগৃহীতৈঃ সহ গৃহীতঃ প্রসভমতদর্হ[৫] উবাহ শিবিকাং স মহানুভাবঃ॥ ১ ॥

যদা হি দ্বিজবরস্যেষুমাত্রাবলোকানুগতের্ন সমাহিতা পুরুষগতিস্তদা বিষমগতাং স্বশিবিকাং রহূগণ উপধার্য পুরুষানধিবহত আহ হে বোঢারঃ সাধ্বতিক্রমত কিমিতি বিষমমুহ্যতে যানমিতি॥ ২

অথ ত[৬] ঈশ্বরবচঃ সোপালম্ভমুপাকর্ণ্যোপায়-তুরীয়াচ্ছঙ্কিতমনসস্তং বিজ্ঞাপয়াম্বভূবুঃ ॥ ৩ ॥ ন বয়ং নরদেব প্রমত্তা ভবন্নিয়মানুপথাঃ সাধ্বেব বহামঃ। অয়মধুনৈব নিযুক্তোঽপি ন দ্রুতং ব্রজতি নানেন সহ বোঢুমু[৭] হ বয়ং পারয়াম ইতি॥ ৪ ॥

সাংসর্গিকো দোষ এব নূনমেকস্যাপি সর্বেষাং সাংসর্গিকাণাং[৮] ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চিত্য[৯] নিশম্য কৃপণবচো রাজা রহূগণ উপাসিতবৃদ্ধোঽপি নিসর্গেণ বলাৎকৃত ঈষদুত্থিতমন্যুরবিস্পষ্টব্রহ্মতেজসং জাতবেদসমিব রজসাঽঽবৃতমতিরাহ॥ ৫ ॥

অহো কষ্টং ভ্রাতর্ব্যক্তমুরু পরিশ্রান্তো

শুকদেব বললেন—হে রাজন্! একদা সিন্ধু সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ পালকি করে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি ইক্ষুমতী নদীর তীরে পৌঁছালেন তখন তাঁর পালকি-বাহক সর্দারের একজন বাহকের প্রয়োজন হল। বাহকের খোঁজ করার সময় দৈববশে এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে দেখে বাহক সর্দারের মনে হল যে, এ বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, যুবক আর শক্তিশালী। এ তো গাধা বা গোরুর মতো বোঝা বহন করতে পারবে। এই ভেবে সে তাঁকে জোর করে ধরে আনা অন্য বাহকদের সঙ্গে পালকি বহনের কাজে লাগিয়ে দিল। মহাত্মা ভরত যদিও এ সব কাজের একেবারেই অনুপযুক্ত তথাপি নির্বিবাদে পালকি বহন করতে লাগলেন॥ ১ ॥ সেই দ্বিজবর পায়ের তলায় যাতে কোনো প্রাণীর মৃত্যু না হয় এইভেবে অগ্রভাগের এক বাণ পরিমিত ভূমি সর্বদাই দেখে পা রাখছিলেন ; সেইজন্য অন্য বাহকদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছিলেন না ; তাই পালকি বিষমভাবে যাচ্ছিল। তখন রাজা রহূগণ বাহকদের বললেন—ওহে বাহকরা! তোমরা ঠিক করে পালকি নিয়ে চলো এইরকম অসমানভাবে পালকি বহন করছ কেন?

তখন বাহকেরা প্রভুর এই ভর্ৎসনা শুনে দণ্ডের ভয়ে ভীত হয়ে রাজাকে নিবেদন করল॥ ৩ ॥ মহারাজ, আমরা অসাবধান হইনি, আমরা ঠিকভাবেই পালকি বহন করছি। কিন্তু যে নতুন বাহককে ক্ষণিক পূর্বেই কাজে লাগানো হয়েছে সে দ্রুত চলতে পারছে না। আমরা এর সঙ্গে পালকি বহন করতে পারছি না॥ ৪ ॥ বাহকদের এই কাতরোক্তি শুনে রাজা ভাবলেন সংসর্গহেতু একজনের দোষে অপর সকলেও দোষী হয়ে যায়। সুতরাং এখনই যদি প্রতিকার না করা হয়, তাহলে সব বাহকই ধীরে ধীরে নিজেদের অভ্যাস নষ্ট করে ফেলবে। এই মনে করে রাজা রহূগণ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হলেন। যদিও তিনি মহাপুরুষদের সেবা করেছেন তথাপি ক্ষত্রিয়ের স্বভাব অনুযায়ী রজোগুণ তাঁর চিত্তকে বশীভূত করল আর তিনি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যাঁর ব্রহ্মতেজ ভস্মাচ্ছাদিত

[১]প্রা.পা.—সিন্ধুপতে। [২]প্রা.পা.—শিবিকাবাহক.। [৩]প্রা.পা.—পুরুষান্বেষসময়ে। [৪]প্রা.পা.—যাবান্ সংহননাঙ্গো। [৫]প্রা.পা.—মতদর্হণ.। [৬]প্রা.পা.—অথ ঈশ্বরবচঃ। [৭]প্রা.পা.—বোঢুং বয়ং। [৮]প্রা.পা.—সংসর্গিণাং। [৯]প্রা.পা.—ভবিতুমর্হতীতি নিশম্য।

দীর্ঘমধ্বানমেক[১] এব উহিবান্ সুচিরং নাতিপীবা ন সংহননাঙ্গো জরসা চোপদ্রুতো[২] ভবান্ সখে নো এবাপর এতে সঙ্ঘট্টিন ইতি বহু বিপ্রলব্ধোঽপ্যবিদ্যয়া রচিতদ্রব্যগুণকর্মাশয়-স্বচরমকলেবরেঽবস্তুনি[৩] সংস্থানবিশেষেঽহং-মমেত্যনধ্যারোপিতমিথ্যাপ্রত্যয়ো ব্রহ্মভূতস্তূষ্ণীং শিবিকাং পূর্ববদুবাহ॥ ৬ ॥

অথ পুনঃ স্বশিবিকায়াং বিষমগতায়াং প্রকুপিত উবাচ রহূগণঃ কিমিদমরে ত্বং জীবন্মৃতো মাং কদর্থীকৃত্য ভর্তৃশাসনমতিচরসি প্রমত্তস্য চ তে করোমি চিকিৎসাং[৪] দণ্ডপাণিরিব জনতায়া যথা প্রকৃতিং স্বাং ভজিষ্যস ইতি॥ ৭ ॥

এবং বহ্ববদ্ধমপি[৫] ভাষমাণং নরদেবাভিমানং রজসা তমসানুবিদ্ধেন[৬] মদেন তিরস্কৃতাশেষ-ভগবৎপ্রিয়নিকেতং পণ্ডিতমানিনং স ভগবান্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ সর্বভূতসুহৃদাত্মা যোগেশ্বর-চর্যায়াং নাতিব্যুৎপন্নমতিং স্ময়মান ইব বিগতস্ময় ইদমাহ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ

ত্বয়োদিতং ব্যক্তমবিপ্রলব্ধং
ভর্তুঃ স মে স্যাদ্যদি বীর ভারঃ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা
পীবেতি রাশৌ ন বিদাং প্রবাদঃ॥ ৯

অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁকে এইভাবে ব্যঙ্গপূর্ণ বচনে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন—॥ ৫ ॥ আরে ভাই! বড়ই দুঃখের কথা, তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। বুঝতেই পারা যাচ্ছে, তোমার সঙ্গীরা তোমাকে ক্ষণমাত্রও সাহায্য করেনি। তুমি অনেকক্ষণ একাকী এই পালকী বহন করে অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছ। তোমার শরীরও বিশেষ স্থূল নয় কিংবা শক্ত সমর্থ নয় ; আর জরাও তোমাকে বশীভূত করেছে। এইভাবে (বিপরীত লক্ষণ দ্বারা) তাকে নানা প্রকার কটুবাক্য শোনানোর পরও তিনি (ভরত) পালকি বহন করতে লাগলেন। তিনি এতে কিছুই মনে করলেন না ; কারণ তাঁর দৃষ্টিতে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় আর অন্তঃকরণাদির সম্মিলিত রূপ এই নিজের অন্তিম শরীর অবিদ্যার মতো মিথ্যা মনে হত। বিভিন্ন অঙ্গাদিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আসলে অস্তিত্বহীন। ফলে দেহে 'আমি-আমার' বোধ একেবারেই ছিল না, তিনি ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত ছিলেন॥ ৬ ॥ কিন্তু পালকি এখনো ঠিকভাবে যাচ্ছে না দেখে রহূগণ রেগে আগুন হয়ে বলতে লাগলেন, আরে! তুই কি জীবন্মৃত! তুই আমার আজ্ঞা পালন করছিস না। মনে হচ্ছে তুই পাগল। দণ্ডপাণি যমরাজ যেমন জন সমুদায়কে তাদের অপরাধের জন্যে শাস্তি দেন, তেমনি আমি তোর অপরাধের চিকিৎসা করে দিচ্ছি। তখন তোর হুঁশ হবে আর ঠিক করে চলবি॥ ৭ ॥

রহূগণ রাজা হওয়ার জন্যে অহংকারী ছিলেন বলে এইভাবে কটুবাক্য বলে ভরতকে তিরস্কার করলেন। তিনি নিজেকে বড় পণ্ডিত বলে মনে করতেন, অতএব রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত হয়ে তিনি ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র ও প্রিয়ভক্ত ভরতকে অবমাননা করে বসলেন। যোগেশ্বর কোটির মহাপুরুষগণের আচরণাদি সম্পর্কে তাঁর তো কোনো ধারণাই ছিল না। রাজার এই রকম স্থূলবুদ্ধি দেখে ভরত—যিনি সমস্ত প্রাণীর বন্ধু, আত্মা ও পরব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণ-দেবতা—হাসলেন আর কোনোরকম অভিমান প্রকাশ না করে বললেন॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণ (জড় ভরত) বললেন—হে রাজন্! আপনি যে সমস্ত কথা বললেন সবই সত্যি, সে সম্বন্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। যদি ভার বলে কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা বাহকদের জন্যেই, যদি কোনো রাস্তা থাকে তো সেটা যারা চলে-ফিরে বেড়ায় তাদের জন্যে। স্থূল এই কথাও শরীর সম্বন্ধেই বলা হয়, কিন্তু চৈতন্য বা আত্মার

[১]প্রাচীন বইয়ে 'নমেক এব' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [২]প্রা.পা.—জরসা দ্রুতো ভবান্ সুখিনো যে বাপর। [৩]প্রা.পা.—কর্মাতিশয়.। [৪]প্রা.পা.—চিকিৎসাং তব দণ্ড.। [৫]প্রা.পা.—মভিভাষমাণং। [৬]প্রা.পা.—তমসানুবৃদ্ধেন।

স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ[১]
ক্ষুত্তৃড়্ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।
নিদ্রা রতির্মন্যুরহংমদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি॥ ১০
জীবন্মৃতত্বং নিয়মেন রাজন্
আদ্যন্তবদ্যদ্বিকৃতস্য দৃষ্টম্।
স্বস্বাম্যভাবো ধ্রুব ঈড্য যত্র
তর্হ্যুচ্যতেঽসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ॥ ১১
বিশেষবুদ্ধের্বিবরং মনাক্ চ
পশ্যাম যন্ন ব্যবহারতোঽন্যৎ।
ক ঈশ্বরস্তত্র কিমীশিতব্যং
তথাপি রাজন্ করবাম কিং তে॥ ১২
উন্মত্তমত্তজড়বৎস্বসংস্থাং[২]
গতস্য মে বীর চিকিৎসিতেন।
অর্থঃ[৩] কিয়ান্ ভবতা শিক্ষিতেন
স্তব্ধপ্রমত্তস্য চ পিষ্টপেষঃ॥ ১৩

শ্রীশুক উবাচ

এতাবদনুবাদপরিভাষয়া প্রত্যুদীর্য মুনিবর[৪] উপশমশীল উপরতানাত্মনিমিত্ত উপভোগেন[৫] কর্মারব্ধং ব্যপনয়ন্ রাজযানমপি তথোবাহ ॥ ১৪ ॥ স চাপি পাণ্ডবেয় সিন্ধুসৌবীরপতিস্তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াং সম্যক্শ্রদ্ধয়াধিকৃতাধিকারস্তদ্ধৃদয়গ্রন্থিমোচনং দ্বিজবচ আশ্রুত্য বহুযোগগ্রন্থসম্মতং ত্বরয়াবরুহ্য শিরসা পাদমূলমুপসৃতঃ ক্ষমাপয়ন্ বিগতনৃপদেবস্ময় উবাচ ॥ ১৫ ॥

কস্ত্বং নিগূঢ়শ্চরসি দ্বিজানাং
বিভর্ষি সূত্রং কতমোঽবধূতঃ।
কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ
ক্ষেমায় নশ্চেদসি নোত[৬] শুক্লঃ॥ ১৬

সম্বন্ধে বলা যায় না। সুতরাং আপনি জ্ঞানীজনোচিত কথা বললেন না॥ ৯ ॥ দেহাভিমান নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরই মধ্যে—স্থূলতা, কৃশতা, দৈহিক ব্যাধি, মানসিক কষ্ট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কলহ, ইচ্ছা, নিদ্রা, প্রেম, ক্রোধ, জরা, শোক অথবা অহংকার থাকে—আমার মধ্যে ওই সকলের লেশমাত্র নেই॥ ১০ ॥ হে রাজন্! আপনি জন্ম-মৃত্যুর কথা বললেন—যতরকম বিকারী অর্থাৎ পরিণামশীল পদার্থ আছে তাদের মধ্যে এই দুই ভাব দেখা যায় এবং সব বিকার যুক্ত বস্তুরই আদি ও অন্ত হয়। হে যশস্বিন্! যেখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ আছে সেখানে আজ্ঞাপালনের নিয়ম প্রবর্তিত হতে পারে ॥ ১১ ॥ 'আপনি রাজা আর আমি প্রজা' এই ভেদবুদ্ধির একমাত্র লৌকিক ব্যবহার ব্যতীত আর কোনো প্রয়োজন নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখলে কে প্রভু আর কে-ই বা ভৃত্য ? তবুও হে রাজন্ ! যদি আপনার মধ্যে প্রভুত্বের অহংকার থেকে থাকে তো বলুন আমি আপনার কী সেবা করবো ॥ ১২ ॥ হে বীর ! আমি মত্ত, উন্মত্ত ও জড়ের মতোই নিজ স্থিতিতে থাকি। আমার চিকিৎসা বিধান করে আপনার কী লাভ হবে ? আর যদি আমি সত্যিই জড় এবং উন্মত্ত হই তাহলেও আমায় শিক্ষা দেওয়া, পিষ্ট দ্রব্যকে পুনরায় পেষণ করার তুল্য হবে॥ ১৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! মুনিবর জড়ভরত রাজাকে এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে তাঁর কথার উত্তর দিলেন, তারপর মৌন হয়ে থাকলেন। তাঁর দেহাত্মবুদ্ধিজাত অজ্ঞান দূর হয়েছিল, তাই তিনি পরম শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং কেবলমাত্র ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় করার জন্য আবার আগের মতোই পালকিকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে চলতে লাগলেন॥ ১৪ ॥ সিন্ধুসৌবীরাধিপতি রহূগণ শ্রদ্ধালু ছিলেন, তাই তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসা করবার অধিকার ছিল। তিনি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠের, হৃদয়গ্রন্থিছিন্নকারী বহুযোগ গ্রন্থসম্মত বাক্য শুনে তৎক্ষণাৎ পালকি থেকে নেমে পড়লেন। তাঁর রাজ-অহংকার দূর হয়ে গেল, তিনি ভরতের চরণে মাথা রেখে তাঁর অপরাধ ক্ষমা করবার জন্যে এইভাবে প্রার্থনা করলেন॥ ১৫ ॥ হে দেব, আপনি ব্রাহ্মণের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করে আছেন। আত্মপরিচয় গোপন করে এভাবে বিচরণকারী আপনি কে ? আপনি কি দত্তাত্রেয় প্রমুখ অবধূতদের মধ্যে কোনো একজন ? আপনি কার পুত্র, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন আর এখানেই বা

[১]প্রাচীন বইয়ে 'আধয়শ্চ' এটি নেই। [২]প্রা.পা.—জড়বৎস্বসংস্থঃ। [৩]প্রা.পা.—অথ কিয়ান্ভবতা।
[৪]প্রা.পা.—স মুনিবরঃ। [৫]প্রা.পা.—নিমিত্তমুপভোগেন। [৬]প্রা.পা.—নোঽত্র।

নাহং বিশঙ্কে সুররাজবজ্রা-
ন্ন ত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রা-
চ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ।। ১৭
তদ্ ব্রূহ্যসঙ্গো জড়বন্নিগূঢ়-
বিজ্ঞানবীর্যো বিচরস্যপারঃ[১]।
বচাংসি যোগগ্রথিতানি সাধো
ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্।। ১৮
অহং চ যোগেশ্বরমাত্মতত্ত্ব-
বিদাং মুনীনাং পরমং গুরুং বৈ।
প্রষ্টুং প্রবৃত্তঃ কিমিহারণং তৎ
সাক্ষাদ্ধরিং জ্ঞানকলাবতীর্ণম্।। ১৯
স[২] বৈ ভবাল্লোঁকনিরীক্ষণার্থ-
মব্যক্তলিঙ্গো বিচরত্যপিস্বিৎ।
যোগেশ্বরাণাং গতিমন্ধবুদ্ধিঃ
কথং বিচক্ষীত গৃহানুবন্ধঃ।। ২০
দৃষ্টঃ শ্রমঃ কর্মত আত্মনো বৈ
ভর্তুর্গন্তুর্ভবতশ্চানুমন্যে[৩]।
যথাসতোদানয়নাদ্যভাবাৎ
সমূল ইষ্টো ব্যবহারমার্গঃ।। ২১
স্থাল্যগ্নিতাপাৎপয়সোঽভিতাপ-
স্তত্তাপতস্তণ্ডুলগর্ভরন্ধিঃ।
দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ
তৎসংসৃতিঃ পুরুষস্যানুরোধাৎ।। ২২
শাস্তাভিগোপ্তা নৃপতিঃ প্রজানাং
যঃ কিঙ্করো বৈ ন পিনষ্টি পিষ্টম্।
স্বধর্মমারাধনমচ্যুতস্য
যদীহমানো বিজহাত্যঘৌঘম্।। ২৩
তন্মে ভবান্নরদেবাভিমান-
মদেন তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য।

কেন এসেছেন ? যদি আপনি আমার মঙ্গল সাধন করার জন্য এসে থাকেন, তবে কি আপনি সাক্ষাৎ সত্ত্বমূর্তি ভগবান কপিলমুনি ? ॥ ১৬ ॥ আমি ইন্দ্রের বজ্রকে বা মহাদেবের ত্রিশূলকে ভয় পাই না আর যমরাজের দণ্ডকেও ভয় করি না। অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু আর কুবেরের অস্ত্র-শস্ত্রকেও ভয় করি না ; কিন্তু ব্রাহ্মণদের অপমানেই আমার ভীষণ ভয় হয়॥ ১৭ ॥ অতএব দয়া করে বলুন, এভাবে বিজ্ঞান আর শক্তিকে গুপ্ত রেখে বাইরে নিজেকে মূর্খের মতো দেখিয়ে বিচরণকারী, আপনি কে ? বিষয়ে তো আপনার কোনো আসক্তি নেই বলেই মনে হচ্ছে। আপনার মহিমার কোনো অন্ত নেই। হে মুনিবর ! আপনার যোগযুক্ত বাক্য চিন্তা-ভাবনা করেও আমার সন্দেহ দূর হচ্ছে না॥ ১৮ ॥ যোগেশ্বর, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, মুনিদের পরমগুরু, সাক্ষাৎ শ্রীহরির জ্ঞানশক্তিতে অবতীর্ণ ভগবান কপিলদেবের কাছে আমি এইকথা জিজ্ঞাসা করতে চলেছি যে, এই সংসারের একমাত্র শরণযোগ্য পদার্থ কী বা কে ? ॥ ১৯ ॥ আপনিই কি সেই কপিলমুনি, যিনি স্বচক্ষে লোকের দুর্দশা অবলোকন করার মানসে পরিচয় গোপন করে বিচরণ করছেন ? সংসারে আসক্ত বিবেকহীন পুরুষরা যোগেশ্বরের তত্ত্ব কী করে বুঝবে ? ॥ ২০ ॥

আমি যুদ্ধাদি কর্মে ক্লান্তি অনুভব করেছি, তাই আমার অনুমান, ভারবহন ও এতদূর চলার জন্যে আপনারও পরিশ্রম হয়েছে। আমি তো সংসারের প্রপঞ্চ মার্গকেই সত্যি বলে মনে করি, কারণ কাল্পনিক কলসে জল আনা সম্ভব নয়॥ ২১ ॥ (দেহাদির ধর্ম আত্মার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না এটাও তো সত্য নয়) চুল্লীর উপরে রাখা পাত্র যখন অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়, তখন ওই পাত্রস্থ জলও উত্তপ্ত হয়, আবার ওই জলের মধ্যস্থিত তণ্ডুলও তাপে সিদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক এই রকম একের ধর্মের অন্যে অনুবর্তনক্রমে আত্মার উপাধিভূত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ আর মনের সান্নিধ্যহেতু আত্মারও এই উপাধিগুলির ধর্ম পরিশ্রমাদি হয় বলে মনে করি॥ ২২ ॥ আপনি দণ্ডপ্রদানের ব্যর্থতা সম্বন্ধে বললেন ; কিন্তু রাজা তো প্রজাদের শাসন আর পালন করবার জন্যে নিযুক্ত হয়ে তাদেরই দাসত্ব করছে। সুতরাং রাজার কাউকে শাস্তি প্রদান করা তো পিষ্টকে পেষণ করার মতো নয় ; কারণ নিজ ধর্ম পালন করা হল ভগবানেরই সেবা। এরূপ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির সমস্ত পাপ নষ্ট

[১]প্রাচীন বইয়ে 'বিচরস্যপারঃ............' থেকে শুরু করে 'সাক্ষাদ্ধরি' এই পর্যন্ত অংশ খণ্ডিত আছে। [২]প্রাচীন বইয়ে 'স বৈ' এই পাঠ বাদ গেছে। [৩]প্রা.পা.—ভর্তুর্গুর্বোর্ভবত.।

কৃষীষ্ট মৈত্রীদৃশমার্তবন্ধো
যথা তরে সদবধ্যানমংহঃ॥ ২৪

হয়॥ ২৩ ॥

হে দীনবন্ধু ! রাজত্বের অহংকারে উন্মত্ত হয়ে আমি আপনার মতো পরম সাধুর অবমাননা করেছি। এখন আপনি আমার প্রতি এমন কৃপা দৃষ্টিপাত করুন যাতে আমি সাধু-অপমানের মতো ঘোর পাপ থেকে মুক্তি পাই॥ ২৪ ॥

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য
সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি।
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি[১] মাদৃঙ্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥ ২৫

আপনি দেহাভিমানশূন্য এবং বিশ্ববন্ধু শ্রীহরির পরমভক্ত। সকলের প্রতি আপনার সমদৃষ্টি থাকায় এই অপমান আপনাকে বিচলিত করেনি। কিন্তু শূলপাণি মহাদেবের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েও আমি যদি আপনার মতো মহাপুরুষকে অপমান করি সেই অপরাধে অচিরকালের মধ্যেই আমার বিনাশ হতে পারে॥ ২৫ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ[২]॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

———o———

অথ একাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

রাজা রহূগণের প্রতি ভরতমুনির উপদেশ

ব্রাহ্মণ উবাচ

অকোবিদঃ কোবিদবাদবাদান্
বদস্যথো নাতিবিদাং[৩] বরিষ্ঠঃ।
ন সূরয়ো হি ব্যবহারমেনং[৪]
তত্ত্বাবমর্শেন সহামনন্তি॥ ১
তথৈব রাজন্নুরুগার্হমেধ-
বিতানবিদ্যোরুবিজৃম্ভিতেষু।
ন বেদবাদেষু হি তত্ত্ববাদঃ
প্রায়েণ শুদ্ধো নু চকাস্তি সাধুঃ॥ ২
ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্
বরীয়সীরপি[৫] বাচঃ সমাসন্।
স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং
ন যস্য হেয়ানুমিতং স্বয়ং স্যাৎ॥ ৩
যাবন্মনো রজসা পুরুষস্য

জড়ভরত বললেন—হে রাজন্ ! আপনি অজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিতের মতো বাদ-বিবাদ করছেন ! এইজন্যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মধ্যে গণনা করা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষরা লৌকিক ব্যবহার, প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ ইত্যাদিকে তত্ত্ব-বিচার কালে সত্য মনে করেন না॥ ১ ॥ লৌকিক ব্যবহারের মতোই বৈদিক ব্যবহারও সত্য নয়, কারণ যে সকল কর্মকাণ্ড বেদে উল্লিখিত আছে সেগুলির অধিকাংশই গৃহস্থের যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয়েই বলা হয়েছে, রাগ-দ্বেষশূন্য বিশুদ্ধ তত্ত্ববাদ সম্বন্ধে সেখানে বিশেষ কিছু বলা নেই ॥ ২ ॥ যে গৃহস্থরা ওই সকল কাম্য কর্মকাণ্ড থেকে প্রাপ্ত স্বর্গ সুখকে স্বপ্নের মতো হেয় মনে করেন না, তাদের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্যে উপনিষদও সমর্থ নয়॥ ৩ ॥ যতক্ষণ মানুষের মন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত থাকে, ততক্ষণ সেইমন তাকে দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রতিরুদ্ধভাবে ভালো-মন্দ কাজ করাতেই থাকে॥ ৪ ॥ এই মন বাসনাময়, বিষয়াসক্ত, গুণের দ্বারা চালিত,

[১]প্রা.পা.—সুকৃতাদ্ধি। [২]প্রা.পা.—জড়চরিতে দশমো.। [৩]প্রা.পা.—নাম্বিদাং বরিষ্ঠঃ। [৪]প্রা.পা.—ব্যবহারমেতং। [৫]প্রা.পা.—গরীয়সীরপি।

সত্ত্বেন বা তমসা বানুরুদ্ধম্।
চেতোভিরাকৃতিভিরাতনোতি
নিরঙ্কুশং কুশলং চেতরং বা॥ ৪
স বাসনাত্মা বিষয়োপরক্তো
গুণপ্রবাহো বিকৃতঃ ষোড়শাত্মা।
বিভ্রৎ পৃথঙ্‌নামভিরূপভেদ-
মন্তর্বহিষ্ট্বং চ পুরৈস্তনোতি॥ ৫
দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তং চ তীব্রং
কালোপপন্নং ফলমাব্যনক্তি।
আলিঙ্গ্য মায়ারচিতান্তরাত্মা
স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ॥ ৬
তাবানয়ং ব্যবহারঃ[১] সদাবিঃ
ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ।
তস্মান্মনো লিঙ্গমদো বদন্তি
গুণাগুণত্বস্য[২] পরাবরস্য॥ ৭
গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ
ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ।
যথা প্রদীপো ঘৃতবর্তিমশ্নন্
শিখাঃ সধূমা ভজতি হ্যন্যদা[৩] স্বম্।
পদং তথা গুণকর্মানুবদ্ধং[৪]
বৃত্তীর্মনঃ শ্রয়তেঽন্যত্র তত্ত্বম্॥ ৮
একাদশাসন্মনসো[৫] হি বৃত্তয়
আকৃতয়ঃ পঞ্চ ধিয়োঽভিমানঃ[৬]।
মাত্রাণি কর্মাণি পুরং চ তাসাং
বদন্তি হৈকাদশ বীর[৭] ভূমীঃ॥ ৯
গন্ধাকৃতিস্পর্শরসশ্রবাংসি
বিসর্গরত্যর্ত্যভিজল্পশিল্পাঃ।
একাদশং স্বীকরণং মমেতি
শয্যামহং দ্বাদশমেক আহুঃ॥ ১০
দ্রব্যস্বভাবাশয়কর্মকালৈ-
রেকাদশামী মনসো বিকারাঃ।
সহস্রশঃ শতশঃ কোটিশশ্চ

বিকারযুক্ত এবং পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটির মধ্যে মুখ্য। এই মনই পৃথক পৃথক নামে দেবতা আর মানুষের রূপ ধারণ করে এবং সেই সেই দেহের ভেদবশতই জীবের উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা প্রকাশ পায়॥ ৫ ॥ এই মায়াময় মন সংসারচক্রে ছলনার সৃষ্টি করে। এই মন দেহের অভিমানী জীবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে কালক্রমে প্রাপ্তব্য সুখ-দুঃখ এবং তদতিরিক্ত মোহরূপ অবশ্যম্ভাবী ফলের প্রকাশ ঘটায়॥ ৬ ॥ যতক্ষণ এই মন থাকে ততক্ষণই জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থার ব্যবহারিক প্রকাশ দ্রষ্টা জীবের দর্শনের (অনুভবের) বিষয়রূপে বর্তমান থাকে। এইজন্যে পণ্ডিতরা মনকেই ত্রিগুণময় নিকৃষ্ট সংসার আর গুণাতীত উৎকৃষ্ট মোক্ষের কারণ বলে মনে করেন॥ ৭ ॥ বিষয়াসক্ত মন মানুষকে সংসার পাকে নিক্ষেপ করে, আবার (সেই মন) বিষয়ে নির্লিপ্ত হলে মানুষকে শান্তিময় মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়। যেমন ঘৃতলিপ্ত সলতে প্রদীপের আগুনে দগ্ধ হলে ধূমযুক্ত শিখা দেখা যায়, আর যখন ঘি শেষ হয়ে যায় তখন নিজের কারণ অগ্নিতত্ত্বেই লীন হয়ে যায়—ঠিক তেমনই বিষয় আর কর্মে আসক্ত মন নানাপ্রকার বৃত্তি আশ্রয় করে, আর এই সব আসক্তি ত্যাগ করলে নিজ-তত্ত্বে লীন হয়ে যায়॥ ৮ ॥

হে বীর ! পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর অহংকার—মনের এই একাদশ বৃত্তি আছে এবং পাঁচ প্রকারের কর্ম, পঞ্চতন্মাত্র ও শরীর এই এগারোটিকে এদের আধার বলা হয়ে থাকে॥ ৯ ॥ গন্ধ, রূপ, স্পর্শ, রস আর শব্দ—এই পাঁচটি (যথাক্রমে—নাসিকা, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা ও কর্ণ) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় ; মলত্যাগ, সম্ভোগ, গমন, কথন আর গ্রহণাদি এই পাঁচটি (যথাক্রমে—পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্ ও পাদ) কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং 'এটা আমার' এরূপ ভাব হল অহংকারের বিষয়। কেউ আবার অহংকারকে মনের দ্বাদশ বৃত্তি আর তার আশ্রয় দেহকে দ্বাদশ বিষয় বলে মনে করেন॥ ১০ ॥ মনের এই একাদশ বৃত্তি, দ্রব্য (বিষয়), স্বভাব, সংস্কার, কর্ম ও কালের দ্বারা শত সহস্র বা কোটি কোটি ভেদে পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার সত্তাতে এদের সত্তা, স্বাধীনভাবে অথবা পরস্পরের মিলনে নয়॥ ১১ ॥

এই রকম হওয়া সত্ত্বেও মনের সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের কোনো

[১]প্রা.পা.—ব্যবহারো যঃ সদাশিবঃ। [২]প্রা.পা.—গুণাগুণত্বঞ্চ। [৩]প্রা.পা.—ভজতি হ্যন্যথা। [৪]প্রা.পা.—কর্মানুবন্ধে মূর্তীর্মনঃ। [৫]প্রা.পা.—মনসস্তু বৃত্তয়ঃ। [৬]প্রা.পা.—ধিয়োঽভিমানাঃ। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'বীর' এই পাঠ খণ্ডিত আছে।

ক্ষেত্রজ্ঞতো ন মিথো ন স্বতঃ স্যুঃ॥ ১১

ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্তুঃ॥ ১২

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সাক্ষাৎস্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াঽঽত্মন্যবধীয়মানঃ॥ ১৩

যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানা-
মাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ॥ ১৪

ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র
বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।
বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্‌সপত্নো
বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ॥ ১৫

ন যাবদেতন্মন আত্মলিঙ্গং
সংসারতাপাবপনং জনস্য।
যচ্ছোকমোহাময়রাগলোভ-
বৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে॥ ১৬

ভ্রাতৃব্যমেনং তদদভ্রবীর্য-
মুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ[১]।
গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো
জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্॥ ১৭

সম্বন্ধ নেই। এ তো জীবের মায়া রচিত একটি উপাধি। সংসারের কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এই মন প্রায়শ অবিশুদ্ধ কর্মেই লিপ্ত থাকে। এর পূর্বোক্ত বৃত্তিগুলি প্রবাহরূপে নিত্যই বর্তমান, জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় তারা প্রকাশিত থাকে এবং সুষুপ্তিকালে লুক্কায়িত হয়। উভয় অবস্থাতেই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিন্ময় মনের আত্মা সকল বৃত্তিকে সাক্ষীরূপে দেখতে থাকেন॥ ১২ ॥

এই ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপক, জগতের আদিকারণ, পরিপূর্ণ, অপরোক্ষ, স্বয়ং প্রকাশ, জন্মাদিশূন্য, ব্রহ্মাদিরও প্রভু এবং নিজের অধীন মায়ার দ্বারা সকলের অন্তঃকরণে উপস্থিত থেকে জীবের পরিচালক ও সমস্ত চরাচরের আশ্রয়স্থল ভগবান বাসুদেব॥ ১৩ ॥ যেমন বায়ু স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল প্রাণীর মধ্যে প্রাণ রূপে অবস্থিত হয়ে তাদের প্রেরিত করে, সেইরূপই ভগবান বাসুদেব সর্বসাক্ষী আত্মস্বরূপে এই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন॥ ১৪ ॥ হে রাজন্! যতক্ষণ না মানুষ জ্ঞানের দ্বারা এই মায়াকে দূর করে, সব কিছুর উপর থেকে আসক্তি না ছাড়ে এবং কাম ক্রোধ ইত্যাদি ছয় রিপুকে জয় করে আত্ম তত্ত্বের জ্ঞান লাভ না করে এবং আত্মার উপাধিরূপ এই মনকে সংসারের দুঃখ ও তাপের ক্ষেত্র বলে নিশ্চয় না করে, ততকাল সে এই লোকেই বিচরণ করতে থাকে ; কারণ এই মন তার রোগ, শোক, মোহ, লোভ, রাগ লোভ ও বৈরিভাব ইত্যাদির সংস্কার ও মমতার বৃদ্ধি ঘটায়॥ ১৫-১৬ ॥ এই মনই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রু। তুমি এ বিষয়টি উপেক্ষা করেছ, তাই এর শক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। যদিও ওই মন সর্বদা স্বয়ং মিথ্যাস্বরূপ, তথাপি এ তোমার আত্মস্বরূপকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। অতএব তুমি সাবধান হয়ে গুরু ও শ্রীহরির চরণের পূজারূপী অস্ত্রের দ্বারা এই শত্রুকে বিনাশ করো॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণরহূগণসংবাদে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে
ব্রাহ্মণরহূগণসংবাদে একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

---

[১]প্রা.পা.—ধিতমপ্রবৃত্তঃ।

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

ভরতমুনি কর্তৃক রহূগণের প্রশ্নের সমাধান

রহূগণ[1]উবাচ

নমো নমঃ কারণবিগ্রহায়
স্বরূপতুচ্ছীকৃতবিগ্রহায়।
নমোঽবধূত দ্বিজবন্ধুলিঙ্গ-
নিগূঢ়নিত্যানুভবায় তুভ্যম্॥ ১

জ্বরাময়ার্তস্য যথাগদং সৎ
নিদাঘদগ্ধস্য যথা হিমাম্ভঃ।
কুদেহমানাহিবিদষ্টদৃষ্টে-
র্ব্রহ্মন্ বচস্তেঽমৃতমৌষধং মে॥ ২

তস্মাদ্ভবন্তং মম সংশয়ার্থং
প্রক্ষ্যামি পশ্চাদধুনা সুবোধম্।
অধ্যাত্মযোগগ্রথিতং তবোক্ত-
মাখ্যাহি কৌতূহলচেতসো মে॥ ৩

যদাহ যোগেশ্বর দৃশ্যমানং
ক্রিয়াফলং সদ্ব্যবহারমূলম্।
ন হ্যঞ্জসা তত্ত্ববিমর্শনায়
ভবানমুষ্মিন্ ভ্রমতে মনো মে॥ ৪

ব্রাহ্মণ উবাচ

অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাং
যঃ পার্থিবঃ[2] পার্থিব কস্য হেতোঃ।
তস্যাপি চাঙ্ঘ্র্যোরধি গুল্ফজঙ্ঘা-
জানূরুমধ্যোরশিরোধরাংসাঃ॥ ৫

অংসেঽধি দার্বী শিবিকা চ[3] যস্যাং
সৌবীররাজেত্যপদেশ আস্তে।
যস্মিন্[4] ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানো
রাজাস্মি সিন্ধুষ্বিতি দুর্মদান্ধঃ॥ ৬

শোচ্যানিমাংস্ত্বমধিকষ্টদীনান্
বিষ্ট্যা নিগৃহ্ণন্নিরনুগ্রহোঽসি।

রাজা রহূগণ বললেন—প্রভু ! আমি আপনাকে নমস্কার করছি। আপনি জগৎকে উদ্ধার করার জন্যেই এই দেহ ধারণ করেছেন। হে যোগেশ্বর ! আপনি পরমানন্দময় আত্মস্বরূপকে অনুভব করেছেন তাই এই স্থূল দেহকে তুচ্ছ মনে করছেন এবং জড় ব্রাহ্মণের বেশে নিজের নিত্য জ্ঞানময় রূপকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। আমি আপনাকে বারবার নমস্কার করছি॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! জ্বর রোগে আক্রান্ত পীড়িত ব্যক্তির জন্যে সুস্বাদু ঔষধ আর রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তির জন্যে শীতল জল যেমন অমৃতের ন্যায় বোধহয়, ঠিক সেইরকমই আমার মতো বিবেকবুদ্ধিহীন দেহাভিমান রূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তির কাছে আপনার অমৃতময়ী বাণী ঔষধের কাজই করেছে॥ ২ ॥ হে দেব ! আমার সংশয়ের নিবৃত্তি পরে করা যাবে। তার আগে আপনি আমাকে যে সব অধ্যাত্ম যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলি সরল করে বুঝিয়ে দিন। সেগুলি জানার জন্য আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়েছি॥ ৩ ॥ হে যোগেশ্বর ! আপনি বলেছেন, ভার বহনাদি ক্রিয়া ও তার ফল শ্রমাদি, এই দুই-ই প্রত্যক্ষ করা যায় ; কিন্তু ওই সকল শুধুমাত্র ব্যবহারিক, বাস্তবে এর সত্যতা নেই, তত্ত্ববিচারের দৃষ্টিতে তার কোনো মূল্য নেই। এই সব কথা ভেবে আমার ভ্রান্তি হচ্ছে, আপনার এই কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না॥ ৪ ॥

জড়ভরত বললেন—রাজন্ ! এই দেহ মৃত্তিকার বিকার মাত্র। প্রস্তর থেকে এর পার্থক্য কোথায় ? যখন কোনো কারণে এ পৃথিবীর উপরিভাগে বিচরণ করে, তখন এর ভারবাহী প্রভৃতি নাম হয়। এর দুইটি চরণ, তার উপর ক্রমে পর পর গোড়ালি, জঙ্ঘা, জানু, ঊরু, কোমর, বক্ষঃস্থল, গলা আর কাঁধ ইত্যাদি অঙ্গ আছে॥ ৫ ॥ কাঁধের উপর কাঠের পালকি রাখা আছে আর তার মধ্যে সৌবীর-রাজ নামে এক পার্থিব বিকার বিরাজমান যার প্রতি আত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে আপনি 'আমি সিন্ধু দেশের রাজা' মনে করে গর্বে অন্ধ হয়ে আছেন॥ ৬ ॥ এতে আপনার কোনো মহত্ত্বের পরিচয় নেই, আসলে তো আপনি একজন ক্রূর এবং ধৃষ্টব্যক্তি। আপনি এই সব দরিদ্র পালকি বাহকদের

[1]প্রা.পা.—রাহূগণ উবাচ। [2]প্রা.পা.—কশ্চন কস্য। [3]প্রা.পা.—শিবিকা যস্যাং। [4]প্রা.পা.—তস্মিন্।

জনস্য গোপ্তাস্মি বিকত্থমানো
ন শোভসে বৃদ্ধসভাসু ধৃষ্টঃ[১]॥ ৭
যদা ক্ষিতাবেব[২] চরাচরস্য
বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবং চ নিত্যম্[৩]।
তন্নামতোহন্যদ্ ব্যবহারমূলং
নিরূপ্যতাং সৎ ক্রিয়য়ানুমেয়ম্॥ ৮
এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত-
মসন্নিধানাৎ পরমাণবো[৪] যে।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে
যেষাং[৫] সমূহেন কৃতো বিশেষঃ॥ ৯
এবং কৃশং স্থূলমণুর্বৃহদ্যদ্
অসচ্চ সজ্জীবমজীবমন্যৎ।
দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম-
নাম্নাজয়াবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্॥ ১০
জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥ ১১
রহূগণৈতত্তপসা[৬] ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ ১২
যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং[৭] মুমুক্ষো
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥ ১৩
অহং পুরা ভরতো নাম রাজা
বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো
মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ॥ ১৪
সা মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর
কৃষ্ণার্চনপ্রভবা নো জহাতি।

(বেহারাদের) বলপূর্বক পালকি বহনের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন, আর মহাপুরুষদের সভায় বসে বড়াই করে বলেন, 'আমি লোকেদের রক্ষক'। আপনার এ সব কথা বলা শোভা পায় না॥ ৭ ॥ আমরা সর্বদা দেখতে পাই যে এই পৃথিবীতে চরাচর পদার্থেরও পৃথিবী থেকেই উৎপত্তি ও পৃথিবীতেই লয় হয়, তাদের ক্রিয়াভেদে যে পৃথক পৃথক নাম হয়েছে—বলুন তো জাগতিক ব্যবহার ছাড়া এর আর কী মূল্য আছে ?॥ ৮ ॥ সেইরূপ 'পৃথ্বী' শব্দের ব্যবহারও মিথ্যা ; বাস্তবিক পৃথিবী বলে কিছুই নেই, কারণ তাও নিজের কারণীভূত সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় প্রাপ্ত হয়। আর যাদের সমষ্টিতে পৃথিবী হয়েছে সেই পরমাণুও অবিদ্যাহেতু কল্পিত বস্তু। বাস্তবে তারও কোনো সত্তা নেই॥ ৯ ॥ এইরকম আর যা কিছু কৃশ-স্থূল, অণু-বৃহৎ, কার্য-কারণ, চেতন-অচেতন আদি দ্বৈতপ্রপঞ্চ বর্তমান, তৎসমুদয়ই দ্রব্য, স্বভাব, আশয় (স্থান), কাল ও কর্ম ইত্যাদি নামে প্রতীত ভগবানের মায়ার দ্বারা রচিত বলে জানবেন॥ ১০ ॥ বিশুদ্ধ পরমার্থরূপ অদ্বিতীয় বাহ্যাভ্যন্তর ভেদরহিত, পরিপূর্ণ জ্ঞানই হল সত্যবস্তু। এই জ্ঞান সর্বান্তবর্তী এবং সর্বথা নির্বিকার। তাঁরই নাম ভগবান আর পণ্ডিতরা তাঁকেই বাসুদেব বলেন॥ ১১ ॥ হে রহূগণ ! মহাপুরুষদের চরণধূলি দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত না করে কেবল তপস্যা, যজ্ঞাদি, বৈদিক কর্ম, অন্নাদি বিতরণ, অতিথি সেবা, পরোপকার ইত্যাদি গৃহস্থোচিত ধর্মানুষ্ঠান, বেদ অধ্যয়ন অথবা জল, অগ্নি বা সূর্যের উপাসনা ইত্যাদি দ্বারাও পরম আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না॥ ১২ ॥ এর কারণ হল, মহাপুরুষগণের মণ্ডলীতে সব সময় শ্রীহরির পবিত্র কীর্তি ও গুণকীর্তন হয়ে থাকে, তার ফলে বিষয়াদির চর্চা সেখানে স্থান পায় না। আর যখন ভগবৎকথা নিত্য শ্রবণ করা হয় তখন মুমুক্ষু ব্যক্তির শুদ্ধ বুদ্ধি ভগবান বাসুদেবে নিবদ্ধ হয়॥ ১৩ ॥

পূর্বজন্মে আমি ভরত নামে রাজা ছিলাম। ঐহিক এবং পারলৌকিক দুই প্রকার বিষয়েই নির্বিকার হয়ে ভগবানের আরাধনায় রত ছিলাম। কিন্তু একটি মৃগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্যে আমাকে যোগভ্রষ্ট হয়ে মৃগ-যোনিতে জন্ম নিতে হয়েছিল॥ ১৪ ॥ হে বীর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চনার প্রভাবে মৃগ-যোনিতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও আমার পূর্বজন্মের

[১]প্রা.পা.—দুষ্টঃ। [২]প্রা.পা.—যদা দুঃখিতাবেব। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'নিত্যম্' এই পাঠ খণ্ডিত হয়েছে। [৪]প্রা.পা.—পরমাণবোঽথ যে। [৫]প্রা.পা.—কল্পিতাস্তে সমূহেন। [৬]প্রা.পা.—রাহূগণৈতত্তপসা। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'ণোঽনুদিনং মমুক্ষোর্মতি.......' থেকে শুরু করে 'বিশঙ্কমানো' পর্যন্ত পাঠ খণ্ডিত আছে।

অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো
বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি॥ ১৫
তস্মান্নরোঽসঙ্গসুসঙ্গজাত-
জ্ঞানাসিনেহৈব বিবৃক্‌ণমোহঃ।
হরিং তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং
লব্ধস্মৃতির্যাত্যতিপারমধ্বনঃ॥ ১৬

স্মৃতি লুপ্ত হয়নি। সেইজন্যই আমি লোকালয় থেকে ভীত হয়ে নিরাসক্তরূপে গুপ্তভাবে বিচরণ করছি॥ ১৫ ॥ এর সারমর্ম এই যে, সংসারবিরাগী মহাপুরুষের সঙ্গ হেতু প্রাপ্ত জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা এই পৃথিবীর মোহপাশ ছিন্ন করতে হবে। আর তখনই ভক্ত শ্রীহরির লীলাকীর্তন কথন ও শ্রবণ দ্বারা ভগবৎ-স্মৃতি লাভ করে সংসার মার্গের পারে গমন পূর্বক শ্রীহরিকে লাভ করতে সমর্থ হবে॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণরহূগণসংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে
ব্রাহ্মণরহূগণ সংবাদে দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভরত কর্তৃক সংসার অরণ্যের বর্ণন ও রহূগণের সংশয় নাশ

ব্রাহ্মণ উবাচ

দুরত্যয়েঽধ্বন্যজয়া নিবেশিতো
রজস্তমঃসত্ত্ববিভক্তকর্মদৃক্।
স এষ সার্থোঽর্থপরঃ পরিভ্রমন্
ভবাটবীং যাতি ন শর্ম বিন্দতি॥ ১
যস্যামিমে ষণ্নরদেব দস্যবঃ
সার্থং বিলুম্পন্তি কুনায়কং বলাৎ।
গোমায়বো যত্র হরন্তি সার্থিকং
প্রমত্তমাবিশ্য যথোরণং বৃকাঃ॥ ২
প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্মগহ্বরে
কঠোরদংশৈর্মশকৈরুপদ্রুতঃ।
ক্বচিত্তু গন্ধর্বপুরং প্রপশ্যতি
ক্বচিৎ ক্বচিচ্চাশুরয়োল্মুকগ্রহম্॥ ৩
নিবাসতোয়দ্রবিণাত্মবুদ্ধি-
স্ততস্ততো ধাবতি ভো অটব্যাম্।
ক্বচিচ্চ বাত্যোত্থিতপাংসুধূম্রা
দিশো ন জানাতি রজস্বলাক্ষঃ॥ ৪

ব্রাহ্মণ (জড়ভরত) বললেন—রাজন্! জীবসমূহ (সুখরূপ) অর্থে আসক্ত হয়ে দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণরত বাণিজ্যপরায়ণ বণিক সংঘের সঙ্গে তুলনীয় মায়া এদের দুস্তর প্রবৃত্তির পথে নিযুক্ত করেছে, সেইজন্য এদের দৃষ্টি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণে বিভক্ত কর্মের উপরই নিবদ্ধ থাকে। সেই কর্মের দ্বারা চালিত হয়ে তারা সংসার রূপ অরণ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এখানে তারা ক্ষণমাত্রও শান্তি পায় না॥ ১ ॥ মহারাজ! ওই জঙ্গলে (ইন্দ্রিয়নামক) ছয় জন দস্যু (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) থাকে। বণিক সমাজ সেখানে পৌঁছালে ওই দস্যুদলের (বুদ্ধিরূপ) দুষ্ট নায়কের নেতৃত্বে দস্যুদল তাদের ধনসম্পত্তি বলপূর্বক অপহরণ করে। যেমন নেকড়ে মেষদের দলে ঢুকে তাদের টেনে নিয়ে যায়, সেইরকমই এদের (ইন্দ্রিয়রূপ দস্যুদলের) সঙ্গে যে শৃগাল (স্ত্রীপুত্রাদিরূপ) থাকে তারা এদের অলক্ষ্যে ধনসম্পত্তি হস্তগত করতে থাকে॥ ২ ॥ এই জঙ্গলে প্রচুর লতা, ঘাস ও গুল্ম থাকায় ভীষণ দুর্গম, তার উপর অতিশয় দংশ (ডাঁশ) আর মশার উৎপাতে শান্তিতে থাকা যায় না। সেখানে তারা কখনো গন্ধর্বনগর দেখে আবার কখনো অতি চঞ্চল সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল পিশাচ তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়॥ ৩ ॥ বণিক সমুদয় এই অরণ্যে বাসস্থান, জল ও ধনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে,

অদৃশ্যঝিল্লীস্বনকর্ণশূল
উলূকবাগ্‌ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা[1]।
অপুণ্যবৃক্ষান্ শ্রয়তে ক্ষুধার্দিতো
মরীচিতোয়ান্যভিধাবতি ক্বচিৎ॥ ৫

ক্বচিদ্বিতোয়াঃ সরিতোঽভিযাতি
পরস্পরং চালযতে নিরন্ধঃ[2]।
আসাদ্য দাবং ক্বচিদগ্নিতপ্তো
নির্বিদ্যতে ক্ব চ যক্ষৈর্হৃতাসুঃ॥ ৬

শূরৈর্হৃতস্বঃ ক্ব চ নির্বিণ্ণচেতাঃ
শোচন্ বিমুহ্যন্নুপয়াতি কশ্মলম্।
ক্বচিচ্চ গন্ধর্বপুরং প্রবিষ্টঃ
প্রমোদতে নির্বৃতবন্মুহূর্তম্॥ ৭

চলন্ ক্বচিৎকন্টকশর্করাঙ্ঘ্রি-
র্নগারুরুক্ষুর্বিমনা[3] ইবাস্তে।
পদে পদেঽভ্যন্তরবহ্নিনার্দিতঃ
কৌটুম্বিকঃ ক্রুধ্যতি বৈ জনায়॥ ৮

ক্বচিন্নিগীর্ণোঽজগরাহিনা জনো
নাবৈতি কিঞ্চিদ্বিপিনেঽপবিদ্ধঃ।
দষ্টঃ স্ম শেতে ক্ব চ দন্দশূকৈ-
রন্ধোঽন্ধকূপে পতিতস্তমিস্রে॥ ৯

কর্হি স্ম চিৎক্ষুদ্ররসান্ বিচিন্বং-
স্তন্মক্ষিকাভির্ব্যথিতো বিমানঃ।
তত্রাতিকৃচ্ছ্রাৎপ্রতিলব্ধমানো[4]
বলাদ্বিলুম্পন্ত্যথ তং ততোঽন্যে॥ ১০

ক্বচিচ্চ শীতাতপবাতবর্ষ-
প্রতিক্রিয়াং কর্তুমনীশ আস্তে।
ক্বচিন্মিথো বিপণন্ যচ্চ কিঞ্চিদ্
বিদ্বেষমৃচ্ছত্যুত বিত্তশাঠ্যাৎ॥ ১১

ক্বচিৎ ক্বচিৎ ক্ষীণধনস্তু তস্মিন্
শয্যাসনস্থানবিহারহীনঃ।
যাচন্ পরাদপ্রতিলব্ধকামঃ
পারক্যদৃষ্টির্লভতেঽবমানম্॥ ১২

আর কখনো কখনো বাত্যাচক্র থেকে উত্থিত বায়ুর দ্বারা চতুর্দিক ধূলি ধূসরিত হলে এদের চোখও ধূলিতে ভরে যায়। সেইজন্য তারা অন্ধ হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে॥ ৪ ॥ কখনো কখনো (কর্ণ পীড়াদায়ক) অদৃশ্য ঝিল্লীর রব শুনতে পায়, কখনো-বা পেচকদের শব্দে তাদের অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়। কখনো কখনো ক্ষুধায় কাতর হয়ে যে সব বৃক্ষের ছায়া স্পর্শে পাপ হয় তাদের আশ্রয় নেয়, আর কখনো কখনো তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জল-ভ্রমে মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়॥ ৫ ॥ কখনো জলশূন্য নদীর দিকে যায়, কখনো-বা অন্নাভাবে একে অপরের থেকে খাদ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে ; কখনো দাবানলের মধ্যে প্রবেশ করে অগ্নিদগ্ধ হয় আর কখনো-বা যক্ষগণ যখন এদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি করে তখন তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে॥ ৬ ॥ কখনো শক্তিশালী ব্যক্তি তাদের ধন কেড়ে নেয়, ফলে তারা দুঃখ ও শোকগ্রস্ত হয়ে বিহ্বল হয় আর মোহগ্রস্ত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কখনো-বা গন্ধর্ব নগরে প্রবেশ করে মুহূর্তকাল সব দুঃখ ভুলে গিয়ে আনন্দ করতে থাকে॥ ৭ ॥ কখনো পর্বতে আরোহণ করবার সময় তাদের পদদ্বয় কণ্টক ও প্রস্তরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়। তখন তারা বিমনা হয়ে যায়। পরিবারের বৃদ্ধি হলে যখন তাদের উদরপূর্তির কিছু থাকে না যা দিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করা যায়, তখন ক্ষুধার জ্বালায় একে অন্যের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে॥ ৮ ॥ কখনো কখনো তাদের অজগর সর্প গ্রাস করে এবং তারা মৃত ব্যক্তির মতো পড়ে থাকে। সে সময় তাদের কোনো বোধ থাকে না। কখনো কখনো এদেরকে বিষধর জন্তুরা দংশন করে এবং সেই বিষের প্রভাবে অন্ধ হয়ে গিয়ে তারা অন্ধকূপের মধ্যে পতিত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে॥ ৯ ॥ যখন মধুর লোভে মৌচাকে হাত দিলে মৌমাছিরা তাড়া করে, তখন তাদের সব দর্প চূর্ণ হয়ে যায়। যদি অতি ক্লেশে সেই মধু পেয়েও যায় তো অপর ব্যক্তি বলপূর্বক তা অপহরণ করে॥ ১০ ॥ তারা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ও ঝড়ের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে অসমর্থ হয়। নিজেদের মধ্যে কম-বেশি ব্যবসা করে, কিন্তু অধিক অর্থের লোভে অন্যকে বঞ্চিত করে তার সঙ্গে শত্রুতার সৃষ্টি করে॥ ১১ ॥ কখনো কখনো সংসার জঙ্গলে ধনক্ষয় হলে তাদের শয্যা, আসন, বাসস্থান, যানবাহন কিছুই থাকে না ; তখন অন্যের কাছে ভিক্ষা করে। কিন্তু ভিক্ষা করলেও অন্যে তাদের অভিলাষিত দ্রব্য দেয় না। তখন পরদ্রব্যের উপর অনুচিত দৃষ্টি দেওয়ার

[1]প্রাচীন বইয়ে 'উলূক' শব্দ বাদ গেছে। [2]প্রা.পা.—নিরন্তরম্। [3]প্রা.পা.—নগানারুরুক্ষুর্বিমনা। [4]প্রা.পা.—তত্রাতিকৃচ্ছ্রং প্রতি।

অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গবৃদ্ধ-[১]
বৈরানুবন্ধো বিবহন্মিথশ্চ।
অধ্বন্যমুষ্মিন্নুরুকৃচ্ছ্রবিত্ত-
বাধোপসর্গৈর্বিহরন্ বিপন্নঃ॥ ১৩
তাংস্তান্ বিপন্নান্ স হি তত্র তত্র
বিহায় জাতং পরিগৃহ্য সার্থঃ।
আবর্ততেঽদ্যাপি ন কশ্চিদত্র
বীরাধ্বনঃ পারমুপৈতি যোগম্॥ ১৪
মনস্বিনো নির্জিতদিগ্গজেন্দ্রা
মমেতি সর্বে ভুবি বদ্ধবৈরাঃ।
মৃধে শয়ীরন্ন তু তদ্‌ব্রজন্তি
যন্ন্যস্তদণ্ডো গতবৈরোঽভিযাতি॥ ১৫
প্রসজ্জতি ক্বাপি লতাভুজাশ্রয়-
স্তদাশ্রয়াব্যক্তপদদ্বিজস্পৃহঃ।
ক্বচিৎকদাচিদ্ধরিচক্রতস্ত্রসন্
সখ্যং বিধত্তে বককঙ্কগৃধ্রৈঃ॥ ১৬
তৈর্বঞ্চিতো হংসকুলং সমাবিশ-
ন্নরোচয়ন্ শীলমুপৈতি বানরান্।
তজ্জাতিরাসেন সুনির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ[২]
পরস্পরোদ্বীক্ষণবিস্মৃতাবধিঃ॥ ১৭
দ্রুমেষু রংস্যন্ সুতদারবৎসলো
ব্যবায়দীনো বিবশঃ স্ববন্ধনে।
ক্বচিৎ প্রমাদাদ্‌গিরিকন্দরে পতন্
বল্লীং গৃহীত্বা গজভীত আস্থিতঃ॥ ১৮
অতঃ কথঞ্চিৎস বিমুক্ত আপদঃ
পুনশ্চ সার্থং প্রবিশত্যরিন্দম।
অধ্বন্যমুষ্মিন্নজয়া[৩] নিবেশিতো
ভ্রমঞ্জনোঽদ্যাপি ন বেদ কশ্চন॥ ১৯
রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য
সংন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতিপারম্॥ ২০

জন্যে তাদের তিরস্কারও সহ্য করতে হয়॥ ১২ ॥

ধনবৃদ্ধির আশায় বিনিময় করতে গিয়ে পরস্পর বৈরিভাবাপন্ন হলেও বণিক সমুদয় পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, আর এর জন্যে এই পথে নানান কষ্ট আর ধনক্ষয় ইত্যাদি অনেক সংকটের মধ্যে পড়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে॥ ১৩ ॥ সঙ্গীদের যে যেখানে মৃত্যুবরণ করে তাদের সেখানেই ফেলে রেখে যাযাবরের মতো বণিকরা নবজাতদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যায়। হে বীর ! তাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কেউ ফিরে আসেনি আর কেউই এই সংকটপূর্ণ পথ অতিক্রম করে পরমানন্দময় যোগের শরণাপন্ন হয়নি॥ ১৪ ॥ যারা বড় বড় দিকপালদের জয় করেছে, সেই বীর বীর পুরুষরা 'এ ভূমি আমার' এই অহংকারে মত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে শত্রুতাচরণ করে এই সংসার রণভূমিতে শয়ন করে। তবুও তারা ভগবান বিষ্ণুর পদ লাভ করে না, যা নির্বৈর সন্ন্যাসী পরমহংসগণ প্রাপ্ত হন॥ ১৫ ॥

যাযাবরের দল এই সংসার অরণ্যে বিচরণ করার সময় কোনো-কোনো লতার শাখাকে অবলম্বন করে এবং তার উপর আশ্রিত মধুর কলভাষী বিহঙ্গদের প্রতি মমতা স্থাপন করে। কোনো কোনো স্থানে সিংহের ভয়ে বক, কঙ্ক আর শকুনাদির সঙ্গে মিত্রতা করে॥ ১৬ ॥ কিন্তু যখন তাদের দ্বারা বঞ্চিত হয় তখন হংসদের দলে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের আচরণ মনোমত হয় না ; তখন বানরগণের সঙ্গ করে আর তাদের জাতির পক্ষে যা স্বাভাবিক সেই দাম্পত্য ক্রীড়ায় ইন্দ্রিয় সকলকে পরিতৃপ্ত করে আর পরস্পরের মুখ দেখে নিজেদের মরণকালের কথা বিস্মৃত হয়॥ ১৭ ॥ সেখানে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে স্ত্রী-পুত্রাদির স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে সম্ভোগ কামনার উৎপত্তিহেতু সুখে এমন বিমোহিত হয় যে তার দশা অতীব দীন হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে বন্ধন মুক্ত হবার জন্য কোনো চেষ্টা করতে সমর্থ হয় না। কখনো কখনো অসাবধানতাবশত পর্বতগুহায় পতিত হয়ে হাতির ভয়ে লতাকে অবলম্বন করে ঝুলতে থাকে॥ ১৮ ॥ হে শত্রুদমন ! যদি কোনো প্রকারে ওই আপদ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয় তো আবার নিজের দলে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মায়ার অধীন হয়ে এই পথে একবার গেছে সে অন্তকাল পর্যন্ত ভ্রমণ করতে করতেও পরমপুরুষার্থ নির্ণয় করতে সমর্থ হয় না॥ ১৯ ॥ রহূগণ ! আপনিও এই পথেই চালিত হচ্ছেন। তাই এখন প্রজাদের শাসনভার ত্যাগ করে সকল প্রাণীর হিতকারী বন্ধু হন এবং বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে ভগবৎ-সেবা দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ খড়্গ ধারণ করে এই পথ পার হয়ে যান॥ ২০ ॥

[১]প্রা.পা.—অন্যোন্যকর্ম। [২]প্রা.পা.—সুনির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। [৩]প্রা.পা.—মুষ্মিন্নঞ্জসা।

রাজোবাচ

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥ ২১
ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্তিকাদ্যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ॥ ২২
নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যো
নমো যুবভ্যো নম আ বটুভ্যঃ।
যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গা-
শ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু রাজ্ঞাম্॥ ২৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যেবমুত্তরামাতঃ স বৈ ব্রহ্মর্ষিসুতঃ সিন্ধুপতয় আত্মসতত্ত্বং[1] বিগণয়তঃ পরানুভাবঃ[2] পরমকারুণিকতযোপদিশ্য রহূগণেন সকরুণম-ভিবন্দিতচরণ আপূর্ণার্ণব[3] ইব নিভৃত-করণোর্ম্যাশয়ো ধরণিমিমাং বিচচার[4]॥ ২৪ ॥ সৌবীরপতিরপি সুজনসমবগতপরমাত্মসতত্ত্ব আত্মনাবিদ্যাধ্যারোপিতাং চ দেহাত্মমতিং বিসসর্জ। এবং হি নৃপ ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ[5]॥ ২৫

রাজোবাচ

যো হ বা ইহ বহুবিদা মহাভাগবত ত্বয়াভিহিতঃ পরোক্ষেণ বচসা জীবলোকভবাধ্বা[6] স হ্যার্যমনীষয়া কল্পিতবিষয়ো নাঞ্জসাব্যুৎ-পন্নলোকসমধিগমঃ। অথ তদেবৈতদ্দুরবগমং সমবেতানুকল্পেন নির্দিশ্যতামিতি॥ ২৬

রাজা রহূগণ বললেন—অহো! অন্যান্য সকল জন্ম অপেক্ষা এই মনুষ্য জন্মই শ্রেষ্ঠ ; কারণ যেখানে ভগবান হৃষীকেশের পবিত্র যশ দ্বারা শোধিত অন্তঃকরণসম্পন্ন আপনার মতো সাধুদের প্রচুর সঙ্গলাভ হয় না সেইরকম দেবাদি উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করে কী লাভ? ॥ ২১ ॥ আপনার চরণকমলের রেণু সেবন করে যার সকল পাপ তাপ নষ্ট হয়ে গেছে, সেই মহানুভব যে ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ করবে এতে আর বিচিত্র কথা কী? মুহূর্তকাল আপনার সঙ্গে সৎসঙ্গ করে আমার তো কুতর্কের মূল কারণ যে অজ্ঞানতা তা দূরীভূত হয়েছে॥ ২২ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধ, যাঁরা শিশু, যাঁরা যুবক আর যাঁরা ক্রীড়ারত বালক, সকলকেই আমি প্রণাম করছি। যে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ অবধূতের বেশ ধারণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করছেন, তাঁর দ্বারা আমার মতো ঐশ্বর্যমত্ত রাজাদের কল্যাণ হোক॥ ২৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে উত্তরানন্দন! এইরূপে, সিন্ধুপতি রহূগণ অপমান করা সত্ত্বেও, সেই প্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষিসুত অত্যন্ত করুণাবশত তাঁকে (রহূগণকে) আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তখন নৃপতি রহূগণ অতি দৈন্যের সঙ্গে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। অতঃপর তিনি (শ্রীভরত) নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো শান্ত এবং নিবৃত্ত-ইন্দ্রিয় হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ২৪ ॥ তাঁর (শ্রীভরতের) সৎসঙ্গহেতু পরমতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে সৌবীরপতি রহূগণ অবিদ্যাজনিত দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ করলেন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি ভগবদাশ্রিত ভক্তের শরণাপন্ন হয়, সেই সেবকের প্রভাব এই রকমই হয়—তাঁকে আর অবিদ্যা বশ করতে পারে না॥ ২৫ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে মহাভাগবত মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি রূপকের দ্বারা গৌণভাবে (পরোক্ষরূপে) জীবের এই সংসার মার্গের যে কথা বর্ণনা করলেন সেই বিষয়গুলি বিবেকবান্ পুরুষরা বুদ্ধিবলে কল্পনা করেছেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তা অনায়াসে বোধগম্য হয় না। অতএব আমার প্রার্থনা এই, দুর্বোধ্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করে আরো স্পষ্টভাবে আমাকে বলুন॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

[1]প্রা.পা.—আত্মস্বতত্ত্বং। [2]প্রাচীন বইয়ে 'পরানুভাবঃ' এই পাঠ নেই। [3]প্রা.পা.—চরণঃ পূর্ণার্ণব ইব।
[4]প্রা.পা.—মিমাং চচার। [5]প্রা.পা.—ভগবদাশ্রিতানুভাবঃ। [6]প্রা.পা.—জীবলোকভাবাধ্বা।

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্দশ অধ্যায়

সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থকরণ

স হোবাচ

য এষ দেহাত্মমানিনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষ-বিকল্পিতকুশলাকুশলসমবহারবিনির্মিতবিবিধ-দেহাবলিভির্বিয়োগসংযোগাদ্যনাদিসংসারানুভবস্য দ্বারভূতেন ষড়িন্দ্রিয়বর্গেণ তস্মিন্দুর্গাধ্ববদ-সুগমেঽধ্বন্যাপতিত ঈশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোর্বশবর্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং যথা বণিক্সার্থোঽর্থপরঃ স্বদেহনিষ্পাদিতকর্মানুভবঃ শ্মশানবদশিবতমায়াং সংসারাটব্যাং গতো নাদ্যাপি বিফলবহুপ্রতিযোগেহস্তত্তাপোপশমনীং[1] হরিগুরু-চরণারবিন্দমধুকরানুপদবীমবরুন্ধে যস্যামু হ বা এতে ষড়িন্দ্রিয়নামানঃ কর্মণা দস্যব এব তে॥ ১ ॥ তদ্যথা পুরুষস্য ধনং যৎকিঞ্চিদ্ধর্মৌপয়িকং[2] বহুকৃচ্ছ্রাধিগতং সাক্ষাৎপরমপুরুষারাধনলক্ষণো[3] যোঽসৌ ধর্মস্তং তু সাম্পরায় উদাহরন্তি। তদ্ধর্ম্যং ধনং[4] দর্শনস্পর্শনশ্রবণাস্বাদনাবঘ্রাণসঙ্কল্পব্যবসায়-গৃহগ্রাম্যোপভোগেন কুনাথস্যাজিতাত্মনো যথা সার্থস্য[5] বিলুম্পন্তি॥ ২ ॥ অথ চ যত্র কৌটুম্বিকা দারাপত্যাদয়ো নাম্না কর্মণা বৃকসৃগালা এবানিচ্ছতোঽপি কদর্যস্য কুটুম্বিন উরণকবৎ-সংরক্ষ্যমাণং মিষতোঽপি[6] হরন্তি॥ ৩ ॥ যথা হ্যনুবৎসরং কৃষ্যমাণমপ্যদগ্ধবীজং ক্ষেত্রং পুনরেবাবপনকালে গুল্মতৃণবীরুদ্ভির্গহ্বরমিব ভবত্যেবমেব গৃহাশ্রমঃ কর্মক্ষেত্রং যস্মিন্ন হি কর্মাণ্যুৎসীদন্তি যদয়ং কামকরণ্ড এষ আবসথঃ ॥৪

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্ ! দেহে যাদের আত্মাভিমান আছে তাদের দ্বারা সত্ত্বাদি গুণ বিশেষে শুভ, অশুভ এবং মিশ্র এই তিন প্রকার কর্ম হয়। সেই সকল কর্মের দ্বারা নির্মিত নানাপ্রকার দেহের সঙ্গে সংযোগ-বিয়োগাদিরূপ যে অনাদি সংসারকে জীব প্রাপ্ত হয়, তাকে অনুভব করার জন্যে মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ এই ছয় প্রকার দ্বার আছে। এদের দ্বারা (ষড়িন্দ্রিয়ের দ্বারা) মন্ত্রমুগ্ধের মতো চালিত হয়ে জীবসমূহ ভীষণ অরণ্যে পথভ্রান্ত লোভী বণিক্‌দের মতো, ভগবান বিষ্ণুরই আশ্রিত মায়ায় মুগ্ধ হয়ে দুর্গম পথ ধরে সংসার অরণ্যে উপস্থিত হয়। এই অরণ্য শ্মশানের মতোই অমঙ্গলজনক। এই অরণ্যে তাকে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। এখানে অনেক প্রকার বিঘ্ন হেতু কর্মে সফলতা আসে না ; তথাপি এরা শ্রীহরি এবং গুরুদেবের চরণাবিন্দের ভক্ত-মধুকরের অনুসৃত পথে অনুগমন করে না। এই সংসার অরণ্যে মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছয় জন দস্যুর সমান॥ ১ ॥ পুরুষ প্রভূত পরিশ্রম দ্বারা যে ধন উপার্জন করে তা ধর্মকর্মে ব্যয় করা উচিত, আর সেই কর্ম যদি সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনারূপ হয় তাহলে তা পরলোকে কল্যাণপ্রদ এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেক-বিচারশূন্য ও মন বশীভূত নয়, তার ধর্মোপযোগী ধনকে মন সহিত ছয় ইন্দ্রিয় দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ, সংকল্প-বিকল্প এবং নিশ্চয় করণ—এই সব বৃত্তি দ্বারা গৃহস্থোচিত বিষয় ভোগে আসক্ত করে সব ধন আত্মসাৎ করে, যেমন ধূর্ত গ্রামপ্রধানের অনুগমনকারী অসাবধান বণিক দলের অর্থ-সম্পদ চোর ডাকাতরা অপহরণ করে নেয়॥ ২ ॥ কেবল এরূপই নয়, এই সংসার-অরণ্যে আত্মীয়-স্বজন, যাদের স্ত্রী পুত্র বলা হয়, তাদের কর্ম নেকড়ে এবং শৃগালের মতোই। সতর্ক থাকা সত্ত্বেও সেই অর্থলোভী আত্মীয় স্বজনরা অর্থ আত্মসাৎ করে যেমন নেকড়ে ও শৃগাল অতি সুরক্ষিত মেষকে উঠিয়ে নিয়ে যায়॥ ৩ ॥ যে ক্ষেত্রের বীজ অগ্নিদগ্ধ হয়নি, সেই ক্ষেত্র যেমন প্রতিবৎসর কৃষিকর্মের সময় গুল্ম, তৃণ, লতাদি দ্বারা দুর্গম গহ্বরের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এই গৃহস্থাশ্রমরূপ কর্মভূমি থেকে কর্ম কখনো সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা যায় না—

[1]প্রা.পা.— পোপশমনাং। [2]প্রা.পা.—যৎকিঞ্চিৎসাক্ষাদ্ধর্মৌপ.। [3]প্রা.পা.—যঃ পরমপুরুষা.।
[4]প্রা.পা.—দর্শনস্বাদনাবঘ্রাণসঙ্কল্পসংব্যবসায়.। [5]প্রা.পা.—যথা সার্থিকস্য ত.। [6]প্রা.পা.—নিমিষতো.।

তত্র গতো[১] দংশমশকসমাপসদৈর্মনুজৈঃ শলভশকুন্ততস্করমূষকাদিভিরুপরুধ্যমানবহিঃপ্রাণঃ ক্বচিৎ পরিবর্তমানোঽস্মিন্নধ্বন্যবিদ্যাকামকর্মভিরুপরক্তমনসানুপপন্নার্থং নরলোকং গন্ধর্বনগরমুপপন্নমিতি মিথ্যাদৃষ্টিরনুপশ্যতি[২]॥ ৫ ॥ তত্র[৩] চ ক্বচিদাতপোদকনিভান্ বিষয়ানুপধাবতি পানভোজনব্যবায়াদিব্যসনলোলুপঃ॥ ৬ ॥ ক্বচিচ্চাশেষদোষনিষদনং পুরীষবিশেষং তদ্বর্ণগুণনির্মিতমতিঃ সুবর্ণমুপাদিৎসত্যগ্নিকামকাতর ইবোল্মুকপিশাচম্॥ ৭ ॥ অথ কদাচিন্নিবাসপানীয়দ্রবিণাদ্যনেকাত্মোপজীবনাভিনিবেশ এতস্যাং সংসারাটব্যামিতস্ততঃ পরিধাবতি॥ ৮ ॥ ক্বচিচ্চ বাত্যৌপম্যয়া প্রমদয়াঽঽরোহমারোপিতস্তৎকালরজসা রজনীভূত ইবাসাধুমর্যাদো রজস্বলাক্ষোঽপি দিগ্দেবতা অতিরজস্বলমতির্ন বিজানাতি॥ ৯ ॥ ক্বচিৎ সকৃদবগতবিষয়বৈতথ্যঃ স্বয়ং পরাভিধ্যানেন বিভ্রংশিতস্মৃতিস্তয়ৈব মরীচিতোয়প্রায়াংস্তানেবাভিধাবতি॥ ১০॥ ক্বচিদুলূকঝিল্লীস্বনবদতিপরুষরভসাটোপং[৪] প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা রিপুরাজকুলনির্ভৎর্সিতেনাতিব্যথিতকর্ণমূলহৃদয়ঃ॥১১॥

স যদা দুগ্ধপূর্বসুকৃতস্তদা কারস্করকাকতুণ্ডাদ্যপুণ্যদ্রুমলতাবিষোদপানবদুভয়ার্থশূন্যদ্রবিণাঞ্জীবন্মৃতান্ স্বয়ং জীবন্ম্রিয়মাণ উপধাবতি ॥ ১২ ॥ একদাসৎপ্রসঙ্গান্নিকৃতমতির্ব্যুদকস্রোতঃস্খলনবদ্ উভয়তোঽপি[৫] দুঃখদং পাখণ্ডমভিযাতি ॥ ১৩ ॥

কারণ এই গৃহস্থাশ্রম কামনার পেটিকা স্বরূপ॥ ৪ ॥

সেই গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত ব্যক্তির বহিঃপ্রাণ স্বরূপ ধন-সম্পত্তি ডাঁশ আর মশকের মতো নীচ ব্যক্তিরা এবং পতঙ্গ, পক্ষী, চোর আর মূষিকরা অপহরণ করে। এই পথে চারণা করতে করতে অবিদ্যা, কামনা আর কর্মদ্বারা কলুষিত হয়ে তখন তার দৃষ্টিও আচ্ছন্ন হয় আর যে নরলোক গন্ধর্ব নগরের মতো মিথ্যা তাকেও সত্যি বলে মনে করে॥ ৫ ॥ কখনো-বা পান ভোজন এবং স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি বাসনে লুব্ধ হয়ে মৃগতৃষ্ণিকার মতো মিথ্যা বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়॥ ৬ ॥ কখনো কখনো বুদ্ধি রজোগুণে প্রভাবিত হওয়ায় সব অনর্থের মূল অগ্নির বিষ্ঠাতুল্য সুবর্ণকে সুখের নিদান মনে করে এবং তাকে লাভ করার জন্য অভিলাষী হয়ে তার প্রতি ধাবিত হয় ; যেমন বনমধ্যে শীতে কম্পমান মানুষ আগুনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উল্মুক পিশাচের (আগুন ভূতের) দিকে আগুন মনে করে ধাবিত হয়॥ ৭ ॥ কখনো সে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় গৃহ, অন্ন, জল আর বিষয় সম্পত্তির প্রতি আগ্রহ বশে এই সংসার-অরণ্যে ইতস্তত ধাবিত হতে থাকে॥ ৮ ॥ কখনো কখনো চোখে ধূলিজাল নিক্ষেপ করে অন্ধতাসৃষ্টিকারী ঝঞ্ঝাতুল্য কামিনীগণ তাকে নিজ অঙ্কে স্থাপন করলে সে সময়ে রজোগুণযুক্ত মানুষ অন্ধের মতো স্ত্রীর প্রতি অনুরাগহেতু সাধুমর্যাদাও লঙ্ঘন করে এবং রজোগুণের প্রভাবে আচ্ছন্নমতি হয়ে নিজ কর্মের সাক্ষী দিগ্‌দেবতাদের ভুলে যায়॥ ৯ ॥ কখনো কখনো নিজেই কোনো সময় বিষয়ের মিথ্যাত্ব অনুভব করে, কিন্তু অনাদিকাল থেকে দেহাত্মবুদ্ধি থাকার জন্যে বিবেকবুদ্ধি লোপ পায় এবং সেইজন্য মরীচিকা-সদৃশ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়॥ ১০ ॥ কখনো কখনো প্রত্যক্ষযোগ্য পেচকের শব্দের মতো শত্রুর অতি কঠোর বাক্য এবং দৃষ্টির অগোচর ঝিল্লির শব্দে রাজার ভর্ৎসনার মতো বাক্য তার (বিষয়াসক্ত মানুষের) কর্ণ ও মনকে ব্যথিত করে॥ ১১ ॥

যখন তার পূর্ব সঞ্চিত পুণ্য শেষ হয়ে যায় তখন সে জীবিত হয়েও মৃতের মতো থাকে, এবং যারা কারস্কর, কাকতুণ্ড ইত্যাদি অশুভ বিষবৃক্ষ বা বিষাক্ত লতা তথা বিষাক্ত কূপের মতো সর্বথা হেয় এবং যাদের ধন-সম্পত্তি ইহলোক বা পরলোকের কোনো কাজেই লাগে না যারা জীবন্মৃত হিসাবেই গণনীয় সেইরূপ কৃপণদের আশ্রয় নেয়॥ ১২ ॥ কখনো কখনো অসৎ পুরুষের সঙ্গহেতু

[১]প্রা.পা.—রতো দংশমশকাপসদৈ.। [২]প্রাচীন বইয়ে 'মিথ্যাদৃষ্টিরনুপশ্যতি' এই অংশ খণ্ডিত আছে। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'তত্র চ' এই পাঠ নেই। [৪]প্রা.পা.—পরুষসংরভসাটোপং প্রত্যক্ষং বা রিপুরাজ.। [৫]প্রা.পা.—মতিবিদিক্‌স্রোতঃস্বনেন স্খলন.।

যদা তু পরবাধয়ান্ধ আত্মনে নোপনমতি তদা হি পিতৃপুত্রবর্হিষ্মতঃ পিতৃপুত্রান্ বা স খলু ভক্ষয়তি॥ ১৪ ॥ ক্বচিদাসাদ্য গৃহং দাববৎপ্রিয়ার্থবিধুরমসুখোদর্কং শোকাগ্নিনা দহ্যমানো ভৃশং নির্বেদমুপগচ্ছতি॥ ১৫ ॥ ক্বচিৎকালবিষমিতরাজকুলরক্ষসাপহৃতপ্রিয়তমধনাসুঃ প্রমৃতক[1] ইব বিগতজীবলক্ষণ আস্তে॥ ১৬ ॥ কদাচিন্মনোরথোপগতপিতৃপিতামহাদ্যসৎসদিতি স্বপ্ননির্বৃতিলক্ষণমনুভবতি॥ ১৭ ॥ ক্বচিদ্ গৃহাশ্রমকর্মচোদনাতিভরগিরিমারুরুক্ষমাণো লোকব্যসনকর্ষিতমনাঃ কণ্টকশর্করাক্ষেত্রং প্রবিশন্নিব সীদতি॥ ১৮ ॥ ক্বচিচ্চ দুঃসহেন কায়াভ্যন্তরবহ্নিনা গৃহীতসারঃ[2] স্বকুটুম্বায় ক্রুধ্যতি॥ ১৯ ॥ স এব পুনর্নিদ্রাজগরগৃহীতোঽন্ধে তমসি মগ্নঃ শূন্যারণ্য ইব শেতে নান্যৎ কিঞ্চন বেদ শব ইবাপবিদ্ধঃ॥ ২০ ॥

কদাচিদ্ভগ্নমানদংষ্ট্রো[3] দুর্জনদন্দশূকৈরলব্ধনিদ্রাক্ষণো ব্যথিতহৃদয়েনানুক্ষীয়মাণবিজ্ঞানোঽন্ধকূপেঽন্ধবৎ পততি ॥ ২১ ॥ কর্হি স্ম[4] চিৎকামমধুলবান্ বিচিন্বন্ যদা পরদারপরদ্রব্যাণ্যবরুন্ধানো রাজ্ঞা স্বামিভির্বা নিহতঃ পতত্যপারে নিরয়ে॥ ২২ ॥ অথ চ তস্মাদুভয়থাপি হি কর্মাস্মিন্নাত্মনঃ সংসারাবপনমুদাহরন্তি॥ ২৩ ॥ মুক্তস্ততো যদি বন্ধাদ্দেবদত্ত উপাচ্ছিনত্তি তস্মাদপি বিষ্ণুমিত্র ইত্যনবস্থিতিঃ॥ ২৪ ॥ ক্বচিচ্চ শীতবাতাদ্যনেকাধিদৈবিকভৌতিকাত্মীয়ানাং দশানাং

বুদ্ধি-বিভ্রম হওয়ায় শুকনো (জলশূন্য) নদীতে পতিত হওয়ার মতো ইহলোক আর পরলোকেও দুঃখপ্রদ পাপগুকর্মে আবদ্ধ হয়॥ ১৩ ॥ যখন উৎকট পীড়া এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অথবা পরকৃত অত্যাচারে কাতর হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধার অন্নের সংস্থান হয় না, তখন সেই ব্যক্তি তার নিজের পিতা-পুত্রের (নিজ ভ্রাতার) অথবা পিতা বা পুত্রের অধিকারে যদি একটা কুশও দেখতে পায় তো তাকে উৎপীড়ন করে॥ ১৪ ॥ কখনো কখনো তার নিকট গৃহ দাবাগ্নি তুল্য এবং দুঃখময় মনে হয়, আবার প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথার শোক তাকে দগ্ধ করে, বিচলিত করে॥ ১৫ ॥ কখনো কখনো রাজা কালরূপী রাক্ষস হয়ে এদের প্রাণতুল্য ধন হরণ করলে মৃতের ন্যায় নির্জীব হয়ে যায়॥ ১৬ ॥ কখনো কখনো নিজেদের মনোরথপ্রাপ্ত পিতৃ-পিতামহ-আদি পুরুষের অসৎ সম্বন্ধকে সত্য মনে করে ক্ষণকাল সুখস্বপ্ন অনুভব করে॥ ১৭ ॥ গৃহস্থাশ্রমের জন্য কর্মকাণ্ডে বিশদভাবে বলা আছে, তার অনুষ্ঠান দুর্গম পর্বতারোহণের মতো কঠিন। ধনী লোককে এই কর্মে প্রবৃত্ত দেখে তার অনুকরণে যখন দরিদ্র লোকেরা তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করে, তখন নানান রকম লৌকিক বিঘ্নে ক্লিষ্ট হয়ে, কাঁকর এবং পাথরে ভরা ক্ষেত্রে প্রবেশরত ব্যক্তির মতোই দুঃখ পায়॥ ১৮ ॥ কখনো কখনো উদর-জ্বালায় ধৈর্য হারিয়ে কুটুম্বদের (নিজ পরিজনের) প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে॥ ১৯ ॥ যখন সে নিদ্রারূপ অজগরের কবলে পড়ে, তখন অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকার নির্জন অরণ্যে নিক্ষিপ্ত মৃত ব্যক্তির মতো শুয়ে পড়ে থাকে। তখন সে কোনো কিছুই জানতে পারে না॥ ২০ ॥

কখনো কখনো দুর্জনরূপ সর্পের দংশনে (তিরস্কারে) তার গর্বরূপ (অভিমানরূপ) দন্ত, যা দিয়ে সে অন্যকে দংশন করত, ভেঙে যায়। তখন অশান্তির জন্য নিদ্রাও হয় না আর ব্যথিত হৃদয়ে ক্রমশ জ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় অন্তিমে সে অন্ধব্যক্তির মতো নরকরূপ অন্ধকূপে পতিত হয়॥ ২১ ॥ কোনো কোনো সময় মানুষ মধুকণাসদৃশ বিষয় সুখের অন্বেষণে যখন লুকিয়ে পরস্ত্রী বা পরদ্রব্য আত্মসাৎ করতে চায়, তখন সে ওই স্ত্রী ও দ্রব্য সমূহের প্রভু বা রাজা কর্তৃক নিহত হয়ে অপার ঘোর নরকে পতিত হয়॥ ২২ ॥ এইজন্যই জ্ঞানীরা বলেন যে, প্রবৃত্তির পথে থেকে ঐহিক বা বৈদিক উভয়বিধ কর্মই জীবের সংসারপ্রাপ্তির হেতু হয়॥ ২৩ ॥ যদি কোনো রকমে রাজা ইত্যাদির চোখ এড়িয়ে রক্ষা পায় তাহলেও অন্যায়ভাবে সংগৃহীত পরস্ত্রী বা পরধন

[1]প্রা.পা.—মৃত ইব। [2]প্রা.পা.—গৃহীতগতসারঃ। [3]প্রা.পা.—ক্বচিৎ। [4]প্রা.পা.—কর্হিচিৎ।

প্রতিনিবারণেঽকল্পো দুরন্তচিন্তয়া বিষণ্ণ[1] আস্তে॥ ২৫ ॥ ক্বচিন্মিথো ব্যবহরন্[2] যৎ কিঞ্চিদ্ধনমন্যেভ্যো বা কাকিণিকামাত্রমপ্যপহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্বা বিদ্বেষমেতি বিত্তশাঠ্যাৎ॥ ২৬ ॥

অধ্বন্যমুষ্মিন্নিম উপসর্গাস্তথাসুখদুঃখরাগদ্বেষভয়াভিমানপ্রমাদোন্মাদশোকমোহলোভমাৎসর্যের্ষ্যাবমানক্ষুৎপিপাসাধিব্যাধিজন্মজরামরণাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥ ক্বাপি দেবমায়য়া স্ত্রিয়া ভুজলতোপগূঢ়ঃ প্রস্কন্নবিবেকবিজ্ঞানো[3] যদ্বিহারগৃহারম্ভাকুলহৃদয়স্তদাশ্রয়াবসক্তসুতদুহিতৃকলত্রভাষিতাবলোকবিচেষ্টিতাপহৃতহৃদয়[4] আত্মানমজিতাত্মাপারেঽন্ধে[5] তমসি প্রহিণোতি॥ ২৮ ॥

কদাচিদীশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোশ্চক্রাৎ পরমাণ্বাদিদ্বিপরার্ধাপবর্গকালোপলক্ষণাৎ পরিবর্তিতেন[6] বয়সা রংহসা হরত আব্রহ্মতৃণস্তম্বাদীনাং ভূতানামনিমিষতো মিষতাং বিত্রস্তহৃদয়স্তমেবেশ্বরং কালচক্রনিজায়ুধং সাক্ষাদ্ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমনাদৃত্য পাখণ্ডদেবতাঃ কঙ্কগৃধ্রবককটপ্রায়া[7] আর্যসময়পরিহৃতাঃ সাঙ্কেত্যেনাভিধত্তে॥ ২৯ ॥ যদা পাখণ্ডিভিরাত্মবঞ্চিতৈস্তৈরুরু বঞ্চিতো ব্রহ্মকুলং সমাবসংস্তেষাং শীলমুপনয়নাদিশ্রৌতস্মার্তকর্মানুষ্ঠানেন ভগবতো যজ্ঞপুরুষস্যারাধনমেব তদরোচয়ন্ শূদ্রকুলং ভজতে নিগমাচারেঽশুদ্ধিতো যস্য মিথুনীভাবঃ কুটুম্বভরণং যথা বানরজাতেঃ॥ ৩০ ॥

তত্রাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেণ বিহরন্নতি-

দেবদত্ত নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি অপহরণ করে নেয় এবং পরে বিষ্ণুমিত্র নামে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় সেই ব্যক্তির কাছ থেকে কেড়ে নেয়। এইভাবে সেই ভোগ্য বিষয় এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে চলে যায়, এক জায়গায় স্থির থাকে না॥ ২৪ ॥ অনেক সময় শীত, বায়ু প্রভৃতি আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দুর্দশায় পতিত হয়ে প্রতিকারে অসামর্থ্য হেতু দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে॥ ২৫ ॥ কখনো কখনো পরস্পর ব্যবসা করতে গিয়ে একে অপরের কপর্দক মাত্র অথবা তার থেকেও কম ধন অপহরণ করে আর এই ধনবঞ্চনার কারণে (অপরের) বিদ্বেষভাজন হয়॥ ২৬ ॥

হে রাজন্! এই পথে পূর্ব-বর্ণিত বিঘ্ন ব্যতীত সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ বা অসাবধানতা, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি (মানসিক পীড়া), ব্যাধি (শারীরিক রোগ), জন্ম, জরা এবং মৃত্যু ইত্যাদি আরো অনেক প্রকার বিঘ্ন আছে॥ ২৭ ॥ (এই বিঘ্ন বহুল মার্গে পথভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে জীব)—কোনো সময় দেবমায়া রূপিণী ললনার বাহুপাশের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে বিবেকজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন সে সেই নারীর বিহার গৃহ নির্মাণের চিন্তায় মগ্ন থাকে এবং ব্যাকুল হয়, তার আশ্রিত পুত্র, কন্যা এবং অন্যান্য স্ত্রীদের মধুর বাক্য ও অঙ্গভঙ্গী তার চিত্তকে অপহরণ করে এবং সে ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে ঘোর অন্ধকারময় নরকে পতিত হয়॥ ২৮ ॥ কালচক্র স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুরই অস্ত্র। পরমাণু হতে আরম্ভ করে দ্বিপরার্ধ পর্যন্ত ক্ষণ, ঘটা ইত্যাদি বিভিন্নরূপে এর অবয়ব কল্পনা করা হয়েছে। সে নিরন্তর ঘুরতে থাকে, বাল্য যৌবন ইত্যাদি যে সব অবস্থার শীঘ্র পরিবর্তন হয় তা হল এই চক্রের বেগ বা গতি। এর দ্বারা সে ক্ষুদ্র তৃণ (স্তম্ব) থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মা পর্যন্ত ভূতগণের নিরন্তর সংহার করতে থাকে। কেউই তার গতিকে বাধা দিতে সমর্থ হয় না। তার (কালচক্রের) ভয়ে ভীত হয়ে, এই কালচক্র যাঁর অস্ত্র, সেই যজ্ঞপুরুষ ভগবানের আরাধনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে, দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আর্যশাস্ত্র বহির্ভূত পাষণ্ড শাস্ত্রানুসারে কঙ্ক, গৃধ্র, বক অথবা বটের পাখির মতো পাষণ্ড দেবতাদের আশ্রয় নেয়—যাদের উল্লেখ আছে কেবল বেদবহির্ভূত অপ্রামাণিক শাস্ত্রসমূহে॥ ২৯ ॥ ওই পাষণ্ডরা নিজেরা তো বঞ্চিত, আবার এদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে দুঃখার্ত মানুষ ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হয়। উপনয়নের

[1]প্রা.পা.—আপন্ন। [2]প্রা.পা.—ব্যবহরতি বা কাকিণিকামাত্রমপোব হরতি গৎকিং.। [3]প্রা.পা.—বিজ্ঞানস্তদ্বিহারগৃহা.। [4]প্রা.পা.—ভাষিতালোকবিচেষ্টিতাহৃতহৃদয়। [5]প্রা.পা.—ত্মাপারে তমসি। [6]প্রা.পা.—পরমাণ্বাদিপরার্ধা.। [7]প্রা.পা.—বটবক.।

কৃপণবুদ্ধিরন্যোন্যমুখনিরীক্ষণাদিনা গ্রাম্যকর্মণৈব বিস্মৃতকালাবধিঃ ॥ ৩১ ॥ ক্বচিদ্ দ্রুমবদৈহিকার্থেষু গৃহেষু রংস্যন্ যথা বানরঃ সুতদারবৎসলো ব্যবায়ক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

এবমধ্বন্যবরুন্ধানো মৃত্যুগজভয়াত্তমসি গিরিকন্দরপ্রায়ে ॥ ৩৩ ॥ ক্বচিচ্ছীতবাতাদ্যনেকদৈবিকভৌতিকাত্মীয়ানাং দুঃখানাং প্রতিনিবারণেঽকল্পো দুরন্তবিষয়বিষণ্ণ আস্তে ॥ ৩৪ ॥ ক্বচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্ধনমুপযাতি বিত্তশাঠ্যেন ॥ ৩৫ ॥ ক্বচিৎ ক্ষীণধনঃ শয্যাসনাশনাদ্যুপভোগবিহীনো[১] যাবদপ্রতিলব্ধমনোরথোপগতাদানেঽবসিতমতিস্ততস্ততোঽবমানাদীনি[২] জনাদভিলভতে ॥ ৩৬ ॥ এবং বিত্তব্যতিষঙ্গবিবৃদ্ধবৈরানুবন্ধোঽপি পূর্ববাসনয়া মিথ উদ্বহত্যথাপবহতি ॥ ৩৭ ॥ এতস্মিন্ সংসারাধ্বনি নানাক্লেশোপসর্গবাধিত আপন্নবিপন্নো যত্র[৩] যস্তমু হ বাবেতরস্তত্র[৪] বিসৃজ্য জাতং জাতমুপাদায় শোচন্মুহ্যন্ বিভ্যদ্বিবদন্[৫] ক্রন্দন্ সংহৃষ্যন্ গায়ন্নহ্যমানঃ[৬] সাধুবর্জিতো নৈবাবর্ততেঽদ্যাপি যত আরব্ধ এষ নরলোকসার্থো যমধ্বনঃ পারমুপদিশন্তি ॥ ৩৮ ॥ যদিদং

পর শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্মানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞপুরুষ ভগবানের আরাধনাই তাদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার। কিন্তু তাতে তাদের রুচি হয় না। বেদোক্ত অনুষ্ঠান করার মতো শুদ্ধ বুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) না হওয়ায় তারা শূদ্রকুলে প্রবেশ করে, যার স্বভাব বানরদের মতো শুধুমাত্র স্ত্রী সম্ভোগ আর পরিজন পালন ॥ ৩০ ॥ সেখানে স্বেচ্ছাচার করার ফলে তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, একে অন্যের মুখ নিরীক্ষণ করে মুগ্ধ হয় এবং মরণ কালের কথা সর্বতোভাবে বিস্মৃত হয় ॥ ৩১ ॥ বৃক্ষের মতো লৌকিক সুখই যার ফল—সেই গৃহেই সব সুখ পাওয়া যায় মনে করে এবং স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্ত হয়ে বানরদের মতো স্ত্রী-সঙ্গে গাঢ় আনন্দ অনুভব করে ও বিষয়-ভোগ করেই জীবন কাটিয়ে দেয় ॥ ৩২ ॥

এইভাবে প্রবৃত্তিমার্গে সুখ দুঃখ ভোগ করতে করতে কখনো রোগরূপে গিরিকন্দরে পতিত হয় এবং সেখানে বাসকারী মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত হতে থাকে ॥ ৩৩ ॥ কখনো কখনো শীত, বায়ু ইত্যাদি নানাপ্রকার আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখের প্রতিকার করতে অসমর্থ হয় ; তখন বিষয় চিন্তায় বিষণ্ণ হয়ে দিন অতিবাহিত করে ॥ ৩৪ ॥ কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে ব্যবসা করতে গিয়ে একে অন্যকে বঞ্চনা করে সামান্য কিছু ধন লাভ করে ॥ ৩৫ ॥ কখনো কখনো নির্ধন হওয়ায় তাদের কাছে শয্যা, আসন, খাদ্য বা অন্য ভোগ্য দ্রব্য থাকে না ; তখন অভীষ্ট দ্রব্য লাভের জন্য তারা চুরি করে বা অন্য উপায়ে সেগুলি লাভ করতে কৃত সঙ্কল্প হয়। এইরূপে যাদের বস্তু অপহরণ করে তাদের কাছ থেকে অনেক তিরস্কার প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৬ ॥ এইরূপে ধনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা দিনে দিনে বেড়েই যায়। কিন্তু নিজের পূর্ব কর্মবশে পরস্পরের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করে, আবার তা ভেঙেও যায় ॥ ৩৭ ॥ এই সংসার-পথে চলার সময় মানুষকে নানা বাধা বিঘ্ন সহ্য করতে হয়। এই পথে যদি কেউ বিপদগ্রস্ত হয় অথবা কারোর যদি মৃত্যু হয় তো তাকে ওইখানে ছেড়ে চলে যায়, আর যারা নতুন জন্মায় তাদের সঙ্গ নেয়। কখনো কারোর জন্য শোক করে, কারোর শোকে অজ্ঞান হয়ে যায়, কখনো কারোর বিয়োগ হতে পারে এই ভয়ে ভীত হয়। পরিচিতের সঙ্গে ঝগড়া করে, কখনো বিপদে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, আর কখনো যদি মনমতো কিছু হয় তো আহ্লাদে ভরে ওঠে ; গান গায়, আর

[১]প্রা.পা.—শনাদিকামভোগাবিহীনো। [২]প্রা.পা.—লব্ধমনোরথস্তস্যাদানেঽব.। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'যত্র' এই পাঠ নেই। [৪]প্রা.পা.—তত্র তত্র বিসৃজ্য। [৫]প্রা.পা.—বিরসন্ রুদন্নদন্ সংহৃ.। [৬]প্রা.পা.—মুহ্যমানঃ।

যোগানুশাসনং ন বা[1] এতদবরুন্ধতে যন্ন্যস্তদণ্ডা মুনয় উপশমশীলা উপরতাত্মানঃ সমবগচ্ছন্তি॥ ৩৯ ॥ যদপি দিগিভজয়িনো যজ্বিনো যে বৈ রাজর্ষয়ঃ কিং তু পরং মৃধে শয়ীরন্নস্যামেব মমেয়মিতি[2] কৃতবৈরানুবন্ধায়াং বিসৃজ্য স্বয়মুপসংহৃতাঃ॥ ৪০ ॥ কর্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসারাধ্বনি বর্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি এবমুপরি গতোঽপি॥ ৪১ ॥

তস্যেদমুপগায়ন্তি—

আর্ষভস্যেহ রাজর্ষের্মনসাপি মহাত্মনঃ।
নানুবর্ত্মার্হতি নৃপো মক্ষিকেব গরুত্মতঃ॥ ৪২

যো দুস্ত্যজান্দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ॥ ৪৩

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥ ৪৪

যজ্ঞায় ধর্মপতয়ে বিধিনৈপুণায়
যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং
হাস্যন্মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার॥ ৪৫
য ইদং ভাগবতসভাজিতাবদাতগুণকর্মণো

তার জন্য বন্ধনে আবদ্ধ হতেও আপত্তি নেই। সাধু-মহাত্মারা কখনো এই রকম পুরুষের সঙ্গ করেন না ; সেইজন্য এরা চিরকাল সাধুসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবেই এরা জীবন যাপন করে এগিয়ে চলে। জীবনযাত্রার থেকে এবং শেষ পর্যন্ত এরা সেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কখনো ফিরে তাকায় না॥ ৩৮ ॥ পরমাত্মা পর্যন্ত যোগশাস্ত্র যেতে পারে না অর্থাৎ যোগশাস্ত্রের দ্বারা পরমাত্ম-প্রাপ্তি হয় না। যাঁরা সব দণ্ড ত্যাগ করে শান্ত সমাহিত চিত্ত হয়েছেন, সেই মুনিরাই এই সংসার-পথের পারে যেতে সক্ষম॥ ৩৯ ॥ যে সকল রাজর্ষি দিগ্‌গজগণকেও জয় করেছেন এবং বড় বড় যজ্ঞ করেছেন তাঁরাও সেই পর্যন্ত (পরমাত্মা পর্যন্ত) যেতে পারেননি। তাঁরা রণভূমিতে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ ত্যাগ করেছেন এবং 'এই পৃথিবী আমার' বলে অহংকারের বশে শত্রুতা করেছেন—সেই পৃথিবীতেই শরীর ত্যাগ করে পরলোকে গেছেন, কিন্তু এই সংসারের পার প্রাপ্ত হননি॥ ৪০ ॥ কোনো কোনো লোক যদিও পুণ্যকর্মরূপ লতার আশ্রয়ে অতি আয়াসে এই নরকরূপ বিপদ থেকে মুক্তি পায়, তথাপি পুনরায় এই সংসার মার্গে পথভ্রান্ত হয়ে নরলোক সমূহের সঙ্গে মিলিত হয়। এই অবস্থা স্বর্গগত লোকেদেরও হয়॥ ৪১ ॥

হে রাজন্! রাজর্ষি ভরতের সম্বন্ধে পণ্ডিতরা বলেন—'যেমন মাছি গরুড়ের গতি অনুসরণ করতে পারে না। সেইরকম অন্য কোনো রাজাই মানসিকভাবেও রাজর্ষি ভরতের অনুসরণ করতে পারে না'॥ ৪২ ॥ তিনি পুণ্যকীর্তি শ্রীহরির প্রতি ভক্তিমান হয়ে যৌবনেই মনুষ্যহৃদয়ের একান্ত কামনার বস্তু স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও রাজ্য ইত্যাদিকে বিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করেছিলেন। অন্য লোকেদের পক্ষে এই ত্যাগ খুবই কঠিন॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ভরত অত্যন্ত দুস্ত্যজ পৃথিবী, পুত্র, স্বজন, সম্পত্তি, স্ত্রী এমন কি মহান দেবতাদেরও বাঞ্ছিত লক্ষ্মী, যিনি ভরতের দয়াভাজন হবার জন্য তাঁর প্রতি দীনভাবে দৃষ্টিপাত করতেন, এদের কারো জন্যই আকর্ষণ অনুভব করেননি। এ সব ভরতের পক্ষেই শোভা পায়, কারণ যে মহানুভবদের মনপ্রাণ ভগবান মধুসূদনের সেবায় অনুরক্ত, তাঁদের কাছে মোক্ষপ্রাপ্তিও অতি তুচ্ছ ব্যাপার॥ ৪৪ ॥ তিনি মৃগশরীর ত্যাগ করার সময় উচ্চৈঃস্বরে বলেছিলেন—'ধর্মরক্ষক, যজ্ঞস্বরূপ, ধর্মানুষ্ঠাতা, যোগগম্য, সাংখ্য-দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, প্রকৃতির

[1]প্রা.পা.—ন মে এতদেব রুন্ধতে ন্যস্তদণ্ডা মনুয়ঃ। [2]প্রা.পা.—মমেদমিতি কৃতবৈরানুবন্ধা বিসৃজ্য।

রাজর্ষের্ভরতস্যানুচরিতং স্বস্ত্যয়নমায়ুষ্যং ধন্যং যশস্যং স্বর্গ্যাপবর্গ্যং[1] বানুশৃণোত্যাখ্যাস্যত্যভিনন্দতি[2] চ সর্বা এবাশিষ আত্মন আশাস্তে ন কাঞ্চন পরত ইতি॥ ৪৬ ॥

অধীশ্বর, সর্ব জীবের অন্তর্যামী শ্রীহরিকে প্রণাম'॥ ৪৫ ॥

হে রাজন্ ! ভক্তগণ রাজর্ষি ভরতের পবিত্র গুণ ও কর্মের প্রশংসা করে থাকেন। ওই মহাত্মার চরিত্র অতীব মঙ্গলপ্রদ, আয়ু ও ধনবর্ধক, যশ-বৃদ্ধিকারী এবং জীবনের অন্তিমকালে স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ। যাঁরা এই চরিত্রের কথা শ্রবণ করেন বা করান, এই চরিত্রকে অভিনন্দিত করেন, তাঁদের সকল কামনা পূর্ণ হয়, অন্যের কাছে কিছু প্রার্থনা করতে হয় না॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ভরতোপাখ্যানে পারোক্ষ্যবিবরণং নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে ভরতোপাখ্যানে পারোক্ষ্যবিবরণ নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভরতের বংশ বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

ভরতস্যাত্মজঃ সুমতির্নামাভিহিতো যমু হ বাব কেচিৎ পাখণ্ডিন ঋষভপদবীমনুবর্তমানং চানার্যা অবেদসমাম্নাতাং দেবতাং স্বমনীষয়া পাপীয়স্যা কলৌ কল্পয়িষ্যন্তি॥ ১ ॥ তস্মাদ্ বৃদ্ধসেনায়াং দেবতাজিন্নাম পুত্রোঽভবৎ॥ ২ ॥ অথাসুর্যাং তত্তনয়ো দেবদ্যুম্নস্ততো ধেনুমত্যাং সুতঃ পরমেষ্ঠী তস্য সুবর্চলায়াং প্রতীহ[3] উপজাতঃ॥ ৩ ॥ য আত্মবিদ্যামাখ্যায় স্বয়ং সংশুদ্ধো[4] মহাপুরুষমনুসস্মার ॥ ৪ ॥ প্রতীহাৎ সুবর্চলায়াং[5] প্রতিহর্ত্রাদয়স্ত্রয় আসন্নিজ্যাকোবিদাঃ সূনবঃ প্রতিহর্তুঃ স্তুত্যামজভূমানাবজনিষাতাম্॥ ৫ ॥ ভূম্ন ঋষিকুল্যায়ামুদ্গীথস্ততঃ প্রস্তাবো দেবকুল্যায়াং প্রস্তাবান্নিযুৎসায়াং[6] হৃদয়জ আসীদ্বিভুর্বিভো রত্যাং চ পৃথুষেণস্তস্মান্নক্ত আকৃত্যাং জজ্ঞে নক্তাদ্

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! সুমতি নামে ভরতের এক পুত্র ছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি ঋষভদেবের মার্গ অনুসরণ করেছিলেন। কলিকালে অনার্য পাষণ্ডিগণ নিজ দুষ্ট বুদ্ধির দোষে তাঁকে বেদবিরোধী ভেবে দেবতা বলে তাঁকে কল্পনা করবে॥ ১ ॥ সুমতির ঔরসে তাঁর পত্নী বৃদ্ধসেনার গর্ভে দেবতাজিৎ নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন॥ ২ ॥ অনন্তর আসুরীর গর্ভে দেবদ্যুম্ন নামে দেবতাজিতের এক পুত্র জন্মে, ধেনুমতীর গর্ভে দেবদ্যুম্নের ঔরসে পরমেষ্ঠী নামে পুত্রের জন্ম হয়, পরমেষ্ঠীর ঔরসে সুবর্চলার গর্ভে প্রতীহ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন॥ ৩ ॥ তিনি (প্রতীহ) বহুলোককে আত্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং নিজে শুদ্ধি লাভ করে পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণের সাক্ষাৎ অনুভব করেছিলেন॥ ৪ ॥ প্রতীহর পত্নী সুবর্চলার গর্ভে প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্গাতা নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা সকলেই যজ্ঞাদি কর্মে নিপুণ ছিলেন। প্রতিহর্তার স্ত্রীর নাম ছিল স্তুতি। তাঁর গর্ভে অজ আর ভূমা নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়॥ ৫ ॥ ভূমার পত্নী ঋষিকুল্যার গর্ভে উদ্গীথ, উদ্গীথের স্ত্রী দেবকুল্যার গর্ভে প্রস্তাব এবং

[1]প্রা.পা.—স্বর্গ্যাপবর্গমনুশৃ.। [2]প্রা.পা.—খ্যাস্যতি হ্যেবাভিনন্দতি। [3]প্রা.পা.—প্রতীহার। [4]প্রা.পা.—শুদ্ধো। [5]প্রা.পা.—প্রতীহারাৎসু.। [6]প্রা.পা.—প্রস্তাবাদ্বিরুৎসায়াং হৃদয়জয় আসী.।

দ্রুতিপুত্রো গয়ো রাজর্ষিপ্রবর উদারশ্রবা অজায়ত সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোর্জগদ্রিরক্ষিষয়া গৃহীত-সত্ত্বস্য কলাঽঽত্মবত্ত্বাদিলক্ষণেন মহাপুরুষতাং প্রাপ্তঃ॥ ৬ ॥ স বৈ স্বধর্মেণ[১] প্রজাপালন-পোষণপ্রীণনোপলালনানুশাসনলক্ষণেনেজ্যাদিনা চ ভগবতি মহাপুরুষে পরাবরে ব্রহ্মণি সর্বাত্মনার্পিত-পরমার্থলক্ষণেন ব্রহ্মবিচ্চরণানুসেবয়াঽঽপাদিত-ভগবদ্ভক্তিযোগেন চাভীক্ষ্ণশঃ পরিভাবিতাতি-শুদ্ধমতিরুপরতানাত্ম্য আত্মনি স্বয়মুপলভ্যমান-ব্রহ্মাত্মানুভবোঽপি নিরভিমান এবাবনিম-জূগুপৎ[২]॥ ৭ ॥

তস্যেমাং গাথাং পাণ্ডবেয় পুরাবিদ উপগায়ন্তি ॥ ৮

গয়ং নৃপঃ কঃ প্রতিযাতি কর্মভি-
র্যজ্বাভিমানী বহুবিদ্ধর্মগোপ্তা।
সমাগতশ্রীঃ সদসস্পতিঃ সতাং
সৎসেবকোঽন্যো ভগবৎকলামৃতে॥ ৯
যমভ্যষিঞ্চন্ পরয়া মুদা সতীঃ
সত্যাশিষো দক্ষকন্যাঃ সরিদ্ভিঃ।
যস্য প্রজানাং দুদুহে ধরাঽঽশিষো
নিরাশিষো[৩] গুণবৎসস্নুতোধাঃ॥ ১০
ছন্দাংস্যকামস্য চ যস্য কামান্
দুদূহুরাজহ্রুরথো বলিং নৃপাঃ।
প্রত্যঞ্চিতা যুধি ধর্মেণ[৪] বিপ্রা
যদাশিষাং ষষ্ঠমংশং পরেত্য॥ ১১
যস্যাধ্বরে ভগবানধ্বরাত্মা
মঘোনি মাদ্যত্যুরুসোমপীথে।
শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাচলভক্তিযোগ-
সমর্পিতেজ্যাফলমাজহার[৫]॥ ১২
যৎপ্রীণনাদ্বর্হিষি[৬] দেবতির্যঙ্
মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ।
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্বজীবঃ
প্রীতঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্গয়স্য॥ ১৩

প্রস্তাবের স্ত্রী নিযুৎসার গর্ভে বিভু নামক পুত্রের জন্ম হয়। রতির গর্ভে বিভুর পুত্র পৃথুষেণ, পৃথুষেণের দ্বারা আকৃতির গর্ভে নক্তের জন্ম হয়, আর নক্তের ঔরসে দ্রুতির গর্ভে উদারকীর্তি রাজর্ষিপ্রবর গয়-এর জন্ম হয়। তিনি (গয়) জগতের রক্ষার নিমিত্ত সত্ত্বগুণের অধিকারী সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত এবং সংযম ইত্যাদি অনেক প্রকার গুণের অধিকারী ছিলেন বলে মহাপুরুষরূপে অভিহিত হতেন॥ ৬ ॥ মহারাজ গয় প্রজাদের লালন-পালন, পোষণ-প্রীণন ও শাসন এবং নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র ভগবানে অনুরক্ত হয়ে ধর্মের আচরণ করতেন। এইজন্য তৎ-কৃত সকল কর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষ পরমাত্মা শ্রীহরির প্রতি অর্পিত হয়ে পরমার্থ ধর্মে পরিণত হত। এইভাবে ব্রহ্মবিদ মহাপুরুষদের চরণসেবা দ্বারা তিনি ভক্তিযোগ লাভ করেছিলেন। নিরন্তর ভগবৎ-চিন্তা দ্বারা তিনি নিজ চিত্তকে শুদ্ধ করে এবং দেহাদি অনাত্মবস্তু থেকে অহংভাব দূর করে চিত্তে স্বয়ং ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করেছিলেন। এইভাবে নিরহংকার হয়েও তিনি পৃথিবী পালন করেছিলেন॥ ৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! প্রাচীন ইতিহাসবিদ মহাত্মারা রাজর্ষি গয়ের সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন॥ ৮ ॥ অহো ! আর কোন্ রাজা নিজ কর্ম দ্বারা রাজর্ষি গয়ের সমান হতে পারেন ? তিনি স্বয়ং ভগবানের অংশ। তিনি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি, এইরকম বিধিমতো যজ্ঞানুষ্ঠাতা, মনস্বী, বহুজ্ঞ, ধর্মরক্ষক, লক্ষ্মীর প্রিয় পাত্র, সাধুসমাজের শিরোমণি এবং সৎ পুরুষের সেবক হতে পারেন ? ॥ ৯ ॥ সত্য-সংকল্পবতী পরমসাধবী শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া ইত্যাদি দক্ষ কন্যারা গঙ্গাদি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর অভিষেক করেছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা না থাকলেও বসুন্ধরা, গোরু যেমন তার বাচ্চাকে স্নেহভরে দুধ পান করায়, সেই রকম তাঁর গুণের মর্যাদা দেবার জন্য তাঁর প্রজাদের ধনদৌলত বস্ত্রাদি দান করেছিলেন॥ ১০ ॥ তাঁর কোনো কামনা ছিল না, তথাপি বেদবিহিত কর্মসমূহ তাঁকে প্রয়োজনীয় বস্তু দান করেছিল ; রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অস্ত্রপ্রয়োগে নৈপুণ্যে সম্মানিত হয়ে তাঁকে কর দিতেন এবং ব্রাহ্মণরা দক্ষিণা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পরলোকে হিতের জন্য নিজ নিজ পুণ্যের ষষ্ঠভাগ দান করেছিলেন॥ ১১ ॥ তাঁর যজ্ঞকালে ইন্দ্র প্রচুর সোমরস পান করে আনন্দে মত্ত হতেন আর তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ নিশ্চল ভক্তিযোগ দ্বারা সমর্পিত যজ্ঞফল স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ আবির্ভূত হয়ে গ্রহণ করেছিলেন॥ ১২ ॥ যাঁর

[১]প্রা.পা.—স বৈ ধর্মেণ প্রজা.। [২]প্রা.পা.—ইবাব.। [৩]প্রা.পা.—যথেপ্সিতা। [৪]প্রা.পা.—ধর্মে চ। [৫]প্রা.পা.—সমর্ষিতেজ্যা.। [৬]প্রা.পা.—যৎপ্রীণনং বর্হিষি।

গয়ান্তায়ন্ত্যাং চিত্ররথঃ সুগতিরবরোধন ইতি ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুশ্চিত্ররথাদূর্ণায়াং সম্রাডজনিষ্ট ॥ ১৪ ॥ তত উৎকলায়াং মরীচির্মরীচের্বিন্দুমত্যাং বিন্দুমানুদপদ্যত তস্মাৎ সরঘায়াং মধুর্নামাভবন্মধোঃ সুমনসি[১] বীরব্রতস্ততো ভোজায়াং মন্থুপ্রমন্থু জজ্ঞাতে মন্থোঃ সত্যায়াং ভৌবনস্ততো দূষণায়াং ত্বষ্টাজনিষ্ট ত্বষ্টুর্বিরোচনায়াং বিরজো বিরজস্য শতজিৎপ্রবরং পুত্রশতং কন্যা চ বিষূচ্যাং[২] কিল জাতম্॥ ১৫

তত্রায়ং শ্লোকঃ-

প্রৈয়ব্রতং বংশমিমং বিরজশ্চরমোদ্ভবঃ।
অকরোদত্যলং কীর্ত্যা বিষ্ণুঃ সুরগণং যথা॥ ১৬

তৃপ্তিতে ব্রহ্মা থেকে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ এবং তৃণ পর্যন্ত সবাই তৎক্ষণাৎ তৃপ্ত হন—সেই নিত্যতৃপ্ত বিশ্বাত্মা শ্রীহরি রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞানুষ্ঠানে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছিলেন। সেইজনাই তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ কীভাবে হতে পারেন ? ॥ ১৩ ॥

মহারাজ গয়ের স্ত্রী গয়ন্তীর গর্ভে চিত্ররথ, সুগতি আর অবরোধন নামে তিনটি পুত্র হয়। তাঁদের মধ্যে চিত্ররথের পত্নী ঊর্ণার গর্ভে সম্রাট নামে এক পুত্র হয়॥ ১৪ ॥ সম্রাটের ঔরসে উৎকলার গর্ভে মরীচি আর মরীচির ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দুমান নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। বিন্দুমানের ঔরসে সরঘার গর্ভে মধু, মধুর স্ত্রী সুমনার গর্ভে বীরব্রত এবং বীরব্রতের স্ত্রী ভোজার গর্ভে মন্থু ও প্রমন্থু নামে দুই পুত্র হয়, তাঁদের মধ্যে মন্থুর স্ত্রী সত্যার গর্ভে ভৌবন, ভৌবনের ঔরসে দূষণার গর্ভে ত্বষ্টা, ত্বষ্টার স্ত্রী বিরোচনার গর্ভে বিরজ আর বিরজের স্ত্রী বিষূচীর গর্ভে শতজিৎ প্রমুখ শত পুত্রের ও একটি কন্যার জন্ম হয়॥ ১৫ ॥ বিরজের বিষয়ে এই শ্লোক প্রসিদ্ধ—'যেমন ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের শোভাবর্ধন করেন সেইরকম এই প্রিয়ব্রতের বংশের শেষ রাজা বিরজ নিজের যশ দ্বারা বংশকে অলংকৃত করেছিলেন' ॥১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবংশানুকীর্তনং নাম[৩] পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবংশানুকীর্তন নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

ভুবনকোশ বর্ণন

রাজোবাচ

উক্তস্ত্বয়া ভূমণ্ডলায়ামবিশেষো যাবদাদিত্যস্তপতি যত্র চাসৌ জ্যোতিষাং গণৈশ্চন্দ্রমা বা সহ দৃশ্যতে[৪]॥ ১ ॥ তত্রাপি প্রিয়ব্রতরথচরণপরিখাতৈঃ সপ্তভিঃ সপ্ত সিন্ধব উপক্লৃপ্তা যত এতস্যাঃ[৫] সপ্তদ্বীপবিশেষবিকল্পস্ত্বয়া ভগবন্ খলু

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে মুনিবর ! সূর্যের আলোকে যতদূর আলোকিত হয় আর যে যে স্থানে নক্ষত্রগণ সহ চন্দ্রমা দৃষ্ট হয়, ততদূর পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার বলে আপনি জানিয়েছেন। আপনি এ কথাও বলেছেন যে, প্রিয়ব্রতের রথচক্রের আঘাতে সাত সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং যার জন্যে এই পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপের বিভাগ হয়েছে। এখন আমি এদের পরিমাণ ও সাধারণ লক্ষণ

[১]প্রা.পা.—সুমনসা। [২]প্রা.পা.—বিষূচ্যাং। [৩]প্রা.পা.—বংশানুচরিতং। [৪]প্রা.পা.—দৃশ্যেত। [৫]প্রা.পা.—এতস্যাং।

সূচিত এতদেবাখিলমহং মানতো লক্ষণতশ্চ সর্বং বিজিজ্ঞাসামি ॥ ২ ॥ ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেঽপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুং তদু হৈতদ্ গুরোঽর্হস্যনুবর্ণয়িতুমিতি ॥ ৩ ॥

ঋষিরুবাচ

ন বৈ মহারাজ ভগবতো মায়াগুণবিভূতেঃ কাষ্ঠাং মনসা বচসা বাধিগন্তুমলং বিবুধায়ুষাপি পুরুষস্তস্মাৎ প্রাধান্যেনৈব ভূগোলকবিশেষং নামরূপমানলক্ষণতো ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪ ॥ যো[১] বায়ং দ্বীপঃ কুবলয়কমলকোশাভ্যন্তরকোশো নিযুতযোজনবিশালঃ সমবর্তুলো যথা পুষ্করপত্রম্ ॥ ৫ ॥ যস্মিন্নব বর্ষাণি নবযোজনসহস্রায়ামান্যষ্টভির্মর্যাদাগিরিভিঃ সুবিভক্তানি ভবন্তি ॥ ৬ ॥ এষাং মধ্যে ইলাবৃতং নামাভ্যন্তরবর্ষং যস্য নাভ্যামবস্থিতঃ সর্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরুর্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলয়কমলস্য মূর্ধনি দ্বাত্রিংশৎ সহস্রযোজনবিততো মূলে ষোড়শসহস্রং[২] তাবতান্তর্ভূম্যাং প্রবিষ্টঃ ॥ ৭ ॥ উত্তরোত্তরেণেলাবৃতং নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যকহিরণ্ময়কুরূণাং[৩] বর্ষাণাং মর্যাদাগিরয়ঃ প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্ষারোদাবধয়ো দ্বিসহস্রপৃথব[৪] একৈকশঃ পূর্বস্মাৎপূর্বস্মাদুত্তর উত্তরো[৫] দশাংশাধিকাংশেন দৈর্ঘ্য এব হ্রসন্তি ॥ ৮ ॥

এবং দক্ষিণেনেলাবৃতং নিষধো হেমকূটো হিমালয় ইতি প্রাগায়তা যথা নীলাদয়োঽযুতযোজনোৎসেধা হরিবর্ষকিম্পুরুষভারতানাং যথাসংখ্যম্ ॥ ৯ ॥ তথৈবেলাবৃতমপরেণ পূর্বেণ চ

সম্পূর্ণরূপে অবগত হতে ইচ্ছুক ॥ ২ ॥ কারণ যে মন ভগবানের গুণময় স্থূল বিগ্রহে আবেশিত হয় সেই মন ভগবান বাসুদেবের স্বয়ংপ্রকাশ সূক্ষ্মতম নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপেও নিবিষ্ট হতে পারে। অতএব হে প্রভু ! দয়া করে এই বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করুন ॥ ৩ ॥

ঋষি শুকদেব বললেন—হে মহারাজ ! ভগবানের মায়া এবং গুণ এতই অপার যে, যদি কোনো পুরুষ দেবতুল্য আয়ু লাভ করে, তথাপি মন বা বাক্যের দ্বারা তাঁর ধারণা করতে সমর্থ হয় না। সেইজন্য ভগবানের যে সকল বিশেষ বিশেষ স্থান আছে তাদের নাম, রূপ, পরিমাণ ও লক্ষণের বিষয়ে ব্যাখ্যা করছি ॥ ৪ ॥ এই জম্বুদ্বীপ—যেখানে আমরা বাস করি, ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কোশস্থানীয় যে সাতটি দ্বীপ আছে তা তাদের সকলের অভ্যন্তরীণ কোষ। এর বিস্তার লক্ষ যোজন এবং আকার পদ্মপত্রের মতো গোল ॥ ৫ ॥ এই দ্বীপে নয়টি বর্ষ আছে, যাদের (প্রত্যেকের) বিস্তার নয় সহস্র যোজন করে এবং আটটি পর্বত ওই সকল বর্ষকে সুবিভক্ত করেছে ॥ ৬ ॥ এর ঠিক মধ্যভাগে ইলাবৃত নামে দশম বর্ষ আছে। এই বর্ষের মধ্যভাগে কুলপর্বতরাজ মেরু পর্বত অবস্থিত ; সে ভূমণ্ডলরূপ কমলের কর্ণিকা সদৃশ। এর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সুবর্ণময় এবং উচ্চতা এক লক্ষ যোজন। এর বিস্তার শিখরদেশে বত্রিশ হাজার যোজন এবং মূলদেশে ষোল হাজার যোজন এবং ভূমির ভিতরে ষোল হাজার যোজন প্রবিষ্ট হয়ে আছে। অর্থাৎ ভূমির বাইরে এর উচ্চতা চুরাশী হাজার যোজন ॥ ৭ ॥ ইলাবৃত বর্ষের উত্তরে ক্রমশ নীল, শ্বেত আর শৃঙ্গবান নামে তিনটি পর্বত আছে—যারা রম্যক, হিরণ্ময় আর কুরু নামক বর্ষের সীমা নির্ধারণ করে। এরা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে লবণ সমুদ্রের সঙ্গে সংলগ্ন আছে। এদের প্রত্যেকের বিস্তার দুই সহস্র যোজন এবং দৈর্ঘ্যে প্রথমটি থেকে শুরু করে পরেরগুলি ক্রমশ এক-দশমাংশ অপেক্ষা কিছু কম। কিন্তু উচ্চতা ও প্রস্থে সব কয়টিই সমান ॥ ৮ ॥

সেইরকম ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণ দিকে ক্রমশ নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় নামে তিনটি পর্বত আছে। নীলাদি পর্বতের মতো এরাও পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত আর দশ সহস্র যোজন এদের উচ্চতা। এদের এক-একটি ক্রমশ হরিবর্ষ, কিম্পুরুষ এবং ভারতবর্ষের সীমা নির্ধারণ করছে ॥ ৯ ॥ ইলাবৃতের পূর্ব আর পশ্চিম দিকে—উত্তরে

[১]প্রা.পা.—যাবানয়ং দ্বীপঃ। [২]প্রা.পা.— ষোড়শসহস্রে। [৩]প্রা.পা.—কুরূণাং ত্রয়াণাং বর্ষাণাং। [৪]প্রা.পা.—দ্বিসাহস্রং। [৫]প্রা.পা.—উত্তরেণ।

মাল্যবদ্গান্ধমাদনাবানীলনিষধায়তৌ দ্বিসহস্রং[1] পপ্রথতুঃ কেতুমালভদ্রাশ্বয়োঃ সীমানং বিদধাতে॥ ১০ ॥ মন্দরো মেরুমন্দরঃ সুপার্শ্বঃ কুমুদ ইত্যযুতযোজনবিস্তারোন্নাহা মেরোশ্চতুর্দিশমবষ্টম্ভগিরয় উপক্লৃপ্তাঃ॥ ১১ ॥ চতুর্ষ্বেতেষু চূতজম্বূকদম্বন্যগ্রোধাশ্চত্বারঃ পাদপপ্রবরাঃ পর্বতকেতব ইবাধিসহস্রযোজনোন্নাহাস্তাবদ্ বিটপবিততয়ঃ শতযোজনপরিণাহাঃ॥ ১২ ॥ হ্রদাশ্চত্বারঃ পয়োমধ্বিক্ষুরসমৃষ্টজলা যদুপস্পর্শিন উপদেবগণা যোগৈশ্বর্যাণি স্বাভাবিকানি ভরতর্ষভ ধারয়ন্তি ॥ ১৩ ॥ দেবোদ্যানানি চ ভবন্তি চত্বারি নন্দনং চৈত্ররথং বৈভ্রাজকং সর্বতোভদ্রমিতি॥ ১৪ ॥ যেষ্বমরপরিবৃঢ়াঃ[2] সহ সুরললনাললামযূথপতয় উপদেবগণৈরুপগীয়মানমহিমানঃ কিল বিহরন্তি॥ ১৫ ॥

মন্দরোৎসঙ্গ একাদশশতযোজনোত্তুঙ্গদেবচূতশিরসো[3] গিরিশিখরস্থূলানি ফলান্যমৃতকল্পানি পতন্তি ॥ ১৬ ॥ তেষাং বিশীর্যমাণানামতিমধুরসুরভিসুগন্ধিবহুলারুণরসোদেনারুণোদা[4] নাম নদী মন্দরগিরিশিখরান্নিপতন্তী পূর্বেণেলাবৃতমুপপ্লাবয়তি॥ ১৭ ॥ যদুপজোষণাদ্ভবান্যা অনুচরীণাং পুণ্যজনবধূনামবয়বস্পর্শসুগন্ধবাতো দশযোজনং সমন্তাদনুবাসয়তি ॥ ১৮ ॥ এবং জম্বূফলানামত্যুচ্চনিপাতবিশীর্ণানামনস্থিপ্রায়াণামিভকায়নিভানাং রসেন জম্বূ নাম নদী মেরুমন্দরশিখরাদযুতযোজনাদবনিতলে নিপতন্তী দক্ষিণেনাত্মানং যাবদিলাবৃতমুপস্যন্দয়তি[5] ॥ ১৯ ॥ তাবদুভয়োরপি রোধসোর্যা মৃত্তিকা তদ্রসেনানুবিধ্যমানা[6] বায্বর্কসংযোগবিপাকেন সদামরলোকাভরণং[7] জাম্বূনদং নাম সুবর্ণং

নীল পর্বত আর দক্ষিণে নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত গন্ধমাদন ও মাল্যবান নামে দুটি পর্বত আছে। এরা প্রস্থে দুই সহস্র যোজন এবং ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামক বর্ষদ্বয়ের সীমা নির্ধারক॥ ১০ ॥ এছাড়া মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব আর কুমুদ—এই চারটি পর্বত দশ সহস্র যোজন উচ্চে ও প্রস্থে বিস্তৃত হয়ে মেরু পর্বতের স্তম্ভের মতো শোভা পাচ্ছে॥ ১১ ॥ পূর্বোক্ত চারটি পর্বতে যথাক্রমে আম, জাম, কদম্ব ও বটবৃক্ষ সকল ধ্বজার ন্যায় শোভমান। ওই সকল বৃক্ষ একাদশ শত যোজন উচ্চ এবং তাদের শাখা সকলও তাদৃশ বিস্তৃত এবং প্রস্থে শত শত যোজন॥ ১২ ॥ হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই চারটি পর্বতে চারটি হ্রদ আছে—ওই সকল হ্রদ যথাক্রমে দুগ্ধ (দুধ), মধু, ইক্ষুরস ও সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ। উপদেবতাগণ এই জল পান করে স্বভাবতই যোগৈশ্বর্য প্রাপ্ত হন॥ ১৩ ॥ এই চারটি পর্বতের ওপর যথাক্রমে নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্বতোভদ্র নামে চারটি দেবোদ্যান আছে॥ ১৪ ॥ এই দেবোদ্যানে প্রধান প্রধান দেবতাগণ সুরললনাদের ভূষণ হয়ে প্রধান প্রধান সুরাঙ্গনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিহার করেন। সেইসময় গন্ধর্ব ইত্যাদি উপদেবতারা তাঁদের মহিমা কীর্তন করেন॥ ১৫ ॥

মন্দর পর্বতের ক্রোড়ে যে একাদশ শত যোজন উচ্চ দেবভোগ্য আম্রবৃক্ষ আছে তা থেকে পর্বত শিখরের ন্যায় বিশালাকৃতি আর অমৃতের ন্যায় সুমিষ্ট ফল পতিত হয়॥ ১৬ ॥ পতনের সময় ওই সকল ফল ফেটে তা থেকে অতি সুগন্ধ যুক্ত অরুণ বর্ণ মধুর রস নির্গত হয়। ওই রস অরুণোদা নামে নদী রূপে মন্দর গিরির শিখর থেকে প্রবাহিত হয়ে ইলাবৃতের পূর্বভাগ প্লাবিত করছে॥ ১৭ ॥ দেবী ভবানীর অনুচরী যক্ষপত্নীগণ এই জল সেবন করেন এবং সেইহেতু তাঁদের অঙ্গ থেকে এত সুগন্ধ নির্গত হয় যে বায়ু তাঁদের স্পর্শে সুগন্ধিত হয়ে দশ যোজন অবধি সমস্ত দেশকে সুগন্ধে ভরে দেয়॥ ১৮ ॥ এইরকম জামগাছ থেকে হাতির সমান বড় বড় ফল যার মধ্যে বীজ প্রায়শ নেই বললেই হয়, পতিত হয়। অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয় বলে এই সকল ফল ফেটে গিয়ে তার রস দ্বারা জম্বূ নদীর সৃষ্টি হয়। এই নদী মেরুমন্দর পর্বতের দশ সহস্র যোজন উচ্চ স্থান থেকে নিপতিত হয়ে ইলাবৃতের দক্ষিণ দিক প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়॥ ১৯ ॥ ওই নদীর দুই তীরেই যখন জম্বুরস মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বায়ু ও সূর্য তাপে শুষ্ক

[1]প্রা.পা.—দ্বিসাহস্রং। [2]প্রা.পা.—তেষ্বমরপরিবৃঢ়াঃ। [3]প্রা.পা.—দেবগিরিশিরসো। [4]প্রা.পা.—রসোদেন নানারুণোদা নাম। [5]প্রা.পা.—বৃতমুপস্যন্দতি। [6]প্রা.পা.—রসেনানুবিধ্যমানা চ বায়ব। [7]প্রা.পা.—সদা হ্যমরলোকাভরণং।

ভবতি ॥ ২০ ॥ যদু হ বাব বিবুধাদয়ঃ সহ যুবতিভির্মুকুটকটককটিসূত্রাদ্যাভরণরূপেণ[১] খলু ধারয়ন্তি॥ ২১ ॥

যস্তু মহাকদম্বঃ সুপার্শ্বনিরূঢ়ো[২] যাস্তস্য কোটরেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ পঞ্চায়ামপরিণাহাঃ পঞ্চ মধুধারাঃ সুপার্শ্বশিখরাৎপতন্ত্যোঽপরেণাত্মান-মিলাবৃতমনুমোদয়ন্তি[৩] ॥ ২২ ॥ যা[৪] হ্যপযুঞ্জানানাং মুখনির্বাসিতো[৫] বায়ুঃ-সমন্তাচ্ছতয়োজনমনুবাসয়তি॥ ২৩ ॥

এবং কুমুদনিরূঢ়ো যঃ শতবল্শো নাম বটস্তস্য স্কন্ধেভ্যো নীচীনাঃ[৬] পয়োদধি মধুঘৃতগুড়ান্নাদ্যম্বরশয্যাসনাভরণাদয়ঃ[৭] সর্ব এব কামদুঘা নদাঃ কুমুদাগ্রাৎ পতন্তস্তমুত্তরেণেলা-বৃতমুপযোজয়ন্তি॥ ২৪ ॥ যানুপজুষাণানাং ন কদাচিদপি প্রজানাং বলীপলিতক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্য-জরাময়মৃত্যুশীতোষ্ণবৈবর্ণ্যোপসর্গাদয়স্তাপবিশেষা ভবন্তি যাবজ্জীবং সুখং নিরতিশয়মেব॥ ২৫ ॥

[৮]কুরঙ্গকুররকুসুম্ভবৈকঙ্কত্রিকূটশিশিরপতঙ্গরুচক-নিষধশিনীবাসকপিলশঙ্খবৈদূর্যজারুধিহংসর্ষভনাগ-কালঞ্জরনারদাদয়ো[৯] বিংশতিগিরয়ো[১০] মেরোঃ কর্ণিকায়া ইব কেসরভূতা মূলদেশে পরিত উপক্লৃপ্তাঃ॥ ২৬ ॥ জঠরদেবকূটৌ মেরুং পূর্বেণাষ্টাদশযোজনসহস্রমুদগায়তৌ[১১] দ্বিসহস্রং[১২] পৃথুতুঙ্গৌ ভবতঃ। এবমপরেণ পবনপারিযাত্রৌ দক্ষিণেন কৈলাসকরবীরৌ প্রাগায়তাবেবমুত্তর-তস্ত্রিশৃঙ্গমকরাবষ্টভিরেতৈঃ পরিস্তৃতোঽগ্নিরিব পরিতশ্চকাস্তি কাঞ্চনগিরিঃ॥ ২৭ ॥ মেরোর্মূর্ধনি ভগবত আত্মযোনের্মধ্যত উপক্লৃপ্তাং পুরীমযুতযোজনসাহস্রীং সমচতুরস্রাং শাতকৌম্ভীং

হয়ে যায়, তখন তা জম্বুনদ নামক সুবর্ণে পরিণত হয় এবং সর্বদা অমরলোকের আভরণস্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে॥ ২০ ॥ এই জম্বুনদের স্বর্ণের দ্বারা মুকুট কঙ্কণ আর কোমরের গহনা নির্মাণ করে দেবতা ও গন্ধর্বরা স্বীয় তরুণী স্ত্রীদের সঙ্গে শরীরে ধারণ করে থাকেন॥ ২১ ॥ সুপার্শ্ব পর্বতের উপর যে বিশাল কদম্ব বৃক্ষ আছে তার পাঁচটি কোটর থেকে পঞ্চব্যাস পরিমিত পাঁচটি মধুধারা সুপার্শ্বের শিখর থেকে নির্গত হয়ে ইলাবৃত ভূখণ্ডের পশ্চিম ভাগকে নিজের সুগন্ধ দ্বারা আমোদিত করে॥ ২২ ॥ যারা এই মধুপান করে তাদের মুখনিঃসৃত মধুসৌরভ চতুর্দিকে শত যোজন সুবাসিত করে রাখে ॥ ২৩ ॥

এইরকম কুমুদ পর্বতে যে শতবল্শ (শতস্কন্ধ) নামক বটবৃক্ষ আছে তার জটা থেকে নীচের দিকে অনেক নদ প্রবাহিত হয়, তারা ইচ্ছামতো ভোগ্য বস্তু দান করে। তাদের থেকে দুধ, দই, মধু, ঘৃত, গুড়, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, আসন এবং অলংকার ইত্যাদি সব কিছুই পাওয়া যায়। এরা কুমুদের শিখর থেকে পতিত হয়ে ইলাবৃতের উত্তর ভাগকে প্লাবিত করে॥ ২৪ ॥ এই নদ দ্বারা প্রবাহিত বস্তু সকল উপভোগ করলে প্রজাদের কদাপি বলীরেখা দেখা যায় না, চুল সাদা হয় না, ক্লান্তি হয় না, শরীরে স্বেদ দুর্গন্ধ, জরা, রোগ, মৃত্যু, শীত বা উষ্ণবোধ, শরীর বিবর্ণ কিংবা অঙ্গহানি ইত্যাদি কিছুই হয় না এবং শেষ দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুখ উপভোগ করে॥ ২৫ ॥

হে রাজন্! পদ্মের কর্ণিকাতে যেমন কেশর থাকে সেই রকম মেরুর মূলদেশের চারিদিকে কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিনীবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর এবং নারদ ইত্যাদি কুড়িটি পর্বত আছে॥ ২৬ ॥ মেরুর পূর্বদিকে জঠর এবং দেবকূট নামে দুটি পর্বত আছে, যাদের দৈর্ঘ্য অষ্টাদশ সহস্র যোজন এবং প্রস্থ ও উচ্চতা দুই সহস্র যোজন। এইরকম পশ্চিমদিকে পবন ও পারিযাত্র, দক্ষিণদিকে কৈলাশ ও করবীর এবং উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর নামে পর্বত আছে। এই আটটি পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে কাঞ্চনগিরি মেরু পর্বত অগ্নির ন্যায় চতুর্দিকে দীপ্তি বিস্তার করে শোভা পাচ্ছে॥ ২৭ ॥ বলা হয় যে, মেরুর শিখরের মধ্যভাগে ভগবান ব্রহ্মার সুবর্ণময় শাতকৌম্ভী পুরী বিরচিত

[১]প্রা.পা.—সহস্রযুবতিভি.। [২]প্রা.পা.—নিরূঢ়স্তস্য যাঃ কোট.। [৩]প্রা.পা.—মনুমাদয়ন্তি। [৪]প্রা.পা.— যো হ্যপ.। [৫]প্রা.পা.—মুখনিঃশ্বসিতো। [৬]প্রা.পা.—নিলীনাঃ। [৭]প্রা.পা.—গুড়ান্নাম্বরশয্যা। [৮]প্রা.পা.—কুবর.। [৯]প্রা.পা.—নীরদায়ামা। [১০]প্রাচীন বইয়ে 'বিংশতিগিরয়ো' এই পাঠ নেই। [১১]প্রা.পা.—সাহস্র। [১২]প্রা.পা.—দ্বিসাহস্রং।

বদন্তি॥ ২৮ ॥ তামনু পরিতো লোকপালানামষ্টানাং যথাদিশং যথারূপং তুরীয়মানেন পুরোঽষ্টাবুপক্লৃপ্তাঃ॥ ২৯ ॥

আছে—যা বিস্তারে অযুত সহস্র অর্থাৎ কোটি যোজন ও সমচতুষ্কোণ বিশিষ্ট॥ ২৮ ॥ তাদের নীচে পূর্বাদি আট দিকে তাদের অধিপতি ইন্দ্র-আদি আট লোকপালের আটটি পুরী আছে। যে দিকপালের যে বর্ণ তার পুরীও সেই বর্ণবিশিষ্ট। এদের আয়তন ব্রহ্মার পুরীর এক-চতুর্থাংশ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশবর্ণনা নামক ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

গঙ্গার বিবরণ ও ভগবান শংকর কর্তৃক সংকর্ষণদেবের স্তুতি

শ্রীশুক উবাচ

তত্র ভগবতঃ সাক্ষাদ্যজ্ঞলিঙ্গস্য বিষ্ণোর্বিক্রমতো বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্নোর্ধ্বাণ্ডকটাহবিবরেণান্তঃপ্রবিষ্টা যা বাহ্যজলধারা তচ্চরণপঙ্কজাবনেজনারুণকিঞ্জল্কোপরঞ্জিতাখিলজগদঘমলাপহোপস্পর্শনামলা সাক্ষাদ্ভগবৎপদীত্যনুপলক্ষিতবচোঽভিধীয়মানাতিমহতা কালেন যুগসহস্রোপলক্ষণেন দিবো মূর্ধন্যবততার যত্তদ্বিষ্ণুপদমাহুঃ॥ ১ ॥ যত্র[১] হ বাব বীরব্রত ঔত্তানপাদিঃ পরমভাগবতোঽস্মৎকুলদেবতাচরণারবিন্দোদকমিতি যামনুসবনমুৎকৃষ্যমাণভগবদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়ং ক্লিদ্যমানান্তর্হৃদয় ঔৎকণ্ঠ্যবিবশামীলিতলোচনযুগলকুড্মলবিগলিতামলবাষ্পকলয়াভিব্যজ্যমানরোমপুলককুলকোঽধুনাপি[২] পরমাদরেণ শিরসা বিভর্তি॥ ২ ॥

শুকদেব বললেন—রাজন্ ! যখন বলিরাজার যজ্ঞশালায় স্বয়ং যজ্ঞরূপী ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোককে পরিমাপ করার জন্য চরণ প্রসারিত করেন, তখন তাঁর বামপদের অঙ্গুষ্ঠের নখের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড কটাহের উপরিভাগ বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ওই ছিদ্রপথে ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগের যে জলধারা ভিতরে প্রবিষ্ট হয় সেই জল তাঁর চরণকমল ধৌত করার ফলে চরণলগ্ন কুঙ্কুম তার সঙ্গে মিশে যায়। তাই তার রঙ লাল হয়ে যায়। সেই নির্মল জলধারার স্পর্শে সংসারের সব পাপ দূর হয়ে যায় কিন্তু সেটি সর্বদাই নির্মল থাকে। প্রথমে তাকে অন্য কোনো নামে অভিহিত করা হয়নি, তাকে 'ভগবৎ-পদী'ই বলা হত। হাজার যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর সেই জলধারা স্বর্গের শিখরদেশ ধ্রুবলোকে অবতীর্ণ হয়, যে ধ্রুবলোককে 'বিষ্ণুপদ'ও বলা হয়ে থাকে॥ ১ ॥ বীরব্রত পরীক্ষিৎ ! সেই ধ্রুবলোকে রাজা উত্তানপাদের পুত্র পরমভাগবত ধ্রুব বাস করেন। তাঁর ভক্তিভাব নিয়ত বৃদ্ধিশীল ; সেই ভক্তিযোগে তিনি—'এই আমাদের কুলদেবতা শ্রীহরির চরণামৃত'—এই মনে করে আজ পর্যন্তও অত্যন্ত আদরে সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করেন। সে সময় প্রেমাবেশে তাঁর হৃদয় গদগদ হয়ে ওঠে, উৎকণ্ঠার কারণে অবশ-নিমীলিত তাঁর দুটি নয়ন কমল থেকে নির্মল অশ্রুধারা নির্গত হতে থাকে এবং শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দেয়॥ ২ ॥

[১]প্রা.পা.—যত্র বা হ বাব। [২]প্রা.পা.—যুগলবিগলিতামল.।

ততঃ সপ্ত ঋষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্ঞা যাং ননু তপস আত্যন্তিকী সিদ্ধিরেতাবতী ভগবতি সর্বাত্মনি বাসুদেবেঽনুপরতভক্তিযোগলাভেনৈবোপেক্ষিতান্যার্থাত্মগতয়ো মুক্তিমিবাগতাং মুমুক্ষব ইব সবহুমানমদ্যাপি জটাজূটৈরুদ্বহন্তি ॥ ৩ ॥ ততোঽনেকসহস্রকোটিবিমানানীকসঙ্কুলদেবযানেনাবতরন্তীন্দুমণ্ডলমাবার্য[১] ব্রহ্মসদনে নিপততি ॥ ৪ ॥

তত্র চতুর্ধা ভিদ্যমানা চতুর্ভির্নামভিশ্চতুর্দিশমভিস্পন্দন্তী নদনদীপতিমেবাভিনিবিশতি[২] সীতালকনন্দা চক্ষুর্ভদ্রেতি ॥ ৫ ॥ সীতা তু ব্রহ্মসদনাৎকেসরাচলাদিগিরিশিখরেভ্যোঽধোঽধঃ প্রস্রবন্তী গন্ধমাদনমূর্ধসু[৩] পতিত্বান্তরেণ ভদ্রাশ্ববর্ষং প্রাচ্যাং দিশি ক্ষারসমুদ্রমভিপ্রবিশতি ॥ ৬ ॥ এবং মাল্যবচ্ছিখরান্নিষ্পতন্তী[৪] ততোঽনুপরতবেগা কেতুমালমভি চক্ষুঃ প্রতীচ্যাং দিশি সরিৎপতিং প্রবিশতি ॥ ৭ ॥ ভদ্রা চোত্তরতো মেরুশিরসো নিপতিতা গিরিশিখরাদ্গিরিশিখরমতিহায় শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাদবস্যন্দমানা উত্তরাংস্তু কুরূনভিত উদীচ্যাং[৫] দিশি জলধিমভিপ্রবিশতি ॥ ৮ ॥ তথৈবালকনন্দা দক্ষিণেন[৬] ব্রহ্মসদনাদ্বহূনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য[৭] হেমকূটাদ্ধৈমকূটান্যতিরভসতররংহসা লুঠয়ন্তী ভারতমভিবর্ষং[৮] দক্ষিণস্যাং দিশি জলধিমভিপ্রবিশতি[৯] যস্যাং[১০] স্নানার্থং চাগচ্ছতঃ পুংসঃ পদে পদেঽশ্বমেধরাজসূয়াদীনাং ফলং ন দুর্লভমিতি ॥ ৯ ॥ অন্যে চ নদা নদ্যশ্চ বর্ষে বর্ষে[১১] সন্তি বহুশো মের্বাদিগিরিদুহিতরঃ শতশঃ ॥ ১০ ॥

এর পরে আত্মনিষ্ঠ সপ্তর্ষিগণ সেই জলধারার মাহাত্ম্য অবগত হয়ে 'ইনিই তপস্যার চরম সিদ্ধি'—এই ভাবনায়, মুমুক্ষু ব্যক্তি যেমন সমাগত মুক্তিকে পরমাগ্রহে গ্রহণ করেন তেমনভাবেই তাঁকে মহাসমাদরে আজ পর্যন্ত নিজেদের জটাজূটে ধারণ করে আছেন। এই ঋষিবৃন্দ সম্পূর্ণ নিষ্কাম ; সর্বাত্মা ভগবান বাসুদেবের প্রতি অচলা ভক্তিকেই পরম সম্পদ মনে করে এঁরা অন্য সব কামনা ত্যাগ করেছেন, এমনকি আত্মজ্ঞানকেও এঁরা ভক্তির তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে করেন ॥ ৩ ॥ সেখান থেকে গঙ্গাদেবী কোটি-কোটি বিমানে পরিকীর্ণ আকাশের পথে অবতীর্ণ হন এবং চন্দ্রমণ্ডলকে প্লাবিত করে সুমেরুর শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মপুরীতে নিপতিত হন ॥ ৪ ॥

সেখানে তিনি সীতা, অলকানন্দা, চক্ষু এবং ভদ্রা নামে চার ধারায় বিভক্ত হন এবং পৃথক পৃথক ভাবে চারদিকে অগ্রসর হয়ে শেষে নদ-নদীর অধীশ্বর সমুদ্রে মিলিত হন ॥ ৫ ॥

এদের মধ্যে সীতা ব্রহ্মপুরী থেকে বহির্গত হয়ে প্রথমে কেসর পর্বতের সর্বোচ্চ শিখর সমূহে অবতীর্ণ হয়ে ক্রমে নিম্নাভিমুখী গতিতে গন্ধমাদন পর্বতের শৃঙ্গরাজির উপর নিপতিত হয়ে ভদ্রাশ্ববর্ষকে প্লাবিত করে লবণ-সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছেন ॥ ৬ ॥ এই প্রকারে চক্ষু মাল্যবানের শিখর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সেখান থেকে অবাধগতিতে কেতুমাল বর্ষের ভিতর দিয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হচ্ছেন ॥ ৭ ॥ ভদ্রা মেরু পর্বতের শিখর থেকে উত্তর দিকে নিপতিত হয়ে এক পর্বত থেকে অন্য পর্বতে প্রবাহিত হয়ে শেষে শৃঙ্গবান পর্বতের শিখর থেকে নিম্নে পতিত হয়ে উত্তর কুরুদেশের মধ্য দিয়ে উত্তরদিকে গমন করে সমুদ্রে মিলিত হন ॥ ৮ ॥ অলকানন্দা ব্রহ্মপুরী থেকে দক্ষিণ দিকে পতিত হয়ে অনেক গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে হেমকূট পর্বতে উপস্থিত হন, সেখান থেকে তীব্র বেগে হিমালয়ের শৃঙ্গসমূহকে ভেদ করে ভারতবর্ষে আসেন, তারপর দক্ষিণ দিকের সমুদ্রে মিলিত হন। এই নদীতে যে সকল ব্যক্তি স্নানের জন্য আগমন করেন তাঁদের পদে পদে অশ্বমেধ বা রাজসূয়আদি যজ্ঞের ফলও দুর্লভ হয় না ॥ ৯ ॥ প্রত্যেক বর্ষেই মেরু ইত্যাদি পর্বত থেকে শত শত নদ ও নদী উৎপন্ন হয় ॥ ১০ ॥

[১]প্রা.পা.—ন্তী চন্দ্রমণ্ডল.। [২]প্রা.পা.—নিবিশতে। [৩]প্রা.পা.—মূর্ধনি। [৪]প্রা.পা.—ন্নিষ্পতন্ত্যনুপরতবেগা। [৫]প্রা.পা.—উদীচ্যাং প্রবিশতি। [৬]প্রা.পা.—দক্ষিণেন তু ব্রহ্ম.। [৭]প্রাচীন বইয়ে 'ক্রম্য' এই পাঠ খণ্ডিত আছে। [৮]প্রা.পা.—ভারতবর্ষং দক্ষিণস্যাং। [৯]প্রা.পা.—লবণজলধিমভিপ্রবিশতি। [১০]প্রাচীন বইয়ে 'যস্যাং স্নানার্থং.........' আরম্ভ করে 'ফলং ন দুর্লভমিতি' পর্যন্ত নেই। [১১]প্রা.পা.—বর্ষে বহুশো।

তত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্মক্ষেত্রমন্যান্যষ্ট বর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমানি স্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি॥ ১১ ॥

এষু পুরুষাণামযুতপুরুষায়ুর্বর্ষাণাং দেবকল্পানাং নাগাযুতপ্রাণানাং বজ্রসংহননবলবয়োমোদপ্রমুদিতমহাসৌরতমিথুনব্যবায়াপবর্গবর্ষধৃতৈকগর্ভকলত্রাণাং তত্র তু ত্রেতাযুগসমঃ কালো বর্ততে॥ ১২ ॥ যত্র হ দেবপতয়ঃ স্বৈঃ স্বৈর্গণনায়কৈর্বিহিতমহার্হণাঃ সর্বর্তুকুসুমস্তবকফলকিসলয়শ্রিয়াহঽনম্যমানবিটপলতাবিটপিভিরুপশুম্ভমানরুচিরকাননাশ্রমায়তনবর্ষগিরিদ্রোণীষু[1] তথা চামলজলাশয়েষু বিকচবিবিধনববনরুহামোদমুদিতরাজহংসজলকুক্কুটকারণ্ডবসারসচক্রবাকাদিভির্মধুকরনিকরাকৃতিভিরুপকূজিতেষু[2] জলক্রীড়াদিভির্বিচিত্রবিনোদৈঃ সুললিতসুরসুন্দরীণাং কামকলিলবিলাসহাসলীলাবলোকাকৃষ্টমনোদৃষ্টয়ঃ[3] স্বৈরং বিহরন্তি॥ ১৩ ॥

নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্মতত্ত্বব্যূহেনাত্মনাদ্যাপি[4] সংনিধীয়তে॥ ১৪ ॥ ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভব এক এব পুমান্ন হ্যন্যস্তত্রাপরো নির্বিশতি ভবান্যাঃ শাপনিমিত্তজ্ঞো যৎ প্রবেক্ষ্যতঃ স্ত্রীভাবস্তৎপশ্চাদ্বক্ষ্যামি[5]॥ ১৫ ॥ ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো[6] ভগবতশ্চতুর্মূর্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সংনিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি॥ ১৬ ॥

এইসব বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই কর্মভূমি। বাকি আটটি বর্ষ কেবল স্বর্গবাসী পুরুষগণের স্বর্গভোগের পর অবশিষ্ট পুণ্যফল ভোগের স্থান। এইজন্য এইগুলিকে ধরাধামের স্বর্গও বলা হয়ে থাকে। এই সকল বর্ষের দেবতুল্য মানুষদের আয়ু মানুষী গণনা অনুসারে দশ হাজার বছর হয়ে থাকে। তাদের শরীরে দশ হাজার হাতির বল এবং বজ্রের মতো সুদৃঢ় শরীরে যে শক্তি, যৌবন ও উল্লাস হয়—তার কারণে তারা অনেকদিন পর্যন্ত মৈথুনাদি বিষয় সম্ভোগ করতে পারে। শেষে ভোগ সমাপ্ত হয়ে গেলে যখন তাদের আয়ুর আর মাত্র এক বছর বাকি থাকে তখন তাদের স্ত্রীরা গর্ভবতী হন। এইভাবে সেখানে সর্বদাই ত্রেতাযুগের মতো কাল বর্তমান থাকে॥ ১২ ॥ সেখানে এমন আশ্রম, বাসভবন ও বর্ষ—পর্বতের উপত্যকা আছে যেগুলির সুন্দর বন-উপবন সব ঋতুর ফুলের গুচ্ছ, ফলে আর নতুন পাতার ভারে অবনত শাখাপ্রশাখা ও লতাযুক্ত বৃক্ষাদিতে সুশোভিত, সেখানে নির্মল জলে ভরা এমন জলাশয়ও আছে যেখানে বহুপ্রকারের নতুন পদ্ম ফুটে থাকে আর সেই পদ্মগন্ধে আনন্দিত হয়ে রাজহংস, জলমোরগ, কারণ্ডব, সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি পাখিরা বিচিত্র কলধ্বনি করে এবং বিভিন্ন প্রকারের ভ্রমর উন্মত্ত হয়ে মধুর স্বরে গুঞ্জন করে। এইসব আশ্রম, ভবন, পর্বত কন্দর ও জলাশয়ে, সেখানকার দেবেশ্বরগণ পরমাসুন্দরী দেবাঙ্গনাদের কামোন্মাদসূচক হাস্য বিলাস এবং লীলাকটাক্ষে আকৃষ্টচিত্ত ও আকৃষ্ট নেত্র হয়ে তাঁদের সঙ্গে জলক্রীড়া প্রভৃতি বিচিত্র বিনোদে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন এবং সেখানে তাঁদের মুখ্য সেবকগণ নানান উপচার দ্বারা তাঁদের সেবা-সম্মানাদি করেন॥ ১৩ ॥

এই নবম বর্ষেই পরমপুরুষ ভগবান নারায়ণ, সেখানকার লোকেদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহে আজও বিরাজ করছেন॥ ১৪ ॥ ইলাবৃতবর্ষে একমাত্র ভগবান শংকরই পুরুষ। পার্বতীদেবীর অভিশাপের কথা যিনি জানেন তেমন কোনো দ্বিতীয় পুরুষ সেখানে প্রবেশ করেন না, কারণ সেখানে যে যায় সেই স্ত্রীরূপ ধারণ করে। এই প্রসঙ্গ আমি পরে (নবম স্কন্ধে) আলোচনা করব॥ ১৫ ॥ সেখানে পার্বতী এবং তাঁর অধীন সহস্র-অর্বুদ-সংখ্যক দাসীদ্বারা সেবিত ভগবান শংকর পরম পুরুষ পরমাত্মার বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সংকর্ষণ নামক চতুর্ব্যূহমূর্তির মধ্যে নিজের কারণস্বরূপ সংকর্ষণ নামক

[1]প্রা.পা.—রুচিরাশ্রমায়তন.। [2]প্রা.পা.— মোদমদমুদিতরাজহংসকলহংসজল.। [3]প্রা.পা.— লোকাঃ স্বৈরং বিহরন্তি। [4]প্রা.পা.—ব্যূহৈরাত্মনাদ্যাপি। [5]প্রা.পা.—পশ্চাদ্বক্ষ্যামঃ। [6]প্রা.পা.—সহস্রৈর্বিরুদ্ধ্যমানো।

শ্রীভগবানুবাচ

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্বগুণসঙ্খ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি॥ ১৭ ॥

ভজে ভজন্যারণপাদপঙ্কজং
ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্।
ভক্তেম্বলং ভাবিতভূতভাবনং
ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্॥ ১৮

ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভি-
র্নিরীক্ষতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে।
ঈশে যথা নোঽজিতমন্যুরংহসাং
কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ॥ ১৯

অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া
ক্ষীবেব মধ্বাসবতাম্রলোচনঃ।
ন নাগবধ্বোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া
যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ২০

যমাহুরস্য স্থিতিজন্মসংযমং
ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ।
ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং
ভূমণ্ডলং মূর্ধসহস্রধামসু॥ ২১

যস্যাদ্য আসীদ্ গুণবিগ্রহো মহান্
বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল।
যৎসম্ভবোঽহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা
বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ঃ সৃজে॥ ২২

এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ
স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ।
মহানহং বৈকৃততামসেন্দ্রিয়াঃ
সৃজাম সর্বে যদনুগ্রহাদিদম্॥ ২৩

তপঃপ্রধান চতুর্থ মূর্তিকে ধ্যানধৃত মনোময় বিগ্রহরূপে চিন্তন করেন এবং এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক এই প্রকারে স্তুতি করেন*॥ ১৬ ॥

ভগবান শংকর বলছেন—'ওঁ, যাঁর থেকে সকল গুণের প্রকাশ হয় সেই অনন্ত এবং অব্যক্ত মূর্তি ওঁ-কার-স্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে নমস্কার।' হে ভজনীয় প্রভু ! আপনার চরণকমল ভক্তদের আশ্রয়স্থল এবং আপনি স্বয়ং সমগ্র ঐশ্বর্যের পরম আশ্রয়। আপনি ভক্তদের সামনে আপনার ভূতভাবন স্বরূপ পূর্ণরূপে প্রকট করেন এবং তাদের সংসার বন্ধন থেকেও মুক্তি দেন, কিন্তু অভক্তদের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। আপনিই সর্বেশ্বর, আমি আপনাকে ভজনা করি॥ ১৭-১৮ ॥ হে প্রভু ! আমরা ক্রোধ বেগকে জয় করতে পারিনি এবং আমাদের দৃষ্টি সেইকালে পাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু আপনি তো সংসারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নিরন্তর সাক্ষীরূপে তার সকল ব্যাপার অবলোকন করেন। তা সত্ত্বেও আমাদের প্রতি আপনার যে দৃষ্টি তার ওপরে ওই মায়িক বিষয়সমূহ তথা চিত্তের বৃত্তিসমূহের নামমাত্রও প্রভাব পড়ে না। এ অবস্থায়, নিজের মনকে বশীভূত করতে ইচ্ছুক, এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে আপনার আরাধনা করবে না ? ॥ ১৯ ॥ যাদের কাছে আপনি মধু-আসবাদি পানে আরক্তনয়ন এবং মত্তরূপে প্রতিভাত হন তারা মায়ায় বশীভূত হয়েই ওইরূপ মিথ্যা দর্শন করে এবং আপনার চরণস্পর্শেই নাগবধূদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে বলে লজ্জাবশে তারা আপনার পূজা করতে অসমর্থ হয়॥ ২০ ॥ বেদমন্ত্র সকল আপনাকে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ বলে থাকে। কিন্তু আপনি এই তিন বিকার-বিরহিত, এইজন্য আপনাকে 'অনন্ত' বলা হয়। আপনার সহস্র মস্তকের উপরে একটি সর্ষে দানার মতো এই ভূমণ্ডল অবস্থিত আছে, আপনি তো জানতে পারেন না যে সেটি কোনখানে রয়েছে॥ ২১ ॥ যাঁর থেকে উৎপন্ন হয়ে আমি অহংতত্ত্বরূপ নিজের ত্রিগুণময় তেজ থেকে দেবতা, ইন্দ্রিয় এবং ভূতসকল সৃষ্টি করে থাকি সেই বিজ্ঞানের আশ্রয় স্বয়ং ব্রহ্মাও আপনারই মহতত্ত্ব নামক প্রথম গুণময় স্বরূপ॥ ২২ ॥ হে মহাত্মন্ ! মহতত্ত্ব, অহংকার এবং ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা, ইন্দ্রিয় সকল এবং পঞ্চভূত ইত্যাদি আমরা সবাই সূত্র দ্বারা বদ্ধ বিহঙ্গের মতো আপনার

*শ্রীভগবানের বিগ্রহ শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ, কিন্তু বিনাশকারী কার্যে সংযুক্ত হওয়ায় এটিকে তামস মূর্তি বলা হয়েছে।

যন্নির্মিতাং কর্হ্যপি কর্মপর্বণীং
মায়াং জনোঽয়ং গুণসর্গমোহিতঃ।
ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা
তস্মৈ নমস্তে[১] বিলয়োদয়াত্মনে॥ ২৪

ক্রিয়াশক্তির বশীভূত হয়ে আপনার কৃপাতেই এই জগতের রচনা করে চলেছি॥ ২৩ ॥ এই মায়া আপনার দ্বারা রচিত, সত্ত্বাদি গুণসৃষ্ট বস্তুসকলে মোহিত হয়ে লোকসকল কদাপি কর্মবন্ধনে-আবদ্ধকারিণী আপনার এই মায়াকে জানতে পারলেও তার থেকে মুক্তির উপায় সহজে তাদের বোধগম্য হয় না। এই জগতের উৎপত্তি এবং লয় আপনারই রূপ। এইরূপ আপনাকে আমি বারবার নমস্কার করি॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অথ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভিন্ন ভিন্ন বর্ষ-বর্ণন

শ্রীশুক উবাচ

তথা চ ভদ্রশ্রবা নাম ধর্মসুতস্তৎকুলপতয়ঃ পুরুষা ভদ্রাশ্ববর্ষে সাক্ষাদ্ভগবতো বাসুদেবস্য প্রিয়াং তনুং ধর্মময়ীং হয়শীর্ষাভিধানাং পরমেণ সমাধিনা সন্নিধাপ্যেদমভিগৃণন্ত উপধাবন্তি॥ ১ ॥

ভদ্রশ্রবস উচুঃ

ওঁ নমো ভগবতে ধর্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি॥ ২ ॥

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ন পশ্যতি।
ধ্যায়ন্নসদ্যর্হি বিকর্ম সেবিতুং
নির্হৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষতি॥ ৩
বদন্তি[২] বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং
পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ।
তথাপি মুহ্যন্তি তবাজ মায়য়া[৩]
সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোঽস্মি তম্॥ ৪
বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম তে

শুকদেব বলছেন—হে রাজন্! ভদ্রাশ্ববর্ষে ধর্মপুত্র ভদ্রশ্রবা এবং তাঁর প্রধান প্রধান সেবকরা ভগবান বাসুদেবের হয়গ্রীব নামক ধর্মময়ী প্রিয় মূর্তিকে গভীর সমাধিযোগে হৃদয় মধ্যে স্থাপন করে এই মন্ত্রের জপ-সহযোগে এইপ্রকারে স্তুতি করেন॥ ১ ॥

ভদ্রশ্রবা এবং তাঁর সেবকরা বলছেন—'চিত্তের বিশুদ্ধি-সাধক ওঁ-কার-স্বরূপ ভগবান ধর্মকে নমস্কার।' আহা! ভগবানের লীলা বড়ই বিচিত্র, যার কারণে জীবসকল সমগ্র লোকের বিনাশকর্তা কালকে দেখেও দেখে না এবং তুচ্ছ বিষয় সমূহ উপভোগ করার জন্য পাপপূর্ণ যুক্তিবিচারে মত্ত হয়ে নিজের হাতে নিজের পুত্র বা পিতার মৃতদেহ দাহ করেও নিজে জীবিত থাকার ইচ্ছা করে॥ ৩ ॥ পণ্ডিতরা এই জগৎকে নশ্বর বলে থাকেন আর সূক্ষ্মদর্শী আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি একরূপ দর্শনও করেন। তথাপি, হে জন্মরহিত প্রভু! লোকে আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে যায়। আপনি অনাদি আর আপনার কাজও আশ্চর্যজনক, আমি আপনাকে নমস্কার করি॥ ৪ ॥ হে পরমাত্মন! আপনি অকর্তা ও মায়ার আবরণ থেকে মুক্ত, তবুও এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কে আপনারই কর্ম বলে মনে করা হয়। তা অবশ্য যথার্থই, এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নেই, কারণ সর্বাত্মরূপে আপনিই

[১]প্রা.পা.—নমস্তবিলয়োদ.। [২]প্রা.পা.—বিদন্তি। [৩]প্রা.পা.—মায়য়াঽঽত্ত বিস্মিতং।

হ্যকর্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্যকারণে
সর্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুতঃ[১]॥ ৫

বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্
রসাতলাদ্যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েঽভিযাচতে
তস্মৈ নমস্তেঽবিতথেহিতায় ইতি॥ ৬

হরিবর্ষে চাপি ভগবান্নরহরিরূপেণাস্তে। তদ্রূপগ্রহণনিমিত্তমুত্তরত্রাভিধাস্যে। তদ্দয়িতং রূপং মহাপুরুষগুণভাজনো মহাভাগবতো দৈত্যদানবকুলতীর্থীকরণশীলাচরিতঃ প্রহ্লাদোঽব্যবধানানন্যভক্তিযোগেন[২] সহ তদ্বর্ষপুরুষৈরুপাস্তে ইদং চোদাহরতি॥ ৭ ॥ ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্মাশয়ান্ রন্ধয়[৩] রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা। অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠা[৪] ওঁ ক্ষ্রৌম্ ॥ ৮

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥ ৯

মাগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিদ্ধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ॥ ১০

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্॥ ১১

সর্বকর্মের কারণস্বরূপ এবং শুদ্ধ-স্বরূপে আপনি এই কার্য-কারণভাবের সম্পূর্ণ অতীত॥ ৫ ॥ আপনার বিগ্রহ অশ্ব এবং মানুষের সংযুক্ত রূপ। প্রলয়কালে যখন তমোগুণ প্রধান দৈত্যগণ বেদসমূহ অপহরণ করেছিল, তখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় আপনি রসাতল থেকে সেগুলি উদ্ধার করে এনেছিলেন। এইরূপ অমোঘ লীলাকারী সত্য সংকল্প আপনাকে আমি নমস্কার করি॥ ৬ ॥

হরিবর্ষে ভগবান নৃসিংহরূপে বিরাজমান আছেন। যে কারণে তিনি এই রূপ ধারণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে পরে (সপ্তম স্কন্ধে) আলোচনা করা হবে। ভগবানের সেই প্রিয় রূপকে মহাভক্ত প্রহ্লাদ হরিবর্ষ নিবাসী অন্যান্য পুরুষগণের সঙ্গে নিষ্কাম এবং অনন্যভক্তি সহকারে উপাসনা করে থাকেন। প্রহ্লাদের চরিত্র মহাপুরুষোচিত সকল গুণে পূর্ণ, এবং তিনি নিজের চরিত্র ও আচরণ দ্বারা দৈত্য এবং দানব কুলকে পবিত্র করেছেন। তিনি এই মন্ত্র এবং স্তোত্র পাঠ করেন॥ ৭ ॥ ওঁ-কার স্বরূপ ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবকে নমস্কার। আপনি অগ্নি-আদি তেজেরও তেজঃস্বরূপ—আপনাকে নমস্কার করি। হে বজ্র নখ, হে বজ্রদংষ্ট্র ! আপনি আমাদের সম্মুখে প্রকট হোন, প্রকট হোন, আমাদের কর্ম বাসনাকে দগ্ধ করুন, দগ্ধ করুন। আমাদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে বিনাশ করুন। ওঁ স্বাহা॥ আমাদের অন্তঃকরণে অভয়দান করে প্রকাশিত হোন। ওঁ ক্ষ্রৌম্॥ ৮ ॥ হে নাথ ! বিশ্বের কল্যাণ হোক, খল ব্যক্তিদের বুদ্ধি শুদ্ধ হোক, সব প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাবনার উদয় হোক, সবাই একে অন্যের মঙ্গল কামনা করুক, আমাদের শুভপথে প্রবৃত্তি হোক এবং আমাদের সকলের বুদ্ধি নিষ্কামভাবে শ্রীহরির মধ্যে প্রবিষ্ট হোক॥ ৯ ॥

হে প্রভু ! আমরা যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, ধন এবং ভাই-বন্ধুদের প্রতি আসক্ত না হই আর যদি আসক্তি আসে তবে তা যেন কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রেমী ভক্তদের প্রতিই হয়। যে সংযমী পুরুষ কেবলমাত্র শরীর ধারণের উপযোগী অন্নাদির দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন তিনি যত শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন, ইন্দ্রিয় লোলুপ ব্যক্তির সেরূপ হয় না॥ ১০ ॥ ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করলে তীর্থতুল্য ভগবানের লীলা কথা শোনা যায়, তার থেকে ভগবানের অসাধারণ শক্তি এবং প্রভাব অবগত হওয়া যায়। যারা বার বার এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করে তাদের কর্ণপথ দিয়ে ভগবান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন এবং তাদের দেহের এবং মনের সব মলিনতা দূর করেন। তাহলে কোন ব্যক্তি এইরূপ ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ করতে না চাইবে ? ॥ ১১ ॥

[১]প্রা.পা.—বস্তুনি। [২]প্রা.পা.—ব্যবধানমনন্যভক্তি.। [৩]প্রা.পা.—শয়ান্ তমো গ্রস ওঁ। [৪]প্রা.পা.—ভূয়িষ্ঠাঃ ক্ষ্রৌম্।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ১২
হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবান্ শরীরিণা-
মাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্॥ ১৩
তস্মাদ্রজোরাগবিষাদমন্যু-
মানস্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলম্।
হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়মিতি॥ ১৪

যার ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভক্তি হয় তার হৃদয়ে সকল দেবতা, ধর্ম-জ্ঞান ইত্যাদি সব সদ্গুণের সঙ্গে মিলিত হয়ে বসবাস করেন। কিন্তু যে ভগবানের ভক্ত নয়, তার মধ্যে মহাপুরুষগণের ওই সকল গুণ কোথা থেকে আসবে ? সে তো নানারকম সংকল্প করে নিরন্তর তুচ্ছ বাহ্য বিষয় সমূহের দিকে কামনার বশীভূত হয়ে ধাবিত হতে থাকে ॥ ১২ ॥ জল যেমন মাছের অত্যন্ত প্রিয়—তাদের জীবনের আধার, সেইরকম শ্রীহরি সমস্ত দেহধারীদের প্রিয়তম আত্মা। যদি ভগবানকে ত্যাগ করে কোনো মহত্ত্বাভিমানী ব্যক্তি গৃহে আসক্ত হন, তাহলে সেই অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষগণের মহত্ত্ব কেবল বয়সের ক্ষেত্রেই ধরা যেতে পারে, গুণের বিচারে নয়॥ ১৩ ॥ সুতরাং হে অসুরগণ ! তৃষ্ণা, রাগ, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দীনতা ও মানসিক সন্তাপের মূল এবং জন্ম-মরণরূপ সংসারচক্রের আবর্তনের কারণস্বরূপ গৃহাদিকে ত্যাগ করে তোমরা ভগবান নৃসিংহের অভয় চরণকমলের শরণাপন্ন হও॥ ১৪ ॥

কেতুমালেঽপি ভগবান্ কামদেবস্বরূপেণ লক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া প্রজাপতের্দুহিতৃণাং পুত্রাণাং তদ্বর্ষপতীনাং পুরুষায়ুষাহোরাত্রপরিসংখ্যানানাং যাসাং গর্ভা মহাপুরুষমহাস্ত্রতেজসোদ্বেজিতমনসাং বিধ্বস্তা ব্যসবঃ সংবৎসরান্তে বিনিপতন্তি॥ ১৫ ॥ অতীব সুললিতগতিবিলাসবিলসিতরুচিরহাসলেশাবলোকলীলয়া কিঞ্চিদুত্তম্ভিতসুন্দরভ্রূমণ্ডলসুভগবদনারবিন্দশ্রিয়া রমাং রময়ন্নিন্দ্রিয়াণি রময়তে॥ ১৬ ॥ তদ্ভগবতো মায়াময়ং রূপং পরমসমাধিযোগেন রমা দেবী সংবৎসরস্য রাত্রিষু প্রজাপতের্দুহিতৃভিরুপেতাহঃসু চ তদ্ভর্তৃভিরুপাস্তে ইদং চোদাহরতি॥ ১৭ ॥ ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্বগুণবিশেষৈর্বিলক্ষিতাত্মনে আকূতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাং চাধিপতয়ে ষোড়শকলায়চ্ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়ামৃতময়ায় সর্বময়ায় সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ ॥ ১৮ ॥

কেতুমাল বর্ষে লক্ষ্মীদেবী এবং সংবৎসর নামক প্রজাপতির পুত্র এবং কন্যাগণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য ভগবান কামদেবরূপে নিবাস করেন। এই রাত্র্যভিমানী-দেবতারূপী কন্যা এবং দিবসাভিমানী দেবতারূপী পুত্রগণের সংখ্যা মানুষের শত বর্ষ পরিমিত আয়ুর দিবস এবং রাত্রির সমান অর্থাৎ ছত্রিশ হাজার পুত্র এবং ছত্রিশ হাজার কন্যা। তাঁরাই কেতুমাল বর্ষের অধিপতি। ওই কন্যাগণ পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র সুদর্শন চক্রের তেজে ভীত হওয়ার ফলে প্রত্যেক বৎসরের শেষে তাঁদের গর্ভ নষ্ট হয়ে যায় এবং গর্ভপাত ঘটে॥ ১৫ ॥ ভগবান নিজের সুললিত-গতিবিলাসে, সুশোভন মধুর স্মিতহাস্যে, মনোহর লীলাপূর্ণ রুচির কটাক্ষে, কিঞ্চিদুন্নমিত সুন্দর ভ্রূমণ্ডলের মোহন কান্তির দ্বারা বদনারবিন্দের রাশি রাশি সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীকে নিবিড় আনন্দমগ্ন করেন এবং নিজেও আনন্দিত হন॥ ১৬ ॥ লক্ষ্মীদেবী পরম সমাধিযোগে ভগবানের এই মায়াময় রূপের উপাসনা করেন। তিনি রাত্রিকালে প্রজাপতি সংবৎসরের কন্যাগণের সঙ্গে ও দিনের বেলায় তাদের পতিদের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করেন এবং এই মন্ত্র জপ করার সময় এইভাবে ভগবানের স্তুতি করেন॥ ১৭ ॥ যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুর আকর-স্বরূপ, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং সংকল্প অধ্যবসায় আদি চিত্তের ধর্মসমূহ এবং তাদের বিষয়সকলের অধীশ্বর, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পাঁচ বিষয়—এই ষোড়শ কলা দ্বারা যুক্ত, বেদোক্ত কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষিকেশ্বরং স্বতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ং ধনায়ূংসি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ॥ ১৯

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্॥ ২০

যা তস্য তে পাদসরোরুহার্হণং
নিকাময়েৎসাখিলকামলম্পটা।
তদেব রাসীপ্সিতমীপ্সিতোঽর্চিতো
যদ্ভগ্নযাচ্ঞা ভগবন্ প্রতপ্যতে॥ ২১

মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশসুরাসুরাদয়-
স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ।
ঋতে ভবৎ পাদপরায়ণান্ন মাং
বিন্দন্ত্যহং ত্বদ্ধৃদয়া যতোঽজিত॥ ২২

স ত্বং মমাপ্যচ্যুত শীর্ষ্ণি বন্দিতং
করাম্বুজং যত্ত্বদধায়ি সাত্বতাম্।
বিভর্ষি মাং লক্ষ্ম বরেণ্য মায়য়া
ক ঈশ্বরস্যেহিতমূহিতুং বিভূরিতি॥ ২৩

রম্যকে চ ভগবতঃ প্রিয়তমং মাৎস্যমবতার-রূপং তদ্বর্ষপুরুষস্য মনোঃ প্রাক্প্রদর্শিতং স ইদানীমপি মহতা ভক্তিযোগেনারাধয়তীদং চোদাহরতি॥ ২৪ ॥

দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য এবং অন্নময়, অমৃতময় এবং সর্বময়, সেই মানসিক বল, ইন্দ্রিয়গত বল ও দৈহিক বল স্বরূপ পরম-সুন্দর ভগবান কামদেবকে 'ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রুং' এই বীজ মন্ত্র দ্বারা সব দিকে নমস্কার করি॥ ১৮ ॥

হে ভগবান ! আপনি সব ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। নারীরা অনেক প্রকারে কঠোর ব্রতদ্বারা আপনারই আরাধনা করে। লৌকিক অন্য কোন পুরুষকে পতিরূপে কামনা করবে ? কিন্তু সেই লৌকিক পুরুষরা তাদের প্রিয় পুত্র, ধন অথবা আয়ু রক্ষা করতে পারে না কারণ তারা নিজেরাই পরাধীন॥ ১৯ ॥ সত্যিকারের পতি (রক্ষাকর্তা বা ঈশ্বর) তিনিই যিনি নিজে সর্বপ্রকারে নির্ভয় এবং অন্যান্য ভয়ার্ত ব্যক্তিদের সর্বতোভাবে রক্ষা করতে সমর্থ। একমাত্র আপনিই এইরকম পতি, যদি একাধিক ঈশ্বর মানা হয় তাহলে তাদের মধ্যে একের অপরের থেকে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য পরমাত্মস্বরূপ আপনাকে (পতিরূপে) উপলব্ধি করা ভিন্ন অন্য কোনো প্রাপ্তিকে বড় বলে মনে করা হয় না। এইজন্য আপনি নিজের স্বরূপ উপলব্ধি বা আত্মলাভ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাপ্তিকে বড় বলে মনে করেন না॥ ২০ ॥ হে ভগবান ! যে নারী একমাত্র আপনার পাদপদ্মের সেবাই কামনা করে এবং অন্য কোনো বস্তুর কামনা করে না—তার সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়, কিন্তু যে বিশেষ কোনো একটি কামনা নিয়ে আপনার উপাসনা করে তাকে আপনি শুধু সেই বস্তুই দান করেন। সেটির ভোগ সমাপ্ত হলে যখন সেই বস্তুটি বিনাশ প্রাপ্ত হয় তখন তার জন্য তাকে সন্তাপ করতে হয়॥ ২১ ॥ হে অজিত ! আমাকে লাভ করার জন্যে ইন্দ্রিয়সুখের অভিলাষী ব্রহ্মা, শিব প্রমুখ সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ কঠোর তপস্যা করেন কিন্তু আপনার চরণ কমলের শরণাগত ভক্ত ব্যতীত অন্য কেউ আমাকে লাভ করতে পারে না কারণ আমার মন তো আপনাতেই যুক্ত॥ ২২ ॥ হে অচ্যুত ! আপনার যে পূজনীয় করকমল ভক্তদের মস্তকে ধারণ করেন, সেই করকমল আমার মস্তকেও রাখুন। হে বরেণ্য ! আপনি কেবলমাত্র আপনার শ্রীলাঞ্ছন মূর্তিতে আমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। আপনি সব কিছু করতে সমর্থ, আপনি নিজের মায়ায় যে সকল লীলা করেন তা কে বুঝতে পারে ? ॥ ২৩ ॥

রম্যকবর্ষে ভগবান পূর্বকালে সেখানকার অধিপতি মনুকে নিজের প্রিয় মৎস্যাবতাররূপ দর্শন করিয়েছিলেন। মনু এখনো পরম ভক্তিভরে ভগবানের সেইরূপের আরাধনা করেন এবং এই মন্ত্র জপ করে তাঁর স্তুতি করেন—যিনি সত্ত্বপ্রধান, মুখ্যপ্রাণ, সূত্রাত্মা এবং যিনি মনের, ইন্দ্রিয়ের ও দেহের বলস্বরূপ, ওঁ-কার পদবাচ্য সেই

ওঁ নমো ভগবতে মুখ্যতমায় নমঃ সত্ত্বায় প্রাণায়ৌজসে সহসে বলায় মহামৎস্যায় নম ইতি ॥ ২৫ ॥

অন্তর্বহিশ্চাখিললোকপালকৈ-
রদৃষ্টরূপো বিচরস্যুরুস্বনঃ।
স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশোঽনয়-
ন্নাম্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্॥ ২৬

যং লোকপালাঃ কিল মৎসরজ্বরা
হিত্বা যতন্তোঽপি পৃথক সমেত্য চ।
পাতুং[1] ন শেকুর্দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
সরীসৃপং স্থাণু যদত্র দৃশ্যতে॥ ২৭

ভবান্ যুগান্তার্ণব উর্মিমালিনি
ক্ষোণীমিমামোষধিবীরুধাং নিধিম্।
ময়া সহোরু ক্রমতেঽজ ওজসা
তস্মৈ জগৎ প্রাণগণাত্মনে নম ইতি॥ ২৮

হিরণ্ময়েঽপি[2] ভগবান্নিবসতি কূর্মতনুং বিভ্রাণস্তস্য তৎ প্রিয়তমাং তনুমর্যমা সহ বর্ষপুরুষৈঃ পিতৃগণাধিপতিরুপধাবতি[3] মন্ত্রমিমং চানুজপতি ॥ ২৯ ॥ ওঁ নমো ভগবতে অকূপারায় সর্বসত্ত্বগুণবিশেষণায়ানুপলক্ষিতস্থানায়[4] নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে নমো নমোঽবস্থানায় নমস্তে॥ ৩০ ॥

যদ্রূপমেতন্নিজমায়যার্পিত-[5]
মর্থস্বরূপং বহুরূপরূপিতম্।
সংখ্যা ন যস্যাস্ত্যযথোপলম্ভনাৎ
তস্মৈ নমস্তেঽব্যপদেশরূপিণে॥ ৩১

জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং
চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্।
দ্যৌঃ খং ক্ষিতিঃ শৌলসরিৎসমুদ্র-
দ্বীপগ্রহর্ক্ষেত্যভিধেয় একঃ॥ ৩২

যস্মিন্নসংখ্যেয়বিশেষনাম-
রূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্পিতেয়ম্।

সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান মহামৎস্যকে বারবার নমস্কার করি॥ ২৪-২৫ ॥

হে প্রভু! কাষ্ঠপুত্তলিকাকে নট যেমন নাচিয়ে থাকে, সেইরূপ আপনি ব্রাহ্মণাদি নামের রজ্জুদ্বারা সমস্ত বিশ্বকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে চালিত করছেন। অতএব আপনিই সব কিছুর প্রেরক। ব্রহ্মাদি লোকপালগণ পর্যন্ত আপনাকে দেখতে সমর্থ হন না, তথাপি আপনি সকল প্রাণীর ভিতরে প্রাণরূপে আর বাইরে বায়ুরূপে নিরন্তর বিচরণ করছেন। বেদই আপনার মহান নাদ অর্থাৎ শব্দ॥ ২৬ ॥ একবার ইন্দ্রাদি ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণের আপনার প্রতি ঈর্ষা হয়েছিল। তখন আপনার থেকে পৃথক হয়ে তারা আলাদাভাবে বা একত্র হয়েও মনুষ্য, পশু, স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি যা কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে—তাদের কোনোটিকে অনেক যত্ন করেও রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি॥ ২৭ ॥ হে জন্মরহিত প্রভু! আপনি প্রলয়কালে বিশাল তরঙ্গমালায় উত্তাল সমুদ্রে ওষধি ও লতাসমূহের আশ্রয়স্থল এই পৃথিবী ও আমাকে ধারণ করে মহোৎসাহে বিহার করেছিলেন। আপনি এই বিশ্বের সমস্ত প্রাণ সমূহের নিয়ন্তা। আপনাকে আমি নমস্কার করি॥ ২৮ ॥

হিরণ্ময়বর্ষে ভগবান কূর্মতনু ধারণ করে বিরাজ করছেন। পিতৃরাজ অর্যমা সেখানকার অধিবাসীগণের সঙ্গে ভগবানের সেই প্রিয়তম মূর্তির উপাসনা করেন আর সর্বদা এই মন্ত্রের জপ করে স্তুতি করেন॥ ২৯ ॥ যিনি সত্ত্বগুণময়, জলে বিচরণ করেন বলে যাঁর অবস্থিতি নির্ধারণ করা যায় না এবং যিনি কালের সীমার অতীত, সেই ওঁ-কার স্বরূপ সর্বব্যাপক ও সর্বাধার ভগবান কূর্মদেবকে বারবার নমস্কার॥ ৩০ ॥

হে ভগবান! অনেক রূপে প্রতিভাত এই দৃশ্য জগৎ-প্রপঞ্চ যদিও মিথ্যা বলেই জানা যায় এবং এইজন্যে প্রকৃতপক্ষে এর কোনো সংখ্যা নির্দেশ করা যায় না—তথাপি এই সবই মায়া-অবলম্বনে প্রকাশিত আপনারই রূপ। এই অনির্বচনীয়রূপে আপনাকে আমি নমস্কার করি॥ ৩১ ॥ জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, জঙ্গম, স্থাবর, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতগণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, স্বর্গ, আকাশ, পৃথ্বী, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ ও নক্ষত্র ইত্যাদি বিভিন্ন নামদ্বারা একমাত্র আপনাকে অভিহিত করা হয়॥ ৩২ ॥ আপনার অসংখ্য নাম, রূপ ও আকৃতি। কপিল প্রমুখ বিদ্বানগণ যে আপনার মধ্যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা নিশ্চয় করেছেন, তা যে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অপনীত হয়

[1]প্রা.পা.—ত্রাতুং ন শেকু.। [2]প্রা.পা.—হিরণ্ময়ে তু। [3]প্রা.পা.—পিতৃণাং গণাধিপতি.। [4]প্রা.পা.—তত্ত্বগুণ.। [5]প্রা.পা.—তং হ্যর্থস্বরূপং।

সংখ্যা যয়া তত্ত্বদৃশাপনীয়তে
তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ইতি।। ৩৩

উত্তরেষু চ কুরুষু ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ কৃতবরাহরূপ আস্তে তং তু দেবী হৈষা ভূঃ সহ কুরুভিরস্খলিতভক্তিযোগেনোপধাবতি ইমাং চ পরমামুপনিষদমাবর্তয়তি।। ৩৪ ।। ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে মহাধ্বরাবয়বায়[১] মহাপুরুষায় নমঃ কর্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে।। ৩৫ ।।

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো
গুণেষু দারুষ্বিব জাতবেদসম্।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো
গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে।। ৩৬

দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্তৃভি-
র্মায়াগুণৈর্বস্তুনিরীক্ষিতাত্মনে।
অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভি-
র্নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ।। ৩৭

করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং
যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুর্গুণৈঃ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং
গ্রাব্ণো নমস্তে গুণকর্মসাক্ষিণে।। ৩৮

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মৃধে
যো মাং রসায়া[২] জগদাদিসূকরঃ।
কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রে[৩] নিরগাদুদন্বতঃ
ক্রীড়ন্নিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভুমিতি।। ৩৯

সেই তত্ত্বজ্ঞানও প্রকৃতপক্ষে আপনারই স্বরূপ। সাংখ্যসিদ্ধান্তস্বরূপ আপনাকে আমার নমস্কার।। ৩৩ ।।

উত্তর কুরুবর্ষে ভগবান যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপ ধারণ করে বিরাজ করছেন। সাক্ষাৎ পৃথ্বীদেবী সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে অবিচল ভক্তিভাব সহকারে তাঁর আরাধনা করেন এবং এই পরম উৎকৃষ্ট মন্ত্রের জপ করে স্তুতি করে থাকেন।। ৩৪ ।। যাঁর তত্ত্ব মন্ত্রদ্বারা জানা যায়, যিনি যজ্ঞ ও ক্রতুরূপী এবং বৃহৎ যজ্ঞসমূহ যাঁর অঙ্গস্বরূপ—সেই ওঁ-কার রূপী শুক্ল কর্মময় ত্রিযুগরূপী পুরুষোত্তম ভগবান বরাহকে বারবার নমস্কার করি।। ৩৫ ।।

ঋত্বিকগণ যেমন অরণিরূপ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে গুপ্ত অগ্নিকে মন্থনের দ্বারা প্রকাশিত করেন সেইরূপ কর্মাসক্তি এবং কর্মফলের কামনা দ্বারা আচ্ছাদিত আপনার রূপকে দেখার ইচ্ছায় পরম প্রবীণ পণ্ডিতগণ নিজেদের বিবেকযুক্ত মনরূপ মন্থনকাঠের দ্বারা শরীর এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে মথিত করেন এবং এইরূপ মন্থনের ফলে আপনি আপনার স্বরূপ প্রকটিত করেন—সেই আপনাকে নমস্কার।। ৩৬ ।। বিচার এবং যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সমূহের সাধনের দ্বারা যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জাত হয়েছে সেই মহাপুরুষ দ্রব্য (বিষয়), ক্রিয়া (ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপার) হেতু (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা), অয়ন (শরীর), ঈশ (কাল) এবং কর্তা (অহংকার) ইত্যাদি মায়ার কার্যসমূহকে দেখে যাঁর মধ্যে প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চয় করেন, আপনার সেই মায়িক-আকৃতি-রহিত স্বরূপকে বারবার নমস্কার করি।। ৩৭ ।। যেমন লৌহ জড় হলেও চুম্বকের সন্নিধানে গতিশীল হয়, সেইরূপ যে সর্বসাক্ষীর ইচ্ছামাত্রে যে ইচ্ছা নিজের জন্যে নয় কিন্তু সমগ্র জীবজগতের নিমিত্ত—প্রকৃতি নিজ গুণ দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন, সেই সর্ব-গুণ ও কর্মের সাক্ষীস্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি।। ৩৮ ।। আপনি জগতের কারণভূত আদিবরাহ। যেরূপ এক হাতি অন্য হাতিকে নিপাতিত করে সেইরূপ গজরাজের মতো ক্রীড়াচ্ছলে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হিরণ্যাক্ষকে যুদ্ধে বিনাশ করে আমাকে আপনার দন্তাগ্রে ধারণ করে রসাতল থেকে প্রলয় পয়োধির বাহিরে নির্গত হন। সেই সর্বশক্তিমান প্রভু আপনাকে আমি বারবার নমস্কার করি।। ৩৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশবর্ণনং [৪]নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।। ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশবর্ণন নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৮ ।।

[১]প্রা.পা.—মহাধ্বরায়। [২]প্রা.পা.—রসায়াং। [৩]প্রা.পা.—হৃত্বোগ্রদংষ্ট্রে। [৪]প্রা.পা.— কোশানুবর্ণনং।

অথ ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ

ঊনবিংশ অধ্যায়

কিম্পুরুষ এবং ভারতবর্ষের বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

কিম্পুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদিপুরুষং লক্ষ্মণাগ্রজং সীতাভিরামং রামং তচ্চরণসন্নিকর্ষাভিরতঃ পরমভাগবতো হনুমান্ সহ কিম্পুরুষৈরবিরতভক্তিরুপাস্তে॥ ১ ॥

আর্ষ্টিষেণেন সহ গন্ধর্বৈরনুগীয়মানাং পরমকল্যাণীং ভর্তৃভগবৎকথাং সমুপশৃণোতি স্বয়ং চেদং গায়তি॥ ২ ॥ ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায় নম আর্যলক্ষণশীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিতলোকায় নমঃ সাধুবাদনিকষণায়[১] নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নম ইতি॥ ৩ ॥

যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং
হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে॥ ৪
মর্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্যশিক্ষণং
রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য॥ ৫
ন বৈ স আত্মাঽঽত্মবতাং সুহৃত্তমঃ
সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত
ন লক্ষ্মণং চাপি বিহাতুমর্হতি॥ ৬

শ্রীশুকদেব বলছেন—রাজন্ ! কিম্পুরুষবর্ষে শ্রীলক্ষ্মণ- দেবের অগ্রজ, আদিপুরুষ, সীতাভিরাম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণের সন্নিধিরসিক পরমভাগবত শ্রীহনুমান অন্যান্য কিন্নরগণের সঙ্গে অবিচল ভক্তি সহকারে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করেন॥ ১ ॥ সেখানে অন্য গন্ধর্বগণের সঙ্গে আর্ষ্টিষেণ তাঁর প্রভু ভগবান রামচন্দ্রের পরম কল্যাণময়ী গুণগাথা কীর্তন করেন। শ্রীহনুমান তা শ্রবণ করেন এবং তিনি নিজেও এই মন্ত্র জপ করে এইরূপে তাঁর স্তুতি করেন॥ ২ ॥ আমরা ওঁ-কার স্বরূপ পবিত্র কীর্তি ভগবান রামচন্দ্রকে নমস্কার করছি। আপনার মধ্যে সৎপুরুষের লক্ষণ, শীল এবং আচরণ বিদ্যমান, আপনি একান্ত সংযত চিত্ত, লোকরঞ্জনকারী, সাধুত্ব পরীক্ষার নিকষস্বরূপ এবং পরম ব্রাহ্মণভক্ত। এইরূপ মহাপুরুষ মহারাজ রামচন্দ্রের প্রতি আমাদের বারবার প্রণাম॥ ৩ ॥

হে ভগবান ! আপনি বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ, অদ্বিতীয়, নিজের স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা গুণসমূহের কার্যরূপ জাগ্রত-আদি সকল অবস্থার বিনাশকর্তা, সর্বান্তরাত্মা, পরম প্রশান্ত এবং শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণযোগ্য, নাম-রূপ-রহিত এবং অহংকার শূন্য, আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি॥ ৪ ॥ হে প্রভু ! আপনি শুধুমাত্র রাক্ষসদের বধ করার জন্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করেননি, এর প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া। নতুবা আত্মারাম সাক্ষাৎ জগদাত্মা জগদীশ্বরের সীতাদেবীর বিরহে এত দুঃখ কী করে হয়েছিল ? ॥ ৫ ॥ আপনি ধীর পুরুষদের আত্মা* এবং প্রিয়তম বাসুদেব, ত্রিভুবনের কোনো কিছুর প্রতি আপনার আসক্তি নেই। আপনি সীতার মোহে কখনো আবদ্ধ হতে পারেন না কিংবা লক্ষ্মণকে ত্যাগও করতে পারেন

---

[১]প্রা.পা.—বাদধিষণায়।

*এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ভগবান তো সকলেরই আত্মা তাহলে তিনি আত্মবান (ধীর) পুরুষগণকেই নিজের আত্মা বলে কেন জানিয়েছেন ? এর কারণ হল ভগবান সকলেরই আত্মা হওয়া সত্ত্বেও আত্মজ্ঞানী পুরুষগণই তাঁকে হৃদয়ে অনুভব করেন—সকলে নয়। শ্রুতিতেও যেখানে আত্মদর্শনের কথা বলা হয়েছে সেখানে আত্মবেত্তাগণের ক্ষেত্রেই 'ধীর' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন—'কশ্চিদ্ধীর প্রত্যগাত্মানমৈক্ষত' ইতি 'নঃ শুশ্রুম ধীরাণাম্' প্রভৃতি। সেইজন্য ভগবান আত্মাবান বা ধীর পুরুষকে নিজের আত্মা বলে জানিয়েছেন।

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্ ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি[1] নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ৭

সুরোঽসুরো বাপ্যথ বানরো নরঃ
সর্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং
য উত্তরাননয়ৎকোসলান্দিবমিতি॥ ৮

ভারতেঽপি বর্ষে ভগবান্নরনারায়ণাখ্য আকল্পান্তমুপচিতধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যোপশমোপরমাত্মোপলম্ভনমনুগ্রহায়াত্মবতামনুকম্পয়া তপোঽব্যক্তগতিশ্চরতি॥ ৯ ॥ তং ভগবান্নারদো বর্ণাশ্রমবতীভির্ভারতীভিঃ প্রজাভির্ভগবৎপ্রোক্তাভ্যাং সাংখ্যযোগাভ্যাং ভগবদনুভাবোপবর্ণনং সাবর্ণেরুপদেক্ষ্যমাণঃ পরমভক্তিভাবেনোপসরতি ইদং চাভিগৃণাতি॥ ১০ ॥ ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংসপরমগুরবে[2] আত্মারামাধিপতয়ে নমো নম ইতি॥ ১১ ॥

গায়তি চেদম্-

কর্তাস্য সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে
ন হন্যতে দেহগতোঽপি দৈহিকৈঃ।
দ্রষ্টুর্ন দৃগস্য গুণৈর্বিদূষ্যতে
তস্মৈ নমোঽসক্তবিবিক্তসাক্ষিণে॥ ১২

না*॥ ৬ ॥

আপনি এ সমস্ত আচরণ কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্যেই করে থাকেন। হে লক্ষ্মণাগ্রজ ! উচ্চকুলে জন্ম, সৌন্দর্য, বাক্‌চাতুরী, বুদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠ জাতি—এগুলির মধ্যে কোনো গুণই আপনার প্রসন্নতার কারণ হতে পারে না—এই সত্য প্রকাশের জন্যই ওই সকল গুণরহিত বনচর বানর আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন॥ ৭ ॥ দেবতা, অসুর, বানর কিংবা মানুষ—যেই হোক না কেন সকলেরই সর্বান্তঃকরণে শ্রীরামরূপ আপনার ভজনা করা উচিত, কারণ আপনি নররূপে সাক্ষাৎ শ্রীহরি আর সামান্য সাধনকেও অনেক বলে মনে করেন। আপনি এমনই আশ্রিতবৎসল যে, যখন নিজে দিব্যধামে গমন করেছিলেন তখন সমস্ত উত্তরকোশলবাসীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন॥ ৮ ॥

ভারতবর্ষেও ভগবান দয়াপরবশ হয়ে নরনারায়ণরূপ ধারণ করে সংযমশীল ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করার জন্য কল্পান্তকাল পর্যন্ত অব্যক্তভাবে তপস্যা করে চলেছেন। তাঁর এই তপস্যা এমন—যার দ্বারা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি ঐশ্বর্য, শান্তি এবং ইন্দ্রিয় সংযম উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে শেষে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি ঘটে॥ ৯ ॥ সেখানে ভগবান দেবর্ষি নারদ স্বয়ং ভগবান কর্তৃক কথিত সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের সঙ্গে ভগবানের মহিমা-প্রকাশক পাঞ্চরাত্র দর্শন সাবর্ণি মনুকে উপদেশ করার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মনিরত ভারতীয় প্রজাগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম ভক্তিভাব সহকারে শ্রীনরনারায়ণের উপাসনায় রত আছেন এবং এই স্তোত্র গান করে তাঁর স্তুতি করেন॥ ১০ ॥ ওঁ-কারস্বরূপ, নিরহংকার, নির্ধনের ধনস্বরূপ, শান্তস্বভাব, ঋষিপ্রবর ভগবান নরনারায়ণকে নমস্কার। তিনি পরমহংসগণের পরম গুরু এবং আত্মারাম সাধুগণের অধিপতি, তাঁকে বারবার নমস্কার করি॥ ১১ ॥ যিনি বিশ্বের উৎপত্তি প্রভৃতির কর্তা হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃত্বের অভিমানে বদ্ধ হন না, শরীর ধারণ করা সত্ত্বেও শরীরের ধর্ম ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদির বশীভূত হন না, এবং দ্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও যাঁর দৃষ্টি দৃশ্য পদার্থের গুণদোষের দ্বারা দূষিত হয় না সেই নির্লিপ্ত

[1]প্রা.পা.—সৃষ্টাম্বিপিনে। [2]প্রা.পা.—পরমগুরুবরায়াত্মারামা.।

*একবার ভগবান শ্রীরাম কোনো একজন দেবদূতের সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা বলছিলেন। লক্ষ্মণ তখন দরজায় পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন এবং ভগবানের হুকুম ছিল যে যদি কেউ সেই সময়ে ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত হবে। হঠাৎ দুর্বাশা মুনি এসে পড়লেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে এই খবর জানাতে লক্ষ্মণকে ভিতরে যেতে বাধ্য করলেন। প্রতিজ্ঞানুসারে শ্রীরামচন্দ্র বিকট সমস্যায় পড়লেন। তখন গুরু বশিষ্ঠ জানালেন যে লক্ষ্মণকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে তাকে ত্যাগ করুন। কেননা প্রিয়জনকে ত্যাগ করা মৃত্যুদণ্ডের সমতুল্য। এইজন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করেছিলেন।

ইদং হি যোগেশ্বর যোগনৈপুণং
হিরণ্যগর্ভো ভগবাঞ্জগাদ যৎ।
যদন্তকালে ত্বয়ি নির্গুণে মনো
ভক্ত্যা দধীতোজ্ঝিতদুষ্কলেবরঃ॥ ১৩

যথৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্।
শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্
যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্॥ ১৪

তন্নঃ প্রভো ত্বং কুকলেবরার্পিতাং
ত্বন্মায়য়াহংমমতামধোক্ষজ।
ভিন্দ্যাম যেনাশু বয়ং সুদুর্ভিদাং
বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবমিতি॥ ১৫

ভারতেঽপ্যস্মিন্ বর্ষে সরিচ্ছৈলাঃ সন্তি বহবো মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকস্ত্রিকূট ঋষভঃ কূটকঃ কোল্লকঃ[১] সহ্যো দেবগিরির্ঋষ্যমূকঃ শ্রীশৈলো বেঙ্কটো[২] মহেন্দ্রো বারিধারো বিন্ধ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষগিরিঃ পারিযাত্রো দ্রোণশ্চিত্রকূটো গোবর্ধনো রৈবতকঃ ককুভো নীলো গোকামুখ[৩] ইন্দ্রকীলঃ কামগিরিরিতি চান্যে চ শতসহস্রশঃ শৈলাস্তেষাং নিতম্বপ্রভবা নদা নদ্যশ্চ সন্ত্যসংখ্যাতাঃ॥ ১৬ ॥ এতাসামপো ভারত্যঃ প্রজা নামভিরেব পুনন্তীনামাত্মনা চোপস্পৃশন্তি ॥ ১৭ ॥ চন্দ্রবসা[৪] তাম্রপর্ণী অবটোদা কৃতমালা বৈহায়সী কাবেরী বেণী পয়স্বিনী শর্করাবর্তা তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা বেণ্যা[৫] ভীমরথী গোদাবরী নির্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী রেবা সুরসা নর্মদা চর্মণ্বতী সিন্ধুরন্ধঃ[৬] শোণশ্চ নদৌ মহানদী বেদস্মৃতির্ঋষিকুল্যা ত্রিসামা কৌশিকী মন্দাকিনী যমুনা সরস্বতী দৃষদ্বতী গোমতী সরযূ রোধস্বতী[৭] সপ্তবতী সুষোমা[৮] শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা মরুদ্বৃধা বিতস্তা অসিক্নী বিশ্বেতি মহানদ্যঃ ॥ ১৮ ॥ অস্মিন্নেব বর্ষে

এবং বিশুদ্ধ সাক্ষীস্বরূপ ভগবান নরনারায়ণকে আমি নমস্কার করি॥ ১২ ॥ হে যোগেশ্বর! হিরণ্যগর্ভ ভগবান ব্রহ্মা অন্তিমকালে দেহাভিমান ত্যাগ করে ভক্তিপূর্বক আপনার প্রাকৃত গুণরহিত স্বরূপে নিজের মনোনিবেশ করাকেই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম যোগ-কৌশল বলে নির্দেশ করেছেন॥ ১৩ ॥ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগের লালসাসম্পন্ন মূর্খ ব্যক্তি যেমন স্ত্রী-পুত্র আর ধনের বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়; সেইরূপ যদি বিদ্বান ব্যক্তিরও এই কুৎসিত শরীরের বিনাশের ভয় হয়, তাহলে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁদের সমস্ত প্রযত্নই বৃথা পরিশ্রম মাত্র॥ ১৪ ॥ অতএব হে অধোক্ষজ! আপনি আমাদের আপনার প্রতি স্বাভাবিক প্রেমরূপ ভক্তিযোগ দান করুন, যার দ্বারা, হে প্রভু! আপনার মায়ার প্রভাবে আমাদের এই কুৎসিত দেহের প্রতি দৃঢ়-বদ্ধমূল এবং দুর্ভেদ্য অহং-মমত্ব (আমি-আমার এই রূপ বুদ্ধি)-কে শীঘ্র ছেদন করতে পারি॥ ১৫ ॥

হে রাজন্! এই ভারতবর্ষে অনেক পর্বত এবং নদী আছে—যেমন মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্লক, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শক্তিমান, ঋক্ষগিরি, পারিযাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল এবং কামগিরি ইত্যাদি। এইরকম আরও শত সহস্র পর্বত আছে। ওই সকল পর্বতের নিতম্বদেশ থেকে অসংখ্য নদনদী সম্ভূত হয়েছে॥ ১৬ ॥ এই নদীসকলের নাম উচ্চারণ করলেই মানুষ পবিত্র হয়। ভারতের প্রজারা এই জলধারায় স্নানাদি সম্পাদন করে॥ ১৭ ॥ তার মধ্যে প্রধান নদী সকল হল চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণা, বেণ্যা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণীতাপী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, চর্মণ্বতী, সিন্ধু, অন্ধ এবং শোণ নামক নদ, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযূ, রোধস্বতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী ও বিশ্বা॥ ১৮ ॥

এই ভারতবর্ষে যারা জন্মগ্রহণ করেন তাদের স্বীয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে

[১]প্রা.পা.— কোল্লঃ। [২]প্রাচীন বইয়ে 'বেঙ্কটো' এই পাঠ নেই। [৩]প্রা.পা.— কোকামুখঃ। [৪]প্রা.পা.— চন্দ্রবংশ্যা। [৫]প্রা.পা.— বেন্না। [৬]প্রা.পা.—দৃষদ্বতী অন্ধঃ শোণশ্চ। [৭]প্রা.পা.— রোধবতী। [৮]প্রা.পা.—শুষোমা।

পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ো বহ্ব্য আত্মন আনুপূর্ব্যেণ সর্বা হ্যেব সর্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি॥ ১৯ ॥ যোঽসৌ ভগবতি সর্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ॥ ২০ ॥

এতদেব হি দেবা গায়ন্তি—

অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে[১]
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥ ২১

কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈ-
র্দানাদিভির্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা।
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-
স্মৃতিঃ প্রমুষ্টাতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ॥ ২২

কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরম্।
ক্ষণেন মর্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সন্ন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ॥ ২৩

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥ ২৪

প্রাপ্তা নৃজাতিং ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসম্ভৃতাম্।
ন বৈ[২] যতেরন্নপুনর্ভবায় তে
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্॥ ২৫

যথাক্রমে বহুবিধ দিব্য, মানুষ ও নারকী যোনি লাভ হয়, কারণ সকলেরই কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হতে পারে। এই ভারতবর্ষেই নিজ নিজ বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মের বিধিবৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করা যায়॥ ১৯ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! সর্বভূতের আত্মা, রাগাদি-দোষরহিত, অনির্বচনীয়, নিরাধার পরমাত্মা ভগবান বাসুদেবের প্রতি অনন্য অহৈতুকী ভক্তিভাবই এই মোক্ষ। এই ভক্তিভাব তখনই লাভ করা যায় যখন নানাপ্রকার গতি বা অবস্থা বিশেষের উদ্ভবের নিমিত্তভূত অবিদ্যারূপ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হওয়ায় ভগবানের প্রেমিক ভক্তগণের সঙ্গ লাভ হয়॥ ২০ ॥

দেবতাগণও এইভাবে ভারতবর্ষের মনুষ্যগণের মহিমা গান করেন—আহা ! যে জীবগণ ভারতবর্ষে ভগবানের সেবার যোগ্য মনুষ্যজন্ম লাভ করেছে তারা কোন পুণ্য করেছে ? অথবা স্বয়ং শ্রীহরিই কি এদের ওপর প্রসন্ন হয়েছেন ? এই পরম সৌভাগ্য লাভ করার জন্য আমরাও তো সদাসর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকি॥ ২১ ॥ আমরা কঠোর তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত ও দান দ্বারা এই যে তুচ্ছ স্বর্গের অধিকার লাভ করেছি—এতে কী লাভ ? এখানে তো ইন্দ্রিয়ের ভোগের আতিশয্যের জন্য স্মৃতিশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, যার ফলে শ্রীনারায়ণের পাদপঙ্কজের স্মরণও হয় না॥ ২২ ॥ স্বর্গলোক কেন—যেখানকার অধিবাসীদের এক এক কল্প পর্যন্ত আয়ু হয় কিন্তু সেখান থেকেও আবার সংসারচক্রে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, সেই ব্রহ্মলোকাদির থেকেও ভারতবর্ষে স্বল্প আয়ু নিয়ে জন্মগ্রহণ করা শ্রেয় ; কারণ এই ভারতবর্ষে ধীর পুরুষ মর্ত্যশরীরে কৃত যাবতীয় কর্ম ক্ষণকালের মধ্যে ভগবানকে অর্পণ করে অভয়পদ লাভ করতে পারে॥ ২৩ ॥

যে স্থানে ভগবানের কথারূপী অমৃত নদী প্রবাহিত হয় না এবং যে স্থানে সেই নদীর উৎসস্বরূপ ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ বাস করেন না এবং যে স্থানে নৃত্য গীতাদির দ্বারা মহোৎসব পালন করে যজ্ঞেশ্বরের পূজা হয় না, সে স্থান ব্রহ্মলোক হলেও তা সেবনের অযোগ্য ॥ ২৪ ॥ এই ভারতবর্ষে যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান (বিবেকবুদ্ধি), তদনুকূল কর্ম এবং সেই কর্মের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম পেয়েছে, তারা যদি পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার প্রযত্ন না করে, তাহলে ব্যাধের জাল থেকে মুক্ত হয়েও পুনরায় ফলের লোভে সেই বৃক্ষের উপর বিচরণকারী

[১]প্রা.পা.—তেঽজিরে। [২]প্রা.পা.— চেদ্।

যৈঃ শ্রদ্ধয়া বর্হিষি ভাগশো হবি-
নিরুপ্তমিষ্টং বিধিমন্ত্রবস্তুতঃ।
একঃ পৃথঙ্‌নামভিরাহুতো মুদা
গৃহ্ণাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ॥ ২৬

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ২৭

যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং[১]
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনম্।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদ্
বর্ষে হরির্যদ্ভজতাং শং তনোতি॥ ২৮

শ্রীশুক উবাচ

জম্বূদ্বীপস্য চ রাজন্নুপদ্বীপানষ্টৌ হৈক উপদিশন্তি সগরাত্মজৈরশ্বান্বেষণ ইমাং মহীং পরিতো নিখনদ্ভিরুপকল্পিতান্ ॥ ২৯ ॥ তদ্যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্ল আবর্তনো রমণকো মন্দরহরিণঃ[২] পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি॥ ৩০ ॥ এবং তব ভারতোত্তম জম্বূদীপবর্ষবিভাগো যথোপদেশমুপবর্ণিত ইতি॥ ৩১

বন্যপক্ষীর মতো আবার বন্ধনে পতিত হতে হয়॥ ২৫ ॥

আহা ! এই ভারতবাসীগণের সৌভাগ্যের সীমা নেই ! যখন এরা যজ্ঞে পৃথক পৃথক দেবতাদের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক যজ্ঞভাগ রক্ষা করে বিধি, মন্ত্র এবং দ্রব্যাদি দ্বারা, শ্রদ্ধাপূর্বক হবিঃ প্রদান করে, তখন ইন্দ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে দেবতাদের আবাহন করা হলেও সকল কামনাপূরণকারী স্বয়ংপূর্ণকাম শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে সেই হবিঃ গ্রহণ করেন॥ ২৬ ॥ এ কথা সত্য যে ভগবান সকাম পুরুষকে তাদের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন কিন্তু তা ভগবানের সত্যিকারের দান নয়, কারণ সেই বস্তু লাভ করার পরেও মানুষের মনে আবার কামনা জন্মাতেই থাকে। বিপরীত পক্ষে, যে নিষ্কামভাবে তাঁর ভজনা করে তাকে তিনি সাক্ষাৎ স্বীয় পাদপদ্ম প্রদান করে থাকেন—যা অন্য সমস্ত ইচ্ছার তিরোধান ঘটায়॥ ২৭ ॥ অতএব এখন পর্যন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করার পর আমাদের পূর্বকৃত যাগযজ্ঞ, প্রবচন এবং শুভ কর্মসমূহের যদি কিঞ্চিৎ পুণ্যফল অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তার বিনিময়ে আমাদের এই ভারতবর্ষে ভগবানের স্মৃতি-যুক্ত মনুষ্য জন্মলাভ হোক, কারণ শ্রীহরি নিজের ভক্তদের সর্বপ্রকার কল্যাণ করেন॥ ২৮ ॥

শুকদেব বলছেন—হে রাজন্ ! সগর রাজার পুত্ররা নিজেদের যজ্ঞের ঘোড়া অন্বেষণ করার সময় এই পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করেছিলেন। তার ফলে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত আর আটটি উপদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল—এইরকম কেউ কেউ বলে থাকেন॥ ২৯ ॥ সেগুলি হল—স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্তন, রমণক, মন্দরহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লংকা॥ ৩০ ॥ হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি যেমন আমার গুরুর মুখ থেকে শুনেছিলাম ঠিক সেইভাবেই তোমাকে জম্বুদ্বীপের বর্ষের বিভাগের কথা শোনালাম॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে
জম্বূদ্বীপবর্ণনং নাম উনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে জম্বূদ্বীপবর্ণন
নামক উনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

---

[১]প্রা.পা.—সূক্তসুখা.। [২]প্রা.পা.—মন্দহরিণো।

অথ বিংশোঽধ্যায়ঃ

বিংশ অধ্যায়

অন্য ছটি দ্বীপ এবং লোকালোক পর্বতের বর্ণনা

শ্রীশুক[১]উবাচ

অতঃ পরং প্লক্ষাদীনাং প্রমাণলক্ষণসংস্থানতো বর্ষবিভাগ উপবর্ণ্যতে॥ ১ ॥ জম্বুদ্বীপোঽয়ং যাবৎ প্রমাণবিস্তারস্তাবতা[২] ক্ষারোদধিনা পরিবেষ্টিতো যথা মেরুর্জম্বাখ্যেন লবণোদধিরপি ততো দ্বিগুণবিশালেন প্লক্ষাখ্যেন পরিক্ষিপ্তো যথা পরিখা বাহ্যোপবনেন। প্লক্ষো জম্বুপ্রমাণো দ্বীপাখ্যা-করো[৩] হিরণ্ময় উত্থিতো যত্রাগ্নিরুপাস্তে সপ্তজিহ্বস্তস্যাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্বঃ স্বং দ্বীপং সপ্তবর্ষাণি বিভজ্য সপ্তবর্ষনামভ্য আত্মজেভ্য আকলয্য স্বয়মাত্মযোগেনোপররাম॥ ২ ॥ শিবং যবসং সুভদ্রং শান্তং ক্ষেমমমৃতমভয়মিতি বর্ষাণি তেষু গিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ[৪]॥ ৩ ॥ মণিকূটো বজ্রকূট[৫] ইন্দ্রসেনো জ্যোতিষ্মান্ সুপর্ণো হিরণ্যষ্ঠীবো মেঘমাল ইতি সেতুশৈলাঃ[৬]। অরুণা নৃম্ণাঽঽঙ্গিরসী[৭] সাবিত্রী সুপ্রভাতা ঋতম্ভরা সত্যম্ভরা ইতি মহানদ্যঃ। যাসাং[৮] জলোপস্পর্শনবিধূতরজস্তমসো হংসপতঙ্গোর্ধ্বায়ন-সত্যাঙ্গসংজ্ঞাশ্চত্বারো বর্ণাঃ সহস্রায়ুষো বিবুধোপমসন্দর্শনপ্রজননাঃ স্বর্গদ্বারং ত্রয্যা বিদ্যয়া ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্যমাত্মানং যজন্তে॥ ৪ ॥

প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎসত্যস্যর্তস্য ব্রহ্মণঃ।
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্যমাত্মানমীমহীতি॥ ৫

প্লক্ষাদিষু পঞ্চসু পুরুষাণামায়ুরিন্দ্রিয়মোজঃ সহো বলং বুদ্ধির্বিক্রম ইতি চ সর্বেষামৌৎপত্তিকী সিদ্ধিরবিশেষেণ বর্ততে॥ ৬ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—এখন প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপের পরিমাণ, লক্ষণ ও সংস্থান এবং তাদের বর্ষবিভাগের বর্ণনা করছি॥ ১ ॥ যেমন মেরু পর্বতকে জম্বুদ্বীপ বেষ্টন করেছে, সেইরূপ জম্বুদ্বীপ তার সম পরিমাণ লবণ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। আবার, যেমন পরিখা বাহ্যোপবনে বেষ্টিত থাকে, সেই-রকম লবণ সমুদ্রকে প্লক্ষদ্বীপ বেষ্টন করে আছে, যার আয়তন ওই বিশাল লবণ সমুদ্রের দ্বিগুণ। জম্বুদ্বীপে যেমন বিশাল জম্বুবৃক্ষ (জাম গাছ) আছে, ঠিক সেইরূপ এই প্লক্ষদ্বীপে সুবর্ণময় বিশাল প্লক্ষ বৃক্ষ (পাকুড় গাছ) আছে। সেইজন্যই এই দ্বীপের নাম প্লক্ষদ্বীপ হয়েছে। এখানে সপ্তজিহ্ব অগ্নিদেব বাস করেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র মহারাজ ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি এই প্লক্ষদ্বীপকে সাতটি বর্ষে (ভাগে) বিভক্ত করেন এবং বর্ষসমূহের নামানুসারে নামযুক্ত স্বীয় সপ্ত পুত্রকে ওই বর্ষ সমর্পণ করে স্বয়ং আত্মযোগ অবলম্বন পূর্বক সংসার থেকে নিবৃত্ত হন॥ ২ ॥ এই বর্ষগুলির নাম যথাক্রমে শিব, যবস, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়। এই সকল বর্ষে সাতটি পর্বত এবং সাতটি নদী প্রসিদ্ধ॥ ৩ ॥ এই দ্বীপে মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল—এই সাতটি প্রসিদ্ধ পর্বত এবং অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা এই সাতটি মহানদী আছে। সেখানে হংস, পতঙ্গ, উধর্বায়ন এবং সত্যাঙ্গ নামে চারটি বর্ণ আছে। পূর্বোক্ত নদীগুলির জলে স্নান করে উক্ত চতুর্বর্ণের লোকেদের রজোগুণ এবং তমোগুণ হ্রাস পায়। এঁদের আয়ু এক হাজার বৎসর। এঁদের শরীরে দেবতাদের মতো ক্লান্তি, স্বেদ ইত্যাদি হয় না, তবে সন্তান উৎপত্তির ক্ষমতা দেবতাদের সমান হয়। এঁরা বেদত্রয়ী দ্বারা তিন বেদে বর্ণিত স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, আত্মস্বরূপ ভগবান সূর্যের উপাসনা করেন॥ ৪ ॥ এঁরা বলেন যে, 'যা সত্য (অনুষ্ঠান যোগ্য ধর্ম) এবং ঋত (প্রতীয়মান ধর্ম), বেদ এবং শুভাশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা—সেই পুরাণ পুরুষ বিষ্ণুর স্বরূপ ভগবান সূর্যের আমরা শরণাপন্ন হই'॥ ৫ ॥ প্লক্ষাদি পাঁচটি দ্বীপে জাত সকল মানুষেরই আয়ু, ইন্দ্রিয়, মনোবল, ইন্দ্রিয়বল, শারীরিক বল,

---

[১]প্রা.পা.—ঋষিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—বান্। [৩]প্রা.পা.—খ্যাতিকরো। [৪]প্রা.পা.—পতস্থাভিজ্ঞাতাঃ। [৫]প্রা.পা.—টঃ শতশৃঙ্গমিত্র.। [৬]প্রা.পা.—সপ্তশৈলাঃ। [৭]প্রা.পা.—মৃগগণাঽঽঙ্গি.। [৮]প্রা.পা.—আসাং।

প্লক্ষঃ[১] স্বসমানেনেক্ষুরসোদেনাবৃতো যথা তথা দ্বীপোঽপি শাল্মলো দ্বিগুণবিশালঃ সমানেন সুরোদেনাবৃতঃ পরিবৃঙ্ক্তে ॥ ৭ ॥ যত্র হ বৈ শাল্মলী প্লক্ষায়ামা যস্যাং বাব কিল নিলয়মাহুর্ভগবতশ্ছন্দঃস্তুতঃ পতত্ত্রিরাজস্য সা দ্বীপহূতয়ে উপলক্ষ্যতে॥ ৮ ॥ তদ্দ্বীপাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজো যজ্ঞবাহুঃ স্বসুতেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তন্নামানি সপ্তবর্ষাণি ব্যভজৎসুরোচনং সৌমনস্যং রমণকং দেববর্ষং পারিভদ্রমাপ্যায়নমবিজ্ঞানমিতি॥ ৯ ॥ তেষু বর্ষাদ্রয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ স্বরসঃ শতশৃঙ্গো বামদেবঃ কুন্দো মুকুন্দঃ[২] পুষ্পবর্ষঃ সহস্রশ্রুতিরিতি। অনুমতিঃ সিনীবালী সরস্বতী কুহূ রজনী নন্দা রাকেতি॥ ১০ ॥ তদ্বর্ষপুরুষাঃ শ্রুতধরবীর্যধরবসুন্ধরেষন্ধরসংজ্ঞা[৩] ভগবন্তং বেদময়ং সোমমাত্মানং বেদেন যজন্তে॥ ১১ ॥

স্বগোভিঃ[৪] পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ।
প্রজানাং সর্বাসাং রাজান্ধঃ সোমো ন আস্ত্বিতি॥ ১২

এবং সুরোদাদ্বহিস্তদ্দ্বিগুণঃ সমানেনাবৃতো ঘৃতোদেন যথাপূর্বঃ কুশদ্বীপো যস্মিন্ কুশস্তম্বো দেবকৃতস্তদ্দ্বীপাখ্যাকরো[৫] জ্বলন ইবাপরঃ স্বশষ্পরোচিষা দিশো বিরাজয়তি[৬]॥ ১৩ ॥ তদ্দ্বীপপতিঃ প্রৈয়ব্রতো রাজন্ হিরণ্যরেতা[৭] নাম স্বং দ্বীপং সপ্তভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যো যথাভাগং বিভজ্য স্বয়ং[৮] তপ আতিষ্ঠত বসুবসুদানদৃঢ়রুচিনাভিগুপ্তস্তুত্যব্রতবিবিক্তবামদেবনামভ্যঃ[৯]॥ ১৪ ॥ তেষাং বর্ষেষু সীমাগিরয়ো নদ্যশ্চাভিজ্ঞাতাঃ[১০] সপ্ত সপ্তৈব চক্রশ্চতুঃশৃঙ্গঃ কপিলশ্চিত্রকূটো[১১] দেবানীক ঊর্ধ্বরোমা দ্রবিণ

বুদ্ধি ও বিক্রম সমভাবে বিদ্যমান থাকে॥ ৬ ॥

প্লক্ষদ্বীপ যেমন স্বীয় পরিমাণ ইক্ষুরস সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত তেমনই তার চেয়ে দ্বিগুণ আয়তন শাল্মল দ্বীপও তার সমপরিমাণ সুরা সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে॥ ৭ ॥ প্লক্ষদ্বীপে যেমন প্লক্ষবৃক্ষ (পাকুড় গাছ) আছে, সেইরকম শাল্মল দ্বীপেও বিশাল বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ (শিমুল গাছ) আছে। কথিত আছে যে, এই বৃক্ষ নিজের বেদমন্ত্র স্বরূপ পক্ষ দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্তুতিকারী পক্ষীরাজ গরুড়ের নিবাস স্থান এবং এর নাম অনুসারেই এই দ্বীপের নামকরণ হয়েছে॥ ৮ ॥ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু ছিলেন এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপকে তাঁর সাত পুত্রের নামানুসারে সাত ভাগে বিভক্ত করে—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্ষ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অভিজ্ঞাত নামে সাত পুত্রকে সমর্পণ করেন॥ ৯ ॥ এই বর্ষে সাতটি পর্বত ও সাতটি নদী প্রসিদ্ধ। পর্বতগুলির নাম—স্বরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, মুকুন্দ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি এবং নদীসমূহের নাম—অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা এবং রাকা॥ ১০ ॥ শ্রুতধর, বীর্যধর, বসুন্ধর এবং ইষুন্ধর নামে বর্ষপুরুষগণ বেদমন্ত্র দ্বারা বেদময় আত্মস্বরূপ ভগবান চন্দ্রের উপাসনা করেন॥ ১১ ॥ (এবং বলেন)—যিনি কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে এবং শুক্লপক্ষে দেবতাগণকে এবং অন্যান্য প্রাণিগণকে স্বীয় কিরণদ্বারা অন্ন দেন, সেই চন্দ্রদেব আমাদের রাজা (যিনি রঞ্জন করেন)॥ ১২ ॥ এই সুরা সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশ দ্বীপ আছে যার আয়তন সুরা সমুদ্রের দ্বিগুণ। পূর্বোক্ত দ্বীপের ন্যায় এই কুশদ্বীপ নিজ পরিমাণ বিস্তারযুক্ত ঘৃত সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে দেবনির্মিত একটি কুশস্তম্ভ আছে, এইজন্যে এই দ্বীপের নাম কুশদ্বীপ হয়েছে। অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ওই কুশস্তম্ভের শোভন শিখাসকলের কান্তিদ্বারা দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হয়ে বিরাজ করছে॥ ১৩ ॥ হে রাজন্! প্রিয়ব্রতের পুত্র মহারাজ হিরণ্যরেতা এই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় দ্বীপকে সাতভাগে বিভক্ত করে সাত পুত্র যথাক্রমে—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, স্তুত্যব্রত, বিবিক্ত এবং বামদেবকে দান করে নিজে তপশ্চরণ করতে যান॥ ১৪ ॥ এই দ্বীপসকলের সীমানা

[১]প্রা.পা.—প্লক্ষস্য। [২]প্রা.পা.—কুমুদঃ পুষ্প.। [৩]প্রা.পা.—ধরেষুন্ধরসংজ্ঞা। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো......' থেকে 'সোমো ন আস্ত্বিতি' এই পর্যন্ত পুরো একটি শ্লোক নেই। [৫]প্রা.পা.—খ্যায়নো জ্বলন। [৬]প্রা.পা.—বিরাজতি। [৭]প্রা.পা.—ণ্যরোমা নাম। [৮]প্রা.পা.—স্বয়ং তু তপ। [৯]প্রা.পা.—চিত্রাভিগুপ্ত.। [১০]প্রা.পা.—জ্ঞাতাঃ সপ্তৈব চক্র.। [১১]প্রা.পা.—পিলো বিত্রকূটো।

ইতি রসকুল্যা মধুকুল্যা মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা দেবগর্ভা ঘৃতচ্যুতা মন্ত্রমালেতি॥ ১৫ ॥ যাসাং পয়োভিঃ কুশদ্বীপৌকসঃ কুশলকোবিদাভিযুক্ত-কুলকসংজ্ঞা ভগবন্তং জাতবেদসরূপিণং কর্মকৌশলেন যজন্তে॥ ১৬ ॥

পরস্য ব্রহ্মণঃ[১] সাক্ষাজ্জাতবেদোঽসি হব্যবাট্।
দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজেতি॥ ১৭

তথা[২] ঘৃতোদাদ্বহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্বিগুণঃ স্বমানেন ক্ষীরোদেন পরিত উপক্লৃপ্তো বৃতো যথা কুশদ্বীপো ঘৃতোদেন যস্মিন্ ক্রৌঞ্চো নাম পর্বতরাজো দ্বীপনামনির্বর্তক আস্তে॥ ১৮ ॥ যোঽসৌ গুহপ্রহরণোন্মথিতনিতম্বকুঞ্জোঽপি ক্ষীরোদেনাসিচ্যমানো ভগবতা বরুণেনাভিগুপ্তো বিভয়ো বভূব॥ ১৯ ॥ তস্মিন্নপি প্রৈয়ব্রতো ঘৃতপৃষ্ঠো নামাধিপতিঃ স্বে[৩] দ্বীপে বর্ষাণি সপ্ত বিভজ্য তেষু পুত্রনামসু সপ্ত রিকথাদান্ বর্ষপান্নিবেশ্য স্বয়ং[৪] ভগবান্ ভগবতঃ পরমকল্যাণযশস আত্মভূতস্য হরেশ্চরণার-বিন্দমুপজগাম॥ ২০ ॥ আমো[৫] মধুরুহো মেঘপৃষ্ঠঃ সুধামা ভ্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণো বনস্পতিরিতি ঘৃতপৃষ্ঠসুতাস্তেষাং বর্ষগিরয়ঃ[৬] সপ্ত সপ্তৈব নদ্যশ্চাভিখ্যাতাঃ শুক্লো বর্ধমানো ভোজন উপবর্হিণো নন্দো[৭] নন্দনঃ সর্বতোভদ্র ইতি অভয়া অমৃতৌঘা আর্যকা তীর্থবতী বৃত্তিরূপবতী[৮] পবিত্রবতী শুক্লেতি॥ ২১ ॥ যাসামম্ভঃ পবিত্রমমলমুপযুঞ্জানাঃ পুরুষঋষভদ্রবিণদেবক-সংজ্ঞা[৯] বর্ষপুরুষা আপোময়ং দেবমপাং পূর্ণেনাঞ্জলিনা যজন্তে॥ ২২ ॥

আপঃ[১০] পুরুষবীর্যাঃ স্থ পুনন্তীর্ভূর্ভুবঃ সুবঃ।
তা নঃ পুনীতামীবঘ্নীঃ স্পৃশতামাত্মনা ভুব ইতি॥ ২৩

সাতটি পর্বত ও সাতটি নদী দ্বারা নির্ধারিত। সাতটি পর্বতের নাম যথাক্রমে—চক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্ধ্বরোমা ও দ্রবিণ এবং সাতটি নদীর নাম যথাক্রমে—রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা ও মন্ত্রমালা॥ ১৫ ॥ এই সকল নদীর জলে স্নান করে কুশদ্বীপের অধিবাসী কুশল কোবিদ, অভিযুক্ত এবং কুলক বর্ণের ব্যক্তিরা সম্যক্ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অগ্নিস্বরূপ ভগবান শ্রীহরির পূজা করেন॥ ১৬ ॥ (এবং এইভাবে স্তুতি করেন)—হে অগ্নিদেব! আপনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের হবিঃ বহন করেন, অতএব ভগবানের অঙ্গদেবতাদের অর্চনা দ্বারা আপনি সেই পরমপুরুষেরই অর্চনা করেন॥ ১৭ ॥

হে রাজন্! ঘৃত সমুদ্রের বহির্ভাগে তার আয়তনের দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট ক্রৌঞ্চদ্বীপ অবস্থিত। যেমন কুশদ্বীপ ঘৃত সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেইরূপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ নিজ পরিমাণ বিশিষ্ট দুগ্ধ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে বিশাল এক পর্বত আছে এবং এই পর্বতের নাম অনুসারে এই দ্বীপের নাম ক্রৌঞ্চদ্বীপ হয়েছে॥ ১৮ ॥ পুরাকালে কার্তিকের অস্ত্রাঘাতে এই পর্বতের নিতম্বদেশ এবং কুঞ্জ সকল ক্ষতবিক্ষত হয়, কিন্তু ক্ষীর সমুদ্রের জলে অভিষিক্ত হয়ে এবং ভগবান বরুণদেব রক্ষা করায় সে আবার নির্ভয় হয়েছে॥ ১৯ ॥ প্রিয়ব্রতের পুত্র মহারাজ ঘৃতপৃষ্ঠ এই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি এই দ্বীপকে তাঁর সাত পুত্রের নামানুসারে সাত ভাগে বিভক্ত করেন এবং স্বীয় উত্তরাধিকারী সাত পুত্রকে সমর্পণ করে সকল জীবের অন্তরাত্মা, কীর্তিমান, পরমকল্যাণকারী ভগবান শ্রীহরির চরণারবিন্দের শরণাগত হয়েছিলেন॥ ২০ ॥ মহারাজ ঘৃতপৃষ্ঠের আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ এবং বনস্পতি নামে সাত পুত্র ছিল। বলা হয় যে তাঁর রাজত্বে সাতটি পর্বত এবং সাতটি নদী ছিল। পর্বতগুলির নাম শুক্ল, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্হিণ, নন্দ, নন্দন ও সর্বতোভদ্র এবং নদীগুলির নাম অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্যকা, তীর্থবতী, বৃত্তিরূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্লা॥ ২১ ॥ এই নদীগুলির পবিত্র এবং নির্মল জল পান করে পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ এবং দেবক এই চারবর্ণের ব্যক্তিরা অঞ্জলি ভরে অপ্‌দেবতার (জলের দেবতা)

[১]প্রাচীন বইয়ে 'পরস্য ব্রহ্মণঃ' এই শ্লোকটি নেই। [২]প্রাচীন বইয়ে 'তথা ঘৃতোদাদ্বহিঃ' এই পাঠ নেই। [৩]প্রা.পা.—শ্বেতদ্বীপে। [৪]প্রা.পা.—স্বয়ং ভগবতঃ পরম.। [৫]প্রা.পা.—আম্রো। [৬]প্রা.পা.—গিরয়ঃ সপ্তৈব নদ্য.। [৭]প্রা.পা.—নন্দনঃ সর্ব.। [৮]প্রা.পা.—তৃপ্তিরূপবতী। [৯]প্রা.পা.—ঋষভ। [১০]প্রাচীন বইয়ে 'আপঃ পুরুষবীর্যাঃ...' এই শ্লোকটি নেই।

এবং পুরস্তাৎ ক্ষীরোদাৎপরিত উপবেশিতঃ শাকদ্বীপো দ্বাত্রিংশল্লক্ষযোজনায়ামঃ সমানেন চ দধিমণ্ডোদেন পরীতো যস্মিন্[1] শাকো নাম মহীরুহঃ স্বক্ষেত্রব্যপদেশকো যস্য হ মহাসুরভিগন্ধস্তং দ্বীপমনুবাসয়তি॥ ২৪ ॥ তস্যাপি প্রৈয়ব্রত এবাধিপতির্নাম্না মেধাতিথিঃ সোঽপি বিভজ্য সপ্ত বর্ষাণি পুত্রনামানি তেষু স্বাত্মজান্ পুরোজবমনোজবপবমানধূম্রানীকচিত্ররেফবহুরূপবিশ্বধারসংজ্ঞান্নিধাপ্যাধিপতীন্[2] স্বয়ং ভগবত্যনন্ত আবেশিতমতিস্তপোবনং প্রবিবেশ॥ ২৫ ॥ এতেষাং বর্ষমর্যাদাগিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্ত সপ্তৈব[3] ঈশান উরুশৃঙ্গো বলভদ্রঃ শতকেসরঃ সহস্রস্রোতো দেবপালো মহানস ইতি অনঘাঽঽয়ুর্দা উভয়স্পৃষ্টিরপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রস্রুতির্নিজধৃতিরিতি[4]॥ ২৬ ॥ তদ্বর্ষপুরুষা ঋতব্রতসত্যব্রতদানব্রতানুব্রতনামানো ভগবন্তং বায়্বাত্মকং প্রাণায়ামবিধূত রজস্তমসঃ পরমসমাধিনা যজন্তে॥ ২৭ ॥

অন্তঃ[5] প্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্যাত্মকেতুভিঃ।
অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে স্ফুটম্॥ ২৮

এবমেব দধিমণ্ডোদাৎপরতঃ পুষ্করদ্বীপস্ততো দ্বিগুণায়ামঃ সমন্তত উপকল্পিতঃ সমানেন স্বাদূদকেন[6] সমুদ্রেণ বহিরাবৃতো যস্মিন্ বৃহৎ পুষ্করং[7] জ্বলনশিখামলকনকপত্রাযুতাযুতং ভগবতঃ কমলাসনস্যাধ্যাসনং পরিকল্পিতম্॥ ২৯ ॥ তদ্দ্বীপমধ্যে মানসোত্তরনামৈক[8] [9]এবার্বাচীনপরাচীনবর্ষয়োর্মর্যাদাচলোঽযুতযোজনোচ্ছ্রায়ায়ামো যত্র তু চতসৃষু দিক্ষু চত্বারি পুরাণি লোকপালানামিন্দ্রাদীনাং যদুপরিষ্টাৎ সূর্যরথস্য মেরুং পরিভ্রমতঃ সংবৎসরাত্মকং চক্রং[10] দেবানামহোরাত্রাভ্যাং

উপাসনা করেন॥ ২২ ॥ (আর বলেন)—'হে জলের দেবতা! পরমাত্মা থেকে আপনি সামর্থ্য লাভ করেছেন। আপনি ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই তিন লোককে পবিত্র করেন, আপনার স্বরূপ পাপ হরণকারী। আমরা আপনাকে স্পর্শ করছি, আপনি আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন'॥ ২৩ ॥

এরূপেই ক্ষীর সমুদ্রকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে বত্রিশ লক্ষ যোজন বিস্তারযুক্ত শাকদ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপের চতুর্দিকে তারই সমান আয়তনের দধিসমুদ্র। এই দ্বীপে শাক নামে একটি মহীরুহ আছে, সেইজন্য এই দ্বীপের নাম শাকদ্বীপ। এই বৃক্ষের সুগন্ধে সমস্ত দ্বীপটি সুবাসিত॥ ২৪ ॥ রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি এই দ্বীপের অধিপতি। তিনিও নিজের দ্বীপকে পুরোজব, মনোজব, পবমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ এবং বিশ্বধার—এই সাত পুত্রের নামানুসারে সাত ভাগে বিভক্ত করে পুত্রদের আধিপত্যে দান করেন এবং স্বয়ং ভগবান অনন্তে একাগ্র চিত্ত হয়ে তপোবনে চলে যান॥ ২৫ ॥ এই সকল বর্ষেও মর্যাদাপ্রাপ্ত সাতটি পর্বত ও সাতটি নদী আছে। পর্বতগুলির নাম—ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেসর, সহস্রস্রোত, দেবপাল এবং মহানস এবং নদীগুলির নাম—অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়সৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রশ্রুতি এবং নিজধৃতি॥ ২৬ ॥ ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত এবং অনুব্রত নামে বর্ষপুরুষগণ প্রাণায়াম দ্বারা নিজেদের রজঃ এবং তমোগুণকে দুর্বল করে সমাধি দ্বারা বায়ুরূপ শ্রীহরির আরাধনা করেন॥ ২৭ ॥ (আর এইভাবে স্তুতি করেন)—যিনি প্রাণাদি বৃত্তিরূপ নিজ ধ্বজাসহ প্রাণিগণের ভিতরে প্রবেশ করে তাদের পালন করছেন এবং এই জগৎ যাঁর অধীন, সেই সাক্ষাৎ অন্তর্যামী ভগবান বায়ু আমাদের রক্ষা করুন॥ ২৮ ॥ দধিসমুদ্রের পরে পুষ্কর দ্বীপ, যার বিস্তার দধি সমুদ্রের দ্বিগুণ। এর চতুর্দিকে এর সমপরিমাণ বিস্তারযুক্ত মিষ্ট জলের সমুদ্র আছে। এই দ্বীপে অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল লক্ষ লক্ষ স্বর্ণময় পত্রযুক্ত একটি বৃহৎ পুষ্কর বা পদ্মফুল আছে যা ভগবান ব্রহ্মার আসন॥ ২৯ ॥ এই দ্বীপের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে মানসোত্তর নামক একটি পর্বত অবস্থিত, যা পূর্ব ও পশ্চিম দিকের বর্ষের সীমা নির্ধারিত করে। এর উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য দশ সহস্র যোজন। এই পর্বতের উপরে চারদিকে

[1]প্রা.পা.—যস্মিন্ হি শা.। [2]প্রা.পা.—বেপমান.। [3]প্রা.পা.—সপ্ত ঈশান। [4]প্রা.পা.—সহসৃতির্নিজ.। [5]প্রাচীন বইয়ে 'অন্তঃ প্রবিশ্য.......' এই শ্লোকটি নেই। [6]প্রা.পা.—দকসমুদ্রেণ। [7]প্রা.পা.—পুষ্করং জ্বলন.। [8]প্রা.পা.—সোত্তরো নামৈক। [9]প্রা.পা.—প্রাচীনয়োর্বর্ষয়ো.। [10]প্রা.পা.—চক্রমহোরাত্রাভ্যাং।

পরিভ্রমতি॥ ৩০ ॥ তদ্দ্বীপস্যাপ্যধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো বীতিহোত্রো নামৈতস্যাত্মজৌ রমণকধাতকিনামানৌ[১] বর্ষপতী নিযুজ্য স স্বয়ং পূর্বজবদ্ভগবৎকর্মশীল এবাস্তে॥ ৩১ ॥ তদ্বর্ষপুরুষা ভগবন্তং ব্রহ্মরূপিণং সকর্মকেণ কর্মণাঽঽরাধয়ন্তীদং চোদাহরন্তি॥ ৩২ ॥

যত্তৎকর্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোঽর্চয়েৎ।
একান্তমদ্বয়ং শান্তং তস্মৈ ভগবতে নম ইতি॥ ৩৩

ঋষিরুবাচ

ততঃ পরস্তাল্লোকালোকনামাচলো লোকালোকয়োরন্তরালে পরিত উপক্ষিপ্তঃ॥ ৩৪ ॥

যাবন্মানসোত্তরমের্বোরন্তরং তাবতী ভূমিঃ কাঞ্চন্যন্যাঽঽদর্শতলোপমা যস্যাং প্রহিতঃ পদার্থো ন কথঞ্চিৎ পুনঃ প্রত্যুপলভ্যতে তস্মাৎ সর্বসত্ত্বপরিহৃতাঽঽসীৎ॥ ৩৫ ॥ লোকালোক ইতি সমাখ্যা যদনেনাচলেন লোকালোকস্যান্তর্বর্তিনাবস্থাপ্যতে॥ ৩৬ ॥ স লোকত্রয়ান্তে পরিত ঈশ্বরেণ বিহিতো যস্মাৎ সূর্যাদীনাং ধ্রুবাপবর্গাণাং জ্যোতির্গণানাং গভস্তয়োঽর্বাচীনাংস্ত্রীঁল্লোকানাবিতন্বনা ন কদাচিৎ পরাচীনা ভবিতুমুৎসহন্তে তাবদুন্নহনায়ামঃ॥ ৩৭ ॥

এতাবাঁল্লোকবিন্যাসো মানলক্ষণসংস্থাভির্বিচিন্তিতঃ কবিভিঃ স তু পঞ্চাশৎ কোটিগণিতস্য ভূগোলস্য[২] তুরীয়ভাগোঽয়ং লোকালোকাচলঃ॥ ৩৮ ॥

তদুপরিষ্টাচ্চতসৃষ্বাশাস্বাত্মযোনিনাখিলজগদ্গুরুণাধিনিবেশিতা[৩] যে দ্বিরদপতয় ঋষভঃ পুষ্করচূড়ো বামনোঽপরাজিত ইতি সকললোকস্থিতিহেতবঃ ॥ ৩৯ ॥ তেষাং স্ববিভূতীনাং[৪] লোকপালানাং চ বিবিধবীর্যোপবৃংহণায় ভগবান্

ইন্দ্রাদি লোকপালদের চারটি পুরী অবস্থিত। মেরুপর্বতকে সূর্যদেব রথচক্রে যখন সম্বৎসর প্রদক্ষিণ করেন তখন তার দ্বারা দেবতাদের একদিন ও এক রাত্রি হয় (মনুষ্যগণের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন)॥ ৩০ ॥ প্রিয়ব্রতপুত্র বীতিহোত্র এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি তাঁর দুই পুত্র—রমণক এবং ধাতকিকে দুই বর্ষের অধিপতি করে স্বয়ং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মতো ভগবানের সেবায় রত হন॥ ৩১ ॥ এই দ্বীপের অধিবাসীরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সাধন দ্বারা ব্রহ্মরূপী ভগবান শ্রীহরির অর্থাৎ কমলাসনমূর্তির আরাধনা করেন এবং এই মন্ত্রে তাঁর স্তুতি করেন—॥ ৩২ ॥ যিনি সাক্ষাৎ কর্মফলস্বরূপ এবং এক পরমেশ্বরেই যাঁর পূর্ণস্থিতি, ব্রহ্মজ্ঞান সাধন-রূপ সেই অদ্বিতীয় ও শান্ত ভগবান ব্রহ্মমূর্তিকে আমাদের প্রণাম॥ ৩৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! এর পর লোকালোক নামক পর্বত আছে। যে দেশ সূর্যের আলোকে আলোকিত এবং যে দেশ সূর্যের আলোরহিত (অন্ধকার), এই দুই প্রদেশকে বিভক্ত করার জন্যে এদের মধ্যভাগে এই পর্বত অবস্থিত॥ ৩৪ ॥ মেরু থেকে মানসোত্তর পর্বতের মধ্যে যে ব্যবধান, ঠিক সেই পরিমিত ভূমি শুদ্ধজল সমুদ্রের দিকে আছে। এরপর যে ভূমি আছে তা কাঞ্চনময়ী এবং দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। এর মধ্যে কোনো বস্তু পতিত হলে তাকে আর পাওয়া যায় না, সেইজন্যে সেখানে দেবতা ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণী বাস করে না॥ ৩৫ ॥ লোকালোক পর্বত আলোকময় ও অন্ধকারময় দুই ভূখণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত বলে এর এইরকম নাম হয়েছে॥ ৩৬ ॥ ঈশ্বর এই লোকালোক পর্বতকে ত্রিলোকের প্রান্তদেশে চতুর্দিকে সীমা পর্বতরূপে স্থাপন করেছেন। এর উচ্চতা এবং বিস্তার এরূপ যে, সূর্য থেকে ধ্রুবলোক পর্যন্ত যত জ্যোতির্মণ্ডল আছে, ত্রিলোক প্রকাশক তাদের কিরণসমূহ এই লোকালোক পর্বতকে অতিক্রম করে একদিক থেকে অন্য দিকে যেতে পারে না॥ ৩৭ ॥

পণ্ডিতগণ প্রমাণ, লক্ষণ ও আকৃতি অনুযায়ী এই সম্পূর্ণ বিশ্বের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। এই ভূগোলকের বিস্তার পঞ্চাশ কোটি যোজন। এর এক-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ সাড়ে বারো কোটি যোজন) এই লোকালোক পর্বতের বিস্তৃতি॥ ৩৮ ॥ এর উপরিভাগে চারদিকে, অখিল জগদ্গুরু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সকল লোকের স্থিতির জন্য ঋষভ,

[১]প্রা.পা.—রমণকধাতকনামানৌ। [২]প্রা.পা.—ভূগোলবস্য। [৩]প্রা.পা.—ভিনিবেশিতা। [৪]প্রা.পা.—স্বাধিপতীনাং মহেন্দ্রাদীনাং লোকপালানাং বিবিধ.।

পরমমহাপুরুষো মহাবিভূতিপতিরন্তর্যাম্যাত্মনো বিশুদ্ধসত্ত্বং ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যাদ্যষ্টমহাসিদ্ধ্যুপলক্ষণং বিষ্বক্সেনাদিভিঃ স্বপার্ষদপ্রবরৈঃ পরিবারিতো নিজবরায়ুধোপশোভিতৈর্নিজভুজদণ্ডৈঃ[১] সন্ধারয়মাণস্তস্মিন্ গিরিবরে সমন্তাৎ সকললোকস্বস্তয় আস্তে ॥ ৪০ ॥ আকল্পমেবং[২] বেষং গত এষ ভগবানাত্মযোগমায়য়া বিরচিতবিবিধলোকযাত্রাগোপীযায়েত্যর্থঃ[৩] ॥ ৪১ ॥ যোঽন্তর্বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণং চ ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকাচলাৎ। ততঃ পরস্তাদ্যোগেশ্বরগতিং বিশুদ্ধামুদাহরন্তি ॥ ৪২

পুস্করচূড়, বামন এবং অপরাজিত নামে চারটি গজরাজকে স্থাপন করেছেন ॥ ৩৯ ॥ এই দিগ্‌গজগণের তথা স্বীয় অংশভূত ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বিবিধ শক্তি বৃদ্ধি এবং সমস্ত লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত পরম ঐশ্বর্যের অধিপতি অন্তর্যামী পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরি স্বীয় বিষ্বক্‌সেন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পার্ষদদের সঙ্গে এই পর্বতের চতুর্দিকে বিরাজ করেন। তিনি ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্যাদি অষ্ট মহাসিদ্ধি সমন্বিত স্বীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব (শ্রীবিগ্রহ) মূর্তি ধারণ করে আছেন। তাঁর হাতে শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্র সুশোভিত ॥ ৪০ ॥ এইভাবে স্বীয় যোগমায়া দ্বারা রচিত লোকসমূহের রক্ষার নিমিত্ত তিনি এই লীলাময় রূপ ধারণ করে প্রলয়কাল পর্যন্ত সেখানে বিরাজ করেন ॥ ৪১ ॥ লোকালোক পর্বতের অন্তর্ভাগে যে ভূভাগ, তার বিস্তার এবং তার বহির্ভাগের অলোকবর্ষের বিস্তার সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা উচিত। তার পরবর্তী স্থানে শুধুমাত্র যোগেশ্বরগণেরই অধিকার আছে ॥ ৪২ ॥

অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্যো দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্।
সূর্যাণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৪৩

মৃতেঽণ্ড এষ এতস্মিন্ যদভূত্ততো মার্তণ্ড ইতি ব্যপদেশঃ।
হিরণ্যগর্ভ ইতি যদ্ধিরণ্যাণ্ডসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৪

সূর্যেণ হি বিভজ্যন্তে দিশঃ খং দ্যৌর্মহী ভিদা।
স্বর্গাপবর্গৌ নরকা রসৌকাংসি চ সর্বশঃ ॥ ৪৫

দেবতির্যঙ্মনুষ্যাণাং সরীসৃপসবীরুধাম্[৪]।
সর্বজীবনিকায়ানাং সূর্য আত্মা দৃগীশ্বরঃ ॥ ৪৬

হে রাজন্! স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের যে কেন্দ্র সেখানেই সূর্যের অবস্থিতি। সূর্য আর ব্রহ্মাণ্ড গোলকের মধ্যে চতুর্দিকে পঁচিশ কোটি যোজনের ব্যবধান ॥ ৪৩ ॥ সূর্য এই মৃত অর্থাৎ অচেতন অণ্ডের মধ্যে বৈরাজরূপে বিরাজ করেন, এইজন্যে তাঁর নাম 'মার্তণ্ড'। তিনিই আবার হিরণ্ময় (জ্যোতির্ময়) ব্রহ্মাণ্ড থেকে উৎপন্ন বলে তাঁকে হিরণ্যগর্ভও বলা হয় ॥ ৪৪ ॥ পূর্বাদি দিকসমূহ, আকাশ, দ্যুলোক (অন্তরীক্ষ লোক), পৃথিবী, স্বর্গ ও মোক্ষস্থান, নরক এবং রসাতল এবং অন্য সব কিছুর বিভাগ এই সূর্যই করছেন ॥ ৪৫ ॥ সূর্যই দেবতা, তির্যক প্রাণী, মনুষ্য, সরীসৃপ এবং লতা-উদ্ভিদাদি সমস্ত জীব সমূহের আত্মা এবং নেত্রেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ॥ ৪৬ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশবর্ণনে[৫] সমুদ্রবর্ষসন্নিবেশপরিমাণলক্ষণো বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশাদিবর্ণনে বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

———o———

[১]প্রা.পা.—ভিতৈর্ভুজদণ্ডৈঃ। [২]প্রা.পা.— মেষ এবমাত্মযোগ.। [৩]প্রা.পা.—ত্রিবিংলোকযাত্রা.। [৪]প্রা.পা.—সৃপমৃগবীরুধাম্। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'ভুবনকোশবর্ণনে' এই পাঠটি নেই।

অথ একবিংশোঽধ্যায়ঃ

একবিংশ অধ্যায়

সূর্যের রথ এবং তাঁর গতির বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

এতাবানেব ভূবলয়স্য সংনিবেশঃ প্রমাণলক্ষণতো ব্যাখ্যাতঃ॥ ১ ॥ এতেন[১] হি দিবো মণ্ডলমানং তদ্বিদ উপদিশন্তি যথা দ্বিদলয়োর্নিষ্পাবাদীনাং[২] তে অন্তরেণান্তরিক্ষং তদুভয়সন্ধিতম্॥ ২ ॥ যন্মধ্যগতো ভগবাংস্তপতাম্পতিস্তপন আতপেন ত্রিলোকীং[৩] প্রতপত্যবভাসয়ত্যাত্মভাসা স এষ উদগয়নদক্ষিণায়নবৈষুবতসংজ্ঞাভির্মান্দ্যশৈঘ্র্য-সমানাভির্গতিভিরারোহণাবরোহণসমানস্থানেষু[৪] যথাসবনমভিপদ্যমানো মকরাদিষু রাশিষ্বহোরাত্রাণি দীর্ঘহ্রস্বসমানানি বিধত্তে॥ ৩ ॥ যদা মেষতুলয়োর্বর্ততে তদাহোরাত্রাণি সমানানি ভবন্তি যদা বৃষভাদিষু[৫] পঞ্চসু চ রাশিষু চরতি তদাহান্যেব বর্ধন্তে[৬] হ্রসতি চ মাসি মাস্যেকৈকা ঘটিকা রাত্রিষু ॥ ৪ ॥ যদা বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু বর্ততে তদাহোরাত্রাণি বিপর্যয়াণি ভবন্তি॥ ৫ ॥ যাবদ্দক্ষিণায়নমহানি বর্ধন্তে[৬] যাবদুদগয়নং-রাত্রয়ঃ॥ ৬ ॥

এবং নব কোটয় একপঞ্চাশল্লক্ষাণি যোজনানাং মানসোত্তরগিরিপরিবর্তনস্যোপদিশন্তি তস্মিন্নৈন্দ্রীং পুরীং পূর্বস্মান্মেরোর্দেবধানীং নাম দক্ষিণতো যাম্যাং সংযমনীং নাম পশ্চাদ্বারুণীং নিম্লোচনীং নাম উত্তরতঃ সৌম্যাং বিভাবরীং নাম তাসূদয়মধ্যাহ্নাস্তময়নিশীথানীতি ভূতানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিনিমিত্তানি সময়বিশেষেণ

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! এই ভূমণ্ডলের পরিমাণ ও লক্ষণ দ্বারা এর যত বিস্তার সে সম্বন্ধে আপনাকে বলেছি॥ ১ ॥ এই অনুসারে বিদ্বানরা স্বর্গলোকের পরিমাণ সম্বন্ধে জানিয়েছেন। যেমন চণকাদির (ছোলা বা মটর) দুটি দলের মধ্যে যে কোনো একটির স্বরূপ জানলে অন্যটির সম্বন্ধেও জানা হয়, সেইরকম পৃথিবীর পরিমাণ জানা থাকলে স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণও জানা যায়। এই দুই লোকের মাঝখানে অন্তরীক্ষলোক এবং এটি হল দুই লোকের সন্ধিস্থল॥ ২ ॥ এদের মধ্যভাগে অবস্থিত গ্রহ এবং নক্ষত্রদের অধিপতি ভগবান সূর্য কেন্দ্রস্থানে থেকে ত্রিলোককে নিজ তাপ দ্বারা তাপিত করছেন আর নিজ জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত করছেন। তিনি উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং বিষুবৎ নামদ্বারা ক্রমশ মন্দ, শীঘ্র এবং সমান গতিতে চলার সময় অনুসারে মকরাদি রাশিতে উঁচু-নীচু এবং সমান স্থানে অবস্থিত হয়ে দিন-রাত্রিকে ছোট-বড় কিংবা সমান করছেন॥ ৩ ॥ যখন সূর্যদেব মেষ কিংবা তুলারাশিতে অবস্থান করেন তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়, যখন বৃষ ইত্যাদি পাঁচ রাশিতে অবস্থান করেন তখন প্রত্যেকমাসে রাত্রির সময় এক এক ঘটিকা কম হতে থাকে এবং সেই হিসাবে দিবামান বৃদ্ধি পেতে থাকে॥ ৪ ॥ যখন সূর্য বৃশ্চিকাদি পাঁচ রাশিতে অবস্থান করেন তখন এর বিপরীত পরিবর্তন হয়॥ ৫ ॥ এইভাবে দক্ষিণায়ন আরম্ভ থেকে দিনমান আর উত্তরায়ণ আরম্ভ হলে রাত্রিকাল বৃদ্ধি পেতে থাকে॥ ৬ ॥

এইভাবে পণ্ডিতগণ মানসোত্তর পর্বতে সূর্যদেবের পরিক্রমার পথ নয় কোটি একান্ন লক্ষ যোজন বলেছেন। এই মানসোত্তর পর্বতে মেরুর পূর্বদিকে দেবধানী নামক ইন্দ্রপুরী, দক্ষিণে যমরাজের সংযমনী নামক পুরী, পশ্চিমদিকে বরুণদেবের নিম্লোচনী নামক পুরী এবং উত্তর দিকে চন্দ্রের বিভাবরী নামে পুরী আছে। এই সকল পুরীতে মেরুর চতুর্দিকে সময় অনুসারে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সায়ংকাল এবং মধ্যরাত্রি হয়, এর জন্যই সকল জীবের কার্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়॥ ৭ ॥ হে রাজন্ ! যারা সুমেরুতে থাকে সূর্যদেব

---

[১]প্রা.পা.—এতদেব দিবো। [২]প্রা.পা.—বিদলযোনি.। [৩]প্রা.পা.—ত্রীঁল্লোকান্। [৪]প্রা.পা.—শৈঘ্র্যপ্রসমানাভির্গতিভিরারোহণস্থানেষু। [৫]প্রা.পা.—বৃষাদিষু। [৬]প্রা.পা.—বিবর্ধন্তে।

মেরোশ্চতুর্দিশম্॥ ৭ ॥ তত্রত্যানাং দিবসমধ্যঙ্গত এব সদাহহদিত্যস্তপতি সব্যেনাচলং দক্ষিণেন করোতি॥ ৮ ॥ যত্রোদেতি তস্য হ সমানসূত্রনিপাতে নিম্লোচতি যত্র ক্বচন স্যন্দেনাভিতপতি তস্য হৈষ সমানসূত্রনিপাতে প্রস্বাপয়তি[১] তত্র গতং ন পশ্যন্তি যে তং সমনুপশ্যেরন্॥ ৯ ॥

যদা চৈন্দ্র্যাঃ পূর্যাঃ প্রচলতে পঞ্চদশঘটিকাভির্যাম্যাং[২] সপাদকোটিদ্বয়ং যোজনানাং সার্ধদ্বাদশলক্ষাণি সাধিকানি চোপয়াতি॥ ১০ ॥ এবং ততো বারুণীং সৌম্যামৈন্দ্রীং চ পুনস্তথান্যে চ গ্রহাঃ সোমাদয়ো নক্ষত্রৈঃ সহ জ্যোতিশ্চক্রে সমভ্যুদ্যন্তি সহ বা[৩] নিম্লোচন্তি॥ ১১ ॥ এবং মুহূর্তেন চতুস্ত্রিংশল্লক্ষ-যোজনান্যষ্টশতাধিকানি সৌরো রথস্ত্রয়ীময়োহসৌ চতসৃষু পরিবর্ততে পুরীষু॥ ১২ ॥

যস্যৈকং চক্রং দ্বাদশারং ষণ্নেমি ত্রিণাভি সংবৎসরাত্মকং সমামনন্তি তস্যাক্ষো মেরোর্মূর্ধনি কৃতো মানসোত্তরে কৃতেতরভাগো যত্র প্রোতং রবিরথচক্রং তৈলযন্ত্রচক্রবদ্ ভ্রমন্মানসোত্তরগিরৌ পরিভ্রমতি ॥ ১৩ ॥ তস্মিন্নক্ষে কৃতমূলো দ্বিতীয়োহক্ষস্তুর্যমানেন সম্মিতস্তৈলযন্ত্রাক্ষবদ্ ধ্রুবে কৃতোপরিভাগঃ॥ ১৪ ॥

রথনীড়স্তু ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষযোজনায়তস্তত্তুরীয়-ভাগবিশালস্তাবান্ রবিরথযুগো যত্র হয়াশ্ছন্দোনামানঃ সপ্তারুণযোজিতা বহন্তি দেবমাদিত্যম্ ॥ ১৫ ॥ পুরস্তাৎসবিতুররুণঃ পশ্চাচ্চ নিযুক্তঃ সৌত্যে কর্মণি কিলাস্তে ॥ ১৬ ॥ তথা বালখিল্যা ঋষয়োহঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রাঃ ষষ্টিসহস্রাণি পুরতঃ সূর্যং সূক্তবাকায়[৪] নিযুক্তাঃ সংস্তুবন্তি ॥ ১৭ ॥ তথান্যে চ ঋষয়ো গন্ধর্বাপ্সরসো নাগা

তাদের মধ্যকালীন তাপ বিতরণ করেন, যখন অশ্বিনী আদি নক্ষত্রাভিমুখে গমন করেন তখন মেরুকে বামে রেখে ভ্রমণ করেন, কিন্তু সমস্ত জ্যোতির্মণ্ডলকে ঘূর্ণিত করে যে প্রবহ বায়ু তা দক্ষিণাভিমুখী হওয়ায় তার দ্বারা চালিত হয়ে মেরুকে দক্ষিণ দিকে রেখে ভ্রমণ করতে হয়॥ ৮ ॥ যে পুরীতে সূর্যের উদয় হয় ঠিক তার বিপরীত পুরীতে তাঁর অস্ত হয় আর যেখানে তাপের কারণে মানুষের ঘর্ম উৎপাদন করেন ঠিক তার বিপরীত পুরীতে মধ্যরাত্রি হওয়ায় মনুষ্যগণকে নিদ্রিত করে রাখেন। যারা মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্যদেবকে স্পষ্ট দেখতে পায়, তারা তাঁর সৌম্যভাবের সময়ে তাঁকে দর্শন করতে পারে না॥ ৯ ॥

সূর্যদেব যখন ইন্দ্রপুরী থেকে যমরাজের পুরীর দিকে যেতে থাকেন, তখন তাঁকে পনেরো ঘন্টায় সোয়া দুই কোটি সাড়ে বারো লক্ষ যোজনের থেকে পঁচিশ হাজার যোজন বেশি চলতে হয়॥ ১০ ॥ এই ক্রমে তিনি বরুণদেবের পুরী ও চন্দ্রদেবের পুরী অতিক্রম করে পুনরায় ইন্দ্রপুরীতে প্রত্যাগমন করেন। এইভাবে চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহরাও নক্ষত্র সকলের সঙ্গে জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং অস্ত যান॥ ১১ ॥ এইরূপে ভগবান সূর্যের বেদময় রথ এই চার পুরীতে এক মুহূর্তে চৌত্রিশ লক্ষ আটশত যোজন হিসাবে পথ পরিক্রমা করতে থাকে॥ ১২ ॥

একে সংবৎসর চক্র বলা হয়। তার এক চক্রে দ্বাদশ মাস, ছয় ঋতু ছয়টি নেমি (হাল), তিন চাতুর্মাস্য তিন নাভি (চক্রমধ্যভাগ)। এই রথের একভাগ মেরুর শিখরে আর অন্য ভাগ মানসোত্তর পর্বতে অবস্থিত। এই রথের চক্র ওই অক্ষে নিবদ্ধ থেকে তৈলযন্ত্র চক্রের ন্যায় মানসোত্তর পর্বতে ঘুরতে থাকে॥ ১৩ ॥ এই অক্ষদণ্ডে—যার মূল ভাগ জোড়া আছে, এই রকম আর একটা অক্ষদণ্ড আছে। তার দৈর্ঘ্য প্রথমের এক-চতুর্থাংশ। তার উপরিভাগ তৈলযন্ত্রের অক্ষের সমান এবং ধ্রুব লোকের সঙ্গে সংলগ্ন॥ ১৪ ॥

এই রথে উপবেশন স্থান দৈর্ঘ্যে ছত্রিশ লক্ষ যোজন আর প্রস্থে নয়লক্ষ যোজন। এর যুগকাষ্ঠটিও (জোয়াল) ছত্রিশ লক্ষ যোজন দীর্ঘ। এই রথের সারথি অরুণ, গায়ত্রী আদি ছন্দঃ নামধারী সাত অশ্বকে যোজিত করেছে, এর উপর অধিষ্ঠিত ভগবান সূর্যদেবকে বহন করার জন্য॥ ১৫ ॥ অরুণ সূর্যদেবের সামনে বসে তাঁর দিকে মুখ করে রথের সারথির কাজ করছেন॥ ১৬ ॥ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি সূর্যদেবের স্তুতি বন্দনায় নিযুক্ত থেকে তাঁর

[১]প্রা.পা.—প্রস্থাপয়তি। [২]প্রা.পা.—শনির্ঘটিকাভিঃ। [৩]প্রা.পা.—বাভিনিম্লোচন্তি। [৪]প্রা.পা.—সূক্তবাকায়।

গ্রামণ্যো যাতুধানা দেবা ইত্যেকৈকশো গণাঃ সপ্ত চতুর্দশ[1] মাসি মাসি ভগবন্তং সূর্যমাত্মানং[2] নানানামানং পৃথঙ্নানানামানঃ পৃথক্কর্মভির্দ্বন্দ্বশ উপাসতে ॥ ১৮ ॥ লক্ষোত্তরং সার্ধনবকোটি-যোজনপরিমণ্ডলং[3] ভূবলয়স্য ক্ষণেন সগ-ব্যূত্যুত্তরং[4] দ্বিসহস্রযোজনানি স ভুঙ্ক্তে॥ ১৯

সম্মুখে স্তুতিগান করছেন॥ ১৭ ॥ এতদ্ব্যতীত ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতা—এঁদের সংখ্যা চতুর্দশ হলেও দুই দুই করে সাতটি গণে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক মাসে পৃথক পৃথক নাম ধারণ করে, পৃথক পৃথক কর্ম দ্বারা আত্মস্বরূপ ভগবান সূর্যের উপাসনা করে থাকেন॥ ১৮ ॥ এইভাবে ভগবান সূর্য পৃথিবীর নয় কোটি একান্ন লক্ষ যোজন আয়তনের প্রত্যেক মুহূর্তে দুই হাজার যোজন পথ ভ্রমণ করে থাকেন॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে জ্যোতিশ্চক্রসূর্যরথমণ্ডলবর্ণনং[5] নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে সূর্যের কক্ষ পথ ও তার গতির বর্ণনা নামক একবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

অথ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ
দ্বাবিংশ অধ্যায়
পৃথক পৃথক গ্রহের স্থিতি এবং গতির বর্ণনা

রাজোবাচ

যদেতদ্ভগবত আদিত্যস্য মেরুং ধ্রুবং চ প্রদক্ষিণেন পরিক্রামতো রাশীনামভিমুখং প্রচলিতং[6] চাপ্রদক্ষিণং ভগবতোপবর্ণিতমমুষ্য বয়ং কথমনুমিমীমহীতি॥ ১ ॥

স হোবাচ

যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতা সহ ভ্রমতাং তদাশ্রয়াণাং পিপীলিকাদীনাং গতিরন্যৈব[7] প্রদেশান্তরেষ্বপ্যুপলভ্যমানত্বাদেবং নক্ষত্ররাশি-ভিরুপলক্ষিতেন কালচক্রেণ ধ্রুবং মেরুং চ প্রদক্ষিণেন[8] পরিধাবতা সহ পরিধাবমানানাং তদাশ্রয়াণাং সূর্যাদীনাং গ্রহাণাং গতিরন্যৈব নক্ষত্রান্তরে রাশ্যন্তরে চোপলভ্যমানত্বাৎ ॥ ২ ॥ স এষ ভগবানাদিপুরুষ এব সাক্ষান্নারায়ণো লোকানাং স্বস্তয় আত্মানং ত্রয়ীময়ং

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান! আপনি বর্ণনা করলেন যে, ভগবান সূর্য রাশিদিগের অভিমুখে গমনকালে মেরু আর ধ্রুবকে দক্ষিণ দিকে রেখে ভ্রমণ করেন, কিন্তু তাঁর গতি তো দক্ষিণাবর্ত হয় না—এই বিষয় আমরা কী করে অনুধাবন করব? ॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন! যেমন কুলালচক্র (কুম্ভকারের চাকা) যখন ঘুরতে থাকে, তার উপর পিপীলিকাদের গতিও তদনুসারেই মনে হয়, কিন্তু তাদের গতি কুলালচক্র থেকে পৃথক; কারণ তাদের পৃথক পৃথক সময়ে পৃথক জায়গায় দেখা যায়। সেইরূপ নক্ষত্র ও রাশি দ্বারা উপলক্ষিত কালচক্রে ধ্রুব ও মেরুকে দক্ষিণ দিকে রেখে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে কিন্তু সূর্য এবং অন্য গ্রহদের গতি কালচক্র থেকে পৃথক, কারণ তাদের পৃথক পৃথক সময়ে পৃথক পৃথক রাশি এবং নক্ষত্রে দেখা যায়॥ ২ ॥ বেদ এবং পণ্ডিতগণ যাঁর গতি অথবা স্বরূপ জানার জন্য আগ্রহী, সেই সাক্ষাৎ আদিপুরুষ ভগবান নারায়ণ লোকের মঙ্গলার্থে এবং কর্মসকলের বিশুদ্ধির জন্য স্বীয় বেদময় আত্মাকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করে বসন্তাদি ছয় ঋতুতে তার যথাযোগ্য

[1]প্রা.পা.—র্দশ মাসি ভগব.। [2]প্রা.পা.—ত্মানং পৃথগাত্মনঃ পৃথু.। [3]প্রা.পা.— যোজনমণ্ডলং। [4]প্রা.পা.—সগব্যূত্যুত্তরং। [5]প্রা.পা.—শ্চক্রানুবর্ণনং। [6]প্রা.পা.—তং ভগবতোপবর্ণিত.। [7]প্রা.পা.—ন্যা চ। [8]প্রা.পা.—দক্ষিণতঃ।

কর্মবিশুদ্ধিনিমিত্তং কবিভিরপি চ বেদেন বিজিজ্ঞাস্যমানো[১] দ্বাদশধা বিভজ্য ষট্সু বসন্তাদিষ্বৃতুষু যথোপজোষমৃতুগুণান্ বিদধাতি ॥ ৩ ॥ তমেতমিহ পুরুষাস্ত্রয্যা বিদ্যয়া[২] বর্ণাশ্রমাচারানুপথা উচ্চাবচৈঃ কর্মভিরাম্নাতৈর্যোগবিতানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া যজন্তোঽঞ্জসা শ্রেয়ঃ সমধিগচ্ছন্তি॥ ৪ ॥ অথ স এষ আত্মা লোকানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরেণ নভোবলয়স্য কালচক্রগতো দ্বাদশ মাসান্ ভুঙ্ক্তে রাশিসংজ্ঞান্ সংবৎসরাবয়বান্মাসঃ পক্ষদ্বয়ং[৩] দিবা নক্তং চেতি সপাদর্ক্ষদ্বয়মুপদিশন্তি যাবতা ষষ্ঠমংশং ভুঞ্জীত স বৈ ঋতুরিত্যুপদিশ্যতে সংবৎসরাবয়বঃ॥ ৫ ॥ অথ চ যাবতার্ধেন নভোবীথ্যাং[৪] প্রচরতি তং কালময়নমাচক্ষতে॥ ৬ ॥ অথ চ যাবন্নভোমণ্ডলং সহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মণ্ডলাভ্যাং কাৎর্স্নেন স হ ভুঞ্জীত তং কালং সংবৎসরং পরিবৎসরমিড়াবৎসরমনুবৎসরং বৎসরমিতি ভানোর্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমগতিভিঃ সমামনন্তি॥ ৭ ॥

এবং চন্দ্রমা অর্কগভস্তিভ্য উপরিষ্টাল্লক্ষযোজনত উপলভ্যমানোঽর্কস্য সংবৎসরভুক্তিং পক্ষাভ্যাং মাসভুক্তিং সপাদর্ক্ষাভ্যাং দিনেনৈব পক্ষভুক্তিমগ্রচারী দ্রুততরগমনো ভুঙ্ক্তে॥ ৮ ॥ অথ চাপূর্যমাণাভিশ্চ কলাভিরমরাণাং ক্ষীয়মাণাভিশ্চ কলাভিঃ পিতৃণামহোরাত্রাণি পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যাং বিতন্বানঃ সর্বজীবনিবহপ্রাণো[৫] জীবশ্চৈকমেকং নক্ষত্রং ত্রিংশতা মুহূর্তৈর্ভুঙ্ক্তে॥ ৯ ॥ য এষ ষোড়শকলঃ পুরুষো ভগবান্মনোময়োঽন্নময়োঽমৃতময়ো দেবপিতৃমনুষ্যভূতপশুপক্ষিসরীসৃপবীরুধাং প্রাণাপ্যায়নশীলত্বাৎ সর্বময় ইতি বর্ণয়ন্তি॥ ১০ ॥

তত উপরিষ্টাৎ ত্রিলক্ষযোজনতো নক্ষত্রাণি মেরুং দক্ষিণেনৈব কালায়ন ঈশ্বরযোজিতানি

গুণের বিধান করে থাকেন॥ ৩ ॥ ইহলোকে যাঁরা বর্ণাশ্রমানুমোদিত আচারের অনুসরণ করে বেদোক্ত নানাবিধ কর্ম, দেবারাধনা ও যোগসাধনার দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক সেই অন্তর্যামীর আরাধনা করেন তাঁরা তাঁকে অনায়াসে প্রাপ্ত হন॥ ৪ ॥ ভগবান সূর্য সকল লোকের আত্মা। তিনি পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ লোকের মধ্যস্থিত কালচক্র আশ্রয় করে দ্বাদশ মাস ভোগ করেন। এরা (এই দ্বাদশ মাস) সংবৎসরের অংশ এবং মেষ আদি রাশির নামে প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে প্রত্যেক মাস, চন্দ্রমান অনুসারে শুক্ল এবং কৃষ্ণ দুই পক্ষ। পিতৃগণের মান-অনুসারে এক দিন এবং এক রাত্রি হয় এবং এগুলিকে সৌরমানে সোয়া দুই নক্ষত্র কাল বলা হয়। যে কালের মধ্যে সূর্যদেব এই সংবৎসরের ষষ্ঠ ভাগ ভোগ করেন তা ঋতু নামে অভিহিত॥ ৫ ॥ আকাশে আদিত্যদেবের বিচরণের যে পথ, তার অর্ধেক যত সময়ে বিচরণ করেন, তাকে এক 'অয়ন' বলে॥ ৬ ॥ সূর্য যত সময়ে তাঁর মন্দগতি, শীঘ্রগতি ও সমগতিদ্বারা স্বর্গ এবং পৃথিবী মণ্ডলের সঙ্গে সম্পূর্ণ আকাশকে পরিক্রমা করেন, তাকে ক্রমঅনুসারে সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর বা বৎসর বলে॥ ৭ ॥

এই রকম সূর্যমণ্ডল থেকে এক লক্ষ যোজন ওপরে চন্দ্রমা অবস্থিত। তাঁর গতি খুব দ্রুত, সেইজন্য তিনি নক্ষত্রদের মধ্যে সকলের আগে অবস্থান করেন। চন্দ্রমা সূর্যের দ্বারা অতিক্রান্ত এক বৎসরের পথ এক মাসেই, একমাসের ভ্রমণ-পথ সোয়া দুই দিনে এবং এক পক্ষের ভ্রমণ এক দিনেই করে থাকেন॥ ৮ ॥ অন্নময় ও অমৃতময়, সকল জীবের প্রাণস্বরূপ চন্দ্রমা কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মানা কলা দ্বারা পিতৃগণের এবং শুক্লপক্ষে বর্ধমানা কলা দ্বারা দেবগণের দিনরাত্রির বিভাগ করে ত্রিশ ত্রিশ মুহূর্তে এক এক নক্ষত্র পরিক্রমা করেন॥ ৯ ॥ এই ষোড়শ কলায় পূর্ণ, মনোময়, অন্নময়, অমৃতময়, পুরুষস্বরূপ ভগবান চন্দ্রমা দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং লতাদি উদ্ভিদের প্রাণের পোষণ করেন, এইজন্য এঁকে সর্বময় বলে অভিহিত করা হয়॥ ১০ ॥

চন্দ্রমার থেকে তিন লক্ষ যোজন ওপরে অভিজিৎ নামক নক্ষত্রের সঙ্গে আরও আটাশটি নক্ষত্র আছেন। এঁরা মেরুকে দক্ষিণ দিকে রেখে ঈশ্বর কর্তৃক কালচক্রে নিযুক্ত হয়ে ভ্রমণ করছেন॥ ১১ ॥ এঁদের থেকে দুই লক্ষ যোজন

[১]প্রা.পা.—জিজ্ঞাস্যমানো। [২]প্রা.পা.—বিদ্যয়া। [৩]প্রা.পা.—দ্বয়ং সপাদর্ক্ষদ্বয়ং দিবা নক্তমুপবদন্তি যাবতা। [৪]প্রা.পা.—থ্যাঃ। [৫]প্রা.পা.—বহঃ প্রাণো।

সহাভিজিতাষ্টাবিংশতিঃ॥ ১১ ॥ তত উপরিষ্টা-দুশনাদ্বিলক্ষযোজনত[১] উপলভ্যতে পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈব বার্কস্য শৈঘ্র্যমান্দ্যসাম্যাভির্গতি-ভিরর্কবচ্চরতি লোকানাং[২] নিত্যদানুকূল এব প্রায়েণ বর্ষয়ংশ্চারেণানুমীয়তে স বৃষ্টিবিষ্টম্ভ-গ্রহোপশমনঃ॥ ১২ ॥

উশনসা বুধো ব্যাখ্যাতস্তত উপরিষ্টাদ্ দ্বিলক্ষযোজনতো বুধঃ সোমসুত উপলভ্যমানঃ প্রায়েণ শুভকৃদ্যদার্কাদ্ ব্যতিরিচ্যেত তদাতিবাতা-ভ্রপ্রায়ানাবৃষ্ট্যাদিভয়মাশংসতে॥ ১৩ ॥ অত ঊর্ধ্বমঙ্গারকোঽপি যোজনলক্ষদ্বিতয় উপলভ্য-মানস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পক্ষৈরেকৈকশো রাশীন্দ্বাদশানু-ভুঙ্ক্তে যদি ন বক্রেণাভিবর্ততে প্রায়েণাশুভ-গ্রহোঽঘশংসঃ ॥ ১৪ ॥ তত উপরিষ্টাদ্ দ্বিলক্ষযোজনান্তরগতো ভগবান্ বৃহস্পতিরে-কৈকস্মিন্ রাশৌ পরিবৎসরং পরিবৎসরং চরতি[৩] যদি ন বক্রঃ স্যাৎ প্রায়েণানুকূলো[৪] ব্রাহ্মণকুলস্য॥ ১৫ ॥

তত উপরিষ্টাদ্যোজনলক্ষদ্বয়াৎ প্রতীয়মানঃ শনৈশ্চর একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশন্মাসান্ বিলম্বমানঃ সর্বানেবানুপর্যেতি তাবদ্ভিরনুবৎসরৈঃ প্রায়েণ হি সর্বেষামশান্তিকরঃ॥ ১৬ ॥ তত উত্তরস্মাদৃষয় একাদশলক্ষযোজনান্তর[৫] উপলভ্যন্তে য এব[৬] লোকানাং শমনুভাবয়ন্তো ভগবতো বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং[৭] প্রক্রমন্তি॥ ১৭ ॥

ওপরে শুক্রগ্রহ দৃষ্ট হন। সূর্যের ন্যায় এঁর মন্দগতি, শীঘ্রগতি ও সমগতি অনুসারে ইনি কখনো সূর্যের আগে, কখনো পিছনে এবং কখনো সঙ্গে সঙ্গে থেকে বিচরণ করেন। এই গ্রহ বর্ষা উৎপাদনকারী হয়ে লোকেদের অনুকূল হন। অনুমান করা হয় যে, এই গ্রহের গতি বর্ষাকে বাধাদানকারী গ্রহদের শান্ত করে॥ ১২ ॥ শুক্রের গতির সঙ্গে বুধের গতির বর্ণনা করা হয়েছে—শুক্রের গতির মতোই বুধের গতি বুঝতে হবে। এই বুধ চন্দ্রমার পুত্র, শুক্র থেকে দুই লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই গ্রহ প্রায়শ মঙ্গলকারী, কিন্তু যখন ইনি সূর্যের গতিকে অমান্য করেন, তখন প্রবল বায়ু, মেঘ ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতির ভয় বিস্তার করেন॥ ১৩ ॥ এঁর থেকে (বুধ থেকে) দুই লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে মঙ্গল অবস্থিত। এঁর যদি বক্রগতি না হয় তাহলে এই গ্রহ তিন তিন পক্ষে এক এক রাশি ভোগ করতে করতে দ্বাদশ রাশিকে অতিক্রম করেন। ইনি অশুভ গ্রহ এবং প্রায়শ অমঙ্গলের সূচনা করেন॥ ১৪ ॥ এই মঙ্গলগ্রহের দুই লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে ভগবান বৃহস্পতির অবস্থান। যদি এঁর বক্রগতি না হয় তাহলে এক এক রাশিকে অতিক্রম করতে এঁর এক বৎসর লাগে (একে পরিবৎসর বলে)। এই গ্রহ ব্রাহ্মণকুলের প্রতি প্রায়ই অনুকূল থাকেন॥ ১৫ ॥ বৃহস্পতির দুই লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে শনৈশ্চর দৃষ্ট হয়ে থাকেন। ইনি প্রত্যেক রাশিতে ত্রিশ মাস ধরে অবস্থান করেন। সুতরাং সকল (দ্বাদশ) রাশিকে অতিক্রম করতে এঁর ত্রিশ বৎসর লাগে। ইনি সকলের পক্ষেই অশান্তিকর গ্রহ॥ ১৬ ॥ এঁর (শনৈশ্চর গ্রহের) উপর একাদশ লক্ষ যোজন দূরে কশ্যপাদি সপ্তর্ষি মণ্ডল দৃষ্ট হন। এঁরা সকলের মঙ্গল কামনা করে ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করে থাকেন॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে[৮] দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে জ্যোতিষ চক্র বর্ণনে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

[১]প্রা.পা.—জন উপলভ্যতে। [২]প্রা.পা.—কান্ নিত্যদা.। [৩]প্রা.পা.—প্রচরতি। [৪]প্রা.পা.—প্রায়শোঽনু.। [৫]প্রা.পা.—ন্তরত উপলক্ষ্যন্তে। [৬]প্রা.পা.—এবং। [৭]প্রা.পা.—ক্ষিণমুপক্রামন্তি। [৮]প্রা.পা.—শ্চক্রানুবর্ণনো।

অথ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শিশুমার চক্রের বর্ণনা

শ্রীশুক[১]উবাচ

অথ তস্মাৎ পরতস্ত্রয়োদশলক্ষযোজনান্তরতো যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমভিবদন্তি যত্র হ মহাভাগবতো ধ্রুব ঔত্তানপাদিরগ্নিনেন্দ্রেণ প্রজাপতিনা কশ্যপেন ধর্মেণ চ সমকালযুগ্ভিঃ সবহুমানং দক্ষিণতঃ ক্রিয়মাণ ইদানীমপি কল্পজীবিনামাজীব্য উপাস্তে তস্যেহানুভাব উপবর্ণিতঃ ॥ ১ ॥ স হি সর্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনামনিমিষেণাব্যক্তরংহসা ভগবতা কালেন ভ্রাম্যমাণানাং স্থাণুরিবাবষ্টম্ভ ঈশ্বরেণ বিহিতঃ শশ্বদবভাসতে[২] ॥ ২ ॥

যথা মেঢীস্তম্ভ[৩] আক্রমণপশবঃ সংযোজিতাস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ[৪] সবনৈর্যথাস্থানং মণ্ডলানি চরন্ত্যেবং ভগণা গ্রহাদয় এতস্মিন্নন্তর্বহির্যোগেন কালচক্র আয়োজিতা ধ্রুবমেবাবলম্ব্য বায়ুনোদীর্যমাণা আকল্পান্তং পরিচঙ্‌ক্রমন্তি নভসি যথা মেঘাঃ শ্যেনাদয়ো বায়ুবশাঃ কর্মসারথয়ঃ পরিবর্তন্তে এবং জ্যোতির্গণাঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগানুগৃহীতাঃ কর্মনির্মিতগতয়ো ভুবি ন পতন্তি ॥ ৩ ॥

কেচনৈতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য যোগাধারণায়ামনুবর্ণয়ন্তি ॥ ৪ ॥ যস্য পুচ্ছাগ্রেঽবাকশিরসঃ[৫] কুণ্ডলীভূতদেহস্য ধ্রুব উপকল্পিতস্তস্য লাঙ্গুলে প্রজাপতিরগ্নিরিন্দ্রো ধর্ম ইতি পুচ্ছমূলে ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়ঃ। তস্য দক্ষিণাবর্তকুণ্ডলীভূতশরীরস্য যান্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বে তু নক্ষত্রাণ্যুপকল্পয়ন্তি দক্ষিণায়নানি তু সব্যে। যথা শিশুমারস্য কুণ্ডলাভোগ-

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! সপ্তর্ষি মণ্ডলের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে ধ্রুবলোক অবস্থিত। এই লোককে ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ বলা হয়। এখানে রাজা উত্তানপাদের পুত্র পরম ভাগবত ভক্ত ধ্রুব অবস্থান করেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্ম—এঁরা সবাই এক সঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁকে (ধ্রুবকে) প্রদক্ষিণ করেন। ইনি অদ্যাপি কল্পজীবিগণের অবলম্বনীয় আশ্রয়স্থান। এঁর (ধ্রুবের) প্রভাব পূর্বেই বর্ণনা করেছি (চতুর্থ স্কন্ধে)॥ ১ ॥ সদা জাগ্রত অব্যক্তগতি ভগবান কাল দ্বারা যত গ্রহ, নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্কগণ নিরন্তর ঘূর্ণিত হচ্ছে ঈশ্বর ধ্রুবলোককে সে সকলের অবলম্বন স্তম্ভরূপে স্থাপন করেছেন। এইলোক এক স্থানে অবস্থান করে নিত্যকাল দীপ্যমান আছে॥ ২ ॥

যেমন শস্য-মর্দনের সময় পশুসকলকে ছোট, বড় ও মধ্যম রজ্জু দ্বারা মেধিস্তম্ভে বেঁধে মেধিস্তম্ভের নিকটে, দূরে এবং মধ্যবর্তী স্থানে থেকে স্তম্ভের চতুর্দিকে দল বেঁধে ভ্রমণ করায়, সেইরূপ সকল নক্ষত্র এবং গ্রহরা বাহির থেকে অভ্যন্তরের ক্রম অনুসারে এই কালচক্রে নিয়োজিত থেকে ধ্রুবলোককে আশ্রয় করে বায়ুর প্রেরণা দ্বারা কল্পান্ত পর্যন্ত ভ্রাম্যমান অবস্থায় আছে। যেমন আকাশে, মেঘসকল ও শ্যেন পক্ষী নিজ পক্ষ-সঞ্চালন করে এবং বায়ুর অধীনে থেকে ভ্রমণ করতে পারে, সেইরূপ গ্রহ-নক্ষত্রাদি, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে, নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী আকাশে ভ্রমণ করে, পৃথিবীতে পতিত হয় না॥ ৩ ॥

কেউ কেউ ভগবানের যোগমায়ার আশ্রয়ে স্থিত জ্যোতিশ্চক্রকে শিশুমার (শুশুক) রূপে বর্ণনা করেছেন॥ ৪ ॥ এই শিশুমারের দেহ কুণ্ডলীভূত এবং অধোমুখ। এর পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব অবস্থিত। পুচ্ছের মধ্যভাগে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র এবং ধর্ম আছেন। ধাতা ও বিধাতা পুচ্ছমূলে অবস্থিত। এর কটিদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় অভিজিৎ থেকে পুনর্বসু পর্যন্ত উত্তরায়ণের চতুর্দশ নক্ষত্র এর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত দক্ষিণায়নের চোদ্দটি নক্ষত্র এর বাম পার্শ্বে অবস্থিত।

---

[১]প্রা.পা.—ঋষিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—দাভাসতে। [৩]প্রা.পা.— মেধীস্তম্ভ। [৪]প্রা.পা.—তাস্ত্রিভিঃ সবনৈ.। [৫]প্রা.পা.—স্তাগ্রেঽর্বাক্ছিরসঃ।

সন্নিবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপ্যবয়বাঃ সমসংখ্যা ভবন্তি। পৃষ্ঠে ত্বজবীথী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ॥ ৫ ॥ পুনর্বসুপুষ্যৌ দক্ষিণবামযোঃ[১] শ্রোণ্যোরার্দ্রাশ্লেষে চ দক্ষিণবাময়োঃ পশ্চিময়োঃ পাদয়োরভিজিদুত্তরাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্নাসিকয়োর্যথাসংখ্যং শ্রবণপূর্বাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্লোচনয়োর্ধনিষ্ঠা মূলং চ দক্ষিণবাময়োঃ[২] কর্ণয়োর্মঘাদীন্যষ্ট নক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্ববঙ্‌ক্রিষু[৩] যুঞ্জীত তথৈব মৃগশীর্ষাদীন্যুদগয়নানি[৪] দক্ষিণপার্শ্ববঙ্‌ক্রিষু[৫] প্রাতিলোম্যেন প্রযুঞ্জীত শতভিষাজ্যেষ্ঠে স্কন্ধয়োর্দক্ষিণবাময়োর্ন্যসেৎ ॥ ৬ ॥ উত্তরাহনাবগস্তিরধরাহনৌ[৬] যমো মুখেষু চাঙ্গারকঃ শনৈশ্চর উপস্থে বৃহস্পতিঃ ককুদি বক্ষস্যাদিত্যো হৃদয়ে নারায়ণো[৭] মনসি চন্দ্রো নাভ্যামুশনা স্তনয়োরশ্বিনৌ বুধঃ প্রাণাপানয়ো রাহুর্গলে কেতবঃ সর্বাঙ্গেষু রোমসু সর্বে তারাগণাঃ॥ ৭ ॥

এতদু হৈব ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্বদেবতাময়ং রূপমহরহঃ সন্ধ্যায়াং প্রযতো বাগ্যতো নিরীক্ষমাণ উপতিষ্ঠেত নমো[৮] জ্যোতির্লোকায় কালায়নায়ানিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায়াভিধীমহীতি॥ ৮ ॥

গ্রহর্ক্ষতারাময়মাধিদৈবিকং
পাপাপহং মন্ত্রকৃতাং ত্রিকালম্।
নমস্যতঃ স্মরতো বা ত্রিকালং
নশ্যেত তৎকালজমাশু পাপম্॥ ৯ ॥

এইরূপে কুণ্ডলীকৃত শিশুমারের দুই দিকের অঙ্গের সংখ্যা সমান, সেইরূপ এখানে নক্ষত্রদের সংখ্যাও সমান। ওই শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীথী (মূলা, পূর্বষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া নামক তিন নক্ষত্র) এবং উদরে আকাশ-গঙ্গা অবস্থিত॥ ৫ ॥ রাজন্! এর কটিদেশের দক্ষিণে এবং বামে যথাক্রমে পুনর্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্র, আর্দ্রা ও অশ্লেষা যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামপাদে এবং দক্ষিণ ও বাম নাসিকাতে অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া অবস্থিত। দক্ষিণ ও বাম নেত্রে শ্রবণা ও পূর্বাষাঢ়া এবং দক্ষিণ ও বাম কর্ণে ধনিষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্র অবস্থিত। দক্ষিণায়নের মঘা থেকে অনুরাধা পর্যন্ত আটটি নক্ষত্র তার বামপার্শ্বের অস্থিতে অবস্থিত। এইরূপে বিপরীত ক্রমে মৃগশিরা থেকে পূর্বভাদ্রপদ পর্যন্ত উত্তরায়ণের অষ্ট নক্ষত্র দক্ষিণ অস্থিতে অবস্থিত। শতভিষা এবং জ্যেষ্ঠা— এই দুই নক্ষত্র দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে অবস্থান করছে॥ ৬ ॥ এর (শিশুমারের) উপরের হনুতে (চোয়ালে) নক্ষত্ররূপী অগস্ত্য, নীচের চোয়ালে নক্ষত্ররূপী যম, মুখে মঙ্গলগ্রহ, উপস্থ স্থানে শনি গ্রহ, ককুদস্থানে (গলপৃষ্ঠ শৃঙ্গে) বৃহস্পতি, বক্ষে সূর্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানবায়ুস্থানে বুধ, গলায় রাহু, সর্বাঙ্গে কেতু এবং রোমরাশিতে তারাগণ অবস্থান করেন॥ ৭ ॥

রাজন্, এটাই ভগবান বিষ্ণুর সর্বদেবতাময়রূপ। প্রত্যহ সায়ংকালে পবিত্রচিত্তে মৌন হয়ে এঁকে নিরীক্ষণ পূর্বক উপাসনা এবং এই মন্ত্রের জপ করে ভগবানের স্তুতি করা উচিত—'জ্যোতিষ্কগণের আশ্রয়, কালচক্র স্বরূপ, দেবগণের অধিপতি, পরমপুরুষ পরমাত্মাকে নমস্কার করে ধ্যান করি' ॥ ৮ ॥ গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারাময়রূপে ভগবানের আধিদৈবিকরূপ প্রকাশিত হয়, ত্রিসন্ধ্যায় এই মন্ত্র জপকারী পুরুষের পাপ নষ্ট হয়। ত্রিসন্ধ্যা এই আধিদৈবিক স্বরূপের যিনি স্মরণ করেন তাঁর তৎকালীন পাপ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে শিশুমারসংস্থাবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে শিশুমার চক্রের বর্ণনা নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

---

[১]প্রা.পা.— যোরার্দ্রাশ্লেষে চ। [২]প্রাচীন বইয়ে 'দক্ষিণবাময়োঃ' এই পাঠ নেই। [৩]প্রা.পা.—পার্শ্ববক্ষঃসু। [৪]প্রা.পা.—মৃগশীর্ষর্ক্ষাদীন্যু.। [৫]প্রা.পা.—ক্ষিণপার্শ্বেষু প্রাতিলোম্যেন শতভিষাতোষ্ঠে। [৬]প্রা.পা.—উত্তরহনাবগস্ত্যোঽধরহনৌ যমো মুখে চা.। [৭]প্রা.পা.—নাসায়ামুশনা স্তনয়োঃ। [৮]প্রা.পা.—নমো নমো জ্যো.।

অথ চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ
চতুর্বিংশ অধ্যায়
রাহু আদির স্থিতি, অতলাদি অধোলোকের বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

অধস্তাৎসবিতুর্যোজনাযুতে স্বর্ভানুর্নক্ষত্রবচ্চরতীত্যেকে যোঽসাবমরত্বং গ্রহত্বং চালভত ভগবদনুকম্পয়া স্বয়মসুরাপসদঃ সৈংহিকেয়ো হ্যতদর্হস্তস্য তাত জন্ম কর্মাণি চোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ॥ ১ ॥ যদদস্তরণের্মণ্ডলং প্রতপতস্তদ্বিস্তরতো যোজনাযুতমাচক্ষতে দ্বাদশসহস্রং সোমস্য ত্রয়োদশসহস্রং রাহোর্যঃ পর্বণি তদ্‌ব্যবধানকৃদ্বৈরানুবন্ধঃ সূর্যাচন্দ্রমসাবভিধাবতি॥ ২ ॥ তন্নিশম্যোভয়ত্রাপি ভগবতা রক্ষণায় প্রযুক্তং সুদর্শনং নাম ভাগবতং দয়িতমস্ত্রং তত্তেজসা দুর্বিষহং মুহুঃ পরিবর্তমানমভ্যবস্থিতো মুহূর্তমুদ্বিজমানশ্চকিতহৃদয় আরাদেব নিবর্ততে তদুপরাগমিতি বদন্তি লোকাঃ॥ ৩ ॥

ততোঽধস্তাৎসিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি তাবন্মাত্র এব॥ ৪ ॥ ততোঽধস্তাদ্যক্ষরক্ষঃপিশাচপ্রেতভূতগণানাং বিহারাজিরমন্তরিক্ষং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি যাবন্মেঘা উপলভ্যন্তে॥ ৫ ॥ ততোঽধস্তাচ্ছতযোজনান্তর ইয়ং পৃথিবী যাবদ্ধংসভাসশ্যেনসুপর্ণাদয়ঃ পতৎত্রিপ্রবরা উৎপতন্তীতি ॥ ৬ ॥ উপবর্ণিতং ভূমের্যথাসন্নিবেশাবস্থানমবনেরপ্যধস্তাৎ সপ্ত ভূবিবরা একৈকশো যোজনাযুতান্তরেণায়ামবিস্তারেণোপক্লৃপ্তা[১] অতলং বিতলং সুতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালমিতি ॥ ৭ ॥ এতেষু হি বিলস্বর্গেষু[২] স্বর্গাদপ্যধিককামভোগৈশ্বর্যানন্দভূতিবিভূতিভিঃ সুসমৃদ্ধভবনোদ্যানাক্রীড়বিহারেষু

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! কেউ কেউ বলেন, সূর্য থেকে অযুত যোজন নীচে রাহু, নক্ষত্রের মতো বিচরণ করছেন। ইনি ভগবানের দয়াতে দেবত্ব এবং গ্রহত্ব লাভ করেছেন। সিংহিকার পুত্র রাহু স্বয়ং অসুরাধম, তিনি এই পদ লাভ করার অযোগ্য। এঁর জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে এখন বর্ণনা করব॥ ১ ॥ প্রতাপনশীল সূর্যের মণ্ডলের বিস্তার অযুত (দশ হাজার) যোজন বলা হয়েছে। সেইরূপ চন্দ্রমণ্ডলের বিস্তার বারো হাজার যোজন এবং রাহুর বিস্তার তেরো হাজার যোজন। অমৃত পানের সময় রাহু, সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যিখানে দেবতার বেশে বসেছিলেন, সেইসময়ে সূর্য ও চন্দ্র তাঁর ছদ্মবেশ প্রকাশ করে দেন, সেইজন্য রাহুর সঙ্গে তাঁদের শত্রুতা ঘটে এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় রাহু তাঁদের আক্রমণ করেন॥ ২ ॥ এই দেখে ভগবান তাঁর প্রিয় অস্ত্র সুদর্শন চক্রকে সূর্য ও চন্দ্রের রক্ষার জন্য প্রয়োগ করেন। ওই অস্ত্র নিরন্তর ভ্রমণ করে। তাঁর (সুদর্শন চক্রের) দুর্বিষহ তেজে উদ্বিগ্ন ও চকিত হৃদয় রাহু মুহূর্তকাল সূর্য ও চন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়ে আবার দূরে সরে যায়। যতক্ষণ রাহু সূর্য ও চন্দ্রের সামনে থাকে তাকেই 'গ্রহণ' বলে॥ ৩ ॥ রাহুর অবস্থানের দশ সহস্র যোজন নীচে সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরদের অবস্থান॥ ৪ ॥ এর নীচে যতদূর অবধি বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মেঘসকল দৃষ্ট হয়, সেটি অন্তরীক্ষলোক। এটি যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত এবং ভূতদের বিচরণ স্থল॥ ৫ ॥ এর নীচে শত যোজন দূরে এই পৃথিবী। যতদূর পর্যন্ত হংস, শকুনি, বাজপাখি এবং গরুড় পক্ষীসকল উড়ে যেতে পারে ততদূর হল এর সীমা॥ ৬ ॥ পৃথিবীর বিস্তার এবং স্থিতি সম্বন্ধে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই পৃথিবীর নীচে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল নামে সপ্তলোক আছে। এরা পরপর একে অপরের নীচে এবং ক্রমশ অপর থেকে দশ সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অযুত যোজন॥ ৭ ॥ এই ভূবিবর একপ্রকার স্বর্গের মতোই। এখানে স্বর্গের থেকেও বেশি বিষয়, ঐশ্বর্য, আনন্দ, সন্তান-সুখ এবং ধনসম্পত্তি

---

[১]প্রা.পা.—মবিস্তারাঃ সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি তাবন্মাত্র এব ততোঽধস্তাদুরগাণামুপক্লৃপ্তা অতলং। [২]প্রা.পা.—বিলস্থলেষু।

দৈত্যদানবকাদ্রবেয়া নিত্যপ্রমুদিতানুরক্ত কলত্রাপত্যবন্ধুসুহৃদনুচরা গৃহপতয় ঈশ্বরাদপ্যপ্রতিহতকামা মায়াবিনোদা নিবসন্তি ॥ ৮ ॥ যেষু মহারাজ ময়েন মায়াবিনা বিনির্মিতাঃ[১] পুরো নানামণিপ্রবরপ্রবেকবিরচিতবিচিত্রভবনপ্রাকারগোপুরসভাচৈত্যচত্বরায়তনাদিভির্নাগাসুরমিথুনপারাবতশুকসারিকাকীর্ণকৃত্রিমভূমিভির্বিবরেশ্বরগৃহোত্তমৈঃ[২] সমলঙ্কৃতাশ্চকাসতি ॥ ৯ ॥ উদ্যানানি চাতিতরাং[৩] মনইন্দ্রিয়ানন্দিভিঃ কুসুমফলস্তবকসুভগকিসলয়াবনতরুচিরবিটপবিটপিনাং[৪] লতাঙ্গালিঙ্গিতানাং শ্রীভিঃ সমিথুনবিবিধবিহঙ্গমজলাশয়ানামমলজলপূর্ণানাং ঝষকুলোল্লঙ্ঘনক্ষুভিতনীরনীরজকুমুদকুবলয়কহ্লারনীলোৎপললোহিতশতপত্রাদিবনেষু[৫] কৃতনিকেতনানামেকবিহারাকুলমধুরবিবিধস্বনাদিভিরিন্দ্রিয়োৎসবৈরমরলোকশ্রিয়মতিশয়িতানি॥ ১০ ॥ যত্র হ বাব ন ভয়মহোরাত্রাদিভিঃ কালবিভাগৈরুপলক্ষ্যতে ॥ ১১ ॥ যত্র[৬] হি মহাহিপ্রবরশিরোমণয়ঃ সর্বং তমঃ প্রবাধন্তে॥ ১২ ॥ ন বা এতেষু বসতাং দিব্যৌষধিরসরসায়নান্নপানস্নানাদিভিরাধয়ো ব্যাধয়ো বলীপলিতজরাদয়শ্চ দেহবৈবর্ণ্যদৌর্গন্ধ্যস্বেদক্লমগ্লানিরিতি বয়োঽবস্থাশ্চ ভবন্তি॥ ১৩ ॥ ন হি তেষাং কল্যাণানাং প্রভবতি কুতশ্চন মৃত্যুর্বিনা ভগবত্তেজসশ্চক্রাপদেশাৎ॥ ১৪ ॥

বর্তমান। এখানকার ঐশ্বর্যপূর্ণ ভবন, উদ্যান এবং ক্রীড়াস্থলে, দৈত্য, দানব এবং নাগগণ নানারকম মায়াময় আমোদ-প্রমোদ করেন। এঁরা সকলেই গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে থাকেন। এঁদের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব এবং অনুচরগণ পরস্পর অনুরক্ত এবং সতত প্রসন্নচিত্ত। ইন্দ্র এবং অন্য দেবতাগণ এঁদের ভোগে বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন না॥ ৮ ॥ মহারাজ ! এই বিবরে মায়াবী ময়দানব অনেক শোভাময় পুরী নির্মাণ করেছেন। অনেক রকম উৎকৃষ্ট মণিদ্বারা নির্মিত বিচিত্র ভবন, প্রাচীর, পুরদ্বার, সভাভবন, মন্দির, চত্বর এবং গৃহদ্বারা এই সকল পুরী সুশোভিত। এই সকল গৃহকোণে নাগ ও অসুর মিথুনেরা বাস করে এবং পারাবত, শুক-শারিকা ইত্যাদি পক্ষীরা কলকাকলী করে—এইরূপে পাতালাধিপতিদের গৃহগুলি ওই সকল পুরীর শোভাবর্ধন করে॥ ৯ ॥ তথাকার উদ্যানসমূহ মন ও ইন্দ্রিয়কে আহ্লাদিত করে অমরলোকের উদ্যান শোভাকে পরাজিত করেছে। এখানে বৃক্ষের শাখাসকল, পুষ্প, ফল এবং নবকিশলয়ের ভারে অবনত হয়ে আছে এবং লতা সকল ওই তরুসমূহকে আলিঙ্গন করে রয়েছে। অমলজলপূর্ণ জলাশয় সমূহে বিহঙ্গ মিথুনেরা বিলাস করে। এইসকল বৃক্ষ এবং জলাশয়ের সুষমায় ওই উদ্যানসমূহের শোভা বর্ধিত হয়েছে। এইসকল জলাশয়ের মৎস্যগুলি যখন ক্রীড়া করে তখন সেই জল চঞ্চল হয়, সেই সঙ্গে জলে প্রস্ফুটিত কমল, কুমুদ, কুবলয়, কহ্লার, নীলোৎপল, লালকমল এবং শতপত্রকমলও আন্দোলিত হয়। এই কমলবনে বিহঙ্গকুল অবিচ্ছিন্ন বিহারকালে নানাপ্রকার মধুর ধ্বনি করে যা শুনে মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎফুল্ল হয়। সেই সময় ইন্দ্রিয়সকল উৎসবানন্দ অনুভব করে এবং অমরলোকের সৌন্দর্যও পরাভূত হয়॥ ১০ ॥ সেখানে সূর্যের প্রকাশ না থাকায় দিনরাত্রির কাল বিভাগজনিত ভীতি নেই॥ ১১ ॥ নাগশ্রেষ্ঠগণের মাথার মণিসকল সেখানকার অন্ধকারকে বিনাশ করে॥ ১২ ॥ এই সকল স্থানের অধিবাসীরা ওষধি, রস, রসায়ন, অন্নভোজন ও পানস্নানাদি সেবন করেন। ওই সকল পদার্থ স্বর্গীয়। এই স্বর্গীয় বস্তু পান করার জন্য তাঁদের দৈহিক কিংবা মানসিক রোগ হয় না। তাঁরা বলীরেখা, পলিত কেশ, বার্ধক্য, দেহ বৈবর্ণ্য, দৌর্গন্ধ, স্বেদ, ক্লান্তি ও অনুৎসাহ ইত্যাদি বয়োবৃদ্ধিজনিত অবস্থার পরিবর্তন দ্বারা আক্রান্ত হন না। তাঁরা সর্বদাই সুন্দর,

[১]প্রা.পা.—নির্মিতাঃ। [২]প্রা.পা.—শারিকা। [৩]প্রা.পা.—নিতরাং। [৪]প্রা.পা.—চিরবিটপিনাং। [৫]প্রা.পা.—নীলনীরজ.। [৬]প্রা.পা.—যত্র মহাহি.।

যস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরবধূনাং প্রায়ঃ পুংসবনানি ভয়াদেব স্রবন্তি পতন্তি চ॥ ১৫ ॥

অথাতলে ময়পুত্রোঽসুরো বলো নিবসতি যেন হ বা ইহ সৃষ্টাঃ ষণ্ণবতির্মায়াঃ কাশ্চনাদ্যাপি মায়াবিনো ধারয়ন্তি যস্য চ জৃম্ভমাণস্য মুখতস্ত্রয়ঃ স্ত্রীগণা উদপদ্যন্ত স্বৈরিণ্যঃ কামিন্যঃ পুংশ্চল্য ইতি যা বৈ বিলায়নং প্রবিষ্টং পুরুষং রসেন হাটকাখ্যেন সাধয়িত্বা স্ববিলাসাবলোকনানুরাগস্মিতসংলাপোপগূহনাদিভিঃ স্বৈরং কিল রময়ন্তি যস্মিন্নুপযুক্তে পুরুষ ঈশ্বরোঽহং সিদ্ধোঽহমিত্যযুতমহাগজবলমাত্মানমভিমন্যমানঃ কত্থতে মদান্ধ ইব ॥ ১৬ ॥

ততোঽধস্তাদ্বিতলে হরো ভগবান্ হাটকেশ্বরঃ স্বপার্ষদভূতগণাবৃতঃ[১] প্রজাপতিসর্গোপবৃংহণায় ভবো ভবান্যা সহ মিথুনীভূত[২] আস্তে যতঃ প্রবৃত্তা সরিৎপ্রবরা হাটকী নাম ভবয়োর্বীর্যেণ[৩] যত্র চিত্রভানুর্মাতরিশ্বনা সমিধ্যমান ওজসা পিবতি তন্নিষ্ঠ্যূতং হাটকাখ্যং সুবর্ণং ভূষণেনাসুরেন্দ্রাবরোধেষু পুরুষাঃ সহ পুরুষীভির্ধারয়ন্তি॥ ১৭ ॥

ততোঽধস্তাৎ সুতলে উদারশ্রবাঃ পুণ্যশ্লোকো বিরোচনাত্মজো বলির্ভগবতা মহেন্দ্রস্য প্রিয়ং চিকীর্ষমাণেনাদিতের্লব্ধকায়ো ভূত্বা বটুবামনরূপেণ পরাক্ষিপ্তলোকত্রয়ো[৪] ভগবদনুকম্পয়ৈব পুনঃ প্রবেশিত ইন্দ্রাদিষ্ববিদ্যমানয়া সুসমৃদ্ধয়া শ্রিয়াভিজুষ্টঃ স্বধর্মেণারাধয়ংস্তমেব ভগবন্তমারাধনীয়মপগতসাধ্বস আস্তেঽধুনাপি॥ ১৮ ॥

নো এবৈতৎসাক্ষাৎকারো[৫] ভূমিদানস্য যত্তদ্ভগবত্যশেষজীবনিকায়ানাং জীবভূতাত্মভূতে

স্বাস্থ্যবান, যৌবনসম্পন্ন এবং শক্তিমান থাকেন॥ ১৩ ॥ সেইসকল পুণ্য পুরুষদের ভগবানের তেজোময় সুদর্শন চক্র ব্যতীত অন্য প্রকারে মৃত্যু হয় না॥ ১৪ ॥ সুদর্শনচক্র প্রবিষ্ট হলেই অসুরগণের ভীতা গর্ভবতী স্ত্রীদের গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত* হয়ে যায়॥ ১৫ ॥

অতলে ময়দানবের পুত্র বল নামক অসুর বাস করে। এই অসুর ছিয়ানব্বইটি রকম মায়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। এর মধ্যে কিছু কিছু এখন পর্যন্ত মায়াবীরা ধারণ করেন। তিনি একবার জৃম্ভণ করলে তাঁর মুখ থেকে স্বৈরিণী (নিজ বর্ণের পুরুষের সঙ্গে রমণকারিণী), কামিনী (অন্য বর্ণের পুরুষের সঙ্গে রমণকারিণী) এবং পুংশ্চলী (অত্যন্ত চঞ্চল-স্বভাবা রমণী) —এই তিন প্রকার স্ত্রীজাতির উৎপত্তি হয়। এরা ওই অতলের পুরুষদের হাটক নামক রস পান করিয়ে সম্ভোগ-সমর্থ করে তোলে এবং তাদের সঙ্গে, নিজেদের বিলাস-পূর্বক অবলোকন, অনুরাগযুক্ত হাসা, প্রেমালাপ এবং আলিঙ্গনদ্বারা ইচ্ছানুরূপ রমণ করে। সেই হাটক রস পান করে মনুষ্যেরা মদান্ধ হয়ে যায় এবং নিজেদের দশ সহস্র হস্তীর মতো বলবান মনে করে নিজেদের 'আমরা ঈশ্বর, আমরা সিদ্ধ' এই রকম সব বড় বড় কথা বলে॥ ১৬ ॥

এই অতলের নীচে বিতল লোকে ভগবান হাটকেশ্বর নামে মহাদেব নিজের অনুচর ভূতগণের সঙ্গে বাস করেন। তিনি প্রজাপতির সৃষ্টি বর্ধনের জন্য ভবানীর সঙ্গে মিথুনীভূত হয়ে বাস করছেন। তথায় এই দুইজনের বীর্যে হাটকী নাম্নী এক শ্রেষ্ঠ নদীর উৎপত্তি হয়েছে। অগ্নি বায়ুর সাহায্যে প্রদীপ্ত হয়ে এই হাটকরস পান করেন এবং ফুৎকারে 'হাটক' নামক স্বর্ণের উৎপাদন করেন। অসুরগণের অন্তঃপুরে পুরুষ এবং নারীরা এই সুবর্ণকে অলংকাররূপে ধারণ করে থাকেন॥ ১৭ ॥

বিতলের নীচে সুতল অবস্থিত। সেখানে বিরোচন পুত্র, মহাযশস্বী, উদারকীর্তির অধিকারী বলি বাস করেন। ভগবান (বিষ্ণু) ইন্দ্রের প্রিয় কার্য সম্পাদন করার জন্য অদিতির গর্ভে বটুবামন রূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর (বলির) নিকট থেকে ত্রিলোক অপহরণ করেন। তারপর ভগবানের কৃপাতেই বলি এই লোকে প্রবেশ করেন। তখন বলি এমন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হন যে ইন্দ্র এবং অন্য দেবতারাও সেরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হননি। বলি ধর্মাচরণপূর্বক সেই পূজ্যতম প্রভুর

[১]প্রা.পা.—পারিষদভূ.। [২]প্রা.পা.—ভূয়। [৩]প্রা.পা.—ভয়োর্বীর্যেণ। [৪]প্রা.পা.—পরিক্ষিপ্তস্বর্লোকত্রয়ো। [৫]প্রা.পা.—যদ্যেতৎসাক্ষাৎকারো।

*'আচতুর্থাদ্ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ' অর্থাৎ চতুর্থ মাস পর্যন্ত গর্ভ চ্যুত হলে সেটিকে 'গর্ভস্রাব' এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে গর্ভ নষ্ট হলে সেটিকে 'গর্ভপাত' বলা হয়।

পরমাত্মনি বাসুদেবে তীর্থতমে পাত্র উপপন্নে পরয়া শ্রদ্ধয়া পরমাদরসমাহিতমনসা সম্প্রতিপাদিতস্য সাক্ষাদপবর্গদ্বারস্য যদ্বিলনিলয়ৈশ্বর্যম্ ॥ ১৯ ॥ যস্য হ বাব ক্ষুতপতনপ্রস্খলনাদিষু বিবশঃ সকৃন্নামাভিগৃণন্ পুরুষঃ কর্মবন্ধনমঞ্জসা বিধুনোতি যস্য হৈব প্রতিবাধনং মুমুক্ষবোঽন্যথৈবোপলভন্তে[১] ॥ ২০ ॥ তদ্ভক্তানামাত্মবতাং সর্বেষামাত্মন্যাত্মদ আত্মতয়ৈব ॥ ২১ ॥ ন বৈ ভগবান্নূনমমুষ্যানজুগ্রাহ যদুত পুনরাত্মানুস্মৃতিমোষণং মায়াময়ভোগৈশ্বর্যমেবাতনুতেতি ॥ ২২ ॥ যত্তদ্ভগবতানধিগতান্যোপায়েন যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃতস্বশরীরাবশেষিতলোকত্রয়ো বরুণপাশৈশ্চ সম্প্রতিমুক্তো গিরিদর্যাং চাপবিদ্ধ ইতি হোবাচ ॥ ২৩ ॥ নূনং বতায়ং ভগবানর্থেষু ন নিষ্ণাতো যোঽসাবিন্দ্রো যস্য সচিবো মন্ত্রায়[২] বৃত একান্ততো বৃহস্পতিস্তমতিহায় [৩]স্বয়মুপেন্দ্রেণাত্মানময়াচতাত্মনশ্চাশিষো নো এব তদ্দাস্যমতিগম্ভীরবয়সঃ কালস্য মন্বন্তরপরিবৃত্তং কিয়ল্লোকত্রয়মিদম্ ॥ ২৪ ॥ যস্যানুদাস্যমেবাস্মৎপিতামহঃ কিল বব্রে ন তু স্বপিত্র্যং যদুতাকুতোভয়ং পদং দীয়মানং ভগবতঃ পরমিতি ভগবতোপরতে খলু স্বপিতরি ॥ ২৫ ॥ তস্য মহানুভাবস্যানুপথমমৃজিতকষায়ঃ কো বাস্মদ্বিধঃ পরিহীণভগবদনুগ্রহ[৪] উপজিগমিষতীতি ॥ ২৬ ॥ তস্যানুচরিতমুপরিষ্টাদ্বিস্তরিষ্যতে[৫] যস্য ভগবান্ স্বয়মখিলজগদগুরুর্নারায়ণো দ্বারি গদাপাণিরবতিষ্ঠতে নিজজনানুকম্পিতহৃদয়ো যেনাঙ্গুষ্ঠেন পদা দশকন্ধরো যোজনাযুতাযুতং দিগ্বিজয় উচ্চাটিতঃ ॥ ২৭ ॥

আরাধনা করেন এবং অদ্যাপি তথায় নির্ভয়ে বাস করেন ॥ ১৮ ॥ রাজন্ ! সমস্ত জীবের নিয়ন্তা এবং আত্মস্বরূপ পরমাত্মা বাসুদেব, তিনি পূজ্যতম ও পবিত্রতম। পরমশ্রদ্ধা, পরম আদর ও সমাহিত চিত্ত হয়ে তাঁকে ভূমি দানের ফলে বলির সুতলের ঐশ্বর্য প্রাপ্তি মুখ্য ফল নয়। ওই ঐশ্বর্য তো ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ভূমিদান সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতু ॥ ১৯ ॥ মনুষ্যগণ যদি ক্ষুতকার (হাঁচি), পতন বা পদস্খলনের সময় বিবশ হয়ে একবার মাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তবে অনায়াসে তারা তাদের কর্মবন্ধন ছেদন করতে পারে, কিন্তু মুমুক্ষুগণ এই কর্মবন্ধনকে ছেদনের নিমিত্ত যোগ সাধন এবং অন্য অনেক উপায় অবলম্বন করে বহুকষ্টে ছেদন করতে সমর্থ হয় ॥ ২০ ॥ অতএব সংযমী ভক্ত এবং জ্ঞানীদের স্বস্বরূপ প্রদর্শনকারী এবং সকল প্রাণীর আত্মা ভগবানের উদ্দেশ্যে ভূমিদানের ফল, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি—এ কখনোই সম্ভব নয় ॥ ২১ ॥ বলির সর্বস্ব দানের পরিবর্তে ভগবান যদি মায়াময় ও ঈশ্বরবিস্মৃতিজনক ঐশ্বর্য দান করে থাকেন, তবে তিনি বলিকে অনুগ্রহ করেননি ॥ ২২ ॥ যখন ভগবান অন্য উপায় না দেখে যাচ্ঞাচ্ছলে বলির শরীর মাত্র অবশিষ্ট রেখে তাঁর তিন লোক অপহরণ করে তাঁকে বরুণ পাশে আবদ্ধ করে গিরিগুহায় নিক্ষেপ করেন, তখন বলি বলেছিলেন—॥ ২৩ ॥ 'দুঃখের বিষয়, ইন্দ্র ঐশ্বর্যশালী এবং বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও পরমার্থ সম্পাদনে নিপুণ নন। তিনি সম্পত্তি পাওয়ার জন্যে সুরগুরু বৃহস্পতিকে মন্ত্রী করেছেন কিন্তু তাঁকে অবহেলা করে ভগবান বিষ্ণুর দাসত্ব প্রার্থনা না করে তাঁর দ্বারা আমার এই রাজত্ব নিজের ভোগের জন্য প্রার্থনা করলেন। এই তিন লোক তো শুধুমাত্র এক মন্বন্তর ধরে টিকে থাকবে, যা অনন্ত কালের অংশ মাত্র। ভগবানের দাসত্বের কাছে এর কোনো মূল্যই নেই ॥ ২৪ ॥ আমার পিতামহ প্রহ্লাদ—ভগবানের হাতে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও প্রভুর দাস্য প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান তাঁকে পৈতৃক পদ প্রদান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা তাঁকে ভগবান থেকে দূরে নিক্ষেপ করবে মনে করে তিনি পিতার নিষ্কণ্টক রাজ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন ॥ ২৫ ॥ তিনি (প্রহ্লাদ) তো মহানুভব ছিলেন। আমায় তো ভগবান কৃপা করেননি এবং আমার বাসনাসকল এখনও শান্ত হয়নি ; সুতরাং আমার ন্যায় কোন্ পুরুষ সেই মহানুভব প্রহ্লাদের নিকটবর্তী হতে

[১]প্রা.পা.—ঽন্যথেবেহোপ.। [২]প্রা.পা.—মন্ত্রায় একান্ততো বৃতো বৃহ.। [৩]প্রা.পা.—হায়োপেন্দ্রেণাত্মানমাশিষো নো এব তদনুদাস্যমতি.। [৪]প্রা.পা.—গ্রহমুপজি.। [৫]প্রা.পা.—মুত্তরস্মাদ্বিস্তরিষ্যতে যস্তগবান্।

ততোঽধস্তাত্তলাতলে ময়ো নাম দানবেন্দ্রস্ত্রিপুরাধিপতির্ভগবতা পুরারিণা[১] ত্রিলোকীশং চিকীর্ষুণা নির্দগ্ধস্বপুরত্রয়স্তৎপ্রসাদাল্লব্ধপদো মায়াবিনামাচার্যো[২] মহাদেবেন পরিরক্ষিতো বিগতসুদর্শনভয়ো মহীয়তে॥ ২৮ ॥

ততোঽধস্তান্মহাতলে কাদ্রবেয়াণাং সর্পাণাং নৈকশিরসাং ক্রোধবশো নাম গণঃ কুহকতক্ষককালিয়সুষেণাদিপ্রধানা মহাভোগবন্তঃ পতত্ত্রিরাজাধিপতেঃ পুরুষবাহাদনবরতমুদ্বিজমানাঃ[৩] স্বকলত্রাপত্যসুহৃৎকুটুম্বসঙ্গেন ক্বচিৎ প্রমত্তা বিহরন্তি॥ ২৯ ॥

ততোঽধস্তাদ্রসাতলে দৈতেয়া দানবাঃ পণয়ো নাম নিবাতকবচাঃ কালেয়া হিরণ্যপুরবাসিন ইতি বিবুধপ্রত্যনীকা উৎপত্ত্যা মহৌজসো মহাসাহসিনো ভগবতঃ সকললোকানুভাবস্য হরেরেব[৪] তেজসা প্রতিহতবলাবলেপা[৫] বিলেশয়া ইব বসন্তি যে বৈ সরময়েন্দ্রদূত্যা বাগ্‌ভির্মন্ত্রবর্ণাভিরিন্দ্রাদ্‌বিভ্যতি॥ ৩০ ॥

ততোঽধস্তাৎ পাতালে নাগলোকপতয়ো বাসুকিপ্রমুখাঃ শঙ্খকুলিকমহাশঙ্খশ্বেতধনঞ্জয়-

সাহস করবে ? ॥ ২৬ ॥ রাজন্‌! এই বলি রাজার বিষয়ে পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। ভক্তের প্রতি ভগবানের হৃদয় সব সময় দয়াতে পরিপূর্ণ থাকে। সেইজন্য অখিল জগতের পরম পূজনীয় গুরু নারায়ণ স্বয়ং হস্তে গদা ধারণ করে সুতলে রাজা বলির দ্বারদেশে সর্বদা দণ্ডায়মান থাকেন। একবার অহংকারী রাবণ যখন দিগ্‌বিজয় করার সময় সেখানে উপস্থিত হন তখন ভগবান তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে রাবণকে লক্ষ যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন॥ ২৭ ॥

সুতলের নীচে তলাতল অবস্থিত। সেখানে ত্রিপুরাধিপতি ময় দানব বাস করেন। একবার ভগবান শংকর তিন লোকে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর (ময়দানবের) তিনটি পুরী দগ্ধ করেন। আবার তাঁরই (ভগবান শংকরের) কৃপাতে ময় এইস্থান লাভ করেন। তিনি মায়াবীদের পরমগুরু এবং মহাদেব দ্বারা সুরক্ষিত। তাই তিনি সুদর্শনচক্রকে ভয় করেন না। এখানকার অধিবাসীরাও তাঁকে খুব সম্মান করেন॥ ২৮ ॥ নিম্নদেশে মহাতলে অনেক ফণাবিশিষ্ট কদ্রুপুত্র সর্পদের ক্রোধবশ নামে এক সম্প্রদায় থাকে। তাদের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয় এবং সুষেণ প্রসিদ্ধ নাগ। তাদের বড় বড় ফণা আছে। তারা (সর্পগণ) সর্বদা ভগবানের (বিষ্ণুর) বাহন পক্ষীরাজ গরুড়কে ভয় করে, তথাপি কখনো কখনো স্ত্রী, পুত্র, মিত্র এবং আত্মীয়দের সঙ্গে প্রমত্ত হয়ে বিহার করে॥ ২৯ ॥

তার (মহাতলের) নিম্নদেশে রসাতলে পণি নামে দৈত্য এবং দানবেরা বাস করে। তাদের নিবাতকবচ, কালেয় এবং হিরণ্যপুরবাসীও বলা হয়। এদের সঙ্গে দেবতাদের শত্রুতা। তারা জন্ম থেকেই অতীব বলবান এবং মহাসাহসী কিন্তু যাঁর প্রভাব নিখিল লোকে বিস্তৃত, সেই শ্রীহরির তেজে তাদের তেজ প্রতিহত হওয়ায় তারা সর্পদের মতো লুকিয়ে থাকে এবং ইন্দ্র-দূতী সরমার অভিশাপের কথা* মনে করে সর্বদা ইন্দ্রকে ভয় করে॥ ৩০ ॥

রসাতলের নীচে পাতাল অবস্থিত। সেখানে শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল,

[১]প্রা.পা.—ত্রিপুরারিণা ত্রিলোকার্থং। [২]প্রা.পা.—মায়ানামাচার্যো। [৩]প্রা.পা.—মুদ্বিগ্নমনসা স্বক.। [৪]প্রা.পা.—হরেরিব। [৫]প্রা.পা.—হতাবলেপা বিলশয়া ইব বসন্তি যে বৈ সুরময়ে.।

*বলা হয়েছে যে পণি নামক দৈত্যগণ যখন পৃথিবীকে রসাতলে নিয়ে লুকিয়ে রাখে, তখন সেটিকে খুঁজে বার করার জন্য ইন্দ্র 'সরমা' নামক এক দূতীকে প্রেরণ করেন। দৈত্যরা সরমার সঙ্গে সন্ধি করতে চেয়েছিল কিন্তু তা না করে সে ইন্দ্রের স্তুতি করে বলে যে 'হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বম্' (হে পণিগণ! তোমরা ইন্দ্রের হাতে নিহত হয়ে ভূমিতে শয়ন করো।) এই শাপের ফলে তারা সর্বদাই ইন্দ্রের ভয়ে ভীত থাকত।

ধৃতরাষ্ট্রশঙ্খচূড়কম্বলাশ্বতরদেবদত্তাদয়ো মহাভোগিনো মহামর্ষা[১] নিবসন্তি যেষামু হ বৈ পঞ্চসপ্তদশশতসহস্রশীর্ষাণাং ফণাসু বিরচিতা মহামণয়ো রোচিষ্ণবঃ পাতালবিবরতিমিরনিকরং স্বরোচিষা বিধমন্তি॥ ৩১ ॥

অশ্বতর এবং দেবদত্ত ইত্যাদি মহাক্রোধী বড় বড় ফণাযুক্ত নাগগণ বাস করে। বাসুকী এদের মধ্যে প্রধান। তাদের (সর্পদের) কারো পাঁচ, কারো সাত, কারো দশ আবার কারো কারো শত এবং সহস্র মস্তক আছে। এদের ফণায় বিরাজিত দেদীপ্যমান মণিসকল স্বীয় কান্তিচ্ছটায় পাতালের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করে॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে রাহ্বাদিস্থিতিবিলস্বর্গমর্যাদানিরূপণং[২] নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে রাহু আদি লোকের বর্ণনা নামক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

অথ পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীসংকর্ষণদেবের বর্ণনা ও স্তুতি

শ্রীশুক উবাচ

তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্যোজনসহস্রান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতানন্ত ইতি সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ[৩] সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং যং সঙ্কর্ষণমিত্যাচক্ষতে॥ ১ ॥ যস্যেদং[৪] ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্তেঃ সহস্রশিরস একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে॥ ২ ॥ যস্য হ বা ইদং কালেনোপসঞ্জিহীর্ষতোঽমর্ষবিরচিতরুচিরভ্রমদ্ভ্রুবোরন্তরেণ সাঙ্কর্ষণো[৫] নাম রুদ্র একাদশব্যূহস্ত্র্যক্ষস্ত্রিশিখং শূলমুত্তম্ভয়ন্নুদতিষ্ঠৎ॥ ৩ ॥ যস্যাঙ্ঘ্রিকমলযুগলারুণবিশদনখমণিষণ্ডমণ্ডলেষ্বহিপতয়ঃ[৬] সহ সাত্বতর্ষভৈরেকান্তভক্তিযোগেনাবনমন্তঃ[৭] স্ববদনানি পরিস্ফুরৎ কুণ্ডলপ্রভামণ্ডিতগণ্ডস্থলান্যতিমনোহরাণি[৮] প্রমুদিতমনসঃ খলু বিলোকয়ন্তি॥ ৪ ॥ যস্যৈব হি নাগরাজকুমার্য

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্ ! পাতালের মূলদেশে ত্রিশ হাজার যোজন দূরে ভগবানের 'অনন্ত' নামে খ্যাত তামসী কলা বর্তমান। ইনি অহংকাররূপী বলে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যকে একীভূত করেন আর সেইজন্যই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র অনুযায়ী উপাসক ভক্তরা তাঁকে সংকর্ষণ বলেন॥ ১ ॥ এই ভগবান অনন্তের এক সহস্র মস্তক আছে। তার একটি মাত্র মস্তকের উপর সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডল একটি সর্ষপের দানার ন্যায় দৃশ্যমান॥ ২ ॥ যখন প্রলয়কালে ইনি এই বিশ্বকে সংহার করতে ইচ্ছুক হন, তখন ক্রোধবশত এঁর সুন্দর ভ্রমণশীল ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে একাদশ ব্যূহযুক্ত, ত্রিলোচন যুক্ত ত্রিশূলধারী সংকর্ষণ নামক রুদ্রের প্রকাশ হয়॥ ৩ ॥ ভগবান সংকর্ষণের পদকমলের সুবৃত্ত এবং দর্পণস্বরূপ অরুণবর্ণ নখসমূহ উজ্জ্বল মণির মতো দেদীপ্যমান। যখন অন্য ভক্তশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে নাগপতিগণ একান্ত ভক্তি সহযোগে তাঁকে প্রণাম করেন, তখন তাঁদের সমুজ্জ্বল কুণ্ডল সকলের প্রভামণ্ডলী দ্বারা মণ্ডিত গণ্ডস্থলযুক্ত অতি মনোহর বদন ওই নখমণি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হলে তাঁরা সানন্দে তা অবলোকন করেন॥ ৪ ॥ নাগ রাজকুমারীরা অনেক ভোগ্য

[১]প্রা.পা.—মর্ষাঃ সন্তি। [২]প্রা.পা.—বিবরালয়বর্ণনং নাম। [৩]প্রা.পা.—দ্রষ্টৃদর্শনয়োঃ সন্নিকর্ষেণ। [৪]প্রা.পা.—তস্যেদং। [৫]প্রা.পা.—সংকর্ষণো। [৬]প্রা.পা.—মণ্ডলং হ্যহিপতয়ঃ। [৭]প্রা.পা.—নমন্তি স্ব.। [৮]প্রা.পা.—পরিস্ফুরৎ প্রভামণ্ডলীমণ্ডিত.।

আশিষ আশাসানাশ্চার্বঙ্গবলয়বিলসিত-বিশদবিপুলধবলসুভগরুচিরভুজরজতস্তম্ভেষ্বগুরুচন্দনকুঙ্কুমপঙ্কানুলেপে[১]নাবলিম্পমানাস্তদভিমর্শনোন্মথিতহৃদয়মকরধ্বজাবেশরুচিরললিতস্মিতাস্তদনুরাগমদমুদিতমদবিঘূর্ণিতারুণকরুণাবলোকনয়নবদনারবিন্দং সব্রীড়ং কিল বিলোকয়ন্তি॥ ৫ ॥ স[২] এব ভগবাননন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেব উপসংহৃতামর্ষরোষবেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে ॥ ৬ ॥

ধ্যায়মানঃ সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধর্ববিদ্যাধরমুনিগণৈরনবরতমদমুদিতবিকৃতবিহ্বললোচনঃ সুললিতমুখরিকামৃতেনাপ্যায়মানঃ[৩]স্বপার্ষদবিবুধ[৪]যূথপতীনপরিম্লানরাগনবতুলসিকামোদমধ্বাসবেন[৫] মাদ্যন্মধুকরব্রাতমধুরগীতশ্রিয়ং বৈজয়ন্তীং স্বাং বনমালাং নীলবাসা এককুণ্ডলো হলককুদি কৃতসুভগসুন্দরভুজো ভগবান্মাহেন্দ্রো বারণেন্দ্র ইব কাঞ্চনীং কক্ষামুদারলীলো বিভর্তি॥ ৭

য এষ এবমনুশ্রুতো[৬] ধ্যায়মানো মুমুক্ষূণামনাদিকালকর্মবাসনাগ্রথিতমবিদ্যাময়ং[৭] হৃদয়গ্রন্থিং সত্ত্বরজস্তমোময়মন্তর্হৃদয়ং গত আশু নির্ভিনত্তি তস্যানুভাবান্[৮] ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ তুম্বুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সংশ্লোকয়ামাস॥ ৮ ॥

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াঽঽসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎকথমু হ বেদ তস্য বর্ত্ম॥ ৯
মূর্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্যঃ॥ ১০

বস্তু কামনা করে অনন্তদেবের রূপার স্তম্ভের মতো সুন্দর শ্বেতবর্ণ দীর্ঘ বাহুযুগলে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুমপঙ্ক লেপন করেন। সেবা করার সময় তাঁর (অনন্তদেবের) অঙ্গস্পর্শে তাঁদের হৃদয় উন্মথিত এবং মনোমধ্যে কামের সঞ্চার হয়। তখন তাঁরা অনুরাগ ও মদভরে প্রেমমুদিত, অরুণ করুণ দৃষ্টিযুক্ত সলজ্জ নয়নযুগলে ভগবানের চরণারবিন্দ নিরীক্ষণ করেন॥ ৫ ॥ সেই অনন্ত গুণের সাগর আদিদেব ভগবান অনন্ত অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধের বেগ উপসংহরণ করে লোকসমূহের কল্যাণের জন্য বিরাজ করছেন॥ ৬ ॥

দেবতা, অসুর, নাগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং মুনিগণ ভগবান অনন্তদেবের ধ্যান করেন। তাঁর নয়নযুগল সর্বদা প্রেমমদে মুদিত, চঞ্চল ও বিহ্বল থাকে। তিনি সুললিত বচনামৃত দ্বারা স্বীয় পার্ষদ ও দেব যূথপতিগণকে আপ্যায়িত করেন। তাঁর অঙ্গে নীলাম্বর এবং কর্ণে একটি কুণ্ডল শোভা পাচ্ছে এবং হলপৃষ্ঠে তাঁর একটি সুভগ ও সুন্দর বাহু ন্যস্ত আছে। উদার লীলাময় ভগবান সংকর্ষণ স্বীয় কণ্ঠে বৈজয়ন্তী বনমালা ধারণ করে আছেন, যা ইন্দ্রের বারণেন্দ্র ঐরাবতের গলদেশে কাঞ্চনময় শৃঙ্খলের মতো প্রতীত হচ্ছে, যার কান্তি কখনো ম্লান হয় না, এইরূপ নব তুলসীর সুরভি ও মকরন্দে উন্মত্ত হয়ে মধুর গীতে মধুকরগণ সেই বনমালার শোভাবর্ধন করছে॥ ৭ ॥ পরীক্ষিৎ! এইরূপে ভগবান অনন্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং ধ্যান করলে, মুমুক্ষুদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে তিনি তাদের অনাদিকালের কর্ম ও বাসনা গ্রথিত সত্ত্ব রজঃ ও তমোময় অবিদ্যা জনিত গ্রন্থিসমূহকে শীঘ্রই ছিন্ন করেন। ব্রহ্মার পুত্র ভগবান নারদ তুম্বুরু গন্ধর্বের সহযোগে ব্রহ্মার এইরূপে সভায় অনন্তদেবের মহিমা গান করেছিলেন॥ ৮ ॥

এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণসকল যাঁর দৃষ্টি হেতু স্ব স্ব কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, যাঁর স্বরূপ ধ্রুব (অনন্ত) ও অকৃত (অনাদি) এবং যিনি এক হয়েও আপনার মধ্যে নানারূপ কার্য-প্রপঞ্চকে ধারণ করেছেন—সেই ভগবান সংকর্ষণের তত্ত্বকে কে কী রূপে জানতে পারে? ॥ ৯ ॥ যাঁর মধ্যে সদসদাত্মক বিশ্ব-প্রপঞ্চ প্রকাশিত, যিনি ভক্তজনের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং যাঁর কৃত বীরত্বপূর্ণ লীলা মহাবল সিংহরা আদর্শ রূপে গ্রহণ

[১]প্রা.পা.—ন বিলিম্পমানা.। [২]প্রা.পা.—স ভগবানন.। [৩]প্রা.পা.—মুখবিকারামৃতেনা.। [৪]প্রা.পা.—যূথপপতীনাং পরি.। [৫]প্রা.পা.—বনতুলসি.। [৬]প্রা.পা.—মনুশ্রুতোঽভিধ্যায়.। [৭]প্রা.পা.—কর্মণাং বা.। [৮]প্রা.পা.—ভাবমুখহন্ ভগ.।

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্তয়েদকস্মা-
দার্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ॥ ১১

মূর্ধন্যর্পিতমণুবৎসহস্রমূর্ধ্নো
ভূগোলং[১] সগিরিসরিৎ সমুদ্রসত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদনিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্যাণ্যধিগণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ[২]॥ ১২

এবম্প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্যোরুগুণানুভাবঃ[৩]।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্তি॥ ১৩

এতা হ্যেবেহ নৃভিরুপগন্তব্যা গতয়ো যথাকর্মবিনির্মিতা যথোপদেশমনুবর্ণিতাঃ কামান্ কাময়মানৈঃ ॥ ১৪ ॥ এতাবতীর্হি রাজন্ পুংসঃ প্রবৃত্তিলক্ষণস্য ধর্মস্য বিপাকগতয় উচ্চাবচা বিসদৃশা যথাপ্রশ্নং ব্যাচখ্যে কিমন্যং কথয়াম ইতি॥ ১৫ ॥

করেছে, সেই উদারবীর্য ভগবান সংকর্ষণদেব আমাদের প্রতি অসীম কৃপা করে এই সত্ত্বমূর্তি ধারণ করেছেন॥ ১০ ॥ অন্যের নিকট শ্রবণ করে কিংবা অকস্মাৎ অথবা পীড়ায় কাতর হয়ে কিংবা উপহাসচ্ছলে মহাপাতকীও যদি তাঁর নাম উচ্চারণ করে তবে সে ব্যক্তির পাপ নষ্ট হয় এবং অন্যের পাপও সে বিনষ্ট করে দেয়—মুমুক্ষু ব্যক্তি এইরূপ ভগবানকে পরিত্যাগ করে আর কার আশ্রয় গ্রহণ করবে ? ॥ ১১ ॥ নদী-পর্বত-সমুদ্রাদিযুক্ত এই ভূমণ্ডল সেই সহস্রশীর্ষ ভগবানের এক মস্তকের উপর ক্ষুদ্র বালুকণার মতো বিরাজ করছে। তিনি অনন্ত তাই তাঁর পরাক্রমের কোনো শেষ নেই। কোনো ব্যক্তি সহস্র জিহ্বা লাভ করেও সেই সর্বব্যাপক ভগবানের মহাপরাক্রমের গণনা করতে সমর্থ হবে ? ॥ ১২ ॥ বাস্তবিক তাঁর বীর্য, গুণ এবং প্রভাব অসীম। এইরূপ প্রভাবশালী ভগবান অনন্ত রসাতলের মূলদেশে থেকে নিজের মহিমায় আত্মস্থ হয়ে সম্পূর্ণ পৃথিবীর স্থিতির নিমিত্ত, একে নিজ মস্তকে ধারণ করে আছেন॥ ১৩ ॥

হে রাজন্ ! সকাম পুরুষরা নিজ কর্মানুসারে ভগবানের রচিত যে সকল লোকে গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে তা আমি যেরূপ গুরুমুখে শ্রবণ করেছি তদ্রূপ আপনার নিকট বর্ণনা করলাম॥ ১৪ ॥ যে সকল পুরুষ প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে তাদের স্ব স্ব কর্মের ফলস্বরূপ বিসদৃশ, উচ্চ ও নীচ গতি সকল আপনার প্রশ্নের উত্তররূপে বর্ণনা করলাম। এখন বলুন আর কী বর্ণনা করব ? ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ভূবিবরবিধ্যুপবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীসংকর্ষণদেবের বর্ণনা ও স্তুতি নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

[১]প্রা.পা.—ভূগোলকং। [২]প্রা.পা.—র্যাণ্যভিগণ.। [৩]প্রা.পা.—বীর্যো গুণানুভাবঃ।

অথ ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ

ষড়বিংশ অধ্যায়

নরকের পৃথক পৃথক গতির বর্ণনা

রাজোবাচ

মহর্ষ এতদ্বৈচিত্র্যং লোকস্য কথমিতি॥ ১

ঋষিরুবাচ [১]

ত্রিগুণত্বাৎ কর্তুঃ[২] শ্রদ্ধয়া কর্মগতয়ঃ পৃথগ্বিধাঃ সর্বা এব সর্বস্য তারতম্যেন ভবন্তি॥ ২ ॥ অথেদানীং প্রতিষিদ্ধলক্ষণস্যাধর্মস্য তথৈব কর্তুঃ[৩] শ্রদ্ধায়া বৈসাদৃশ্যাৎ কর্মফলং বিসদৃশং ভবতি যা হ্যনাদ্যবিদ্যয়া[৪] কৃতকামানাং তৎ পরিণামলক্ষণাঃ সৃতয়ঃ সহস্রশঃ প্রবৃত্তাস্তাসাং প্রাচুর্যেণানুবর্ণয়িষ্যামঃ॥ ৩ ॥

রাজোবাচ

নরকা নাম ভগবন্ কিং দেশবিশেষা অথবা বহিস্ত্রিলোক্যা আহোস্বিদন্তরাল ইতি॥ ৪ ॥

ঋষিরুবাচ

অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যাম-ধস্তাদ্ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাদ্যস্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি ॥ ৫ ॥ যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু সম্পরেতেষু যথাকর্মা-বদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিতভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি॥ ৬ ॥ তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি অথ তাংস্তে রাজন্নামরূপলক্ষণতোঽ-নুক্রমিষ্যামস্তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসি-পত্রবনং সূকরমুখবন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষি ! সমস্তলোক যে এই উচ্চ-নীচ গতি প্রাপ্ত হয়, তার মধ্যে এত বিচিত্রতা কেন ? ॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্ ! কর্মানুষ্ঠানকারী মানুষ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন প্রকারের হয় এবং তাদের শ্রদ্ধার মধ্যেও তারতম্য থাকে। এইরূপ স্বভাব এবং শ্রদ্ধার তারতম্যের জন্যে তাদের কর্মের গতিও পৃথক পৃথক হয় এবং সকলেরই কম বেশি সেই সমস্ত গতিরই প্রাপ্তি হয়॥ ২ ॥ এইরূপ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম যারা করে তাদের শ্রদ্ধার তারতম্য হেতু সমান ফল লাভ হয় না। অনাদি অবিদ্যার বশীভূত হয়ে কামনাপূর্বক কর্ম করলে তার পরিণাম স্বরূপ সহস্র প্রকার নরকগতি নির্দিষ্ট আছে, তার বিশদ বর্ণনা করব। ৩ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! আপনি যে নরকের বর্ণনা করতে চাইছেন, তা কী পৃথিবীর দেশবিশেষ অথবা ত্রিলোকের বহির্ভূত অথবা ত্রিলোকের ভিতরেই অবস্থিত ?॥ ৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্ ! এই নরক ত্রিলোকের অন্তর্বর্তী দক্ষিণ দিকে পৃথিবীর নিম্নে এবং জলের উপরে অবস্থিত। এই দক্ষিণ দিকে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ থাকেন এবং তাঁরা একাগ্রচিত্তে স্ব স্ব বংশধরদের মঙ্গল কামনা করেন॥ ৫ ॥ সেই নরকলোকে সূর্যের পুত্র পিতৃরাজ ভগবান যম নিজ অনুচরদের সঙ্গে বাস করেন। তিনি ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন না করে স্বীয় দূতগণ কর্তৃক সেখানে আনীত মৃত প্রাণীদের নিজ নিজ দুষ্কর্মজনিত পাপের দণ্ড বিধান করে থাকেন॥ ৬ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! কেউ কেউ নরকের সংখ্যা একবিংশ বলে থাকেন। এখন আমি নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে তাদের (নরকগুলির) বর্ণনা করব। তাদের নাম এইরূপ—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, সূকরমুখ (বা শূকর মুখ), অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন,

---

[১]প্রাচীন বইয়ে 'ঋষিরুবাচ' এই পাঠ নেই। [২]প্রা.পা.—কর্তৃশ্রদ্ধায়াঃ। [৩]প্রা.পা.—কর্তৃশ্রদ্ধায়াঃ।
[৪]প্রা.পা.—বিদ্যাকামানাং।

সন্দংশস্তপ্তসূর্মির্বজ্রকণ্টকশাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃপানমতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ[১] পর্যাবর্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতির্নরকা বিবিধযাতনাভূময়ঃ॥ ৭ ॥

তত্র যস্তু পরবিত্তাপত্যকলত্রাণ্যপহরতি স হি কালপাশবদ্ধো যমপুরুষৈরতিভয়ানকৈস্তামিস্রে নরকে বলান্নিপাত্যতে অনশনানুদপানদণ্ডতাড়নসংতর্জনাদিভির্যাতনাভির্যাত্যমানো জন্তুর্যত্র কশ্মলমাসাদিত একদৈব মূর্চ্ছামুপযাতি তামিস্রপ্রায়ে॥ ৮ ॥ এবমেবান্ধতামিস্রে যস্তু বঞ্চয়িত্বা[২] পুরুষং দারাদীনুপযুঙ্ক্তে যত্র শরীরী নিপাত্যমানো যাতনাস্থো বেদনয়া নষ্টমতির্নষ্টদৃষ্টিশ্চ ভবতি যথা[৩] বনস্পতির্বৃশ্চয়মানমূলস্তস্মাদন্ধতামিস্রং তমুপদিশন্তি॥ ৯ ॥

যস্ত্বিহ বা এতদহমিতি মমেদমিতি ভূতদ্রোহেণ কেবলং স্বকুটুম্বমেবানুদিনং প্রপুষ্ণাতি স তদিহ বিহায় স্বয়মেব তদশুভেন[৪] রৌরবে নিপততি ॥ ১০ ॥ যে[৫] ত্বিহ যথৈবামুনা বিহিংসিতা জন্তবঃ পরত্র যমযাতনামুপগতং[৬] ত এব রুরবো ভূত্বা তথা তমেব বিহিংসন্তি তস্মাদ্রৌরবমিত্যাহূ রুরুরিতি সর্পাদতি[৭]ক্রূরসত্ত্বস্যাপদেশঃ॥ ১১ ॥ এবমেব মহারৌরবো যত্র নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদা[৮] নাম রুরবস্তং ক্রব্যেণ ঘাতয়ন্তি যঃ কেবলং দেহম্ভরঃ॥ ১২ ॥

যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমুত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে উপরন্ধয়ন্তি॥ ১৩ ॥ যস্ত্বিহ পিতৃবিপ্রব্রহ্মধ্রুক্ স কালসূত্রসংজ্ঞকে নরকে অযুতযোজনপরিমণ্ডলে তাম্রময়ে[৯]

লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি এবং অয়ঃপান। এতদ্ব্যতীত ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ—এই সাত নরক যুক্ত হয়ে অষ্টাবিংশ নরক আছে, যেখানে বিবিধ যাতনা ভোগ করতে হয়॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি অপরের ধন, সন্তান অথবা স্ত্রীকে অপহরণ করে, ভয়ানক যমপুরুষরা তাকে কালপাশে বদ্ধ করে বলপূর্বক তামিস্র নামক নরকে নিক্ষেপ করে। সেই অন্ধকারময় নরকে তাকে অন্ন জল দেওয়া হয় না, দণ্ড দ্বারা প্রহার করা হয় এবং নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এইভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি অন্যকে প্রতারিত করে তার স্ত্রীকে ভোগ করে তাকে অন্ধতামিস্র নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, সেখানে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হয়ে নানা যন্ত্রণা ভোগ করে সে বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। সেইজন্য এই নরকের নাম অন্ধতামিস্র॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি 'এই শরীর আমি ও এই ধন সম্পত্তি ও স্ত্রী আমার' এইরূপ মনে করে অন্য সকলের সঙ্গে কলহ করে এবং শুধুমাত্র নিজ আত্মীয় পরিজনকে নিরন্তর পোষণ করে, সে মৃত্যুর পর নিজ পাপের জন্য রৌরব নরকে পতিত হয়॥ ১০ ॥ ইহলোকে সে যে জীবের প্রতি যে প্রকার হিংসা করেছিল—তার পরলোকে যমযাতনা প্রাপ্তিকালে সেই সকল জীব 'রুরু' রূপে পরিণত হয়ে তার প্রতি সেইরূপ হিংসাত্মক আচরণ করে থাকে। এইজন্য এই নরকের নাম রৌরব। 'রুরু' সর্প অপেক্ষাও ক্রূর স্বভাবযুক্ত এক প্রকার প্রাণী॥ ১১ ॥ সেইরূপ মহারৌরব নরক। এই নরকে সেই সকল ব্যক্তি পতিত হয় যারা পরদ্রোহ করে শুধুমাত্র নিজ দেহের লালনপালন করে। এখানে মাংসলোভী রুরুগণ তাদের শরীরের মাংস কেটে খায়॥ ১২ ॥

যে ক্রূর স্বভাব ব্যক্তি স্বীয় প্রাণপুষ্টির নিমিত্ত সজীব পশুপক্ষীকে বধ করে রন্ধন করে, রাক্ষস নিন্দিত সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে যমপুরুষগণ কুম্ভীপাক নরকে নিয়ে গিয়ে তপ্ত তৈলে রন্ধন করে॥ ১৩ ॥ যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, ব্রাহ্মণ এবং বেদের বিরোধিতা করে, যমদূত তাকে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষেপ করে। এর আয়তন দশ সহস্র যোজন এবং ভূমি তাম্রময়। উপরে সূর্যের তাপে এবং নীচে অগ্নির

[১]প্রা.পা.—শূকোঽবটনিরোধনঃ পর্যাবর্তনং। [২]প্রা.পা.—বঞ্চিত্বা। [৩]প্রা.পা.—যথা হি বনস্পতি.। [৪]প্রা.পা.—তদশুভে রৌরবে। [৫]প্রা.পা.— যে বেহ তথৈবামুনা। [৬]প্রা.পা.—যাতনায়তনমুপগতাস্ত। [৭]প্রা.পা.—সর্পবদতিক্রূরসত্ত্ব.। [৮]প্রা.পা.—ক্রব্যাদা রুরবস্তং। [৯]প্রা.পা.—ময়ে খলে।

তপ্তখলে উপর্যধস্তাদগ্ন্যর্কাভ্যামতিতপ্যমানেঽভিনিবেশিতঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং চ দহ্যমানান্তর্বহিঃশরীর আস্তে শেতে[১] চেষ্টতেঽবতিষ্ঠতি পরিধাবতি চ যাবন্তি পশুরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি॥ ১৪ ॥

যস্ত্বিহ[২] বৈ নিজবেদপথাদনাপদ্যপগতঃ পাখণ্ডং চোপগতস্তমসিপত্রবনং প্রবেশ্য কশয়া প্রহরন্তি তত্র হাসাবিতস্ততো ধাবমান উভয়তোধারৈস্তালবনাসিপত্রৈশ্ছিদ্যমানসর্বাঙ্গো হা হতোঽস্মীতি পরময়া বেদনয়া মূর্চ্ছিতঃ পদে পদে নিপততি স্বধর্মহা পাখণ্ডানুগতং[৩] ফলং ভুঙ্‌ক্তে॥ ১৫ ॥

যস্ত্বিহ বৈ রাজা রাজপুরুষো বা অদণ্ড্যে দণ্ডং প্রণয়তি ব্রাহ্মণে বা শরীরদণ্ডং স পাপীয়ান্নরকেঽমুত্র সূকরমুখে নিপততি তত্রাতিবলৈর্বিনিষ্পিষ্যমাণাবয়বো যথৈবেহেক্ষুখণ্ড আর্তস্বরেণ স্বনয়ন্ ক্বচিন্মূর্চ্ছিতঃ কশ্মলমুপগতো যথৈবেহাদৃষ্টদোষা উপরুদ্ধাঃ॥ ১৬ ॥

যস্ত্বিহ বৈ ভূতানামীশ্বরোপকল্পিতবৃত্তীনামবিবিক্তপরব্যথানাং[৪] স্বয়ং পুরুষোপকল্পিতবৃত্তির্বিবিক্তপরব্যথো ব্যথামাচরতি স পরত্রান্ধকূপে তদভিদ্রোহেণ নিপততি তত্র হাসৌ তৈর্জন্তুভিঃপশুমৃগপক্ষিসরীসৃপৈর্মশকযূকামৎকুণমক্ষিকাদিভির্যে কে চাভিদ্রুগ্ধাস্তৈঃ সর্বতোঽভিদ্রুহ্যমাণস্তমসিবিহতনিদ্রানির্বৃতিরলব্ধাবস্থানঃ পরিক্রামতি যথা কুশরীরে জীবঃ॥ ১৭

যস্ত্বিহ বা অসংবিভজ্যাশ্নাতি[৫] যৎকিঞ্চনোপনতমনির্মিতপঞ্চযজ্ঞো বায়সসংস্তুতঃ স পরত্র কৃমিভোজনে নরকাধমে নিপততি তত্র শতসহস্রযোজনে[৬] কৃমিকুণ্ডে[৭] কৃমিভূতঃ স্বয়ং কৃমিভিরেব ভক্ষ্যমাণঃ কৃমিভোজনো যাবত্তদ-

তাপে এই ভূমি তপ্ত হয়ে আছে। সেখানে যেসব পাপী প্রাণী যায় তারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভিতরে ও বাহিরে দগ্ধ হতে থাকে। এতো দগ্ধ হয় যে তার অস্থিরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় কখনো উপবেশন করে, কখনো শয়ন করে, কখনো সঞ্চালন করে, কখনো দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে আবার কখনো দৌড়ায়। এইভাবে ওই নর-পশুর শরীরে যত রোম আছে তত সহস্র বৎসর তাকে এই যাতনা ভোগ করতে হয়॥ ১৪ ॥

কোনো আপদ উপস্থিত না হলেও যে ব্যক্তি বেদপথ ত্যাগ করে পাষণ্ড ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে যমদূত অসিপত্রবন নরকে নিক্ষেপ করে কশাঘাত করতে থাকে। ওই কশাঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যখন সে ইতস্তত ধাবিত হয় তখন উভয় পার্শ্বেই ধারাল তালবনের অসিপত্র দ্বারা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হতে থাকে। তখন সে অত্যন্ত বেদনায় 'হা হতোঽস্মি' (হায় আমি মরলাম) বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে এবং পদে পদে মূর্ছিত হয়। স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে পাষণ্ড ধর্ম অনুসরণ করলে তার এরূপ ফল ভোগ করতে হয়॥ ১৫ ॥

এই পৃথিবীতে যে রাজা বা রাজকর্মচারী নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড দেয় কিংবা ব্রাহ্মণের প্রতি শারীরিক দণ্ড বিধান করে, সেই মহাপাপী মৃত্যুর পর শূকরমুখ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেখানে যখন মহাবলী যমদূত তার অঙ্গসকলকে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় নিষ্পেষিত করে, তখন নির্দোষ ব্যক্তিরা যেমন তাদের দণ্ডকালে যাতনায় চিৎকার করত সেইরূপ সেও আর্তস্বরে রোদন ও চিৎকার করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মৎকুণাদি (ছারপোকা) প্রাণীকে হিংসা করে তাদের ওই হিংসাহেতু অন্ধকূপ নামক নরকে পতিত হতে হয় ; কারণ স্বয়ং ভগবানই তাদের রক্তপান বৃত্তিই দান করেছেন এবং সেইজন্য তারা অন্যকে কষ্ট দেয় সেকথা অনুভব করতে পারে না ; কিন্তু ভগবান মানুষের কর্মে বিধি নিষেধ করেছেন এবং মানুষ অন্যের কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। পৃথিবীতে সে পশু, মৃগ, পক্ষী, সর্পাদি উরগপ্রাণী, মশক, উকুন, মৎকুণ (ছারপোকা) ও মক্ষিকা আদি জীব—যাদের প্রতি হিংসা করত—তারা সেখানে চতুর্দিক থেকে তাকে হিংসা করতে থাকে। সেইজন্য তার নিদ্রা ও শান্তি নষ্ট হয় এবং সে স্থির থাকতে পারে না ; যেরূপ অসুস্থ ব্যক্তি আকুল হয়ে পড়ে সেইরকম সেও ঘোর অন্ধকারে আকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায়॥ ১৭ ॥

[১]প্রা.পা.— শেতেঽবতিষ্ঠতি। [২]প্রা.পা.—যস্তু হ বৈ। [৩]প্রা.পা.—পাষণ্ডানুগমনং। [৪]প্রা.পা.—মীশ্বরকল্পিত.। [৫]প্রা.পা.—সঙ্গেঽসংবিভজ্য। [৬]প্রা.পা.—শতযোজনে। [৭]প্রা.পা.— শ্চে কৃমিভিরেব ভক্ষ্যমাণঃ।

প্রত্তাপ্রহুতাদোঽনির্বেশমাত্মানং যাতয়তে॥ ১৮ ॥ যস্ত্বিহ বৈ স্তেয়েন বলাদ্বা হিরণ্যরত্নাদীনি ব্রাহ্মণস্য বাপহরত্যন্যস্য বানাপদি পুরুষস্তমমুত্র রাজন্ যমপুরুষা অয়স্ময়ৈরগ্নিপিণ্ডৈঃ[১] সন্দংশৈস্ত্বচি নিষ্কুষন্তি॥ ১৯ ॥ যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়মগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি[২] তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া[৩] সূর্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ং চ পুরুষরূপয়া[৪] সূর্ম্যা ॥ ২০ ॥ যস্ত্বিহ বৈ সর্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্তমানং বজ্রকণ্টকশাল্মলীমারোপ্য নিষ্কর্ষন্তি॥ ২১ ॥

যে ত্বিহ বৈ রাজন্যা রাজপুরুষা বা অপাখণ্ডা ধর্মসেতূন্[৫] ভিন্দন্তি তে সম্পরেত্য বৈতরণ্যাং নিপতন্তি ভিন্নমর্যাদাস্তস্যাং নিরয়পরিখাভূতায়াং নদ্যাং যাদোগণৈরিতস্ততো ভক্ষ্যমাণা আত্মনা ন বিযুজ্যমানাশ্চাসুভিরুহ্যমানাঃ স্বাঘেন[৬] কর্মপাকমনুস্মরন্তো বিণ্মূত্রপূয়শোণিতকেশনখাস্থিমেদোমাংসবসাবাহিন্যামুপতপ্যন্তে॥ ২২ ॥ যে ত্বিহ বৈ বৃষলীপতয়ো নষ্টশৌচাচারনিয়মাস্ত্যক্তলজ্জাঃ পশুচর্যাং চরন্তি তে চাপি প্রেত্য পূয়বিণ্মূত্রশ্লেষ্মমলাপূর্ণার্ণবে নিপতন্তি তদেবাতিবীভৎসিতমশ্নন্তি॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান (ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ) করে না এবং যা কিছু খাদ্য দ্রব্য লাভ করে, তার অংশ অপরকে না দিয়ে নিজেই ভোজন করে, তাকে বায়স বলা হয়। সে পরলোকে কৃমিভোজন নামক নিকৃষ্ট নরকে পতিত হয়। সেই নরক দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে এক লক্ষ যোজন বিস্তৃত কীটেদের কুণ্ড। সেখানে তাকে কীটরূপেই বাস করতে হয় এবং যতদিন না সেই পাপীর,—অন্যকে দান না করে এবং দেবতার উদ্দেশ্যেও নিবেদন না করে ভোজন করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তার দোষ যতদিন না ভোগ করে ক্ষয় করতে পারে ততদিন তাকে সেখানে অবস্থান করতে হয়, কৃমিরা তাকে দংশন করে এবং সেও কৃমিদের ভক্ষণ করে॥ ১৮ ॥ যে ব্যক্তি চৌর্য অথবা বলদ্বারা ব্রাহ্মণের এবং বিপদ না হলেও অন্য পুরুষের স্বর্ণ এবং রত্নাদি অপহরণ করে, মৃত্যুর পর যমপুরুষগণ তাকে সন্দংশ নামক নরকে নিয়ে গিয়ে সেখানে অগ্নিপিণ্ড দ্বারা তার গাত্র বিদ্ধ করে এবং সাঁড়াশি দিয়ে তার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে॥ ১৯ ॥ যদি কোনো ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অগম্যা স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভোগ করে অথবা কোনো স্ত্রীলোক গমনের অযোগ্য পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে তবে যমদূত তাদের তপ্তসূর্মি নামক নরকে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাত করে এবং উক্ত পুরুষকে তপ্ত লৌহময়ী নারীমূর্তির সঙ্গে ও নারীকে তপ্ত লৌহময়ী পুরুষমূর্তির সঙ্গে আলিঙ্গন করায়॥ ২০ ॥ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে পশু আদি সকলের সঙ্গেই সঙ্গম করে, তার মৃত্যুর পর যমদূত তাকে বজ্রকণ্টক শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং তথায় বজ্রের সমান কঠোর কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে আরোহণ করিয়ে ঘর্ষণ করে॥ ২১ ॥

যে রাজা বা রাজপুরুষ এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করেও ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করে, মৃত্যুর পর তাকে বৈতরণী নামক নরক নদীতে নিপাতিত হতে হয়। এই নদী নরকের পরিখাস্বরূপ। এটি মল, মূত্র, পুঁজ, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস ও নোংরা নানান দ্রব্যে পূর্ণ থাকে। সেখানে পতিত হওয়ার পর জলজন্তুরা তাকে ভক্ষণ করতে থাকে, কিন্তু তার শরীর নষ্ট হয় না, পাপের ফল ভোগ না করা পর্যন্ত তার প্রাণ ত্যাগ হয় না এবং কৃতকর্মের জন্যই প্রাণ তাকে বহন করে আর নিজ কৃত কুকর্মের কারণেই তাকে সেই দুর্গতি ভোগ করতে হচ্ছে বুঝতে পেরে মনে

[১]প্রা.পা.—অশ্মময়ৈরগ্নি.। [২]প্রা.পা.—দপি গচ্ছতি। [৩]প্রা.পা.—তাড়য়েত্তিগ্ময়া। [৪]প্রা.পা.—পুরুষমূর্ত্ত্যা। [৫]প্রা.পা.—ধর্মসেতুং। [৬]প্রা.পা.—অঘেন কর্মবিপাকমনুস্মরন্ত উপতপ্যন্তে বিণ্মূত্র.........বাহিন্যাম্।

যে ত্বিহ বৈ শ্বগর্দভপতয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো মৃগয়াবিহারা অতীর্থে চ মৃগান্নিঘ্নন্তি তানপি সম্পরেতাঁল্লক্ষ্যভূতান্ যমপুরুষা ইষুভির্বিধ্যন্তি॥ ২৪ ॥

যে ত্বিহ বৈ দাম্ভিকা দম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ বিশসন্তি তানমুষ্মিল্লোঁকে বৈশসে নরকে পতিতান্নিরয়পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি॥ ২৫ ॥ যস্ত্বিহ বৈ সবর্ণাং ভার্যাং দ্বিজো রেতঃ পায়য়তি কামমোহিতস্তং পাপকৃতমমুত্র রেতঃকুল্যায়াং পাতয়িত্বা রেতঃ সম্পায়য়ন্তি[১]॥ ২৬ ॥ যে ত্বিহ বৈ দস্যবোঽগ্নিদা গরদা গ্রামান্ সার্থান্ বা বিলুম্পন্তি রাজানো রাজভটা বা তাংশ্চাপি হি পরেত্য[২] যমদূতা বজ্রদংষ্ট্রাঃ শ্বানঃ সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ সরভসং খাদন্তি॥ ২৭ ॥ যস্ত্বিহ[৩] বা অনৃতং বদতি সাক্ষ্যে দ্রব্যবিনিময়ে দানে বা কথঞ্চিৎস বৈ প্রেত্য নরকেঽবীচিমত্যধঃশিরা[৪] নিরবকাশে যোজনশতোচ্ছ্রায়াদ্ গিরিমূর্ধ্নঃ সম্পাত্যতে যত্র[৫] জলমিব স্থলমশ্মপৃষ্ঠমবভাসতে তদবীচিমত্তিলশো বিশীর্যমাণশরীরো ন ম্রিয়মাণঃ পুনরারোপিতো নিপততি ॥ ২৮ ॥

যস্ত্বিহ বৈ বিপ্রো রাজন্যো বৈশ্যো বা সোমপীথস্তৎ কলত্রং বা সুরাং ব্রতস্থোঽপি বা পিবতি প্রমাদতস্তেষাং[৬] নিরয়ং নীতানামুরসি পদাঽঽক্রম্যাস্যে বহ্নিনা দ্রবমাণং কার্ষ্ণায়সং নিষিঞ্চন্তি॥ ২৯ ॥ অথ চ যস্ত্বিহ[৭] বা আত্মসম্ভাবনেন স্বয়মধমো জন্মতপোবিদ্যাচারবর্ণাশ্রমবতো বরীয়সো ন বহু মন্যেত স মৃতক এব মৃত্বা ক্ষারকর্দমে নিরয়েঽবাক্‌শিরা নিপাতিতো দুরন্তা যাতনা

মনে সে সন্তপ্ত হতে থাকে॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি ইহলোকে শৌচ ও আচার ব্যবহার ও লজ্জা ত্যাগ করে শূদ্র স্ত্রীদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে এবং পশুদের মতোই ব্যবহার করে, সে মৃত্যুর পর পূয (পুঁজ), বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা এবং মলদ্বারা দূষিত পূয়োদ নামক নরক-সমুদ্রে পতিত হয় এবং ওই সকল বীভৎস দ্রব্য ভোজন করে থাকে॥ ২৩ ॥ এই নরলোকে যে সব ব্রাহ্মণ উচ্চ বর্ণে জন্মগ্রহণ করেও কুকুর ও গর্দভ পালন করে এবং শিকার করে, অধিকন্তু শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পশু হত্যা করে, মৃত্যুর পর যমদূতেরা তাদের প্রাণরোধ নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং তথায় তাদের বাণে বিদ্ধ করে॥ ২৪ ॥

যে সকল দাম্ভিকব্যক্তি অহংকার পূর্বক যজ্ঞে পশু বধ করে, তাদের পরলোকে বৈশস (বিশসন) নরকে নিক্ষেপ করে যমদূতগণ যাতনা দিয়ে থাকে॥ ২৫ ॥ যে দ্বিজ কামে মোহিত হয়ে সবর্ণা স্ত্রীকে রেতঃ (বীর্য) পান করায় মৃত্যুর পর যমদূতেরা তাকে রেতঃ নদীতে (লালাভক্ষ নরকে) নিক্ষেপ করে রেতঃ পান করায়॥ ২৬ ॥ যে সকল চোর, রাজা অথবা রাজপুরুষ অন্যের ঘরে আগুন লাগায় বা অপরকে বিষ পান করায় বা গ্রামের ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি অপহরণ করে তাদের সর্বনাশ করে, পরলোকে যমদূতেরা তাদের সারমেয়াদন নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং সাতশ কুড়িটি বজ্রদংষ্ট্র কুকুর মহা উৎসাহে তাদের ভক্ষণ করে॥ ২৭ ॥ যে কেউ ইহলোকে সাক্ষ্যদানকালে ক্রয়-বিক্রয়স্থলে বা দান করার সময় কোনো প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেয়, পরলোকে সে নিরবলম্বন অবীচি নামক নরকে পতিত হয়। সেখানে তাকে শত যোজন উচ্চ গিরি শিখর থেকে অধোমুখ করে নীচে নিক্ষেপ করা হয়। ওই নরকের প্রস্তরময় ভূমি জলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সেইজন্য এই নরককে অবীচি বলা হয়। সেখানে পতিত হয়ে তার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় কিন্তু প্রাণ ত্যাগ হয় না ; সেইজন্য তাকে (একইভাবে) বারবার উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হয়॥ ২৮ ॥ যদি কোনো ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী কিংবা ব্রতধারী কোনো ব্যক্তি প্রমত্ত হয়ে সুরাপান করে এবং যদি কোনো ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সোমরস পান করে, তবে যমদূত তাদের অয়ঃপান নামক নরকে নিয়ে গিয়ে তাদের বক্ষোদেশে পদ স্থাপন করে মুখে অগ্নিদ্বারা দ্রবীভূত লৌহরস ঢেলে দেয়॥ ২৯ ॥ যে ব্যক্তি নিম্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেও মিথ্যা অহংকারে জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমে

[১]প্রা.পা.—আপায়য়ন্তি। [২]প্রা.পা.—পরেতান্। [৩]প্রা.পা.— যে ত্বিহ বা অনৃতং বদন্তি সাক্ষ্যে দ্রব্যবিনিময়ে বা কথঞ্চিৎ। [৪]প্রা.পা.—চীময়েঽধশিশ.। [৫]প্রা.পা.—পত্তজ্জলমিব। [৬]প্রা.পা.—পুমানতস্তেষাং নিরয়ং। [৭]প্রা.পা.—যস্ত্বিহাত্মসংভাবনেন।

হৃষ্যতে ॥ ৩০ ॥

যে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে যাশ্চ স্ত্রিয়ো[১] নৃপশূন্ খাদন্তি তাংশ্চ তে পশব ইব[২] নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ সৌনিকা ইব স্বধিতিনাবদায়াসৃক্[৩] পিবন্তি নৃত্যন্তি চ গায়ন্তি চ হৃষ্যমাণা যথেহ পুরুষাদাঃ॥ ৩১ ॥ যে ত্বিহ বা অনাগসোঽরণ্যে গ্রামে বা বৈশ্রম্ভকৈরুপসৃতানুপবিশ্রম্ভয্য জিজীবিষূন্ শূলসূত্রাদিষূপপ্রোতান্ ক্রীড়নকতয়া যাতয়ন্তি তেঽপি চ প্রেত্য যমযাতনাসু শূলাদিষু প্রোতাত্মানঃ ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং চাভিহতাঃ কঙ্কবটাদিভিশ্চেতস্ততস্তিগ্মতুণ্ডৈরাহন্যমানা আত্মশমলং স্মরন্তি॥ ৩২ ॥

যে ত্বিহ বৈ ভূতান্যুদ্বেজয়ন্তি নরা উল্বণস্বভাবা যথা দন্দশূকাস্তেঽপি প্রেত্য নরকে দন্দশূকাখ্যে নিপতন্তি যত্র নৃপ দন্দশূকাঃ পঞ্চমুখাঃ সপ্তমুখা উপসৃত্য[৪] গ্রসন্তি যথা বিলেশয়ান্॥ ৩৩ ॥ যে ত্বিহ বা অন্ধাবটকুসূলগুহাদিষু ভূতানি নিরুন্ধন্তি তথামুত্র তেষ্বেবোপবেশ্য সগরেণ বহ্নিনা ধূমেন নিরুন্ধন্তি॥ ৩৪ ॥ যস্ত্বিহ বা অতিথীনভ্যাগতান্ বা গৃহপতিরসকৃদুপগতমন্যুর্দিধক্ষুরিব পাপেন চক্ষুষা নিরীক্ষতে তস্য চাপি নিরয়ে পাপদৃষ্টেরক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা[৫] গৃধ্রাঃ কঙ্ককাকবটাদয়ঃ প্রসহ্যোরুবলাদুৎপাটয়ন্তি॥ ৩৫ ॥

যস্ত্বিহ বা আঢ্যাভিমতিরহঙ্কৃতিস্তির্যক্ প্রেক্ষণঃ সর্বতোঽভিবিশঙ্কী[৬] অর্থব্যয়নাশচিন্তয়া পরিশুষ্যমাণহৃদয়বদনো নির্বৃতিমনবগতো গ্রহ ইবার্থমভিরক্ষতি[৭] স চাপি প্রেত্য তদুৎপাদনোৎকর্ষণসংরক্ষণশমলগ্রহঃ[৮] সূচীমুখে নরকে নিপততি যত্র হ বিত্তগ্রহং[৯] পাপপুরুষং ধর্মরাজপুরুষা বায়কা ইব সর্বতোঽঙ্গেষু সূত্রৈঃ পরিবয়ন্তি ॥ ৩৬ ॥

উৎকৃষ্ট পূজনীয় ব্যক্তির সম্মান করে না, সেই ব্যক্তি জীবন্মৃত। দেহান্তে তাকে ক্ষারকর্দম নামক নরকে অধোমুখ করে নিক্ষেপ করা হয় এবং সেখানে তাকে দুরন্ত যাতনা ভোগ করতে হয়॥ ৩০ ॥

ইহলোকে যে সকল পুরুষ নরবলি দিয়ে ভৈরব, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদির আরাধনা করে এবং যে সকল স্ত্রী পশুদের মতো নরমাংস ভক্ষণ করে, পশুর ন্যায় নিহত সেই মানুষরা রাক্ষস রূপ ধারণ করে তাদের নানারূপ যাতনা দেয় এবং রক্ষোগণ ভোজন নামক নরকে তাদের দেহকে কুঠার দ্বারা খণ্ড বিখণ্ডিত করে তাদের শোণিত পান করে। ইহলোকে যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যক্তি মাংস ভোজন করে আনন্দ করে, এখন তারাও এদের শোণিত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করতে থাকে॥ ৩১ ॥ এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি অরণ্যের বা গ্রামের জীবিত থাকতে ইচ্ছুক নিরপরাধ প্রাণীদের নানা উপায়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করে শূল বা রজ্জু দ্বারা বিদ্ধ করে যাতনা দিয়ে বধ করে, মৃত্যুর পর যমলোকে তাকে শূলপ্রোত নামক নরকে শূলে বিদ্ধ হয়ে যম-যাতনা ভোগ করতে হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাকে ক্লেশ দেয়, এবং কঙ্ক, বটের প্রভৃতি পক্ষীরা তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা যখন আঘাত করে তখন তার পূর্বকৃত পাপ স্মৃতি পথে উদিত হয়॥ ৩২ ॥

হে রাজন্! ইহলোকে যে সকল উগ্রস্বভাব ব্যক্তি সর্পের ন্যায় অন্য জীবদের উদ্‌বেগের কারণ হয়, তারা মৃত্যুর পর দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়, যেমন সর্প মূষিককে গ্রাস করে সেইরূপ তথায় পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্পসকল তাদের আক্রমণ করে গ্রাস করে॥ ৩৩ ॥ যে ব্যক্তি ইহলোকে অন্য প্রাণীদের অন্ধকার বায়ুহীন গর্তে, দুর্গের তোষাখানায় বা গুহায় বন্দী করে রাখে, মৃত্যুর পর যমদূতরা তাকে সেইরূপ গর্তেই নিক্ষেপ করে বিষযুক্ত বহ্নি ও ধূমদ্বারা যাতনা দেয়। এইজন্যই এই নরকের নাম অবটনিরোধন॥ ৩৪ ॥ যে সকল গৃহস্থ অতিথিদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, যেন তাদের ভস্ম করে ফেলবার জন্য বারবার কুটিল দৃষ্টিপাত করে, সেই গৃহস্থ ব্যক্তিরা যখন নরকে যায় তখন গৃধ্র, কঙ্ক, কাক ও বটেরাদি পক্ষিগণ তাদের নেত্রদ্বয়কে বলপূর্বক উৎপাটন করে নেয়। এই নরককে পর্যাবর্তন বলে॥ ৩৫ ॥

ইহলোকে যে ব্যক্তি ধনের অহংকার বশত নিজেকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনী বলে মনে করে, কুটিল দৃষ্টির দ্বারা অন্যকে দেখে, অন্যদের সন্দেহ করে, ধনক্ষয়ের ভয়ে ও বিনাশের ভয়ে যার হৃদয় ও মুখ সর্বদা শুষ্ক হয়, সর্বদা যক্ষের মতো ধনকে রক্ষা করে এবং সর্বদা অশান্তি ভোগ করে, ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি ও রক্ষা করার জন্যে নানারূপ পাপ কাজ

[১]প্রা.পা.—স্বস্ত্রিয়ো নৃপশূন্। [২]প্রা.পা.—ইহ। [৩]প্রা.পা.—দার্বাসৃক্। [৪]প্রা.পা.—উপল্লিষ্য। [৫]প্রা.পা.—বক্রতুণ্ডা.। [৬]প্রা.পা.—সর্বতঃ শঙ্কী ব্যয়নাশচিন্তয়া। [৭]প্রা.পা.—মতিরক্ষতি। [৮]প্রা.পা.—রক্ষণসমলগ্রহঃ। [৯]প্রা.পা.—গ্রহণং।

এবংবিধা নরকা যমালয়ে সন্তি শতশঃ[১] সহস্রশস্তেষু সর্বেষু চ সর্ব এবাধর্মবর্তিনো যে কেচিদিহোদিতা অনুদিতাশ্চাবনিপতে পর্যায়েণ বিশন্তি তথৈব ধর্মানুবর্তিন ইতরত্র ইহ তু পুনর্ভবে ত উভয়শেষাভ্যাং নিবিশন্তি॥ ৩৭ ॥

নিবৃত্তিলক্ষণমার্গ আদাবেব ব্যাখ্যাতঃ। এতাবানেবাণ্ডকোশো যশ্চতুর্দশধা পুরাণেষু বিকল্পিত উপগীয়তে যত্তদ্ভগবতো নারায়ণস্য সাক্ষান্মহাপুরুষস্য স্থবিষ্ঠং রূপমাত্মমায়াগুণময়মনুবর্ণিতমাদৃতঃ[২] পঠতি শৃণোতি শ্রাবয়তি স উপগেয়ং ভগবতঃ পরমাত্মনোঽগ্রাহ্যমপি শ্রদ্ধাভক্তিবিশুদ্ধবুদ্ধির্বেদ॥ ৩৮ ॥

শ্রুত্বা স্থূলং তথা সূক্ষ্মং রূপং ভগবতো যতিঃ।
স্থূলে নির্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েদিতি॥ ৩৯

ভূদ্বীপবর্ষসরিদদ্রিনভঃসমুদ্র-
পাতালদিঙ্নরকভাগণলোকসংস্থা।
গীতা ময়া তব নৃপাদ্ভুতমীশ্বরস্য
স্থূলং বপুঃ সকলজীবনিকায়ধাম॥ ৪০

করে, সেই নরাধম মৃত্যুর পর সূচীমুখ নামক নরকে পতিত হয়। সেই অর্থপিশাচ পাপিষ্ঠের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যমরাজের কিঙ্করগণ তন্তুবায়ের মতো সূত্র বয়ন করে॥ ৩৬ ॥

রাজন্! যমালয়ে এইরূপ শত-সহস্র নরক আছে। তাদের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাদের বিষয় কিছুই বর্ণনা করা হয়নি, সেই সকল নরকেই অধর্মচারীরা পর্যায়ক্রমে প্রবেশ করে। সেইরূপ ধর্মানুবর্তী মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে সুখ ভোগ করেন। এইপ্রকার নরক এবং স্বর্গলোক ভোগ করার পর যখন তাঁদের পাপ এবং পুণ্যের কিয়দংশ ভোগান্তে ক্ষয় হয়ে যায় তখন অবশিষ্ট পাপ ও পুণ্য কর্মের জন্য তাঁরা পুনর্বার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৩৭ ॥

এই ধর্ম ও অধর্মের থেকে পৃথক যে নিবৃত্তি মার্গ সে সম্বন্ধে পূর্বেই (দ্বিতীয় স্কন্ধে) বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণে যে চতুর্দশ ভুবনের বর্ণনা করা হয়েছে তাই ব্রহ্মাণ্ড কোষ, যা পরমপুরুষ নারায়ণের স্বীয় মায়াগুণ সম্পন্ন সাক্ষাৎ স্থূলতম রূপ বলে বর্ণিত। এর বর্ণনা আমি তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। যে পরমাত্মা ভগবানের সূক্ষ্ম স্বরূপের বর্ণনা উপনিষদে আছে তা ধারণার অতীত হলেও যিনি সমাদরপূর্বক তা পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং অপরকে শ্রবণ করান তাঁর বুদ্ধি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি হেতু বিশুদ্ধি লাভ করে এবং তিনি সেই সূক্ষ্মরূপের উপলব্ধি করতে সমর্থ হন॥ ৩৮ ॥ যতি ব্যক্তিগণ ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ যথাযথ শ্রবণ করে প্রথমে স্থূলরূপে মনকে স্থির রাখেন, অনন্তর ধীরে ধীরে সূক্ষ্মরূপে মনঃসংযোগ করেন॥ ৩৯ ॥ হে রাজন, পরীক্ষিৎ! আমি আপনার কাছে পৃথিবী এবং তার অন্তর্গত দ্বীপ, বর্ষ, নদী, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, পাতাল, দিক-সমুদয়, নরক, নক্ষত্রগণ এবং লোক সকলের বর্ণনা করেছি। এই ভগবানের স্থূলরূপ ও নিখিলজীবের আশ্রয় স্থল॥ ৪০ ॥

---o---

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
পঞ্চমস্কন্ধে নরকানুবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে
নরকের পৃথক পৃথক গতির বর্ণনা নামক ষড়বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

---o---

ইতি পঞ্চমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

॥ পঞ্চম স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

---o---

[১]প্রা.পা.—শতসহস্রশঃ। [২]প্রা.পা.—ণমনুবর্ণিত.।

শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ



ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

ষষ্ঠ স্কন্ধ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

অজামিল উপাখ্যান

রাজোবাচ

নিবৃত্তিমার্গঃ কথিত আদৌ ভগবতা যথা ।
ক্রমযোগোপলব্ধেন ব্রহ্মণা যদসংসৃতিঃ ॥ ১

প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ত্রৈগুণ্যবিষয়ো মুনে।
যোঽসাবলীনপ্রকৃতের্গুণসর্গঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২

অধর্মলক্ষণা নানা নরকাশ্চানুবর্ণিতাঃ।
মন্বন্তরশ্চ ব্যাখ্যাত আদ্যঃ স্বায়ম্ভুবো যতঃ ॥ ৩

প্রিয়ব্রতোত্তানপদোর্বংশস্তচ্চরিতানি চ।
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাদ্রিনদ্যুদ্যানবনস্পতীন্ ॥ ৪

ধরামণ্ডলসংস্থানং ভাগলক্ষণমানতঃ।
জ্যোতিষাং বিবরাণাং চ যথেদমসৃজদ্বিভুঃ ॥ ৫

অধুনেহ মহাভাগ যথৈব নরকান্নরঃ।
নানোগ্রযাতনান্নেয়াত্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ভগবান! আপনি পূর্বে (দ্বিতীয় স্কন্ধে) নিবৃত্তিমূলক পন্থা এবং তার অনুসরণের ফলে জীবের অর্চিরাদিমার্গে ক্রমশ ব্রহ্মলোকে পৌঁছে ব্রহ্মার সাথে মুক্ত হবার কথা বর্ণনা করেছেন ॥ ১ ॥ হে মুনিবর! এ ছাড়া প্রবৃত্তিরূপ যে মার্গের দ্বারা ত্রিগুণময় স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি এবং প্রকৃতির সম্বন্ধ ছিন্ন না হওয়াতে জীবের বার বার জন্মমৃত্যুপ্রবাহে আবর্তন হয়ে থাকে তার কথাও আপনি (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণনা করেছেন ॥ ২ ॥ তারপরে অধর্মের ফলস্বরূপ নানাবিধ নরকভোগের কথাও (পঞ্চম স্কন্ধে) ব্যাখ্যা করেছেন। (চতুর্থ স্কন্ধে) আপনি প্রথম মন্বন্তর ও মন্বন্তরাধিপতি স্বায়ম্ভুব মনুর কাহিনীও বলেছেন ॥ ৩ ॥ সেই সাথে (চতুর্থ ও পঞ্চম স্কন্ধে) প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই দুই মনুপুত্রের বংশ, তাঁদের চরিত্র এবং দ্বীপ, বর্ষ, সমুদ্র, পর্বত, নদী, উদ্যান এবং বিভিন্ন দ্বীপের বৃক্ষাদিরও কথা বলেছেন ॥ ৪ ॥ ভূমণ্ডলের সংস্থান, দ্বীপ-বর্ষাদি বিভাগ, তাদের লক্ষণ তথা পরিমাণ, গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থিতি, অতল-বিতল ইত্যাদি ভূ-বিবর (সপ্তপাতাল) এবং ভগবান যেভাবে এইসব সৃষ্টি করেছেন—সে-সবই আপনি বর্ণনা করেছেন ॥ ৫ ॥ হে মহাভাগ! আমি এখন আপনার কাছে সেই উপায়ের কথা শুনতে চাই যার অনুষ্ঠান করলে মানুষের নানাবিধ দুঃসহ যাতনাপূর্ণ নরকে না যেতে হয়। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে সেই উপদেশ দান করুন ॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—মানুষ মন, বাক্য ও শরীরের

শ্রীশুক[১]উবাচ

ন চেদিহৈবাপচিতিং যথাংহসঃ
কৃতস্য কুর্যান্মনউক্তিপাণিভিঃ।
ধ্রুবং স বৈ প্রেত্য নরকানুপৈতি
যে কীর্তিতা মে ভবতস্তিগ্মযাতনাঃ ॥ ৭

তস্মাৎ পুরৈবাশ্বিহ পাপনিষ্কৃতৌ
যতেত মৃত্যোরবিপদ্যতাত্মনা।
দোষস্য দৃষ্ট্বা গুরুলাঘবং যথা
ভিষক্ চিকিৎসেত রুজাং নিদানবিৎ ॥ ৮

রাজোবাচ

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥ ৯

ক্বচিন্নিবর্ততেঽভদ্রাৎক্বচিচ্চরতি[২] তৎপুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমতোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ১০

শ্রীশুক[৩]উবাচ

কর্মণা কর্মনির্হারো[৪] ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং[৫] বিমর্শনম্ ॥ ১১

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ১২

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন চ ॥ ১৩

দেহবাগ্বুদ্ধিজং ধীরা ধর্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥ ১৪

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কাৎর্স্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৫

দ্বারা পাপাচরণ করে। সে যদি ইহলোকেই সেই সব পাপাচরণের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত না করে, তবে মৃত্যুর পরে সেই সব ভয়ানক যন্ত্রণাপূর্ণ নরকে—যে সব নরকের বর্ণনা আমি আগে (পঞ্চম স্কন্ধের শেষ ভাগে) তোমার কাছে করেছি—তাকে নিশ্চিতই যেতে হয়॥ ৭ ॥ সেইজন্য এই জন্মেই মৃত্যুর পূর্বে শরীর অপটু হওয়ার আগেই সতর্ক ও সংযতচিত্তে পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করে অবিলম্বে পাপের নিষ্কৃতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত—যেমন রোগের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করে মর্মজ্ঞ চিকিৎসক রোগের যথাযথ চিকিৎসা করেন॥ ৮ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—পূজ্যবর! পাপাচরণ করলে ইহজগতে শাসন কর্তা, সমাজ প্রভৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষ শাস্তি এবং পরলোকে শাস্ত্রোক্ত নরকাদি ভোগ করতে হয়, সুতরাং পাপ যে তার অনিষ্টকারী একথা জেনেও মানুষ স্বভাবের বশে পাপবাসনায় বিবশ হয়ে বার বার সেই পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান কী করে সম্ভব ? ॥ ৯ ॥ মানুষ কখনো কখনো প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপের নিবৃত্তি করে, আবার সেই মানুষই সেই পাপকর্ম করে। সুতরাং আমার তো বিশ্বাস যে হাতি যেমন স্নান করার পরে আবার তখনই ধুলোবালি মাখে, সেইরকম মানুষের এই সব প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠানও হস্তীর স্নানের মতোই নিষ্ফল॥ ১০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—বস্তুত প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্মের দ্বারা পাপরূপ কর্মের মূলোচ্ছেদ হয় না ; কারণ অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন অজ্ঞানী জীবই ওই সব কর্মের অধিকারী। অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত পাপবাসনার সর্বতোভাবে নিবৃত্তি সম্ভব নয়। কাজে কাজেই তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত॥ ১১ ॥ যে মানুষ সুপথ্য সেবন করে রোগ তাকে ছুঁতে পারে না। সেইরকমই, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! যে মানুষ নিয়মাদি নিয়ত পালন করে, সে ক্রমে ক্রমে পাপবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণপ্রদ তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়॥ ১২ ॥ আগুন যেমন সুমহৎ বাঁশঝাড়কে ভস্মসাৎ করে, সেইরকম ধার্মিক ও শ্রদ্ধাবান ধীর পুরুষ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, ইন্দ্রিয়দমন, মনঃসংযম, দান, সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরশুচিতা, যম, নিয়ম—এই নটি সাধনের মাধ্যমে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কৃত সুমহৎ পাপকেও ভস্মীভূত করে থাকেন ॥ ১৩-১৪ ॥ বাসুদেবপরায়ণ অতি বিরল কোনো কোনো ভক্তজন, কেবলমাত্র ঐকান্তিকী ভক্তির

[১]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—ক্ব বা চরতি। [৩]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [৪]প্রা.পা.—কর্মনির্বেগো ন চাত্যন্তিক। [৫]প্রা.পা.—কারত্বা.।

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপূরুষনিষেবয়া[১]॥ ১৬

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ১৭

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্‌মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥ ১৮

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥ ১৯

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
দূতানাং বিষ্ণুযময়োঃ সংবাদস্তং নিবোধ মে॥ ২০

কান্যকুব্জে দ্বিজঃ কশ্চিদ্দাসীপতিরজামিলঃ।
নাম্না নষ্টসদাচারো দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ॥ ২১

বন্দ্যক্ষকৈতবৈশ্চৌর্যৈর্গর্হিতাং[২] বৃত্তিমাস্থিতঃ[৩]।
বিভ্রৎ কুটুম্বমশুচির্যাতয়ামাস দেহিনঃ॥ ২২

এবং নিবসতস্তস্য লালয়ানস্য তৎ সুতান্
কালোঽত্যগান্মহান্ রাজন্নষ্টাশীত্যায়ুষঃ সমাঃ॥ ২৩

তস্য প্রবয়সঃ পুত্রা দশ তেষাং তু যোঽবমঃ।
বালো নারায়ণো নাম্না পিত্রোশ্চ দয়িতো ভৃশম্॥ ২৪

স বদ্ধহৃদয়স্তস্মিন্নর্ভকে কলভাষিণি।
নিরীক্ষমাণস্তল্লীলাং মুমুদে জরঠো ভৃশম্॥ ২৫

দ্বারাই, সূর্যকিরণে শিশির কিংবা কুহেলিকার অবলুপ্তির মতো, সমুদয় পাপরাশি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে থাকেন॥ ১৫ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! পাপী মানুষ ভগবানে আত্মসমর্পণ বা ভগবদ্ভক্তজনের সেবা-পরিচর্যা দ্বারা যেমন পবিত্র হতে পারে, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারাও সেই পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়॥ ১৬ ॥ ইহলোকে এই ভক্তিমার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ, এই পথে কোনো বিঘ্নাদিরও আশঙ্কা নেই এবং এই পথ পরম মঙ্গলময় ; এই ভক্তিযোগমার্গে বাসুদেব-পরায়ণ সাধুগণ সর্বদাই অবস্থান করেন॥ ১৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! গঙ্গাদি নদীসকল যেমন সুরাপূর্ণ পাত্রকে পবিত্র করতে পারে না তেমনই সুমহৎ প্রায়শ্চিত্ত রূপ কর্ম বারবার অনুষ্ঠান করলেও ভগবদ্বিমুখ মানুষকে তা পবিত্র করতে পারে না॥ ১৮ ॥ এই সংসারে যে ব্যক্তি ভগবদ্‌গুণানুরাগী মন-মধুকরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ মধু একবারমাত্র পান করাতে পেরেছে তাতেই তার সমস্ত প্রায়শ্চিত্তকর্ম শেষ হয়ে গেছে। সে স্বপ্নেও কখনো যম বা পাশধারী যমদূতদের দর্শন পায় না। নরকের কথা তো বলাই বাহুল্য॥ ১৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! এই বিষয়ে মহাত্মাগণ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। সেই ইতিহাসে ভগবান বিষ্ণু ও যমদূতেদের সংবাদ কথিত আছে। সেটি তুমি আমার কাছে শোনো॥ ২০ ॥ কান্যকুব্জনগরে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। সে তার দাসীতে আসক্ত ছিল এবং সেই সংসর্গদোষে ক্রমে সে সমস্ত সদাচার থেকে বিচ্যুত হয়॥ ২১ ॥ পতিত দুষ্টচিত্ত সেই অজামিল বটুকব্রাহ্মণদের বেঁধে এনে তাদের সর্বস্ব লুঠ করত, জুয়া খেলে প্রতিপক্ষের সর্বস্ব হরণ করত, বঞ্চনা করে অপরের ধন অপহরণ করত, লুট-পাট করত, চুরিও করত। এইভাবে নিন্দনীয় জীবিকা অবলম্বন করে সে তার পরিজনদের ভরণপোষণ করত এবং অন্যান্য প্রাণীদের সততই নিগ্রহ করত॥ ২২ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে দাসীর দ্বারা উৎপন্ন সন্তানদের লালনপালন করতে করতে সে তার জীবনের সুদীর্ঘ অষ্টাশি বছর পার করে দিল॥ ২৩ ॥ বৃদ্ধ অজামিলের দশটি পুত্র ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোটটির নাম ছিল 'নারায়ণ'। এই নারায়ণ মা-বাবার বড় আদরের দুলাল ছিল॥ ২৪ ॥ তীব্র মোহে অভিভূত হয়ে মুগ্ধ বৃদ্ধ অজামিল তার সমস্ত মনপ্রাণ ওই বালককে সমর্পণ করে দিয়েছিল। সেই শিশুর আধো আধো বুলি শুনে শুনে আর বালকসুলভ

[১]প্রা.পা.—তৎ পরস্য তু সেবয়া। [২]প্রা.পা.— ক্ষৈঃ কৈতবৈ.। [৩]প্রা.পা.—মাশ্রিতঃ।

ভুঞ্জানঃ প্রপিবন্ খাদন্ বালকস্নেহযন্ত্রিতঃ।
ভোজয়ন্ পায়য়ন্মূঢ়ো ন বেদাগতমন্তকম্॥ ২৬

স এবং বর্তমানোঽজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে।
মতিং চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে॥ ২৭

স পাশহস্তাংস্ত্রীন্দৃষ্ট্বা পুরুষান্ ভৃশদারুণান্।
বক্রতুণ্ডানূর্ধ্বরোম্ণ আত্মানং নেতুমাগতান্॥ ২৮

দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ম্।
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈরাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৯

নিশম্য ম্রিয়মাণস্য ব্রুবতো[১] হরিকীর্তনম্।
ভর্তুর্নাম মহারাজ পার্ষদাঃ সহসাঽপতন্॥ ৩০

বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াদ্দাসীপতিমজামিলম্।
যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা॥ ৩১

ঊচুর্নিষেধিতাস্তাংস্তে বৈবস্বতপুরঃসরাঃ।
কে যূয়ং প্রতিষেদ্ধারো ধর্মরাজস্য শাসনম্॥ ৩২

কস্য বা কুত আয়াতাঃ কস্মাদস্য নিষেধথ।
কিং দেবা উপদেবা বা যূয়ং কিং সিদ্ধসত্তমাঃ॥ ৩৩

সর্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎপুষ্করমালিনঃ॥ ৩৪

সর্বে চ নূত্নবয়সঃ[২] সর্বে চারুচতুর্ভুজাঃ।
ধনুর্নিষঙ্গাসিগদাশঙ্খচক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ॥ ৩৫

দিশো বিতিমিরালোকাঃ কুর্বন্তঃ স্বেন রোচিষা।
কিমর্থং ধর্মপালস্য কিঙ্করান্নো নিষেধথ॥ ৩৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তে যমদূতৈস্তৈর্বাসুদেবোক্তকারিণঃ।
তান প্রত্যূচুঃ প্রহস্যেদং মেঘনির্হ্রাদয়া গিরা॥ ৩৭

ক্রীড়া নিরীক্ষণ করতে করতে তার আনন্দের আর সীমা থাকত না॥ ২৫ ॥ অজামিল সেই শিশুর স্নেহ বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পড়েছিল। নিজে যখন খাবার খেত তখন ওই বালককেও খাওয়াত, যখন জল পান করত তখন তাকেও জল পান করাত। এইভাবে সে এতই নিবিষ্ট-চিত্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কালক্রমে যখন তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল সেদিকেও তার খেয়াল থাকল না॥ ২৬ ॥

মূর্খ অজামিল যখন এইভাবে জীবন কাটাচ্ছিল তখন হঠাৎ একদিন তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখনো সে নারায়ণ নামক শিশুপুত্রের চিন্তাতেই মনোনিবেশ করে রইল॥ ২৭ ॥ এরই মধ্যে অজামিল দেখল যে তিনটি ভয়ংকরদর্শন যমদূত তাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে। তাদের হাতে পাশ, মুখগুলি বক্র এবং শরীরের রোমগুলি খাড়া খাড়া॥ ২৮ ॥ বালক নারায়ণ সেইসময় খানিকটা দূরে খেলনা নিয়ে খেলা করছিল। যমদূতদের দেখে অজামিল অত্যন্ত ব্যাকুলহৃদয়ে চিৎকার করে বালক নারায়ণকে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলে ডাকল॥ ২৯ ॥ ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদগণ দেখলেন যে এই অজামিল মৃত্যুসময়ে আমাদের প্রভু ভগবান নারায়ণের নাম উচ্চারণ করছে, তাঁর নাম কীর্তন করছে ; সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁরা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন॥ ৩০ ॥ সেই সময় যমদূতেরা দাসীতে আসক্ত অজামিলের সূক্ষ্ম শরীরকে আকর্ষণ করছিল। বিষ্ণুদূতেরা তাদের বলপূর্বক নিবারণ করলেন॥ ৩১ ॥ বিষ্ণুদূতদের দ্বারা নিবারিত হয়ে যমদূতেরা তাঁদের বলল— 'ওহে, ধর্মরাজের আজ্ঞা অমান্যকারী তোমরা কে ?॥ ৩২ ॥ তোমরা কার দূত, কোথা থেকে এসেছ, একে নিয়ে যেতে বাধা দিচ্ছ কেন ? তোমরা কি কোনো দেবতা, উপদেবতা বা সিদ্ধশ্রেষ্ঠ কেউ ?॥ ৩৩ ॥ তোমাদের সকলেরই তো দেখছি পদ্মপলাশের মতো চক্ষু, তোমাদের পরনে পীতবর্ণ কৌশেয়বস্ত্র, তোমাদের মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল আর গলায় সুন্দর পদ্মমালা শোভা পাচ্ছে॥ ৩৪ ॥ তোমাদের সকলেরই নবযৌবনাবস্থা, সুন্দর সুন্দর চারটি করে হাত এবং সেই হাতগুলিতে ধনুক, তূণ, অসি, গদা, শঙ্খ, চক্র, পদ্মফুল সুশোভিত॥ ৩৫ ॥ তোমাদের অঙ্গকান্তিতে দিঙ্মণ্ডলের অন্ধকার এবং অন্যান্য জ্যোতির্ময় পদার্থের জ্যোতি বিনষ্ট হল। আমরা ধর্মরাজের দূত, তোমরা আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছ কেন ?' ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যমদূতেরা এই

[১] প্রা.পা.—মুখতো হরিকীর্তনম্। [২] প্রা.পা.—তুল্যবয়সঃ।

বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ

যূয়ং বৈ ধর্মরাজস্য যদি নির্দেশিকারিণঃ।
ব্রূত ধর্মস্য নস্তত্ত্বং যচ্চ ধর্মস্য লক্ষণম্॥ ৩৮

কথংস্বিদ্ ধ্রিয়তে দণ্ডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতম্।
দণ্ড্যাঃ কিং কারিণঃ সর্বে আহোস্বিৎ কতিচিন্নৃণাম্॥ ৩৯

যমদূতা ঊচুঃ

বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম॥ ৪০

যেন স্বধাম্ন্যমী ভাবা রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ।
গুণনামক্রিয়ারূপৈর্বিভাব্যন্তে যথাতথম্॥ ৪১

সূর্যোঽগ্নিঃ খং মরুদ্গাবঃ সোমঃ সন্ধ্যাহনী দিশঃ।
কং[১] কুঃ কালো ধর্ম ইতি হ্যেতে দৈহ্যস্য সাক্ষিণঃ॥ ৪২

এতৈরধর্মো[২] বিজ্ঞাতঃ স্থানং দণ্ডস্য যুজ্যতে।
সর্বে কর্মানুরোধেন দণ্ডমর্হন্তি কারিণঃ॥ ৪৩

সম্ভবন্তি হি ভদ্রাণি বিপরীতানি চানঘাঃ।
কারিণাং গুণসঙ্গোঽস্তি দেহবান্ ন হ্যকর্মকৃৎ॥ ৪৪

যেন যাবান্ যথাধর্মো ধর্মো বেহ সমীহিতঃ[৩]।
স এব তৎ ফলং ভুঙ্ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ॥ ৪৫

যথেহ দেবপ্রবরাস্ত্রৈবিধ্যমুপলভ্যতে।
ভূতেষু গুণবৈচিত্র্যাত্তথান্যত্রানুমীয়তে[৪]॥ ৪৬

বর্তমানোঽন্যয়োঃ কালো[৫] গুণাভিজ্ঞাপকো যথা।
এবং জন্মান্যয়োরেতদ্ধর্মাধর্মনিদর্শনম্॥ ৪৭

কথা বললে ভগবান নারায়ণের আজ্ঞাবহ পার্ষদগণ মৃদু হাস্য সহকারে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন—॥ ৩৭ ॥

বিষ্ণুদূতেরা বললেন—হে যমদূতগণ ! তোমরা যদি সত্য সত্যই ধর্মরাজের আজ্ঞাবহ দূত হও, তবে ধর্মের লক্ষণ এবং ধর্মের তত্ত্ব কী, বলো ! ॥ ৩৮ ॥ দণ্ড দেবার নিয়ম কী ? দণ্ড কাকে দিতে হয় ? মানুষদের মধ্যে সকল পাপাচারীই কি দণ্ডনীয়, অথবা তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাত্র দণ্ডনীয় ? ॥ ৩৯ ॥

যমদূতরা বলল—যা বেদবিহিত, তাই ধর্ম, আর যা বেদনিষিদ্ধ তাই অধর্ম। বেদ স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ। বেদ তাঁর স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস এবং স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান—আমরা এরকমই শুনেছি॥ ৪০ ॥ জগতের রজোময়, সত্ত্বময় ও তমোময়—সব পদার্থই, সব প্রাণী নিজেদের পরম আধার ভগবানের মধ্যেই অবস্থিত থাকে। বেদের দ্বারাই গুণ, কর্ম, রূপ, নাম প্রভৃতির দ্বারা জীবের যথোচিত বিভাগ করা হয়॥ ৪১ ॥ দেহ এবং মনোবৃত্তিদ্বারা জীব যত কর্ম করে, সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, ইন্দ্রিয়বর্গ (অন্তর্যামী), চন্দ্র, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন, দিকসকল, জল, পৃথিবী, কাল ও ধর্ম তার সেইসব আচরণের সাক্ষী॥ ৪২ ॥ এদের সাক্ষ্য থেকে যা অধর্ম বলে জানা যায় তার দ্বারা দণ্ডনীয় পাত্রের নির্ণয় হয়। পাপাচরণকারী সব মানুষ নিজ নিজ কৃত কর্ম অনুসারে পাপপুণ্যের তারতম্য অনুযায়ী দণ্ডভাগী হয়ে থাকে॥ ৪৩ ॥ হে নিষ্পাপ পুরুষগণ ! কর্ম-আচরণকারী জীবমাত্রের সাথে গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) সম্বন্ধ থাকে। এইজন্যই সকলেরই কিছু পুণ্য ও কিছু পাপ হয়েই থাকে, কারণ দেহধারী হয়ে কোনো পুরুষ কর্ম না করে থাকতেই পারে না॥ ৪৪ ॥ ইহলোকে মানুষ যে প্রকারে, যে পরিমাণ ধর্ম বা অধর্ম আচরণ করে, পরলোকে সেই ব্যক্তি সেই প্রকারে তদনুরূপই সেই ধর্ম ও অধর্ম আচরণের ফল ভোগ করে থাকে॥ ৪৫ ॥ হে দেবশ্রেষ্ঠগণ ! ইহলোকে যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের বৈচিত্র্যের দরুন তিন রকম প্রাণী দেখা যায়—পুণ্যাত্মা, পাপাত্মা এবং পুণ্যপাপযুক্ত অথবা সুখী, দুঃখী এবং সুখদুঃখ উভয়যুক্ত, সেইরূপ পরলোকেও অর্থাৎ ফলভোগকালেও ত্রিবিধ ফলভোক্তা অনুমিত হয়॥ ৪৬ ॥ বর্তমান সময়ই ভূত ও ভবিষ্যতের নির্ণায়ক (অর্থাৎ বসন্তকালের ফল পুষ্পাদি বর্তমান দেখে অতীতের শীত এবং ভবিষ্যতের গ্রীষ্ম অনুমিত হয়।)

[১]প্রা.পা.—কালঃ স্বয়ং ধর্ম ইতি। [২]প্রা.পা.—র্মোঽভিজ্ঞাতঃ। [৩]প্রা.পা.—সমর্জিতঃ। [৪]প্রা.পা.—ত্র্যাদ্যথা। [৫]প্রা.পা.—মানোঽপ্যয়ং কালো।

মনসৈব পুরে দেবঃ পূর্বরূপং বিপশ্যতি।
অনুমীমাংসতেঽপূর্বং মনসা ভগবানজঃ॥ ৪৮

যথাজ্ঞস্তমসা যুক্ত উপাস্তে ব্যক্তমেব হি।
ন বেদ পূর্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা॥ ৪৯

পঞ্চভিঃ কুরুতে স্বার্থান্ পঞ্চ বেদাথ পঞ্চভিঃ।
একস্তু ষোড়শেন ত্রীন্ স্বয়ং সপ্তদশোঽশ্নুতে॥ ৫০

তদেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ং মহৎ।
ধত্তেঽনুসংসৃতিং পুংসি হর্ষশোকভয়ার্তিদাম্॥ ৫১

দেহ্যজ্ঞোঽজিতষড়্বর্গো নেচ্ছন্ কর্মাণি কার্যতে।
কোশকার ইবাত্মানং কর্মণাঽচ্ছাদ্য মুহ্যতি॥ ৫২

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম গুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্বলাৎ॥ ৫৩

লব্ধা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত।
যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা॥ ৫৪

এষ প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য বিপর্যয়ঃ।
আসীত স এব নচিরাদীশসঙ্গাদ্বিলীয়তে॥ ৫৫

অয়ং হি[১] শ্রুতসম্পন্নঃ শীলবৃত্তগুণালয়ঃ।
ধৃতব্রতো মৃদুর্দান্তঃ সত্যবাঙ্মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ॥ ৫৬

সেইরকমই বর্তমান জন্মের পাপ পুণ্যও অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মের পাপ পুণ্যের জ্ঞাপক হয়ে থাকে॥ ৪৭ ॥ আমাদের প্রভু জন্মরহিত সর্বজ্ঞ যমরাজ সকলের অন্তঃকরণের মধ্যেই বিরাজমান। সেইজন্যই তিনি আপন মনের দ্বারাই সকলের (ধর্মাধর্মাদিযুক্ত জীবের) পূর্বের অবস্থা বুঝতে পারেন। সাথে সাথেই তিনি জীবের ভবিষ্যৎ জন্মের স্বরূপও বিচারপূর্বক অবগত হন॥ ৪৮ ॥ নিদ্রিত অজ্ঞানী পুরুষ স্বপ্নকালে প্রতীত-কল্পিত দেহকেই নিজের আসল শরীর মনে করে, নিদ্রিত বা জাগ্রত দেহকে ভুলে যায়, জীবও সেইরকমই তার পূর্বজন্মের কথা ভুলে যায় এবং বর্তমান দেহ ছাড়া পূর্বের বা পরের দেহ সম্বন্ধে কিছুই জানে না॥ ৪৯ ॥ হে সিদ্ধপুরুষগণ ! জীব বর্তমান শরীরে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা আদান-প্রদান, চলা-ফেরা ইত্যাদি কর্ম করে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ-রসাদি পাঁচটি বিষয়ের অনুভব করে আর এতদতিরিক্ত ষোড়শ যে ইন্দ্রিয় সেই মনের সাথে, সপ্তদশ বা সতেরোতম রূপী সে (জীব) নিজে একত্রে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই তিনের সকল বিষয়ই ভোগ করে॥ ৫০ ॥ জীবের এই ষোলোকলাবিশিষ্ট ত্রিগুণময় অনাদি লিঙ্গদেহই তাকে পুনঃপুন হর্ষ, শোক, ভয় ও পীড়ার কারণস্বরূপ জন্মমরণের চক্রে আবর্তিত করে॥ ৫১ ॥ যে জীব অজ্ঞানবশত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ষড়রিপু জয় করতে না পারে, ইচ্ছা না থাকলেও বিভিন্ন বাসনা অনুযায়ী তাকে বহুপ্রকার কর্ম করতে বাধ্য হতে হয়। এই পরিস্থিতিতে জীব রেশমকীটের মতো, নিজের কর্মের জালে নিজেকে আচ্ছাদিত করে মুক্তির কোনো উপায় চিন্তা না করে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে॥ ৫২ ॥ কোনো শরীরধারী জীব কর্ম না করে ক্ষণকালের জন্যও থাকতে পারে না। প্রত্যেক প্রাণীর স্বাভাবিক গুণ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্মের সংস্কারোৎপন্ন গুণ—বলপূর্বক অবশ করে তাকে কর্ম করায়॥ ৫৩ ॥ নিজ নিজ পূর্বজন্মকৃত পাপপুণ্যের সংস্কার অনুযায়ী জীব তার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর লাভ করে। সেই শরীরের স্বাভাবিক প্রবল বাসনাসকল কখনো তাকে মায়ের মতো (স্ত্রীরূপ) দান করে, কখনো বা পিতার মতো (পুরুষরূপ) দান করে॥ ৫৪ ॥ প্রকৃতির সাথে যোগবশতই জীব নিজ আসল স্বরূপের বিপরীত লিঙ্গদেহকেই নিজের স্বরূপ বলে মেনে নিয়েছে। এই বিপর্যয় ভগবানের প্রতি ভক্তিভাব স্থাপন ও তাঁর ভজনা করলে অতি সত্বর দূরীভূত হয়॥ ৫৫ ॥

[১]প্রা.পা.—চ।

গুর্বগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুর্নিরহঙ্কৃতঃ(১)।
সর্বভূতসুহৃৎ সাধুর্মিতবাগনসূয়কঃ(২)॥ ৫৭

একদাসৌ বনং যাতঃ পিতৃসন্দেশকৃদ্(৩) দ্বিজঃ।
আদায় তত আবৃত্তঃ ফলপুষ্পসমিৎকুশান্॥ ৫৮

দদর্শ কামিনং কঞ্চিচ্ছূদ্রং সহ ভুজিষ্যয়া।
পীত্বা চ মধু মৈরেয়ং মদাঘূর্ণিতনেত্রয়া॥ ৫৯

মত্তয়া বিশ্লথন্নীব্যা ব্যপেতং নিরপত্রপম্।
ক্রীড়ন্তমনু গায়ন্তং হসন্তমনয়ান্তিকে॥ ৬০

দৃষ্ট্বা তাং কামলিপ্তেন বাহুনা পরিরম্ভিতাম্(৪)।
জগাম হৃচ্ছয়বশং সহসৈব বিমোহিতঃ॥ ৬১

স্তম্ভয়ন্নাত্মনাত্মানং যাবৎ সত্ত্বং যথাশ্রুতম্(৫)।
ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম্॥ ৬২

তন্নিমিত্তস্মরব্যাজগ্রহগ্রস্তো বিচেতনঃ।
তামেব মনসা ধ্যায়ন্ স্বধর্মাদ্বিররাম হ॥ ৬৩

তামেব তোষয়ামাস পিত্র্যেণার্থেন যাবতা।
গ্রাম্যৈর্মনোরমৈঃ কামৈঃ প্রসীদেত যথা(৬) তথা॥ ৬৪

বিপ্রাং(৭) স্বভার্যামপ্রৌঢ়াং কুলে মহতি লম্ভিতাম্।
বিসসর্জাচিরাৎপাপঃ স্বৈরিণ্যাপাঙ্গবিদ্ধধীঃ(৮)॥ ৬৫

যতস্ততশ্চোপনিন্যে ন্যায়তোঽন্যায়তো ধনম্।
বভারাস্যাঃ কুটুম্বিন্যাঃ কুটুম্বং মন্দধীরয়ম্॥ ৬৬

হে দেবগণ! আপনারা তো জানেনই যে এই অজামিল শাস্ত্রজ্ঞ, সৎস্বভাব, সদাচারসম্পন্ন, গুণবান, ব্রহ্মচারী, বিনয়ী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, মন্ত্রবেত্তা ও পবিত্র ছিল॥ ৫৬ ॥ এই অজামিল গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের সেবাপরায়ণ ছিল। নিরহংকার এই অজামিল সর্বভূতের সুহৃৎ, উপকারী, মিতভাষী ও অসূয়াশূন্য ছিল অর্থাৎ কারো গুণে দোষারোপ করত না॥ ৫৭ ॥ একদিন এই ব্রাহ্মণ পিতৃআজ্ঞা অনুযায়ী বনে গিয়ে ফল-ফুল, সমিধ ও কুশ সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরছিল॥ ৫৮ ॥ তখন পথিমধ্যে হঠাৎ সে দেখতে পেল যে নির্লজ্জ, ভ্রষ্ট, তীব্র কামনা-জর্জরিত এক শূদ্র সুরা পান করে এক বেশ্যার সাথে বিহার করছে। বেশ্যাটিও সুরাপান করে মত্ত হয়ে রয়েছে। নেশার ঘোরে তার আরক্ত চোখ ঘূর্ণিত হচ্ছে আর সে অর্ধনগ্ন অবস্থায় রয়েছে। সেই শূদ্রটি ওই বেশ্যার সাথে সাথে কখনো গান করছে, কখনো হাসছে আর কখনো নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে তাকে খুশি করবার চেষ্টা করছে॥ ৫৯-৬০ ॥ হে নিষ্পাপ পুরুষগণ! সেই শূদ্রের বাহু কামোদ্দীপক হরিদ্রারসাদি দ্বারা রঞ্জিত ছিল আর সেই বাহু দিয়ে সে ওই কুলটাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করছিল। এই দৃশ্য অকস্মাৎ চোখের সামনে ঘটতে দেখে অজামিল সহসা মোহিত ও কামাবিষ্ট হয়ে পড়ল॥ ৬১ ॥ যদিও অজামিল তার ধৈর্য এবং জ্ঞানের সাহায্যে নিজের কামাবেগে বিচলিত মনকে নিজ বশে আনবার অসীম চেষ্টা করল কিন্তু পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করেও সে নিজের মনকে দমন করতে পারল না॥ ৬২ ॥ ওই বেশ্যার কামোন্মত্ত অবস্থায় দর্শনকে নিমিত্ত করে কামরূপ গ্রহ তাকে গ্রাস করল। তার সদাচার, শাস্ত্রীয়জ্ঞান সব নষ্ট হয়ে গেল। মনে মনে সে কেবল ওই বেশ্যাকেই চিন্তা করতে লাগল এবং স্বধর্ম থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল॥ ৬৩ ॥ অজামিল সুন্দর সুন্দর বস্ত্র-আভূষণ ইত্যাদি সামগ্রী সংগ্রহ করে ওই কামিনীর সন্তোষ উৎপাদনে তৎপর হল। এমন কী সে তার সমস্ত পৈতৃক ধনসম্পত্তি ওই কুলটার পায়ে ঢেলে দিয়েও তাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করতে তৎপর থাকত॥ ৬৪ ॥ ব্যভিচারিণী সেই কুলটার মদির কটাক্ষে সে এমনই ব্যাকুলচিত্ত হয়ে গেল যে সে নিজের সৎকুলোৎপন্না, পরিণীতা, যুবতী ব্রাহ্মণী পত্নীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করল। তার পাপাচরণের আর কোনো বাঁধ রইল না॥ ৬৫ ॥ এই মন্দবুদ্ধি অজামিল ন্যায় হোক, অন্যায় হোক যে কোনো

(১)প্রা.পা.—যুবনহঙ্কৃতঃ। (২)প্রা.পা.—সাধুর্ঋতবাগন.। (৩)প্রা.পা.—কৃচ্ছ্রচিঃ। (৪)প্রা.পা.—পরিবর্তিতাম্। (৫)প্রা.পা.—যথাশ্রয়ম্। (৬)প্রা.পা.—যথা যথা। (৭)প্রা.পা.—প্রিয়াং স্বভার্যা.। (৮)প্রা.পা.—স্নবদ্ধধীঃ।

যদসৌ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য স্বৈরচার্যার্যগর্হিতঃ।
অবর্তত চিরং কালমঘায়ুরশুচির্মলাৎ॥ ৬৭

উপায়ে যেখান থেকে পারত ধনোপার্জন করত আর ওই স্বৈরিণীর আত্মীয়বর্গকে পালন করত॥ ৬৬ ॥ এই পাপাত্মা শাস্ত্রমর্যাদা অমান্য করে সৎপুরুষনিন্দিত দুরাচারে লিপ্ত থেকেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ বেশ্যার মলসম অপবিত্র অন্ন ভোজন করে স্বেচ্ছাচারে দিন অতিবাহিত করেছে, এর সমস্ত জীবনটাই পাপময়॥ ৬৭ ॥ সে আজ অবধি নিজের পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত করেনি। কাজেই এখন আমরা এই পাপিষ্ঠকে দণ্ডপাণি ভগবান যমরাজের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে যথাযোগ্য দণ্ডভোগ করে তার শুদ্ধি হবে॥ ৬৮ ॥

তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষম্।
নেষ্যামোঽকৃতনির্বেশং[১] যত্র দণ্ডেন শুদ্ধ্যতি॥ ৬৮

—o—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

—o—

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ
দ্বিতীয় অধ্যায়
বিষ্ণুদূতদের দ্বারা ভাগবত-ধর্ম নিরূপণ এবং অজামিলের পরমধাম গমন

শ্রীশুক [২]উবাচ
এবং তে ভগবদ্দূতা যমদূতাভিভাষিতম্।
উপধার্যাথ তান্ রাজন্ প্রত্যাহুর্নয়কোবিদাঃ[৩]॥ ১

বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ
অহো কষ্টং ধর্মদৃশামধর্মঃ স্পৃশতে সভাম্।
যত্রাদণ্ড্যেষ্বপাপেষু দণ্ডো যৈর্ধ্রিয়তে বৃথা॥ ২

প্রজানাং পিতরো যে চ শাস্তারঃ সাধবঃ সমাঃ।
যদি স্যাত্তেষু বৈষম্যং কং যান্তি শরণং প্রজাঃ॥ ৩

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে[৪]।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ৪

যস্যাঙ্কে শির আধায় লোকঃ স্বপিতি নির্বৃতঃ।
স্বয়ং ধর্মমধর্মং বা ন হি বেদ যথা পশুঃ॥ ৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ন্যায়নিপুণ ও ধর্মতত্ত্ববেত্তা ভগবানের সেই পার্ষদগণ যমদূতদের ওই বচন শুনে তাদের বলতে লাগলেন॥ ১ ॥

বিষ্ণুদূতগণ বললেন—হে যমদূতগণ ! বড়ই আশ্চর্য ও দুঃখের ব্যাপার যে ধর্মদর্শী সাধুদের সভায় অধর্মের প্রবেশ হচ্ছে, কারণ সেখানে নিরপরাধ ও দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে অনর্থক দণ্ড দেওয়া হচ্ছে॥ ২ ॥ প্রজারক্ষক, শাসক, সমদর্শী ও পরোপকারী সাধুব্যক্তি যদি প্রজাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন তাহলে প্রজাগণ কার শরণাপন্ন হবে ? ॥ ৩ ॥ সৎপুরুষগণ যেমন আচরণ করেন, সাধারণ মানুষও তাই অনুসরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা নিজেদের আচরণের দ্বারা যে কর্মকে ধর্মানুকূল বলে প্রমাণিত করেন, সাধারণ মানুষও তাই অনুসরণ করে॥ ৪ ॥ সাধারণ মানুষ পশুর মতো ধর্ম অধর্ম কিছুই না জেনে কোনো সৎপুরুষকে বিশ্বাস করে, তাঁর কোলে মাথা রেখে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে নিদ্রিত থাকে॥ ৫ ॥

[১]প্রা.পা.—নির্বেদং। [২]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [৩]প্রা.পা.—প্রীতাস্তাহুর্নয়.। [৪]প্রা.পা.—রস্তন্নিরীহতে।

স কথং ন্যর্পিতাত্মানং[১] কৃতমৈত্রমচেতনম্।
বিশ্রম্ভণীয়ো ভূতানাং সঘৃণো দ্রোগ্ধুমর্হতি॥ ৬

অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥ ৭

এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্॥ ৮ ॥

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥ ৯

সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ ১০

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-[২]
স্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥ ১১ ॥

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে[৩]।
তৎ কর্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ॥ ১২

এরূপ দয়ালু এবং সকলের অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য যিনি, তাঁকে যে আপনজন মনে করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে—সেই অজ্ঞানী জীবের সঙ্গে তিনি কী করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন॥ ৬ ॥

হে যমদূতগণ! এই অজামিল কোটি কোটি জন্মে সঞ্চিত পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত শেষ করেছে। কারণ অবশপ্রাণেও মৃত্যুসময়ে সে ভগবানের পরম কল্যাণময় (মোক্ষপ্রদ) নাম তো উচ্চারণ করেছে॥ ৭ ॥ যেই মুহূর্তে সে 'নারায়ণ' এই চার অক্ষর উচ্চারণ করেছে তৎক্ষণাৎ কেবল ওই উচ্চারণমাত্রেই এই পাপাত্মার সমস্ত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে॥ ৮ ॥ চোর, মদ্যপ, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, এইরকম পাতকীদের সংসর্গকারী, স্ত্রীহন্তা, রাজঘাতী, পিতৃহত্যাকারী, গোবধকারী এই সব পাতকী বা অন্য আরও যত রকম পাতকী আছে সমস্ত পাতকীরই এই বিষ্ণুনামোচ্চারণই সর্বোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত*। কারণ ভগবন্নাম উচ্চারণে মানুষের বুদ্ধি ভগবানের গুণ, লীলা এবং স্বরূপে নিবদ্ধ হয় এবং স্বয়ং ভগবানেরও তার প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি হয়ে থাকে॥ ৯-১০ ॥

বেদার্থবাদী বড় বড় মুনিঋষিগণ পাপ-নাশের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত ইত্যাদি বহুরকম প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন কিন্তু সেই সব প্রায়শ্চিত্তে পাপীর সমূল শুদ্ধি ততটা হয় না, ভগবন্নামে, তাঁর নামসংযুক্ত পদাবলী উচ্চারণের* দ্বারা তা হয়। কারণ ভগবানের নামের দ্বারা পবিত্রকীর্তি ভগবানের গুণাদি বিষয়ের উপলব্ধি হয়॥ ১১ ॥

প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের পরেও মন যদি আবার কুপথে—পাপের দিকে চালিত হয় তবে সেই প্রায়শ্চিত্ত ঐকান্তিক প্রায়শ্চিত্ত নয় অর্থাৎ সেই প্রায়শ্চিত্ত চিরদিনের জন্য মনকে শুদ্ধ করতে পারেনি। সেইজন্য যারা এরকম প্রায়শ্চিত্ত

---

[১]প্রা.পা.—হ্যর্পিতাত্মানং। [২]প্রা.পা.—স্কৃতৈস্তৈরুদিতৈঃ। [৩]প্রা.পা.—সতাপি।

*এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে 'নাম-ব্যাহরণ' পদের অর্থ হল শুধুমাত্র নামোচ্চারণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্। ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি॥

'আমি দূরে থাকার ফলে দ্রৌপদী ক্রন্দন করে জোরে জোরে 'গোবিন্দ', 'গোবিন্দ' বলে ডেকেছিল। এটি আমার গুরুতর ঋণস্বরূপ এবং মুহূর্তের জন্যও আমি এই ঋণভার থেকে মুক্ত হতে পারি না।'

*'নামপদৈঃ' বলার তাৎপর্য হল ঈশ্বরের যে কোনো একটি নাম—রাম, কৃষ্ণ, হরি, নারায়ণ আদি উচ্চারণ চিত্তশুদ্ধির জন্য, পাপদূরীকরণের জন্য পর্যাপ্ত। 'নমঃ নমামি' নামের সঙ্গে যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। ভগবানের অনেক নাম রয়েছে, যেকোনো একটি নামের কীর্তন করলেই চলবে, এই অভিপ্রায়ে 'নামপদৈঃ'—এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ ; একই ব্যক্তি সব নাম উচ্চারণ করবেন এরূপ তাৎপর্য নয়। কারণ ভগবানের নাম অনন্ত, সব নামের উচ্চারণ সম্ভব নয়। প্রকৃত কথা হল, ভগবানের একটি মাত্র নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সব পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। পূর্ণ বিশ্বাসের অভাব তথা নামোচ্চারণের পরে পুনরায় পাপাচরণের কারণে এই সত্যের অনুভব হয় না।

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ॥ ১৩

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ১৪

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাম্॥ ১৫

গুরূণাং চ লঘূনাং চ গুরূণি চ লঘূনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ॥ ১৬

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানজপাদিভিঃ।
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥ ১৭

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥ ১৮

যথাগদং বীর্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ॥ ১৯

করতে চায় যাতে পাপকর্ম ও পাপ বাসনার মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়, তাহলে শ্রীহরির লীলাকীর্তনই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত ; কারণ তাঁর লীলাকীর্তনে অন্তঃকরণ পূর্ণভাবে শুদ্ধ হয়ে যায়॥ ১২ ॥

সুতরাং হে যমদূতগণ! তোমরা অজামিলকে নিয়ে যেও না। এর সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়ে গেছে, কারণ এ আসন্নমৃত্যুসময়ে* ভগবানের নাম উচ্চারণ করেছে॥ ১৩ ॥

জ্ঞানী পুরুষগণ একথা জানেন যে সংকেত দ্বারা (কোনো অন্য উদ্দেশ্যে), পরিহাসচ্ছলে, গীতালাপ পূরণার্থে অথবা অবজ্ঞাক্রমেও যদি কেউ ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তবে তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়॥ ১৪ ॥ যে ব্যক্তি উচ্চস্থান থেকে পতনের সময়, পথ চলতে চলতে পদস্খলনের সময়, ভগ্নদেহ অবস্থায়, অথবা সর্পাদি কর্তৃক দংশনকালে, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়, বা আহত হয়েও বিবশ অবস্থায় 'হরি হরি' বলে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তিকে আর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না॥ ১৫ ॥ মনু প্রমুখ মহর্ষিগণ পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করে গুরু ও লঘু নানারকম প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছেন॥ ১৬ ॥ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সেই সব তপস্যা, দান, জপ ইত্যাদি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সকল প্রকারের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেই সব পাপের দ্বারা যে সংস্কার উৎপন্ন হয় সেই সংস্কার নষ্ট হয় না—তার মলিন হৃদয় শুদ্ধ হয় না। হরিনাম কীর্তনরূপ ভগবৎ সেবার দ্বারা সেই সব সূক্ষ্ম পাপ সংস্কারও বিনষ্ট হয়ে যায়॥ ১৭ ॥ হে যমদূতগণ! জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, ইন্ধনের সাথে অগ্নির সংস্পর্শ হলেই সেই ইন্ধন ভস্মীভূত হয়ে যায়, সেইরকমই জেনেই হোক বা না জেনেই হোক উত্তমশ্লোক ভগবানের নামসংকীর্তনে মানুষের সর্ববিধ পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়॥ ১৮ ॥ কোনো মানুষ না জেনেও যদি মহাশক্তিশালী ঔষধস্বরূপ অমৃত পান করে, তাহলে অমৃতের গুণ সেই পানকারীর মধ্যে প্রকাশ পায় এবং সে অমরত্ব লাভ করে, সেই রকমই না জেনেও যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করা হয়* তাহলেও ভগবানের নাম তার

*পাপ বিমোচনের জন্য ভগবানের নামের একটি মাত্র অংশই যথেষ্ট, যেমন 'রাম' নামের 'রা'-এর দ্বারাই সম্পূর্ণ নামের উচ্চারণ হয়ে যায়। মৃত্যুসময় বলতে ঠিক মৃত্যুক্ষণই নয়, কারণ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি করার বিধি মৃত্যুক্ষণের সময়ে যেমন প্রযোজ্য হয় না, তেমনই মৃত্যুকালেও নাম উচ্চারণের কোনো বিধি প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং 'ম্রিয়মাণ' শব্দের তাৎপর্য এই যে এই অবস্থার পরে আর অন্য কোনো পাপক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই।

*কোনো বস্তুর যেটি স্বাভাবিক শক্তি তা অপরের শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে না। যেমন অগ্নি বা অমৃত।
হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥

শ্রীশুক উবাচ

ত এবং সুবিনির্ণীয় ধর্মং ভাগবতং নৃপ।
তং যাম্যপাশান্নির্মুচ্য বিপ্রং মৃত্যোরমূমুচন্॥ ২০

ইতি প্রত্যুদিতা যাম্যা দূতা যাত্বা যমান্তিকে।
যমরাজ্ঞে যথা সর্বমাচচক্ষুররিন্দম ॥ ২১

নিজের শক্তি তার মধ্যে প্রকাশ করে তার ফল দান করে (বস্তুশক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা রাখে না)॥ ১৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে ভগবানের পার্ষদগণ সম্পূর্ণভাবে ভাগবত-ধর্ম নির্ণয় করে অজামিলকে যমপাশ থেকে মুক্ত করে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছিলেন॥ ২০ ॥ হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! যমদূতগণ এইভাবে নিরাকৃত হয়ে যমরাজের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করল॥ ২১ ॥

'দুষ্টচিত্ত মানুষও স্মরণ করলে ভগবান শ্রীহরি পাপহরণ করেন। না জেনে বা অনিচ্ছায় আগুনে হাত দিলেও হাত পুড়ে যায়।'

ভগবানের নাম উচ্চারণ কেবলমাত্র পাপই নাশ করে, এর আর কোনো ফল নেই, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; কারণ শাস্ত্রে বলা আছে—

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥

'হরি' এই দুটি অক্ষর যে একবার মাত্রও উচ্চারণ করেছে সে মোক্ষপ্রাপ্তির গাঁঠরি বেঁধে ফেলেছে,।' এই শাস্ত্রবাক্য থেকে সিদ্ধ হয় যে ভগবন্নাম মোক্ষেরই সাধন। মোক্ষের সাথে সাথে এটি ধর্ম, অর্থ ও কামেরও সাধন ; কারণ নামই যে ত্রিবর্গ সাধনের পথ এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

ন গঙ্গা ন গয়াসেতুর্ন কাশী ন চ পুষ্করম্। জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

ঋগ্বেদোহথ যজুর্বেদঃ সামবেদো হ্যথর্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্নরমেধৈঃ সদক্ষিণৈঃ। যজিতং তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজম্। দুঃখক্লেশপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

'যার জিহ্বায় 'হরি' এই দুটি অক্ষর বিদ্যমান থাকে, তার গয়া, গঙ্গা, সেতুবন্ধ, কাশী ও পুষ্করের কোনো প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ তীর্থভ্রমণ, তীর্থস্নান সব কিছুর ফলই সে ভগবন্নামোচ্চারণের দ্বারা পেয়ে যায়। 'হরি' এই দুটি অক্ষর যে উচ্চারণ করেছে, সে ঋগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছে। 'হরি' এই দুটি অক্ষর যে উচ্চারণ করেছে সে দক্ষিণাসহিত অশ্বমেধ ইত্যাদি যজ্ঞের দ্বারা যজন সম্পন্ন করেছে। 'হরি' এই দুটি অক্ষর মৃত্যুর পরে পরলোকের পথের যাত্রী প্রাণীর পক্ষে পাথেয় (পথের জন্য ভোজনসামগ্রী) স্বরূপ, সংসারব্যাধির সিদ্ধ ঔষধ এবং জীবনের দুঃখক্লেশের পরিত্রাণ।'

এই শাস্ত্রবাক্য থেকে প্রমাণিত হয় যে ভগবন্নাম ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গেরও সাধক। এই বাক্য 'হরি' নারায়ণ প্রমুখ কোনো বিশেষ নামের সঙ্গে যুক্ত নয়, বস্তুত ভগবানের সব নামের সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; কারণ জায়গায় জায়গায় এই বাক্য অনন্তদেবের নাম, বিষ্ণুর নাম, হরির নাম প্রভৃতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ভগবানের সব নামের শক্তি একই। নাম সঙ্কীর্তন ইত্যাদিতে বর্ণাশ্রম ইত্যাদির কোনো নিয়ম বাঁধা নেই।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রান্ত্যজাতয়ঃ।

যত্র তত্রানুকুর্বন্তি বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনম্। সর্বপাপবিনির্মুক্তাস্তেঽপি যান্তি সনাতনম্॥

'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র, অন্ত্যজ যেখানে সেখানে বিষ্ণুভগবানের নাম অনুকীর্তন করে থাকলে, তারাও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সনাতন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।'

নাম-সঙ্কীর্তনে দেশকাল ইত্যাদির কোনো নিয়মও নেই—

যথা

ন দেশকালনিয়মঃ শৌচাশৌচবিনির্ণয়ঃ। পরং সঙ্কীর্তনাদেব রাম রামেতি মুচ্যতে॥

X X X X

ন দেশনিয়মো রাজন্ন কালনিয়মস্তথা। বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনে॥

কালোঽস্তি যজ্ঞে দানে বা স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে। বিষ্ণুসঙ্কীর্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীপতে॥

দ্বিজঃ পাশাদ্বিনির্মুক্তো গতভীঃ প্রকৃতিং গতঃ।
ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ[1]॥ ২২
তং বিবক্ষুমভিপ্রেত্য মহাপুরুষকিঙ্করাঃ।
সহসা পশ্যতস্তস্য তত্রান্তর্দধিরেঽনঘ॥ ২৩

যমদূতদের পাশমুক্ত হয়ে অজামিল নির্ভয় ও প্রকৃতিস্থ হল। ভগবানের পার্ষদদের দর্শনজনিত আনন্দে সে ডুবে গেল এবং অবনতমস্তকে তাঁদের প্রণাম করল॥ ২২ ॥ হে নিষ্পাপ! বিষ্ণুদূতগণ অজামিলের ভাব দেখে বুঝলেন সে কিছু বলতে চায়, তাই দেখে তাঁরা সহসা তার চোখের

[1]প্রা.পা.— নোৎসুকঃ।

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্বাপি পিবন্ভুঞ্জন্জপংস্তথা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সঙ্কীর্ত্য মুচ্যতে পাপকঞ্চুকাৎ॥

X X X X

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

দেশ কালের কোনো নিয়ম নেই, শৌচ-অশৌচ অর্থাৎ শুচিতা-অশুচিতা নির্ণয়েরও কোনো প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র 'রাম-রাম' এই নাম সংকীর্তন করামাত্রই জীব মুক্ত হয়ে যায়। ভগবানের নাম-কীর্তনে না আছে দেশ বা স্থানের বিধি, না আছে কালের নিয়ম। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। হে রাজন্! যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান অথবা নিয়মমাফিক জপের জন্য শুদ্ধকাল প্রয়োজন কিন্তু ভগবানের নাম-সংকীর্তনে কাল-শুদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই। চলতে চলতে, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে শুয়ে, খেতে খেতে এবং জপ করতে করতেও 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' সঙ্কীর্তন করে মানুষ পাপের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অপবিত্র বা পবিত্র যাই হোক না কেন—যে কোনো অবস্থায় যে কমলনয়ন ভগবানকে স্মরণ করে তার অন্তর বাহির সব পবিত্র হয়ে যায়।

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ততে। ভস্মীভবন্তি সদ্যস্তু মহাপাতককোটয়ঃ।

সর্বেষামপি যজ্ঞানাং লক্ষণানি ব্রতানি চ। তীর্থস্নানানি সর্বাণি তপাংস্যনশনানি চ॥

বেদপাঠসহস্রাণি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবঃ শতম্। কৃষ্ণনামজপস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

'যার জিহ্বায় 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' এই মঙ্গলময় নাম নৃত্য করে, তার কোটি কোটি মহাপাতকরাশি সেইক্ষণে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সমস্ত যজ্ঞ, লক্ষ ব্রত, সর্বতীর্থস্নান, তপস্যা, অনেক উপবাস, সহস্র বেদপাঠ, পৃথিবীকে শতবার প্রদক্ষিণ সব কিছু একত্রে কৃষ্ণনাম জপের ষোলকলার এক কলারও সমান হয় না।'

ভগবন্নাম কীর্তনেই যে এই ফল লাভ হয়, এমন নয়। ওই নামের শ্রবণ ও স্মরণেও সেই একই ফল। দশম স্কন্ধের শেষে বলা আছে 'যাঁর নাম স্মরণ ও উচ্চারণ অমঙ্গলঘ্ন হয়।' শিবগীতা ও পদ্মপুরাণে আছে—

আশ্চর্যে বা ভয়ে শোকে ক্ষতে বা মম নাম যঃ। ব্যাজেন বা স্মরেদ্যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্॥

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম স্মরতাং নৃণাম্। সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥

'ভগবান বলছেন যে, আশ্চর্য, ভয়, শোক, ক্ষত (আঘাতজনিত) ইত্যাদি অবস্থায় যে আমার নাম উচ্চারণ করে, বা যে কোনোভাবে স্মরণ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু বা জীবন—যে কোনো সময় ভগবন্নাম স্মরণকারী মানুষের সমস্ত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। সেই চিদাত্মা প্রভুকে নমস্কার।

'ইতিহাসোত্তম'-এ বলা হয়েছে—

শ্রুত্বা নামানি তত্রস্থাস্তেনোক্তানি হরের্দ্বিজ। নারকা নরকান্মুক্তাঃ সদ্য এব মহামুনে॥

'মহামুনি ব্রাহ্মণদেব! ভক্তরাজের মুখে নরকস্থ প্রাণিগণ শ্রীহরির নাম শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ নরক থেকে মুক্তিলাভ করেছিল।'

যজ্ঞ-যাগাদিরূপ ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য যে সব পবিত্র স্থান, কাল, পাত্র, শক্তি, সামগ্রী, শ্রদ্ধা, মন্ত্র, দক্ষিণা ইত্যাদির প্রয়োজন, কলিযুগে সে সব একত্রিত করা অতীব কঠিন ব্যাপার। ভগবন্নাম সঙ্কীর্তন দ্বারা সেই ফল অনায়াসেই লাভ করা যায়। ভগবান শংকর পার্বতীকে বলেছেন—

ঈশোঽহং সর্বজগতাং নাম্নাং বিষ্ণোর্হি জাপকঃ। সত্যং সত্যং বদাম্যেব হরের্নান্যা গতির্নৃণাম্॥

'সমস্ত জগতের প্রভু হয়েও আমি বিষ্ণু ভগবানের নাম জপ করি। আমি তোমাকে সত্য সত্যই বলছি, ভগবান ছাড়া জীবের অন্য কোনো কর্মকাণ্ডাদি দ্বারা উদ্ধার অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতেও পরবর্তী স্কন্ধে বলা হয়েছে যে সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা এবং দ্বাপরে পূজার্চনা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে সেই ফল কেবলমাত্র ভগবন্নামের দ্বারাই লাভ করা যায়। আরও বলা আছে যে, কলিযুগ দোষের আকর, কিন্তু এর এক মহান্ গুণ এই যে শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনমাত্রই জীব বন্ধনমুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে।'

অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য[১] দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ।
ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবিদ্যং চ গুণাশ্রয়ম্॥ ২৪

ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ।
অনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ॥ ২৫

অহো মে পরমং কষ্টমভূদবিজিতাত্মনঃ।
যেন বিপ্লাবিতং ব্রহ্ম বৃষল্যাং জায়তাঽত্মনা॥ ২৬

ধিঙ্মাং বিগর্হিতং সদ্ভির্দুষ্কৃতং কুলকজ্জলম্।
হিত্বা বালাং সতীং যোঽহং সুরাপামসতীমগাম্॥ ২৭

সামনেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন॥ ২৩ ॥ এই সব ঘটনা পরম্পরার মধ্যে অজামিল বিষ্ণুদূতদের কাছে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রাপ্তিফলক ধর্ম আর যমদূতদের মুখে বেদের সগুণ (প্রবৃত্তিবিষয়ক) ধর্ম শুনেছিল॥ ২৪ ॥ সর্বপাপহারী ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে অজামিলের মনে শীঘ্রই ভক্তিভাবের উদয় হল। নিজের পাপকর্ম স্মরণ করে তার যৎপরোনাস্তি অনুতাপ হতে লাগল॥ ২৫ ॥ অজামিল মনে মনে ভাবতে লাগল—হায়, আমি কীভাবে ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে গিয়েছি। এক বৃষলীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে আমি আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করেছি। কী দুঃখের বিষয় ! ॥২৬ ॥ ধিক্ আমাকে ! আমি সজ্জনগণের নিন্দাভাজন, পাপাত্মা ! আমি আমার বংশের কুলাঙ্গার ! হায় ! হায় ! আমি আমার পতিব্রতা তরুণী সাধবী পত্নীকে পরিত্যাগ করেছি আর এক

[১]প্রা.পা.—অথাজামিল আকর্ণ্য।

এইভাবে শাস্ত্রে একবারমাত্র নামোচ্চারণেরই অনন্ত মহিমা বর্ণিত আছে। বর্তমান মূল প্রসঙ্গেও—'একদাপি' কথাটি বলা হয়েছে ; 'সকৃদুচ্চরিতং' এইরূপও উল্লেখ করা হয়েছে। বারবার যে নাম উচ্চারণের কথা বলা হয়েছে তার কারণ ভবিষ্যতে যাতে পাপ না অর্জিত হয়। এমনিতেও বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ আছে যে ভগবানের নাম উচ্চারণ করলে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ ভস্ম হয়ে যায়, যথা—

বর্তমানং চ যৎ পাপং যদ্ ভূতং যদ্ ভবিষ্যতি। তৎসর্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্তনম্॥

তবুও ভগবৎপ্রেমী জীবের পাপনাশের দিকে বেশি নজর দেওয়া উচিত নয় ; তার পক্ষে ভক্তিভাব দৃঢ় করার জন্য যাতে ভগবচ্চরণে উত্তরোত্তর রতি বৃদ্ধি হয়, সেই উদ্দেশ্যে অহর্নিশ নিত্য নিরন্তর ভগবানের মধুর নাম জপ করা দরকার। নিষ্কামভাব যত বেশি হবে, নামের পূর্ণতা ততই প্রকাশ হতে থাকবে, অনুভবের মধ্যে আসবে।

অনেক তার্কিকের মনে এই ধারণা জাগে যে বাস্তবিক নামের কোনো মাহাত্ম্য নেই, এটা শুধু অর্থবাদমাত্র। তারা এটি বিশ্বাস করবে যে মদিরার একটি মাত্র ফোঁটাও অধঃপতন হবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এই বিশ্বাস নেই যে ভগবানের একটি নামও পরম কল্যাণকারী। নামমাহাত্ম্যকে অর্থবাদ রূপে চিন্তা করা শাস্ত্রমতে ঘোর পাপ।

পুরাণেষ্বর্থবাদত্বং যে বদন্তি নরাধমাঃ। তৈরর্জিতানি পুণ্যানি তদ্বদেব ভবন্তি হি॥

X X X X

মন্নামকীর্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবিধার্তিনিপীড়িতাঙ্গম্॥

X X X X

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সংভাবয়তি যো নরঃ। স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নরকে পততি স্ফুটম্॥

'যে নরাধম পুরাণে অর্থবাদের চিন্তা করে তার উপার্জিত সমস্ত পুণ্য তদনুরূপ অর্থাৎ নিরর্থক বা নষ্ট হয়ে যায়।'

X X X X

'যে মানুষ আমার নাম-কীর্তনের বিবিধ ফল শ্রবণ করে তাতে শ্রদ্ধা না করে এবং তাকে অর্থবাদ বলে মনে করে, তাকে সংসারের বিবিধ ঘোর তাপে পীড়িত হতে হয়, এবং তাকে আমি ঘোর দুঃখে নিক্ষেপ করি।'

X X X X

'যে মানুষ ভগবানের নামে অর্থবাদের সম্ভাবনা করে সে মনুষ্যজাতির মধ্যে অত্যন্ত পাপী এবং তাকে নরকে পতিত হতে হয়।'

বৃদ্ধাবনাথৌ পিতরৌ নান্যবন্ধূ তপস্বিনৌ।
অহো[১] ময়াধুনা ত্যক্তাবকৃতজ্ঞেন নীচবৎ।। ২৮

সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে।
ধর্মঘ্নাঃ কামিনো যত্র[২] বিন্দন্তি যমযাতনাঃ।। ২৯

কিমিদং স্বপ্ন আহোস্বিৎ সাক্ষাদ্‌দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্।
ক্ব যাতা অদ্য তে যে মাং ব্যকর্ষন্ পাশপাণয়ঃ।। ৩০

অথ তে ক্ব গতাঃ সিদ্ধাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ।
ব্যমোচয়ন্নীয়মানং বদ্ধ্বা পাশৈরধো ভুবঃ।। ৩১

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি।। ৩২

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি।। ৩৩

ক্ব চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ।
ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নাম মঙ্গলম্।। ৩৪

সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ।
যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে।। ৩৫

বিমুচ্য তমিমং বন্ধমবিদ্যাকামকর্মজম্।
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্।। ৩৬

মোচয়ে গ্রস্তমাত্মানং যোষিন্ময্যাত্মমায়য়া।
বিক্রীড়িতো যয়ৈবাহং[৩] ক্রীড়ামৃগ ইবাধমঃ।। ৩৭

মমাহমিতি দেহাদৌ[৪] হিত্বামিথ্যার্থধীর্মতিম্।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্তনাদিভিঃ।। ৩৮

অসতী সুরাপান-কারিণীর সংসর্গ করেছি। ধিক্ আমাকে, শত শত ধিক্ !।। ২৭ ।। আমি কী নীচ ! আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ এবং তপস্বী ছিলেন। তাঁরা অতীব অসহায় ছিলেন, তাদের সেবা ও শুশ্রূষা করবারও কেউ ছিল না। আমি তাঁদের পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছি। আমি কতবড় কৃতঘ্ন !।। ২৮ ।। ধর্মভ্রষ্ট কামুকগণ যে ঘোরতর নরকে পড়ে নানারকম যন্ত্রণা ভোগ করে, পাপাচারী আমিও নিশ্চিতই সেই ঘোর নরকে পতিত হব।। ২৯ ।।

আমি এতক্ষণ যা দৃশ্য দেখলাম, তা কি স্বপ্ন ? অথবা জাগ্রত অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম ? একটু আগে যারা পাশ (বন্ধনরজ্জু) হাতে নিয়ে আমাকে আকর্ষণ করছিল, তারা কোথায় গেল ? ।। ৩০ ।। এইমাত্র আমাকে পাশবদ্ধ করে পৃথিবীর নীচে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু চারজন সৌম্যমূর্তি সিদ্ধপুরুষ আমাকে মুক্ত করলেন, তাঁরা এখন কোথায় চলে গেলেন ? ।। ৩১ ।। এই জন্মে যদিও আমি মহাপাতকী হয়েছি, তবুও পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই আমার কোনো মহৎ পুণ্য সঞ্চিত ছিল, তারই ফলে আমি এই দেবোত্তমদের দর্শন লাভ করেছি। তাঁদের দর্শনের সেই স্মৃতিতে আমার মন এখন পর্যন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে।। ৩২ ।। আমি বৃষলীপতি ও অশুচি। পূর্বজন্মে যদি কোনো পুণ্যকর্ম না করে থাকি তাহলে মৃত্যু সময়ে আমার জিহ্বা শ্রীভগবানের মনোমোহন নাম কী করে উচ্চারণ করল ?।। ৩৩ ।। কোথায় আমি কিতব, পাপী, নির্লজ্জ ও ব্রাহ্মণত্বনাশক, আর কোথায় এই পরম মঙ্গলস্বরূপ ভগবানের 'নারায়ণ' নাম ! (আমি তো বাস্তবিকই কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি)।। ৩৪ ।। এখন আমি স্বীয় মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বায়ু সংযত করে এমনভাবে প্রযত্ন করব যাতে আর কখনো ঘোর অন্ধকারময় নরকে না যেতে হয়।। ৩৫ ।। অজ্ঞতা হেতু আমি নিজেকে এই শরীর মনে করে এর জন্য ভোগবাসনামূলক কামনা করেছি এবং সেই কামনা পূরণের জন্য নানাবিধ কর্ম করেছি যার ফলে এই সংসারবন্ধনে বদ্ধ হয়ে রয়েছি। এখন থেকে এই বন্ধন ছেদন করে আমি সর্বভূতের প্রতি সুহৃৎভাব নিয়ে থাকব, বাসনাকে শান্ত করব, সকলের সঙ্গে মিত্রসুলভ ব্যবহার করব, দুঃখীদের প্রতি দয়াশীল হব এবং সম্পূর্ণ সংযত জীবনযাপন করব।। ৩৬ ।। ভগবানের মায়া স্ত্রীরূপ ধারণ করে অধম আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল এবং ক্রীড়ামৃগের মতো আমাকে খেলিয়েছে। এখন আমি নিজেই নিজেকে সেই মায়ামোহ থেকে মুক্ত করব।। ৩৭ ।। আমি সত্য বস্তু

[১]প্রা.পা.—অহোঽধুনা ময়া ত্যক্তা.। [২]প্রা.পা.—যত্তদ্বিন্দন্তি। [৩]প্রা.পা.—যথৈবাহং। [৪]প্রা.পা.— দেহং নো হিত্বা।

শ্রীশুক[১]উবাচ

ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্বানুবন্ধনঃ ॥ ৩৯

স তস্মিন্ দেবসদন আসীনো যোগমাশ্রিতঃ।
প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি॥ ৪০

ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা।
যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি॥ ৪১

যর্হ্যুপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ।
উপলভ্যোপলব্ধান্ প্রাগ্ ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ॥ ৪২

হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু।
সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্তিনাম্॥ ৪৩

সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ।
হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৪৪

এবং স বিপ্লাবিতসর্বধর্মা
দাস্যাঃ[২] পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্মণা।
নিপাত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ
সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্নন্॥ ৪৫

নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্তনাৎ।
ন যৎপুনঃ কর্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥ ৪৬

ভগবানকে চিনতে পেরেছি ; সুতরাং এখন আমি দেহাদিতে 'আমি', 'আমার' এইসব মিথ্যাবুদ্ধি পরিত্যাগ করে ভগবন্নাম কীর্তন দ্বারা নিজের চিত্তশুদ্ধি করব এবং সেই ভগবানের প্রতি মন নিত্য নিবেশিত করব॥ ৩৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! অত্যল্পকালের জন্যই অজামিল ভগবানের পার্ষদ মহাত্মাদের সঙ্গলাভ করেছিলেন। তার ফলেই তাঁর মনে তীব্র সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছিল। তিনি সংসারের সকল বন্ধন উপেক্ষা করে হরিদ্বারে চলে গেলেন॥ ৩৯ ॥ সেই দেবস্থানে গিয়ে তিনি ভগবানের এক মন্দিরে আসন পেতে বসলেন এবং যোগ অবলম্বন করে ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করে আত্মাতে মন সমাহিত করলেন এবং মনকে বুদ্ধিতে মিলিয়ে দিলেন॥ ৪০ ॥ অনন্তর আত্মচিন্তন দ্বারা তিনি বুদ্ধিকে বিষয় থেকে নির্লিপ্ত করে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা জ্ঞানময় পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবানে সংযোজিত করলেন॥ ৪১ ॥ এইভাবে অজামিলের বুদ্ধি যখন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠে ভগবানের স্বরূপে স্থির নিশ্চল হল, তখন তিনি দেখলেন যে তাঁর সামনে সেই চার জন বিষ্ণুদূত দাঁড়িয়ে আছেন। অজামিল নতমস্তকে তাঁদের প্রণাম করলেন॥ ৪২ ॥ তাঁদের দর্শনের পরেই অজামিল সেই গঙ্গাতীর্থে দেহত্যাগ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবানের পার্ষদগণের অনুরূপ রূপ প্রাপ্ত হলেন॥ ৪৩ ॥ বিষ্ণুদূতদের সাথে স্বর্ণময় বিমানে আরোহণ করে যেখানে ভগবান শ্রীপতি বিরাজমান অজামিল আকাশপথে সেই বৈকুণ্ঠধামে চলে গেলেন॥ ৪৪ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! অজামিল দুশ্চরিত্রা দাসীর পতিত্ব গ্রহণ করে স্বীয় সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক নিন্দিত কর্মের দ্বারা পতিত হয়েছিলেন এবং পুরুষের প্রতিপালনীয় নিয়ম থেকে তিনি চ্যুত হয়েছিলেন আর তার ফলে যমদূতগণের দ্বারা নরকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু সেই ক্ষণে ভগবানের নাম একবার মাত্র উচ্চারণের সাথে সাথেই তিনি সদ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন॥ ৪৫ ॥ এই পৃথিবীতে সংসার বন্ধন থেকে যে মুক্ত হতে চায় তার পক্ষে তীর্থপদ ভগবানের নামকীর্তনের চেয়ে অন্য কোনো শ্রেষ্ঠ সাধন নেই ; কারণ নামের শরণ গ্রহণ করলে মানুষের মন আর কর্মে আসক্ত হয় না। ভগবন্নাম ছাড়া অন্য যে সব প্রায়শ্চিত্ত আছে তাতে রজঃ ও তমোগুণজনিত মনের মলিনতা থেকে যায় আর পাপের মূলোচ্ছেদও হয় না॥ ৪৬ ॥

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠটি নেই। [২]প্রা.পা.—দাসীপতিঃ পতিতো।

য এবং[১] পরমং গুহ্যমিতিহাসমঘাপহম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো যশ্চ ভক্ত্যানুকীর্তয়েৎ॥ ৪৭

ন বৈ স নরকং যাতি নেক্ষিতো[২] যমকিঙ্করৈঃ।
যদ্যপ্যমঙ্গলো মর্ত্যো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৪৮

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্[৩] পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ৪৯

হে পরীক্ষিৎ! এই ইতিহাস পরম গুহ্য ও পাপ বিনাশক। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে যে এই ইতিহাস শ্রবণ-কীর্তন করে তার কখনো নরকে পতন হয় না। যমদূতরা তার দিকে চোখ তুলে দেখতেও সাহস পায় না। সেই মানুষ যদি অতিশয় পাপাত্মাও হয় তবুও সে (এই ইতিহাস শ্রবণে পবিত্র হয়ে) বিষ্ণুলোকে পূজনীয় হয়ে থাকে॥ ৪৭-৪৮ ॥ হে পরীক্ষিৎ! দুরাচার অজামিল মৃত্যুসময়ে পুত্রকে আহ্বানের কারণে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাঁরও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হয়েছিল। সুতরাং যে মানুষ শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে ভগবন্নাম উচ্চারণ করে, তার আর কথা কী? ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে[৪] দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে
অজামিল উপাখ্যানে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

যম ও যমদূত সংবাদ

রাজোবাচ

নিশম্য দেবঃ স্বভটোপবর্ণিতং
প্রত্যাহ কিং তান্[৫] প্রতি ধর্মরাজঃ।
এবং হতাজ্ঞো বিহতান্মুরারে-
র্নৈদেশিকৈর্যস্য বশো জনোঽয়ম্॥ ১

যমস্য দেবস্য ন দণ্ডভঙ্গঃ
কুতশ্চনর্ষে শ্রুতপূর্ব আসীৎ।
এতন্মুনে বৃশ্চতি লোকসংশয়ং
ন হি ত্বদন্য ইতি মে বিনিশ্চিতম্॥ ২

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—ভগবন! এই বিশ্বসংসার দেবাদিদেব ধর্মরাজের শাসনে রয়েছে অথচ ভগবানের পার্ষদগণ ধর্মরাজের আজ্ঞা অমান্য করে তাঁর দূতেদের অপমান করলেন। যমদূতেরা যখন যমপুরীতে গিয়ে অজামিলের কাহিনী তাঁর কাছে বলল, তখন সব কিছু শুনে ধর্মরাজ তাঁর দূতদের কী বললেন? ॥ ১ ॥ হে ঋষিপ্রবর! কেউ কোনো কারণবশত ধর্মরাজের শাসন অমান্য করতে পারে একথা এর আগে আমি আর কখনো শুনিনি। হে ভগবান! এই ঘটনাতে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করবে এবং আপনি ছাড়া সেই সংশয় অন্য কেউ নিবারণ করতে পারবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ॥ ২ ॥

[১]প্রা.পা.—ইমং। [২]প্রা.পা.—নিক্ষতো। [৩]প্রা.পা.—গৃহ্নন্পুত্রপ্রচারিতম্। [৪]প্রা.পা.—স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। [৫]প্রা.পা.—তানপি।

শ্রীশুক[১]উবাচ

ভগবৎপুরুষৈ রাজন্ যাম্যাঃ প্রতিহতোদ্যমাঃ।
পতিং বিজ্ঞাপয়ামাসুর্যমং সংযমনীপতিম্॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানের পার্ষদগণ যখন যমদূতদের কাজে বাধা দিলেন তখন তারা সংযমনীপুরীতে নিজেদের প্রভু যমরাজের কাছে গিয়ে নিবেদন করল॥ ৩ ॥

যমদূতা ঊচুঃ

কতি সন্তীহ শাস্তারো জীবলোকস্য বৈ প্রভো।
ত্রৈবিধ্যং কুর্বতঃ কর্ম ফলাভিব্যক্তিহেতবঃ॥ ৪

যদি স্যুর্বহবো লোকে শাস্তারো দণ্ডধারিণঃ।
কস্য স্যাতাং ন বা কস্য মৃত্যুশ্চামৃতমেব বা॥ ৫

কিন্তু শাস্তৃবহুত্বে স্যাদ্বহূনামিহ কর্মিণাম্।
শাস্তৃত্বমুপচারো হি যথা মণ্ডলবর্তিনাম্॥ ৬

অতস্ত্বমেকো ভূতানাং সেশ্বরাণামধীশ্বরঃ।
শাস্তা দণ্ডধরো নৃণাং শুভাশুভবিবেচনঃ॥ ৭

তস্য তে বিহতো দণ্ডো ন লোকে বর্ততেঽধুনা।
চতুর্ভিরদ্ভুতৈঃ সিদ্ধৈরাজ্ঞা তে বিপ্রলম্ভিতা॥ ৮

নীয়মানং তবাদেশাদস্মাভির্যাতনাগৃহান্[২]।
ব্যমোচয়ন্ পাতকিনং ছিত্ত্বা পাশান্ প্রসহ্য তে॥ ৯

তাংস্তে বেদিতুমিচ্ছামো যদি নো মন্যসে ক্ষমম।
নারায়ণেত্যভিহিতে মা ভৈরিত্যায়যুর্দ্রুতম্॥ ১০

যমদূতগণ বলল—হে প্রভু ! সংসারে জীব পাপকর্ম, পুণ্যকর্ম এবং পাপপুণ্য মিশ্রিত কর্ম—এই তিন রকম কর্ম করে থাকে। তাদের সেই কর্মের যথাযথ কর্মফল বিধানকর্তা সংসারে কজন আছেন ? ॥ ৪ ॥ জগতে যদি একাধিক দণ্ড বিধানকর্তা থাকেন তাহলে কোন কর্মের ফল সুখ আর কোন কর্মের ফল দুঃখ—সেই বিধান এক একজন বিধানকর্তা এক একরকম প্রদান করবেন, একরকম হবে না॥ ৫ ॥ সংসারে কর্ম করার ব্যক্তি অনেক হওয়াতে যদি শাসনকর্তাও অনেক হন তাহলে সেই শাসনকর্তাদের শাসনকর্তৃত্ব চলবে বটে কিন্তু সকলের শাসন একই নিয়মে হবে না, কর্তার বুদ্ধিভেদে দণ্ডের বিভিন্নতা আসবে। শাসন ব্যবস্থা নামমাত্র অর্থাৎ গৌণ হবে কারণ মুখ্য শাসন কর্তৃত্ব একজনেরই হয়ে থাকে, যেমন সামন্তগণের শাসনকর্তৃত্ব ঔপচারিক, মুখ্য শাসন কর্তৃত্ব সম্রাটেরই হয়ে থাকে॥ ৬ ॥ তাই আমরা তো মনে করি যে আপনিই সকল প্রাণীর এবং প্রাণিসমূহের অধীশ্বরেরও অধীশ্বর, আপনিই জীবের পাপ পুণ্যের নির্ণায়ক, শাসনকর্তা ও দণ্ডদাতা॥ ৭ ॥ হে প্রভু ! সর্বেশ্বর আপনার বিহিত দণ্ড এ পর্যন্ত জগতে কেউ অমান্য করেনি, কিন্তু এখন দেখছি চার জন অদ্ভুতদর্শন সিদ্ধপুরুষ আপনার বিধান উল্লঙ্ঘন করলেন॥ ৮ ॥ হে প্রভু ! আপনার নির্দেশানুসারে আমরা একজন পাতকীকে যাতনাগৃহে নিয়ে আসছিলাম কিন্তু সেই চার জন পুরুষ জোর করে বন্ধন মোচন করে তাকে মুক্ত করে দিল॥ ৯ ॥ আপনার কাছে আমরা এই রহস্যের ব্যাখ্যা জানতে চাই। আপনি যদি আমাদের অধিকারী মনে করেন তবে দয়া করে সেই রহস্য বলুন। হে প্রভু ! বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে সেই পাতকী অজামিলের মুখ থেকে 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারিত হওয়ামাত্র, 'ভয় নেই', 'ভয় নেই' বলতে বলতে অতি সত্বর তাঁরা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন॥ ১০ ॥

শ্রীশুক[৩]উবাচ

ইতি দেবঃ স আপৃষ্টঃ প্রজাসংযমনো যমঃ।
প্রীতঃ স্বদূতান্ প্রত্যাহ স্মরন্ পাদাম্বুজং হরেঃ॥ ১১

শ্রীশুকদেব বললেন—দূতগণ এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে দেবশিরোমণি প্রজাসংযমনকারী ভগবান যমরাজ প্রীত হয়ে শ্রীহরির চরণকমল স্মরণ করে তাদের বলতে লাগলেন॥ ১১ ॥

[১]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—গৃহম্। [৩]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ।

যম উবাচ

পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ
ওতং প্রোতং পটবদ্যত্র বিশ্বম্।
যদংশতোঽস্য স্থিতিজন্মনাশা
নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ ॥ ১২
যো নামভির্বাচি জনান্নিজায়াং
বধ্নাতি তন্ত্যামিব দামভির্গাঃ।
যস্মৈ বলিং ত ইমে নামকর্ম-
নিবন্ধবদ্ধাশ্চকিতা বহন্তি ॥ ১৩
অহং মহেন্দ্রো নির্ঋতিঃ প্রচেতাঃ
সোমোঽগ্নিরীশঃ পবনোঽর্কো বিরিঞ্চঃ।
আদিত্যবিশ্বে বসবোঽথ সাধ্যা
মরুদ্গণা রুদ্রগণাঃ সসিদ্ধাঃ ॥ ১৪
অন্যে চ যে বিশ্বসৃজোঽমরেশা
ভৃগ্বাদয়োঽস্পৃষ্টরজস্তমস্কাঃ।
যস্যেহিতং ন বিদুঃ স্পৃষ্টমায়া
সত্ত্বপ্রধানা অপি কিং ততোঽন্যে ॥ ১৫
যং বৈ ন গোভির্মনসাসুভির্বা
হৃদা গিরা বাসুভৃতো[১] বিচক্ষতে।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং
চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্ ॥ ১৬
তস্যাত্মতন্ত্রস্য হরেরধীশিতুঃ
পরস্য মায়াধিপতের্মহাত্মনঃ।
প্রায়েণ দূতা ইব বৈ মনোহরা-
শ্চরন্তি তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ ॥ ১৭
ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরপূজিতানি
দুর্দর্শলিঙ্গানি মহাদ্ভুতানি।
রক্ষন্তি তদ্ভক্তিমতঃ পরেভ্যো
মত্তশ্চ মর্ত্যানথ সর্বতশ্চ ॥ ১৮
ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।

যমরাজ বললেন—ওহে দূতগণ ! আমার থেকে ভিন্ন আরও একজন আছেন যিনি এই চরাচর বিশ্বের প্রভু। কাপড় যেমন সুতোর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত, এই সম্পূর্ণ জগৎও সেইরকম তাঁর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে। তাঁরই অংশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। এই বিশ্বসংসারকে তিনি নাসিকাতে রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দের মতো নিজের বশীভূত করে রেখেছেন ॥ ১২ ॥ হে আমার প্রিয় দূতগণ ! মানুষ যেমন সব গোরুগুলোকে প্রথমে একটা একটা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে তারপর সেই দড়িগুলো একটা বড় দড়ির সঙ্গে বাঁধে সেইরকমই জগদীশ্বর ভগবানও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম রূপ ছোট ছোট নামের দড়ি দিয়ে বেঁধে তারপর সকলকে বেদবাক্যরূপ একটা বড় দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। এইভাবে জীবগণ নামকর্মাদি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভীতচকিতপ্রাণে তাঁকেই সর্বস্ব সমর্পণ করছে॥ ১৩ ॥ হে দূতগণ ! আমি, ইন্দ্র, নির্ঋতি, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি, শিব, বায়ু, সূর্য, ব্রহ্মা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, সিদ্ধগণ, একাদশ রুদ্র, রজঃ এবং তমোগুণরহিত ভৃগু প্রমুখ প্রজাপতিগণ এবং প্রধান প্রধান সকল দেবগণ—সকলে সত্ত্বপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মায়ার অধীন এবং তিনি কোন কাজ কখন, কী জন্য করেন তা যথার্থভাবে বুঝে উঠতে পারি না ; সেক্ষেত্রে অন্য লোকের সম্বন্ধে আর কী বলার আছে ॥ ১৪-১৫ ॥ হে দূতগণ ! ঘটপটাদি রূপবান পদার্থ তাদের প্রকাশক চক্ষুকে যেমন দেখতে পায় না—সেইরকমই হৃদয়মধ্যে নিজের সাক্ষিরূপে বিরাজমান শ্রীভগবানকে কোনো প্রাণীই তার ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, হৃদয়, বাক্য বা অন্য কোনো উপায় দ্বারাই জানতে পারে না॥ ১৬ ॥ শ্রীভগবান সকলের অধিপতি এবং পরম স্বতন্ত্র। সেই মায়াধিপতি পুরুষোত্তমের দূতগণ তাঁরই মতো পরম মনোহর রূপ, গুণ ও স্বভাবসম্পন্ন হয়ে প্রায়শই এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করে থাকেন॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবানের দেবগণপূজিত ও পরম অলৌকিক পার্ষদদের দর্শন অতীব দুর্লভ। তাঁরা বিষ্ণুভক্ত মানুষদের শত্রুর হাত থেকে, আমার হাত থেকে এবং অগ্নি ইত্যাদি ভয় থেকে সর্বদা রক্ষা থাকেন॥ ১৮ ॥

স্বয়ং ভগবানই ধর্মের বিধান দিয়েছেন, সেই বিধান ঋষি, দেবতা বা সিদ্ধগণ—কেউই জানে না। অতএব মানুষ, বিদ্যাধর, চারণ বা অসুরগণের তো জানার প্রশ্নই

[১]প্রা.পা.—বাসুধৃতো।

ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতশ্চ[১] বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ।। ১৯
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।। ২০
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।। ২১
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।। ২২
নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ।
অজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশাদমুচ্যত।। ২৩
এতাবতালমঘনির্হরণায়[২] পুংসাং
সঙ্কীর্তনং ভগবতো গুণকর্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায়[৩] মুক্তিম্।। ২৪
প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ।। ২৫
এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে
সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ।। ২৬
তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎ প্রপন্নাঃ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে।। ২৭
তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈ রসজ্ঞৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্।। ২৮

ওঠে না।। ১৯ ।। ভগবানের দ্বারা রচিত ভাগবতধর্ম পরম শুদ্ধ ও গুহ্য, তা জানা অতীব কঠিন, যে সেই ধর্ম জানতে পারে সে ভগবৎসারূপ্য লাভ করে। হে দূতগণ ! ভাগবত-ধর্মরহস্য আমরা বারো জন মাত্রই জানি—ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, মহাদেব, সনৎকুমার, কপিলদেব, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্মপিতামহ, বলিরাজ, শুকদেব আর আমি (ধর্মরাজ)।। ২০-২১ ।। এই সংসারে জীবের পক্ষে নামসঙ্কীর্তনাদি দ্বারা ভগবৎচরণে ভক্তিভাব লাভ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।। ২২ ।। হে বৎসগণ ! ভগবন্নামোচ্চারণের মাহাত্ম্য দেখো, অজামিলের মতো পাপীও একবার নামোচ্চারণেই মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে গেল।। ২৩ ।। ভগবান শ্রীহরির গুণ, কর্ম ও নাম সম্যক্ কীর্তন করলে তা যে লোকের কেবল পাপক্ষয়ই করে থাকে তাই নয় কারণ, মহাপাপী অজামিল মুমূর্ষু অবস্থায় চঞ্চল চিত্তে নিজের ছেলেকে 'নারায়ণ' বলে ডেকেছিল। এই নামাভাসমাত্রই তার সমস্ত পাপ তো ক্ষয় হলই, সে মুক্তি পর্যন্ত লাভ করল।। ২৪ ।। মহা মহা পণ্ডিতদের বুদ্ধি কখনো কখনো ভগবানের মায়াতে মোহিত হয়ে যায়। তাঁদের বুদ্ধি পুষ্পতুল্য অর্থবাদ-বাক্য সমূহের দ্বারা মনোহর ও কর্মপ্রতিপাদক বেদভাগে অভিনিবিষ্ট থাকে, তার ফলে তাঁরা বেদপ্রোক্ত বৃহৎ বৃহৎ কর্মসমূহে নিরত থাকেন। মহাজনরূপে প্রসিদ্ধ হলেও সেইরকম কর্মনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ নামকীর্তনাদিরূপ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য প্রায়ই অবগত নন। এটি খুবই দুঃখের কথা ! ।। ২৫

হে দূতগণ ! যে সব সুবুদ্ধি মানুষ এই সব বিবেচনা করে ভগবান অনন্তে সর্বান্তঃকরণে ভক্তিযোগ স্থাপন করেন তাঁরা আমার দণ্ড পাওয়ার পাত্র নন। প্রথম কথা যে তাঁরা পাপ করেন না, তবুও যদি ক্বচিৎ-কদাচিৎ কখনো কোনো কারণে সামান্য পাপ ঘটে যায়, তাহলেও ভগবানের গুণকীর্তনে সেই পাপও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যায়।। ২৬ ।। যে সব সাধুপুরুষ সমদর্শী হয়ে ভগবানকেই তাঁদের সাধ্য ও সাধন দুই-ই মনে করে তাঁর শরণাপন্ন হন, বড় বড় দেবতা ও সিদ্ধগণ তাঁদের পবিত্র চরিত্রকথা কীর্তন করে থাকেন। হে দূতগণ ! ভগবানের গদা সর্বদা তাঁদের রক্ষা করতে থাকে। ভুলবশতও তোমরা কখনো তাঁদের কাছে যেও না। তাঁদের দণ্ড দেবার সামর্থ্য না আছে আমার আর না আছে মহাকালেরও।। ২৭ ।। বড় বড় পরমহংস সাধুপুরুষগণ

[১]প্রা.পা.—কুতো নু। [২]প্রা.পা.— পেন। [৩]প্রা.পা.—অবাপ।

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥ ২৯

তৎ ক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো
নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্যদসৎকৃতং নঃ।
স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাঞ্জলীনাং
ক্ষান্তির্গরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে॥ ৩০

তস্মাৎ সঙ্কীর্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতিম্॥ ৩১

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্যাণ্যুদ্দামানি[১] হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ॥ ৩২

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিণ্ ন পুনর্বিসৃষ্ট-
মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টু-
মীহেত কর্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ॥ ৩৩

ইত্থং স্বভর্তৃগদিতং ভগবন্মহিত্বং
সংস্মৃত্য বিস্মিতধিয়ো যমকিঙ্করাস্তে।
নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতি শঙ্কমানা
দ্রষ্টুং চ বিভ্যতি ততঃ প্রভৃতি স্ম রাজন্॥ ৩৪

দিব্যরসপ্রাপ্তির লোভে বিশ্বসংসার এবং দেহ গেহাদির থেকে অহং ও মমত্ব বুদ্ধি পরিহার করে নিষ্কিঞ্চন হয়ে নিরন্তর ভগবান মুকুন্দের পদারবিন্দ মকরন্দ-সুধা পান করতে থাকেন, যে সব দুষ্ট ব্যক্তি সেই দিব্য রসে বিমুখ, নরকের বর্ত্মস্বরূপ গেহাদিতেই যারা একান্ত আসক্ত সেই সব দুষ্টদের বারংবার আমার কাছে নিয়ে আসবে॥ ২৮ ॥ যাদের জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণ বর্ণন বা নামোচ্চারণ না করে, যাদের চিত্ত কখনো তাঁর চরণারবিন্দের স্মরণ না করে আর যাদের মাথা একবারের জন্যও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণামের জন্য নত না হয়, সেই সব ভগবৎ-সেবা বিমুখ পাপীদেরই আমার কাছে নিয়ে আসবে॥ ২৯ ॥ আজ আমার দূতগণ ভগবানের পার্ষদদের প্রতি অপরাধ করে স্বয়ং ভগবানকেই তিরস্কার করেছে। এ অপরাধ আমারই। পুরাণপুরুষ ভগবান নারায়ণ নিজগুণে সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি অজ্ঞ হলেও তাঁর নিজজন, তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সদাই উন্মুখ হয়ে থাকি। সুতরাং তাঁর মতো অপার মাহাত্ম্যশালী পরমপুরুষের পক্ষে আমার মতো প্রণতজনদের ক্ষমা করাই যুক্তিযুক্ত। সেই সর্বান্তর্যামী একরস অনন্ত প্রভুকে আমি নমস্কার করি॥ ৩০ ॥

(শ্রীশুকদেব বললেন—) হে কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ ! অতএব একথা নিশ্চয় জেনো, যে অতি উৎকট পাপের সর্বোত্তম, সমূল পাপবাসনার নির্মলকারী একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হল কেবলমাত্র শ্রীভগবানের গুণ, লীলা এবং নাম-কীর্তন। এর দ্বারা জগতের মহৎ মঙ্গল সাধিত হয়॥ ৩১ ॥ যারা ভগবান শ্রীহরির উদ্দাম কৃপাময় পরাক্রমগাথা পুনঃপুন শ্রবণ-কীর্তন করে তাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্ট ভক্তির প্রকাশ হয়। সেই ভক্তিদ্বারা যে শুদ্ধিলাভ হয়, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত দ্বারাও সেই আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়॥ ৩২ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের চরণারবিন্দমকরন্দ রসের লোভে আসক্ত-ভ্রমর সদৃশ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দুর্গতিপ্রদ, আপাতরম্য মায়াজনিত বিষয়সমূহের প্রতি একবার বিমুখ হলে পুনরায় আর তাতে আসক্ত হয় না। কিন্তু সেই দিব্যরসে বঞ্চিত থেকে কামাহত হয়ে যার বিবেকবুদ্ধি কলুষিত, সে তার পাপক্ষয়ের জন্য বারবার প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্মাদিরই অনুষ্ঠান করতে থাকে। এর ফলে তার কর্মবাসনার নিবৃত্তি হয় না এবং পুনরায় পাপাচরণ করে॥ ৩৩ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! প্রভু ধর্মরাজের মুখে এইভাবে

[১]প্রা.পা.—পর্বাণ্যুত্তমানি।

ইতিহাসমিমং গুহ্যং[১] ভগবান্ কুম্ভসম্ভবঃ।
কথয়ামাস মলয় আসীনো হরিমর্চয়ন্॥ ৩৫

শ্রীভগবানের মহিমা অবগত হয়ে ভগবৎ-মাহাত্ম্য স্মরণ করে সেই যমকিঙ্করগণের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। সেই থেকে তারা ধর্মরাজের বাক্যে বিশ্বাস রেখে নিজেদের সর্বনাশের আশঙ্কায় ভগবানের আশ্রিত ভক্তজনদের ধারে কাছে যায় না। বেশি কথা কী, সেইসব ভক্তদের প্রতি চোখ তুলে তাকাতেও তারা ভয় পায়॥ ৩৪ ॥ হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! এক সময়ে মলয়াচলে অবস্থানকারী মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীহরির অর্চনাকালে পরমগুহ্য এই ইতিহাস আমাকে বলেছিলেন॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে যমপুরুষসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠ স্কন্ধের যমপুরুষসংবাদে তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষ কর্তৃক ভগবানের স্তুতি এবং ভগবানের আবির্ভাব

রাজোবাচ

দেবাসুরনৃণাং সর্গো নাগানাং মৃগপক্ষিণাম্।
সামাসিকস্ত্বয়া প্রোক্তো যস্তু স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে॥ ১ ॥
তস্যৈব ব্যাসমিচ্ছামি জ্ঞাতুং তে ভগবন্ যথা।
অনুসর্গং যয়া শক্ত্যা সসর্জ ভগবান্ পরঃ॥ ২ ॥

সূত উবাচ

ইতি সম্প্রশ্নমাকর্ণ্য রাজর্ষের্বাদরায়ণিঃ।
প্রতিনন্দ্য মহাযোগী[২] জগাদ মুনিসত্তমাঃ॥ ৩ ॥

শ্রীশুক[৩] উবাচ

যদা প্রচেতসঃ পুত্রা দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
অন্তঃসমুদ্রাদুন্মগ্না দদৃশুর্গাং দ্রুমৈর্বৃতাম্॥ ৪ ॥
দ্রুমেভ্যঃ[৪] ক্রুধ্যমানাস্তে তপোদীপিতমন্যবঃ।
মুখতো বায়ুমগ্নিং চ সসৃজুস্তদ্দিধক্ষয়া॥ ৫ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—ভগবান! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেব, অসুর, মনুষ্য, সর্প এবং পশু ও পক্ষিগণের সৃষ্টি আপনি সংক্ষেপে (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণনা করেছেন॥ ১ ॥ এখন আমি সেই বৃত্তান্তই বিস্তারিতভাবে জানতে ইচ্ছা করি। প্রকৃতি ইত্যাদি কারণেরও পরম কারণ ভগবান তাঁর যে শক্তির দ্বারা যে প্রকারে অনুসর্গ অর্থাৎ পরবর্তী সৃষ্টি করেছেন আমি তা সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি॥ ২ ॥

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি মহর্ষিগণ! পরম যোগী ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব রাজর্ষি পরীক্ষিতের এই সুন্দর প্রশ্ন শুনে তাঁর খুব প্রশংসা করে বললেন॥ ৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজা প্রাচীনবর্হির প্রচেতা নামে দশ ছেলে সমুদ্রের ভেতর থেকে বাইরে এসে দেখলেন যে সমস্ত পৃথিবী বৃক্ষ লতাপাতায় সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে॥ ৪ ॥ (পৃথিবীর ওই রকম বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন হওয়ার কারণ এই যে নারদের উপদেশে প্রচেতারা তপস্যায় গমন করলে রাজার অভাবে পৃথিবীতে কৃষিকর্মাদি কিছুই হয়নি।) বৃক্ষলতাদের ওপর তাঁদের ভীষণ রাগ হল। তাঁদের তপোবল সেই

[১]প্রা.পা.—মহ্যং। [২]প্রা.পা.—যথা যোগী। [৩]প্রা.পা.—ঋষিরুবাচ। [৪]প্রা.পা.—বৃক্ষেভ্যঃ।

তাভ্যাং নির্দহ্যমানাংস্তানুপলভ্য কুরূদ্বহ।
রাজোবাচ মহান্ সোমো মন্যুং প্রশময়ন্নিব॥ ৬

মা দ্রুমেভ্যো মহাভাগা দীনেভ্যো দ্রোগ্ধুমর্হথ।
বিবর্ধয়িষবো যূয়ং প্রজানাং পতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৭

অহো প্রজাপতিপতির্ভগবান্ হরিরব্যয়ঃ।
বনস্পতীনোষধীশ্চ সসর্জোর্জমিষং বিভুঃ॥ ৮

অন্নং চরাণামচরা হ্যপদঃ পাদচারিণাম্।
অহস্তা হস্তযুক্তানাং দ্বিপদাং চ চতুষ্পদঃ॥ ৯

যূয়ং চ পিত্রান্বাদিষ্টা[১] দেবদেবেন চানঘাঃ।
প্রজাসর্গায় হি কথং বৃক্ষান্ নির্দগ্ধুমর্হথ॥ ১০

আতিষ্ঠত সতাং মার্গং কোপং যচ্ছত দীপিতম্।
পিত্রা পিতামহেনাপি জুষ্টং বঃ প্রপিতামহৈঃ॥ ১১

তোকানাং[২] পিতরৌ বন্ধূ দৃশঃ পক্ষ্ম স্ত্রিয়াঃ পতিঃ।
পতিঃ প্রজানাং ভিক্ষূণাং গৃহ্যজ্ঞানাং বুধঃ সুহৃৎ॥ ১২

অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাঽঽস্তে[৩] হরিরীশ্বরঃ।
সর্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ॥ ১৩

যঃ সমুৎপতিতং দেহ আকাশান্মন্যুমুল্বণম্।
আত্মজিজ্ঞাসয়া যচ্ছেৎ স গুণানতিবর্ততে॥ ১৪

অলং দগ্ধৈর্দ্রুমৈর্দীনৈঃ খিলানাং শিবমস্তু বঃ।
বার্ক্ষী হ্যেষা বরা কন্যা পত্নীত্বে প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ১৫

ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল। বৃক্ষলতাদের দগ্ধ করার জন্য তাঁরা তাঁদের মুখ থেকে অগ্নি ও বায়ু সৃষ্টি করলেন॥ ৫ ॥ হে পরীক্ষিৎ! সেই বায়ু ও অগ্নি দ্বারা বৃক্ষলতাদি পুড়তে আরম্ভ করলে বনস্পতিদের রাজা মহাত্মা সোম তাঁদের ক্রোধ শান্ত করার জন্য এইরকম বলতে লাগলেন॥ ৬ ॥ হে মহাভাগ্যবান প্রচেতাগণ! এই বৃক্ষসকল নিতান্তই অসহায়। আপনারা এদের প্রতি ক্রোধ করবেন না; কারণ আপনারা প্রজাপতি, প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই আপনাদের অভিলাষ॥ ৭ ॥ হে মহাত্মাগণ! প্রজাপতিদের অধিপতি অবিনাশী ভগবান শ্রীহরি প্রজাদের মঙ্গলার্থে বৃক্ষ ও তজ্জাত ফলাদি, ওষধি অর্থাৎ গোধূমাদি শস্য ও তজ্জনিত অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য প্রাণিগণের ভক্ষ্যরূপে ও অন্নরূপে সৃষ্টি করেছেন॥ ৮ ॥ সংসারে পক্ষচারী চর প্রাণীদের ভক্ষ্য হল ফল পুষ্পাদি অচর পদার্থ। পাদচারী প্রাণীদের ঘাস-তৃণাদি পাদবিহীন পদার্থই ভোজ্য; হস্তযুক্ত প্রাণীদের জন্য হস্তবিহীন বৃক্ষ-লতাদি এবং দ্বিপদ মনুষ্যদের জন্য ধান, গম ইত্যাদি পদার্থ ভোজ্য। চতুষ্পদ মহিষ, উট প্রভৃতি প্রাণী কৃষিকর্মের দ্বারা অন্নোৎপত্তিতে সহায়তাকারী॥ ৯ ॥ হে নিষ্পাপ প্রচেতাগণ! আপনাদের পিতা ও দেবাধিদেব ভগবান আপনাদের প্রজাসৃষ্টি করতে আদেশ দিয়েছেন। এই অবস্থায় আপনারা বৃক্ষদের পুড়িয়ে দিচ্ছেন। এটি কি উচিত? ॥ ১০ ॥ আপনারা ক্রোধ প্রশমিত করুন এবং আপনাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহদের দ্বারা সেবিত সৎপুরুষগণের অবলম্বিত পথে চলুন॥ ১১ ॥ পিতা-মাতা যেমন সন্তানকে, চোখের পাতা যেমন চোখকে, পতি যেমন পত্নীকে, গৃহস্থ যেমন ভিক্ষুককে আর জ্ঞানী যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিকে রক্ষা করে এবং তাদের মঙ্গল কামনা করে তেমনই প্রজাদের রক্ষা করা এবং তাদের মঙ্গল-অমঙ্গল বিচার করা রাজার কাজ॥ ১২ ॥ হে প্রচেতাগণ! সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে সর্বশক্তিমান ভগবান আত্মারূপে বিরাজমান। সেইজন্য আপনারা সব কিছুকে ভগবানের নিবাসস্থান বলে মনে করুন। আপনাদের চিন্তাধারা এইরকম হলে ভগবান প্রসন্ন হবেন॥ ১৩ ॥ যে মানুষ হৃদয়ে উৎপন্ন ভয়ংকর ক্রোধকে আত্মবিচারের দ্বারা দেহের মধ্যেই লয় করে দিতে পারে, বাইরে প্রকাশ হতে দেয় না, সেই মানুষ কালক্রমে গুণত্রয়কে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়॥ ১৪ ॥ হে প্রচেতাগণ! এই সহায়সম্বলহীন বৃক্ষগুলিকে আর দগ্ধ করবেন না; যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাদের রক্ষা করুন।

[১]প্রা.পা.—ত্বাদিষ্টা। [২]প্রা.পা.— লোকানাং পিতরৌ। [৩]প্রা.পা.—ভূতানাং শান্তাস্তে।

ইত্যামন্ত্র্য বরারোহাং কন্যামাপ্সরসীং নৃপ।
সোমো রাজা যযৌ দত্ত্বা[1] তে ধর্মেণোপযেমিরে॥ ১৬

তেভ্যস্তস্যাং সমভবদ্দক্ষঃ প্রাচেতসঃ কিল।
যস্য[2] প্রজাবিসর্গেণ লোকা আপূরিতাস্ত্রয়ঃ॥ ১৭

যথা সসর্জ ভূতানি দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ।
রেতসা মনসা চৈব তন্মমাবহিতঃ শৃণু॥ ১৮

মনসৈবাসৃজৎপূর্বং প্রজাপতিরিমাঃ প্রজাঃ।
দেবাসুরমনুষ্যাদীন্নভঃস্থলজলৌকসঃ॥ ১৯

তমবৃংহিতমালোক্য প্রজাসর্গং প্রজাপতিঃ।
বিন্ধ্যপাদানুপব্রজ্য সোঽচরদ্ দুষ্করং[3] তপঃ॥ ২০

তত্রাঘমর্ষণং নাম তীর্থং পাপহরং পরম্।
উপস্পৃশ্যানুসবনং তপসাতোষয়দ্ধরিম্॥ ২১

অস্তৌষীদ্ধংসগুহ্যেন ভগবন্তমধোক্ষজম্।
তুভ্যং তদভিধাস্যামি[4] কস্যাতুষ্যদ্ যতো হরিঃ॥ ২২

প্রজাপতিরুবাচ

নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে
গুণত্রয়াভাসনিমিত্তবন্ধবে।
অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভি-
র্নিবৃত্তমানায় দধে স্বয়ম্ভুবে॥ ২৩

ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ
সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্।
গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে-
স্তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি॥ ২৪

এতে আপনাদেরও মঙ্গল হবে। বৃক্ষগণ কর্তৃক প্রতিপালিতা এই উত্তমা কন্যাটিকে আপনারা পত্নীরূপে স্বীকার করুন॥ ১৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ! বনস্পতিদের রাজা সোমদেব প্রচেতাদের এইভাবে বুঝিয়েসুঝিয়ে প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত কন্যাটি প্রদান করে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। প্রচেতাগণ ধর্মানুসারে সেই কন্যাটির পাণিগ্রহণ করলেন॥ ১৬ ॥ প্রচেতাদের ঔরসে সেই কন্যার গর্ভে প্রাচেতস নামক দক্ষের জন্ম হল। তারপর দক্ষের দ্বারা প্রজাসৃষ্টিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হয়ে গেল॥ ১৭ ॥ নিজ-কন্যাদের প্রতি দক্ষের তীব্র বাৎসল্য ছিল। তিনি যে ভাবে নিজ সংকল্প ও বীর্যের দ্বারা বিবিধ প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমি তোমাকে বলছি, মন দিয়ে শোনো॥ ১৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে খেচর, ভূচর, জলচর, দেব, অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাদিগকে নিজের সংকল্প দ্বারাই সৃষ্টি করলেন॥ ১৯ ॥ কিন্তু এই প্রজা-সৃষ্টি কোনো প্রকারেই বৃদ্ধি পাচ্ছে না দেখে তিনি বিন্ধ্যাচলের কাছে এক পাহাড়ে গিয়ে ঘোর তপস্যা আরম্ভ করলেন॥ ২০ ॥ সেখানে অঘমর্ষণ নামে এক পাপহারী তীর্থ ছিল। প্রজাপতি দক্ষ সেই তীর্থে ত্রিসন্ধ্যা স্নানান্তে তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করলেন॥ ২১ ॥ প্রজাপতি দক্ষ ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে 'হংসগুহ্য' নামক স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করে প্রসন্ন করেন। আমি তোমাকে সেই স্তব শোনাচ্ছি॥ ২২ ॥

দক্ষ প্রজাপতি এইভাবে স্তুতি করলেন—হে ভগবান ! আপনার অনুভূতি, আপনার চিৎ-শক্তি অমোঘ। আপনি জীব ও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, তাদের নিয়ন্তা এবং তাদের সত্তাস্ফূর্তি প্রদানকারী। যেসকল জীব ত্রিগুণময়ী সৃষ্টিকে বাস্তব সত্য বলে ধারণা করে, তারা আপনার স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে না, কারণ কোনো প্রমাণই আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করতে সমর্থ নয়—আপনার কোনো শেষ নেই, সীমা নেই। আপনি স্বপ্রকাশ, আপনি সর্বোত্তম। আমি আপনাকে প্রণাম করছি॥ ২৩ ॥ জীব ও ঈশ্বর একে অপরের সখা তথা এই দেহে একত্রেই বাস করে ; কিন্তু জীব সর্বশক্তিমান আপনার সখ্যভাবকে জানে না—যেমন রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি বিষয়সমূহ তাদের প্রকাশক চোখ, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে জানে না। কারণ আপনি জীব ও

[1] প্রা.পা.—হৃষ্টস্তে। [2] প্রা.পা.—তস্য। [3] প্রা.পা.—দুশ্চরং। [4] প্রা.পা.—সমভিধাস্যামি।

দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা
নাত্মানমন্যং চ বিদুঃ পরং যৎ।
সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো
ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে॥ ২৫

যদোপরামো মনসো নামরূপ-
রূপস্য দৃষ্টস্মৃতিসম্প্রমোষাৎ।
য ঈয়তে কেবলয়া স্বসংস্থয়া[১]
হংসায় তস্মৈ শুচিসদ্মনে নমঃ॥ ২৬

মনীষিণোঽন্তর্হৃদি সংনিবেশিতং
স্বশক্তিভির্নবভিশ্চ ত্রিবৃদ্ভিঃ।
বহ্নিং যথা দারুণি পাঞ্চদশ্যং
মনীষয়া নিষ্কর্ষন্তি গূঢ়ম্॥ ২৭

স বৈ মমাশেষবিশেষমায়া-
নিষেধনির্বাণসুখানুভূতিঃ।
স সর্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ
প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তিঃ॥ ২৮

যদ্যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং
ধিয়াক্ষভির্বা মনসা বোত যস্য।
মা ভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ
স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ॥ ২৯

যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ
যদ্ যো যথা কুরুতে কার্যতে চ[২]।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং
তদ্ ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্॥ ৩০

জগতের দ্রষ্টা, দৃশ্য নন। হে মহেশ্বর ! আমি আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি॥ ২৪ ॥ দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ, পঞ্চমহাভূত এবং রূপাদি পঞ্চ-তন্মাত্র—এই সব জড় হওয়ার ফলে নিজেদেরকে বা নিজেদের অতিরিক্ত অপর কোনো বিষয়কে জানে না অর্থাৎ উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু জীবাত্মা উক্ত সকল বিষয় ও তাদের মূলীভূত সত্ত্বাদিগুণত্রয়কেও জানতে পারে। কিন্তু জীবাত্মাও দৃশ্য অথবা জ্ঞেয়রূপে আপনাকে জানতে পারে না। কারণ আপনিই সকলের জ্ঞাতা এবং অনন্ত। অতএব হে প্রভু ! আমি আপনাকে স্তুতিদ্বারা ভজনা করছি॥ ২৫ ॥ সমাধি অবস্থায় যখন প্রমাণ, বিকল্প ও বিপর্যয়রূপ বিবিধ জ্ঞান ও স্মরণশক্তি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এই নাম-রূপাত্মক জগতের নিরূপণকারী মন উপরত হয়ে যায়, সেই সময় মন ব্যতিরেকেও কেবল সচ্চিদানন্দময়ী নিজ স্বরূপস্থিতির দ্বারা আপনি প্রকাশিত হতে থাকেন। হে প্রভু ! আপনি শুদ্ধ আর শুদ্ধ হৃদয়মন্দিরই আপনার নিবাসস্থান। আপনাকে আমার প্রণাম॥ ২৬ ॥ যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞীয় কাঠের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিকে যেমন পঞ্চদশ 'সামিধেনী' মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত করেন, সেইরকমই জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের সাতাশটি শক্তির মধ্যে গূঢ়ভাবে সুপ্ত নিজের শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে নিজ অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন॥ ২৭ ॥ সংসারে যত বিভিন্নতা দেখা যায় তা সবই মায়ার বিস্তার। এই মায়াকে পরিহার করতে পারলে কেবল পরম সুখের সাক্ষাৎকারস্বরূপ আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। কিন্তু যখন বিচার করা হয় তখন আপনার স্বরূপে মায়ার উপলব্ধি—নির্বচন হতে পারে না, অর্থাৎ মায়াও আপনিই নিজে। হে প্রভু ! আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমাকে আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ করে দিন॥ ২৮ ॥ হে প্রভু ! বাক্যের দ্বারা যা কিছু বলা যায়, অথবা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা যায় তা আপনার স্বরূপ নয় ; কারণ সেগুলো তো গুণাত্মক কিন্তু আপনি তো গুণের উৎপত্তি ও বিনাশের অধিষ্ঠান। আপনার মধ্যে ওইসব কেবল প্রতীতি মাত্র হয়॥ ২৯ ॥ হে ভগবান ! এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনার মধ্যেই অবস্থিত ; আপনার থেকেই এর উৎপত্তি এবং অপর কারোর সাহায্য ছাড়া আপনিই এর নির্মাণ করেছেন। এ জগৎ আপনারই আর আপনারই জন্য। আপনিই জগৎ-রূপে সৃষ্ট হচ্ছেন এবং সৃষ্টিকর্তাও আপনিই। এই সৃষ্ট হওয়া

[১] প্রা.পা.—স্বসংজ্ঞয়া। [২] প্রা.পা.—বা।

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥ ৩১

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্মযোঃ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহত্তৎ ॥ ৩২

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥ ৩৩

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাম্মনোরথম্॥ ৩৪

শ্রীশুক [1]উবাচ

ইতি স্তুতঃ[2] সংস্তুবতঃ স তস্মিন্নঘমর্ষণে।
আবিরাসীৎ[3] কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ॥ ৩৫

কৃতপাদঃ সুপর্ণাংসে প্রলম্বাষ্টমহাভুজঃ।
চক্রশঙ্খাসিচর্মেষুধনুঃপাশগদাধরঃ॥ ৩৬

এবং সৃষ্টিকার্যের বিধিও আপনিই। আপনিই সকলকে দিয়ে কাজ করাবার প্রভু। কার্য ও কারণের ভেদ যখন ছিল না তখনও আপনি স্বয়ংসিদ্ধ স্বরূপে স্থিত ছিলেন। এইজন্য সব কিছুর কারণও আপনিই। প্রকৃত সত্য এই যে আপনি জীব-জগতের ভেদ ও স্বগতভেদ থেকে সর্বদাই মুক্ত এক ও অদ্বিতীয়। আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ৩০ ॥ হে প্রভু! আপনারই মায়া, অবিদ্যা প্রভৃতি শক্তিসমূহ বাদিপ্রতিবাদিগণের মধ্যে কখনো বিবাদ কখনো সংবাদ (ঐকমত্য)-এর বিষয় হয় এবং সেই সকল বদী-প্রতিবদীগণের অন্তঃকরণে পুনঃপুন মোহ উৎপাদন করে। আপনি অনন্ত, অপ্রাকৃত নিত্যগুণযুক্ত এবং নিজেও অনন্ত। আমি আপনাকে প্রণাম করি॥ ৩১ ॥ হে ভগবান! উপাসকদের মতে আপনি হস্ত-পদাদিযুক্ত সাকার বিগ্রহ আর সাংখ্যশাস্ত্র মতে হস্তপদবিহীন নিরাকার। এইরকম বিভিন্ন-প্রকার বিরুদ্ধমতাবলম্বী হলেও ওই উভয়শাস্ত্রের লক্ষ্য একই, তাদের লক্ষ্যবস্তুতে বিরোধ নেই। কারণ দুই-এরই প্রতিপাদ্য বিষয় একই পরমবস্তু ভগবান। আধার ছাড়া হাত-পা থাকা সম্ভব নয় আর বিধি নিষেধেরও একটা সীমা আছে। আপনি সেই আধার এবং নিষেধের অতীত। তাই আপনি সাকার-নিরাকার দুইয়েরই অবিরুদ্ধসম্মত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম॥ ৩২ ॥ হে প্রভু! আপনি অনন্ত। আপনার কোনো প্রাকৃত নামও নেই, প্রাকৃত রূপও নেই; তবুও যে ব্যক্তি আপনার চরণকমল ভজনা করে, তাদের প্রতি কৃপা করার জন্য আপনি নানারূপ ধারণ করে বিবিধ লীলা সম্পাদন করেন এবং সেই সেই রূপ এবং লীলানুরূপ নাম গ্রহণ করে থাকেন। হে পরমাত্মন্! আপনি আমাকে কৃপা করুন॥ ৩৩ ॥ মানুষের উপাসনা প্রায়শই সাধারণ স্তরের হয়ে থাকে। তাই আপনি তাদের সকলের হৃদয়ে থেকে তাদের ধ্যান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেবতার রূপে প্রতীত হয়ে থাকেন—বায়ু যেমন গন্ধের আশ্রয় নিয়ে সুগন্ধি বলে প্রতীত হয়; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বায়ু তো আর নিজে সুগন্ধি নয়। এইভাবে সকলের সাধনার ধারানুসারে বাসনা পূরণকারী প্রভু আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন॥ ৩৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! বিন্ধ্যাচলের অঘমর্ষণ তীর্থে দক্ষ প্রজাপতি যখন এইরকম স্তুতি করলেন তখন ভক্তবৎসল ভগবান তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন॥ ৩৫ ॥ সেই সময় ভগবানের চরণদুখানি গরুড়ের কাঁধের ওপর রাখা ছিল। তিনি আজানুলম্বিত অষ্টমহাবাহুধারী

[1]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠটি নেই। [2]প্রা.পা.—স্তবং। [3]প্রা.পা.—প্রাদুরা.।

পীতবাসা ঘনশ্যামঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।
বনমালানিবীতাঙ্গো[১]লসচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভঃ ॥ ৩৭

মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ।
কাঞ্চ্যঙ্গুলীয়বলয়নূপুরাঙ্গদভূষিতঃ ॥ ৩৮

ত্রৈলোক্যমোহনং রূপং বিভ্রৎ ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
বৃতো নারদনন্দাদ্যৈঃ পার্ষদৈঃ সুরযূথপৈঃ ॥ ৩৯

স্তূয়মানোঽনুগায়দ্ভিঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ।
রূপং তন্মহদাশ্চর্যং বিচক্ষ্যাগতসাধ্বসঃ ॥ ৪০

ননাম দণ্ডবদ্ ভূমৌ প্রহৃষ্টাত্মা প্রজাপতিঃ।
ন কিঞ্চনোদীরয়িতুমশকৎ তীব্রয়া মুদা।
আপূরিতমনোদ্বারৈর্হ্রদিন্য ইব নির্ঝরৈঃ ॥ ৪১

তং তথাবনতং ভক্তং প্রজাকামং প্রজাপতিম্।
চিত্তজ্ঞঃ সর্বভূতানামিদমাহ[২] জনার্দনঃ ॥ ৪২

শ্রীভগবানুবাচ

প্রাচেতস মহাভাগ সংসিদ্ধস্তপসা ভবান্।
যচ্ছ্রদ্ধয়া মৎ পরয়া ময়ি ভাবং পরং গতঃ ॥ ৪৩

প্রীতোঽহং প্রজানাথ যত্তেঽস্যোদ্‌বৃংহণং তপঃ।
মমৈষ কামো ভূতানাং যদ্ ভূয়াসুর্বিভূতয়ঃ ॥ ৪৪

ব্রহ্মা ভবো ভবন্তশ্চ মনবো বিবুধেশ্বরাঃ।
বিভূতয়ো মম হ্যেতা ভূতানাং ভূতিহেতবঃ ॥ ৪৫

তপো মে হৃদয়ং ব্রহ্মংস্তনুর্বিদ্যা ক্রিয়াঽঽকৃতিঃ।
অঙ্গানি ক্রতবো জাতা ধর্ম আত্মাসবঃ সুরাঃ ॥ ৪৬

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ কিঞ্চান্তরং বহিঃ।
সংজ্ঞানমাত্রমব্যক্তং প্রসুপ্তমিব বিশ্বতঃ ॥ ৪৭

ছিলেন আর সেই আটটি হাতে চক্র, শঙ্খ, তরোয়াল, ঢাল, বাণ, ধনুক, পাশ এবং গদা ধারণ করেছিলেন॥ ৩৬ ॥ বর্ষার মেঘের মতো শ্যামল দেহে পীতাম্বর শোভিত ছিল, বদন ও নয়নযুগল প্রসন্ন, গলদেশে চরণ পর্যন্ত লুণ্ঠিত বনমালা, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন আর গলায় কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছিল॥ ৩৭ ॥ মস্তকে বহুমূল্য কিরীট, হাতে কঙ্কণ, কানে মকরাকৃতি কুণ্ডল, কটিতে মেখলা, আঙুলে আংটি, হাতে বালা, পায়ে নূপুর, বাহুতে অঙ্গদ (বাজু)— এই সকল অলংকার দ্বারা বিভূষিত ছিলেন॥ ৩৮ ॥ ত্রিভুবনপতি শ্রীভগবান ত্রৈলোক্যবিমোহন রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়েছিলেন। নারদ, নন্দ, সুনন্দ প্রমুখ পার্ষদগণ তাঁর চারপাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। ইন্দ্র প্রমুখ দেবেশ্বরগণ স্তুতি করছিলেন আর সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণ ভগবানের গুণগান করছিলেন। এই অতীব আশ্চর্য ও অলৌকিক রূপ দর্শন করে দক্ষপ্রজাপতি প্রথমে কিঞ্চিৎ ভীত ও বিস্মিত হয়েছিলেন॥ ৩৯-৪০ ॥ তারপর আনন্দে গদগদ হয়ে ভগবানের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। ঝরনার জলে যেমন নদীসকল পরিপূর্ণ হয় সেইরকমই পরমানন্দের আতিশয্যে তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং আবেগের প্রাবল্যে তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না॥ ৪১ ॥ হে পরীক্ষিৎ! প্রজাপতি দক্ষ বিনম্রচিত্তে অবনতমস্তকে ভগবান শ্রীহরির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্তর্যামী ভগবান সর্বভূতের হৃদয়ের চিন্তা জানেন, তিনি দক্ষ প্রজাপতির ভক্তি ও তাঁকে প্রজা-সৃষ্টিকামী বলে বুঝতে পেরে এইরকম বললেন—॥ ৪২ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে পরমসৌভাগ্যসম্পন্ন দক্ষ! তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ, কারণ তুমি আমার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশত ঐকান্তিক ভক্তিমান হয়েছ ॥ ৪৩ ॥ হে প্রজাপতে! তুমি সৃষ্টিবিস্তারের কামনায় তপস্যা করেছ, তাই আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। কারণ আমারও তাই-ই ইচ্ছা যে জগতের সমস্ত প্রাণীর উন্নতি ও সমৃদ্ধি হোক॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মা, শিব, তোমার মতো সব প্রজাপতিগণ, স্বায়ম্ভুব ইত্যাদি মনুগণ তথা ইন্দ্রাদি সুরেশ্বরগণ—এ সবই আমার বিভূতি এবং এঁরা সকলেই প্রাণিগণের বৃদ্ধি সম্পাদনকারী ॥ ৪৫ ॥ হে ব্রহ্মণ্! তপস্যা আমার হৃদয়, বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্রজপ আমার শরীর, সদাচার, বৈধকর্ম প্রভৃতি আমার আকৃতি, যজ্ঞ আমার অঙ্গ, ধর্ম আমার মন আর দেবগণ আমার প্রাণ॥ ৪৬ ॥ এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে একমাত্র

[১]প্রা.পা.—বিচিত্রাঙ্গো। [২]প্রা.পা.—সর্বসত্ত্বানা.।

ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতো গুণবিগ্রহঃ।
যদাঽসীত্তত এবাদ্যঃ স্বয়ম্ভূঃ সমভূদজঃ॥ ৪৮

স বৈ যদা মহাদেবো মম বীর্যোপবৃংহিতঃ।
মেনে খিলমিবাত্মানমুদ্যতঃ সর্গকর্মণি॥ ৪৯

অথ মেঽভিহিতো দেবস্তপোঽতপ্যত দারুণম্।
নব বিশ্বসৃজো যুষ্মান্ যেনাদাবসৃজদ্বিভুঃ[১]॥ ৫০

এষা পঞ্চজনস্যাঙ্গ দুহিতা বৈ প্রজাপতেঃ।
অসিক্নী নাম পত্নীত্বে প্রজেশ[২] প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৫১

মিথুনব্যবায়ধর্মস্ত্বং প্রজাসর্গমিমং পুনঃ।
মিথুনব্যবায়ধর্মিণ্যাং ভূরিশো ভাবয়িষ্যসি॥ ৫২

ত্বত্তোঽধস্তাৎ[৩] প্রজাঃ সর্বা মিথুনীভূয় মায়য়া।
মদীয়য়া ভবিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি চ মে বলিম্॥ ৫৩

শ্রীশুক[৪]উবাচ

ইত্যুক্ত্বা মিষতস্তস্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
স্বপ্নোপলব্ধার্থ ইব তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ॥ ৫৪

আমিই ছিলাম এবং তাও নিষ্ক্রিয়ভাবে। আমা ভিন্ন বাইরে ভেতরে কোথাও আর কিছুই ছিল না—না কোনো দ্রষ্টা, না কোনো দৃশ্য। জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র আমিই ছিলাম কিন্তু অব্যক্তরূপে। যেন চারদিক ছেয়ে এক বিশাল সুষুপ্তিই বিরাজ করছিল॥ ৪৭ ॥ হে প্রিয় দক্ষ! অনন্ত গুণের আধার এবং স্বয়ং অনন্ত আমিই। গুণময়ী-ত্রিগুণাত্মিকা-মায়া ক্ষোভিত হয়ে যখন এই ব্রহ্মাণ্ড-শরীর প্রকাশিত হল সেই সময়েই আদি সৃষ্টিকর্তা অযোনিজ ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন॥ ৪৮ ॥ তাঁর মধ্যে যখন আমি শক্তি আর চৈতন্য সঞ্চার করলাম তখন দেবশিরোমণি ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যে উদ্যত হলেন। কিন্তু নিজেকে তিনি অসমর্থের মতো মনে করলেন॥ ৪৯ ॥ তখন আমি তাঁকে তপস্যা করতে আদেশ দিলাম। তিনি কঠোর তপস্যা করলেন এবং সেই তপস্যার দ্বারা তিনি প্রথমে তোমাদের নয় জন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করলেন॥ ৫০॥

হে প্রিয় দক্ষ! পঞ্চজন নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রজাপতির কন্যা অসিক্নী এখানে রয়েছেন, এঁকে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ করো॥ ৫১ ॥ তুমি গৃহস্থোচিত স্ত্রী-পুরুষদের সহবাসরূপ ধর্ম অবলম্বন করে সেই ধর্মেরই অনুসারিণী পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মার আরব্ধ লোকসৃষ্টি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করতে পারবে॥ ৫২ ॥ হে প্রজাপতে! এতদিন তো মানসী সৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু এখন তোমার পরে ওই সকল প্রজা আমার মায়াপ্রভাবে দাম্পত্যধর্ম অনুসারে স্ত্রীর সাথে মিথুনীভূত হয়ে পুত্রপৌত্রাদিরূপে উৎপন্ন হবে এবং আমার উদ্দেশ্যে পুজোপহারাদি প্রদান করবে॥ ৫৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—বিশ্বপালক ভগবান শ্রীহরি এইকথা বলে দক্ষের সমক্ষেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু স্বপ্নভঙ্গে যেমন মিলিয়ে যায় সেইভাবে সেইস্থানেই অন্তর্হিত হলেন॥ ৫৪ ॥

—o—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে[৫] চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৪ ॥

—o—

[১]প্রা.পা.—প্রভুঃ। [২]প্রা.পা.—প্রসহ্য। [৩]প্রা.পা.—ত্বত্তো হি বংশজাঃ সর্বা.। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই অংশটি নেই। [৫]প্রাচীন বইয়ে 'ভগবদ্দক্ষসংবাদ' এই অংশটি বেশি আছে।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

নারদের উপদেশে দক্ষপুত্রগণের বৈরাগ্য এবং নারদের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

শ্রীশুক[১]উবাচ

তস্যাং স পাঞ্চজন্যাং বৈ বিষ্ণুমায়োপবৃংহিতঃ।
হর্যশ্বসংজ্ঞানযুতং পুত্রানজনয়দ্ বিভুঃ।। ১

অপৃথগ্ধর্মশীলাস্তে সর্বে দাক্ষায়ণা নৃপ।
পিত্রা প্রোক্তাঃ প্রজাসর্গে প্রতীচীং প্রযযুর্দিশম্।। ২

তত্র নারায়ণসরস্তীর্থং সিন্ধুসমুদ্রয়োঃ।
সঙ্গমো যত্র সুমহন্মুনিসিদ্ধনিষেবিতম্।। ৩

তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্ধূতমলাশয়াঃ।
ধর্মে পারমহংস্যে চ প্রোৎপন্নমতয়োঽপ্যুত।। ৪

তেপিরে[২] তপ এবোগ্রং পিত্রাদেশেন যন্ত্রিতাঃ।
প্রজাবিবৃদ্ধয়ে যত্তান্ দেবর্ষিস্তান্ দদর্শ হ।। ৫

উবাচ চাথ[৩] হর্যশ্বাঃ কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ।
অদৃষ্ট্বান্তং ভুবো যূয়ং বালিশা বত পালকাঃ।। ৬

তথৈকপুরুষং রাষ্ট্রং বিলং চাদৃষ্টনির্গমম্।
বহুরূপাং স্ত্রিয়ং চাপি পুমাংসং পুংশ্চলীপতিম্।। ৭

নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহম্।
ক্বচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমিম্।। ৮

কথং স্বপিতুরাদেশমবিদ্বাংসো বিপশ্চিতঃ।
অনুরূপমবিজ্ঞায় অহো সর্গং করিষ্যথ।। ৯

শ্রীশুক উবাচ

তন্নিশম্যাথ হর্যশ্বা ঔৎপত্তিকমনীষয়া।
বাচঃকূটং[৪] তু দেবর্ষেঃ স্বয়ং বিমমৃশুর্ধিয়া।। ১০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবানের মায়ায় বর্ধিত হয়ে বিপুলপ্রভাব প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চজনকন্যা অসিক্নীর গর্ভে হর্যশ্ব নামে দশ হাজার পুত্র উৎপাদন করলেন।। ১ ।। হে রাজন্! দক্ষের এই সমস্ত পুত্রগণই একরকম আচার ও স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তাদের পিতা দক্ষ যখন তাদের প্রজাসৃষ্টি করতে আদেশ দিলেন, তখন তারা তপস্যা করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম দিকে গমন করলেন।। ২ ।। পশ্চিম দিকে সিন্ধুনদী ও সমুদ্রের মোহানায় নারায়ণসরোবর নামে একটি মহাতীর্থ আছে। মহা মহা মুনি ও সিদ্ধগণ সেখানে বাস করেন।। ৩ ।। নারায়ণসরোবরের জল স্পর্শমাত্রই হর্যশ্বদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও নির্মল হয়ে গেল, পারমহংস্যাদি মোক্ষধর্মে তাদের বুদ্ধি আকৃষ্ট হল। তবুও তাঁদের পিতা দক্ষের আদেশে নিয়ন্ত্রিত হয়েই তাঁরা উগ্র তপস্যায় নিরত থাকলেন। এদিকে দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে মোক্ষধর্মে আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এরা প্রজাসৃষ্টিতে তৎপর, তখন তিনি সেখানে এসে তাদের বললেন—'ওহে হর্যশ্বগণ! তোমরা প্রজাপতি হয়েছ তাতে কী হয়েছে? আসলে তো তোমরা মূর্খ। বড়ই দুঃখের কথা। পৃথিবীর অন্ত না দেখে তোমরা পৃথিবীর সৃষ্টি কী করে করবে, এটা কি ভেবেছ? ।। ৪-৬ ।। দেখো, এমন একটা দেশ আছে, যেখানে একজন মাত্র পুরুষ আছেন। এমন একটা বিল বা গর্ত আছে যার থেকে বাইরে বেরোবার রাস্তাই নেই। এমন একজন নারী আছে যে বহুরূপী। এমন একজন পুরুষ আছে যে ব্যাভিচারিণীর পতি। এমন একটা নদী আছে যে সামনে পেছনে দুদিকেই প্রবাহিত হয়। এমন একটা ঘর আছে যা পঞ্চবিংশতি পদার্থে নির্মিত। এমন একটি হাঁস আছে যার কাহিনী খুবই বিস্ময়কর। এমন একটি চক্র আছে যা ক্ষুর এবং বজ্র দ্বারা নির্মিত এবং স্বাধীনভাবে ভ্রমণশীল। ওহে মূর্খ হর্যশ্বগণ! তোমরা তোমাদের সর্বজ্ঞ পিতার আদেশ যথার্থভাবে না বুঝে এবং এইসব উপরোক্ত বস্তু সকলের দর্শন না করে, পিতার আদেশমতো সৃষ্টি কী করে করবে?'।। ৭-৯ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! হর্যশ্বগণ

---

[১]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—তেপুস্তে। [৩]প্রা.পা.—তান্। [৪]প্রা.পা.—তদ্বাচঃকূটং দেবর্ষেঃ।

ভূঃ ক্ষেত্রং জীবসংজ্ঞং যদনাদি নিজবন্ধনম্।
অদৃষ্ট্বা তস্য নির্বাণং কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ[১]॥ ১১

এক এবেশ্বরস্তুর্যো ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ।
তমদৃষ্ট্বাভবং পুংসঃ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ॥ ১২

পুমান্ নৈবৈতি যদ্ গত্বা বিলস্বর্গং[২] গতো যথা।
প্রত্যগ্ধামাবিদ ইহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ॥ ১৩

নানারূপাঽঽত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা।
তন্নিষ্ঠামগতস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ॥ ১৪

তৎসঙ্গভ্রংশিতৈশ্চর্যং সংসরন্তং কুভার্যবৎ।
তদ্গীতরবুধস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ॥ ১৫

সৃষ্ট্যপ্যয়করীং মায়াং বেলাকূলান্তবেগিতাম্।
মত্তস্য তামবিজ্ঞস্য[৩] কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ॥ ১৬

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং পুরুষোঽদ্ভুতদর্পণম্[৪]।
অধ্যাত্মমবুধস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ॥ ১৭

জন্মকাল থেকেই প্রখর বুদ্ধিশালী ছিলেন। তাঁরা দেবর্ষি নারদের এই গূঢ় বক্তব্য শুনে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সেই বক্তব্যের গূঢ়ার্থ নিজেরাই নিরূপণ করতে লাগলেন—॥ ১০ ॥ (দেবর্ষি নারদের কথা তো সত্যিই বটে) এই লিঙ্গশরীরই, যাকে জীব নামে অভিহিত করা হয়, ভূমি ; আর সেটাই আত্মার অনাদি বন্ধন। এই লিঙ্গশরীরের শেষ (বিনাশ) না দেখে মোক্ষের অনুপযোগী কর্মানুষ্ঠানে কী ফল হবে ? ॥ ১১ ॥ বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বর একই। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা এবং তাদের অভিমানী থেকে ভিন্ন, তাদের সাক্ষী তুরীয়স্বরূপ। তিনিই সকলের আশ্রয় কিন্তু তাঁর আশ্রয় কেউ নেই, তিনিই ভগবান। সেই প্রকৃতি ইত্যাদির অতীত, নিত্যমুক্ত পরমাত্মার দর্শন না করে ভগবানের প্রতি অসমর্পিত কর্ম করে জীবের কী লাভ ?॥ ১২ ॥ মানুষ যেমন বিলরূপ পাতালে প্রবেশ করে সেখান থেকে আর ফিরে আসে না, সেইরকমই জীব যাকে লাভ করে আর সংসারে ফিরে যায় না, যিনি স্বয়ং অন্তর্জ্যোতিস্বরূপ, সেই পরমাত্মাকে না জেনে বিনাশশীল স্বর্গাদির ফলপ্রদানকারী কর্ম করে কী লাভ ? ॥ ১৩ ॥ এই সংসারে জীবের বুদ্ধি বহুরূপধারী এবং সত্ত্ব, রজঃ ইত্যাদি নানাবিধ গুণসম্পন্ন দুষ্টা রমণীর মতো ব্যভিচারিণী। এই বুদ্ধির অন্ত যে জানে না অর্থাৎ বিবেক লাভ করেনি, সে যদি ক্রমাগত অশান্তি বৃদ্ধিকারী কর্মজালেই আবদ্ধ হতে থাকে, তাতে তার কী প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ! ॥ ১৪ ॥ এই বুদ্ধিই কুলটা স্ত্রীর মতো। এর সঙ্গদোষে জীবরূপ পুরুষের ঐশ্বর্য আর স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়। সেই কুলটা স্ত্রীর পতির মতো সে তার অনুগমন করে যত্র তত্র ঘুরপাক খায়। এর গতি বা চালচলন না জেনে এরূপ বিবেকহীন কর্ম দ্বারা কী লাভ হবে ? ॥ ১৫ ॥ মায়াই উভয়দিকে প্রবাহবতী নদী। মায়া সৃষ্টিও করে আবার প্রলয়ও করে। সংসারপ্রবাহে পতিত জীবগণ এই মায়ার হাত থেকে উদ্ধারের জন্য যখন তপস্যা, বিদ্যা (জ্ঞান)রূপ নদীতটের সাহায্য নেবার চেষ্টা করে তখন তাদের ভ্রষ্ট করার জন্য ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি রূপে নদী আরও বেগবতী হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। যে পুরুষ সেই নদীর তীব্র বেগে অবশ হয়ে যায় এবং এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ বিচার করতে অসমর্থ হয়, সে মায়িক কর্ম সম্পাদনের সাহায্যে কীভাবে উপকৃত হতে পারে ! ॥ ১৬ ॥ প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ স্থূলভূত ও জীব—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হল দেহের

[১]প্রা.পা.—কিং নু স্যাৎকর্ম.। [২]প্রা.পা.—বিলং সর্গে। [৩]প্রা.পা.—তদবিজ্ঞস্য। [৪]প্রা.পা.—দর্শনম্।

ঐশ্বরং শাস্ত্রমুৎসৃজ্য বন্ধমোক্ষানুদর্শনম্।
বিবিক্তপদমজ্ঞায়[১] কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ॥ ১৮

কালচক্রং ভ্রমিস্তীক্ষ্ণং সর্বং নিষ্কর্ষয়জ্জগৎ।
স্বতন্ত্রমবুধস্যেহ কিমসৎকর্মভির্ভবেৎ॥ ১৯

শাস্ত্রস্য পিতুরাদেশং যো ন বেদ নিবর্তকম্।
কথং তদনুরূপায় গুণবিশ্রম্ভ্যুপক্রমেৎ॥ ২০

ইতি ব্যবসিতা রাজন্ হর্যশ্বা একচেতসঃ।
প্রযযুস্তং পরিক্রম্য পন্থানমনিবর্তনম্॥ ২১

স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহৃষীকেশপদাম্বুজে।
অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচরন্মুনিঃ[২]॥ ২২

নাশং নিশম্য পুত্রাণাং নারদাচ্ছীলশালিনাম্।
অন্বতপ্যত কঃ শোচন্ সুপ্রজস্ত্বং শুচাং পদম্॥ ২৩

স[৩] ভূয়ঃ পাঞ্চজন্যায়ামজেন পরিসান্ত্বিতঃ।
পুত্রানজনয়দ্ দক্ষঃ শবলাশ্বান্ সহস্রশঃ॥ ২৪

তেঽপি পিত্রা সমাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে ধৃতব্রতাঃ।
নারায়ণসরো জগ্মুর্যত্র সিদ্ধাঃ স্বপূর্বজাঃ॥ ২৫

আশ্চর্যময় আশ্রয়স্থান। পরম পুরুষ হলেন এঁদের একমাত্র আশ্রয়। তিনিই সমস্ত কার্য-কারণাত্মক জগতের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ প্রতি জীবে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান। এটি যথার্থভাবে উপলব্ধি না করে প্রকৃত স্বাতন্ত্র লাভ না করেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যবোধে সম্পাদিত কর্মে কী লাভ ? ॥ ১৭ ॥ ভগবানের স্বরূপ প্রতিপাদক শাস্ত্র হংসের ন্যায় নীর-ক্ষীরের বিভাগ করে থাকেন। ওই শাস্ত্র বন্ধন-মোক্ষ এবং চেতন কী, জড় কী, তা দেখিয়ে দেয়। ওইরকম অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপ হংসের আশ্রয় পরিত্যাগ করে এবং তাঁকে না জেনে বহির্মুখ কর্মমাত্র করলে কী লাভ ?॥ ১৮ ॥ কালই এক চক্র যে সর্বদা ভ্রমণরত। এই চক্রের ধার ক্ষুর এবং বজ্রের মতো তীক্ষ্ণ এবং এই কালরূপ চক্র সমস্ত জগৎকে নিষ্কর্ষিত করছে। একে রোধ করার শক্তি কারোর নেই। এ পরম স্বাধীন। এই তত্ত্ব না বুঝে কর্মফলকে নিত্য মনে করে যে পুরুষ সকামভাবে তার অনুষ্ঠান করে, তার সেই অনিত্য কর্মের দ্বারা কী লাভ হবে ? ॥ ১৯ ॥ শাস্ত্রই আমাদের পিতা কেননা শাস্ত্রই আমাদের দ্বিতীয় জন্মের কারণ, নিবৃত্তিই তার আদেশ। যে ব্যক্তি সেই নিবৃত্তি ধর্ম প্রযোজক অনুশাসন বাক্যরূপ আদেশ না জেনে বহু গুণময় শব্দাদি বিষয়ে বিশ্বাস করে বা আসক্ত থাকে সেই ব্যক্তি শাস্ত্রের আদেশানুযায়ী স্বীয় কল্যাণকর মার্গে কী করে প্রবৃত্ত হবে ?॥ ২০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! হর্যশ্বগণ একমত হয়ে এইরকম সিদ্ধান্ত স্থির করে নারদকে প্রদক্ষিণ করে সেই মোক্ষপথের পথিক হলেন যে পথে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না॥ ২১ ॥ অনন্তর দেবর্ষি নারদ স্বরূপ শব্দব্রহ্মের মধ্যে ব্যক্ত শ্রীহরির পাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে মন সমর্পণপূর্বক জগতে পর্যটন করতে লাগলেন॥ ২২ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! দক্ষপ্রজাপতি যখন জানতে পারলেন যে তাঁর সুশীল ছেলেরা নারদের উপদেশে কর্তব্যচ্যুত হয়ে মোক্ষপথে চলে গেছে তখন তিনি বিষণ্ণ মনে তাদের জন্য শোক করতে লাগলেন। তিনি অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন যে সন্তান ভালো হলেও শোক দূরীভূত হয় না॥ ২৩ ॥ তখন ব্রহ্মা তাঁর কাছে এসে বিবিধ প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। অনন্তর পঞ্চজনকন্যা অসিক্নীর গর্ভে দক্ষ এক হাজার পুত্র উৎপাদন করলেন। তাদের নাম ছিল শবলাশ্ব॥ ২৪ ॥ তাঁরাও পিতার আদেশে সেই নারায়ণসরোবরে গেলেন যেখানে তাঁদের বড়ভাইয়েরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং সেখানে গিয়ে সৃষ্টিবিস্তারের

[১]প্রা.পা.—রূপম.। [২]প্রা.পা.—চরেন্মু.। [৩]প্রা.পা.—ততঃ স পাঞ্চ.।

তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্ধূতমলাশয়াঃ।
জপন্তো ব্রহ্ম পরমং তেপুস্তেঽত্র মহৎ তপঃ।। ২৬

অব্ভক্ষাঃ কতিচিন্মাসান্ কতিচিদ্বায়ুভোজনাঃ।
আরাধয়ন্ মন্ত্রমিমমভ্যস্যন্ত ইড়স্পতিম্।। ২৭

ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি।। ২৮

ইতি তানপি রাজেন্দ্র প্রতিসর্গধিয়ো[1] মুনিঃ।
উপেত্য নারদঃ প্রাহ বাচঃকূটানি পূর্ববৎ।। ২৯

দাক্ষায়ণাঃ সংশৃণুত গদতো নিগমং মম।
অন্বিচ্ছতানপদবীং ভ্রাতৃণাং ভ্রাতৃবৎসলাঃ।। ৩০

ভ্রাতৃণাং প্রায়ণং ভ্রাতা যোঽনুতিষ্ঠতি ধর্মবিৎ।
স পুণ্যবন্ধুঃ পুরুষো মরুদ্ভিঃ সহ মোদতে।। ৩১

এতাবদুক্ত্বা প্রযযৌ নারদোঽমোঘদর্শনঃ।
তেঽপি চান্বগমন্মার্গং ভ্রাতৃণামেব মারিষ।। ৩২

সধ্রীচীনং প্রতীচীনং পরস্যানুপথং গতাঃ।
নাদ্যাপি তে নির্বতন্তে পশ্চিমা যামিনীরিব।। ৩৩

এতস্মিন্ কাল উৎপাতান্ বহূন্ পশ্যন্ প্রজাপতিঃ।
পূর্ববন্নারদকৃতং পুত্রনাশমুপাশৃণোৎ।। ৩৪

চুক্রোধ নারদায়াসৌ পুত্রশোকবিমূর্চ্ছিতঃ।
দেবর্ষিমুপলভ্যাহ রোষাদ্বিস্ফুরিতাধরঃ।। ৩৫

দক্ষ উবাচ

অহো অসাধো সাধূনাং সাধুলিঙ্গেন নস্ত্বয়া।
অসাধবকার্যর্ভকাণাং ভিক্ষোর্মার্গঃ প্রদর্শিতঃ।। ৩৬

ঋণৈস্ত্রিভিরমুক্তানামমীমাংসিতকর্মণাম্।
বিঘাতঃ শ্রেয়সঃ পাপ লোকয়োরুভয়োঃ কৃতঃ।। ৩৭

উদ্দেশ্যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।। ২৫ ।। শবলাশ্বগণ সেই সরোবরের জলস্পর্শ করা মাত্র তাদের মনের কলুষ সব দূর হয়ে গেল। তাঁরা পরব্রহ্মস্বরূপ প্রণব মন্ত্র জপ করতে করতে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।। ২৬ ।। কয়েকমাস শুধুমাত্র জলপান করে, কয়েকমাস শুধুমাত্র বায়ুভক্ষণ করে 'নমস্কার করে ওঙ্কার স্বরূপ বিশুদ্ধচিত্তনিবাসী, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপক, পরমহংসস্বরূপ ভগবান নারায়ণের ধ্যান করি'—এই মন্ত্র জপ করতে করতে তাঁরা মন্ত্রাধিপতি ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন।। ২৭-২৮ ।। হে পরীক্ষিৎ ! দক্ষপুত্র শবলাশ্বগণ প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইভাবে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁদের কাছেও গেলেন এবং তাঁদের কাছেও আগের মতোই কূট বাক্য বললেন।। ২৯ ।। নারদ বললেন—দক্ষপ্রজাপতিপুত্রগণ ! তোমাদের আমি যে উপদেশ দিচ্ছি তা শোনো। তোমরা ভ্রাতৃবৎসল। সুতরাং তোমরা তাদের অবলম্বিত প্রকৃষ্ট পথের অনুসরণ করো।। ৩০ ।। যে ধর্মজ্ঞ ভাই তার অগ্রজের অনুসৃত প্রকৃষ্ট পথের অনুসরণ করে সেই আদর্শ ভাই, সেই পুণ্যবান পুরুষ পরলোকে দেবগণের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে।। ৩১ ।। হে পরীক্ষিৎ ! অমোঘদর্শন দেবর্ষি নারদ এই কথা বলে সেখান থেকে চলে গেলেন আর শবলাশ্বগণও অগ্রজ ভাইদের পথই অনুসরণ করলেন।। ৩২ ।। অন্তর্মুখবৃত্তিসম্পন্ন ভগবদ্ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষের প্রাপ্য অতি সুন্দর পথের তাঁরা পথিক হয়ে গেলেন। নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করে শবলাশ্বগণ, বিগত রাত্রি যেমন ফিরে আসে না সেই রকম আজও ফিরে আসেননি আর আসবেনও না ।। ৩৩ ।।

দক্ষপ্রজাপতি এদিকে নানারকম অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দর্শন করতে লাগলেন। পুত্রদের অনিষ্টের আশঙ্কা তাঁর মনে উঠতে লাগল। এর মধ্যেই তিনি জানতে পারলেন যে আগের বারের মতো এবারেও দেবর্ষি নারদ তাঁর ছেলেদের ভ্রষ্ট করে দিয়েছেন।। ৩৪ ।। পুত্রদের কর্তব্যভ্রষ্টতায় তাঁর বড় দুঃখ হল এবং তিনি নারদমুনির ওপর অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। নারদকে সামনে পেয়ে রাগে তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল আর ক্রোধাবিষ্ট হয়ে তিনি নারদকে বললেন।। ৩৫ ।।

দক্ষপ্রজাপতি বললেন—হে অসাধু ! তুমি বৃথাই সাধুবেশ ধারণ করেছ। আমার সহজ সরল ছেলেগুলোকে ভিক্ষুকদের পথ নির্দেশ করে তুমি আমার অত্যন্তই অপকার করেছ।। ৩৬ ।। তারা এখন পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ এবং পুত্র উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ

[1]প্রা.পা.—প্রজাস.।

এবং ত্বং নিরনুক্রোশো বালানাং মতিভিদ্ধরেঃ।
পার্ষদমধ্যে চরসি যশোহা নিরপত্রপঃ॥ ৩৮

ননু ভাগবতা নিত্যং ভূতানুগ্রহকাতরাঃ।
ঋতে ত্বাং সৌহৃদঘ্নং বৈ বৈরঙ্করমবৈরিণাম্॥ ৩৯

নেত্থং পুংসাং বিরাগঃ স্যাৎ ত্বয়া কেবলিনা মৃষা।
মন্যসে যদ্যুপশমং স্নেহপাশনিকৃন্তনম্॥ ৪০

নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাম্।
নির্বিদ্যেত স্বয়ং তস্মান্ন তথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ॥ ৪১

যন্নস্ত্বং কর্মসন্ধানাং সাধূনাং গৃহমেধিনাম্।
কৃতবানসি দুর্মর্ষং বিপ্রিয়ং তব মর্ষিতম্॥ ৪২

তন্তুকৃন্তন যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ।
তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ভ্রমতঃ পদম্॥ ৪৩

শ্রীশুক উবাচ

প্রতিজগ্রাহ তদ্বাঢং নারদঃ সাধুসম্মতঃ।
এতাবান্ সাধুবাদো হি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ৪৪

থেকে মুক্ত হয়নি। কর্মফলের নশ্বরতার সম্বন্ধেও তাদের কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু ওরে পাপিষ্ঠ, তুমি তাদের ইহলোক পরলোক—উভয় লোকেরই সুখ শেষ করে দিয়েছ॥ ৩৭ ॥ তোমার হৃদয়ে দয়ার কোনো নাম-গন্ধ নেই। এই সব সরল শিশুদের বুদ্ধি বিপর্যয় করাই তোমার কাজ। ভগবানের পার্ষদদের মধ্যে থেকে তুমি তাঁর কীর্তিতে কলঙ্ক লেপন করেছ। তুমি সত্যি সত্যিই বড়ই নির্লজ্জ॥ ৩৮ ॥ ভগবানের পার্ষদেরা সদাসর্বদা দুঃখী প্রাণীদের কষ্ট লাঘব করতে ব্যগ্র থাকেন বলেই জানি। কিন্তু তুমি প্রেম-ভালোবাসা নষ্টকারী। যারা তোমার কোনো অনিষ্ট করেনি তুমি তাদের প্রতিও শত্রুতাচরণ করে থাক॥ ৩৯ ॥ তুমি যদি মনে কর যে নিবৃত্তিমার্গই স্নেহপাশ-বিষয়াসক্তির বন্ধন কাটাতে পারে তবে তোমার এই ধারণা ভুল। কারণ তোমার মতো বৃথা বৈরাগ্য বেশধারীকে দিয়ে কারোর বৈরাগ্য আসতে পারে না॥ ৪০ ॥ হে নারদ ! বিষয়ভোগ না করলে মানুষ বিষয়সমূহের পরিণাম যে দুঃখ তা বুঝতে পারে না। সেইজন্যই সংসারের দুঃখস্বরূপতা উপলব্ধি করলে তবেই সে বৈরাগ্যের দিকে যেমন আকর্ষিত হয়, অন্য কারো কথায় বা উপদেশে সেটা হতে পারে না॥ ৪১ ॥ আমরা সদাচারপরায়ণ গৃহস্থ, নিজ নিজ ধর্মপথের মর্যাদা পালন করে থাকি। আগেও একবার তুমি আমার অসহ্য অপকার করেছ। তখন আমি সেটা সহ্য করেছিলাম॥ ৪২ ॥ তুমি তো আমার বংশপরম্পরা উচ্ছেদ করতে শুরু করেছ। তুমি আবার সেই রকমেরই অবাঞ্ছনীয় কাজ করেছ। সুতরাং ওরে মূঢ় ! যাও তুমি ত্রিভুবনে ঘুরে বেড়াও কিন্তু কোথাও তোমার স্থান হবে না॥ ৪৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! সাধুশিরোমণি দেবর্ষি নারদ 'তথাস্তু' বলে দক্ষের অভিশাপ গ্রহণ করলেন। স্বয়ং প্রতিশাপ প্রদানে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও যিনি অন্যের কৃত অপকার সহ্য করে নেন তিনিই প্রকৃত সাধু॥ ৪৪ ॥

—o—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে নারদশাপো[১] নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদশাপ নামক পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৫ ॥

—o—

[১]প্রা.পা.—দক্ষান্নারদশাপঃ পঞ্চ.।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষ প্রজাপতির ষাট কন্যার বংশবিবরণ

শ্রীশুক উবাচ

ততঃ প্রাচেতসোঽসিক্ন্যামনুনীতঃ স্বয়ম্ভুবা।
ষষ্টিং সঞ্জনয়ামাস দুহিতৃঃ পিতৃবৎসলাঃ॥ ১
দশ ধর্মায় কায়েন্দোর্দ্বিষট্[১] ত্রিণব দত্তবান্।
ভূতাঙ্গিরঃকৃশাশ্বেভ্যো দ্বে দ্বে তার্ক্ষ্যায় চাপরাঃ॥ ২
নামধেয়ান্যমূষাং ত্বং সাপত্যানাং চ মে শৃণু।
যাসাং প্রসূতিপ্রসবৈর্লোকা[২] আপূরিতাস্ত্রয়ঃ॥ ৩
ভানুর্লম্বা ককুজ্জামির্বিশ্বা সাধ্যা মরুত্বতী।
বসুর্মুহূর্তা সঙ্কল্পা ধর্মপত্ন্যঃ সুতাঞ্ শৃণু॥ ৪
ভানোস্তু দেবঋষভ[৩] ইন্দ্রসেনস্ততো নৃপ।
বিদ্যোত আসীল্লম্বায়াস্ততশ্চ স্তনয়িত্নবঃ॥ ৫
ককুভঃ[৪] সঙ্কটস্তস্য কীকটস্তনয়ো যতঃ।
ভুবো দুর্গাণি জাময়ঃ স্বর্গো নন্দিস্ততোঽভবৎ॥ ৬
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়া অপ্রজাংস্তান্ প্রচক্ষতে।
সাধ্যো গণস্তু সাধ্যায়া[৫] অর্থসিদ্ধিস্তু তৎসুতঃ॥ ৭
মরুত্বাংশ্চ[৬] জয়ন্তশ্চ মরুত্বত্যাং বভূবতুঃ।
জয়ন্তো বাসুদেবাংশ উপেন্দ্র ইতি যং বিদুঃ॥ ৮
মৌহূর্তিকা দেবগণা মুহূর্তায়াশ্চ জজ্ঞিরে।
যে বৈ ফলং প্রযচ্ছন্তি ভূতানাং স্বস্বকালজম্॥ ৯
সঙ্কল্পায়াশ্চ সঙ্কল্পঃ কামঃ সঙ্কল্পজঃ স্মৃতঃ[৭]।
বসবোঽষ্টৌ বসোঃ পুত্রাস্তেষাং নামানি মে শৃণু॥ ১০
দ্রোণঃ প্রাণো ধ্রুবোঽর্কোঽগ্নির্দোষো বসুর্বিভাবসুঃ।
দ্রোণস্যাভিমতেঃ[৮] পত্ন্যা হর্ষশোকভয়াদয়ঃ॥ ১১
প্রাণস্যোর্জস্বতী ভার্যা সহ আয়ুঃ পুরোজবঃ।
ধ্রুবস্য ভার্যা ধরণিরসূত বিবিধাঃ পুরঃ॥ ১২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর ব্রহ্মা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে দক্ষ প্রজাপতি তাঁর পত্নী অসিক্নীর গর্ভে ষাটটি কন্যার জন্ম দিলেন। কন্যারা সকলেই অতীব পিতৃবৎসল॥ ১ ॥ ষাট মেয়ের মধ্যে দশ মেয়েকে দক্ষ ধর্মকে, তেরোটি মেয়েকে কশ্যপের হাতে, সাতাশটি মেয়েকে চন্দ্রের সাথে, দুটি করে মেয়েকে ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকে এবং শেষ চারটি মেয়েকে তার্ক্ষ্য নামধারী কশ্যপের সাথে বিবাহ দিলেন॥ ২ ॥ হে পরীক্ষিৎ! এই দক্ষ কন্যা এবং তাদের সন্তানদের নাম তুমি আমার কাছে শোনো। এদেরই পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা এই ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হয়েছে॥ ৩ ॥

ধর্মের দশটি পত্নী হল—ভানু, লম্বা, ককুভ্, জামি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্তা ও সংকল্পা। এঁদের পুত্রদের নাম শোনো॥ ৪ ॥ হে রাজন্! ভানুর পুত্র দেব-ঋষভ এবং তার পুত্র ইন্দ্রসেন। লম্বার পুত্র বিদ্যোত এবং বিদ্যোতের পুত্র মেঘসকল॥ ৫ ॥ ককুভের পুত্র সঙ্কট, সঙ্কটের পুত্র কীকট এবং কীকটের থেকেই পৃথিবীর দুর্গাভিমানী দেবগণ জন্মেছেন। জামির পুত্রের নাম স্বর্গ এবং তার পুত্র নন্দী॥ ৬ ॥ বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ, এঁরা নিঃসন্তান বলে কথিত। সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ এবং তাদের পুত্র অর্থসিদ্ধি॥ ৭ ॥

মরুত্বতীর দুই ছেলে—মরুত্বান ও জয়ন্ত। জয়ন্ত ভগবান বাসুদেবের অংশসম্ভূত। এঁকে জনগণ উপেন্দ্র বলে জানে॥ ৮ ॥ মুহূর্তার গর্ভে মুহূর্তের অভিমানী দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। এঁরাই প্রাণিগণের নিজ নিজ মুহূর্ত অনুযায়ী ফল প্রদান করে থাকেন॥ ৯ ॥ সংকল্পার পুত্র সংকল্প আর তার পুত্র কাম। বসুর গর্ভে আট পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা অষ্টবসু। এঁদের নাম আমার কাছে শোনো॥ ১০ ॥ এঁরা হলেন দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বসু এবং বিভাবসু। দ্রোণের পত্নীর নাম অভিমতি। অভিমতির গর্ভে হর্ষ, শোক, ভয় ইত্যাদি অভিমানী দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন॥ ১১ ॥ প্রাণের পত্নী ঊর্জস্বতীর গর্ভে সহ, আয়ু ও

---

[১]প্রা.পা.—কশ্যপায় দ্বি.। [২]প্রা.পা.—প্রভবৈ.। [৩]প্রা.পা.— বেদ.। [৪]প্রা.পা.—ককুদঃ। [৫]প্রা.পা.—যামর্থ.। [৬]প্রা.পা.—স্বাংস্ত্র। [৭]প্রা.পা.—সুতঃ। [৮]প্রা.পা.—মতাঃ।

অর্কস্য বাসনা ভার্যা পুত্রাস্তর্ষাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নের্ভার্যা বসোর্ধারা পুত্রা দ্রবিণকাদয়ঃ॥ ১৩

স্কন্দশ্চ কৃত্তিকাপুত্রো যে বিশাখাদয়স্ততঃ।
দোষস্য শর্বরীপুত্রঃ শিশুমারো হরেঃ কলা॥ ১৪

বসোরাঙ্গিরসী পুত্রো(১) বিশ্বকর্মা কৃতীপতিঃ।
ততো মনুশ্চাক্ষুষোঽভূদ্ বিশ্বে সাধ্যা মনোঃ সুতাঃ॥ ১৫

বিভাবসোরসূতোষা ব্যুষ্টং রোচিষমাতপম্।
পঞ্চয়ামোঽথ ভূতানি যেন জাগ্রতি কর্মসু॥ ১৬

সরূপাসূত(২) ভূতস্য ভার্যা রুদ্রাংশ্চ কোটিশঃ।
রৈবতোঽজো ভবো ভীমো বাম উগ্রো বৃষাকপিঃ॥ ১৭

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বহুরূপো মহানিতি।
রুদ্রস্য পার্ষদাশ্চান্যে ঘোরা(৩) ভূতবিনায়কাঃ॥ ১৮

প্রজাপতেরঙ্গিরসঃ স্বধা পত্নী পিতৄনথ।
অথর্বাঙ্গিরসং বেদং(৪) পুত্রত্বে চাকরোৎ সতী॥ ১৯

কৃশাশ্বোঽর্চিষি ভার্যায়াং ধূম্রকেশমজীজনৎ।
ধিষণায়াং(৫) বেদশিরো দেবলং বয়ুনং মনুম্॥ ২০

তার্ক্ষ্যস্য বিনতা কদ্রূঃ পতঙ্গী যামিনীতি চ।
পতঙ্গ্যসূত পতগান্ যামিনী শলভানথ॥ ২১

সুপর্ণাসূত গরুড়ং সাক্ষাদ্ যজ্ঞেশবাহনম্।
সূর্যসূতমনূরুং চ কদ্রূর্নাগাননেকশঃ॥ ২২

কৃত্তিকাদীনি নক্ষত্রাণীন্দোঃ পত্ন্যস্তু ভারত।
দক্ষশাপাৎ সোঽনপত্যস্তাসু যক্ষ্মগ্রহার্দিতঃ॥ ২৩

পুনঃ প্রসাদ্য তং সোমঃ কলা লেভে ক্ষয়ে দিতাঃ।
শৃণু নামানি লোকানাং মাতৄণাং শঙ্করাণি চ॥ ২৪

পুরুজব নামে তিনটি সন্তান হয়। ধ্রুবের পত্নী ধরণী অনেক নগরের অভিমানী দেবতাদের উৎপন্ন করেন॥ ১২ ॥ অর্কের পত্নী বাসনার গর্ভে তর্ষ (তৃষ্ণা) ইত্যাদি পুত্র হয়। অগ্নির পত্নী ধারার গর্ভে দ্রবিণকাদি অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন॥ ১৩ ॥ কৃত্তিকাপুত্র স্কন্দ (কার্তিকেয়)ও অগ্নিরই পুত্র। স্কন্দের থেকে বিশাখ প্রমুখ বহুতর পুত্র জন্ম লাভ করে। দোষের পত্নী শর্বরীর গর্ভে শিশুমারের জন্ম হয়। ইনি ভগবান শ্রীহরির অংশাবতার॥ ১৪ ॥ বসুর পত্নী আঙ্গিরসীর গর্ভে শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মার জন্ম হয়। বিশ্বকর্মাপত্নী কৃতীর গর্ভে চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ॥ ১৫ ॥ বিভাবসুর পত্নী উষার গর্ভে তিনটি পুত্র জন্মায়—ব্যুষ্ট, রোচিষ ও আতপ। তাদের মধ্যে আতপের পঞ্চযাম (দিবস) নামক পুত্র জন্মায় ; ওই দিবসের প্রভাবেই প্রাণিগণ নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়॥ ১৬ ॥

ভূতের পত্নী দক্ষনন্দিনী সরূপা কোটি কোটি রুদ্রগণ উৎপন্ন করেন। এদের মধ্যে রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষকপি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, বহুরূপ ও মহান—এই এগারো জন প্রধান। ভূতের অপর পত্নী ভূতার গর্ভে ভয়ংকর প্রেত ও বিনায়কগণ জন্ম নেন। এঁরা একাদশ রুদ্রের পার্ষদ॥ ১৭-১৮ ॥

অঙ্গিরা প্রজাপতির প্রথমা পত্নী স্বধা পিতৃগণকে উৎপন্ন করেন এবং দ্বিতীয়া পত্নী সতী অথর্বাঙ্গিরস নামক বেদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন॥ ১৯ ॥ কৃশাশ্বপত্নী অর্চি থেকে ধূম্রকেশের জন্ম হয় এবং ধিষণার থেকে চার পুত্র—বেদশিরা, দেবল, বয়ুণ ও মনু উৎপন্ন হন ॥ ২০ ॥ তার্ক্ষ্যনামক কশ্যপের চার পত্নী—বিনতা, কদ্রূ, পতঙ্গী ও যামিনী। পতঙ্গীর থেকে পাখিসকল এবং যামিনীর থেকে শলভগণ (ফড়িং) জন্ম নেয়॥ ২১ ॥ বিনতার পুত্র হলেন গরুড় ও অরুণ। গরুড় ভগবান বিষ্ণুর বাহন আর অরুণ ভগবান সূর্যের সারথি। কদ্রূ প্রসব করেন বহু সংখ্যক নাগ॥ ২২ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! কৃত্তিকাদি সাতাশটি নক্ষত্রাভিমানিনী দেবীগণ হলেন চন্দ্রের পত্নী। দক্ষ চন্দ্রকে সকল পত্নীর প্রতিই সমভাবাপন্ন হতে বলেছিলেন কিন্তু চন্দ্র রোহিনীর প্রতি অত্যধিক প্রেমাসক্ত হওয়াতে দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র ক্ষয়রোগে (যক্ষ্মা) প্রপীড়িত হয়েছিলেন। ওই সকল পত্নীদের গর্ভে তাঁর কোনো সন্তান হয়নি॥ ২৩ ॥ চন্দ্র দক্ষকে

(১)প্রা.পা.—রসঃ পু.। (২)প্রা.পা.—সুরূপা.। (৩)প্রা.পা.—রা প্রেতবি.। (৪)প্রা.পা.— দেবং।
(৫)প্রা.পা.—ধিষণা বেদশিরসং।

অথ কশ্যপপত্নীনাং যৎ প্রসূতমিদং জগৎ।
অদিতির্দিতির্দনুঃ কাষ্ঠা অরিষ্টা সুরসা ইলা[১]॥ ২৫

মুনিঃ ক্রোধবশা তাম্রা সুরভিঃ সরমা তিমিঃ।
তিমের্যাদোগণা আসন্ শ্বাপদাঃ সরমাসুতাঃ॥ ২৬

সুরভের্মহিষা গাবো যে চান্যে দ্বিশফা নৃপ।
তাম্রায়াঃ শ্যেনগৃধ্রাদ্যা[২] মুনেরপ্সরসাং গণাঃ॥ ২৭

দন্দশূকাদয়ঃ সর্পা রাজন্ ক্রোধবশাত্মজাঃ।
ইলায়া[৩] ভূরুহাঃ সর্বে যাতুধানাশ্চ সৌরসাঃ॥ ২৮

অরিষ্টায়াশ্চ[৪] গন্ধর্বাঃ কাষ্ঠায়া দ্বিশফেতরাঃ।
সুতা দনোরেকষষ্টিস্তেষাং প্রাধানিকাঞ্[৫] শৃণু॥ ২৯

দ্বিমূর্ধা শম্বরোঽরিষ্টো হয়গ্রীবো বিভাবসুঃ।
অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ স্বর্ভানুঃ কপিলোঽরুণঃ॥ ৩০

পুলোমা বৃষপর্বা চ একচক্রোঽনুতাপনঃ।
ধূম্রকেশো বিরূপাক্ষো বিপ্রচিত্তিশ্চ[৬] দুর্জয়ঃ॥ ৩১

স্বর্ভানোঃ সুপ্রভাং কন্যামুবাহ নমুচিঃ কিল।
বৃষপর্বণস্তু শর্মিষ্ঠাং যযাতির্নাহুষো বলী॥ ৩২

বৈশ্বানরসুতা যাশ্চ চতস্রশ্চারুদর্শনাঃ।
উপদানবী হয়শিরা পুলোমা কালকা তথা॥ ৩৩

উপদানবীং হিরণ্যাক্ষঃ ক্রতুর্হয়শিরাং নৃপ।
পুলোমাং কালকাং চ দ্বে বৈশ্বানরসুতে তু কঃ॥ ৩৪

উপযেমেঽথ[৭] ভগবান্ কশ্যপো ব্রহ্মচোদিতঃ।
পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দানবা যুদ্ধশালিনঃ॥ ৩৫

তয়োঃ[৮] ষষ্টিসহস্রাণি যজ্ঞঘ্নাংস্তে পিতুঃ পিতা।
জঘান স্বর্গতো রাজন্নেক ইন্দ্রপ্রিয়ঙ্করঃ॥ ৩৬

বিপ্রচিত্তিঃ সিংহিকায়াং শতং[৯] চৈকমজীজনৎ।
রাহুজ্যেষ্ঠং কেতুশতং গ্রহত্বং য উপাগতঃ॥ ৩৭

আবার প্রসন্ন করে কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত কলাসমূহের শুক্লপক্ষে পূর্ণতা প্রাপ্তির বরলাভ করলেন (কিন্তু নক্ষত্রাভিমানিনী দেবীদের গর্ভে তাঁর কোনো সন্তান আর হয়নি)। এখন তুমি কশ্যপপত্নীদের মঙ্গলময় নামসমূহ শোনো। এঁরা সকলে হলেন লোকমাতা। এঁদের থেকেই এই ত্রিভুবনের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি। এদের মধ্যে তিমির পুত্র সব জলচর প্রাণী আর সরমার সন্তান ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণী॥ ২৪-২৬ ॥ সুরভির সন্তান মহিষ, গোরু প্রভৃতি দ্বিখুরবিশিষ্ট পশুগণ। শ্যেন ও গৃধ্র প্রভৃতি শিকারী পাখিগণ তাম্রার সন্তান। কশ্যপপত্নী মুনির থেকে উৎপন্ন হয়েছে অপ্সরাগণ॥ ২৭ ॥ ক্রোধবশার গর্ভে সাপ, বিছা প্রভৃতি বিষধর প্রাণীর জন্ম। ইলার গর্ভে সমস্ত বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি পৃথিবীর বনস্পতিগণ আর সুরসার গর্ভে জাত হয় যাতুধান (রাক্ষস) বৃন্দ॥ ২৮ ॥ অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্বগণের এবং কাষ্ঠার গর্ভে জন্ম হয় একখুরবিশিষ্ট জন্তুগণের। দনুর গর্ভে একষট্টিটি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাদের মধ্যে প্রধান প্রধানদের নাম বলছি, শোনো।

দ্বিমূর্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপর্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জয়॥ ৩০-৩১ ॥ এই পুত্রগণের মধ্যে স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভাকে নমুচি এবং বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে নহুষনন্দন মহাবলী যযাতি বিবাহ করেন॥ ৩২ ॥ দনুর পুত্র বৈশ্বানরের চারটি সুন্দরী কন্যা ছিল—উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা ও কালকা॥ ৩৩ ॥ এদের মধ্যে উপদানবীর সাথে হিরণ্যাক্ষের এবং হয়শিরার সাথে ক্রতুর বিবাহ হয়। ব্রহ্মার নির্দেশে প্রজাপতি ভগবান কশ্যপই বৈশ্বানরের অবশিষ্ট দুই কন্যা পুলোমা ও কালকাকে বিবাহ করেন। তাদের থেকে পৌলোম ও কালকেয় নামক ষাট হাজার যুদ্ধবিশারদ দানব উৎপন্ন হয়। এরা নিবাত কবচ নামেও পরিচিত ছিল। এরা যজ্ঞ-বিঘ্নকারী ছিল—এইজন্য হে পরীক্ষিৎ! তোমার পিতামহ অর্জুন ইন্দ্রকে প্রসন্ন করার জন্য, স্বর্গে গিয়ে এদের বধ করেন॥ ৩৪-৩৬ ॥ বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকার গর্ভে

[১]প্রা.পা.—ইরা। [২]প্রা.পা.—গৃধশ্যেনাদ্যাঃ। [৩]প্রা.পা.—ইরায়া। [৪]প্রা.পা.—যাস্তু। [৫]প্রা.পা.—প্রাধানিকং শৃং.। [৬]প্রা.পা.—চিত্তিঃ সুদু.। [৭]প্রা.পা.—উপযেমে স। [৮]প্রা.পা.—সর্বে। [৯]প্রা.পা.—শতমে কম.।

অথাতঃ শ্রূয়তাং বংশো যোঽদিতেরনুপূর্বশঃ।
যত্র নারায়ণো দেবঃ স্বাংশেনাবতরদ্ বিভুঃ॥ ৩৮

বিবস্বানর্যমা পূষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ।
ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শক্র উরুক্রমঃ॥ ৩৯

বিবস্বতঃ শ্রাদ্ধদেবং সংজ্ঞাসূয়ত বৈ মনুম্।
মিথুনং চ মহাভাগা যমং দেবং যমীং তথা।
সৈব ভূত্বাথ বড়বা নাসত্যৌ সুষুবে ভুবি[১]॥ ৪০

ছায়া শনৈশ্চরং লেভে সাবর্ণিং চ মনুং ততঃ।
কন্যাং চ তপতীং যা বৈ বব্রে সংবরণং পতিম্॥ ৪১

অর্যম্ণো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ।
যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা[২]॥ ৪২

পুষানপত্যঃ পিষ্টাদো ভগ্নদন্তোঽভবৎ পুরা।
যোঽসৌ দক্ষায় কুপিতং[৩] জহাস বিবৃতদ্বিজঃ॥ ৪৩

ত্বষ্টুর্দৈত্যানুজা ভার্যা রচনা[৪] নাম কন্যকা।
সংনিবেশস্তয়োর্জজ্ঞে বিশ্বরূপশ্চ বীর্যবান্॥ ৪৪

তং বব্রিরে সুরগণাঃ স্বস্রীয়ং দ্বিষতামপি।
বিমতেন পরিত্যক্তা গুরুণাঽঙ্গিরসেন যৎ॥ ৪৫

একশো এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাহু যাকে গ্রহ বলে গণনা করা হয়। অবশিষ্ট একশত পুত্র কেতু নামে পরিচিত॥ ৩৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ! এখন তুমি অদিতির বংশাবলী আনুপূর্বিক শ্রবণ করো। এই বংশে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং নিজ অংশে বামনরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৩৮ ॥ অদিতির দ্বাদশ পুত্রের নাম—বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র ও ত্রিবিক্রম (বামন) এঁদেরই দ্বাদশ আদিত্য বলা হয়॥ ৩৯ ॥ বিবস্বানের পত্নী মহাভাগ্যবতী সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব (বৈবস্বত) মনু এবং যম-যমুনা নামক যমজ পুত্রকন্যা উৎপন্ন হন। সংজ্ঞাই ঘোটকী রূপ ধারণ করে ভগবান সূর্যের দ্বারা মর্ত্যলোকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে জন্ম দেন॥ ৪০ ॥

বিবস্বানের অপর পত্নী ছায়ার দুই পুত্র শনৈশ্চর ও সাবর্ণি মনু এবং একটি কন্যা হল তপতী। তপতী সংবরণকে পতিরূপে বরণ করেন॥ ৪১ ॥ অর্যমার পত্নী মাতৃকার গর্ভে চর্ষণি নামে পুত্রগণ জন্মে। তাঁরা কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী ছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মা তাঁদের আদর্শেই মনুষ্যজাতি (ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ) সৃষ্টির কথা ভেবেছিলেন॥ ৪২ ॥ পূষার কোনো সন্তান হয়নি। পুরাকালে যখন মহাদেব দক্ষ প্রজাপতির ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন পূষা দন্ত বিকশিত করে হেসেছিলেন ; সেইজন্য বীরভদ্র তাঁর দন্তপঙ্‌ক্তি উৎপাটিত করেন। তখন থেকে পূষা পিষ্টদ্রব্যই ভক্ষণ করেন॥ ৪৩ ॥ দৈত্যগণের কনিষ্ঠা ভগ্নী কুমারী রচনা ত্বষ্টার পত্নী। রচনার গর্ভে দুই পুত্র জন্মায়—সন্নিবেশ ও পরাক্রমশালী বিশ্বরূপ॥ ৪৪ ॥ এই সম্পর্কে বিশ্বরূপ যদিও শত্রু দৈত্যদের ভাগিনেয় ছিলেন তবুও যখন দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের দ্বারা অপমানিত হয়ে দেবতাদের পরিত্যাগ করেছিলেন, তখন দেবতারা বিশ্বরূপকেই পৌরোহিত্যে বরণ করেছিলেন॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠ স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

[১]প্রা.পা.—শুচিঃ। [২]প্রা.পা.—সুসমাহিতা। [৩]প্রা.পা.—কুপিতো। [৪]প্রা.পা.—চরমা.।

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

বৃহস্পতির দেবপৌরোহিত্য ত্যাগ ও বিশ্বরূপের পৌরোহিত্য বরণ

রাজোবাচ

কস্য[১] হেতোঃ পরিত্যক্তা আচার্যেণাত্মনঃ সুরাঃ[২]।
এতদাচক্ষ্ব ভগবঞ্ছিষ্যাণামক্রমং গুরৌ।। ১

শ্রীশুক[৩]উবাচ

ইন্দ্রস্ত্রিভুবনৈশ্বর্যমদোল্লঙ্ঘিতসৎপথঃ।
মরুদ্ভির্বসুভী রুদ্রৈরাদিত্যৈর্ঋভুভির্নৃপ[৪]।। ২
বিশ্বেদেবৈশ্চ সাধ্যৈশ্চ নাসত্যাভ্যাং পরিশ্রিতঃ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈর্মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।। ৩
বিদ্যাধরাপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ পতগোরগৈঃ।
নিষেব্যমাণো মঘবান্ স্তূয়মানশ্চ ভারত।। ৪
উপগীয়মানো ললিতমাস্থানাধ্যাসনাশ্রিতঃ।
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ চন্দ্রমণ্ডলচারুণা।। ৫
যুক্তশ্চান্যৈঃ পারমেষ্ঠ্যৈশ্চামরব্যজনাদিভিঃ।
বিরাজমানঃ পৌলোম্যা সহার্ধাসনয়া ভৃশম্।। ৬
স যদা পরমাচার্যং দেবানামাত্মনশ্চ হ।
নাভ্যনন্দত সংপ্রাপ্তং প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ।। ৭
বাচস্পতিং মুনিবরং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
নোচ্চচালাসনাদিন্দ্রঃ পশ্যন্নপি সভাগতম্।। ৮
ততো নির্গত্য সহসা কবিরাঙ্গিরসঃ প্রভুঃ।
আযযৌ স্বগৃহং তূষ্ণীং বিদ্বান্ শ্রীমদবিক্রিয়াম্।। ৯
তর্হ্যেব প্রতিবুদ্ধ্যেন্দ্রো গুরুহেলনমাত্মনঃ।
গর্হয়ামাস সদসি স্বয়মাত্মানমাত্মনা।। ১০
অহো বত মমাসাধু কৃতং বৈ দভ্রবুদ্ধিনা।
যন্ময়ৈশ্বর্যমত্তেন গুরুঃ সদসি কাৎকৃতঃ।। ১১
কো গৃধ্যেৎ পণ্ডিতো লক্ষ্মীং ত্রিবিষ্টপপতেরপি।
যয়াহমাসুরং ভাবং নীতোঽদ্য বিবুধেশ্বরঃ।। ১২

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—হে ভগবান! দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর প্রিয় শিষ্য দেবগণকে কেন ত্যাগ করেছিলেন, দেবতারা তাঁদের গুরুদেবের প্রতি এমন কোন অপরাধ করেছিলেন, দয়া করে আমাকে বলুন।। ১ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করে ইন্দ্র খুব মদমত্ত হয়ে উঠেছিলেন। গর্বিত ইন্দ্র ধর্মমর্যাদা, সদাচারমর্যাদা উল্লঙ্ঘন করতে লাগলেন। একদা তিনি স্বীয় ভার্যা শচীদেবীর সাথে উনপঞ্চাশ মরুদ্গণ, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বদেব, সাধ্যগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সভামধ্যে উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ, বিদ্যাধরগণ, অপ্সরা, কিন্নর, পক্ষী ও সর্পগণ তাঁর সেবা ও স্তুতিগান করছিলেন। চারদিকে সুললিতস্বরে দেবরাজ ইন্দ্রের কীর্তিগাথা ও গুণকীর্তন হচ্ছিল। চন্দ্রমণ্ডলের মতো মনোহর শুভ্রবর্ণ ছত্রে, চামর-ব্যজন প্রভৃতি মহারাজোচিত সামগ্রীতে তিনি সুসজ্জিত ছিলেন। এই দিব্য সমাজে দেবরাজ সুশোভিত হয়ে বিরাজমান ছিলেন।। ২-৬ ।। এমন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণের পরম আচার্য বৃহস্পতি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সুরাসুর সকলে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছিল। ইন্দ্র তাঁকে সভার মধ্যে উপস্থিত দেখেও না করলেন প্রত্যুদ্গমন না আসনাদি দিয়ে করলেন গুরুর অভ্যর্থনা। এমন কী তিনি নিজের আসনে বসে থেকেও স্বাগত জানালেন না।। ৭-৮ ।। ত্রিকালজ্ঞ বৃহস্পতি বুঝলেন যে ইন্দ্র ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে রয়েছেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সহসা সেই সভা থেকে বেরিয়ে স্বগৃহে চলে গেলেন।। ৯ ।।

হে পরীক্ষিৎ! সেইক্ষণেই দেবরাজ ইন্দ্রের সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি বুঝলেন যে তিনি গুরুর প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করেছেন। সেই পরিপূর্ণ সভার মধ্যে তিনি নিজেই নিজের নিন্দা করতে লাগলেন।। ১০ ।। 'হায়-হায়! অল্পবুদ্ধি আমি বড়ই অন্যায় করেছি। মূর্খতাবশত ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে আমি গুরুদেবের অপমান করেছি।। ১১ ।। কোন বিবেকী পুরুষ এই স্বর্গের রাজলক্ষ্মীকে আকাঙ্ক্ষা করবেন! এই ঐশ্বর্য

---

[১]প্রা.পা.—যস্য। [২]প্রা.পা.—সুতাঃ। [৩]প্রা.পা.—শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ। [৪]প্রা.পা.—ঋষিভির্নৃপ।

যে পারমেষ্ঠ্যং ধিষণমধিতিষ্ঠন্ ন[১] কঞ্চন।
প্রত্যুত্তিষ্ঠেদিতি ব্রূয়ুর্ধর্মং তে ন পরং বিদুঃ॥ ১৩

তেষাং কুপথদেষ্টৄণাং পততাং তমসি হ্যধঃ।
যে শ্রদ্দধ্যুর্বচস্তে বৈ মজ্জন্ত্যশ্মপ্লবা ইব॥ ১৪

অথাহমমরাচার্যমগাধধিষণং দ্বিজম্।
প্রসাদয়িষ্যে নিশঠঃ শীর্ষ্ণা তচ্চরণং স্পৃশন্॥ ১৫

এবং চিন্তয়তস্তস্য মঘোনো ভগবান্ গৃহাৎ।
বৃহস্পতির্গতোঽদৃষ্টাং গতিমধ্যাত্মমায়য়া॥ ১৬

গুরোর্নাধিগতঃ সংজ্ঞাং পরীক্ষন্ ভগবান্ স্বরাট্।
ধ্যায়ন্ ধিয়া[২] সুরৈর্যুক্তঃ শর্ম নালভতাত্মনঃ॥ ১৭

তচ্ছ্রুত্বৈবাসুরাঃ সর্ব আশ্রিত্যৌশনসং মতম্।
দেবান্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুর্দুর্মদা আততায়িনঃ॥ ১৮

তৈর্বিসৃষ্টেষুভিস্তীক্ষ্ণৈর্নির্ভিন্নাঙ্গোরুবাহবঃ[৩]।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহেন্দ্রা নতকন্ধরাঃ॥ ১৯

তাংস্তথাভ্যর্দিতান্ বীক্ষ্য ভগবানাত্মভূরজঃ।
কৃপয়া পরয়া দেব উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ

অহো বত সুরশ্রেষ্ঠা হ্যভদ্রং বঃ কৃতং মহৎ।
ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং দান্তমৈশ্বর্যান্নাভ্যনন্দত॥ ২১

তস্যায়মনয়স্যাসীৎ পরেভ্যো বঃ পরাভবঃ।
প্রক্ষীণেভ্যঃ স্ববৈরিভ্যঃ সমৃদ্ধানাং চ যৎ সুরাঃ॥ ২২

মঘবন্ দ্বিষতঃ পশ্য প্রক্ষীণান্ গুর্বতিক্রমাৎ।
সম্প্রত্যুপচিতান্ ভূয়ঃ কাব্যমারাধ্য ভক্তিতঃ।
আদদীরন্ নিলয়নং মমাপি ভৃগুদেবতাঃ॥ ২৩

আজ দেবরাজ আমাকেও আসুরিক রজোগুণ অভিভূত করে দিয়েছে॥ ১২ ॥ সিংহাসনে আসীন হয়ে রাজা কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সভামধ্যে সমাগত দেখেও প্রত্যুত্থান করবে না, যারা একথা বলে তারা ধর্মের বাস্তবিক স্বরূপ জানে না॥ ১৩ ॥ ওইরকম উপদেশকারী ব্যক্তিগণ কুপথে চালনাকারী। তারা নিজেরা ঘোর নরকে পতিত হয় এবং তাদের কথায় যারা বিশ্বাস করে তারাও পাথরের নৌকোর মতো ডুবে যায়॥ ১৪ ॥ আমার গুরুদেব বৃহস্পতি জ্ঞানের অগাধ সমুদ্র। আমি বড়ই অন্যায় করেছি। এখন আমি তাঁর চরণে প্রণত হয়ে তাঁকে প্রসন্ন করব।' ॥ ১৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ! দেবরাজ ইন্দ্র যখন মনে মনে এইসব চিন্তা করছেন তখন ভগবান বৃহস্পতি গৃহ থেকে বেরিয়ে যোগবলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন॥ ১৬ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র গুরুদেবকে অনেক খুঁজলেন, লোক লাগিয়ে খোঁজ করালেন, কিন্তু কোনো সন্ধানই পেলেন না। তখন গুরুবিহনে নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে করে দেবতাদের সঙ্গে বসে স্বর্গের সুরক্ষার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। মন বড় অশান্ত হয়ে রইল॥ ১৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ! এদিকে দেবগুরু বৃহস্পতি ও দেবরাজ ইন্দ্রের এই ঘটনা অসুররা জানতে পারল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশ অনুসারে মদোন্মত্ত আততায়ী অসুররা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেবতাদের আক্রমণ করল॥ ১৮ ॥ দেবতাদের দিকে তারা এমন সব তীর নিক্ষেপ করতে লাগল যে দেবতাদের মস্তক, জঙ্ঘা, বাহু ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হতে থাকল। তখন ইন্দ্রকে সামনে রেখে দেবতারা অবনতমস্তকে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন॥ ১৯ ॥ ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবতাদের দুর্দশা হৃদয়ঙ্গম করলেন। দয়ার্দ্র চিত্তে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে দেবগণ! বড়ই দুঃখের কথা। তোমরা বড়ই অন্যায় আচরণ করেছ। ছিঃ! ছিঃ! ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানী, বেদজ্ঞ এবং সংযমী ব্রাহ্মণকে সম্মান করোনি॥ ২১ ॥ হে দেবগণ! তোমাদের সেই অন্যায় আচরণের ফল হল যে সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্ত্বেও আজ তোমাদের নির্বল শত্রুদের কাছে অপদস্থ হতে হল॥ ২২ ॥ হে দেবরাজ! দেখো, নিজেদের গুরু শুক্রাচার্যকে অবজ্ঞা করার ফলে তোমাদের শত্রুরা ক্ষীণবল হয়ে পড়েছিল কিন্তু পরে ভক্তিভাবে তাঁকে পূজা অর্চনা করে এখন তারা আবার ধনসম্পদে সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। হে দেবগণ! আমার তো মনে হয় যে নিজেদের আরাধ্যদেব

[১]প্রা.পা.—কথঞ্চন। [২]প্রা.পা.—শুচা যুক্তঃ। [৩]প্রা.পা.—স্তিষ্মৈর্নি.।

ত্রিবিষ্টপং কিং গণয়ন্ত্যভেদ্য-
মন্ত্রা ভৃগূণামনুশিক্ষিতার্থাঃ[১]।
ন বিপ্রগোবিন্দগবীশ্বরাণাং
ভবন্ত্যভদ্রাণি নরেশ্বরাণাম্॥ ২৪

তদ্ বিশ্বরূপং ভজতাশু বিপ্রং
তপস্বিনং ত্বাষ্ট্রমথাত্মবন্তম্।
সভাজিতোঽর্থান্ স বিধাস্যতে বো
যদি ক্ষমিষ্যধ্বমুতাস্য কর্ম॥ ২৫

শ্রীশুক উবাচ

ত এবমুদিতা রাজন্ ব্রহ্মণা বিগতজ্বরাঃ।
ঋষিং ত্বাষ্ট্রমুপব্রজ্য পরিষ্বজ্যেদমব্রুবন্॥ ২৬

দেবা ঊচুঃ

বয়ং তেঽতিথয়ঃ প্রাপ্তা আশ্রমং ভদ্রমস্তু তে।
কামঃ সম্পাদ্যতাং তাত পিতৃণাং সময়োচিতঃ॥ ২৭

পুত্রাণাং হি পরো ধর্মঃ পিতৃশুশ্রূষণং সতাম্।
অপি পুত্রবতাং ব্রহ্মন্ কিমুত ব্রহ্মচারিণাম্॥ ২৮

আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতা মরুৎপতের্মূর্তির্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ॥ ২৯

দয়ায়া ভগিনী মূর্তির্ধর্মস্যাত্মাতিথিঃ স্বয়ম্।
অগ্নেরভ্যাগতো মূর্তিঃ সর্বভূতানি চাত্মনঃ॥ ৩০

তস্মাৎ পিতৃণামার্তানামার্তিং পরপরাভবম্।
তপসাপনয়ংস্তাত সন্দেশং কর্তুমর্হসি॥ ৩১

বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুম্।
যথাঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা॥ ৩২

ন গর্হয়ন্তি হ্যর্থেষু যবিষ্ঠাঙ্‌ঘ্র্যভিবাদনম্।
ছন্দোভ্যোঽন্যত্র ন ব্রহ্মন্ বয়ো জ্যৈষ্ঠ্যস্য কারণম্॥ ৩৩

শুক্রাচার্যকে দেবতার মতো ভক্তি করার ফলে হয়ত কিছু দিনের মধ্যে ওরা আমার ব্রহ্মলোকও দখল করে ফেলবে॥ ২৩ ॥ ভৃগুবংশীয়গণ এদের অর্থশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে শিখিয়ে দিয়েছে। এদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানতে পার না। এদের মন্ত্রণা অত্যন্তই গুপ্ত। এই পরিস্থিতিতে স্বর্গের আর কথা কী, এরা চাইলে যে কোনো লোক জয় করতে পারে। এটা অতি সত্য যে গো-ব্রাহ্মণ ও ভগবান গোবিন্দকে যে ব্যক্তি নিজের সর্বস্ব মনে করে এবং গো, ব্রাহ্মণ ও গোবিন্দ যার প্রতি কৃপা করেন তার কখনো অমঙ্গল হয় না॥ ২৪ ॥ সুতরাং তোমরা শীঘ্রই ত্বষ্টার পুত্র-সদ্‌ব্রাহ্মণ, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় বিশ্বরূপের শরণাপন্ন হও। তোমরা যদি তার মাতামহকুল অসুরদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ক্ষমা করতে পার এবং তাকে যথাযোগ্য সম্মান করতে পার তবে সে তোমাদের কার্যোদ্ধার করে দেবে॥ ২৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ব্রহ্মা এই রকম বলাতে দেবতাদের চিন্তা দূর হল। তাঁরা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন॥ ২৬ ॥

দেবতারা বললেন—বৎস বিশ্বরূপ ! তোমার মঙ্গল হোক ! তোমার আশ্রমে আজ আমরা অতিথি। একদিকে আমরা তোমার পিতৃতুল্য। সুতরাং আমাদের বর্তমান সময়োচিত অভিলাষ তুমি পূর্ণ কর॥ ২৭ ॥ যেসব পুত্রেরা পুত্রবান সেই সব সৎপুত্রদেরও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হল তাদের পিতা তথা অন্যান্য গুরুজনদের সেবা করা। আর যে পুত্র ব্রহ্মচারী তার কথা আর বলার কী আছে॥ ২৮ ॥ উপনয়ন দিয়ে যিনি বেদ অধ্যয়ন করান সেই আচার্যগুরু বেদের, পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার, ভ্রাতা দেবরাজ ইন্দ্রের আর মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর প্রতিমূর্তি॥ ২৯ ॥ (এইরকমই) ভগিনী দয়ার, অতিথি ধর্মের, অভ্যাগত অগ্নির এবং জগতের সমস্ত প্রাণী নিজ আত্মার প্রতিমূর্তি—আত্মস্বরূপ হয়ে থাকেন॥ ৩০ ॥ হে বৎস ! বিশ্বরূপ ! আমরা তোমার পিতৃপুরুষ। বর্তমানে আমরা শত্রুর পীড়নে কাতর হয়ে রয়েছি। তুমি তোমার তপোবলে আমাদের এই পরাভবরূপ দুঃখ, দারিদ্র্য নিবারণ করো। আমাদের এই আজ্ঞা তোমার পালন করা উচিত॥ ৩১ ॥ তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অতএব গুরু। আমরা তোমাকে উপাধ্যায় (আচার্য) রূপে বরণ করে তোমার শক্তিদ্বারা অনায়াসেই শত্রুদের জয় করতে পারব॥ ৩২ ॥ হে পুত্র ! প্রয়োজন হলে বয়ঃকনিষ্ঠের পাদবন্দনাও নিন্দনীয়

[১]প্রা.পা.—গুরুণা.।

ঋষিরুবাচ

অভ্যর্থিতঃ সুরগণৈঃ পৌরোহিত্যে মহাতপাঃ।
স বিশ্বরূপস্তানাহ প্রসন্নঃ[১] শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।। ৩৪

বিশ্বরূপ উবাচ

বিগর্হিতং ধর্মশীলৈর্ব্রহ্মবর্চ উপব্যয়ম্।
কথং নু মদ্বিধো নাথা[২] লোকেশৈরভিযাচিতম্।
প্রত্যাখ্যাস্যতি তচ্ছিষ্যঃ[৩] স এব স্বার্থ উচ্যতে।। ৩৫

অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং
তেনেহ নির্বর্তিতসাধুসৎক্রিয়ঃ।
কথং বিগর্হ্যং নু করোম্যধীশ্বরাঃ
পৌরোধসং হৃষ্যতি যেন দুর্মতিঃ[৪]।। ৩৬

তথাপি ন প্রতিব্রূয়াং গুরুভিঃ প্রার্থিতং কিয়ৎ।
ভবতাং প্রার্থিতং সর্বং প্রাণৈরর্থৈশ্চ সাধয়ে।। ৩৭

শ্রীশুক[৫]উবাচ

তেভ্য এবং প্রতিশ্রুত্য বিশ্বরূপো মহাতপাঃ।
পৌরোহিত্যং বৃতশ্চক্রে পরমেণ সমাধিনা।। ৩৮

সুরদ্বিষাং শ্রিয়ং গুপ্তামৌশনস্যাপি বিদ্যয়া।
আচ্ছিদ্যাদান্মহেন্দ্রায় বৈষ্ণব্যা বিদ্যয়া বিভুঃ।। ৩৯

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষো জিগ্যেঽসুরচমূর্বিভুঃ[৬]।
তাং প্রাহ স মহেন্দ্রায় বিশ্বরূপ উদারধীঃ।। ৪০

নয়। বেদজ্ঞান না থাকলে কেবল বয়সের আধিক্যই জ্যেষ্ঠত্বের কারণ হয় না।। ৩৩ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! দেবতারা যখন এইসব কথা বলে বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণের প্রার্থনা জানালেন তখন পরম তপস্বী বিশ্বরূপ প্রসন্ন হয়ে অত্যন্ত প্রিয় ও মধুর বাক্যে তাঁদের বললেন।। ৩৪ ।।

বিশ্বরূপ বললেন—পৌরোহিত্য কর্ম পূর্বসঞ্চিত ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারক, সেইজন্য ধর্মশীল মহাত্মাগণ এই কর্মের নিন্দা করেছেন। কিন্তু আপনারা আমার প্রভুস্বরূপ এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণও আমার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছেন। এই অবস্থায় আমার মতো আপনাদের শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তি আপনাদের কীভাবে প্রত্যাখ্যান করবে? আমি তো আপনাদের সেবক। আপনাদের আজ্ঞাপালনই আমার মঙ্গল।। ৩৫ ।। হে দেবগণ! আমি অকিঞ্চন। শস্যক্ষেত নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত অথবা হট্টাদিতে পতিত ধান্যাদি শস্যেই আমার জীবিকা নির্বাহ হয়। তার দ্বারাই আমি দেবকার্য তথা পিতৃকার্য সম্পন্ন করে থাকি। হে লোকপালগণ! এইভাবে আমি আমার জীবিকা নির্বাহ করি, সুতরাং আমি পুরোহিতের এই নিন্দনীয় কর্ম কেন করব? এতে তো দুর্মতি ব্যক্তি ধনলোভহেতু আনন্দ পায়।। ৩৬ ।। আপনারা আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাইছেন সে কাজ নিন্দনীয়—তবুও আমি আপনাদের কাজ প্রত্যাখ্যান করতে পারি না কারণ আপনাদের এ প্রার্থনা তো অতি সামান্য। সুতরাং আপনাদের প্রার্থিত বিষয় আমি তনু-মন-ধন দিয়ে সম্পাদন করব।। ৩৭ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! বিশ্বরূপ মহাতপস্বী ছিলেন। দেবতাদের এই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের পৌরোহিত্যে বৃত হলেন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁদের পৌরোহিত্য করতে লাগলেন।। ৩৮ ।। শুক্রাচার্যের বিদ্যাদ্বারা যদিও অসুরদের ঐশ্বর্য শ্রী সুরক্ষিত ছিল তথাপি ক্ষমতাশালী বিশ্বরূপ নারায়ণকবচরূপ বিদ্যাবলে অসুরদের ঐশ্বর্য কেড়ে এনে ইন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন।। ৩৯ ।। হে রাজন্! যে বিদ্যার বলে সুরক্ষিত হয়ে ইন্দ্র অসুর সেনাদের ওপর বিজয়লাভ করেছিলেন, সেই বিদ্যা উদারচেতা বিশ্বরূপই ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন।। ৪০ ।।

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৭ ।।

———o———

[১]প্রা.পা.—প্রহসন্। [২]প্রা.পা.—নাম। [৩]প্রা.পা.—সচ্ছিষ্যঃ। [৪]প্রা.পা.—দুর্মনাঃ। [৫]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [৬]প্রা.পা.—র্দ্বিজঃ।

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

নারায়ণকবচের উপদেশ

রাজোবাচ

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সবাহান্ রিপুসৈনিকান্।
ক্রীড়ন্নিব বিনির্জিত্য ত্রিলোক্যা বুভুজে শ্রিয়ম্॥ ১

ভগবংস্তন্মমাখ্যাহি[১] বর্ম নারায়ণাত্মকম্।
যথাঽততায়িনঃ শত্রূন্[২] যেন গুপ্তোঽজয়ন্মৃধে॥ ২

শ্রীশুক[৩]উবাচ

বৃতঃ পুরোহিতস্ত্বাষ্ট্রো মহেন্দ্রায়ানুপৃচ্ছতে।
নারায়ণাখ্যং বর্মাহ তদিহৈকমনাঃ শৃণু॥ ৩

বিশ্বরূপ উবাচ

ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচম্য সপবিত্র উদঙ্মুখঃ।
কৃতস্বাঙ্গকরন্যাসো মন্ত্রাভ্যাং বাগ্যতঃ শুচিঃ॥ ৪

নারায়ণময়ং বর্ম সন্নহ্যেদ্ ভয় আগতে।
পাদয়োর্জানুনোরূর্বোরুদরে হৃদ্যথোরসি॥ ৫

মুখে শিরস্যানুপূর্ব্যাদোঙ্কারাদীনি বিন্যসেৎ।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি বিপর্যয়মথাপি বা॥ ৬

করন্যাসং ততঃ কুর্যাদ্ দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া।
প্রণবাদিয়কারান্তমঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠপর্বসু॥ ৭

ন্যসেদ্ধৃদয় ওঙ্কারং বিকারমনু মূর্ধনি।
ষকারং তু ভ্রুবোর্মধ্যে ণকারং শিখয়া দিশেৎ[৪]॥ ৮

বেকারং নেত্রয়োর্যুঞ্জ্যান্নকারং সর্বসন্ধিসু।
মকারমস্ত্রমুদ্দিশ্য মন্ত্রমূর্তির্ভবেদ্ বুধঃ॥ ৯

সবিসর্গং ফডন্তং তৎ সর্বদিক্ষু বিনির্দিশেৎ।
ওঁ বিষ্ণবে নম ইতি॥ ১০

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—ভগবান! যে নারায়ণকবচরূপ বিদ্যার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র অবলীলাক্রমে শত্রুপক্ষের চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য ভোগ করেছেন সেই কবচটির স্বরূপ তথা, দেবরাজ ইন্দ্র তার দ্বারা রক্ষিত হয়ে কিরূপে যুদ্ধে উদ্যতাস্ত্র শত্রুগণকে জয় করেছিলেন সে সব আমাকে বলুন॥ ১-২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপ দেবতাদের দ্বারা বৃত হয়ে পৌরোহিত্য স্বীকার করলে দেবরাজ ইন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি নারায়ণ-কবচরূপ বিদ্যা বলেছিলেন। তুমি মনোযোগ দিয়ে সেই উপদেশ শোনো॥ ৩ ॥

বিশ্বরূপ বললেন—হে দেবরাজ ইন্দ্র! কোনোরকম বিপদ উপস্থিত হলেই ওই কবচবন্ধন কর্তব্য। কবচ ধারণের বিধি হল, হস্তপদ প্রক্ষালন করে উত্তরাস্য হয়ে আসনে উপবেশন করে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করে আচমনান্তর বাকসংযম করে পবিত্রভাবে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এবং 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর নারায়ণমন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করবে। প্রথমে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের 'ওঁ' ইত্যাদি আট অক্ষর ক্রমশ পদদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, উদর, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, মুখ ও মস্তকে ন্যাস করবে। অথবা পূর্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা বিপরীতক্রমে মস্তক থেকে আরম্ভ করে পদদ্বয় পর্যন্ত অষ্ট অঙ্গে ন্যাস করবে॥ ৪-৬ ॥ তারপর 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা করন্যাস করবে। ওঁ-কার থেকে য়-কার পর্যন্ত এক একটি অক্ষর প্রণবযুক্ত করে যথাক্রমে ডান হাতের তর্জনী থেকে বাম হাতের তর্জনী পর্যন্ত আট আঙুলে এবং ডান ও বাম অঙ্গুষ্ঠের আদ্য ও অন্ত্য পর্ব চতুষ্টয়ে ন্যাস করবে॥ ৭ ॥ তারপর 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' এই মন্ত্রের প্রথম অক্ষর 'ওঁ'-কে হৃদয়ে, 'বি'-কে ব্রহ্মরন্ধ্রে, 'ষ'-কে ভ্রূমধ্যে, 'ণ'-কে শিখায়, 'বে'-কে নেত্রদ্বয়ে এবং 'ন'-কে সর্বাঙ্গে ন্যাস করবে। তারপর 'ওঁ মঃ অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করবে। এইভাবে

---

[১]প্রা.পা.—মমাচক্ষ্ব। [২]প্রা.পা.—শত্রুসৈন্যে। [৩]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [৪]প্রা.পা.—ন্যসেৎ।

আত্মানং পরমং ধ্যায়েদ্ ধ্যেয়ং ষট্শক্তিভির্যুতম্।
বিদ্যাতেজস্তপোমূর্তিমিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ[১]॥ ১১
ওঁ হরির্বিদধ্যান্মম সর্বরক্ষাং
ন্যস্তাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ পতগেন্দ্রপৃষ্ঠে।
দরারিচর্মাসিগদেষুচাপ-
পাশান্ দধানোঽষ্টগুণোঽষ্টবাহুঃ॥ ১২
জলেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্তি-
র্যাদোগণেভ্যো বরুণস্য পাশাৎ।
স্থলেষু মায়াবটুবামনোঽব্যাৎ
ত্রিবিক্রমঃ খেঽবতু বিশ্বরূপঃ॥ ১৩
দুর্গেষ্বটব্যাজিমুখাদিষু প্রভুঃ
পায়ান্নৃসিংহোঽসুরযূথপারিঃ।
বিমুঞ্চতো যস্য মহাট্টহাসং
দিশো বিনেদুর্ন্যপতংশ্চ গর্ভাঃ॥ ১৪
রক্ষত্বসৌ মাধ্বনি[২] যজ্ঞকল্পঃ
স্বদংষ্ট্রয়োন্নীতধরো বরাহঃ।
রামোঽদ্রিকূটেষ্বথ বিপ্রবাসে
সলক্ষ্মণোঽব্যাদ্ ভরতাগ্রজোঽস্মান্॥ ১৫
মামুগ্রধর্মাদখিলাৎ প্রমাদা-
ন্নারায়ণঃ পাতু নরশ্চ হাসাৎ।
দত্তস্ত্বযোগাদথ যোগনাথঃ
পায়াদ্ গুণেশঃ কপিলঃ কর্মবন্ধাৎ॥ ১৬
সনৎকুমারোঽবতু কামদেবা-
দ্ধয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাৎ।
দেবর্ষিবর্যঃ পুরুষার্চনান্তরাৎ
কূর্মো হরির্মাং নিরয়াদশেষাৎ॥ ১৭

ন্যাস করলে এই বিধি জ্ঞাতা পুরুষ মন্ত্রস্বরূপ হয়ে যায়॥ ৮-১০ ॥ তারপর সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, লক্ষ্মী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য পরিপূর্ণ ইষ্টদেব ভগবানের ধ্যান করবে এবং নিজেকেও তদ্রূপই চিন্তন করবে। তদনন্তর বিদ্যা, তেজ ও তপঃস্বরূপ নিম্নোক্ত কবচ পাঠ করবে—॥ ১১ ॥

ভগবান শ্রীহরি পক্ষীরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে তাঁর পাদপদ্ম বিন্যস্ত রেখেছেন। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাঁর সেবায় নিরত। তিনি অষ্টবাহুতে শঙ্খ, চক্র, চর্ম, অসি, গদা, বাণ, ধনু ও পাশ ধারণ করে রয়েছেন। সেই ওঁ-কারস্বরূপ প্রভু সর্বপ্রকারে সকল বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১২ ॥ মৎস্যমূর্তি ভগবান জলমধ্যে জলজন্তু ও বরুণপাশ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মায়াবশে ব্রহ্মচারীরূপধারী বামন ভগবান স্থলমধ্যে, বিশ্বরূপ শ্রীত্রিবিক্রম ভগবান গগনমণ্ডলে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৩ ॥ যাঁর বিশাল অট্টহাস্যের ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হয়ে গর্ভবতী দৈত্যপত্নীদের গর্ভপাত ঘটিয়েছিল, সেই অসুরাধিপতির শত্রু ভগবান নৃসিংহ অগ্নিপরিবৃত প্রদেশ, অরণ্য ও যুদ্ধক্ষেত্রাদি সংকটস্থানে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৪ ॥ স্বীয় দংষ্ট্রার দ্বারা পৃথিবীকে ধারণকারী যজ্ঞমূর্তি বরাহ ভগবান পথিমধ্যে, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পর্বতশিখরে এবং লক্ষ্মণের সাথে ভরতের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রবাসে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৫ ॥ ভগবান নারায়ণ মারণ-মোহনাদি ভয়ংকর অভিচারাদি এবং সর্বপ্রকার অনবধানতাদোষ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ নর গর্ব থেকে, যোগেশ্বর ভগবান দত্তাত্রেয় যোগভ্রংশ থেকে এবং ত্রিগুণাধিপতি ভগবান কপিল কর্মবন্ধন থেকে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৬ ॥ পরমর্ষি সনৎকুমার কামবেগ থেকে, হয়গ্রীব ভগবান পথচলার সময় দেববিগ্রহদের বিনাপ্রণামে চলে যাওয়ার ফলে দেবাবজ্ঞার অপরাধ থেকে, দেবর্ষি নারদ দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ* এবং ভগবান কচ্ছপ সর্বপ্রকার নরক থেকে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৭ ॥

[১]প্রা.পা.—মুদীরয়েৎ। [২]প্রা.পা.—মাং পথি যজ্ঞ.।

*বত্রিশ রকমের সেবাপরাধ—(১) বাহনে চড়ে অথবা পায়ে পাদুকা পরে শ্রীভগবানের মন্দিরে যাওয়া। (২) রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব পালন না করা বা তা দর্শন না করা। (৩) বিগ্রহ দর্শন করে প্রণাম না করা। (৪) অশুচি শরীরে দর্শন করা। (৫) এক হাতে প্রণাম করা। (৬) পরিক্রমা করার সময় ভগবানের সামনে এসে একটু না থেমে পরিক্রমা করতে থাকা অথবা কেবল সামনে দাঁড়িয়ে পরিক্রমা করতে থাকা। (৭) বিগ্রহের সামনে পা ছড়িয়ে বসা। (৮) বিগ্রহের সামনে হাঁটু দুটি উঁচু করে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসা। (৯) বিগ্রহের সামনে শুয়ে থাকা। (১০) বিগ্রহের সামনে বসে ভোজন করা। (১১) বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলা। (১২) বিগ্রহের সামনে চেঁচিয়ে কথা বলা। (১৩) বিগ্রহের সামনে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলা। (১৪) বিগ্রহের সামনে

ধন্বন্তরির্ভগবান্ পাত্বপথ্যাদ্
দ্বন্দ্বাদ্ ভয়াদৃষভো নির্জিতাত্মা।
যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাজ্জনান্তাদ্[১]
বলো গণাৎ ক্রোধবশাদহীন্দ্রঃ॥ ১৮

দ্বৈপায়নো ভগবানপ্রবোধাদ্
বুদ্ধস্তু[২] পাখণ্ডগণাৎ প্রমাদাৎ।
কল্কিঃ কলেঃ কালমলাৎ প্রপাতু[৩]
ধর্মাবনায়োরুকৃতাবতারঃ॥ ১৯

মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্
গোবিন্দ আসঙ্গবমাত্তবেণুঃ।
নারায়ণঃ প্রাহ্ণ[৪] উদাত্তশক্তি-
র্মধ্যন্দিনে বিষ্ণুররীন্দ্রপাণিঃ॥ ২০

দেবোঽপরাহ্ণে মধুহোগ্রধন্বা
সায়ং ত্রিধামাবতু মাধবো মাম্।
দোষে হৃষীকেশ উতার্ধরাত্রে
নিশীথ একোঽবতু পদ্মনাভঃ॥ ২১

শ্রীবৎসধামাপররাত্র ঈশঃ
প্রত্যূষ ঈশোঽসিধরো জনার্দনঃ।
দামোদরোঽব্যাদনুসন্ধ্যং প্রভাতে
বিশ্বেশ্বরো ভগবান্ কালমূর্তিঃ॥ ২২

ভগবান ধন্বন্তরি কুপথ্য থেকে, জিতেন্দ্রিয় ভগবান ঋষভদেব সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত ভয় থেকে, যজ্ঞ ভগবান লোকাপবাদ, বলরাম মনুষ্যকৃত কষ্ট এবং ভগবান অনন্তদেব ক্রোধবশ কোপনস্বভাব সর্পকুল থেকে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৮ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অজ্ঞান থেকে তথা বুদ্ধদেব পাষণ্ডজনোচিত অসাবধানতারূপ দোষ প্রমাদ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ধর্মরক্ষার্থে মহান অবতাররূপ ধারণকারী ভগবান কল্কি পাপসংকুল কলি-কালের দোষসমূহ থেকে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৯ ॥ ভগবান কেশব তাঁর গদার দ্বারা প্রাতঃকালে (পাঁচ দণ্ড বেলা পর্যন্ত), দিনমানের দ্বিতীয়ভাগে সঙ্গব পর্যন্ত (ছয় থেকে দশ দণ্ড বেলা পর্যন্ত), ভগবান গোবিন্দ বেণুধারণ করে, শক্তিধারী নারায়ণ প্রাহ্ণে (অর্থাৎ দিনমানের তৃতীয়ভাগে একাদশ দণ্ড বেলা পর্যন্ত), এবং মধ্যন্দিনে (অর্থাৎ দিনমানের চতুর্থভাগে ষোল দণ্ড থেকে কুড়ি দণ্ড বেলা পর্যন্ত) ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে আমাকে রক্ষা করুন॥ ২০ ॥ সুতীক্ষ্ণ ধনুর্ধারী ভগবান মধুসূদন অপরাহ্ণে দিনের তৃতীয় প্রহরে বা দিনমানের পঞ্চমভাগে (একুশ দণ্ড থেকে পঁচিশ দণ্ড বেলা পর্যন্ত), আমাকে রক্ষা করুন। সর্বলোকাত্মক ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্তিসম্পন্ন মাধব সায়ংকালে অর্থাৎ দিনমানের শেষভাগে (ছাব্বিশ দণ্ড বেলা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত) আমাকে রক্ষা করুন ; আর রাত্রিমানের ছয়ভাগের প্রথম ভাগে অর্থাৎ প্রথম চার দণ্ড—সূর্যাস্তের পরে প্রদোষে হৃষীকেশ, অর্ধরাত্রির পূর্বে পাঁচ দণ্ড রাত্রি থেকে চৌদ্দ দণ্ড রাত্রি পর্যন্ত এবং অর্ধরাত্রির সময় নিশীথে পনেরো ও ষোলো দণ্ড রাত্রি পর্যন্ত ভগবান পদ্মনাভ আমাকে রক্ষা করুন॥ ২১ ॥ রাত্রির চতুর্থভাগে শেষরাত্রিতে সতেরো দণ্ড রাত্রি থেকে অরুণোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত

[১]প্রা.পা.—ন্তাৎ কৃতান্তাদ্। [২]প্রা.পা.—বুদ্ধশ্চ। [৩]প্রা.পা.—প্রপায়াদ্। [৪]প্রা.পা.—প্রাতরুদাত্ত.।

দাঁড়িয়ে চীৎকার করা। (১৫) বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করা। (১৬) বিগ্রহকে সামনে রেখে কাউকে পীড়ন করা। (১৭) বিগ্রহের সামনে কারোর ওপর অনুগ্রহ দেখানো। (১৮) বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে নিষ্ঠুর বাক্য বলা। (১৯) বিগ্রহের সামনে কম্বল দিয়ে সর্বশরীর আবৃত করা। (২০) বিগ্রহের সামনে অপরের নিন্দা করা। (২১) বিগ্রহের সামনে অপরের স্তুতি করা। (২২) ঠাকুরের সামনে অশ্লীল শব্দ বলা। (২৩) বিগ্রহের সামনে অধোবায়ু নিঃসরণ। (২৪) শক্তি এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গৌণ অর্থাৎ সামান্য উপচারে দেবতার পূজা করা। (২৫) শ্রীভগবানকে নিবেদন না করে পান-ভোজন করা। (২৬) যে ঋতুর যেই ফল সেই ফল সর্বপ্রথমে ভগবানকে নিবেদন না করা। (২৭) কোনো তরকারী বা ফল ইত্যাদির অগ্রভাগ ভেঙে রেখে বাকি অংশ ভগবানের ব্যঞ্জনাদির জন্য ব্যবহার করা। (২৮) ঠাকুরের দিকে পেছন ফিরে বসা। (২৯) বিগ্রহের সামনে অপর কাউকে প্রণাম করা। (৩০) গুরুদেবকে অভ্যর্থনা, কুশলজিজ্ঞাসা বা তাঁর স্তুতি না করা। (৩১) নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করা। (৩২) যে কোনো দেবতার নিন্দা করা।

চক্রং যুগান্তানলতিগ্মনেমি
ভ্রমৎ সমন্তাদ্ ভগবৎ প্রযুক্তম্।
দন্দগ্ধি দন্দগ্ধ্যরিসৈন্যমাশু
কক্ষং যথা বাতসখো[১] হুতাশঃ ॥ ২৩

গদেঽশনিস্পর্শনবিস্ফুলিঙ্গে
নিষ্পিণ্ঢি নিষ্পিণ্ঢ্যজিতপ্রিয়াসি।
কুষ্মাণ্ডবৈনায়কযক্ষরক্ষো-
ভূতগ্রহাংশ্চূর্ণয় চূর্ণয়ারীন্ ॥ ২৪

ত্বং যাতুধানপ্রমথপ্রেতমাতৃ-
পিশাচবিপ্রগ্রহঘোরদৃষ্টীন্।
দরেন্দ্র বিদ্রাবয় কৃষ্ণপূরিতো
ভীমস্বনোঽরেহৃদয়ানি কম্পয়ন্ ॥ ২৫

ত্বং তিগ্মধারাসিবরারিসৈন্য-
মীশপ্রযুক্তো মম ছিন্ধি ছিন্ধি।
চক্ষূংষি চর্মঞ্ছতচন্দ্র ছাদয়
দ্বিষামঘোনাং হর পাপচক্ষুষাম্ ॥ ২৬

যন্নো ভয়ং গ্রহেভ্যোঽভূৎ কেতুভ্যো নৃভ্য এব চ।
সরীসৃপেভ্যো দংষ্ট্রিভ্যো ভূতেভ্যোঽংহোভ্য[২] এব বা ॥ ২৭

সর্বাণ্যেতানি ভগবন্নামরূপাস্ত্রকীর্তনাৎ।
প্রয়ান্তু সংক্ষয়ং সদ্যো যে নঃ শ্রেয়ঃপ্রতীপকাঃ ॥ ২৮ ॥

গরুড়ো ভগবান্ স্তোত্রস্তোভশ্ছন্দোময়ঃ প্রভুঃ।
রক্ষত্বশেষকৃচ্ছ্রেভ্যো বিষ্বক্সেনঃ স্বনামভিঃ ॥ ২৯

সর্বাপদ্ভ্যো হরের্নামরূপযানায়ুধানি নঃ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পান্তু পার্ষদভূষণাঃ ॥ ৩০

যথা হি ভগবানেব[৩] বস্তুতঃ সদসচ্চ যৎ।
সত্যেনানেন নঃ সর্বে যান্তু নাশমুপদ্রবাঃ ॥ ৩১

শ্রীবৎসচিহ্নধারী শ্রীহরি, উষাকালে অর্থাৎ প্রত্যূষে অরুণোদয়কালে অসিধর ঈশ জনার্দন, প্রভাতে অর্থাৎ রাত্রিমানের শেষভাগে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীদামোদর এবং প্রাতঃ ও সায়ং এই দুই সন্ধ্যাকালে কালমূর্তি ভগবান বিশ্বেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

হে সুদর্শন ! আপনার আকার চক্রের (রথের চাকা) মতো । আপনার নেমি অর্থাৎ প্রান্তদেশ কল্পান্তকালীন অনলের মতো প্রচণ্ড। আপনি শ্রীভগবান কর্তৃক প্রেরিত হয়ে চতুর্দিক পরিভ্রমণ করেন। বায়ুসহায়ক অগ্নি যেমন শুকনো তৃণগুল্মাদি অতি শীঘ্র দগ্ধ করে সেইরকমই আপনি আমার শত্রুসৈন্যগণকে অতি শীঘ্র দগ্ধ করুন, দগ্ধ করুন ॥ ২৩ ॥ হে কৌমোদকী গদা ! আপনার বিস্ফুলিঙ্গসমূহের স্পর্শ বজ্রের মতো অসহনীয়। আপনি ভগবান অজিতের প্রিয়, আমি তাঁর সেবক। অতএব আপনি কুষ্মাণ্ড, বিনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত-প্রেতাদি দুষ্টগ্রহদের শীঘ্র নিষ্পেষণ করুন, নিষ্পেষণ করুন এবং আমার শত্রুদের চূর্ণ করুন, চূর্ণ করুন ॥ ২৪ ॥ হে শঙ্খশ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য ! আপনি শ্রীকৃষ্ণের মুখবায়ুতে পরিপূরিত হয়ে ভয়ংকর নিনাদে আমার শত্রুদের হৃদয় কম্পিত করুন এবং যাতুধান (রাক্ষস), প্রমথ, প্রেত, মাতৃকাগণ (ডাকিনী), পিশাচ তথা ব্রহ্মরাক্ষসাদি ঘোরদর্শন দুষ্টদের শীঘ্র এখান থেকে বিতাড়িত করুন ॥২৫ ॥ হে ভগবানের প্রিয় তলোয়ার ! আপনি অতীব তীক্ষ্ণধার। আপনি ভগবৎকর্তৃক প্রযুক্ত হয়ে আমার শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করে দিন। হে ভগবানের প্রিয় চর্মন্ (ঢাল) ! আপনি শতচন্দ্রাকার মণ্ডলবিশিষ্ট। আপনি পাপিষ্ঠ পাপদৃষ্টি শত্রুদের চোখ ঢেকে দিন এবং চিরকালের জন্য উগ্রদৃষ্টি ওই সকল ব্যক্তির দৃষ্টি (চক্ষু) উৎপাটন করুন, উৎপাটন করুন ॥ ২৬ ॥

সূর্য প্রভৃতি অন্য যে সব গ্রহ, ধূমকেতু, কেতু, দুষ্টমানুষ, সর্পাদি সরীসৃপ, দংষ্ট্রাসহিত হিংস্রপ্রাণী, ভূতপ্রেতাদি তথা পাপসমূহ থেকে আমার যে ভয় উৎপন্ন হয়ে থাকে এই সকল ভয় এবং যা আমার মঙ্গলের বিঘ্ন উৎপাদন করে তা শ্রীভগবানের নাম, রূপ তথা আয়ুধাদির কীর্তনের দ্বারা শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হোক ॥ ২৭-২৮ ॥ বৃহদ্, রথন্তরাদি সামবেদীয় স্তোত্র দিয়ে যাঁর স্তুতি করা হয় সেই বেদময় ভগবান গরুড় ও বিষ্বক্সেন নিজের নামোচ্চারণের শক্তি দিয়ে আমাকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করুন ॥ ২৯ ॥ শ্রীহরির নাম, রূপ, বাহন, আয়ুধ ও শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণ, আমার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন আর প্রাণকে সব রকম আপদ থেকে রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

[১]প্রা.পা.—বায়ু.। [২]প্রা.পা.— ভ্যো ঘোরেভ্য এব চ। [৩]প্রা.পা.—বান্ দেবঃ সংস্তুতঃ সদ.।

যথৈকাত্ম্যানুভাবানং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ম্।
ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া॥ ৩২

তেনৈব সত্যমানেন সর্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ।
পাতু সর্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্বত্র সর্বগঃ॥ ৩৩

বিদিক্ষু দিক্ষূর্ধ্বমধঃ সমন্তা-
দন্তর্বহির্ভগবান্ নারসিংহঃ।
প্রহাপয়ল্লোঁকভয়ং স্বনেন
স্বতেজসা গ্রস্তসমস্ততেজাঃ॥ ৩৪

মঘবন্নিদমাখ্যাতং বর্ম নারায়ণাত্মকম্।
বিজেষ্যস্যঞ্জসা যেন দংশিতোঽসুরযূথপান্॥ ৩৫

এতদ্ ধারয়মাণস্তু যং যং পশ্যতি চক্ষুষা।
পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যঃ সাধ্বসাৎ স বিমুচ্যতে॥ ৩৬

ন কুতশ্চিদ্ ভয়ং তস্য বিদ্যাং ধারয়তো ভবেৎ।
রাজদস্যুগ্রহাদিভ্যো ব্যাঘ্রাদিভ্যশ্চ[১] কর্হিচিৎ॥ ৩৭

ইমাং বিদ্যাং পুরা কশ্চিৎ কৌশিকো ধারয়ন্ দ্বিজঃ।
যোগধারণয়া স্বাঙ্গং জহৌ স মরুধন্বনি॥ ৩৮

তস্যোপরি বিমানেন গন্ধর্বপতিরেকদা।
যযৌ চিত্ররথঃ স্ত্রীভির্বৃতো যত্র দ্বিজক্ষয়ঃ॥ ৩৯

গগনান্ন্যপতৎ সদ্যঃ সবিমানো হ্যবাক্শিরাঃ।
স বালখিল্যবচনাদস্থীন্যাদায় বিস্মিতঃ।
প্রাস্য প্রাচীসরস্বত্যাং স্নাত্বা ধাম স্বমন্বগাৎ॥ ৪০

শ্রীশুক উবাচ

য ইদং শৃণুয়াৎ কালে যো ধারয়তি চাদৃতঃ।
তং নমস্যন্তি ভূতানি মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ॥ ৪১

যা কিছু কার্য অথবা কারণরূপ জগৎ সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের স্বরূপ—এই সত্যের প্রভাবে আমার সব উপদ্রব নষ্ট হয়ে যাক॥ ৩১ ॥ ব্রহ্ম ও আত্মার একাত্মতা যাঁরা সতত ধ্যান করে অনুভব করেছেন, তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবানের স্বরূপ সমস্ত বিকল্প ভেদরহিত ; তবুও তিনি নিজের মায়াশক্তির দ্বারা ভূষণ, আয়ুধ ও রূপ নামক শক্তিধারণ করে থাকেন—একথা নিশ্চিত সত্য। এই কারণে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক ভগবান শ্রীহরি সদা-সর্বত্র সর্বস্বরূপে আমাকে রক্ষা করুন॥ ৩২-৩৩ ॥ যিনি নিজের ভয়ংকর অট্টহাস্যে সর্বলোকের ভীতি উৎপাদন করেন এবং স্বীয় তেজের দ্বারা সকলের তেজ হরণ করে থাকেন, সেই ভগবান নৃসিংহ দিক্‌সকলে, বিদিক্‌সকলে, ঊর্ধ্বে-অধোদেশে, অন্তরে বাহিরে ও সকলদিকে আমাকে রক্ষা করুন॥ ৩৪ ॥

হে দেবরাজ ! আমি তোমার কাছে এই নারায়ণকবচ কীর্তন করলাম। এই কবচের দ্বারা তুমি নিজেকে সুরক্ষিত করে নাও। এর ফলে তুমি অনায়াসেই সমস্ত অসুর দলপতিদের জয় করতে পারবে॥ ৩৫ ॥ এই নারায়ণকবচ যিনি ধারণ করেন তিনি যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন অথবা চরণদ্বারা যাকে স্পর্শ করেন, সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ ভয়মুক্ত হয়ে যায়॥ ৩৬ ॥ যে এই বিদ্যা ধারণ করে তার রাজা, দস্যু অথবা গ্রহাদি কিংবা ব্যাধি ইত্যাদি কোনো কিছুর থেকেই কখনো ভয় হয় না॥ ৩৭ ॥ হে দেবরাজ ! পুরাকালে কুশিকগোত্রীয় কোনো এক ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা ধারণ করে যোগ অবলম্বন করে মরুভূমিতে দেহত্যাগ করেছিলেন॥ ৩৮ ॥ এই ব্রাহ্মণের দেহ যেখানে ত্যাগ হয়েছিল, তার উপর দিয়ে একদিন গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ স্ত্রীগণে পরিবৃত হয়ে বিমানযোগে যাচ্ছিলেন॥ ৩৯ ॥ সেই স্থানের উপরে আসামাত্রই বিমানের সঙ্গে অধোমুখ হয়ে তিনি আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। এই ঘটনায় তার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারপর বালখিল্য মুনিদের উপদেশে বুঝলেন যে নারায়ণকবচ ধারণের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে ; তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণের অস্থিসমূহ সংগ্রহ করে পূর্ববাহিনী সরস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করে স্নান সমাপন করে স্বধামে প্রস্থান করেছিলেন॥ ৪০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে এই নারায়ণকবচ শ্রবণ করে আর যে আদরপূর্বক এই কবচ ধারণ করে, সমস্ত প্রাণিগণ তাকে নমস্কার করে এবং সে সকল ভয় থেকে মুক্ত হয়ে

[১]প্রা.পা.—ব্যাধ্যাদিভ্যশ্চ।

এতাং বিদ্যামধিগতো বিশ্বরূপাচ্ছতক্রতুঃ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে বিনির্জিত্য মৃধেঽসুরান্॥ ৪২

যায়॥ ৪১ ॥ হে পরীক্ষিৎ! শতক্রতু ইন্দ্র আচার্য বিশ্বরূপের কাছ থেকে এই বৈষ্ণবী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করে ত্রিভুবনের সম্পদ উপভোগ করতে লাগলেন॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে নারায়ণবর্মকথনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে নারায়ণকবচকথন নামক অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

বিশ্বরূপ বধ, বৃত্রাসুরের কাছে দেবতাদের পরাজয় এবং ভগবানের প্রেরণায় দেবতাদের দধীচি মুনির নিকটে গমন

শ্রীশুক [১]উবাচ

তস্যাসন্ বিশ্বরূপস্য শিরাংসি ত্রীণি ভারত।
সোমপীথং সুরাপীথমন্নাদমিতি শুশ্রুম॥ ১

স বৈ বর্হিষি দেবেভ্যো ভাগং প্রত্যক্ষমুচ্চকৈঃ।
অবদদ্ যস্য পিতরো দেবাঃ সপ্রশ্রয়ং নৃপ॥ ২

স এব হি দদৌ ভাগং পরোক্ষমসুরান্ প্রতি।
যজমানোঽবহদ্ ভাগং মাতৃস্নেহবশানুগঃ॥ ৩

তদ্ দেবহেলনং তস্য ধর্মালীকং সুরেশ্বরঃ।
আলক্ষ্য তরসা [২]ভীতস্তচ্ছীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্ রুষা॥ ৪

সোমপীথং তু যৎ তস্য শির আসীৎ কপিঞ্জলঃ।
কলবিঙ্কঃ সুরাপীথমন্নাদং যৎ স তিত্তিরিঃ॥ ৫

ব্রহ্মহত্যামঞ্জলিনা জগ্রাহ যদপীশ্বরঃ[৩]।
সংবৎসরান্তে তদঘং ভূতানাং স বিশুদ্ধয়ে।
ভূম্যম্বুদ্রুমযোষিদ্ভ্যশ্চতুর্ধা ব্যভজদ্ধরিঃ॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! আমরা শুনেছি যে সেই দেবপুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। তিনি একটির দ্বারা সোমরস পান করতেন, দ্বিতীয়টির দ্বারা সুরাপান এবং তৃতীয়টি দ্বারা অন্নভোজন করতেন॥ ১ ॥ তাঁর পিতা ছিলেন ত্বষ্টা প্রমুখ দ্বাদশ আদিত্য দেবতা। সেইজন্য তিনি যজ্ঞ করার সময়ে সর্বলোকের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে বিনীতভাবে দেবতাদের প্রতি আহুতি প্রদান করতেন॥ ২ ॥ সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোপনে অসুরদের প্রতিও আহুতি দিতেন। তাঁর মাতা অসুরবংশজাতা ছিলেন। তাই তিনি মাতৃস্নেহবশত যজ্ঞ করার সময় যজ্ঞভাগ অসুরদেরও প্রদান করতেন॥ ৩ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন যে এইভাবে বিশ্বরূপ দেবতাদের অবজ্ঞা করে ধর্ম সম্বন্ধীয় মর্যাদা লঙ্ঘন করছেন। ইন্দ্র ভয় পেলেন যে এর ফলে যজ্ঞভাগ পেয়ে অসুরদের বলবৃদ্ধি হচ্ছে। ফলে তিনি ক্রোধবশে দ্রুততার সঙ্গে বিশ্বরূপের তিনটি মস্তকই কেটে ফেললেন॥ ৪ ॥ বিশ্বরূপের যে মস্তক সোমরস পান করত সেটি কপিঞ্জল (চাতক), যে মস্তক সুরাপান করত সেটি কলবিঙ্ক (চটক) এবং যে মস্তক অন্নভোজন করত সেটি তিত্তির পাখি হল॥ ৫ ॥ ইন্দ্র যদিও বিশ্বরূপবধরূপ ব্রহ্মহত্যা-পাপ নিবারণ করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও তিনি অঞ্জলি পেতে সেই পাপ গ্রহণ করলেন

[১]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—ভীতঃ শীর্ষাণ্যস্যাচ্ছিনদ্। [৩]প্রা.পা.—যদীশ্বরঃ।

ভূমিস্তুরীয়ং জগ্রাহ খাতপূরবরেণ বৈ।
ঈরিণং ব্রহ্মহত্যায়া রূপং ভূমৌ প্রদৃশ্যতে ॥ ৭

তুর্যং ছেদবিরোহেণ বরেণ জগৃহুর্দ্রুমাঃ।
তেষাং নির্যাসরূপেণ ব্রহ্মহত্যা প্রদৃশ্যতে ॥ ৮

শশ্বৎ কামবরেণাংহস্তুরীয়ং জগৃহুঃ স্ত্রিয়ঃ।
রজোরূপেণ তাস্বংহো মাসি মাসি প্রদৃশ্যতে ॥ ৯

দ্রব্যভূয়োবরেণাপস্তুরীয়ং[১] জগৃহুর্মলম্‌।
তাসু বুদ্‌বুদফেনাভ্যাং দৃষ্টং তদ্ধরতি[২] ক্ষিপন্‌ ॥ ১০

হতপুত্রস্ততস্ত্বষ্টা[৩] জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্ধস্ব মাচিরং জহি বিদ্বিষম্‌ ॥ ১১

অথান্বাহার্যপচনাদুত্থিতো ঘোরদর্শনঃ।
কৃতান্ত ইব লোকানাং যুগান্তসময়ে যথা ॥ ১২

বিষ্বগ্বিবর্ধমানং তমিষুমাত্রং দিনে দিনে।
দগ্ধশৈলপ্রতীকাশং সন্ধ্যাভ্রানীকবর্চসম্‌ ॥ ১৩

তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং মধ্যাহ্নার্কোগ্রলোচনম্‌ ॥ ১৪

এবং এক বৎসর যাবৎ তিনি সেই পাপক্ষয়ের জন্য কোনো প্রয়াস করলেন না। এক বৎসর পর সর্বলোকের সমক্ষে নিজের শুদ্ধি অর্থাৎ অপবাদ দূর করার জন্য তিনি তাঁর পাপকে চারভাগে ভাগ করে পৃথিবী, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে এক এক ভাগ করে বণ্টন করে দিলেন॥ ৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! পৃথিবী খাতপূর বর অর্থাৎ যেখানে যখন গর্ত হবে পরবর্তীকালে আপনি আপনিই সেই গর্ত ভরাট হয়ে যাবে এই বর পেয়ে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার এক চতুর্থাংশ পাপ গ্রহণ করে নিল। সেই পাপ আজও পৃথিবীতে কোথাও কোথাও উষররূপে দেখা যায়॥ ৭ ॥ দ্বিতীয় চতুর্থভাগ বৃক্ষ গ্রহণ করল। তারা বর পেল যে তাদের কোনো অংশ কাটা হলে সেটি আপনি আপনি অঙ্কুরিত হবে। আজও অবধি বৃক্ষের কাটা জায়গায় যে সব নির্যাস (আঠা) দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি ওই পাপেরই স্বরূপ॥ ৮ ॥ স্ত্রীলোকগণ এই বর পেল যে তারা সর্বদাই (ঋতুকাল ছাড়াও) পুরুষ সহবাস করতে পারবে। এই বর পেয়ে তারা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপের তৃতীয় চতুর্থাংশ গ্রহণ করল। স্ত্রীলোকের মাসে মাসে রজোরূপে সেই পাপ দৃষ্ট হয়ে থাকে॥ ৯ ॥ জল এই বর পেল যে, সে যার সঙ্গে মিলিত হবে তারই বৃদ্ধি হবে। খরচ হতে থাকলেও নির্ঝরাদিরূপে সেই খরচ পূরণ হয়ে যাবে। এই বর পেয়ে জল ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার শেষ চতুর্থাংশ গ্রহণ করে নিল। জলের মধ্যে ফেনা বা বুদ্‌বুদরূপে ওই পাপের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ওই ফেনা বা বুদ্‌বুদ সরিয়ে জল গ্রহণ করা উচিত যাতে ওই ব্রহ্মহত্যারূপ পাপের অংশ গ্রহণ না করা হয়॥ ১০ ॥

বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা ত্বষ্টা 'হে ইন্দ্রশত্রু ! তোমার অভিবৃদ্ধি হোক এবং অতি শীঘ্র তুমি তোমার শত্রুকে বধ করো' এই মন্ত্রে ইন্দ্রশত্রু উৎপন্ন করার জন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতে লাগলেন॥ ১১ ॥ যজ্ঞ শেষ হলে অন্বাহার্য-পচন নামের অগ্নি (দাক্ষিণাগ্নি) থেকে যুগান্তকালে লোকসমূহের প্রাণান্তকারী কৃতান্তের মতো এক ভীষণাকার দৈত্য উঠে এল॥ ১২ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! তার শরীর প্রতিদিন বাণক্ষেপ পরিমিত স্থানের মতো (অর্থাৎ একটা বাণ নিক্ষেপ করলে যতদূর পথ অতিক্রম করে সেই পরিমাণ দীর্ঘ) সর্বতোভাবে বাড়তে লাগল। তার চেহারা দগ্ধ পর্বতের মতো কালো আর তার শরীর থেকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো দীপ্তি নির্গত হচ্ছিল॥ ১৩ ॥ তার শিখা ও

[১]প্রা.পা.—দ্রব্যরূপব.। [২]প্রা.পা.—তদ্ধরিরক্ষিপৎ। [৩]প্রা.পা.—হতে পুত্রে তত.।

দেদীপ্যমানে ত্রিশিখে শূলে আরোপ্য রোদসী।
নৃত্যন্তমুন্নদন্তং চ চালয়ন্তং পদা মহীম্॥ ১৫
দরীগম্ভীরবক্ত্রেণ পিবতা চ নভস্তলম্।
লিহতা জিহ্বয়র্ক্ষাণি গ্রসতা ভুবনত্রয়ম্॥ ১৬
মহতা রৌদ্রদংষ্ট্রেণ জৃম্ভমাণং মুহুর্মুহুঃ।
বিত্রস্তা দুদ্রুবুর্লোকা বীক্ষ্য সর্বে দিশো[১] দশ॥ ১৭
যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তমসা[২] ত্বাষ্ট্রমূর্তিনা।
স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ॥ ১৮
তং নিজঘ্নুরভিদ্রুত্য সগণা বিবুধর্ষভাঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্দিব্যাস্ত্রশস্ত্রৌঘৈঃ সোঽগ্রসৎ তানি কৃৎস্নশঃ॥ ১৯
ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্বে বিষণ্ণা গ্রস্ততেজসঃ।
প্রত্যঞ্চমাদিপুরুষমুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ॥ ২০

দেবা ঊচুঃ

বায়্বম্বরাগ্ন্যপ্ক্ষিতয়স্ত্রিলোকা
ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ
বিভেতি যস্মাদরণং ততো নঃ॥ ২১
অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্॥ ২২
যস্যোরুশৃঙ্গে জগতীং স্বনাবং
মনুর্যথাঽবধ্য ততার দুর্গম্।
স এব নস্ত্বাষ্ট্রভয়াদ্ দুরন্তাৎ
ত্রাতাঽশ্রিতান্ বারিচরোঽপি নূনম্॥ ২৩
পুরা স্বয়ম্ভুরপি সংযমাম্ভ-
স্যুদীর্ণবাতোর্মিরবৈঃ করালে।
একোঽরবিন্দাৎ পতিতস্ততার
তস্মাদ্ ভয়াদ্ যেন স নোঽস্তু পারঃ॥ ২৪

চুলদাড়ি সব তপ্ত তামার মতো পিঙ্গলবর্ণ এবং চোখ দুটি মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মতো দেদীপ্যমান ছিল॥ ১৪ ॥ দীপ্তিশালী ত্রিশূল নিয়ে যখন সে উদ্দাম নৃত্য এবং উৎকট গর্জন করত তখন পৃথিবী কেঁপে উঠত আর মনে হত যেন সেই ত্রিশূলের মাথায় সে অন্তরীক্ষকে স্থাপন করে নৃত্য করছে॥ ১৫ ॥ সে ঘন ঘন জৃম্ভণ ত্যাগ করতে (হাই তুলতে) থাকার ফলে মনে হচ্ছিল সে তার গিরিগুহার মতো গভীর ও বিশাল মুখ ব্যাদান করে যেন গগনতল পান করে নক্ষত্রগণকে লেহন করছে আর তার বিশাল এবং বিকট দংষ্ট্রাযুক্ত মুখ দিয়ে ত্রিভুবনকে গ্রাস করছে। তার সেই ভয়ংকর রূপ দেখে লোকসকল ত্রাসান্বিত হয়ে চারিদিকে পলায়ন করতে লাগল॥ ১৬-১৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ! ত্বষ্টার তমোগুণী পুত্র ত্রিলোক আবৃত করে ফেলেছিল। এইজন্য সেই পাপিষ্ঠ ও অত্যন্ত ক্রূর পুরুষের নাম হল বৃত্রাসুর॥ ১৮ ॥ (তখন) দেবগণ সদলবলে তাকে আক্রমণ করে নিজেদের দিব্য অস্ত্র দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। কিন্তু বৃত্রাসুর তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস করে ফেলল॥ ১৯ ॥ এইসব দেখে দেবতাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তাঁরা হতবুদ্ধি ও বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁরা একাগ্রচিত্তে সেই সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হলেন॥ ২০ ॥

দেবতারা স্তুতি করে বলতে লাগলেন—বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চভূতে নির্মিত ত্রিলোক, তাদের অধিপতি ব্রহ্মাদি লোকপালগণ এবং আমরা সব দেবতাগণ যে কালের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে পূজোপহার প্রদান করি সেই কালও পরমেশ্বরের ভয়ে ভীত হয়ে থাকে। সুতরাং এখন পরমেশ্বরই আমাদের রক্ষক॥ ২১ ॥ হে প্রভু! আপনার কাছে কোনো কিছুই নতুন নয়, তাই আপনি কিছুতেই বিস্মিত হন না। আপনি নিজ স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারাই সর্বদা পূর্ণকাম, সম এবং শান্ত। আপনাকে ছেড়ে যে অন্য কারোর শরণ নেয় সে মূর্খ, সে কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হতে চায়॥ ২২ ॥ বৈবস্বত মনু পূর্বকল্পের অবসানে প্রলয়কালে যাঁর বিশাল শৃঙ্গে পৃথিবীরূপ নৌকোকে বেঁধে অনায়াসেই প্রলয়কালীন সংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সেই মৎস্যমূর্তি ভগবানই শরণাগত আমাদের বৃত্রাসুরের দুস্তর ভয় থেকে অবশ্যই রক্ষা করবেন॥ ২৩ ॥ সৃষ্টির আদিতে প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উত্থিত উত্তাল তরঙ্গের গর্জনের ফলে ব্রহ্মাও শ্রীভগবানের

[১]প্রা.পা.—দিবৌকসঃ। [২]প্রা.পা.—স্তপসা।

য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ
সসর্জ যেনানুসৃজাম বিশ্বম্।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ।। ২৫

যো নঃ সপত্নৈর্ভৃশমর্দ্যমানান্
দেবর্ষিতির্যঙ্‌নৃষু নিত্য এব।
কৃতাবতারস্তনুভিঃ স্বমায়য়া
কৃত্বাহত্মসাৎ পাতি যুগে যুগে চ।। ২৬

তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং
পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্।
ব্রজাম সর্বে শরণং শরণ্যং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং মহাত্মা।। ২৭

শ্রীশুক[১]উবাচ

ইতি তেষাং মহারাজ সুরাণামুপতিষ্ঠতাম্[২]।
প্রতীচ্যাং দিশ্যভূদাবিঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।। ২৮

আত্মতুল্যৈঃ ষোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।
পর্যুপাসিতমুন্নিদ্রশরদম্বুরুহেক্ষণম্।। ২৯

দৃষ্ট্বা তমবনৌ সর্ব ঈক্ষণাহ্লাদবিক্লবাঃ।
দণ্ডবৎ পতিতা রাজঞ্ছনৈরুত্থায় তুষ্টুবুঃ।। ৩০

দেবা ঊচুঃ

নমস্তে যজ্ঞবীর্যায় বয়সে উত তে নমঃ।
নমস্তে হ্যস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে।। ৩১

নাভিকমল থেকে ওই প্রলয়কালীন জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে পতিত হয়েছিলেন। যদিও তিনি অসহায় ছিলেন তবুও যাঁর কৃপায় তিনি সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন, সেই ভগবান আমাদের বিপদ সমুদ্র থেকে পার করুন। ২৪ ॥ সেই প্রভু ভগবান একম্ অদ্বিতীয়ম্ হয়েও নিজ মায়াশক্তি দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমরা সৃষ্টিকার্য সঞ্চালিত করছি। যদিও তিনি আমাদের সামনেই নানাভাবে লীলা প্রকাশ করছেন, তবুও 'আমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর' —এই অভিমানে আবদ্ধ হয়ে আমরা তাঁর স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি না।। ২৫ ॥ সেই প্রভু যখন দেখেন যে দেবতারা তাঁদের শত্রুর দ্বারা পীড়িত হচ্ছেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে নির্বিকার থেকেও নিজের মায়াদ্বারা দেবতা, ঋষি, পশু-পক্ষী ও মানব প্রজাতিতে অবতার মূর্তি গ্রহণ করেন এবং যুগে যুগে সতত আমাদেরকে আপন বলে গ্রহণ করে আমাদের রক্ষা করে থাকেন।। ২৬ ॥ তিনিই সকলের আত্মা ও পরমারাধ্য দেব। তিনিই প্রকৃতি ও পুরুষরূপে বিশ্বের কারণ। তিনি বিশ্বের থেকে আলাদাও আবার বিশ্বরূপও। আমরা সকলে সেই শরণাগতবৎসল ভগবান শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করি। শরণাগত রক্ষক প্রভু অবশ্যই তাঁর আপনজন, আমাদের—দেবতাদের মঙ্গল বিধান করবেন।। ২৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ ! দেবতারা যখন এভাবে ভগবানের ভজনা করলেন তখন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান পশ্চিমদিক থেকে তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন।। ২৮ ॥ শ্রীভগবানের নয়নযুগল শরৎকালীন প্রফুল্লপদ্মের মতো ছিল। তাঁর চারদিকে ষোলো জন পার্ষদ তাঁর সেবা করছিল। তাঁরা সকলেই দেখতে ভগবানের মতোই ছিলেন, কেবলমাত্র তাঁদের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন আর গলায় কৌস্তুভমণি ছিল না।। ২৯ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানের দর্শন লাভ করে সব দেবতাই আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁরা ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, তারপর ধীরে ধীরে উঠে ভগবানের বন্দনা করতে লাগলেন।। ৩০ ॥

দেবতাগণ বললেন—হে ভগবান ! যজ্ঞাদিতে যে স্বর্গাদি ফল দেবার শক্তি এবং সেই ফলের সীমানির্দেশকারী কালও আপনারই স্বরূপ। যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদনকারী অসুরদের

[১]প্রা.পা.—ঋষিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—মধিতি.।

যৎ তে গতীনাং তিসৃণামীশিতুঃ পরমং পদম্।
নার্বাচীনো বিসর্গস্য ধাতর্বেদিতুমর্হতি॥ ৩২

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্ নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবল জগদাধার লোকৈকনাথ সর্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুট-পারমহংস্যধর্মেণোদ্ঘাটিততমঃকপাটদ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধ-নিজসুখানুভবো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥ দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়-মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি॥ ৩৪ ॥ অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণ-বিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃতকুশলাকুশলং ফলমুপাদদাত্যাহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদামঃ॥ ৩৫॥ ন হি বিরোধ উভয় ভগবত্যপরিগণিতগুণ গণেঈশ্বরেঽনবগাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্বাচীনবিকল্পবিতর্ক-বিচারপ্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃকরণা-শ্রয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসর উপরতসমস্ত-মায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ॥ ৩৬ ॥

আপনার চক্র দিয়ে ছিন্নভিন্ন করেন, তাই আপনার নামেরও কোনো সীমা নেই। আমরা আপনাকে বার বার নমস্কার করি॥ ৩১ ॥ হে বিধাতঃ ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণানুসারে যে উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি তারও নিয়ন্তা আপনিই। আপনার পরমপদের প্রকৃত স্বরূপ এই কার্য জগতের কোনো অর্বাচীন ব্যক্তির পক্ষে বোঝা একেবারেই অসম্ভব॥ ৩২ ॥

হে ভগবান ! নারায়ণ ! বাসুদেব ! আপনিই আদিপুরুষ (জগতের পরম কারণ) এবং মহাপুরুষ (পুরুষোত্তম)। আপনার মহিমা অনন্ত। আপনি পরম মঙ্গলময়, পরম কল্যাণস্বরূপ ও পরম দয়ালু। আপনিই সমস্ত জগতের আধারস্বরূপ ও অদ্বিতীয়, একমাত্র আপনিই ত্রিভুবনের অধিপতি। আপনি সর্বেশ্বর, সৌন্দর্য ও শ্রী-র অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর পরমপতি। হে প্রভু ! পরমহংস পরিব্রাজক বৈরাগী মহাত্মাগণ যখন আত্মসংযমরূপ পরমসমাধির দ্বারা আপনাকে সম্যকভাবে চিন্তা করেন তখন তাঁদের শুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে পরমহংসধর্মের প্রকৃত ভগবদ্ভজনের উদয় হয়। এর ফলে তাঁদের হৃদয়ের মোহরূপ কপাট অপাবৃত হয় এবং তাঁদের উন্মুক্ত অন্তরে আত্মানন্দরূপে নিরাবরণভাবে আপনি প্রকাশমান হন এবং তাঁরা আপনার অনুভূতি লাভ করে আপ্লুত হয়ে যান। আমরা আপনাকে বারবার নমস্কার করি॥ ৩৩ ॥ হে ভগবান ! আপনার লীলারহস্য অত্যন্ত দুর্বোধ্য কারণ আপনি কারো আশ্রিত নন, অপ্রাকৃত দেহে আমাদের কোনোরকম সাহায্যের অপেক্ষা না করে নির্বিকার ও নির্গুণ হওয়া সত্ত্বেও আপনি এই সগুণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করে চলেছেন॥ ৩৪ ॥ হে ভগবান ! আমরা এটাও ঠিক বুঝতে পারি না যে, সৃষ্টিকর্মে আপনি দেবদত্ত প্রমুখ কোনো সাধারণ মানুষের মতো ত্রিগুণজনিত জীবদেহ পরিগ্রহ করে নিজ কর্মানুযায়ী সুখ-দুঃখাত্মক শুভ বা অশুভ কর্মফল ভোগ করেন ; অথবা আত্মারাম (আত্মতৃপ্ত), রাগাদি দ্বেষশূন্য অবস্থায় থেকে অবিকৃত চৈতন্যশক্তিবলে সব বিষয়ের প্রতি উদাসীন হয়ে—শুধুমাত্র সাক্ষীরূপে সব কিছু সমভাবে দর্শন করেন !॥ ৩৫ ॥ আমাদের তো মনে হয় যে, যদি আপনার মধ্যে এই দুটি ভাবই যুগপৎ অবস্থান করে তাহলেও কিছু যায় আসে না, কারণ আপনি স্বয়ং ভগবান। আপনার গুণসমূহ অনন্ত, মহিমা অপার, আপনি সর্বশক্তিমান। আধুনিক মানুষ নানারকম বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, মিথ্যা প্রমাণ ও কুতর্কপূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নিজের হৃদয় কলুষিত করে আর তার ফলে তারা দুরাগ্রহী হয়ে যায়। বাদ-বিবাদে মত্ত থাকায় তারা আপনার কথা চিন্তা করার সময় পায় না।

সমবিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্॥ ৩৭ ॥ স এব হি পুনঃ সর্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্বেশ্বরঃ সকলজগৎকারণভূতঃ সর্বপ্রত্যাগাত্মত্বাৎ সর্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্যবশেষিতঃ॥ ৩৮ ॥ অথ হ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রুষা[১] সকৃদবলীঢ়য়া[২] স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন[৩] বিস্মারিত-দৃষ্টশ্রুতবিষয়সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্বাত্মনি নিতরাং নিরন্তরং নির্বৃতমনসঃ কথমু হ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্যাবর্তঃ॥ ৩৯ ॥ ত্রিভুবনাত্মভবন ত্রিবিক্রম ত্রিনয়ন ত্রিলোক-মনোহরানুভাব তবৈব বিভূতয়ো দিতিজদনু-জাদয়শ্চাপি তেষামনুপক্রমসময়োঽয়মিতি স্বাত্মমায়য়া সুরনরমৃগমিশ্রিতজলচরাকৃতি-ভির্যথাপরাধং দণ্ডং দণ্ডধর দধর্থ এবমেনমপি[৪] ভগবঞ্জহি ত্বাষ্ট্রমুত যদি মন্যসে॥ ৪০ ॥

আপনার প্রকৃত স্বরূপ, মায়াময় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে উর্দ্ধে, এক ও অদ্বিতীয়। আপনি যখন নিজের সেই স্বরূপের মধ্যে নিজের মায়াশক্তিকে অন্তর্হিত করে নিতে পারেন, তাহলে এমন কী থাকতে পারে যা আপনাতে নেই ? সেইজন্য আপনি সাধারণ মানুষের মতো কর্তাভোক্তাও হতে পারেন আবার মহাপুরুষদের মতো উদাসীনও হতে পারেন। এর কারণ হল যে আপনার মধ্যে না আছে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব, আর না আছে ঔদাসীন্য। আপনি তো এই দুয়ের থেকে বিলক্ষণ, অনির্বচনীয়॥ ৩৬ ॥ যেমন একই রজ্জুকে ভ্রান্ত পুরুষ সর্প, মালা, ধারা ইত্যাদি মনে করে আর জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে রজ্জু বলেই বুঝতে পারে—সেইরকমই আপনি ভ্রান্ত মানুষের কাছে কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি নানারূপে প্রতীয়মান হন কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশমান। আপনি সকলেরই কাছে নিজ বুদ্ধিরূপে উপলব্ধ হন॥ ৩৭ ॥ বিচার করে দেখলে বোঝা যায় যে আপনিই সব বস্তুর মধ্যে বস্তুস্বরূপে বিরাজমান, সকলের প্রভু, সৃষ্টি রচয়িতা ব্রহ্মা, প্রকৃতি প্রভৃতিরও অনাদি কারণ। আপনি সকলের অন্তর্যামী অন্তরাত্মা ; তাই সংসারে যত রকম দোষ-গুণ প্রতীত হয় সেইসব প্রতীতিই আপনাকেই অধিষ্ঠাতারূপে সংকেত করে এবং শ্রুতি ইত্যাদির মধ্যে সমস্ত পদার্থকে নিষেধ করে শেষে নিষেধের শেষ সীমারূপে আপনিই নির্দেশিত হন॥ ৩৮ ॥ হে মধুসূদন ! আপনি অমৃতময় মহিমা রসের অনন্ত সমুদ্র। তার বিন্দুমাত্রও যে একবার আস্বাদন করেছে তার হৃদয়ে নিত্য-নিরন্তর সেই পরমানন্দের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। তার কারণ আজ পর্যন্ত সংসারে বিষয়ভোগের যা কিছু লেশমাত্র সুখের অনুভব হয়েছে বা পরলোক বা পারত্রিক বিষয়ে শোনা গেছে, এইসব কিছু যিনি ভুলিয়ে দিয়েছেন, সর্বভূতের প্রিয়তম, হিতৈষী, সুহৃদ ও সর্বাত্মা ঐশ্বর্যনিধি পরমেশ্বরস্বরূপ আপনাতে যে নিজের মনকে নিত্য নিরন্তর যুক্ত করে রাখে আর আপনার চিন্তনেরই সুখ উপভোগ করতে থাকে, সেই অনন্যপ্রেমী পরম ভক্ত পুরুষই নিজ স্বার্থ ও পরমার্থ বিষয়ে নিপুণ। হে মধুসূদন ! আপনার এই প্রিয় ও সুহৃদ ভক্তজন, আপনার যে পাদপদ্ম সেবাদ্বারা চিরকালের জন্য জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেই পাদপদ্মের সেবা তাঁরা আর কী করে পরিত্যাগ করবেন॥ ৩৯ ॥ হে প্রভু ! আপনি ত্রিভুবনের আত্মা আর আশ্রয়। আপনি আপনার ত্রিপাদ দিয়ে ত্রিভুবন আবৃত করে

[১]প্রা.পা.—মহিমমহামৃত.। [২]প্রা.পা.—সকৃল্লীঢ়য়া। [৩]প্রা.পা.—মানেনানব.। [৪]প্রা.পা.—ত্মপি।

অস্মাকং তাবকানাং তব নতানাং[1] তত ততামহ তব চরণনলিনযুগলধ্যানানুবন্ধহৃদয়নিগড়ানাং স্বলিঙ্গবিবরণেনাত্মসাৎ কৃতানামনুকম্পানুরঞ্জিতবিশদরুচিরশিশিরস্মিতাবলোকেন বিগলিতমধুরমুখরসামৃতকলয়া চান্তস্তাপমনঘার্হসি শময়িতুম্॥ ৪১ ॥ অথ ভগবংস্তবাস্মাভিরখিলজগদুৎপত্তিস্থিতিলয়নিমিত্তায়মানদিব্যমায়াবিনোদস্য সকলজীবনিকায়ানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চ ব্রহ্মপ্রত্যগাত্মস্বরূপেণ প্রধানরূপেণ চ যথাদেশকালদেহাবস্থানবিশেষং তদুপাদানোপলম্ভকতয়ানুভবতঃ সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বা অর্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয় স্যাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ॥ ৪২ ॥ অত এব স্বয়ং তদুপকল্পয়াস্মাকং ভগবতঃ পরমগুরোস্তব চরণশতপলাশচ্ছায়াং বিবিধবৃজিনসংসারপরিশ্রমোপশমনীমুপসৃতানাং[2] বয়ং যৎ কামেনোপসাদিতাঃ॥ ৪৩

রেখেছিলেন আর আপনিই ত্রিভুবনের প্রবর্তক। আপনার মহিমা ত্রিলোকের মনোহরণকারী। দৈত্য, দানব প্রভৃতি অসুরগণও যে আপনারই বিভূতি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। তবুও বর্তমান সময় তাদের উপদ্রব করার পক্ষে অনুকূল নয় বিবেচনা করে আপনি আপনার যোগমায়া প্রভাবে দেবতা, মানুষ, পশু, নৃসিংহ প্রভৃতি মিশ্ররূপে এবং মৎস্যাদি জলচররূপে অবতাররূপ গ্রহণ করে তাদের অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড দিয়েছেন। হে দণ্ডধারী প্রভু ! যদি সঙ্গত মনে করেন তবে সেই সব অসুরদের মতো এই বৃত্রাসুরকেও বিনাশ করুন॥ ৪০ ॥ হে ভগবান ! আপনি আমাদের পিতা, পিতামহ—সব কিছুই। আমরা আপনার আপনজন, সর্বদা আপনার চরণেই প্রণত রয়েছি। আপনার পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে আমাদের চিত্ত আপনার পাদপদ্মেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আপনি নিজ দিব্যমূর্তি প্রকটন করে আমাদের নিজের করে নিয়েছেন ; সুতরাং হে প্রভু ! আপনার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা যে আপনি আপনার করুণায় অনুরঞ্জিত, নির্মল, মনোজ্ঞ, স্নিগ্ধ মৃদুহাস্য-যুক্ত দৃষ্টি দ্বারা তথা করুণাভরে বিগলিত মধুর প্রিয়বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা আমাদের অন্তরের তাপ শীতল করুন, আমাদের মনের জ্বালা নির্বাপিত করুন॥ ৪১ ॥ হে প্রভু ! আগুনের অংশীভূত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিকে প্রকাশ করতে পারে না, সেইরকমই আমরা আমাদের কোনো স্বার্থ-পরমার্থই আপনার কাছে নিবেদন করতে অক্ষম। আর আপনাকে বলার কী থাকতে পারে ! কারণ আপনি সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণস্বরূপ যে দিব্য মায়াশক্তি, তাকে সঙ্গে নিয়ে সর্বদাই লীলায় রত, সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মরূপে ও অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন। কেবলমাত্র তাই নয়, তার বাইরে বহির্জগতে প্রকৃতিরূপেও আপনিই বিরাজমান। সংসারে যত দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাদি আছে, সেইসব কিছুর উপাদান ও প্রকাশকরূপে আপনিই সব উপলব্ধি করে থাকেন। তাই আপনি বুদ্ধি ইত্যাদি সকল বৃত্তিরও সাক্ষী। আপনি আকাশের মতো সর্বগত, নির্লিপ্ত, আপনি স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমাত্মা॥ ৪২ ॥ অতএব আমরা আমাদের অভিপ্রায় আপনার কাছে নিবেদন করব—সেই অপেক্ষা না করে, যে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে

[1]প্রা.পা.—রতানাং হন্ত তব। [2]প্রা.পা.—মুপসংগতানাং।

অথো ঈশ জহি ত্বাষ্ট্রং গ্রসন্তং ভুবনত্রয়ম্।
গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ তেজাংস্যস্ত্রায়ুধানি চ॥ ৪৪

হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায়
কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায়।
সৎসংগ্রহায় ভবপান্থনিজাশ্রমাপ্তা-
বন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে॥ ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

অথৈবমীড়িতো রাজন্ সাদরং ত্রিদশৈর্হরিঃ।
স্বমুপস্থানমাকর্ণ্য প্রাহ তানভিনন্দিতঃ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

প্রীতোঽহং বঃ সুরশ্রেষ্ঠা মদুপস্থানবিদ্যয়া।
আত্মৈশ্বর্যস্মৃতিঃ পুংসাং ভক্তিশ্চৈব যয়া ময়ি॥ ৪৭

কিং দুরাপং ময়ি প্রীতে তথাপি বিবুধর্ষভাঃ।
ময্যেকান্তমতির্নান্যন্মত্তো বাঞ্ছতি তত্ত্ববিৎ॥ ৪৮

ন বেদ কৃপণঃ শ্রেয় আত্মনো গুণবস্তুদৃক্।
তস্য তানিচ্ছতো যচ্ছেদ্ যদি সোঽপি তথাবিধঃ॥ ৪৯

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতো[১] হি ভিষক্তমঃ॥ ৫০

মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্।
বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্॥ ৫১

স বা অধিগতো দধ্যঙশ্বিভ্যাং ব্রহ্ম নিষ্কলম্[২]।
যদ্ বা অশ্বশিরো নাম তয়োরমরতাং ব্যধাৎ॥ ৫২

আপনার কাছে এসেছি আপনি স্বয়ং তা পূর্ণ করে দিন। আপনি অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালী ও জগতের পরম গুরু। যে পাদপদ্মছত্রছায়া নানারকম পাপজনিত সংসারতাপ নিবারণ করে থাকে, আমরা আপনার সেই পাদপদ্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি॥ ৪৩ ॥ হে সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ ! বৃত্রাসুর আমাদের তেজ, অস্ত্রশস্ত্র সবই তো গ্রাস করেছে, এখন সে ত্রিভুবনকে গ্রাস করতেও উদ্যত হয়েছে, আপনি তাকে সংহার করুন॥ ৪৪ ॥ হে প্রভু ! আপনি শুদ্ধস্বরূপ হৃদয়স্থিত শুদ্ধ জ্যোতির্ময় আকাশ, সব কিছুর সাক্ষী, অনাদি, অনন্ত ও উজ্জ্বল কীর্তিসম্পন্ন, সাধুপুরুষেরাই আপনার সেবা করতে পারেন। সংসার পথের পথিকগণ যখন ঘুরতে ঘুরতে আপনার শরণে এসে পড়ে, তখন শেষকালে আপনি তাদের পরমানন্দরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করে তাদের জন্ম জন্মান্তরের ক্লেশ হরণ করে নেন। হে প্রভু ! আমরা আপনাকে নমস্কার করি॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! দেবতারা যখন এইভাবে সাদরে ভগবানের স্তব করলেন, তখন তিনি সেই স্তুতিবাদ শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁদের বললেন॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে দেবশ্রেষ্ঠগণ ! তোমাদের স্তুতিবাদে জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমি তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। এই স্তুতির দ্বারা জীব তার প্রকৃত স্বরূপস্মৃতি এবং আমার প্রতি ভক্তি লাভ করে॥ ৪৭ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! আমি প্রসন্ন হলে কোনো বস্তুই আর দুর্লভ থাকে না। তবুও আমার অনন্যপ্রেমী তত্ত্ববিৎ ভক্তগণ আমাকে ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন না॥ ৪৮ ॥ যে মানুষ জাগতিক বিষয়-সমূহকেই পরমার্থ বলে মনে করে, সেই অজ্ঞ তার নিজের প্রকৃত মঙ্গল জানে না। সেইজন্যই সে ওই বিষয়ভোগ কামনা করে ; কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি তার ঈপ্সিত ভোগাবস্তু তাকে প্রদান করে তবে সেই দাতাও তারই মতো অজ্ঞ॥ ৪৯ ॥ যিনি স্বয়ং মুক্তি সম্বন্ধে অবগত আছেন, অজ্ঞানব্যক্তিকেও তিনি কখনো প্রবৃত্তিমার্গ উপদেশ করবেন না ; রোগী কুপথ্য সেবনে অভিলাষী হলেও সদ্বৈদ্য কখনো তাকে কুপথ্য প্রদান করেন না॥ ৫০ ॥ হে দেবরাজ ইন্দ্র ! তোমাদের কল্যাণ হোক। আর দেরি কোরো না। দধীচি মুনির কাছে গিয়ে তাঁর উপাসনা, ব্রত ও তপস্যায় লব্ধ সুদৃঢ় দেহ প্রার্থনা করো॥ ৫১ ॥ দধীচি মুনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা তিনি অশ্বের মস্তক ধারণ করে অশ্বিনীকুমারদের

[১] প্রা.পা.— তোঽপি ভি.। [২] প্রা.পা.—নিষ্কৃতম্।

দধ্যঙ্ঙাথর্বণস্ত্বষ্ট্রে বর্মাভেদ্যং মদাত্মকম্।
বিশ্বরূপায় যৎ প্রাদাৎ ত্বষ্টা যৎ ত্বমধাস্ততঃ ॥ ৫৩

যুষ্মভ্যং যাচিতোঽশ্বিভ্যাং ধর্মজ্ঞোঽঙ্গানি দাস্যতি।
ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্মবিনির্মিতঃ।
যেন বৃত্রশিরো হর্তা মত্তেজ উপবৃংহিতঃ ॥ ৫৪

তস্মিন্ বিনিহতে যূয়ং তেজোঽস্ত্রায়ুধসম্পদঃ।
ভূয়ঃ প্রাপ্স্যথ ভদ্রং বো ন হিংসন্তি চ মৎপরান্ ॥ ৫৫

উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই সেই ব্রহ্মবিদ্যা অশ্বশির* নামেও প্রসিদ্ধ। সেই উপদেশের দ্বারা লব্ধ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জীবন্মুক্ত হয়ে যান॥ ৫২ ॥ অথর্ববেদী দধীচি মুনিই সর্বপ্রথম আমার স্বরূপভূত অভেদ্য নারায়ণকবচ ত্বষ্টাকে উপদেশ করেছিলেন। ত্বষ্টা সেই কবচ বিশ্বরূপকে দেন আর বিশ্বরূপের থেকে তুমি পেয়েছ॥ ৫৩ ॥ দধীচি মুনি ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তাঁর অঙ্গ (অস্থিসকল) তোমাদের প্রদান করবেন। তারপর সেই অস্থি নিয়ে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্র তৈরি করিয়ে নিও। হে দেবরাজ ! আমার তেজে প্রভাবান্বিত সেই বজ্র দিয়ে তুমি বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদন করবে॥ ৫৪ ॥ হে দেবগণ ! বৃত্রাসুর নিহত হলে তোমরা আবার নিজ নিজ তেজ, অস্ত্রশস্ত্র ও সম্পদ ফিরে পাবে। তোমাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী ; কারণ আমার শরণাগতদের কেউই ক্ষতি করতে পারে না॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা দেবতাদের বজ্র নির্মাণ ও বৃত্রাসুরের সাথে যুদ্ধ

শ্রীশুক উবাচ [১]
ইন্দ্রমেবং সমাদিশ্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
পশ্যতামনিমেষাণাং তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বিশ্বভাবন ভগবান শ্রীহরি ইন্দ্রকে এইরকম উপদেশ দিয়ে দেবতাদের সামনেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন॥ ১ ॥ তখন

---

[১]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ।

*'অশ্বশির' কাহিনীটি এরূপ—

দধীচি মুনির প্রবর্গ্য (যজ্ঞকর্মবিশেষ) ও ব্রহ্মবিদ্যায় প্রকৃত ব্যুৎপত্তি আছে—এই সংবাদ জেনে অশ্বিনীকুমারদ্বয় একবার তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করবার প্রার্থনা জানান। দধীচি মুনি বললেন—'এখন আমি একটা অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছি, তোমরা অন্য কোনো সময়ে এসো।' এই কথা শুনে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চলে গেলেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পরেই ইন্দ্র সেখানে এসে বললেন—'হে মুনিবর ! অশ্বিনীকুমার দুজন হচ্ছে বৈদ্য, তাদের কখনো ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞান দিও না। তুমি আমার কথা না শুনে যদি তাদের ওই জ্ঞান দাও, তাহলে আমি তোমার মাথা কেটে ফেলব।' এই কথা বলে ইন্দ্র চলে গেলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় আবার এসে সেই প্রার্থনা জানালেন। মুনি তাঁদের কাছে ইন্দ্রের সব কাহিনী বললেন। সেই কাহিনী শুনে অশ্বিনীকুমার দুজন বললেন—'আমরা আগের থেকেই আপনার মাথা কেটে সেখানে ঘোড়ার মাথা জুড়ে দেব, তাই দিয়ে আমাদের ওই বিদ্যা দান করুন। ইন্দ্র যখন আপনার ওই ঘোড়ার মাথা কেটে ফেলবে তখন আমরা আবার আপনার আসল মাথা জুড়ে দেব।' মুনি মিথ্যাবাদনের ভয়ে (প্রথমে বিদ্যাদানে স্বীকৃত হয়ে পরে না দিলে) তাঁদের সেই প্রস্তাব স্বীকার করেন। এইভাবে অশ্বমুখ দিয়ে উপদিষ্ট হওয়াতে 'ব্রহ্মবিদ্যা'র নাম হয় 'অশ্বশির'।

তথাভিযাচিতো দেবৈর্ঋষিরাথর্বণো মহান্।
মোদমান উবাচেদং প্রহসন্নিব ভারত॥ ২

অপি বৃন্দারকা যূয়ং ন জানীথ শরীরিণাম্।
সংস্থায়াং যস্ত্বভিদ্রোহো দুঃসহশ্চেতনাপহঃ॥ ৩

জিজীবিষূণাং জীবানামাত্মা প্রেষ্ঠ ইহেপ্সিতঃ।
ক উৎসহেত তং দাতুং ভিক্ষমাণায় বিষ্ণবে॥ ৪

দেবা উচুঃ

কিং নু তদ্ দুস্ত্যজং ব্রহ্মন্ পুংসাং ভূতানুকম্পিনাম্।
ভবদ্বিধানাং মহতাং[1] পুণ্যশ্লোকেড্যকর্মণাম্॥ ৫

ননু[2] স্বার্থপরো লোকো ন বেদ পরসংকটম্।
যদি বেদ ন যাচেত নেতি নাহ যদীশ্বরঃ॥ ৬

ঋষিরুবাচ

ধর্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ।
এষ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সংত্যজাম্যহম্॥ ৭

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেত[3] ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি॥ ৮

এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা[4] শোচতি হৃষ্যতি॥ ৯

অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥ ১০

দেবতারা অথর্ব বেদী দধীচি মুনির কাছে গিয়ে ভগবান শ্রীহরি নির্দেশিত বস্তু প্রার্থনা করলেন। দেবতাদের প্রার্থনা শুনে দধীচি মুনি বড়ই আনন্দিত হলেন। প্রচ্ছন্ন উপহাসের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে তিনি বললেন— ॥ ২ ॥ হে দেবগণ! দেহধারী জীবগণের মৃত্যুকালে চেতনাবিলোপক যে দুঃসহ দুঃখ হয় আপনারা বোধহয় তা জানেন না। যতক্ষণ চেতনা থাকে ততক্ষণ তাকে অসহ্য পীড়া সহ্য করতে হয় এবং শেষে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে॥ ৩ ॥ জীবগণ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অভিলাষী, তাই তাদের কাছে তাদের দেহ অত্যন্তই প্রিয়, অমূল্য ও অভীষ্ট বস্তু। সেক্ষেত্রে স্বয়ং বিষ্ণু এসে প্রার্থনা করলেও কে তার নিজের দেহ দান করতে সম্মত হবে॥ ৪ ॥

দেবতারা বললেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার মতো উদার ও দয়াবান মহাপুরুষ—পবিত্রকীর্তি সজ্জনগণ যার কর্মের প্রশংসা করে থাকেন, পরোপকারের জন্য কোন বস্তু আপনার পক্ষে অদেয় আছে? ॥ ৫ ॥ হে প্রভু! একথা সত্য যে স্বার্থপর লোকের অন্যের ক্লেশ বিবেচনা করার বুদ্ধি থাকে না। প্রার্থী যদি দাতার সংকট বুঝতে পারে তবে সে প্রার্থনা করতেই পারে না। আবার দাতাও প্রার্থীর সংকট জানেন না। তিনি প্রার্থীর দুরবস্থা সম্বন্ধে অবগত হলে কখনো 'না' বলতে পারেন না॥ ৬ ॥

দধীচি মুনি বললেন—হে দেবগণ! আপনাদের মুখ থেকে ধর্মকথা শোনার জন্য ইচ্ছে করেই আমি আপনাদের ওই রকম প্রত্যাখ্যানসূচক কথা বলেছি। এই দেহ আমার যতই প্রিয় হোক, একদিন না একদিন এ আমাকে ছেড়ে যাবেই। সুতরাং আমার এই প্রিয় দেহ আপনাদের জন্য অবিলম্বেই আমি পরিত্যাগ করছি॥ ৭ ॥ হে দেবশিরোমণি-গণ! যে পুরুষ অনিত্য দেহের দ্বারা দুঃখী প্রাণীদের প্রতি দয়া প্রকাশ করে ধর্ম ও যশ অর্জনের চেষ্টা না করে, সে অচেতন স্থাবরগণের চেয়েও অধম॥ ৮ ॥ পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণ এই অবিনাশী ধর্মের উপাসনা করেন। সেই ধর্মের স্বরূপ এই যে, মানুষ যে কোনো প্রাণীর দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ যেন অনুভব করে॥ ৯ ॥ সংসারের ধন, জন, দেহ ইত্যাদি পদার্থ অনিত্য। এদের দ্বারা নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধি হয় না, এগুলি পরকীয় অর্থাৎ অপরের ভোগ্য। আহা! এই ধন, জন ও দেহ দ্বারা মরণশীল মানুষ যে পরোপকার করে না, এ তাদের বিষম কৃপণতা ও বড়ই দুঃখের বিষয়!॥ ১০ ॥

[1]প্রা.পা.—সাধূনাং। [2]প্রা.পা.—নূনং। [3]প্রা.পা.—ইচ্ছেত। [4]প্রা.পা.—ভ্যাং ন শোচতি ন হৃষ্যতি।

শ্রীশুক[১]উবাচ

এবং কৃতব্যবসিতো দধ্যঙ্ঙাথর্বণস্তনুম্।
পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মানং সন্নয়ঞ্জহৌ।। ১১

যতাক্ষাসুমনোবুদ্ধিস্তত্ত্বদৃগ্ ধ্বস্তবন্ধনঃ।
আস্থিতঃ পরমং যোগং ন দেহং বুবুধে গতম্।। ১২

অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
মুনেঃ শুক্তিভিরুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ।। ১৩

বৃতো দেবগণৈঃ সর্বৈর্গজেন্দ্রোপর্যশোভত।
স্তূয়মানো মুনিগণৈস্ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্নিব।। ১৪

বৃত্রমভ্যদ্রবচ্ছেত্তুমসুরানীকযূথপৈঃ।
পর্যস্তমোজসা রাজন্ ক্রুদ্ধো রুদ্র ইবান্তকম্।। ১৫

ততঃ সুরাণামসুরৈ রণঃ পরমদারুণঃ।
ত্রেতামুখে নর্মদায়ামভবৎ প্রথমে যুগে।। ১৬

রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং পিতৃবহ্নিভিঃ।
মরুদ্ভির্ঋভুভিঃ সাধ্যৈর্বিশ্বেদেবৈর্মরুৎপতিম্।। ১৭

দৃষ্ট্বা বজ্রধরং শক্রং রোচমানং স্বয়া শ্রিয়া।
নামৃষ্যন্নসুরা রাজন্ মৃধে বৃত্রপুরঃসরাঃ।। ১৮

নমুচিঃ শম্বরোঽনর্বা দ্বিমূর্ধা ঋষভোঽম্বরঃ।
হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরা বিপ্রচিত্তিরয়োমুখঃ।। ১৯

পুলোমা বৃষপর্বা চ প্রহেতির্হেতিরুৎকলঃ[২]।
দৈতেয়া দানবা যক্ষা রক্ষাংসি চ সহস্রশঃ।। ২০

সুমালিমালিপ্রমুখাঃ কার্তস্বরপরিচ্ছদাঃ।
প্রতিষিধ্যেন্দ্রসেনাগ্রং মৃত্যোরপি দুরাসদম্।। ২১

অভ্যর্দয়ন্নসংভ্রান্তাঃ সিংহনাদেন দুর্মদাঃ।
গদাভিঃ পরিঘৈর্বাণৈঃ প্রাসমুদ্গরতোমরৈঃ[৩]।। ২২
শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ খড়্গৈঃ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ।
সর্বতোঽবাকিরন্ শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ বিবুধর্ষভান্।। ২৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! অথর্ববেদী দধীচি এইরকম কৃতনিশ্চয় হয়ে পরব্রহ্ম, পরমাত্মা শ্রীভগবানের সাথে জীবাত্মার ঐক্য স্থাপন করে নিজের স্থূল দেহ ত্যাগ করলেন।। ১১ ।। তাঁর ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন আর বুদ্ধি সংযত ছিল, তিনি তত্ত্বদর্শী ছিলেন, তাঁর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তিনি যখন পরব্রহ্মে চিত্তের একাত্মযোগে অবস্থিত ছিলেন তখন তিনি জানতেও পারলেন না যে তাঁর দেহ বিযুক্ত হয়েছে।। ১২ ।।

ভগবানের শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ইন্দ্রের বল বীর্য অপরিসীম বর্ধিত হয়ে গেল। এদিকে বিশ্বকর্মা দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা বজ্র তৈরি করে ইন্দ্রকে অর্পণ করলেন আর তিনি সেই বজ্র হাতে নিয়ে ঐরাবতে আরোহণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর সাথে সাথে দেবতাগণও তাঁর চারদিক বেষ্টন করে তৈরি হলেন। মুনিগণ দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতি করতে লাগলেন। রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হয়ে যেভাবে স্বয়ং কালকে আক্রমণ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে ইন্দ্র ত্রিলোকের হর্ষ উৎপাদন করে বৃত্রাসুরকে বধ করবার জন্য পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে বেগে ধাবিত হলেন। হে পরীক্ষিৎ ! বৃত্রাসুরও বহু সংখ্যক অসুর সেনাপতিদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন।। ১৩-১৫ ।। বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রথম চতুর্যুগে সত্যযুগের শেষে ত্রেতাযুগের উপক্রমকালে নর্মদা নদীর তীরে দেবতাদের সাথে অসুরদের মহাভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল।। ১৬ ।। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, অগ্নি, মরুদ্গণ, ঋভুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণের দ্বারা প্রমুখ পরিবেষ্টিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ধারণ করে সমধিক শোভা পেতে লাগলেন। বৃত্র প্রমুখ অসুরগণ সেই শোভা সহ্য করতে পারল না।। ১৭-১৮ ।। তখন নমুচি, শম্বর, অনর্বা, দ্বিমূর্ধা, ঋষভ, অম্বর, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্বা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল, সুমালী, মালী ইত্যাদি হাজার হাজার দৈত্য-দানব এবং যক্ষ-রাক্ষস স্বর্ণময় পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সৈন্যদের অগ্রগমন প্রতিরোধ করে ফেলল। হে পরীক্ষিৎ ! সেই সময় দেবসেনাগণ স্বয়ং মৃত্যুর পক্ষেও অজেয় ছিল।। ১৯-২১ ।। সেই গর্বিত অসুরগণ সিংহনাদ করতে করতে তীব্রভাবে দেবসেনাদের নিপীড়ন করতে লাগল। গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর, শূল, পরশু, তরোয়াল, শতঘ্নী (তোপ), ভুশুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সেই অসুরগণ

[১]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—কটঃ। [৩]প্রা.পা.—প্রাসতোমরমুদ্গরৈঃ।

ন তেহদৃশ্যন্ত সংছন্নাঃ শরজালৈঃ সমন্ততঃ।
পুঙ্খানুপুঙ্খপতিতৈর্জ্যোতীংষীব নভোঘনৈঃ॥ ২৪
ন তে শস্ত্রাস্ত্রবর্ষৌঘা হ্যাসেদুঃ সুরসৈনিকান্।
ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈর্লঘুহস্তৈঃ সহস্রধা॥ ২৫
অথ ক্ষীণাস্ত্রশস্ত্রৌঘা গিরিশৃঙ্গদ্রুমোপলৈঃ।
অভ্যবর্ষন্ সুরবলং চিচ্ছিদুস্তাংশ্চ পূর্ববৎ॥ ২৬
তানক্ষতান্ স্বস্তিমতো নিশাম্য
শস্ত্রাস্ত্রপূগৈরথ বৃত্রনাথাঃ।
দ্রুমৈর্দৃষদ্ভির্বিবিধাদ্রিশৃঙ্গৈ-
রবিক্ষতাংস্তত্রসুরিন্দ্রসৈনিকান্॥ ২৭
সর্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ
কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ।
কৃষ্ণানুকূলেষু যথা মহৎসু
ক্ষুদ্রৈঃ প্রযুক্তা রুশতী রূক্ষবাচঃ॥ ২৮
তে স্বপ্রয়াসং বিতথং নিরীক্ষ্য
হরাবভক্তা হতযুদ্ধদর্পাঃ।
পলায়নায়াজিমুখে বিসৃজ্য
পতিং মনস্তে দধুরাত্তসারাঃ॥ ২৯
বৃত্রোহসুরাংস্তাননুগান্ মনস্বী
প্রধাবতঃ প্রেক্ষ্য বভাষ এতৎ।
পলায়িতং প্রেক্ষ্য বলং চ ভগ্নং
ভয়েন তীব্রেণ বিহস্য বীরঃ॥ ৩০
কালোপপন্নাং রুচিরাং মনস্বিনা-
মুবাচ বাচং পুরুষপ্রবীরঃ।
হে বিপ্রচিত্তে নমুচে পুলোমন্
ময়ানর্বঞ্ছম্বর মে শৃণুধ্বম্॥ ৩১
জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এষ সর্বতঃ
প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ ক্লৃপ্তা[১]।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং
কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তম্॥ ৩২

সবদিক থেকে সব দেবতাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল॥ ২২-২৩ ॥ চারদিক থেকে একের পর এক এত বাণ আসতে লাগল যে শরজালে সমাচ্ছাদিত হয়ে দেবগণ আকাশের মেঘসমূহে আবৃত জ্যোতির্গণের মতো অদৃশ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ২৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ! অসুরদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দেবসৈন্যগণকে স্পর্শও করতে পারেনি কারণ দেবগণ ক্ষিপ্রহস্তে আকাশপথেই সেই সব অস্ত্রশস্ত্র সহস্রধা ছিন্নভিন্ন করে দিলেন॥ ২৫ ॥ এরপর যখন অসুরদের অস্ত্রশস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেল তখন তারা দেবসেনাদের ওপর পর্বতশিখর, বৃক্ষ আর শিলা নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু দেবতাগণ সেই সবকিছুকে আগের মতোই কেটে টুকরো টুকরো করে দিলেন॥ ২৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ! যখন বৃত্ররক্ষিত অসুরগণ দেখল যে ভূরি ভূরি অস্ত্রশস্ত্র প্রহারেও দেবসৈন্যগণ অক্ষতই রয়ে গেছে, এমন কী বৃক্ষ, পর্বত ও শিলাপ্রহারেও তারা সুস্থ দেহে কুশলেই আছে, তখন তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত মহাপুরুষদের প্রতি ক্ষুদ্রব্যক্তিগণ রোষযুক্ত কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করলে তার যেমন কোনো প্রভাব সেই ভক্তদের ওপর পড়ে না, সেইরকমই দেবতাদের পরাজিত করার জন্য অসুরেরা যা কিছু চেষ্টা করল সবই বিফলে গেল॥ ২৭-২৮ ॥ হরিভক্তিবিহীন অসুরগণ নিজেদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখে বড়ই নিরুদ্যম হয়ে পড়ল। তাদের বীরত্বের গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল। ফলে তারা তাদের অধিপতি বৃত্রাসুরকে রণক্ষেত্রেই ত্যাগ করে পলায়নের সংকল্প করল; কারণ দেবতারা অসুরদের সমস্ত শক্তি-পৌরুষ হরণ করে নিয়েছিলেন॥ ২৯ ॥ যখন স্থিরচিত্ত বীর বৃত্রাসুর দেখল যে তার অনুগামী অসুর সেনাপতিগণ পলায়নপর এবং নিজ সৈন্যগণ তীব্র ভয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে আগেই পালিয়ে গেছে তখন উচ্চহাস্য সহকারে সে বলতে লাগল॥ ৩০ ॥ বীরশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর সময়োচিত বীরোচিত ভাষণ দ্বারা বিপ্রচিত্তি, নমুচি, পুলোমা, ময়, অনর্বা, শম্বর প্রভৃতি অসুরদের সম্বোধন করে বলল—'হে অসুরবৃন্দ! পালিয়ো না, আমার বক্তব্য শোনো॥ ৩১ ॥ সন্দেহ নেই যে জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই সংসারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা বিধাতাপুরুষ করেননি। সেই অবস্থায় যদি ওই মৃত্যুর থেকে স্বর্গাদিলাভরূপ শুভগতি এবং যশোলাভ করা সম্ভব হয় তাহলে সেই সমীচীন মৃত্যু উপস্থিত হলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই মৃত্যুকে বরণ না

[১]প্রা.পা.—কল্প্যাতে।

দ্বৌ সংমতাবিহ মৃত্যু দুরাপৌ
যদ্ ব্রহ্মসংধারণয়া জিতাসুঃ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্
যদগ্রণীর্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ॥ ৩৩ ॥

করবে ?॥ ৩২ ॥ সংসারে দুরকম মৃত্যু পরম দুর্লভ ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়—এক তো প্রাণবায়ু নিরোধ করে ব্রহ্মচিন্তনের দ্বারা যোগমার্গ অবলম্বনে দেহত্যাগ আর দ্বিতীয় হল, রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে পশ্চাৎপদ না হয়ে মৃত্যুবরণ (এই প্রশস্ত মার্গ তোমরা কেন অবহেলা করছ)'॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রবৃত্রাসুরযুদ্ধবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রবৃত্রাসুরযুদ্ধবর্ণন নামক দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের বীরবাণী ও ভগবৎপ্রাপ্তি

শ্রীশুক উবাচ

ত এবং শংসতো ধর্মং বচঃ পত্যুরচেতসঃ।
নৈবাগৃহ্ণন্ ভয়ত্রস্তাঃ পলায়নপরা নৃপ॥ ১

বিশীর্যমাণাং পৃতনামাসুরীমসুরর্ষভঃ।
কালানুকূলৈস্ত্রিদশৈঃ কাল্যমানামনাথবৎ॥ ২

দৃষ্ট্বাতপ্যত সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রশত্রুরমর্ষিতঃ।
তান্ নিবার্যৌজসা[১] রাজন্ নির্ভৎর্স্যেদমুবাচ হ॥ ৩

কিং ব উচ্চরিতৈর্মাতুর্ধাবদ্ভিঃ পৃষ্ঠতো হতৈঃ।
ন হি ভীতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গ্যঃ শূরমানিনাম্॥ ৪

যদি বঃ প্রধনে শ্রদ্ধা সারং বা ক্ষুল্লকা হৃদি।
অগ্রে তিষ্ঠত মাত্রং মে ন চেদ্ গ্রাম্যসুখে স্পৃহা॥ ৫

এবং সুরগণান্ ক্রুদ্ধো ভীষয়ন্ বপুষা রিপূন্।
ব্যনদৎ সুমহাপ্রাণো যেন লোকা বিচেতসঃ॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! অসুরসেনারা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তারা এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে প্রভুর যুদ্ধ-ধর্ম উপদেশের দিকে তারা কর্ণপাতও করল না॥ ১ ॥ বৃত্রাসুর দেখল যে সময় অনুকূল হওয়ায় দেবতারা অসুর সেনাদের বিতাড়িত করে বেড়াচ্ছে এবং তার সৈন্যেরা নিঃসহায়ের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে॥ ২ ॥ হে রাজন্ ! এই সব দেখে বৃত্রাসুর আর সহ্য করতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে জ্বলে উঠল। দেবসেনাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করে তাদের তিরস্কার করে বলল ॥ ৩ ॥ 'হে ক্ষুদ্র দেবগণ ! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নপর এই সব অসুরদের পেছন থেকে আঘাত করে কী লাভ ? এরা তো সব এদের মা-বাবার মল-মূত্রস্বরূপ। কিন্তু তোমরা যারা নিজেদের বীর বলে মনে কর তোমাদের পক্ষে তো ভীত ব্যক্তিকে বধ করা কোনো প্রশংসার ব্যাপার নয় আর এর দ্বারা তোমাদের স্বর্গলাভও হবে না॥ ৪ ॥ তোমাদের যদি যুদ্ধ করার মতো শক্তি ও সামর্থ্য থাকে আর যদি জীবিত থেকে বিষয়-সুখ ভোগের স্পৃহা না থাকে তবে ক্ষণকালমাত্র আমার সামনে এসে দাঁড়াও এবং যুদ্ধের স্বাদ নাও'॥ ৫ ॥

পরীক্ষিৎ ! বৃত্রাসুর মহাবলশালী ছিল। তার শরীরের

[১]প্রাচীন বইয়ে 'তান্নিবার্যৌজসা....... থেকে .....ক্ষুল্লকা হৃদি' পর্যন্ত মূলে বাদ হয়ে গেছে।

তেন দেবগণাঃ সর্বে বৃত্রবিস্ফোটনেন বৈ।
নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ যথৈবাশনিনা হতাঃ॥ ৭
মমর্দ পদ্ভ্যাং সুরসৈন্যমাতুরং
নিমীলিতাক্ষং রণরঙ্গদুর্মদঃ।
গাং কম্পয়ন্নুদ্যতশূল ওজোসা
নালং বনং যূথপতির্যথোন্মদঃ॥ ৮
বিলোক্য তং বজ্রধরোঽত্যমর্ষিতঃ
স্বশত্রবেঽভিদ্রবতে মহাগদাম্।
চিক্ষেপ তামাপততীং সুদুঃসহাং
জগ্রাহ বামেন করেণ লীলয়া॥ ৯
স ইন্দ্রশত্রুঃ কুপিতো ভৃশং তয়া
মহেন্দ্রবাহং গদয়োগ্রবিক্রমঃ।
জঘান কুম্ভস্থল উন্নদন্ মৃধে
তৎকর্ম সর্বে সমপূজয়ন্নৃপ॥ ১০
ঐরাবতো বৃত্রগদাভিমৃষ্টো
বিঘূর্ণিতোঽদ্রিঃ কুলিশাহতো যথা।
অপাসরদ্ ভিন্নমুখঃ সহেন্দ্রো
মুঞ্চন্নসৃক্ সপ্তধনুর্ভৃশার্তঃ॥ ১১
ন সন্নবাহায় বিষণ্ণচেতসে
প্রাযুঙ্ক্ত ভূয়ঃ স গদাং মহাত্মা।
ইন্দ্রোঽমৃতস্যন্দিকরাভিমর্শ-[১]
বীতব্যথক্ষতবাহোঽবতস্থে[২]॥ ১২
স তং নৃপেন্দ্রাহবকাম্যয়া রিপুং
বজ্রায়ুধং ভ্রাতৃহণং বিলোক্য।
স্মরংশ্চ তৎকর্ম নৃশংসমংহঃ
শোকেন মোহেন হসঞ্জগাদ॥ ১৩
বৃত্র উবাচ
দিষ্ট্যা ভবান্ মে সমবস্থিতো রিপু-
র্যো ব্রহ্মহা গুরুহা ভ্রাতৃহা চ।
দিষ্ট্যানৃণোঽদ্যাহমসত্তম ত্বয়া
মচ্ছূলনির্ভিন্নদৃষদ্ধৃতাচিরাৎ॥ ১৪

অঙ্গভঙ্গি দিয়েই সে দেবতাদের ভয় দেখাতে লাগল। সে এমন ক্রুদ্ধভাবে সিংহনাদ করতে লাগল যে সেই গর্জনেই অনেকে অচেতন হয়ে পড়লেন॥ ৬ ॥ বৃত্রাসুরের ভয়ানক গর্জনে দেবতারা সব মূর্ছিত হয়ে বজ্রাহতের মতো মাটিতে পড়তে লাগলেন॥ ৭ ॥ গজরাজ যেমন মদোন্মত্ত হয়ে নলবনকে ছারখার করে, সেইভাবে বৃত্রাসুর রণরঙ্গে উন্মত্ত হয়ে হাতে ত্রিশূল নিয়ে সবলে মেদিনী কম্পিত করে ভয়ে মুদ্রিত নয়ন ও কাতর দেবসৈন্যগণকে পা দিয়ে মর্দন করতে লাগল॥ ৮ ॥ বজ্রধর ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সেই আস্ফালন সহ্য করতে পারলেন না। বৃত্রাসুর যখন ইন্দ্রের দিকে ধেয়ে এল তখন তিনিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণকারী শত্রুর ওপর মহাগদা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু নিজের দিকে আগত গদাকে বৃত্রাসুর খেলার ছলে অনায়াসে বাঁ হাত দিয়ে ধরে ফেলল॥ ৯ ॥ হে রাজন্! পরম পরাক্রমী বৃত্রাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করতে করতে সেই গদা দিয়েই ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের কুম্ভস্থলে (মাথায়) আঘাত করল। তার এই আক্রমণ সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করল॥ ১০ ॥ বৃত্রাসুরের গদার আঘাতে ঐরাবত বজ্রতাড়িত পর্বতের মতো কাতর হয়ে পড়ল। মাথা ফেটে যাওয়াতে সে রক্তবমি করতে করতে অত্যন্ত কাতরভাবে ইন্দ্রকে পিঠে নিয়েই সপ্তধনু অর্থাৎ আঠাশ হাত পিছনে গিয়ে পড়ল॥ ১১ ॥ নিজের বাহন ঐরাবত মূর্ছিত হয়ে পড়াতে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। উদারচিত্ত, যুদ্ধধর্মের মর্মজ্ঞ বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বাহন অবসন্ন এবং ইন্দ্রকে বিষাদগ্রস্ত দেখে তাঁর প্রতি আর গদা নিক্ষেপ করল না। ততক্ষণে ইন্দ্র নিজ অমৃতস্রাবী হস্ত স্পর্শে আহত ঐরাবতের ক্ষতবেদনা দূর করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলেন॥ ১২ ॥ হে পরীক্ষিৎ! নিজের ভাই বিশ্বরূপের বধকারী ইন্দ্রকে বজ্র হাতে যুদ্ধকামনায় অবস্থিত দেখে বৃত্রাসুরের মনে ইন্দ্রের নিষ্ঠুর পাপকার্য স্মরণ হল এবং শোকে ও মোহে অট্টহাস্য করে তাঁকে বলতে লাগল॥ ১৩ ॥

বৃত্রাসুর বলল—আজ আমার বড়ই সৌভাগ্যের দিন যে ব্রাহ্মণ, নিজ গুরু এবং আমার ভাই বিশ্বরূপের হত্যাকারী তুমি আমার সামনে উপস্থিত। ওরে পাপিষ্ঠ! আজ আমি আমার শূল দিয়ে তোমার পাথরের মতো কঠিন হৃদয় অচিরেই বিদীর্ণ করে ভ্রাতৃঋণ পরিশোধ করব॥ ১৪ ॥ হে ইন্দ্র! আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ আত্মজ্ঞ ও নিষ্পাপ সদ্ব্রাহ্মণ ছিলেন। তোমরা তাঁকে গুরুরূপে বরণ করে

[১]প্রা.পা.—মর্শদীধব্যথঃ ক্ষ.। [২]প্রা.পা.—ঘোঽভিতস্থে।

যো নোঽগ্রজস্যাত্মবিদো দ্বিজাতে-
র্গুরোরপাপস্য চ দীক্ষিতস্য।
বিশ্রভ্য খড়্গেন শিরাংস্যবৃশ্চৎ
পশোরিবাকরুণঃ স্বর্গকামঃ॥ ১৫
হ্রীশ্রীদয়াকীর্তিভিরুজ্ঝিতং ত্বাং
স্বকর্মণা পুরুষাদৈশ্চ গর্হ্যম্।
কৃচ্ছ্রেণ মচ্ছূলবিভিন্নদেহ-
মস্পৃষ্টবহ্নিং সমদন্তি গৃধ্রাঃ॥ ১৬
অন্যেঽনু[1] যে ত্বেহ নৃশংসমজ্ঞা
যে হ্যুদ্যতাস্ত্রাঃ প্রহরন্তি মহ্যম্।
তৈর্ভূতনাথান্ সগণান্ নিশাত-
ত্রিশূলনির্ভিন্নগলৈর্যজামি॥ ১৭
অথো হরে মে কুলিশেন বীর
হর্তা প্রমথ্যৈব শিরো যদীহ।
তত্রানৃণো ভূতবলিং বিধায়
মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে॥ ১৮
সুরেশ কস্মান্ন হিনোষি বজ্রং
পুরঃ স্থিতে বৈরিণি ময্যমোঘম্।
মা সংশয়িষ্ঠা ন গদেব বজ্রং
স্যান্নিষ্ফলং কৃপণার্থেব যাচ্ঞা॥ ১৯
নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা
হরের্দধীচেস্তপসা চ তেজিতঃ।
তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো
যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাস্ততঃ॥ ২০
অহং সমাধায় মনো যথাঽহ
সঙ্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে।
ত্বদ্বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশো
গতিং মুনের্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ॥ ২১
পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং
যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্।
ন রাতি যদ্ দ্বেষ উদ্বেগ আধি-
র্মদঃ কলির্ব্যসনং সংপ্রয়াসঃ॥ ২২

তাঁকে যজ্ঞে ব্রতী করিয়েছিলে। তুমি প্রথমে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করে অবশেষে স্বর্গকামী যাজ্ঞিক ব্যক্তি নিষ্ঠুর হয়ে যেমন যজ্ঞীয় পশুর মস্তক ছেদন করে তেমনিভাবে তাঁর মস্তকত্রয় খড়্গের দ্বারা ছেদন করেছ॥ ১৫ ॥ দয়া, লজ্জা, লক্ষ্মী ও কীর্তি তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তুমি নিজের কৃতকর্মের জন্য মানুষের তো কথাই নেই, রাক্ষসদের কাছেও নিন্দনীয় হয়েছ। আজ আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, অতি ভীষণ যন্ত্রণায় তোমার মৃত্যু হবে। তোমার মতো পাপীকে অগ্নিও সৎকার করবে না, তোমার দেহ শকুনিদের ভক্ষ্য হবে॥ ১৬ ॥ এইসব অজ্ঞ দেবগণ তোমার মতো নীচ ও ক্রূর ব্যক্তির অনুবর্তন করে আমার ওপর শস্ত্রপ্রহার করছে। আমি আমার তীক্ষ্ণ ত্রিশূল দিয়ে তাদের গলদেশ ছেদন করে তা দিয়ে অনুচরগণের সাথে ভৈরবাদি ভূতপতিগণের অর্চনা করব॥ ১৭ ॥ হে বীর ইন্দ্র! আর যদি তা না হয় তবে তুমিই আমার সৈন্যসামন্তদের ছিন্নভিন্ন করে তোমার বজ্র দিয়ে আমার শিরশ্ছেদন কর। সেক্ষেত্রে আমি তো আমার দেহ দ্বারা শৃগালকুকুরাদি পশুদের ভক্ষ্য উপহার দিয়ে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মহাপুরুষদের চরণরজের আশ্রয় নিয়ে মহাজন গতি লাভ করব॥ ১৮ ॥ হে দেবরাজ! আমি তোমার শত্রু, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি তোমার অব্যর্থ বজ্র আমার ওপর প্রয়োগ করছ না কেন? মনে সন্দেহ রেখ না যে কৃপণের কাছে প্রার্থনা যেমন নিষ্ফল হয় সেইরকম এই বজ্রও আগের গদার মতো নিষ্ফল হবে॥ ১৯ ॥ হে ইন্দ্র! তোমার এই বজ্র ভগবান শ্রীহরির তেজ ও দধীচি মুনির তপস্যায় তীক্ষ্ণীকৃত হয়ে রয়েছে। ভগবান বিষ্ণু আমাকে বধ করার জন্য তোমাকে আদেশও দিয়েছেন। সুতরাং তুমি এখন ওই বজ্র দিয়ে আমাকে বধ কর। কারণ ভগবান শ্রীহরি যে পক্ষে থাকেন, সে পক্ষে বিজয়, সম্পদ ও শৌর্য-বীর্যাদিগুণ সকলই অবস্থান করে॥ ২০ ॥ হে দেবরাজ! ভগবান সংকর্ষণদেবের উপদেশ অনুসারে আমার মনকে আমি তাঁর শ্রীচরণকমলে সমাহিত করে দেব। তোমার বজ্রের প্রহার আমাকে নয়, আমার বিষয় ভোগরূপ সংসারবন্ধন ছিন্ন করে দেবে এবং আমি দেহ ত্যাগ করে যোগীজনোচিত গতি লাভ করব॥ ২১ ॥ যেসকল পুরুষ একান্তভাবে ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করেন এবং যাঁরা তাঁর নিজ জন বলে গণ্য হন, তাঁদের তিনি স্বর্গ, মর্ত্য অথবা পাতালে যে সব সম্পদ আছে, সে সব সম্পদ প্রদান করেন না; কারণ ওই সকল সম্পদ থেকে পরমানন্দ উপলব্ধি তো হয়ই

[1]প্রা.পা.—অন্যে চ।

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ-
পতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র।
ততোঽনুমেয়ো[১] ভগবৎ প্রসাদো
যো দুর্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ॥ ২৩

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণাংস্তে
গৃণীত বাক্ কর্ম করোতু কায়ঃ॥ ২৪

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ ২৫

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥ ২৬

মমোত্তমশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ।
ত্বন্মায়য়াঽঽত্মাত্মজদারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য[২] ন নাথ ভূয়াৎ॥ ২৭

না, বরং কেবলমাত্র দ্বেষ, উদ্বেগ, অভিমান, মানসিক পীড়া, কলহ, দুঃখ আর নানারকম ক্লেশই লাভ হয়ে থাকে॥ ২২ ॥ হে ইন্দ্র! আমার প্রভু ভগবান তাঁর ভক্তদের ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের জন্য যে প্রয়াস অর্থাৎ চেষ্টা, তার নিবৃত্তি দান করেন আর প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারাই ভক্তদের প্রতি ভগবানের কৃপার অনুমান করা যায়। কারণ তাঁর এই কৃপাপ্রসাদ অকিঞ্চন ভক্তজনেরই অনুভবযোগ্য, অন্যের পক্ষে তা নিতান্তই দুর্লভ॥ ২৩ ॥

(ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে বৃত্রাসুর প্রার্থনা করল যে) 'হে প্রভু! তুমি আমার প্রতি এমন কৃপা কর যে আমি যেন দেহান্তরে আবার তোমার শ্রীচরণাশ্রিত অনন্যভক্তদের সেবক হয়ে জন্মলাভ করতে পারি। হে প্রাণবল্লভ! আমার মন যেন তোমার গুণরাশি স্মরণ করতে থাকে, আমার বাণী যেন সেইসব গুণরাশির কীর্তন করতে থাকে আর আমার দেহ যেন তোমার সেবাকর্মেই ব্যাপৃত থাকে॥ ২৪ ॥ হে সর্বসৌভাগ্যনিধে! আমি তোমাকে ছেড়ে স্বর্গলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, রসাতলের প্রভুত্ব, যোগলভ্য অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি—এমন কী মোক্ষও চাই না॥ ২৫ ॥ অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক যেমন ক্ষুধায় কাতর হয়ে মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করে, ক্ষুধার্ত (রজ্জুবদ্ধ) গো-বৎসগণ যেমন মায়ের স্তন্যপানের জন্য প্রতীক্ষা করে, এবং বিরহিনী পত্নী যেমন দূরদেশাগত প্রিয়তমের মিলন প্রতীক্ষা করে—সেইরকমই হে কমলনয়ন শ্রীহরি! আমার মন তোমার দর্শনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে রয়েছে॥ ২৬ ॥ হে প্রভু! আমি মুক্তি চাই না। আমার কর্মফলে যদি বারবার আমাকে জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করতে হয়, তাতেও আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু যেখানে যেখানে আমি যাব, যে যে যোনিতে আমি জন্ম নেব, সেইসব জায়গায় পুণ্যকীর্তি তোমার ভক্তজনের প্রতিই যেন আমার আসক্তি থাকে। হে স্বামী! আমি কেবল এটুকুই চাই যে তোমার মায়াবদ্ধ যে সব মানুষ দেহ-গেহ, স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত হয়ে রয়েছে, তাদের সঙ্গে যেন আমার কোনোদিন কোনো রকম সম্বন্ধ না হয়।'॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রস্যেন্দ্রোপদেশো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের ষষ্ঠ স্কন্ধের
বৃত্র-ইন্দ্র উপদেশ নামক একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১

[১]প্রা.পা.—অতো। [২]প্রা.পা.—চিত্তেষু।

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুর বধ

ঋষিরুবাচ

এবং জিহাসুর্নৃপ দেহমাজৌ
মৃত্যুং বরং বিজয়ান্মন্যমানঃ।
শূলং প্রগৃহ্যাভ্যপতৎ সুরেন্দ্রং
যথা মহাপুরুষং কৈটভোঽপ্সু॥ ১
ততো যুগান্তাগ্নিকঠোরজিহ্ব-
মাবিধ্য শূলং তরসাসুরেন্দ্রঃ।
ক্ষিপ্ত্বা মহেন্দ্রায় বিনদ্য বীরো
হতোঽসি পাপেতি রুষা জগাদ॥ ২
খ আপতৎ তদ্ বিচলদ্ গ্রহোল্কব-
ন্নিরীক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমজাতবিক্লবঃ।
বজ্রেণ বজ্রী শতপর্বণাচ্ছিনদ্
ভুজং চ তস্যোরগরাজভোগম্॥ ৩
ছিন্নৈকবাহুঃ পরিঘেণ বৃত্রঃ
সংরব্ধ আসাদ্য গৃহীতবজ্রম্।
হনৌ ততাড়েন্দ্রমথামরেভং[১]
বজ্রং চ হস্তান্ন্যপতন্মঘোনঃ॥ ৪
বৃত্রস্য কর্মাতিমহাদ্ভুতং তৎ
সুরাসুরাশ্চারণসিদ্ধসঙ্ঘাঃ।
অপূজয়ংস্তৎ পুরুহূতসংকটং
নিরীক্ষ্য হা হেতি বিচুক্রুশুর্ভৃশম্॥ ৫
ইন্দ্রো ন বজ্রং জগৃহে বিলজ্জিত-
শ্চ্যুতং স্বহস্তাদরিসন্নিধৌ পুনঃ।
তমাহ বৃত্রো হর আত্তবজ্রো
জহি স্বশত্রুং ন বিষাদকালঃ॥ ৬
যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং
জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্।
বিনৈকমুৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরং
সর্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! বৃত্রাসুর মনে মনে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করা শ্লাঘনীয় মনে করল, কারণ তার বিবেচনায় ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করলে ইন্দ্রত্ব অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্তি হবে কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি কাম্য হল ভগবৎপ্রাপ্তি। সেইজন্য প্রলয়কালীন জলরাশির মধ্যে কৈটভ অসুর ভগবান বিষ্ণুকে প্রহার করার জন্য যেভাবে বেগে ধাবিত হয়েছিল সেইভাবেই বৃত্রাসুরও ত্রিশূল হাতে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হল॥ ১ ॥ বীর বৃত্রাসুর যুগান্তকালীন অগ্নির মতো ভীষণ শিখাসম্পন্ন তীক্ষ্ণাগ্র ত্রিশূলকে বেগে ঘূর্ণিত করে ইন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করল এবং ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করে বলল—'ওরে পাপিষ্ঠ, এইবার আর তুই বাঁচবি না'॥ ২ ॥ দুর্ধর্ষ সেই ভয়ংকর ত্রিশূল গ্রহ ও উল্কার মতো চক্রবৎ ঘুরতে ঘুরতে আকাশপথে ধেয়ে আসছে দেখে ইন্দ্র কিছুমাত্র অধীরতা প্রদর্শন করলেন না। শতপর্বযুক্ত বজ্র দ্বারা সেই ত্রিশূলের সাথে সর্পরাজ বাসুকির শরীরের মতো বৃত্রাসুরের বিশাল একটি বাহু তিনি ছিন্ন করে দিলেন॥ ৩ ॥ একটি বাহু ছিন্ন হওয়াতে বৃত্রাসুর ক্রোধে জ্বলে উঠল এবং বজ্রহস্ত ইন্দ্রের সামনে গিয়ে পরিঘ দিয়ে তার হনুদেশে (কপোলের প্রান্তভাগে) মহাবেগে আঘাত হানল ; তার ফলে ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র পড়ে গেল॥ ৪ ॥

বৃত্রাসুরের এই মহা অদ্ভুত কর্ম দেখে দেবতা, অসুর, চারণ, সিদ্ধগণ প্রমুখ সকলে প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু ইন্দ্রের বিপদ দেখে তাঁরাই আবার সকলে 'হায় ! হায়' করে বিলাপ করতে লাগলেন॥ ৫ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! ইন্দ্রের হস্তচ্যুত বজ্র বৃত্রাসুরের সামনেই পড়েছিল। ইন্দ্র লজ্জিত হয়ে সেই বজ্র আবার তুলে নিতে কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। তাই দেখে বৃত্রাসুর বলল—ওরে ইন্দ্র ! বজ্র তুলে নিয়ে নিজের শত্রুকে বধ কর, এখন বিষাদের সময় নয়॥ ৬ ॥ (দেখো —) সর্বজ্ঞ, সনাতন, আদিপুরুষ ভগবানই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা। তিনি ছাড়া দেহাভিমানী, যুদ্ধাভিলাষী, অস্ত্রধারীদের মধ্যে কারোরই সর্বদা বিজয়প্রাপ্তি ঘটে না। এরা কখনো হারে, কখনো

[১]প্রা.পা.— রেশং ব্রজশ্চ হস্তাদপত.।

লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে।
দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্॥ ৮

ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ।
তমজ্ঞায় জনো হেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ম্॥ ৯

যথা দারুময়ী নারী যথা যন্ত্রময়ো মৃগঃ।
এবং ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ॥ ১০

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা[১] ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ॥ ১১

অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্।
ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ[২] স্বয়ম্॥ ১২

আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ।
ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছোর্বিপর্যয়াঃ॥ ১৩

তস্মাদকীর্তিযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি।
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা॥ ১৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ ন স বধ্যতে॥ ১৫

পশ্য মাং নির্জিতং শত্রু বৃক্ণায়ুধভুজং মৃধে।
ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া॥ ১৬

প্রাণগ্লহোঽয়ং সমর ইষ্বক্ষো বাহনাসনঃ।
অত্র ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ॥ ১৭

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রো বৃত্রবচঃ শ্রুত্বা গতালীকমপূজয়ৎ।
গৃহীতবজ্রঃ প্রহসংস্তমাহ গতবিস্ময়ঃ॥ ১৮

ইন্দ্র উবাচ

অহো দানব সিদ্ধোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী।
ভক্তঃ সর্বাত্মনাঽঽত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরম্॥ ১৯

জেতে॥ ৭ ॥ এইসব লোকপালসহ সমস্ত লোকসমূহ যাঁর অধীন হওয়াতে জালবদ্ধ পক্ষিকুলের মতো অবশ হয়ে চেষ্টা করতে থাকে, সেই কাল-ই জয়-পরাজয় প্রভৃতির কারণ॥ ৮ ॥ সেই কাল-ই মানুষের মনোবল, ইন্দ্রিয়বল, দেহবল, প্রাণ, জীবন আর মৃত্যুরূপে বিরাজমান। মানুষ তা বুঝতে না পেরে জড় দেহকেই জয়-পরাজয় ইত্যাদির কারণ বলে মনে করে॥ ৯ ॥ ইন্দ্র! দারুনির্মিত পুতুল আর যান্ত্রিক হরিণ তার সূত্রধরের অধীন, তেমনই জীবজগতের সমস্ত প্রাণী কালস্বরূপ ভগবানের অধীন॥ ১০ ॥ ভগবৎ-কৃপা ছাড়া পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয়—এরা কেউই জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কোনোকিছুই করতে সমর্থ নয়॥ ১১ ॥ ভগবানই সর্বনিয়ন্তা এই কথা যারা জানে না তারা পরাধীন জীবকেই স্বাধীন এবং কর্তা ভোক্তা বলে মনে করে থাকে। আসলে তো স্বয়ং ভগবানই প্রাণিগণের দ্বারা প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন আবার তাদের দিয়েই তাদের সংহার করেন॥ ১২ ॥ যেমন ইচ্ছা না থাকলেও নির্ধারিত সময়ে জীবের মৃত্যু, অপযশ ইত্যাদি আপনিই আসে—তেমনই সময় অনুকূল হলে জীবের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না রেখে আয়ু, অর্থ, যশ, ঐশ্বর্য ইত্যাদি কাম্য বস্তু লাভ হয়ে থাকে॥ ১৩ ॥ তাই যশ-অপযশ, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু—এইসবের কোনো কিছুরই ইচ্ছা অনিচ্ছা না রেখে সব রকম পরিস্থিতিতে সমভাবাপন্ন হয়ে থাকা উচিত—হর্ষ-শোকের বশীভূত হওয়া উচিত নয়॥ ১৪ ॥ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ প্রকৃতিরই স্বরূপ, আত্মার নয়। সুতরাং যে পুরুষ আত্মাকে এই গুণত্রয়ের সাক্ষিরূপে জানেন তিনি আর এই সব গুণ- দোষে লিপ্ত হন না॥ ১৫ ॥ হে দেবরাজ ইন্দ্র! আমাকেও তো দেখছ! তুমি আমার হাত এবং শস্ত্র ছিন্ন করে আমাকে প্রায় পরাজিত করেছ, তবুও আমি তোমার প্রাণ সংহার করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি॥ ১৬ ॥ এই যুদ্ধটা কী ? —এ একরকম জুয়া খেলা। এই খেলায় পরস্পরের প্রাণই পণ। বাণগুলি হচ্ছে পাশা, হাতি-ঘোড়া এসব হল ঘুঁটি। এই জুয়াখেলায় কার জয় হবে, কার হার তা আগে থেকে জানা যায় না॥ ১৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! বৃত্রাসুরের এই সত্য এবং নিষ্কপট কথা শুনে ইন্দ্র তার প্রশংসা করলেন এবং নিজের বজ্র উঠিয়ে হাতে নিলেন এবং বিস্ময়শূন্য হয়ে হাসতে হাসতে তাকে বললেন— ॥ ১৮ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—হে দানবরাজ ! তুমি সত্যি সত্যিই সিদ্ধিলাভ

[১]প্রা.পা.—ঋভু.। [২]প্রা.পা.— বৈ।

ভবানতার্ষীন্মায়াং[১] বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীম্।
যদ্ বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাং গতঃ॥ ২০

খল্বিদং মহদাশ্চর্যং যদ্ রজঃপ্রকৃতেস্তব।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ॥ ২১

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ॥ ২২

শ্রীশুক[২]উবাচ

ইতি ব্রুবাণাবন্যোন্যং ধর্মজিজ্ঞাসয়া নৃপ।
যুযুধাতে মহাবীর্যাবিন্দ্রবৃত্রৌ যুধাম্পতী॥ ২৩

আবিধ্য পরিঘং বৃত্রঃ কার্ষ্ণায়সমরিন্দমঃ।
ইন্দ্রায় প্রাহিণোদ্ ঘোরং বামহস্তেন মারিষ॥ ২৪

স তু বৃত্রস্য পরিঘং করং চ করভোপমম্।
চিচ্ছেদ যুগপদ্ দেবো বজ্রেণ শতপর্বণা॥ ২৫

দোর্ভ্যামুৎকৃত্তমূলাভ্যাং বভৌ রক্তস্রবোঽসুরঃ।
ছিন্নপক্ষো যথা গোত্রঃ খাদ্‌ভ্রষ্টো বজ্রিণা হতঃ॥ ২৬

কৃত্বাধরাং হনুং ভূমৌ দৈত্যো দিব্যুত্তরাং হনুম্।
নভোগম্ভীরবক্ত্রেণ লেলিহোল্বণজিহ্বয়া॥ ২৭

দংষ্ট্রাভিঃ কালকল্পাভির্গ্রসন্নিব জগৎ ত্রয়ম্।
অতিমাত্রমহাকায় আক্ষিপংস্তরসা গিরীন্॥ ২৮

গিরিরাট্ পাদচারীব পদভ্যাং নির্জরয়ন্ মহীম্।
জগ্রাস স সমাসাদ্য বজ্রিণং সহবাহনম্॥ ২৯

মহাপ্রাণো মহাবীর্যো মহাসর্প ইব দ্বিপম্।
বৃত্রগ্রস্তং তমালক্ষ্য[৩] সপ্রজাপতয়ঃ সুরাঃ।
হা কষ্টমিতি নির্বিণ্ণাশ্চুক্রুশুঃ সমহর্ষয়ঃ॥ ৩০

করেছ, তারই জন্য তোমার ধৈর্য, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এবং ভগবদ্‌ভাব এত সুদৃঢ়। তুমি সমস্ত প্রাণিগণের সুহৃৎ আত্মস্বরূপ জগদীশ্বরের প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করেছ॥ ১৯ ॥ তুমি অবশ্যই জনমোহিনী বৈষ্ণবী মায়াকে অতিক্রম করেছ, তাই তো তুমি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করে মহাপুরুষভাব প্রাপ্ত হয়েছ॥ ২০ ॥ এও অবশ্যই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার যে তুমি রজোগুণী প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভগবান বাসুদেবে দৃঢ়মতি লাভ করেছ॥ ২১ ॥ পরম কল্যাণময় প্রভু ভগবান শ্রীহরির চরণে যে প্রেমময় ভক্তিভাব রক্ষা করে তার কাছে স্বর্গাদি ক্ষুদ্রভোগের আর কী প্রয়োজন থাকতে পারে? অমৃতসমুদ্রে যে বিহার করে তার কাছে ছোট ছোট ডোবার জলের আর কী প্রয়োজন থাকতে পারে? ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে যোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান ও মহাবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে করতে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন॥ ২৩ ॥ হে রাজন্! শত্রুমর্দন বৃত্র বাঁ হাত দিয়ে লোহার তৈরি কৃষ্ণবর্ণ এক ভয়ানক পরিঘ উঠিয়ে তাকে শূন্যে ঘূর্ণিত করে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল॥ ২৪ ॥ কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের সেই পরিঘ এবং হাতির শুণ্ডের মতো বিশাল তার অবশিষ্ট হাতখানি নিজের শতপর্ব বিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা একসঙ্গেই কেটে ফেললেন॥ ২৫ ॥ দুটি হাতই মূলদেশ থেকে ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে বৃত্রাসুরের দুই কাঁধ থেকে রক্তস্রাব হতে লাগল। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছিন্নপক্ষ পর্বত যেমন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে শোভা পায় বৃত্রাসুরও সেইরকম শোভা পেতে লাগল॥ ২৬ ॥ এরপর নিজের হনুদেশ অর্থাৎ গণ্ডের নিম্নভাগ মাটিতে পেতে এবং উপরিভাগ আকাশে স্থাপন করে দীর্ঘকায় বৃত্রাসুর আকাশের মতো গভীর মুখ ও সাপের মতো লক্‌লকে জিহ্বা, মৃত্যুতুল্য করাল দন্তপংক্তি দ্বারা যেন ত্রিভুবন চর্বণ করতে লাগল। বিশাল পদভারে মেদিনী কম্পিত করে পাহাড় পর্বত সঞ্চালিত করে ইন্দ্রের সামনে এসে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের সাথে ইন্দ্রকে এমনভাবে গ্রাস করল যেন এক মহাবলবান পরাক্রমী অজগর বিশাল হাতিকে গ্রাস করল। মহর্ষিগণ ও প্রজাপতিগণসহ দেবতাগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বৃত্র কর্তৃক নিগীর্ণ দেখে ভয় ও নির্বেদে বিবর্ণ হয়ে গেলেন এবং 'হায়! হায়! কি অনর্থই না ঘটেছে' বলে বিলাপ করতে লাগলেন॥ ২৭-৩০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র অসুর শ্রেষ্ঠ বৃত্র কর্তৃক

[১]প্রা.পা.—র্ষীদ্যন্মায়াং বৈষ্ণবীং। [২]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [৩]প্রা.পা.—সমালক্ষ্য।

নিগীর্ণোঽপ্যসুরেন্দ্রেণ ন মমারোদরং গতঃ।
মহাপুরুষসন্নদ্ধো যোগমায়াবলেন চ॥ ৩১
ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎকুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্ বিভুঃ।
উচ্চকর্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা॥ ৩২
বজ্রস্তু তৎকন্ধরমাশুবেগঃ
কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্তমানঃ।
ন্যপাতয়ৎ তাবদহর্গণেন
যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে॥ ৩৩
তদা চ খে দুন্দুভয়ো বিনেদু-
র্গন্ধর্বসিদ্ধাঃ সমহর্ষিসঙ্ঘাঃ।
বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈস্তমভিষ্টুবানা
মন্ত্রৈর্মুদা কুসুমৈরভ্যবর্ষন্॥ ৩৪
বৃত্রস্য দেহান্নিষ্ক্রান্তমাত্মজ্যোতিররিন্দম।
পশ্যতাং সর্বলোকানামলোকং সমপদ্যত॥ ৩৫

গ্রস্ত এবং তার পেটের মধ্যে গেলে বর্মরূপ নারায়ণকবচ, যোগবল ও ভগবৎপ্রযুক্ত মায়াবলে সুরক্ষিত থাকাতে তাঁর মৃত্যু হল না॥ ৩১ ॥ তাঁর বজ্র দিয়ে তিনি বৃত্রাসুরের কুক্ষি বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলেন এবং তীব্র বেগে পর্বত শৃঙ্গের মতো শত্রুর উন্নত মস্তক বলপূর্বক ছেদন করলেন॥ ৩২ ॥ সূর্য প্রভৃতি গ্রহদের উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন রূপ গতি সম্পূর্ণ হতে যে সময় লাগে অর্থাৎ এক বৎসরে বৃত্রবধের যোগ সমাগত হলে ইন্দ্রের অতি অব্যর্থ বজ্র চারদিক থেকে ঘুরে ঘুরে বৃত্রাসুরের গলদেশ সব দিক থেকে ছেদন করে মাটিতে ফেলে দিল॥ ৩৩ ॥

তখনই আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল। মহর্ষিদের সাথে গন্ধর্ব, সিদ্ধ প্রমুখ সকলে বৃত্রহন্তার বীরত্ব প্রকাশক মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রের স্তব করতে করতে সানন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ৩৪ ॥ হে শত্রুদমন পরীক্ষিৎ! তখনই বৃত্রাসুরের শরীর থেকে তার আত্মজ্যোতি বিনির্গত হয়ে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাদের চোখের সামনেই সর্বলোকাতীত ভগবানের স্বরূপে লীন হয়ে গেল॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবধো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রাসুরবধ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১২ ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মহত্যার আক্রমণ

শ্রীশুক[১]উবাচ

বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ।
সপালা হ্যভবন্ সদ্যো বিজ্বরা নির্বৃতেন্দ্রিয়াঃ॥ ১
দেবর্ষিপিতৃভূতানি দৈত্যা দেবানুগাঃ[২] স্বয়ম্।
প্রতিজগ্মুঃস্বধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয়স্ততঃ॥ ২

রাজোবাচ

ইন্দ্রস্যানির্বৃতের্হেতুং শ্রোতুমিচ্ছামি ভো মুনে।
যেনাসন্ সুখিনো দেবা হরের্দুঃখং কুতোঽভবৎ॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহাদানী পরীক্ষিৎ! বৃত্রাসুর নিহত হলে ইন্দ্র ব্যতীত ত্রিলোকস্থ সকল লোক এবং লোকপালগণ সদ্য নিশ্চিন্ত ও আনন্দচিত্ত হলেন॥ ১ ॥ যুদ্ধ শেষ হলে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূত, দৈত্য এবং দেবতাদের অনুচর গন্ধর্ব প্রমুখ সকলে ইন্দ্রকে কিছু (অর্থাৎ তাঁর অসন্তোষের কারণ) জিজ্ঞাসা না করেই নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। অবশেষে ব্রহ্মা, মহাদেব ও ইন্দ্রাদিও চলে গেলেন॥ ২ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ভগবান! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের অসন্তুষ্টির কারণ কী তা জানতে ইচ্ছা করি। বৃত্রাসুরের

[১]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রা.পা.—নুগাশ্চ যে।

শ্রীশুক[১]উবাচ

বৃত্রবিক্রমসংবিগ্নাঃ সর্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ।
তদ্বধায়ার্থয়ন্নিন্দ্রং নৈচ্ছদ্ ভীতো বৃহদ্বধাৎ॥ ৪

ইন্দ্র উবাচ

স্ত্রীভূর্জলদ্রুমৈরেনো বিশ্বরূপবধোদ্ভবম্।
বিভক্তমনুগৃহ্ণদ্ভির্বৃত্রহত্যাং[২] ক্ব মার্জ্ম্যহম্॥ ৫

শ্রীশুক উবাচ

ঋষয়স্তদুপাকর্ণ্য মহেন্দ্রমিদমব্রুবন্।
যাজয়িষ্যাম ভদ্রং তে হয়মেধেন মা স্ম ভৈঃ॥ ৬

হয়মেধেন পুরুষং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
ইষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মোক্ষ্যসেঽপি জগদ্বধাৎ॥ ৭

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাঽঽচার্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুল্কসকো বাপি শুদ্ধ্যেরন্ যস্য কীর্তনাৎ॥ ৮

তমশ্বমেধেন মহামখেন
শ্রদ্ধান্বিতোঽস্মাভিরনুষ্ঠিতেন।
হত্বাপি সব্রহ্ম চরাচরং ত্বং
ন লিপ্যসে কিং খলনিগ্রহেণ॥ ৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং সঞ্চোদিতো বিপ্রৈর্মরুত্বানহনদ্রিপুম্।
ব্রহ্মহত্যা হতে তস্মিন্নাসসাদ বৃষাকপিম্॥ ১০

তয়েন্দ্রঃ[৩] স্মাসহৎ তাপং নির্বৃতির্নামুমাবিশৎ।
হ্রীমন্তং বাচ্যতাং প্রাপ্তং সুখয়ন্ত্যপি নো গুণাঃ॥ ১১

তাং দদর্শানুধাবন্তীং চাণ্ডালীমিব রূপিণীম্।
জরয়া বেপমানাঙ্গীং যক্ষ্মগ্রস্তামসৃক্‌পটাম্॥ ১২

বধে যখন সকলেই নিশ্চিন্ত ও সানন্দচিত্ত হলেন তখন ইন্দ্র কেন শোকগ্রস্ত হলেন? ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ঋষিগণ ও দেবতাগণ বৃত্রাসুরের বিক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে বধ করার জন্য ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ; কিন্তু ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত হয়ে ইন্দ্র সেই কাজে অনিচ্ছুক ছিলেন॥ ৪ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র তাদের বলেছিলেন—হে দেবগণ ও ঋষিগণ ! বিশ্বরূপকে বধ করার ফলে যে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হয়েছিলাম, স্ত্রীলোক, ভূমি, বৃক্ষ ও জল অনুগ্রহ করে সেই পাপ ভাগ করে গ্রহণ করেছে। এখন যদি আবার বৃত্রকে বধ করি তবে সেই পাপ আমি কোথায় প্রক্ষালন করব ? ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—দেবরাজ ইন্দ্রের এই কথা শুনে ঋষিরা তাঁকে বলেছিলেন—'হে দেবরাজ ! তোমার মঙ্গল হবে, তুমি ভয় করো না। কারণ আমরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়ে তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব॥ ৬ ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা সর্বান্তর্যামী সর্বশক্তিমান পরমাত্মা শ্রীনারায়ণ-দেবের আরাধনা করে তুমি ব্রাহ্মণসহ চরাচরজগৎ বিনাশ করলেও সেই পাপে লিপ্ত হবে না ; (সুতরাং দুষ্ট অসুরের নিগ্রহজনিত পাপের আর কথাই বা কী) ॥ ৭ ॥ হে দেবরাজ ! শ্রীভগবানের নামকীর্তন মাত্রেই ব্রাহ্মণ, পিতা, গো, মাতা, আচার্য প্রমুখের হত্যাকারী মহাপাপী, কুকুরভোজী অধম চণ্ডালও পাপমুক্ত হয়ে যায়॥ ৮ ॥ আমরা 'অশ্বমেধ'-নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করব। সেই যজ্ঞের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীভগবানের অর্চনা করে তুমি ব্রহ্মা পর্যন্ত সমস্ত চরাচর বিশ্ব সংহার করলেও কোনো পাপে লিপ্ত হবে না। অতএব এই দুষ্ট অসুর বধের আর কী কথা॥ ৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ঋষিদের দ্বারা এইভাবে উৎসাহিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন। এইবার বৃত্রাসুর নিহত হলে ব্রহ্মহত্যাপাপ মূর্তিমতী হয়ে ইন্দ্রকে আক্রমণ করল॥ ১০ ॥ তার ফলে ইন্দ্রকে সন্তাপ আর অশান্তি সহ্য করতে হল। তিনি মুহূর্তের জন্যও শান্তি পেলেন না। কোনো সম্মানীয় ব্যক্তি যথেষ্ট ধৈর্যশীল হলেও যদি তার নামে কলঙ্ক লেপন করা হয় তাহলে তিনি বিষাদগ্রস্ত না হয়ে পারেন না॥ ১১ ॥ ইন্দ্র দেখলেন ব্রহ্মহত্যাপাপ মূর্তিমতী চাণ্ডালীর মতো তাঁকে অনুসরণ করছে। বার্ধক্যের ফলে ওই চাণ্ডালী কম্পিত হচ্ছে, ক্ষয়রোগ তাকে জর্জরিত করেছে। তার পরিধেয় বস্ত্র

[১]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রাচীন বইয়ে এই উত্তরার্ধ এইপ্রকার—গৃহীতং মে মহাভাগাঃ কথং শ্রেয়োঽধুনা ভবেৎ। [৩]প্রা.পা.—অথেন্দ্রঃ।

বিকীর্য পলিতান্ কেশাংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণীম্।
মীনগন্ধ্যসুগন্ধেন কুর্বতীং মার্গদূষণম্॥ ১৩

নভো গতো দিশঃ সর্বাঃ সহস্রাক্ষো বিশাম্পতে।
প্রাগুদীচীং দিশং তূর্ণং প্রবিষ্টো নৃপ মানসম্॥ ১৪

স আবসৎপুষ্করনালতন্তূ-
নলব্ধভোগো যদিহাগ্নিদূতঃ।
বর্ষাণি সাহস্রমলক্ষিতোঽন্তঃ[১]
স চিন্তয়ন্ ব্রহ্মবধাদ্ বিমোক্ষম্॥ ১৫

তাবৎ ত্রিণাকং[২] নহুষঃ শশাস
বিদ্যাতপোযোগবলানুভাবঃ।
স সম্পদৈশ্বর্যমদান্ধবুদ্ধি-
র্নীতস্তিরশ্চাং গতিমিন্দ্রপত্ন্যা॥ ১৬

ততো গতো ব্রহ্মগিরোপহূত
ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ।
পাপস্তু দিগ্দেবতয়া হতৌজা-
স্তং নাভ্যভূদবিতং বিষ্ণুপত্ন্যা॥ ১৭

তং চ ব্রহ্মর্ষয়োঽভ্যেত্য হয়মেধেন ভারত।
যথাবদ্দীক্ষয়াঞ্চক্রুঃ পুরুষারাধনেন হ॥ ১৮

অথেজ্যমানে পুরুষে সর্বদেবময়াত্মনি।
অশ্বমেধে মহেন্দ্রেণ বিততে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ১৯

স বৈ ত্বাষ্ট্রবধো ভূয়ানপি পাপচয়ো[৩] নৃপ।
নীতস্তেনৈব শূন্যায় নীহার ইব ভানুনা॥ ২০

স বাজিমেধেন যথোদিতেন
বিতায়মানেন মরীচিমিশ্রৈঃ।
ইষ্ট্বাধিযজ্ঞং পুরুষং পুরাণ-
মিন্দ্রো মহানাস বিধূতপাপঃ॥ ২১

রক্তমাখা॥ ১২ ॥ সে তার পলিত কেশ আলুলায়িত করে 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলে চিৎকার করে সর্বত্রই তাঁর পেছনে লেগে রয়েছে। তার নিশ্বাসবায়ু আঁশটে গন্ধে এমন দুর্গন্ধযুক্ত যে সেই দুর্গন্ধে পথ পর্যন্ত দূষিত হয়ে যাচ্ছে॥ ১৩ ॥ হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র তার ভয়ে চতুর্দিকে ও আকাশে পালাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কোথাও আশ্রয় না পেয়ে তিনি পূর্বোত্তর দিকে (ঈশান কোণে) দ্রুত বেগে ধাবিত হয়ে মানস সরোবরের মধ্যে প্রবেশ করলেন॥ ১৪ ॥ মানস সরোবরের জলের মধ্যে পদ্মনালের তন্তুকে আশ্রয় করে তিনি এক হাজার বছর সেখানে লুকিয়ে রইলেন এবং ব্রহ্মহত্যা পাপের থেকে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি অনাহারে ছিলেন কারণ তিনি অগ্নিদেবের মুখ দিয়ে আহার করেন অথচ অগ্নিদেব সেই পদ্মনালের তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি॥ ১৫ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র যতদিন সেই পদ্মনালতন্তুর মধ্যে বাস করেছিলেন ততদিন বিদ্যা, তপস্যা ও যোগশক্তির প্রভাবে রাজা নহুষ স্বর্গরাজ্য শাসন করেছিলেন। কিন্তু সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মত্ততায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে নহুষ ইন্দ্রাণী শচীদেবীর সঙ্গে কদাচার অভিলাষী হওয়াতে শচীদেবী তাঁকে দিয়ে ঋষিদের কাছে অপরাধ করিয়ে, ঋষিদের দিয়ে শাপগ্রস্ত করিয়ে তাকে সর্পযোনি প্রাপ্ত করিয়েছিলেন॥ ১৬ ॥ তারপরে সত্যপালক ভগবানের ধ্যান করতে করতে পাপক্ষয় করে ব্রাহ্মণগণের আহ্বানে ইন্দ্র আবার স্বর্গে ফিরে এসেছিলেন। মানস সরোবরের পদ্মবনে অধিষ্ঠিতা বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন এবং ঈশান কোণের অধিপতি রুদ্রদেব পাপকে আগেই নিস্তেজ করে দেওয়াতে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ আর ইন্দ্রকে অভিভূত করতে পারেনি॥ ১৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ! ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে এলে ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁর কাছে এসে শ্রীভগবানের আরাধনার জন্য তাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করে যজ্ঞ করালেন॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মবাদী মুনিগণের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সেই যজ্ঞের দ্বারা সর্বদেব-স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করায়—সূর্য যেভাবে কুয়াশাকে বিনষ্ট করেন সেইভাবে ইন্দ্রের বৃত্রাসুর বধরূপ গুরুতর পাপরাশিও সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেল॥ ১৯-২০ ॥ মরীচি প্রমুখ মুনিঋষিগণ ইন্দ্রকে দিয়ে শাস্ত্রমতে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়ে, সেই যজ্ঞের দ্বারা সনাতন পুরুষ যজ্ঞপতি ভগবানের আরাধনা দ্বারা ইন্দ্রকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে পূর্ববৎ সম্মান প্রাপ্ত করালেন॥ ২১ ॥

[১]প্রা.পা.— তোঽনিশং। [২]প্রা.পা.— ত্রিলোকং। [৩]প্রা.পা.— পাপঃ ক্ষয়ং নৃপঃ।

ইদং মহাখ্যানমশেষপাপ্‌মনাং
প্রক্ষালনং তীর্থপদানুকীর্তনম্।
ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং ভক্তজনানুবর্ণনং
মহেন্দ্রমোক্ষং বিজয়ং মরুত্বতঃ।। ২২

হে পরীক্ষিৎ ! এই মহৎ উপাখ্যান অশেষ পাপসমূহের ক্ষয়কারক। এই আখ্যানে ইন্দ্রের বিজয়, তাঁর পাপমুক্তি এবং ভগবানের প্রিয় ভক্ত বৃত্রাসুরের বর্ণনা রয়েছে। তীর্থস্থানকেও মহাতীর্থত্ব প্রদানকারী ভগবৎ কৃপারও এই উপাখ্যানে গুণকীর্তন রয়েছে। এই আখ্যান সমস্ত পাপরাশিকে ধুয়ে মহতী ভক্তির উদ্রেক করে।। ২২ ।।

পঠেয়ুরাখ্যানমিদং সদা বুধাঃ
শৃণ্বন্ত্যথো পর্বণি[১] পর্বণীন্দ্রিয়ম্।
ধন্যং যশস্যং নিখিলাঘমোচনং[২]
রিপুঞ্জয়ং স্বস্ত্যয়নং তথাহয়ুষম্।। ২৩

অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত সদাসর্বদা এই উপাখ্যানের পাঠ ও শ্রবণ করা। (সতত পাঠ ও শ্রবণ করার অবসর না থাকলে) বিশেষ পর্বে অবশ্যই পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত। এই উপাখ্যান ধন ও যশ বৃদ্ধিকারক, সর্বপাপবিনাশক, শত্রু-জয়কারী, আয়ুবৃদ্ধিকারী ও পরম মঙ্গলের আস্পদ।। ২৩ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রবিজয়ো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।। ১৩ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধের ইন্দ্রবিজয় নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৩ ।।

অথ চতুর্দশোহধ্যায়ঃ
চতুর্দশ অধ্যায়
বৃত্রাসুরের পূর্ব ইতিহাস

পরীক্ষিদুবাচ

রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্‌মনঃ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্ দৃঢ়া মতিঃ।। ১
দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাং চামলাত্মনাম্।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে।। ২
রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ।। ৩
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি।। ৪ ।।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! বৃত্রাসুর তো রজোগুণী ও তমোগুণী চরিত্র বিশিষ্ট ছিল। দেবতাদের নানারকম দুর্ভোগ ভুগিয়ে সে পাপাচরণও যথেষ্ট করেছে। এই অবস্থায় ভগবান নারায়ণের শ্রীচরণে তার প্রগাঢ় ভক্তি কীভাবে হল ? ।। ১ ।। প্রায়ই দেখা যায় যে শুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবগণের এবং পবিত্রহৃদয় ঋষিদের পর্যন্ত শ্রীভগবানের চরণে প্রেমময়ী অনন্য ভক্তি জন্মে না। ভগবদ্‌ভক্তি প্রকৃত পক্ষেই অতীব দুর্লভ।। ২ ।। হে ভগবান ! এ সংসারে ধূলিকণার মতো অসংখ্য প্রাণী আছে। তাদের মধ্যে মনুষ্য প্রজাতিতে কতিপয় শ্রেষ্ঠ প্রাণীই নিজেদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে।। ৩ ।। হে ব্রহ্মণ্ ! তাদের মধ্যেও মুমুক্ষু অতীব বিরল। আবার এই মুমুক্ষুদের মধ্যেও হাজারে

[১]প্রা.পা.—ণি তে তু ধন্যাঃ। [২]প্রা.পা.—ঘনাশনং।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারয়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ৫

বৃত্রস্তু স কথং পাপঃ সর্বলোকোপতাপনঃ।
ইত্থং দৃঢ়মতিঃ কৃষ্ণ আসীৎ সংগ্রাম উল্বণে॥ ৬

অত্র নঃ[১] সংশয়ো ভূয়াঞ্ছ্রোতুং কৌতূহলং প্রভো।
যঃ পৌরুষেণ সমরে সহস্রাক্ষমতোষয়ৎ॥ ৭

সূত উবাচ

পরীক্ষিতোঽথ সংপ্রশ্নং ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
নিশম্য শ্রদ্দধানস্য প্রতিনন্দ্য বচোঽব্রবীৎ॥ ৮

শ্রীশুক উবাচ

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নিতিহাসমিমং যথা।
শ্রুতং দ্বৈপায়নমুখান্নারদাদ্দেবলাদপি॥ ৯

আসীদ্রাজা সার্বভৌমঃ শূরসেনেষু বৈ নৃপ।
চিত্রকেতুরিতি খ্যাতো যস্যাসীৎ কামধুঙ্‌মহী॥ ১০

তস্য ভার্যাসহস্রাণাং সহস্রাণি দশাভবন্।
সান্তানিকশ্চাপি নৃপো ন লেভে তাসু সন্ততিম্॥ ১১

রূপৌদার্যবয়োজন্মবিদ্যৈশ্বর্যশ্রিয়াদিভিঃ।
সম্পন্নস্য গুণৈঃ সর্বৈশ্চিন্তা বন্ধ্যাপতেরভূৎ॥ ১২

ন তস্য সংপদঃ সর্বা মহিষ্যো বামলোচনাঃ।
সার্বভৌমস্য ভূশ্চেয়মভবন্[২] প্রীতিহেতবঃ॥ ১৩

তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ।
লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্যদৃচ্ছয়া॥ ১৪

তং পূজয়িত্বা বিধিবৎ প্রত্যুত্থানার্হণাদিভিঃ।
কৃতাতিথ্যমুপাসীদৎসুখাসীনং[৩] সমাহিতঃ॥ ১৫

মহর্ষিস্তমুপাসীনং প্রশ্রয়াবনতং ক্ষিতৌ।
প্রতিপূজ্য মহারাজ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ॥ ১৬

দু-একজনই মুক্তি বা সিদ্ধিলাভ করতে পারে॥ ৪ ॥ হে মহামুনিবর ! কোটি কোটি মুক্ত এবং সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে একনিষ্ঠ নারায়ণপরায়ণ ও প্রশান্তাত্মা পুরুষ অতি অতীব দুর্লভ॥ ৫ ॥

ওই বৃত্রাসুর অতিশয় পাপী এবং সর্বলোকের উৎপীড়ক ছিল। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে সে কীভাবে শ্রীকৃষ্ণে নিজের মনকে এইভাবে সমাহিত করতে পারল ? এর কারণ কী হতে পারে ? ॥ ৬ ॥ হে প্রভু ! আমার ভীষণ সংশয় হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে আমার শোনবার প্রবল কৌতূহল হচ্ছে। আহা ! বৃত্রাসুরের বলবীর্য কী মহান ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে সে দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্যন্ত সন্তুষ্ট করেছিল॥ ৭ ॥

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি মুনিগণ ! শ্রদ্ধালু রাজর্ষি পরীক্ষিতের এই সুন্দর প্রশ্ন শুনে ভগবান শুকদেব তার প্রশংসা করে বললেন—॥ ৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! তুমি মনোযোগ দিয়ে এই ইতিহাস শোনো। আমি এই ইতিহাস আমার পিতা ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ এবং মহর্ষি দেবলের কাছে শুনেছি॥ ৯ ॥ পুরাকালে শূরসেন দেশে চক্রবর্তী সম্রাট চিত্রকেতু রাজত্ব করতেন। সেই রাজ্যে পৃথিবী দেবী স্বয়ংই প্রজাদের ইচ্ছানুযায়ী অন্ন-রস ইত্যাদি প্রদান করতেন॥ ১০ ॥ সেই চিত্রকেতুর এক কোটি মহিষী ছিল এবং তিনি নিজে পুত্রোৎপাদনেও সমর্থ ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর পত্নীদের গর্ভে তাঁর কোনো সন্তান হল না॥ ১১ ॥ সৌন্দর্য, উদারতা, যৌবন, কৌলীন্য, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, সম্পদ—এই সবের কোনোটারই তাঁর ঘাটতি ছিল না। অথচ তাঁর পত্নীরা বন্ধ্যা হওয়াতে তাঁর কোনো সন্তান হল না। তাই তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্টে দিন কাটাতেন॥ ১২ ॥ তিনি সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, সুন্দরী মহিষীবর্গ এবং সকল রকম সম্পদ তাঁর আয়ত্তে ছিল। কিন্তু এসব কোনোটাই তাঁকে সুখী করতে পারেনি॥ ১৩ ॥ অভিশাপ ও বর প্রদানে সমর্থ ভগবান অঙ্গিরা ঋষি একদিন যদৃচ্ছাক্রমে সর্বলোক ভ্রমণ করতে করতে সেই সম্রাট চিত্রকেতুর কাছে এসে উপস্থিত হলেন॥ ১৪ ॥ রাজা চিত্রকেতু প্রত্যুত্থান ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁর পূজা করলেন। অতিথি সৎকারের পরে অঙ্গিরা ঋষি যখন সুখাসনে বসলেন তখন রাজা চিত্রকেতুও শান্তভাবে তাঁর কাছে বসলেন॥ ১৫ ॥ হে মহারাজ ! মহর্ষি অঙ্গিরা দেখলেন যে রাজা চিত্রকেতু অতীব বিনয়াবনত হয়ে মহর্ষির কাছে মাটিতে বসে আছেন। তাই

[১]প্রা.পা.—মে। [২]প্রা.পা.—ভূশ্চেয়ং নাভবন্। [৩]প্রা.পা.—সীনং সু.।

অঙ্গিরা উবাচ

অপি তেঽনাময়ং স্বস্তি প্রকৃতীনাং তথাঽঽত্মনঃ।
যথা প্রকৃতিভির্গুপ্তঃ পুমান্ রাজাপি[১] সপ্তভিঃ॥ ১৭

আত্মানং প্রকৃতিষ্বদ্ধা নিধায় শ্রেয় আপ্নুয়াৎ।
রাজ্ঞা তথা প্রকৃতয়ো নরদেবাহিতাধয়ঃ॥ ১৮

অপি দারাঃ প্রজামাত্যা ভৃত্যাঃ শ্রেণ্যোঽথ মন্ত্রিণঃ।
পৌরা[২] জানপদা ভূপা আত্মজা বশবর্তিনঃ॥ ১৯

যস্যাত্মানুবশশ্চেৎস্যাৎসর্বে তদ্বশগা ইমে।
লোকাঃ সপালা যচ্ছন্তি সর্বে বলিমতন্দ্রিতাঃ॥ ২০

আত্মনঃ প্রীয়তে নাত্মা পরতঃ স্বত এব বা।
লক্ষয়েঽলব্ধকামং ত্বাং চিন্তয়া শবলং মুখম্॥ ২১

এবং বিকল্পিতো রাজন্[৩] বিদুষা মুনিনাপি সঃ।
প্রশ্রয়াবনতোঽভ্যাহ প্রজাকামস্ততো[৪] মুনিম্॥ ২২

চিত্রকেতুরুবাচ

ভগবন্ কিং ন বিদিতং তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ।
যোগিনাং ধ্বস্তপাপানাং বহিরন্তঃ শরীরিষু॥ ২৩

তথাপি পৃচ্ছতো ব্রূয়াং ব্রহ্মন্নাত্মনি চিন্তিতম্।
ভবতো বিদুষশ্চাপি চোদিতস্ত্বদনুজ্ঞয়া॥ ২৪

লোকপালৈরপি প্রার্থ্যাঃ সাম্রাজ্যৈশ্বর্যসম্পদঃ।
ন নন্দয়ন্ত্যপ্রজং মাং ক্ষুত্তৃট্‌কামমিবাপরে॥ ২৫

দেখে তিনি রাজা চিত্রকেতুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে বললেন॥ ১৬ ॥

মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন—হে রাজন্ ! তুমি গুরু, মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, ধন, সেনা ও মিত্রদের নিয়ে কুশলে আছ তো ? জীব যেমন মহত্তত্ত্বাদি সাতটি আবরণে আচ্ছাদিত থাকে সেইরকমই রাজাও এই সপ্তপ্রকৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তাদের কুশলেই রাজারও কুশল॥ ১৭ ॥ হে নরেন্দ্র ! রাজা যেমন উপরিউক্ত গুরু প্রমুখ অনুকূল থাকলেই রাজসুখ উপভোগ করতে পারেন, সেইরকমই তাঁরাও নিজেদের রক্ষার দায়িত্ব রাজার ওপর ছেড়ে দিয়ে সুখশান্তি লাভ করতে পারেন॥ ১৮ ॥

হে রাজন্ ! তোমার পত্নী, প্রজা, মন্ত্রী, সেবক, ভৃত্য, বণিক, অমাত্য, নাগরিক, দেশবাসী, মণ্ডলেশ্বর সাধু-সন্তগণ, অধীনস্থ নরপতিগণ এবং তোমার পুত্রগণ তোমার বশবর্তী আছে তো ? ॥ ১৯ ॥ যে মানুষের মন তার নিজের বশে থাকে, সকলেই তার বশে থাকে। শুধু তাই নয়, লোকপালদের সাথে লোকসকলও সসম্ভ্রমে তাকে উপহারাদি দান করে, তার প্রসন্নতা কামনা করে॥ ২০ ॥ কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে তুমি নিজেই সুখী নও, তোমার কোনো কামনা অপূর্ণ রয়ে গেছে। চিন্তায় তোমার মুখ বিবর্ণ দেখাচ্ছে। তোমার এই দুশ্চিন্তার কারণ কী, তুমি নিজে না অন্য কিছু ? ॥ ২১ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! মহর্ষি অঙ্গিরা সর্বজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি রাজার মনঃকষ্টের কারণও জানতেন। তবুও রাজার মুখ থেকে শোনার জন্যই তিনি এই সব প্রশ্ন করলেন। চিত্রকেতুর মনে পুত্রাভিলাষ ছিল। অতএব তিনি মহর্ষির প্রশ্নের উত্তরে বিনয়াবনত হয়ে তাঁকে নিবেদন করলেন॥ ২২ ॥

সম্রাট চিত্রকেতু বললেন—হে প্রভু ! তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধির দ্বারা যাঁদের পাপরাশি ভস্মীভূত হয়ে গেছে, তাদের কাছে প্রাণিবর্গের বাহ্য বা অভ্যন্তরীণ কোন অবস্থা আর অপরিজ্ঞাত থাকে ? ॥ ২৩ ॥ তাহলেও সর্বজ্ঞ হয়েও যখন আপনি আমার দুশ্চিন্তার কারণ জানতে চেয়েছেন, তখন আপনারই অনুজ্ঞায় প্রণোদিত হয়ে আমার চিন্তার কারণ আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করছি॥ ২৪ ॥ পৃথিবীর সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য ও সম্পদ—যার জন্য লোকপালগণও লালায়িত থাকেন, এ সবই আমি লাভ করেছি। কিন্তু সন্তান না থাকাতে এই সুখভোগ আমাকে বিন্দুমাত্রও শান্তি দিতে পারছে না,

[১]প্রা.পা.—রাজা চ। [২]প্রা.পা.— পৌরজানপদা। [৩]প্রা.পা.—রাজা। [৪]প্রা.পা.—মন্ত্র তং মু.।

ততঃ[১] পাহি মহাভাগ পূর্বৈঃ সহ গতং তমঃ।
যথা তরেম দুস্তারং প্রজয়া তদ্ বিধেহি নঃ॥ ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যর্থিতঃ স ভগবান্ কৃপালুর্ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
শ্রপয়িত্বা চরুং ত্বাষ্ট্রং ত্বষ্টারমযজদ্ বিভুঃ॥ ২৭

জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ যা রাজ্ঞো মহিষীণাং চ ভারত।
নাম্না কৃতদ্যুতিস্তস্যৈ যজ্ঞোচ্ছিষ্টমদাদ্ দ্বিজঃ॥ ২৮

অথাহ নৃপতিং রাজন্ ভবিতৈকস্তবাত্মজঃ।
হর্ষশোকপ্রদস্তুভ্যমিতি ব্রহ্মসুতো যযৌ॥ ২৯

সাপি তৎ প্রাশনাদেব চিত্রকেতোরধারয়ৎ।
গর্ভং কৃদ্যুতির্দেবী কৃত্তিকাগ্নেরিবাত্মজম্॥ ৩০

তস্যা[২] অনুদিনং গর্ভঃ শুক্লপক্ষ ইবোড়ুপঃ।
ববৃধে শূরসেনেশতেজসা শনকৈর্নৃপ॥ ৩১

অথ কাল উপাবৃত্তে কুমারঃ সমজায়ত।
জনয়ন্ শূরসেনানাং শৃণ্বতাং পরমাং মুদম্॥ ৩২

হৃষ্টো রাজা কুমারস্য স্নাতঃ শুচিরলংকৃতঃ।
বাচয়িত্বাশিষো বিপ্রৈঃ কারয়ামাস জাতকম্॥ ৩৩

তেভ্যো হিরণ্যং[৩] রজতং বাসাংস্যাভরণানি চ।
গ্রামান্ হয়ান্ গজান্ প্রাদাদ্ ধেনূনামর্বুদানি ষট্॥ ৩৪

ববর্ষ কামমন্যেষাং পর্জন্য ইব দেহিনাম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কুমারস্য মহামনাঃ॥ ৩৫

কৃচ্ছ্রলব্ধেঽথ রাজর্ষেস্তনয়েঽনুদিনং পিতুঃ।
যথা নিঃস্বস্য কৃচ্ছ্রাপ্তে ধনে স্নেহোঽন্ববর্তত[৪]॥ ৩৬

যেমন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর প্রাণীকে অন্যান্য সুখভোগ শান্তি দিতে পারে না॥ ২৫ ॥ হে মহাত্মন্! আমি নিজে তো কষ্টে রয়েইছি, পিণ্ডদানের অভাবের আশঙ্কায় আমার পূর্ব-পুরুষগণ পর্যন্ত কষ্টে রয়েছেন। আপনি দয়া করে আমাকে সন্তান দান করে পরলোকে নরকভোগ থেকে উদ্ধার করুন আর এমন ব্যবস্থা করুন যাতে পুত্রোৎপাদন দ্বারা সেই নরক থেকে আমার পূর্বপুরুষদের নিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারি॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! রাজা চিত্রকেতুর দ্বারা এইভাবে প্রার্থিত হয়ে ব্রহ্মার পুত্র সামর্থ্যশালী পরম কারুণিক ভগবান অঙ্গিরা ঋষি ত্বষ্টাদেবতার জন্য চরু পাক করে তাঁর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করলেন॥ ২৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ! চিত্রকেতুর মহিষীগণের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা ছিলেন তাঁর নাম হল কৃতদ্যুতি। যজ্ঞাবশিষ্ট চরু অঙ্গিরা ঋষি কৃতদ্যুতিকে প্রসাদরূপে প্রদান করলেন॥ ২৮ ॥ তারপর অঙ্গিরা ঋষি চিত্রকেতুকে বললেন—'হে রাজন্! পত্নীর গর্ভে তোমার এক পুত্রসন্তান হবে, যে তোমাকে হর্ষ ও শোক দুই-ই দেবে।' এই কথা বলে অঙ্গিরা ঋষি চলে গেলেন॥ ২৯ ॥ সেই যজ্ঞাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজনের পর, কৃত্তিকা যেমন অগ্নিকুমারকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, সেইভাবে কৃতদ্যুতিও চিত্রকেতুর বীর্যে গর্ভধারণ করলেন॥ ৩০ ॥ হে রাজন্! শূরসেন দেশের রাজা চিত্রকেতুর বীর্যে মহিষী কৃতদ্যুতির যে গর্ভসঞ্চার হল তা দিনে দিনে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো বৃদ্ধি পেতে লাগল॥ ৩১ ॥

তারপর উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে কৃতদ্যুতির একটি সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। সেই সংবাদ শুনে শূরসেনবাসীগণের অত্যন্ত আনন্দ হল॥ ৩২ ॥ সম্রাট চিত্রকেতুর আনন্দের কথা আর কী বলা যায়। স্নানসমাপন করে পবিত্র হয়ে বস্ত্রভূষণে সজ্জিত হয়ে তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নবজাত পুত্রের জাতসংস্কার সম্পাদন করালেন॥ ৩৩ ॥ সেই সব ব্রাহ্মণদের তিনি প্রচুর পরিমাণ সোনা, রূপো, বস্ত্র, আভূষণ, গ্রাম, অশ্ব, হাতি ও ছয় অর্বুদ গাভী দান করলেন॥ ৩৪ ॥ মেঘ যেমন প্রাণিগণের মঙ্গলার্থে বারি বর্ষণ করে, উদারচেতা চিত্রকেতুও কুমারের ধন, যশ ও আয়ু বৃদ্ধির কামনা করে অকাতরে অন্যান্য সব প্রজাদেরও ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র দান করেছিলেন॥ ৩৫ ॥ হে পরীক্ষিৎ! কোনো দীনহীনের যদি কোনোভাবে কিছু ধন লাভ হয় তাহলে সেই ধনের প্রতি তার প্রবল আসক্তি জন্মে,

[১]প্রা.পা.—ত্বমঃ পাহি। [২]প্রা.পা.—তস্যাশ্চানু.। [৩]প্রা.পা.—হি রজতং প্রাদাদ্ বাসাং.। [৪]প্রা.পা.—হো বিবর্ধতে।

মাতুস্ত্বতিতরাং পুত্রে স্নেহো মোহসমুদ্ভবঃ।
কৃতদ্যুতেঃ সপত্নীনাং প্রজাকামজ্বরোঽভবৎ।। ৩৭

চিত্রকেতোরতিপ্রীতির্যথা দারে প্রজাবতি।
ন তথান্যেষু সঞ্জজ্ঞে বালং লালয়তোঽন্বহম্।। ৩৮

তাঃ পর্যতপ্যন্নাত্মানং গর্হয়ন্ত্যোঽভ্যসূয়য়া।
আনপত্যেন দুঃখেন রাজ্ঞোঽনাদরণেন[১] চ।। ৩৯

ধিগপ্রজাং স্ত্রিয়ং পাপাং পত্যুশ্চাগৃহসম্মতাম্।
সুপ্রজাভিঃ সপত্নীভির্দাসীমিব তিরস্কৃতাম্।। ৪০

দাসীনাং কো নু সন্তাপঃ স্বামিনঃ পরিচর্যয়া।
অভীক্ষ্ণং লব্ধমানানাং দাস্যা দাসীব দুর্ভগাঃ।। ৪১

এবং সন্দহ্যমানানাং সপত্ন্যাঃ পুত্রসম্পদা।
রাজ্ঞোঽসম্মতবৃত্তীনাং বিদ্বেষো বলবানভূৎ।। ৪২

বিদ্বেষনষ্টমতয়ঃ স্ত্রিয়ো দারুণচেতসঃ।
গরং দদুঃ কুমারায় দুর্মর্ষা[২] নৃপতিং প্রতি।। ৪৩

কৃতদ্যুতিরজানন্তী সপত্নীনামঘং মহৎ।
সুপ্ত এবেতি সঞ্চিন্ত্য নিরীক্ষ্য ব্যচরদ্ গৃহে।। ৪৪

শয়ানং সুচিরং বালমুপধার্য মনীষিণী।
পুত্রমানয় মে ভদ্রে ইতি ধাত্রীমচোদয়ৎ।। ৪৫

সা শয়ানমুপব্রজ্য[৩] দৃষ্ট্বা চোত্তারলোচনম্[৪]।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মভিস্ত্যক্তং হতাস্মীত্যপতদ্ভুবি।। ৪৬

সেইভাবেই বহুক্লেশে প্রাপ্ত পুত্রের প্রতিও রাজর্ষি চিত্রকেতুর স্নেহবন্ধন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল।। ৩৬ ।। মাতা কৃতদ্যুতিরও পুত্রের প্রতি মোহজনক স্নেহ দিন দিন বাড়তে লাগল। কিন্তু এদিকে তাঁর সপত্নীদের মনেও পুত্র কামনার ঈর্ষানল দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।। ৩৭ ।। শিশুপুত্রের লালনপরায়ণ হওয়াতে সম্রাট চিত্রকেতুর প্রেম শিশুর জন্মদাত্রী কৃতদ্যুতির প্রতি যেমন গভীরতর হতে লাগল অন্যান্য মহিষীদের প্রতি তদনুরূপ উপেক্ষা হতে লাগল।। ৩৮ ।। সন্তান না হওয়াতে একদিকে যেমন তাঁদের মনঃকষ্ট, অন্যদিকে রাজা চিত্রকেতুর অনাদর—ফলে তাঁরা খুবই কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁরা নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগলেন আর মনে মনে জ্বলতে লাগলেন।। ৩৯ ।।

তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—আরে বোন ! পুত্রহীনা স্ত্রী অত্যন্তই অভাগিনী। পুত্রবতী সপত্নী তাকে দাসীর মতো তিরস্কার করে। তাছাড়া নিজের স্বামীও তাকে পত্নীর মান্যতা দেয় না। পুত্রহীনা রমণী সত্যিই ধিক্কারের উপযুক্ত।। ৪০ ।। দাসীদের আর দুঃখ কিসের ? তারা তো নিজেদের স্বামীর সেবার দ্বারাই সর্বদা সম্মানলাভ করে। কিন্তু আমরা তো দাসীরও দাসীর মতো নিতান্ত হতভাগিনী।। ৪১ ।। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এইভাবে কৃতদ্যুতির পুত্রসম্পদ দর্শনে তাঁর সপত্নীগণ ঈর্ষানলে দগ্ধ হচ্ছিলেন আর স্বামীর থেকেও তাঁরা অবজ্ঞাই পাচ্ছিলেন। ফলে তাঁদের মনে কৃতদ্যুতির প্রতি তীব্র বিদ্বেষ জন্মাল।। ৪২ ।। প্রবল বিদ্বেষে সেই রমণীগণ বুদ্ধিভ্রষ্ট ও নির্দয়চিত্ত হয়ে পড়লেন। চিত্রকেতুর পুত্রস্নেহ তাঁদের সহ্য হল না। তাই অসহিষ্ণুতাবশত প্রাণনাশের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তাঁরা সেই রাজকুমারকে বিষপ্রদান করলেন।। ৪৩ ।। সপত্নীদের এই বিষপ্রদানরূপ পাপকার্য সম্বন্ধে কৃতদ্যুতির কোনো ধারণাই ছিল না। দূর থেকে দেখে তিনি মনে করলেন ছেলে ঘুমিয়েই আছে। অতএব ঘরের কাজে তিনি এদিক-ওদিক যাতায়াত করছিলেন।। ৪৪ ।। ছেলে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমচ্ছে দেখে বুদ্ধিমতী রানি ধাত্রীকে বললেন—'হে ভদ্রে ! ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এস'।। ৪৫ ।। বালক যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে গিয়ে ধাত্রী দেখল বালকের চোখের তারা দুটি উল্টে গেছে, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয় ও জীবাত্মার সম্বন্ধ শরীরে নেই অর্থাৎ বালক মরে গেছে। এই দেখে সে 'হায়,

[১]প্রা.পা.—রাজ্ঞশ্চানাদরেণ চ। [২]প্রা.পা.—বিদ্বেষাদ্রূপ.। [৩]প্রা.পা.—মুপা.। [৪]প্রা.পা.—ত্তানলো.।

তস্যাস্তদাহকর্ণ্য ভৃশাতুরং স্বরং
ঘ্নন্ত্যাঃ করাভ্যামুর উচ্চকৈরপি।
প্রবিশ্য রাজ্ঞী ত্বরয়াহত্মজান্তিকং
দদর্শ বালং সহসা মৃতং সুতম্॥ ৪৭

পপাত ভূমৌ পরিবৃদ্ধয়া শুচা
মুমোহ বিভ্রষ্টশিরোরুহাম্বরা॥ ৪৮

ততো নৃপান্তঃপুরবর্তিনো জনা
নরাশ্চ নার্যশ্চ নিশম্য রোদনম্।
আগত্য তুল্যব্যসনাঃসুদুঃখিতা-
স্তাশ্চ ব্যলীকং রুরুদুঃ কৃতাগসঃ॥ ৪৯

শ্রুত্বা মৃতং পুত্রমলক্ষিতান্তকং
বিনষ্টদৃষ্টিঃ প্রপতন্ স্খলন্ পথি।
স্নেহানুবন্ধৈধিতয়া শুচা ভৃশং
বিমূর্চ্ছিতোহনুপ্রকৃতির্দ্বিজৈর্বৃতঃ॥ ৫০

পপাত বালস্য স পাদমূলে
মৃতস্য বিস্রস্তশিরোরুহাম্বরঃ।
দীর্ঘং শ্বসন্ বাষ্পকলোপরোধতো
নিরুদ্ধকণ্ঠো ন শশাক ভাষিতুম্॥ ৫১

পতিং নিরীক্ষ্যোরুশুচার্পিতং তদা
মৃতং চ বালং সুতমেকসন্ততিম্।
জনস্য রাজ্ঞী প্রকৃতেশ্চ হৃদ্রুজং
সতী দধানা বিললাপ চিত্রধা॥ ৫২

স্তনদ্বয়ং কুঙ্কুমগন্ধমণ্ডিতং
নিষিঞ্চতী সাঞ্জনবাষ্পবিন্দুভিঃ।
বিকীর্য কেশান্ বিগলৎস্রজঃ সুতং
শুশোচ চিত্রং কুররীব সুস্বরম্॥ ৫৩

অহো বিধাতস্ত্বমতীব বালিশো
যস্ত্বাত্মসৃষ্ট্যপ্রতিরূপমীহসে।
পরেহনুজীবত্যপরস্য যা মৃতি-
র্বিপর্যয়শ্চেত্ত্বমসি ধ্রুবঃ পরঃ॥ ৫৪

ন হি ক্রমশ্চেদিহ মৃত্যুজন্মনোঃ
শরীরিণামস্তু তদাহত্মকর্মভিঃ।

হায়! আমি মরে গেলাম' বলে মাটিতে পড়ে গেল॥ ৪৬॥

ধাত্রী দুহাতে বুক চাপড়ে আর্তস্বরে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে মহারানি কৃতদ্যুতি দ্রুতবেগে ছেলের কাছে গিয়ে দেখেন যে শিশুটি অকস্মাৎ মারা গেছে ॥ ৪৭ ॥ গভীর শোকে মূর্ছিত হয়ে রানি ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর কেশপাশ বিস্রস্ত এবং বসন স্খলিত হয়ে পড়ল॥ ৪৮ ॥ উচ্চরোদনধ্বনি শুনে অন্তঃপুরবাসী নরনারীগণ দৌড়ে সেখানে এসে মহারানির অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে রোদন করতে লাগল এবং বিষপ্রদানে অপরাধিনী সপত্নীগণও গভীর দুঃখের ভান করে কপট রোদন করতে লাগলেন।

সম্রাট চিত্রকেতু যখন জানতে পারলেন যে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, তখন তীব্র স্নেহবশে শোকাবেগে তাঁরও দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি ধীরে ধীরে মন্ত্রী এবং ব্রাহ্মণদের সাথে পতিত ও স্খলিত হয়ে চলতে চলতে পুত্রের কাছে এসে মূর্ছিত হয়ে পুত্রের পাশে পড়ে গেলেন। তাঁর কেশ আলুলায়িত ও স্খলিত হয়ে গেল, দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল। অশ্রু বাষ্পে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থায় তিনি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন॥ ৫০-৫১ ॥ সাধ্বী রাজমহিষী কৃতদ্যুতি পতিকে তীব্র শোকে আকুল এবং একমাত্র বালক পুত্রকে মৃত অবস্থায় দেখে নানাভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর সেই দুঃখ দেখে উপস্থিত নরনারীগণ ও অমাত্যবর্গও অতিশয় শোকাকুল হয়ে পড়ল॥ ৫২ ॥ মহারানির চোখ দিয়ে এত অশ্রুবর্ষণ হতে লাগল যে তাঁর কুঙ্কুমচর্চিত স্তনদ্বয় অঞ্জনমিশ্রিত অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হতে থাকল। মাল্য বিগলিত কেশপাশ বিকীর্ণ করে কুররী পাখির মতো তিনি পুত্রের জন্য উচ্চৈঃস্বরে শোক করতে লাগলেন॥ ৫৩ ॥

বিলাপ করতে করতে তিনি বললেন—হে বিধাতঃ! তুমি নিশ্চয়ই অতিশয় মূর্খ, কারণ তুমি নিজ সৃষ্টির প্রতিকূল আচরণ করছ। বড়ই বিস্ময়ের কথা যে বৃদ্ধরা বেঁচে থাকে আর শিশুরা মরে যায়। আর যদি সত্যিই তোমার স্বভাবে এইরকম বৈপরীত্য থেকে থাকে তবে তুমি নিশ্চয়ই জীবের শত্রু॥ ৫৪ ॥ যদি সংসারে জীবের জন্ম-মৃত্যুর কোনো ক্রম স্থির না থাকে তবে প্রত্যেকের তার নিজ নিজ প্রারব্ধ অনুসারে জন্ম-মৃত্যু হতে থাকবে। তাহলে তোমার আর প্রয়োজন কী? তুমি পরিজনবর্গের মধ্যে স্নেহবন্ধন তো এইজন্যই ব্যবস্থা করেছ যাতে তোমার সৃষ্টি বর্ধিত হয়। সবই

যঃ স্নেহপাশো নিজসর্গবৃদ্ধয়ে
স্বয়ং কৃতস্তে তমিমং বিবৃশ্চসি॥ ৫৫

ত্বং তাত নার্হসি চ মাং কৃপণামনাথাং
ত্যক্তুং বিচক্ষ পিতরং তব শোকতপ্তম্।
অঞ্জস্তরেম ভবতাপ্রজদুস্তরং যদ্
ধ্বান্তং ন যাহ্যকরুণেন যমেন দূরম্॥ ৫৬

উত্তিষ্ঠ তাত ত ইমে শিশবো বয়স্যা-
স্ত্বামাহ্বয়ন্তি নৃপনন্দন সংবিহর্তুম্।
সুপ্তশ্চিরং হ্যশনয়া চ ভবান্ পরীতো
ভুঙ্‌ক্ষ্ব স্তনং পিব শুচো হর নঃ স্বকানাম্॥ ৫৭

নাহং তনূজ দদৃশে হতমঙ্গলা তে
মুগ্ধস্মিতং মুদিতবীক্ষণমাননাব্জম্।
কিং বা গতোঽস্যপুনরন্বয়মন্যলোকং[১]
নীতোঽঘৃণেন ন শৃণোমি কলা গিরস্তে॥ ৫৮

শ্রীশুক উবাচ

বিলপন্ত্যা মৃতং পুত্রমিতি চিত্রবিলাপনৈঃ।
চিত্রকেতুর্ভৃশং তপ্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ॥ ৫৯

তয়োর্বিলপতোঃ সর্বে দম্পত্যোস্তদনুব্রতাঃ।
রুরুদুঃ স্ম নরা নার্যঃ সর্বমাসীদচেতনম্॥ ৬০

এবং কশ্মলমাপন্নং নষ্টসংজ্ঞমনায়কম্।
জ্ঞাত্বাঙ্গিরা নাম মুনিরাজগাম সনারদঃ॥ ৬১

তো তুমি নিজের ইচ্ছায় ছিন্ন করছ॥ ৫৫ ॥ তারপর আবার নিজ মৃত পুত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন 'বৎস ! তোমার অভাবে আমি দীন ও অনাথা হয়ে গেছি। আমাকে ছেড়ে এরকমভাবে চলে যাওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না। একটুখানি চোখ খোলো, একবারটি তাকাও, তোমার বিরহে তোমার পিতা কী ভীষণ শোকসন্তপ্ত হয়ে রয়েছেন। হে বৎস ! নিঃসন্তান মানুষের পক্ষে যে ঘোর পুন্নাম নরক দুস্তরনীয়, সেই দুঃসহ নরক আমরা তোমার দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হব। আহা পুত্র ! তুমি যমরাজের সাথে দূরে চলে যেও না, সেটা বড়ই নিষ্ঠুরতা হবে॥ ৫৬ ॥

হে বৎস ! ওগো রাজকুমার ওঠো, দেখো, তোমার সঙ্গী-সাথীরা খেলা করবার জন্য তোমাকে ডাকছে। তুমি অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে আছ, তোমার নিশ্চয়ই ক্ষুধা পেয়েছে। ওঠো , কিছু খেয়ে নাও। আর কিছু না হোক, আমার বুকের দুধ তো খাও আর আত্মীয়স্বজনসহ আমাদের শোক দূর করো॥ ৫৭ ॥ হে পুত্র ! আজ আমি তোমার মুখপদ্মে মনোহর হাসি দেখতে পাচ্ছি না। আমি বড়ই ভাগ্যহীনা। হায়, হায়, আর তো তোমার সুমধুর আধো আধো কথা শুনতে পাচ্ছি না। সত্যিই কি নিষ্ঠুর যমরাজ তোমাকে পরলোকে নিয়ে গেছেন, যেখান থেকে কেউ আর ফিরে আসে না ? '॥ ৫৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! রাজা চিত্রকেতু যখন দেখলেন যে তাঁর মহিষী তাঁর মৃত পুত্রের জন্য এইরকমভাবে বিলাপ করছেন তখন তিনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হয়ে আর্তস্বরে রোদন করতে লাগলেন॥ ৫৯ ॥ রাজা-রানিকে এইভাবে বিলাপ করতে দেখে তাঁদের অনুগত সকল নরনারীই রোদন করতে লাগলেন। এইভাবে সমগ্র নগরী শোকাকুল হয়ে পড়ল॥ ৬০ ॥ হে রাজন্ ! মহর্ষি অঙ্গিরা ও দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে রাজা চিত্রকেতু পুত্রশোকে চৈতন্যহীন হয়ে গেছেন আর তাঁকে সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই, তখন তাঁরা দুজনে সেখানে এলেন॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুবিলাপো[২] নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুবিলাপ নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

[১]প্রা.পা.—ঽস্যপরমন্ব.। [২]প্রা.পা.—চিত্রকেতুচরিতে চতু.।

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহর্ষি অঙ্গিরা ও দেবর্ষি নারদ কর্তৃক চিত্রকেতুকে উপদেশ প্রদান

শ্রীশুক উবাচ

উচতুর্মৃতকোপান্তে পতিতং[১] মৃতকোপমম্।
শোকাভিভূতং রাজানং বোধয়ন্তৌ সদুক্তিভিঃ ॥ ১

কোঽয়ং স্যাৎ তব রাজেন্দ্র ভবান্ যমনুশোচতি।
ত্বং চাস্য কতমঃ সৃষ্টৌ পুরেদানীমতঃ পরম্ ॥ ২

যথা প্রয়ান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥ ৩

যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
এবং ভূতেষু ভূতানি চোদিতানীশমায়য়া ॥ ৪

বয়ং চ ত্বং চ যে চেমে তুল্যকালাশ্চরাচরাঃ।
জন্মমৃত্যোর্যথা পশ্চাৎ প্রাঙ্নৈবমধুনাপি ভোঃ ॥ ৫

ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ[২]।
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ ॥ ৬

দেহেন দেহিনো রাজন্ দেহাদ্দেহোঽভিজায়তে।
বীজাদেব যথা বীজং দেহ্যর্থ ইব শাশ্বতঃ ॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! রাজা চিত্রকেতু শোকাভিভূত হয়ে মৃতের মতো তাঁর পুত্রের পাশে পড়েছিলেন। তখন মহর্ষি অঙ্গিরা ও দেবর্ষি নারদ বিবিধ যুক্তিদ্বারা তাঁকে প্রবোধ দান করতে লাগলেন ॥ ১ ॥ তাঁরা বললেন—হে রাজেন্দ্র ! যার জন্য তুমি এরকম কাতর হয়ে শোক করছ সেই বালক এই জন্মেই বা তোমার কে এবং পূর্বজন্মেই বা তোমার কে ছিল ? তুমিই বা তার কে হও ? আবার পরজন্মেই বা তার সাথে তোমার কী সম্বন্ধ হবে ? ॥ ২ ॥ স্রোতের বেগে যেমনভাবে বালিকণাগুলি একের সঙ্গে অপরে মিলিত হয়ে আবার পৃথক হয়ে যায় সেইভাবেই জীবগণও কালের গতি অনুসারে সময়ের প্রবাহে একের সাথে অপরে মিলিত হয় আবার বিযুক্তও হয় ॥ ৩ ॥ হে রাজন্ ! যেমন কিছু কিছু বীজ থেকে নতুন বীজ উৎপন্ন হয় আবার কোনো বীজ থেকে কদাচিৎ নতুন বীজ উৎপন্ন হয় না, তেমনই পরমেশ্বরের মায়াশক্তির প্রভাবে পুত্রাদিরূপ ভূতসকল পিত্রাদি ভূতসকলে নিয়োজিত হতেও পারে কখনো বা নাও হতে পারে ॥ ৪ ॥ হে রাজন্ ! তুমি, আমি এবং আমাদের সাথে এই জগৎ সংসারের চরাচর বর্তমান প্রাণিসকল, যেমন জন্মের আগে ছিলাম না তেমনি মৃত্যুর পরেও থাকব না। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে বর্তমানেও তাদের অস্তিত্ব নেই। কারণ সত্য পদার্থ তো সদাসর্বদা এক-ই থাকে ॥ ৫ ॥ ভগবানই সমস্ত প্রাণিবর্গের অধিপতি। তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র জন্ম-মৃত্যুর বিকার নেই। তাঁর না আছে কোনো বিষয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আর না আছে কোনো অপেক্ষা। তিনি নিজেই নিজে লীলাবশে পরতন্ত্র প্রাণী সৃষ্টি করেন আর সেই প্রাণীর দ্বারা অন্য প্রাণীদের সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার সংহার করেন—যেমনভাবে বালক তার প্রয়োজন হেতু নয়—লীলাবিলাসে ঘর-বাড়ি, খেলনাবাটি তৈরি করে, সাজায় আবার ভেঙে ফেলে ॥ ৬ ॥ হে রাজন্ ! যেমন একটি বীজ থেকে আর একটি বীজ উৎপন্ন হয় সেইরকমই পিতার দেহ দিয়ে মায়ের শরীর থেকে পুত্র

---

[১]প্রা.পা.—আগতৌ তাবৃষী তদা। [২]প্রা.পা.—হন্তি চ।

দেহদেহিবিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা।
জাতিব্যক্তিবিভাগোঽয়ং যথা বস্তুনি কল্পিতঃ॥ ৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমাশ্বাসিতো রাজা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ[১]।
প্রমৃজ্য পাণিনা বক্ত্রমাধিম্লানমভাষত॥ ৯

রাজোবাচ

কৌ যুবাং জ্ঞানসম্পন্নৌ মহিষ্ঠৌ চ মহীয়সাম্।
অবধূতেন বেষেণ গূঢ়াবিহ সমাগতৌ॥ ১০

চরন্তি হ্যবনৌ কামং ব্রাহ্মণা ভগবৎপ্রিয়াঃ।
মাদৃশাং গ্রাম্যবুদ্ধীনাং বোধায়োন্মত্তলিঙ্গিনঃ॥ ১১

কুমারো নারদ ঋভুরঙ্গিরা দেবলোঽসিতঃ।
অপান্তরতমো ব্যাসো মার্কণ্ডেয়োঽথ গৌতমঃ॥ ১২

বসিষ্ঠো ভগবান্ রামঃ কপিলো বাদরায়ণিঃ।
দুর্বাসা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাতূকর্ণ্যস্তথাঽরুণিঃ॥ ১৩

রোমশশ্চ্যবনো দত্ত আসুরিঃ সপতঞ্জলিঃ।
ঋষির্বেদশিরা বোধ্যো[২] মুনিঃ পঞ্চশিরাস্তথা[৩]॥ ১৪

হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যঃ শ্রুতদেব ঋতধ্বজঃ।
এতে পরে চ সিদ্ধেশাশ্চরন্তি জ্ঞানহেতবঃ॥ ১৫

তস্মাদ্যুবাং গ্রাম্যপশোর্মম মূঢ়ধিয়ঃ প্রভূ।
অন্ধে তমসি মগ্নস্য জ্ঞানদীপ উদীর্যতাম্॥ ১৬

অঙ্গিরা উবাচ

অহং তে পুত্রকামস্য পুত্রদোঽস্ম্যঙ্গিরা নৃপ।
এষ ব্রহ্মসুতঃ সাক্ষান্নারদো ভগবানৃষিঃ॥ ১৭

উৎপন্ন হয়। পিতা, মাতা, পুত্র—এরা সব জীবরূপে দেহী এবং বাহ্যদৃষ্টিতে, ব্যবহারিক সত্তায় কেবল শরীর। এর মধ্যে দেহী জীব ঘট-পটাদি সৃষ্টি (নির্মাণ) কর্মে মাটির মতোই নিত্য, শাশ্বত॥ ৭ ॥ হে রাজন্! একই মৃত্তিকারূপ পদার্থের মধ্যে ঘটত্ব ইত্যাদি জাতি এবং ঘট বা পটের প্রভেদ কেবল কল্পনামাত্র, সেইরকম এই দেহ ও দেহীর প্রভেদও অবিদ্যা-কল্পিত মাত্র। (অনিত্য হওয়ার ফলে শরীর অসত্য এবং শরীর অসত্য হওয়ার ফলে তার ভিন্ন ভিন্ন অভিমানীও অসত্য। ত্রিকালাবাধিত সত্য তো একমাত্র পরমাত্মাই। সুতরাং শোক করা কোনোরকমেই উচিত নয়।)

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! অঙ্গিরা ঋষি ও নারদ মুনির উপদেশ বাক্যে রাজা চিত্রকেতুর প্রবোধ জন্মাল। কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে শোকমলিন মুখখানি নিজের হাত দিয়ে মুছে তাঁদের বললেন॥ ৯ ॥

রাজা চিত্রকেতু বললেন—হে মুনিবর ! আপনাদের অসীম জ্ঞানসম্পন্ন এবং মহীয়ানদের থেকেও মহত্তর বলে মনে হচ্ছে। আরও মনে হচ্ছে যে, অবধূতবেশে আত্মগোপন করে আপনারা এখানে এসেছেন। দয়া করে বলুন, আপনারা কে ? ॥ ১০ ॥ আমি জানি যে অনেকানেক ভগবৎপ্রিয় ব্রহ্মবেত্তাগণ আমার মতো বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের বোধোদয়ের জন্য উন্মত্তের মতো ছদ্মবেশ ধারণ করে স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে বিচরণ করে থাকেন॥ ১১ ॥ সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, অপান্তরতম (তমোগুণাতীত) ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বশিষ্ঠ, ভগবান পরশুরাম, কপিলদেব, শুকদেব, দুর্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুকর্ণ, আরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা, বৌধ্যমুনি, পঞ্চশিরা, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব ও ঋতুধ্বজ—এঁরা সকলে এবং অন্যান্য তপঃসিদ্ধ ঋষিমুনিগণ লোকের জ্ঞানবিস্তারের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করে থাকেন॥ ১২-১৫ ॥ আমি বিষয়াসক্ত এবং মূঢ়বুদ্ধি গ্রাম্য পশুর মতো নিতান্তই নির্বোধ, প্রগাঢ় মোহান্ধকারে ডুবে রয়েছি। আপনারা দুজনে আমার প্রভু, অর্থাৎ কর্তব্য পথের পরিচালক। অনুগ্রহ করে জ্ঞানের আলোকস্বরূপ দীপ জ্বেলে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন॥ ১৬ ॥

মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন—হে রাজন্! তুমি যখন পুত্রের

[১]প্রা.পা.—তুর্দ্বিজাতিভিঃ। [২]প্রা.পা.— বৌধ্যা। [৩]প্রা.পা.—শিখস্তথা।

ইত্থং ত্বাং পুত্রশোকেন মগ্নং তমসি দুস্তরে।
অতদর্হমনুস্মৃত্য মহাপুরুষগোচরম্॥ ১৮

অনুগ্রহায় ভবতঃ প্রাপ্তাবাবামিহ প্রভো।
ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসীদিতুমর্হতি॥ ১৯

তদৈব[১] তে পরং জ্ঞানং দদামি গৃহমাগতঃ।
জ্ঞাত্বান্যাভিনিবেশং[২] তে পুত্রমেব দদাবহম্॥ ২০

অধুনা পুত্রিণাং তাপো ভবতৈবানুভূয়তে।
এবং দারা গৃহা রায়ো[৩] বিবিধৈশ্বর্যসম্পদঃ॥ ২১

শব্দাদয়শ্চ বিষয়াশ্চলা রাজ্যবিভূতয়ঃ।
মহী[৪] রাজ্যং বলং কোশো ভৃত্যামাত্যাঃ সুহৃজ্জনাঃ॥ ২২

সর্বেঽপি শূরসেনেমে[৫] শোকমোহভয়ার্তিদাঃ।
গন্ধর্বনগরপ্রখ্যাঃ স্বপ্নমায়ামনোরথাঃ॥ ২৩

দৃশ্যমানা বিনার্থেন ন দৃশ্যন্তে মনোভবাঃ।
কর্মভির্ধ্যায়তো নানাকর্মাণি মনসোঽভবন্॥ ২৪

অয়ং হি দেহিনো দেহো দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ।
দেহিনো বিবিধক্লেশসন্তাপকৃদুদাহৃতঃ॥ ২৫

তস্মাৎ স্বস্থেন মনসা বিমৃশ্য গতিমাত্মনঃ।
দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিশ্রম্ভং ত্যজোপশমমাবিশ॥ ২৬

নারদ উবাচ

এতাং মন্ত্রোপনিষদং প্রতীচ্ছ প্রযতো মম।
যাং ধারয়ন্ সপ্তরাত্রাদ্ দ্রষ্টা সঙ্কর্ষণং প্রভুম্॥ ২৭

জন্য লালায়িত ছিলে তখন তোমাকে আমিই পুত্র দিয়েছিলাম। আমি অঙ্গিরা। তোমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ইনি স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র সর্বসমর্থ দেবর্ষি নারদ॥ ১৭ ॥ তোমাকে যখন পুত্রশোকে এরকম অপার শোকসাগরে মগ্ন দেখলাম তখন মনে মনে ভাবলাম যে তুমি ভগবদ্ভক্ত, তোমার পক্ষে এরকম শোকাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। তাই তোমাকে অনুগ্রহ করার জনাই আমরা দুজনে এখানে এসেছি। হে রাজন্! ব্রাহ্মণসেবী ও ভগবদ্ভক্ত মানুষের কোনো অবস্থাতেই শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়॥ ১৮-১৯ ॥

আগে যখন আমি তোমার কাছে এসেছিলাম তখনই আমি তোমাকে পরম জ্ঞান প্রদান করতাম ; কিন্তু দেখলাম যে তোমার মনে পুত্রকামনার তীব্র বাসনা রয়েছে, তাই তখন তোমাকে জ্ঞান উপদেশ না দিয়ে পুত্রেরই ব্যবস্থা করেছিলাম॥ ২০ ॥ এখন তুমি নিজেই বুঝতে পারছ যে পুত্রবান হওয়ার দুঃখ কত। কলত্র, গৃহ, ঐশ্বর্য, সম্পদ, শব্দ-রূপ-রসাদি বিষয়, রাজ্যবৈভব, পৃথিবী, রাজ্য, সৈন্যসামন্ত, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য, আত্মীয়স্বজন, ইষ্ট-মিত্র—সকলের ক্ষেত্রেই এই দুঃখপ্রাপ্তি চরম সত্য, কারণ এ সবই অনিত্য॥ ২১-২২ ॥হে শূরসেন! সুতরাং এরা সবাই শোক, মোহ, ভয় আর দুঃখের কারণ, মনকে চঞ্চল করে, সর্বথা কল্পিত ও মিথ্যা ; কারণ এ সব বাস্তবিক না হওয়া সত্ত্বেও অস্তিত্বসম্পন্ন মনে হয়। এইজন্যই এরা একবার দেখা যায় আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়। এরা সব গন্ধর্বনগর, স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল বা নিজের কল্পনা দ্বারা অনুভূত বস্তুর মতো সর্বতোভাবেই অসত্য। যে মানুষ কর্ম বাসনা দ্বারা প্রেরিত হয়ে বিষয়চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাদের মনই নানারকম কর্মের সৃষ্টি করে॥ ২৩-২৪ ॥ জীবাত্মার এই পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের সংঘাতজনিত দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক দেহ, জীবকে বিবিধ প্রকার ক্লেশ ও সন্তাপ প্রদান করে থাকে॥ ২৫ ॥ সুতরাং তুমি নিজের মনের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ রোধ করে তাকে শান্ত করো, স্বস্থ করো এবং আবার সেই মনেরই দ্বারা নিজের আত্মস্বরূপ চিন্তন করো এবং দ্বৈতভ্রমে নিত্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করে পরম শান্তিস্বরূপ পরমাত্মাতে স্থিত হয়ে যাও॥ ২৬ ॥

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্! তুমি একাগ্র চিত্তে

[১]প্রা.পা.—তত্রৈব। [২]প্রা.পা.—জ্ঞাত্বাত্মাভি.। [৩]প্রা.পা.—রামা। [৪]প্রা.পা.—রাজ্যং মহী বলং। [৫]প্রা.পা.—সুখদা নেমে।

যৎ পাদমূলমুপসৃত্য নরেন্দ্র পূর্বে
শর্বাদয়ো ভ্রমমিমং দ্বিতয়ং বিসৃজ্য।
সদ্যস্তদীয়মতুলানধিকং মহিত্বং
প্রাপুর্ভবানপি পরং ন চিরাদুপৈতি।। ২৮

আমার কাছ থেকে এই মন্ত্রোপনিষদ্ গ্রহণ করো। এই মন্ত্র ধারণ করলে সাত রাত্রির মধ্যে তুমি ভগবান সংকর্ষণের দর্শন লাভ করবে।। ২৭ ।। হে নরেন্দ্র ! পুরাকালে ভগবান শংকর প্রমুখ দেবতাগণ শ্রীসংকর্ষণদেবেরই পাদপদ্মের আশ্রয় করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা দ্বৈতভ্রম পরিত্যাগ করেন এবং শ্রীভগবানের সেই অতুলনীয় নিরতিশয় মহিমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যার চেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ আর কোনো মহিমাই নেই, এমনকি তার সমানও কিছু নেই। তুমিও অতীব শীঘ্রই ভগবানের সেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে যাবে।। ২৮ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুসান্ত্বনং [১] নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৫ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুশান্তনা নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৫ ।।

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

চিত্রকেতুর বৈরাগ্য ও সংকর্ষণদেবের দর্শন

শ্রীশুক উবাচ

অথ দেবঋষী রাজন্ সম্পরেতং নৃপাত্মজম্।
দর্শয়িত্বেতি হোবাচ জ্ঞাতীনামনুশোচতাম্।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ শোকাকুল স্বজনদের সাক্ষাতে মৃত রাজপুত্রের জীবাত্মাকে যোগবলে প্রত্যক্ষ করিয়ে বললেন।। ১ ।।

নারদ উবাচ

জীবাত্মন্ পশ্য ভদ্রং তে মাতরং পিতরং চ তে।
সুহৃদো বান্ধবাস্তপ্তাঃ শুচা ত্বৎ কৃতয়া ভৃশম্।। ২
কলেবরং স্বমাবিশ্য শেষমায়ুঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ পিতৃপ্রত্তানধিতিষ্ঠ নৃপাসনম্।। ৩

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে জীবাত্মন্ ! তোমার মঙ্গল হোক। দেখো ! তোমার পিতামাতা, সুহৃৎ বন্ধুবান্ধবেরা তোমার বিয়োগজনিত শোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত রয়েছেন।। ২ ।। সুতরাং তোমার যেটুকু পরমায়ু অবশিষ্ট রয়েছে সেইটুকু সময়ের জন্য তুমি তোমার মরদেহে প্রবিষ্ট হও এবং বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হয়ে পিতৃদত্ত নানাবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করো এবং রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও।। ৩ ।।

জীব উবাচ

কস্মিঞ্জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্।
কর্মভির্ভ্রাম্যমাণস্য দেবতির্যঙ্‌নৃযোনিষু।। ৪

(মৃতপুত্রের) জীবাত্মা বলল—হে দেবর্ষি ! আমি নিজ প্রাক্তন কর্মানুসারে দেবতা, মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি যোনিতে কত না জন্ম পরিভ্রমণে রত রয়েছি। তার মধ্যে এঁরা আমার কোন জন্মের পিতামাতা ? ।। ৪ ।। বিভিন্ন

[১]প্রা.পা.— শোকাপনোদো।

বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থমিত্রোদাসীনবিদ্বিষঃ।
সর্ব এব হি সর্বেষাং ভবন্তি ক্রমশো মিথঃ॥ ৫

যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ।
পর্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবো যোনিষু কর্তৃষু॥ ৬

নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু।
যাবদ্যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি॥ ৭

এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ।
যাবদ্যত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ[১]॥ ৮

এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্বাশ্রয়ঃ স্বদৃক্[২]।
আত্মমায়াগুণৈর্বিশ্বমাত্মানং সৃজতি প্রভুঃ॥ ৯

ন হ্যস্যাতিপ্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
একঃ সর্বধিয়াং দ্রষ্টা কর্তৃণাং গুণদোষয়োঃ॥ ১০

নাদত্ত আত্মা হি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফলম্।
উদাসীনবদাসীনঃ[৩] পরাবরদৃগীশ্বরঃ॥ ১১

শ্রীশুক[৪]উবাচ

ইত্যুদীর্য গতো জীবো জ্ঞাতয়স্তস্য তে তদা।
বিস্মিতা মুমুচুঃ শোকং ছিত্ত্বাত্মস্নেহশৃঙ্খলাম্॥ ১২

নির্হৃত্য জ্ঞাতয়ো জ্ঞাতের্দেহং[৫] কৃত্বোচিতাঃ ক্রিয়াঃ।
তত্যজুর্দুস্ত্যজং স্নেহং শোকমোহভয়ার্তিদম্॥ ১৩

বালঘ্ন্যো ব্রীড়িতাস্তত্র বালহত্যাহতপ্রভাঃ।
বালহত্যাব্রতং চেরুর্ব্রাহ্মণৈর্যন্নিরূপিতম্।
যমুনায়াং মহারাজ স্মরন্ত্যো দ্বিজভাষিতম্॥ ১৪

জন্মানুসারে বিভিন্ন লোকজন বন্ধু, ভাই, জ্ঞাতি, শত্রু-মিত্র, মধ্যস্থ, উদাসীন এবং বিদ্বেষ্টা হয়ে থাকেন॥ ৫ ॥ সুবর্ণাদি পণ্যবস্তু সকল যেমন ক্রেতা-বিক্রেতা ব্যবহারকারী মানুষদের মধ্যে একের হাত থেকে অন্যের হাতে হস্তান্তরিত হয়, সেইরকমই জীবও নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে থাকে॥ ৬ ॥ এইদিক থেকে দেখলে বোঝা যায় যে মনুষ্যজীবনের থেকে অধিককাল স্থায়ী সুবর্ণাদি পদার্থের সম্বন্ধও মানুষের সঙ্গে সবদিন থাকে না। সাময়িকভাবেই হয়ে থাকে ; আর যার সঙ্গে যতদিন সম্বন্ধ থাকে, ততদিনই তার সেই বস্তুর প্রতি মমত্ববন্ধন থাকে॥ ৭ ॥ পিতামাতার সঙ্গে এরূপে সম্বন্ধযুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে জীব নিত্য এবং অভিমানশূন্য। মাতৃগর্ভের বাইরে এসে যেই শরীরকে আশ্রয় করে যতদিন থাকে, ততদিনই তার সেই দেহের প্রতি সম্বন্ধবুদ্ধিজনিত মমত্ববুদ্ধি থাকে॥ ৮ ॥ এই জীব নিত্য, অবিনাশী, সূক্ষ্ম (জন্মাদিরহিত), সকলের আশ্রয়দাতা এবং স্বয়ংপ্রকাশ। জীবের মধ্যে স্বরূপত জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কিছুই নেই। তবুও ঈশ্বরস্বরূপ হওয়াতে স্বীয় ত্রিগুণাত্মক মায়া দ্বারা নিজেকেই বিশ্বরূপে প্রকাশ করেন॥ ৯ ॥ জীবের প্রিয় বা অপ্রিয়, আত্মীয় বা পর কেউ নেই। কারণ শত্রুমিত্রের গুণ দোষ (হিত-অহিত) বোঝার মতো ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তির ইনি একলাই সাক্ষীস্বরূপ ; আসলে তিনি এক ও অদ্বিতীয়॥ ১০ ॥ এই আত্মা কার্যকারণের সাক্ষী ও স্বাধীন। সেইজন্য এই শরীর ইত্যাদির দোষ-গুণ অথবা কর্মফল তিনি গ্রহণ করেন না, সর্বদা নিরপেক্ষ উদাসীনের মতো অবস্থান করেন॥ ১১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—সেই জীবাত্মা এইরকম বলে প্রস্থান করল। তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন তার এই সব উক্তি শুনে বিস্ময়ান্বিত চিত্তে নিজেদের স্নেহবন্ধন ছেদন করে শোক পরিত্যাগ করলেন॥ ১২ ॥ তারপর জ্ঞাতিগণ সেই বালকের দেহ যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে তৎকালোচিত সৎকারাদি শেষ করে শোক, মোহ, ভয় ও দুঃখের কারণরূপ দুস্ত্যজ স্নেহ পরিত্যাগ করলেন॥ ১৩ ॥ হে রাজন্ ! সেই সময়ে শিশুপুত্রকে বিষপ্রদানকারী সেই সপত্নীগণ বালকের হত্যানিবন্ধনে অত্যন্ত হতপ্রভ ও লজ্জিতা হয়ে মুখ তুলে তাকাতেও পারছিলেন না। তাঁরা অঙ্গিরা ঋষির উপদেশ

[১]প্রা.পা.—তু। [২]প্রা.পা.—সুকৃৎ। [৩]প্রা.পা.—ইবাসীনঃ। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠটি নেই। [৫]প্রা.পা.—জন্তোর্দে.

স ইত্থং প্রতিবুদ্ধাত্মা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ।
গৃহান্ধকূপান্নিষ্ক্রান্তঃ সরঃপঙ্কাদিব দ্বিপঃ॥ ১৫

কালিন্দ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা কৃতপুণ্যজলক্রিয়ঃ।
মৌনেন সংযতপ্রাণো ব্রহ্মপুত্রাববন্দত॥ ১৬

অথ তস্মৈ প্রপন্নায় ভক্তায় প্রযতাত্মনে।
ভগবন্নারদঃ প্রীতো বিদ্যামেতামুবাচ হ॥ ১৭

ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥ ১৮

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে॥ ১৯

আত্মানন্দানুভূত্যৈব ন্যস্তশক্ত্যূর্ময়ে নমঃ।
হৃষীকেশায় মহতে নমস্তে বিশ্বমূর্তয়ে॥ ২০

বচস্যুপরতেঽপ্রাপ্য য একো মনসা সহ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ॥ ২১

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে।
মৃণ্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ২২

যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ।
অন্তর্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্॥ ২৩

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্মসু।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং
স্থানেষু তদ্ দ্রষ্ট্রপদেশমেতি॥ ২৪

স্মরণ করে (নির্মৎসর হও), ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে যমুনার তীরে গিয়ে শিশুহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন॥ ১৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ! অঙ্গিরা ও নারদের উপদেশে জ্ঞানলাভ করে, রাজা চিত্রকেতু—হাতি যেমন সরোবরের কর্দম থেকে বের হয়ে আসে, সেইভাবে অন্ধকূপতুল্য ঘর সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন॥ ১৫ ॥ তিনি যমুনার জলে যথাবিধি স্নান ও পবিত্র তর্পণাদি সমাপন করে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে মৌনব্রত ধারণ করে দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি অঙ্গিরার চরণ বন্দনা করলেন॥ ১৬ ॥ ভক্ত জিতেন্দ্রিয় রাজা চিত্রকেতু ওইভাবে শরণাগত হওয়াতে প্রীত হয়ে দেবর্ষি নারদ রাজা চিত্রকেতুকে মন্ত্রোপদেশ দান করলেন॥ ১৭ ॥

(দেবর্ষি নারদ যে উপদেশ দিয়েছিলেন)—'হে ওঁঙ্কার-স্বরূপ ভগবান! তুমি বাসুদেব প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সংকর্ষণরূপে ক্রমশ চিত্ত, বুদ্ধি, মন ও অহংকারের অধিষ্ঠাতা। তোমার এই চতুর্ব্যূহরূপকে আমি বারংবার নমস্কার ও ধ্যান করি॥ ১৮ ॥ তুমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ। তুমি পরমানন্দ মূর্তি। তুমি তোমার আত্মানন্দভোগেই ব্যাপৃত ও শান্ত। দ্বৈতবুদ্ধি তোমাকে স্পর্শও করতে পারে না। আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ১৯ ॥ আত্মস্বরূপ আনন্দ সাক্ষাৎকার নিবন্ধনেই তুমি মায়াজনিত রাগদ্বেষাদি দোষকে দূরীভূত করে রেখেছ। আমি তোমায় নমস্কার করি। তুমিই সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি, পরম মহান ও বিরাটস্বরূপ। আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ২০ ॥ মন ও বাণী তোমার কাছে পৌঁছাতে না পেরে মাঝপথ থেকে ফিরে এসে বিরত হলে যিনি একাকী উপাসকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন সেই নামরূপহীন, চেতনস্বরূপ, কার্যকারণরূপ সকল বিশ্বের কারণ, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবান আমাদের রক্ষা করুন॥ ২১ ॥ এই কার্যকারণরূপ জগৎ যাঁর থেকে উৎপন্ন, যাঁর মধ্যে স্থিত এবং যাঁর মধ্যে লীন হয়, মৃণ্ময় পাত্রাদিতে মৃত্তিকা পদার্থের সংশ্লিষ্ট থাকার মতো যিনি বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন—সেই পরব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে আমি নমস্কার করি॥ ২২ ॥ আকাশের মতো অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত থাকলেও মন, বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বীয় জ্ঞানশক্তি দ্বারা যাঁকে জানতে পারে না এবং প্রাণ তথা কর্মেন্দ্রিয় সকল স্বীয় ক্রিয়ারূপ শক্তিদ্বারা যাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না, সেই তোমাকে আমি নমস্কার করি॥ ২৩ ॥ দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি জাগ্রৎ তথা স্বপ্ন

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সকলসাত্বতপরিবৃঢ়নিকরকরকমলকুড্মলোপলালিতচরণারবিন্দযুগল[1] পরমপরমেষ্ঠিন্নমস্তে॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক[2]উবাচ

ভক্তায়ৈতাং প্রপন্নায় বিদ্যামাদিশ্য নারদঃ।
যযাবঙ্গিরসা সাকং ধাম স্বায়ম্ভুবং প্রভো॥ ২৬

চিত্রকেতুস্তু বিদ্যাং[3] তাং যথা নারদভাষিতাম্।
ধারয়ামাস সপ্তাহমব্ভক্ষঃ সুসমাহিতঃ॥ ২৭

ততশ্চ[4] সপ্তরাত্রান্তে বিদ্যয়া ধার্যমাণয়া।
বিদ্যাধরাধিপত্যং স লেভেঽপ্রতিহতং নৃপঃ॥ ২৮

ততঃ কতিপয়াহোভির্বিদ্যয়েদ্ধমনোগতিঃ।
জগাম দেবদেবস্য শেষস্য চরণান্তিকম্॥ ২৯

মৃণালগৌরং শিতিবাসসং স্ফুরত্-
কিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণম্।
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনং বৃতং
দদর্শ সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলৈঃ প্রভুম্॥ ৩০

তদ্দর্শনধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ
স্বচ্ছামলান্তঃকরণোঽভ্যয়ান্মুনিঃ[5]।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা প্রণয়াশ্রুলোচনঃ
প্রহৃষ্টরোমানমদাদিপুরুষম্॥ ৩১

স উত্তমশ্লোকপদাব্জবিষ্টরং
প্রেমাশ্রুলেশৈরুপমেহয়ন্মুহুঃ[6]।
প্রেমোপরুদ্ধাখিলবর্ণনির্গমো
নৈবাশকত্তং প্রসমীড়িতুং চিরম্॥ ৩২

অবস্থায় তোমার চৈতন্য অংশে যুক্ত হয়েই নিজ নিজ কর্ম করে থাকে এবং সুষুপ্তি ও মূর্ছাবস্থায় তোমার চৈতন্য শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত না হতে পারার ফলে, ঠিক যেমনভাবে লোহা অগ্নিতে তপ্ত হলেই দাহিকা শক্তি লাভ করে নতুবা পারে না, সেইভাবে নিজ নিজ কার্য করতে সমর্থ হয় না। যাঁকে 'দ্রষ্টা' নামে অভিহিত করা হয়, তাও তোমারই আর এক নাম ; জাগ্রদাদি অবস্থায় তুমি সেই নাম গ্রহণ করো, প্রকৃতপক্ষে তোমার থেকে তার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই॥ ২৪ ॥ ওঁকারস্বরূপ মহাপ্রভাবশালী, মহাবিভূতিপতি ভগবান মহাপুরুষকে নমস্কার। সকল ভক্তশ্রেষ্ঠগণের হস্তরূপ পদ্মমুকুলদ্বারা তোমার শ্রীচরণারবিন্দযুগল সেবিত হয়, তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি'॥ ২৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! দেবর্ষি নারদ শরণাগত ভক্ত চিত্রকেতুকে এইরকম মন্ত্র উপদেশ করে মহর্ষি অঙ্গিরার সাথে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন॥ ২৬ ॥ রাজা চিত্রকেতুও দেবর্ষির নির্দেশানুযায়ী সাতদিন ধরে শুধুমাত্র জলপান করে অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে দেবর্ষির দ্বারা উপদিষ্ট সেই বিদ্যা যথাযথরূপে ধারণ করলেন॥ ২৭ ॥ হে রাজন্ ! তদনন্তর সপ্তরাত্রের অবসানে ধার্যমান সেই বিদ্যার প্রভাবে চিত্রকেতু অপ্রতিহতভাবে বিদ্যাধরাধিপত্যরূপ ফল লাভ করলেন॥ ২৮ ॥ তারপর কিছুদিনের মধ্যে তিনি সেই মন্ত্রপ্রভাবে আরও উদ্দীপ্ত হয়ে মঙ্গলময় গতি লাভ করে দেবাদিদেব সংকর্ষণের চরণসমীপে উপস্থিত হলেন॥ ২৯ ॥ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন ভগবান সংকর্ষণ প্রভু সিদ্ধেশ্বরসমূহে পরিবৃত হয়ে রয়েছেন। তাঁর দেহকান্তি মৃণালের মতো শুভ্র, পরিধানে নীলাম্বর, যথাস্থানে কিরীট, কেয়ূর কটিসূত্র ও কঙ্কণাদি অলংকার সন্নিবেশিত হয়ে শোভা বিস্তার করছে। তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও চক্ষু অরুণবর্ণ॥ ৩০ ॥ সংকর্ষণদেবের দর্শনমাত্রেই রাজর্ষি চিত্রকেতুর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে গেল। তাঁর অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল হল, আর ভক্তিভাবের আধিক্যহেতু লোচনদ্বয় অশ্রু কনায় আকুল ও সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি তখন সেই আদিপুরুষের শরণাগত হয়ে তাঁকে অতিশয় ভক্তিসহকারে প্রণাম করলেন॥ ৩১ ॥ রাজার নয়নদুটি

[1]প্রা.পা.—মুকুলো। [2]প্রা.পা.—প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠটি নেই। [3]প্রা.পা.—তাং বিদ্যাং পঠন্ নার.। [4]প্রা.পা.—ততঃ স। [5]প্রা.পা.—মুহুঃ। [6]প্রা.পা.— সেবয়.।

ততঃ সমাধায় মনো মনীষয়া
বভাষ এতৎ প্রতিলব্ধবাগসৌ।
নিয়ম্য সর্বেন্দ্রিয়বাহ্যবর্তনং
জগদ্‌গুরুং সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্॥ ৩৩

চিত্রকেতুরুবাচ

অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ
সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতা-
মকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ॥ ৩৪
তব বিভবঃ খলু ভগবন্
জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি[১]।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশা-
স্তত্র মৃষা স্পর্ধন্তে পৃথগভিমত্যা॥ ৩৫
পরমাণুপরমমহতো-
স্ত্বমাদ্যন্তান্তরবর্তী ত্রয়বিধুরঃ।
আদাবন্তেঽপি চ সত্ত্বানাং
যদ্ ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি॥ ৩৬
ক্ষিত্যাদিভিরেষ কিলাবৃতঃ
সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরাণ্ডকোশঃ।
যত্র পতত্যণুকল্পঃ
সহাণ্ডকোটিকোটিভিস্তদনন্তঃ॥ ৩৭
বিষয়তৃষো নরপশবো
য উপাসতে বিভূতীর্ন পরং ত্বাম্।
তেষামাশিষ ঈশ
তদনু বিনশ্যন্তি যথা রাজকুলম্॥ ৩৮
কামধিয়স্ত্বয়ি রচিতা
ন পরম রোহন্তি যথা করম্ভবীজানি।
জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে
গুণগণতোঽস্য দ্বন্দ্বজালানি॥ ৩৯

থেকে অবিরলধারায় প্রেমাশ্রুবিন্দু নির্গত হয়ে সংকর্ষণদেবের পাদপদ্ম যে আসনে ন্যস্ত ছিল সেই আসনটিকে অভিষিক্ত করে দিচ্ছিল। প্রেমের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁর বর্ণোচ্চারণশক্তি রুদ্ধ হয়ে পড়ল, তিনি আর বেশিক্ষণ শেষভগবানের কোনো স্তুতি করতে পারলেন না॥ ৩২ ॥ কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বাক্‌শক্তি লাভ করলেন। বিবেক-বুদ্ধিদ্বারা মনকে সমাহিত করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্য বিষয় থেকে নিরোধ করে ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহসম্পন্ন জগদ্‌গুরু সংকর্ষণদেবকে তিনি নিম্নলিখিত প্রকারে স্তুতি করলেন॥ ৩৩ ॥

চিত্রকেতু বললেন—হে অজিত! (যদিও আপনি অন্যের দ্বারা জিত নহেন, তথাপি) সংযতচিত্ত ও সমবুদ্ধি ভক্তগণ আপনাকে জয় করে তাঁদের অধীন করেছেন। আপনিও আপনার সৌন্দর্য, মাধুর্য, কারুণ্য প্রভৃতি গুণসমূহের দ্বারা তাঁদের বশীভূত করে ফেলেছেন। আহা! আপনি ধন্য! কারণ যে ভক্ত নিষ্কামভাবে আপনার ভজনা করে, করুণা-পরবশ হয়ে সেই ভজনাকারীদের কাছে আপনি নিজের আত্মা পর্যন্ত দান করে থাকেন॥ ৩৪ ॥ ভগবান! জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আপনার লীলাবিলাসমাত্র। বিশ্বনির্মাতা ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার অংশেরও অংশ। তবুও আমরাই পৃথক পৃথক ঈশ্বর—এই অভিমানে তাঁরা বৃথা গর্ব বহন করেন॥ ৩৫ ॥ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু থেকে আরম্ভ করে বৃহদতিবৃহৎ মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত সব কিছুর আদি, অন্ত আর মধ্যে আপনিই, সুতরাং আপনি স্বয়ং আদি অন্ত ও মধ্যের অতীত। কারণ যে কোনো পদার্থের আদি ও অন্তে যে বস্তু থাকে, মধ্যেও সেই বস্তুই থাকে॥ ৩৬ ॥ এই ব্রহ্মাণ্ডকোষ পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক ক্ষিতি প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ দ্বারা আবৃত বটে, কিন্তু এইরকম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডসহ এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার কাছে পরমাণুর মতো হয়ে পরিভ্রমণ করে, তাতেও আপনার সীমা পাওয়া যায় না, অতএব আপনি অনন্ত॥ ৩৭ ॥ যারা বিষয়েতেই আসক্ত তারা নরাকার পশু। তাঁর বিষয়প্রাপ্তির জন্য আপনার বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করে কিন্তু আপনার পূজা করে না। হে প্রভু! রাজকুল বিনষ্ট হলে যেমন তার সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রিত সেবকগণের জীবিকার সাধন নষ্ট হয়ে যায়, তেমনই সেইসব ক্ষুদ্র উপাস্য দেবতাদের বিনাশের সাথে

[১]প্রা.পা.—লয়াবনাদীনি।

জিতমজিত তদা ভবতা
যদাহহ ভাগবতং ধর্মমনবদ্যম্।
নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয়
আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায়॥ ৪০

বিষমমতির্ন যত্র নৃণাং
ত্বমহমিতি মম তবেতি চ যদন্যত্র।
বিষমধিয়া রচিতো যঃ
স হ্যবিশুদ্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুরধর্মবহুলঃ॥ ৪১

কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ
কিয়ানর্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্মেণ।
স্বদ্রোহাৎ তব কোপঃ
পরসম্পীড়য়া চ তথাধর্মঃ॥ ৪২

ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা
যয়া হ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্মঃ।
স্থিরচরসত্ত্বকদম্বেষ্ব-
পৃথগ্ধিয়ো যমুপাসতে ত্বার্যাঃ॥ ৪৩

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং
ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ[১]।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ
পুল্কসকোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥ ৪৪

অথ ভগবন্ বয়মধুনা
ত্বদবলোকপরিমৃষ্টাশয়মলাঃ।
সুরঋষিণা যদুদিতং
তাবকেন[২] কথমন্যথা ভবতি॥ ৪৫

বিদিতমনন্ত সমস্তং
তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ
কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ॥ ৪৬

সাথে তৎপ্রদত্ত বিষয়ভোগও নষ্ট হয়ে যায়॥ ৩৮ ॥ হে পরমেশ্বর ! আপনি জ্ঞানস্বরূপ ও নির্গুণ। যেমন ভৃষ্ট বীজ থেকে অঙ্কুর হয় না, তেমনই আপনার প্রতি সকাম উপাসনাও অন্যান্য কর্মের মতো জন্মমৃত্যুরূপ ফল উৎপাদন করে না। সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ যা জীব ভোগ করে এইসব সত্ত্বাদি গুণসমূহের থেকেই হয়, নির্গুণ থেকে হয় না॥ ৩৯ ॥ হে অজিত! আপনি যখন বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম উপদেশ করেছেন, তখনই আপনি সর্বোৎকর্ষে অবস্থিত হয়েছেন। কারণ মুনিগণ অকিঞ্চন (সংগ্রহ-পরিগ্রহ ইচ্ছাশূন্য) তথা আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত সনকাদি পরমর্ষিগণও পরম সাধ্য ও মোক্ষ লাভের জন্য সেই ভাগবতধর্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন॥ ৪০ ॥ এই ভাগবতধর্ম এতই বিশুদ্ধ যে সকাম ধর্মে মানুষের যে ভেদবুদ্ধি যেমন 'তুমি-আমি, তোমার-আমার' থাকে, এই ধর্মে মানুষের তা থাকে না। ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে ধর্মের অনুষ্ঠান করে তার মূলেই তো ভেদবুদ্ধির বীজ রোপিত হয়েছে, তাই সেই ধর্ম অশুদ্ধ, ক্ষণভঙ্গুর ও অধর্মবহুল॥ ৪১ ॥ সকাম ধর্ম নিজের তথা অপরেরও অনিষ্ট করে, তার দ্বারা নিজের বা অপরের কারোরই প্রয়োজন বা মঙ্গল সিদ্ধ হয় না। উপরন্তু সকাম ধর্মের অনুষ্ঠানে অন্তরে কষ্ট হয়, মানুষ ক্রুদ্ধ হয় ও অপরকে দুঃখ দেয়, ফলে সেটি আর ধর্মরূপে থাকে না, অধর্মেই পর্যবসিত হয়॥ ৪২ ॥ হে ভগবান ! আপনি যে দৃষ্টিতে ভাগবতধর্ম উপদেশ করেছেন সেই ধর্মের পালনে কখনোই পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হতে হয় না। এর জন্যই সব সাধু মহাত্মাগণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীসমূহের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সেই ধর্মের পালন করে থাকেন॥ ৪৩ ॥ হে প্রভু ! আপনার দর্শনমাত্রই যে মানুষের সব পাপ ক্ষয় হয়ে যায় এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় ; কারণ আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করলেই নীচযোনি চণ্ডালও সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ৪৪ ॥ হে প্রভু ! এক্ষণে আপনার দর্শনমাত্রই আমার অন্তঃকরণের সমস্ত মালিন্য দূরীভূত হয়েছে—এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কারণ আপনার অনন্যভক্ত দেবর্ষি নারদ যে সব কথা বলেছেন তা তো আর মিথ্যা হতে পারে না॥ ৪৫ ॥ হে অনন্ত ! আপনি বিশ্বাত্মা এবং সর্বান্তর্যামী। তাই এই সংসারে মানুষ যা কিছু আচরণ করে সে সব কিছুই আপনার বিদিত। অতএব খদ্যোত (জোনাকি পোকা) যেমন

[১]প্রা.পা.—ত্বদ্দর্শিনান্। [২]প্রা.পা.—তৎকেন।

নমস্তুভ্যং ভগবতে
সকলজগৎস্থিতিলয়োদয়েশায়।
দুরবসিতাত্মগতয়ে
কুযোগিনাং ভিদা পরমহংসায়॥ ৪৭ ॥

যং বৈ শ্বসন্তমনু বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি
যং চেকিতানমনু চিত্তয় উচ্চকন্তি।
ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি যস্য মূর্ধ্নি
তস্মৈ নমো ভগবতেঽস্তু সহস্রমূর্ধ্নে॥ ৪৮

শ্রীশুক উবাচ

সংস্তুতো ভগবানেবমনন্তস্তমভাষত।
বিদ্যাধরপতিং প্রীতশ্চিত্রকেতুং কুরূদ্বহ॥ ৪৯

শ্রীভগবানুবাচ

যন্নারদাঙ্গিরোভ্যাং তে ব্যাহৃতং মেঽনুশাসনম্।
সংসিদ্ধোঽসি তয়া রাজন্ বিদ্যয়া দর্শনাচ্চ মে॥ ৫০

অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ॥ ৫১

লোকে বিততমাত্মানং লোকং চাত্মনি সন্ততম্।
উভয়ং চ ময়া ব্যাপ্তং ময়ি চৈবোভয়ং কৃতম্॥ ৫২

যথা সুষুপ্তঃ[১] পুরুষো বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি।
আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন উত্থিতঃ॥ ৫৩

এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ।
মায়ামাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্‌দ্রষ্টারং পরং[২] স্মরেৎ॥ ৫৪

যেন প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ স্বাপং বেদাত্মনস্তদা।
সুখং চ নির্গুণং ব্রহ্ম তমাত্মানমবেহি মাম্॥ ৫৫

দিবাকরের কাছে কিছুই প্রকাশ করতে পারে না, সেইরকমই জগৎপূজ্য আপনার কাছে আমি আর কী নিবেদন করব ॥ ৪৬ ॥ হে ভগবান ! আপনিই এই অখিল জগতের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহার কর্তা, কুযোগিগণ (সকাম কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ) ভেদবুদ্ধিবশত আপনার তত্ত্ব কিছুই বুঝতে পারে না। অতি বিশুদ্ধ তত্ত্ব পরমহংস ভগবান আপনাকে আমি নমস্কার করি॥ ৪৭॥ আপনি শক্তিতে ক্রিয়াশীল হলে ব্রহ্মাদি লোকপালগণ ক্রিয়া করতে সমর্থ হন। আপনার থেকে সামর্থ্য লাভ করেই সমস্ত প্রাণী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সব কিছু বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। এই ভূমণ্ডল আপনার মস্তকে সর্ষপের মতো অবস্থান করছে বলে মনে হয়। সহস্রশীর্ষ ভগবান অনন্তদেবকে আমি বার বার নমস্কার করি॥ ৪৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! বিদ্যাধরাধিপতি চিত্রকেতুর এইরকম স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান সংকর্ষণদেব তাকে বললেন॥ ৪৯ ॥

ভগবান বললেন—হে চিত্রকেতু ! দেবর্ষি নারদ ও অঙ্গিরা ঋষি আমার সম্বন্ধে যে বিদ্যা তোমাকে উপদেশ করেছেন তার ফলে এবং আমার দর্শনলাভের প্রভাবে তুমি সম্যক প্রকারে সিদ্ধিলাভ করেছ॥ ৫০ ॥ আমিই সর্বভূতস্বরূপ, আমিই সর্বভূতের আত্মা, আমিই সকলের পালনকর্তা। শব্দব্রহ্ম (বেদ) ও পরব্রহ্ম—এই উভয়ই আমার নিত্য সত্য মূর্তিবিশেষ॥ ৫১ ॥ কার্যকারণাত্মক জগতে আত্মা পরিব্যাপ্ত রয়েছে আর কার্যকারণাত্মক জগৎ আত্মাতে অবস্থিত রয়েছে। আবার এই উভয়ের মধ্যেই অধিষ্ঠানরূপে আমিই পরিব্যাপ্ত রয়েছি। এই দুইই আমার মধ্যে কার্যরূপে কল্পিত॥ ৫২ ॥ যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে—স্বপ্নাবেশে এই বিশ্বের পর্বত, বন ইত্যাদি সমস্ত জগতকে নিজের মধ্যে দর্শন করে এবং স্বপ্নাবস্থাতেই 'আমি জাগরিত হয়েছি' এইরূপ ভাবাপন্ন হয়ে নিজেকে একদেশে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বোধ করে কিন্তু আসলে সবই স্বপ্ন ; সেইরকমই জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত্যাদি অবস্থানসমূহ পরমেশ্বরের মায়া মাত্র—সবকিছুই পরমেশ্বরের সংকল্পমাত্রেই সৃষ্টি হয়েছে—এইরকম বিশেষভাবে জেনে, সব কিছুর সাক্ষী মায়াতীত পরমাত্মারই স্মরণ করা দরকার॥ ৫৩-৫৪ ॥ সুষুপ্ত অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তি যার সাহায্যে নিজের নিদ্রা ও অতীন্দ্রিয় নিদ্রাসুখ অনুভব করে, সেই নির্গুণ ব্রহ্ম আমিই, তুমি তাকে

[১]প্রা.পা.—প্রসুপ্তঃ। [২]প্রা.পা.—স্মরেৎ মাম্।

উভয়ং স্মরতঃ পুংসঃ প্রস্বাপপ্রতিবোধয়োঃ।
অন্বেতি ব্যতিরিচ্যেত তজ্জ্ঞানং[১] ব্রহ্ম তৎ পরম্॥ ৫৬

যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মদ্ভাবং ভিন্নমাত্মনঃ।
ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহো মৃতের্মৃতিঃ॥ ৫৭

লব্ধ্বেহ মানুষীং যোনিং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবাম্।
আত্মানং যো ন বুদ্ধ্যেত ন ক্বচিচ্ছমমাপ্নুয়াৎ[২]॥ ৫৮

স্মৃত্বেহায়াং পরিক্লেশং ততঃ ফলবিপর্যয়ম্।
অভয়ং[৩] চাপ্যনীহায়াং সঙ্কল্পাদ্বিরমেৎ কবিঃ[৪]॥ ৫৯

সুখায় দুঃখমোক্ষায় কুর্বাতে দম্পতী ক্রিয়াঃ।
ততোঽনিবৃত্তিরপ্রাপ্তির্দুঃখস্য[৫] চ সুখস্য চ॥ ৬০

এবং বিপর্যয়ং বুদ্ধ্বা নৃণাং বিজ্ঞাভিমানিনাম্।
আত্মনশ্চ গতিং সূক্ষ্মাং স্থানত্রয়বিলক্ষণাম্॥ ৬১

দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তৃপ্তো[৬] মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ॥ ৬২

পরমাত্মা, স্বীয় আত্মা বলে জানবে। (স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য না থাকাতে দ্রষ্টাও নাই এরকম মনে করো না, সুপ্রসুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ জীব যার দ্বারা নিজের নিদ্রা এবং নিদ্রাজনিত অতীন্দ্রিয় সুখ জানতে পারে সেই বস্তু অর্থাৎ আত্মা তখনও বর্তমান থাকেন। তৎকালে নিদ্রা ও সুখের জ্ঞান হয় না একথা বলা যায় না কারণ 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়েছিলাম কিছুই জানতে পারিনি' এইরকম স্মৃতি সকলেরই অনুভবসিদ্ধ অতএব স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাতেও আত্মা বর্তমান থাকেন, সেই আত্মাই ব্রহ্ম, তা আমিই জানবে)॥ ৫৫ ॥ পুরুষ নিদ্রা ও জাগরণ এই দুই অবস্থারই অনুভবকারী। এই দুই অবস্থা স্মরণ করলে সেই উভয় অবস্থাতেই যে জ্ঞান প্রকাশকরূপে অন্বিত হয় এবং সে নিজে যে এই উভয় অবস্থা থেকে পৃথক বস্তু, সেই জ্ঞানই পরমব্রহ্ম॥ ৫৬ ॥ জীব যখন আমার এই স্বরূপকে বিস্মৃত হয় তখনই সে নিজেকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলে মনে করে আর তার ফলে জন্মের পর জন্ম ও মৃত্যুর পর মৃত্যু এইরকম জন্ম-মরণ-প্রবাহরূপ সংসারে আবর্তিত হতে থাকে॥ ৫৭ ॥ মনুষ্যযোনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানের অনুপম সম্ভাবনাযুক্ত। এই মানব-জন্ম লাভ করেও যে মানুষ আত্মার অনুসন্ধানপূর্বক সেই জ্ঞান লাভ না করে সে কখনো কোনো যোনিতেই শান্তিলাভ করে না॥ ৫৮ ॥ হে রাজন্ ! সাংসারিক সুখলাভের জন্য যে চেষ্টা অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ, তা পরিশ্রম সাপেক্ষ, ক্লেশজনক ; আবার ফলবৈষম্যও হয় ; কিন্তু নিবৃত্তিমার্গে কোনো ভয় নেই—এই কথা মাথায় রেখে বিবেকী পুরুষের কর্ম অথবা কর্মফলের সংকল্প না করাই উচিত অর্থাৎ সকাম কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত॥ ৫৯ ॥ এই পৃথিবীতে সুখের জন্য ও দুঃখ নিবৃত্তির জন্য স্বামী-স্ত্রী—উভয়েই কত প্রকার কর্মই না অনুষ্ঠান করে থাকে, কিন্তু সেই কর্মানুষ্ঠানে না হয় তাদের দুঃখ নিবৃত্তি, না হয় সুখলাভ॥ ৬০ ॥ নিজেকে বিজ্ঞ মনে করে অভিমানী মানুষ—যারা এই কর্মানুষ্ঠান চক্রে নিমজ্জিত, তাদের বিপরীত ফল লাভ হয় ; এটা বোঝা দরকার। সাথে সাথে এও জানা উচিত যে আত্মার স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম (স্বর্গ, নরক ও পৃথিবীর সম্বন্ধরহিত অর্চিরাদিরূপ সূক্ষ্মগতি), জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা তথা এদের অভিমানীদের থেকেও ভিন্ন॥ ৬১ ॥ এই

[১]প্রা.পা.—জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্ম। [২]প্রা.পা.—চিৎক্ষেম.। [৩]প্রা.পা.— নো ভয়ং। [৪]প্রা.পা.—ৎকচিৎ। [৫]প্রা.পা.—ত্তির্ন প্রাপ্তি.। [৬]প্রা.পা.—বিজ্ঞানজ্ঞানসংহৃষ্টো।

এতাবানেব মনুজৈর্যোগনৈপুণবুদ্ধিভিঃ[১]।
স্বার্থঃ সর্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎ পরাত্মৈকদর্শনম্[২]॥ ৬৩

গতি অবগত হয়ে মানুষ স্বীয় বিবেকবলে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়ে চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান এবং সবকিছুই ব্রহ্মাত্মক এই বোধের দ্বারা পরিতৃপ্ত থেকে আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হবে॥ ৬২ ॥ যোগনিপুণ ব্যক্তিগণের সর্বান্তঃকরণে অবগত হওয়া উচিত যে অংশী ব্রহ্ম ও অংশ জীবের একাত্মদর্শন অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়—তাঁরই অংশ, এই অভেদ জ্ঞান হল জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ ও পরমার্থ॥ ৬৩ ॥ হে রাজন্! চিত্রকেতু! তুমি যদি আমার এই উপদেশ অবহিত চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণে রাখ তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে অচিরেই সিদ্ধিলাভ করবে॥ ৬৪ ॥

ত্বমেতচ্ছ্রদ্ধয়া রাজন্নপ্রমত্তো বচো মম।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ধারয়ন্নাশু সিধ্যসি॥ ৬৪

শ্রীশুক উবাচ

আশ্বাস্য ভগবানিত্থং চিত্রকেতুং জগদ্গুরুঃ।
পশ্যতস্তস্য বিশ্বাত্মা ততশ্চান্তর্দধে হরিঃ॥ ৬৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা ভগবান শ্রীহরি চিত্রকেতুকে এইরূপে আশ্বস্ত করে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখেই অন্তর্হিত হলেন॥ ৬৫ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতোঃ[৩] পরমাত্মদর্শনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুর পরমার্থ দর্শন নামক ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১৬ ॥

———o———

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ
সপ্তদশ অধ্যায়
চিত্রকেতুকে পার্বতীদেবীর শাপপ্রদান

শ্রীশুক উবাচ

যতশ্চান্তর্হিতোঽনন্তস্তস্যৈ কৃত্বা দিশে নমঃ।
বিদ্যাধরশ্চিত্রকেতুশ্চচার গগনেচরঃ॥ ১

স লক্ষং বর্ষলক্ষাণামব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ।
স্তূয়মানো মহাযোগী মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ॥ ২

কুলাচলেন্দ্রদ্রোণীষু নানাসঙ্কল্পসিদ্ধিষু।
রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান সংকর্ষণদেব যে দিকে অন্তর্হিত হলেন, বিদ্যাধর চিত্রকেতু, সেই দিককে নমস্কার করে আকাশবিহারী হয়ে স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন॥ ১ ॥ মহাযোগী চিত্রকেতু কোটি-কোটি বৎসর অর্থাৎ বহুকাল ধরে সংকল্প পূরণকারী সুমেরু পর্বতের গহ্বরসমূহে ভ্রমণ করলেন। তাঁর শারীরিক বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। সিদ্ধ, চারণ ও মুনিগণ সর্বদা তাঁর স্তুতি করতেন। তাঁর প্রেরণায় বিদ্যাধর রমণীগণ সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরির গুণগান কীর্তন করে তাঁকে আনন্দ দান করতেন॥ ২-৩ ॥ একদিন সেই চিত্রকেতু

[১]প্রা.পা.—নৈপুণ্যা.। [২]প্রা.পা.—রাত্ম্যৈক.। [৩]প্রা.পা.—ত্রকেতূপাখ্যানে পরমপুরুষাদেশঃ ষোড়শো.।

একদা স[1] বিমানেন বিষ্ণুদত্তেন ভাস্বতা।
গিরিশং দদৃশে গচ্ছন্ পরীতং সিদ্ধচারণৈঃ॥ ৪
আলিঙ্গ্যাঙ্কীকৃতাং দেবীং বাহুনা মুনিসংসদি।
উবাচ দেব্যাঃ শৃণ্বত্যা জহাসোচ্চৈস্তদন্তিকে॥ ৫

চিত্রকেতুরুবাচ

এষ লোকগুরুঃ সাক্ষাদ্ধর্মং বক্তা শরীরিণাম্।
আস্তে[2] মুখ্যঃ সভায়াং বৈ মিথুনীভূয় ভার্যয়া॥ ৬
জটাধরস্তীব্রতপা ব্রহ্মবাদিসভাপতিঃ।
অঙ্কীকৃত্য স্ত্রিয়ং চাস্তে গতহ্রীঃ প্রাকৃতো যথা॥ ৭
প্রায়শঃ প্রাকৃতাশ্চাপি স্ত্রিয়ং রহসি বিভ্রতি।
অয়ং মহাব্রতধরো বিভর্তি সদসি স্ত্রিয়ম্॥ ৮

শ্রীশুক উবাচ

ভগবানপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহস্যাগাধধীর্নৃপ।
তূষ্ণীং বভূব সদসি সভ্যাশ্চ[3] তদনুব্রতাঃ॥ ৯
ইত্যতদ্বীর্যবিদুষি ব্রুবাণে বহ্বশোভনম্।
রুষাহহ দেবী ধৃষ্টায় নির্জিতাত্মাভিমানিনে॥ ১০

পার্বত্যুবাচ[4]

অয়ং কিমধুনা লোকে শাস্তা দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
অস্মদ্বিধানাং দুষ্টানাং নির্লজ্জানাং চ বিপ্রকৃৎ॥ ১১
ন বেদ ধর্মং কিল পদ্মযোনি-
র্ন ব্রহ্মপুত্রা ভৃগুনারদাদ্যাঃ[5]।
ন বৈ কুমারঃ[6] কপিলো মনুশ্চ
যে নো নিষেধন্ত্যতিবর্তিনং হরম্॥ ১২
এষামনুধ্যেয়পদাব্জযুগ্মং
জগদ্গুরুং মঙ্গলমঙ্গলং স্বয়ম্।
যঃ[7] ক্ষত্রবন্ধুঃ পরিভূয় সূরীন্
প্রশাস্তি ধৃষ্টস্তদয়ং হি দণ্ড্যঃ॥ ১৩

বিষ্ণুপ্রদত্ত সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহী হয়ে ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলেন যে মুনিগণের সভায় মহাদেব দেবী পার্বতীকে কোলে বসিয়ে এক হাতে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আসীন রয়েছেন। এই দৃশ্য দেখে চিত্রকেতু বিমানে অবস্থিত হয়েই তাঁদের কাছে চলে গেলেন আর ভগবতী পার্বতীকে শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চহাস্য করে উপহাসবাক্য বলতে লাগলেন॥ ৫ ॥

চিত্রকেতু বললেন—আহা! ইনি সমগ্র জগতের ধর্ম-উপদেষ্টা এবং লোকসমূহের গুরু, দেহিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ এই মহাদেবই সভার মধ্যে নিজ স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বসে আছেন॥ ৬ ॥ জটাধারী কঠোর তপস্বী, ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়েও নির্লজ্জভাবে সাধারণ মানুষের মতো স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছেন॥ ৭ ॥ সাধারণ মানুষেরাও প্রায় নির্জনেই স্ত্রীর সাথে অবস্থান করে কিন্তু ইনি এত বড় ব্রতধারী হয়েও সভার মধ্যে স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছেন॥ ৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শংকর অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন। চিত্রকেতুর এই উপহাস শুনে তিনি কিছু না বলে হাসতে লাগলেন। সভামধ্যস্থ উপস্থিত সভ্যগণও মহাদেবের অনুবর্তী হয়ে নীরব রইলেন। চিত্রকেতু ভগবান শংকরের প্রভাব জানতেন না। সেইজন্য তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে অনেক কিছু ভালোমন্দ কথা বললেন। 'আমি জিতেন্দ্রিয় হয়েছি' এই ভাবনায় তাঁর খুব গর্ব হয়েছিল। দেবী পার্বতী তাঁর এই ধৃষ্টতা দেখে ক্রোধভরে তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন॥ ৯-১০ ॥

পার্বতী বললেন—অহো! আমাদের মতো দুষ্ট ও নির্লজ্জদের শাসন করে দণ্ড প্রদানে এই-ই কি সক্ষম? জগতে এই-ই কি এখন আমাদের শাসনকারী?॥ ১১ ॥ মনে হচ্ছে যে ব্রহ্মা, ভৃগু ও নারদ প্রমুখ তাঁর পুত্রগণ, সনকাদি মহাঋষি, কপিলদেব ও মনু—এসকল বড় বড় মহাপুরুষ কেউ-ই ধর্মের রহস্য জানেন না। কারণ মহাদেব ধর্ম উল্লঙ্ঘন করছেন দেখেও তাঁরা তো তাঁকে নিবারণ করছেন না॥ ১২ ॥ যাঁর চরণকমল ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের ধ্যেয়, যিনি বিশ্বপূজ্য ও পরমমঙ্গলময়, তাঁকে এবং তাঁর

[1]প্রা.পা.—স্ববি.। [2]প্রা.পা.—আর্সমুখ্যঃ সৎ সভায়াং। [3]প্রা.পা.—সভ্যাশ্চাসন্নমুব্রতা। [4]প্রাচীন বইয়ে 'পার্বত্যুবাচ' এই পাঠটি নেই। [5]প্রা.পা.—দাদয়ঃ। [6]প্রা.পা.—কুমারো মুনিবৃন্দবন্দ্যো। [7]প্রা.পা.—যৎ।

নায়মর্হতি বৈকুণ্ঠপাদমূলোপসর্পণম্।
সম্ভাবিতমতিঃ[1] স্তব্ধঃ সাধুভিঃ পর্যুপাসিতম্॥ ১৪
অতঃ পাপীয়সীং যোনিমাসুরীং যাহি দুর্মতে।
যথেহ ভূয়ো মহতাং ন কর্তা[2] পুত্র কিল্বিষম্॥ ১৫

শ্রীশুক উবাচ

এবং শপ্তশ্চিত্রকেতুর্বিমানাদবরুহ্য সঃ।
প্রসাদয়ামাস সতীং মূর্ধ্না নম্রেণ ভারত॥ ১৬

চিত্রকেতুরুবাচ

প্রতিগৃহ্নামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাম্বিকে।
দেবৈর্মর্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্বদিষ্টং হি তস্য তৎ॥ ১৭
সংসারচক্র এতস্মিঞ্জন্তুরজ্ঞানমোহিতঃ।
ভ্রাম্যন্[3] সুখং চ দুঃখং চ ভুঙ্‌ক্তে সর্বত্র সর্বদা॥ ১৮
নৈবাত্মা ন পরশ্চাপি কর্তা স্যাৎ সুখদুঃখয়োঃ।
কর্তারং মন্যতেঽপ্রাজ্ঞ আত্মানং পরমেব চ॥ ১৯
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কো[4] হ্যনুগ্রহঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা॥ ২০
একঃ সৃজতি ভূতানি ভগবানাত্মমায়য়া।
এষাং বন্ধং চ মোক্ষং চ সুখং দুঃখং চ নিষ্কলঃ॥ ২১
ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ[5] প্রতীপো
ন জ্ঞাতিবন্ধুর্ন পরো ন চ স্বঃ।
সমস্য সর্বত্র[6] নিরঞ্জনস্য
সুখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ॥ ২২
তথাপি তচ্ছক্তিবিসর্গ এষাং
সুখায় দুঃখায় হিতাহিতায়।
বন্ধায় মোক্ষায় চ মৃত্যুজন্মনোঃ
শরীরিণাং সংসৃতয়েঽবকল্পতে॥ ২৩
অথ[7] প্রসাদয়ে ন ত্বাং শাপমোক্ষায় ভামিনি।
যন্মন্যসে অসাধূক্তং মম তৎ ক্ষম্যতাং সতি॥ ২৪

অনুবর্তী মহাত্মাদের এই ক্ষত্রিয়াধম তিরস্কার করছে এবং শাসন করবার চেষ্টা করছে। এজন্য এই দুষ্ট দণ্ড প্রাপ্তির যোগ্য॥ ১৩ ॥ 'আমি মহৎ' এই গর্বে এই দুষ্ট গর্বিত। সাধুগণ পরিসেবিত শ্রীভগবানের চরণকমল এই মূর্খের যোগ্য স্থান নয়॥ ১৪ ॥ (চিত্রকেতুকে সম্বোধন করে) অতএব, ওরে দুর্মতি ! তুই পাপ অসুরযোনিতে গমন কর। তাহলে তুই এই জগতে আর কখনো মহাপুরুষদের কাছে অপরাধ করতে সাহস পাবি না॥ ১৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! রাজা চিত্রকেতু এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে বিমান থেকে নীচে নেমে পার্বতীকে অবনতমস্তকে প্রণাম করে নিবেদন করলেন ॥ ১৬ ॥

চিত্রকেতু বললেন—মাতঃ ! আপনার প্রদত্ত অভিশাপ আমি আমার অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করলাম। কারণ দেবতাগণ মানবগণের উদ্দেশ্যে যা কিছু বলেন সবই সেই মানুষের ভগবৎ কর্তৃক বিহিত প্রারব্ধ কর্মানুসারে অর্জিত॥ ১৭ ॥ হে দেবী ! অজ্ঞানমোহিত জীব এই জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করতে করতে সদাসর্বদা সর্বত্র সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে থাকে॥ ১৮ ॥ হে মাতঃ ! সুখ এবং দুঃখের দাতা না জীবের আত্মা, না অন্য কেউ। কিন্তু অজ্ঞ জীব নিজেকে অথবা কখনো বা অপরকে সুখ-দুঃখের কর্তা বলে মনে করে॥ ১৯ ॥ এই সংসার প্রকৃতপক্ষে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রবাহ। এখানে অভিশাপই বা কী, অনুগ্রহই বা কী, আবার স্বর্গই বা কী নরকই বা কী, সুখই বা কী, দুঃখই বা কী ॥ ২০ ॥

একমাত্র পরিপূর্ণতম ভগবানই কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই নিজ আত্মস্বরূপিণী মায়াশক্তি দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে তথা তাদের বন্ধন, মোক্ষ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির সৃষ্টি করে থাকেন॥ ২১ ॥ হে মাতঃ ! ভগবান শ্রীহরি সর্বভূতে সমদর্শী এবং মায়া ইত্যাদি মলাদিশূন্য। তাঁর কাছে কেউই প্রিয়-অপ্রিয়, জ্ঞাতি-বন্ধু, আপন-পর নয়। বিষয়সঙ্গজনিত সুখে তাঁর আসক্তিই নেই, সুতরাং আসক্তিজনিত ক্রোধই বা তার মধ্যে আসবে কোথা থেকে ? ॥ ২২ ॥ তা সত্ত্বেও ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে জীবের পাপ এবং পুণ্যরূপ বিভিন্ন কর্মই প্রাণীবর্গের সুখ-দুঃখ, হিত-অহিত, বন্ধন-মোক্ষ, জন্ম-মৃত্যু এবং বারংবার সংসারচক্রে আবর্তনের কারণ হয়ে থাকে॥ ২৩ ॥ অতএব হে ভামিনি ! অভিশাপ

[1]প্রা.পা.—বিতোঽহতিসংস্তব্ধঃ। [2]প্রা.পা.—কর্তামুত্র। [3]প্রা.পা.—ভ্রমন্। [4]প্রা.পা.—কস্তু.। [5]প্রা.পা.—ধিতো ন প্রতী.। [6]প্রা.পা.—সর্বস্য। [7]প্রা.পা.—অতঃ।

শ্রীশুক [১]উবাচ

ইতি প্রসাদ্য গিরিশৌ চিত্রকেতুররিন্দম।
জগাম স্ববিমানেন পশ্যতোঃ স্ময়তোস্তয়োঃ॥ ২৫

ততস্তু ভগবান্ রুদ্রো রুদ্রাণীমিদমব্রবীৎ[২]।
দেবর্ষিদৈত্যসিদ্ধানাং পার্ষদানাং চ শৃণ্বতাম্[৩]॥ ২৬

শ্রীরুদ্র [৪]উবাচ

দৃষ্টবত্যসি সুশ্রোণি হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
মাহাত্ম্যং ভৃত্যভৃত্যানাং নিঃস্পৃহাণাং মহাত্মনাম্॥ ২৭

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ২৮

দেহিনাং দেহসংযোগাদ্ দ্বন্দ্বানীশ্বরলীলয়া।
সুখং দুঃখং মৃতির্জন্ম শাপোঽনুগ্রহ এব চ॥ ২৯

অবিবেককৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি।
গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎ কৃতঃ॥ ৩০

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ॥ ৩১

নাহং বিরিঞ্চো ন কুমারনারদৌ
ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ।
বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা
ন তৎ স্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ॥ ৩২

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সর্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ॥ ৩৩

থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি আপনার প্রসন্নতা সম্পাদন করছি না। আমার যে কথাকে আপনি অন্যায় মনে করেছেন তার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন॥ ২৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! দেবাদিদেব মহাদেব ও জগজ্জননী পার্বতীদেবীকে এইভাবে প্রসন্ন করে বিদ্যাধর চিত্রকেতু তাঁদের সমক্ষেই বিমানে চড়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। পার্বতী সবিস্ময়দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন॥ ২৫ ॥ তখন ভগবান শংকর, দেব-ঋষি, দৈত্য-সিদ্ধ ও পার্ষদদের সমক্ষেই পার্বতীকে এই কথা বললেন॥ ২৬ ॥

মহাদেব বললেন—হে সুশ্রোণি! অদ্ভুতকর্মা ভগবানের নিস্পৃহ উদারহৃদয় দাসানুদাসদের মাহাত্ম্য তুমি নিজের চোখে দেখলে তো! ॥ ২৭ ॥ ভগবানের শরণাগত ভক্ত কোনো কিছু থেকেই ভয় পান না। কারণ স্বর্গ, মোক্ষ এবং নরক—সর্বত্রই তাঁরা এক পরমেশ্বরকেই সমভাবে দর্শন করেন॥ ২৮ ॥ কর্মফলদাতা পরমেশ্বরের লীলা দ্বারাই দেহিগণের দেহ সংযোগ ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু ও শাপ-অনুগ্রহ প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়॥ ২৯ ॥ স্বপ্নাবস্থায় ভেদ-ভ্রমাদির ফলে অর্থাৎ অবিবেকবশত (অজ্ঞানবশত) সুখ-দুঃখ ইত্যাদি নানাপ্রকার অবস্থাভেদ অনুভূত হয় আবার জাগ্রৎ অবস্থায় ভ্রমবশে মালাতে সর্পবুদ্ধি হয়—এইরকমই অজ্ঞানবশত মানুষ আত্মার মধ্যে দেবতা-মানুষ ভেদ তথা গুণ-দোষ ইত্যাদির কল্পনা করে নেয়॥ ৩০ ॥ জ্ঞান ও বৈরাগ্য বলে যারা বলীয়ান এবং ভগবান বাসুদেবের প্রতি যারা সতত ভক্তিমান, সেইসব মানুষদের সুখাদিপ্রাপ্তি বা দুঃখাদিনিবৃত্তির নিমিত্ত এই সংসারে এমন কোনো বস্তুই নেই যাকে তারা হেয় বা উপাদেয় মনে করে রাগ-দ্বেষ করে॥ ৩১ ॥ আমি, ব্রহ্মা, সনকাদি কুমারগণ, নারদ, ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু প্রমুখ মুনিগণ এবং প্রধান প্রধান দেবগণ—আমরা কেউই তাঁর লীলারহস্য বুঝতে বা জানতে পারি না। সে অবস্থায় যারা তাঁর অংশের অংশ হয়েও নিজেদের পৃথক পৃথক ঈশ্বর বলে মনে করে তারা শ্রীভগবানের স্বরূপ কী করে বুঝবে? ॥ ৩২ ॥ ভগবানের কেউই প্রিয় বা অপ্রিয় নেই। কেউ তাঁর আপন বা পর নয়। তিনি সমস্ত প্রাণিবর্গেরই আত্মা, তাই তিনি সমস্ত প্রাণীদেরই প্রিয়তম॥ ৩৩ ॥ হে

[১]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' এই পাঠটি নেই। [২]প্রা.পা.—মিতি চ.। [৩]প্রা.পা.—সিদ্ধয়ে।
[৪]প্রা.পা.— দেব উবাচ।

তস্য চায়ং মহাভাগশ্চিত্রকেতুঃ প্রিয়োঽনুগঃ।
সর্বত্র সমদৃক্ শান্তো হ্যহং চৈবাচ্যুতপ্রিয়ঃ॥ ৩৪

তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু।
মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু॥ ৩৫

শ্রীশুক উবাচ

ইতি শ্রুত্বা ভগবতঃ শিবস্যোমাভিভাষিতম্।
বভূব শান্তধী রাজন্ দেবী বিগতবিস্ময়া॥ ৩৬

ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুমলন্তমঃ।
মূর্ধ্না সঞ্জগৃহে শাপমেতাবৎসাধুলক্ষণম্॥ ৩৭

জজ্ঞে ত্বষ্টুর্দক্ষিণাগ্নৌ দানবীং যোনিমাশ্রিতঃ।
বৃত্র ইত্যভিবিখ্যাতো জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ॥ ৩৮

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বৃত্রস্যাসুরজাতেশ্চ কারণং ভগবন্মতেঃ॥ ৩৯

ইতিহাসমিমং পুণ্যং চিত্রকেতোর্মহাত্মনঃ।
মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রুত্বা বন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥ ৪০

য এতৎ প্রাতরুত্থায় শ্রদ্ধয়া[১] বাগ্‌যতঃ পঠেৎ।
ইতিহাসং হরিং স্মৃত্বা স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৪১

প্রিয়ে! এই পরম ভাগ্যবান চিত্রকেতু ভগবান শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত, তিনি শান্ত ও সমদর্শী এবং আমিও সেই ভগবান শ্রীহরির প্রিয় ও ভক্ত॥ ৩৪ ॥ তাই ভগবানের প্রিয়ভক্ত, শান্ত, সমদর্শী, মহাত্মা পুরুষের সম্বন্ধে কিছুতেই বিস্মিত হওয়া উচিত নয়॥ ৩৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শংকরের এইরূপ বাক্য শুনে উমাদেবীর চিত্তবৃত্তি শান্ত হল এবং তাঁর মনের বিস্ময়ভাব কেটে যেতে লাগল॥ ৩৬ ॥ ভগবানের পরমভক্ত চিত্রকেতুও পার্বতীকে প্রতিশাপ দিতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু তা না করে তিনি পার্বতীর অভিশাপ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। সাধু পুরুষদের লক্ষণই এইরকম॥ ৩৭ ॥ এই বিদ্যাধর চিত্রকেতুই দানবযোনি আশ্রয় করে ত্বষ্টার যজ্ঞীয় দক্ষিণাগ্নি থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সেই জন্মে ইনি বৃত্রাসুর নামে পরিচিত হন এবং এই জন্মেও তাঁর ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান ও ভক্তি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল॥ ৩৮ ॥ তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে যে বৃত্রাসুরের জন্ম দানবযোনিতে হওয়ার কারণ কী এবং তার এইরকম ভগবদ্‌ভক্তির কারণই বা কী। আমি সেই সমুদয় বৃত্তান্তই তোমার কাছে কীর্তন করলাম॥ ৩৯ ॥ মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র ইতিহাস কেবল তারই নয়, সমগ্র কৃষ্ণভক্তেরই মাহাত্ম্য প্রকাশক; এই ইতিহাস যে শ্রবণ করে, সে সমস্ত প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ৪০ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে হরিস্মরণ করে বাক্-সংযমপূর্বক শ্রদ্ধাসহকারে এই ইতিহাস পাঠ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুশাপো[২] নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে
চিত্রকেতুশাপ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

---

[১]প্রা.পা.—শ্রদ্ধাবান্। [২]প্রা.পা.— কেতুপাখ্যানে সপ্তদশঃ।

অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

অদিতি ও দিতির সন্তানগণের এবং মরুদ্‌গণের উৎপত্তি বর্ণন

শ্রীশুক উবাচ

পৃশ্নিস্তু পত্নী সবিতুঃ সাবিত্রীং ব্যাহৃতিং ত্রয়ীম্।
অগ্নিহোত্রং পশুং সোমং চাতুর্মাস্যং মহামখান্॥ ১

সিদ্ধির্ভগস্য ভার্যাঙ্গ মহিমানং বিভুং প্রভুম্।
আশিষং চ বরারোহাং কন্যাং প্রাসূত সুব্রতাম্॥ ২

ধাতুঃ কুহূঃ সিনীবালী রাকা চানুমতিস্তথা।
সায়ং দর্শমথ প্রাতঃ পূর্ণমাসমনুক্রমাৎ॥ ৩

অগ্নীন্ পুরীষ্যানাধত্ত ক্রিয়ায়াং সমনন্তরঃ।
চর্ষণী বরুণস্যাসীদ্যস্যাং জাতো ভৃগুঃ পুনঃ॥ ৪

বাল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদভবৎ কিল।
অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ঋষী॥ ৫

রেতঃ সিষিচতুঃ কুম্ভে উর্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্।
রেবত্যাং মিত্র উৎসর্গমরিষ্টং পিপ্পলং ব্যধাৎ॥ ৬

পৌলোম্যামিন্দ্র আধত্ত ত্রীন্ পুত্রানিতি নঃ শ্রুতম্।
জয়ন্তমৃষভং তাত তৃতীয়ং মীঢুষং প্রভুঃ॥ ৭

উরুক্রমস্য দেবস্য মায়াবামনরূপিণঃ।
কীর্তৌ পত্ন্যাং বৃহচ্ছ্লোকস্তস্যাসন্ সৌভগাদয়ঃ॥ ৮

তৎ কর্মগুণবীর্যাণি কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
পশ্চাদ্বক্ষ্যামহেঽদিত্যাং যথা বাবততার হ॥ ৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সবিতার পত্নী পৃশ্নির গর্ভে আটটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে—সাবিত্রী, ব্যাহৃতি, ত্রয়ী, অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্মাস্য ও পঞ্চমহাযজ্ঞ॥ ১ ॥ ভগের পত্নী সিদ্ধি মহিমা, বিভু ও প্রভু—এই তিন পুত্র এবং আশিস নাম্নী এক কন্যার জন্ম দেন। এই কন্যা অতীব সুন্দরী ও সদাচারিণী ছিলেন॥ ২ ॥ ধাতার চার পত্নী ছিলেন—কুহূ, সিনীবালী, রাকা ও অনুমতি। তাঁদের মধ্যে কুহূর সায়ং, সিনীবালীর দর্শ, রাকার প্রাতঃ এবং অনুমতির পূর্ণমাস নামে মোট চারটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল॥ ৩ ॥

ধাতার ছোট ভাইয়ের নাম ছিল বিধাতা। তাঁর পত্নী হল ক্রিয়া। ক্রিয়ার গর্ভে পুরীষ্যনামক পঞ্চ অগ্নি উৎপন্ন হন। বরুণের পত্নীর নাম ছিল চর্ষণী। তাঁর গর্ভে ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু পুনরায় জন্মগ্রহন করেন॥ ৪ ॥ মহাযোগী বাল্মীকিও বরুণের পুত্র ছিলেন। বল্মীক থেকে উৎপন্ন হন বলে তাঁর নাম হয় বাল্মীকি। উর্বশীকে দেখে মিত্র ও বরুণ এই দুজনের বীর্য স্খলিত হয়ে পড়েছিল। তাঁরা সেই বীর্য কলসের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। তার থেকে মুনিবর বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। মিত্রের পত্নী ছিলেন রেবতী। তাঁর তিনটি পুত্র হয়—উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল॥ ৫-৬ ॥ হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! পুলোমনন্দিনী শচী ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী। আমরা শুনেছি যে শচীদেবীর গর্ভে দেবরাজ ইন্দ্র তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন—জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢুষ॥ ৭ ॥ স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুই (বলিকে কৃপা এবং ইন্দ্রের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্যে) মায়াপ্রভাবে বামন (উপেন্দ্র) রূপ ধারণ করে সংসারে আসেন। তিনি ত্রিপাদ ভূমি যাজ্ঞা করে ত্রিলোক অধিকার করেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল কীর্তি। কীর্তির গর্ভে বৃহচ্ছ্লোক নামে এক পুত্র জন্মায়। সেই বৃহচ্ছ্লোকের সৌভগ প্রমুখ কয়েকটি সন্তান হয়॥ ৮ ॥ কশ্যপনন্দন ভগবান বামনদেব মাতা অদিতির গর্ভে কেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বামনাবতারে তিনি কী কী গুণ, লীলা ও পরাক্রম দেখিয়েছিলেন—সেই সব আমি পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বর্ণনা করব॥ ৯ ॥

অথ কশ্যপদায়াদান্ দৈতেয়ান্ কীর্তয়ামি তে।
যত্র[১] ভাগবতঃ শ্রীমান্ প্রহ্লাদো বলিরেব চ॥ ১০
দিতের্দ্বাবেব দায়াদৌ দৈত্যদানববন্দিতৌ।
হিরণ্যকশিপুর্নাম হিরণ্যাক্ষশ্চ কীর্তিতৌ॥ ১১
হিরণ্যকশিপোর্ভার্যা কয়াধুর্নাম দানবী।
জম্ভস্য তনয়া দত্তা সুষুবে চতুরঃ সুতান্॥ ১২
সংহ্লাদং প্রাগনুহ্লাদং হ্লাদং[২] প্রহ্লাদমেব চ।
তৎস্বসা সিংহিকা নাম রাহুং বিপ্রচিতোঽগ্রহীৎ॥ ১৩
শিরোঽহরদ্যস্য হরিশ্চক্রেণ পিবতোঽমৃতম্।
সংহ্লাদস্য কৃতির্ভার্যাসূত[৩] পঞ্চজনং ততঃ॥ ১৪
হ্লাদস্য ধমনির্ভার্যাসূত বাতাপিমিল্বলম্।
যোঽগস্ত্যায় ত্বতিথয়ে পেচে বাতাপিমিল্বলঃ॥ ১৫
অনুহ্লাদস্য সূর্ম্যায়াং[৪] বাষ্কলো মহিষস্তথা।
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্দেব্যাস্তস্যাভবদ্বলিঃ॥ ১৬
বাণজ্যেষ্ঠং পুত্রশতমশনায়াং ততোঽভবৎ।
তস্যানুভাবঃ সুশ্লোক্যঃ পশ্চাদেবাভিধাস্যতে॥ ১৭
বাণ আরাধ্য গিরিশং লেভে তদগণমুখ্যতাম্।
যৎ পার্শ্বে ভগবানাস্তে হ্যদ্যাপি পুরপালকঃ॥ ১৮
মরুতশ্চ দিতেঃ পুত্রাশ্চত্বারিংশন্নবাধিকাঃ।
ত আসন্নপ্রজাঃ সর্বে নীতা ইন্দ্রেণ সাত্মতাম্॥ ১৯

রাজোবাচ

কথং ত আসুরং ভাবমপোহ্যৌৎপত্তিকং গুরো।
ইন্দ্রেণ প্রাপিতাঃ সাত্মাং কিং তৎসাধু কৃতং হি তৈঃ॥ ২০
ইমে শ্রদ্দধতে ব্রহ্মন্নৃষয়ো হি ময়া সহ।
পরিজ্ঞানায় ভগবংস্তন্নো ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ২১

সূত উবাচ

তদ্বিষ্ণুরাতস্য স বাদরায়ণি-
র্বচো নিশম্যাদৃতমল্পমর্থবৎ[৫]।
সভাজয়ন্[৬] সংনিভৃতেন চেতসা
জগাদ সত্রায়ণ সর্বদর্শনঃ॥ ২২

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! এখন আমি মহাত্মা কশ্যপের দ্বিতীয় পত্নী দিতির গর্ভে উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিক্রমে যে সকল পুত্র পৌত্রাদি জন্মেছিল তাদের কথা কীর্তন করছি, যার মধ্যে ভগবানের পরমভক্ত প্রহ্লাদ এবং বলিও ছিলেন॥ ১০ ॥ দিতির হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্রের কথা আমি তোমাকে আগে (তৃতীয় স্কন্ধে) শুনিয়েছি॥ ১১ ॥ জম্ভাসুরের কন্যা দানবী কয়াধু হিরণ্যকশিপুর পত্নী ছিল। কয়াধুর চারটি পুত্র হয়—সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ। এদের সিংহিকা নামে একটি ভগ্নীও ছিল। তার বিয়ে হয়েছিল বিপ্রচিত্তি নামক এক দানবের সঙ্গে। তার পুত্র হল রাহু॥ ১২-১৩ ॥ ওই রাহু দেবগণের সাথে অমৃত পান করতে থাকলে মোহিনীরূপধারী ভগবান শ্রীহরি সুদর্শন চক্র দিয়ে তার মস্তক ছেদন করেন। সংহ্লাদের পত্নী কৃতি। তার গর্ভে পঞ্চজন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে॥ ১৪ ॥ হ্লাদের পত্নী ধমনির দুই পুত্র বাতাপি ও ইল্বল। এই ইল্বলই অতিথিরূপে সমাগত অগস্ত্যের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে ভাই বাতাপিকে রান্না করে অগস্ত্যকে খেতে দিয়েছিল॥ ১৫ ॥ অনুহ্লাদের পত্নী সূর্মার দুই পুত্র—বাষ্কল ও মহিষাসুর। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন পত্নী দেবীর গর্ভে দৈত্যরাজ বলিকে উৎপন্ন করেন॥ ১৬ ॥ বলির পত্নী অশনার গর্ভে বাণ ইত্যাদি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দৈত্যরাজ বলির মাহাত্ম্য কীর্তন যোগ্য। আমি পরে (অষ্টম স্কন্ধে) সেই কাহিনী শোনাব॥ ১৭ ॥ বলিপুত্র বাণাসুর মহাদেবের আরাধনা করে দৈত্যকুলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। ভগবান মহাদেব আজও পর্যন্ত পুররক্ষকরূপে তার কাছে রয়েছেন॥ ১৮ ॥ হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ ছাড়া দিতির আরও উনপঞ্চাশটি পুত্র ছিল। তাদের বলা হত মরুদ্‌গণ। এরা সকলেই নিঃসন্তান ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাদের নিজের সমান দেবত্ব প্রদান করেছিলেন॥ ১৯ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—হে ভগবান! মরুদ্‌গণ এমন কোন সৎকর্ম করেছিল যে তারা তাদের জন্মসিদ্ধ আসুরিক ভাব দূর করে দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা দেবত্ব প্রাপিত হয়েছিল? ॥ ২০ ॥ হে ব্রহ্মন্! আমার সাথে এখানে উপস্থিত ঋষিমুনিগণ এই ইতিবৃত্ত জানবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে রয়েছেন। সুতরাং কৃপা করে আপনি সেই রহস্য বর্ণনা করুন॥ ২১ ॥

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনক! মহারাজ পরীক্ষিতের

[১]প্রা.পা.—অত্র। [২]প্রা.পা.—প্রহ্লাদং হ্লাদমেব চ। [৩]প্রা.পা.—সতী। [৪]প্রা.পা.—সূর্ম্যায়াং।
[৫]প্রা.পা.—মর্থদৃক্। [৬]প্রা.পা.—জয়াংস্তং নিভৃতেন তেজসা।

শ্রীশুক উবাচ

হতপুত্রা দিতিঃ শক্রপার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা।
মন্যুনা শোকদীপ্তেন জ্বলন্তী পর্যচিন্তয়ৎ ॥ ২৩

কদা নু ভ্রাতৃহন্তারমিন্দ্রিয়ারামমুল্বণম্।
অক্লিন্নহৃদয়ং পাপং ঘাতয়িত্বা শয়ে সুখম্ ॥ ২৪

কৃমিবিড্ভস্মসংজ্ঞাঽসীদ্যস্যেশাভিহিতস্য চ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ২৫

আশাসানস্য তস্যেদং ধ্রুবমুন্নদ্ধচেতসঃ।
মদশোষক ইন্দ্রস্য ভূয়াদ্যেন সুতো হি মে ॥ ২৬

ইতি ভাবেন সা ভর্তুরাচচারাসকৃৎ প্রিয়ম্।
শুশ্রূষয়ানুরাগেণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ২৭

ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ মনোজ্ঞৈর্বল্গুভাষিতৈঃ।
মনো জগ্রাহ ভাবজ্ঞা সুস্মিতাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ২৮

এবং স্ত্রিয়া জড়ীভূতো বিদ্বানপি বিদগ্ধয়া।
বাঢমিত্যাহ বিবেশো ন তচ্চিত্রং হি যোষিতি ॥ ২৯

বিলোক্যৈকান্তভূতানি ভূতান্যাদৌ প্রজাপতিঃ।
স্ত্রিয়ং চক্রে স্বদেহার্ধং যয়া পুংসাং মতির্হৃতা ॥ ৩০

এবং শুশ্রূষিতস্তাত[১] ভগবান্ কশ্যপঃ স্ত্রিয়া।
প্রহস্য পরমপ্রীতো দিতিমাহাভিনন্দ্য চ ॥ ৩১

কশ্যপ উবাচ

বরং বরয় বামোরু প্রীতস্তেঽহমনিন্দিতে।
স্ত্রিয়া ভর্তরি সুপ্রীতে কঃ কাম ইহ চাগমঃ ॥ ৩২

প্রশ্নটি আকারে সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতীব সারগর্ভ। আর তিনি সেই প্রশ্ন করেছিলেন খুবই শ্রদ্ধাসহকারে। তাই সর্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে তার প্রশংসা করে বললেন॥ ২২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান বিষ্ণুকে সহায় করে ইন্দ্র দিতির দুটি পুত্র, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ দুজনকেই নিহত করেছিলেন। তার ফলে দিতি শোকপ্রদীপ্ত ক্রোধে প্রজ্বলিতা হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন॥ ২৩ ॥ পাপিষ্ঠ ইন্দ্র বড়ই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ক্রূর ও কঠিনচিত্ত। সে নিজের ভাইকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। সেই দিন কবে আসবে যেদিন আমি ওই পাপিষ্ঠকে বধ করিয়ে সুখে নিদ্রা যাব॥ ২৪ ॥ বড় বড় রাজাদের দেহকে মানুষ প্রভু বলে সম্বোধন করে, কিন্তু মৃত্যুর পর সেই দেহই কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্ম-রাশিতে পরিণত হয়। সুতরাং সেই দেহের জন্য যে প্রাণী-হত্যা করে সে নিজের প্রকৃত স্বার্থ বা পরমার্থ কী তা জানে না। কারণ প্রাণীহত্যা দ্বারা সে নরকই লাভ করে॥ ২৫ ॥ আমার মনে হয় ইন্দ্র নিজের শরীরকে নিত্য-চিরস্থায়ী বলে মনে করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, তার নিজের সর্বনাশের বোধ নেই। আমাকে এমন একটা উপায় বার করতে হবে যাতে আমার এমন একটি পুত্রলাভ হয় যে ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করে দিতে পারে॥ ২৬ ॥ মনে মনে এইসব চিন্তা করে দিতি সেবা-শুশ্রূষা, অনুরাগ, বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন ইত্যাদি দ্বারা ক্রমাগত নিজপতি কশ্যপের প্রিয়াচরণ করতে লাগলেন॥ ২৭ ॥ স্বামীর প্রত্যেকটি মনোভাবের খবর দিতি জানতেন। পরমভক্তি, মনোহর, মধুর বচন ও মৃদুহাস্য সহকারে কটাক্ষ নিক্ষেপাদি দ্বারা তিনি স্বামীর মন আকৃষ্ট করলেন॥ ২৮ ॥ জ্ঞানী ও বিবেকী কশ্যপ মনোহারিণী স্ত্রীর দ্বারা এইভাবে মোহিত ও বশবর্তী হয়ে স্ত্রীপরতন্ত্রচিত্তে বলেছিলেন—'আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করব।' স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এইরকম বশ্যতা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়॥ ২৯ ॥ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা প্রাণিগণকে নিঃসঙ্গ দেখে নিজ দেহের অর্ধাংশ থেকে স্ত্রীশরীর সৃষ্টি করেন। এই স্ত্রীই পুরুষের বুদ্ধি হরণ করে নিজের বশীভূত করে নেয়॥ ৩০ ॥ হে রাজন্ ! ভার্যা দিতির শুশ্রূষায় কশ্যপ অতীব প্রীতিলাভ করেন। সহাস্যবদনে দিতিকে প্রশংসা করে তিনি বললেন॥ ৩১ ॥

কশ্যপ বললেন—হে বামোরু (মনোহর উরুবিশিষ্টা

[১]প্রা.পা.—বিমোহিত.।

পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্।
মানসঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ॥ ৩৩

স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্॥ ৩৪

তস্মাৎ পতিব্রতা নার্যঃ শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমে।
যজন্তেঽনন্যভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্॥ ৩৫

সোঽহং ত্বয়ার্চিতো ভদ্রে ঈদৃগ্ভাবেন ভক্তিতঃ।
তত্তে সম্পাদয়ে কামমসতীনাং সুদুর্লভম্॥ ৩৬

দিতিরুবাচ

বরদো[১] যদি মে ব্রহ্মন্ পুত্রমিন্দ্রহণং বৃণে।
অমৃত্যুং মৃতপুত্রাহং[২] যেন মে ঘাতিতৌ সুতৌ॥ ৩৭

নিশম্য তদ্বচো বিপ্রো বিমনাঃ পর্যতপ্যত।
অহো অধর্মঃ সুমহানদ্য মে সমুপস্থিতঃ॥ ৩৮

অহো অদ্যেন্দ্রিয়ারামো যোষিন্ময্যেহ[৩] মায়য়া।
গৃহীতচেতাঃ কৃপণঃ পতিষ্যে নরকে ধ্রুবম্॥ ৩৯

কোঽতিক্রমোঽনুবর্তন্ত্যাঃ স্বভাবমিহ যোষিতঃ।
ধিঙ্[৪] মাং বতাবুধং স্বার্থে যদহং ত্বজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪০

শরৎপদ্মোৎসবং বক্ত্রং বচশ্চ শ্রবণামৃতম্।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং স্ত্রীণাং কো বেদ চেষ্টিতম্॥ ৪১

ন হি কশ্চিৎপ্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্।
পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ॥ ৪২

সুন্দরী), হে অনিন্দিতে! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হয়েছি। তোমার অভিলষিত বর তুমি প্রার্থনা কর। স্বামী সন্তুষ্ট হলে পত্নীর পক্ষে ইহলোক বা পরলোকে আর কোন্ কাম্য বস্তু অপ্রাপ্য থাকে? ॥ ৩২ ॥ শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পতিই নারীর পরমারাধ্য ইষ্টদেব। হে প্রিয়ে! লক্ষ্মীপতি ভগবান বাসুদেবই অন্তর্যামীরূপে সর্বভূতের হৃদয় মধ্যে বিরাজমান॥ ৩৩ ॥ তবুও পুরুষরা নানাপ্রকারে ইন্দ্রাদি নাম ও বিভিন্নরূপ কল্পনা করে যাঁকেই পুজো করুক না, আসলে বাসুদেবেরই পুজো করে। ঠিক সেইভাবেই নারীগণের জন্য ভগবান পতির রূপ ধারণ করেন। নারীগণ পতিরূপে তাঁরই পুজো করেন॥ ৩৪ ॥ অতএব হে প্রিয়ে! মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী পতিব্রতা রমণীগণ ঐকান্তিকভাবে পতিরূপধারী তাঁকেই পুজো করেন; কারণ পতিদেবতাই তাঁদের প্রিয়তম আত্মা ও ঈশ্বর॥ ২৫ ॥ হে কল্যাণী! আমি তোমার সেই পতি যাকে তুমি ওইভাবে বাসুদেবদৃষ্টিতে ভক্তিভরে সেবা করেছ। অতএব আমি তোমার সব কামনা পূর্ণ করে দেব। অসতী নারীদের পক্ষে এই কামনাপূরণ অতীব দুর্লভ॥ ৩৬ ॥

দিতি বললেন—হে ব্রহ্মণ্! ইন্দ্র বিষ্ণুর হাতে আমার দুটি পুত্রকে বিনষ্ট করিয়ে আমাকে পুত্রহীনা করেছে। সুতরাং আপনি যদি অনুগ্রহ করে সত্যিই বরদ হলেন, তাহলে দয়া করে এমন একটি অমর পুত্র দিন যে ইন্দ্রহন্তা হবে॥ ৩৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ! দিতির সেই প্রার্থনা শুনে মুনিবর কশ্যপ বিষণ্ণ হয়ে পরিতাপ করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন—'হায়! হায়! আজ আমার জীবনে গুরুতর অধর্ম এসে উপস্থিত হয়েছে॥ ৩৮ ॥ বিষয় ও ইন্দ্রিয়সুখে রত হওয়াতে নারীরূপিণী মায়া আমার চিত্তকে বশীভূত করেছে। আজ আমার কী শোচনীয় দশা হয়েছে। আমাকে নিশ্চয়ই নরকগমন করতে হবে॥ ৩৯ ॥ এই নারীর কোনো অপরাধ নেই, কারণ এ তো নারীসুলভ স্বভাবেরই অনুসরণ করেছে। দোষ তো আমারই—যে আমি আমার নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখতে পারিনি, আমার প্রকৃত স্বার্থ ও পরমার্থ বিষয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ধিক্ আমাকে বারে বারে ধিক্॥ ৪০ ॥ স্ত্রিয়াশ্চরিত্র কে বুঝতে পারে? এদের বদন শরৎকালীন পদ্মের মতো প্রফুল্ল নয়নাভিরাম। বাণী এমন মধুর যেন অমৃতধারা। কিন্তু হৃদয়খানি ক্ষুরধারের মতো তীক্ষ্ণ॥ ৪১ ॥ রমণীদের মন নিজেদের সুখের অন্বেষণেই

[১]প্রা.পা.—সোঽসি যদি ব্রহ্ম.। [২]প্রা.পা.—হতপুত্রা। [৩]প্রা.পা.—ময্যেব। [৪]প্রা.পা.—বিপ্রাবিতো ধ্রুবার্থেষু যদহং।

প্রতিশ্রুতং দদামীতি[1] বচস্তন্ন মৃষা ভবেৎ।
বধং নার্হতি চেন্দ্রোঽপি তত্রেদমুপকল্পতে॥ ৪৩

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্মারীচঃ কুরুনন্দন।
উবাচ কিঞ্চিৎ কুপিত আত্মানং চ বিগর্হয়ন্॥ ৪৪

কশ্যপ উবাচ

পুত্রস্তে ভবিতা ভদ্রে ইন্দ্রহা দেববান্ধবঃ।
সংবৎসরং ব্রতমিদং যদ্যঞ্জো ধারয়িষ্যসি॥ ৪৫

দিতিরুবাচ

ধারয়িষ্যে ব্রতং ব্রহ্মন্ ব্রূহি কার্যাণি যানি মে।
যানি চেহ নিষিদ্ধানি ন ব্রতং ঘ্নন্তি যানি[2] তু॥ ৪৬

কশ্যপ উবাচ

ন হিংস্যাদ্ভূতজাতানি ন শপেন্নানৃতং বদেৎ।
নচ্ছিন্দ্যান্নখরোমাণি ন স্পৃশেদ্যদমঙ্গলম্॥ ৪৭

নাপ্সু স্নায়ান্ন কুপ্যেত ন সম্ভাষেত দুর্জনৈঃ।
ন বসতীধৌতবাসঃ স্রজং চ বিধৃতাং ক্বচিৎ॥ ৪৮

নোচ্ছিষ্টং চণ্ডিকান্নং চ সামিষং বৃষলাহৃতম্।
ভুঞ্জীতোদক্যয়া দৃষ্টং পিবেদঞ্জলিনা ত্বপঃ॥ ৪৯

নোচ্ছিষ্টাস্পৃষ্টসলিলা সন্ধ্যায়াং মুক্তমূর্ধজা।
অনর্চিতাসংযতবাঙ্নাসংবীতা বহিশ্চরেদ্॥ ৫০

নাধৌতপাদাপ্রযতা নার্দ্রপাদো[3] উদক্শিরাঃ।
শয়ীত নাপারঙ্নান্যৈর্ন[4] নগ্না ন চ সন্ধ্যয়োঃ॥ ৫১

ধৌতবাসাঃ শুচির্নিত্যং সর্বমঙ্গলসংযুতা।
পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্গোবিপ্রাঞ্শ্রিয়মচ্যুতম্॥ ৫২

নিবিষ্ট, বস্তুত তাদের প্রিয় কেউ নেই। স্বার্থের তাড়নায় তারা নিজেদের পতি, পুত্র বা ভাইকেও বধ করতে পারে বা অপরকে দিয়ে বধ করাতে পারে॥ ৪২ ॥ আমি তো প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি যে তুমি যা চাইবে তাই দেব। আমার সেই বাক্য মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ইন্দ্রও বধ-যোগ্য নন। সুতরাং এখন আমাকে এক যুক্তি বার করতে হবে॥ ৪৩ ॥ হে কুরুনন্দন ! মরীচিপুত্র ভগবান কশ্যপ এইরকম চিন্তা করে এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উভয়কূল রক্ষার উপায় বিবেচনা করে কিঞ্চিৎ কুপিতের মতো হয়ে দিতিকে বললেন॥ ৪৪ ॥

কশ্যপ বললেন—হে ভদ্রে ! তুমি যদি এক বৎসরকাল পর্যন্ত যথার্থভাবে আমার উপদিষ্ট ব্রত পালন করতে পার তবে তোমার গর্ভে ইন্দ্রঘাতক একটি পুত্র জন্মাবে। কিন্তু যদি ব্রতপালনে কোনো ত্রুটি হয় তবে সেই পুত্র দেবগণের শত্রু না হয়ে বন্ধুই হবে॥ ৪৫ ॥

দিতি বললেন—ব্রহ্মণ্ ! আমি আপনার উপদিষ্ট ব্রত ধারণ করব। আমাকে কী কী করতে হবে বলুন। কোন কোন কর্ম নিষিদ্ধ এবং যা যা কর্তব্য, সব আমাকে বুঝিয়ে বলুন॥ ২৬ ॥

কশ্যপ বললেন—প্রিয়ে ! এই ব্রত ধারণ করে মন-বাণী-কর্ম দ্বারা কোনো প্রাণীর হিংসা করবে না, অভিশাপ বা গালি দেবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, নখ ও রোম কর্তন করবে না, অপবিত্র কিছু স্পর্শ করবে না॥ ৪৭ ॥ জলে নেমে স্নান করবে না, ক্রোধ করবে না, দুর্জনের সাথে বাক্যালাপ করবে না, অধৌত বস্ত্র পরবে না, অপরের ধারণ করা মালা পরবে না॥ ৪৮ ॥ উচ্ছিষ্ট অন্ন, ভদ্রকালীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, আমিষযুক্ত অন্ন ভোজন করবে না। শূদ্রের দ্বারা আনীত এবং রজস্বলা নারীর দৃষ্ট অন্ন খাবে না এবং অঞ্জলি দ্বারা জলপান করবে না॥ ৪৯ ॥ উচ্ছিষ্ট অবস্থায়, আচমন না করে, সন্ধ্যাকালে, মুক্তকেশে, ভূষণহীনা হয়ে, বাক্‌সংযম না করে এবং সর্বাঙ্গ আবৃত না করে ভ্রমণ করবে না॥ ৫০ ॥ পাদপ্রক্ষালন না করে, অপবিত্র অবস্থায় ভেজা পায়ে, উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হয়ে, অন্যের সাথে, উলঙ্গ অবস্থায় এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে শয়ন করবে না॥ ৫১ ॥ এইভাবে এই সব নিষেধ মানা করে সর্বদা পবিত্র থাকবে, ধোয়া কাপড় পরবে

[1]প্রা.পা.—দদানীতি। [2]প্রা.পা.—যান্যত। [3]প্রা.পা.—নার্দ্রপাদা। [4]প্রা.পা.—নাপরাহ্নে বৈ নগ্না চ ন চ।

স্ত্রিয়ো বীরবতীশ্চার্চেৎ স্রগ্‌গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ।
পতিং চার্চ্যোপতিষ্ঠেত ধ্যায়েৎ কোষ্ঠগতং চ তম্॥ ৫৩

সাংবৎসরং পুংসবনং ব্রতমেতদবিপ্লুতম্।
ধারয়িষ্যসি চেত্তুভ্যং শক্রহা ভবিতা সুতঃ॥ ৫৪

বাঢ়মিত্যভিপেত্যাথ[১] দিতী রাজন্ মহামনাঃ।
কাশ্যপং[২] গর্ভমাধত্ত ব্রতং চাঞ্জো[৩] দধার সা॥ ৫৫

মাতৃষ্বসুরভিপ্রায়মিন্দ্র আজ্ঞায় মানদ।
শুশ্রূষণেনাশ্রমস্থাং দিতিং পর্যচরৎকবিঃ[৪]॥ ৫৬

নিত্যং বনাৎ সুমনসঃ ফলমূলসমিৎকুশান্।
পত্রাঙ্কুরমৃদোঽপশ্চ কালে কাল উপাহরৎ॥ ৫৭

এবং তস্যা ব্রতস্থায়া ব্রতচ্ছিদ্রং হরির্নৃপ।
প্রেপ্সুঃ পর্যচরজ্জিহ্মো মৃগহেব মৃগাকৃতিঃ॥ ৫৮

নাধ্যগচ্ছদ্ব্রতচ্ছিদ্রং তৎপরোঽথ মহীপতে।
চিন্তাং তীব্রাং গতঃ শক্রঃ কেন মে স্যাচ্ছিবং ত্বিহ॥ ৫৯

একদা সা তু সন্ধ্যায়ামুচ্ছিষ্টা ব্রতকর্শিতা।
অস্পৃষ্টবার্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ সুষ্বাপ বিধিমোহিতা॥ ৬০

লব্ধা তদন্তরং শক্রো নিদ্রাপহৃতচেতসঃ।
দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া॥ ৬১

চকর্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কনকপ্রভম্।
রুদন্তং সপ্তধৈকৈকং মা রোদীরিতি তান্ পুনঃ॥ ৬২

এবং সমস্ত মাঙ্গলিক দ্রব্যে ভূষিত থাকবে। প্রাতঃকালে প্রথম ভোজনের আগেই গো-ব্রাহ্মণ ও লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করবে॥ ৫২ ॥ তারপর সধবা স্ত্রীলোকদের পুষ্পমাল্য, চন্দনাদি সুগন্ধদ্রব্য, নৈবেদ্য, অলংকার প্রভৃতি দিয়ে পুজো করবে এবং পতিকে অর্চনা করে তাঁর কাছে বসে 'তিনিই সন্তানরূপে গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছেন' এইভাবে চিন্তা করবে॥ ৫৩ ॥ হে ভদ্রে ! এই ব্রতের নাম 'পুংসবন'। যদি এক বৎসরকাল ধরে তুমি এই পুংসবন ব্রত নির্বিঘ্নে পালন করতে পার, তাহলে তোমার গর্ভে ইন্দ্রহন্তা পুত্র জন্মাবে॥ ৫৪ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! অনন্তর মনস্বিনী মহামনা দিতি 'এইভাবে অবশ্যই করব' বলে স্বীকার করে কশ্যপের বীর্যে গর্ভ ধারণ করলেন এবং কশ্যপের উপদিষ্ট ব্রত যথার্থ বোধে তাই অনুষ্ঠান করতে তৎপর হলেন॥ ৫৫ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! মাতৃষ্বসার (মাসীর) অভিপ্রায় বুঝতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নিজের পোষাক বদল করে দিতির আশ্রমে এসে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন॥ ৫৬ ॥ প্রতিদিন যথাসময়ে দিতির জন্য তাঁর প্রয়োজন মতো বন থেকে ফল, মূল, পুষ্প, অংকুর, যজ্ঞ কাষ্ঠ, কুশ, পত্র, দূর্বা, মাটি এবং জল এনে দিতির সেবায় উপহার দিতে লাগলেন॥ ৫৭ ॥ হে রাজন্ ! কুটিল ব্যাধ যেমন (হরিণদের বঞ্চনা করবার জন্য) মৃগবেশ ধারণ করে তাদের কাছে যায়, দেবরাজ ইন্দ্রও ব্রতচারিণী দিতির ব্রতচ্ছিদ্র অর্থাৎ ব্রতের ত্রুটি ধরবার জন্য কপট সাধুবেশ ধারণ করে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন॥ ৫৮ ॥ অত্যন্ত তৎপরতার সাথে সব কিছুর দিকে লক্ষ্য রেখেও ইন্দ্র দিতির ব্রতের কোনোরকম ত্রুটি ধরতে পারলেন না। তবুও তিনি সেবা পরিচর্যার কোনো ত্রুটি রাখলেন না। কিন্তু ইন্দ্রের মনে চিন্তার উদ্রেক হল যে তাঁর অভিপ্রেত ফল কীরূপে লাভ হবে ॥ ৫৯ ॥

ব্রতপালন করতে করতে দিতি খুবই দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে বিধাতাও তাঁকে মোহগ্রস্ত করলেন। ফলে একদিন সন্ধ্যাকালে উচ্ছিষ্ট মুখ না ধুয়েই এবং পাদপ্রক্ষালন না করেই দিতি নিদ্রার জন্য বিছানায় শয়ন করলেন॥ ৬০ ॥ যোগেশ্বর ইন্দ্র দেখলেন যে এই হচ্ছে উপযুক্ত অবসর। নিজ যোগমায়া প্রভাবে তিনি নিদ্রায় অচৈতন্য দিতির উদরমধ্যে প্রবেশ করলেন॥ ৬১ ॥ গর্ভের মধ্যে গিয়ে সোনার মতো

[১]প্রা.পা.—ভ্যভ্যুপেত্যা.। [২]প্রা.পা.—শ্যপাদ্গর্ভ.। [৩]প্রা.পা.—রাজন্। [৪]প্রা.পা.—চরদ্ধরিঃ।

তে তমূচুঃ পাট্যমানাঃ সর্বে প্রাঞ্জলয়ো নৃপ।
নো[১] জিঘাংসসি কিমিন্দ্র ভ্রাতরো মরুতস্তব॥ ৬৩

মা ভৈষ্ট ভ্রাতরো মহ্যং যূয়মিত্যাহ কৌশিকঃ।
অনন্যভাবান্ পার্ষদানাত্মনো মরুতাং গণান্॥ ৬৪

ন মমার দিতের্গর্ভঃ শ্রীনিবাসানুকম্পয়া।
বহুধা কুলিশক্ষুণ্ণো দ্রৌণ্যস্ত্রেণ যথা ভবান্॥ ৬৫

সকৃদিষ্টাহহদিপুরুষং পুরুষো যাতি সাম্যতাম্।
সংবৎসরং কিঞ্চিদূনং দিত্যা যদ্ধরিরর্চিতঃ॥ ৬৬

সজূরিন্দ্রেণ পঞ্চাশদ্দেবাস্তে মরুতোহভবন্।
ব্যপোহ্য মাতৃদোষং তে হরিণা সোমপাঃ কৃতাঃ॥ ৬৭

দিতিরুত্থায় দদৃশো কুমারাননলপ্রভান্।
ইন্দ্রেণ সহিতান্ দেবী পর্যতুষ্যদনিন্দিতা॥ ৬৮

অথেন্দ্রমাহ তাতাহমাদিত্যানাং ভয়াবহম্।
অপত্যমিচ্ছন্ত্যচরং ব্রতমেতৎসুদুষ্করম্॥ ৬৯

একঃ সঙ্কল্পিতঃ পুত্রঃ সপ্ত সপ্তাভবন্ কথম্।
যদি তে বিদিতং পুত্র সত্যং কথয় মা মৃষা॥ ৭০

ইন্দ্র উবাচ

অম্ব তেহহং ব্যবসিতমুপধার্যাগতোহন্তিকম্।
লব্ধান্তরোহচ্ছিদং গর্ভমর্থবুদ্ধির্ন ধর্মবিৎ[২]॥ ৭১

উজ্জ্বল গর্ভকে নিজের বজ্রের দ্বারা সাত খণ্ড করে টুকরো করে ফেললেন। তার ফলে সেই গর্ভখণ্ডগুলি রোদন করতে লাগল। ইন্দ্র তাদের বললেন 'রোদন করো না, রোদন করো না।' এই বলে সেই সাত খণ্ডের প্রত্যেকটিকে আবার সাত সাত খণ্ডে টুকরো করে দিলেন॥ ৬২ ॥ হে রাজন্! ইন্দ্র যখন তাদের টুকরো টুকরো করতে লাগলেন, তখন সেই টুকরোগুলো প্রত্যেকে করজোড়ে ইন্দ্রকে বলল—'হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের কেন বধ করতে ইচ্ছা করেছ? আমরা তো তোমার ভাই, মরুদ্‌গণ'॥ ৬৩ ॥ ইন্দ্র তখন এই কথা শুনে তাঁর অনন্যপ্রেমী ভাবী পার্ষদ মরুদ্গণকে বললেন—'ঠিক আছে, তোমরা ভয় পেও না, তোমরা আমার ভাই'॥ ৬৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ! অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে তোমার যেমন কোনো ক্ষতি হয়নি সেইরকমই ভগবান শ্রীহরির কৃপায় দিতির সেই গর্ভ বজ্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড হওয়া সত্ত্বেও বিনষ্ট হয়নি॥ ৬৫ ॥ এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ জীব একবার মাত্র শ্রীহরির আরাধনা করেও তাঁর আত্মতুল্য প্রিয়তা লাভ করে; আর দিতি তো এক বছরের অল্প কয়েকদিন মাত্র কম সময় ধরে ভগবানের আরাধনা করেছেন॥ ৬৬ ॥ অনন্তর সেই উনপঞ্চাশ মরুদ্গণ ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে পঞ্চাশজন হয়ে গেল। ইন্দ্রও তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের সাথে বৈরিভাব বজায় না রেখে তাদের সোমরসপায়ী দেবতা করে নিয়েছিলেন॥ ৬৭ ॥ (ব্রতের মাহাত্ম্যে নিন্দিত প্রবৃত্তিগুলি দূরীভূত হওয়াতে দেবীতুল্য) দিতি নিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে তার অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী কুমারগণকে ইন্দ্রের সাথে একত্র দেখলেন এবং পরিতুষ্ট হলেন॥ ৬৮ ॥ তিনি ইন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন—'বৎস! আমি দেবতাদের অর্থাৎ তোমাদের ভীতিজনক পুত্র কামনা করে এই অতি দুষ্কর ব্রত পালন করছিলাম॥ ৬৯ ॥ আমি কেবল একটিমাত্র পুত্র কামনা করেছিলাম, কিন্তু এই উনপঞ্চাশ পুত্র কী করে হল? হে পুত্র! তুমি যদি এই রহস্য জান, তাহলে সত্য কথা বল, মিথ্যা বলো না'॥ ৭০ ॥

ইন্দ্র বললেন—মাতঃ! আমি আপনার ওই ইচ্ছা ও সংকল্প জানতে পেরেছিলাম যে আপনি কেন ওই ব্রত অনুষ্ঠান করছিলেন। সুতরাং নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমি স্বর্গ ছেড়ে এখানে এসেছিলাম। এতে আমার সম্পূর্ণ স্বার্থবুদ্ধিই কাজ করেছে, ধর্মবুদ্ধি বিন্দুমাত্র ছিল না।

[১]প্রা.পা.—কিন্নঃ শক্র জিঘাংসসি ভ্রাত.। [২]প্রা.পা.—ধর্মদৃক্।

কৃতো মে সপ্তধা গর্ভ আসন্ সপ্ত কুমারকাঃ।
তেঽপি চৈকৈকশো বৃক্‌ণাঃ সপ্তধা নাপি মম্রিরে।। ৭২

ততস্তৎ পরামাশ্চর্যং বীক্ষ্যাধ্যবসিতং ময়া।
মহাপুরুষপূজায়াঃ সিদ্ধিঃ কাপ্যনুষঙ্গিণী।। ৭৩

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ।। ৭৪

আরাধ্যাত্মপ্রদং দেবং স্বাত্মানং জগদীশ্বরম্।
কো বৃণীতে গুণস্পর্শং বুধঃ স্যান্নরকেঽপি যৎ।। ৭৫

তদিদং মম দৌর্জন্যং বালিশস্য মহীয়সি।
ক্ষন্তুমর্হসি মাতস্ত্বং দিষ্ট্যা গর্ভো মৃতোত্থিতঃ।। ৭৬

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রস্তয়াভ্যনুজ্ঞাতঃ শুদ্ধভাবেন তুষ্টয়া।
মরুদ্ভিঃ সহ তাং নত্বা জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ।। ৭৭

এবং তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
মঙ্গলং মরুতাং জন্ম কিং ভূয় কথয়ামি তে।। ৭৮

আপনার ব্রত অনুষ্ঠানে ত্রুটি পাওয়া মাত্রই আমি সেই গর্ভকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছি।। ৭১ ।। প্রথমে আমি একটি গর্ভকে সাত টুকরো করেছি। তার থেকে সাতটি বালক হয়। তারপর গর্ভের বিনাশ হল না দেখে সেই সাত খণ্ডের প্রত্যেকটিকে আবার সাত সাত খণ্ডে কর্তন করি। তাতেও এরা বিনষ্ট না হওয়াতে উনপঞ্চাশ হয়ে গেল।। ৭২ ।। অনন্তর সেই পরমাশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করে আমি নিশ্চয় করলাম যে আপনি পরমপুরুষ ভগবান শ্রীহরির যে আরাধনা করেছেন, তার ফলে আনুষঙ্গিকী কোনো সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন।। ৭৩ ।। যে সব মানুষ নিরাকাঙ্ক্ষ হয়ে ভগবানের আরাধনায় যত্নবান থাকেন এবং মোক্ষ পর্যন্তও অভিলাষ করেন না, তারাই যথার্থ বুদ্ধিমান বলে কথিত হন।। ৭৪ ।। ভগবান জগদীশ্বর সকলের আরাধ্য দেবতা আর সর্বাত্মা। তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজেকে পর্যন্ত দান করে থাকেন। সুতরাং এমন বুদ্ধিমান কে আছে, যে তাঁর আরাধনা করে বিষয় ভোগের বর প্রার্থনা করবে। হে মাতঃ! এই বিষয়ভোগ তো নরকেও পাওয়া যায়।। ৭৫ ।। অতএব হে স্নেহময়ী জননী! আপনি সর্বপ্রকারে আমার পূজ্যা। মূর্খতার বশে আমি বড়ই দুষ্কর্ম করেছি। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। অতীব সৌভাগ্যক্রমে আপনার গর্ভ খণ্ড খণ্ড হয়ে বিনষ্ট হয়েও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।। ৭৬ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! মহামনা দিতি ইন্দ্রের শুদ্ধ ভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দিতির অনুমতি নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে মরুদ্গণের সাথে স্বর্গে চলে গেলেন।। ৭৭ ।। হে রাজন্! মরুদ্গণের এই জন্মবৃত্তান্ত বড়ই মঙ্গলময়। এই ব্যাপারে তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলে তার সব কিছু বিস্তারিতভাবে আমি কীর্তন করলাম। এখন আর কী শুনতে চাও বলো।। ৭৮ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে মরুদুৎপত্তিকথনং [১] নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে মরুদুৎপত্তি নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।। ১৮ ।।

---

[১]প্রা.পা.—ত্পত্তিরষ্টাদশো।

অথৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ
ঊনবিংশ অধ্যায়
পুংসবন ব্রতের নিয়ম

রাজোবাচ

ব্রতং পুংসবনং ব্রহ্মন্ ভবতা যদুদীরিতম্।
তস্য[১] বেদিতুমিচ্ছামি যেন[২] বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ১

শ্রীশুক [৩]উবাচ

শুক্লে মার্গশিরে পক্ষে যোষিদ্ভর্তুরনুজ্ঞয়া।
আরভেত ব্রতমিদং সার্বকামিকমাদিতঃ ॥ ২

নিশম্য মরুতাং জন্ম ব্রাহ্মণাননুমন্ত্র্য চ।
স্নাত্বা শুক্লদতী শুক্লে বসীতালঙ্কৃতাম্বরে।
পূজয়েৎপ্রাতরাশাৎপ্রাগ্ভগবন্তং শ্রিয়া সহ ॥ ৩

অলং তে নিরপেক্ষায় পূর্ণকাম নমোঽস্তু তে।
মহাবিভূতিপতয়ে নমঃ সকলসিদ্ধয়ে ॥ ৪

যথা ত্বং কৃপয়া ভূত্যা তেজসা মহিনৌজসা।
জুষ্ট ঈশ গুণৈঃ সর্বৈস্ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৫

বিষ্ণুপত্নি মহামায়ে মহাপুরুষলক্ষণে।
প্রীয়েথা মে মহাভাগে লোকমাতর্নমোঽস্তু তে ॥ ৬

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সহ মহাবিভূতিভির্বলিমুপহরাণীতি। অনেনাহরহর্মন্ত্রেণ বিষ্ণোরাবাহনার্ঘ্যপাদ্যোপস্পর্শনস্নানবাসউপবীতবিভূষণগন্ধপুষ্পধূপদীপোপহারাদ্যুপচারাংশ্চ সমাহিত উপাহরেৎ ॥ ৭

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—হে প্রভু! আপনি যে পুত্রপ্রদ পুংসবন ব্রতের কথা বললেন যার ফলে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হন, আমি তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! এই পুংসবন ব্রত সর্বকামপ্রদ। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে এই ব্রত আরম্ভ করবে ॥ ২ ॥ প্রাতঃকালে দন্তধাবনপূর্বক স্নাত ও শুচি হয়ে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি নিয়ে মরুদ্গণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করবে। পরে শুক্লবর্ণ পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করবে। তারপর অলংকারাদি ধারণপূর্বক কোনো কিছু ভোজনের আগে প্রথমেই ভগবান লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করবে ॥ ৩ ॥ (এই রকম প্রার্থনা করবে) হে প্রভু! তুমি পূর্ণকাম। সুতরাং দেওয়া-নেওয়ার তোমার কিছু নেই। তুমি সমস্ত বিভূতির অধিপতি ও সর্বসিদ্ধিস্বরূপ। আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৪ ॥ হে ঈশ! তুমি কৃপা, ঐশ্বর্য, তেজ, মহিমা, বীর্য ইত্যাদি সর্বগুণে সম্যক প্রকারে ভূষিত। এই সমস্ত ভগ—ঐশ্বর্য, তোমার মধ্যে নিত্যযুক্ত, সেইজন্য তোমাকে ভগবান বলা হয়। তুমি সর্বশক্তিমান ॥ ৫ ॥ হে মা লক্ষ্মী! তুমি ভগবানের অর্ধাঙ্গিনী ও মহামায়াস্বরূপিণী। ভগবানের সমস্ত গুণের নিবাসস্থল তুমি। হে মহাসৌভাগ্যবতী জগন্মাতা! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে বন্দনা করে একাগ্রচিত্তে 'ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সহ মহাবিভূতিভির্বলিমুপহরাণি'—ওঁকারস্বরূপ, মহানুভাব, সমস্ত মহাবিভূতিপতি ভগবান পুরুষোত্তমকে এবং তাঁর মহাবিভূতিসমূহকে আমি নমস্কার করি এবং তাঁকে পূজোপহারসমূহ সামগ্রী সমর্পণ করছি—এই মন্ত্রের দ্বারা প্রতিদিন স্থিরচিত্তে বিষ্ণুর আবাহন করবে এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, গন্ধ,

---

[১]প্রা.পা.—তত্র। [২]প্রা.পা.—বিষ্ণুর্যেন। [৩]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ।

হবিঃশেষং তু জুহুয়াদনলে দ্বাদশাহুতীঃ।
ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহেতি॥ ৮

শ্রিয়ং বিষ্ণুং চ বরদাবাশিষাং প্রভবাবুভৌ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েন্নিত্যং যদীচ্ছেৎ সর্বসম্পদঃ॥ ৯

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা।
দশবারং জপেন্মন্ত্রং ততঃ স্তোত্রমুদীরয়েৎ॥ ১০

যুবাং তু বিশ্বস্য বিভূ জগতঃ কারণং পরম্।
ইয়ং হি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা মায়াশক্তির্দুরত্যয়া॥ ১১

তস্যা অধীশ্বরঃ সাক্ষাত্ত্বমেব পুরুষঃ পরঃ।
ত্বং সর্বযজ্ঞ ইজ্যেয়ং ক্রিয়েয়ং ফলভুগ্‌ভবান্॥ ১২

গুণব্যক্তিরিয়ং দেবী ব্যঞ্জকো গুণভুগ্‌ভবান।
ত্বং হি সর্বশরীর্যাত্মা শ্রীঃ শরীরেন্দ্রিয়াশয়া।
নামরূপে ভগবতী প্রত্যয়স্ত্বমপাশ্রয়ঃ॥ ১৩

যথা যুবাং ত্রিলোকস্য বরদৌ পরমেষ্ঠিনৌ।
তথা ম উত্তমশ্লোক সন্তু সত্যা মহাশিষঃ॥ ১৪

ইত্যভিষ্টূয় বরদং শ্রীনিবাসং শ্রিয়া সহ।
তন্নিঃসার্যোপহরণং দত্ত্বাহচমনমর্চয়েৎ॥ ১৫

ততঃ স্তুবীত স্তোত্রেণ ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা।
যজ্ঞোচ্ছিষ্টমবঘ্রায় পুনরভ্যর্চয়েদ্ধরিম্॥ ১৬

পতিং চ পরয়া ভক্ত্যা মহাপুরুষচেতসা।
প্রিয়ৈস্তৈস্তৈরুপনমেৎ প্রেমশীলঃ স্বয়ং পতিঃ।
বিভৃয়াৎ সর্বকর্মাণি পত্ন্যা উচ্চাবচানি চ॥ ১৭

পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার নিবেদন করে পূজা করবে॥ ৭ ॥ অতঃপর উপহারাবশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা 'ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা'—'মহান ঐশ্বর্যের অধিপতি ভগবান পুরুষোত্তমকে আমি নমস্কার করি, তাঁর উদ্দেশ্যে এই হবিষ্যদ্বারা হোম অনুষ্ঠান করলাম',—এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে দ্বাদশ বার আহুতি দেবে॥ ৮ ॥ হে পরীক্ষিৎ! যারা সমস্ত প্রকার সম্পদ লাভের ইচ্ছা করে তাদের প্রতিদিন ভক্তিভাবে ভগবান লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করা উচিত কারণ লক্ষ্মীদেবী ও ভগবান নারায়ণ এই দুই দেবতাই শ্রেষ্ঠ বরপ্রদ ও বাঞ্ছিত ফলের জনক॥ ৯ ॥ এরপর ভক্তিবিনম্রচিত্তে লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশ্যে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে। অনন্তর দশবার পূর্বোক্ত মন্ত্র জপ করবে, এই এই স্তোত্র পাঠ করবে—॥ ১০ ॥

'হে লক্ষ্মীনারায়ণ! তোমরা দুজন সর্বব্যাপক এবং সম্পূর্ণ চরাচর জগতের শেষকারণ—কারণেরও কারণ। হে প্রভু! মাতা লক্ষ্মীদেবী তোমার মায়াশক্তি, তিনিই স্বয়ং অব্যক্ত প্রকৃতিও বটে, তিনি অপার॥ ১১ ॥ হে প্রভু! তুমি এই মহামায়ার অধীশ্বর, তুমিই স্বয়ং পরমপুরুষ। তুমিই যজ্ঞ আর তিনি যজ্ঞক্রিয়া। তুমি যজ্ঞফলের ভোক্তা, তিনি ফলভোগের লৌকিক ক্রিয়া॥ ১২ ॥ মাতা লক্ষ্মীদেবী গুণসমূহের প্রকাশস্বরূপা আর তুমি সেই সেই গুণবর্গের ভোক্তা ও প্রকাশক। তুমি সকল দেহীর আত্মা আর লক্ষ্মীদেবী দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ। মা লক্ষ্মী নাম এবং রূপ, তুমি নাম ও রূপের প্রকাশক ও আশ্রয়॥ ১৩ ॥ হে প্রভু! তুমি পবিত্রকীর্তি। তোমরা দুজনে পরমেষ্ঠী এবং ত্রিলোকের বরদ প্রভু। অতএব তোমাদের প্রসাদে আমার নিত্য মহা আশিস হোক—আমার আশা-অভিলাষ পূর্ণ হোক'॥ ১৪ ॥

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে লক্ষ্মীর সাথে বরপ্রদ লক্ষ্মীপতির স্তব করে ওইসব নৈবেদ্যাদি উপহার দ্রব্য সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আচমনীয় প্রদান করে তাম্বুল ও পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতির দ্বারা অর্চনা করবে॥ ১৫ ॥ তদনন্তর ভক্তিবিনম্রচিত্তে ভগবানের পূর্বোক্ত স্তোত্র পাঠ করে স্তব করবে এবং যজ্ঞাবশিষ্ট পদার্থ আঘ্রাণ করে পুনরায় পূজা করবে॥ ১৬ ॥ ভগবানের পূজা সমাপনান্তে নিজের পতিকে পরমেশ্বর বুদ্ধিতে পরমভক্তিভরে তার প্রিয় বস্তুসমূহ দিয়ে তার সেবা করবে। পতিও প্রেমপরায়ণচিত্তে পত্নীর অল্প

কৃতমেকতরেণাপি দম্পত্যোরুভয়োরপি।
পত্ন্যাং কুর্যাদনর্হায়াং পতিরেতৎ সমাহিতঃ॥ ১৮

বিষ্ণোর্ব্রতমিদং বিভ্রন্ন বিহন্যাৎ কথঞ্চন।
বিপ্রান্ স্ত্রিয়ো বীরবতীঃ স্রগ্গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ।
অর্চেদহরহর্ভক্ত্যা দেবং নিয়মমাস্থিতঃ॥ ১৯

উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ।
অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্বকামর্দ্ধয়ে তথা॥ ২০

এতেন পূজাবিধিনা মাসান্ দ্বাদশ হায়নম্।
নীত্বাথোপচরেৎসাধ্বী কার্তিকে চরমেঽহনি॥ ২১

শ্বোভূতেঽপ উপস্পৃশ্য কৃষ্ণমভ্যর্চ্য পূর্ববৎ।
পয়ঃশৃতেন জুহুয়াচ্চরুণা সহ সর্পিষা।
পাকযজ্ঞবিধানেন দ্বাদশৈবাহুতীঃ পতিঃ॥ ২২

আশিষঃ শিরসাঽদায় দ্বিজৈঃ প্রীতৈঃ সমীরিতাঃ।
প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা ভুঞ্জীত তদনুজ্ঞয়া॥ ২৩

আচার্যমগ্রতঃ কৃত্বা বাগ্যতঃ সহ বন্ধুভিঃ।
দদ্যাৎ পত্ন্যৈ চরোঃ শেষং সুপ্রজস্ত্বং সুসৌভগম্॥ ২৪

এতচ্চরিত্বা বিধিবদ্‌ব্রতং বিভো-
রভীপ্সিতার্থং লভতে পুমানিহ।
স্ত্রী ত্বেতদাস্থায় লভেত সৌভগং
শ্রিয়ং প্রজাং জীবপতিং যশো গৃহম্॥ ২৫

কন্যা চ বিন্দেত সমগ্রলক্ষণং
বরং ত্ববীরা হতকিল্বিষা গতিম্।
মৃতপ্রজা জীবসুতা ধনেশ্বরি
সুদুর্ভগা সুভগা রূপমগ্র্যম্॥ ২৬

বিষ্ণুর সমস্ত কার্যে আনুকূল্য করবে॥ ১৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ! পতি-পত্নীর মধ্যে যে কেউ একজন এই পুংসবন ব্রত করলেও উভয়েরই ফললাভ হয়। সুতরাং পত্নী যদি এ ব্রতাচরণে (মাসিক প্রভৃতি কারণে) অসমর্থা হয় তবে পতি সমাহিত হয়ে ঐকান্তিকভাবে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করবে॥ ১৮ ॥ এই ব্রত ভগবান বিষ্ণুর ব্রত, একে বৈষ্ণব ব্রত বা হরিতোষণ ব্রতও বলা হয়। এই ব্রত ধারণ করে কোনো কারণেই ব্রত ভঙ্গ করবে না। এই ব্রত ধারণ করলে প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক মালা, চন্দন, নৈবেদ্য উপহার ও অলংকারাদির দ্বারা ব্রাহ্মণ ও সধবা স্ত্রীলোককে অর্চন করবে ও উক্ত নিয়ম পালন করে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করবে॥ ১৯ ॥ তারপর আরাধ্য দেবকে তাঁর নিজধামে প্রত্যাগমনের জন্য বিসর্জন দেবে। অনন্তর আত্মবিশুদ্ধি ও সকল কামফল প্রাপ্তির জন্য নিবেদিত কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করবে॥ ২০ ॥ সাধ্বী রমণী এই পূজাবিধি অনুসারে দ্বাদশ মাসাত্মক বৎসর (অর্থাৎ যে বৎসরে মলমাস নেই, সেই বৎসর) অতিবাহিত করে কার্তিক মাসের শেষদিনে অমাবস্যা তিথিতে উপবাস ও বিধিমতো পূজা করবে॥ ২১ ॥ সেদিন প্রাতঃকালেই স্নান সমাপন করে পূর্বোক্ত নিয়মে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করবে এবং তার পতি পাকযজ্ঞবিধিমতো অর্থাৎ পার্বণীয়—পর্বতিথি-বিহিত স্থালীপাক প্রকরণ দ্বারা দুগ্ধপক্ব সঘৃত চরু দ্বারা (অগ্নিতে) দ্বাদশটি আহুতি প্রদান করবে॥ ২২ ॥ এরপরে ব্রাহ্মণগণ প্রীত হয়ে যে আশীর্বাদ করবেন পতি সেই আশীর্বাদ শিরোধার্য করে ভক্তিভরে অবনতমস্তকে তাঁদের চরণে প্রণাম করে, তাঁদের অনুমতি নিয়ে ভোজন করবে॥ ২৩ ॥ আগে পুরোহিতকে ভোজন করাবে তারপর মৌনব্রত ধারণ করে বন্ধুবান্ধবদের সাথে নিজে ভোজন করবে। তারপর যজ্ঞাবশিষ্ট ঘৃতমিশ্রিত চরু নিজের পত্নীকে দেবে। ওই প্রসাদ গ্রহণে স্ত্রীলোকের সৎপুত্র ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়॥ ২৪ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ইহলোকে এই পুংসবন ব্রত বিধিমতো অনুষ্ঠান করে পুরুষ অভিলষিত ফল লাভ করতে পারে। আর স্ত্রীলোক করলে সৌভাগ্য, সম্পদ, সন্তান, যশ ও উত্তম বাসস্থান লাভ করে এবং তার স্বামী চিরায়ু হয় অর্থাৎ পত্নীর অবৈধব্য প্রাপ্তি হয়॥ ২৫ ॥ অবিবাহিতা রমণী—কুমারী কন্যা এই ব্রত পালন করলে সর্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন পতি লাভ করবে আর অবীরা (পতিপুত্রহীনা বিধবা) নারী এই ব্রতের দ্বারা পাপক্ষয়পূর্বক বৈকুণ্ঠলোক লাভ

বিন্দেদ্ বিরূপা বিরুজা বিমুচ্যতে
য আময়াবীন্দ্রিয়কল্যদেহম্।
এতৎ পঠন্নভ্যুদয়ে চ কর্ম-
ণ্যনন্ততৃপ্তিঃ পিতৃদেবতানাম্।। ২৭

তুষ্টাঃ প্রযচ্ছন্তি সমস্তকামান্
হোমাবসানে হুতভুক্ শ্রীর্হরিশ্চ।
রাজন্ মহন্মরুতাং জন্ম পুণ্যং
দিতের্ব্রতং চাভিহিতং মহত্তে।। ২৮

করবে। মৃতবৎসা (যার সন্তান হয়ে বাঁচে না) নারী এই ব্রতের পালনে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করে। ধনেশ্বরী কিন্তু অভাগিনী নারী সৌভাগ্য লাভ করে আর কুরূপা কুৎসিত রমণী উৎকৃষ্ট সুন্দরী হতে পারে। রুগ্ন ব্যক্তি রোগমুক্ত হয়ে বলিষ্ঠ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের সবলতা লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি কর্মে এই উপাখ্যান পাঠ করে তার পিতৃগণ ও দেবতাগণ অনন্ত তৃপ্তি লাভ করেন।। ২৬-২৭ ।। হোম সমাপ্ত হলে এঁরা (পিতৃপুরুষগণ) সন্তুষ্ট হয়ে ব্রতীর সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেন। এঁরা তো সব সন্তুষ্ট হয়েই থাকেন, সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ভগবান লক্ষ্মীনারায়ণও সন্তুষ্ট হয়ে ব্রতীর সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করেন। হে পরীক্ষিৎ ! মরুদ্গণের আদরণীয় পুণ্যপ্রদ জন্মবৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে কীর্তন করলাম এবং তার সাথে সাথে দিতির সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ পুংসবন ব্রতের বিস্তারিত বিধিও জানালাম।। ২৮ ।।

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রতকথনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।। ১৯ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রত কথন নামক উনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৯ ।।

———০———

ইতি ষষ্ঠঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।
।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

———০———

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

সপ্তম স্কন্ধ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদ এবং জয়-বিজয়ের উপাখ্যান

রাজোবাচ

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্‌ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা॥ ১

ন হ্যস্যার্থঃ সুরগণৈঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সাত্মনঃ।
নৈবাসুরেভ্যো বিদ্বেষো নোদ্বেগশ্চাগুণস্য হি॥ ২

ইতি নঃ সুমহাভাগ নারায়ণগুণান্ প্রতি।
সংশয়ঃ সুমহাঞ্জাতস্তদ্ভবাংশ্ছেত্তুমর্হতি॥ ৩

শ্রীশুক উবাচ

সাধু পৃষ্টং মহারাজ হরেশ্চরিতমদ্ভুতম্।
যদ্ ভাগবতমাহাত্ম্যং ভগবদ্ভক্তিবর্ধনম্॥ ৪

গীয়তে পরমং পুণ্যমৃষিভির্নারদাদিভিঃ।
নত্বা কৃষ্ণায় মুনয়ে কথয়িষ্যে হরেঃ কথাম্॥ ৫

নির্গুণোঽপি হ্যজোঽব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বমায়াগুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ॥ ৬

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন ! ঈশ্বর স্বভাবতই ভেদভাবরহিত-সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সমস্ত প্রাণীরই তিনি প্রিয় এবং হিতকারক, তথাপি সাধারণ মানুষ যেমন ভেদবুদ্ধির বশবর্তী হয়ে নিজের বন্ধুর পক্ষ অবলম্বন করে শত্রুর অনিষ্ট করে তেমনি তিনি ইন্দ্রের জন্য দৈত্যদের বধ করলেন কেন ? ॥ ১ ॥ তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ এবং মূর্তিমান কল্যাণ সেইহেতু দেবতাদের সঙ্গে তাঁর কোনোপ্রকার আদান-প্রদানের বা স্বার্থের সম্পর্ক নেই আবার তিনি নির্গুণ হওয়ায় দৈত্যদের সঙ্গেও তাঁর কোনো শত্রুতা যেমন নেই, তাদের (দৈত্যদের) নিয়ে বিশেষ কোনো উদ্বেগও থাকার কথা নয়॥ ২ ॥ হে মহাত্মা ! আপনি ভগবৎপ্রেমের সৌভাগ্যে মহিমান্বিত, আমার মনে ভগবানের সম-ভাব সম্বন্ধে বড়ই সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে, আপনি কৃপা করে তা নিরসন করুন॥ ৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ ! ভগবানের অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে তুমি বড়ই সুন্দর প্রশ্ন করেছ। কারণ এই প্রসঙ্গ প্রহ্লাদাদি ভক্তের মহিমাগীতিতে পরিপূর্ণ—যা শ্রবণে ভগবানে ভক্তি নিরন্তর বৃদ্ধি পায়॥ ৪ ॥ এই পরম পুণ্যময় প্রসঙ্গ নারদাদি মহাত্মাগণ গভীর ভক্তির সঙ্গে কীর্তন করেন। এখন আমি আমার পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনিকে প্রণাম করে ভগবৎলীলা বর্ণনা করছি॥ ৫ ॥ বস্তুত ভগবান নির্গুণ,

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
ন তেষাং যুগপদ্রাজন্ হ্রাস উল্লাস এব বা[1]॥ ৭

জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্।
তমসো যক্ষরক্ষাংসি তৎকালানুগুণোঽভজৎ॥ ৮

জ্যোতিরাদিরিবাভাতি সঙ্ঘাতান্ন বিবিচ্যতে।
বিদন্ত্যাত্মানমাত্মস্থং মথিত্বা কবয়োঽন্ততঃ॥ ৯

যদা সিসৃক্ষুঃ পুর[2]আত্মনঃ পরো
রজঃ সৃজত্যেষ পৃথক্ স্বমায়য়া।
সত্ত্বং বিচিত্রাসু রিরংসুরীশ্বরঃ
শয়িষ্যমাণস্তম ঈরয়ত্যসৌ॥ ১০

কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং
প্রধানপুম্ভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ।
য এষ রাজন্নপি কাল ঈশিতা
সত্ত্বং সুরানীকমিবৈধয়ত্যতঃ।
তৎ প্রত্যনীকানসুরান্ সুরপ্রিয়ো
রজস্তমস্কান্ প্রমিণোত্যুরুশ্রবাঃ॥ ১১

অত্রৈবোদাহৃতঃ পূর্বমিতিহাসঃ সুরর্ষিণা।
প্রীত্যা মহাক্রতৌ রাজন্ পৃচ্ছতেঽজাতশত্রবে॥ ১২

দৃষ্ট্বা মহাদ্ভুতং রাজা রাজসূয়ে মহাক্রতৌ।
বাসুদেবে ভগবতি সাযুজ্যং চেদিভূভুজঃ[3]॥ ১৩

অজ, অব্যক্তস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত। এরকম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ মায়াগুণকে স্বীকার করে নিয়ে বাধ্য-বাধকতার অর্থাৎ হত এবং ঘাতক এই দুয়ের পরস্পর বিরোধী রূপকে গ্রহণ করেন॥ ৬ ॥ সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ—এই ত্রিগুণ প্রকৃতির গুণ, পরমাত্মার নয়। পরীক্ষিৎ! এই তিন গুণের যুগপৎ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না॥ ৭ ॥ যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ঘটে তখন তিনি দেবতা এবং ঋষিদের, রজোগুণ বৃদ্ধির সময় দৈত্যদের এবং তমোগুণের বৃদ্ধির সময় যক্ষ এবং রাক্ষসদের আশ্রয় করে তাদের উন্নতি ঘটান॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মরূপী ব্যাপক অগ্নি যেমন কাষ্ঠ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে আশ্রয় করে থাকলেও তাকে পৃথকরূপে জানা যায় না, মন্থন করার পর অগ্নি প্রকটিত হন, তেমনই পরমাত্মা সকল শরীরকে আশ্রয় করে থাকলেও পৃথকভাবে জ্ঞাত হন না। কিন্তু জ্ঞানবান পুরুষ হৃদয় মন্থন করে—আপন হৃদয়ে পরমাত্মা ভিন্ন সকল বস্তুর অনুভব বা উপলব্ধি বর্জন করে শেষে আপন হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে তাঁকে প্রাপ্ত হন॥ ৯ ॥

পরমেশ্বর যখন নিজের জন্য শরীর সমূহের সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন নিজের মায়াবলে রজোগুণকে পৃথকরূপে সৃষ্টি করেন। তিনি যখন বিচিত্র প্রজাতিতে রমণ করতে ইচ্ছুক হন তখন তিনি সত্ত্বগুণের সৃষ্টি করেন আর যখন তিনি শয়ন করতে চান তখন তিনি তমোগুণের বৃদ্ধি ঘটান॥ ১০ ॥ হে পরীক্ষিৎ, ভগবান সত্য-সংকল্প। তিনি জগতের উৎপত্তির নিমিত্তভূত প্রকৃতি ও পুরুষের সহকারী এবং আশ্রয়স্বরূপ কালের সৃষ্টি করেন। এইজন্য তিনি কালের অধীন নন, কালই তাঁর অধীন। হে রাজন্! সেই কালস্বরূপ ঈশ্বর যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ঘটান তখন সত্ত্বময় দেবতাদের বল বৃদ্ধি হয়। আর তখনই সেই পরম যশস্বী দেবপ্রিয় পরমাত্মা দেববিরোধী রজোগুণী এবং তমোগুণী দৈত্যদের সংহার করে থাকেন। বস্তুত তিনি সমতা সম্পন্নই॥ ১১ ॥

রাজন্! এই বিষয়ে দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত ভক্তিসহকারে একটি ঘটনা বলেছিলেন। এটি সেই সময়ের কথা যখন রাজসূয় যজ্ঞে তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন॥ ১২ ॥ সেই মহান রাজসূয় যজ্ঞে রাজা যুধিষ্ঠির নিজের চোখে বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখলেন যে—চেদিরাজ শিশুপাল সবার চোখের সামনে ভগবান

[1]প্রা.পা.—চ। [2]প্রা.পা.—পুনরাত্মনঃ। [3]প্রা.পা.—ভূভৃতঃ।

তত্রাসীনং সুরঋষিং রাজা পাণ্ডুসুতঃ ক্রতৌ।
পপ্রচ্ছ বিস্মিতমনা মুনীনাং শৃণ্বতামিদম্॥ ১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ

অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্লভৈকান্তিনামপি।
বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ॥ ১৫

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব এব বয়ং মুনে।
ভগবন্নিন্দয়া বেনো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ॥ ১৬

দমঘোষসুতঃ পাপ আরভ্য কলভাষণাৎ।
সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্মতিঃ॥ ১৭

শপতোরসকৃদ্বিষ্ণুং যদ্ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্।
শ্বিত্রো ন জাতো জিহ্বায়াং নান্ধং বিবিশতুস্তমঃ॥ ১৮

কথং তস্মিন্ ভগবতি দুরবগ্রাহধামনি।
পশ্যতাং সর্বলোকানাং লয়মীয়তুরঞ্জসা॥ ১৯

এতদ্ ভ্রাম্যতি মে বুদ্ধির্দীপার্চিরিব বায়ুনা।
ব্রূহ্যেতদদ্ভুততমং ভগবাংস্তত্র[১] কারণম্॥ ২০

শ্রীশুক[২]উবাচ

রাজ্ঞস্তদ্বচ আকর্ণ্য নারদো ভগবানৃষিঃ।
তুষ্টঃ প্রাহ তমাভাষ্য শৃণ্বত্যাস্তৎসদঃ কথাঃ॥ ২১

নারদ উবাচ

নিন্দনস্তবসৎকারন্যক্কারার্থং কলেবরম্।
প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্॥ ২২

হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা।
বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব॥ ২৩

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন॥ ১৩ ॥ সেখানে দেবর্ষি নারদও উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির বড় বড় মুনি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সভার সেই যজ্ঞমণ্ডপেই দেবর্ষি নারদকে এই প্রশ্ন করেছিলেন॥ ১৪ ॥

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন—'এ তো বড় আশ্চর্যের কথা। পরমতত্ত্বস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া তো মহান ভক্তবৃন্দের কাছেও দুর্লভ, কিন্তু ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাবসম্পন্ন শিশুপাল এই গতি কীভাবে প্রাপ্ত হল।'॥ ১৫ ॥

হে মহাত্মা নারদ ! এর রহস্য আমরা সবাই জানতে উৎসুক। পূর্বকালে ভগবানের নিন্দা করার জন্য ঋষিরা রাজা বেনকে নরকে নিক্ষেপ করেছিলেন॥ ১৬ ॥ সেই দমঘোষের ছেলে পাপাত্মা শিশুপাল এবং দুর্বুদ্ধি দন্তবক্র—দু-জনই যখন থেকে বাক্যস্ফূর্তি হয়েছে তখন থেকে এখন পর্যন্ত ভগবানের প্রতি কেবল দ্বেষই করেছে॥ ১৭ ॥ অবিনাশী পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তারা অবিরাম দুর্বাক্য বলছিল। এর ফলস্বরূপ না তাদের জিভে কোনো ক্ষত হল, না তারা কোনো অন্ধকারময় নরকে নিক্ষিপ্ত হল॥ ১৮ ॥ উপরন্তু দেখুন, যে ভগবানকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন এই দুইজন সকলের চোখের সামনে অনায়াসেই সেই ভগবানের মধ্যেই লীন হয়ে গেল—এর কারণ কী ? ॥ ১৯ ॥ বায়ুর বেগে কম্পিত প্রদীপের শিখার মতো আমার বুদ্ধিও এ বিষয় চিন্তা করে অত্যন্ত বিচলিত হচ্ছে। আপনি সর্বজ্ঞ, অতএব আপনিই এই ঘটনার রহস্য আমাকে বোঝান॥ ২০ ॥

মহাত্মা শুকদেব বললেন—সর্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদ রাজার এই প্রশ্ন শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে সভাস্থ সকলকে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন॥ ২১ ॥

নারদ বললেন—হে যুধিষ্ঠির ! নিন্দা, স্তুতি, সৎকার বা তিরস্কার—এগুলি দেহেরই হয়ে থাকে। বিবেক-বিচার-পূর্বক প্রকৃতি ও পুরুষের রহস্য ঠিকভাবে অনুসন্ধান না করার ফলেই এই শরীরের সৃষ্টি হয়॥ ২২ ॥ যখন শরীরকে জীব আত্মা বলে মনে করে তখনই 'এই আমি, আর এটা আমার'—এই বোধ জন্মায়। এই অজ্ঞানই সকল ভেদভাবের কারণ। এই কারণেই তাড়না আর দুর্বচনে পীড়া জন্মায়॥ ২৩ ॥ যে শরীরের প্রতি 'এই আমি' এরূপ বোধ

[১]প্রা.পা.—ভবাংস্তত্র। [২]প্রা.পা.—শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং তদ্বধাৎপ্রাণিনাং বধঃ।
তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ।
পরস্য দমকর্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে॥ ২৪

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্॥ ২৫

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ২৬

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎসরূপতাম্॥ ২৭

এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া॥ ২৮

কামাদ্ দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদগতিং গতাঃ॥ ২৯

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৩০

কতমোঽপি ন বেনঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥ ৩১

মাতৃষ্বসেয়ো বশ্চৈদ্যো দন্তবক্ত্রশ্চ পাণ্ডব।
পার্ষদপ্রবরৌ বিষ্ণোর্বিপ্রশাপাৎ পদাচ্চ্যুতৌ[1]॥ ৩২

জন্মায় সেই শরীরের বিনাশে জীবের নিজের মৃত্যু হল এরূপ বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবানের মধ্যে তো জীবের মতো সেরকম কোনো অভিমান নেই কারণ তিনি তো সর্বাত্মা, দ্বিতীয়রহিত। তিনি যখন অন্যায়কারীকে দণ্ড দেন তাও তার কল্যাণের জন্যই, তার প্রতি ক্রোধবশত বা দ্বেষবশত নয়। তাহলে ভগবানের ক্ষেত্রে হিংসার কল্পনা করাই চলে না॥ ২৪ ॥ সেইজন্য নিরবচ্ছিন্ন শত্রুতা করেই হোক বা শত্রুতাহীন ভক্তিভাবেই হোক, ভয় থেকেই হোক, বা স্নেহ থেকে, অথবা কামনা থেকেই হোক না কেন—যেভাবেই হোক ভগবানে মন পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট করা চাই। ভগবানের দৃষ্টিতে এই সকল ভাবের মধ্যে কোনো ভেদ নেই॥ ২৫ ॥ হে যুধিষ্ঠির! আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানুষ বিদ্বেষ ভাবযুক্ত অবস্থায় যেভাবে ভগবানে নিত্যযুক্ত হয়ে তাঁকে স্মরণ করে, ভক্তিভাবে ততটা নিবিষ্ট চিত্ত হয় না॥ ২৬ ॥ কুমোরপোকা অন্যপোকাকে ধরে এনে তার কোটরে বন্ধ করে রাখে, ফলে উদ্বিগ্ন চিত্তে কুমোরপোকাকে চিন্তা করতে করতে সেই পোকাটি কুমোরপোকাতেই রূপান্তরিত হয়॥ ২৭ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও এটি প্রযোজ্য। লীলায় সাধারণ মানুষ বলে মনে হলেও ইনি-ই সেই সর্বশক্তিমান ভগবান। তাঁর প্রতি শত্রুতাবশত তাঁর চিন্তায় নিমগ্ন থেকে পাপী ব্যক্তিরা পাপশূন্য হয়ে তাঁকেই লাভ করেন॥ ২৮ ॥ ভক্ত ভক্তির দ্বারা যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, সেরূপ অনেক মনুষ্যই কামনা, দ্বেষ, ভয় বা স্নেহের বশে নিজের মনকে ভগবানে নিবিষ্ট করে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়েছেন॥ ২৯ ॥ মহারাজ! গোপীগণ তীব্র কামনা অর্থাৎ প্রেমের দ্বারা, কংস ভয় হেতু, শিশুপাল, দন্তবক্ত্র ও অন্যান্য রাজাগণ বিদ্বেষ থেকে, যদুবংশীয়রা পারিবারিক সম্বন্ধ হেতু, তোমরা স্নেহবশত আর আমরা ভক্তি দিয়ে নিজ নিজ মন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেছি॥ ৩০ ॥ এদের মধ্যে ভক্ত ব্যতীত অপর পঞ্চপন্থায় ভগবানকে যাঁরা স্মরণ করেন তাঁদের মধ্যে রাজা বেনকে ধরা যায় না (কারণ সে কোনোভাবেই ভগবানে মন যুক্ত করেনি)। মূলকথা হল যেভাবেই হোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করে দিতে হবে॥ ৩১ ॥ মহারাজ! এসব ছাড়াও তোমাদের মাসতুতো ভাই শিশুপাল এবং দন্তবক্ত্র ভগবান বিষ্ণুর প্রধান পার্ষদ ছিল। ব্রাহ্মণদের শাপে

[1]প্রা.পা.—পদচ্যুতৌ।

যুধিষ্ঠির উবাচ

কীদৃশঃ কস্য বা শাপো হরিদাসাভিমর্শনঃ।
অশ্রদ্ধেয় ইবাভাতি হরেরেকান্তিনাং ভবঃ॥ ৩৩

দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্।
দেহসম্বন্ধসম্বদ্ধমেতদাখ্যাতুমর্হসি॥ ৩৪

নারদ উবাচ

একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিষ্ণোর্লোকং যদৃচ্ছয়া।
সনন্দনাদয়ো জগ্মুশ্চরন্তো ভুবনত্রয়ম্॥ ৩৫

পঞ্চষড়্বায়নার্ভাভাঃ পূর্বেষামপি পূর্বজাঃ।
দিগ্বাসসঃ শিশূন্ মত্বা দ্বাঃস্থৌ তান্ প্রত্যষেধতাম্॥ ৩৬

অশপন্ কুপিতা এবং যুবাং বাসং ন চার্হথঃ।
রজস্তমোভ্যাং রহিতে পাদমূলে মধুদ্বিষঃ।
পাপিষ্ঠামাসুরীং যোনিং বালিশৌ যাতমাশ্বতঃ॥ ৩৭

এবং শপ্তৌ স্বভবনাৎ পতন্তৌ তৈঃ কৃপালুভিঃ।
প্রোক্তৌ পুনর্জন্মভির্বাং ত্রিভির্লোকায় কল্পতাম্॥ ৩৮

জজ্ঞাতে তৌ দিতেঃ পুত্রৌ দৈত্যদানববন্দিতৌ।
হিরণ্যকশিপুর্জ্যেষ্ঠো হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্ততঃ॥ ৩৯

হতো হিরণ্যকশিপুর্হরিণা সিংহরূপিণা।
হিরণ্যাক্ষো ধরোদ্ধারে বিভ্রতা সৌকরং বপুঃ॥ ৪০

হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং প্রহ্লাদং কেশবপ্রিয়ম্।
জিঘাংসুরকরোন্নানা যাতনা মৃত্যুহেতবে॥ ৪১

সর্বভূতাত্মভূতং[১] তং প্রশান্তং সমদর্শনম্।
ভগবত্তেজসা স্পৃষ্টং নাশক্নোদ্ধন্তুমুদ্যমৈঃ॥ ৪২

তারা স্বস্থানচ্যুত হয়েছিল॥ ৩২ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন—হে নারদ ! ভগবানের পার্ষদদেরও স্পর্শ করতে পারে এমন শাপ কে দিয়েছিলেন এবং কী ছিল সেই শাপ যার প্রভাবে ভগবানের একান্ত প্রেমিক হয়েও তাঁদের জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হল—এ ঘটনা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে ॥ ৩৩ ॥ বৈকুণ্ঠবাসীরা স্থূল (প্রাকৃত) শরীর, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের অধীন নন। তাঁদের এই স্থূল শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে হল, সে ঘটনা আপনি অবশ্যই আমাকে বলুন॥ ৩৪ ॥

মহাত্মা নারদ বললেন—একদিন ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ তিন লোকে স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করতে করতে বৈকুণ্ঠপুরীতে এসে পৌঁছলেন॥ ৩৫ ॥ তাঁরা যদিও সকলের থেকে প্রাচীন তথাপি তাঁদের দেখলে পাঁচ-ছয় বছরের বালক বলেই বোধ হয়। দিগ্‌বসন সেই ঋষিদের সাধারণ বালক মনে করে দ্বারপালরা তাঁদের ভিতরে যেতে দিল না॥ ৩৬ ॥ এতে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বারপালদের এই শাপ দিলেন—'মূর্খ ! ভগবান বিষ্ণুর চরণদ্বয় রজোগুণ এবং তমোগুণরহিত। তোমরা দুজন তৎসমীপে বসবাস করার যোগ্য নও, সেজন্য অবিলম্বে তোমরা এখান থেকে পাপময়ী অসুর যোনিতে জন্ম নাও।'॥ ৩৭ ॥ এই শাপ বর্ষিত হওয়া মাত্র যখন তারা বৈকুণ্ঠ থেকে অধোগমন করছিল তখন কৃপাপরবশ হয়ে দয়ালু ঋষিরা বললেন—'তিন জন্ম এই শাপ ভোগ করে তোমরা আবার এই বৈকুণ্ঠেই ফিরে আসবে'॥ ৩৮ ॥ হে যুধিষ্ঠির ! সেই দুজন দিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করল। তাদের মধ্যে অগ্রজ হিরণ্যকশিপু এবং অনুজ হিরণ্যাক্ষ। দৈত্য-দানবদের সমাজে এই দুজনই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল॥ ৩৯ ॥ ভগবান নৃসিংহাবতার রূপে হিরণ্যকশিপুকে এবং ধরিত্রীকে উদ্ধার করার সময় বরাহাবতার রূপ ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন॥ ৪০ ॥ হিরণ্যকশিপু নিজের সন্তান প্রহ্লাদকে ভগবদ্‌ভক্ত হওয়ার জন্য মেরে ফেলতে চাইত এবং তাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিত ॥ ৪১ ॥

কিন্তু প্রহ্লাদ সর্বাত্মা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি সমদর্শী ছিলেন। তাঁর হৃদয়ে অটল শান্তি বিরাজ করত। ভগবানের প্রভাবে তিনি অত্যন্ত

[১]প্রা.পা.—তং সর্বভূতসুহৃদং প্রশা.।

ততস্তৌ রাক্ষসৌ জাতৌ কেশিন্যাং বিশ্রবঃসুতৌ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ সর্বলোকোপতাপনৌ[১]॥ ৪৩

তত্রাপি রাঘবো ভূত্বা ন্যহনচ্ছাপমুক্তয়ে।
রামবীর্যং শ্রোষ্যসি ত্বং মার্কণ্ডেয়মুখাৎ প্রভো॥ ৪৪

তাবেব ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপনির্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ ॥ ৪৫

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির উবাচ

বিদ্বেষো দয়িতে পুত্রে কথমাসীন্মহাত্মনি।
ব্রূহি মে ভগবন্যেন প্রহ্লাদস্যাচ্যুতাত্মতা॥ ৪৭ ॥

সুরক্ষিত ছিলেন। সেজন্য বহুপ্রকারে চেষ্টা করা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু তাঁকে হত্যা করতে সমর্থ হয়নি॥ ৪২ ॥ হে যুধিষ্ঠির! তারা দুজন আবার বিশ্রবা মুনির ঔরসে কেশিনীর (নামান্তরে কৈকসী) গর্ভে রাক্ষসরূপে জন্ম নিল। তাদের নাম হল রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ। তাদের উপদ্রবে তিন লোক যেন দগ্ধ হতে লাগল॥ ৪৩ ॥ সেইসময় তাদের শাপমুক্ত করার জন্য ভগবান রামরূপে দুজনকে বধ করলেন। হে যুধিষ্ঠির, মার্কণ্ডেয় মুনির মুখ থেকে তুমি ভগবান শ্রীরামের চরিতকথা শুনবে॥ ৪৪ ॥

জয়, বিজয় নামে সেই দুই দ্বারপালই তোমার মাসির ছেলে শিশুপাল এবং দন্তবক্ররূপে ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম নিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্র স্পর্শ পাওয়ামাত্র তারা সর্বপাপ এবং সনকাদি ঋষির শাপ থেকেও মুক্ত হয়ে গেল॥ ৪৫ ॥

শত্রুভাবাপন্ন হওয়ায় তারা অনুক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকত। সেই তীব্র তন্ময়তার ফলস্বরূপ তারা ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় পার্ষদ নিযুক্ত হয়ে তৎ সমীপেই গমন করল॥ ৪৬ ॥

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন! প্রহ্লাদ তো মহাত্মা ছিলেন তথাপি হিরণ্যকশিপু স্নেহভাজন পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি এতটা বিদ্বিষ্ট ছিলেন কেন? এই জিজ্ঞাসা নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে এও বলুন কোন সাধনায় প্রহ্লাদ ভগবানের প্রিয় হলেন॥ ৪৭ ॥

—o—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে
প্রহ্লাদোচরিতোপক্রমে[২] প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে
প্রহ্লাদচরিত্রের উপক্রমে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

—o—

[১]প্রা.পা.—তাপকৌ। [২]প্রা.পা.—যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষ বধের পর হিরণ্যকশিপু কর্তৃক মাতা এবং আত্মীয়দের সান্ত্বনা প্রদান

নারদ উবাচ

ভ্রাতর্যেবং বিনিহতে হরিণা ক্রোড়মূর্তিনা[১]।
হিরণ্যকশিপূ রাজন্ পর্যতপ্যাক্রুষা শুচা॥ ১

আহ চেদং রুষা ঘূর্ণঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ।
কোপোজ্জ্বলদ্ভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং নিরীক্ষন্[২] ধূম্রমম্বরম্॥ ২

করালদংষ্ট্রোগ্রদৃষ্ট্যা দুষ্প্রেক্ষ্যভ্রূকুটীমুখঃ[৩]।
শূলমুদ্যম্য সদসি দানবানিদমব্রবীৎ॥ ৩

ভো ভো দানবদৈতেয়া দ্বিমূর্ধংস্ত্র্যক্ষ শম্বর।
শতবাহো হয়গ্রীব নমুচে পাক ইল্বল॥ ৪

বিপ্রচিত্তে মম বচঃ পুলোমন্ শকুনাদয়ঃ।
শৃণুতানন্তরং সর্বে ক্রিয়তামাশু মা চিরম্॥ ৫

সপত্নৈর্ঘাতিতঃ ক্ষুদ্রৈর্ভ্রাতা মে দয়িতঃ সুহৃৎ।
পার্ষ্ণিগ্রাহেণ হরিণা সমেনাপ্যুপধাবনৈঃ[৪]॥ ৬

তস্য ত্যক্তস্বভাবস্য ঘৃণের্মায়াবনৌকসঃ।
ভজন্তং ভজমানস্য বালস্যেবাস্থিরাত্মনঃ॥ ৭

মচ্ছূলভিন্নগ্রীবস্য ভূরিণা রুধিরেণ বৈ।
রুধিরপ্রিয়ং তর্পয়িষ্যে ভ্রাতরং মে গতব্যথঃ॥ ৮

তস্মিন্ কূটেঽহিতে নষ্টে কৃত্তমূলে বনস্পতৌ।
বিটপা ইব শুষ্যন্তি বিষ্ণুপ্রাণা দিবৌকসঃ॥ ৯

তাবদ্যাত ভুবং যূয়ং বিপ্রক্ষত্রসমেধিতাম্[৫]।
সূদয়ধ্বং তপোযজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ॥ ১০

নারদ বললেন—হে যুধিষ্ঠির! যখন শ্রীহরি বরাহঅবতার রূপ ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন তখন হিরণ্যকশিপু ভাইয়ের মৃত্যু-শোকে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল॥ ১ ॥ সে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে নিজের অধরোষ্ঠ দংশন করতে লাগল। রাগে তার চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরাতে লাগল, সেই আগুনের ধোঁয়ায় ধূমায়িত আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল॥ ২ ॥ সেইসময়ে তার করালদন্তরাজি, অগ্নিবর্ষী চোখ এবং ভয়ংকর ভ্রূকুটির কারণে তার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। দৈত্যদানবগণে পরিপূর্ণ সেই সভাতে ত্রিশূল উদ্যত করে দ্বিমূর্ধা, ত্র্যক্ষ, শম্বর, শতবাহু, হয়গ্রীব, নমুচি, পাক, ইল্বল, বিপ্রচিত্তি, পুলোমা, শকুন ও অন্যান্য দৈত্যদের সম্বোধন করে সে বলল—হে দৈত্য-দানবেরা, তোমরা সবাই আমার কথা মন দিয়ে শোনো, তারপর যেমন যেমন বলব তেমন তেমন করো॥ ৩-৫ ॥ তোমরা জান যে আমার হীন শত্রুরা আমার পরমপ্রিয় এবং হিতৈষী ভাইকে বিষ্ণুকে দিয়ে হত্যা করিয়েছে। যদ্যপি তিনি দেবতা এবং দৈত্যদের প্রতি সমভাবাপন্ন তথাপি নানাভাবে বুঝিয়ে ও অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে নিজেদের পক্ষে টেনে নিয়েছে॥ ৬ ॥ এই বিষ্ণু আগে শুদ্ধচিত্ত ও নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু এখন আপন মায়াবলে বরাহাদি নানারূপ গ্রহণ করে চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছেন। শিশুদের মতো যে তাঁকে আদর যত্ন করে তার দিকেই তিনি চলে যান। তাঁর চিত্ত এখন আর স্থির নেই॥ ৭ ॥

এখন আমি আমার এই ত্রিশূল দ্বারা তাঁর শিরশ্ছেদ করে সেই রক্তে আমার রুধির প্রিয় ভাইয়ের তর্পণ করব। তবেই আমার হৃদয়জ্বালা শান্ত হবে॥ ৮ ॥ ওই মায়াবী শত্রু যদি একবার বিনষ্ট হয় তবে শিকড় কাটলে ডালপালা যেমন শুকিয়ে যায় তেমনই দেবতারাও (মূল বিনষ্ট হওয়ায়) নিজেরাই শুকিয়ে যাবে। কারণ বিষ্ণুই তাদের প্রাণ-স্বরূপ॥ ৯ ॥ সেইজন্য তোমরা সত্বর পৃথিবীতে গমন করো।

---

[১]প্রা.পা.—রূপিণা। [২]প্রা.পা.—নিরীক্ষ্য ধূ.। [৩]প্রা.পা.— ক্ষৌ ভ্রূ.। [৪]প্রা.পা.—পধাবিতৈঃ।
[৫]প্রা.পা.—ব্রহ্মক্ষত্র.।

বিষ্ণুর্দ্বিজক্রিয়ামূলো যজ্ঞো ধর্মময়ঃ পুমান্।
দেবর্ষিপিতৃভূতানাং ধর্মস্য চ পরায়ণম্॥ ১১

যত্র যত্র দ্বিজা গাবো বেদা বর্ণাশ্রমাঃ ক্রিয়াঃ।
তং তং জনপদং যাত সন্দীপয়ত বৃশ্চত॥ ১২

ইতি তে ভর্তৃনির্দেশমাদায় শিরসাহদৃতাঃ।
তথা প্রজানাং কদনং বিদধুঃ কদনপ্রিয়াঃ॥ ১৩

পুরগ্রামব্রজোদ্যানক্ষেত্রারামাশ্রমাকরান্।
খেটখর্বটঘোষাংশ্চ দদহুঃ পত্তনানি চ॥ ১৪

কেচিৎ খনিত্রৈর্বিভিদুঃ সেতুপ্রাকারগোপুরান্।
আজীব্যাংশ্চিচ্ছিদুর্বৃক্ষান্ কেচিৎ পরশুপাণয়ঃ।
প্রাদহঞ্ শরণান্যন্যে প্রজানাং জ্বলিতোল্মুকৈঃ॥ ১৫

এবং বিপ্রকৃতে লোকে দৈত্যেন্দ্রানুচরৈর্মুহুঃ।
দিবং দেবাঃ পরিত্যজ্য ভুবি চেরুরলক্ষিতাঃ॥ ১৬

হিরণ্যকশিপুর্ভ্রাতুঃ সম্পরেতস্য দুঃখিতঃ।
কৃত্বা কটোদকাদীনি ভ্রাতৃপুত্রানসান্ত্বয়ৎ॥ ১৭

শকুনিং শম্বরং ধৃষ্টং ভূতসন্তাপনং বৃকম্।
কালনাভং মহানাভং হরিশ্মশ্রুমথোৎকচম্॥ ১৮

তন্মাতরং রুষাভানুং দিতিং চ জননীং গিরা।
শ্লক্ষ্ণয়া দেশকালজ্ঞ ইদমাহ জনেশ্বর॥ ১৯

হিরণ্যকশিপুরুবাচ

অম্বাম্ব হে বধূঃ পুত্রা বীরং মার্হথ শোচিতুম্।
রিপোরভিমুখে শ্লাঘ্যঃ শূরাণাং বধ ঈপ্সিতঃ॥ ২০

ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে।
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্মভিঃ[১]॥ ২১

আজকাল সেখানে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। সেখানে যারা তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ব্রত, দানাদি শুভকর্ম করছে তাদের সবাইকে হত্যা করো॥ ১০ ॥ বিষ্ণুর মূলই হল দ্বিজের ধর্মকর্ম। কারণ যজ্ঞ এবং ধর্মই হল তাঁর স্বরূপ। দেবতা, ঋষি, পিতৃকুল, সমস্ত প্রাণী এবং ধর্ম সকলেরই তিনি পরম আশ্রয়স্থল॥ ১১ ॥ যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ, গোজাতি, বেদ এবং বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম ক্রিয়াদির অস্তিত্ব রয়েছে সেই সেই স্থানে গিয়ে সব জ্বালিয়ে ছারখার করে দাও ॥ ১২ ॥ দৈত্যরা স্বভাবতই অপরকে উৎপীড়ন করে আনন্দ পায়। তাই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞা তারা সানন্দে নতমস্তকে স্বীকার করে নিল এবং সেই আজ্ঞানুসারে প্রজাকুলের বিনাশ সাধন করতে লাগল॥ ১৩ ॥ তারা নগর, গ্রাম, বাগান, ফসলের ক্ষেত, বিহারভূমি, ঋষিদের আশ্রম, রত্নখনি, কৃষকদের বসতি, পর্বতমূলে অবস্থিত গ্রামাদি, যাদবদের বসতি, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং বড় বড় নগরী জ্বালিয়ে দিল॥ ১৪ ॥ কোনো কোনো দৈত্য খননকারী যন্ত্রের সাহায্যে বৃহদাকার সেতু, প্রাকার, নগরের তোরণদ্বার কেটে টুকরো টুকরো করতে লাগল, অপরেরা ফল-পুষ্প-পত্র সমন্বিত বৃক্ষরাজি কুঠারের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করতে লাগল, আবার কিছু দৈত্য জ্বলন্ত মশাল দিয়ে লোকজনের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিল॥ ১৫ ॥ এইভাবে দৈত্যরা নিরীহ প্রজাদের ওপর ভয়ংকর অত্যাচার করতে লাগল। সেই সময় দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে ছদ্মবেশে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ১৬ ॥

হে যুধিষ্ঠির ! ভাইয়ের মৃত্যুতে হিরণ্যকশিপু দুঃখে মুহ্যমান হয়েছিল। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলে সে তার ভ্রাতুষ্পুত্র শকুনি, শম্বর, ধৃষ্ট, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু এবং উৎকচকে সান্ত্বনা দিল॥ ১৭-১৮ ॥ তাদের মা রুষাভানুকে এবং আপন গর্ভধারিণী দিতিকে দেশ কাল অনুসারে মধুর বাক্যে বুঝিয়ে বলল॥ ১৯ ॥ হিরণ্যকশিপু বলল—প্রাণপ্রিয় মাতা, বৌমা আর সন্তানরা, বীর হিরণ্যাক্ষর জন্য তোমাদের কোনোপ্রকার শোক করা উচিত হবে না। সম্মুখরণে শত্রুদের অপদস্থ করে প্রাণত্যাগ করাই বীরপুরুষগণের অভীষ্ট লক্ষ্য। বীরদের কাছে এই মৃত্যুই শ্লাঘনীয়॥ ২০ ॥ হে দেবী ! যেমন জলসত্রে বেশ কিছু লোক মিলিত হয় কিন্তু সে কিছু সময়ের জন্য, তেমনই আপন কর্মানুসারে দৈববশে

[১]প্রা.পা.—তথাপ্রুবঃ।

নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্বগঃ সর্ববিৎপরঃ।
ধত্তেহসাবাত্মনো লিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্॥ ২২

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোহপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ॥ ২৩

এবং গুণৈর্ভ্রাম্যমাণে মনস্যবিকলঃ পুমান্।
যাতি তৎ সাম্যতাং ভদ্রে হ্যলিঙ্গো লিঙ্গবানিব॥ ২৪

এষ আত্মবিপর্যাসো হ্যলিঙ্গে লিঙ্গভাবনা[১]।
এষ প্রিয়াপ্রিয়ৈর্যোগো বিয়োগঃ কর্মসংসৃতিঃ॥ ২৫

সম্ভবশ্চ বিনাশশ্চ শোকশ্চ বিবিধঃ স্মৃতঃ।
অবিবেকশ্চ চিন্তা চ বিবেকাস্মৃতিরেব চ॥ ২৬

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যমস্য প্রেতবন্ধূনাং সংবাদং তং নিবোধত॥ ২৭

উশীনরেম্বভূদ্রাজা সুযজ্ঞ ইতি বিশ্রুতঃ।
সপত্নৈর্নিহতো যুদ্ধে জ্ঞাতয়স্তমুপাসত[২]॥ ২৮

বিশীর্ণরত্নকবচং বিভ্রষ্টাভরণস্রজম্।
শরনির্ভিন্নহৃদয়ং শয়ানমসৃগাবিলম্॥ ২৯

প্রকীর্ণকেশং ধ্বস্তাক্ষং রভসা দষ্টদচ্ছদম্।
রজঃকুণ্ঠমুখাম্ভোজং ছিন্নায়ুধভুজং মৃধে॥ ৩০

উশীনরেন্দ্রং বিধিনা তথা কৃতং
পতিং মহিষ্যঃ প্রসমীক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
হতাঃ স্ম নাথেতি করৈরুরো ভৃশং
ঘ্নন্ত্যো মুহুস্তৎ পদয়োরুপাপতন্॥ ৩১

রুদত্য উচ্চৈর্দয়িতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
সিঞ্চন্ত্য অস্রৈঃ কুচকুঙ্কুমারুণৈঃ।
বিস্রস্তকেশাভরণাঃ শুচং[৩] নৃণাং
সৃজন্ত্য আক্রন্দনয়া বিলেপিরে॥ ৩২

জীবগণ মিলিত হয় আবার বিচ্ছিন্ন হয়েও যায়॥ ২১ ॥ বাস্তবে আত্মা নিত্য, অবিনাশী, শুদ্ধ, সর্বগত, সর্বজ্ঞ, দেহ এবং ইন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সে নিজ অবিদ্যা হেতু দেহাদি সৃষ্টি করে ভোগায়তন সূক্ষ্মশরীরকে স্বীকার করে॥ ২২ ॥ কম্পিত জলে বৃক্ষের প্রতিবিম্বকেও যেমন কম্পিত মনে হয়, ঘূর্ণায়মান চোখে যেমন সারা পৃথিবীই ঘুরছে বলে মনে হয়, হে কল্যাণী ! তেমনই মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে চলে আর বাস্তবে নির্বিকার হওয়া সত্ত্বেও মনের ধর্ম আত্মাতে আরোপিত হওয়ায় আত্মাও যেন চঞ্চল বলে প্রতীয়মান হয়। স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনো শরীরের সঙ্গেই আত্মার সম্বন্ধ নেই তথাপি আত্মাকে দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে হয়॥ ২৩-২৪ ॥ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকারের দেহ থেকেই ভিন্ন আত্মাকে শরীর বলে মনে করাই অজ্ঞান। এর থেকেই প্রিয় অথবা অপ্রিয় বস্তুর সঙ্গে সংযোগ বা বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। এরই ফলে কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার জন্যই জন্ম-মৃত্যুরূপ এই সংসারচক্রে আবর্তিত হতে হয়॥ ২৫ ॥ জন্ম, মৃত্যু, বহুবিধ শোক, অবিবেক, চিন্তা এবং বিবেকজ্ঞানের নাশ—এ সবেরই কারণ অজ্ঞান॥ ২৬ ॥ এই বিষয়ে মুনি ঋষিরা এক প্রাচীন কাহিনী বলেন। সে কাহিনী হল মৃত মানুষের স্বজনের সাথে মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের কথোপকথন। তোমরা মনোযোগ সহকারে সেই কাহিনী শ্রবণ করো॥ ২৭ ॥

উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে এক যশস্বী রাজা ছিলেন। যুদ্ধে শত্রুদের হাতে তিনি নিহত হলে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর মৃতদেহ বেষ্টন করে বসল॥ ২৮ ॥ তাঁর শরীরলগ্ন কবচ রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। তাঁর শরীরের অলংকার ও কণ্ঠাভরণাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল। শত্রুর বাণে তাঁর হৃদয় নির্ভিন্ন, দেহ রক্তলিপ্ত, চুল এলোমেলো, চোখ বহির্গত, ক্রোধবশে দন্ত অধরদংশনরত অবস্থায় ছিল। পদ্মের মতো তাঁর মুখ তখন ধূলিলিপ্ত, যুদ্ধে তাঁর অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে বাহু দুটিও ছিন্ন হয়েছিল॥ ২৯-৩০ ॥ ভাগ্যদোষে উশীনর রাজের এইরূপ দশা দেখে তাঁর মহিষীগণ যারপরনাই শোকসন্তপ্ত হলেন। তাঁরা 'হা নাথ ! অভাগিদের জীবন্মৃত অবস্থায় রেখে কোথায় গেলেন'—এই বলে বিলাপ করে বুক চাপড়ে চাপড়ে স্বামীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন॥ ৩১ ॥

নিরন্তর কাঁদার ফলে চোখের জলে তাঁদের বক্ষের কুঙ্কুমাদি ধুয়ে সেই রক্তবর্ণ চোখের জলে প্রিয়তমের পাদপদ্ম

[১]প্রা.পা.—সাধনা। [২]প্রা.পা.—সতে। [৩]প্রা.পা.—নৃণাং শুচং।

অহো বিধাত্রাকরুণেন নঃ প্রভো
ভবান্ প্রণীতো দৃগগোচরাং দশাম্।
উশীনরাণামসি বৃত্তিদঃ পুরা
কৃতোঽধুনা যেন শুচাং বিবর্ধনঃ।। ৩৩
ত্বয়া কৃতজ্ঞেন বয়ং মহীপতে
কথং বিনা স্যাম সুহৃত্তমেন তে।
তত্রানুযানং তব বীর পাদয়োঃ
শুশ্রূষতীনাং দিশ[১] যত্র যাস্যসি।। ৩৪
এবং বিলপতীনাং বৈ পরিগৃহ্য[২] মৃতং পতিম্।
অনিচ্ছতীনাং নির্হারমর্কোঽস্তং সন্যবর্তত।। ৩৫
তত্র হ প্রেতবন্ধূনামাশ্রুত্য পরিদেবিতম্।
আহ তান্ বালকো ভূত্বা যমঃ স্বয়মুপাগতঃ।। ৩৬

যম উবাচ

অহো অমীষাং বয়সাধিকানাং
বিপশ্যতাং লোকবিধিং বিমোহঃ।
যত্রাগতস্তত্র[৩] গতং মনুষ্যং
স্বয়ং সধর্মা অপি শোচন্ত্যপার্থম্।। ৩৭
অহো বয়ং ধন্যতমা যদত্র[৪]
ত্যক্তাঃ পিতৃভ্যাং ন বিচিন্তয়ামঃ।
অভক্ষ্যমাণা অবলা বৃকাদিভিঃ
স রক্ষিতা রক্ষতি যো হি গর্ভে।। ৩৮
য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো
য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ।
তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতু-
শ্চরাচরং নিগ্রহসঙ্গহে[৫] প্রভুঃ।। ৩৯
পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং
গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে
গৃহেঽপি গুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি।। ৪০

ধুয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা আলুথালু কেশে, বিস্রস্ত আভরণে কাঁদতে কাঁদতে করুণস্বরে এমন বিলাপ করছিলেন যা শুনে মানুষ শোকাকুল হয়ে উঠছিল।। ৩২ ।। হায় অকরুণ বিধাতা! হায় স্বামিন্! তিনি আজ আপনাকে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আপনি সকল দেশবাসীর জীবনদাতা ছিলেন, আজ তিনি আপনার এমন দশা করেছেন যা দেখে আমরা শোক সামলাতে পারছি না।। ৩৩ ।। হে পতিদেব ! আপনি আমাদের বড় ভালোবাসতেন, আমাদের সামান্য সেবাকেও আপনি কত বড় করে দেখতেন। হায় ! এখন আপনাকে ছেড়ে কীভাবে বাঁচব। আমরা আপনার চরণের দাসী ! হে বীরবর ! আপনি যেখানে যাচ্ছেন আপনার সঙ্গে আমাদেরও যাওয়ার জন্য আজ্ঞা দিন।। ৩৪ ।। তাঁরা স্বামীর মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে এমনভাবে বিলাপ করছিলেন যেন মৃতদেহ দাহ-সংস্কারও করতে দেওয়ার ইচ্ছা তাঁদের নেই। এই করতে করতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল।। ৩৫ ।। সেইসময় উশীনর রাজের আত্মীয়-স্বজনরা এমন বিলাপ করতে আরম্ভ করল যে তা শুনে স্বয়ং যমরাজ বালকের বেশ ধরে সেখানে এসে (আত্মীয়দের) বললেন।। ৩৬ ।।

যমরাজ বললেন—এ-তো বড় আশ্চর্যের কথা, এইসব লোকেরা তো আমার থেকে বয়সে প্রবীণ। এরা তো বরাবরই লোকের জন্ম-মৃত্যু দেখে আসছে তথাপি কী করে এরকম মোহগ্রস্ত হল। আরে ! এই ব্যক্তি যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই চলে গেছে। এই লোকদেরও এক না একদিন সেখানেই যেতে হবে। তথাপি মিথ্যে শোক কেন করছে ? ।। ৩৭ ।। আমি তো তোমাদের থেকে লক্ষগুণে ভালো, আমি ধন্য, কারণ আমার মা বাবা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমার শরীরে পর্যাপ্ত শক্তিও নেই, তথাপি আমার কোনো চিন্তা নেই। নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও আমার একচুল ক্ষতি করতে পারবে না। যিনি মাতৃগর্ভে আমাকে রক্ষা করেছেন, তিনিই আমাকে এই জীবনেও রক্ষা করছেন।। ৩৮ ।। হে দেবীগণ ! যে অবিনাশী ঈশ্বর আপন খেয়ালে এই জগতের সৃষ্টি করেছেন, রক্ষা করছেন এবং ধ্বংস করেন—তা তাঁর কাছে খেলামাত্র। তিনি এই চরাচর জগতের নিগ্রহ এবং অনুগ্রহে সক্ষম।। ৩৯ ।। ভাগ্য যদি অনুকূল থাকে তবে রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া বস্তুও একইভাবে পড়ে থাকে। আবার ভাগ্য প্রতিকূল হলে ঘরের

[১]প্রা.পা.—দিশি। [২]প্রা.পা.—প্রতি.। [৩]প্রা.পা.—যত্রোদ্ভবঃ। [৪]প্রা.পা.—যদেতৎ।
[৫]প্রা.পা.—সংগ্রহনিগ্রহে।

ভূতানি তৈস্তৈর্নিজযোনিকর্মভি-
র্ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্বশঃ।
ন তত্র হাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিত-
স্তস্যা গুণৈরন্যতমো নিবধ্যতে[1]॥ ৪১

ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং
যথা পৃথগ্ ভৌতিকমীয়তে গৃহম্।
যথৌদকৈঃ[2] পার্থিবতৈজসৈর্জনঃ
কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি॥ ৪২

যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈযতে
যথানিলো দেহগতঃ পৃথক্ স্থিতঃ।
যথা নভঃ সর্বগতং ন সজ্জতে।
তথা পুমান্ সর্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ॥ ৪৩

সুযজ্ঞো নন্বয়ং শেতে মূঢ়া যমনুশোচথ।
যঃ শ্রোতা যোঽনুবক্তেহ স ন দৃশ্যেত কর্হিচিৎ॥ ৪৪

ন শ্রোতা নানুবক্তায়ং মুখ্যোঽপ্যত্র মহানসুঃ।
যস্ত্বিহেন্দ্রিয়বানাত্মা স চান্যঃ প্রাণদেহয়োঃ॥ ৪৫

ভূতেন্দ্রিয়মনোলিঙ্গান্ দেহানুচ্চাবচান্ বিভুঃ।
ভজত্যুৎসৃজতি হ্যন্যস্তচ্চাপি স্বেন তেজসা॥ ৪৬

ভিতর সিন্দুকে রাখা বস্তুও হারিয়ে যায়। জীব সহায়সম্বলহীন অবস্থাতেও দৈবের দয়া-দৃষ্টিতে জঙ্গলেও অনেকদিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে কিন্তু দৈব প্রতিকূল হলে ঘরের ভিতর সুরক্ষিতভাবে থাকা সত্ত্বেও মারা যায়॥ ৪০ ॥

হে রানিগণ ! সব প্রাণীদের মৃত্যু নিজ নিজ পূর্বজন্মের কর্মানুসারে সময়মতো হয় এবং সেই অনুসারে তাদের জন্মও হয়। কিন্তু আত্মা শরীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সেইজন্য সে শরীরে অবস্থান করা সত্ত্বেও শরীরের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ধর্ম তাকে স্পর্শ করে না॥ ৪১ ॥ মানুষ যেমন নিজের বাড়িকে নিজের থেকে আলাদা এবং মাটি দিয়ে বানানো অনুভব করে, তেমনই শরীরও (আত্মা থেকে) ভিন্ন এবং পঞ্চভূত নির্মিত। মোহবশত সে শরীরকে-ই নিজে (আত্মা) বলে মনে করে। যেমন জলের বিকার বুদ্‌বুদ প্রভৃতি, মাটির বিকার ঘটাদি এবং সোনার (তেজঃপদার্থের) বিকার গহনা প্রভৃতি সময়ানুসারে নির্মিত, রূপান্তরিত এবং বিনষ্ট হয়ে থাকে, তেমনই (জল, মাটি এবং তেজ) ওই তিন পদার্থের বিকার এই শরীর কালবশে জন্ম, পরিবর্তন এবং মৃত্যুর অধীন হয়ে থাকে ॥ ৪২ ॥ জ্বলন্ত কাঠে পরিব্যাপ্ত অগ্নি যেমন স্পষ্টতই সেই কাঠ থেকে পৃথক, যেমন দেহ-মধ্যে অনুস্যূত হলেও বায়ু শরীর থেকে ভিন্ন, যেমন আকাশ সব জায়গায় ব্যাপ্ত থেকেও কারোর দোষগুণের সঙ্গে লিপ্ত হয় না—তেমনই সমস্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে বিরাজিত এবং তাদের আশ্রয়স্বরূপ আত্মা তাদের থেকে পৃথক এবং নির্লিপ্ত॥ ৪৩॥

যার জন্য তোমরা সবাই মোহগ্রস্ত হয়ে শোক করছ সেই সুযজ্ঞ নামক শরীর তো তোমাদের সামনেই পড়ে রয়েছে। তোমরা তো একেই দেখতে। এর মধ্যে যে শ্রোতা এবং বক্তা ছিল, তাকে তো কেউ কখনো দেখেনি এবং আজও দেখা যাচ্ছে না তবে শোক কিসের জন্য ॥ ৪৪ ॥ (তোমাদের এরকম মনে হতে পারে প্রাণ চলে যাওয়ায় সমস্ত কর্ম স্তব্ধ হয়ে গেছে—প্রাণই শ্রোতা বা বক্তা—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরূপ ধারণাও মূর্খতারই নামান্তর। কারণ সুষুপ্তির সময় প্রাণ থাকে তথাপি জীব বলতে বা শুনতে পারে না) শরীরে সব ইন্দ্রিয়ের চেষ্টার হেতুভূত যে মহাপ্রাণ বর্তমান, সে প্রধান হলেও বক্তা বা শ্রোতা কিছুই নয়। দেহ এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা সব পদার্থের দ্রষ্টা যে আত্মা সে শরীর এবং প্রাণ দুইয়ের থেকেই পৃথক॥ ৪৫ ॥ যদিও সেই আত্মা পরিচ্ছিন্ন নয় বরং বিভু

[1]প্রা.পা.—হ্যপি বধ্যতে। [2]প্রা.পা.—তথৌ.।

যাবল্লিঙ্গান্বিতো হ্যাত্মা তাবৎ কর্ম নিবন্ধনম্।
ততো বিপর্যয়ঃ ক্লেশো মায়াযোগোঽনুবর্ততে।। ৪৭

বিতথাভিনিবেশোঽয়ং যদ্ গুণেষ্বর্থদৃগ্বচঃ।
যথা মনোরথঃ স্বপ্নঃ সর্বমৈন্দ্রিয়কং মৃষা।। ৪৮

অথ নিত্যমনিত্যং বা নেহ শোচন্তি তদ্বিদঃ।
নান্যথা শক্যতে কর্তুং স্বভাবঃ শোচতামিতি।। ৪৯

লুব্ধকো বিপিনে কশ্চিৎপক্ষিণাং নির্মিতোঽন্তকঃ।
বিতত্য জালং বিদধে তত্র তত্র প্রলোভয়ন্।। ৫০

কুলিঙ্গমিথুনং তত্র বিচরৎ সমদৃশ্যত।
তয়োঃ কুলিঙ্গী সহসা লুব্ধকেন প্রলোভিতা।। ৫১

সাসজ্জত শিচস্তন্ত্যাং মহিষী কালযন্ত্রিতা।
কুলিঙ্গস্তাং তথাঽপন্নাং নিরীক্ষ্য ভৃশদুঃখিতঃ।
স্নেহাদকল্পঃ কৃপণঃ কৃপণাং পর্যদেবয়ৎ।। ৫২

অহো অকরুণো দেবঃ স্ত্রিয়াঽকরুণয়া বিভুঃ।
কৃপণং মানুশোচন্ত্যা দীনয়া কিং করিষ্যতি।। ৫৩

কামং নয়তু মাং দেবঃ কিমর্ধেনাত্মনো হি মে।
দীনেন জীবতা দুঃখমনেন[১] বিধুরায়ুষা।। ৫৪

কথং ত্বজাতপক্ষাংস্তান্ মাতৃহীনান্ বিভর্ম্যহম্।
মন্দভাগ্যাঃ প্রতীক্ষন্তে নীড়ে মে মাতরং প্রজাঃ।। ৫৫

এবং কুলিঙ্গং বিলপন্তমারাৎ
প্রিয়াবিয়োগাতুরমশ্রুকণ্ঠম্।
স এব তং শাকুনিকঃ শরেণ
বিব্যাধ কালপ্রহিতো বিলীনঃ।। ৫৬

অর্থাৎ ব্যাপক তথাপি সে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং মন-সমন্বিত উচ্চ নীচ (দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি) শরীরকে গ্রহণ করে এবং নিজের বিবেক-বলে মুক্তও হয়ে যায়। বস্তুত সে এইসব কিছু থেকে পৃথক।। ৪৬ ।। যতক্ষণ পর্যন্ত সে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং মন—এই সতেরোটি তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত লিঙ্গ শরীরের সাথে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ সে কর্মের বন্ধনে বদ্ধ থাকে এবং এই বন্ধনের কারণেই মায়া থেকে জাত মোহ এবং দুঃখ তাকে অনুসরণ করে চলে।। ৪৭ ।। প্রকৃতির গুণসমূহ এবং তার দ্বারা নির্মিত বস্তুগুলিকে সত্য বলে ধারণা করা বা বলা, বস্তুত মিথ্যার জালে নিজেকে জড়ানো। (বাস্তবে কামনা-পূরণ অসম্ভব বলে) মনে মনে কল্পিত কামনা-অনুরূপ দ্রব্যসমূহ অথবা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেমন অলীক, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা অনুভূত যাবতীয় বিষয়ই তেমনই মিথ্যা ।। ৪৮ ।। সেইজন্য শরীর এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মানুষ অনিত্য শরীর এবং নিত্য আত্মা কারো জনাই শোক করে না। জ্ঞানের ভিত্তি শক্ত না হওয়ার জন্য যারা শোকাকুল হয় তাদের স্বভাব বদলানো খুবই কঠিন।। ৪৯ ।।

কোনো এক জঙ্গলে এক ব্যাধ বাস করত। বিধাতা যেন তাকে পক্ষীদের কালস্বরূপ করেই সৃষ্টি করেছিলেন। যেখানে সেখানে সে জাল পাতত আর পাখিদের প্রলুব্ধ করে ফাঁদে ফেলত।। ৫০ ।।

একদিন একজোড়া ফিঙেপাখিকে সে বিচরণ করতে দেখল। তাদের মধ্যে পক্ষিণীকে প্রলুব্ধ করে সে সত্বরই তাকে জালবদ্ধ করল।। ৫১ ।। কালবশে সেই পক্ষিণী জালের ফাঁদে বদ্ধ হল। সঙ্গিনীর এই বিপদ দেখে পুরুষ পাখিটি শোকাকুল হয়ে পড়ল। সেই বেচারী স্ত্রীকে বিপদমুক্ত করতে না পেরে স্নেহবশত সেই হতভাগিনীর জন্য বিলাপ করতে লাগল ।। ৫২ ।। সে বলল—'সর্বশক্তিমান বিধাতা বড়ই নির্দয়। আমার সহচরী স্ত্রী অসহায়ভাবে হতভাগ্য আমার জন্য শোক করছে। একে নিয়ে তিনি কী করবেন ? ।। ৫৩ ।। তিনি বরং আমাকে গ্রহণ করুন। একে ছাড়া দুঃখ কষ্টে ভরা বিরহী অপূর্ণ জীবন নিয়ে আমি কী করব ? ।। ৫৪ ।। এখনো আমার ভাগ্যহীন বাচ্চাদের পালক পর্যন্ত ভালো করে জন্মায়নি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওই অভাগা মাতৃহীন বাচ্চাগুলিকে আমি কীভাবে লালন-পালন করব। তারা কোটরে বসে হয়ত মায়ের পথ চেয়ে আছে।। ৫৫ ।। প্রিয়া বিরহে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বিলাপরত

[১]প্রা.পা.—খং জীবেন।

এবং যূয়মপশ্যন্ত্যো আত্মাপায়মবুদ্ধয়ঃ।
নৈনং প্রাপ্স্যথ শোচন্ত্যঃ পতিং বর্ষশতৈরপি॥ ৫৭

সেই পুরুষ ফিঙেটিকে কালপ্রেরিত সেই ব্যাধ আড়াল থেকে শরবিদ্ধ করলে সেও মৃত্যুমুখে পতিত হল॥ ৫৬ ॥

অতএব (হে রানিরা) দেখো, তোমরা নির্বুদ্ধিতাবশত নিজেদের মৃত্যুও যে অবশ্যম্ভাবী সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে এর জন্য বিলাপ করছ। তোমরা যদি শত শত বৎসরও এইভাবে শোক কর তথাপি তোমাদের পতিকে আর ফিরে পাবে না॥ ৫৭ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ

বাল[১] এবং প্রবদতি সর্বে বিস্মিতচেতসঃ।
জ্ঞাতয়ো মেনিরে সর্বমনিত্যমযথোত্থিতম্॥ ৫৮

হিরণ্যকশিপু বলল—বালককে এইরকম জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে দেখে উশীনর রাজের পত্নী, ভ্রাতা প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ সবাই বিস্মিত হয়ে অন্তরে অনুধাবন করল যে এই সংসার এবং এর সুখ দুঃখ সবই অনিত্য এবং মিথ্যা॥ ৫৮ ॥

যম এতদুপাখ্যায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।
জ্ঞাতয়োঽপি সুযজ্ঞস্য চক্রুর্যৎসাম্পরায়িকম্॥ ৫৯

এই কাহিনী বলে যমরাজ অদৃশ্য হওয়ার পর ভাই বান্ধব মিলে সুযজ্ঞের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করল॥ ৫৯ ॥

ততঃ[২] শোচত মা যূয়ং পরং[৩] চাত্মানমেব চ।
ক আত্মা কঃ পরো বাত্র স্বীয়ঃ পারক্য এব বা।
স্বপরাভিনিবেশেন বিনাজ্ঞানেন দেহিনাম্॥ ৬০

সেইহেতু বলছি তোমরাও নিজের জন্য বা অপর কারোর জন্য শোক কোরো না। এই সংসারে কে আত্মা আর কেই বা আত্মা থেকে ভিন্ন ? কে আপনার আর কেই বা পর ? প্রাণীকুলের অজ্ঞানতার জন্যই আপন পর ভেদ জন্মায়, এছাড়া ভেদবুদ্ধির আর কোনো কারণ নেই॥ ৬০ ॥

নারদ উবাচ

ইতি দৈত্যপতের্বাক্যং দিতিরাকর্ণ্য সস্নুষা।
পুত্রশোকং ক্ষণাত্ত্যক্ত্বা তত্ত্বে চিত্তমধারয়ৎ॥ ৬১

নারদ বললেন—হে যুধিষ্ঠির ! আপন পুত্রবধূর সঙ্গে বসে হিরণ্যকশিপুর এইসব জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে দিতি তৎক্ষণাৎ পুত্রশোক ত্যাগ করে পরমতত্ত্ব স্বরূপ পরমেশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করলেন॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে[৪]
দিতিশোকাপনয়নং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥
শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে
দিতির শোক উপশম নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি

নারদ উবাচ

হিরণ্যকশিপূ রাজন্নজেয়মজরামরম্।
আত্মানমপ্রতিদ্বন্দ্বমেকরাজং ব্যধিৎসত॥ ১

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে যুধিষ্ঠির ! হিরণ্যকশিপু মনে মনে চিন্তা করতে লাগল যে, আমি অজেয়, বার্ধক্যরহিত, অমর এবং এই সংসারের একচ্ছত্র সম্রাট হব যাতে কেউ আমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে॥ ১ ॥ এর জন্য

[১]প্রা.পা.—কাল। [২]প্রা.পা.—অতঃ। [৩]প্রা.পা.—পরমাত্মানমেব চ। [৪]প্রা.পা.—সপ্তমে স্কন্ধে দিতেঃ শোকাপনোদনো নাম।

স তেপে মন্দরদ্রোণ্যাং তপঃ পরমদারুণম্।
উর্ধ্ববাহুর্নভোদৃষ্টিঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতাবনিঃ॥ ২

জটাদীধিতিভী রেজে সংবর্তার্ক ইবাংশুভিঃ।
তস্মিংস্তপস্তপ্যমানে দেবাঃ স্থানানি ভেজিরে॥ ৩

তস্য মূর্ধ্নঃ সমুদ্ভূতঃ সধূমোঽগ্নিস্তপোময়ঃ।
তির্যগূর্ধ্বমধোলোকানতপদ্বিষ্বগীরিতঃ॥ ৪

চুক্ষুভুর্নদ্যুদন্বন্তঃ সদ্বীপাদ্রিশ্চচাল ভূঃ।
নিপেতুঃ সগ্রহাস্তারা জজ্বলুশ্চ দিশো দশ॥ ৫

তেন তপ্তা দিবং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মলোকং যযুঃ সুরাঃ।
ধাত্রে বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দেবদেব জগৎপতে॥ ৬

দৈত্যেন্দ্রতপসা তপ্তা দিবি স্থাতুং ন শক্নুমঃ।
তস্য চোপশমং ভূমন্ বিধেহি যদি মন্যসে।
লোকা ন যাবন্নঙ্ক্ষ্যন্তি বলিহারাস্তবাভিভূঃ[১]॥ ৭

তস্যায়ং কিল সঙ্কল্পশ্চরতো দুশ্চরং তপঃ।
শ্রূয়তাং কিং ন বিদিতস্তবাথাপি[২] নিবেদিতঃ॥ ৮

সৃষ্ট্বা চরাচরমিদং তপোযোগসমাধিনা।
অধ্যাস্তে সর্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ পরমেষ্ঠী নিজাসনম্॥ ৯

তদহং বর্ধমানেন তপোযোগসমাধিনা।
কালাত্মনোশ্চ নিত্যত্বাৎ সাধয়িষ্যে তথাঽঽত্মনঃ॥ ১০

অন্যথেদং[৩] বিধাস্যেঽহমযথাপূর্বমোজসা।
কিমন্যৈঃ কালনির্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিঃ॥ ১১

সে মন্দর পর্বতের এক নিভৃত গুহায় উর্ধ্ববাহু হয়ে আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে কঠিন তপস্যা শুরু করল॥ ২ ॥ প্রলয়কালীন সূর্যের দ্যুতির মতো তার জটা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সে যখন এইরকম কঠোর তপস্যায় মগ্ন হল তখন দেবতারা স্বস্থানে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন॥ ৩ ॥ দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যা করার পর তার ব্রহ্ম-রন্ধ্র থেকে তপোময় সধূম অগ্নি নির্গত হয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হল এবং উর্ধ্ব অধঃ তথা নিকট ও দূরের সকল লোককে তাপিত করতে লাগল॥ ৪ ॥ সেই তেজে নদীসমূহ এবং সমুদ্র ফুঁসে উঠল, দ্বীপপুঞ্জ এবং পর্বতমালাসহ পৃথিবী কম্পিত হতে লাগল, গ্রহ তারাসমূহ স্খলিত হতে থাকল, দশদিক যেন জ্বলতে লাগল॥ ৫ ॥

হিরণ্যকশিপুর সেই তপোময় অগ্নির তাপ স্বর্গপুরীর দেবতাদেরও তাপিত করে তুলল। তাঁরা ভীত হয়ে স্বর্গলোক ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা জানালেন—হে দেবারাধ্যদেব জগৎপতি ব্রহ্মা! দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তপস্যাজাত অগ্নির তাপে তাপিত আমরা স্বর্গেও থাকতে পারছি না। হে অনন্ত! হে সর্বাধিপতি! আপনি যদি উচিত মনে করেন তাহলে আপনার সেবককুলের বিনাশের পূর্বেই এই তাপ প্রশমনের ব্যবস্থা করুন॥ ৬-৭ ॥

হে ভগবান! আপনি সর্বজ্ঞ তথাপি আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে নিবেদন করছি। এই দৈত্যরাজ কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই ঘোর তপস্যা করছে শুনুন। তার অভিপ্রায় হল—দেবব্রহ্মা যেমন আপন তপস্যা এবং যোগবলে এই জগৎ চরাচর সৃষ্টি করে সর্বলোকোপরি সত্যলোকে অধিষ্ঠান করছেন, তেমনই সে উগ্র তপস্যা এবং যোগের প্রভাবে সেই পদ এবং স্থান অধিকার করবে। কারণ কাল অসীম এবং আত্মা নিত্য। একজন্মে না হোক অনেক জন্ম পরেই হোক, এক যুগে না হোক বহুযুগ পরেই হোক॥ ৮-১০ ॥ নিজের তপস্যা শক্তির দ্বারা সে পাপপুণ্যের প্রচলিত ধারণাকে পরিবর্তন করে এমন নিয়ম সংসারে চালু করবে যা পূর্বে কখনো ছিল না। বৈষ্ণবাদি পদে এমন আর বিশেষ কী মহত্ত্ব আছে? কল্পান্তে তো সব কালের গর্ভেই নিমজ্জিত

[১]প্রা.পা.—স্তথা বিভো। [২]প্রা.পা.—স্তব সোঽপি। [৩]প্রা.পা.—অন্যথৈব।

ইতি শুশ্রুম নির্বন্ধং তপঃ পরমমাস্থিতঃ।
বিধৎস্বানন্তরং যুক্তং স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর।। ১২

তবাসনং দ্বিজগবাং পারমেষ্ঠ্যং জগৎপতে।
ভবায় শ্রেয়সে ভূত্যৈ ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।। ১৩

ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবৈর্ভগবানাত্মভূর্নৃপ।
পরীতো ভৃগুদক্ষাদ্যৈর্যযৌ দৈত্যেশ্বরাশ্রমম্।। ১৪

ন দদর্শ প্রতিচ্ছন্নং বল্মীকতৃণকীচকৈঃ।
পিপীলিকাভিরাচীর্ণমেদস্ত্বঙ্মাংসশোণিতম্[১]।। ১৫

তপন্তং তপসা লোকান্ যথাভ্রাপিহিতং রবিম্।
বিলক্ষ্য বিস্মিতঃ প্রাহ প্রহসন্ হংসবাহনঃ।। ১৬

ব্রহ্মোবাচ

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে তপঃসিদ্ধোঽসি কাশ্যপ।
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ।। ১৭

অদ্রাক্ষমহমেতত্তে হৃৎসারং মহদদ্ভুতম্।
দংশভক্ষিতদেহস্য প্রাণা হ্যস্থিষু শেরতে।। ১৮

নৈতৎ পূর্বর্ষয়শ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে।
নিরম্বুর্ধারয়েৎ প্রাণান্ কো বৈ দিব্যসমাঃ শতম্।। ১৯

ব্যবসায়েন তেঽনেন দুষ্করেণ মনস্বিনাম্।
তপোনিষ্ঠেন ভবতা জিতোঽহং দিতিনন্দন।। ২০

ততস্ত আশিষঃ সর্বা দদাম্যসুরপুঙ্গব।
মর্তস্য তে অমর্তস্য দর্শনং নাফলং মম।। ২১

নারদ উবাচ

ইত্যুক্ত্বাদিভবো দেবো ভক্ষিতাঙ্গং পিপীলিকৈঃ।
কমণ্ডলুজলেনৌক্ষদ্দিব্যেনামোঘরাধসা।। ২২

হবে।। ১১ ।।*

আমরা শুনেছি এইরকম মনোবাসনা নিয়েই সে ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছে। আপনি ত্রিলোকেশ্বর ! আপনি যা উচিত মনে করেন তাই করুন।। ১২ ।। হে দেব ব্রহ্মা ! আপনার এই সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেষ্ঠি-পদ গো-ব্রাহ্মণের বৃদ্ধি, কল্যাণ, বিভূতি, কুশল এবং বিজয়ের নিমিত্তভূত। (যদি সেই পদ হিরণ্যকশিপুর হাতে চলে যায় তাহলে সজ্জনবৃন্দ ঘোর সংকটের সম্মুখীন হবেন)।। ১৩ ।।

হে যুধিষ্ঠির ! যখন দেবতারা ভগবান ব্রহ্মার কাছে এই নিবেদন জানালেন তখন তিনি ভৃগু এবং দক্ষ আদি প্রজাপতির সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে গেলেন।। ১৪ ।।

বল্মীক, ঘাস এবং বাঁশঝাড়ের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর শরীর এমনভাবে ঢাকা ছিল যে প্রথমে তাঁরা তাকে দেখতেই পেলেন না। পিঁপড়েরা তার মেদ, ত্বক, মাংস এবং রক্ত শুষে নিয়েছিল।। ১৫ ।। বর্ষার মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো আপন তপস্যার তেজে সে ত্রিলোককে তাপিত করছিল। তাকে দেখে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে সস্মিতবদনে বললেন—।। ১৬ ।।

দেব ব্রহ্মা বললেন—পুত্র ! হিরণ্যকশিপু ! ওঠো, ওঠো। তোমার মঙ্গল হোক। হে কশ্যপনন্দন ! তোমার তপস্যা সিদ্ধ হয়েছে। আমি তোমাকে বর দেওয়ার জন্য এখানে এসেছি, তুমি তোমার ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করো।। ১৭ ।। আমি তোমার মনের অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। দংশক কীটেরা তোমার দেহ খেয়ে ফেলেছে তবুও অস্থিমাত্র সম্বল করে তোমার প্রাণ টিকে রয়েছে।। ১৮ ।। এরকম কঠিন তপস্যা পূর্বেও কোনো ঋষি করেননি, ভবিষ্যতেও কেউ করতে পারবেন না। এমন কে আছে যে একশত দিব্য বৎসর জল পর্যন্ত গ্রহণ না করে বেঁচে থাকতে পারে।। ১৯ ।। হে দিতিনন্দন ! তুমি যা করেছ তা মনস্বী ব্যক্তিদের পক্ষেও দুষ্কর। তোমার তপোনিষ্ঠায় তুমি আমাকে বশীভূত করেছ।। ২০ ।। হে দৈত্যশিরোমণি ! সেইহেতু প্রসন্ন হয়ে আমি তোমার মনোমত বর প্রদান করব। তুমি মরণশীল, আমি অমর ! তাই আমার দর্শনলাভ তোমার কাছে নিষ্ফল হবে না।। ২১ ।।

নারদ বললেন—হে যুধিষ্ঠির ! এই কথা বলে প্রজাপতি

[১]প্রা.পা.—রাকীর্ণমস্থিত্বঙ্.।

*যদিও বৈষ্ণবপদ (বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধাম) অবিনাশী, কিন্তু হিরণ্যকশিপু নিজের আসুরী বুদ্ধির কারণে কল্পান্তে তাদের বিনাশ হবে বলে মনে করছে। তামসী বুদ্ধিতে সবকিছুই সর্বদা বিপরীতরূপে প্রতিভাত হয়।

স তৎ কীচকবল্মীকাৎ সহওজোবলান্বিতঃ[১]।
সর্বাবয়বসম্পন্নো বজ্রসংহননো যুবা।
উত্থিতস্তপ্তহেমাভো বিভাবসুরিবৈধসঃ॥ ২৩

স নিরীক্ষ্যাম্বরে দেবং হংসবাহমবস্থিতম্।
ননাম শিরসা ভূমৌ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ॥ ২৪

উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঈক্ষমাণো দৃশা বিভুম্।
হর্ষাশ্রুপুলকোদ্ভেদো[২] গিরা গদগদয়াগৃণাৎ॥ ২৫

হিরণ্যকশিপুরুবাচ

কল্পান্তে কালসৃষ্টেন যোঽন্ধেন[৩] তমসাঽঽবৃতম্।
অভিব্যনগ্[৪] জগদিদং স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ স্বরোচিষা॥ ২৬

আত্মনা ত্রিবৃতা চেদং সৃজত্যবতি লুম্পতি।
রজঃসত্ত্বতমোধাম্নে পরায় মহতে নমঃ॥ ২৭

নম আদ্যায় বীজায় জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্তয়ে।
প্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিকারৈর্ব্যক্তিমীযুষে॥ ২৮

ত্বমীশিষে জগতস্তস্থুষশ্চ
প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্।
চিত্তস্য চিত্তের্মনইন্দ্রিয়াণাং
পতির্মহান্ ভূতগুণাশয়েশঃ॥ ২৯

ত্বং সপ্ততন্তূন্ বিতনোষি তন্বা
ত্রয্যা চাতুর্হোত্রকবিদ্যয়া চ।
ত্বমেক আত্মাঽঽত্মবতামনাদি-
রনন্তপারঃ কবিরন্তরাত্মা॥ ৩০

ত্বমেব কালোঽনিমিষো জনানা-
মায়ুর্লবাদ্যাবয়বৈঃ ক্ষিণোষি।
কূটস্থ আত্মা পরমেষ্ঠ্যজো মহাং-
স্ত্বং জীবলোকস্য চ জীব আত্মা॥ ৩১

ব্রহ্মা তার পিপীলিকা ভক্ষিত শরীরে আপনার কমণ্ডলু থেকে দিব্য এবং অমোঘ-প্রভাবশালী জল ছিটিয়ে দিলেন॥ ২২ ॥

যেমন শুষ্ক কাঠের স্তূপে অগ্নি জ্বলে ওঠে, তেমনই জল ছিটানোমাত্র বাঁশ আর বল্মীকের স্তূপ ভেদ করে সে বলদীপ্ত, সর্বাবয়বসম্পন্ন, বজ্র সুকঠিন দেহ লাভ করে সকল ইন্দ্রিয়ের পূর্ণশক্তি ও মানসিক তেজে সমন্বিত হয়ে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ নবীন যুবকরূপে আত্মপ্রকাশ করল ॥ ২৩ ॥ আকাশে অবস্থিত হংসারূঢ় দেব ব্রহ্মাকে দেখে সে অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করল॥ ২৪ ॥ তারপর বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে নম্রভাবে অত্যন্ত ভক্তিভরে নির্নিমেষ নয়নে তাঁকে দেখতে লাগল এবং ভক্তি গদগদ বচনে তাঁর স্তুতি করতে লাগল। তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগল এবং তার শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল॥ ২৫ ॥

হিরণ্যকশিপু বলল—কল্পান্তে এই সমস্ত সৃষ্টি মহাকাল প্রেরিত তমোগুণের দ্বারা ঘন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। সেইসময় স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ আপনি স্বতেজে পুনরায় একে প্রকটিত করেছিলেন॥ ২৬ ॥ আপনি আপনার ত্রিগুণময় রূপের দ্বারা এর সৃজন, পালন এবং সংহার করেন। আপনি রজোগুণ, সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণের আশ্রয়স্বরূপ। আপনি সকলের অতীত, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান। আপনাকে প্রণাম॥ ২৭ ॥ আপনিই জগতের মূলকারণ, জ্ঞান এবং বিজ্ঞান আপনারই মূর্তিস্বরূপ। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি প্রভৃতি বিকারের দ্বারা আপনি নিজেকে প্রকটিত করেছেন॥ ২৮ ॥ আপনি মুখ্যপ্রাণ সূত্রাত্মারূপে চরাচর জগতের নিয়ন্তা, প্রাণিকুলের রক্ষক। হে ভগবান ! আপনি চিত্ত, চেতনা, মন এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভু। আপনিই মহৎতত্ত্বরূপে পঞ্চভূত, শব্দাদি বিষয় এবং সেগুলির সংস্কারসমূহের রচয়িতা॥ ২৯ ॥

হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা এবং উদ্গাতা—এই ঋত্বিকগণের দ্বারা অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদিকর্ম প্রতিপাদিত হয় যার দ্বারা, সেই বেদ তা তো আপনারই শরীর। এই ঋত্বিকগণের মাধ্যমে অগ্নিষ্টোমাদি সপ্তযজ্ঞের বিস্তার আপনিই করেন। অনাদি, অনন্ত অপার সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী আপনিই প্রাণিগণের আত্মা॥ ৩০ ॥

আপনি মহাকাল, আপনিই প্রতিক্ষণে সতর্কভাবে সময়ের সূক্ষ্ম বিভাগের দ্বারা জীবকুলের আয়ু প্রতিনিয়ত

[১]প্রা.পা.—সহস্তেজোব.। [২]প্রা.পা.— কোদ্ভূতো। [৩]প্রা.পা.— সোঽন্ধেন। [৪]প্রা.পা.— অভিব্যাঞ্জগ.।

ত্বত্তঃ পরং নাপরমপ্যনেজ-
দেজচ্চ কিঞ্চিদ্ ব্যতিরিক্তমস্তি।
বিদ্যাঃ কলাস্তে তনবশ্চ সর্বা
হিরণ্যগর্ভোঽসি বৃহৎ ত্রিপৃষ্ঠঃ॥ ৩২

ব্যক্তং বিভো স্থূলমিদং শরীরং
যেনেন্দ্রিয়প্রাণমনোগুণাংস্ত্বম্।
ভুঙ্ক্ষে স্থিতো ধামনি পারমেষ্ঠ্যে
অব্যক্ত আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ॥ ৩৩

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৩৪

যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরান্মে বরদোত্তম।
ভূতেভ্যস্ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মা ভূন্মম প্রভো॥ ৩৫

নান্তর্বহির্দিবা নক্তমন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ।
ন ভূমৌ নাম্বরে মৃত্যুর্ন নরৈর্ন মৃগৈরপি॥ ৩৬

ব্যসুভির্বাসুমদ্ভির্বা সুরাসুরমহোরগৈঃ।
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে ঐকপত্যং চ দেহিনাম্॥ ৩৭

সর্বেষাং লোকপালানাং মহিমানং যথাঽঽত্মনঃ।
তপোযোগপ্রভাবাণাং যন্ন রিষ্যতি কর্হিচিৎ॥ ৩৮

ক্ষীণ করেন। তথাপি আপনি নির্বিকার, কারণ আপনি জ্ঞানস্বরূপ, পরমেশ্বর, জন্মরহিত, মহান এবং সমগ্র জীবকুলের প্রাণদাতা অন্তরাত্মা॥ ৩১ ॥

হে প্রভু! কার্য-কারণ, স্থাবর-জঙ্গম, এমন কোনো বস্তু নেই যা আপনার থেকে পৃথক। বিদ্যার সকল বিভাগ এবং কলাবিদ্যাসমূহ আপনারই অবয়ব। আপনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অতীত স্বয়ং ব্রহ্ম। হিরণ্ময় এই ব্রহ্মাণ্ড আপনারই মধ্যে অবস্থিত ; আপনিই আপনার অন্তঃস্থল থেকে একে প্রকটিত করেছেন॥ ৩২ ॥

হে প্রভু! এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনার স্থূল শরীরমাত্র। এই শরীর দ্বারা আপনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনের বিষয়সমূহকে ভোগ করেন। কিন্তু সেই সময়েও আপনি পরম ঐশ্বর্যময় নিজ স্বরূপেই অবস্থান করেন। আপনিই সেই পুরাণ পুরুষ, স্থূল ও সূক্ষ্মের অতীত ব্রহ্মস্বরূপ॥ ৩৩ ॥

অনন্ত অব্যক্তরূপে চরাচরে ব্যাপ্ত, চিদচিৎ-উভয়-শক্তিযুক্ত হে পরমেশ্বর, আপনাকে প্রণাম॥ ৩৪ ॥

হে প্রভু! আপনি বরদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যদি আপনি আমাকে অভীষ্ট বরদান করতে ইচ্ছা করেন তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আপনার সৃষ্ট কোনো প্রাণী—মনুষ্য অথবা পশু, প্রাণী অথবা অপ্রাণী, দেবতা কিংবা দৈত্য অথবা নাগাদি—এদের কারো থেকেই যেন আমার মৃত্যু না হয়। ভিতরে, বাইরে, দিনে, রাত্রিতে, আপনি সৃষ্টি করেননি এমন কোনো জীবের হাতে, অস্ত্র অথবা শস্ত্রের দ্বারা, পৃথিবী অথবা আকাশে কোথাও যেন আমার মৃত্যু না ঘটে। যুদ্ধে কেউ যেন আমার সামনে দাঁড়াতেও না পারে। আমিই যেন সমস্ত প্রাণীকুলের একচ্ছত্র সম্রাট হই॥ ৩৫-৩৭ ॥

ইন্দ্রাদি সমস্ত লোকপালের ওপর আপনার মতো প্রভাব যেন আমারও থাকে। তপস্বী এবং যোগিগণের অক্ষয় ঐশ্বর্য যেন আমিও প্রাপ্ত হই॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে
হিরণ্যকশিপোর্বরযাচনং [১] নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে হিরণ্যকশিপুর
বর প্রার্থনা নামক তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৩ ॥

---

[১] প্রাচীন বইয়ে 'হিরণ্য........নাম' এই অংশটি নেই।

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার এবং প্রহ্লাদের গুণের বর্ণনা

নারদ উবাচ

এবং বৃতঃ শতধৃতির্হিরণ্যকশিপোরথ।
প্রাদাত্তত্তপসা প্রীতো বরাংস্তস্য সুদুর্লভান্ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ

তাতেমে দুর্লভাঃ পুংসাং যান্ বৃণীষে বরান্ মম।
তথাপি বিতরাম্যঙ্গ[১] বরান্ যদপি দুর্লভান্ ॥ ২
ততো জগাম ভগবানমোঘানুগ্রহো বিভুঃ।
পূজিতোঽসুরবর্যেণ স্তূয়মানঃ প্রজেশ্বরৈঃ ॥ ৩
এবং লব্ধবরো দৈত্যো বিভ্রদ্ধেমময়ং বপুঃ।
ভগবত্যকরোদ্ দ্বেষং ভ্রাতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৪
স বিজিত্য দিশঃ সর্বা লোকাংশ্চ ত্রীন্ মহাসুরঃ।
দেবাসুরমনুষ্যেন্দ্রান্ গন্ধর্বগরুড়োরগান্ ॥ ৫
সিদ্ধচারণবিদ্যাধ্রানৃষীন্ পিতৃপতীন্ মনূন্।
যক্ষরক্ষঃপিশাচেশান্ প্রেতভূতপতীনথ[২] ॥ ৬
সর্বসত্ত্বপতীঞ্জিত্বা বশমানীয় বিশ্বজিৎ।
জহার লোকপালানাং স্থানানি সহ তেজসা ॥ ৭
দেবোদ্যানশ্রিয়া জুষ্টমধ্যাস্তে স্ম ত্রিবিষ্টপম্।
মহেন্দ্রভবনং সাক্ষান্নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যায়তনমধ্যুবাসাখিলর্দ্ধিমৎ ॥ ৮
যত্র বিদ্রুমসোপানা মহামারকতা ভুবঃ।
যত্র স্ফাটিককুড্যানি বৈদূর্যস্তম্ভপঙ্ক্তয়ঃ ॥ ৯
যত্র চিত্রবিতানানি পদ্মরাগাসনানি[৩] চ।
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা মুক্তাদামপরিচ্ছদাঃ ॥ ১০
কূজদ্ভির্নূপুরৈর্দেব্যঃ শব্দয়ন্ত্য ইতস্ততঃ।
রত্নস্থলীষু পশ্যন্তি সুদতীঃ সুন্দরং মুখম্ ॥ ১১

দেবর্ষি নারদ বললেন—হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে এইরকম দুর্লভ বর প্রার্থনা করলে, তার তপস্যায় সন্তুষ্ট ব্রহ্মা তাকে প্রার্থিত বর প্রদান করলেন ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা বললেন—পুত্র ! জীবকুলের পক্ষে অতি দুর্লভ বর তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করেছ। তৎসত্ত্বেও তোমার প্রার্থিত দুর্লভ বরই তোমাকে প্রদান করছি ॥ ২ ॥

(নারদ বললেন) ব্রহ্মা প্রদত্ত বর কখনো বৃথা হয় না। তিনি সমর্থ এবং স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ। বরপ্রাপ্ত হয়ে হিরণ্যকশিপু তাঁর যথাবিহিত পূজা করল এবং ব্রহ্মাও প্রজাপতিগণের দ্বারা স্তুত হতে হতে স্বধামে গমন করলেন ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত হিরণ্যকশিপু হেমকান্তি সবল দেহ লাভ করল এবং ভাইয়ের মৃত্যুকে স্মরণ করে ভগবান বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ আচরণে রত হল ॥ ৪ ॥ সেই মহাদৈত্য সকল দিকসমূহ, তিন লোক, তথা সর্বদেবতা, অসুর, নরপতি, গন্ধর্ব, গরুড়, সর্প, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, পিতৃপুরুষগণের অধিপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচাধিপতি, প্রেত ও ভূতলোকের অধিপতি এবং সমস্ত জীবকুলের রাজাদের পরাজিত করে নিজের অধীন করল। সেই বিশ্ববিজয়ী দৈত্য আপন শক্তির দ্বারা লোকপালগণের ক্ষমতা অধিকার করে তাঁদের নিজ নিজ স্থান থেকে বিতাড়িত করল ॥ ৫-৭ ॥ তারপর স্বর্গভূমিতে নন্দন-কাননসহ দিব্য উদ্যানসমূহ দ্বারা শোভাবিশিষ্ট বিশ্বকর্মা নির্মিত ইন্দ্রের প্রাসাদ তার আবাসস্থল হল। তিনলোকের সকল সৌন্দর্য যেন মূর্তি ধরে সেই প্রাসাদে বিরাজ করত। সকল প্রকারের ঐশ্বর্যে সেটি সম্পন্ন ছিল ॥ ৮ ॥ সেই প্রাসাদে প্রবালরতি সোপান, মরকতমণির ভূমি বা মেঝে, স্ফটিকের দেওয়াল, বৈদূর্যমণির স্তম্ভ, মাণিক্যের সিংহাসন, নানা বর্ণের চাঁদোয়া, মুক্তার ঝালর দেওয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যা শোভিত ছিল ॥ ৯-১০ ॥ সর্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরাগণ নূপুর-নিক্কণ তুলে রত্নময় অলিন্দে বিচরণ করত, কোথাও বা (দেওয়ালে) নিজেদের সুন্দর মুখ খুঁটিয়ে দেখত ॥ ১১ ॥

---

[১]প্রা.পা.—ম্যদ্য বরান্ যদাপি। [২]প্রা.পা.—পতীন্ প্রভুঃ। [৩]প্রা.পা.—গসমানি চ।

তস্মিন্মহেন্দ্রভবনে মহাবলো[১]
মহামনা নির্জিতলোক একরাট্।
রেমেঽভিবন্দ্যাঙ্‌ঘ্রিযুগঃ সুরাদিভিঃ
প্রতাপিতৈরূর্জিতচণ্ডশাসনঃ ॥ ১২

তমঙ্গ মত্তং মধুনোরুগন্ধিনা
বিবৃত্ততাম্রাক্ষমশেষধিষ্ণ্যপাঃ।
উপাসতোপায়নপাণিভির্বিনা
ত্রিভিস্তপোযোগবলৌজসাং পদম্ ॥ ১৩

জগুর্মহেন্দ্রাসনমোজসা স্থিতং
বিশ্বাবসুস্তুম্বুরুরস্মদাদয়ঃ[২]।
গন্ধর্বসিদ্ধা ঋষয়োঽস্তুবন্মুহু-
র্বিদ্যাধরা অপ্সরসশ্চ পাণ্ডব ॥ ১৪

স এব বর্ণাশ্রমিভিঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
ইজ্যমানো হবির্ভাগানগ্রহীৎ স্বেন তেজসা ॥ ১৫

অকৃষ্টপচ্যা তস্যাসীৎ সপ্তদ্বীপবতী মহী।
তথা কামদুঘা দ্যৌস্তু[৩] নানাশ্চর্যপদং নভঃ ॥ ১৬

রত্নাকরাশ্চ রত্নৌঘাংস্তৎপত্ন্যশ্চোহুরূর্মিভিঃ।
ক্ষারসীধুঘৃতক্ষৌদ্রদধিক্ষীরামৃতোদকাঃ ॥ ১৭

শৈলা দ্রোণীভিরাক্রীড়ং সর্বর্তুষু গুণান্ দ্রুমাঃ।
দধার লোকপালানামেক এব পৃথগ্গুণান্ ॥ ১৮

স ইত্থং নির্জিতককুবেকরাড়্[৪] বিষয়ান্ প্রিয়ান্।
যথোপজোষং ভুঞ্জানো নাতৃপ্যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯

এবমৈশ্বর্যমত্তস্য দৃপ্তস্যোচ্ছাস্ত্রবর্তিনঃ।
কালো মহান্ ব্যতীয়ায় ব্রহ্মশাপমুপেয়ুষঃ ॥ ২০

সেই ইন্দ্রপুরীতে মহাবলী এবং মহাধীশক্তিসম্পন্ন, সর্বলোকজয়ী হিরণ্যকশিপু একচ্ছত্র সম্রাটরূপে গর্বিতভাবে বিহার করতে লাগল। সে এত কঠোর শাসক ছিল যে দেব-দানব সকলে নিত্য তার চরণ-বন্দনা করতে বাধ্য ছিল॥ ১২ ॥ হে যুধিষ্ঠির ! উৎকট গন্ধযুক্ত মদিরা পান করে সে মত্ত হয়ে থাকত। রক্তবর্ণ চোখ সর্বদাই ক্রোধ-ঘূর্ণিত থাকত। সেই সময় তার মধ্যে তপস্যা, যোগ, শারীরিক এবং মানসিক বল এত অধিক পরিমাণে ছিল যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতা ব্যতীত অন্য সব দেবতা স্বহস্তে উপঢৌকন নিয়ে তার সেবাতে নিযুক্ত থাকত ॥ ১৩ ॥ সে যখন আপন পুরুষকারের দ্বারা ইন্দ্রাসনে আসীন হল, হে যুধিষ্ঠির, সেইসময় বিশ্বাবসু, তুম্বুরু এবং আমিও গান শুনিয়ে তার মনোরঞ্জন করতাম। গন্ধর্ব, সিদ্ধ, ঋষি, বিদ্যাধর এবং অপ্সরাগণ প্রমুখ সর্বসময় তার স্তুতিবাদ করত ॥ ১৪ ॥ হে যুধিষ্ঠির ! বর্ণাশ্রম ধর্মপালনকারী পুরুষগণ বহুল দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করলে সে তার ক্ষমতাবলে সেই যজ্ঞের আহুতি হরণ করত ॥ ১৫ ॥ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সে একচ্ছত্র শাসক ছিল। তার রাজত্বে হল কর্ষণ ও বীজ বপন ছাড়াই ক্ষেত্রসমূহতে শস্য উৎপন্ন হত। তার কাম্যবস্তুসকল অন্তরীক্ষ থেকে বর্ষিত হত। আকাশ বহু প্রকারের আশ্চর্যজনক পদার্থ দেখিয়ে তার সন্তোষ উৎপাদন করত ॥ ১৬ ॥ এইভাবে লবণ, মদিরা, ঘৃত, ইক্ষুরস, দধি, দুগ্ধ এবং মিষ্টি জলের সমুদ্ররা স্বপত্নী নদীগণসহ রত্নরাজি তরঙ্গবাহিত করে তার কাছে পৌঁছে দিত॥ ১৭ ॥ পর্বত সমূহ উপত্যকারূপে তার জন্য ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি করে দিত। বৃক্ষগণ সব ঋতুতেই ফল-ফুল প্রদান করত। সে একই দেহে সকল লোকপালের বিভিন্ন গুণসমূহ ধারণ করত॥ ১৮ ॥ এইভাবে সে দিগ্বিজয়ী একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে নিজের কাম্য বিষয়সমূহকে স্বচ্ছন্দে উপভোগ করতে লাগল। কিন্তু এত কিছু উপভোগ করা সত্ত্বেও সে কিছুতেই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হত না কারণ সে ইন্দ্রিয়ের দাস ছিল॥ ১৯ ॥

হে যুধিষ্ঠির ! সে-ই কিন্তু ভগবানের সেই পার্ষদ সনকাদি, ঋষিগণ যাকে শাপ দিয়েছিলেন। ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে সে শাস্ত্র মর্যাদার উল্লঙ্ঘন

[১]প্রা.পা.—মহাসুরো মহাবলো নি.। [২]প্রা.পা.—স্তুনারদাদয়ঃ। [৩]প্রা.পা.—গাবো। [৪]প্রা.পা.—ককুপ্সকলান্ বি.।

তস্যোগ্রদণ্ডসংবিগ্নাঃ সর্বে লোকাঃ সপালকাঃ।
অন্যত্রালব্ধশরণাঃ শরণং যযুরচ্যুতম্॥ ২১

তস্যৈ নমোঽস্তু কাষ্ঠায়ৈ যত্রাত্মা হরিরীশ্বরঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ ২২

ইতি তে সংযতাত্মানঃ সমাহিতধিয়োঽমলাঃ।
পতস্থুর্হৃষীকেশং বিনিদ্রা বায়ুভোজনাঃ॥ ২৩

তেষামাবিরভূদ্বাণী অরূপা[১] মেঘনিঃস্বনা।
সন্নাদয়ন্তী ককুভঃ সাধূনামভয়ঙ্করী॥ ২৪

মা ভৈষ্ট বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ।
মদ্দর্শনং হি ভূতানাং সর্বশ্রেয়োপপত্তয়ে॥ ২৫

জ্ঞাতমেতস্য দৌরাত্ম্যং দৈতেয়াপসদস্য চ।
তস্য শান্তিং করিষ্যামি কালং তাবৎ প্রতীক্ষত॥ ২৬

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি॥ ২৭

নির্বৈরায় প্রশান্তায় স্বসুতায় মহাত্মনে।
প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জিতম্॥ ২৮

নারদ উবাচ[২]

ইত্যুক্তা লোকগুরুণা তং প্রণম্য দিবৌকসঃ।
ন্যবর্তন্ত গতোদ্বেগা মেনিরে চাসুরং হতম্॥ ২৯

তস্য দৈত্যপতেঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ পরমাদ্ভুতাঃ।
প্রহ্লাদোঽভূন্মহাংস্তেষাং গুণৈর্মহদুপাসকঃ॥ ৩০

ব্রহ্মণ্য শীলসম্পন্নঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মবৎসর্বভূতানামেকঃ প্রিয়সুহৃত্তমঃ॥ ৩১

করছিল। এইভাবে দেখতে দেখতে তার জীবনের বহুসময় অতীত হয়ে গেল॥ ২০ ॥ তার কঠোর শাসনে লোকপালগণসহ সকল লোক ভীত ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। কোথাও কারোর কাছে আশ্রয় না পেয়ে তারা ভগবানের শরণাপন্ন হল॥ ২১ ॥ (তারা মনে মনে এইপ্রকারে স্তুতি করতে লাগল) সর্বাত্মা জগদীশ্বর শ্রীহরি যেখানে বাস করেন এবং যে ধাম প্রাপ্ত হয়ে শান্ত, নিষ্কলুষ সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণ এই সংসারে আর প্রত্যাবর্তন করেন না, ভগবানের সেই পরমধামকে আমরা প্রণাম করি॥ ২২ ॥ এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়কে সংযত এবং মনকে একাগ্র করে তারা খাদ্য পানীয় এবং নিদ্রা ত্যাগ করে পবিত্র অন্তঃকরণে ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হল ॥ ২৩ ॥ একদিন মেঘমন্দ্রস্বরে দশদিক মথিত করে এক আকাশবাণী ধ্বনিত হল। সজ্জনদের অভয়প্রদানকারী সেই বাণীর মর্মার্থ ছিল—'হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, ভীত হয়ো না, তোমাদের কল্যাণ হোক! আমার দর্শনেই সকল জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয়॥ ২৪-২৫ ॥ এই নীচ দৈত্যের দুরাচারের বিষয় আমি জ্ঞাত আছি। আমি অবশ্য এর প্রতিকার করব। তোমরা কিছুদিন ধৈর্য ধরে কালের প্রতীক্ষা করো॥ ২৬ ॥ কোনো প্রাণী যখন দেবতা, বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, সাধু, ধর্ম এবং সর্বোপরি আমার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয় তখন সে তার বিনাশকে ত্বরান্বিত করে॥ ২৭ ॥ সে (হিরণ্যকশিপু) যখন বৈরভাবহীন, শান্ত, মহাপ্রাণ স্ব-পুত্র প্রহ্লাদকে দ্বেষ করতে আরম্ভ করবে, তার অনিষ্ট করতে চাইবে, তখন বরপ্রাপ্তি হেতু শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে অবশ্যই হত্যা করব'॥ ২৮ ॥

নারদ বললেন—সকলের হৃদয়ে চেতনা সঞ্চারকারী ভগবান যখন দেবতাদের এই আদেশ দিলেন তাঁরা তখন তাঁকে প্রণাম করে ফিরে এলেন। তাঁদের সকল উদ্বেগ দূরীভূত হল এবং এমন মনে হতে লাগল যেন হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হয়েছে॥ ২৯ ॥ যুধিষ্ঠির! দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বড়ই অদ্ভুত চারটি পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব-কনিষ্ঠ হলেও গুণবত্তায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সাধুপুরুষগণের প্রতি খুবই সেবাপরায়ণ ছিলেন॥ ৩০ ॥ তিনি দ্বিজভক্ত, সৌম্যস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সর্বভূতের প্রতি আত্মবৎ দৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বজনপ্রিয় এবং জীবকুলের প্রকৃত

[১]প্রা.পা.—আকাশান্মেঘ.। [২]প্রাচীন বইয়ে 'নারদ উবাচ' এই অংশটি নেই।

দাসবৎসংনতার্যাঙ্‌ঘ্রিঃ পিতৃবদ্দীনবৎসলঃ।
ভ্রাতৃবৎসদৃশো স্নিগ্ধো গুরুষ্বীশ্বরভাবনঃ।
বিদ্যার্থরূপজন্মাঢ্যো মানস্তম্ভবিবর্জিতঃ॥ ৩২

নোদ্বিগ্নচিত্তো ব্যসনেষু নিঃস্পৃহঃ
শ্রুতেষু দৃষ্টেষু গুণেষ্ববস্তুদৃক্।
দান্তেন্দ্রিয়প্রাণশরীরধীঃ সদা
প্রশান্তকামো রহিতাসুরোঽসুরঃ॥ ৩৩

যস্মিন্মহদগুণা রাজন্ গৃহ্যন্তে কবিভির্মুহুঃ।
ন তেঽধুনাপিধীয়ন্তে যথা ভগবতীশ্বরে॥ ৩৪

যং সাধুগাথাসদসি রিপবোঽপি সুরা নৃপ।
প্রতিমানং প্রকুর্বন্তি কিমুতান্যে ভবাদৃশাঃ॥ ৩৫

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ[১]॥ ৩৬

ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বত্তন্মনস্তয়া।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্॥ ৩৭

আসীনঃ পর্যটন্নশ্নন্ শয়ানঃ প্রপিবন্ ব্রুবন্।
নানুসন্ধত্ত এতানি গোবিন্দপরিরম্ভিতঃ॥ ৩৮

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ॥ ৩৯

হিতৈষী ছিলেন॥ ৩১ ॥ মান্যজনের চরণে সেবকের মতো প্রণত থাকতেন। দরিদ্রদের প্রতি তাঁর ছিল পিতৃসম স্নেহ। সমবয়সীদের তিনি ভ্রাতৃসম প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আর গুরুজনদের তো ভগবানের মতো ভক্তি করতেন। বিদ্যা, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যসম্পন্ন এবং উচ্চকুলজাত হওয়া সত্ত্বেও অহংকার এবং ঔদ্ধত্যের লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে ছিল না॥ ৩২ ॥ মহৎ দুঃখেও তিনি তিলমাত্র ভীত হতেন না। ইহলোক এবং পরলোকের সকল বিষয়ে তাঁর প্রভূত দেখা এবং শোনা অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান ছিল কিন্তু সেসবই তিনি অসার এবং অসত্য বলে মনে করতেন। সেইজন্য তাঁর মনে কোনো বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ইন্দ্রিয়, প্রাণ, শরীর এবং মনের উপর তাঁর আধিপত্য ছিল। তাই তাঁর চিত্তে কোনো প্রকার কামনার উদ্রেক হত না। অসুরকুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে আসুরিক প্রবৃত্তির লেশমাত্রও ছিল না॥ ৩৩ ॥ ভগবান যেমন অনন্তগুণসম্পন্ন, প্রহ্লাদেরও তেমন গুণাবলির কোনো সীমা ছিল না। যুগে যুগে মহাত্মা এবং কবিবৃন্দ তাঁকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর চরিত্র বর্ণনায় ব্রতী হয়েছেন কিন্তু অদ্যাবধি তাঁর মাহাত্ম্যের সীমা নির্ণয় করতে পারেননি॥ ৩৪ ॥ হে যুধিষ্ঠির! সাধারণভাবে দেবগণ অসুরদের শত্রু তবুও ভগবদ্ভক্তদের চরিত্রগাথা শোনার জন্য আহূত সভায় তাঁরা অন্যভক্তদের প্রহ্লাদের সঙ্গে তুলনা করে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করেন। অতএব আপনার মতো অজাতশত্রু ভগবদ্ভক্ত যে তাঁর সম্মান করবেন এতে আর সন্দেহ কী? ॥ ৩৫ ॥ তাঁর (প্রহ্লাদের) মহিমা বর্ণনা করার জন্য অগণিত গুণরাশির কীর্তন বা শ্রবণের কোনো প্রয়োজন নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে জন্মগত স্বাভাবিক ভালোবাসা—তাঁর মহিমা প্রকাশের জন্য এই একটি গুণই যথেষ্ট॥ ৩৬ ॥

হে যুধিষ্ঠির! প্রহ্লাদ বাল্যকালেই খেলাধুলা ত্যাগ করে ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হয়ে নিশ্চলভাবে অবস্থান করতেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ তাঁর হৃদয়কে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে জাগতিক (সুখ দুঃখের) কোনো বোধই তাঁর থাকত না॥ ৩৭ ॥ তাঁর মনে হত যে ভগবান সকল সময় তাঁকে নিবিড় আশ্লেষে বেঁধে রেখেছেন তাই তাঁর শোওয়া-বসা, খাওয়া-জলপান, হাঁটা-চলা বা কথা বলার সময়েও—এসব বিষয়ের সম্পর্কে কোনো বোধই থাকত না॥ ৩৮ ॥ কখনো কখনো 'এই বুঝি ভগবান আমায় ছেড়ে চলে গেলেন'—এই মনে করে তাঁর হৃদয় দুঃখে এতটাই কাতর হত যে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতেন। আবার

[১]প্রা.পা.—মতিঃ।

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ॥ ৪০

ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ॥ ৪১

স উত্তমশ্লোকপদারবিন্দয়ো-
নির্ষেবয়াকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া।
তন্বন্ পরাং নির্বৃতিমাত্মনো মুহু-
র্দুঃসঙ্গদীনানাম্মনঃশমং ব্যধাৎ॥ ৪২

তস্মিন্মহাভাগবতে মহাভাগে মহাত্মনি।
হিরণ্যকশিপূ রাজন্নকরোদঘমাত্মজে॥ ৪৩

যুধিষ্ঠির উবাচ

দেবর্ষ এতদিচ্ছামো বেদিতুং তব সুব্রত।
যদাত্মজায় শুদ্ধায় পিতাদাৎ সাধবে হ্যঘম্॥ ৪৪

পুত্রান্ বিপ্রতিকূলান্ স্বান্ পিতরঃ পুত্রবৎসলাঃ।
উপালভন্তে শিক্ষার্থং নৈবাঘমপরো[১] যথা॥ ৪৫

কিমুতানুবশান্ সাধূংস্তাদৃশান্ গুরুদেবতান্।
এতৎ কৌতূহলং ব্রহ্মন্নস্মাকং বিধম প্রভো।
পিতুঃ পুত্রায় যদ্ দ্বেষো মরণায় প্রয়োজিতঃ॥ ৪৬

কখনো অন্তরে ভগবানকে নিবিড়ভাবে অনুভব করে এতই আনন্দিত হতেন যে হা হা করে হেসে উঠতেন। কখনো ভগবচ্চিন্তায় এতই মধুর আবেশে আবিষ্ট হতেন যে তিনি গান গাইতেন॥ ৩৯ ॥ কোনোসময় হঠাৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে চিৎকার করে উঠতেন। কখনো লোকলজ্জা ত্যাগ করে প্রেমভরে নৃত্য করতেন। আবার কখনো বা ভগবানের লীলা চিন্তনে এমন মগ্ন হয়ে যেতেন যে নিজেকেই হারিয়ে ফেলে ভগবানের অনুকরণ করতে আরম্ভ করতেন॥ ৪০ ॥ কখনো অন্তরে ভগবানের কোমল স্পর্শ অনুভব করে আনন্দমগ্ন চিত্তে নির্বাক হয়ে শান্তভাবে বসে থাকতেন। সেইসময় তিনি পুলকে রোমাঞ্চিত হতেন। ভাবে বিভোর অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে অবিচল প্রেমের আনন্দাশ্রু টলমল করত॥ ৪১ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে এইরকম ঐকান্তিক ভক্তি একমাত্র ভগবদ্ভক্ত নিষ্কিঞ্চন মহাত্মাদের সঙ্গ করলেই লাভ করা যায়। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি পরমানন্দে মগ্ন থাকতেন এবং সেইসব দুর্ভাগা ব্যক্তি যারা কুসঙ্গে পড়ে মানসিকভাবে অত্যন্ত দীন হীন, তাদেরও বারবার শান্তি প্রদান করতেন॥ ৪২ ॥ যুধিষ্ঠির! প্রহ্লাদ ভগবানের পরম প্রেমিক ভক্ত, অত্যন্ত ভাগ্যশালী এবং উচ্চকোটির মহাত্মা পুরুষ ছিলেন। হিরণ্যকশিপু এইরকম ধার্মিক পুত্রকে অপরাধী ঘোষণা করে তাঁর অনিষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলেন॥ ৪৩ ॥

যুধিষ্ঠির বললেন—হে নারদ! আপনি অখণ্ড ব্রতধারী। আমি এখন আপনার কাছে জানতে চাইছি যে, হিরণ্যকশিপু পিতা হয়েও এইরকম শুদ্ধহৃদয় মহাত্মা পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ কেন করলেন? ॥ ৪৪ ॥ পিতা স্বভাবতই পুত্রের প্রতি স্নেহশীল হন। পুত্র যদি কোনো দুষ্কর্মও করে তবে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শাসন করেন কিন্তু শত্রুর মতো বিরোধিতা করেন না॥ ৪৫ ॥ আবার প্রহ্লাদের মতো বাধ্য, শুদ্ধাত্মা, গুরুজনদের যিনি দেবতার মতো মান্য করতেন সেই পুত্রের ক্ষতি সাধনের কথা তো চিন্তাই করা যায় না। হে নারদ! আপনি সর্বজ্ঞ, পিতা বিদ্বেষবশত পুত্রকে হত্যা করতে চাইছে—এই কাহিনী জানতে আমার বড়ই কৌতূহল হচ্ছে। আপনি দয়া করে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করুন॥ ৪৬ ॥

—০—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদচরিতে[২] চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্রে চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৪ ॥

—০—

[১]প্রা.পা.—পরে। [২]প্রাচীন বইয়ে 'প্রহ্লাদচরিতে' এই অংশটি নেই।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু কর্তৃক প্রহ্লাদ-বধের চেষ্টা

নারদ উবাচ

পৌরোহিত্যায় ভগবান্ বৃতঃ কাব্যঃ কিলাসুরৈঃ।
শণ্ডামর্কৌ সুতৌ তস্য দৈত্যরাজগৃহান্তিকে॥ ১

তৌ[১] রাজ্ঞা প্রাপিতং বালং প্রহ্লাদং নয়কোবিদম্।
পাঠয়ামাসতুঃ পাঠ্যানন্যাংশ্চাসুরবালকান্॥ ২

যত্তত্র গুরুণা প্রোক্তং শুশ্রুবেঽনুপপাঠ চ।
ন সাধু মনসা মেনে স্বপরাসদ্‌গ্রহাশ্রয়ম্॥ ৩

একদাসুররাট্ পুত্রমঙ্কমারোপ্য পাণ্ডব।
পপ্রচ্ছ কথ্যতাং বৎস মন্যতে সাধু যদ্ভবান্॥ ৪

প্রহ্লাদ উবাচ

তৎসাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাঽঽত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥ ৫

নারদ উবাচ

শ্রুত্বা পুত্রগিরো দৈত্যঃ পরপক্ষসমাহিতাঃ।
জহাস বুদ্ধির্বালানাং ভিদ্যতে পরবুদ্ধিভিঃ॥ ৬

সম্যগ্বিধার্যতাং বালো গুরুগেহে দ্বিজাতিভিঃ।
বিষ্ণুপক্ষৈঃ প্রতিচ্ছন্নৈর্ন ভিদ্যেতাস্য ধীর্যথা॥ ৭

গৃহমানীতমাহূয় প্রহ্লাদং দৈত্যযাজকাঃ।
প্রশস্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সমপৃচ্ছন্ত সামভিঃ॥ ৮

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে সত্যং কথয় মা মৃষা।
বালানতি কুতস্তুভ্যমেষ বুদ্ধিবিপর্যয়ঃ॥ ৯

দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির ! দৈত্যরা ভগবন শ্রীশুক্রাচার্যকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করেছিল। শণ্ড এবং অমর্ক নামে তাঁর দুই পুত্র ছিলেন। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন আবাসস্থলে তাঁরা হিরণ্যকশিপু প্রেরিত নীতিনিপুণ বালক প্রহ্লাদকে এবং অন্যান্য দৈত্যবালকদের রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন॥ ১-২ ॥

প্রহ্লাদ গুরুর পাঠদান মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং যথার্থ উত্তর প্রদান করতেন। কিন্তু পাঠ্যবিষয় তাঁর মনোমত ছিল না, কারণ সেই পাঠের মূল বিষয়ই ছিল 'আপন-পর' বিষয়ক মিথ্যা ভেদ বুদ্ধিকে আশ্রয় করা॥ ৩ ॥ হে যুধিষ্ঠির একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'বৎস ! সত্য করে বলতো কোন বিষয়ক আলোচনা তোমার পছন্দ ?'॥ ৪ ॥ প্রহ্লাদ বললেন—পিতা ! এই সংসারে প্রাণিগণ 'আমি' এবং 'আমার' এই ভ্রান্ত ভেদবুদ্ধির বশবর্তী হয়ে নশ্বর বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তার ফলে সর্বদাই সমুদ্বিগ্নচিত্তে কাল কাটায়। আমি মনে করি সকল দেহধারী প্রাণী তাদের অধঃপতনের মূল কারণ তৃণাচ্ছাদিত অন্ধকূপ সমান সংসার পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়ে যদি ভগবান শ্রীহরির শরণাপন্ন হয় তবেই তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়॥ ৫ ॥

নারদ বললেন—প্রহ্লাদের মুখ থেকে শত্রুপক্ষের এই প্রশংসা পূর্ণ বাক্য শুনে হিরণ্যকশিপু বিকট স্বরে হেসে বলল—পরের কথায় বালকের বুদ্ধি সহজেই ভুলপথে পরিচালিত হতে পারে॥ ৬ ॥ মনে হয়, আচার্যের আশ্রমে বিষ্ণুপক্ষীয় কিছু ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশে বাস করছে। এই বালককে চোখে চোখে রাখতে হবে যাতে এর বুদ্ধিকে কেউ ভুলপথে চালিত করতে না পারে॥ ৭ ॥ দৈত্যরা প্রহ্লাদকে আচার্যের আশ্রমে পৌঁছে দেওয়ার পর আচার্যদ্বয় তাঁকে অনেক প্রশংসাসূচক বাক্য বলে আদর করে মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন॥ ৮ ॥

বৎস প্রহ্লাদ ! তোমার মঙ্গল হোক ! সত্যি করে বলতো

---

[১]প্রা.পা.— তৌ তু রাজ্ঞার্পিতং।

বুদ্ধিভেদঃ পরকৃত উতাহো তে স্বতোঽভবৎ।
ভণ্যতাং শ্রোতুকামানাং গুরূণাং কুলনন্দন॥ ১০

প্রহ্লাদ উবাচ

স্বঃ[১] পরশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ।
বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ১১

স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে।
অন্য এষ তথান্যোঽহমিতি ভেদগতাসতী॥ ১২

স এষ আত্মা স্বপরেত্যবুদ্ধিভিঃ-
দুরত্যয়ানুক্রমণো নিরূপ্যতে।
মুহ্যন্তি যদ্বর্ত্মনি বেদবাদিনো
ব্রহ্মাদয়ো হ্যেষ ভিনত্তি মে মতিম্॥ ১৩

যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥ ১৪

নারদ[২] উবাচ

এতাবদ্ব্রাহ্মণায়োক্ত্বা বিররাম মহামতিঃ।
তং[৩] নির্ভৎর্স্যাথ কুপিতঃ স দীনো রাজসেবকঃ॥ ১৫

আনীয়তামরে বেত্রমস্মাকময়শস্করঃ।
কুলাঙ্গারস্য দুর্বুদ্ধেশ্চতুর্থোঽস্যোদিতো দমঃ॥ ১৬

দৈতেয়চন্দনবনে জাতোঽয়ং কণ্টকদ্রুমঃ।
যন্মূলোন্মূলপরশোর্বিষ্ণোর্নালায়িতোঽর্ভকঃ[৪]॥ ১৭

পুত্র, দেখো, যেন মিথ্যা না হয়—আচ্ছা, তোমার মস্তিষ্কে এইপ্রকার বিপরীত বুদ্ধির উদয় কীভাবে হল ? কই অন্য বালকদের বুদ্ধিতো তোমার মতো নয়॥ ৯ ॥

কুলতিলক প্রহ্লাদ ! বলতো বৎস ! আমরা তোমার গুরুজন, সেইহেতু জানতে চাইছি, তোমার এইরকম বুদ্ধি নিজে থেকেই হয়েছে অথবা কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলছ॥ ১০ ॥ প্রহ্লাদ বললেন, জাগতিক মোহে যাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, ঈশ্বরের মায়াতে তাদেরই 'এটা আমার' আর 'এটা পরের' এই ভেদবুদ্ধির উদয় হতে দেখা যায়। সেই মায়াধীশ ভগবানকে আমি প্রণাম জানাই॥ ১১ ॥ সেই ভগবানই যখন কৃপা করেন তখন মানুষের পাশবিক বুদ্ধির বিনাশ হয়। এই পাশবিক বুদ্ধির জন্যই 'এই আমি' আর 'এ আমার থেকে আলাদা' এইরকম মিথ্যা ভেদভাবনার সৃষ্টি হয়॥ ১২ ॥

সেই পরমাত্মাই প্রকৃতপক্ষে (জীবরূপী) আত্মা। অজ্ঞানী ব্যক্তি আপন-পর এইভাবে ভেদদৃষ্টির দ্বারা তাঁরই বর্ণনা করেন। তারা যে এই পরমতত্ত্ব জানে না, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা এই পরমতত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) জ্ঞাত হওয়া খুবই কঠিন। ব্রহ্মাদি প্রথিতযশা বেদজ্ঞরাও তাঁর বিষয়ে জানতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েন। আপনাদের ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়—সেই পরমাত্মাই আমার বুদ্ধির বিকার ঘটিয়েছেন॥ ১৩ ॥

গুরুদেব ! চুম্বকের প্রতি লোহা যেমন স্বতই আকৃষ্ট হয় তেমনই চক্রধারী ভগবানের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আমার চিত্ত সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবশেষে তাঁর দিকে ধাবিত হচ্ছে॥ ১৪ ॥

নারদ বললেন—পরম জ্ঞানী প্রহ্লাদ আচার্যকে এই পর্যন্ত বলে বিরত হলেন। আচার্য রাজার বেতনভুক পরাধীন কর্মচারী ভিন্ন আর কিছুই নন। তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। সক্রোধে প্রহ্লাদকে তিরস্কার করে বললেন॥ ১৫ ॥ এই কে আছ, আমার বেতটা আনো তো ! এ তো আমার বদনাম করবে দেখছি। এই দুষ্টবুদ্ধি কুলাঙ্গারকে ঠিক করার জন্য চতুর্থ উপায় দণ্ডনীতিরই প্রয়োগ করতে হবে॥ ১৬ ॥ দৈত্যকুলের চন্দনবনে এই কাঁটাযুক্ত বাবলা গাছটা কোথা থেকে এল ? যে বিষ্ণু এই (চন্দন) বনকে (দৈত্যকুলকে) সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুঠারের ভূমিকা নিয়েছে, এই

[১]প্রা.পা.—পরঃ স্বশ্চেত্য.। [২]প্রাচীন বইয়ে 'নারদ উবাচ' এই পাঠটি নেই। [৩]প্রা.পা.—তং সুনির্ভৎর্স্য কু.।
[৪]প্রা.পা.—তন্মূ.।

ইতি তং বিবিধোপায়ৈর্ভীষয়ংস্তর্জনাদিভিঃ।
প্রহ্লাদং গ্রাহয়ামাস ত্রিবর্গস্যোপপাদনম্॥ ১৮

তত এনং গুরুর্জ্ঞাত্বা জ্ঞাতজ্ঞেয়চতুষ্টয়ম্।
দৈত্যেন্দ্রং দর্শয়ামাস মাতৃমৃষ্টমলঙ্কৃতম্॥ ১৯

পাদয়োঃ[1] পতিতং বালং প্রতিনন্দ্যাশিষাসুরঃ।
পরিষ্বজ্য চিরং দোর্ভ্যাং পরমামাপ নির্বৃতিম্॥ ২০

আরোপ্যাঙ্কমবঘ্রায় মূর্ধন্যশ্রুকলাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্ বিকসদ্বক্ত্রমিদমাহ যুধিষ্ঠির॥ ২১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ[2]

প্রহ্লাদানূচ্যতাং তাত স্বধীতং কিঞ্চিদুত্তমম্।
কালেনৈতাবতাহঽয়ুষ্মন্ যদশিক্ষদ্ গুরোর্ভবান্॥ ২২

প্রহ্লাদ উবাচ

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ২৩

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ২৪

নিশম্যৈতৎ সুতবচো হিরণ্যকশিপুস্তদা।
গুরুপুত্রমুবাচেদং রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ॥ ২৫

ব্রহ্মবন্ধো কিমেতত্তে বিপক্ষং শ্রয়তাসতা।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামনাদৃত্য দুর্মতে॥ ২৬

সন্তি হ্যসাধবো লোকে দুর্মৈত্রাশ্ছদ্মবেষিণঃ।
তেষামুদেত্যঘং কালে রোগঃ পাতকিনামিব॥ ২৭

মূর্খ বালক তার সহায়তা করতে চাইছে। ১৭ ॥ এইভাবে আচার্যরা বারংবার বিভিন্নভাবে তাঁকে তিরস্কার এবং ভয় প্রদর্শন করলেন, এরপরে তাঁকে তাঁরা ধর্ম, অর্থ এবং কাম সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ কিছুদিন অতীত হলে যখন আচার্য দেখলেন যে, প্রহ্লাদ সাম, দান, ভেদ, দণ্ড বিষয়ে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করেছেন তখন তিনি তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁকে স্নান করিয়ে পরিচ্ছন্ন করে নতুন বস্ত্র-আভরণে সজ্জিত করে দিলে তিনি তাঁকে হিরণ্যকশিপুর সমীপে নিয়ে গেলেন॥ ১৯ ॥

প্রহ্লাদ পিতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। হিরণ্যকশিপু আশীর্বাদ করে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বহুক্ষণ আলিঙ্গনে বদ্ধ করে রাখল। সেইসময় দৈত্যরাজের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছিল॥ ২০ ॥

যুধিষ্ঠির! হিরণ্যকশিপু সহাস্যবদন প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করল। তার নয়ন থেকে পতিত বিন্দু বিন্দু প্রেমাশ্রুতে প্রহ্লাদের শরীর ভিজে যাচ্ছিল। অনন্তর সে আত্মজকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করল॥ ২১॥ হিরণ্যকশিপু বলল—চিরজীবী পুত্র প্রহ্লাদ! এতদিন তুমি আচার্যদেবের থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছ তার থেকে কোনো উত্তম বিষয় আমাকে শোনাও তো বাবা॥ ২২ ॥

প্রহ্লাদ বললেন—পূজনীয় পিতা! বিষ্ণু ভগবানের প্রতি ভক্তিভাবের নয় প্রকার ভেদ আছে—ভগবানের গুণ, লীলা, নাম প্রভৃতির শ্রবণ, কীর্তন, নাম রূপাদির স্মরণ, চরণসেবা, পূজার্চনা, বন্দনা করা, দাস্যভাব, সখ্যভাব এবং আত্মনিবেদন। ভগবানের প্রতি সমর্পণের ভাব নিয়ে যদি এই নয় প্রকারের ভক্তির অনুশীলন করা যায় তবে তাকেই আমি যথার্থ শিক্ষা বলে মনে করি॥ ২৩-২৪ ॥ প্রহ্লাদের মুখে এই কথা শোনামাত্র ক্রোধে হিরণ্যকশিপুর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে গুরুপুত্রকে বলল—॥ ২৫ ॥ ওরে নীচ ব্রাহ্মণ! এ তোর কেমন শয়তানি? দুর্বুদ্ধি! তুই আমার কোনো পরোয়া না করে এই বাচ্চাকে এইসব অসার শিক্ষা দিয়েছিস? অবশ্যই তুই আমার শত্রুপক্ষের লোক॥ ২৬ ॥ বন্ধুর বেশ ধারণ করে গোপনে বিপক্ষের উপকার করে, সংসারে এইরকম ব্যক্তির অভাব নেই। কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপ ঠিক সেইভাবেই উদ্ঘাটিত হয় যেভাবে গোপনে কৃত পাপ

[1]প্রা.পা.—প্রণতং পাদয়োর্বালং। [2]প্রাচীন বইয়ে 'হিরণ্যকশিপুরুবাচ'—এই পাঠটি নেই।

গুরুপুত্র [১] উবাচ

ন মৎ প্রণীতং ন পরপ্রণীতং
সুতো বদত্যেষ তবেন্দ্রশত্রো।
নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্
নিয়চ্ছ মন্যুং কদদাঃ স্ম মা নঃ॥ ২৮

নারদ উবাচ

গুরণৈবং প্রতিপ্রোক্তো ভূয় আহাসুরঃ সুতম্।
ন চেদ্‌গুরুমুখীয়ং তে কুতোঽভদ্রাসতী মতিঃ॥ ২৯

প্রহ্লাদ উবাচ

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥ ৩০

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা
বাচীশতন্ত্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ ৩১

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং[২] ন বৃণীত যাবৎ॥ ৩২

ইত্যুক্ত্বোপরতং পুত্রং হিরণ্যকশিপূ রুষা।
অন্ধীকৃতাত্মা স্বোৎসঙ্গান্নিরস্যত মহীতলে॥ ৩৩

আহামর্ষরুষাবিষ্টঃ কষায়ীভূতলোচনঃ[৩]।
বধ্যতামাশ্বয়ং বধ্যো নিঃসারয়ত নৈর্ঋতাঃ॥ ৩৪

যথাসময়ে রোগরূপে প্রকটিত হয়ে মানুষের কৃতকর্মকে প্রকাশিত করে॥ ২৭ ॥

গুরুপুত্র বললেন—হে ইন্দ্রারি ! আপনার পুত্র যা কিছু বলছে তা আমাদের বা অপর কারোর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে নয়—হে রাজন্, এ ওর জন্মগত স্বাভাবিক বুদ্ধি। আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। আমাদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করবেন না॥ ২৮ ॥

দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির ! আচার্যের এইরকম উত্তর শুনে হিরণ্যকশিপু আবার প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁরে, বলতো ! যদি গুরুর কাছ থেকে তুই এই শিক্ষা না পেয়ে থাকিস, তাহলে অনিষ্টকর এই দুর্বুদ্ধি তুই কোথা থেকে আহরণ করলি ? ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদ বললেন—হে পিতা ! সংসারী জীব পিষ্ট-পেষণ এবং চর্বিত-চর্বণই করে চলেছে। ইন্দ্রিয় সংযম না থাকার ফলে ভুক্ত বিষয়কেই পুনঃপুন ভোগ করার জন্য এই সংসাররূপ ঘোর নরকের প্রতি তারা নিরন্তর ধাবিত হয়। এই প্রকার বিষয়াসক্ত পুরুষের বুদ্ধি, স্বাভাবিকভাবে অপরের শিক্ষায় অথবা আপনার মতো লোকের সংস্পর্শে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয় না॥ ৩০ ॥

যারা অজ্ঞতাবশত বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়কে পরম বাঞ্ছিত মনে করে, তারা অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের মতোই গর্তে পতিত হওয়ার জন্য উন্মুখ। বেদবাণীরূপ রজ্জুর দ্বারা কাম্যকর্ম যাগযজ্ঞাদির সুদীর্ঘ বন্ধনে যারা নিজেদের বেঁধে রেখেছে তারা জানে না যে তাদের স্বার্থ এবং পরমার্থ হলেন ভগবান বিষ্ণুই, অন্য কিছু নয়, তাঁকে প্রাপ্ত হলেই সকল পুরুষার্থ লাভ হয়॥ ৩১ ॥ যাঁদের বুদ্ধি শ্রীভগবানের চরণকমলকে স্পর্শ করে, জন্ম-মৃত্যুচক্ররূপ এই ঘোর অনর্থ থেকে তাঁরা মুক্ত হন। কিন্তু যারা সর্বত্যাগী ঈশ্বরপ্রেমী মহানপুরুষদের চরণ ধূলির দ্বারা নিজেদের অভিষিক্ত করে না, কাম্যকর্ম অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি নিখুঁতভাবে পালন করা সত্ত্বেও তাদের বুদ্ধি শ্রীভগবানের নাগাল পায় না। ভগবানের কৃপা থেকে তারা দূরেই থাকে॥ ৩২ ॥

প্রহ্লাদ এই পর্যন্ত বলে থামলেন। হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাকে অঙ্ক থেকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল॥ ৩৩ ॥ প্রহ্লাদের বাক্য সহ্য করতে না পেরে ক্রোধে চোখ লাল করে সে বলল—হে দৈত্যগণ ! একে এখান

[১]প্রা.পা.—গুরুরুবাচ। [২]প্রা.পা.—নানামবৃণীত। [৩]প্রা.পা.—কষায়ীকৃত.।

অয়ং মে ভ্রাতৃহা সোঽয়ং হিত্বা স্বান্ সুহৃদোঽধমঃ।
পিতৃব্যহন্তুর্যঃ পাদৌ বিষ্ণোর্দাসবদর্চতি॥ ৩৫

বিষ্ণোর্বা সাধ্বসৌ কিং নু করিষ্যত্যসমঞ্জসঃ।
সৌহৃদং দুস্ত্যজং পিত্রোরহাদ্যঃ পঞ্চহায়নঃ॥ ৩৬

পরোঽপ্যপত্যং হিতকৃদ্যথৌষধং
স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ।
ছিন্দ্যাত্তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং
শেষং সুখং জীবতি যদ্বিবর্জনাৎ॥

সর্বৈরুপায়ৈর্হন্তব্যঃ সম্ভোজশয়নাসনৈঃ।
সুহৃল্লিঙ্গধরঃ শত্রুর্মুনের্দুষ্টমিবেন্দ্রিয়ম্॥ ৩৮

নৈর্ঋতাস্তে সমাদিষ্টা ভর্ত্রা বৈ শূলপাণয়ঃ।
তিগ্মদংষ্ট্রকরালাস্যাস্তাম্রশ্মশ্রুশিরোরুহাঃ॥ ৩৯

নদন্তো ভৈরবান্নাদাংশ্ছিন্ধি ভিন্ধীতি বাদিনঃ।
আসীনং চাহনঞ্ শূলৈঃ প্রহ্লাদং সর্বমর্মসু॥ ৪০

পরে ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে ভগবত্যখিলাত্মনি।
যুক্তাত্মন্যফলা আসন্নপুণ্যস্যেব সৎক্রিয়াঃ॥ ৪১

প্রয়াসেঽপহতে তস্মিন্ দৈত্যেন্দ্রঃ পরিশঙ্কিতঃ।
চকার তদ্বধোপায়ান্নির্বন্ধেন যুধিষ্ঠির॥ ৪২

থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে অবিলম্বে মেরে ফেল। এ হত্যারই যোগ্য॥ ৩৪ ॥ দেখতো এর কাণ্ড—যে ওর কাকাকে হত্যা করেছে, নিজের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করে এই অধমটা ভৃত্যের মতো সেই বিষ্ণুরই চরণ বন্দনা করছে। আমার তো মনে হচ্ছে এর রূপে আমার ভাইয়ের হত্যাকারী বিষ্ণুই জন্ম নিয়েছে॥ ৩৫ ॥ একে আর বিশ্বাস করা যায় না। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই সে যদি মা-বাবার অত্যাজ্য বাৎসল্য-স্নেহকে ভুলে গিয়ে থাকতে পারে তবে এই কৃতঘ্নের দ্বারা বিষ্ণুরই বা কী উপকার সাধিত হবে? ॥ ৩৬ ॥ কেউ যদি পর হয়েও ঔষধের মতো উপকারী হয় তবে সে একপ্রকার আত্মজই। আবার আত্মজ যদি পিতার ক্ষতি করে তবে সে ব্যাধির মতোই শত্রুস্বরূপ। নিজের শরীরের কোনো বিশেষ অঙ্গ যদি সমস্ত শরীরটাকে বিষিয়ে তোলে তবে সেই অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়াই সমীচীন। কারণ তাকে (অঙ্গ) বাদ দিলে বাকি শরীরটা সুস্থ হয়ে বাঁচতে পারে॥ ৩৭ ॥ ও (প্রহ্লাদ) মিত্রের বেশে যেন কোনো শত্রু আমার অনিষ্ট করার জন্য এসেছে এতে কোনো ভুল নেই। যোগীর কোনো বিশেষ ইন্দ্রিয় ভোগাকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠে যেমন যোগীপুরুষের ক্ষতি সাধন করে তেমনই ও (প্রহ্লাদ) আমার কোনো শত্রু; আমার অনিষ্ট করার জন্য আপনজন হয়ে এসেছে। তাই ওকে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি যে কোনো অবস্থায় যে কোনো উপায়ে শেষ করো॥ ৩৮ ॥ হিরণ্যকশিপুর এইরকম আদেশ শুনে তীক্ষ্ণদন্ত, বিকটবদন, রক্তবর্ণ শ্মশ্রুগুম্ফ এবং কেশ সমন্বিত দৈত্যরা হাতে বল্লম নিয়ে মেরে ফেল, কেটে ফেল বলে ভয়ংকর জোরে চেঁচাতে লাগল। প্রহ্লাদ চুপচাপ বসে রইলেন আর দৈত্যরা তাঁর সকল মর্মস্থানে শূল দিয়ে খোঁচাতে লাগল॥ ৩৯-৪০ ॥ সেইসময় প্রহ্লাদের সকল প্রাণ-মন—যিনি বাক্যমনের অগোচর, সর্বাত্মা, সকল শক্তির আধার, পরমব্রহ্ম সেই আরাধ্য পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিল, তাই ভাগ্যহীন ব্যক্তির সকল উদ্যোগ-প্রচেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয় তেমনই প্রহ্লাদের শরীরে দৈত্যদের প্রহারও নিষ্ফল হল॥ ৪১ ॥

যুধিষ্ঠির! তীক্ষ্ণাগ্র শূলের খোঁচায় প্রহ্লাদের কিছুই হল না দেখে হিরণ্যকশিপু আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে প্রহ্লাদকে মারার জন্য চিন্তাভাবনা করে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে লাগল॥ ৪২ ॥

দিগ্গজৈর্দন্দশূকৈশ্চ[১] অভিচারাবপাতনৈঃ।
মায়াভিঃ সংনিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ॥ ৪৩

হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্বতাক্রমণৈরপি।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্তুং নাভ্যপদ্যত॥ ৪৪

এষ মে বহ্বসাধূক্তো বধোপায়াশ্চ নির্মিতাঃ।
তৈস্তৈর্দ্রোহৈরসদ্ধর্মৈর্মুক্তঃ স্বেনৈব তেজসা॥ ৪৫

বর্তমানোঽবিদূরে বৈ বালোঽপ্যজড়ধীরয়ম্।
ন বিস্মরতি মেঽনার্যং শুনঃশেপ ইব প্রভুঃ॥ ৪৬

অপ্রমেয়ানুভাবোঽয়মকুতশ্চিদ্ভয়োঽমরঃ।
নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা ন বা॥ ৪৭

ইতি তং চিন্তয়া কিঞ্চিন্ম্লানশ্রিয়মধোমুখম্।
শণ্ডামর্কাবৌশনসৌ বিবিক্ত ইতি হোচতুঃ॥ ৪৮

জিতং ত্বয়ৈকেন জগত্রয়ং ভ্রুবো-
র্বিজৃম্ভণত্রস্তসমস্তধিষ্ণ্যপম্।
ন তস্য চিন্ত্যং তব নাথ চক্ষ্মহে[২]
ন বৈ শিশূনাং গুণদোষয়োঃ পদম্॥ ৪৯

বিশাল মত্তহাতির পায়ের তলায় তাঁকে ফেলে পিশে মারার চেষ্টা করল, বিষধর সর্পদের দ্বারা দংশন করাল, অভিচার কর্তা পুরোহিতদের দিয়ে কৃত্যা রাক্ষসী উৎপন্ন করিয়ে তাঁকে মারার চেষ্টা করল, সু-উচ্চ পর্বত শিখর থেকে তলদেশে নিক্ষেপ করে, শম্বরাসুরকে দিয়ে অনেক রকম রাক্ষসীমায়ার প্রয়োগ করিয়ে, অন্ধকার কুঠুরিতে বন্ধ করে রেখে, বিষ খাইয়ে, খাদ্যপানীয় বন্ধ করে বহুভাবে মারার চেষ্টা করল॥ ৪৩ ॥

তুষারাবৃত স্থানে, অগ্নির লেলিহান শিখাতে, উত্তাল সমুদ্রে তাঁকে বারবার নিক্ষেপ করল। ভয়ংকর তুফানের মধ্যে তাঁকে ছেড়ে দিল, পর্বতের নীচে পুঁতে ফেলল—কিন্তু এতসব করেও কোনোভাবেই তার নিষ্পাপ পুত্রের একচুলও ক্ষতি করতে পারল না। নিজের এইরকম অক্ষমতা দেখে হিরণ্যকশিপু প্রমাদ গুণল। প্রহ্লাদকে হত্যা করার আর কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না॥ ৪৪ ॥ সে ভাবতে লাগল—একে অনেক ভালো-মন্দ কথা বলেছি, মেরে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এতো কোনো কিছুর সহায়তা ব্যতীতই আমার জিঘাংসা এবং দুর্ব্যবহার থেকে আপন ক্ষমতা বলে নিজেকে রক্ষা করছে॥ ৪৫ ॥ বালক হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমান। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো ক্ষমতা ওর বিদ্যমান আছে যার জন্য আমার কাছে কেমন নিশ্চিন্তভাবে আছে। শুনঃশেপ* যেমন পিতার দুষ্কর্মের ফলে তার বিরোধী হয়েছিল তেমনই প্রহ্লাদও নিশ্চয়ই আমার তার প্রতি এই অত্যাচারের কথা কখনো বিস্মৃত হবে না॥ ৪৬ ॥

ওতো কোনো কিছুকেই ভয় পায় না আর ওর মৃত্যুও হচ্ছে না। এই বালক অসীম ক্ষমতার অধিকারী। বলা যায় না, কি জানি, মনে হচ্ছে এর বিরোধিতা করার জন্যই হয়তো আমার মৃত্যু হবে ॥ ৪৭ ॥ এইরকম চিন্তাভাবনা করতে করতে হিরণ্যকশিপুর চেহারা কিঞ্চিৎ শ্রীহীন হয়ে গেল। তাকে অধোমুখে বসে থাকতে দেখে শণ্ড, অমর্ক এই দুই গুরুপুত্র নির্জনে তাকে বললেন॥ ৪৮ ॥ প্রভু আপনি ত্রিলোকেশ্বর। আপনার ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হলে সকল লোকপাল ভয়ে কাঁপতে থাকে। বাচ্চার খেলার মধ্যে কি কেউ ভালোমন্দ খোঁজার চেষ্টা করে ? আমরা তো আপনার

[১]প্রা.পা.—শূকৈন্দ্রৈরভিচারাভিপাত.। [২]প্রা.পা.—বিদ্মহে।

*শুনঃশেপ ছিলেন অজীগর্তের মধ্যম পুত্র। বরুণের যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য তাঁর পিতা, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের কাছে তাঁকে বিক্রী করে দেন। তখন তাঁর মাতুল বিশ্বামিত্র তাঁকে রক্ষা করেন। তিনি তখন তাঁর পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে বিশ্বামিত্র গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হন। এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে নবম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমং তু পাশৈর্বরুণস্য বদ্ধ্বা
নিধেহি ভীতো ন পলায়তে যথা।
বুদ্ধিশ্চ পুংসো বয়সাऽऽর্যসেবয়া
যাবদ্ গুরুর্ভার্গব আগমিষ্যতি।। ৫০

তথেতি গুরুপুত্রোক্তমনুজ্ঞায়েদমব্রবীৎ।
ধর্মা[১] হ্যস্যোপদেষ্টব্যা[২] রাজ্ঞাং যে[৩] গৃহমেধিনাম্।। ৫১

ধর্মমর্থং চ কামং চ নিতরাং চানুপূর্বশঃ।
প্রহ্লাদায়োচতু রাজন্ প্রশ্রিতাবনতায় চ।। ৫২

যথা ত্রিবর্গং[৪] গুরুভিরাত্মনে উপশিক্ষিতম্[৫]।
ন সাধু মেনে তচ্ছিক্ষাং দ্বন্দ্বারামোপবর্ণিতাম্।। ৫৩

যদাऽऽচার্যঃ পরাবৃত্তো গৃহমেধীয়কর্মসু।
বয়স্যৈর্বালকৈস্তত্র সোপহূতঃ কৃতক্ষণৈঃ।। ৫৪

অথ তাঞ্ছ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রত্যাহূয় মহাবুধঃ।
উবাচ বিদ্বাংস্তন্নিষ্ঠাং কৃপয়া প্রহসন্নিব।। ৫৫

তে তু তদ্‌গৌরবাৎসর্বে ত্যক্তক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ।
বালা ন দূষিতধিয়ো দ্বন্দ্বারামেরিতেহিতৈঃ।। ৫৬

পর্যুপাসত রাজেন্দ্র তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণাঃ।
তানাহ করুণো মৈত্রো মহাভাগবতোऽসুরঃ।। ৫৭

চিন্তান্বিত হওয়ার কোনো কারণই দেখছি না।। ৪৯ ।। আমাদের পিতৃদেব শুক্রাচার্যের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তার মধ্যে প্রহ্লাদ যাতে ভয়ে না পালিয়ে যায় তার জন্য ওকে বরুণের পাশ দিয়ে বেঁধে রাখুন। প্রায়শই দেখা যায় যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরুজনের সেবা করতে করতে বুদ্ধিও নির্মল হয়ে ওঠে এবং সঠিক পথে চালিত হয়।। ৫০ ।।

হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্রদ্বয়ের পরামর্শ মেনে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে, প্রহ্লাদকে গৃহস্থ নৃপতির পালনীয় ধর্ম শিক্ষা দাও।। ৫১ ।।

যুধিষ্ঠির ! এরপরে আচার্যদ্বয় তাঁকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন এবং ক্রমশ ধর্ম, অর্থ, কাম—এই তিন বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। প্রহ্লাদ অত্যন্ত বাধ্য সেবকের মতো সেখানে দিন কাটাতে লাগলেন।। ৫২ ।। প্রহ্লাদের কিন্তু গুরুপ্রদত্ত এই শিক্ষাদান পর্ব মনের মতো ছিল না। রাগদ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব এবং বিষয়ভোগের মধ্যে যারা আনন্দ পায় ধর্মার্থ কাম বিষয়ক এই শিক্ষা কেবল তাদেরই পক্ষে উপযুক্ত।। ৫৩ ।। একদিন আচার্যদেব সাংসারিক কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। অবকাশ পাওয়া মাত্রই সমবয়স্ক বালকরা প্রহ্লাদকে খেলার জন্য ডাকল।। ৫৪ ।। পরমজ্ঞানী প্রহ্লাদের কাছে তাদের জন্ম-মৃত্যুর গতিও অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাদের প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে মধুরভাবে সম্বোধন করে নিজের কাছে টেনে নিলেন এবং অপার করুণাবশত যেন হাসতে হাসতে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন।। ৫৫ ।।

যুধিষ্ঠির ! তারা সব নিতান্তই বালক তাই রাগদ্বেষপরায়ণ বিষয়ভোগী পুরুষের শিক্ষায় এবং প্রচেষ্টায় তাদের বুদ্ধি তখনও মলিন হয়নি। সেইজন্যও বটে, আবার কিছুটা প্রহ্লাদের প্রতি ভালোবাসাবশত তারা সবাই খেলাধুলা বাদ দিয়ে প্রহ্লাদের চারপাশে ঘিরে বসল এবং তার দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে একভাবে তাকিয়ে তিনি যা যা বললেন তা মন দিয়ে শুনতে লাগল। ভগবানের পরমভক্ত প্রহ্লাদের হৃদয় তাদের প্রতি করুণা এবং মৈত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাদের বলতে লাগলেন—।। ৫৬-৫৭ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে[৬] পঞ্চমোऽধ্যায়ঃ।। ৫ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে
প্রহ্লাদ চরিত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৫ ।।

[১]প্রা.পা.—ধর্মো। [২]প্রা.পা.—ব্যো। [৩]প্রা.পা.—যো। [৪]প্রা.পা.—ত্রিবর্গো। [৫]প্রা.পা.—ক্ষিতঃ। [৬]প্রা.পা.—দচরিতে।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

অসুর বালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ

প্রহ্লাদ উবাচ

কৌমার[১] আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥ ১

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥ ২

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্যথা দুঃখমযত্নতঃ॥ ৩

তৎ প্রয়াসো ন কর্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্॥ ৪

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভয়মাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥ ৫

পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্ধং চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ॥ ৬

প্রহ্লাদ বললেন—বন্ধুগণ ! এই সংসারে মনুষ্য জন্ম বড়ই দুর্লভ। মনুষ্য জন্মের মধ্য দিয়ে অবিনাশী পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। কিন্তু কবে কখন যে এই জীবনের সমাপ্তি ঘটবে তা কেউ জানে না। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত কবে যৌবন থেকে বার্ধক্যে প্রবেশ করবে তার অপেক্ষা না করে শৈশব থেকেই ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য সাধন-ভজন আরম্ভ করা॥ ১ ॥ ভগবান সকল প্রাণীর স্বামী, বন্ধু, প্রিয়তম এবং আত্মা, তাই এই মনুষ্য জন্মেই তাঁর চরণের শরণ নেওয়া একান্ত কর্তব্য॥ ২ ॥ শোন ভাই, প্রাণী যে গর্ভেই জন্ম নিক না কেন প্রারব্ধ অনুসারে ইন্দ্রিয়জনিত সুখ ভোগের কোনো তারতম্য হয় না অর্থাৎ সকল প্রজাতিতেই প্রারব্ধ অনুসারে সুখভোগ হয়। যেমন কপালে দুঃখভোগ থাকলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেই দুঃখকে নিবারণ করা যায় না॥ ৩ ॥ সেইহেতু সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ যা এমনিতেই পাওয়া যাবে তার জন্য চেষ্টা চালানোর অর্থই হল শক্তি এবং আয়ু ক্ষয় করা। যে ব্যক্তি সাংসারিক ব্যাপারে নিমজ্জিত হয়, পরমকল্যাণ স্বরূপ ভগবানের চরণকমল তার কাছে অধরাই থেকে যায়॥ ৪ ॥

আমাদের এই শরীর ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট কিন্তু নানা প্রকার ভয় আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর রোগশোকের কবলে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তির আপন হিতসাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত॥ ৫ ॥ মানুষের পরিপূর্ণ আয়ু একশত বৎসর। যিনি নিজ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পারেননি তিনি

---

[১]প্রাচীন বইয়ে প্রহ্লাদের বাক্যে 'কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো'—এই শ্লোকের পূর্বে পাঁচটি অধিক শ্লোক রয়েছে। ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীবিজয়ধ্বজ এই পাঁচটি শ্লোক গ্রহণ করেছেন এবং এর উপরে টীকা লিখেছেন। প্রাচীন পুঁথি লেখাটি অস্পষ্ট এবং খণ্ডিত হওয়ার জন্য এই পাঁচটি শ্লোক শুদ্ধরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হল না। অতএব বিজয়ধ্বজের টীকা অনুযায়ী সেগুলিকে সংশোধিত করে এইখানে উদ্ধৃত করা হল—

হন্তার্ভকা মে শৃণুত বচো বঃ সর্বতঃ শিবম্। বয়স্যান্ পশ্যত মৃতান্ ক্রীড়াধ্বা মা প্রমাদাথ॥
ন পুরা বিবশং বালা আত্মনোঽর্থে প্রিয়ৈষিণঃ। গুরূক্তমপি ন গ্রাহ্যং যদনর্থেঽর্থকল্পনম্॥
যদুক্ত্যা ন প্রবুধ্যেত সুপ্তস্তত্ত্বজ্ঞাননিদ্রয়া। ন শ্রদ্দধ্যাত্তং তস্য যথান্ধো হ্যন্ধনায়কঃ॥
কঃ শত্রুঃ ক উদাসীনঃ কিং মিত্রং চেহ আত্মনঃ। ভবৎস্বপি নরৈঃ কিং স্যাদ্দৈবং সম্পদ্বিপৎপদম্॥
যো ন হিংস্যাদ্ধর্মকামমাত্মানং স্বজনে বশঃ। পুনঃ শ্রীলোকয়োর্হেতুঃ স মুক্তাদ্ধোঽতিদুর্লভঃ॥

মুগ্ধস্য বাল্যে কৌমারে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ ॥ ৭

দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপয়াতি হি ॥ ৮

কো গৃহেষু পুমাসক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্ ॥ ৯

কো ন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্ ॥ ১০

কথং প্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়াঃ
সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ্চ মন্ত্রান্।
সুহৃৎসু চ স্নেহসিতঃ শিশূনাং
কলাক্ষরাণামনুরক্তচিত্তঃ ॥ ১১

পুত্রান্ স্মরংস্তা দুহিতৃর্হৃদয্যা[১]
ভ্রাতৄন্ স্বসৄর্বা পিতরৌ চ দীনৌ।
গৃহান্ মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ
বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশুভৃত্যবর্গান্ ॥ ১২

ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ
কর্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ।
ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যং বহু মন্যমানঃ
কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ ॥ ১৩

জীবনের অর্ধেক তমোগুণের বশীভূত হয়ে নিদ্রিতাবস্থায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে নিষ্ফলভাবে কাটিয়ে দেন ॥ ৬ ॥

দেখ, মনুষ্যজন্মের শিশু অবস্থায় তো তার ভালোমন্দ জ্ঞান থাকে না, কিছুটা বড় হওয়ার পর কৈশোরে খেলাধুলাতেই সময় কেটে যায়, এভাবে কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত তো দিন যে কোথা দিয়ে চলে যায় তা বোঝাই যায় না। আবার যখন জরা শরীরকে গ্রাস করে সেই শেষের কুড়ি বৎসর কর্মক্ষমতাই থাকে না ॥ ৭ ॥ বাকি রইল মাঝের কিছু বৎসর। তার মধ্যে কখনো পূরণ হওয়ার নয় এমন বহু বাসনার পিছনে প্রাণপণে ছোটাছুটি করা হয়, সুকঠিন মোহপাশে বদ্ধ হয়ে ঘর বাড়ি প্রভৃতি সাংসারিক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে, আর এসবের মধ্যে মানুষ এমন জড়িয়ে যায় যে কোনটা করণীয় আর কোনটা নয় তার জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। এভাবে যেটুকু আয়ু বাকি থাকে তাও ফুরিয়ে যায় ॥ ৮ ॥

হে দৈত্যবালকগণ! তোমরা ভেবে দেখ এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেনি অথচ সংসারে আসক্ত এবং মায়া মমতার সুকঠিন নিগড়ে আবদ্ধ নিজেকে মুক্ত করতে সাহসী হয়েছে? ॥ ৯ ॥

যে অর্থকে চোর, ভৃত্য এবং ব্যবসায়ী নিজের প্রাণকে বাজী রেখে উপার্জন করে সেই প্রাণের চেয়েও প্রিয় ধনের তৃষ্ণা কে ত্যাগ করতে পারে? ॥ ১০ ॥ প্রিয়তমা স্ত্রীর মধুর আলাপ ও অনুকূল মন্ত্রণায় মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জীবনযাপনে যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছে, ভাই ও বন্ধুবান্ধবদের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের আধো আধো বুলিতে প্রলুব্ধ হয়েছে এসব ছেড়ে সে কীভাবে থাকতে পারে? ॥ ১১ ॥ শ্বশুরালয়গত প্রিয় কন্যাদের এবং পুত্রদের প্রতি, ভাইবোন এবং অশক্ত পিতামাতা, বহুমূল্য সুদৃশ্য আসবাবে সজ্জিত গৃহ, কুলপরম্পরাগত জীবিকার প্রতি মমত্ববোধে, এছাড়া পালিত পশু ও ভৃত্যসকলের আকর্ষণে, যে সংসারে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে সে কী করে এই আকর্ষণ থেকে মুক্ত হবে! ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রিয় সুখকে যে জীবনসর্বস্ব বলে জেনেছে, যার ভোগবাসনা তৃপ্ত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, আসক্তিবশত কর্মের পর কর্ম করেই যাচ্ছে, গুটিপোকা বা রেশমকীট যেমন আপন দেহ নিঃসৃত রসের কঠিন কোটরে

[১]প্রা.পা.—দুহিতৄশ্চ স্বসৄর্ভ্রাতৄন্ কলত্রান্ পিত.।

কুটুম্বপোষায় বিয়ন্ নিজায়ু-
র্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ।
সর্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা
নির্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ ॥ ১৪

বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা
বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্তুঃ।
প্রেত্যেহ চাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্ত-
দশান্তকামো হরতে কুটুম্বী ॥ ১৫

বিদ্বানপীত্থং দনুজা কুটুম্বং
পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ।
যঃ[1] স্বীয়পারক্যবিভিন্নভাব-
স্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ ॥ ১৬

যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিদ্ বা
দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ।
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার-
ক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ ॥ ১৭

ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স[2] মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ ॥ ১৮

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্বতঃ ॥ ১৯

নিজেকে বদ্ধ করে তেমনই স্বকর্মের কঠিন বন্ধনে যে নিজেকে বদ্ধ করেছে, যার মোহের কোনো সীমা পরিসীমা নেই তার কি কখনো সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসে অথবা সে সংসারকে ত্যাগ করতে পারে ? ॥ ১৩ ॥

আহা রে ! এ আমার আপনার জন এইভাব থেকে সে পোষ্যবর্গের পালন-পোষণে জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করে, সে জানতেও পারে না যে তার মনুষ্য-জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বৃথা হয়ে যাচ্ছে। এ ভুলের কোনো ক্ষমা আছে কি ? কী বিড়ম্বনা দেখ, বুঝতাম যে এই সকল কার্য থেকে তার পরিতৃপ্তি লাভ হচ্ছে, তাতো নয়, কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক তাপ তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, তবুও বৈরাগ্যের উদয় হচ্ছে না। যাদের ভরণ-পোষণ করে তাদের প্রতি অত্যধিক স্নেহ-বশত সে ধন সংগ্রহের চিন্তায় মগ্ন থেকে এতটাই অসাবধান ও লালায়িত হয়ে পড়ে যে অপরের ধন অপহরণ করতেও তার বাধে না। চৌর্যবৃত্তির ঐহিক ও পারলৌকিক অপরাধ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও কামনাকে দমন করতে না পেরে সে চুরি করতেও দ্বিধা করে না ॥ ১৪-১৫ ॥

হে প্রিয় ভাইগণ ! কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণেই যে এরকম ব্যস্ত থাকে, সে স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভজনের সুযোগ পায় না। তার যতই জ্ঞান থাকুক না কেন তার মধ্যে আপন পর ভেদভাব থাকার জন্য সে কোনো দিনই আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হতে পারে না। সে তমোগুণ প্রধান অজ্ঞানীর সমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥

কামিনীকুলের মনোরঞ্জনের জন্য যে নিজেকে ক্রীড়ামৃগের মতো ব্যবহার্য বস্তু করে তোলে এবং যে নিজেকে সন্তান স্নেহের নিগড়ে শৃঙ্খলিত করে, সে যেই হোক আর যেখানেই থাকুক—সেই বেচারা কোনোভাবেই নিজেকে মোহবন্ধন থেকে উদ্ধার করতে পারে না ॥ ১৭ ॥

অতএব হে ভ্রাতৃবর্গ ! বিষয়াসক্ত দৈত্যদের সঙ্গ প্রথম থেকেই ত্যাগ করে আদিদেব বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও, কারণ সর্বত্যাগী মহাপুরুষগণের তিনিই পরম প্রিয়তম এবং পরমগতি ॥ ১৮ ॥

দেখো বন্ধুগণ ! ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য খুব বেশি পরিশ্রম বা প্রচেষ্টার কোনো প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনিই সকল প্রাণীর আত্মা এবং সর্বত্র সকলের সত্তারূপে স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তৃণগুচ্ছে,

[1]প্রা.পা.—যৎস্বী.। [2]প্রা.পা.—সংমুক্ত.।

পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু।
ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ[১] মহৎসু চ॥ ২০

গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা[২]।
এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ॥ ২১

প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ[৩] চ স্বয়ম্।
ব্যাপ্যব্যাপকনির্দেশো হ্যনির্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ॥ ২২

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥ ২৩

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
আসুরং[৪] ভাবমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥ ২৪

তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে
কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন
সারংজুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ॥ ২৫

ধর্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥ ২৬

জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং[৫]
পাদারবিন্দরজসাঽঽপ্লুতদেহিনাং স্যাৎ॥ ২৭

ছোট বড় সকল প্রাণিগণে, পঞ্চভূত নির্মিত বস্তুতে, পঞ্চভূতে, সূক্ষ্ম তন্মাত্রসমূহে, মহৎতত্ত্বে, ত্রিগুণে এবং তিনগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিতে সেই এক অবিনাশী পরমাত্মাই বিরাজিত। তিনিই সমস্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং ঐশ্বর্যের আধার॥ ২০-২১ ॥ তিনি সাক্ষী চৈতন্যরূপে অন্তরে এবং দৃশ্যমান জগৎরূপে বাইরে অধিষ্ঠিত। তিনি বাক্যের দ্বারা অপ্রকাশ্য, বিকল্পরহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনিই দ্রষ্টা তিনিই দৃশ্য, তিনিই ব্যাপ্য, তিনিই ব্যাপক—এইভাবেই তাঁকে নির্দেশ করা হয়। বস্তুত তাঁর মধ্যে কোনো বিকল্পই নেই ॥ ২২ ॥ তিনি অনুভববেদ্য, আনন্দস্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বর। গুণময় বিশ্বের রচয়িত্রী মায়াদ্বারা তাঁর ঐশ্বর্য আবৃত থাকে। সেই মায়ার অপসারণ ঘটলে তাঁর প্রকাশ হয় ॥ ২৩ ॥ সেইজন্য তোমরা দৈত্যস্বভাব ও আসুরীসম্পদ ত্যাগ করে সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াপরবশ হও। প্রীতিসহকারে তাদের মঙ্গল করতে সচেষ্ট হও। এতেই ভগবান প্রসন্ন হবেন॥ ২৪ ॥

আদি অনন্তদেব নারায়ণ প্রসন্ন হলে জগতে এমন আর কী আছে যা পাওয়া যায় না ? ইহলোক ও পরলোকের পক্ষে উপযোগী যে ধর্ম, অর্থ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়, তাতো গুণসমূহের পরিণামের ফল ; অতএব তা অনায়াসে স্বাভাবিকভাবে লাভ করা যায়। আমরা যদি ভগবানের চরণসেবা এবং নাম ও গুণকীর্তনে ব্যাপৃত থাকি তবে মোক্ষলাভেরই বা আবশ্যকতা কী ? ॥ ২৫ ॥

শাস্ত্রে আমরা ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিন পুরুষার্থের বর্ণনা পাই। আত্মবিদ্যা, কর্মকাণ্ড, ন্যায় (তর্কশাস্ত্র), দণ্ডনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের বহুবিধ উপায়—এসবই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। যদি তা আমাদের পরমহিতৈষী, পরমপুরুষ ভগবান শ্রীহরির প্রতি আত্মসমর্পণে সহায়ক হয় তবেই সেই শিক্ষা সার্থক, অন্যথা নিরর্থক বলেই মনে করি॥ ২৬ ॥

এই পবিত্র অনুভূতি যা আমি তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করলাম তা প্রকৃতপক্ষে বড়ই দুর্লভ। এই উপদেশ প্রথমে নর-নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দিয়েছিলেন এবং এই জ্ঞান সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই লাভ করতে সমর্থ হন যাঁরা ভগবানের অনন্তপ্রেমিক এবং সর্বত্যাগী ভগবদ্ভক্তগণের চরণরেণুতে অবগাহন করেছেন॥ ২৭ ॥

[১]প্রা.পা.—সূক্ষ্মেষু চ মহ.। [২]প্রা.পা.—যথা। [৩]প্রা.পা.—কালরূপেণ। [৪]প্রা.পা.—ভাবমাসুরমুন্মুচ্য। [৫]প্রা.পা.—বতাং তদ.।

শ্রুতমেতন্ময়া পূর্বং জ্ঞানং[১] বিজ্ঞানসংযুতম্।
ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং নারদাদ্ দেবদর্শনাৎ॥ ২৮

এই প্রজ্ঞাসমন্বিত জ্ঞানই হল বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম। ভগবানের দর্শনলাভে ধন্য দেবর্ষি নারদের মুখে আমি সর্বপ্রথম এই জ্ঞানের কথা শুনি॥ ২৮ ॥

দৈত্যপুত্রা ঊচুঃ

প্রহ্লাদ ত্বং বয়ং চাপি নর্তেঽন্যং বিদ্মহে গুরুম্।
এতাভ্যাং গুরুপুত্রাভ্যাং বালানামপি হীশ্বরৌ॥ ২৯

প্রহ্লাদের সহপাঠীরা বলল—হে প্রহ্লাদ! এই দুই গুরুপুত্র ব্যতীত আর কোনো গুরুকে তুমিও জান না আর আমরাও জানি না। এই দুইজনই আমাদের পরিচালনা করেন॥ ২৯ ॥

বালস্যান্তঃপুরস্থস্য মহৎ সঙ্গো দুরন্বয়ঃ।
ছিন্ধি নঃ সংশয়ং সৌম্য স্যাচ্চেদ্বিশ্রম্ভকারণম্॥ ৩০

তুমি তো এখনও বালক এবং জন্ম থেকেই রাজপ্রাসাদে নিজের মায়ের কাছেই আছ। তোমার সঙ্গে দেবর্ষি নারদের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার কথাটা আমাদের কাছে অসংলগ্ন বলে প্রতিভাত হচ্ছে। অতএব হে প্রিয়সখা! যদি আমাদের বিশ্বাস করানোর মতো উপযুক্ত প্রমাণ থাকে তবে তা ব্যক্ত করে আমাদের আশঙ্কা দূর করো॥ ৩০ ॥

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে[২] ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে
প্রহ্লাদ চরিত্রে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৬ ॥

———০———

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

মাতৃগর্ভে প্রহ্লাদশ্রুত নারদের উপদেশ বর্ণনা

নারদ উবাচ

এবং দৈত্যসুতৈঃ পৃষ্টো মহাভাগবতোঽসুরঃ।
উবাচ স্ময়মানস্তান্ স্মরন্ মদনুভাষিতম্॥ ১

নারদ বললেন—যুধিষ্ঠির! দৈত্যবালকদের দ্বারা এরকম জিজ্ঞাসিত হলে ভগবানের পরমভক্ত প্রহ্লাদের আমার উপদেশের কথা স্মরণ হল। মৃদু হেসে তিনি তাদের বললেন॥ ১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ

পিতরি প্রস্থিতেঽস্মাকং তপসে মন্দরাচলম্।
যুদ্ধোদ্যমং পরং চক্রুর্বিবুধা দানবান্প্রতি॥ ২

প্রহ্লাদ বললেন—আমার পিতা যখন তপস্যার নিমিত্ত মন্দর পর্বতে চলে গেলেন তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বিরাট প্রস্তুতি নিয়েছিলেন॥ ২ ॥

পিপীলিকৈরহিরিব দিষ্ট্যা লোকোপতাপনঃ।
পাপেন পাপোঽভক্ষীতি বাদিনো বাসবাদয়ঃ॥ ৩

তাঁরা এরকম বলতে লাগলেন যে, পিঁপড়ে যেমন মৃত সাপকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে তেমনই লোকসকলকে বিরক্তকারী হিরণ্যকশিপুর পাপই তার শরীরকে শেষ করেছে॥ ৩ ॥

তেষামতিবলোদ্যোগং[৩] নিশম্যাসুরযূথপাঃ।
বধ্যমানাঃ সুরৈর্ভীতা দুদ্রুবুঃ সর্বতোদিশম্॥ ৪

দৈত্য সেনাপতিগণ যখন দেবতাদের বিশাল সমরসজ্জার কথা জানতে পারল তখন তারা খুবই ভীত হল।

[১]প্রা.পা.—জ্ঞানবিজ্ঞা.। [২]প্রা.পা.—দচরি.। [৩]প্রা.পা.—মপি।

কলত্রপুত্রমিত্রাপ্তান্ গৃহান্ পশুপরিচ্ছদান্।
নাবেক্ষমাণাস্ত্বরিতাঃ সর্বে প্রাণপরীপ্সবঃ॥ ৫

ব্যলুম্পন্ রাজশিবিরমমরা জয়কাঙ্ক্ষিণঃ[১]।
ইন্দ্রস্তু রাজমহিষীং মাতরং মম চাগ্রহীৎ॥ ৬

নীয়মানাং ভয়োদ্বিগ্নাং রুদতীং কুররীমিব।
যদৃচ্ছয়াঽঽগতস্তত্র দেবর্ষির্দদৃশে পথি॥ ৭

প্রাহ নৈনাং সুরপতে নেতুমর্হস্যনাগসম্[২]।
মুঞ্চ মুঞ্চ মহাভাগ সতীং পরপরিগ্রহম্॥ ৮

ইন্দ্র উবাচ

আস্তেঽস্যা জঠরে বীর্যমবিষহ্যং সুরদ্বিষঃ।
আস্যতাং যাবৎ প্রসবং মোক্ষ্যেঽর্থপদবীং গতঃ॥ ৯

নারদ উবাচ

অয়ং নিষ্কিল্বিষঃ সাক্ষান্মহাভাগবতো মহান্।
ত্বয়া ন প্রাপ্স্যতে সংস্থামনন্তানুচরো বলী॥ ১০

ইত্যুক্তস্তাং বিহায়েন্দ্রো দেবর্ষের্মানয়ন্বচঃ।
অনন্তপ্রিয়ভক্ত্যৈনাং পরিক্রম্য[৩] দিবং যযৌ॥ ১১

ততো নো মাতরমৃষিঃ সমানীয় নিজাশ্রমম্।
আশ্বাস্যেহোষ্যতাং বৎসে যাবৎ তে ভর্তুরাগমঃ॥ ১২

তথেত্যবাৎসীদ্ দেবর্ষেরন্তি[৪] সাপ্যকুতোভয়া।
যাবদ্ দৈত্যপতির্ঘোরাৎ তপসো ন ন্যবর্তত॥ ১৩

ঋষিং পর্যচরৎ তত্র ভক্ত্যা পরময়া সতী।
অন্তর্বত্নী স্বগর্ভস্য ক্ষেমায়েচ্ছাপ্রসূতয়ে॥ ১৪

ঋষিঃ কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাদুভয়মীশ্বরঃ[৫]।
ধর্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানং চ মামপ্যুদ্দিশ্য নির্মলম্॥ ১৫

দৈত্যসেনারা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে না পেরে মার খেয়ে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, গুরুজন, প্রাসাদ, পশু এবং দ্রব্যসামগ্রী কোনো কিছুর চিন্তা না করে কেবল আপন আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেদিকে পারল পালিয়ে গেল॥ ৪-৫ ॥ জিগীষু বলবান সুরপক্ষীয়রা রাজমহলে লুটপাট চালাতে লাগল। এমনকী আমার মাতা কয়াধুকেও ইন্দ্র বন্দিনী করে ফেললেন॥ ৬ ॥ আমার মাতা ভয়ভীত হয়ে কুররী পক্ষীর মতো কাতর ক্রন্দন করতে লাগলেন। ইন্দ্র সেই অবস্থায় তাঁকে বলপূর্বক নিয়ে যেতে লাগলেন। দৈববশত সেই পথে গমনকারী দেবর্ষি নারদ আকাশ মার্গ থেকে আমার মাকে দেখতে পেলেন॥ ৭ ॥ তিনি বললেন—হে দেবরাজ ! নিরপরাধ সতী সাধ্বী পরস্ত্রীকে আপনার নিয়ে যাওয়া উচিত হচ্ছে না, কোনোরকম অবমাননা না করে শীঘ্রই এঁকে মুক্ত করুন॥ ৮ ॥

ইন্দ্র বললেন ! এঁর গর্ভে সুরদ্রোহী হিরণ্যকশিপুর অতি শক্তিশালী প্রাণশক্তি বর্তমান। প্রসবকাল পর্যন্ত ইনি আমার কাছেই থাকবেন। প্রসবের পর সেই বাচ্চাকে হত্যা করে আমি এঁকে ছেড়ে দেব॥ ৯ ॥

নারদ বললেন ! এঁর গর্ভে ভগবানের সাক্ষাৎ ভক্ত, পরমপ্রেমী সেবক, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিষ্পাপ মহাপুরুষ বর্তমান। তাঁকে মেরে ফেলার ক্ষমতা আপনার নেই॥ ১০ ॥

দেবর্ষি নারদের একথা শুনে তাঁর প্রতি সম্মানবশত ইন্দ্র আমার মাকে মুক্ত করে দিলেন এবং এঁর গর্ভে ভগবদ্ভক্ত রয়েছেন এই সমীহবশত তিনি আমার মাকে প্রদক্ষিণ করে আপন লোকে প্রত্যাবর্তন করলেন॥ ১১ ॥

এরপর দেবর্ষি নারদ আমার মাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে বললেন—বৎসে ! যতদিন না তোমার স্বামী তপস্যা সম্পূর্ণ করে ফিরে আসেন ততদিন তুমি এখানেই থাকো॥ ১২ ॥ 'আপনি যেমন আদেশ করেন'—এই বলে আমার পিতা তপস্যা শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি দেবর্ষির আশ্রমেই নির্ভয়ে বাস করতে লাগলেন॥ ১৩ ॥ আমার গর্ভবতী মাতা তাঁর গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গল কামনায় এবং যথাসময়ে (অর্থাৎ আমার পিতা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত) সন্তান প্রসবের ইচ্ছায় অত্যন্ত প্রেম তথা ভক্তিভাবে দেবর্ষি নারদের সেবা করতে লাগলেন॥ ১৪ ॥ দেবর্ষি নারদ ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং অসাধারণ

[১]প্রা.পা.—জিতকাশিনঃ। [২]প্রা.পা.—হর্তুম.। [৩]প্রা.পা.—পরিত্যজ্য। [৪]প্রা.পা.—সন্তিকে সাকুতো.। [৫]প্রা.পা.—দাদত.।

তত্তু কালস্য দীর্ঘত্বাৎ স্ত্রীত্বান্মাতুস্তিরোদধে।
ঋষিণানুগৃহীতং মাং নাধুনাপ্যজহাৎ স্মৃতিঃ।। ১৬

ভবতামপি ভূয়ান্মে যদি শ্রদ্দধতে বচঃ।
বৈশারদী ধীঃ শ্রদ্ধাতঃ স্ত্রীবালানাং চ মে যথা।। ১৭

জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ।
ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্তিনা।। ১৮

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ।। ১৯

এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ।। ২০

স্বর্ণং[১] যথা গ্রাবসু হেমকারঃ
ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাঽত্মযোগৈ-
রধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মগতিং লভেত।। ২১

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রয় এব হি তদ্ গুণাঃ।
বিকারাঃ ষোড়শাচার্যৈঃ পুমানেকঃ সমন্বয়াৎ।। ২২

দেহস্তু সর্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা।
অত্রৈব মৃগ্যঃ পুরুষো নেতি নেতীত্যতৎ ত্যজন্।। ২৩

ক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি আমার মাকে ভাগবত ধর্মের রহস্য এবং পরমজ্ঞান —এই দুই বিষয়ই আমাকেও লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়েছিলেন।। ১৫ ।।

বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে এবং স্ত্রীলোক হওয়ার জন্য (সাংসারিক বিষয়ে জড়িত হওয়ার জন্য) আমার মায়ের সেই উপদেশ হয়ত আর মনে নেই, কিন্তু দেবর্ষির বিশেষ কৃপায় আমি তা বিস্মৃত হইনি।। ১৬ ।। তোমরা যদি আমার এই কথায় শ্রদ্ধাবান হও তবে তোমরাও সেই জ্ঞানে জ্ঞানী হবে। কারণ শ্রদ্ধা থাকলে স্ত্রী এবং বালকের বুদ্ধিও আমার মতোই শুদ্ধ হতে পারে।। ১৭ ।।

যেমন ঈশ্বর-স্বরূপ কালের অঙ্গুলি হেলনে বৃক্ষে ফল উৎপন্ন হয়, থাকে, ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরিপক্ব হয়, ক্ষয়যুক্ত হয় এবং পরিশেষে বিনষ্ট হয়, তেমনই জন্ম, অস্তিত্বের অনুভব, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় এবং বিনাশ এই ষড়বিধ ভাব-বিকার শরীরে পরিদৃষ্ট হয়, আত্মার সাথে কিন্তু এর কোনো সংযোগ বা সম্বন্ধ নেই।। ১৮ ।। আত্মা নিত্য, অবিনাশী, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, নির্বিকার, স্বয়ং প্রকাশ, সবকিছুর নিমিত্ত, ব্যাপক, নির্লিপ্ত ও আবরণরহিত।। ১৯ ।। এই দ্বাদশ বিধ লক্ষণ আত্মার উৎকৃষ্ট লক্ষণরূপে পরিগণিত হয়। এই লক্ষণ অনুসারে আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করে সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ দেহাদিতে 'আমি' বা 'আমার' এইরূপ মোহজনিত মিথ্যা বুদ্ধি পরিত্যাগ করবেন।। ২০ ।। স্বর্ণখনিতে প্রাপ্ত সোনাকে পাথর থেকে পৃথক করার পদ্ধতি জানা স্বর্ণকার যেমন সেই বিধি প্রয়োগ করে অন্যসব খনিজ দ্রব্য থেকে আলাদা করে সুবর্ণকেই প্রাপ্ত হয় তেমনই অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ আত্মযোগ দ্বারা নিজের শরীররূপ ক্ষেত্রেই ব্রহ্মগতি প্রাপ্ত হন।। ২১ ।।

আচার্যগণ মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং পঞ্চ তন্মাত্রা—এই আটটি তত্ত্বকে প্রকৃতি বলেছেন। সেই প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং তার ষোলটি বিকার—দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং পঞ্চ মহাভূত। এই সবের মধ্যেই এক পুরুষতত্ত্ব অনুস্যূত হয়ে রয়েছে।। ২২ ।। এই সকলের সংঘাত বা মিলিতরূপ হল দেহ। সেই দেহ দুই প্রকার—স্থাবর এবং জঙ্গম। এর মধ্যে অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়াদি অনাত্ম বস্তুগুলিকে 'এ আত্মা নয়'—'এ আত্মা নয়' এই ('নেতি নেতি') প্রকারে এক এক করে বর্জন করে

[১]প্রা.পা.—হেমং যথা।

অন্বয়ব্যতিরেকেণ বিবেকেনোশতাহঽত্মনা।
সর্গস্থানসমাম্নায়ৈর্বিমৃশদ্ভিরসত্বরৈঃ॥ ২৪

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ॥ ২৫

এভিস্ত্রিবর্ণৈঃ পর্যস্তৈর্বুদ্ধিভেদৈঃ ক্রিয়োদ্ভবৈঃ।
স্বরূপমাত্মনো বুধ্যেদ্ গন্ধৈর্বায়ুমিবান্বয়াৎ[১]॥ ২৬

এতদ্দ্বারো হি সংসারো গুণকর্মনিবন্ধনঃ।
অজ্ঞানমূলোঽপার্থোঽপি পুংসঃ স্বপ্ন ইবেষ্যতে॥ ২৭

তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ কর্তব্যং কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্।
বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহোপরমো ধিয়ঃ॥ ২৮

তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ॥ ২৯

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্বলব্ধার্পণেন[২] চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥ ৩০

শ্রদ্ধয়া তৎ কথায়াং চ কীর্তনৈর্গুণকর্মণাম্।
তৎ পাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ॥ ৩১

হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ॥ ৩২

আত্মানুসন্ধান করতে হয়॥ ২৩ ॥ আত্মা সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত কিন্তু কোনো কিছুতেই লিপ্ত নয়, এই সকল বস্তু থেকে সে পৃথক। এইপ্রকার শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা ধীরে ধীরে সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় বিষয়ে অন্বয় ব্যতিরেক পদ্ধতির প্রয়োগ-পূর্বক বিচার-বিবেচনা করা কর্তব্য, বিশেষ ব্যস্ততা পরিত্যাজ্য॥ ২৪ ॥

বুদ্ধির তিনটি বৃত্তি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। এই বৃত্তিনিচয় যাঁর দ্বারা অনুভূত হয়—তিনিই সর্বাতীত সাক্ষি-চৈতন্য পরমাত্মা॥ ২৫ ॥ গন্ধের দ্বারা যেমন গন্ধের আশ্রয় গন্ধবাহক বায়ুর অনুভব করা যায় তেমনই বুদ্ধির কর্মজনিত এবং পরিবর্তনশীল এই তিন অবস্থার দ্বারা এইসবের মধ্যে সাক্ষিরূপে অবস্থিত আত্ম-চৈতন্যকে অনুভব করা যায়॥ ২৬ ॥ শরীর এবং প্রকৃতি থেকে আত্মার পৃথকরূপে অনুভূতি না হওয়ার জন্যই জীব গুণ এবং কর্মের কারণে সঞ্জাত সংসার বা জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রে আবদ্ধ হয়। এটি অজ্ঞানহেতু উদ্ভূত এবং মিথ্যা। তা জানা সত্ত্বেও জীব স্বপ্ন দর্শনের মতো তা অনুভব করে থাকে॥ ২৭ ॥ সেইহেতু তোমাদের উচিত সর্ব প্রথমে গুণানুসারে সংঘটিত কর্মের বীজকেই বিনষ্ট করে দেওয়া। এতে বুদ্ধি-বৃত্তিসমূহের প্রবাহ নিবৃত্ত হয়ে যায়। একেই শব্দান্তরে যোগ অথবা পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হওয়া বলে॥ ২৮ ॥

যদিও ত্রিগুণাত্মক কর্মের মূলোৎপাটনের অথবা বুদ্ধি-বৃত্তির প্রবাহ রোধের জন্য সহস্রাধিক সাধনার কথা বলা হয়েছে তবু যে উপায়ে এবং যেভাবে সর্বশক্তিমান ভগবানের সঙ্গে সহজ প্রেমময় নিষ্কাম সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেই পন্থাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ভগবান নিজ মুখে এই কথা জানিয়েছেন॥ ২৯ ॥

গুরুকে শ্রদ্ধা সহকারে সেবা, নিজের বলে যা কিছু তা সবটুকু পরমভক্তিভরে ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া, ভক্ত মহাত্মাদের সৎসঙ্গে জীবন অতিবাহিত করা, ভগবানের আরাধনা এবং ভগবদ্বিষয়ক কথালাপে শ্রদ্ধা রাখা, তাঁর গুণ ও লীলাসমূহের কীর্তন ও তাঁর চরণকমল ধ্যান করা এবং মন্দিরে তাঁর মূর্তির দর্শন পূজন প্রভৃতি উপায়ে সাধনা করার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপিত হয়॥ ৩০-৩১ ॥ সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি সমস্ত প্রাণীর অন্তরেই বিরাজমান—এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে যথাসম্ভব সমস্ত প্রাণীকুলের ইচ্ছা পূরণ করে আন্তরিকভাবে তাদের

[১]প্রা.পা.—ধত্তে গন্ধৈ.। [২]প্রা.পা.—সর্বলাভার্প.।

এবং নির্জিতষড়্‌বর্গৈ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভতে রতিম্ ॥ ৩৩

নিশম্য কর্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥ ৩৪

যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥ ৩৫

তদা পুমান্মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্ ॥ ৩৬

অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ[১]
শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্।
তদ্ ব্রহ্মনির্বাণসুখং বিদুর্বুধা-
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্ ॥ ৩৭

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ৩৮

রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহা মহী কুঞ্জরকোশভূতয়ঃ।
সর্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্বন্তি মর্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ ॥ ৩৯

সম্মান করা কর্তব্য ॥ ৩২ ॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য—এই ষড়্‌রিপুকে জয় করে যাঁরা এইভাবে ভগবানের সাধন-ভক্তির অনুশীলন করেন তাঁরা ওই ভক্তির দ্বারাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে ঐকান্তিক রতি বা প্রেম লাভ করে থাকেন ॥ ৩৩ ॥

ভগবানের অবতারশরীরে তাঁর অদ্ভুত পরাক্রম, অনুপম গুণরাজি এবং চরিত্র-কথা শ্রবণ করে পরম আনন্দের উদ্রেকে যখন ভক্তের সমগ্র দেহে রোমাঞ্চ জাগে, কণ্ঠ অশ্রু গদ্গদ হয়ে ওঠে ও সমস্ত লজ্জা সংকোচ বিসর্জন দিয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠে তাঁর লীলা গান করেন, হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন আবার কখনো নাচতে শুরু করেন ; গ্রহগ্রস্তের মতো কখনো হাসেন কখনো করুণ সুরে কাঁদেন, কখনো ধ্যান করেন, কখনো ভগবদ্‌জ্ঞানে মানুষকেই বন্দনা করেন ; ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর হয়ে যখন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস মোচন করে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে চিন্তা না করেই 'হরি', 'জগৎপতি', 'নারায়ণ' বলে উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি করেন তখন বুঝতে হবে যে ভক্তিযোগের মহান প্রভাবে তিনি সমস্ত জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। ভগবদ্‌বিষয়ক চিন্তা করে করে তাঁর হৃদয় তদাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ—হৃদয় ভগবন্ময় হয়ে গিয়েছে। সেই সময় তাঁর জন্মমৃত্যুচক্রের বীজ বা মূল কারণই দগ্ধ হয়ে যায় এবং তিনি পরমপুরুষ ভগবানকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪-৩৬ ॥

এই অশুভ সংসারের জালে জড়িয়ে পড়ার ফলে যার জীবনটাই অমঙ্গলময় হয়ে গেছে সেই জীবের এইরকমভাবে ঈশ্বরের স্পর্শলাভ জটিল সংসার থেকে তাকে মুক্ত করে। এই অনুভবকেই কেউ ব্রহ্মোপলব্ধি আবার কেউবা একে নির্বাণ আনন্দ নামে অভিহিত করেন। সেইজন্য হে বন্ধুবর্গ ! তোমরা যে যার অন্তরে হৃদয়েশ্বর সেই ভগবানের ভজনা করো ॥ ৩৭ ॥ হে অসুরকুমারেরা (তোমরা আমাকে বলো) আপন হৃদয়াকাশে নিত্য পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরকে আরাধনা করা কী এমন কঠিন কাজ ! তিনি সমানভাবে সকল প্রাণীর নিতান্ত আপনজন প্রিয় সখা। ঠিক করে বলতে গেলে তিনি তো সকলেরই আত্মা । তাঁকে পরিত্যাগ করে বিষয় ভোগ্য বস্তুসমূহের সংগ্রহে রত হওয়ার মতো মূর্খতা আর কী থাকতে পারে ? ॥ ৩৮ ॥

ভাইসকল ! ধন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পশু, প্রাসাদ, ভূসম্পত্তি, হস্তী, ভাণ্ডার, নানা উচ্চপদপ্রাপ্তি, ক্ষমতার প্রদর্শন—এসব তো কোন ছার, সংসারের সমস্ত ধনসম্পত্তি

[১]প্রা.পা.—হাসুখাত্ম.।

এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী
ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্মলাঃ।
তস্মাদদৃষ্টশ্রুতদূষণং পরং
ভক্ত্যৈকয়েশং ভজতাত্মলব্ধয়ে।। ৪০

যদধ্যর্থ্যেহ[১] কর্মাণি বিদ্বন্মান্যসকৃন্নরঃ।
করোত্যতো বিপর্যাসমমোঘং বিন্দতে ফলম্।। ৪১

সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্মিণঃ।
সদাহপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ।। ৪২

কামান্ কাময়তে কাম্যৈর্যদর্থমিহ পূরুষঃ।
স বৈ দেহস্তু পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ।। ৪৩

কিমু ব্যবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ।
রাজ্যং কোশগজামাত্যভৃত্যাপ্তা[২] মমতাস্পদাঃ।। ৪৪

কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দমহোদধেঃ[৩]।। ৪৫

নিরূপ্যতামিহ স্বার্থঃ কিয়ান্দেহভৃতোহসুরাঃ।
নিষেকাদিষ্ববস্থাসু ক্লিশ্যমানস্য কর্মভিঃ।। ৪৬

কর্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনাত্মানুবর্তিনা।
কর্মভিস্তনুতে দেহমুভয়ং ত্ববিবেকতঃ।। ৪৭

তথা ভোগ সামগ্রীই তো ক্ষণভঙ্গুর তা মানুষকে কী করে স্থায়ী সুখ দিতে পারে ? বিশেষত মানুষের নিজের আয়ুই যখন ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর ! ।। ৩৯ ।।

ইহলৌকিক সমস্ত বিষয় যেমন নশ্বর তেমনই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মদ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদিলোকও ক্ষণস্থায়ী এবং আপেক্ষিক, অর্থাৎ তাদের মধ্যেও ছোট বড়, উচ্চ নীচ ভেদ রয়েছে। অতএব সেগুলিও নির্দোষ নয়। নিষ্কলুষ একমাত্র পরমাত্মা। তাঁর মধ্যে মালিন্য না কেউ দেখেছে, না কেউ শুনেছে। অতএব সেই অমল পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য অনন্য ভক্তিসহকারে সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করা কর্তব্য।। ৪০ ।। এই পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে ইহলোকে নিজেকে অত্যন্ত বড় পণ্ডিত মনে করে যিনি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বারবার নানাবিধ কর্ম করেন—তাঁর সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়াতো দূরের কথা উল্টে তিনি তাঁর বিপরীত ফলই প্রাপ্ত হন এতে কোনো সন্দেহই নেই।। ৪১ ।। কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার দুটোই উদ্দেশ্য থাকে—সুখ পাওয়া এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু কামনা না থাকায় পূর্বে যে সুখে নিমগ্ন থাকত সুখের কামনায় নিরন্তর বাধিত হয়ে সে কামনার অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখকেই সদা সর্বদা ভোগ করে।। ৪২ ।।

ইহলোকে যে শরীরকে ভোগ সুখ দেবার জন্য মানুষ সকাম কর্ম করে—সেই শরীর প্রকৃতপক্ষে পরকীয়—শিয়াল কুকুরের খাদ্য এবং একান্তরূপেই নশ্বর। কখনো যেমন একে পাওয়া যায়, তেমনই কখনো বা এ ছেড়ে যায় ।। ৪৩ ।। যদি শরীরেরই এই দশা হয় তবে এর থেকে ভিন্ন বা পৃথকরূপে অবস্থানকারী সন্তান, স্ত্রী, বাড়ি-ঘর, ধন, সম্পত্তি, রাজ্য, ভাণ্ডার, হাতি, ঘোড়া, মন্ত্রী, ভৃত্য, গুরুজন এবং অন্যান্য আপনজনদের কথা তো ছেড়েই দিলাম।। ৪৪ ।। এইসব তুচ্ছ বিষয় যা শরীরের সাথে সাথেই বিনষ্ট হয়ে যায় আপাতদৃষ্টিতে তা পরম পুরুষার্থ মনে হলেও বাস্তবে তা অনর্থ বৈ আর কিছুই নয়। স্বয়ংই আত্মা অনন্ত আনন্দের অগাধ সমুদ্র, এঁর জন্য অন্যান্য বস্তুর কী প্রয়োজন ? ।। ৪৫ ।।

ভাইসকল—একবার বিবেচনা করে দেখতো—গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সবরকম অবস্থাতে যে জীব প্রারব্ধ কর্মফলবশত কেবল দুঃখই ভোগ করল তার এই সংসারে স্বার্থ কতটুকু ? ।। ৪৬ ।। জীবকুল সূক্ষ্ম শরীরকে

[১]প্রা.পা.—যদর্থ ইহ। [২]প্রা.পা.—শবলামা.। [৩]প্রা.পা.—রসোদধেঃ।

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াঽত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্॥ ৪৮

সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মেশ্বরঃ প্রিয়ঃ।
ভূতৈর্মহদ্ভিঃ স্বকৃতৈঃ কৃতানাং জীবসংজ্ঞিতঃ॥ ৪৯

দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব এব চ।
ভজন্ মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্ যথা বয়ম্॥ ৫০

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥ ৫১

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনম্॥ ৫২

ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সর্বভূতাত্মনীশ্বরে॥ ৫৩

দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ॥ ৫৪

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্॥ ৫৫

নিজের আত্মা মনে করে তার দ্বারা অনেক প্রকার কর্ম সম্পাদন করে এবং সেই কর্মের ফলস্বরূপ আবার শরীর গ্রহণ করে। এইভাবে বিবেকজ্ঞানের অভাববশত কর্মের ফলে দেহপ্রাপ্তি এবং দেহদ্বারা কর্মপরম্পরা ক্রমে চক্রাকারে চলতে থাকে॥ ৪৭ ॥

এইজন্য নিষ্কামভাবে নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপ ভগবান শ্রীহরির ভজনা করা কর্তব্য। ধর্ম, অর্থ এবং কাম—সব তাঁকেই আশ্রয় করে আছে। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারোর কোনো কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়॥ ৪৮ ॥ ভগবান শ্রীহরি সকলপ্রাণীকুলের ঈশ্বর, আত্মা এবং প্রিয়তম। পঞ্চভূত এবং সূক্ষ্মভূতাদির সাহায্যে তাঁরই দ্বারা নির্মিত শরীর-সমূহে তাঁকেই জীব নামে অভিহিত করা হয়॥ ৪৯ ॥ দেব, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব—যে কেউই ভগবান মুকুন্দের চরণ সেবা করে আমাদের মতোই সে কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়॥ ৫০ ॥

হে দৈত্যবালকগণ ! ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য ব্রাহ্মণ, দেবতা বা ঋষি হওয়া, সদাচার এবং বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া বা দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শারীরিক এবং মানসিক শুচিতা-রক্ষা অথবা বড় বড় ব্রত-অনুষ্ঠান করাই যথেষ্ট নয়। ভগবান কেবল নিষ্কাম প্রেম এবং ভক্তিতেই প্রসন্ন হন। আর সবকিছুই বিড়ম্বনামাত্র॥ ৫১-৫২ ॥

হে দানব বন্ধুরা ! তাই বলছি যে, সমস্ত প্রাণীদের আপন জ্ঞান করে সর্বত্র বিরাজমান, সর্বাত্মা, সর্বশক্তিমান ভগবানকে ভক্তি করো॥ ৫৩ ॥ ভগবানকে ভক্তি করে দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রীলোক, শূদ্র, রাখাল, গোয়ালা, পক্ষী, পশু এবং অনেক পাপীতাপীও ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েছে॥ ৫৪ ॥

এই সংসারে তথা মনুষ্য শরীরে জীবের সবচেয়ে বড় স্বার্থ অর্থাৎ একমাত্র পরমার্থ হল—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি অর্জন করা। এই ভক্তির লক্ষণ হল সর্বদা, সর্বত্র, সকল বস্তুতে ঈশ্বর দর্শন॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে [১] দৈত্যপুত্রানুশাসনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তম স্কন্ধে দৈত্য-পুত্রদের অনুশাসন নামক সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

---

[১]প্রা.পা.— দৈত্যানুশাসনং নাম।

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

নৃসিংহ ভগবানের আবির্ভাব, হিরণ্যকশিপু-বধ ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

নারদ উবাচ

অথ দৈত্যসুতাঃ সর্বে শ্রুত্বা তদনুবর্ণিতম্।
জগৃহুর্নিরবদ্যত্বান্নৈব গুর্বনুশিক্ষিতম্॥ ১
অথাচার্যসুতস্তেষাং বুদ্ধিমেকান্তসংস্থিতাম্।
আলক্ষ্য ভীতস্ত্বরিতো রাজ্ঞ আবেদয়দ্[১] যথা॥ ২
শ্রুত্বা তদপ্রিয়ং দৈত্যো দুঃসহং তনয়ানয়ম্।
কোপাবেশচলদগাত্রঃ পুত্রং হন্তুং মনো দধে॥ ৩
ক্ষিপ্ত্বা পরুষয়া বাচা প্রহ্লাদমতদর্হণম্।
আহেক্ষমাণঃ পাপেন তিরশ্চীনেন চক্ষুষা॥ ৪
প্রশ্রয়াবনতং দান্তং বদ্ধাঞ্জলিমবস্থিতম্।
সর্পঃ পদাহত ইব শ্বসন্ প্রকৃতিদারুণঃ॥ ৫
হে দুর্বিনীত মন্দাত্মন্কুলভেদকরাধম।
স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্ধৃতং নেষ্যে ত্বাদ্য যমক্ষয়ম্॥ ৬
ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ।
তস্য মেঽভীতবন্মূঢ় শাসনং কিম্বলোঽত্যগাঃ॥ ৭

প্রহ্লাদ উবাচ

ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্
স বৈ বলং বলিনাং চাপরেষাম্।
পরেঽবরেঽমী স্থিরজঙ্গমা যে
ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ॥ ৮
স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোঽসা-
বোজঃসহঃসত্ত্ববলেন্দ্রিয়াত্মা।
স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ
সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ॥ ৯

নারদ বলতে লাগলেন—দৈত্যবালকদের নির্মল হৃদয়ে প্রহ্লাদের উপদেশ একেবারে গেঁথে গেল। গুরুদেবের অ-হিতকর শিক্ষায় তারা আর মন দিল না॥ ১ ॥ গুরুদেব যখন দেখলেন যে সব শিক্ষার্থীর মন ও বুদ্ধি একমাত্র ভগবানে স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেছে তখন তিনি প্রমাদ গুনলেন। দ্রুত হিরণ্যকশিপুর নিকটে গিয়ে সমগ্র বিষয় নিবেদন করলেন॥ ২ ॥ আপন পুত্র প্রহ্লাদের এই অসহ্য এবং অপ্রিয় অনুচিত কার্যকলাপ শুনে ক্রোধে তার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। শেষে সে স্থির করল যে প্রহ্লাদকে নিজের হাতে হত্যা করবে॥ ৩ ॥ মন এবং ইন্দ্রিয়ের ওপর অসীম কর্তৃত্বের অধিকারী প্রহ্লাদ বড় নম্রতার সঙ্গে জোড়হস্তে চুপচাপ হিরণ্যকশিপুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে অন্য কেউ তিরস্কার করতে পারত না কিন্তু হিরণ্যকশিপু স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রুর ছিল। সে পদাহত সর্পের মতো ফুঁসতে লাগল। পাপপূর্ণ কুটিল চোখে প্রহ্লাদের দিকে তাকিয়ে কর্কশ ভাষায় তাঁকে ধমকে বলতে লাগল—॥ ৪-৫ ॥ মূর্খ! তোর বড্ড বাড় বেড়েছে। তুই নিজে তো নিকৃষ্টই এখন দৈত্যকুলের বালকদেরও নষ্ট করার মতলব করছিস। তোর এত বড় সাহস যে তুই আমার আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন করিস। আজই তোকে যমসদনে পাঠিয়ে মজা দেখাব॥ ৬ ॥ আরে, আমি বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ হলে তিন লোক আর তার অধীশ্বরেরাও কেঁপে ওঠে। মূর্খ! তুই কার বলে বলীয়ান হয়ে নির্ভয়ের মতো আমার আজ্ঞার অবমাননা করিস? ॥ ৭ ॥

ভক্ত প্রহ্লাদ বললেন—দৈত্যরাজ! ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে তৃণ পর্যন্ত ছোট বড়, চরাচর সমস্ত জীবকুলকে ভগবান নিজের অধীনেই রেখেছেন। কেবলমাত্র আপনার বা আমার নয় সংসারের সমস্ত প্রাণীর শক্তিও তিনিই॥ ৮ ॥ তিনি মহাপরাক্রমী মহাকাল, তিনিই সমস্ত প্রাণীর ইন্দ্রিয়বল, মনোবল, দেহবল, ধৈর্য এবং ইন্দ্রিয়সমূহও তিনিই। তিনিই সেই পরমেশ্বর যিনি আপন ক্ষমতাবলে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি

---

[১]প্রা.পা.—যত্তদা।

জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ
সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ।
ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথস্থিতাৎ
তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্॥ ১০
দস্যূন্‌পুরা ষণ্ন বিজিত্য লুম্পতো
মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ।
জিতাত্মনো জ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং
সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃ[1] পরে॥ ১১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ

ব্যক্তং ত্বং মর্তুকামোঽসি যোঽতিমাত্রং বিকত্থসে।
মুমূর্ষূণাং হি মন্দাত্মন্ ননু[2] স্যুর্বিপ্লবা গিরঃ॥ ১২
যস্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তো মদন্যো জগদীশ্বরঃ।
ক্বাসৌ যদি স সর্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে॥ ১৩
সোঽহং বিকত্থমানস্য শিরঃ কায়াদ্ধরামি তে।
গোপায়েত হরিস্ত্বাদ্য যস্তে শরণমীপ্সিতম্॥ ১৪
এবং দুরুক্তৈর্মুহুরর্দয়ন্‌রুষা
সুতং মহাভাগবতং মহাসুরঃ।
খড়্গং প্রগৃহ্যোৎপতিতো বরাসনাৎ
স্তম্ভং ততাড়াতিবলঃ[3] স্বমুষ্টিনা॥ ১৫
তদৈব তস্মিন্ নিনদোঽতিভীষণো
বভূব যেনাণ্ডকটাহমস্ফুটৎ।
যং বৈ স্বধিষ্ণ্যোপগতং ত্বজাদয়ঃ
শ্রুত্বা স্বধামাপ্যয়মঙ্গ মেনিরে॥ ১৬
স[4] বিক্রমন্ পুত্রবধেপ্সুরোজসা
নিশম্য নির্হ্রাদমপূর্বমদ্ভুতম্।
অন্তঃসভায়াং ন দদর্শ তৎপদং
বিতত্রসুর্যেন[5] সুরারিযূথপাঃ॥ ১৭

এবং প্রলয় ঘটান। তিনিই ত্রিগুণের প্রভু॥ ৯ ॥ অতএব আপনি আপনার এই অসুরভাব ত্যাগ করে সবার প্রতি সমভাবাপন্ন হন। এই সংসারে স্ববশে না থাকা কুমার্গগামী মনের চেয়ে বড় কোনো শত্রু নেই। নিজের মনকে সবার প্রতি সমভাবাপন্ন করাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা ॥ ১০ ॥ নিজের সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী এই ছয় ইন্দ্রিয়রূপী দস্যুকে আয়ত্তে না এনে যে মনে করে আমি দশদিক জয় করেছি সে মূর্খ। সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমভাবাপন্ন জ্ঞানী এবং জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের কিন্তু অজ্ঞানজ এই কামক্রোধাদি ছয় রিপুই ধ্বংস হয়ে যায়, বাইরের শত্রুদের তো কথাই নেই ॥ ১১ ॥

হিরণ্যকশিপু বলল—ওরে বুদ্ধিহীন ! তোর মরার সাধ হয়েছে, তাই তুই এত বড় বড় কথা বলছিস। মৃত্যু যার শিয়রে উপস্থিত হয়, সে-ই এইরকম উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রলাপ বকতে থাকে॥ ১২ ॥ ওরে অভাগা ! তুই আমাকে ছাড়া যাকে জগৎপতি বলে ঘোষণা করছিস, দেখা দেখি, তোর সেই জগদীশ্বর কোথায় থাকে ? আচ্ছা, কী বললি, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাকে এই স্তম্ভটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না কেন রে ? ॥ ১৩ ॥ তুই এই স্তম্ভতেও তাকে দেখতে পাচ্ছিস ! ভালোকথা, তুই যে এত হাঁকডাক করছিস তা তোর মাথাটা ধড় থেকে তো এখনই আলাদা করে ফেলব, দেখি তোর যথাসর্বস্ব পরম ভরসাস্থল হরি তোকে কী করে বাঁচায় ॥ ১৪ ॥ এইভাবে সেই অতি দুরন্ত মহাদৈত্য ভগবানের পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে ভয় দেখিয়ে শাসাতে লাগল। এইরকম বলতে বলতে ক্রোধে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খড়্গহস্তে সিংহাসন থেকে লাফ দিয়ে নেমে সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই স্তম্ভে হিরণ্যকশিপু মুষ্ট্যাঘাত করল ॥ ১৫ ॥ সঙ্গে সঙ্গে সেই স্তম্ভের মধ্য থেকে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণকারী এক ভয়ংকর শব্দ উত্থিত হল। সেই প্রচণ্ড নাদ যখন ব্রহ্মাদি লোকপালগণের লোকসমূহে পৌঁছল তখন তাঁদের মনে হল যে তাঁদের লোকসমূহের বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে॥ ১৬ ॥ হিরণ্যকশিপু আপন পুত্রকে বধ করার জন্য প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করছিল, কিন্তু দৈত্যসেনাপতিদের হৃৎকম্পজনক সেই অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব গম্ভীর ধ্বনি শুনে ত্রস্তভাবে খুঁজতে লাগল কে সেই নাদকারী ? কিন্তু সমগ্র সভার মধ্যে সে কিছুই দেখতে পেল না। ॥ ১৭ ॥

[1]প্রা.পা.—কুতোঽপরে। [2]প্রা.পা.—নানা। [3]প্রা.পা.—বভঞ্জাতি.। [4]প্রা.পা.—সোঽতিক্রমন্। [5]প্রা.পা.—সুত্রত্র।

সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিং চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্॥ ১৮

স সত্ত্বমেনং পরিতোঽপি পশ্যন্
স্তম্ভস্য মধ্যাদনু নির্জিহানম্।
নায়ং মৃগো নাপি নরো বিচিত্র-
মহো কিমেতন্নৃমৃগেন্দ্ররূপম্॥ ১৯

মীমাংসমানস্য সমুত্থিতোঽগ্রতো
নৃসিংহরূপস্তদলং ভয়ানকম্।
প্রতপ্তচামীকরচণ্ডলোচনং
স্ফুরৎসটাকেসরজৃম্ভিতাননম্॥ ২০

করালদংষ্ট্রং করবালচঞ্চল-
ক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রুকুটীমুখোল্বণম্।
স্তব্ধোর্ধ্বকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভুত-
ব্যাত্তাস্যনাসং হনুভেদভীষণম্॥ ২১

দিবিস্পৃশৎকায়মদীর্ঘপীবর-
গ্রীবোরুবক্ষঃস্থলমল্পমধ্যমম্।
চন্দ্রাংশুগৌরৈশ্ছুরিতং তনূরুহৈ-
র্বিষ্বগ্ভুজানীকশতং নখায়ুধম্॥ ২২

দুরাসদং সর্বনিজেতরায়ুধ-
প্রবেকবিদ্রাবিতদৈত্যদানবম্।
প্রায়েণ মেঽয়ং হরিণোরুমায়িনা
বধঃ স্মৃতোঽনেন সমুদ্যতেন কিম্॥ ২৩

এবং ব্রুবংস্ত্বভ্যপতদ্[1] গদায়ুধো
নদন্ নৃসিংহং প্রতি দৈত্যকুঞ্জরঃ।
অলক্ষিতোঽগ্নৌ পতিতঃ পতঙ্গমো
যথা নৃসিংহৌজসি সোঽসুরস্তদা॥ ২৪

আপন সেবক প্রহ্লাদ এবং ব্রহ্মার বাণীকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য এবং সমস্ত পদার্থের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সভার ভিতরে সেই স্তম্ভ থেকে অতি বিচিত্ররূপ ধারণ করে ভগবান প্রকটিত হলেন। সেই রূপ পুরোপুরি সিংহেরও নয় আবার মানুষেরও নয়॥ ১৮ ॥ হিরণ্যকশিপু যখন শব্দের উৎস অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত ছিল সেই সময় স্তম্ভের ভিতর থেকে সেই অদ্ভুত প্রাণীকে আবির্ভূত হতে দেখল। সে চিন্তা করতে লাগল—এ আবার কী, এতো মানুষও নয় পশুও নয়, নৃসিংহরূপে এ আবার কোন অলৌকিক জীবের প্রাদুর্ভাব ঘটল॥ ১৯ ॥ হিরণ্যকশিপু যখন মনে মনে এইরকম বিচার করছিল সেই অবসরে নৃসিংহ ভগবান একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সেই রূপটি ছিল অতি ভয়ংকর। তপ্তস্বর্ণের মতো পীতবর্ণ চক্ষু দুটি যেন জ্বলছিল, মুখব্যাদানের বেগে কেশরগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল ॥ ২০ ॥ করাল দন্তপঙ্ক্তি, তরবারির মতো চঞ্চল এবং ক্ষুরের মতো শাণিত জিহ্বা, ভ্রূকুটি ভয়াল ভঙ্গি, নিশ্চল ঊর্ধ্বোত্থিত কর্ণ, গভীর পর্বতকন্দরের মতো বিস্ময় ও ত্রাস- উদ্রেককারী ব্যাদিত মুখগহ্বর ও স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, মুখব্যাদানের ফলে বিস্ফারিত হনু (চোয়াল)দ্বয়, সব মিলিয়ে সেই মুখটি ছিল অতি ভীষণ দর্শন॥ ২১ ॥ তাঁর বিশাল শরীর আকাশকে স্পর্শ করছিল, গ্রীবা কিঞ্চিৎ খর্ব ও পৃথুল, বক্ষ বিস্তৃত এবং কটিদেশ কৃশ ছিল। সর্বশরীর আবৃত করে চন্দ্রকিরণের মতো শুভ্র রোমরাজি শোভা পাচ্ছিল, চতুর্দিকে বিস্তৃত শত শত বাহুতে তীক্ষ্ণ নখররূপ অস্ত্র বিরাজ করছিল॥ ২২ ॥ তাঁর সামনে স্পর্ধাপ্রকাশ করারও সাহস কারোর ছিল না। নিজের অস্ত্র চক্র, বজ্র এবং অন্যান্য শস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা নৃসিংহ ভগবান সকল দৈত্য-দানবদের বিতাড়িত করে দিলেন। হিরণ্যকশিপু চিন্তা করতে লাগল—মহামায়াবী বিষ্ণুই আমাকে মারার জন্য এই কৌশল রচনা করেছে কিন্তু তার এই চালাকিতে আমার কী আসবে যাবে ? ॥ ২৩ ॥

এইরকম বলে সিংহনাদ করতে করতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু গদা হাতে নৃসিংহ ভগবানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত বহ্নির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় তেমনই সেও ভগবানের দীপ্ততেজের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল॥ ২৪ ॥ সমস্ত শক্তি এবং তেজের আশ্রয়স্বরূপ

[1]প্রা.পা.—বংশ্চাভ্য.।

ন তদ্ বিচিত্রং খলু সত্ত্বধামনি
স্বতেজসা যো নু পুরাপিবৎ তমঃ।
ততোঽভিপদ্যাভ্যহনন্মহাসুরো
রুষা নৃসিংহং গদয়োরুবেগয়া॥ ২৫

তং বিক্রমন্তং সগদং গদাধরো
মহোরগং তার্ক্ষ্যসুতো যথাগ্রহীৎ।
স তস্য হস্তোৎকলিতস্তদাসুরো
বিক্রীড়তো যদ্বদহির্গরুত্মতঃ॥ ২৬

অসাধ্বমন্যন্ত হৃতৌকসোঽমরা
ঘনচ্ছদা ভারত সর্বধিষ্ণ্যপাঃ।
তং মন্যমানো নিজবীর্যশঙ্কিতং
যদ্ধস্তমুক্তো নৃহরিং মহাসুরঃ[১]।
পুনস্তমাসজ্জত খড়্গচর্মণী
প্রগৃহ্য বেগেন জিতশ্রমো মৃধে॥ ২৭

তং শ্যেনবেগং শতচন্দ্রবর্ত্মভি-
শ্চরন্তমচ্ছিদ্রমুপর্যধো হরিঃ।
কৃত্বাট্টহাসং খরমুৎস্বনোল্বণং[২]
নিমীলিতাক্ষং জগৃহে মহাজবঃ॥ ২৮

বিষক্ স্ফুরন্তং গ্রহণাতুরং হরি-
র্ব্যালো যথাঽঽখুং কুলিশাক্ষতত্বচম্।
দ্বার্যূর[৩] আপাত্য দদার লীলয়া
নখৈর্যথাহিং গরুড়ো মহাবিষম্॥ ২৯

সংরম্ভদুষ্প্রেক্ষ্যকরাললোচনো
ব্যাত্তাননান্তং বিলিহন্স্বজিহ্বয়া
অসৃগ্লবাক্তারুণকেসরাননো
যথান্ত্রমালী দ্বিপহত্যয়া হরিঃ॥ ৩০

ভগবানের ক্ষেত্রে এই ঘটনা আশ্চর্যজনক কিছু নয়, কারণ সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি নিজের তেজোবলে প্রলয়ের নিমিত্তভূত তমোগুণরূপী অন্ধকারকে পান করে বিনাশ ঘটিয়েছিলেন। তারপর সেই দৈত্যরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে খানিকটা অগ্রসর হয়ে নিজের গদাকে প্রচণ্ড বেগে ঘোরাতে ঘোরাতে নৃসিংহ ভগবানকে প্রহার করল॥ ২৫ ॥ গরুড় যেমন মহাসর্পকে অবলীলায় ধরে ফেলেন তেমনই ভগবান গদাসহ বিক্রম প্রকাশকারী সেই দৈত্যকে তখনই ধরে ফেললেন। ধৃত সেই দৈত্যকে কৌতুকভরে ভগবান তাঁর মুষ্টি থেকে পিছলে বেরিয়ে যেতে দিলেন যেমন গরুড় খেলাচ্ছলে নিজের শিকার সাপটিকে ক্ষণেক মুক্তি দিয়ে থাকেন॥ ২৬ ॥

হে যুধিষ্ঠির! সেই সময় সকল লোকপালগণ মেঘের আড়াল থেকে সেই ভয়ানক যুদ্ধ দেখছিলেন। তাঁদের স্বর্গলোক তো হিরণ্যকশিপু আগেই দখল করে নিয়েছিল। এখন ভগবান নৃসিংহের হাত থেকে তাকে পিছলে বেরিয়ে যেতে দেখে তাঁরা প্রমাদ গুণলেন। হিরণ্যকশিপুও ভাবল আমার শক্তি দেখে ভয় পেয়েই নৃসিংহ আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। এই চিন্তাতেই তার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল এবং সে নতুন উদ্যমে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল॥ ২৭ ॥ তাকে যেন নৃসিংহ আক্রমণ করার অবসরই না পান সেইভাবে বাজপাখির গতিতে একবার উপরে উঠে আবার নিচু হয়ে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে নানা কৌশল প্রদর্শন করতে লাগল। তাই দেখে ভগবান অত্যুচ্চ গ্রামে ভয়ংকর অট্টহাসি হাসলেন, তাতে ভয় পেয়ে হিরণ্যকশিপু চোখ বন্ধ করে ফেলল। সাপ যেমন ইঁদুর ধরে তেমনই প্রচণ্ড গতিতে এক ঝটকায় ভগবান নৃসিংহ তাকে ধরে ফেললেন। (ইন্দ্রের) বজ্র যে হিরণ্যকশিপুর চামড়ার ওপর একটুও আঁচড় কাটতে পারেনি সেই হিরণ্যকশিপু এখন নৃসিংহ ভগবানের থাবা থেকে বেরোনোর জন্য কাতরভাবে ছটফট করতে লাগল। ভগবান তাকে সেই রাজসভার দরজা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে নিজের জঙ্ঘার ওপর শুইয়ে ফেললেন আর গরুড় যেমন মহাবিষধর সর্পকে ফালাফালা করে ফেলেন তেমনই তিনিও নখ দিয়ে তাকে অবলীলাক্রমে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন॥ ২৮-২৯ ॥ সেইসময় তাঁর ক্রুদ্ধ করাল চোখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছিল না। তিনি নিজের লোল জিহ্বা দ্বারা ব্যাদিত মুখের দুই কোণ লেহন করছিলেন। ছিটকে এসে পড়া রক্তকণায় তাঁর মুখ ও কেশর রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছিল। হাতিকে হত্যা করার পর তার অন্ত্রসমূহে

[১]প্রা.পা.—হামনাঃ। [২]প্রা.পা.—খরকেসরোল্বণো। [৩]প্রা.পা.—উরঃ স আ.।

নখাঙ্কুরোৎপাটিতহৃৎসরোরুহং
বিসৃজ্য তস্যানুচরানুদায়ুধান্।
অহন্ সমস্তান্নখশস্ত্রপার্ষ্ণিভি-
দোর্দণ্ডযূথোঽনুপথান্ সহস্রশঃ॥ ৩১

সটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্
গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ।
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভু-
র্নির্হ্রাদভীতা দিগিভা বিচুক্রুশুঃ[১]॥ ৩২

দ্যৌস্তৎসটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কুলা
প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাতিপীড়িতা।
শৈলাঃ সমুৎপেতুরমুষ্য রংহসা
তত্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে॥ ৩৩

ততঃ সভায়ামুপবিষ্টমুত্তমে
নৃপাসনে সংভৃততেজসং বিভুম্।
অলক্ষিতদ্বৈরথমত্যমর্ষণং
প্রচণ্ডবক্ত্রং ন বভাজ কশ্চন॥ ৩৪

নিশাম্য[২] লোকত্রয়মস্তকজ্বরং
তমাদিদৈত্যং হরিণা হতং মৃধে।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননা মুহুঃ
প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুঃ সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ৩৫

তদা[৩] বিমানাবলিভির্নভস্তলং
দিদৃক্ষতাং সঙ্কুলমাস নাকিনাম্।
সুরানকা দুন্দুভয়োঽথ জঘ্নিরে
গন্ধর্বমুখ্যা ননৃতুর্জগুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৩৬

তত্রোপব্রজ্য[৪] বিবুধা ব্রহ্মেন্দ্রগিরিশাদয়ঃ।
ঋষয়ঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরমহোরগাঃ॥ ৩৭

পরিবেষ্টিত সিংহকে যেমন দেখায়, তাঁকেও তখন তেমনই দেখতে লাগছিল ॥ ৩০ ॥ তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে হিরণ্যকশিপুর হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেইসময় হাজার হাজার দানবরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভগবানকে প্রহার করতে উদ্যত হল। তখন ভগবান তাঁর অসংখ্য মহাশক্তিশালী বাহুরূপ সেনাবাহিনী, পদাঘাত এবং নখরূপী অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাদের প্রত্যাক্রমণ করে, তারা পলায়ন করতে থাকলে, সর্বত্র তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে সকলকেই হত্যা করলেন॥ ৩১ ॥

হে যুধিষ্ঠির ! সেইসময় ভগবানের কেশর-বিক্ষেপে মেঘরাশি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাঁর অগ্নিবর্ষণকারী দৃষ্টির তেজের কাছে সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির তেজ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রবল শ্বাসবায়ুর ধাক্কায় সমুদ্র অশান্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সিংহনাদে ভীত হয়ে দিঙ্নাগেরা ভয়সূচক ডাক ছাড়ছিল॥ ৩২ ॥ তাঁর উৎক্ষিপ্ত কেশরের ধাক্কায় দেবতাদের আকাশযান এধার-ওধার চলে যাচ্ছিল। স্বর্গভূমি কম্পিত হচ্ছিল। তাঁর পদাঘাতে ভূমিও টলমল করছিল। তাঁর বেগজনিত উত্থানের কারণে পর্বত শূন্য মার্গে গমন করছিল। তাঁর তেজের দীপ্তিতে আকাশ তথা দশদিক দেখা যাচ্ছিল না॥ ৩৩ ॥

ভগবান নৃসিংহকে বাধা দেওয়ার মতো আর কেউ কোথাও রইল না। তথাপি তাঁর ক্রোধ কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছিল না বরং বেড়েই চলছিল। তিনি হিরণ্যকশিপুর সভায় সুন্দর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। সেইসময় তাঁর সেই জ্বালাময় রূপ আর ভয়ংকর মুখচ্ছবি দেখে তাঁর সেবা করতে অগ্রসর হবে এমন সাহস কারোর হল না॥ ৩৪ ॥

যুধিষ্ঠির ! যখন স্বর্গের দেবীরা জানতে পারলেন যে ত্রিলোকের মূর্তিমান শিরঃপীড়াস্বরূপ হিরণ্যকশিপুকে ভগবান যুদ্ধে পরাস্ত করে বধ করেছেন তখন আনন্দাতিশয্যে তাঁদের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং তাঁরা ভগবানের উপরে বারংবার পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ৩৫ ॥ ব্যোমমার্গে বিমানে আগমনকারী ভগবানের দর্শনার্থী দেবতাদের ভীড় জমে গেল। দেবতারা ঢোল, নাকাড়া বাজাতে লাগলেন। শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বরা গীত আরম্ভ করলেন, অপ্সরাগণ নাচতে লাগল॥ ৩৬ ॥

হে তাত ! এই সময় ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শংকর প্রমুখ দেবগণ ঋষি, পিতৃকুল, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মহানাগ, মনু, প্রজাপতি,

[১]প্রা.পা.—জহর্দিশঃ। [২]প্রা.পা.—নিশাম্য। [৩]প্রাচীন বইয়ে 'তদা বিমানাবলিভিঃ.........' থেকে 'ননৃতুর্জগুঃ স্ত্রিয়ঃ' পর্যন্ত পুরো একটি শ্লোক নেই। [৪]প্রা.পা.— তে উপব্রজ্য বি.।

মনবঃ প্রজানাং পতয়ো গন্ধর্বাপ্সরচারণাঃ।
যক্ষাঃ কিম্পুরুষাস্তাত বেতালাঃ সিদ্ধকিন্নরাঃ॥ ৩৮
তে[১] বিষ্ণুপার্ষদাঃ সর্বে সুনন্দকুমুদাদয়ঃ।
মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিপুটা আসীনং তীব্রতেজসম্।
ঈড়িরে নরশার্দূলং নাতিদূরচরাঃ পৃথক্॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ

নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে
বিচিত্রবীর্যায় পবিত্রকর্মণে।
বিশ্বস্য সর্গস্থিতিসংযমান্ গুণৈঃ
স্বলীলয়া সংদধতেঽব্যয়াত্মনে॥ ৪০

শ্রীরুদ্র উবাচ

কোপকালো যুগান্তস্তে হতোঽয়মসুরোঽল্পকঃ।
তৎসুতং পাহ্যপসৃতং[২] ভক্তং তে ভক্তবৎসল॥ ৪১

ইন্দ্র উবাচ

প্রত্যানীতাঃ পরম ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা
দৈত্যাক্রান্তং হৃদয়কমলং ত্বদ্‌গৃহং প্রত্যবোধি।
কালগ্রস্তং কিয়দিদমহো নাথ শুশ্রূষতাং তে
মুক্তিস্তেষাং ন হি বহুমতা নারসিংহাপরৈঃ কিম্॥ ৪২

ঋষয় ঊচুঃ

ত্বং নস্তপঃ পরমমাত্থ যদাত্মতেজো
যেনেদমাদিপুরুষাত্মগতং সসর্জ[৩]।
তদ্ বিপ্রলুপ্তমমুনাদ্য শরণ্যপাল
রক্ষাগৃহীতবপুষা পুনরন্বমংস্থাঃ॥ ৪৩

পিতর ঊচুঃ

শ্রাদ্ধানি নোঽধিবুভুজে প্রসভং তনূজৈ-
র্দত্তানি তীর্থসময়েঽপ্যপিবৎ তিলাম্বু[৪]।
তস্যোদরান্নখবিদীর্ণবপাদ্ য আর্চ্ছৎ
তস্মৈ নমো নৃহরয়েঽখিলধর্মগোপ্ত্রে॥ ৪৪

গন্ধর্ব, অপ্সরাগণ, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, বেতাল, সিদ্ধ, কিন্নর এবং সুনন্দ-কুমুদ প্রমুখ ভগবানের পারিষদবর্গ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং যুক্তকর মস্তকে ঠেকিয়ে সিংহাসনে বিরাজিত, মহাতেজস্বী নৃসিংহ ভগবানের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পৃথক পৃথক ভাবে তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন॥ ৩৭-৩৯ ॥

শ্রীব্রহ্মা বললেন—প্রভু ! আপনি অনন্ত, আপনার শক্তির কোনো পরিসীমা নেই। বিচিত্র আপনার পরাক্রম, পবিত্র আপনার কর্ম। যদ্যপি গুণসমূহের প্রয়োগ দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—আপনার বিচিত্র লীলারই যথোচিত প্রকাশ, তথাপি আপনি এই সকলের সঙ্গেই সম্বন্ধবর্জিত নির্বিকার পরমাত্মস্বরূপ। আপনাকে আমি প্রণাম করি॥ ৪০ ॥

রুদ্রদেব বললেন—কল্পান্ত আপনার ক্রোধপ্রকাশের সময়। যদিও এই তুচ্ছ দৈত্যকে বধ করার জন্য আপনি ক্রোধ প্রকটিত করেও থাকেন তবে সে তো মৃত। তার পুত্র আপনার শরণাগত। হে ভক্তবৎসল নাথ ! আপনি নিজের এই ভক্তকে রক্ষা করুন॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র বললেন—হে পুরুষোত্তম ! আপনি আমাদের রক্ষা করে আমাদের যে যজ্ঞভাগ ফিরিয়ে দিয়েছেন বস্তুত তা অন্তর্যামী আপনারই। আপনার আসনস্থল হল আমাদের হৃৎকমল যা দৈত্যের আতঙ্কে এতদিন সংকুচিত ছিল। আপনি তা পুনরায় বিকাসিত করেছেন। যে স্বর্গলোক আপনি আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন সেই কালগ্রস্ত নশ্বর বস্তু আপনার সেবকের কাছে তুচ্ছ। হে প্রভু, যে আপনার সেবা করতে চায় তার কাছে মুক্তিও তুচ্ছ, অন্য ভোগবাসনা তো অনেক দূরের কথা॥ ৪২ ॥

ঋষিগণ বললেন—পুরুষোত্তম ! আপনি তপস্যাদ্বারা আপনাতে লীন হওয়া জগৎকে পুনরায় সৃষ্টি করেছিলেন। কৃপা করে আমাদেরও সেই আত্মতেজস্বরূপ শ্রেষ্ঠ তপস্যার পথ নির্দেশ করেছিলেন। এই দৈত্য সেই তপস্যার উচ্ছেদ সাধন করেছিল। হে শরণাগত বৎসল ! আজ সেই তপস্যার রক্ষার জন্য অবতাররূপ গ্রহণ করে আপনি সেই সাধনাকে আবার আমাদের প্রত্যর্পণ করলেন॥ ৪৩ ॥

পিতৃকুল বললেন—স্বামী ! আমাদের পুত্ররা আমাদের যে পিণ্ডদান করত এই দৈত্যটা তা ছিনিয়ে নিয়ে নিজে ভক্ষণ করত। তারা পবিত্র তীর্থসমূহে অথবা সংক্রান্তি প্রভৃতি

[১]প্রা.পা.—বিষ্ণুপারিষদাঃ সর্বে। [২]প্রা.পা.—পনতং। [৩]প্রা.পা.—সমর্থম্। [৪]প্রা.পা.—পি তিলাম্বুমিশ্রম্।

সিদ্ধা ঊচুঃ

যো নো গতিং যোগসিদ্ধামসাধু-
রহারষীদ্ যোগতপোবলেন।
নানাদর্পং তং নখৈর্নির্দদার
তস্মৈ তুভ্যং প্রণতাঃ স্মো নৃসিংহ॥ ৪৫

বিদ্যাধরা ঊচুঃ

বিদ্যাং পৃথগ্ধারণয়ানুরাদ্ধাং[১]
ন্যষেধদজ্ঞো বলবীর্যদৃপ্তঃ।
স[২] যেন সংখ্যে পশুবদ্ধতস্তং
মায়ানৃসিংহং প্রণতাঃ স্ম নিত্যম্॥ ৪৬

নাগা ঊচুঃ

যেন পাপেন রত্নানি স্ত্রীরত্নানি হৃতানি নঃ।
তদ্বক্ষঃপাটনেনাসাং দত্তানন্দ নমোঽস্তু তে॥ ৪৭

মনবঃ ঊচুঃ

মনবো বয়ং তব নিদেশকারিণো
দিতিজেন দেব পরিভূতসেতবঃ।
ভবতা খলঃ স উপসংহৃতঃ প্রভো
করবাম তে কিমনুশাধি কিঙ্করান্॥ ৪৮

প্রজাপতয় ঊচুঃ

প্রজেশা বয়ং তে পরেশাভিসৃষ্টা
ন যেন প্রজা বৈ সৃজামো নিষিদ্ধাঃ।
স এষ ত্বয়া ভিন্নবক্ষা নু শেতে
জগন্মঙ্গলং সত্ত্বমূর্তেঽবতারঃ॥ ৪৯

গন্ধর্বা ঊচুঃ

বয়ং বিভো তে নটনাট্যগায়কা
যেনাত্মসাদ্ বীর্যবলৌজসা কৃতাঃ
স এষ[৩] নীতো ভবতা দশামিমাং
কিমুৎপথস্থঃ কুশলায় কল্পতে॥ ৫০

তিথিতে যে নৈমিত্তিক তর্পণ বা তিলাঞ্জলি প্রদান করত, এই দৈত্য তাও পান করত। আজ আপনি নখরাঘাতে এর উদর বিদীর্ণ করে যেন আমাদের সেই সবকিছুই ফিরিয়ে দিলেন। সমস্ত ধর্মের একমাত্র রক্ষক, হে নৃসিংহদেব, আমরা আপনাকে নমস্কার করছি॥ ৪৪ ॥

সিদ্ধগণ বললেন—হে নৃসিংহদেব ! এই পাপাত্মা নিজের যোগ এবং তপস্যাবলে আমাদের যোগসিদ্ধ পরম গতিকে হরণ করেছিল। এই গর্বোদ্ধতকে আপনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছেন, আপনার চরণে আমাদের বিনম্র প্রণাম॥ ৪৫ ॥

বিদ্যাধরেরা বললেন—এই মূর্খ হিরণ্যকশিপু নিজের বল বীর্যের অহংকারে ডগমগ করত। আমরা নানা উপায়ে যেসব বিদ্যা অর্জন করতাম এই দৈত্যটা তা নিষ্ফল করে দিত। আপনি যুদ্ধে একে যজ্ঞের পশুর মতো হত্যা করেছেন। আপন লীলায় আপনি নৃসিংহরূপ ধারণ করেছেন। আমরা আপনাকে নিত্য নিরন্তর প্রণাম করি॥ ৪৬ ॥

নাগেরা নিবেদন করল—এই পাপাত্মা আমাদের মণিসকল এবং সুন্দরী কুলস্ত্রীদের কেড়ে নিয়েছিল। আজ আপনি ওর বক্ষ বিদীর্ণ করে আমাদের কুলনারীদের তাপিত হৃদয়কে শীতল করেছেন। প্রভু ! আপনাকে আমরা নমস্কার করি॥ ৪৭ ॥

মনুগণ বললেন—হে দেবাদিদেব ! আমরা আপনার আজ্ঞাবহ মনুসম্প্রদায়। এই দানব আমাদের ধর্মমর্যাদা নষ্ট করে দিয়েছিল। এই শয়তানটাকে হত্যা করে আপনি আমাদের যারপরনাই উপকার করেছেন। হে প্রভু ! আমরা আপনার সেবক, আদেশ করুন কীভাবে আপনার সেবা করব ? ॥ ৪৮ ॥

প্রজাপতিকুলের বক্তব্য ছিল—হে পরমেশ্বর ! আপনি আমাদের প্রজাপতিরূপে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই পাপী বাধা দান করে আমাদের প্রজাসৃষ্টির কাজ ব্যাহত করছিল। আপনি এর বক্ষদেশ চিরে ফেলেছেন আর এ চিরকালের জন্য ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছে। সত্ত্বময়-মূর্তিধারণকারী হে প্রভু, আপনার এই (ভয়ানক) অবতাররূপ ধারণ করাও সংসারের কল্যাণের জন্যই॥ ৪৯ ॥

গন্ধর্বরা নিবেদন করলেন—হে প্রভু ! আমরা নৃত্য, গীত, অভিনয়ে আনন্দদানকারী আপনার সেবকবৃন্দ। এই দৈত্য নিজের বল, বীর্য ও পরাক্রমে আমাদের ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিল। একে আপনি এই দশায় পৌঁছিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে অন্যায় পথে চললে সত্য সত্যই কারোর মঙ্গল হয় না॥ ৫০ ॥

[১]প্রা.পা.—নুরুদ্ধাং। [২]প্রা.পা.—শয়ীত সং.। [৩]প্রা.পা.—এব।

চারণা ঊচুঃ

হরে তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ভবাপবর্গমাশ্রিতাঃ।
যদেষ সাধুহৃচ্ছয়স্ত্বয়াসুরঃ সমাপিতঃ॥ ৫১

চারণেরা বললেন—হে প্রভু! আপনি সজ্জনদের হৃদয়ে আঘাতকারী এই দস্যুর কার্যকলাপ চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিয়েছেন। সেইজন্য যা লাভ করলে সংসারের জন্ম-মৃত্যুচক্র থেকে মুক্ত হওয়া যায় আমরা আপনার সেই চরণকমলের শরণাপন্ন হলাম॥ ৫১ ॥

যক্ষা ঊচুঃ

বয়মনুচরমুখ্যাঃ কর্মভিস্তে মনোজ্ঞৈ-
স্ত[১] ইহ দিতিসুতেন প্রাপিতা বাহকত্বম্।
স তু জনপরিতাপং তৎকৃতং জানতা তে
নরহর উপনীত পঞ্চতাং পঞ্চবিংশ॥ ৫২

যক্ষরা বললেন—ভগবান! আমরা নিজেদের কর্মের মাহাত্ম্যে আপনার ভৃত্যদের মধ্যে প্রধান বলে পরিগণিত। কিন্তু এই হিরণ্যকশিপু আমাদের পাল্কীবাহক বানিয়ে রেখেছিল। হে প্রকৃতিনিয়ামক পরমাত্মা! আপনি আপনজনের সেই বেদনা অনুধাবন করেই একে হত্যা করেছেন॥ ৫২ ॥

কিম্পুরুষা ঊচুঃ

বয়ং কিম্পুরুষাস্ত্বং তু মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
অয়ং কুপুরুষো নষ্টো ধিক্কৃতঃ সাধুভির্যদা[২]॥ ৫৩

কিম্পুরুষরা বললেন—আপনি সর্বশক্তিমান মহাপুরুষ এবং আমরা অত্যন্ত তুচ্ছ কিম্পুরুষ। সজ্জনেরা এর কর্মকে ধিক্কার জানিয়েছেন, একে তিরস্কার করেছেন তাই আপনি এই কু-কীর্তিকারী কুপুরুষ অসুরাধমকে বিনষ্ট করেছেন॥ ৫৩ ॥

বৈতালিকা ঊচুঃ

সভাসু সত্রেষু তবামলং যশো
গীত্বা সপর্যাং মহতীং লভামহে।
যস্তাং ব্যনৈষীদ্ ভৃশমেষ দুর্জনো
দিষ্ট্যা হতস্তে ভগবন্যথাহময়ঃ॥ ৫৪

বৈতালিকরা জানালেন—ভগবান, বড় বড় সভা এবং জ্ঞানযজ্ঞসমূহে আপনার নির্মল চরিত্রের যশোগান করেই আমরা প্রতিষ্ঠা—পূজা প্রাপ্ত হই। এই দুষ্ট আমাদের জীবিকা নির্বাহের সেই উপায় বন্ধ করে দিয়েছিল। বড়ই সৌভাগ্যের কথা যে আপনি মহাব্যাধিসদৃশ এই দুষ্টের মূল উৎপাটন করে দিয়েছেন॥ ৫৪ ॥

কিন্নরাঃ ঊচুঃ

বয়মীশ কিন্নরগণাস্তবানুগা
দিতিজেন বিষ্টিমমুনানু কারিতাঃ।
ভবতা হরে স বৃজিনোঽবসাদিতো
নরসিংহ নাথ বিভবায় নো ভব॥ ৫৫

কিন্নরদের নিবেদন ছিল—আমরা আপনার সেবক কিন্নরবৃন্দ। এই দানব আমাদের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য করত। প্রভু! আপনি কৃপা করে এই পাপীকে বিনাশ করলেন। হে স্বামী! আপনি এইভাবেই নিরন্তর আমাদের অভ্যুদয় বিধান করুন॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণুপার্ষদা[৩] ঊচুঃ

অদ্যৈতদ্ধরিনররূপমদ্ভুতং তে
দৃষ্টং নঃ শরণদ সর্বলোকশর্ম।
সোঽয়ং তে বিধিকর ঈশ বিপ্রশপ্ত-
স্তস্যেদং নিধনমনুগ্রহায় বিদ্মঃ॥ ৫৬

ভগবানের পার্ষদবর্গ জানালেন—হে শরণাগতবৎসল! সকল লোককে শান্তিপ্রদানকারী আপনার এই অলৌকিক নৃসিংহরূপের সাথে আমাদের আজই পরিচয় ঘটল। ভগবান! এই দৈত্য কিন্তু সনকাদি দ্বারা শাপগ্রস্ত আপনারই সেই সেবক। আমরা বুঝতে পারছি যে, কৃপা করে উদ্ধার করার জন্যই আপনি তাকে বধ করলেন॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে[৪] দৈত্যরাজবধে নৃসিংহস্তবো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্রে দৈত্যরাজ-বধ ও নৃসিংহ-স্তব নামক অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৮ ॥

—০—

[১]প্রা.পা.—রিহ চ দিতি.। [২]প্রা.পা.—ভিঃ সদা। [৩]প্রা.পা.—পারিষদা। [৪]প্রা.পা.—দচরিতেঽষ্টমো।

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

প্রহ্লাদ-কৃত নৃসিংহভগবানের স্তুতি

নারদ উবাচ

এবং সুরাদয়ঃ সর্বে ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ।
নোপৈতুমশকন্মন্যুসংরম্ভং সুদুরাসদম্॥ ১
সাক্ষাচ্ছ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তন্মহদদ্ভুতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতপূর্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা॥ ২
প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মাবস্থিতমন্তিকে।
তাত প্রশময়োপেহি স্বপিত্রে কুপিতং প্রভুম্॥ ৩
তথেতি শনকৈ রাজন্মহাভাগবতোঽর্ভকঃ।
উপেত্য[১] ভুবি কায়েন ননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪
স্বপাদমূলে পতিতং তমর্ভকং
বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ।
উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং
কালাহিবিত্রস্তধিয়াং[২] কৃতাভয়ম্॥ ৫
স তৎকরস্পর্শধুতাখিলাশুভঃ
সপদ্যভিব্যক্তপরাত্মদর্শনঃ।
তৎ পাদপদ্মং হৃদি নির্বৃতো দধৌ
হৃষ্যত্তনুঃ ক্লিন্নহৃদশ্রুলোচনঃ॥ ৬
অস্তৌষীদ্ধরিমেকাগ্রমনসা সুসমাহিতঃ।
প্রেমগদ্গদয়া বাচা তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণঃ॥ ৭

প্রহ্লাদ উবাচ

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ
সত্ত্বৈকতানমতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ।
নারাধিতুং পুরুগুণৈরধুনাপি পিপ্রুঃ
কিং তোষ্টুমর্হতি স মে হরিরুগ্রজাতেঃ॥ ৮

দেবর্ষি নারদ বললেন—এইভাবে ব্রহ্মা-শংকরাদি দেবগণও ভগবান নৃসিংহদেবের ক্রোধকে শান্ত করতে পারলেন না বা তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার সামর্থ্যও অর্জন করতে পারলেন না। তাঁরা নৃসিংহভগবানের আদি-অন্তও খুঁজে পেলেন না॥ ১ ॥ দেবতারা তাঁকে শান্ত করার জন্য লক্ষ্মীদেবীকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনিও ভগবানের অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব এরকম অদ্ভুত রূপ দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কাছে যেতে পারলেন না॥ ২ ॥ তখন নিজের সমীপে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদকে ব্রহ্মা বললেন—'বৎস, তোমার পিতার জন্যই ভগবান এইরকম কুপিত হয়েছেন, এখন তুমিই কাছে গিয়ে তাঁকে শান্ত করো॥ ৩ ॥ ভগবানের পরম ভক্ত প্রহ্লাদ 'আপনার আদেশ শিরোধার্য'—এই কথা বলে শান্তভাবে ভগবানের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে প্রণত হলেন॥ ৪ ॥ পদপ্রান্তে ছোট এক শিশুকে আনত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে নৃসিংহদেবের হৃদয় করুণায় আপ্লুত হল। তিনি সস্নেহে প্রহ্লাদকে তুলে তাঁর মাথায় করকমল স্থাপন করলেন। কালসর্পের ভয়ে ত্রস্ত পুরুষকে যে অভয় হস্ত নিশ্চিন্ত করে সেই হাতের স্পর্শ পাওয়ামাত্র প্রহ্লাদের যা কিছু একটু আধটু অশুভ সংস্কার বর্তমান ছিল তাও বিদূরিত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের অনুভব হল (জীবন্মুক্ত হলেন)। তিনি গভীর প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে ভগবানের চরণকমল আপন হৃদয়ে ধারণ করলেন। তাঁর সারা শরীর পুলকিত হয়ে উঠল। তাঁর হৃদয়ে প্রেম প্রস্রবণ উৎসারিত হতে লাগল, আনন্দাশ্রুতে দুচোখ প্লাবিত হল॥ ৫-৬ ॥ প্রহ্লাদ ভাবপূর্ণ হৃদয়ে অনিমেষ লোচনে ভগবানকে দেখতে লাগলেন। ভাব সমাধিতে একাগ্রমনে ভগবানের গুণাবলী চিন্তা করতে করতে প্রেম গদ্গদ বাণীতে তিনি ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৭ ॥

প্রহ্লাদ বললেন—ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি-মুনি এবং সিদ্ধ পুরুষগণের মতি নিরন্তর সত্ত্বগুণে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অবিরাম স্তুতি এবং বিবিধ গুণাবলীতে তাঁরা আপনাকে

---

[১]প্রা.পা.—উৎপত্য। [২]প্রা.পা.—হিনিদষ্টধি.।

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ[১]।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্‌গজযূথপায়॥ ৯

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাচ্ছ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ১০

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥ ১১

তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য
সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্।
নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ
পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন॥ ১২

সর্বে হ্যমী বিধিকরাস্তব সত্ত্বধাম্নো
ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ ন চোদ্বিজন্তঃ।
ক্ষেমায় ভূতয় উতাত্মসুখায় চাস্য
বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈঃ॥ ১৩

তদ্ যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য
মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা।
লোকাশ্চ নির্বৃতিমিতাঃ প্রতিয়ন্তি সর্বে
রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি॥ ১৪

নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকাস্য-
জিহ্বার্কনেত্রভ্রুকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ।
আন্ত্রস্রজঃ ক্ষতজকেসরশঙ্কুকর্ণা-
ন্নির্হ্রাদভীতদিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ॥ ১৫

এখনও সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তমোগুণ প্রধান অসুরকুলে জাত আমার প্রতি কি আপনি প্রসন্ন হবেন ? ॥ ৮ ॥ আমার মনে হয় ধন, কৌলিন্য, রূপ, তপস্যা, বিদ্যা, ওজঃগুণ, তেজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং যোগ—কোনো কিছুই পরমপুরুষ ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। একমাত্র ভক্তিতেই তিনি তুষ্ট হন, যেমন গজেন্দ্রর প্রতি হয়েছিলেন॥ ৯ ॥ এই দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি পদ্মনাভের চরণ কমলের প্রতি বিমুখ হয় তবে তার থেকে সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ যে কিনা তার মন, বচন, কর্ম, ধন, প্রাণ সবকিছুই ভগবানের চরণে সমর্পণ করেছে। সেই চণ্ডাল নিজের বংশকে পবিত্র করে তুলেছে যা শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানশালী ব্রাহ্মণও করতে সমর্থ হননি॥ ১০ ॥ সর্বশক্তিমান স্বামী নিজের মধ্যেই নিজে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র জীবাত্মার পূজা গ্রহণ করার তাঁর কোনো আবশ্যকতাই নেই। তথাপি করুণাপরবশ হয়ে সরল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তাদের পূজা তিনি গ্রহণ করেন। মুখশ্রী যেমন দর্পণে দৃশ্যমান প্রতিবিম্বটিকেও সুন্দর করে তোলে, তেমনি ভক্ত ভগবানকে যে সম্মান প্রদান করেন সেই মান তিনি নিজেই ফিরে পান॥ ১১ ॥ এইজন্য সর্বথা অযোগ্য এবং অনধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত সংকোচ পরিত্যাগ করে নিজ বুদ্ধি অনুসারে আমি সর্বপ্রকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছি। এই মহিমা-কীর্তনের এমনই প্রভাব যে অবিদ্যার বশীভূত হয়ে সংসারচক্রে পরিভ্রমণরত জীব তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়॥ ১২ ॥

হে সত্ত্বগুণাশ্রয় দেব ! ব্রহ্মাদি সকল দেবতা আপনার আজ্ঞাকারী সেবকমাত্র। আমাদের মতো দৈত্যদের ন্যায় তাঁরা আপনার প্রতি দ্বেষ করেন না। আপনি জগতের কল্যাণ এবং অভ্যুদয়ের নিমিত্ত এবং তাকে আত্মানন্দের আস্বাদ দেওয়ার জন্য আনন্দময় অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে বিবিধ প্রকার লীলা করেন॥ ১৩ ॥ যে অসুরকে বধ করার জন্য আপনি ক্রোধের আশ্রয় নিয়েছিলেন সে তো মৃত। এখন আপনি আপনার ক্রোধকে প্রশমিত করুন। বিষধর সর্প এবং বৃশ্চিকের মৃত্যুতে সজ্জনবৃন্দ যেমন স্বস্তি লাভ করে তেমনই এই দুরন্ত দৈত্যের সংহারও সকলকে খুশি করেছে। তারা এখন আপনার শান্ত আনন্দময় রূপ দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ যুগে যুগে আপনার এই নৃসিংহ মূর্তি স্মরণ করবে॥ ১৪ ॥ হে দেব ! আপনার ভয়ংকর মুখ, লোল জিহ্বা, সূর্যসমান

[১] প্রা.পা.—প্রতাপ.।

ত্রস্তোঽস্ম্যহং[১] কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-
সংসারচক্রকদনাদ্[২] গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধঃ স্বকর্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু॥ ১৬

যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসযোগজন্ম-
শোকাগ্নিনা সকলযোনিষু দহ্যমানঃ।
দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং
ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্॥ ১৭

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥ ১৮

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্॥ ১৯

যস্মিন্যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্
যস্মৈ যথা যদুত যস্ত্বপরঃ পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্স্বভাবঃ।
সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্॥ ২০

মায়া মনঃ সৃজতি কর্মময়ং বলীয়ঃ
কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ।
ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিতষোড়শারং
সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেৎ ত্বদন্যঃ॥ ২১

তেজোদীপ্ত দৃষ্টি, ভয়ানক ভ্রূকুটী, তীক্ষ্ণকরাল দন্তরাজি, গলদেশে অন্ত্রসমূহের মালা, রুধিরলিপ্ত কেশর, শংকুর মতো ঊর্দ্ধোত্থিত কর্ণ, দিগ্গজদেরও ভয়-উৎপাদনকারী সিংহনাদ, শত্রুদেহবিদারী আপনার নখররাজি দেখেও কিন্তু আমি মুহূর্তের জন্যও ভীত হইনি॥ ১৫ ॥ হে দীনবন্ধু! আমি এই দুঃসহ, উগ্র সংসারচক্রের তীব্র পেষণকেই ভয় করি। আমার কর্মপাশই আমাকে যেন বদ্ধ অবস্থায় ভয়ংকর শ্বাপদসমূহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। প্রভু, আপনি প্রসন্ন হয়ে সকল জীবকুলের একমাত্র আশ্রয় এবং মোক্ষস্বরূপ আপনার ওই পাদপদ্মে কবে আমায় ডেকে নেবেন॥ ১৬ ॥

হে অনন্ত! আমি যতবার যে কোনো যোনিতেই জন্মগ্রহণ করেছি ততবারই প্রিয়বিয়োগ এবং অপ্রিয় সংযোগের শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছি। সেই দুঃখ প্রতিষেধক ঔষধও মূর্তিমান দুঃখ ব্যতীত আর কিছু নয়। না জানি কবে থেকে আপন অতিরিক্ত বস্তুকে আত্মা মনে করে দিশাহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি এমন কোনো সাধন মার্গ নির্দেশ করুন যে পথে আপনার প্রতি দাস্য-ভক্তি লাভ করতে পারি॥ ১৭ ॥ প্রভু! আপনি আমাদের প্রিয়তম হিতৈষী বান্ধব। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সকলের পরমারাধ্য। ব্রহ্মাকর্তৃক গীত আপনার লীলাকথা কীর্তন করে আমি বড় সহজপথে আসক্তি প্রভৃতি প্রাকৃত গুণসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে সংসারের দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হয়ে যাব কারণ আপনার চরণ-যুগলনিবাসী ভক্ত পরমহংস মহাপুরুষদের সঙ্গ আমি প্রতিনিয়তই লাভ করব॥ ১৮ ॥ হে ভগবান নৃসিংহ! ইহলোকে দুঃখী জীবকুলের দুঃখ নিবারণের জন্য যে সব প্রতিধ্বনি নির্দেশ করা হয় সেগুলি কিন্তু আপনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হলে ক্ষণকালের বেশি স্থায়ী হয় না; যেমন, বাবা-মা নিজের পুত্রকে রক্ষা করতে পারে না, ঔষধ রোগ সারাতে পারে না এবং অকুল পারাবারে ডুবন্ত মানুষকে নৌকাও রক্ষা করতে পারে না॥ ১৯ ॥ সত্ত্বাদিগুণের কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের ব্রহ্মাদি যে সকল শ্রেষ্ঠ এবং কালাদি যে সকল কনিষ্ঠ কর্তা আছেন তাঁরা সকলেই আপনার দ্বারাই চালিত। তাঁরা আপনার প্রেরণাতে যে আধারে স্থিত হয়ে যে নিমিত্তে, যে মৃত্তিকাদি উপকরণে, যে সময়ে, যে সকল সাধনের দ্বারা যে অদৃষ্টাদির সহায়তায়, যে প্রয়োজনে, যে বিধিতে যা কিছু উৎপন্ন করেন বা রূপান্তর ঘটান তা সবই আপনারই স্বরূপ॥ ২০ ॥ পুরুষের অনুমতিতে কালদ্বারা গুণসমূহের মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন

[১]প্রা.পা.—স্মালং। [২]প্রা.পা.—গহনাদ্।

স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না
কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ।
চক্রে বিসৃষ্টমজয়েশ্বর ষোড়শারে
নিষ্পীড্যমানমুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্॥ ২২

দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিলধিষ্ণ্যপানা-
মায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যাঞ্জনোঽয়ম্।
যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রূ-
বিস্ফূর্জিতেন লুলিতাঃ স তু তে নিরস্তঃ॥ ২৩

তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মা বিরিঞ্চাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্॥ ২৪

কুত্রাশিষঃ শ্রুতিসুখা মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ
ক্বেদং কলেবরমশেষরুজাং বিরোহঃ[১]।
নির্বিদ্যতে ন তু জনো যদপীতি বিদ্বান্
কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্দুরাপৈঃ॥ ২৫

ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ॥ ২৬

নৈষা পরাবরমতির্ভবতো ননু স্যা-
জ্জন্তোর্যথাঽঽত্মসুহৃদো জগতস্তথাপি।
সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্॥ ২৭

হওয়ার পর মায়া মনপ্রধান লিঙ্গশরীরের নির্মাণ করে থাকে। সেই লিঙ্গশরীর বলবান, কর্মময় এবং অনেক নামরূপে সুচারুরূপে বিন্যস্ত, ছন্দোময়। সেই অবিদ্যাকল্পিত মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রা—এই ষোড়শ বিকাররূপ অরযুক্ত এই সংসারচক্র। হে অজ ! এমন কোন পুরুষ আছে যে আপনার প্রতি বিমুখ থেকে এই মনরূপ সংসারচক্রকে অতিক্রম করবে॥ ২১ ॥ হে সর্বশক্তিমান! মায়া এই ষোড়শ অরযুক্ত সংসারে ফেলে যন্ত্রস্থ ইক্ষুর মতো আমাকে পেষণ করছে। আপনি আপনার চৈতন্য শক্তির দ্বারা বুদ্ধির সমস্ত গুণসমূহকে সর্বদা পরাজিত করেন এবং কালরূপে সকল সাধ্য এবং সাধনকে আপনার অধীনস্থ করে রাখেন। আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে এর থেকে রক্ষা করে আপনার নিকট টেনে নিন॥ ২২ ॥ ভগবান ! যার জন্য সংসারী ব্যক্তি লালায়িত থাকে—স্বর্গে লভ্য সমস্ত লোকপালের সেই আয়ু, ধন এবং ঐশ্বর্য আমার দেখা হয়ে গিয়েছে। যে সময় আমার পিতা ক্ষণিকের জন্য ক্রোধযুক্ত হাসি হাসতেন এবং তাতে তাঁর ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠত তখন স্বর্গের সম্পত্তির কোনো ঠিকানা থাকত না, সবই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ত। আপনি আমার সেই পিতাকে বধ করেছেন॥ ২৩ ॥ সেই কারণে ব্রহ্মলোকের মতো আয়ু, ধন, ঐশ্বর্য এবং ইন্দ্রিয়ভোগ, যা সাংসারিক মানুষদের আকৃষ্ট করে—তা আমি চাই না, কারণ আমি জানি যে অত্যন্ত শক্তিশালী কালরূপ ধারণ করে আপনি সমস্তই গ্রাস করে রেখেছেন। তাই আমাকে ভৃত্য হিসাবে আপনার অন্যান্য ভৃত্যবৃন্দের সন্নিধানে নিয়ে চলুন॥ ২৪ ॥ বিষয়ভোগের কথা শুনতে অত্যন্ত ভালো লাগলেও বাস্তবে তা তৃষ্ণার্ত হরিণের মরীচিকার জল পাওয়ার মতো নিতান্তই অসত্য এবং এই ভোগাসক্ত শরীরও অনন্ত রোগের উৎসস্থল। সুতরাং এই মিথ্যা বিষয়ভোগ এবং এই রোগযুক্ত শরীর—এই দুই-ই ক্ষণস্থায়ী এবং অসার একথা জেনেও মানুষ এর প্রতি বিরক্ত হয় না। বহু কষ্টে লব্ধ ভোগসমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুবিন্দুর দ্বারা নিজের কামানল নির্বাপিত করার চেষ্টা করে॥ ২৫ ॥ হে প্রভু ! এই তমোগুণী অসুর বংশে রজোগুণ থেকে উৎপন্ন আমিই বা কোথায় আর কোথায় আপনার অপার কৃপা। আমি ধন্য। আপনি আপনার প্রসাদস্বরূপ, সর্বসন্তাপহারী এই করকমল আমার মস্তকোপরি রেখেছেন, যা আপনি কোনোদিন ব্রহ্মা, শংকর এবং লক্ষ্মীর মস্তকেও রাখেননি॥ ২৬ ॥ সংসারী মানুষদের মতো আপনার মধ্যে

[১]প্রা.পা.—বিমোহঃ।

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্প্রসঙ্গাৎ।
কৃত্বাহত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবন্ গৃহীতঃ
সোহহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্॥ ২৮

মৎ প্রাণরক্ষণমনন্ত পিতুর্বধশ্চ
মন্যে স্বভৃত্যঋষিবাক্যমৃতং বিধাতুম্।
খড়্গং প্রগৃহ্য যদবোচদসদ্বিধিৎসু[১]-
স্ত্বামীশ্বরো মদপরোহবতু কং হরামি॥ ২৯

একস্ত্বমেব জগদেতদমুষ্য যৎ ত্ব-
মাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ।
সৃষ্টা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং
নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ॥ ৩০

ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোহন্যো
মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।
যদ্ যস্য জন্ম নিধনং স্থিতিরীক্ষণং চ
তদ্ বৈ তদেব বসুকালবদষ্টিতর্বোঃ॥ ৩১

ন্যস্যেদমাত্মনি জগদ্ বিলয়াম্বুমধ্যে
শেষেহত্মনা[২] নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
যোগেন মীলিতদৃগাত্মনিপীতনিদ্র-
স্তুর্যে স্থিতো ন তু তমো ন গুণাংশ্চ যুঙ্ক্ষে॥ ৩২

কোনো ছোট-বড় ভেদভাব নেই, কারণ আপনিই সকলের অকারণ প্রেমিক, সকলের আত্মা। তা সত্ত্বেও সেবা এবং ভজনার দ্বারাই কল্পবৃক্ষসদৃশ আপনার কৃপা লাভ করা যায়। সেবা অনুসারেই জীবকুলের প্রতি আপনার কৃপার উদয় হয়, সেখানে বংশগত উচ্চতা অথবা নীচতার কোনো স্থান নেই॥ ২৭ ॥ হে ভগবান! এই সংসার এমনই এক অন্ধকূপ যেখানে কালরূপ সর্প দংশন করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। বিষয়াসক্ত মানুষ সর্বদাই তার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকছে। আমিও সঙ্গদোষবশত সে-পথেই যেতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু ভগবান! দেবর্ষি নারদ আমাকে আপন-জন মনে করে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তবে আমি কেন আপনার ভক্তগণের সেবা করা থেকে বিমুখ হব ? ॥ ২৮ ॥ হে অনন্ত! যখন অন্যায় কাজ করতে উদ্যত আমার পিতা হাতে খড়্গ নিয়ে বলতে লাগলেন—'যদি আমি ছাড়া কোনো ঈশ্বর থাকে তাহলে তোকে রক্ষা করুক, এখন আমি তোর শিরশ্ছেদ করব', ঠিক সেইসময় আপনি আমার প্রাণরক্ষা করে আমার পিতাকে বধ করেছেন। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আপনি আপনার পরমভক্ত সনকাদি ঋষিদের বচন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই কার্য সম্পন্ন করেছেন॥ ২৯ ॥ হে ভগবান! এক আপনিই এই সম্পূর্ণ জগৎ। এর আদিতে আপনিই কারণরূপে ছিলেন অন্তেও আপনিই শেষসীমা রূপে থাকবেন, এই দুইয়ের মধ্যেও এই জগতের প্রতীতিরূপে আপনিই রয়েছেন। আপনি আপনার মায়াশক্তি দ্বারা গুণাদির পরিণামস্বরূপ এই জগতের সৃষ্টি করেছেন। যদিও এই সৃষ্টির পূর্বেও আপনি বর্তমান ছিলেন তথাপি এর মধ্যে প্রবেশের লীলা করে (নির্গুণ আপনি) গুণাদি যুক্ত হয়ে এক আপনিই বহুরূপে প্রতীত হচ্ছেন॥ ৩০ ॥ হে দেব! যা কিছু কার্য-কারণরূপে প্রতীত হয় তার সবকিছুই আপনি এবং এতদ্ব্যতীত যা কিছু তাও আপনিই। আপন-পর ভেদভাব কেবল অর্থহীন শব্দের মায়াজাল, কারণ যার থেকে যার জন্ম, স্থিতি, লয় এবং প্রকাশ ঘটে, সেটি স্বরূপত অপরটিই—যেমন বীজ এবং বৃক্ষ কারণ এবং কার্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন হলেও গন্ধ-তন্মাত্ররূপে অর্থাৎ ভূত সূক্ষ্মস্তরে দুটিই পৃথ্বীময় হওয়ায় দুইই এক॥ ৩১ ॥ ভগবান! আপনি এই বিশ্বচরাচরকে আপনার মধ্যে বিলীন করে আত্মানন্দে মগ্ন অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রলয়পয়োধি জলে শায়িত

[১]প্রা.পা.—দসূন্ বিভিৎসু.। [২]প্রা.পা.— শেবাসমো।

তস্যৈব তে বপুরিদং[১] নিজকালশক্ত্যা
সঞ্চোদিতপ্রকৃতিধর্মণ আত্মগূঢ়ম্।
অম্ভস্যনন্তশয়নাদ্ বিরমৎসমাধে-
র্নাভেরভূৎ স্বকণিকাবটবন্মহাব্জম্॥ ৩৩

তৎসম্ভবঃ কবিরতোঽন্যদপশ্যমান-
স্ত্বাং বীজমাত্মনি ততং স্ববহির্বিচিন্ত্য।
নাবিন্দদব্দশতমপ্সু নিমজ্জমানো
জাতেঽঙ্কুরে কথমু হোপলভেত বীজম্॥ ৩৪

স ত্বাত্মযোনিরতিবিস্মিত আশ্রিতোঽব্জং
কালেন তীব্রতপসা পরিশুদ্ধভাবঃ।
ত্বামাত্মনীশ ভুবি গন্ধমিবাতিসূক্ষ্মং
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ে বিততং দদর্শ॥ ৩৫

এবং সহস্রবদনাঙ্ঘ্রিশিরঃকরোরু-
নাসাস্যকর্ণনয়নাভরণায়ুধাঢ্যম্।
মায়াময়ং সদুপলক্ষিতসংনিবেশং[২]
দৃষ্ট্বা মহাপুরুষমাপ মুদং বিরিঞ্চঃ॥ ৩৬

তস্মৈ ভবান্ হয়শিরস্তনুবং চ বিভ্রদ্
বেদদ্রুহাবতিবলৌ মধুকৈটভাখ্যৌ।
হত্বাহনয়চ্ছ্রুতিগণাংস্তু[৩] রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং তব প্রিয়তমাং তনুমামনন্তি॥ ৩৭

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-[৪]
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ[৫] স ত্বম্॥ ৩৮

থাকেন। সেইসময় আপনি স্বয়ংসিদ্ধ যোগবলে বাহ্যদৃষ্টিকে বন্ধ রেখে, নিজ স্বরূপের প্রকাশের মধ্যে নিদ্রাকে বিলীন করে তুরীয় ব্রহ্মপদে অবস্থান করেন। এই অবস্থানকালে আপনি তমোগুণ এবং বিষয়—উভয়ের সঙ্গেই সম্পূর্ণ সম্পর্কবর্জিত অবস্থায় বিরাজ করেন॥ ৩২ ॥ স্বীয় কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতির গুণসমূহকে আপনিই প্রেরণ করেন, তাই ব্রহ্মাণ্ড আপনারই শরীর। প্রথমাবস্থায় তা আপনার মধ্যেই লীন ছিল। প্রলয়কালীন জলে শেষশয্যায় শয়ান আপনি যখন যোগনিদ্রার সমাধি ত্যাগ করেন তখন ক্ষুদ্র বীজ থেকে যেমন বিশাল বটবৃক্ষ মাথা তোলে তেমনই আপনার নাভি থেকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কমল উত্থিত হল॥ ৩৩ ॥ সেই পদ্মের উপর সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মা প্রকটিত হলেন। তখন তাঁর চতুর্দিকে কমলাসন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। বীজরূপে ব্যাপ্ত আপনাকে নিজের মধ্যে জানতে না পেরে তিনি আপনাকে নিজের বাইরে অবস্থিত মনে করে জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে একশ বৎসর ধরে অনুসন্ধানে ব্যস্ত রইলেন। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলেন না। অবশ্য তাই স্বাভাবিক, কেননা বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গমের পর সমগ্র বৃক্ষে ব্যাপ্ত সেই বীজের পৃথক অস্তিত্ব কীভাবে পাওয়া যাবে? ॥ ৩৪ ॥ ভগবান ব্রহ্মা হার মেনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পদ্মের উপরে বসে পড়লেন। বহুকাল তপস্যা করার পর যখন তাঁর হৃদয় শুদ্ধ হল তখন ভূত, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণরূপ স্বশরীরে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আপনার সূক্ষ্মশরীরকে তিনি অনুভব করলেন—যেমন পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত তার অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রা গন্ধরূপেই অনুভূত হয়॥ ৩৫ ॥ বিরাট পুরুষ সহস্র সহস্র শির, মুখ, হস্ত, পদ, জঙ্ঘা, নাসিকা, কর্ণ, নেত্র, ভূষণাদি এবং আয়ুধসম্পন্ন ছিলেন। চতুর্দশ লোক তাঁর বিভিন্ন অঙ্গরূপে শোভা পাচ্ছিল। ভগবানের সেই লীলাময় মূর্তি দেখে ব্রহ্মার বড় আনন্দ হল॥ ৩৬ ॥ রজোগুণ এবং তমোগুণরূপ মধু এবং কৈটভ নামক অতি বলবান দুই দৈত্য ছিল। তারা যখন বেদকে হরণ করল তখন আপনি হয়গ্রীব অবতাররূপ ধারণ করে সেই দুই দৈত্যকে বধ করে সত্ত্বগুণরূপ চতুর্বেদ ব্রহ্মাকে ফিরিয়ে দিলেন। মহাপুরুষগণ বলেন যে সেই সত্ত্বগুণই আপনার অত্যন্ত প্রিয় শরীর॥ ৩৭ ॥ হে পুরুষোত্তম ! এইভাবে

[১]প্রা.পা.—পুনরিদং। [২]প্রা.পা.—লক্ষণাস.। [৩]প্রা.পা.—হত্বা পুনঃ শ্রুতিগণাংশ্চ। [৪]প্রা.পা.—কৃতাব.। [৫]প্রা.পা.—প্রভবসিদ্ধিযুগোঽথ।

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত[১]
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥ ৩৯

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥ ৪০

এবং স্বকর্মপতিতং ভববৈতরণ্যা-
মন্যোন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্।
পশ্যঞ্জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং
হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য॥ ৪১

কো ন্বত্র তেঽখিলগুরো ভগবন্ প্রয়াস
উত্তারণেঽস্য ভবসম্ভবলোপহেতোঃ।
মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহঃ আর্তবন্ধো
কিং তেন তে প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ[২]॥ ৪২

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥ ৪৩

আপনি মনুষ্য, পশু-পক্ষী, ঋষি, দেবতা এবং মৎস্যাদি অবতাররূপে লোকসমূহের পালন এবং বিশ্বদ্রোহিগণের সংহার করেন। এইভাবে অবতার রূপ পরিগ্রহণের মাধ্যমে আপনি যুগে যুগে ধর্মকে রক্ষা করেন। কলিযুগে আপনি নিজেকে গুপ্ত রেখে অবস্থান করছেন সেইজন্য আপনার আরেক নাম 'ত্রিযুগ'॥ ৩৮ ॥

হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমার মন বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত। একেই তো সে নিজেই দুঃশীল তারপর পাপ কামনা দ্বারা জর্জরিত। হর্ষ, শোক, ভয়, লোক-পরলোকের চিন্তা, ধন-পত্নী-পুত্রাদির ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে থাকে—আপনার লীলা কীর্তনের মধ্যে সে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না। এই সকল কারণেই আমি দীনহীন হয়ে আছি, আপনার স্বরূপ চিন্তন কী করে করব ? ॥ ৩৯ ॥ হে অচ্যুত! জিহ্বা পূর্বে অনাস্বাদিত স্বাদু বস্তুর রসগ্রহণের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। শারীরিক কামনা সুন্দরী স্ত্রীলোকের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ত্বক কোমল স্পর্শের প্রতি, উদর ভোজনের প্রতি, কান মধুর গীতের প্রতি, নাসিকা সুগন্ধের প্রতি, চপলনেত্র সৌন্দর্যের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করছে। এসব ব্যতীত কর্মেন্দ্রিয়ও নিজ নিজ বিষয়ে আকৃষ্ট হবার জন্য ব্যাকুল। পত্নীযুক্ত পুরুষকে তার পত্নীরা যেমন নিজ নিজ শয়ন কক্ষের দিকে টানতে থাকে, আমার অবস্থাও ঠিক সেইরকম সঙ্গিন হয়ে উঠেছে॥ ৪০ ॥ এইভাবে জীব নিজের কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসাররূপ বৈতরণীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু আবার মৃত্যু থেকে জন্ম এবং এই দুই-এর কর্মভোগ করতে করতে সর্বদা মহাভয়ে ভীত হয়ে থাকছে। আপন-পর ভেদ করতে করতে কারোর সঙ্গে মিত্রতা করছে, তো কারোর সঙ্গে শত্রুতা। আপনি মূর্খ জীবের এই দুর্দশা দেখে করুণায় দ্রবীভূত হোন। হে ভবনদীর কাণ্ডারী! এই জীবকুলকে আপনি উদ্ধার করুন॥ ৪১ ॥ হে জগদ্‌গুরু, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা, এই সংসার নদী থেকে জীবকে পার করার আপনি কী উপায় ভেবেছেন ? হে দীননাথ! সাংসারিক বুদ্ধিহীন সরল ব্যক্তিই মহান পুরুষের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হয়। কিন্তু (আমি তা নই) আমার তার প্রয়োজনও নেই কারণ আমি আপনার প্রিয়জনের সেবাদাস, তাই সংসার সাগর পার হওয়ার কোনো ভাবনাই আমার নেই॥ ৪২ ॥ হে পরমাত্মস্বরূপ! এই ভব-বৈতরণী পার

[১]প্রা.পা.—ভয়েক্ষণার্ত। [২]প্রা.পা.— সেবয়া।

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্বিহায় কৃপণান্বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥ ৪৪

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিমন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥ ৪৫

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥ ৪৬

রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে
বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য।
যুক্তাঃ সমক্ষমুভয়ত্র বিচিন্বতে[১] ত্বাং
যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ॥ ৪৭

হওয়া অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে কঠিন হলেও আমি কিন্তু মুহূর্তের জন্যও চিন্তিত হই না, কারণ আমার মন বৈতরণীতে নয়, স্বর্গীয় অমৃতকেও যা পরাজিত করে পরমামৃতস্বরূপ সেই আপনার লীলা কীর্তনেই মগ্ন থাকে। আপনার গুণগান করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের মায়াময় মিথ্যা সুখ পাওয়ার জন্য নিজের মাথার ওপর সারা সংসারের ভার বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে আমি সেই সকল মূর্খ প্রাণিগণের জন্য শোক করছি॥ ৪৩ ॥ হে প্রভু! বড় বড় মুনি ঋষিরা নিজের নিজের মুক্তির নিমিত্ত অরণ্যবাসী হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। অন্যের মুক্তির ব্যাপারে কিন্তু তারা উদাসীনই থাকেন। কিন্তু আমার মনের গতি ভিন্নপ্রকার। আমি এই অবোধ অসহায় দীনহীনদের পরিত্যাগ করে একা মুক্ত হতে চাই না। আর এই বিপথগামী জীবদের উদ্ধার করার জন্য আপনি ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই॥ ৪৪ ॥ সংসারে বদ্ধজীব মৈথুনাদিজনিত যে তুচ্ছ সুখভোগ করে তা পরিণামে দুঃখ বৈ কিছু নয়। কেউ যদি দাদের জায়গায় চুলকায় তবে তাৎক্ষণিক একটু আরাম হলেও পরিণামে তা বিষক্রিয়ার ফলে দুঃখদায়ী হয়। অবোধ, অজ্ঞানী কিন্তু বহু দুঃখ ভোগ করেও বিষয় থেকে বিরত হয় না। দাদকে যদি না চুলকানো হয় তবে তা সুখকর পরিণামে যায় (অর্থাৎ সেরে ওঠে)। তেমনই ধীর পুরুষ কামাদিবেগকেও সংযত রেখে তার বিনাশ ঘটাতে সমর্থ হন॥ ৪৫ ॥ হে পুরুষোত্তম! মোক্ষের দশ প্রকার সাধন প্রসিদ্ধ। তা হল—মৌন, ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্রশ্রবণ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, স্বধর্মপালন, যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জনে অবস্থান করা, জপ এবং সমাধি। কিন্তু অসংযমীর কাছে এগুলি জীবিকা নির্বাহের অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হয়। বকধার্মিকের স্বরূপ যতদিন পর্যন্ত না মানুষের গোচরে আসছে ততদিন পর্যন্ত তারা জীবিকাসাধন করে থাকে আর তা জানাজানি হওয়া মাত্রই সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়॥ ৪৬ ॥ বেদ, বীজ এবং অঙ্কুরের মতো কার্য ও কারণরূপ আপনার দুই রূপেরই নির্মাণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে আপনি প্রাকৃতিক রূপরহিত কিন্তু এই কার্য এবং কারণরূপ ব্যতীত আপনাকে জানার আর কোনো সাধনমার্গও নেই। কাষ্ঠে গুপ্তভাবে পরিব্যাপ্ত অগ্নিকে যেমন ঘর্ষণের দ্বারা প্রকাশিত করা হয় তেমনই যোগিগণ ভক্তিযোগের সাধনার দ্বারা কার্য ও কারণের মধ্যে

[১]প্রা.পা.—বিচক্ষতে।

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্
নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্॥ ৪৮

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো[১] বিরমন্তি শব্দাৎ॥ ৪৯

তৎ তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ
কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥ ৫০

নারদ উবাচ

এতাবদ্বর্ণিতগুণো ভক্ত্যা ভক্তেন নির্গুণঃ।
প্রহ্লাদং প্রণতং প্রীতো যতমন্যুরভাষত॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্॥ ৫২

মামপ্রীণত আয়ুষ্মন্দর্শনং দুর্লভং হি মে।
দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং[২] তপ্তুমর্হতি॥ ৫৩

প্রীণন্তি হ্যথ মাং ধীরাঃ সর্বভাবেন সাধবঃ।
শ্রেয়স্কামা মহাভাগা সর্বাসামাশিষাং পতিম্॥ ৫৪

আপনার অনুসন্ধান করেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই দুই রূপ আপনার থেকে পৃথক নয় বরং আপনারই স্বরূপ ॥ ৪৭ ॥ হে অনন্ত, হে প্রভু! বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, পঞ্চভূত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, অহংকার, সম্পূর্ণ জগৎ, সগুণ এবং নির্গুণ—সব কিছুই কেবল আপনিই। এমন কি মন এবং শব্দের দ্বারা যা কিছু নিরূপিত হয়, তা সবই আপনি ভিন্ন আর কিছু নয়॥ ৪৮ ॥ হে সমগ্র কীর্তির আশ্রয় ভগবান! এই সত্ত্বাদি গুণ ও তার পরিণাম মহত্তত্ত্বাদি দেবতা, মনুষ্য এবং মন প্রভৃতি কোনো কিছুই আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ নয়, কারণ তারা আদ্যন্তবিশিষ্ট কিন্তু আপনি অনাদি এবং অনন্ত। এরূপ বিচার করে জ্ঞানী ব্যক্তিরা শব্দজালের মায়া থেকে দূরে থাকেন॥ ৪৯ ॥ হে পরমপূজ্যপাদ! আপনার সেবার ছয় প্রকার পদ্ধতি আছে—নমস্কার, স্তুতি, সমস্ত কর্মের সমর্পণ, সেবা-পূজা, চরণকমলের সদা চিন্তা এবং নাম-গান শোনা। এই ষড়ঙ্গ সেবা পদ্ধতি ছাড়া আর কীভাবে আপনার শ্রীচরণকমল প্রাপ্ত হওয়া যাবে? ভক্তিবিনা কীভাবেই বা আপনাকে পেতে পারি? হে প্রভু, আপনি তো আপনার পরম ভক্তজনের, পরমহংসের সর্বস্ব॥ ৫০ ॥

দেবর্ষি নারদ বললেন—এইভাবে অত্যন্ত ভক্তিভরে ভক্ত প্রহ্লাদ প্রকৃতি এবং প্রাকৃত গুণরহিত ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করলেন। এরপরে তিনি ভগবানের শ্রীচরণে নতমস্তক হয়ে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। নৃসিংহ ভগবানের ক্রোধ শান্ত হয়ে গেল এবং তিনি প্রসন্ন হয়ে প্রেমপূর্ণ বচন বলতে লাগলেন॥ ৫১ ॥

শ্রীনৃসিংহ ভগবান বললেন—পরম স্নেহভাজন প্রহ্লাদ! তোমার কল্যাণ হোক। হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি তোমার মনোমত বর প্রার্থনা করো, আমাকে সবাই প্রাণীকুলের অভিলাষপূরণকারী বলে জানে॥ ৫২ ॥ হে দীর্ঘজীবী! শোনো, যে আমাকে প্রসন্ন করতে পারে না, আমার দর্শন লাভ করা তার কাছে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। আর আমার দর্শনমাত্রই প্রাণীকুলের হৃদয়ে আর কোনো দুঃখ থাকে না॥ ৫৩ ॥ আমি সর্ব-মনোবাঞ্ছাপূরণকারী। এই কারণে সমস্ত কল্যাণকামী ভাগ্যবান সজ্জনবৃন্দ জিতেন্দ্রিয় হয়ে সাংসারিক বিষয় পরিত্যাগ করে সকল বৃত্তিসমূহ দ্বারা আমাকে প্রসন্ন করতে চেষ্টা করে॥ ৫৪ ॥

[১]প্রা.পা.—মুনয়ো। [২]প্রা.পা.—পুনর্জন্ম নাত্মানং।

এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ।
একান্তিত্বাদ্ ভগবতি নৈচ্ছৎ তানসুরোত্তমঃ॥ ৫৫

অনেক মহান ব্যক্তি বরগ্রহণের প্রলোভন এড়াতে না পারলেও অসুরকুলের অলংকার, ভগবানের পরমভক্ত প্রহ্লাদ কিন্তু প্রলোভিত হয়েও বরগ্রহণের কোনোরকম ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে[১] প্রহ্লাদচরিতে ভগবৎস্তবো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ-চরিত্রে ভগবৎ স্তুতি নামক নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক এবং ত্রিপুরদহনের উপাখ্যান

নারদ উবাচ

ভক্তিযোগস্য তৎ সর্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ।
মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচ হ॥ ১

নারদ বললেন—প্রহ্লাদ বালক হলেও একথা বুঝলেন যে বর ভিক্ষা করা প্রেম ও ভক্তির পথে বিঘ্নস্বরূপ। তাই ঈষৎ হেসে তিনি ভগবানকে বললেন॥ ১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাঽসক্তং কামেষু[২] তৈর্বরৈঃ।
তৎ সঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥ ২

ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো॥ ৩

নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত[৩] করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥ ৪

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥ ৫

প্রহ্লাদ বললেন—হে প্রভু ! আজন্ম আমি বিষয়ভোগাসক্ত। সুতরাং আমাকে বরদানের দ্বারা প্রলোভিত করবেন না। বিষয়ভোগাসক্তিতে ভীত হয়ে এবং তীব্র বেদনা অনুভব করে আমি তার থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায় আপনার শরণাপন্ন হয়েছি॥ ২ ॥ হে ভগবান ! আমি ভক্তগুণসম্পন্ন কিনা এ জানার জন্য আপনি আপনার ভক্তকে বরদানের প্রতি আকর্ষিত করতে চাইছেন। এই বিষয় ভোগলিপ্সা হৃদয়ের গ্রন্থিকে অত্যন্ত দৃঢ়তর করে বার বার জন্ম-মৃত্যু চক্রে প্রেরণ করে॥ ৩ ॥ হে জগদ্‌গুরু ! পরম দয়ালু আপনি কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য এইসব বলছেন, তাছাড়া আমি তো কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না (আপনার ভক্তকে ভোগলিপ্সায় নিমজ্জিত হওয়ার বর আপনি কখনো দিতে পারেন না)। যে সেবক কেবলমাত্র নিজের কামনা চরিতার্থ করতে চাইছে, সে সেবক নয়, সেতো কেবলমাত্র দেনা-পাওনার কারবারী বণিক ॥ ৪ ॥ যে নিজের প্রভুর কাছ থেকে আপন কামনা পূরণ করতে চায়, সে নিশ্চয়ই

---

[১]প্রা.পা.—স্কন্ধে নব.। [২]প্রা.পা.—নৈতেষু। [৩]প্রা.পা.—ঘটতে।

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বং চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব[১]॥ ৬

যদি রাসীশ[২] মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥ ৭

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্মো ধৃতির্মতিঃ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা॥ ৮

বিমুঞ্চতি যদা কামান্মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে[৩]॥ ৯

নমো[৪] ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে।
হরয়েঽদ্ভুতসিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥ ১০

নৃসিংহ [৫]উবাচ

নৈকান্তিনো মে[৬] ময়ি জাত্বিহাশিষ
আশাসতেঽমুত্র চ যে[৭] ভবদ্বিধাঃ।
অথাপি মন্বন্তরমেতদত্র
দৈত্যেশ্বরাণামনুভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্॥ ১১

কথা মদীয়া জুষমাণঃ প্রিয়াস্ত্ব-
মাবেশ্য মামাত্মনি সন্তমেকম্।
সর্বেষু ভূতেষ্বধিযজ্ঞমীশং
যজস্ব যোগেন চ কর্ম হিন্বন্[৮]॥ ১২

ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং
কলেবরং কালজবেন হিত্বা।
কীর্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং
বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ॥ ১৩

য এতৎ কীর্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ।
ত্বাং চ মাং চ স্মরন্ কালে[৯] কর্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৪

সেবক নয় এবং যে সেবকের নিকট থেকে শুধু সেবা পাওয়ার জন্যই প্রভু হয়ে বসে নিজের কামনা পূরণ করতে চায় সেও যথার্থ প্রভু নয়॥ ৫ ॥ আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিরপেক্ষ প্রভু। প্রয়োজনবশত যেমন রাজা এবং তার সেবকের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক থাকে ওইরকম সম্পর্ক আমার সঙ্গে আপনার নয়॥ ৬ ॥ হে বরদানের শিরোমণি নাথ ! যদি আপনি বরদানে ইচ্ছুক হন তাহলে কোনোভাবে, কখনো যেন আমার হৃদয়ে কামনার বীজ অঙ্কুরিত না হয় এরূপ বরদান করুন॥ ৭ ॥ হৃদয়ে কোনো কিছু কামনা উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, তেজ, স্মৃতি এবং সত্য—সকল কিছুরই বিনাশ ঘটে॥ ৮ ॥

হে কমললোচন ! যখন মানুষ তার মনস্থিত সমস্ত কামনা পরিহার করে তখনই সে ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়॥ ৯ ॥ হে ভগবান ! আপনাকে প্রণাম । আপনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান। আপনি উদারতার শিরোমণি স্বয়ং পরমব্রহ্ম পরমাত্মা। এই অদ্ভুত নৃসিংহরূপধারী শ্রীহরির চরণে আমি বারংবার প্রণাম করি॥ ৯ ॥

ভগবান নৃসিংহদেব বললেন—হে প্রহ্লাদ ! তোমার মতো একান্তভক্ত ইহলোকে অথবা পরলোকে কোনো কিছুরই বিনিময়ে কামনা করে না। তথাপি খুব বেশিদিনের জন্য না হলেও আমার প্রসন্নতার জন্য তুমি এক মন্বন্তর কাল পর্যন্ত ইহলোকে দৈত্যাধিপতিদের ভোগ্য সমস্ত বিষয় গ্রহণে স্বীকৃত হও॥ ১১ ॥ সমস্ত জীবকুলের হৃদয়ে যজ্ঞের উপভোগকারী আমি ঈশ্বররূপে বিরাজিত। তুমি নিজের হৃদয়ে আমাকে দেখতে পাবে এবং তোমার অত্যন্ত প্রিয় আমার লীলাকথা শুনতেও পাবে। সমস্ত কর্মের দ্বারা আমাকে আরাধনা করে প্রারব্ধ কর্মের নাশ করো॥ ১২ ॥ ভোগের দ্বারা পুণ্যকর্মের ফল এবং নিষ্কাম পুণ্যকর্মের দ্বারা পাপ ক্ষয় করে, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, সময়মতো শরীর পরিত্যাগ করে, আমার কাছে চলে আসবে। সুরলোকের বাসিন্দারাও তোমার বিশুদ্ধ কীর্তির মহিমাকীর্তন করবে॥ ১৩ ॥ তোমার কৃত আমার স্তুতির বন্দনাগান ইহলোকে যে মনুষ্য করবে এবং তোমাকে ও

[১]প্রা.পা.—রিহ। [২]প্রা.পা.—দাস্যসি। [৩] প্রাচীন বইয়ে 'কল্পতে ॥ ৯ ॥' এর পরে 'নারদেনোপদিষ্টং মে তব মন্ত্রমহং স্মরে' এই অংশটি অধিক আছে। [৪]প্রা.পা.—ওঁ নমো। [৫]প্রা.পা.—ভগবানুবাচ। [৬]প্রা.পা.—যে। [৭]প্রা.পা.—তে। [৮]প্রা.পা.—হিত্বা। [৯]প্রা.পা.—স্মরেৎ।

প্রহ্লাদ উবাচ

বরং[১] বরস্য এতৎ তে বরদেশান্মহেশ্বর।
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম্॥ ১৫

বিদ্ধামর্ষাশয়ঃ সাক্ষাৎ সর্বলোকগুরুং প্রভুম্।
ভ্রাতৃহেতি মৃষাদৃষ্টিস্ত্বদ্ভক্তে ময়ি চাঘবান্॥ ১৬

তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্ দুস্তরাদঘাৎ।
পূতস্তেঽপাঙ্গসংদৃষ্টস্তদা[২] কৃপণবৎসল॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য গৃহে জাতো ভবান্বৈ কুলপাবনঃ॥ ১৮

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে[৩] পূয়ন্ত্যপি কীকটাঃ॥ ১৯

সর্বাত্মনা ন হিংসন্তি ভূতগ্রামেষু কিঞ্চন।
উচ্চাবচেষু দৈত্যেন্দ্র মদ্ভাবেন[৪] গতস্পৃহাঃ॥ ২০

ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্মে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতিরূপধৃক্॥ ২১

কুরু ত্বং প্রেতকার্যাণি পিতুঃ পূতস্য সর্বশঃ।
মদঙ্গস্পর্শনেনাঙ্গ লোকান্যাস্যতি সুপ্রজাঃ॥ ২২

পিত্র্যং চ স্থানমাতিষ্ঠ যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কর্মাণি মৎপরঃ॥ ২৩

নারদ [৫]উবাচ

প্রহ্লাদোঽপি তথা চক্রে পিতুর্যৎসাম্পরায়িকম্।
যথাঽঽহ ভগবান্ রাজন্নভিষিক্তো দ্বিজোত্তমৈঃ[৬]॥ ২৪

আমাকে স্মরণ করবে এই সংসারে সমস্ত বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ বললেন—হে মহেশ্বর ! আপনি বরদানকারীদের প্রভু। আমি আপনার থেকে আর এক বর প্রার্থনা করি। আমার পিতা চরাচরগুরু আপনার সর্বশক্তিমান অলৌকিক তেজের সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত আপনার নিন্দা করেছেন। 'এই বিষ্ণুই আমার ভাইকে হত্যা করেছে' এরূপ মিথ্যা বুদ্ধিগ্রস্ত হওয়ার ফলে আমার পিতা ক্রোধ সম্বরণ করতে অসমর্থ হয়েছেন। এইজন্য আমি আপনার ভক্ত বলে উনি আমাকে দুঃখ দিয়েছেন॥ ১৫-১৬ ॥

হে দীনবন্ধু ! আপনার দৃষ্টি পড়তেই উনি পবিত্র হয়েছেন। আমার পিতা যে পাপ করেছেন তা শীঘ্রই স্খালন হবার নয়, তবুও আমি এই প্রার্থনাই জানাচ্ছি যে আমার পিতা অনেক দোষের ভাগী হওয়া সত্ত্বেও যেন আপনার দ্বারা হত হয়ে পূত হয়ে যান॥ ১৭ ॥

শ্রীনৃসিংহদেব বললেন—হে নিষ্পাপ প্রহ্লাদ ! তোমার পিতা আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে মুক্ত হয়েছেন। এ আর এমনকী, তোমার মতো কুলপবিত্রকারী পুত্র প্রাপ্ত হবার জন্যই পূর্ববর্তী একুশ পুরুষসহ তিনি মুক্ত হতে পারতেন॥ ১৮ ॥ শান্ত, সমদর্শী এবং সম্যক্‌ভাবে সদাচার পালনকারী ভক্তবৃন্দ যেখানেই থাকুন না কেন কীকটদেশ হলেও তা পবিত্র হয়ে যাবে॥ ১৯ ॥ দৈত্যরাজ ! আমার প্রতি ভক্তিভাবহেতু যার সমস্ত কামনা নষ্ট হয়ে গেছে, সে সর্বত্র আত্মভাবহেতু ছোট বড় যে কোনো প্রাণীকে কোনোরকম কষ্ট পেতে দেয় না॥ ২০ ॥ এই সংসারে যারা তোমাকে অনুকরণ করবে তারাও আমার ভক্তে পরিণত হবে। বৎস ! তুমিই আমার সমস্ত ভক্তকুলের আদর্শস্বরূপ॥ ২১ ॥ যদিও তোমার পিতা আমার অঙ্গ স্পর্শে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছেন তথাপি তুমি তাঁর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করো। তোমার মতো পুত্রলাভের জন্যই উনি পরমলোক প্রাপ্ত হবেন॥ ২২ ॥ বৎস ! তুমি, তোমার পিতার শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, বেদবিদ মুনিদের আজ্ঞানুসারে, আমার শরণে থেকে, আমাতে মন নিবিষ্ট করে, সেবা-বুদ্ধিযুক্ত হয়ে আপন কার্যে প্রবৃত্ত হও॥ ২৩ ॥

নারদ বলতে লাগলেন—হে যুধিষ্ঠির ! ভগবানের আদেশানুসারে প্রহ্লাদ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর শ্রেষ্ঠ

[১]প্রা.পা.—বরান্। [২]প্রা.পা.— ত্বে শাস্তয়া দৃষ্ট্যা দৃষ্টঃ কৃপ.। [৩]প্রা.পা.—পূয়ন্তেঽপি। [৪]প্রা.পা.—মদ্ভক্তা বিগতস্পৃহাঃ। [৫]প্রা.পা.—শুক উবাচ। [৬]প্রা.পা.—দ্বিজাতিভিঃ।

প্রসাদসুমুখং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা নরহরিং হরিম্।
স্তুত্বা বাগ্ভিঃ পবিত্রাভিঃ প্রাহ দেবাদিভির্বৃতঃ ॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ [১]

দেবদেবাখিলাধ্যক্ষ ভূতভাবন পূর্বজ।
দিষ্ট্যা তে নিহতঃ পাপো লোকসন্তাপনোঽসুরঃ ॥ ২৬

যোঽসৌ লব্ধবরো মত্তো ন বধ্যো মম সৃষ্টিভিঃ।
তপোযোগবলোন্নদ্ধঃ[২] সমস্তনিগমানহন্ ॥ ২৭

দিষ্ট্যাস্য[৩] তনয়ঃ সাধুর্মহাভাগবতোঽর্ভকঃ।
ত্বয়া বিমোচিতো মৃত্যোর্দিষ্ট্যা ত্বাং[৪] সমিতোঽধুনা ॥ ২৮

এতদ্ বপুস্তে ভগবন্ধ্যায়তঃ প্রযতাত্মনঃ।
সর্বতো গোপ্তৃ সংত্রাসান্মৃত্যোরপি জিঘাংসতঃ ॥ ২৯

নৃসিংহ [৫]উবাচ

মৈবং বরোঽসুরাণাং তে প্রদেয়ঃ পদ্মসম্ভব।
বরঃ ক্রূরনিসর্গাণামহীনামমৃতং যথা ॥ ৩০

নারদ উবাচ

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রাজংস্তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩১

ততঃ সম্পূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্।
ভবং প্রজাপতীন্দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ ॥ ৩২

ততঃ কাব্যাদিভিঃ সার্ধং মুনিভিঃ কমলাসনঃ।
দৈত্যানাং দানবানাং চ প্রহ্লাদমকরোৎ পতিম্ ॥ ৩৩

প্রতিনন্দ্য ততো দেবাঃ প্রযুজ্য পরমাশিষঃ।
স্বধামানি যযু রাজন্ ব্রহ্মাদ্যাঃ প্রতিপূজিতাঃ ॥ ৩৪

এবং তৌ পার্ষদৌ বিষ্ণোঃ পুত্রত্বং প্রাপিতৌ দিতেঃ।
হৃদি স্থিতেন হরিণা বৈরভাবেন তৌ হতৌ ॥ ৩৫

ব্রাহ্মণদের দ্বারা রাজ্যাভিষিক্ত হলেন ॥ ২৪ ॥ এই সময়ে দেবতা ও ঋষিদের সঙ্গে ব্রহ্মাও নৃসিংহ ভগবানের প্রসন্ন বদন অবলোকন করে পবিত্র বাক্যের দ্বারা তাঁর স্তুতি করে বলতে লাগলেন ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—হে দেবতাদের আরাধ্যদেব! আপনি সর্বজ্ঞ, জীবের জীবনদাতা এবং আমার পিতা। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে সমস্ত লোকের কষ্টদানকারী এই পাপী দৈত্যকে আপনি বধ করেছেন ॥ ২৬ ॥ আমার দ্বারা সৃষ্ট কোনো প্রাণীই একে বধ করতে পারবে না—এই বরই একে আমি দিয়েছিলাম। তার ফলে মদমত্ত হয়ে তপস্যা, যোগ এবং ক্ষমতার বলে উচ্ছৃঙ্খল এই দৈত্য বেদবিহিত সমস্ত কর্মকাণ্ডের লঙ্ঘন করেছিল ॥ ২৭ ॥ আরও সৌভাগ্যের কথা এই যে, এর পরমভাগবত পবিত্রহৃদয় পুত্র শিশু প্রহ্লাদকে আপনি মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছেন এবং আরও আনন্দের ও মঙ্গলের কথা হল যে ও এখন আপনার শরণাগত ॥ ২৮ ॥ হে ভগবান! একাগ্রচিত্তে যে আপনার নৃসিংহরূপের ধ্যান করবে সমস্ত প্রকার ভয় এমনকি মৃত্যুও তার কিছুই করতে পারবে না ॥ ২৯ ॥

ভগবান নৃসিংহ বললেন—হে ব্রহ্মা! স্বভাবে ক্রূর দৈত্যদের এরূপ বরদান যেন সাপকে দুধ খাওয়ানোর মতোই ব্যাপার সুতরাং তা পরিত্যাজ্য ॥ ৩০ ॥

নারদ বলতে লাগলেন—হে যুধিষ্ঠির! নৃসিংহ ভগবান এই পর্যন্ত বলে ব্রহ্মার অর্চনা স্বীকার করে নিয়ে সমস্ত প্রাণীদের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ॥ ৩১ ॥ এরপর প্রহ্লাদ ভগবৎস্বরূপ ব্রহ্মা, শংকর, প্রজাপতিসহ সমস্ত দেবতাদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পূজা করলেন ॥ ৩২ ॥ তখন শুক্রাচার্যসহ সমস্ত মুনিদের সঙ্গে ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে দৈত্যদানবদের অধিপতিরূপে সিংহাসনে স্থাপন করলেন ॥ ৩৩ ॥ এরপর ব্রহ্মাদিসহ দেবতারা প্রহ্লাদকে অভিনন্দনসহ আশীর্বাদ করলেন। প্রহ্লাদও যথাবিহিত সম্মান সহযোগে তাঁদের সৎকার করলেন। তারপর দেবতারা নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন ॥ ৩৪ ॥

যুধিষ্ঠির! এইভাবে ভগবানের দুই পার্ষদ জয় এবং বিজয় দিতির পুত্র দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং যথারীতি তারা ভগবানের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করত। হৃদিস্থিত

[১] প্রাচীন বইয়ে 'ব্রহ্মোবাচ' নেই। [২]প্রা.পা.—বলোন্মত্তঃ। [৩]প্রা.পা.— তে। [৪]প্রা.পা.— ত্বয়িয়তোঽধুনা। [৫]প্রা.পা.—ভগবানুবাচ।

পুনশ্চ বিপ্রশাপেন[১] রাক্ষসৌ তৌ বভূবতুঃ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ হতৌ তৌ রামবিক্রমৈঃ॥ ৩৬

শয়ানৌ যুধি নির্ভিন্নহৃদয়ৌ রামসায়কৈঃ।
তচ্চিত্তৌ জহতুর্দেহং যথা প্রাক্তনজন্মনি॥ ৩৭

তাবিহাথ পুনর্জাতৌ শিশুপালকরূষজৌ[২]।
হরৌ বৈরানুবন্ধেন পশ্যতস্তে সমীয়তুঃ॥ ৩৮

এনঃ পূর্বকৃতং যৎ তদ্ রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্ত্বন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা॥ ৩৯

যথা যথা ভগবতো ভক্ত্যা পরময়াভিদা।
নৃপাশ্চৈদ্যাদয়ঃ সাত্ম্যং হরেস্তচ্চিন্তয়া যযুঃ॥ ৪০

আখ্যাতং সর্বমেতৎ তে যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্।
দমঘোষসুতাদীনাং হরেঃ সাত্ম্যমপি দ্বিষাম্॥ ৪১

এষা ব্রহ্মণ্যদেবস্য কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
অবতারকথা পুণ্যা বধো যত্রাদিদৈত্যয়োঃ॥ ৪২

প্রহ্লাদস্যানুচরিতং মহাভাগবতস্য চ।
ভক্তির্জ্ঞানং বিরক্তিশ্চ যাথাত্ম্যং চাস্য বৈ হরেঃ॥ ৪৩

সর্গস্থিত্যপ্যয়েশস্য গুণকর্মানুবর্ণনম্।
পরাবরেষাং স্থানানাং কালেন ব্যত্যয়ো মহান্॥ ৪৪

ধর্মো ভাগবতানাং চ ভগবান্যেন গম্যতে।
আখ্যানেঽস্মিসমাম্নাতমাধ্যাত্মিকমশেষতঃ[৩]॥ ৪৫

য এতৎ পুণ্যমাখ্যানং বিষ্ণোর্বীর্যোপবৃংহিতম্।
কীর্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা কর্মপাশৈর্বিমুচ্যতে॥ ৪৬

এতদ্ য আদিপুরুষস্য মৃগেন্দ্রলীলাং
দৈত্যেন্দ্রযূথপবধং প্রযতঃ পঠেত।
দৈত্যাত্মজস্য চ সতাং প্রবরস্য পুণ্যং
শ্রুত্বানুভাবমকুতোভয়মেতি লোকম্[৪]॥ ৪৭

ভগবান তাদের উদ্ধারের জন্য বধ করলেন॥ ৩৫ ॥ ঋষিদের শাপে মুক্তি না হওয়ার কারণে তারা কুম্ভকর্ণ এবং রাবণরূপে রাক্ষস বংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। সেইসময় ভগবান শ্রীরামাবতার রূপে তাদের নিহত করেন॥ ৩৬ ॥ সমরাঙ্গনে ভগবান রামের বাণে তাদের হৃৎপিণ্ড নির্ভিন্ন হয়ে যায় এবং শয়নাবস্থায় পূর্বজন্মের মতো ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে তারা পার্থিব শরীর ত্যাগ করে॥ ৩৭ ॥ তারা এইযুগে শিশুপাল এবং দন্তবক্ত্ররূপে জন্ম নিল। ভগবানের প্রতি বৈরিভাব রাখার জন্য তারা তোমার সামনেই মৃত্যুবরণ করল॥ ৩৮ ॥ যুধিষ্ঠির! ভগবানের প্রতি শত্রুতা করেও সমস্ত রাজন্যবর্গ অন্তিম সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার ফলে পূর্বকৃত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন, যেমন ভিমরুলের দ্বারা আক্রান্ত কীট ভয়ের বশেই তারই স্বরূপ প্রাপ্ত হয়॥ ৩৯ ॥ যেমনভাবে ভক্তরা অনন্য ভক্তিদ্বারা ভেদভাবরহিত হয়ে ভগবানের চরণসেবা করে তাঁকে প্রাপ্ত হন ঠিক তেমনভাবে শিশুপাল প্রমুখ নৃপতি অনন্যচিন্তার দ্বারা ভগবানের প্রতি শত্রুতাবশত তাঁকেই প্রাপ্ত হয়েছেন॥ ৪০ ॥

যুধিষ্ঠির! ভগবানের প্রতি দ্বেষবশত শিশুপাল প্রমুখ নরপতিগণ কীভাবে ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হলেন তা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে এবং আমি তার উত্তর দিয়েছি॥ ৪১ ॥ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার চরিত্র পরম পবিত্র। তাতে হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু এই দুই দৈত্যের বর্ণনা আছে॥ ৪২ ॥ এতে ভগবানের পরম ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্র, ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রভু শ্রীহরির স্বরূপ তথা গুণ ও লীলারও বর্ণনা আছে। এই কাহিনীতে দেবতা ও দানবদের জীবনে কালক্রমে যে মহৎ পরিবর্তন সাধিত হয় তাও নিরূপিত হয়েছে॥ ৪৩-৪৪ ॥ কীভাবে ভগবানকে লাভ করা যায় সেই ভাগবত ধর্মের বর্ণনাসহ অধ্যাত্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের বিষয়ে যথাযথ বর্ণনাও এতে পাওয়া যায়॥ ৪৫ ॥ যে পুরুষ শ্রদ্ধাসহ ভগবানের পরাক্রমে পরিপূর্ণ এই পবিত্র কাহিনী বর্ণনা করে এবং শোনে সেই পুরুষ সমস্ত রকম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যায়॥ ৪৬ ॥ পরমপুরুষ পরমাত্মা নৃসিংহদেবের মহিমা, সেনাপতিসহ হিরণ্যকশিপু বধ এবং সাধু শিরোমণি প্রহ্লাদের পূত চরিত্রের প্রভাব যে মনুষ্য

[১]প্রা.পা.—পূর্বশাপেন। [২]প্রা.পা.—করূষকৌ। [৩]প্রা.পা.—সমাখ্যাত.। [৪]প্রা.পা.—লোকান্।

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি[১]।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥ ৪৮

স[২] বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-
কৈবল্যনির্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্ বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্ গুরুশ্চ॥ ৪৯

ন যস্য সাক্ষাদ্ ভবপদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্[৩]।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ॥ ৫০

স এষ ভগবান্ রাজন্ব্যতনোদ্ বিহতং যশঃ।
পুরা রুদ্রস্য দেবস্য ময়েনানন্তমায়িনা॥ ৫১

রাজোবাচ

কস্মিন্ কর্মণি দেবস্য ময়োঽহঞ্জগদীশিতুঃ।
যথা[৪] চোপচিতা কীর্তিঃ কৃষ্ণেনানেন কথ্যতাম্॥ ৫২

নারদ উবাচ

নির্জিতা অসুরা দেবৈর্যুধ্যনেনোপবৃংহিতৈঃ।
মায়িনাং পরমাচার্যং ময়ং শরণমাযযুঃ[৫]॥ ৫৩

স নির্মায় পুরস্তিস্রো হৈমীরৌপ্যায়সীর্বিভুঃ[৬]।
দুর্লক্ষাপায়সংযোগা দুর্বিতর্ক্যপরিচ্ছদাঃ॥ ৫৪

তাভিস্তেঽসুরসেনান্যো লোকাংস্ত্রীন্ সেশ্বরান্ নৃপ।
স্মরন্তো নাশয়াঞ্চক্রুঃ পূর্ববৈরমলক্ষিতাঃ॥ ৫৫

একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করে এবং শোনে সে ভগবানের অভয়পদ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৭ ॥

যুধিষ্ঠির ! এই নরলোকে তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান কারণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা মনুষ্যরূপ ধারণ করে তোমার গৃহে গুপ্তভাবে নিবাস করছেন। এইজন্য সংসার পবিত্রকারী ঋষি-মুনিরা চারিদিক থেকে তাঁর দর্শন লাভের আশায় তোমার নিকটেই আসছেন॥ ৪৮ ॥ বড় বড় মহাপুরুষরা নিরন্তর যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি মায়াজাল মুক্ত পরমশান্ত পরমানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা—যিনি তোমার অত্যন্ত প্রিয়, হিতৈষী, মামাতো ভাই, পূজনীয়, আজ্ঞাপালনকারী, গুরু এবং পরমাত্মস্বরূপ, তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ॥ ৪৯ ॥ শংকর, ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজেদের সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করেও 'তিনি এরূপ'—এরকমভাবে বর্ণনা করতে পারেন না। সুতরাং আমি কীভাবে তা করতে পারি ? আমি তো কেবলমাত্র শান্তভাবে, ভক্তি এবং সংযম দ্বারা তাঁর বন্দনা করি। দয়াপরবশ হয়ে আমাদের পূজা স্বীকার করে ভক্তবৎসল ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন (এই আমাদের কামনা)॥ ৫০ ॥ যুধিষ্ঠির ! উনিই একমাত্র আরাধ্যদেব। প্রাচীনকালে যখন মায়াবী ময়াসুর রুদ্রদেবের মহৎ কীর্তিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বারংবার তাঁর যশের রক্ষা এবং বিস্তারে সাহায্য করেছিলেন ॥ ৫১ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—হে নারদ ! ময়-দানব কীভাবে জগদীশ্বর রুদ্রদেবের যশ নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল ? আর কীভাবেই বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা রক্ষা করেছিলেন, দয়া করে তা বলুন॥ ৫২ ॥

দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন—একবার দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরদের পরাজিত করেছিলেন। সেইসময় সমস্ত অসুররা পরম মায়াবী ময়দানবের শরণাপন্ন হল॥ ৫৩ ॥ শক্তিমান ময়াসুর স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহ নির্মিত তিনটি বিমান নির্মাণ করেছিল। ওই তিনটি বিমান যেন তিনটি নগরী ছিল। তারা এত নিঃশব্দে চলাচল করত যে তাদের গমনাগমন টের পাওয়া যেত না। ওই বিমানগুলি প্রচুর সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল॥ ৫৪ ॥ দৈত্যসেনাপতির মনে তিন লোক এবং লোকপতিদের প্রতি শত্রুভাব তো ছিলই। এখন তারা এই

[১] প্রা.পা.—যান্তি। [২]প্রা.পা.—সর্বাশ্রয়ং ব্রহ্ম। [৩]প্রা.পা.—বস্তু তদানুব.। [৪]প্রা.পা.—তথা।
[৫]প্রা.পা.—মভ্যয়ুঃ। [৬]প্রা.পা.—সীঃ প্রভুঃ।

ততস্তে সেশ্বরা লোকা উপাসাদ্যেশ্বরং বিভো[১]।
ত্রাহি নস্তাবকান্দেব বিনষ্টাংস্ত্রিপুরালয়ৈঃ ॥ ৫৬

অথানুগৃহ্য ভগবান্মা ভৈষ্টেতি সুরান্বিভুঃ।
শরং ধনুষি সন্ধায় পুরেষ্বস্ত্রং[২] ব্যমুঞ্চত ॥ ৫৭

ততোঽগ্নিবর্ণা ইষব উৎপেতুঃ সূর্যমণ্ডলাৎ।
যথা ময়ূখসংদোহা নাদৃশ্যন্ত পুরো যতঃ ॥ ৫৮

তৈঃ স্পৃষ্টা ব্যসবঃ সর্বে নিপেতুঃ স্ম পুরৌকসঃ।
তানানীয় মহাযোগী ময়ঃ কূপরসেঽক্ষিপৎ ॥ ৫৯

সিদ্ধামৃতরসস্পৃষ্টা বজ্রসারা মহৌজসঃ।
উত্তস্থুর্মেঘদলনা বৈদ্যুতা ইব বহ্নয়ঃ ॥ ৬০

বিলোক্য ভগ্নসঙ্কল্পং বিমনস্কং বৃষধ্বজম্।
তদায়ং ভগবান্বিষ্ণুস্তত্রোপায়মকল্পয়ৎ ॥ ৬১

বৎস আসীত্তদা ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুরয়ং হি গৌঃ।
প্রবিশ্য ত্রিপুরং কালে রসকূপামৃতং পপৌ ॥ ৬২

তেঽসুরা হ্যপি পশ্যন্তো ন ন্যষেধন্বিমোহিতাঃ।
তদ্[৩] বিজ্ঞায় মহাযোগী রসপালানিদং জগৌ ॥ ৬৩

স্বয়ং বিশোকঃ শোকার্তান্স্মরন্দৈবগতিং চ তাম্।
দেবোঽসুরো নরোঽন্যো বা নেশ্বরোঽস্তীহ কশ্চন ॥ ৬৪

আত্মনোঽন্যস্য বা দিষ্টং দৈবেনাপোহিতুং দ্বয়োঃ।
অথাসৌ শক্তিভিঃ স্বাভিঃ শম্ভোঃ প্রাধনিকং ব্যধাৎ ॥ ৬৫

তিনটি বিমানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে এবং সেই বিমান-গুলিকেই কাজে লাগিয়ে দেবতাদের সংহার করতে লাগল ॥ ৫৫ ॥ তখন লোকপালদের সঙ্গে সমস্ত প্রজারা ভগবান শংকরের শরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন —হে প্রভু ! ত্রিপুরে অবস্থিত এক অসুর আমাদের বিনাশ সাধন করছে। আমরা আপনারই সেবক, অতএব হে দেবাদিদেব ! আপনি আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫৬ ॥

তাঁদের প্রার্থনা শুনে ভগবান শংকর অত্যন্ত কৃপাভরে বললেন—নির্ভয়ে থাকো। তারপর উনি তাঁর ধনুকে শরযোজনা করে নগরী তিনটির উদ্দেশে নিক্ষেপ করলেন ॥ ৫৭ ॥ সূর্যমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত আলোর মতো সেই বাণ থেকে শত শত বাণ নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। সেই নিক্ষিপ্ত বাণ থেকে যেন আগুনের দীপ্যমান শিখা বহির্গত হচ্ছিল। সেই কারণে তিনটি পুর অদৃশ্য হয়ে গেল ॥ ৫৮ ॥ সেই অগ্নি-শিখার স্পর্শে সমস্ত বিমানবাসী প্রাণহীন হয়ে পড়ল। মহামায়াবী ময়ের প্রাণ ফিরে পাওয়ার অনেক কৌশল জানা ছিল। সে সমস্ত দৈত্যদের তুলে নিয়ে তারই নির্মিত অমৃত-কুণ্ডে রেখে দিল ॥ ৫৯ ॥ সেই অমৃত স্পর্শে দৈত্যদের শরীর বজ্রের সমান দৃঢ় এবং মহাপরাক্রমশালী হয়ে উঠল। এবং তারা মেঘ বিদীর্ণ করে বৈদ্যুতিক অগ্নির মতো মহাতেজে উঠে দাঁড়াল ॥ ৬০ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে মহাদেব নিজ সংকল্প পূরণ না হওয়ার কারণে কিঞ্চিৎ বিমনা হয়ে পড়েছেন। তখন সেই অসুরদের পরাজিত করার জন্য তিনি একটা কৌশল অবলম্বন করলেন ॥ ৬১ ॥ ভগবান বিষ্ণু ওই সময় গাভী এবং ব্রহ্মা বৎসের রূপ ধারণ করে মধ্যাহ্নকালে পুরগুলিতে গিয়ে সংরক্ষিত কূপ থেকে সমস্ত অমৃত পান করে নিলেন। ভগবানের মায়ায় মোহিত রক্ষক অসুররা তাঁদের দেখতে পেলেও প্রতিরোধে সক্ষম হল না। শ্রেষ্ঠ মায়াবী ময়াসুর যখন সব কিছু জানতে পারল তখন ভগবানের লীলার কথা স্মরণ করে তার কোনো দুঃখ হল না। অমৃতরক্ষাকারী শোকাকুল দৈত্যদের সে বলল—'ভাই, দেবতা, অসুর, মনুষ্য অথবা অন্য যে কোনো প্রাণীই প্রারব্ধ কর্মজনিত বিধির বিধানকে খণ্ডাতে পারে না। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। শোক করে কী করবে ? এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন ক্ষমতা বলে ভগবান শংকরের যুদ্ধের সামগ্রী তৈরি করলেন ॥ ৬৩-৬৪ ॥ তিনি ধর্ম থেকে রথ, জ্ঞান থেকে

[১]প্রা.পা.—ততঃ। [২]প্রা.পা.—পূর্বমস্ত্রং। [৩]প্রা.পা.—তং বিজ্ঞায়।

ধর্মজ্ঞানবিরক্ত্যৃদ্ধিতপোবিদ্যাক্রিয়াদিভিঃ।
রথং সূতং ধ্বজং বাহান্ধনুর্বর্ম শরাদি যৎ।। ৬৬
সন্নদ্ধো রথমাস্থায় শরং ধনুরুপাদদে।
শরং ধনুষি সন্ধায় মুহূর্তেঽভিজিতীশ্বরঃ।। ৬৭
দদাহ[1] তেন দুর্ভেদ্যা হরোঽথ ত্রিপুরো নৃপ।
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্বিমানশতসঙ্কুলাঃ।। ৬৮
দেবর্ষিপিতৃসিদ্ধেশা জয়েতি কুসুমোৎকরৈঃ।
অবাকিরঞ্জগুর্হৃষ্টা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।। ৬৯
এবং দগ্ধা পুরস্তিস্রো ভগবান্ পুরহা নৃপ।
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানঃ স্বধাম প্রত্যপদ্যত।। ৭০
এবং বিধান্যস্য হরেঃ স্বমায়য়া
বিড়ম্বমানস্য নৃলোকমাত্মনঃ।
বীর্যাণি গীতান্যৃষিভির্জগদ্গুরো-
র্লোকান্ পুনানান্যপরং বদামি কিম্।। ৭১

সারথি, বৈরাগ্য থেকে ধ্বজা, ঐশ্বর্য থেকে ঘোড়া, তপস্যা থেকে ধনু, বিদ্যা থেকে কবচ, কর্ম থেকে বাণ এবং নিজের অন্যান্য শক্তি থেকে বিভিন্ন রকম বস্তু নির্মাণ করলেন।। ৬৬ ।। এই সমস্ত সামগ্রীতে সজ্জিত হয়ে ভগবান শংকর রথারোহণ করে 'অভিজিৎ' মুহূর্তে ধনুকে শরযোজনা করে তিন দুর্ভেদ্য বিমানকে ভস্মে পরিণত করে দিলেন। যুধিষ্ঠির! ওই সময় স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠল। আকাশ শত শত বিমানে আকীর্ণ হয়ে গেল ।। ৬৭-৬৮ ।। দেবতা, ঋষি, পিতৃকুল এবং সিদ্ধরা জয়ধ্বনি সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। অপ্সরাগণ নাচ-গান করতে লাগল।। ৬৯ ।। যুধিষ্ঠির! এইরূপে ওই তিনটি পুরের ধ্বংসকারী ভগবান শংকর 'পুরারি' এই নামে অভিহিত হয়ে, ব্রহ্মাদি দেবতাদের স্তুতি শুনতে শুনতে আপন লোকে ফিরে গেলেন।। ৭০ ।। পরমাত্মা স্বরূপ জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন মায়া বলে মনুষ্য রূপে এরূপ লীলা করে থাকেন। ঋষিগণ তাঁর লোকপবিত্রকারী সেই লীলাই বহুভাবে কীর্তন করে থাকেন। এখন বলো তুমি আর কী শুনতে চাও? ।। ৭১ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে
ত্রিপুরবিজয়ো নাম[2] দশমোঽধ্যায়ঃ।। ১০ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-নারদ সংবাদে
ত্রিপুরবিজয় নামক দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১০ ।।

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

মানবধর্ম, বর্ণধর্ম এবং স্ত্রীধর্ম নিরূপণ

শ্রীশুক উবাচ

শ্রুত্বেহিতং সাধুসভাসভাজিতং
মহত্তমাগ্রণ্য উরুক্রমাত্মনঃ।
যুধিষ্ঠিরো দৈত্যপতের্মুদা যুতঃ
পপ্রচ্ছ ভূয়স্তনয়ং স্বয়ম্ভুবঃ।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—সজ্জনদ্বারা সম্মানিত প্রহ্লাদের পূত চরিত্রের কথা শুনে সাধু শিরোমণি যুধিষ্ঠির আনন্দিত হয়ে নারদকে আবারও বললেন।। ১ ।।

[1] প্রাচীন বইতে 'দদাহ.......নৃপ' এই পূর্বার্দ্ধের স্থানে নিম্নলিখিত রূপ রয়েছে—যথা পুরং তু সংলগ্নং দদাহ ত্রিপুরং নৃপ।
[2] প্রাচীন বইতে 'নাম' নেই।

যুধিষ্ঠির উবাচ

ভগবঞ্ছ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্মং সনাতনম্।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্বিন্দতে পরম্॥ ২
ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষাদাত্মজঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
সুতানাং সম্মতো ব্রহ্মংস্তপোযোগসমাধিভিঃ[১]॥ ৩
নারায়ণপরা বিপ্রা ধর্মং গুহ্যং পরং বিদুঃ।
করুণাঃ সাধবঃ শান্তাস্ত্বদ্বিধা ন তথাপরে॥ ৪

নারদ উবাচ

নত্বা ভগবতেহজায় লোকানাং ধর্মহেতবে।
বক্ষ্যে সনাতনং ধর্মং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্॥ ৫
যোঽবতীর্যাত্মনোংঽশেন দাক্ষায়ণ্যাং তু ধর্মতঃ।
লোকানাং স্বস্তয়েঽধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে॥ ৬
ধর্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো[২] হরিঃ।
স্মৃতং চ তদ্বিদাং রাজন্যেন চাত্মা প্রসীদতি॥ ৭
সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্যং চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবম্॥ ৮
সন্তোষঃ সমদৃক্ সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্যয়েহেক্ষা[৩] মৌনমাত্মবিমর্শনম্॥ ৯
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব॥ ১০
শ্রবণং কীর্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং[৪] সখ্যমাত্মসমর্পণম্॥ ১১
নৃণাময়ং পরো ধর্মঃ সর্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্‌রাজন্‌সর্বাত্মা[৫] যেন তুষ্যতি॥ ১২
সংস্কারা যদবিচ্ছিন্নাঃ স[৬] দ্বিজোঽজো জগাদ যম্।
ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাম্।
জন্মকর্মাবদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ॥ ১৩

যুধিষ্ঠির বললেন—ভগবন! এখন আমি বর্ণাশ্রম পদ্ধতির আচার-বিচারসহ মানুষের সনাতন ধর্মের কথা শুনতে ইচ্ছা করি, কারণ ধর্ম থেকেই মানুষ জ্ঞান, ভগবৎ-প্রেম এবং সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবানকে লাভ করে থাকে ॥ ২ ॥ আপনি স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র। হে নারদ! আপনার তপস্যা, যোগসাধন এবং সমাধির কারণে ব্রহ্মার কাছে তাঁর অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা আপনার সম্মান অনেক বেশি॥ ৩ ॥ আপনার মতো নারায়ণ-পরায়ণ দয়ালু, সদাচারী, শান্ত, ব্রাহ্মণ ধর্মের গোপন রহস্য যেমন জানেন তেমন আর কেউ জানে না বলে আমি মনে করি ॥ ৪ ॥

নারদ বললেন—হে যুধিষ্ঠির! অনাদি ভগবানই সমস্ত ধর্মের মূল কারণ। চরাচর জগতের স্বামী সেই প্রভুই সংসারের মঙ্গলের জন্য ধর্ম ও দক্ষকন্যা মূর্তির দ্বারা স্ব-অংশে অবতীর্ণ হয়ে বদ্রীনাথে তপস্যারত আছেন। সেই অনাদি ভগবানকে প্রণাম করে আমি নারায়ণের মুখ নিঃসৃত সনাতন ধর্মের বর্ণনা করব॥ ৫-৬ ॥ হে যুধিষ্ঠির! সর্ববেদের আধার ভগবান শ্রীহরি, তাঁর তত্ত্বজ্ঞানবান মহর্ষিদের প্রদর্শিত পথ এবং যার থেকে আত্মগ্লানি না হয়ে আত্মপ্রসাদের উপলব্ধি হয় সেই কর্মই ধর্মের মূল-স্বরূপ॥ ৭ ॥

হে যুধিষ্ঠির! ধর্মের তিরিশটি লক্ষণ শাস্ত্রসম্মত—সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, উচিত-অনুচিতের বিচার, মনের সংযম, ইন্দ্রিয়ের সংযম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী মহৎ ব্যক্তিদের সেবা, ধীরে ধীরে সংসারের ভোগবাসনা থেকে নিবৃত্তি, মানুষের অভিমানবশত কার্য উল্টোই হয়ে থাকে—এরূপ বিচার, মৌন, আত্মচিন্তন, প্রাণীকুলের মধ্যে অন্নাদির বিভাজন, প্রাণীকুল এবং বিশেষত মানুষের প্রতি নিজ আত্মা তথা ইষ্টদেবের ভাব রাখা, সজ্জনদের পরম আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা প্রভৃতির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, তাঁর সেবা, পূজা এবং প্রণতি, তাঁর প্রতি আত্মোৎসর্গ, সখ্য এবং আত্মসমর্পণ। পরম ধর্মময় এই তিরিশ রকমের আচরণ পালন করলে সর্বাত্মা ভগবান প্রসন্ন হন॥ ৮-১২ ॥

হে ধর্মরাজ! যে বংশে অখণ্ড সংস্কার চলে আসছে এবং ব্রহ্মা যাদের সংস্কারের যোগ্য বলে স্বীকার করেছেন তাঁদের

[১]প্রা.পা.—জ্ঞান.। [২]প্রা.পা.—সর্বভূতময়ো। [৩]প্রা.পা.—বিষয়গ্রহেক্ষা। [৪]প্রা.পা.—নতিঃ সখ্যং দাস্যমাত্ম.। [৫]প্রা.পা.—বান্ সাক্ষাৎ সর্বা.। [৬]প্রা.পা.—সিদ্ধিদা বৈদিকাদয়ঃ।

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ[১]।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপ্তুরবিপ্রাদ্ বা করাদিভিঃ॥ ১৪

বৈশ্যস্তু বার্তাবৃত্তিশ্চ[২] নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ॥ ১৫

বার্তা বিচিত্রা [৩]শালীনযাযাবরশিলোঞ্ছনম্।
বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা॥ ১৬

জঘন্যো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ।
ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্বেষামপি সর্বশঃ॥ ১৭

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যাং জীবেত ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন॥ ১৮

ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতম্।
মৃতং তু নিত্যযাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥ ১৯

সত্যানৃতং তু বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্।
বর্জয়েৎ তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্।
সর্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ॥ ২০

দ্বিজ বলা হয়। জন্ম এবং কর্ম দ্বারা শুদ্ধ দ্বিজের জন্য যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান এবং ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি আশ্রমিক বিশেষ বিশেষ কার্যের বিধান আছে॥ ১৩ ॥ অধ্যয়ন করা, অধ্যাপনা করা, দান গ্রহণ করা, দান করা এবং যজ্ঞ করা, যজ্ঞ করানো—এই ষট্ কর্ম ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের উচিত নয় দান গ্রহণ করা। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের যথাবিহিত কর স্থাপন এবং দণ্ড দেওয়া প্রভৃতির সাহায্যে প্রজারক্ষাকারী ক্ষত্রিয়ের জীবন নির্বাহ করা উচিত॥ ১৪ ॥ বৈশ্যদের পশুপালন, কৃষিকার্য এবং বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা দরকার। শূদ্রের ধর্মই হল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণের লোকেদের সেবা করা। তাদের জীবিকা তাদের প্রভুরাই নির্বাহ করে॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণদের জীবনধারণের চার প্রকার পন্থা আছে—(ক) বার্তা অর্থাৎ যজ্ঞ অধ্যাপন ইত্যাদি করিয়ে অর্থ গ্রহণ করা, (খ) শালীন অর্থাৎ যাচ্ঞা ব্যতীত যা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তার দ্বারা জীবন-নির্বাহ করা, (গ) মাধুকরি অর্থাৎ প্রাত্যহিক ভিক্ষা বৃত্তি এবং (ঘ) শিলোঞ্ছন অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে ও বাজারে ছড়িয়ে থাকা অন্ন দ্বারা জীবন নির্বাহ করা। এর মধ্যে পরপর বৃত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর॥ ১৬ ॥ নিম্নবর্ণীয়রা কোনোরকম আপৎকাল ব্যতীত উত্তমবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারবে না। ক্ষত্রিয়রা দান গ্রহণ ছাড়া ব্রাহ্মণদের শেষ পাঁচ বৃত্তিগুলি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু আপৎকালে অর্থাৎ দুঃসময়ে সবাই সবরকমের বৃত্তির আশ্রয় নিতে পারে॥ ১৭ ॥ ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত এবং সত্যানৃত—এর মধ্যে যে কোনো বৃত্তিই অবলম্বন করা যাক না কেন শ্বানবৃত্তির অবলম্বন কখনোই করা উচিত নয়॥ ১৮ ॥ বাজারে পড়ে থাকা অন্ন (উঞ্ছ) তথা কৃষিক্ষেত্রে পড়ে থাকা অন্ন (শিল) দুয়ে মিলে 'শিলোঞ্ছ' বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাকে বলা হয় 'ঋত'। যাচ্ঞা ভিন্ন অযাচিতভাবে কিছু পাওনার দ্বারা জীবন নির্বাহ করাকে বলে 'অমৃত'। প্রত্যহ ভিক্ষালব্ধ অন্ন অর্থাৎ 'মাধুকরি' বৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করাকে বলে 'মৃত'। কৃষিকার্য প্রভৃতি দ্বারা 'বার্তা' বৃত্তি থেকে জীবন ধারণ করাকে বলে 'প্রমৃত'॥ ১৯ ॥ বাণিজ্যই হল 'সত্যানৃত' এবং নিম্নবর্ণীয়দের সেবা করাকে বলে 'শ্বানবৃত্তি'। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের এই শেষ বৃত্তি গ্রহণ করা অতীব নিন্দনীয়। কারণ ব্রাহ্মণরা হলেন সর্ব-বেদময় আর ক্ষত্রিয়রা (রাজা) হলেন সর্বদেবময়॥ ২০ ॥

[১]প্রা.পা.—তথা শিষ্টপরিগ্রহঃ। [২]প্রা.পা.—বৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং। [৩]প্রা.পা.—শালীনা যাবজ্জীবং শিলোঞ্ছনম্।

শমো দমস্তপঃ শৌচং সংতোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যং চ ব্রহ্মলক্ষণম্।। ২১

শৌর্যং বীর্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগ আত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ রক্ষা চ ক্ষত্রলক্ষণম্।। ২২

দেবগুর্বচ্যুতে[১] ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্[২]।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণং বৈশ্যলক্ষণম্।। ২৩

শূদ্রস্য সংনতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্।। ২৪

স্ত্রীণাং চ পতিদেবনাং তচ্ছুশ্রূষানুকুলতা।
তদ্বন্ধুম্বনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রতধারণম্।। ২৫

সংমার্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডলবর্তনৈঃ।
স্বয়ং চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টপরিচ্ছদা।। ২৬

কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ[৩] প্রিয়ৈঃ প্রেম্ণা[৪] কালে কালে ভজেৎ পতিম্।। ২৭

সংতুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ।। ২৮

যা পতিং হরিভাবেন ভজেচ্ছ্রীরিব তৎপরা।
হর্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে।। ২৯

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎ কুলকৃতা ভবেৎ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেহবসায়িনাম্।। ৩০

প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্ভিঃ[৫] স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্মকৃৎ[৬]।। ৩১

শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ভগবৎপরায়ণতা এবং সত্য—এগুলিই হল ব্রাহ্মণদের লক্ষণস্বরূপ।। ২১ ।। যুদ্ধে উৎসাহ, বীরত্ব, ধীরতা, তেজস্বিতা, ত্যাগ, মনের উপর আধিপত্য, ক্ষমা, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি, অনুগ্রহ এবং প্রজাপালন—এগুলি হল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।। ২২ ।। দেবতা, গুরু এবং ভগবানের প্রতি ভক্তি ; অর্থ, ধর্ম এবং কাম—এই তিন পুরুষার্থের রক্ষা করা, আস্তিকতা, উদ্যোগশীলতা এবং ব্যবহারিক দক্ষতা—এগুলি হল বৈশ্যের লক্ষণ।। ২৩ ।। উচ্চবর্ণের নিকট বিনম্র থাকা, পবিত্রতা, প্রভুর প্রতি কপটতাহীন সেবা, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণরহিত যজ্ঞ সম্পাদন করা, চুরি না করা, সত্য তথা গোরু, ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা—এগুলি শূদ্রের লক্ষণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।। ২৪ ।। পতিসেবা, তার অনুকূলে থাকা, পতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মানুষদের প্রসন্ন রাখা তথা পতির নিয়ম-নীতির প্রতি যত্নবতী হওয়া—এগুলিকে এবং পতিকে ঈশ্বররূপে মান্য করা পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম বলে মান্য।। ২৫ ।। সাধ্বীস্ত্রী ঝেড়ে, মুছে, ধুয়ে এবং আলপনা দিয়ে বাড়ি-ঘর পরিচ্ছন্ন এবং বস্ত্রাভরণে আপন শরীর সুসজ্জিত রাখবে। তার সকল সামগ্রীই পরিচ্ছন্ন থাকবে।। ২৬ ।। আপন পতিদেবতার ছোট বড় সমস্ত অভিলাষ সে সময়মতো পূরণ করবে। বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্য এবং প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রীতিসহকারে পতিদেবতার সেবা করবে।। ২৭ ।। সে নির্লোভ, অল্পে সন্তুষ্ট, ধর্মপথে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্ম সম্পাদনকারী হবে, সত্য এবং প্রিয় বাক্য বলবে,আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবে, পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করে, প্রেমে পূর্ণ থেকে, পতি যদি ভ্রষ্ট না হয় তবেই তার সঙ্গে সহবাস করবে।। ২৮ ।। যে লক্ষ্মীদেবীর মতো পতিপরায়ণা হয়ে পতিকে সাক্ষাৎ ভগবৎজ্ঞানে সেবা করে, তার পতিদেব বৈকুণ্ঠধামে ভগবৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মতোই তার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে।। ২৯ ।।

যুধিষ্ঠির ! চুরি তথা অন্যান্য পাপকর্ম যারা করে না—সেইসব অন্ত্যজ তথা চণ্ডাল প্রভৃতি অন্তেবসায়ী বর্ণসংকর জাতির লোকেরা পরম্পরা ক্রমে চলে আসা বৃত্তিই অবলম্বন করবে।। ৩০ ।। যুগ যুগ ধরে বেদ দ্রষ্টা ঋষি মুনিরা মানুষের স্বভাব অনুসারে যে যে ধর্মের ব্যবস্থা

[১]প্রা.পা.— দেবগুর্বনুগা ভক্তি। [২]প্রা.পা.—পরিতোষণম্। [৩]প্রা.পা.—সদা। [৪]প্রা.পা.—যথা। [৫]প্রা.পা.— দেবদৃগ্ভিঃ। [৬]প্রা.পা.—কর্মকৃৎ।

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥ ৩২

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্যতামিয়াৎ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজং চ নশ্যতি॥ ৩৩

এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ॥ ৩৪

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥ ৩৫

করেছেন সেই ধর্মের পালনই মানুষের পক্ষে ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গলদায়ী হবে॥ ৩১ ॥ যারা স্বাভাবিক বৃত্তির আশ্রয় নিয়ে নিজ নিজ ধর্ম সঠিকভাবে পালন করে তারা ধীরে ধীরে সেই স্বাভাবিক অবস্থার উপরে উঠে গুণাতীত হয়ে যায়॥ ৩২ ॥ মহারাজ! যেমন বারংবার বীজ বপনের ফলে খেত আপনা থেকেই শক্তিহীন হয়ে ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত হয় এবং তাতে বোনা বীজও নষ্ট হয়ে যায়—ঠিক সেরকমভাবে এই চিত্তও বাসনার নিবাস স্থান। অত্যধিক বিষয় ভোগ করলে সেটি জর্জরিত হয়ে যায়। কিন্তু অল্প ভোগে তা হয় না, যেমন ফোঁটা ফোঁটা ঘৃত বিন্দু দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হয় না আবার একসঙ্গে অনেকটা পরিমাণ ঘি পড়লে সেই আগুন নিভে যায়॥ ৩৩-৩৪ ॥ পুরুষের বর্ণ নির্ণয়ের জন্য যে যে লক্ষণ বলা হয় তা যদি অন্য বর্ণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তবে যে বর্ণের সঙ্গে তার লক্ষণ মেলে তাকে সেই বর্ণের লোক বলেই বুঝতে হবে॥ ৩৫ ॥

———○———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে[১] যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে সদাচারনির্ণয়ো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-নারদ সংবাদে সদাচার নির্ণয় নামক একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১১ ॥

———○———

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্মচর্য এবং বাণপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম

নারদ উবাচ

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্।
আচরন্দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ॥ ১

সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্।
উভে[২] সন্ধ্যে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সমাহিতঃ॥ ২

দেবর্ষি নারদ বললেন—ধর্মরাজ! গুরুকুলে বসবাসকারী ব্রহ্মচারী তার ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে গুরুদেবের চরণে আপনার সুদৃঢ় অনুরাগ বর্তমান রেখে তাঁর হিতকার্যে ভৃত্যের মতো দীনভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে রাখবে॥ ১ ॥ সন্ধ্যায় এবং সকালে গুরু, অগ্নি, সূর্য এবং শ্রেষ্ঠ দেবতাদের উপাসনা করবে এবং মৌন হয়ে একাগ্রভাবে গায়ত্রী জপ করে দুবেলা সন্ধ্যা আহ্নিক করবে॥ ২ ॥

[১]প্রা.পা.—স্কন্ধে সদাচারবিনির্ণয় একা.। [২]প্রা.পা.—সন্ধ্যে উভে।

ছন্দাংস্যধীয়ীত গুরোরাহূতশ্চেৎ[1] সুয়ন্ত্রিতঃ।
উপক্রমেঽবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ॥ ৩

মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্।
বিভৃয়াদুপবীতং চ দর্ভপাণির্যথোদিতম্॥ ৪

সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ।
ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো[2] নো চেদুপবসেৎ ক্বচিৎ॥ ৫

সুশীলো মিতভুগ্‌দক্ষঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জিতেষু চ॥ ৬

বর্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্ব্রতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ॥ ৭

কেশপ্রসাধনোন্মর্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকম্।
গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা॥ ৮

নন্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ[3] পুমান্।
সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ॥ ৯

কল্পয়িত্বাঽঽত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ।
দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততো হ্যস্য বিপর্যয়ঃ॥ ১০

এতৎ সর্বং গৃহস্থস্য সমাম্নাতং যতেরপি।
গুরুবৃত্তির্বিকল্পেন গৃহস্থস্যর্তুগামিনঃ[4]॥ ১১

অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্মর্দস্ত্র্যবলেখামিষং[5] মধু।
স্রগ্গন্ধলেপালংকারাংস্ত্যজেযুর্যে ধৃতব্রতাঃ॥ ১২

গুরুদেব যখন আদেশ করবেন, তাঁর পূর্ণ অনুশাসনে থেকে
তাঁর কাছে বেদের স্বাধ্যায় করবে। পাঠের প্রারম্ভে এবং
পাঠশেষে তাঁর চরণে আনত শিরে প্রণাম করবে॥ ৩ ॥
শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে মেখলা, মৃগচর্ম,বস্ত্র, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু,
যজ্ঞোপবীত তথা হাতে কুশধারণ করবে॥ ৪ ॥ সকালে
সন্ধ্যায় মাধুকরী করে এনে তা গুরুহস্তে অর্পণ করবে। তিনি
আজ্ঞা করলে ভোজন করবে আর যদি কখনোই আজ্ঞা না
দেন তবে উপবাসেই কাল কাটাবে॥ ৫ ॥ নিজের শীল
(চরিত্র) রক্ষা করবে, পরিমিত ভোজনকারী, কর্মে পটু,
শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয় হবে এবং স্ত্রীলোক ও তাদের অনুগত
সংসারী লোকেদের সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সম্বন্ধ
রাখবে॥ ৬ ॥ যারা গৃহস্থী নয় এবং ব্রহ্মচর্য ব্রতধারণকারী
তারা স্ত্রীলোক থেকে সবসময় দূরত্ব বজায় রাখবে। কারণ
বলবান ইন্দ্রিয় নিচয় সাধকদের মনকে লুব্ধ করে তার দিকেই
(অর্থাৎ ভোগসুখের দিকে) আকর্ষিত করে॥ ৭ ॥ যুবক
ব্রহ্মচারী কখনোই অল্পবয়স্কা গুরুপত্নীকে দিয়ে কেশ পরিচর্যা
করানো, শরীর সংবাহন (অঙ্গমর্দন) করানো, স্নান
করানো, প্রলেপ লাগানো ইত্যাদি কার্য করাবে না॥ ৮ ॥ স্ত্রী
অগ্নি সমান এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভ সমান। নির্জনে আপন
কন্যার সাথেও সময় কাটানো অনুচিত। নির্জনে না হলেও
আবশ্যকতার বাইরে কন্যার কাছেও থাকার প্রয়োজন নেই॥
৯ ॥ যতক্ষণ পর্যন্ত জীব আত্ম সাক্ষাৎকারের দ্বারা এই দেহ
এবং ইন্দ্রিয়ের 'মিথ্যাত্ব' সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তার থেকে
নিজেকে স্বতন্ত্র না করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বৈতভাব
'এটি স্ত্রী, আমি পুরুষ'—তা বর্তমান থাকে এবং এই ভাব
বর্তমান থাকাকালীন স্ত্রী সংসর্গ হলে, পুরুষের মধ্যে ভোগ
বুদ্ধির উদ্রেক না হয়ে পারে না॥ ১০ ॥ এই সকল শীল
রক্ষাদি গুণ গৃহস্থের জন্য এবং সন্ন্যাসীর জন্য বিহিত করা
হয়েছে। তার মধ্যে গৃহস্থের জন্য গুরুকুলে থেকে গুরুর
সেবা শুশ্রূষা করা বৈকল্পিক, কারণ (স্ত্রীর) ঋতুরক্ষার
কারণে তার সেখান থেকে সময়ানুসারে চলে যাওয়ার
প্রয়োজন হয়॥ ১১ ॥ ব্রহ্মচর্যের ব্রতধারণকারী চোখে
কাজল বা তেল লাগাবে না। শরীরে কোনো প্রলেপ লাগাবে
না, স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কন করবে না, মদ-মাংসের সঙ্গে
কোনো সম্বন্ধ রাখবে না, ফুলমালা ধারণ করা, গন্ধদ্রব্য
ব্যবহার করা, চন্দন লাগানো এবং বসনভূষণের পারিপাট্য

[1]প্রা.পা.—তশ্চেহ যন্ত্রিতঃ। [2]প্রা.পা.—তদনু.। [3]প্রা.পা.—ঘৃতকুম্ভঃ পুমানতঃ। [4]প্রা.পা.—কামিনঃ।
[5]প্রা.পা.— লোকামিষং।

উষিত্বৈবং গুরুকুলে দ্বিজোঽধীত্যাববুধ্য চ।
ত্রয়ীং সাঙ্গোপনিষদং যাবদর্থং যথাবলম্॥ ১৩

দত্ত্বা বরমনুজ্ঞাতো গুরোঃ কামং যদীশ্বরঃ।
গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেৎ তত্র বা বসেৎ॥ ১৪

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্বভূতেষ্বধোক্ষজম্।
ভূতৈঃ স্বধামভিঃ পশ্যেদপ্রবিষ্টং প্রবিষ্টবৎ॥ ১৫

এবংবিধো ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থো যতির্গৃহী।
চরন্বিদিতবিজ্ঞানঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ১৬

বানপ্রস্থস্য বক্ষ্যামি নিয়মান্মুনিসম্মতান্[১]।
যানাতিষ্ঠন্[২] মুনির্গচ্ছেদৃষিলোকমিহাঞ্জসা[৩]॥ ১৭

ন কৃষ্টপচ্যমশ্নীয়াদকৃষ্টং চাপ্যকালতঃ।
অগ্নিপক্বমথামং বা অর্কপক্বমুতাহরেৎ॥ ১৮

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশান্ নির্বপেৎ[৪] কালচোদিতান্।
লব্ধে নবে নবেঽন্নাদ্যে পুরাণং তু পরিত্যজেৎ॥ ১৯

অগ্ন্যর্থমেব শরণমুটজং বাদ্রিকন্দরাম্[৫]।
শ্রয়েত হিমবদ্বায়্বগ্নিবর্ষার্কাতপষাট্[৬] স্বয়ম্॥ ২০

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি জটিলো দধৎ।
কমণ্ডল্বজিনে দণ্ডবল্কলাগ্নিপরিচ্ছদান্॥ ২১

চরেদ্ বনে দ্বাদশাব্দানষ্টৌ বা চতুরো মুনিঃ।
দ্বাবেকং বা যথা বুদ্ধির্ন বিপদ্যেত কৃচ্ছ্রতঃ॥ ২২

সর্বদা পরিহার করবে॥ ১২ ॥ এইভাবে গুরুকুলে নিবাসকারী দ্বিজের আপন মেধা এবং প্রয়োজনানুসারে বেদ বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ) এবং উপনিষদের অধ্যয়ন তথা জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন॥ ১৩ ॥ পরে যদি সামর্থ্য থাকে তবে গুরুকে যথাসাধ্য দক্ষিণা প্রদান করা কর্তব্য। এরপর গুরুর আজ্ঞানুসারে গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করবে অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে আশ্রমবাসী হবে॥ ১৪ ॥ যদিও ভগবান স্বরূপত এবং সর্বত্র একরসে স্থিত অতএব কোনো বস্তুতে তাঁর প্রবেশ এবং নির্গমন সম্ভব নয় তথাপি অগ্নি, গুরু, আত্মা এবং সমস্ত প্রাণীকুলে আপন আশ্রিত জীবগণের সঙ্গে তিনি বিশেষরূপে বিরাজমান থাকেন, সেইহেতু এঁদের উপর সদা সযত্ন দৃষ্টি রাখা কর্তব্য॥ ১৫ ॥ এইরকম আচরণকারী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী, সন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থ বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে পরমব্রহ্ম লাভ করেন॥ ১৬ ॥

এখন আমি ঋষিগণের মতানুসারে বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম বর্ণনা করব। এই আচরণের মাধ্যমে মুনিগণের বানপ্রস্থ আশ্রম থেকে স্বমহিমায় ঋষি আবাসের (মহর্লোকের) প্রাপ্তি হয়॥ ১৭ ॥ বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বনকারীর পক্ষে চাষবাস দ্বারা উৎপন্ন ধান, গম প্রভৃতি খাদ্য বস্তু গ্রহণ করা উচিত নয়। হলকর্ষিত না হলেও অসময়ে প্রস্তুত হওয়া অন্নও ভক্ষণ করা উচিত নয়। অগ্নিতে পাক করা খাদ্য বা কাঁচা খাদ্যও খাবে না। কেবলমাত্র সূর্যতাপে পরিপক্ব কন্দ, মূল, ফল প্রভৃতি সেবন করা উচিত॥ ১৮ ॥ জঙ্গলে আপনা আপনি উৎপন্ন হওয়া ধান্য দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক চরু এবং পুরোডাশ দিয়ে হবন করবে। যখন নতুন নতুন ধান্য, ফল, ফুল প্রভৃতি পাওয়া যাবে তখন আগের জমা রাখা অন্ন প্রভৃতি পরিত্যাগ করবে॥ ১৯ ॥ অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে রক্ষা করার জন্য ঘর, পাতার কুটীর অথবা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে হবে। শীত, তাপ, বায়ু, বর্ষা, ঘাম ইত্যাদি সহ্য করবে॥ ২০ ॥ মাথায় জটা ধারণ করবে, কেশ, রোম, নখ, দাড়িগোঁফ কর্তন করবে না এবং শরীরের জমে যাওয়া ময়লাও পরিষ্কার করবে না। কমণ্ডলু, মৃগচর্ম, দণ্ড, বল্কল, বস্ত্র এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রী সকল নিজের কাছে রাখবে॥ ২১ ॥ বিচারক্ষম পুরুষ বারো, আট, চার, দুই অথবা এক বৎসর পর্যন্ত বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম পালন করতে পারে।

[১]প্রা.পা.—সংগতান্। [২]প্রা.পা.—তথাতি.। [৩]প্রা.পা.—হ্যোজসা। [৪]প্রা.পা.—পেন্নিত্যানোদিতান্। [৫]প্রা.পা.—কন্দরম্। [৬]প্রা.পা.—তমমাশ্রয়ম্।

যদাকল্পঃ স্বক্রিয়ায়াং ব্যাধিভির্জরয়াথবা[1]।
আন্বীক্ষিক্যাং বা বিদ্যায়াং কুর্যাদনশনাদিকম্॥ ২৩

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য সন্ন্যাস্যাহংমমাত্মতাম্।
কারণেষু[2] ন্যসেৎ সম্যক্ সংঘাতং তু যথার্হতঃ॥ ২৪

খে খানি বায়ৌ নিঃশ্বাসাংস্তেজস্যূষ্মাণমাত্মবান্।
অপ্সসৃক্শ্লেষ্মপূয়ানি ক্ষিতৌ শেষং যথোদ্ভবম্॥ ২৫

বাচমগ্নৌ সবক্তব্যামিন্দ্রে শিল্পং করাবপি।
পদানি গত্যা বয়সি রত্যোপস্থং প্রজাপতৌ॥ ২৬

মৃত্যৌ পায়ুং বিসর্গং চ যথাস্থানং বিনির্দিশেৎ।
দিক্ষুঃ শ্রোত্রং সনাদেন স্পর্শমধ্যাত্মনি[3] ত্বচম্॥ ২৭

রূপাণি চক্ষুষা রাজন্ জ্যোতিষ্যভিনিবেশয়েৎ[4]।
অপ্সু প্রচেতসা জিহ্বাং ঘ্রেয়ৈর্ঘ্রাণং ক্ষিতৌ ন্যসেৎ॥ ২৮

মনো মনোরথৈশ্চন্দ্রে[5] বুদ্ধিং বোধ্যৈঃ কবৌ পরে।
কর্মাণ্যধ্যাত্মনা রুদ্রে যদহংমমতাক্রিয়া।
সত্ত্বেন চিত্তং ক্ষেত্রজ্ঞে গুণৈর্বৈকারিকং পরে॥ ২৯

অপ্সু ক্ষিতিমপো জ্যোতিষ্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্।
কূটস্থে তচ্চ মহতি তদব্যক্তেঽক্ষরে চ[6] তৎ॥ ৩০

অধিক কৃচ্ছ্রসাধনে বুদ্ধিভ্রষ্ট না হয় সেই দিকে মনোযোগ দিতে হবে॥ ২২ ॥

বানপ্রস্থী পুরুষ যখন রোগ কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে নিজের কর্ম সম্পাদন করতে পারবে না এবং বেদান্ত বিচারে সামর্থ্য হারাবে তখন সে অনশনাদি ব্রত করবে॥ ২৩ ॥ অনশনের পূর্বে সে নিজের আহ্বনীয় অগ্নিকে আপন আত্মাতে বিলীন করে দেবে। 'আমি' এবং 'আমার'—এই ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে শরীরকে তার কারণভূত তত্ত্বসমূহে যথাযোগ্য বিলীন করে দেওয়া কর্তব্য॥ ২৪ ॥ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নিজের শরীরের ছিদ্রাকাশকে আকাশে, প্রাণকে বায়ুতে, উত্তাপকে অগ্নিতে, রক্ত-কফ-পিত্ত প্রভৃতি জলীয় বস্তুদের জল তত্ত্বে এবং অস্থি প্রভৃতি কঠিন বস্তুকে পৃথিবীতে লীন করবে॥ ২৫ ॥ এইভাবে বাচন শক্তি এবং তার কর্ম বাক্যকে তার অধিষ্ঠাতা দেবতা অগ্নিতে, হস্ত এবং তৎকৃত কলাকৌশল ইন্দ্রতে, চরণ এবং তার গতি প্রকৃতিকে কালস্বরূপ বিষ্ণুতে, রতি এবং উপস্থকে প্রজাপতিতে, পায়ু এবং তার মলাদি পরিত্যাগ কর্ম তার আশ্রয় মৃত্যুতে সমর্পণ করা কর্তব্য। কর্ণ এবং তার কর্ম শ্রবণকে দিক্‌সমূহে, স্পর্শ এবং ত্বককে বায়ুতে, চক্ষুসহ রূপকে জ্যোতিতে, মধুরাদি রসের আশ্রয়* রসনেন্দ্রিয়কে জলেতে এবং হে যুধিষ্ঠির ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং তদ্দ্বারা আঘ্রাণিত গন্ধকে পৃথিবীতে লীন করবে॥ ২৬-২৮ ॥ বাসনাসহিত মনকে চন্দ্রমার সঙ্গে, অনুভব সিদ্ধ পদার্থসহিত বুদ্ধিকে ব্রহ্মার সঙ্গে তথা অস্মিতা এবং মমতারূপ ক্রিয়াশীল অহংকারকে তার অধিষ্ঠাতা দেবতা রুদ্রে লীন করা কর্তব্য। ঠিক এইভাবেই চেতনাসহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সঙ্গে এবং গুণের কারণ বিকার থেকে প্রতীত হওয়া জীবকে পরব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম করে দেওয়াই লক্ষ্য হওয়া উচিত॥ ২৯ ॥ একই সঙ্গে পৃথিবীকে জলে, জলকে অগ্নিতে, অগ্নিকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে অহংকারে, অহংকারকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে অব্যক্ততে এবং অব্যক্তকে অবিনাশী পরমাত্মাতে বিলীন

[1]প্রা.পা.— যোত বা। [2]প্রা.পা.—কারণে বিন্যাসেৎ। [3]প্রা.পা.—স্পর্শেনাধ্যাত্মচিন্তনম্।
[4]প্রা.পা.— জ্যোতিঃ ষ.। [5]প্রা.পা.—মনোরথে শুদ্ধে বুদ্ধৌ বাচং তথার্পয়েৎ। [6]প্রা.পা.—তু।

*এখানে মূলে 'প্রচেতসা' পদ আছে যার অর্থ 'বরুণের সহিত'। বরুণ রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। শ্রীধর স্বামীও এই মতকে স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সর্বত্র ইন্দ্রিয় এবং সেই বিষয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাতে বিলীন করার কথা বলা হয়েছে, তাই রসনেন্দ্রিয়র জন্য নতুন ক্রম যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। সেইহেতু এখানে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতানুসারে 'প্রচেতসা' পদের (প্রকৃষ্টং চেতো যত্র স প্রচেতো মধুরাদিরসস্তেন— যার প্রতি চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হয় সেই মধুরাদি রস 'প্রচেতস্' হয়) তার সহিত এই বিগ্রহবাক্যানুসারে এই অর্থ নির্মিত হয়েছে এবং এটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ইত্যক্ষরতয়াঽঽত্মানং চিন্মাত্রমবশেষিতম্।
জ্ঞাত্বাদ্বয়োঽথ বিরমেদ্ দগ্ধযোনিরিবানলঃ॥ ৩১

করতে হবে॥ ৩০ ॥ এইভাবে অবিনাশী পরমাত্মার রূপে অবশিষ্ট যে চিদ্বস্তু আছে তাই আত্মা এবং সেই আত্মা আমিই—এই তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করবে। অগ্নি যেমন আপন আশ্রয় কাষ্ঠাদি ভস্ম এই পরিণতি জেনে শান্ত হয়ে আপন স্বরূপে স্থিত থাকে তেমনই আত্মাতে উপরত বা স্থিত হবে॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে[১] যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে সদাচারনির্ণয়ো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-নারদ সংবাদে সদাচার নির্ণয় নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যতিধর্ম-নিরূপণ এবং অবধূত-প্রহ্লাদ সংবাদ

নারদ উবাচ

কল্পস্ত্বেবং পরিব্রজ্য[২] দেহমাত্রাবশেষিতঃ।
গ্রামৈকরাত্রবিধিনা নিরপেক্ষশ্চরেন্মহীম্॥ ১

বিভৃয়াৎ যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দণ্ডলিঙ্গাদেরন্যৎ[৩] কিঞ্চিদনাপদি॥ ২

এক এব চরেদ্ ভিক্ষুরাত্মারামোঽনপাশ্রয়ঃ।
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো নারায়ণপরায়ণঃ॥ ৩

পশ্যেদাত্মন্যদো বিশ্বং পরে সদসতোঽব্যয়ে।
আত্মানং চ পরং ব্রহ্ম সর্বত্র সদসন্ময়ে॥ ৪

সুপ্তপ্রবোধয়োঃ সন্ধাবাত্মনো গতিমাত্মদৃক্।
পশ্যন্বন্ধং চ মোক্ষং চ মায়ামাত্রং ন বস্তুতঃ॥ ৫

নারদ বললেন—হে ধর্মরাজ! যদি বানপ্রস্থে কারোর ব্রহ্ম বিচারের সামর্থ্য জন্মায় তবে শরীর ব্যতীত অন্য সব কিছু পরিত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এবং কোনো ব্যক্তি, বস্ত্র, স্থান এবং সময়ের বিচার না করে এক গ্রামে একটি রাত কাটানোর প্রতিজ্ঞা করে পৃথিবীতে বিচরণ করবেন॥ ১ ॥ লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধান করবেন কেবলমাত্র কৌপীন। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ততক্ষণ দণ্ড তথা স্ব-সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন ব্যতীত অপর কোনো বস্তুকে গ্রহণ করবেন না॥ ২ ॥ সন্ন্যাসী সকল প্রাণীর হিতকারী হবেন। স্থিরচিত্ত থাকবেন। ভগবৎপরায়ণ এবং কারোর সাহায্য ব্যতীতই আপনাতেই আপনি বিভোর থেকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করবেন॥ ৩ ॥ কার্যকারণের অতীত পরমাত্মাতে এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড অধ্যস্ত বলে জানবেন এবং কার্যকারণস্বরূপ এই জগতে ব্রহ্মস্বরূপ আপন আত্মাকে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করবেন॥ ৪ ॥ আত্মদর্শী সন্ন্যাসী সুষুপ্তি এবং জাগরণের সন্ধিতে আপন স্বরূপকে অনুভব করে বন্ধন এবং মোক্ষ

[১]প্রা.পা.—স্কন্ধে আশ্রমলক্ষণবিধির্নাদ.। [২]প্রা.পা.—পরিত্যজ্য। [৩]প্রা.পা.—লিঙ্গদণ্ডাদে.।

নাভিনন্দেদ্ ধ্রুবং মৃত্যুমধ্রুবং বাস্য জীবিতম্।
কালং পরং প্রতীক্ষেত[1] ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্।। ৬

নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্।
বাদবাদাংস্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কং[2] চ ন সংশ্রয়েৎ।। ৭

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ।। ৮

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্মহেতুর্মহাত্মনঃ।
শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ।। ৯

অব্যক্তলিঙ্গো ব্যক্তার্থো মনীষ্যুন্মত্তবালবৎ।
কবির্মূকবদাত্মানং স দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নৃণাম্।। ১০

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং[3] পুরাতনম্।
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং মুনেরাজগরস্য চ।। ১১

তং শয়ানং ধরোপস্থে কাবের্যাং সহ্যসানুনি।
রজস্বলৈস্তনূদেশৈর্নিগূঢ়ামলতেজসম্।। ১২

দদর্শ লোকান্বিচরল্লোঁকতত্ত্ববিবিৎসয়া[4]।
বৃতোঽমাত্যৈঃ কতিপয়ৈ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ।। ১৩

কর্মণাঽকৃতিভির্বাচা লিঙ্গৈর্বর্ণাশ্রমাদিভিঃ।
ন বিদন্তি জনা যং বৈ সোঽসাবিতি ন বেত্তি চ[5]।। ১৪

তং নত্বাভ্যর্চ্য বিধিবৎ পাদয়োঃ শিরসা স্পৃশন্[6]।
বিবিৎসুরিদমপ্রাক্ষীন্মহাভাগবতোঽসুরঃ।। ১৫

বিভর্ষি কায়ং পীবানং সোদ্যমো ভোগবান্যথা।
বিত্তং চৈবোদ্যমতাং ভোগো বিত্তবতামিহ।
ভোগিনাং খলু দেহোঽয়ং পীবা ভবতি নান্যথা।। ১৬

উভয়ই মায়া ভিন্ন আর কিছু নয় এই অনুভব করবেন।। ৫ ।। তিনি শরীরের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ মৃত্যুকেও অভিনন্দন জানাবেন, অনিশ্চিত জীবনকেও ভালোবাসবেন না। কেবলমাত্র সকল প্রাণীর উৎপত্তি এবং নাশের কারণ 'কালে'র প্রতীক্ষায় দিন যাপন করবেন।। ৬ ।। অসত্য-অনাত্মবস্তুর প্রতিপাদনকারী শাস্ত্র তাঁর কাছে আদরণীয় হয় না। নিজের জীবন নির্বাহের জন্য কোনো জীবিকা নির্বাহ করবেন না, কেবল বাদবিচারের জন্য কোনোপ্রকার তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না। এই সংসারে তিনি নিরপেক্ষ এবং নির্লিপ্ত থাকবেন।। ৭ ।। তাঁর শিষ্যমণ্ডলী থাকবে না, প্রচুর গ্রন্থপাঠের অভ্যাস থাকবে না, ভাষ্য বা টীকা এইরকম কোনো ব্যাখ্যা তিনি করবেন না এবং বৃহৎ কোনো কর্ম আরম্ভ করবেন না।। ৮ ।। তিনি ধীর, সমদর্শী এবং মহাত্মা, কোনো আশ্রমের বন্ধন তার কাছে ধর্মের কারণ নয়। তিনি নিজের আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করতেও পারেন আবার ত্যাগও করতে পারেন। তার কাছে অন্য কোনো আশ্রমের চিহ্ন থাকবে না, কিন্তু তিনি আত্মানুসন্ধানে মগ্ন থাকবেন। অত্যন্ত বিচারক্ষম হলেও তাঁকে পাগল এবং বালকের মতোই মনে হবে। অত্যন্ত জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ লোকে মনে করবে কোনো বোবা লোক।। ১০ ।।

যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে মহাত্মারা এক প্রাচীন ইতিহাস বলেন। তা হল—দত্তাত্রেয় মুনি এবং ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সংবাদ।। ১১ ।। একবার ভগবানের পরমপ্রেমী প্রহ্লাদ কিছু মন্ত্রীবর্গসহ জনগণের হৃদয়ের কথা জানার জন্য বিভিন্ন লোকে বিচরণ করছিলেন। তিনি দেখলেন সহ্যাদ্রি পর্বতের পাদদেশে কাবেরী নদীর তটে পৃথিবীর ওপর একমুনি পড়ে আছেন। তাঁর শরীরের জ্যোতি ধূলি ধূসরিত হওয়ার কারণে বিঘ্ন প্রাপ্ত হচ্ছে।। ১২-১৩ ।। তাঁর কর্ম, আকার, বাণী এবং আশ্রমাদি চিহ্ন থেকে কেউ বুঝতে পারবে না যে তিনি সিদ্ধপুরুষ কি না। ভগবানের পরম প্রেমী ভক্ত প্রহ্লাদ নতমস্তকে তাঁর চরণস্পর্শ ও প্রণাম করে এবং বিধিপূর্বক সম্মান প্রদর্শনসহ পূজা করে তাঁকে প্রশ্ন করলেন—প্রভু ! আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য উদ্যমশীল এবং ভোগী পুরুষের মতো। সংসারের নিয়মানুসারে উদ্যোগী পুরুষ ধনলাভ করে। ধনবানই ভোগ সুখ উপভোগ করে আর ভোগীর

[1]প্রা.পা.—পরীক্ষেত। [2]প্রা.পা.—কঞ্চন নাশ্রয়েৎ। [3]প্রা.পা.—বন্তোতমি.। [4]প্রা.পা.—বুভুৎসয়া। [5]প্রা.পা.—তম্। [6]প্রা.পা.—পতন্।

ন তে শয়ানস্য নিরুদ্যমস্য
ব্রহ্মন্ নু হার্থো যত এব ভোগঃ।
অভোগিনোঽয়ং তব বিপ্র দেহঃ
পীবা যতস্তদ্বদ নঃ ক্ষমং চেৎ॥ ১৭

কবিঃ কল্পো নিপুণদৃক্ চিত্রপ্রিয়কথঃ সমঃ।
লোকস্য কুর্বতঃ কর্ম শেষে তদ্বীক্ষিতাপি বা॥ ১৮

নারদ উবাচ

স ইত্থং দৈত্যপতিনা পরিপৃষ্টো মহামুনিঃ।
স্ময়মানস্তমভ্যাহ তদ্বাগমৃতযন্ত্রিতঃ॥ ১৯

ব্রাহ্মণ উবাচ

বেদেদমসুরশ্রেষ্ঠ ভবান্ নন্বার্যসম্মতঃ।
ঈহোপরময়োর্নৃণাং পদান্যধ্যাত্মচক্ষুষা॥ ২০

যস্য নারায়ণো দেবো ভগবান্ হৃদগতঃ সদা।
ভক্ত্যা কেবলয়াজ্ঞানং ধুনোতি ধ্বান্তমর্কবৎ॥ ২১

অথাপি ব্রূমহে প্রশ্নাংস্তব রাজন্যথাশ্রুতম্।
সম্ভাবনীয়ো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতাম্॥ ২২

তৃষ্ণয়া ভববাহিন্যা যোগ্যৈঃ কামৈরপূরয়া।
কর্মাণি কার্যমাণোঽহং নানাযোনিষু যোজিতঃ॥ ২৩

যদৃচ্ছয়া লোকমিমং প্রাপিতঃ কর্মভির্ভ্রমন্।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তিরশ্চাং পুনরস্য চ॥ ২৪

অত্রাপি দম্পতীনাং চ সুখায়ান্যাপনুত্তয়ে।
কর্মাণি কুর্বতাং দৃষ্ট্বা নিবৃত্তোঽস্মি বিপর্যয়ম্॥ ২৫

শরীরই এমন মেদযুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত শরীরের এমন পুষ্টির কারণ তো আর দেখি না॥ ১৬ ॥ মান্যবর ! আপনার কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না কারণ আপনি অলসের মতো শুয়ে আছেন অতএব আপনি ধনবানও নন। আপনি ভোগই বা কী করে করবেন ? হে ব্রাহ্মণ ! ভোগ ব্যতীতই আপনার শরীর কী করে এই প্রকার হৃষ্টপুষ্ট হল—যদি উচিত মনে করেন তবে তা দয়া করে শোনান॥ ১৭ ॥ আপনি বিদ্বান, ক্ষমতাশালী এবং বুদ্ধিমান। আপনার কথা-বার্তা বড়ো অদ্ভুত এবং সুন্দর। সারা সংসার যখন কর্মমগ্ন তখন আপনার এইরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকার কারণ কী ? ॥ ১৮ ॥

নারদ বললেন—হে ধর্মরাজ ! প্রহ্লাদ যখন মহামুনি দত্তাত্রেয়কে এইরকম প্রশ্ন করলেন তখন তিনি প্রহ্লাদের মধুর বচনে মুগ্ধ হয়ে মৃদু হেসে বললেন॥ ১৯ ॥

দত্তাত্রেয় বললেন—দৈত্যরাজ ! সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষ তোমাকে সম্মান করে। কর্মে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির কী ফল মানুষ প্রাপ্ত হয় তা জ্ঞানদৃষ্টি বলে তোমার অজানা নয়॥ ২০ ॥ তোমার অসীম ভক্তির জন্য স্বয়ং নারায়ণ তোমার হৃদয়ে বিরাজিত থেকে সূর্য যেমন তমসাকে বিনষ্ট করেন তেমনই নিয়ত তোমার অজ্ঞানকে বিনষ্ট করছেন॥ ২১ ॥ তথাপি হে প্রহ্লাদ ! আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। কারণ আত্মশুদ্ধির অভিলাষীদের অবশ্যই তোমাকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত॥ ২২ ॥

হে প্রহ্লাদ ! তৃষ্ণা এমন এক বস্তু যা কাম্যবস্তু সকল প্রাপ্ত হওয়ার পরও নির্বাপিত হয় না। কামনা হেতু আমি কতই না কর্মে প্রবৃত্ত হলাম আর বারেবারে বিভিন্ন প্রজাতিতে জন্মলাভ করলাম। এইভাবে আমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ক্রমাগত ঘুরতে লাগলাম॥ ২৩ ॥ এই সকাম কর্মের কারণে কত জন্ম ঘুরতে ঘুরতে আমি দৈবাৎ মনুষ্য জন্ম লাভ করলাম, যে জন্ম স্বর্গ, মোক্ষ, মনুষ্য অথবা মনুষ্যেতর প্রাণীতে জন্মলাভের উন্মুক্ত দরজা। এই মনুষ্যজন্মে পুণ্যকর্ম করো তো স্বর্গ, পাপকর্ম করলে পশুপক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণী আবার কর্মে নিবৃত্ত থাক (নিষ্কাম কর্ম) তো মোক্ষ আবার ভালো-মন্দ দুইপ্রকার কর্ম করলে পুনরায় মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হবে॥ ২৪ ॥ কিন্তু আমি দেখছি স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই জীবনে সুখ পাওয়ার জন্য এবং দুঃখকে নিবৃত্ত করার জন্য কর্ম করে কিন্তু এর ফল উল্টো হয়ে এই সকাম কর্মকারীরা আরও দুঃখের মধ্যে পতিত হয়। এইজন্য আমি কর্ম থেকে

সুখমস্যাত্মনো রূপং সর্বেহোপরতিস্তনুঃ।
মনঃসংস্পর্শজান্ দৃষ্টা ভোগান্ স্বপ্স্যামি সংবিশন্॥ ২৬

ইত্যেতদাত্মনঃ[১] স্বার্থং সন্তং বিস্মৃত্য বৈ পুমান্।
বিচিত্রামসতি দ্বৈতে ঘোরামাপ্নোতি সংসৃতিম্॥ ২৭

জলং তদুদ্ভবৈশ্ছন্নং হিত্বাজ্ঞো জলকাম্যয়া।
মৃগতৃষ্ণামুপাধাবেদ্[২] যথান্যত্রার্থদৃক্ স্বতঃ॥ ২৮

দেহাদিভির্দৈবতন্ত্রৈরাত্মনঃ সুখমীহতঃ।
দুঃখাত্যয়ং চানীশস্য ক্রিয়া মোঘা কৃতাঃ কৃতাঃ॥ ২৯

আধ্যাত্মিকাদিভির্দুঃখৈরবিমুক্তস্য কর্হিচিৎ।
মর্ত্যস্য কৃচ্ছ্রোপনতৈরর্থৈঃ কামৈঃ ক্রিয়েত কিম্॥ ৩০

পশ্যামি ধনিনাং ক্লেশং লুব্ধানামজিতাত্মনাম্।
ভয়াদলব্ধনিদ্রাণাং সর্বতোঽভিবিশঙ্কিনাম্॥ ৩১

রাজতশ্চৌরতঃ শত্রোঃ স্বজনাৎ পশুপক্ষিতঃ।
অর্থিভ্যঃ কালতঃ স্বস্মান্নিত্যং প্রাণার্থবদ্ভয়ম্॥ ৩২

শোকমোহভয়ক্রোধরাগক্লৈব্যশ্রমাদয়ঃ।
যন্মূলাঃ স্যুর্নৃণাং জহ্যাৎ স্পৃহাং[৩] প্রাণার্থয়োর্বুধঃ॥ ৩৩

মধুকারমহাসর্পৌ লোকেঽস্মিন্নো গুরূত্তমৌ।
বৈরাগ্যং পরিতোষং চ প্রাপ্তা যচ্ছিক্ষয়া বয়ম্॥ ৩৪

বিরাগঃ সর্বকামেভ্যঃ শিক্ষিতো মে মধুব্রতাৎ।
কৃচ্ছ্রাপ্তং মধুবদ্ বিত্তং হত্বাপ্যন্যো হরেৎ পতিম্॥ ৩৫

অনীহঃ পরিতুষ্টাত্মা যদৃচ্ছোপনতাদহম্।
নো চেচ্ছয়ে বহ্বহানি মহাহিরিব সত্ত্ববান্॥ ৩৬

সম্পূর্ণভাবে বিরত হয়েছি॥ ২৫ ॥

সুখ হল আত্মার স্বরূপ। সমস্ত চেষ্টার নিবৃত্তি জীব শরীরের মাধ্যমেই করতে পারে, শরীরের দ্বারাই কর্ম-প্রচেষ্টা হয়। সেইজন্য সমস্ত ভোগকে মানসিক সংকল্প জ্ঞান করে আমি প্রারব্ধ ভোগ স্খালনের জন্য এইভাবে পড়ে রয়েছি॥ ২৬ ॥ মানুষ নিজের স্বার্থ অর্থাৎ বাস্তবসম্মত স্ব-স্বরূপ সুখকে ভুলে এই অসত্য দ্বৈতকে সত্য বলে মনে করে অত্যন্ত ভয়ানক এবং আশ্চর্যময় জন্ম মৃত্যুচক্রে আরোহন করে॥ ২৭ ॥ যেমন অজ্ঞানী মানুষ জলজ ঘাস এবং শৈবাল আচ্ছাদিত জলকে জল না বুঝে জলের জন্য মৃগতৃষ্ণার প্রতি ধাবিত হয় তেমনই আপন আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুতে সুখ আছে মনে করে জীব আত্মাকেই ত্যাগ করে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়॥ ২৮ ॥ হে প্রহ্লাদ! প্রারব্ধানুসারে শরীরের সৃষ্টি হয়। সেই শরীর দ্বারা জীব সুখ পেতে এবং দুঃখের নিবৃত্তি ঘটাতে উৎসাহী হয়। সে নিজের পছন্দমতো পথে সুখভোগ ও দুঃখের নিবৃত্তি চায়। কিন্তু বারবার তার কর্ম বিফল হয়॥ ২৯ ॥ মনুষ্য সর্বদা, শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি দুঃখ কষ্টে অভিভূত থাকে। মরণশীল মানুষ যদি বহু পরিশ্রমে এবং আয়াসে কিছু ধন এবং ভোগ্য বস্তু লাভও করে তাতে কী আসে যায় ? ॥ ৩০ ॥ লোভী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ধনীদের দুঃখ তো আমি স্বচক্ষে দেখছি। ভয়ে নিদ্রা যায় না, প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখে॥ ৩১ ॥ যে জীবনের প্রতি এবং ধনের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়—সে রাজা, চোর, শত্রু, স্বজন, পশুপক্ষী, যাচক এবং কাল থেকেও সন্ত্রস্ত থাকে। 'আমি যেন ভুল করে না বসি', 'কোথাও যেন বিশেষ ব্যয় করে না ফেলি' এই আশঙ্কাতে যেন নিজেই নিজেকে ভয় পায়॥ ৩২ ॥ সেই হেতু বুদ্ধিমান ব্যক্তি যার জন্য শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, ভীরুতা এবং শ্রম প্রভৃতির শিকার হতে হয়—সেই ধন এবং জীবনের স্পৃহাকে ত্যাগ করেন॥ ৩৩ ॥

এই লোকে আমার সর্বাপেক্ষা বড় গুরু হল অজগর এবং মৌমাছি। তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমি বৈরাগ্য এবং সন্তোষ প্রাপ্ত হয়েছি॥ ৩৫ ॥ মধুমক্ষিকা অর্থাৎ মৌমাছি যেমন বহু পরিশ্রমে বিন্দু বিন্দু করে মধু সঞ্চয় করে তেমনই মনুষ্য বহু কষ্টে যে ধন সঞ্চয় করে, অন্য কেউ সেই ধনস্বামীকে মেরে তার কষ্টোপার্জিত ধন ছিনিয়ে নেয়। এর

[১]প্রা.পা.—ত্মনি। [২]প্রা.পা.—তৃষ্ণাং প্রধাবেয় তথান্য.। [৩]প্রা.পা.—স্পৃহাঃ।

ক্বচিদল্পং ক্বচিদ্ ভূরি ভুঞ্জেঽন্নং স্বাদ্বস্বাদু বা।
ক্বচিদ্ ভূরিগুণোপেতং গুণহীনমুত[1] ক্বচিৎ।। ৩৭

শ্রদ্ধয়োপাহৃতং[2] ক্বাপি কদাচিন্মানবর্জিতম্।
ভুঞ্জে ভুক্ত্বাথ কস্মিংশ্চিদ্ দিবা নক্তং যদৃচ্ছয়া।। ৩৮

ক্ষৌমং দুকূলমজিনং চীরং বল্কলমেব বা।
বসেঽন্যদপি সম্প্রাপ্তং দিষ্টভুক্ তুষ্টধীরহম্।। ৩৯

ক্বচিচ্ছয়ে ধরোপস্থে তৃণপর্ণাশ্মভস্মসু।
ক্বচিৎ প্রাসাদপর্যঙ্কে কশিপৌ বা পরেচ্ছয়া।। ৪০

ক্বচিৎ স্নাতোঽনুলিপ্তাঙ্গঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলংকৃতঃ[3]।
রথেভাশ্বৈশ্চরে[4] ক্বাপি দিগ্বাসা গ্রহবদ্ বিভো।। ৪১

নাহং নিন্দে ন চ স্তৌমি স্বভাববিষমং জনম্।
এতেষাং শ্রেয় আশাসে উতৈকাত্ম্যং মহাত্মনি।। ৪২

বিকল্পং জুহুয়াচ্চিত্তৌ তাং মনস্যর্থবিভ্রমে।
মনো বৈকারিকে হুত্বা তন্মায়ায়াং জুহোত্যনু[5]।। ৪৩

আত্মানুভূতৌ তাং মায়াং জুহুয়াৎ সত্যদৃঙ্মুনিঃ।
ততো নিরীহো বিরমেৎ স্বানুভূত্যাঽত্মনি স্থিতঃ।। ৪৪

স্বাত্মবৃত্তং ময়েত্থং[6] তে সুগুপ্তমপি বর্ণিতম্।
ব্যপেতং লোকশাস্ত্রাভ্যাং ভবান্ হি ভগবৎপরঃ।। ৪৫

থেকে আমি এই শিক্ষা নিয়েছি যে বিষয়ভোগ থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।। ৩৬ ।। আমি অজগরের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকি, দৈববশে যা কিছু পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। আর যদি কিছু না পাওয়া যায় তাহলেও অনেকদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে এভাবেই পড়ে থাকি।। ৩৬ ।। কখনো সামান্য কিছু খাদ্য মেলে তো কোনোদিন প্রচুর। কখনো সুস্বাদু খাদ্য তো কোনোদিন বিস্বাদ খাদ্য, কখনো অনেক গুণযুক্ত কখনো বা সর্বথা গুণহীন।। ৩৭ ।। কখনো খুবই শ্রদ্ধায় প্রদত্ত অন্নগ্রহণ করি তো কখনো অনাদরে প্রদত্ত অন্ন পাই। কখনো এমনিতেই দিনে অন্ন মেলে আবার কখনো রাত্রিতে, কখনো একবার, কখনোবা একাধিকবার ভোজন করি।। ৩৮ ।। আমি আপন প্রারব্ধে সন্তুষ্ট। সেইজন্য রেশমী বা সুতী, মৃগচর্ম অথবা চীর, বল্কল অথবা যা কিছু পরিধেয় হিসাবে পাই তাই পরিধান করি।। ৩৯ ।। কখনো পৃথিবী, ঘাস, পাতা, পাথর অথবা ছাই-এর উপর পড়ে থাকি তো কোনোদিন পরের ইচ্ছাতে প্রাসাদে পালঙ্কের ওপর গদীর বিছানায় শুয়ে থাকি।। ৪০ ।। দৈত্যরাজ! কখনো স্নান করে শরীরে চন্দনাদি লেপন করে ফুলমালা ও গহনা পরিধান করে রথ, হাতি এবং অশ্বোপরি গমন করি ; কখনো বা পিশাচের মতো উলঙ্গ নোংরা অবস্থায় বিচরণ করি।। ৪১ ।। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের হয়। আমি না কারোর প্রশংসা করি না কারোর নিন্দা। আমি কেবল এদের পরম কল্যাণ এবং পরমাত্মার সঙ্গে যাতে তারা মিলিত হতে পারে সেই কামনা করি।। ৪২ ।।

সত্যান্বেষী ব্যক্তির উচিত নানাপ্রকার পদার্থ এবং তাদের বিভেদ যা কিছু তার নজরে পড়বে তা সে নিজের চিত্তবৃত্তিতে হবন করবে (প্রতীকী)। চিত্তবৃত্তিকে আবার এই পদার্থ সম্বন্ধে বিবিধ ভ্রম উৎপন্নকারী মনে, মনকে সাত্ত্বিক অহংকারে আবার সাত্ত্বিক বা শুদ্ধ অহংকারকে মহৎ তত্ত্ব দ্বারা মায়াতে হবন করতে হবে। এইভাবে সব ভেদ-বিভেদের কারণ যে মায়া তা নিশ্চিতভাবে জেনে সেই মায়াকে আত্মানুভূতিতে আহুতি প্রদান করতে হবে। এইভাবে আত্ম-সাক্ষাৎকারের দ্বারা আত্মস্বরূপে স্থিত হয়ে নিষ্ক্রিয় এবং উপরত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হবে।। ৪৩-৪৪ ।। হে প্রহ্লাদ ! আমার এই আত্মকথা অত্যন্ত গুপ্ত এবং লোককথা ও শাস্ত্রকথার

[1]প্রা.পা.—হীনং ততঃ ক.। [2]প্রা.পা.— যোপগতং চাপি। [3]প্রা.পা.—স্রগলংকৃতঃ। [4]প্রা.পা.—রথেনাশ্বৈ.। [5]প্রা.পা.—জুহোম্যহম্। [6]প্রা.পা.—ময়ৈতত্তে।

নারদ উবাচ

ধর্মং পারমহংস্যং বৈ মুনেঃ শ্রুত্বাসুরেশ্বর।
পূজয়িত্বা ততঃ প্রীত আমন্ত্র্য প্রযযৌ গৃহম্।। ৪৬

অতীত। তুমি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র সেই হেতু আমি তোমার কাছে এই বিষয় বর্ণনা করলাম।। ৪৫ ।।

নারদ বললেন— মহারাজ ! প্রহ্লাদ দত্তাত্রেয় মুনির মুখে পরমহংসের এই ধর্ম শ্রবণ করে তাঁর পূজা করে এবং তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে স্ব-রাজধানীতে প্রস্থান করলেন।। ৪৬ ।।

———◦———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে যতিধর্মে [১] ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৩ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির-নারদ সংবাদে যতিধর্ম বর্ণনায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৩ ।।

———◦———

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ
চতুর্দশ অধ্যায়
গৃহস্থ সম্বন্ধীয় সদাচার

যুধিষ্ঠির উবাচ

গৃহস্থ এতাং পদবীং বিধিনা যেন চাঞ্জসা।
যাতি দেবঋষে ব্রূহি মাদৃশো গৃহমূঢ়ধীঃ।। ১

নারদ উবাচ

গৃহেষ্ববস্থিতো[২] রাজন ক্রিয়াঃ কুর্বন্ গৃহোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্।। ২
শৃণ্বন্ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতারকথামৃতম্।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ।। ৩
সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ[৩] সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুচ্যেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ।। ৪
যাবদর্থমুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ।
বিরক্তো রক্তবৎ তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ।। ৫

যুধিষ্ঠির বললেন—হে দেবর্ষি নারদ ! আমার মতো গৃহবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষ পরিশ্রম ব্যতীতই কীভাবে এই বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে আপনি কৃপা করে তা আমাকে উপদেশ করুন।। ১ ।।

নারদ বললেন—যুধিষ্ঠির ! মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে থেকে গৃহস্থ ধর্মকে অনুসরণ করে সমস্তরকম কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করলেও, সকল কর্মই ভগবানে সমর্পণ করা বিধেয়। মহাপুরুষদের সেবা করে, অবকাশ পেলেই ত্যাগী পুরুষদের সংসর্গ করে এবং বারবার শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের অবতারের অমৃতময় লীলাকথা যেন শ্রবণ করে।। ২-৩ ।। স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার পর মানুষের যেমন স্বপ্নের বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে না তেমনই যেমন যেমন সৎসঙ্গ দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হবে সেই সেই মতো শরীর, স্ত্রী, পুত্র, ধনাদির আসক্তিও আপনা আপনিই ছেড়ে যেতে থাকে।। ৪ ।। বুদ্ধিমান পুরুষের আবশ্যকতানুসারে গৃহের এবং শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনোই নয়। অন্তরে ত্যাগী

[১]প্রা.পা.—যদিধর্মত্রয়ো.। [২]প্রা.পা.—গৃহে ব্যবস্থিতো। [৩]প্রা.পা.—তৎসঙ্গা.।

জ্ঞাতয়ঃ পিতরৌ পুত্রা ভ্রাতরঃ সুহৃদোঽপরে।
যদ্ বদন্তি যদিচ্ছন্তি চানুমোদেন নির্মমঃ।। ৬

দিব্যং ভৌমং চান্তরিক্ষং বিত্তমচ্যুতনির্মিতম্।
তৎ সর্বমুপভুঞ্জান এতৎ কুর্যাৎ স্বতো বুধঃ।। ৭

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।। ৮

মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ্‌খগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেত্তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ।। ৯

ত্রিবর্গং[1] নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেৎ গৃহমেধ্যপি।
যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্।। ১০

আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্ যথা।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ।। ১১

জহ্যাদ্ যদর্থে স্বপ্রাণান্ হন্যাদ্ বা পিতরং গুরুম্।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্ যস্তেন হ্যজিতো জিতঃ।। ১২

কৃমিবিড্‌ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্।
ক্ব তদীয়রতির্ভার্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ।। ১৩

সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্ বৃত্তিমাত্মনঃ।
শেষে স্বত্বং ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ।। ১৪

দেবানৃষীন্ নৃভূতানি পিতৄনাত্মানমন্বহম্।
স্ববৃত্ত্যাগতবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্।। ১৫

কিন্তু বাইরে সাধারণ গৃহস্থের মতো আসক্তি যুক্ত ব্যবহার করাই সমীচীন।। ৫ ।। মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, পুত্র, মিত্র, জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং অপরাপর লোকজন যা কিছু বলে অথবা যা কিছু চায়, অন্তরে কোনোরকম মোহ মায়া না রেখে তাতে অনুমতি দেবে।। ৬ ।।

বুদ্ধিমান পুরুষ বর্ষাদি দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি, পৃথিবী থেকে উৎপন্ন সুবর্ণাদি ধাতু সকল, হঠাৎ করে পাওয়া দ্রব্যাদি, অন্যান্য সর্বপ্রকারের ধনাদি ভগবান প্রদত্ত—এইরকম মনে করে প্রারব্ধানুসারে তার ভোগ করে। ওই সকল ধন সঞ্চয় না করে পূর্বোক্ত সাধুসেবা প্রভৃতি কাজে ব্যয় করতে হবে।। ৭ ।। কেবলমাত্র ততটুকু ধনসামগ্রীতেই মানুষের অধিকার যাতে তার প্রয়োজন মিটে যায়। এর চেয়ে বেশি ধনসম্পদ যে নিজের জন্য কামনা করে সে তস্কর বই আর কিছু নয়, তার দণ্ডিত হওয়া উচিত।। ৮ ।। হরিণ, উট, গাধা, বাঁদর, ইঁদুর, সরীসৃপাদি (বুকে হেঁটে চলা প্রাণী), পক্ষী এবং মক্ষিকাদিকে পুত্রবৎ স্নেহ করা কর্তব্য। বস্তুত আপন সন্তান থেকে তাদের পার্থক্যই বা কতটুকু।। ৯ ।। গৃহস্থদের ধর্ম, অর্থ এবং কাম-এর জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করা উচিত নয় বরং দেশ, কাল এবং প্রারব্ধানুসারে যা কিছু পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।। ১০ ।। নিজের সমস্ত ভোগসামগ্রীকে কুকুর থেকে আরম্ভ করে পতিত, চণ্ডালাদি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে যথাযোগ্য বিতরণ করে তবেই সেগুলি গ্রহণ করা বিধেয়। এমনকী নিজের স্ত্রী যাকে সে আপন বলে মনে করে, তাকেও অতিথিসেবার মতো নির্দোষ কার্যে নিযুক্ত রাখতে হবে।। ১১ ।। লোক স্ত্রীর জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। মা বাবা এমন কি গুরুকে হত্যা করতেও পিছপা হয় না ; সেই স্ত্রীর উপর থেকে যে মোহ সরিয়ে নেয় সে স্বয়ং নিত্যবিজয়ী ভগবানকে জয় করে।। ১২ ।। অন্তিমে যে শরীর পোকা, বিষ্ঠা এবং ছাই-এর ঢিবিতে পরিণত হবে—সেই এই তুচ্ছ শরীরই বা কোথায় আর কোথায় বা এই শরীরের জন্যই আদরণীয় স্ত্রী আর কোথায় অপার মহিমান্বিত আকাশকেও আবরিত করতে পারে এমন আত্মা।। ১৩ ।।

গৃহস্থদের প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্ত এবং পঞ্চযজ্ঞাদি থেকে উদ্বৃত্ত অন্নে আপন জীবন নির্বাহ করা উচিত। যে জ্ঞানবান পুরুষ এতদ্ব্যতীত আর কোনো কিছুকে নিজের বলে মনে

[1]প্রা.পা.—ত্রিবর্গতাং নিমিত্তেন ভজেত।

যর্হ্যাত্মনোঽধিকারাদ্যাঃ সর্বাঃ স্যুর্যজ্ঞসম্পদঃ।
বৈতানিকেন বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ॥ ১৬

ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্বযজ্ঞভুক্।
ইজ্যেত[১] হবিষা রাজন্যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ॥ ১৭

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণদেবেষু মর্ত্যাদিষু যথার্হতঃ।
তৈস্তৈঃ কামৈর্যজস্বৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণাননু॥ ১৮

কুর্যাদাপরপক্ষীয়ং[২] মাসি প্রৌষ্ঠপদে দ্বিজঃ।
শ্রাদ্ধং পিত্রোর্যথাবিত্তং তদ্বন্ধূনাং চ বিত্তবান্॥ ১৯

অয়নে বিষুবে কুর্যাদ্ ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে।
চন্দ্রাদিত্যোপরাগে চ দ্বাদশীশ্রবণেষু চ॥ ২০

তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে নবম্যামথ কার্তিকে।
চতসৃষ্বপ্যষ্টকাসু হেমন্তে শিশিরে তথা॥ ২১

মাঘে চ সিতসপ্তম্যাং মঘারাকাসমাগমে।
রাকয়া[৩] চানুমত্যা বা মাসর্ক্ষাণি যুতান্যপি॥ ২২

দ্বাদশ্যামনুরাধা স্যাচ্ছ্রবণস্তিস্র উত্তরাঃ।
তিসৃষ্বেকাদশী বাঽসু জন্মর্ক্ষশ্রোণযোগযুক্[৪]॥ ২৩

ত এতে শ্রেয়সঃ কালা নৃণাং শ্রেয়োবিবর্ধনাঃ।
কুর্যাৎ সর্বাত্মনৈতেষু শ্রেয়োঽমোঘং তদায়ুষঃ॥ ২৪

এষু স্নানং জপো হোমো ব্রতং দেবদ্বিজার্চনম্।
পিতৃদেবনৃভূতেভ্যো যদ্ দত্তং তদ্ধ্যনশ্বরম্॥ ২৫

করে না সে ঋষির সমগোত্রীয়॥ ১৪ ॥ আপন বর্ণাশ্রম বিহিত বৃত্তিদ্বারা প্রাপ্ত সামগ্রীদ্বারা প্রতিদিন দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, ভূত এবং পিতৃগণের তথা স্ব-প্রাণকে পূজা করা কর্তব্য। এইরকম পূজা হল একই পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্নরূপে আরাধনার সমকক্ষ॥ ১৫ ॥ যদি আপন অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যজ্ঞের জন্য আবশ্যক বস্তু সকল অর্জন করা যায় তবে বড় বড় যজ্ঞ অথবা অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য॥ ১৬ ॥ যুধিষ্ঠির! যদিও সকল যজ্ঞের ভোক্তা ভগবানই কিন্তু ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে নিবেদিত হবিষ্যান্নতে তাঁর যেমন তৃপ্তি হয়, অগ্নির মুখে হবন করা দ্রব্যতেও তার তেমন তৃপ্তি হয় না॥ ১৭ ॥ (অগ্নিকে দেবতাদের মুখ বলা হয়েছে, এইজন্য অগ্নিতে আহুতি দিলেই দেবতারা তা গ্রহণ করেন।) সেইহেতু উপযুক্ত সামগ্রীদ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, মনুষ্যাদি সকল প্রাণীর অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বিরাজিত ভগবানের পূজা করা কর্তব্য। এরমধ্যে ব্রাহ্মণেরই প্রাধান্য অনস্বীকার্য॥ ১৮ ॥

ধনী ব্রাহ্মণের নিজের সামর্থ্যানুসারে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে নিজের মাতা-পিতা তথা পূর্বপুরুষের মহালয়া শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য॥ ১৯ ॥ এছাড়া অয়ন (কর্কট এবং মকর সংক্রান্তির), বিষুব (তুলা এবং মেষের সংক্রান্তি), ব্যতীপাত, দিনক্ষয়, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময়, দ্বাদশীর দিন, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা এবং অনুরাধা নক্ষত্রে, বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া (অক্ষয় তৃতীয়া), কার্তিকী শুক্লা নবমী (অক্ষয় নবমী), অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন—এই চার মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী, মাঘের মঘা নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমা এবং প্রত্যেক মাসে সেই সেই মাসের নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, চিত্রা, বিশাখা, জ্যেষ্ঠাদি যুক্ত হলে পূর্ণ-চন্দ্র হোক বা অপূর্ণ, দ্বাদশী তিথির অনুরাধা, শ্রবণা, উত্তর-ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া এবং উত্তরভাদ্রপদের যোগ, একাদশী তিথির তিন উত্তরা নক্ষত্র যোগ অথবা জন্মনক্ষত্র তথা শ্রবণা নক্ষত্র যোগ—এই সকল যোগ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের উপযুক্ত এবং যোগ্য। এই যোগ কেবলমাত্র শ্রাদ্ধের জন্য নয়, যে কোনো পুণ্যকর্ম কল্যাণসাধনার এবং শুভকর্মের জন্য সমান উপযোগী। এই সময়ে নিজের সকল সামর্থ্য নিয়োগ করে শুভ কর্মাদি অনুষ্ঠান করতে হয়। এর মধ্যেই

[১]প্রা.পা.—ইজ্যতে। [২]প্রা.পা.—দপরপক্ষীয়ং মাসে। [৩]প্রা.পা.—রাকায়াং। [৪]প্রা.পা.—জন্মশ্রবণযোগ.।

সংস্কারকালো জায়ায়া অপত্যস্যাত্মনস্তথা।
প্রেতসংস্থা[১] মৃতাহশ্চ কর্মণ্যভ্যুদয়ে নৃপ॥ ২৬

অথ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্মাদিশ্রেয়আবহান্।
স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে॥ ২৭

বিম্বং ভগবতো যত্র সর্বমেতচ্চরাচরম্।
যত্র হ ব্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতম্॥ ২৮

যত্র যত্র হরেরর্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্।
যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ পুরাণেষু চ[২] বিশ্রুতাঃ॥ ২৯

সরাংসি পুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত।
কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ প্রয়াগঃ পুলহাশ্রমঃ॥ ৩০

নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোঽথ কুশস্থলী।
বারাসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা[৩]॥ ৩১

নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতারামাশ্রমাদয়ঃ।
সর্বে কুলাচলা রাজন্মহেন্দ্রমলয়াদয়ঃ॥ ৩২

এতে পুণ্যতমা দেশা হরেরর্চাশ্রিতাশ্চ যে।
এতান্দেশান্ নিষেবেত শ্রেয়স্কামো হ্যভীক্ষ্ণশঃ।
ধর্মো হ্যত্রেহিতঃ পুংসাং সহস্রাদিফলোদয়ঃ॥ ৩৩

পাত্রং ত্বত্র[৪] নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ।
হরিরেবৈক উর্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্॥ ৩৪

দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু।
রাজন্যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ॥ ৩৫

জীবরাশিভিরাকীর্ণ আণ্ডকোশাঙ্ঘ্রিপো মহান্।
তন্মূলত্বাদচ্যুতেজ্যা সর্বজীবাত্মতর্পণম্॥ ৩৬

জীবনের সকল সাফল্য নিহিত॥ ২০-২৪ ॥ এই শুভ সংযোগে স্নান, জপ, হোম, ব্রত তথা দেবতা এবং ব্রাহ্মণের যে পূজা করা হয়, অথবা যা কিছু দেবতা, পিতা, মনুষ্য এবং প্রাণিগণকে সমর্পণ করা যায় তারও ফল অক্ষয় হয়॥ ২৫ ॥

হে যুধিষ্ঠির ! এইভাবে স্ত্রীদের পুংসবনাদি, সন্তানের জাতকর্মাদি, তথা নিজের যজ্ঞ দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কারের সময়, শবদাহের দিন, অথবা বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অথবা অন্য মাঙ্গলিক কর্মসমূহে দান প্রভৃতি শুভকর্ম করা কর্তব্য॥ ২৬ ॥

যুধিষ্ঠির ! এখন আমি সেইসব স্থানের বর্ণনা করছি যেখানে ধর্মাদি শ্রেয় লাভ করা সম্ভব হয়। সৎব্যক্তি যেখানে বাস করে সেই দেশই সর্বাপেক্ষা পবিত্র॥ ২৭ ॥ সমগ্র চরাচর যাতে স্থিত সেই ভগবানের মূর্তি যেখানে বর্তমান এবং যেখানে জপতপকারী, বিদ্যা এবং দয়া প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সপরিবারে বসবাস করে, তাছাড়া যেখানে যেখানে ভগবানের পূজা হয় এবং পুরাণ প্রসিদ্ধ গঙ্গা প্রভৃতি নদীসকল বর্তমান—সেই সকল স্থান পরম কল্যাণকারী॥ ২৮-২৯ ॥ পুষ্করাদি সরোবর, সিদ্ধ পুরুষগণ দ্বারা সেবিত স্থান, কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম (শালগ্রাম ক্ষেত্র), নৈমিষারণ্য, ফাল্গুনক্ষেত্র, সেতুবন্ধ, প্রভাস, দ্বারকা, কাশী, মথুরা, পম্পাসর, বিন্দুসরোবর, বদরিকাশ্রম, অলকনন্দা, ভগবান সীতারামের আশ্রম—অযোধ্যা, চিত্রকূটাদি, মহেন্দ্র এবং মলয়াদি সমস্ত কুলপর্বত এবং যেখানে যেখানে ভগবানের অর্চাবতারদের অবস্থিতি সে সব দেশ অত্যন্ত পবিত্র। কল্যাণকামী পুরুষের বারংবার এই সব দেশের সেবা করা কর্তব্য। এইসব স্থানে মনুষ্য যে যে পুণ্যকর্ম করে (অন্যস্থান অপেক্ষা) সেখানে মানুষের হাজারগুণের অধিক ফল লাভ হয়॥ ৩০-৩৩ ॥

যুধিষ্ঠির ! অধিকারিনির্ণয়ের প্রসঙ্গে অধিকারীর গুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিবেকী পুরুষ একমাত্র ভগবানকেই সৎপাত্র বলেছেন। এই চরাচর জগৎ তাঁরই স্বরূপ॥ ৩৪ ॥ এখন তোমার এই যজ্ঞ প্রসঙ্গে বলা যাক। দেবতা-ঋষি-সিদ্ধ এবং সনকাদি ঋষিগণ থাকা সত্ত্বেও অর্ঘ প্রদানের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যোগ্য বলে নির্বাচন করা হয়েছিল॥ ৩৫ ॥ অসংখ্য জীবে ভরা এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাবৃক্ষের একমাত্র মূল

[১]প্রা.পা.—তৎ সংস্থা চ মৃতা.। [২]প্রা.পা.—পরিশ্রুতাঃ। [৩]প্রা.পা.—সরঃ পুরী। [৪]প্রা.পা.—তত্র।

পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ॥ ৩৭

তেম্বেষু ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে॥ ৩৮

দৃষ্ট্বা[১] তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা॥ ৩৯

ততোঽর্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধায়[২] সপর্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্॥ ৪০

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্॥ ৪১

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ॥ ৪২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই। সেইজন্য তাঁকে পূজা করলেই সমস্ত জীবের আত্মা তৃপ্ত হয়ে যায়॥ ৩৬ ॥ তিনি মনুষ্য, পশু-পক্ষী, ঋষি এবং দেবতাদির শরীর রূপ পুর তৈরি করে সেই পুরে নিজেই জীবরূপে শয়ন করেন। সেইহেতু তাঁর এক নাম 'পুরুষ'॥ ৩৭ ॥ হে যুধিষ্ঠির! যদ্যপি ভগবান একরসে স্থিত, তথাপি মনুষ্যাদি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ন্যূনাধিক রূপে তিনি তাদের মধ্যে প্রকাশমান। সেইহেতু পশুপক্ষী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ আবার মানুষের মধ্যে যার শরীরে ভগবানের অংশ—তপ-যোগাদি যত অধিক পরিমাণে বর্তমান সে তত শ্রেষ্ঠ॥ ৩৮ ॥

যুধিষ্ঠির! ত্রেতাদি যুগে যখন পণ্ডিতরা দেখলেন যে মনুষ্যকুল কেউ কাউকে মানছে না, পরস্পরের অপমান করছে তখন তাঁরা উপাসনা সিদ্ধির জন্য ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন॥ ৩৯ ॥ তখন থেকে কত লোক অতিশয় শ্রদ্ধা ও নানা উপচারে সেই মূর্তিতেই ভগবানের উপস্থাপনাপূর্বক পূজা করে আসছে। কিন্তু যে মানুষকে হিংসা করে, সে ভগবদ্মূর্তির যতই উপাসনা করুক তার সিদ্ধিলাভ অসম্ভব॥ ৪০ ॥ হে যুধিষ্ঠির! মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণকে বিশেষ সুপাত্র বলে মনে করা হয় কারণ তাঁরা আপনার তপস্যা বিদ্যা এবং সন্তোষ প্রভৃতি গুণের কারণে ভগবানের বেদরূপ শরীরকে ধারণ করে থাকেন॥ ৪১ ॥ মহারাজ! আমার এবং তোমার কথা বাদ দাও। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইষ্টদেব ব্রাহ্মণ। কারণ তাঁদের চরণরেণুতে তিন লোক পবিত্র হয়॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে[৩] সদাচারনির্ণয়ো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে সদাচার নির্ণয় নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১৪ ॥

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

গৃহীর মোক্ষধর্মের বর্ণনা

নারদ উবাচ

কর্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে।
স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে যে কেচিজ্জ্ঞানযোগয়োঃ॥ ১

নারদ বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির! কিছু ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা কর্মে, কারো বা তপস্যাতে, আবার কারো বেদপাঠ ও তার ব্যাখ্যার মধ্যে, কারো আত্মজ্ঞান লাভ করার মধ্যে, আবার

[১]প্রা.পা.—দৃষ্টৈস্তেষাং। [২]প্রা.পা.—সংশুদ্ধায়াং। [৩]প্রা.পা.—স্কন্ধে চতুর্দ.।

জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা।
দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ॥ ২

দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি শ্রাদ্ধে কুর্যান্ন বিস্তরম্॥ ৩

দেশকালোচিতশ্রদ্ধাদ্রব্যপাত্রার্হণানি চ।
সম্যগ্ ভবন্তি নৈতানি[১] বিস্তরাৎ স্বজনার্পণাৎ॥ ৪

দেশে কালে চ সম্প্রাপ্তে মুন্যন্নং[২] হরিদৈবতম্।
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পাত্রে ন্যস্তং কামধুগক্ষয়ম্॥ ৫

দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্য আত্মনে স্বজনায় চ।
অন্নং সংবিভজন্ পশ্যেৎ সর্বং তৎ পুরুষাত্মকম্॥ ৬

ন দদ্যাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাদ্যাদ্ ধর্মতত্ত্ববিৎ।
মুন্যন্নৈঃ স্যাৎপরা প্রীতির্যথা ন পশুহিংসয়া॥ ৭

নৈতাদৃশঃ পরো ধর্মো নৃণাং সদ্ধর্মমিচ্ছতাম্।
ন্যাসো দণ্ডস্য ভূতেষু মনোবাক্কায়জস্য[৩] যঃ॥ ৮

একে কর্মময়ান্ যজ্ঞান্ জ্ঞানিনো যজ্ঞবিত্তমাঃ।
আত্মসংযমনেঽনীহা জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ৯

দ্রব্যযজ্ঞৈর্যক্ষ্যমাণং দৃষ্ট্বা ভূতানি বিভ্যতি।
এষ মাকরুণো হন্যাদতজ্জ্ঞো হ্যসুতৃব্ ধ্রুবম্॥ ১০

তস্মাদ্ দৈবোপপন্নেন মুন্যন্নেনাপি ধর্মবিৎ।
সন্তুষ্টোঽহরহঃ কুর্যান্নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ॥ ১১

বিধর্মঃ পরধর্মশ্চ আভাস উপমা ছলঃ।
অধর্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্মজ্ঞোঽধর্মবৎ ত্যজেৎ॥ ১২

কারো বা যোগের মধ্যে॥ ১ ॥ নিজ কর্মের অক্ষয় ফললাভের জন্য শ্রাদ্ধ অথবা দেবপূজা সম্পন্ন করার পর গৃহী জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিকে চরু, পিণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য দান করবে। যদি জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি না পাওয়া যায় তাহলে যোগী, ধার্মিক ব্যাখ্যাকার প্রমুখ পুরুষকে যথাযোগ্য সম্মানসহ যথাবিহিত দান করবে॥ ২ ॥ দেবকার্যে দুই এবং পিতৃকার্যে তিন অথবা দুই কার্যে একজন করে ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো আবশ্যক। অত্যন্ত ধনবান হলেও শ্রাদ্ধকর্মে অধিক আয়োজনের কোনো প্রয়োজন নেই॥ ৩ ॥ কারণ রক্ত-সম্পর্কিত আপনজনদের দান অথবা প্রচুর আয়োজন করার জন্য দেশ-কালোচিত শ্রদ্ধা, পদার্থ, পাত্র অথবা পূজা প্রভৃতি আচার ঠিক ঠিকভাবে পালিত হয় না॥ ৪ ॥ উপযুক্ত স্থান-কালে প্রাপ্ত মুনি-ঋষিদের ভোজনের যোগ্য বিশুদ্ধ হবিষ্যান্ন ভগবানকে নিবেদন করার পর সেই প্রসাদ শ্রদ্ধা সহকারে এবং নিয়মানুসারে যোগ্য পাত্রে অর্পণ করবে। এই বিধি সকল কামনা পূরণ করে অক্ষয় ফলদান করে॥ ৫ ॥ দেবতা, ঋষি, পিতৃকুল, অন্য প্রাণী, স্বজন অথবা যখন নিজের জন্যও অন্নের বিভাজন করবে সেসময়ে নিজেকেসহ সকলকেই পরমাত্মা স্বরূপ মনে করা প্রয়োজন॥ ৬ ॥ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ শ্রাদ্ধকর্মে মাংস অর্পণ করবে না এবং নিজেও ভোজন করবে না, কারণ পিতৃকুল মুনি ঋষিদের যোগ্য হবিষ্যান্ন দ্বারা যেরূপ প্রসন্নতা লাভ করেন, সেরূপ পশুহত্যার দ্বারা নয়॥ ৭ ॥ সৎ ধর্মপালনে অভিলাষী ব্যক্তির কাছে কোনো জীবকে কায়মনোবাক্যে কোনোরকম কষ্ট না দেওয়ার মতো বড় ধর্ম আর নেই॥ ৮ ॥ অনেক যজ্ঞতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এইসব না করে জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে এই কর্মযজ্ঞের আহুতি দেন এবং বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠান থেকে বিরত থাকেন॥ ৯ ॥ কেউ যখন দ্রব্যময় যজ্ঞ করতে চায় তখন প্রাণীসকল ভীত হয়ে, চিন্তা করতে থাকে যে নিজের দীর্ঘায়ু কামনায় এই নির্দয় মূর্খ অবশ্যই আমাদের বধ করবে॥ ১০ ॥ সেই কারণে ধার্মিক ব্যক্তিদের উচিত প্রতিদিন প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত মুনিজনোচিত হবিষ্যান্নের দ্বারা নৈমিত্তিক কর্ম পালন করে তাতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা॥ ১১ ॥

অধর্মের পঞ্চশাখা বর্তমান—বিধর্ম, পরধর্ম, আভাস, উপমা এবং ছল। ধর্মজ্ঞ পুরুষ মূর্তিমান অধর্মের মতোই

[১]প্রা.পা.—ভূতানি। [২]প্রা.পা.—মুচাতে দৈবসঙ্গতম্। [৩]প্রা.পা.—কায়কর্মভিঃ।

ধর্মবাধো বিধর্মঃ স্যাৎ পরধর্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্মস্তু পাখণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ।। ১৩

যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুম্ভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে।। ১৪

ধর্মার্থমপি নেহেত যাত্রার্থং বাধনো ধনম্।
অনীহানীহমানস্য মহাহেরিব বৃত্তিদা।। ১৫

সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ।। ১৬

সদা সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া[১] দিশঃ।
শর্করাকণ্টকাদিভ্যো যথোপানৎ পদঃ শিবম্।। ১৭

সন্তুষ্টঃ কেন বা রাজন্ন বর্তেতাপি বারিণা।
ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যকার্পণ্যাদ্ গৃহপালায়তে জনঃ।। ১৮

অসন্তুষ্টস্য বিপ্রস্য তেজো বিদ্যা তপো যশঃ।
স্রবন্তীন্দ্রিয়লৌল্যেন জ্ঞানং চৈবাবকীর্যতে।। ১৯

কামস্যান্তং চ[২] ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং ক্রোধস্যৈতৎ ফলোদয়াৎ।
জনো যাতি ন লোভস্য জিত্বা ভুক্ত্বা দিশো ভুবঃ।। ২০

পণ্ডিতা বহবো রাজন্বহুজ্ঞাঃ সংশয়চ্ছিদঃ।
সদসস্পতয়োঽপ্যেকে অসন্তোষাৎ পতন্ত্যধঃ।। ২১

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ।। ২২

এদের ত্যাগ করবেন।। ১২ ।। যে কার্য ধর্মযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হলেও নিজ ধর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়, তা 'বিধর্ম' রূপে কথিত। কেউ যদি অন্য পুরুষকে উপদেশ দান করে তবে সেই উপদিষ্ট ধর্মকে 'পরধর্ম' বলে। পাখণ্ড তথা দাম্ভিকতার নাম 'উপধর্ম' অথবা 'উপমা'। শাস্ত্র বচনের বিকৃত অর্থ করাকে 'ছল' বলে।। ১৩ ।। যারা নিজ বর্ণাশ্রমের বিপরীত কোনো ধর্মকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয় সেই ধর্মকে 'আভাস' বলে। নিজ নিজ স্বভাবের অনুকূলে যে বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম প্রচলিত আছে তা ছাড়া অন্য কিছু শান্তি দিতে পারে না।। ১৪ ।। নির্ধন ধর্মাত্মা পুরুষ ধর্মের জন্য অথবা শরীর নির্বাহের জন্য কোনোরকম ধনলাভের চেষ্টা করবেন না। কারণ কোনোরকম চেষ্টা ছাড়া যেমন অজগরের জীবিকা নির্বাহ হয় তেমনই নিবৃত্তিপরায়ণ পুরুষের কর্মনিবৃত্তিই জীবিকা নির্বাহের উপায় করে দেয়।। ১৫ ।। যে সুখ নিজ আত্মায় অবস্থানকারী সন্তুষ্ট নিষ্কাম পুরুষের উপলব্ধি হয়, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কামনা আর লোভবশত শুধুমাত্র অর্থের জন্য দিবারাত্র এখানে সেখানে ছুটছে—সেই সুখ সে কী করে লাভ করবে ? ।। ১৬ ।। যেমন পাদুকা পরিহিত পদাতিকের পাথরের নুড়ি এবং কাঁটা থেকে কোনো ভয় থাকে না ঠিক তেমনই সদাসন্তুষ্ট চিত্তে সততই সুখ বিরাজ করে ; তার কাছে দুঃখের অস্তিত্বই নেই (থাকে না)।। ১৭ ।। যুধিষ্ঠির ! মানুষ যে কেন কেবলমাত্র জল গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয় না তা আমি বুঝি না। তাছাড়া রসনেন্দ্রিয় এবং জননেন্দ্রিয়ের সুখের লোভে পড়ে বেচারী পাহারাদানকারী কুকুরের মতোই গৃহের চৌকিদারী করে।। ১৮ ।। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয়-জনিত লালসা থেকে তেজ, বিদ্যা, তপস্যা এবং যশ ক্ষয় হয় এবং বিবেকও হারিয়ে যায়।। ১৯ ।। ক্ষুধা, তৃষ্ণা মিটে গেলে খাদ্য আর পানীয়ের কোনো চাহিদা থাকে না। ক্রোধও একসময় শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি মনুষ্য জাগতিক সমস্ত বস্তুকে জয়পূর্বক ভোগ করে তথাপি তার কামনা বা লোভ নির্বাপিত হয় না।। ২০ ।। তত্ত্বজ্ঞ, জটিল সমস্যার সমাধানকারী, শাস্ত্র প্রবচন চিত্তে অনুধাবনকারী এবং সারস্বত সভায় সভাপতির পদে সমাসীন বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরও কেবলমাত্র অসন্তোষের কারণে পদস্খলন ঘটে।। ২১ ।।

ধর্মরাজ ! সংকল্প পরিত্যাগ করলে কামনাকে, কামনা

[১]প্রা.পা.—শিবময়া। [২]প্রা.পা.—হি।

আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কায়াদ্যনীহয়া॥ ২৩

কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া॥ ২৪

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বং চোপশমেন[১] চ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ২৫

যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ[২] শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥ ২৬

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্॥ ২৭

ষড়্বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্বা নিয়মচোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগানাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ॥ ২৮

যথা বার্তাদয়ো হ্যর্থা[৩] যোগস্যার্থ ন বিভ্রতি।
অনর্থায় ভবেয়ুস্তে পূর্তমিষ্টং তথাসতঃ॥ ২৯

যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ[৪] স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ।
একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভিক্ষামিতাশনঃ॥ ৩০

দেশে শুচৌ সমে রাজন্ সংস্থাপ্যাসনমাত্মনঃ[৫]।
স্থিরং সমং[৬] সুখং তস্মিন্নাসীতর্জ্বঙ্গওমিতি॥ ৩১

প্রাণাপানৌ সন্নিরুন্ধ্যাৎ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
যাবন্মনস্ত্যজেৎ কামান্[৭] স্বনাসাগ্রনিরীক্ষণঃ॥ ৩২

পরিত্যাগ করলে ক্রোধকে, সংসারী ব্যক্তি যাকে 'অর্থ' মনে করে তাকে অনর্থ মনে করে লোভকে এবং তত্ত্ববিচারের দ্বারা ভয়কে জয় করা বিধেয়॥ ২২ ॥ অধ্যাত্ম বিদ্যার দ্বারা শোক ও মোহকে, সাধুদের উপাসনার দ্বারা অহংকারকে, মৌন অবলম্বনের দ্বারা যোগবিঘ্নকে এবং শরীর প্রাণ প্রভৃতিকে নিশ্চেষ্ট করে হিংসাকে জয় করতে হবে॥ ২৩ ॥ আধিভৌতিক দুঃখকে দয়ার দ্বারা, আধিদৈবিক বেদনাকে সমাধি দ্বারা তথা আধ্যাত্মিক দুঃখকে যোগবলের দ্বারা এবং নিদ্রাকে সাত্ত্বিক ভোজন, স্থান, সংসর্গ প্রভৃতি সেবনের দ্বারা জয় করতে হবে॥ ২৪ ॥ সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে এবং উপশমের দ্বারা সত্ত্বগুণের উপর বিজয়লাভ করতে হবে। গুরুদেবের প্রতি ভক্তির দ্বারা সাধক সমস্ত দোষকে সহজভাবে জয় করতে সক্ষম হতে পারে ॥ ২৫ ॥ চিত্তে জ্ঞানের দীপ প্রজ্জ্বলনকারী গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। যে দুর্মতি পুরুষ তাঁকে মনুষ্য মনে করে তার সকল শাস্ত্র-শ্রবণ হাতির স্নানের ন্যায় নিষ্ফল হয়ে যায়॥ ২৬ ॥ বড় বড় যোগীবর যাঁর চরণকমলকে দিনরাত অনুসন্ধান করে চলেছে, প্রকৃতি তথা পুরুষের অধীশ্বর স্বয়ং সেই ভগবান গুরুদেবরূপে প্রকটিত, যাঁকে সবাই ভ্রমবশত মনুষ্য বলে মনে করে॥ ২৭ ॥ শাস্ত্রে যা কিছু আচার নিয়মের উপদেশ আছে তার একমাত্র তাৎপর্য হল—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য—এই ষড় রিপুকে জয় করা অথবা পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন এই ষট্‌কেও স্ব-বশে নিয়ে আসা। এইসব শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালনের পরেও যদি ভগবানের ধ্যান, চিন্তন প্রভৃতিতে মনোনিবেশ না হয়, তাহলে সবই পণ্ডশ্রম মনে করতে হবে॥ ২৮ ॥ দুষ্ট পুরুষের শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম মঙ্গলদায়ক না হয়ে বিপরীত ফল প্রদান করে যেমন কৃষিকর্ম, ব্যবসায় প্রভৃতি যোগসাধনার ফল ভগবৎপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে না॥ ২৯ ॥

যে পুরুষ নিজের মনকে আত্মার বশীভূত করতে আগ্রহী তিনি সর্বপ্রকার আসক্তিকে পরিহার করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। নির্জনে একলা বাস করে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা শরীর নির্বাহের জন্য পরিমিত আহার করবেন॥ ৩০ ॥ হে যুধিষ্ঠির ! পবিত্র সমতলভূমিতে পাতা আসনে মেরুদণ্ড সোজা করে স্থিরভাবে সমান সুখাসনে উপবেশন করে ওঁকারের জপ করবে॥ ৩১ ॥ যতক্ষণ পর্যন্ত মন সংকল্প

[১]প্রা.পা.—পাসনেন। [২]প্রা.পা.—ন স্যাচ্ছুদ্ধা। [৩]প্রা.পা.—বিদ্যামায়াসার্থং। [৪] প্রা.পা.—তু স্যান্নিঃসঙ্গো নিষ্পরি.। [৫]প্রা.পা.—রাজমাত্মা.। [৬]প্রা.পা.—সুখং সমং তস্মি.। [৭]প্রা.পা.—কামং।

যতো যতো নিঃসরতি মনঃ কামহতং ভ্রমৎ।
ততস্তত উপাহৃত্য হৃদি রুন্ধ্যাচ্ছনৈর্বুধঃ[১]॥ ৩৩

এবমভ্যসতশ্চিত্তং কালেনাল্পীয়সা যতেঃ।
অনিশং তস্য নির্বাণং যাত্যনিন্ধনবহ্নিবৎ॥ ৩৪

কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিলবৃত্তি[২] যৎ।
চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ॥ ৩৫

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ॥ ৩৬

যৈঃ স্বদেহঃ স্মৃতো নাত্মা মর্ত্যো বিট্‌কৃমিভস্মসাৎ[৩]।
ত এনমাত্মসাৎকৃত্বা শ্লাঘয়ন্তি হ্যসত্তমাঃ॥ ৩৭

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা॥ ৩৮

আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বকাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া॥ ৩৯

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥ ৪০

আহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি
হয়ানভীষূন্ মন ইন্দ্রিয়েশম্।
বর্ত্মানি মাত্রা ধিষণাং চ সূতং
সত্ত্বং বৃহদ্ বন্ধুরমীশসৃষ্টম্॥ ৪১

অক্ষং দশপ্রাণমধর্মধর্মৌ
চক্রেঽভিমানং রথিনং চ জীবম্।
ধনুর্হি তস্য প্রণবং পঠন্তি
শরং তু জীবং পরমেব লক্ষ্যম্॥ ৪২

এবং বিকল্প মুক্ত না হয় ততক্ষণ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পূরক, কুম্ভক এবং রেচক দ্বারা প্রাণ তথা অপান বায়ুর গতিরোধ করতে হবে॥ ৩২ ॥ কামাহত অস্থির চিত্ত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, বিদ্বান পুরুষ তাদের সেখান সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে ধীরে ধীরে হৃদয়ে রুদ্ধ করবে॥ ৩৩ ॥ ইন্ধনের অভাবে যেমন অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যায়, সাধকের নিরন্তর এইরকম অভ্যাসের দ্বারা তেমনই স্বভাবত অশান্ত চিত্তও শান্ত হয়ে যাবে॥ ৩৪ ॥ এইভাবে কামনা বাসনার দ্বার বন্ধ হয়ে গেলেই চিত্তবৃত্তিগুলিও শান্ত হয়ে যায়, সেই শান্ত চিত্তে ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধ হয়। কামনা আর সেই চিত্তকে উদ্বেলিত করতে পারে না॥ ৩৫ ॥

যে সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে ধর্ম, অর্থ এবং কামের মূলকারণ গৃহস্থাশ্রমকে ত্যাগ করে আবার সেখানেই পুনঃপ্রবেশ করে, সে নির্লজ্জ কুকুরের মতোই তারই উদ্‌গীর্ণ খাদ্যবস্তু পুনরায় গ্রহণ করে॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি শরীরকে অনাত্মা, মৃত্যুর অধীন, বিষ্ঠা কৃমি-কীটের অধিষ্ঠান এবং ভস্মের সমাহার জেনেও আবার তাকেই আত্মা মনে করে প্রশংসা করে, মূর্খ ছাড়া তাকে আর কী বলা যায়॥ ৩৭ ॥ কর্মত্যাগী গৃহস্থ, ব্রতত্যাগী ব্রহ্মচারী, গ্রামে বসবাসকারী তপস্বী (বানপ্রস্থ গ্রহণকারী) এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সন্ন্যাসী—এই চারজন হল বর্ণাশ্রম ধর্মের কলঙ্ক, এরা শুধুমাত্র বর্ণাশ্রম পালনের অভিনয় করে। ভগবানের মায়া দ্বারা মোহিত সেই মূর্খসকলকে করুণা সহকারে উপেক্ষা করাই শ্রেয়॥ ৩৮-৩৯ ॥ আত্মজ্ঞান উপলব্ধির হেতু যাঁর সকল বাসনা দূরীভূত হয়েছে এবং যিনি আপন আত্মাকে পরম ব্রহ্মস্বরূপ বলে জানেন ; কোনো বিষয়ভোগের ইচ্ছা বা তার তৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে তিনি কেন নিজ দেহের পোষণ করবেন ? ॥ ৪০ ॥

উপনিষদে বলা হয়েছে শরীর হল রথ, ইন্দ্রিয়সকল বলবান ঘোড়া, ইন্দ্রিয়ের প্রভু মন হল লাগাম, শব্দাদি বিষয় হল পথ, বুদ্ধি সারথি, চিত্ত ভগবান নির্মিত দৃঢ় বন্ধনরজ্জু, দশপ্রাণ হল অক্ষদণ্ড, ধর্ম এবং অধর্ম হল চাকা এবং এসবের অভিমানে অভিমানী জীবকে রথী বলে অভিহিত করা হয়। ওঁকার সেই রথীর ধনুক, শুদ্ধ জীবাত্মা বাণ এবং পরমাত্মা হল লক্ষ্য। (এই ওঁকারের দ্বারা অন্তরাত্মাকে পরমাত্মাতে লীন করে দেওয়াই মানবজীবনের

[১]প্রা.পা.— নৈঃ শনৈঃ। [২]প্রা.পা.—স্বাচলবৃত্তি। [৩]প্রা.পা.— বৈ দুষ্কৃতং স্মরন্।

রাগো দ্বেষশ্চ লোভশ্চ শোকমোহৌ ভয়ং মদঃ।
মানোঽববানোঽসূয়া চ মায়া হিংসা চ মৎসরঃ।। ৪৩

রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুন্নিদ্রা শত্রবস্ত্বেবমাদয়ঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ ক্বচিৎ।। ৪৪

যাবন্নৃকায়রথমাত্মবশোপকল্পং
ধত্তে গরিষ্ঠচরণার্চনয়া নিশাতম্।
জ্ঞানাসিমচ্যুতবলো দধদস্তশত্রুঃ
স্বারাজ্যতুষ্ট উপশান্ত[১] ইদং বিজহ্যাৎ।। ৪৫

নো চেৎ প্রমত্তমসদিন্দ্রিয়বাজিসূতা
নীত্বোৎপথং বিষয়দস্যুষু নিক্ষিপন্তি।
তে দস্যবঃ সহয়সূতমমুং তমোঽন্ধে
সংসারকূপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপন্তি।। ৪৬

প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তিং চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্।
আবর্তেত[২] প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্।। ৪৭

হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্।
দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্মাস্যং পশুঃ[৩] সুতঃ।। ৪৮

এতদিষ্টং প্রবৃত্তাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ।
পূর্তং সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদিলক্ষণম্।। ৪৯

দ্রব্যসূক্ষ্মবিপাকশ্চ ধূমো রাত্রিরপক্ষয়ঃ।
অয়নং দক্ষিণং সোমো দর্শ ওষধিবীরুধঃ।। ৫০

অন্নং রেত ইতি ক্ষ্মেশ পিতৃয়ানং পুনর্ভবঃ।
একৈকশ্যোনানুপূর্বং ভূত্বা ভূত্বেহ জায়তে ।। ৫১

অভিপ্রায়)।। ৪১-৪২ ।। রাগ, দ্বেষ, লোভ, শোক, মোহ, ভয়, মদ, মান, অপমান, অপরের গুণের মধ্যে দোষ দেখা, ছলনা করা, হিংসা করা, পরশ্রীকাতরতা, কামনা, প্রমাদ, ক্ষুধা ও নিদ্রার প্রতি অত্যাসক্তি—এইগুলি এবং এতদ্‌ভিন্ন আরও অনেক কিছুকে জীবের শত্রুরূপে গণ্য করা হয়। এদের মধ্যে রজোগুণ এবং তমোগুণ প্রধান বৃত্তিসকলই অধিক। কোথাও কোথাও কিছু কিছু সত্ত্বগুণ প্রধান বৃত্তিও থাকে।। ৪৩-৪৪ ।। মনুষ্যের শরীররূপ রথ যতদিন পর্যন্ত স্ববশে থাকে এবং তার ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সঠিক পথে চালিত থাকে, ততদিন তার মধ্যেই গুরুদেবের চরণকমলের সেবা-পূজাদ্বারা শান দেওয়া জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে ভগবানের আশ্রয়ে থেকে সেইসকল শত্রুদের বিনাশ করে স্বস্থানে সসম্মানে বিরাজমান হয়ে অত্যন্ত শান্তভাবে এই শরীরও পরিত্যাগ করবে।। ৪৫ ।। নইলে মুহূর্তের ভুলে ইন্দ্রিয়রূপী দুষ্ট ঘোড়া এবং তার সঙ্গে মিত্রতা রক্ষাকারী বুদ্ধিরূপ সারথি রথস্বামী জীবকে উলটো রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বিষয়রূপী ডাকাতের হাতে তুলে দেবে। সেই দস্যু সারথি এবং ঘোড়াসহ এই জীবকে অত্যন্ত ভয়ানক ঘোর জীবন-মৃত্যু-চক্র স্বরূপ সংসারকূপে নিক্ষেপ করবে।। ৪৬ ।।

বৈদিক কর্ম দুপ্রকারের—এক প্রকার কর্ম বৃত্তিসকলকে বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত করে, যা প্রবৃত্তিপরায়ণ এবং দ্বিতীয় প্রকার কর্ম বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে চিত্তবৃত্তিকে শান্ত করে আত্ম-সাক্ষাৎকারের যোগ্যরূপে তৈরি করে দেয়, যা নিবৃত্তিপরায়ণ। প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি কর্মমার্গকে অনুসরণ করার ফলে বারংবার জন্ম-মৃত্যুচক্র প্রাপ্ত হয়। নিবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি ভক্তিমার্গ অথবা জ্ঞানমার্গের দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।। ৪৭ ।। শ্যেনযজ্ঞ, হিংসামূলক কর্ম, অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযজ্ঞ, সোমযজ্ঞ, বৈশ্বদেব, বলিদান প্রভৃতি কর্মকে 'ইষ্ট' বলে। দেবালয়, ধর্মশালা, কূপ প্রভৃতি নির্মাণ করা তথা বৃক্ষ রোপনকে 'পূর্ত কর্ম' বলে। এইগুলি প্রবৃত্তিপরায়ণ কর্ম এবং কামভাব যুক্ত হয়ে তা অশান্তির কারণরূপেও গণ্য হয়।। ৪৮-৪৯ ।। প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি মৃত্যুর পর চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি যজ্ঞ সম্বন্ধী দ্রব্যের সূক্ষ্মভাগ দ্বারা নির্মিত শরীর ধারণ করে ধূমাভিমানী দেবগণের সমীপে গমন করে। তারপর ক্রমশ রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের সমীপে গিয়ে চন্দ্রলোকে অধিষ্ঠান করে।

[১]প্রা.পা.—উপশান্তমতির্বিজহ্যাৎ। [২]প্রা.পা.—আবর্ততে। [৩]প্রা.পা.—পশুস্ততঃ।

নিষেকাদিশ্মশানান্তৈঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো দ্বিজঃ।
ইন্দ্রিয়েষু ক্রিয়াযজ্ঞান্ জ্ঞানদীপেষু জুহ্বতি॥ ৫২

ইন্দ্রিয়াণি মনস্যূর্মৌ[১] বাচি বৈকারিকং মনঃ।
বাচং বর্ণসমাম্নায়ে তমোঙ্কারে স্বরে ন্যসেৎ।
ওঙ্কারং বিন্দৌ নাদে তং তং তু প্রাণে মহত্যমুম্॥ ৫৩

অগ্নিঃ সূর্যো দিবা প্রাহ্ণঃ শুক্লো রাকোত্তরং স্বরাট্।
বিশ্বশ্চ[২] তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুর্য আত্মা সমন্বয়াৎ॥ ৫৪

দেবযানমিদং প্রাহুর্ভূত্বা ভূত্বানুপূর্বশঃ।
আত্মযাজ্যুপশান্তাত্মা হ্যাত্মস্থো ন নিবর্ততে॥ ৫৫

য এতে পিতৃদেবানাময়নে বেদনির্মিতে।
শাস্ত্রেণ চক্ষুষা বেদ জনস্থোঽপি[৩] ন মুহ্যতি॥ ৫৬

আদাবন্তে জনানাং সদ্ বহিরন্তঃ পরাবরম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচো বাচ্যং তমো জ্যোতিস্ত্বয়ং স্বয়ম্॥ ৫৭

সেখানকার ভোগ সমাপ্ত হলে অমাবস্যার চন্দ্রমার মতো ক্ষীণ হয়ে বৃষ্টির দ্বারা ক্রমশ ওষধি, লতা, অন্ন এবং বীর্যরূপে পরিণত হয়ে পিতৃযান মার্গ থেকে পুনরায় এই সংসারেই জন্মগ্রহণ করে॥ ৫০-৫১ ॥

হে যুধিষ্ঠির! গর্ভাধান থেকে শুরু করে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত যাঁর সম্পূর্ণরূপে সংস্কার হয় তাকে দ্বিজ বলে। (তাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বোক্ত প্রবৃত্তিমার্গের অনুষ্ঠান করে আর কেউ বা পূর্বকথিত বিষয়-নিবৃত্তিমার্গের)। নিবৃত্তিপরায়ণ পুরুষ ইষ্ট, পূর্ত প্রভৃতি কর্মের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞকে বিষয়াদির জ্ঞানপ্রকাশকারী ইন্দ্রিয়রাজিতে হবন করেন॥ ৫২ ॥ ইন্দ্রিয়রাজিকে দর্শন প্রভৃতি সংকল্পরূপ মনে, বৈকারিক মনকে পরা বাণীতে তথা পরা বাণীকে সমুদায় বর্ণে, বর্ণসমুদায়কে 'অ উ ম্' এই তিন স্বরে নিহিত ওঁকারে, ওঁকারকে বিন্দুতে, বিন্দুকে নাদে, নাদকে সূত্রাত্মারূপ প্রাণে তথা প্রাণকে ব্রহ্মেতে লীন করেন॥ ৫৩ ॥ সেই নিবৃত্তিনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ ক্রমশ অগ্নি, সূর্য, দিন, সন্ধ্যাবেলা, শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা এবং উত্তরায়ণের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের সংস্পর্শে গিয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করে সেখানকার ভোগ সমাপ্ত করে স্থূলোপাধিক 'বিশ্ব' নিজের স্থূল উপাধিকে সূক্ষ্মতে লীন করে সূক্ষ্মোপাধিক তৈজসে রূপান্তরিত হন। পুনরায় সূক্ষ্ম উপাধিকে কারণে লয় করে কারণোপাধিক 'প্রাজ্ঞ' রূপে স্থিত হন। তারপর আত্মা সাক্ষী চৈতন্যরূপে অভিহিত হন। এই সাক্ষী চৈতন্য সর্বত্র বিরাজমানতার হেতু কারণোপাধিতে লয়প্রাপ্ত হয়ে তুরীয়রূপে স্থিত হন। এইভাবে উপাধিসমূহ ক্রমশ বিলীন হয়ে যাওয়ায় তিনি একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন। একেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে অভিহিত করা হয়॥ ৫৪ ॥ একে দেবযান মার্গ বলে। এই মার্গের পথিক আত্মোপাসক সংসার থেকে নিবৃত্ত হয়ে ক্রমশ এক থেকে অপর দেবতাদের নিকটস্থ হয়ে ব্রহ্মলোকে স্ব-স্বরূপে স্থিত হন। তিনি প্রবৃত্তিমার্গের যাত্রীর মতো পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হন না॥ ৫৫ ॥

বেদে এই পিতৃযান এবং দেবযান মার্গ—দুয়েরই উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে যিনি এই তত্ত্ব জ্ঞাত হন তিনি শরীর ধারণ করেও মোহগ্রস্ত হন না॥ ৫৬ ॥ স্থূল শরীর রূপ গ্রহণ করা অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করার আগে কারণরূপে এবং এই শরীরের নাশ হওয়ার পর তার অবশেষ রূপে, স্বয়ং বিদ্যমান থাকেন, যিনি ভোগরূপে বাইরে এবং ভোক্তারূপে

[১]প্রা.পা.—মনস্যগ্নৌ। [২]প্রা.পা.—বিশ্বোঽথ। [৩]প্রা.পা.—তত্রস্থোঽপি।

আবাধিতোঽপি হ্যভাসো যথা বস্তুতয়া স্মৃতঃ।
দুর্ঘটত্বাদৈন্দ্রিয়কং তদ্বদর্থবিকল্পিতম্॥ ৫৮

ক্ষিত্যাদীনামিহার্থানাং[১] ছায়া ন কতমাপি হি।
ন সংঘাতো বিকারোঽপি ন পৃথঙ্নান্বিতো মৃষা॥ ৫৯

ধাতবোঽবয়বিত্বাচ্চ তন্মাত্রাবয়বৈর্বিনা।
ন স্যুর্হ্যসত্যবয়বিন্যসন্নবয়বোঽন্ততঃ॥ ৬০

স্যাৎ সাদৃশ্যভ্রমস্তাবদ্ বিকল্পে সতি বস্তুনঃ।
জাগ্রৎস্বাপৌ যথা স্বপ্নে তথা বিধিনিষেধতা॥ ৬১

ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাঽঽত্মনঃ।
বর্তয়ন্স্বানুভূত্যেহ ত্রীন্ স্বপ্নান্ধুনুতে মুনিঃ॥ ৬২

কার্যকারণবস্ত্বৈক্যমর্শনং পটতন্তুবৎ।
অবস্তুত্বাদ্ বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে॥ ৬৩

যদ্ ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্বকর্মসমর্পণম্।
মনোবাক্তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে॥ ৬৪

অন্তরে তথা উচ্চ নীচ, জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয়, বাণী এবং বাণীর বিষয়, অন্ধকার এবং প্রকাশাদি বস্তুরূপে যা কিছু উপলব্ধ হয় তা সবই তত্ত্ববেত্তা স্বয়ং তিনিই, অন্য কিছু নয়; তাই তাকে মোহও স্পর্শ করতে পারে না॥ ৫৭ ॥ দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নেই তথাপি তার প্রতীতি হয়—প্রতিবিম্ব দর্শন যেমন (এইরকম) বিচার ও যুক্তির দ্বারা বাধিত হয় ঠিক সেইরকমই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকলের ভেদভাবও বিচার, যুক্তি এবং আত্মানুভবের মাধ্যমে তার অনস্তিত্ব প্রমাণ হলেও সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়॥ ৫৮ ॥ ক্ষিতি, তেজ, বায়ু, জল ও আকাশ (ব্যোম)—এই পঞ্চভূতে এই শরীর নির্মিত নয়। ঠিকমতো দেখলে দেখা যায় যে পঞ্চভূতের সংঘাত, বিকার এবং পরিণাম কোনোটারই অস্তিত্ব নেই। কারণ এটি নিজের অবয়ব থেকে পৃথকও নয় আবার তাতে অনুগতও নয়। অতএব তা মিথ্যা॥ ৫৯ ॥ এইভাবে স্থূল শরীরের কারণ পঞ্চভূত অবয়বী হওয়ার জন্য আপনার অবয়ব সূক্ষ্মভূত থেকে পৃথক কিছু নয়—তারই অবয়ব মাত্র। বহু অনুসন্ধানের পরও অবয়বের অতিরিক্ত অর্থাৎ অবয়বীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তখন এটা অ-সৎ তা সিদ্ধ হয়ে যায়॥ ৬০ ॥ যতক্ষণ অজ্ঞানবশত এক পরমতত্ত্বের মধ্যে অনেক বস্তুর প্রতীতি হয় ততক্ষণ এই বস্তুসকল আদিতেও ছিল এখনও আছে এইরকম ভ্রম হতে থাকে। স্বপ্নাবস্থায়ও মানুষের জাগ্রৎ, স্বপ্ন প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভব হয় আবার তার মধ্যে নানাপ্রকার বিধিনিষেধের নীতিজ্ঞানও কাজ করে। তেমনই যতক্ষণ এই বিভেদের অস্তিত্ব মোহরূপে আচ্ছন্ন করে থাকে ততক্ষণ বিধিনিষেধের নীতিশাস্ত্রও কার্যকরী থাকে॥ ৬১ ॥ বিচারশীল পুরুষ স্বানুভূতিতে ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত এবং দ্রব্যাদ্বৈত—আত্মার এই ত্রিবিধ অদ্বৈত-রূপকে অনুভব করেন। তাঁর কাছে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য—এই সকল ভেদ বিলীন হয়ে যায় ॥ ৬২ ॥ বস্তুত ভেদানুভব অলীক। বস্ত্র যেমন প্রথমত সূত্ররূপে অবস্থান করে তেমনই কার্যও কারণমাত্রই, এইরকম একতার বিচার হল ভাবাদ্বৈত॥ ৬৩ ॥ হে যুধিষ্ঠির ! মন, বাণী এবং কায়নিষ্পন্ন কর্ম সকল স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমাত্মাতেই অবস্থিত, তাতেই অধ্যস্ত—এই ভাবনাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ হল ক্রিয়াদ্বৈত॥ ৬৪ ॥ স্ত্রীপুত্রাদি নিকটাত্মীয় এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত প্রাণিগণের তথা নিজের স্বার্থ এবং ভোগ একই, এর মধ্যে আপন পরের কোনো ভেদ বাস্তবিক পক্ষে

[১]প্রা.পা.—মিবা.।

আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্বদেহিনাম্।
যৎ স্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে॥ ৬৫

যদ্ যস্য বানিষিদ্ধং স্যাদ্ যেন যত্র যতো নৃপ।
স তেনেহেত কর্মাণি নরো নান্যৈরনাপদি॥ ৬৬

এতৈরন্যৈশ্চ বেদোক্তৈর্বর্তমানঃ স্বকর্মভিঃ।
গৃহেঽপ্যস্য গতিং যায়াদ্ রাজংস্তদ্ভক্তিভাঙ্নরঃ॥ ৬৭

যথা হি যূয়ং নৃপদেব দুস্ত্যজা-
দাপদ্গণাদুত্তরতাত্মনঃ প্রভোঃ।
যৎ পাদপঙ্কেরুহসেবয়া ভবা-
নহার্ষীন্নির্জিতদিগ্গজঃ ক্রতূন্॥ ৬৮

অহং পুরাভবং কশ্চিদ্ গন্ধর্ব উপবর্হণঃ।
নাম্নাতীতে মহাকল্পে গন্ধর্বাণাং সুসম্মতঃ॥ ৬৯

রূপপেশলমাধুর্যসৌগন্ধ্যপ্রিয়দর্শনঃ।
স্ত্রীণাং প্রিয়তমো নিত্যং মত্তস্তু[১] পুরুলম্পটঃ॥ ৭০

একদা দেবসত্রে তু গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
উপহূতা বিশ্বসৃগ্ভির্হরিগাথোপগায়নে॥ ৭১

অহং চ গায়ংস্তদ্বিদ্বান্ স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো গতঃ।
জ্ঞাত্বা বিশ্বসৃজস্তন্মে হেলনং শেপুরোজসা।
যাহি ত্বং শূদ্রতামাশু নষ্টশ্রীঃ কৃতহেলনঃ॥ ৭২

তাবদ্দাস্যামহং জজ্ঞে তত্রাপি ব্রহ্মবাদিনাম্।
শুশ্রূষয়ানুষঙ্গেণ প্রাপ্তোঽহং ব্রহ্মপুত্রতাম্॥ ৭৩

ধর্মস্তে গৃহমেধীয়ো বর্ণিতঃ পাপনাশনঃ।
গৃহস্থো যেন[২] পদবীমঞ্জসা ন্যাসিনামিয়াৎ॥ ৭৪

নেই—এই বিচার হল দ্রব্যাদ্বৈত॥ ৬৫ ॥

হে যুধিষ্ঠির ! যে মানুষের জন্য শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট কর্ম যে উপায়ে, যে বস্তু গ্রহণের দ্বারা নিষ্পন্ন করার বিধান রয়েছে সেই কর্ম সেই ভাবেই সমাধা করা উচিত। আপৎ কাল উপস্থিত না হলে এর অন্যথা হওয়া বিধেয় নয়॥ ৬৬ ॥ মহারাজ ! ভগবদ্‌ভক্ত মানুষ বেদোক্ত এই সকল কর্মের মাধ্যমে এবং অন্যান্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের দ্বারা সংসারে থেকেও ভগবানকে লাভ করতে পারে॥ ৬৭ ॥ হে যুধিষ্ঠির ! যেমন তুমি তোমার উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এবং সহায়তায় কঠিন বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেছ এবং তাঁর চরণকমলের সেবা করেই তোমরা সমগ্র পৃথিবী জয় করে এই বৃহৎ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছ॥ ৬৮ ॥

পূর্বজন্মে অর্থাৎ এর পূর্বের মহাকল্পতে আমি এক গন্ধর্ব ছিলাম। আমার নাম ছিল উপবর্হণ। গন্ধর্বকুলে আমার খুব সম্মান ছিল॥ ৬৯ ॥ আমার সৌন্দর্য, সৌকুমার্য এবং মাধুর্য অপূর্ব ছিল। আমার শরীর থেকে সুগন্ধ বের হত এবং দেখতেও অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলাম। স্ত্রীলোকেরা আমায় খুব ভালোবাসত। আমিও সর্বক্ষণ অত্যন্ত বিলাসিতায়, আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকতাম॥ ৭০ ॥

একবার দেবতাদের অনুষ্ঠিত জ্ঞান সম্মেলনে মহামান্য লোকপাল দেবগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের লীলা গান করার জন্য গন্ধর্ব ও অপ্সরারাও নিমন্ত্রিত ছিল॥ ৭১ ॥

আমি জানতাম যে সাধুদের এই সম্মেলনে ভগবানের লীলাকীর্তন করার জন্যই আমন্ত্রণ। তথাপি মহিলা সমভিব্যাহারে আমি লৌকিক গান গাইতে গাইতে উন্মত্তের মতো সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম। দেবতারা দেখলেন যে এরা আমাদের অসম্মান করছে। তাঁরা আপন ক্ষমতাবলে আমাকে শাপ দিলেন, 'তুমি আমাদের অবহেলা করছ, সেইজন্য তোমার সকল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য বিনষ্ট হবে এবং তুমি শীঘ্রই শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে'॥ ৭২ ॥

তাঁদের শাপে আমি দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলাম কিন্তু সেই শূদ্র জীবনে আমি মহাত্মা সঙ্গ এবং তাঁদের সেবা শুশ্রূষা করতাম। সেই কৃতকর্মের ফলে পরবর্তী জীবনে আমি ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলাম॥ ৭৩ ॥

সাধুগণের অবহেলা করা এবং সেবা করা—দুয়েরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার আছে। সাধুসেবাতেই ভগবান প্রসন্ন হন। আমি তোমাকে গৃহস্থের পাপনাশক ধর্ম বললাম। এই ধর্মাচরণের দ্বারা গৃহস্থও অনায়াসে সন্ন্যাসীদের লভ্য

[১]প্রা.পা.—মত্তঃ স.। [২]প্রা.পা.—যত্র।

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিয়ন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥ ৭৫

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যং
কৈবল্যনির্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্ বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্ গুরুশ্চ ॥ ৭৬

ন যস্য সাক্ষাদ্ ভবপদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ॥ ৭৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং নিশম্য ভরতর্ষভঃ।
পূজয়ামাস সুপ্রীতঃ কৃষ্ণং চ প্রেমবিহ্বলঃ॥ ৭৮

কৃষ্ণপার্থাবুপামন্ত্র্য পূজিতঃ প্রযযৌ মুনিঃ।
শ্রুত্বা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ॥ ৭৯

ইতি দাক্ষায়ণীনাং তে পৃথগ্বংশাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
দেবাসুরমনুষ্যাদ্যা লোকা যত্র চরাচরাঃ॥ ৮০

পরমপদ প্রাপ্ত হতে পারে॥ ৭৪ ॥

হে যুধিষ্ঠির! এই মনুষ্যলোকের মধ্যে তোমাদের ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। কারণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা মনুষ্যরূপ ধারণ করে তোমাদের আবাসে গোপনে বসবাস করছেন। সেইজন্য যাঁদের পাদস্পর্শে সারা সংসার পবিত্র হয় সেই মুনি-ঋষিগণ চারদিক থেকে তাঁকে দর্শন করার জন্য নিরন্তর তোমাদের নিবাসে পায়ের ধুলো দেন॥ ৭৫ ॥

পরম যোগীপুরুষরা নিয়ত যাঁর অনুসন্ধানে মগ্ন থাকেন, সেই অমায়িক, পরমশান্ত, পরমানন্দানুভবস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাই তোমাদের প্রিয়, হিতৈষী, মামাতো ভাই, পূজনীয়, আজ্ঞাকারী, গুরু তথা স্বয়ং আত্মা শ্রীকৃষ্ণ॥ ৭৬ ॥

শংকর ব্রহ্মাদি দেবসকল তাঁদের সকল জ্ঞান দ্বারাও 'তিনি এই'—এইভাবে তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করতে পারেননি। কাজেই আমার পক্ষে তাঁর বর্ণনা করা তো একেবারেই অসম্ভব। আমি নির্বাকভাবে ভক্তি এবং সংযমের দ্বারা তাঁর পূজা করে চলেছি। কৃপা করে আমার সেই পূজা গ্রহণ করে ভক্তবৎসল ভগবান আমার উপর প্রসন্ন হোন। (এই আমার প্রার্থনা)॥ ৭৭ ॥

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! দেবর্ষি নারদের এই উপদেশ শুনে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন। তিনি প্রেম-বিহ্বল হয়ে দেবর্ষি নারদ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন॥ ৭৮ ॥ দেবর্ষি নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের থেকে বিদায় নিয়ে এবং তাঁদের দ্বারা উত্তমরূপে সেবিত হয়ে গমন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম এই কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না॥ ৭৯ ॥ হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে আমি তোমাকে দক্ষপুত্রীর বংশ-লতিকার পৃথক পৃথক বর্ণনা করলাম। তাঁদের বংশে দেবতা অসুর মনুষ্য এবং সম্পূর্ণ চরাচরের সৃষ্টি হয়েছিল॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে সদাচারনির্ণয়ো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্রে যুধিষ্ঠির-নারদ সংবাদে সদাচার নির্ণয় নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি সপ্তমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।
॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ



ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

অষ্টম স্কন্ধ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

মন্বন্তরের বর্ণনা

রাজোবাচ

স্বায়ম্ভুবস্যেহ[১] গুরো বংশোঽয়ং বিস্তরাচ্ছ্রুতঃ।
যত্র[২] বিশ্বসৃজাং সর্গো মনূনন্যান্বদস্ব নঃ॥ ১
যত্র[৩] যত্র হরের্জন্ম কর্মাণি চ মহীয়সঃ।
গৃণন্তি কবয়ো ব্রহ্মংস্তানি নো বদ শৃণ্বতাম্॥ ২
যদ্যস্মিন্নন্তরে[৪] ব্রহ্মন্ ভগবান্বিশ্বভাবনঃ।
কৃতবান্ কুরুতে কর্তা[৫] হ্যতীতেঽনাগতেঽদ্য বা॥ ৩

ঋষিরুবাচ

মনবোঽস্মিন্ব্যতীতাঃ ষট্[৬] কল্পে স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।
আদ্যস্তে[৭] কথিতো যত্র দেবাদীনাং চ সম্ভবঃ॥ ৪
আকূত্যাং দেবহূত্যাং চ[৮] দুহিত্রোস্তস্য বৈ মনোঃ।
ধর্মজ্ঞানোপদেশার্থং[৯] ভগবান্ পুত্রতাং গতঃ॥ ৫

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে গুরুদেব! আমি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশের কথা বিশদভাবে শুনেছি। এই বংশে মনু-কন্যাদের গর্ভে মরীচি প্রমুখ প্রজাপতিদের ঔরসে বংশ বৃদ্ধি হয়েছিল। এখন আপনি আমাকে অন্য মনুদের সম্বন্ধে বলুন॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মন্! যে যে মন্বন্তরে মহীয়ান শ্রীকৃষ্ণের যে যে অবতার-রূপের এবং লীলার বর্ণনা জ্ঞানিগণ করেন সেই সব কথা আমাকে বলুন। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সব বর্ণনা শুনতে ইচ্ছা করি॥ ২ ॥ বিশ্বভাবন ভগবান অতীত মন্বন্তরে যে যে লীলা করেছেন, ভবিষ্যতে যে যে লীলা করবেন এবং বর্তমানে যে সব লীলা করছেন, সমস্তই আপনি আমাকে বলুন॥ ৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—এই কল্পে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি ছটি মন্বন্তর অতীত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম মন্বন্তরের বর্ণনা আমি করেছি, ওই মন্বন্তরে দেবতারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন॥ ৪ ॥ ভগবান স্বয়ং ধর্মের উপদেশ দেবার জন্য

---

[১]প্রা.পা.—বস্য চ গুরো। [২]প্রাচীন বইয়ে 'যত্র বিশ্বসৃজাং সর্গো.........' উত্তরার্দ্ধের স্থানে 'অত্র ধর্মশ্চ বিবিধাশ্চাতুর্বর্ণাশ্রিতাঃ শুভাঃ' এইরূপ রয়েছে। [৩]প্রা.পা.—মন্বন্তরে হরে.। [৪]প্রা.পা.—সর্বমন্বন্তরে। [৫]প্রা.পা.—চান্যমতীতে। [৬]প্রা.পা.— যে। [৭]প্রা.পা.—আদ্যঃ স। [৮]প্রা.পা.—নু। [৯]প্রাচীন বইয়ে 'ধর্মজ্ঞানোপদেশার্থ....' থেকে '.........কপিলস্যানুবর্ণিতম্।' এপর্যন্ত পাঠের এই রূপ রয়েছে—'উৎপত্তিঃ সর্বজন্তূনাং বর্ণিতা পুরুষর্ষভ! চরিতং পুণ্যকীর্তেশ্চ কপিলস্যানুবর্ণিতম্॥'

কৃতং পুরা ভগবতঃ কপিলস্যানুবর্ণিতম্।
আখ্যাস্যে ভগবান্‌যজ্ঞো যচ্চকার কুরূদ্বহ॥ ৬

বিরক্তঃ কামভোগেষু শতরূপাপতিঃ প্রভুঃ।
বিসৃজ্য রাজ্যং তপসে সভার্যো বনমাবিশৎ॥ ৭

সুনন্দায়াং বর্ষশতং পদৈকেন ভুবং স্পৃশন্।
তপ্যমানস্ততো ঘোরমিদমন্বাহ[১] ভারত॥ ৮

মনুরুবাচ

যেন[২] চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্তি শয়ানেঽস্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ[৩] সঃ॥ ৯

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ ১০

যং ন পশ্যতি পশ্যন্তং চক্ষুর্যস্য ন রিষ্যতি।
তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবত॥ ১১

ন[৪] যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যং চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামূনি যদ্ যস্মাদ্ বিশ্বং চ তদৃতং মহৎ॥ ১২

স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ
সত্যঃ[৫] স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াঽত্মশক্ত্যা
তাং[৬] বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে॥ ১৩

স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকৃতির গর্ভে যজ্ঞপুরুষরূপে এবং জ্ঞানের উপদেশ দেবার জন্য দেবহূতির গর্ভে কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ॥ ৫ ॥ হে কুরুকুলতিলক ! ভগবান কপিলের কথা আগেই (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণনা করেছি। এখন আকৃতির গর্ভে ভগবান যজ্ঞপুরুষরূপে জন্ম নিয়ে কী করেছিলেন তা বর্ণনা করছি॥ ৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু কামনা ও বিষয় ভোগে অনাসক্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করলেন। তিনি পত্নী শতরূপাকে সঙ্গে নিয়ে তপস্যার জন্য বনে গিয়েছিলেন॥ ৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! সুনন্দা নদীর তীরে তিনি এক পায়ে ভূমিকে স্পর্শ করে একশো বছর ঘোর তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করার সময় তিনি প্রতিদিন এইভাবে ভগবানের স্তুতি করতেন॥ ৮ ॥

স্তুতির দ্বারা মনু বলতেন—যাঁর চেতনার স্পর্শে সমস্ত বিশ্ব চেতনা লাভ করে কিন্তু বিশ্ব যাঁকে চেতনা দান করতে পারে না, এই বিশ্ব নিদ্রিত থাকলেও যিনি প্রলয়কালেও জাগ্রত থাকেন, লোকে যাঁকে জানে না কিন্তু যিনি বিশ্বকে জানেন—তিনিই পরমাত্মা॥ ৯ ॥ এই বিশ্ব এবং বিশ্বের চর এবং অচর সমগ্র প্রাণীজগৎ—সমস্ত কিছুই পরমাত্মাতেই ওতপ্রোত রয়েছে। অতএব সংসারের কোনো বস্তুর প্রতি আসক্তি না রেখে অনাসক্তভাবে শুধুমাত্র জীবন নির্বাহ করার জন্য সকল বস্তু সেবন করা উচিত। কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। এই সংসারের ধনসম্পত্তি প্রকৃত পক্ষে কার ? ॥ ১০ ॥ ভগবান সব কিছুর সাক্ষী। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি অথবা চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর জ্ঞান-শক্তি অখণ্ড অসীম। সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী স্বয়ংপ্রকাশ সেই অসঙ্গ ভগবানের শরণাপন্ন হও॥ ১১ ॥ যাঁর আদি ও অন্ত নেই, মধ্যই বা তাঁর থাকবে কী করে ? যাঁর কেউ আত্মীয় বা পর নেই, যাঁর ভিতর অথবা বাহির নেই, তিনি বিশ্বের আদি, অন্ত ও মধ্য, আপন-পর, ভিতর-বাহির সব কিছুই তিনি। তাঁর সত্তাতেই বিশ্বের সত্তা, অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বই তাঁর রূপ। তিনি অনন্ত, তিনি পরিপূর্ণ সত্য ও পরব্রহ্ম॥ ১২ ॥ সেই পরমাত্মাই বিশ্বরূপ। তাঁর অসংখ্য নাম। তিনি সর্বশক্তিমান, সত্য, স্বপ্রকাশ, অজ এবং পুরাণ-

[১]প্রা.পা.—মাহ স। [২]প্রাচীন বইতে ‘ যেন চেতয়তে বিশ্বং.....’ এই পূর্বার্ধের স্থানে ‘বাসুদেবো বসত্যেষ সর্বদেহেম্বনন্যদৃক্’ এই পাঠটি আছে। [৩]প্রা.পা.— মেধসা। [৪]প্রাচীন বইতে ‘ন যস্যাদ্যন্তৌ.....’ থেকে ‘.......তদৃতং মহৎ’ এই পর্যন্ত পাঠ এইরকম—‘ন যস্যাদিস্তথা মধ্যং দেবদেবস্য চাক্ষনঃ। সর্বস্য মূলভূতোঽসৌ ভূতা যেঽনন্তরং যতঃ॥’ [৫]প্রা.পা.—সর্বস্য গোপ্তা হ্যজরঃ পুরাণঃ। [৬]প্রা.পা.—তং বৈ বিদিত্বা তু।

অথাগ্রে[১] ঋষয়ঃ কর্মাণীহন্তেঽকর্মহেতবে।
ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রায়োঽনীহাং প্রপদ্যতে॥ ১৪

ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিষজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তম্॥ ১৫

তমীহমানং[২] নিরহঙ্কৃতং বুধং
নিরাশিষং পূর্ণমনন্যচোদিতম্।
নৃঞ্শিক্ষয়ন্তং নিজবর্ত্মসংস্থিতং
প্রভুং প্রপদ্যেঽখিলধর্মভাবনম্॥ ১৬

শ্রীশুক উবাচ

ইতি মন্ত্রোপনিষদং ব্যাহরন্তং সমাহিতম্।
দৃষ্ট্বাসুরা যাতুধানা জগ্ধুমভ্যদ্রবন্ ক্ষুধা॥ ১৭

তাংস্তথাবসিতান্ বীক্ষ্য যজ্ঞঃ সর্বগতো হরিঃ।
যামৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্হত্বাশাসৎ ত্রিবিষ্টপম্॥ ১৮

স্বারোচিষো দ্বিতীয়স্তু মনুরগ্নেঃ সুতোঽভবৎ।
দ্যুমৎসুষেণরোচিষ্মৎপ্রমুখাস্তস্য চাত্মজাঃ॥ ১৯

তত্রেন্দ্রো রোচনস্ত্বাসীদ্ দেবাশ্চ তুষিতাদয়ঃ।
ঊর্জস্তম্ভাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়োঃ ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ২০

ঋষেস্তু বেদশিরসস্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ।
তস্যাং জজ্ঞে ততো দেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ॥ ২১

অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ।
অন্বশিক্ষন্ব্রতং[৩] তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ॥ ২২

তৃতীয় উত্তমো নাম প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ।
পবনঃ সৃঞ্জয়ো যজ্ঞহোত্রাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ[৪]॥ ২৩

পুরুষ। তিনি নিজের মায়াশক্তি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতির বিধান করেন এবং বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি দ্বারা মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করে নিষ্ক্রিয়ভাবে সত্যস্বরূপ হয়ে অবস্থান করেন॥ ১৩ ॥ এইজন্য মুনি-ঋষিরা নৈষ্কর্ম্যস্থিতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করার জন্য প্রথমে কর্মযোগের পালন করেন। যাঁরা কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁরাই প্রায়শ কর্ম করতে করতে নিষ্ক্রিয় হয়ে কর্ম থেকে বিরত হন॥ ১৪ ॥ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কর্ম করলেও, তিনি আত্মলাভের দ্বারা পূর্ণকাম বলে তাঁর কর্মে আসক্তি থাকে না। অতএব তাঁকে অনুসরণ করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি হয়॥ ১৫ ॥ ভগবান জ্ঞান-স্বরূপ, সেজন্য তিনি নিরহংকার। তিনি পূর্ণ, সেজন্য তিনি কামনার বশীভূত হন না। তিনি অপরের প্রেরণা ব্যতীতই স্বাধীনভাবে কর্ম করেন। তিনি নিজের প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী কর্ম করে লোকশিক্ষা প্রদান করেন। তিনিই সকল ধর্মের প্রবর্তক এবং জীবনদাতা। আমি সেই প্রভুর শরণাপন্ন॥ ১৬ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—একবার স্বায়ম্ভুব মনু একাগ্র চিত্তে উপনিষদ-স্বরূপ এই মন্ত্রের পাঠ করছিলেন। তিনি ঘুমের ঘোরে অচেতন হয়ে বিড়বিড় করছেন, মনে করে ক্ষুধার্ত অসুর আর রাক্ষসরা তাঁকে ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করল॥ ১৭ ॥ এই দেখে অন্তর্যামী যজ্ঞপুরুষ নিজ পুত্র যাম নামক দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরি রাক্ষসদের সংকল্প জানতে পেরে তাদের বধ করলেন এবং নিজে ইন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে স্বর্গকে শাসন করতে লাগলেন॥ ১৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ! দ্বিতীয় মনু হলেন স্বারোচিষ। তিনি অগ্নির পুত্র। তাঁর পুত্রদের নাম—দ্যুমান্, সুষেণ, রোচিষ্মান্ প্রভৃতি॥ ১৯ ॥ সেই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল রোচন। প্রধান দেবগণ ছিলেন তুষিত প্রমুখ। ঊর্জস্তম্ভ প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এই মন্বন্তরে আবির্ভূত হন॥ ২০ ॥ ওই মন্বন্তরে তুষিতা ছিলেন বেদশিরা ঋষির পত্নী। তাঁর গর্ভে ভগবান অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বিভু নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন॥ ২১ ॥ তিনি আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। অষ্টাশী হাজার ব্রতধারী ঋষি তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন॥ ২২ ॥

তৃতীয় মনু ছিলেন উত্তম। তিনি প্রিয়ব্রতের পুত্র। তাঁর পুত্রদের নাম—পবন, সৃঞ্জয়, যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি॥ ২৩ ॥

[১]প্রা.পা.—অথ যত্রর্ষয়ঃ। [২]প্রা.পা.—আনন্দমেকং পরমং সনাতনং। [৩]প্রা.পা.—শিক্ষন্ সুতং। [৪]প্রা.পা.—নৃপাঃ।

বসিষ্ঠতনয়াঃ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রমদাদয়ঃ।
সত্যা বেদশ্রুতা ভদ্রা দেবা ইন্দ্রস্তু সত্যজিৎ॥ ২৪
ধর্মস্য সূনৃতায়াং তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ॥ ২৫
সোঽনৃতব্রতদুঃশীলানসতো যক্ষরাক্ষসান্।
ভূতদ্রুহো ভূতগণাংস্ত্ববধীৎ সত্যজিৎসখঃ॥ ২৬
চতুর্থ উত্তমভ্রাতা মনুর্নাম্না চ তামসঃ।
পৃথুঃ[১] খ্যাতির্নরঃ কেতুরিত্যাদ্যা দশ তৎসুতাঃ॥ ২৭
সত্যকা হরয়ো বীরা দেবাস্ত্রিশিখ ঈশ্বরঃ।
জ্যোতির্ধামাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়স্তামসেঽন্তরে॥ ২৮
দেবা বৈধৃতয়ো নাম বিধৃতেস্তনয়া নৃপ।
নষ্টাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধৃতাঃ স্বেন তেজসা॥ ২৯
তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ।
হরিরিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ॥ ৩০

সেই মন্বন্তরে বশিষ্ঠ মুনির প্রমদ প্রমুখ সাত পুত্র সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। সত্য, বেদশ্রুত এবং ভদ্র ছিলেন দেবতাদের প্রধান গণ এবং ইন্দ্রের নাম ছিল সত্যজিৎ॥ ২৪ ॥ সেই সময় ধর্ম-পত্নী সূনৃতার গর্ভে ভগবান অবতার হন সত্যসেন নামে। সত্যব্রত নামে দেবগণও তাঁর সঙ্গে অবতরিত হয়েছিলেন॥ ২৫ ॥ তৎকালীন ইন্দ্র সত্যজিতের বন্ধু হয়ে ভগবান সত্যসেন অসত্যব্রত, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট, যক্ষ-রাক্ষস এবং জীবদ্রোহীদের বধ করেছিলেন॥ ২৬ ॥

চতুর্থ মনুর নাম তামস। তিনি তৃতীয় মনু উত্তমের সহোদর ভ্রাতা। তাঁর পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রমুখ দশটি পুত্র ছিল॥ ২৭ ॥ এই মন্বন্তরে সত্যক, হরি এবং বীর নামক প্রধান দেবতাগণ আবির্ভূত হন। ইন্দ্রের নাম ছিল ত্রিশিখ। জ্যোতির্ধাম প্রমুখ ছিলেন এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি॥ ২৮ ॥ হে মহারাজ! সেই তামস মন্বন্তরে বিধৃতির পুত্র বৈধৃতি নামে আরও দেবতা হয়েছিলেন। কালের প্রভাবে বেদ প্রায় নষ্ট হয়ে গেলে তাঁরা নিজেদের শক্তিতে বেদকে রক্ষা করেন (সেইজন্যে তাঁদের 'বৈধৃতি' বলা হয়)॥ ২৯ ॥ এই মন্বন্তরেই হরিমেধা ঋষির পত্নী হরিণীর গর্ভে ভগবান পুত্র রূপে হরির রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করেন, এই অবতারেই তিনি গজেন্দ্রকে কুমীরের আক্রমণ থেকে মুক্ত করেছিলেন॥ ৩০ ॥

রাজোবাচ

বাদরায়ণ এতৎ তে শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্।
হরির্যথা গজপতিং গ্রাহগ্রস্তমমূমুচৎ॥ ৩১
তৎকথা সুমহৎ পুণ্যং ধন্যং[২] স্বস্ত্যয়নং শুভম্[৩]।
যত্র যত্রোত্তমশ্লোকো ভগবান্ গীয়তে হরিঃ॥ ৩২

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে বাদরায়ণ শুকদেব! ভগবান গজরাজকে কুমীরের থেকে কী করে মুক্ত করলেন সেটি আপনার কাছে জানতে ইচ্ছা করি॥ ৩১ ॥ যত কথাপ্রসঙ্গ আছে তার মধ্যে ভগবানের পবিত্র যশো গানই সর্বাপেক্ষা পুণ্যময়, প্রশংসনীয়, শুভ ও মঙ্গলকারী॥ ৩২ ॥

সূত উবাচ

পরীক্ষিতৈবং স তু বাদরায়ণিঃ
প্রায়োপবিষ্টেন কথাসু চোদিতঃ।
উবাচ বিপ্রাঃ প্রতিনন্দ্য পার্থিবং
মুদা মুনীনাং সদসি স্ম শৃণ্বতাম্॥ ৩৩

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! মহারাজ পরীক্ষিৎ আমরণ অনশন করে হরি কথা শোনার জন্য বসেছিলেন। তিনি যখন মহাত্মা শুকদেবকে এই হরিকথা বলার জন্যে অনুরোধ করলেন তখন তিনি (শ্রীশুকদেব) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং মুনিদের সভায় (গজমোক্ষণলীলা কাহিনী) বলতে আরম্ভ করলেন॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তরানুচরিতে[৪] প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তরানুচরিতে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

[১]প্রা.পা.—বৃষঃ। [২]প্রা.পা.—ধর্ম্যং। [৩]প্রা.পা.—শিবম্। [৪]প্রা.পা.—রানুবর্ণনং।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্র উপাখ্যান [গ্রাহের (কুমীরের) গ্রাসে গজেন্দ্রের বন্দি দশা (পতন)]

শ্রীশুক উবাচ

আসীদ্ গিরিবরো রাজংস্ত্রিকূট ইতি বিশ্রুতঃ।
ক্ষীরোদেনাবৃতঃ শ্রীমান্যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতঃ॥ ১

তাবতা[১] বিস্তৃতঃ পর্যক্ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈঃ পয়োনিধিম্।
দিশঃ খং রোচয়ন্নাস্তে রৌপ্যায়সহিরণ্ময়ৈঃ॥ ২

অন্যৈশ্চ ককুভঃ সর্বা রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ।
নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নির্ঘোষৈর্নির্ঝরাম্ভসাম্॥ ৩

স চাবনিজ্যমানাঙ্ঘ্রিঃ সমন্তাৎ পয়ঊর্মিভিঃ।
করোতি শ্যামলাং ভূমিং হরিন্মরকতাশ্মভিঃ॥ ৪

সিদ্ধচারণগন্ধর্ববিদ্যাধরমহোরগৈঃ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়দ্ভির্জুষ্টকন্দরঃ॥ ৫

যত্র সংগীতসন্নাদৈর্নদদ্গুহমমর্ষয়া।
অভিগর্জন্তি হরয়ঃ শ্লাঘিনঃ পরশঙ্কয়া॥ ৬

নানারণ্যপশুব্রাতসঙ্কুলদ্রোণ্যলঙ্কৃতঃ।
চিত্রদ্রুমসুরোদ্যানকলকণ্ঠবিহঙ্গমঃ॥ ৭

সরিৎসরোভিরচ্ছোদৈঃ[২] পুলিনৈর্মণিবালুকৈঃ।
দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাম্ব্বনিলৈর্যুতঃ॥ ৮

তস্য দ্রোণ্যাং ভগবতো বরুণস্য মহাত্মনঃ।
উদ্যানমৃতুমন্নাম আক্রীড়ং সুরযোষিতাম্॥ ৯

সর্বতোঽলঙ্কৃতঃ দিব্যৈর্নিত্যং পুষ্পফলদ্রুমৈঃ।
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ॥ ১০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! ক্ষীর সাগরে পরিবেষ্টিত ত্রিকূট নামে খ্যাত এক প্রসিদ্ধ সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে, যার উচ্চতা হল অযুত যোজন॥ ১॥ চতুর্দিকেও অযুতযোজন বিস্তৃত এই পর্বতটির স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও লৌহময় তিনটি শৃঙ্গ সমুদ্র, দশদিক ও আকাশকে শোভাযুক্ত করে রেখেছে॥ ২॥ নানাপ্রকার বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে শোভিত এই পর্বতের অন্য অনেক শিখরের রত্ন ও ধাতুর বিচিত্র রং এবং ঝরনার ঝরঝর্ শব্দ সমস্ত দিককে আলোকিত ও মুখরিত করে রেখেছে॥ ৩॥ চতুর্দিক থেকে সমুদ্রের ঢেউ এসে পর্বতের পাদদেশকে ধৌত করছে। এই পর্বতের হরিদ্বর্ণের মরকত প্রস্তরের বর্ণ শোভায় শোভিত হয়ে চতুর্দিকের ভূমি শ্যামলবর্ণ ধারণ করেছে॥ ৪॥ পর্বতটির গুহাতে ক্রীড়াপরায়ণ সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ, কিন্নর এবং অপ্সরারা বিহার করার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করত॥ ৫॥ তাদের সঙ্গীতের সুর যখন পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হত তখন গর্বিত হিংস্র সিংহেরা অপর সিংহের গর্জন মনে করে অসহিষ্ণু হয়ে আরো জোরে গর্জন করত॥ ৬॥

এই পর্বতের উপত্যকাসমূহ নানা বন্য পশুতে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে নানাপ্রকার বৃক্ষে সুশোভিত দেব-কাননসদৃশ অরণ্যভূমিতে সুন্দর সুন্দর পাখিরা মধুর স্বরে গান করত॥ ৭॥ সেই পর্বতে স্বচ্ছ জলপূর্ণ অনেক নদী ও সরোবর ছিল। তাদের তটভূমি মণিময় বালুকণা দ্বারা সুশোভিত এবং সেখানে দেবাঙ্গনারা স্নান করায় তাঁদের অঙ্গের সুগন্ধে জল সুরভিত হত। (সেইসকল নদী ও সরোবরের) সুগন্ধযুক্ত জলকণাবাহী বায়ু সুখসেব্য ছিল॥ ৮॥

পর্বতরাজ ত্রিকূটের পাদদেশে ভগবৎপ্রেমী মহাত্মা বরুণের ঋতুমান নামে একটি উদ্যান ছিল, সেখানে দেবাঙ্গনারা ক্রীড়া করতেন॥ ৯॥ সর্বকালীন পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ বৃক্ষসমূহে সেই উদ্যানটি সুশোভিত ছিল। সেই

---

[১]প্রা.পা.—তাবান্ সুবিস্তৃতো হ্যাসীৎ। [২]প্রা.পা.—সরঃসরিদ্ভিঃ।

চূতৈঃ প্রিয়ালৈঃ পনসৈরাম্রৈরাম্রাতকৈরপি[১]।
ক্রমুকৈর্নালিকেরৈশ্চ খর্জুরৈর্বীজপূরকৈঃ॥ ১১
মধূকৈঃ সালতালৈশ্চ তমালৈরসনার্জুনৈঃ।
অরিষ্টোদুম্বরপ্লক্ষৈর্বটৈঃ কিংশুকচন্দনৈঃ[২]॥ ১২
পিচুমন্দৈঃ কোবিদারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ।
দ্রাক্ষেক্ষুরম্ভাজম্বুভির্বদর্যক্ষাভয়ামলৈঃ॥ ১৩
বিল্বৈঃ কপিত্থৈর্জম্বীরৈর্বৃতো ভল্লাতকাদিভিঃ।
তস্মিন্সরঃ সুবিপুলং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজম্॥ ১৪
কুমুদোৎপলকহ্লারশতপত্রশ্রিয়োর্জিতম্।
মত্তষট্পদনির্ঘুষ্টং শকুন্তৈশ্চ কলস্বনৈঃ॥ ১৫
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রাহ্বৈঃ সারসৈরপি।
জলকুক্কুটকোয়ষ্টিদাত্যূহকুলকূজিতম্॥ ১৬
মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎ পদ্মরজঃপয়ঃ[৩]।
কদম্ববেতসনলনীপবঞ্জুলকৈর্বৃতম্[৪]॥ ১৭
কুন্দৈঃ কুরবকাশোকৈঃ শিরীষৈঃ কুটজেঙ্গুদৈঃ[৫]।
কুব্জকৈঃ স্বর্ণযূথীভির্নাগপুন্নাগজাতিভিঃ॥ ১৮
মল্লিকাশতপত্রৈশ্চ মাধবীজালকাদিভিঃ।
শোভিতং তীরজৈশ্চান্যৈর্নিত্যর্তুভিরলং দ্রুমৈঃ॥ ১৯
তত্রৈকদা তদ্গিরিকাননাশ্রয়ঃ
করেণুভির্বারণযূথপশ্চরন্।
সকণ্টকান্[৬] কীচকবেণুবেত্রবদ্
বিশালগুল্মং প্ররুজন্বনস্পতীন্॥ ২০
যদ্গন্ধমাত্রাদ্ধরয়ো গজেন্দ্রা
ব্যাঘ্রাদয়ো ব্যালমৃগাঃ সখড়্গাঃ।
মহোরগাশ্চাপি ভয়াদ্ দ্রবন্তি
সগৌরকৃষ্ণাঃ শরভাশ্চমর্যঃ॥ ২১
বৃকা বরাহা মহিষর্ক্ষশল্যা
গোপুচ্ছসালাবৃকমর্কটাশ্চ।
অন্যত্র ক্ষুদ্রা হরিণাঃ শশাদয়-
শ্চরন্ত্যভীতা যদনুগ্রহেণ॥ ২২

উদ্যানে মন্দার, পারিজাত, গোলাপ, অশোক, চম্পক, নানারকম আম, পিয়াল, কাঁঠাল, আমড়া, সুপারি, নারিকেল, খেজুর, ডালিম, মহুয়া, শাল, তাল, তমাল, অসন, অর্জুন, অরিষ্ট অর্থাৎ রিঠা, ডুমুর, অশ্বত্থ, বট, পলাশ, চন্দন, নিম, রক্তকাঞ্চন, শাল, দেবদারু, আঙুর, ইক্ষু, কদলী, জাম, কুল, রুদ্রাক্ষ, হরীতকী, আমলকী, বেল, কপিত্থ (কয়েত বেল), লেবু ও ভেলা প্রভৃতি বৃক্ষ শোভা পেত। সেই উদ্যানে এক বিশাল সরোবর ছিল। সেখানে মনোহর স্বর্ণকমল প্রস্ফুটিত থাকত॥ ১০-১৪ ॥ তাছাড়াও কুমুদ, উৎপল, শ্বেতপদ্ম ও শতপত্র প্রভৃতি বিবিধ জলজ পুষ্পের সৌন্দর্যসম্পদে মণ্ডিত সেই সরোবরে পুষ্পগন্ধে আমোদিত ভ্রমরেরা গুঞ্জন করে উড়ে বেড়াত। নানারকম পক্ষী মধুর কূজন করত। হাঁস, চক্রবাক, কারণ্ডব (হংস বিশেষ), সারস (জলমোরগ), পানকৌড়ি, বক প্রভৃতি জলচর পাখিদের কলরবে সেই সরোবর সর্বদাই মুখরিত থাকত। মাছ এবং কচ্ছপের সঞ্চরণের আঘাতে কম্পিত পদ্মফুলগুলি থেকে পরাগ জলে ঝরে পড়ে জলকে সুগন্ধিত করে তুলত। সরোবরটি কদম্ব, বেতস, নল, লতাকদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ছিল॥ ১৫-১৭ ॥

কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কুটজ, ইঙ্গুদী, শ্বেত গোলাপ, স্বর্ণজুঁই, মল্লিকা, মাধবী, নাগ, পুন্নাগ, জাতি, শতপত্র প্রভৃতি পুষ্প-বৃক্ষ এবং সর্বঋতুতেই পুত্র-পুষ্পাদিযুক্ত তীরস্থ অন্যান্য বৃক্ষের শোভায় সেই সরোবর শ্রীসম্পন্ন থাকত ॥ ১৮-১৯ ॥

সেই পর্বতের গভীর জঙ্গলে অনেক হস্তিনীর সঙ্গে এক গজেন্দ্র বাস করত। তার অধীনে বহুসংখ্যক শক্তিশালী হাতি ছিল। একদিন সেই গজেন্দ্র কাঁটাযুক্ত কীচক বাঁশ, বেত প্রভৃতি বিশাল লতা গুল্ম এবং নানা বৃক্ষ লণ্ডভণ্ড করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল॥ ২০ ॥ তার গায়ের উগ্র মদগন্ধের ঘ্রাণে সিংহ, অন্য হাতিরা, বাঘ, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, সাপ, সাদা-কালো শরভ এবং চমরী গাই ভয়ে পালিয়ে গেল॥ ২১ ॥ কিন্তু তার থেকে অভয় পেয়ে বৃক, শূকর, মহিষ, বানর, ভালুক, শল্য (শজারু), গোপুচ্ছ নামক হরিণ, বন্য কুকুর, হরিণ এবং খরগোশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুগণ ওই অঞ্চলে নির্ভয়ে বিচরণ করতে লাগল॥ ২২ ॥ গ্রীষ্মতাপে তাপিত

[১]প্রা.পা.—নসৈর্নিম্বৈরা.। [২]প্রা.পা.—শিংশপচন্দ.। [৩]প্রা.পা.—ত্ পঙ্করজঃ। [৪]প্রা.পা.—লসদ্বিবিধৈঃ পুলিনৈর্বৃতম্। [৫]প্রা.পা.—কুটজদ্রুমৈঃ। [৬]প্রা.পা.—সকণ্টকং।

স ঘর্মতপ্তঃ করিভিঃ করেণুভি-
র্বৃতো মদচ্যুৎকলভৈরনুদ্রুতঃ।
গিরিং গরিম্ণা পরিতঃ প্রকম্পয়ন্
নিষেব্যমাণোঽলিকুলৈর্মদাশনৈঃ॥ ২৩
সরোঽনিলং পঙ্কজরেণুরূষিতং
জিঘ্রন্বিদূরান্মদবিহ্বলেক্ষণঃ।
বৃতঃ[১] স্বযূথেন তৃষার্দিতেন তৎ
সরোবরাভ্যাশমথাগমদ্ দ্রুতম্॥ ২৪
বিগাহ্য তস্মিন্নমৃতাম্বু নির্মলং
হেমারবিন্দোৎপলরেণুবাসিতম্।
পপৌ নিকামং নিজপুষ্করোদ্‌ধৃত-
মাত্মানমদ্ভিঃ স্নপয়ন্গতক্লমঃ॥ ২৫
স্বপুষ্করেণোদ্ধৃতশীকরাম্বুভি-
র্নিপায়য়ন্সংস্নপয়ন্যথা গৃহী।
ঘৃণী করেণূঃ কলভাংশ্চ দুর্মদো
নাচষ্ট কৃচ্ছ্রং কৃপণোঽজমায়য়া॥ ২৬
তং তত্র কশ্চিন্নৃপ দৈবচোদিতো
গ্রাহো বলীয়াংশ্চরণে রুষাগ্রহীৎ।
যদৃচ্ছয়ৈবং ব্যসনং গতো গজো
যথাবলং সোঽতিবলো বিচক্রমে॥ ২৭
তথাঽঽতুরং যূথপতিং করেণবো
বিকৃষ্যমাণং তরসা বলীয়সা।
বিচুক্রুশুর্দীনধিয়োঽপরে গজাঃ
পার্ষ্ণিগ্রহাস্তারয়িতুং ন চাশকন্॥ ২৮
নিযুধ্যতোরেবমিভেন্দ্রনক্রয়ো-[২]
র্বিকর্ষতোরন্তরতো বহির্মিথঃ।
সমাঃ সহস্রং ব্যগমন্ মহীপতে
সপ্রাণযোশ্চিত্রমমংসতামরাঃ॥ ২৯
ততো গজেন্দ্রস্য মনোবলৌজসাং
কালেন দীর্ঘেণ মহানভূদ্ ব্যয়ঃ।

সেই গজেন্দ্র তার অনুগামী শাবকবৃন্দ (অন্যান্য হস্তী ও হস্তিনী) পরিবেষ্টিত হয়ে নিজের ভারে সেই পর্বতকেও যেন কাঁপাতে কাঁপাতে চলছিল। গণ্ডস্থল থেকে নিঃসৃত মদগন্ধে লুব্ধ ভ্রমরেরা তাকে অনুসরণ করছিল। রৌদ্রের তাপে তৃষ্ণাকুল সাথীদের নিয়ে মদবিহ্বল নেত্রে সেই গজেন্দ্র দূর থেকে পদ্মরেণু গন্ধবাহী বায়ু আঘ্রাণ করে ওই সরোবরের দিকে এগিয়ে গেল, যেখান থেকে সেই সুগন্ধ ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। দ্রুত গতিতে সে সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হল॥ ২৩-২৪ ॥ সরোবরের সেই অমৃতের মতো মধুর, নির্মল ও স্বর্ণকমল এবং রক্তবর্ণের পদ্মের কেশরে সুরভিত জলে অবতরণ করে এবং প্রাণভরে সেই জল শুঁড় দিয়ে পান করে ও সেখানে স্নান করে সে তার ক্লান্তি দূর করল॥ ২৫ ॥ গজেন্দ্র গৃহস্থ পুরুষদের মতো শুঁড়ে করে জল নিয়ে নিজ স্ত্রী (হস্তিনী) ও শাবকদের পান ও স্নান করাল। ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে গজেন্দ্র ক্রমেই উন্মত্ত হয়ে উঠছিল। সে বেচারি জানত না যে, ভয়ংকর বিপদ তার শিয়রে উপস্থিত॥ ২৬ ॥

হে রাজন্! গজেন্দ্র যে সময়ে উন্মত্তের মতো ওই সকল কাজ করছিল সেই সময় দৈবপ্রেরিত এক অতি বলবান কুমীর (গ্রাহ) ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তার পা কামড়ে ধরল। হঠাৎ এই ভয়ংকর বিপদে পড়ে মহাবলশালী সেই গজেন্দ্র তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু নিজেকে ছাড়াতে পারল না॥ ২৭ ॥ অন্য হস্তী, হস্তিনী ও শাবকেরা দেখল তাদের দলপতিকে কুমীর ভীষণভাবে আকর্ষণ করছে আর সেই দলপতি খুব কাতরাচ্ছে। তখন তারা কাতর চিত্তে বিবশ হয়ে চিৎকার শুরু করল, সেই সঙ্গে তাকে সাহায্য করার জন্য পা ধরে ছাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হল না॥ ২৮ ॥ গজেন্দ্র এবং কুমীর—উভয়েই নিজের নিজের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করছিল। হে মহারাজ! কখনো গজেন্দ্র কুমীরকে তীরের কাছে টেনে আনছিল আবার কখনো কুমীর গজেন্দ্রকে জলের ভিতর নিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে করতে এক হাজার বছর কেটে গেল এবং উভয়েই জীবিত থেকে একইভাবে যুদ্ধ করতে লাগল। এই দেখে দেবতারাও আশ্চর্য হয়ে গেলেন॥ ২৯ ॥

শেষকালে বারবার জলের মধ্যে আকর্ষিত হওয়ার ফলে অবসন্নদেহ সেই গজেন্দ্রের শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি

[১]প্রা.পা.—বৃতং স যূতেন। [২]প্রা.পা.—বিধ্যতোরেব গজেন্দ্রনক্র.।

বিকৃষ্যমাণস্য জলেঽবসীদতো
বিপর্যয়োঽভূৎ সকলং জলৌকসঃ ॥ ৩০
ইত্থং গজেন্দ্রঃ স যদাঽপ সংকটং
প্রাণস্য দেহী বিবশো যদৃচ্ছয়া।
অপারয়ন্নাত্মবিমোক্ষণে চিরং
দধ্যাবিমাং[1] বুদ্ধিমথাভ্যপদ্যত ॥ ৩১
ন মামিমে জ্ঞাতয় আতুরং গজাঃ
কুতঃ করিণ্যঃ প্রভবন্তি মোচিতুম্।
গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরাবৃতো-
ঽপ্যহং চ তং যামি পরং পরায়ণম্ ॥ ৩২
যঃ কশ্চনেশো বলিনোঽন্তকোরগাৎ
প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভৃশম্।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যদ্ভয়া-
ন্মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি ॥ ৩৩

এবং উৎসাহ সবই ক্ষীণ হয়ে গেল। এদিকে জলচর জীব কুমীরের শক্তি ক্ষীণ না হয়ে উপরন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল ; সে উৎসাহভরে গজেন্দ্রকে আরও বেশি শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করতে লাগল॥ ৩০ ॥ এইরূপে দেহাভিমানী গজেন্দ্রের আকস্মিক প্রাণ সংকট উপস্থিত হল এবং সে নিজেকে মুক্ত করতে অক্ষম হয়ে পড়ল। তখন সে দীর্ঘক্ষণ মুক্ত হওয়ার নানা উপায় চিন্তা করতে করতে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল॥ ৩১ ॥ "এই কুমীর বিধাতার পাশ-রূপেই এসেছে। এর ফাঁদে পড়ে আমি কাতর হয়ে পড়েছি। যখন আমারই মতো শক্তিশালী অন্য হাতিরা আমাকে মুক্ত করতে পারল না তখন এই হস্তিনীরা কী করে মুক্ত করবে ? সুতরাং সমস্ত বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়স্থল যে ভগবান আমি তাঁরই শরণাপন্ন হলাম॥ ৩২ ॥ কাল অতীব বলবান। এ সর্পের ন্যায় সকলকে গ্রাস করার জন্য সর্বদা ধাবিত হচ্ছে। এর ভয়ে ভীত হয়ে যে ভগবানের শরণাপন্ন হয় ভগবান তাকে অতি অবশ্যই রক্ষা করেন। তাঁরই ভয়ে মৃত্যু পর্যন্ত নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে। সেই প্রভুই সকলের আশ্রয়স্থল। আমি তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করছি" ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তরানুবর্ণনে[2]গজেন্দ্রোপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্র উপাখ্যানে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্র কর্তৃক ভগবানের স্তুতি ও তার বিপন্মুক্তি

শ্রীশুক[3]উবাচ

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সমাধায় মনো হৃদি।
জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্জন্মন্যনুশিক্ষিতম্ ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! নিজের বুদ্ধিতে এইভাবে কৃতনিশ্চয় হয়ে গজেন্দ্র নিজের মনকে চিত্তভূমিতে স্থির করে পূর্ব জন্মের অভ্যস্ত এই শ্রেষ্ঠ জপযোগ্য স্তোত্রের দ্বারা ভগবানের স্তুতি করতে লাগল॥ ১ ॥

গজেন্দ্র উবাচ

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্।
পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি ॥ ২

গজেন্দ্র বলল—যিনি জগতের মূল কারণ এবং সকলের হৃদয়ে পুরুষরূপে বিরাজ করছেন, যিনি সমস্ত জগতের একমাত্র প্রভু, যাঁর জন্যে এই সংসারে চেতনার বিস্তার হয় সেই ভগবানকে নমস্কার এবং ভক্তিভরে তাঁর ধ্যান

---

[1]প্রা.পা.— দৈবাদিমাং। [2]প্রাচীন বইতে 'মন্বন্তরানুবর্ণনে' এই পাঠটি নেই। [3]প্রা.পা.—বাদরায়ণিরুবাচ।

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ৩
যঃ স্বাত্মনীদং নিজমায়য়ার্পিতং
ক্বচিদ্ বিভাতং ক্ব চ তৎ তিরোহিতম্।
অবিদ্ধদৃক্ সাক্ষ্যুভয়ং তদীক্ষতে
স আত্মমূলোঽবতু মাং পরাৎ পরঃ॥ ৪
কালেন পঞ্চত্বমিতেষু কৃৎস্নশো
লোকেষু পালেষু(১) চ সর্বহেতুষু।
তমস্তদাঽসীদ্ গহনং গভীরং
যস্তস্য পারেঽভিবিরাজতে বিভুঃ॥ ৫
ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদু-
র্জন্তুঃ পুনঃ কোঽর্হতি গন্তুমীরিতুম্।
যথা নটস্যাকৃতিভির্বিচেষ্টতো
দুরত্যয়ানুক্রমণঃ স মাবতু॥ ৬
দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং
বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ।
চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং(২) বনে
ভূতাত্মভূতাঃ(৩) সুহৃদঃ স মে গতিঃ॥ ৭
ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা
ন নামরূপে গুণদোষ এব বা(৪)।
তথাপি লোকাপ্যয়সংভবায় যঃ
স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি(৫)॥ ৮
তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে॥ ৯
নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে।
নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি॥ ১০
সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্যেণ বিপশ্চিতা।
নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্বাণসুখসংবিদে॥ ১১

করি॥ ২ ॥ এই বিশ্ব যাঁর মধ্যে অবস্থিত, যাঁর সত্তাবশত এই বিশ্বের প্রতীতি হচ্ছে, যিনি এই বিশ্বে সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং স্বয়ং যিনি এই রূপেই প্রকাশিত এবং এই সমস্ত হওয়া সত্ত্বেও যিনি এই সংসার ও তার কারণ প্রকৃতির অতীত, আমি সেই স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংসিদ্ধ সত্তাত্মক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হলাম॥ ৩ ॥ এই প্রপঞ্চ বিশ্বই তাঁর মায়ায় তাঁতেই অধ্যস্ত। তিনি কখনো ব্যক্ত, কখনো বা প্রলয়ে বিলীন এই বিশ্বকে নিত্য-অলুপ্ত দৃষ্টে সাক্ষিরূপে নিরীক্ষণ করছেন। সেই সর্বমূল তথা আত্মমূল, কার্য এবং কারণের অতীত স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান আমাকে রক্ষা করুন॥ ৪ ॥ প্রলয়কালে লোক, লোকপাল এবং ভূতাদি সব কারণসহ বিনষ্ট হলে যে দুরবগাহ ঘোর অন্ধকার অবশিষ্ট থাকে সেই অন্ধকারের পারে বিরাজমান যে বিভু তিনি আমায় রক্ষা করুন॥ ৫ ॥ তাঁর লীলারহস্য জানা অতীব দুরূহ। তিনি অভিনেতার মতো নানা রূপ ও নানা বেশ ধারণ করেন। তাঁর বাস্তবিক স্বরূপ দেবতা বা ঋষিগণ—কেউ-ই জানেন না, তাহলে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে তাঁর বর্ণনা করতে পারে? দুর্জ্ঞেয়-চরিত্র সেই প্রভু আমায় রক্ষা করুন॥ ৬ ॥ যাঁর পরম মঙ্গলময় স্বরূপ দর্শন করার জন্যে সাধুরা সংসারের সমস্ত আসক্তিকে ত্যাগ করে বনে গিয়ে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য আদি অলৌকিক ব্রত পালন করেন এবং নিজ আত্মাকে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান রূপে উপলব্ধি করে স্বাভাবিকভাবেই অপরের মঙ্গলে রত থাকেন—মুনিগণের সর্বস্ব সেই ভগবান আমার সহায়তা করুন এবং তিনিই আমার পরম গতি হোন॥ ৭ ॥ যাঁর জন্ম-কর্ম অথবা নাম-রূপ কিছু নেই, তাঁর মধ্যে দোষ-গুণ কী করে কল্পনা করা যায়? তবুও তিনি বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহারের জন্য মায়ায় যথাকালে জন্মাদি স্বীকার করে থাকেন॥ ৮ ॥ সেই অনন্ত শক্তিমান ঐশ্বর্যময় পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে নমস্কার। তিনি অরূপ হয়েও বহুরূপে প্রকাশিত হন। সেই আশ্চর্যকর্মার চরণে প্রণাম॥ ৯ ॥ স্বপ্রকাশ, সাক্ষিস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে নমস্কার। যিনি মন, বাক্য ও চিত্ত থেকে অনেক দূরে সেই পরমাত্মাকে বারবার নমস্কার॥ ১০ ॥ সাধক কর্মসন্ন্যাস অথবা কর্মসমর্পণ দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হয়ে যাঁকে লাভ করেন, যিনি নিত্যমুক্ত পরমানন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ এবং অপরকে কৈবল্য-মুক্তি দেবার ক্ষমতা কেবল যাঁর আছে—সেই প্রভুকে আমি নমস্কার করি॥ ১১ ॥ যিনি সত্ত্ব রজঃ ও

(১)প্রা.পা.—বৈ সর্বগতেষু হেতুষু। (২)প্রা.পা.—চরন্তি লোকেব্রত.। (৩)প্রা.পা.—সর্বাত্মভূতাঃ। (৪)প্রা.পা.—চ। (৫)প্রা.পা.—কূল.।

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্মিণে।
নির্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ॥ ১২

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে।
পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ॥ ১৩

সর্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে সর্বপ্রত্যয়হেতবে।
অসতাচ্ছায়য়োক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ॥ ১৪

নমো নমস্তেঽখিলকারণায়
নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়।
সর্বাগমাম্নায়মহার্ণবায়
নমোঽপবর্গায় পরায়ণায়॥ ১৫

গুণারণিচ্ছন্নচিদূষ্মপায়
তৎ ক্ষোভবিস্ফূর্জিতমানসায়।
নৈষ্কর্ম্যভাবেন বিবর্জিতাগম[১]-
স্বয়ংপ্রকাশায় নমস্করোমি॥ ১৬

মাদৃক্ প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায়
মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোঽলয়ায়।
স্বাংশেন সর্বতনুভৃন্মনসি প্রতীত-
প্রত্যগ্ দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে॥ ১৭

তমঃ—এই তিন গুণের ধর্মকে স্বীকার করে যথাক্রমে সত্ত্বগুণে শান্ত, রজোগুণে ঘোর এবং কখনো বা তমোগুণে মূঢ়ের মতো আচরণ করেও ভেদরহিত, সমভাবে স্থিত ও জ্ঞানঘন, সেই প্রভুকে বারংবার নমস্কার করি॥ ১২ ॥ আপনি সকলের প্রভু, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সর্বসাক্ষী, আপনাকে আমি নমস্কার করছি। আপনি নিজেই আপনার কারণ (উৎসস্থল)। আপনিই পুরুষ ও মূল প্রকৃতি রূপে বিদ্যমান। আপনাকে বারবার প্রণাম॥ ১৩ ॥ আপনি যাবতীয় ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়সমূহের দ্রষ্টা এবং সর্ববিধ প্রতীতির আধার। অহংকার আদি ছায়ারূপ অসত্য বস্তুর দ্বারাও আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সমস্ত বিষয়ের মধ্যে যে চৈতন্যের আভাস পাওয়া যায় সেও আপনারই অস্তিত্ব প্রকাশ করে। আমি আপনাকে নমস্কার করি॥ ১৪ ॥ আপনি সকলের আদি কারণ কিন্তু আপনার কোনো কারণ নেই এবং সর্বকারণ হওয়া সত্ত্বেও আপনার কোনো বিকৃতি বা পরিণাম নেই, সেজন্য আপনি অদ্ভুত-কারণ! আপনাকে আমার নমস্কার। যেমন সমস্ত নদী ও ঝরনার অন্তিম গতি হল সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রসমূহ আপনাতেই পর্যবসিত হয়। আপনি মোক্ষস্বরূপ এবং সমস্ত সাধুদের আশ্রয় স্থল, আপনাকে নমস্কার॥ ১৫ ॥ যেমন যজ্ঞের কাষ্ঠে অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে তেমনই আপনি আপনার জ্ঞানকে গুণসমূহের মায়ায় ঢেকে রেখেছেন। গুণসমূহ যখন ক্ষুব্ধ হয় তখন আপনি তাদের দ্বারা নানাপ্রকার সৃষ্টির সংকল্প করেন। যাঁরা কর্মসন্ন্যাস অথবা কর্মসমর্পণ দ্বারা আত্মতত্ত্বের চিন্তা করে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধকে অতিক্রম করতে পেরেছেন, তাঁদের আত্মা-রূপে আপনি প্রকাশিত হন। আপনাকে আমি নমস্কার করি॥ ১৬ ॥

যেমন দয়ালু ব্যক্তি জালে আবদ্ধ পশুকে মুক্ত করেন তেমনই আপনি আমার মতো শরণাগতকে পাশ থেকে মুক্ত করবেন। আপনি নিত্যমুক্ত, পরম করুণাময় এবং ভক্তের মঙ্গল করতে কখনো আপনার বিলম্ব হয় না। আপনার চরণে আমার প্রণাম। আপনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আংশিকভাবে অন্তরাত্মারূপে অবস্থান করে উপলব্ধির বিষয় হন—সেই সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ এবং অনন্ত ভগবান আপনাকে প্রণাম করছি॥ ১৭ ॥ যারা দেহ, পুত্র, গুরুজন, গৃহ, সম্পত্তি এবং স্বজনের প্রতি আসক্ত—তাদের পক্ষে আপনাকে লাভ করা বড়ই কঠিন, কেননা আপনি স্বয়ং গুণাদিতে

[১]প্রা.পা.—বিবর্তিতায়।

আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু সক্তৈ-
দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জিতায়।
মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়॥ ১৮
যং ধর্মকামার্থবিমুক্তিকামা
ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি।
কিং ত্বাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং
করোতু মেঽদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্॥ ১৯
একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ ২০
তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে॥ ২১
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ।
নামরূপবিভেদেন ফল্গ্ব্যা চ কলয়া কৃতাঃ॥ ২২
যথার্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো
নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ॥ ২৩
স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্যতির্যঙ্
ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম ন সন্ন চাসন্-
নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ॥ ২৪
জিজীবিষে নাহমিহামুয়া কি-
মন্তর্বহিশ্চাবৃতয়েভয়োন্যা।
ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লব-
স্তস্যাত্মলোকাবরণস্য মোক্ষম্॥ ২৫
সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্।
বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরং পদম্॥ ২৬

আসক্তিশূন্য। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ নিজের হৃদয়ে অবিরত আপনার কথাই চিন্তা করেন। সেই সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ জ্ঞানময় ভগবানকে প্রণাম করি॥ ১৮ ॥ মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের জন্য তাঁর আরাধনা করে তাদের অভীষ্ট বস্তু লাভ করে। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের সর্বপ্রকার সুখ বিতরণ করেন এবং সেইসঙ্গে তাদের নিজের মতো অমর পার্ষদ-দেহ-দান করে থাকেন। সেই পরম দয়ালু প্রভু আমায় উদ্ধার করুন! ॥ ১৯ ॥ যাঁর শরণাগত একান্ত ভক্তগণ তাঁর কাছে কোনো বস্তুই প্রার্থনা করেন না এমন কী মোক্ষ পর্যন্ত প্রার্থনা করেন না, কেবল তাঁর পরমমঙ্গলময় দিব্য লীলাসমূহ কীর্তন করে আনন্দ সাগরে ডুবে থাকেন॥ ২০ ॥ যিনি অবিনাশী, সর্বশক্তিমান, অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয় এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যিনি অতি নিকটস্থ হয়েও দূরবর্তী মনে হন, যাঁকে আধ্যাত্মিক যোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের দ্বারা লাভ করা যায়—আমি সেই আদিপুরুষ, অনন্ত ও পূর্ণ পরব্রহ্মের স্তুতি করছি॥ ২১ ॥

যাঁর সামান্য অংশ থেকে বহুপ্রকার নাম এবং রূপের ভেদযুক্ত ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতা, বেদ এবং চরাচর সমস্ত লোকসকল সৃষ্ট হয়েছে, যেমন দীপ্তিশালী অগ্নি থেকে শিখাসমূহ অথবা প্রকাশশীল সূর্য থেকে তৎসদৃশ কিরণসমূহ পুনঃপুনঃ প্রকাশিত এবং তাতেই বিলীন হয়ে থাকে, সেরূপ গুণপ্রবাহরূপী বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ—বারবার যে স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয় আবার তাতেই লীন হয়, সেই ভগবান—দেবতা বা অসুর নন, অথবা মানুষ, পশু, কিংবা পক্ষীও না। তিনি স্ত্রী, পুরুষ কিংবা নপুংসকও নন, তিনি সাধারণ অথবা অসাধারণ কোনো প্রাণীও নন, গুণ, কর্ম, কার্য বা কারণ কোনো কিছুই নন। সমস্ত কিছুর নিষেধ হয়ে যাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই যাঁর স্বরূপ এবং যিনি অশেষ, সেই পরমাত্মা আমাকে উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হোন॥ ২২-২৪ ॥ আমি বাঁচতে চাই না। এই হস্তিযোনি ভিতরে এবং বাইরে চতুর্দিক থেকেই অজ্ঞানরূপ আবরণে আচ্ছন্ন। এই জীবন ধারণ করে কী লাভ? কালবশেও যার বিনাশ হয় না সেই আত্মপ্রকাশের আবরণস্বরূপ অজ্ঞানান্ধকারের নাশরূপ মোক্ষই আমি ইচ্ছা করি॥ ২৫ ॥ অতএব আমি সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার শরণ নিচ্ছি, যিনি বিশ্বস্রষ্টা অথচ বিশ্বব্যতিরিক্ত এবং বিশ্বরূপ। যিনি বিশ্বের অন্তরাত্মা এবং এই বিশ্ব যাঁর লীলার উপকরণ সেই অজ পরমপদ ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করি॥ ২৬ ॥ যোগিগণ যোগের দ্বারা কর্ম, কর্মবাসনা এবং কর্মফলকে দগ্ধ করে নিজেদের শুদ্ধ হৃদয়ে যে যোগেশ্বরকে দর্শন

যোগরন্ধিতকর্মাণো হৃদি যোগবিভাবিতে।
যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোঽস্ম্যহম্॥ ২৭
নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগ-
শক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে
কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে॥ ২৮
নায়ং বেদ স্বমাত্মানং যচ্ছক্ত্যাহংধিয়া হতম্।
তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং ভগবন্তমিতোঽস্ম্যহম্[১]॥ ২৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্বিশেষং
ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ।
নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বাৎ
তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ॥ ৩০
তং তদ্বদার্ত্তমুপলভ্য জগন্নিবাসঃ
স্তোত্রং নিশম্য দিবিজৈঃ সহ সংস্তুবদ্ভিঃ।
ছন্দোময়েন গরুড়েন সমুহ্যমান-
শ্চক্রায়ুধোঽভ্যগমদাশু যতো গজেন্দ্রঃ॥ ৩১
সোঽন্তঃসরস্যুরুবলেন গৃহীত আর্তো
দৃষ্ট্বা গরুত্মতি হরিং খ উপাত্তচক্রম্।
উৎক্ষিপ্য সাম্বুজকরং গিরমাহ কৃচ্ছ্রা-
ন্নারায়ণাখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে॥ ৩২
তং বীক্ষ্য পীড়িতমজঃ সহসাবতীর্য
সগ্রাহমাশু সরসঃ কৃপয়োজ্জহার।
গ্রাহাদ্ বিপাটিতমুখাদরিণা গজেন্দ্রং
সংপশ্যতাং হরিরমূমুচদুস্রিয়াণাম্[২]॥ ৩৩

করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি॥ ২৭ ॥ আপনার তিন শক্তি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের বেগ সহ্য করা সহজ নয়। আপনি মন এবং সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপেও প্রতীয়মান হন। সেইজন্য যার ইন্দ্রিয় বশীভূত থাকে না সে আপনার পথে যেতেই পারে না। আপনার শক্তি অনন্ত। আপনি শরণাগতবৎসল। আপনাকে আমি বারবার প্রণাম করি॥ ২৮ ॥ আপনার মায়াশক্তি অহং বুদ্ধিরূপে আত্মার স্বরূপকে আবৃত করে রাখায় জীব নিজের আত্মাকে জানতে পারে না। আপনার মহিমা অনন্ত। আমি সর্বশক্তিমান এবং মাধুর্যময় ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছি॥ ২৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! গজেন্দ্র কোনো রকমের ভেদ-ভাব না করে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নির্বিশেষ স্বরূপের স্তুতি করেছিল সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপযুক্ত বিবিধ মূর্তির অভিমানী ব্রহ্মাদি দেবতারা তাকে রক্ষা করার জন্য আসেননি। সেই সময় সর্বাত্মা হওয়ার কারণে সর্বদেবস্বরূপ ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং আবির্ভূত হলেন॥ ৩০ ॥ জগন্নিবাস শ্রীহরি গজেন্দ্রকে অত্যন্ত কাতর দেখলেন এবং তার উচ্চারিত তাঁর স্তুতি শুনে বেদময় গরুড়ে আরোহণ করে চক্রধারী ভগবান অতি দ্রুত বিপদগ্রস্ত গজেন্দ্রের কাছে পৌঁছালেন। শ্রীহরির স্তুতি করতে করতে অন্য দেবতাগণও সেখানে উপস্থিত হলেন॥ ৩১ ॥ সরোবরের ভিতরে সেই বলশালী কুমীর গজেন্দ্রকে ধরে রেখেছিল এবং গজেন্দ্র ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। যখন গজেন্দ্র আকাশে বিষ্ণু ভগবানকে চক্র হাতে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে আসতে দেখল, তখন সে একটা পদ্মকে শুঁড়ে করে উপরে উঠিয়ে খুব কাতর স্বরে বলল, 'হে নারায়ণ ! হে জগদ্গুরু ! ভগবান ! আপনাকে প্রণাম'॥ ৩২ ॥ যখন ভগবান গজেন্দ্রকে ভীষণ কাতর দেখলেন তখন গরুড়কে ত্যাগ করে করুণাবশে স্বয়ং জলে অবতীর্ণ হয়ে তৎক্ষণাৎ গজেন্দ্রের সঙ্গে কুমীরকে আকর্ষণ করে সরোবরের তীরে নিয়ে এলেন। অতঃপর সকল দেবতাদের সম্মুখেই চক্রের দ্বারা কুমীরের মুখকে ছিন্নভিন্ন করে গজেন্দ্রকে মুক্ত করলেন॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণে[৩] তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে
গজেন্দ্রমোক্ষণ উপাখ্যানে তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

[১]প্রা.পা.—বন্তং নতোঽসম্ভাহম্। [২]প্রা.পা.—দিস্ত্রিয়াণাম্। [৩]প্রা.পা.—ক্ষণং নাম।

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

গজেন্দ্র এবং কুমীরের পূর্বকাহিনী ও তাদের মুক্তি

শ্রীশুক উবাচ

তদা দেবর্ষিগন্ধর্বা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ।
মুমুচুঃ কুসুমাসারং শংসন্তঃ কর্ম তদ্ধরেঃ॥ ১
নেদুর্দুন্দুভয়ো দিব্যা গন্ধর্বা ননৃতুর্জগুঃ।
ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্॥ ২
যোঽসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্যরূপধৃক্।
মুক্তো দেবলশাপেন হূহূর্গন্ধর্বসত্তমঃ॥ ৩
প্রণম্য শিরসাধীশমুত্তমশ্লোকমব্যয়ম্।
অগায়ত যশোধাম কীর্তন্যগুণসৎকথম্॥ ৪
সোঽনুকম্পিত ঈশেন পরিক্রম্য প্রণম্য তম্।
লোকস্য পশ্যতো লোকং স্বমগান্মুক্তকিল্বিষঃ॥ ৫
গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্ বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥ ৬
স বৈ পূর্বমভূদ্ রাজা পাণ্ড্যো দ্রবিড়সত্তমঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ॥ ৭
স একদাঽঽরাধনকাল আত্মবান্
গৃহীতমৌনব্রত ঈশ্বরং হরিম্।
জটাধরস্তাপস আপ্লুতোঽচ্যুতং[১]
সমর্চয়ামাস কুলাচলাশ্রমঃ॥ ৮
যদৃচ্ছয়া তত্র মহাযশাঃ মুনিঃ।
সমাগমচ্ছিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ।
তং বীক্ষ্য তূষ্ণীমকৃতার্হণাদিকং
রহস্যুপাসীনমৃষিশ্চুকোপ হ॥ ৯
তস্মা ইমং শাপমদাদসাধু-
রয়ং দুরাত্মাকৃতবুদ্ধিরদ্য।
বিপ্রাবমন্তা বিশতাং তমোঽন্ধং[২]
যথা গজঃ স্তব্ধমতিঃ স এব॥ ১০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! তখন ব্রহ্মা, শংকর প্রমুখ দেবতাগণ, ঋষি এবং গন্ধর্বগণ শ্রীহরির এই কাজের প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ১ ॥ স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদিত হল, গন্ধর্বরা নৃত্য-গীত করতে লাগল এবং ঋষি, চারণ ও সিদ্ধগণ ভগবান পুরুষোত্তমের স্তুতি করতে লাগলেন॥ ২ ॥ এদিকে সেই কুমীর সেই মুহূর্তেই পরম-সুন্দর দিব্য শরীর ধারণ করল। এই কুমীর পূর্বজন্মে 'হূহূ' নামে এক শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব ছিল। দেবলের অভিশাপে তাকে এই দেহ ধারণ করতে হয়েছিল। এখন শ্রীভগবানের কৃপায় সে শাপমুক্ত হল॥ ৩ ॥ তিনি (সেই গন্ধর্বাধিপতি) সর্বেশ্বর ভগবানের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন এবং ভগবানের যশোগান করতে লাগলেন। বস্তুত অমর কীর্তির অধিকারী অবিনাশী ভগবানের লীলা এবং গুণাবলী গান করারই যোগ্য॥ ৪ ॥ ভগবানের কৃপাপূর্ণ স্পর্শে তাঁর (কুমীররূপী গন্ধর্বরাজের) সমস্ত পাপ-তাপ নষ্ট হয়ে গেল। তিনি ভগবানকে পরিক্রমা করে তাঁর চরণে প্রণাম করে সকলের সামনে নিজ লোকে (গন্ধর্বলোকে) গমন করলেন॥ ৫ ॥

গজেন্দ্রও ভগবানের স্পর্শ লাভ করে অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সদৃশ রূপ লাভ করে পীতবসন চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করল॥ ৬ ॥ গজেন্দ্র পূর্বজন্মে দ্রবিড় দেশের পাণ্ড্যবংশের রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক ও যশস্বী ছিলেন॥ ৭ ॥ একবার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ্য ত্যাগ করে মলয়পর্বতে বাস করছিলেন। তিনি তপস্বীদের মতো বেশগ্রহণ ও জটা ধারণ করেছিলেন। একদিন তিনি স্নান করে মৌনব্রতী হয়ে একাগ্রচিত্তে ভগবানের পূজা করছিলেন॥ ৮ ॥ সেই সময় দৈববশে মহাযশস্বী অগস্ত্য মুনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। মুনি দেখলেন, রাজা প্রজাপালন ও গৃহস্থোচিত অতিথি সেবাদি ধর্ম ত্যাগ করে তপস্বীদের মতো মৌনব্রত গ্রহণ করে একান্তে নিবিষ্ট চিত্তে উপাসনায় রত রয়েছেন, সেইজন্য তিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন॥ ৯ ॥ তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভিশাপ দিলেন—'এই

---

[১]প্রা.পা.— তো হরিং। [২]প্রা.পা.—তমিস্রং।

শ্রীশুক উবাচ

এবং শপ্ত্বা গতোঽগস্ত্যো ভগবান্ নৃপ সানুগঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজর্ষির্দিষ্টং[১] তদুপধারয়ন্॥ ১১
আপন্নঃ কৌঞ্জরীং যোনিমাত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্।
হর্যর্চনানুভাবেন[২] যদ্গজত্বেঽপ্যনুস্মৃতিঃ॥ ১২
এবং বিমোক্ষ্য গজযূথপমব্জনাভ-
স্তেনাপি পার্ষদগতিং[৩] গমিতেন যুক্তঃ।
গন্ধর্বসিদ্ধবিবুধৈরুপগীয়মান-
কর্মাদ্ভুতং স্বভবনং গরুড়াসনোঽগাৎ॥ ১৩
এতন্মহারাজ তবেরিতো ময়া
কৃষ্ণানুভাবো গজরাজমোক্ষণম্।
স্বর্গ্যং যশস্যং কলিকল্মষাপহং
দুঃস্বপ্ননাশং কুরুবর্য শৃণ্বতাম্॥ ১৪
যথানুকীর্তয়ন্ত্যেতচ্ছ্রেয়স্কামা দ্বিজাতয়ঃ।
শুচয়ঃ প্রাতরুত্থায় দুঃস্বপ্নাদ্যুপশান্তয়ে॥ ১৫
ইদমাহ হরিঃ প্রীতো গজেন্দ্রং কুরুসত্তম।
শৃণ্বতাং সর্বভূতানাং সর্বভূতময়ো বিভুঃ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

যে মাং ত্বাং চ সরশ্চেদং গিরিকন্দরকাননম্।
বেত্রকীচকবেণূনাং গুল্মানি সুরপাদপান্॥ ১৭
শৃঙ্গাণীমানি ধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মণো মে শিবস্য চ।
ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম শ্বেতদ্বীপং চ ভাস্বরম্॥ ১৮
শ্রীবৎসং কৌস্তুভং মালাং গদাং কৌমোদকীং মম।
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং সুপর্ণং পতগেশ্বরম্॥ ১৯ ॥
শেষং চ মৎকলাং সূক্ষ্মাং শ্রিয়ং দেবীং মদাশ্রয়াম্।
ব্রহ্মাণং নারদমৃষিং ভবং প্রহ্লাদমেব চ॥ ২০
মৎস্যকূর্মবরাহাদ্যৈরবতারৈঃ কৃতানি মে।
কর্মাণ্যনন্তপুণ্যানি সূর্যং সোমং হুতাশনম্॥ ২১

রাজা গুরুজনাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি, অহংকারের বশবর্তী হয়ে পরোপকার না করে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করছে, ব্রাহ্মণকে অপমান করছে। এর বুদ্ধি হাতির মতোই জড়, সুতরাং এ সেই ঘোর অজ্ঞানময় হস্তিযোনিতেই জন্ম লাভ করুক।'॥ ১০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! অভিশাপ এবং বর এই উভয়ই দেবার সামর্থ্য ছিল অগস্ত্য মুনির। তিনি এইভাবে শাপ দিয়ে শিষ্যগণসহ সেখান থেকে চলে গেলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন মনে মনে চিন্তা করলেন, 'এই অভিশাপ আমার প্রারব্ধ অনুযায়ীই হয়েছে'। এই মনে করে তিনি সন্তুষ্টই রইলেন॥ ১১ ॥ অনন্তর তিনি আত্মস্মৃতি-লোপকারিণী হস্তিযোনি প্রাপ্ত হলেন ; কিন্তু ভগবানের আরাধনার প্রভাবে তাঁর ভগবানের স্মৃতি থেকেই গিয়েছিল॥ ১২ ॥ ভগবান শ্রীহরি এইভাবে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করে তাঁকে তাঁর পার্ষদ করলেন। গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও দেবতারা তাঁর এই লীলার কীর্তন করতে লাগলেন এবং ভগবান বিষ্ণু তাঁর পার্ষদ গজেন্দ্রকে নিয়ে গরুড়ে আরোহন করে নিজের অলৌকিক ধামে চলে গেলেন॥ ১৩ ॥ হে কুরুবংশ শিরোমণি, মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও গজেন্দ্রের উদ্ধারের সমস্ত কথা আপনাকে শোনালাম। এই প্রসঙ্গ শ্রোতাদের দুঃস্বপ্ন ও কলিমল নাশ করে এবং যশ, উন্নতি ও স্বর্গ লাভ করায়॥ ১৪ ॥ কল্যাণকামী দ্বিজাতিগণ দুঃস্বপ্নাদির শান্তির জন্য প্রাতঃকালে শুদ্ধচিত্তে এই কাহিনী (গজেন্দ্রমোক্ষণ কাহিনী) পাঠ করেন॥ ১৫ ॥ হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ! গজেন্দ্রের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান সর্বব্যাপী ও সর্বভূতস্বরূপ শ্রীহরি সকলের সামনে তাঁকে এই কথা বলেছিলেন॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'যাঁরা রাত্রির শেষ ভাগে উত্থিত হয়ে সংযতভাবে একাগ্র চিত্তে আমাকে, তোমাকে এবং এই সরোবর, পর্বত ও কন্দরকে, বন, বেত, কীচক ও বংশগুল্মকে, এখানকার সুরতরুদের ও পর্বতের শিখরকে, আমার, ব্রহ্মার এবং মহাদেবের বাসস্থান, আমার প্রিয় ক্ষীরসাগর, ভাস্বর শ্বেতদ্বীপ, শ্রীবৎস, কৌস্তুভমণি, বনমালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শনচক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, পক্ষীরাজ গরুড়, আমার সূক্ষ্ম কলাস্বরূপ অনন্তদেব, আমার আশ্রিতা লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, শংকর এবং ভক্তরাজ প্রহ্লাদ, মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ প্রভৃতি অবতাররূপে

[১]প্রা.পা.—দিষ্ট্যা। [২]প্রাচীন বইতে 'হর্যর্চনানুভাবেন.....' এই উত্তরার্ধ নেই। [৩]প্রা.পা.—পারিষদতাং গমি.।

প্রণবং সত্যমব্যক্তং গোবিপ্রান্ ধর্মমব্যয়ম্।
দাক্ষায়ণীর্ধর্মপত্নীঃ সোমকশ্যপয়োরপি ॥ ২২
গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং কালিন্দীং সিতবারণম্।
ধ্রুবং ব্রহ্মঋষীন্সপ্ত পুণ্যশ্লোকাংশ্চ মানবান্ ॥ ২৩
উত্থায়াপররাত্রান্তে প্রযতাঃ[১] সুসমাহিতাঃ।
স্মরন্তি মম রূপাণি মুচ্যন্তে হ্যেনসোঽখিলাৎ ॥ ২৪
যে মাং স্তুবন্ত্যনেনাঙ্গ প্রতিবুধ্য নিশাত্যয়ে।
তেষাং প্রাণাত্যয়ে চাহং দদামি বিমলাং মতিম্ ॥ ২৫

শ্রীশুক[২]উবাচ

ইত্যাদিশ্য হৃষীকেশঃ প্রধ্মায় জলজোত্তমম্।
হর্ষয়ন্বিবুধানীকমারুরোহ খগাধিপম্ ॥ ২৬

আমার অনন্ত পুণ্যময় কার্যাবলী, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, প্রণব (ওঁকার), সত্য, মূলপ্রকৃতি, গাভী, ব্রাহ্মণ, সনাতন ধর্ম, সোম, কশ্যপ ও ধর্মের পত্নী দক্ষকন্যাগণ, গঙ্গা, সরস্বতী, অলকনন্দা, যমুনা, ঐরাবত হস্তী, ভক্ত ধ্রুব, সপ্তর্ষি এবং পুণ্য কীর্তি (নল, যুধিষ্ঠির, জনকাদি) মহামানবগণকে— স্মরণ করেন তাঁরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কেননা এই সবই আমার স্বরূপ' ॥ ১৭-২৪ ॥ হে প্রিয় গজেন্দ্র! যে ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগরিত হয়ে তোমার কৃত স্তোত্র দ্বারা আমার স্তুতি করবে তাকে মৃত্যুর সময় আমি নির্মলা বুদ্ধি দান করব ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে তাঁর অনুত্তম শঙ্খ পাঞ্চজন্যের নিনাদ দ্বারা দেবতাদের আনন্দ দান করে গরুড়ারূঢ় হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণং[৩] নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে
গজেন্দ্রমোক্ষণ নামক চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

দেবতাদের ব্রহ্মার নিকট গমন ও ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের স্তব

শ্রীশুক উবাচ

রাজন্নুদিতমেতৎ[৪] তে হরেঃ কর্মাঘনাশনম্।
গজেন্দ্রমোক্ষণং পুণ্যং রৈবতং ত্বন্তরং শৃণু ॥ ১
পঞ্চমো রৈবতো নাম মনুস্তামসসোদরঃ[৫]।
বলিবিন্ধ্যাদয়স্তস্য সুতা অর্জুনপূর্বকাঃ ॥ ২
বিভুরিন্দ্রঃ সুরগণা রাজন্ ভূতরয়াদয়ঃ।
হিরণ্যরোমা বেদশিরা ঊর্ধ্ববাহ্বাদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! ভগবানের এই গজেন্দ্রমোক্ষণরূপ পবিত্র লীলা সমস্ত পাপবিনাশকারী ; আমি তোমায় সে কথা শোনালাম। এখন রৈবত মন্বন্তরের কথা শোন ॥ ১ ॥ চতুর্থ মনু তামসের সহোদর পঞ্চম মনু রৈবতের অর্জুন, বলি, বিন্ধ্য প্রমুখ পুত্র ছিল ॥ ২ ॥ সেই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল বিভু এবং ভূতরয় প্রমুখ ছিলেন দেবতাদের প্রধানগণ। হে পরীক্ষিৎ! সে সময় হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, ঊর্ধ্ববাহু প্রমুখ ছিলেন

---

[১]প্রা.পা.—প্রণতাঃ। [২]প্রাচীন বইয়ে 'শ্রীশুক উবাচ' নেই। [৩]প্রা.পা.—মন্বন্তরানুবর্ণনে গজেন্দ্রমোক্ষোপাখ্যানে চতু.। [৪]প্রা.পা.—রাজংশ্চরিতমেতত্তে। [৫]প্রা.পা.—সপূর্বকঃ।

পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্॥ ৪
বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ।
রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎ প্রিয়কাম্যয়া॥ ৫
তস্যানুভাবঃ কথিতো গুণাশ্চ পরমোদয়াঃ।
ভৌমান্ রেণূন্ স বিমমে যো বিষ্ণোর্বর্ণয়েদ্ গুণান্॥ ৬
ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনুঃ।
পূরুপূরুষসুদ্যুম্নপ্রমুখাশ্চাক্ষুষাত্মজাঃ॥ ৭
ইন্দ্রো মন্ত্রদ্রুমস্তত্র দেবা আপ্যাদয়ো গণাঃ।
মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হবিষ্মদ্বীরকাদয়ঃ॥ ৮
তত্রাপি দেবঃ সম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ।
অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতঃ পতিঃ॥ ৯
পয়োধিং যেন নির্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা।
ভ্রমমাণোঽম্ভসি ধৃতঃ কূর্মরূপেণ মন্দরঃ॥ ১০

রাজোবাচ

যথা ভগবতা ব্রহ্মন্মথিতঃ ক্ষীরসাগরঃ।
যদর্থং বা যতশ্চাদ্রিং দধারাম্বুচরাত্মনা॥ ১১
যথামৃতং সুরৈঃ প্রাপ্তং কিঞ্চান্যদভবৎ[১] ততঃ।
এতদ্ ভগবতঃ কর্ম বদস্ব পরমাদ্ভুতম্॥ ১২
ত্বয়া সঙ্কথ্যমানেন[২] মহিম্না সাত্বতাং পতেঃ।
নাতিতৃপ্যতি মে চিত্তং সুচিরং তাপতাপিতম্॥ ১৩

সূত উবাচ

সম্পৃষ্টো ভগবানেবং দ্বৈপায়নসুতো দ্বিজাঃ[৩]।
অভিনন্দ্য হরের্বীর্যমভ্যাচষ্টুং[৪] প্রচক্রমে॥ ১৪

শ্রীশুক উবাচ

যদা যুদ্ধেঽসুরৈর্দেবা বাধ্যমানাঃ শিতায়ুধৈঃ[৫]।
গতাসবো নিপতিতা নোত্তিষ্ঠেরন্স্ম ভূয়শঃ॥ ১৫

সপ্তর্ষি॥ ৩ ॥ সেইসময়ে শুভ্র ঋষির স্ত্রীর নাম ছিল বিকুণ্ঠা। (শুভ্র ঋষির ঔরসে) বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠবাসী দেবতাদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠ নাম ধারণ করে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন॥ ৪ ॥ লক্ষ্মীদেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তাঁর প্রার্থনা অনুসারে তিনি বৈকুণ্ঠধাম রচনা করলেন। এই বৈকুণ্ঠধাম লোকসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥ ৫ ॥ সেই বৈকুণ্ঠনাথের কল্যাণময় গুণের সংক্ষেপে বর্ণনা আমি আগেই (তৃতীয় স্কন্ধে) করেছি। ভগবান বিষ্ণুর সম্পূর্ণ গুণাবলী বর্ণনা করতে সে-ই সমর্থ যে পৃথিবীর ধূলিকণা গুণতে পারে (অর্থাৎ ধূলিকণা গণনা করা যেমন জীবের অসাধ্য তদ্রূপ বিষ্ণুর গুণবর্ণনাও জীবের সাধ্যাতীত)॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ মনু চক্ষুর পুত্রের নাম ছিল চাক্ষুষ। তাঁর পূরু, পূরুষ, সুদ্যুম্ন প্রমুখ অনেক পুত্র ছিল॥ ৭ ॥ এই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল মন্ত্রদ্রুম এবং আপ্য প্রমুখ প্রধান দেবতাগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন হবিষ্মান্ ও বীরক প্রমুখ ঋষিগণ॥ ৮ ॥ জগৎপতি ভগবান বিষ্ণু সেই মন্বন্তরে বৈরাজের স্ত্রী সম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অংশাবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৯ ॥ তিনি সমুদ্রমন্থন করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন এবং কচ্ছপরূপ ধারণ করে মন্থন দণ্ডরূপী মন্দর পর্বতকে স্বীয়পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন॥ ১০ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু! শ্রীভগবান যে কারণে এবং যে রূপে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেছিলেন, জলচর কূর্মরূপী শ্রীভগবান যে জন্য মন্দরপর্বত (স্বপৃষ্ঠে) ধারণ করেছিলেন এবং যেভাবে দেবগণ অমৃত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই সময় আর যে সব ঘটনা ঘটেছিল, শ্রীভগবানের অদ্ভুত সেই কর্মসকল (আমাকে) বলুন॥ ১১-১২ ॥ আপনি ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের মহিমা যত আমাকে শোনাচ্ছেন ততই আমার শোনার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। তৃপ্ত হওয়ার কোনো লক্ষণই নেই কারণ বহুকাল ধরে সংসারের জ্বালায় আমি জ্বলেছি॥ ১৩ ॥

শ্রীসূত বললেন—হে ব্রাহ্মণগণ (শৌনকাদি ঋষিগণ)! শ্রীব্যাসপুত্র ভগবান শুকদেব পরীক্ষিতের এই প্রশ্নকে অভিনন্দিত করে শ্রীভগবানের বীর্যগাথা (সমুদ্র মন্থনের বর্ণনা) বলতে আরম্ভ করলেন॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! যে সময়ের কথা

[১]প্রা.পা.—কিমন্যদভ.। [২]প্রা.পা.—সংকীর্ত্যমানে.। [৩]প্রা.পা.—দ্বিজঃ। [৪]প্রা.পা.—বীর্যং ক্রমশো বক্তুমারভে। [৫]প্রা.পা.—স্বথায়ুধৈঃ।

যদা দুর্বাসসঃ[১] শাপাৎ সেন্দ্রা লোকাস্ত্রয়ো নৃপ।
নিঃশ্রীকাশ্চাভবংস্তত্র নেশুরিজ্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ।। ১৬

নিশাম্যৈতৎ সুরগণা মহেন্দ্রবরুণাদয়ঃ।
নাধ্যগচ্ছন্ স্বয়ং মন্ত্রৈর্মন্ত্রয়ন্তো বিনিশ্চয়ম্।। ১৭

ততো ব্রহ্মসভাং জগ্মুর্মেরোর্মূর্ধনি সর্বশঃ।
সর্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ প্রণতাঃ পরমেষ্ঠিনে।। ১৮

স বিলোক্যেন্দ্রবায্বাদীন্ নিঃসত্ত্বান্বিগতপ্রভান্।
লোকানমঙ্গলপ্রায়ানসুরানযথা বিভুঃ।। ১৯

সমাহিতেন মনসা সংস্মরন্ পুরুষং পরম্।
উবাচোৎফুল্লবদনো দেবান্স ভগবান্ পরঃ।। ২০

অহং ভবো যূয়মথোঽসুরাদয়ো
মনুষ্যতির্যগ্দ্রুমঘর্মজাতয়ঃ।
যস্যাবতারাংশকলাবিসর্জিতা
ব্রজাম সর্বে শরণং তমব্যয়ম্।। ২১

ন যস্য বধ্যো ন চ রক্ষণীয়ো
নোপেক্ষণীয়াদরণীয়পক্ষঃ।
অথাপি[২] সর্গস্থিতিসংযমার্থং
ধত্তে রজঃসত্ত্বতমাংসি কালে।। ২২

অয়ং চ[৩] তস্য স্থিতিপালনক্ষণঃ
সত্ত্বং জুষাণস্য ভবায় দেহিনাম্।
তস্মাদ্ ব্রজামঃ শরণং জগদ্গুরুং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং সুরপ্রিয়ঃ।। ২৩

বলছি, সেইসময় অসুরেরা নিজেদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। সেই যুদ্ধে অনেকেরই প্রাণ গিয়েছিল যাঁরা রণভূমিতে পতিত হয়ে আর উঠতে পারেননি।। ১৫ ।। দুর্বাসার শাপে* ত্রিলোকীসহ ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হয়েছিলেন। এমনকি সমস্ত ধর্মকর্ম যাগযজ্ঞও লোপ পেয়েছিল।। ১৬ ।। এই সকল দুর্দশা দেখে ইন্দ্র, বরুণ প্রমুখ দেবতাগণ নিজেদের মধ্যে অনেক চিন্তা করে এর সমাধান করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো রকম উপায় বার করতে পারলেন না।। ১৭ ।। তখন তাঁরা সকলে মিলিত হয়ে সুমেরুর শীর্ষদেশে ভগবান ব্রহ্মার সভায় গেলেন এবং বিনীতভাবে ভগবান ব্রহ্মাকে তাঁদের দুরবস্থার কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।। ১৮ ।। ব্রহ্মা দেখলেন ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ দেবতাগণ শ্রীহীন ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। লোকেদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন এবং অপরদিকে ভয়ংকর অসুরেরা ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ হৃষ্টচিত্ত ও ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।। ১৯ ।।

ব্রহ্মা সমাহিত-চিত্ত হয়ে পরম পুরুষ ভগবানকে স্মরণ করলেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর উৎফুল্ল হয়ে দেবতাদের সম্বোধন করে বললেন।। ২০ ।। হে দেবতাগণ! আমি, শংকর, তোমরা এবং অসুর, দৈত্য, মনুষ্য, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি সকলে যাঁর বিশাল রূপের সামান্যতম অংশে সৃষ্ট হয়েছি— আমরা সেই অবিনশ্বর প্রভুর শরণাপন্ন হব।। ২১ ।। যদিও তাঁর দৃষ্টিতে কেউ বধের যোগ্য বা রক্ষার পাত্র নয় কিংবা কেউ অবজ্ঞা বা আদরের পাত্রও নয়—তথাপি তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের জন্যে প্রয়োজন মতো সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ ধারণ করে থাকেন।। ২২ ।। তিনি প্রাণীদের মঙ্গলের জন্য এখন সত্ত্বগুণ ধারণ করেছেন। অতএব জগতের পালন ও রক্ষার এখন উপযুক্ত সময়। সুতরাং আমরা সবাই সেই জগদ্গুরুর শরণাপন্ন হই। তিনি দেবতাদের এবং দেবতারা তাঁর প্রিয়। আমরা তাঁর আপন-জন, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কল্যাণ করবেন।। ২৩ ।।

[১]প্রা.পা.—দুর্বাসশাপেন। [২]প্রা.পা.—তথাপি। [৩]প্রা.পা.—তু।

*দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি মহর্ষি দুর্বাসার শাপ প্রদান প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে:

একদা মহর্ষি দুর্বাসা বৈকুণ্ঠধাম থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথে ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে ত্রিলোকাধিপতি জানতে পেরে ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদী মালা তাঁকে দান করলেন ; কিন্তু ঐশ্বর্যমদমত্ত ইন্দ্র ওই মালাকে অনাদর করে ঐরাবতের মস্তকে রেখে দিলেন। ঐরাবত ওই মালার মহিমা না বুঝে শুঁড় দিয়ে ভূমিতে নিক্ষেপ করে পদদলিত করল। দেবরাজ ইন্দ্রের এই আচরণে ক্রুদ্ধ মহর্ষি দুর্বাসা তাঁকে অভিশাপ দিলেন, 'তুমি শীঘ্রই ত্রিলোকসহ শ্রীহীন হবে।'

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাভাষ্য সুরান্বেধাঃ সহ দেবৈররিন্দম।
অজিতস্য পদং সাক্ষাজ্জগাম তমসঃ পরম্॥ ২৪

তত্রাদৃষ্টস্বরূপায় শ্রুতপূর্বায় বৈ বিভো।
স্তুতিমব্রূত দৈবীভির্গীর্ভিস্ত্ববহিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং
গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।
মনোঽগ্রয়ানং বচসানিরুক্তং
নমামহে দেববরং বরেণ্যম্॥ ২৬

বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্মনা-
মর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্।
ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ
তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে[১]॥ ২৭

অজস্য চক্রং ত্বজয়ের্যমাণং
মনোময়ং পঞ্চদশারমাশু।
ত্রিণাভি বিদ্যুচ্চলমষ্টনেমি
যদক্ষমাহুস্তমৃতং প্রপদ্যে॥ ২৮

য[২] একবর্ণং তমসঃ পরং ত-
দলোকমব্যক্তমনন্তপারম্।
আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেন-
মুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ॥ ২৯

ন যস্য কশ্চাতিতিতর্তি মায়াং
যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্।
তং নির্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং
নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্॥ ৩০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে শত্রুবিমর্দক রাজন্ ! ব্রহ্মা দেবতাদের এই কথা বলে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ভগবান অজিতের নিকট বৈকুণ্ঠে গেলেন। সেই বৈকুণ্ঠ তমোময়ী প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত॥ ২৪ ॥ সকলেই ভগবানের বৈকুণ্ঠ ধাম ও তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বেই অনেক কথা শুনেছিলেন কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে বেদবাণীর দ্বারা ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন॥ ২৫ ॥

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান ! আপনি নির্বিকার, সত্য, অনন্ত, আদিপুরুষ, সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান, অখণ্ড ও অপ্রমেয়, মন অপেক্ষাও দ্রুত গতি-সম্পন্ন, বাক্যদ্বারা অনির্দেশ্য এবং সর্বদেবতার বরণীয় ও স্বপ্রকাশ। আমরা সবাই আপনার চরণে প্রণাম জানাই॥ ২৬ ॥ আপনি মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহংকারের জ্ঞাতা। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়—উভয়ই আপনার দ্বারা প্রকাশিত। অজ্ঞান আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। জন্ম মৃত্যুরূপ প্রাকৃতিক বিকার আপনার হয় না, (কারণ আপনি দেহাতীত)। জীবের দুই পক্ষ—অবিদ্যা ও বিদ্যার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি অক্ষয় ও সুখস্বরূপ ! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে আপনি আবির্ভূত হন। আমরা সবাই আপনার শরণাপন্ন হলাম॥ ২৭ ॥ এই শরীর জীবের এক মনোময় চক্র (রথের চক্র)। দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ—এই পঞ্চদশ চক্রের অর (Spoke)। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ এর নাভি। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আটটি উক্ত চক্রের নেমি (পরিধি)। মায়া একে সঞ্চালিত করে আর এটি বিদ্যুতের থেকেও শীঘ্র গতিসম্পন্ন। এই চক্রের অক্ষদণ্ড স্বয়ং পরমাত্মা। তিনিই একমাত্র সত্য। আমরা তাঁর শরণাপন্ন হলাম॥ ২৮ ॥ যিনি একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, প্রকৃতির অতীত, অদৃশ্য এবং জীবের মধ্যে অধিষ্ঠাত্রীরূপে অবস্থান করেন অথচ অব্যক্ত এবং দেশ-কাল দ্বারা যাঁকে নিরূপণ করা যায় না, ধীর ব্যক্তিগণ ভক্তিযোগ দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন॥ ২৯ ॥ যে মায়ায় মোহিত হয়ে জীব নিজের লক্ষ্য এবং স্বরূপকে ভুলে যায়, যে মায়াকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান ভগবান সেই স্বীয় মায়া তথা তার গুণসমূহকে বশীভূত করে এবং সকলের হৃদয়ে বাস করে সমভাবে

[১]প্রা.পা.—নমামহে। [২]প্রা.পা.—যদেকবর্ণং মনসঃ পরং।

ইমে বয়ং যৎপ্রিয়য়ৈব তন্বা
সত্ত্বেন সৃষ্টা বহিরন্তরাবিঃ।
গতিং ন সূক্ষ্মামৃষয়শ্চ বিদ্মহে
কুতোঽসুরাদ্যা ইতরপ্রধানাঃ॥ ৩১
পাদৌ মহীয়ং স্বকৃতৈব যস্য
চতুর্বিধো যত্র হি ভূতসর্গঃ।
স বৈ মহাপূরুষ আত্মতন্ত্রঃ
প্রসীদতাং ব্রহ্ম মহাবিভূতিঃ॥ ৩২
অম্ভস্তু যদ্রেত উদারবীর্যং
সিধ্যন্তি জীবন্ত্যুত বর্ধমানাঃ।
লোকাস্ত্রয়োঽথাখিললোকপালাঃ
প্রসীদতাং ব্রহ্ম মহাবিভূতিঃ॥ ৩৩
সোমং মনো যস্য সমামনন্তি
দিবৌকসাং বৈ বলমন্ধ[১] আয়ুঃ।
ঈশো নগানাং প্রজনঃ প্রজানাং
প্রসীদতাং নঃ[২] স মহাবিভূতিঃ॥ ৩৪
অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা
জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা।
অন্তঃসমুদ্রেঽনুপচন্স্বধাতূন্
প্রসীদতাং নঃ[৩] স মহাবিভূতিঃ॥ ৩৫
যচ্চক্ষুরাসীৎ তরণির্দেবয়ানং
ত্রয়ীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিষ্ণ্যম্।
দ্বারং চ মুক্তেরমৃতং চ মৃত্যুঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ॥ ৩৬
প্রাণাদভূদ্ যস্য চরাচরাণাং
প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ।
অন্বাস্ম সম্রাজমিবানুগা বয়ং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ॥ ৩৭ ॥
শ্রোত্রাদ্ দিশো যস্য হৃদশ্চ খানি
প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষস্য নাভ্যাঃ।

বিচরণ করেন। মানুষ পুরুষার্থ দ্বারা তাঁকে লাভ করতে পারে না, একমাত্র তাঁর কৃপাতেই তাঁকে লাভ করা যায়। আমরা তাঁর চরণে প্রণাম করি॥ ৩০ ॥ যদিও আমরা দেবতারা ও ঋষিগণ তাঁর প্রিয় সত্ত্বময় শরীর থেকেই উৎপন্ন হয়েছি, তবু বাহির ও অন্তরে একরসরূপে প্রকট তাঁর স্ব-রূপকে জানতে পারি না। অতএব রজঃ ও তমোগুণ প্রধান অসুর প্রভৃতিরা তাঁর স্বরূপ কী করে জানতে পারবে ? (আমরা সেই ভগবানের চরণে প্রণাম করি।)॥ ৩১ ॥

তাঁর সৃষ্ট এই পৃথিবী তাঁরই চরণদ্বয়। এই পৃথিবীতে জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চার প্রকার প্রাণী বাস করে। তিনি পরম স্বতন্ত্র, সকল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। সেই পুরুষোত্তম পরম ব্রহ্ম আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ৩২ ॥ এই পরম শক্তিশালী জল তাঁর বীর্য। এই জল থেকে তিন লোকের লোকসকল ও লোকপালগণ উৎপন্ন হন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন ও জীবিত থাকেন। সেই পরম ঐশ্বর্যশালী পরব্রহ্ম আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ৩৩ ॥ বেদে কথিত আছে যে, চন্দ্র তাঁর মন। এই চন্দ্র হল সকল দেবতাদের অন্ন, বল ও আয়ু। চন্দ্রমাই হলেন বৃক্ষদের সম্রাট এবং প্রজাবর্ধক। এইরূপ চন্দ্র যাঁর মন বলে অভিহিত, সেই ঐশ্বর্যশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন॥ ৩৪ ॥ বৈদিক যাগযজ্ঞ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যই অগ্নির উৎপত্তি। এই অগ্নি উদরে জঠরাগ্নি রূপে এবং সমুদ্রের ভিতর বাড়বানল রূপে থেকে অন্ন, জল ইত্যাদি ধাতুর পাচনক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি তাঁর থেকেই হয়। সেই অগ্নি যাঁর মুখ সেই মহাবিভূতিসম্পন্ন প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ৩৫ ॥ যাঁর দ্বারা জীব দেবযান মার্গ অবলম্বন করে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, যিনি সাক্ষাৎ বেদের মূর্তি এবং শ্রীভগবানের ধ্যান করার যোগ্য ধাম, যা পুণ্যলোক হওয়ার জন্য মুক্তির দ্বার ও অমৃতময় এবং কাল বলে মৃত্যুস্বরূপ—এইরূপ সূর্য যাঁর চক্ষু সেই মহাবিভূতি-সম্পন্ন ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ৩৬ ॥ যে বায়ু চরাচর সকল লোককে সঞ্জীবিত করে এবং তাদের শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়কে শক্তি দান করে, সেই বায়ু ভগবানের প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ইনি চক্রবর্তী সম্রাট এবং আমরা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতারা এঁর অনুচর। এইরূপ ঐশ্বর্যশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ৩৭ ॥

যাঁর কান থেকে দিকসকল, হৃদয় থেকে দেহগত ছিদ্র-সকল (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল) ও নাভি থেকে সেই আকাশ

[১]প্রা.পা.—মন্নমায়ুঃ। [২]প্রা.পা.—ব্রহ্ম মহা.। [৩]প্রা.পা.—ব্রহ্ম মহা.।

প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৮
বলান্মহেন্দ্রস্ত্রিদশাঃ প্রসাদা-
ন্মন্যোর্গিরীশো[১] ধিষণাদ্ বিরিঞ্চঃ।
খেভ্যশ্চ ছন্দাংস্যৃষয়ো মেঢ্রতঃ কঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৯
শ্রীর্বক্ষসঃ পিতরশ্ছায়য়াঽঽসন্
ধর্মঃ স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠতোঽভূৎ।
দ্যৌর্যস্য শীর্ষ্ণোঽপ্সরসো বিহারাৎ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪০
বিপ্রো মুখং[২] ব্রহ্ম চ যস্য গুহ্যং
রাজন্য আসীদ্ ভুজয়োর্বলং[৩] চ।
ঊর্বোর্বিড়োজোঽঙ্ঘ্রিরবেদশূদ্রৌ[৪]
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪১
লোভোঽধরাৎ প্রীতিরুপর্যভূদ্ দ্যুতি-
র্নস্তঃ পশব্যঃ স্পর্শেন কামঃ।
ভ্রুবোর্যমঃ পক্ষ্মভবস্তু কালঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪২
দ্রব্যং বয়ঃ কর্ম গুণান্বিশেষং[৫]
যদ্যোগমায়াবিহিতান্বদন্তি।
যদ্ দুর্বিভাব্যং প্রবুধাপবাধং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪৩
নমোঽস্তু তস্মা উপশান্তশক্তয়ে
স্বারাজ্যলাভপ্রতিপূরিতাত্মনে।
গুণেষু মায়ারচিতেষু বৃত্তিভি-
র্ন সজ্জমানায় নভস্বদূতয়ে ॥ ৪৪
স ত্বং নো দর্শয়াত্মানমস্মৎকরণগোচরম্।
প্রপন্নানাং দিদৃক্ষূণাং সস্মিতং তে মুখাম্বুজম্ ॥ ৪৫

উৎপন্ন হয়েছে যা পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান) দশ ইন্দ্রিয়*, মন, পঞ্চ অসু (নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়) এবং শরীরের আশ্রয়—সেই মহা-বিভূতিসম্পন্ন পুরুষ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ৩৮ ॥

যাঁর বল থেকে ইন্দ্র, প্রসন্নতা থেকে দেবগণ, ক্রোধ থেকে রুদ্রদেব, বুদ্ধি থেকে ব্রহ্মা, ইন্দ্রিয় থেকে বেদ ও ঋষিগণ এবং লিঙ্গ থেকে প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েছেন, সেই মহাবিভূতিসম্পন্ন প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ৩৯ ॥ যাঁর বক্ষোদেশ থেকে লক্ষ্মী, ছায়া থেকে পিতৃগণ, স্তন থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্ম, মস্তক থেকে আকাশ এবং বিহার (লীলা) থেকে অপ্সরাগণের উৎপত্তি সেই মহাঐশ্বর্যশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ৪০ ॥ যাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ ও পরম গুহ্য (রহস্যময়) বেদ, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয় ও বল, ঊরুদ্বয় থেকে বৈশ্য ও তাদের উপার্জনের কুশলতা এবং চরণদ্বয় থেকে শূদ্র ও তাদের সেবাবৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরম বিভূতিসম্পন্ন ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ৪১ ॥ যাঁর অধর থেকে লোভ, ওষ্ঠ থেকে প্রীতি, নাসিকা থেকে কান্তি, স্পর্শ থেকে পশুদের প্রিয় কাম, ভ্রূ থেকে যম এবং চক্ষুর পলক থেকে কালের উৎপত্তি, সেই পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ৪২ ॥ পঞ্চভূত, কাল, কর্ম, গুণ ও যা কিছু নির্বচনীয় বা অনির্বচনীয় বিশেষ পদার্থ পণ্ডিতগণ কর্তৃক যেগুলির বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকৃত সেই সমস্তই ভগবানের যোগমায়া থেকে উৎপন্ন—এই কথা শাস্ত্রে উক্ত আছে; সেই ঐশ্বর্যশালী পরমাত্মা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ৪৩ ॥ স্বীয় মায়াদ্বারা রচিত গুণসমূহে দর্শনাদি বৃত্তিদ্বারা যিনি আসক্ত হন না, বায়ুর মতো সদা অনাসক্ত, প্রশান্ত, শক্তিময়, নিজ স্বরূপে বিরাজিত থেকে আত্মানন্দে পূর্ণ, সেই ভগবানকে প্রণাম করি ॥ ৪৪ ॥

হে প্রভু! আমরা আপনার শরণাগত। কৃপা করে আপনার সস্মিত মুখকমল আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত করুন এই আমাদের প্রার্থনা ॥ ৪৫ ॥ আপনি

[১]প্রা.পা.—গিরিত্রো। [২]প্রা.পা.—মুখাদ্। [৩]প্রা.পা.—করয়োঃ। [৪]প্রা.পা.—ঊর্বোর্বিশোঽঙ্ঘ্রেরভবচ্চ শূদ্রঃ। [৫]প্রা.পা.—গাবশেষং।

*পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক (চর্ম) এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পাদ, বাক্ (বাক্য), পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (মূত্রদ্বার)।

তৈস্তৈঃ স্বেচ্ছাধৃতৈ রূপৈঃ কালে কালে স্বয়ং বিভো[১]।
কর্ম দুর্বিষহং যন্নো ভগবাংস্তৎ করোতি হি॥ ৪৬

ক্লেশভূর্যল্পসারাণি কর্মাণি বিফলানি বা।
দেহিনাং বিষয়ার্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি॥ ৪৭

নাবমঃ কর্মকল্পোঽপি বিফলায়েশ্বরার্পিতঃ।
কল্পতে পুরুষস্যৈষ স হ্যাত্মা দয়িতো হিতঃ[২]॥ ৪৮

যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূলাবসেচনম্।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্বেষামাত্মনশ্চ হি॥ ৪৯

নমস্তুভ্যমনন্তায় দুর্বিতর্ক্যাত্মকর্মণে।
নির্গুণায় গুণেশায় সত্ত্বস্থায় চ সাম্প্রতম্॥ ৫০

কখনো কখনো নিজের ইচ্ছায় অনেক রূপ ধারণ করেন এবং যে সমস্ত কর্ম আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন সে সমস্ত কর্ম আপনি অনায়াসেই সম্পন্ন করেন। আপনি সর্ব-শক্তিমান, আপনার পক্ষে এ সমস্ত কাজ অসম্ভব নয়॥ ৪৬ ॥ বিষয়াসক্ত দেহাভিমানীরা দুঃখ ভোগ করে থাকে। তারা ক্লেশকর ও শ্রমসাধ্য কর্মের সামান্যই ফল পায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের হতাশ হতে হয়। কিন্তু যে কর্ম বা কর্মফল আপনার উদ্দেশ্যে করা হয়, তা করার সময়েই আনন্দদায়ক এবং সেটি স্বয়ং ফলস্বরূপ॥ ৪৭ ॥ ঈশ্বরার্পিত সামান্য কর্মও কখনো বিফলে যায় না, কারণ ভগবান জীবের পরম হিতৈষী, প্রিয়তম ও আত্মা॥ ৪৮ ॥ যেমন তরুর মূলে জল সেচন করলে তার ডালপালা পাতা সব কিছুতেই জল সেচন করা হয়, তেমনই বিষ্ণুর আরাধনা করলে সমস্ত প্রাণীরও নিজ আত্মার আরাধনা করা হয়॥ ৪৯ ॥ যিনি তিনকালে এবং কালাতীতরূপেও একরসভাবে স্থিত, যাঁর লীলা-রহস্য তর্কাতীত, যিনি গুণাতীত হয়েও সমস্ত গুণের কর্তা এবং বর্তমানে যিনি সত্ত্বগুণে স্থিত রয়েছেন—সেইরূপ আপনাকে নমস্কার করি॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধেঽমৃতমথনে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে
অমৃতমন্থনে পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমুদ্রমন্থনের জন্যে দেবাসুরের উদ্যোগ

শ্রীশুক উবাচ

এবং স্তুতঃ সুরগণৈর্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
তেষামাবিরভূদ্ রাজন্ সহস্রার্কোদয়দ্যুতিঃ॥ ১
তেনৈব মহসা সর্বে দেবাঃ প্রতিহতেক্ষণাঃ।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! যখন দেবতারা শ্রীহরির এইভাবে স্তুতি করলেন তখন তিনি তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন। তাঁর দেহের কান্তিচ্ছটায় মনে হচ্ছিল যেন একসঙ্গে হাজার সূর্যের উদয় হয়েছে॥ ১ ॥ ভগবানের সেই দ্যুতিতে দেবতাদের চোখ এমন ঝলসে গেল যে, তাঁরা

[১]প্রা.পা.—প্রভো। [২]প্রা.পা.—বিভুঃ।

নাপশ্যন্‌খং দিশঃ ক্ষৌণিমাত্মানং চ কুতো বিভুম্॥ ২
বিরিঞ্চো ভগবান্দৃষ্ট্বা সহ শর্বেণ তাং তনুম্।
স্বচ্ছাং মরকতশ্যামাং কঞ্জগর্ভারুণেক্ষণাম্॥ ৩
তপ্তহেমাবদাতেন লসৎ কৌশেয়বাসসা।
প্রসন্নচারুসর্বাঙ্গীং সুমুখীং সুন্দরভ্রুবম্॥ ৪
মহামণিকিরীটেন কেয়ূরাভ্যাং চ ভূষিতাম্।
কর্ণাভরণনির্ভাতকপোলশ্রীমুখাম্বুজাম্॥ ৫
কাঞ্চীকলাপবলয়হারনূপুরশোভিতাম্।
কৌস্তুভাভরণাং লক্ষ্মীং বিভ্রতীং বনমালিনীম্॥ ৬
সুদর্শনাদিভিঃ স্বাস্ত্রৈর্মূর্তিমদ্ভিরুপাসিতাম্।
তুষ্টাব দেবপ্রবরঃ সশর্বঃ পুরুষং পরম্।
সর্বামরগণৈঃ সাকং সর্বাঙ্গৈরবনিং গতৈঃ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ

অজাতজন্মস্থিতিসংযমায়া-
গুণায় নির্বাণসুখার্ণবায়।
অণোরণিম্নেঽপরিগণ্যধাম্নে
মহানুভাবায় নমো নমস্তে॥ ৮
রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং
শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ।
যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্
পশ্যাম্যমুষ্মিন্ নু হ বিশ্বমূর্তৌ॥ ৯
ত্বয্যগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ
ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্মতন্ত্রে।
ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং
ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ॥ ১০
ত্বং মায়য়াঽঽত্মাশ্রয়য়া স্বয়েদং
নির্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ।
পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো
গুণব্যবায়েঽপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ॥ ১১
যথাগ্নিমেধস্যমৃতং চ গোষু
ভুব্যন্নমম্বূদ্যমনে চ বৃত্তিম্।

আকাশ, দিক, পৃথিবী, নিজের দেহ—কিছুই দেখতে পেলেন না, সুতরাং ভগবানকে কিরূপে দর্শন করবেন ?॥ ২ ॥ শুধুমাত্র ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর সেই দিব্যরূপ দর্শন করলেন। অপূর্ব সেই রূপ ! তাঁর শরীর মরকতমণির মতো স্বচ্ছ ও শ্যামল, চক্ষুদ্বয় পদ্মগর্ভের মতো অরুণ বর্ণ, স্বর্ণবর্ণের রেশমী পীতাম্বর পরিহিত। সর্বাঙ্গ-সুন্দর দেহ থেকে যেন প্রসন্নতা ক্ষরিত হচ্ছে। ধনুকের মতো ভ্রূ যুগল ও সুন্দর মুখ। মাথায় মণিময় মুকুট এবং হাতে কেয়ূর, কর্ণদ্বয়ের কুণ্ডলের কান্তিচ্ছটায় মুখপদ্ম আরও উদ্ভাসিত। কোমরে বন্ধনী, করে কঙ্কণ, কণ্ঠে হার এবং শ্রীচরণে নূপুর শোভায়মান। তাঁর বক্ষে লক্ষ্মীদেবী এবং কণ্ঠে কৌস্তুভমণি ও বনমালা॥ ৩-৬ ॥ শ্রীভগবানের স্বীয় সুদর্শন চক্রাদি অস্ত্রসকল মূর্তিমান হয়ে তাঁর সেবা করছে। দেবতারা সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর অন্য দেবতাদের সঙ্গে পরমপুরুষ শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৭ ॥

ব্রহ্মা বললেন—জন্ম-স্থিতি-প্রলয়রহিত, গুণাতীত, মোক্ষস্বরূপ পরমানন্দ সাগর, সূক্ষ্মাপেক্ষা সূক্ষ্ম, অনন্ত ও পরমৈশ্বর্যশালী প্রভুকে বারবার প্রণাম॥ ৮ ॥ হে পুরুষোত্তম ! মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধিযোগে আপনার এই রূপের পূজা করেন। আমারও সৃষ্টিকর্তা হে বিধাতঃ ! আপনার এইরূপে আমি আমাকে এবং দেবগণসহ তিন লোককে দর্শন করছি॥ ৯ ॥ আদিতে এই জগৎ আপনাতেই লীন ছিল, মধ্যে আপনাতেই অবস্থান করছে এবং অন্তকালে আপনাতেই পুনরায় লীন হয়ে যাবে। আপনি কার্যকারণরহিত স্বতন্ত্র। আপনিই এই জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত, যেমন ঘটের আদি, মধ্য ও অন্ত মৃত্তিকা॥ ১০ ॥ আপনি আপনারই আশ্রিত মায়ার দ্বারা এই সংসার সৃষ্টি করেছেন এবং অন্তর্যামীরূপে এর মধ্যে প্রবেশ করে বিরাজ করছেন। সেইজন্যে বিবেকী ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষেরা সংযত হয়ে মনকে একাগ্র করে এই গুণ ও বিষয়ের মধ্যেও আপনার নির্গুণ স্বরূপকে উপলব্ধি করেন॥ ১১ ॥ মানুষ যেমন মথনাদি উপায় দ্বারা কাষ্ঠ থেকে অগ্নি, গোরু থেকে অমৃতময় দুধ, মাটি কর্ষণ করে অন্ন ও জল এবং পুরুষকার দ্বারা উপার্জন করে থাকে, সেইরকম শাস্ত্রজ্ঞ বিবেকী পুরুষরা শুদ্ধ বুদ্ধি, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা নিজের অনুভূতি অনুসারে আপনার স্বরূপের বর্ণনা করে থাকেন॥ ১২ ॥ হে পদ্মনাভ ! যেমন দাবাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে

যোগৈর্মনুষ্যা অধিয়ন্তি হি ত্বাং
গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি॥ ১২
তং ত্বাং বয়ং নাথ সমুজ্জিহানং
সরোজনাভাতিচিরেপ্সিতার্থম্।
দৃষ্ট্বা গতা নির্বৃতিমদ্য সর্বে
গজা দবার্তা ইব গাঙ্গমম্ভঃ॥ ১৩
স ত্বং বিধৎস্বাখিললোকপালা
বয়ং যদর্থাস্তব পাদমূলম্।
সমাগতাস্তে বহিরন্তরাত্মন্
কিং বান্যবিজ্ঞাপ্যমশেষসাক্ষিণঃ॥ ১৪
অহং গিরিত্রশ্চ সুরাদয়ো যে
দক্ষাদয়োঽগ্নেরিব কেতবস্তে।
কিং বা বিদামেশ পৃথগ্বিভাতা
বিধৎস্ব শং নো দ্বিজদেবমন্ত্রম্॥ ১৫
শ্রীশুক উবাচ
এবং বিরিঞ্চাদিভিরীড়িতস্তদ্
বিজ্ঞায় তেষাং হৃদয়ং তথৈব।
জগাদ জীমূতগভীরয়া গিরা
বদ্ধাঞ্জলীন্সংবৃতসর্বকারকান্[১]॥ ১৬
এক এবেশ্বরস্তস্মিন্সুরকার্যে[২] সুরেশ্বরঃ।
বিহর্তুকামস্তানাহ সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ[৩]॥ ১৭
শ্রীভগবানুবাচ
হন্ত ব্রহ্মন্নহো শম্ভো হে দেবা মম ভাষিতম্।
শৃণুতাবহিতাঃ সর্বে শ্রেয়ো বঃ স্যাদ্ যথা সুরাঃ॥ ১৮
যাত দানবদৈতেয়ৈস্তাবৎ সন্ধির্বিধীয়তাম্।
কালেনানুগৃহীতৈস্তৈর্যাবদ্ বো ভব আত্মনঃ॥ ১৯
অরয়োঽপি হি সন্ধেয়াঃ সতি কার্যার্থগৌরবে।
অহিমূষকবদ্ দেবা হ্যর্থস্য পদবীং গতৈঃ[৪]॥ ২০
অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ ক্রিয়তামবিলম্বিতম্।
যস্য পীতস্য বৈ জন্তুর্মৃত্যুগ্রস্তোঽমরো ভবেৎ॥ ২১

হস্তী গঙ্গাজলে স্নান করে শান্তি লাভ করে তদ্রূপ আপনার আবির্ভাবে আমরা আনন্দিত ও প্রশান্ত হয়েছি। হে প্রভু! আমরা বহুকাল ধরে আপনাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম॥ ১৩ ॥ আপনি আমাদের অন্তরাত্মা এবং আমাদের বহিঃসম্পর্কেও সর্বজ্ঞ। আমরা লোকপালেরা যার জন্যে আপনার নিকটে এসেছি আপনি কৃপা করে তা পূর্ণ করুন। আপনি তো সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী, আপনাকে আর আমরা কী নিবেদন করব? ॥ ১৪ ॥ হে প্রভু আমি (ব্রহ্মা), মহাদেব, অন্য দেবতারা, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিরা এবং ঋষিরা সকলেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পৃথক পৃথকভাবে আপনার অংশ, কিন্তু নিজেদের আপনার থেকে পৃথক মনে করি। এই পরিস্থিতিতে হে প্রভু, আমরা আপনাকে কী প্রকারে বুঝতে সক্ষম! দেবতা ও ব্রাহ্মণদের মঙ্গলের জন্যে যা কর্তব্য আপনি তার আদেশ দিন ও আপনি নিজেই সেই কার্য সম্পূর্ণ করুন॥ ১৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ব্রহ্মা এবং অন্য দেবতাগণ এইভাবে স্তুতি করে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে করজোড়ে দণ্ডায়মান রইলেন। ভগবান তাঁদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন॥ ১৬ ॥ হে পরীক্ষিৎ! যদিও ভগবান একাই দেবতাদের এবং সমস্ত জগতের কার্য করতে সক্ষম, তথাপি সমুদ্র মন্থনের লীলা করার ইচ্ছা করে তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে বললেন॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে ব্রহ্মা, মহেশ ও দেবতাগণ! আপনারা মনোযোগসহ আমার উপদেশ শ্রবণ করুন। আপনাদের মঙ্গলের উপায় বলছি॥ ১৮ ॥ এখন কাল অসুরদের কৃপা করছেন। আপনারা গিয়ে দৈত্য আর দানবদের সঙ্গে সন্ধি করুন যতদিন না আপনাদের ভাগ্য অনুকূল হয়॥ ১৯ ॥ দেবতাগণ! কোনো বৃহৎ কার্য করতে হলে শত্রু পক্ষের সঙ্গেও সন্ধি করা উচিত। পরে কার্য সিদ্ধি হলে তাদের সঙ্গে সাপ আর ইঁদুরের মতো ব্যবহার করা যায়* ॥ ২০ ॥ আপনারা বিলম্ব না করে সমুদ্র থেকে অমৃত মন্থনের কাজ শুরু করুন। অমৃত পান করলে মরণশীল প্রাণীও অমর হয়ে যায়॥ ২১ ॥ প্রথমে ক্ষীরসাগরে সব

[১]প্রা.পা.—কায়ান্। [২]প্রা.পা.—এব বৃতস্তস্মি.। [৩]প্রা.পা.—সমুদ্রমথনাদিভিঃ। [৪]প্রা.পা.—গতাঃ।

*যেমন একটি পেটিতে সাপ ছিল। সেখানে ইঁদুর ঢুকেছিল। সাপ তাকে ভয় পেতে বারণ করে পেটিতে ছিদ্র করতে বলে যাতে ইঁদুর ও সাপ দুজনেই পালাতে পারে। কিন্তু গর্ত হওয়ার পর সাপ ইঁদুরকে গিলে খায় এবং পালিয়ে যায়।

ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরোদধৌ সর্বা বীরুত্তৃণলতৌষধীঃ[১]।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু[২] বাসুকিম্॥ ২২

সহায়েন ময়া দেবা নির্মন্থধ্বমতন্দ্রিতাঃ।
ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যূয়ং ফলগ্রহাঃ॥ ২৩

যূয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরাঃ।
ন সংরম্ভেণ সিধ্যন্তি সর্বেঽর্থাঃ সান্ত্বয়া যথা॥ ২৪

ন ভেতব্যং কালকূটাদ্ বিষাজ্জলধিসম্ভবাৎ।
লোভঃ কার্যো ন বো জাতু রোষঃ কামস্তু[৩] বস্তুষু॥ ২৫

শ্রীশুক উবাচ

ইতি দেবান্সমাদিশ্য ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
তেষামন্তর্দধে রাজন্ স্বচ্ছন্দগতিরীশ্বরঃ[৪]॥ ২৬

অথ তস্মৈ ভগবতে নমস্কৃত্য পিতামহঃ।
ভবশ্চ জগ্মতুঃ স্বং স্বং ধামোপেয়ুর্বলিং সুরাঃ॥ ২৭

দৃষ্ট্বারীনপ্যসংযত্তাঞ্জাতক্ষোভান্স্বনায়কান্।
ন্যষেধদ্ দৈত্যরাট্ শ্লোক্যঃ সন্ধিবিগ্রহকালবিৎ॥ ২৮

তে বৈরোচনিমাসীনং গুপ্তং চাসুরযূথপৈঃ।
শ্রিয়া পরময়া জুষ্টং জিতাশেষমুপাগমন্॥ ২৯

মহেন্দ্রঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সান্ত্বয়িত্বা মহামতিঃ।
অভ্যভাষত তৎ সর্বং শিক্ষিতং পুরুষোত্তমাৎ॥ ৩০

তদরোচত[৫] দৈত্যস্য তত্রান্যে যেঽসুরাধিপাঃ।
শম্বরোঽরিষ্টনেমিশ্চ যে চ ত্রিপুরবাসিনঃ॥ ৩১

ততো দেবাসুরাঃ কৃত্বা সংবিদং কৃতসৌহৃদাঃ।
উদ্যমং পরমং চক্রুরমৃতার্থে পরন্তপ॥ ৩২

রকম তৃণ, লতা, গুল্ম ও ওষধি নিক্ষেপ করুন। তারপর মন্দার পর্বতকে মন্থন দণ্ড আর বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করে আমার সহায়তায় সমুদ্রমন্থন করুন। এখন আলস্যের বা অসাবধান হওয়ার সময় নয়। দেবতাগণ ! বিশ্বাস রাখুন, আপনারাই তার (সমুদ্রমন্থনের) ফলভাগী হবেন আর অসুরদের পরিশ্রম করাই সার হবে॥ ২২-২৩ ॥ হে দেবগণ ! অসুরেরা আপনাদের কাছে যা প্রার্থনা করবে আপনারা সব দিতে স্বীকার করবেন। সামমার্গের দ্বারা সব কাজ সুচারুরূপে সিদ্ধ হয়, ক্রোধ সকল কার্যের ক্ষতিকারক॥ ২৪ ॥ প্রথমে সমুদ্র থেকে কালকূট বিষ নির্গত হবে সেজন্য ভীত হওয়ার কারণ নেই। কোনো বস্তুর জন্যে কখনো লোভ করা উচিত নয়। প্রথমে কোনো বস্তুর কামনা করতে নেই, যদি কামনা থাকে এবং তা পূর্ণ না হয় তাহলেও ক্রোধ করা উচিত নয়॥ ২৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! দেবতাদের এইরূপ উপদেশ প্রদান করে স্বচ্ছন্দগতি ভগবান পুরুষোত্তম বিষ্ণু দেবতাদের সম্মুখেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং স্বতন্ত্র তাঁর লীলার রহস্য কে বুঝতে পারে ? ॥ ২৬ ॥ ভগবান অন্তর্হিত হওয়ার পর ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে স্ব স্ব ধামে গমন করলেন। তখন ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা বলির কাছে গেলেন॥ ২৭ ॥ অস্ত্রশস্ত্রহীন দেবতাগণকে আসতে দেখে দৈত্য সেনাপতিদের মনে ক্ষোভ হল। তারা দেবতাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হল। কিন্তু যশস্বী সন্ধিবিগ্রহকালজ্ঞ দৈত্যরাজ বলি সেনাপতিগণকে আক্রমণ করতে নিষেধ করলেন॥ ২৮ ॥ অনন্তর দেবতারা ত্রিলোকজয়ী, সকল সম্পত্তির অধীশ্বর, সেনাপতিগণদ্বারা সুরক্ষিত সিংহাসনাসীন দৈত্যাধিপতি বিরোচনের পুত্র বলির নিকট উপস্থিত হলেন॥ ২৯ ॥

মহামতি ইন্দ্র মধুর ভাষায় ভগবৎ-প্রদত্ত সমস্ত উপদেশ দৈত্যরাজকে বললেন॥ ৩০ ॥ দৈত্যরাজ বলি এই কথায় প্রীত হলেন। সেখানে অবস্থিত শম্বর, অরিষ্টনেমি ও ত্রিপুর নিবাসী অসুরদেরও এই কথা শুনে ভালো লাগল॥ ৩১ ॥ হে শত্রুনাশন রাজা পরীক্ষিৎ ! তখন দেবতা ও অসুরদের মধ্যে সন্ধি ও সখ্য স্থাপিত হল এবং তাঁরা সবাই একত্র হয়ে

[১] প্রা.পা.—জলৌষধীঃ। [২] প্রা.পা.—চ। [৩] প্রা.পা.—কামঃ স্ববস্তুষু। [৪] প্রা.পা.—মতি.। [৫] প্রা.পা.—তস্বরো.।

ততস্তে মন্দরগিরিমোজসোৎপাট্য দুর্মদাঃ।
নদন্ত উদধিং নিন্যুঃ শক্তাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ৩৩

দূরভারোদ্বহশ্রান্তাঃ শক্রবৈরোচনাদয়ঃ।
অপারয়ন্তস্তং বোঢুং বিবশা বিজহুঃ পথি ॥ ৩৪

নিপতন্স গিরিস্তত্র বহূনমরদানবান্।
চূর্ণয়ামাস মহতা ভারেণ কনকাচলঃ ॥ ৩৫

তাংস্তথা ভগ্নমনসো ভগ্নবাহূরুকন্ধরান্।
বিজ্ঞায় ভগবাংস্তত্র বভূব গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৬

গিরিপাতবিনিষ্পিষ্টান্বিলোক্যামরদানবান্।
ঈক্ষয়া জীবয়ামাস নির্জরান্ নির্ব্রণান্যথা ॥ ৩৭

গিরিং চারোপ্য গরুড়ে হস্তেনৈকেন লীলয়া।
আরুহ্য প্রয়য়াবব্ধিং সুরাসুরগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩৮

অবরোপ্য গিরিং স্কন্ধাৎ সুপর্ণঃ পততাং বরঃ।
যযৌ জলান্ত উৎসৃজ্য হরিণা স বিসর্জিতঃ ॥ ৩৯

অমৃতমন্থনের জন্য উদ্যোগ করতে লাগলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর দুর্মদ, মুদ্গরসদৃশ বাহুবিশিষ্ট শক্তিশালী দেবাসুরগণ মন্দর পর্বতকে উৎপাটিত করে সিংহনাদ করতে করতে সমুদ্রতটে নিয়ে গেলেন ॥ ৩৩ ॥ কিন্তু একে তো মন্দর পর্বত অত্যন্ত গুরুভার এবং তাকে অনেক দূর সমুদ্র পর্যন্ত বহন করতে হবে। বহনকালে ইন্দ্র, বলি প্রমুখ সকলে খুব ক্লান্ত হয়ে গেলেন। যখন তাঁরা কোনোভাবেই মন্দর পর্বতকে আর আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে পারলেন না তখন বিবশ হয়ে সেই পথেই তাকে ত্যাগ করলেন ॥ ৩৪ ॥ সেই সুবর্ণময় মন্দরাচল পর্বতের গুরুভার হেতু অনেক দেবতা ও অসুরের দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল ॥ ৩৫ ॥

সেই দেবতা এবং অসুরদের হাত কোমর, কাঁধ সব ভেঙে গিয়েছিল এবং সেইজন্য তাদের উৎসাহও চলে গেল। এই অবস্থা দেখে ভগবান বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ সেখানে অবতীর্ণ হলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি দেখলেন, দেবতা আর অসুরেরা পাহাড়ের চাপে পিষে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অমৃতময়ী দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের (দেবাসুরগণকে) এমন ভাবে জীবিত করলেন যেন তাঁদের দেহে কোনো আঘাতই লাগেনি (অর্থাৎ সকলকে রোগহীন ও ক্ষতশূন্য করে দিলেন) ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর তিনি অবলীলাক্রমে পর্বতকে একহাত দিয়ে উঠিয়ে গরুড়ের পিঠে স্থাপন করে এবং নিজেও সেই গরুড় পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে দেবতা ও অসুরদের সঙ্গে সমুদ্রতটে উপস্থিত হলেন ॥ ৩৮ ॥ পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড় সমুদ্রতীরে পর্বতকে নামিয়ে দিয়ে এবং সমুদ্রজলে তাকে স্থাপন করে ভগবানের আদেশে অন্যত্র চলে গেলেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধেঽমৃতমথনে মন্দরাচলানয়নং [১] নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে অমৃতমন্থনে মন্দরাচল আনয়ন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

[১]প্রাচীন বইয়ে 'মন্দরাচলানয়নং নাম' এই অংশটি নেই।

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

সমুদ্রমন্থন আরম্ভ এবং মহাদেবের বিষপান

শ্রীশুক উবাচ

তে নাগরাজমামন্ত্র্য ফলভাগেন বাসুকিম্।
পরিবীয় গিরৌ তস্মিন্ নেত্রমব্ধিং মুদান্বিতাঃ।। ১

আরেভিরে সুসংযত্তা[১] অমৃতার্থে কুরূদ্বহ।
হরিঃ পুরস্তাজ্জগৃহে পূর্বং দেবাস্ততোঽভবন্।। ২

তন্নৈচ্ছন্ দৈত্যপতয়ো মহাপুরুষচেষ্টিতম্।
ন গৃহ্ণীমো বয়ং পুচ্ছমহেরঙ্গমমঙ্গলম্।। ৩

স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্মভিঃ।
ইতি তূষ্ণীং স্থিতান্দৈত্যান্ বিলোক্য পুরুষোত্তমঃ।
স্ময়মানো বিসৃজ্যাগ্রং পুচ্ছং জগ্রাহ সামরঃ।। ৪

কৃতস্থানবিভাগাস্ত এবং কশ্যপনন্দনাঃ।
মমন্থুঃ পরমায়ত্তা অমৃতার্থং পয়োনিধিম্।। ৫

মথ্যমানেঽর্ণবে সোঽদ্রিরনাধারো হ্যপোঽবিশৎ।
ধ্রিয়মাণোঽপি[২] বলিভির্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দন।। ৬

তে সুনির্বিণ্ণমনসঃ[৩] পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতিবলীয়সা।। ৭

বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো
দুরন্তবীর্যোঽবিতথাভিসন্ধিঃ।
কৃত্বা বপুঃ কাচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ
প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার।। ৮

তমুত্থিতং বীক্ষ্য কুলাচলং পুনঃ
সমুত্থিতা[৪] নির্মথিতুং সুরাসুরাঃ।
দধার পৃষ্ঠেন স লক্ষয়োজন-
প্রস্তারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্।। ৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে কুরুকুলতিলক ! দেবতা ও অসুরগণ নাগরাজ বাসুকিকে বললেন যে, সমুদ্রমন্থনের অমৃতের ভাগ আপনাকেও দেওয়া হবে, এই কথা বলে তাঁরা তাঁকেও সঙ্গে নিলেন। এরপর তাঁরা বাসুকিকে মন্দর পর্বতের গায়ে ভালো করে বেষ্টন করে দিলেন রজ্জুর মতো করে, এবং অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে সমুদ্র মন্থনের কাজ আরম্ভ করলেন। প্রথমে ভগবান শ্রীহরি বাসুকির মুখের দিক গ্রহণ করলেন, সেই দেখে দেবতারাও সেখানে উপস্থিত হলেন।। ১-২ ।। কিন্তু ভগবানের এই চেষ্টা দৈত্য সেনাপতিদের মনোমতো হল না। তারা বলল—"সর্পের পুচ্ছ তো অশুভ, আমরা পুচ্ছভাগ ধারণ করব না।। ৩ ।। আমরা বেদ-শাস্ত্র ভালোভাবেই অধ্যয়ন করেছি। আমরা উচ্চ বংশে জন্মেছি এবং অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজও করেছি, দেবতাদের থেকে আমরা কোনো অংশে কম নই।" এই কথা বলে তারা চুপচাপ একদিকে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের এই মনোভাব দেখে ভগবান স্মিতহাস্যে বাসুকির মুখ ত্যাগ করে দেবতাদের সঙ্গে তার পুচ্ছভাগ ধরলেন।। ৪ ।। এইরূপে নিজের নিজের স্থান নিরূপণ করে কশ্যপনন্দন দেবাসুরগণ মিলিতভাবে অমৃতলাভের জন্য অতিশয় যত্ন সহকারে সমুদ্রমন্থন করতে আরম্ভ করলেন।। ৫ ।।

হে পাণ্ডুনন্দন পরীক্ষিৎ ! যখন সমুদ্রমন্থন শুরু হল তখন শক্তিশালী দেবতা ও অসুরেরা মন্দর পর্বতকে আকর্ষণ করা সত্ত্বেও নিজের ভারে ও নীচে কোনোরকম আধার না থাকায় পর্বত সমুদ্রে ডুবতে আরম্ভ করল।। ৬ ।। এইরূপে প্রবল দৈব হেতু নিজেদের সব কাজ নষ্ট হয় দেখে তাঁরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। সকলের মুখ ম্লান হয়ে গেল।। ৭ ।। ভগবান দেখলেন যে বিঘ্নরাজ বাধা সৃষ্টি করছেন। তখন তিনি বিশাল এবং অদ্ভুত কাচ্ছপের রূপ ধারণ করে সমুদ্রে প্রবেশ করে মন্দরাচলকে স্বীয়পৃষ্ঠে স্থাপন করলেন। তাঁর শক্তি অনন্ত এবং সত্যসংকল্প। তাঁর পক্ষে কোনো কাজই কঠিন নয়।। ৮ ।। দেবতা ও অসুররা দেখলেন যে মন্দর পর্বত তো সমুদ্রের উপরে উঠে এসেছে। তখন তাঁরা আবার সমুদ্রমন্থনের জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। সে সময়

---

[১]প্রা.পা.—সুরা যত্তা অমৃতার্থাঃ। [২]প্রা.পা.—হতিবলি.। [৩]প্রা.পা.—তু নি.। [৪]প্রা.পা.—সমুদ্যতা।

সুরাসুরেন্দ্রৈর্ভুজবীর্যবেপিতং
পরিভ্রমন্তং গিরিমঙ্গ পৃষ্ঠতঃ।
বিভ্রৎ তদাবর্তনমাদিকচ্ছপো[১]
মেনেঽঙ্গকণ্ডূয়নমপ্রমেয়ঃ॥ ১০

তথাসুরানাবিশদাসুরেণ
রূপেণ তেষাং বলবীর্যমীরয়ন্।
উদ্দীপয়ন্ দেবগণাংশ্চ বিষ্ণু-
র্দৈবেন নাগেন্দ্রমবোধরূপঃ॥ ১১

উপর্যগেন্দ্রং গিরিরাড়িবান্য
আক্রম্য হস্তেন সহস্রবাহুঃ।
তস্থৌ দিবি ব্রহ্মভবেন্দ্রমুখৈ-
রভিষ্টুবদ্ভি সুমনোঽভিবৃষ্টঃ॥ ১২

উপর্যধশ্চাত্মনি গোত্রনেত্রয়োঃ
পরেণ তে প্রাবিশতা সমেধিতাঃ।
মমন্থুরব্ধিং তরসা মদোৎকটা
মহাদ্রিণা[২] ক্ষোভিতনক্রচক্রম্॥ ১৩

অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃঙ্মুখ-
শ্বাসাগ্নিধূমাহতবর্চসোঽসুরাঃ।
পৌলোমকালেয়বলীল্বলাদয়ো
দবাগ্নিদগ্ধাঃ সরলা ইবাভবন্॥ ১৪

দেবাংশ্চ তচ্ছ্বাসশিখাহতপ্রভান্
ধূম্রাম্বরস্রগ্বরকঞ্চুকাননান্[৩]।
সমভ্যবর্ষন্ ভগবদ্বশা ঘনা
ববুঃ সমুদ্রোর্ম্যুপগূঢ়বায়বঃ॥ ১৫

মথ্যমানাৎ[৪] তথা সিন্ধোর্দেবাসুরবরূথপৈঃ।
যদা সুধা ন জায়েত নির্মমন্থাজিতঃ স্বয়ম্॥ ১৬

ভগবান এক লক্ষ যোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপের সমান স্বীয় পৃষ্ঠোপরি মন্দর পর্বতকে ধারণ করেছিলেন॥ ৯ ॥ হে পরীক্ষিৎ! যখন দেবতা ও অসুরেরা নিজেদের বল প্রয়োগ করে মন্দর পর্বতকে ঘোরাতে লাগলেন তখন সেই পর্বত ভগবানের পিঠের উপর ঘুরতে লাগল। সেই পর্বতের আবর্তনকে ভগবান কচ্ছপের মনে হল যেন কেউ পিঠ কণ্ডূয়ন করছে (চুলকে দিচ্ছে) এবং তিনি তা উপভোগ করলেন॥ ১০ ॥ সেই সঙ্গে অসুরদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে ভগবান তাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঠিক সেইরকম দেবতাদের উৎসাহ দেবার জন্যে তাঁদের মধ্যেও প্রবেশ করলেন এবং বাসুকির মধ্যে তামসশক্তিরূপে প্রবিষ্ট হলেন॥ ১১ ॥ (মন্দর পর্বত উপরের দিকে ক্রমশ উঠছে দেখে) ভগবান সহস্র বাহু হয়ে অপর একটি পর্বতের মতো ওই মন্দর পর্বতের উপরিভাগ জোরে চেপে ধরে তার উপর বসে থাকলেন। তখন আকাশে ব্রহ্মা, শংকর, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ বিষ্ণুর স্তুতি করলেন ও পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ১২ ॥ এইরূপে ভগবান (মন্দর পর্বতের) উপরে সহস্রবাহুরূপে, (সমুদ্রের) নীচে কচ্ছপরূপে, দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে শক্তিরূপে, পর্বতে দৃঢ়তারূপে, বাসুকিতে (নিদ্রা) মোহরূপে—যাতে তার কষ্ট না হয় এইরূপে, সকলের মধ্যে প্রবেশ করে সকলকে সব দিক দিয়ে শক্তিমান করে তুললেন। তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে সকলে মন্দর পর্বতের দ্বারা তীব্র বেগে সমুদ্রমন্থনের কাজ করতে লাগলেন। তখন সমুদ্রের মধ্যে মৎস্য, কুম্ভীর ও অন্য জলজন্তুরা ক্ষুব্ধ হল॥ ১৩ ॥ নাগরাজ বাসুকির সহস্র চক্ষু, মুখ ও নিশ্বাসের থেকে বিষের আগুন নির্গত হচ্ছিল। আগুন ও তার ধূমে পৌলোম, কালেয়, বলি, ইল্বল প্রভৃতি দৈত্যেরা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল দাবাগ্নি দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় যেন তারা দণ্ডায়মান॥ ১৪ ॥ দেবতারাও তার হাত থেকে রক্ষা পাননি। বাসুকির নিশ্বাসের বিষে তাঁদেরও তেজ ক্ষীণ হয়েছিল। বস্ত্র, মালা, কবচ এবং মুখ সমস্ত ধূমের স্পর্শে মলিন হল। তাঁদের এইরূপ দশা দেখে ভগবানের প্রেরণায় মেঘসমূহ দেবতাদের ওপর বর্ষণ আরম্ভ করল এবং বায়ু সমুদ্রের তরঙ্গকে স্পর্শ করে শীতল ও সুগন্ধের সঞ্চার করতে লাগল॥ ১৫ ॥

এইভাবে দেবতা ও অসুরেরা সমুদ্রমন্থন করেও যখন

[১]প্রা.পা.—তদামন্থন.। [২]প্রা.পা.—মহাবলাঃ। [৩]প্রা.পা.—স্বরারক্তককঞ্চু.। [৪]প্রাচীন বইয়ে 'মথ্যমানাত্তথা.......' থেকে '.......ধৃতাঙ্ঘ্রিঃ' পর্যন্ত দুটি শ্লোক নেই।

মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যু-
ন্মূর্ধ্নি ভ্রাজদ্বিলুলিতকচঃ স্রগ্ধরো রক্তনেত্রঃ।
জৈত্রৈর্দোর্ভির্জগদভয়দৈর্দন্দশূকং গৃহীত্বা
মথ্নন্ মথ্না প্রতিগিরিরিবাশোভতাথোদ্ধৃতাদ্রিঃ ॥ ১৭

নির্মথ্যমানাদুদধেরভূদ্বিষং
মহোল্বণং হালহলাহ্বমগ্রতঃ।
সম্ভ্রান্তমীনোন্মকরাহিকচ্ছপাৎ
তিমিদ্বিপগ্রাহতিমিঙ্গিলাকুলাৎ॥ ১৮

তদুগ্রবেগং দিশি দিশ্যুপর্যধো
বিসর্পদুৎসর্পদসহ্যমপ্রতি[১]।
ভীতাঃ প্রজা দুদ্রুবুরঙ্গ সেশ্বরা
অরক্ষ্যমাণাঃ শরণং সদাশিবম্॥ ১৯

বিলোক্য তং দেববরং ত্রিলোক্যা
ভবায় দেব্যাভিমতং মুনীনাম্।
আসীনমদ্রাবপবর্গহেতো-
স্তপো জুষাণং স্তুতিভিঃ প্রণেমুঃ॥ ২০

প্রজাপতয় ঊচুঃ

দেবদেব মহাদেব ভূতাত্মন্ ভূতভাবন।
ত্রাহি নঃ শরণাপন্নাংস্ত্রৈলোক্যদহনাদ্ বিষাৎ॥ ২১

ত্বমেকঃ সর্বজগত ঈশ্বরো বন্ধমোক্ষয়োঃ।
তং ত্বামর্চন্তি কুশলাঃ প্রপন্নার্তিহরং গুরুম্॥ ২২

গুণময্যা স্বশক্ত্যাস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়ান্বিভো।
ধৎসে যদা স্বদৃগ্ ভূমন্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিধাম্॥ ২৩

ত্বং ব্রহ্ম পরমং গুহ্যং সদসদ্ভাবভাবনঃ।
নানাশক্তিভিরাভাতস্ত্বমাত্মা[২] জগদীশ্বরঃ॥ ২৪

অমৃতের সন্ধান পেলেন না তখন ভগবান অজিত স্বয়ং সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন॥ ১৬ ॥ মেঘের ন্যায় শ্যামল-সুন্দর দেহে স্বর্ণবর্ণের পীতাম্বর, কর্ণে বিদ্যুতের ন্যায় কুণ্ডল, মস্তকে আলুলিত কেশ, নয়নে লাল লাল রেখা এবং কণ্ঠে বনমালা শোভিত সমস্ত জগতের অভয় দাতা শ্রীভগবান তাঁর বিশ্ববিজয়ী বাহু দিয়ে বাসুকি নাগকে ধরে এবং কচ্ছপের রূপে মন্দর পর্বতকে ধারণ করে যখন সমুদ্রমন্থন করছিলেন তখন তাঁকে অপর পর্বতের ন্যায় খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল॥ ১৭ ॥ যখন ভগবান অজিত সমুদ্রমন্থন করছিলেন তখন সমুদ্রের মৎস্য, কুম্ভীর, সর্প, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তুরা ভীত হয়ে জলের উপরিভাগে এসে উপস্থিত হল এবং এদিক-ওদিক ধাবিত হতে লাগল। তিমি, জলহস্তী ও তিমিঙ্গিলকুল খুবই বিকল হয়ে পড়ল। ঠিক সেইসময় সর্বপ্রথমে হলাহল নামক তীব্র বিষ সমুদ্র থেকে নির্গত হল॥ ১৮ ॥ সেই বিষ চতুর্দিকে, উপরে নীচে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই ভয়ংকর বিষের জ্বালা থেকে বাঁচার তো উপায়-ই ছিল না। যখন প্রজা ও প্রজাপতিগণ এর থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় করতে পারলেন না তখন তাঁরা ভগবান মহাদেবের শরণাগত হলেন॥ ১৯ ॥ মহাদেব তখন সতীর সঙ্গে কৈলাসে অবস্থান করছিলেন। শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিগণ ছিলেন তাঁর সেবারত। তিনি তিনলোকের সমৃদ্ধি ও মোক্ষের জন্য তপস্যারত ছিলেন। প্রজাপতিগণ তাঁর স্তুতি করতে করতে তাঁকে প্রণাম করলেন॥ ২০ ॥

প্রজাপতিগণ এইভাবে মহাদেবের স্তুতি করলেন—হে দেবতাদের আরাধ্য মহাদেব ! আপনি সমস্ত প্রাণীর আত্মা ও জীবনদাতা। আমরা আপনার শরণাগত। ত্রিলোক-ভস্মকারী এই ভয়ংকর তীব্র বিষ থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন॥ ২১ ॥ আপনি সমস্ত জগতের বন্ধন ও মোচনের হেতু (প্রভু), সেইজন্য বিচারশীল ব্যক্তিরা আপনাকে আরাধনা করে থাকেন। কারণ, আপনি শরণাগতের ক্লেশহারী ও জগদ্গুরু॥ ২২ ॥ হে প্রভু ! আপনার নিজ গুণময়ী শক্তি দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করার জন্যে অনন্ত, সর্বদা একরস থাকা সত্ত্বেও আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম ধারণ করেন॥ ২৩ ॥ আপনি স্বপ্রকাশ। এর কারণ এই যে আপনি পরম গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব। উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট দেবতা, মানুষ, পশুপক্ষী যত প্রাণী

[১]প্রা.পা.—বিষং তদুখং গদসহ্যমপ্রতি। [২]প্রা.পা.—রাভাসে ত্ব.

ত্বং শব্দযোনির্জগদাদিরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়দ্রব্যগুণস্বভাবঃ।
কালঃ ক্রতুঃ সত্যমৃতং চ ধর্ম-
স্ত্বয্যক্ষরং যৎ ত্রিবৃদামনন্তি॥ ২৫

অগ্নির্মুখং তেঽখিলদেবতাত্মা[১]
ক্ষিতিং বিদুর্লোকভবাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজম্।
কালং গতিং তেঽখিলদেবতাত্মনো
দিশশ্চ কর্ণৌ রসনং জলেশম্॥ ২৬

নাভির্নভস্তে শ্বসনং নভস্বান্
সূর্যশ্চ চক্ষূংষি জলং স্ম রেতঃ।
পরাবরাত্মাশ্রয়ণং তবাত্মা
সোমো মনো দ্যৌর্ভগবঞ্ছিরস্তে॥ ২৭

কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসঙ্ঘা
রোমাণি সর্বৌষধিবীরুধস্তে।
ছন্দাংসি সাক্ষাৎ তব সপ্ত ধাতব-
স্ত্রয়ীময়াত্মন্ হৃদয়ং সর্বধর্মঃ॥ ২৮

মুখানি পঞ্চোপনিষদস্তবেশ
যৈস্ত্রিংশদষ্টোত্তরমন্ত্রবর্গঃ।
যৎ তচ্ছিবাখ্যং পরমার্থতত্ত্বং[২]
দেব স্বয়ংজ্যোতিরবস্থিতিস্তে॥ ২৯

ছায়া ত্বধর্মোর্মিষু যৈর্বিসর্গো
নেত্রত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমাংসি।
সাংখ্যাত্মনঃ[৩] শাস্ত্রকৃতস্তবেক্ষা
ছন্দোময়ো দেব ঋষিঃ পুরাণঃ॥ ৩০

ন তে গিরিত্রাখিললোকপাল-
বিরিঞ্চবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম্।
জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং ন যদ্ ব্রহ্ম নিরস্তভেদম্॥ ৩১

রয়েছে সকলেরই আপনি জীবনদাতা। কারণ আপনি সকলের আত্মা। আপনিই জগদীশ্বর। নানা শক্তি দ্বারা আপনিই জগৎরূপে প্রতীয়মান হন॥ ২৪ ॥ আপনি বেদের কারণ, সমস্ত বেদ আপনার থেকে উদ্ভূত। আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, আপনিই জগতের আদি কারণ মহত্তত্ত্ব এবং তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক এই তিন অহংকার। আপনি প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এবং শব্দাদি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও তাদের মূল কারণ। আপনি প্রাণীদের বৃদ্ধি করেন আবার কালরূপে নাশও করেন। আপনি কল্যাণকারী যজ্ঞ ও সত্য এবং মধুর বাক্য। ধর্মও আপনারই স্বরূপ। আপনি 'অ উ ম্' এই তিন অক্ষর যুক্ত প্রণব (ওঁ-কার) অথবা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আপনার আশ্রিত—বেদজ্ঞগণ এই কথা বলেন॥ ২৫ ॥ সর্বদেবস্বরূপ অগ্নি আপনার মুখ। ত্রিলোকের অভ্যুদয়কারিন্ হে শংকর! এই পৃথিবী আপনার চরণ কমল। আপনি অখিলেশ্বর! এই কাল আপনার গতি, দিক সকল আপনার কর্ণ এবং বরুণ আপনার রসনা॥ ২৬ ॥ হে প্রভু! আকাশ আপনার নাভি, সমীরণ আপনার নিশ্বাস, সূর্য আপনার চক্ষু ও জল আপনার বীর্য। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল জীবের যে আশ্রয়, তা আপনার অহংকার। চন্দ্র আপনার মন এবং স্বর্গ আপনার মস্তক॥ ২৭ ॥ হে বেদস্বরূপ ভগবান! সমুদ্র আপনার কুক্ষি, পর্বত আপনার অস্থি, সর্বপ্রকার ওষধি ও তৃণ আপনার রোমরাজি, গায়ত্রী প্রভৃতি সাত ছন্দ আপনার সাত ধাতু ও ধর্ম আপনার হৃদয়॥ ২৮ ॥ হে প্রভু! তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব এবং ঈশান—এই পঞ্চোপনিষদ্ (পাঁচ মন্ত্র) আপনার পাঁচটি মুখ। এইসব মন্ত্রের পদচ্ছেদ থেকে আটত্রিশ কলাত্মক মন্ত্র উৎপন্ন হয়েছে। আপনি যখন সমস্ত প্রপঞ্চ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে স্বরূপে স্থিত হন তখন সেই স্থিতির নাম হল 'শিব'। বাস্তবে এটিই হল স্বপ্রকাশ পরমার্থতত্ত্ব॥ ২৯ ॥ অধর্মের যেসব তরঙ্গ অর্থাৎ লোভ দম্ভ ইত্যাদিতে আপনার ছায়া বর্তমান এবং এর ফলেই বিবিধ প্রকারের সৃষ্টি উৎপন্ন হয়। সেই সৃষ্টির মূল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আপনার ত্রিনেত্র। হে প্রভু! গায়ত্রী ইত্যাদি ছন্দোময় বেদ আপনার দৃষ্টি, কারণ আপনি শাস্ত্রকর্তা এবং সাংখ্য-জ্ঞানস্বরূপ॥ ৩০ ॥ হে ভগবান! আপনার জ্যোতির্ময় স্বরূপ হল পরম ব্রহ্ম। সেখানে সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণ নেই এবং কোনো প্রকারের ভেদ-বিভেদও নেই।

[১]প্রা.পা.— দেবতাত্মন্। [২]প্রা.পা.—পরমাত্মতত্ত্বং। [৩]প্রা.পা.— মোক্ষাত্মনঃ।

কামাধ্বরত্রিপুরকালগরাদ্যনেক-
ভূতদ্রুহঃ ক্ষপয়তঃ স্তুতয়ে ন[১] তৎ তে।
যস্ত্বন্তকাল ইদমাত্মকৃতং স্বনেত্র-
বহ্নিস্ফুলিঙ্গশিখয়া ভসিতং ন বেদ॥ ৩২

যে ত্বাত্মরামগুরুভির্হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বং চরন্তমুময়া তপসাভিতপ্তম্।
কথন্ত[২] উগ্রপরুষং নিরতং শ্মশানে
তে নূনমূতিমবিদংস্তব[৩] হাতলজ্জাঃ॥ ৩৩

তৎ তস্য তে সদসতোঃ পরতঃ পরস্য
নাঞ্জঃ স্বরূপগমনে প্রভবন্তি ভূম্নঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ কিমুত সংস্তবনে বয়ং তু
তৎ সর্গসর্গবিষয়া অপি শক্তিমাত্রম্॥ ৩৪

এতৎ পরং প্রপশ্যামো[৪] ন পরং তে মহেশ্বর।
মৃড়নায় হি লোকস্য ব্যক্তিস্তেঽব্যক্তকর্মণঃ॥ ৩৫

শ্রীশুক উবাচ

তদ্বীক্ষ্য ব্যসনং তাসাং[৫] কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ।
সর্বভূতসুহৃদ্ দেব ইদমাহ সতীং[৬] প্রিয়াম্॥ ৩৬

শিব উবাচ

অহো বত ভবান্যেতৎ প্রজানাং পশ্য বৈশসম্।
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতাৎ কালকূটাদুপস্থিতম্॥ ৩৭

আসাং প্রাণপরীপ্সূনাং বিধেয়মভয়ং হি মে।
এতাবান্হি প্রভোরর্থো যদ্ দীনপরিপালনম্॥ ৩৮

প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
বদ্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেষ্বাত্মমায়য়া॥ ৩৯

আপনার সেই স্বরূপকে লোকপালগণ এমন কী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র পর্যন্ত কেউই জানতে পারেন না॥ ৩১ ॥ আপনি কন্দর্প, দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুরাসুর, কালকূট বিষ (যা আপনি এখন পান করবেন) এবং অনেক ভূতদ্রোহীদের বিনষ্ট করেছেন। কিন্তু এই সব কর্ম আপনার নিকট প্রশংসার্হ নয়, কারণ প্রলয় কালে আপনার রচিত এই বিশ্ব আপনারই নেত্রাগ্নির স্ফুলিঙ্গে জ্বলে ভস্ম হয় কিন্তু আপনি এমন ধ্যানে মগ্ন থাকেন যে যেন কিছুই জানেন না॥ ৩২ ॥ জীবন্মুক্ত ও আত্মারাম পুরুষেরা তাঁদের হৃদয়ে আপনার চরণযুগল ধ্যান করেন এবং আপনি নিজেও সর্বদা জ্ঞান ও তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন। আপনি উমার সঙ্গে বিচরণ করেন দেখে যে সকল নির্লজ্জ ব্যক্তি আপনাকে উমার প্রতি আসক্ত (কামুক) কিংবা আপনি শ্মশানে বাস করেন বলে আপনাকে হিংস্র ও ক্রুর মনে করে—তারা মূর্খ, আপনার লীলার রহস্য কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পারে না॥ ৩৩ ॥ যে মায়া জগতের কার্য-কারণের অতীত, আপনি সেই মায়ার অতীত। সেইজন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণও আপনার স্বরূপ জানতে সমর্থ হন না, অতএব স্তুতি কী করে করবেন? অতএব সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে অর্বাচীন আমরা কী করে আপনার স্তুতি করব। তথাপি আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সামান্য স্তুতি করলাম॥ ৩৪ ॥ আমরা আপনার এই লীলাবিহারী রূপ দর্শন করলাম, কিন্তু আপনার পরম স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। হে মহেশ্বর! যদিও আপনার লীলা অব্যক্ত তথাপি সংসারের জীবের মঙ্গলের জন্যই আপনি এইরূপে ব্যক্ত হয়েছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই॥ ৩৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! প্রজাদের বিপদ দেখে সর্বভূতের সুহৃৎ ভগবান শংকর করুণাবশবর্তী হয়ে ব্যথিত চিত্তে নিজ প্রিয়তমা সতীকে বললেন॥ ৩৬ ॥

মহাদেব বললেন—হে দেবী! অতীব দুঃখের বিষয় যে, সমুদ্রমন্থন জাত ভয়ংকর কালকূট বিষে প্রজাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে॥ ৩৭ ॥ এই প্রজাবর্গ প্রাণরক্ষার জন্য অতীব কাতর। এই সময় এদের অভয়দান আমার কর্তব্য। যার শক্তি ও সামর্থ্য আছে তার উচিত দুঃখীদের জীবন রক্ষা করা॥ ৩৮ ॥ সাধু ব্যক্তিরা নিজের ক্ষণভঙ্গুর জীবনের বিনিময়েও অন্যের প্রাণ রক্ষা করেন। হে কল্যাণী!

[১]প্রা.পা.—নমস্তে। [২]প্রা.পা.—কথমু উগ্রতপসি নির.। [৩]প্রা.পা.—ভূতমূর্তি.। [৪]প্রা.পা.—প্রার্থয়ামো.।
[৫]প্রা.পা.—তেষাং। [৬]প্রা.পা.—প্রিয়াং সতীম্।

পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে সর্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ।
প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং[১] সচরাচরঃ।
তস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে॥ ৪০

শ্রীশুক উবাচ

এবমামন্ত্র্য ভগবান্ ভবানীং বিশ্বভাবনঃ।
তদ্ বিষং জগ্ধুমারেভে প্রভাবজ্ঞান্বমোদত॥ ৪১

ততঃ করতলীকৃত্য ব্যাপি হালাহলং বিষম্।
অভক্ষয়ন্মহাদেবঃ কৃপয়া ভূতভাবনঃ[২]॥ ৪২

তস্যাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্যং জলকল্মষঃ।
যচ্চকার গলে নীলং তচ্চ সাধোর্বিভূষণম্॥ ৪৩

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ॥ ৪৪

নিশম্য কর্ম তচ্ছম্ভোর্দেবদেবস্য মীঢুষঃ।
প্রজা দাক্ষায়ণী ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠশ্চ শশংসিরে॥ ৪৫

প্রস্কন্নং পিবতঃ পাণের্যৎ কিঞ্চিজ্জগৃহুঃ স্ম তৎ।
বৃশ্চিকাহিবিষৌষধ্যো দন্দশূকাশ্চ যেঽপরে॥ ৪৬

জাগতিক ব্যক্তিরা মোহমুগ্ধ হয়ে পরস্পর শত্রুতা করে থাকে॥ ৩৯ ॥ যে ব্যক্তি তাদের (বিপদগ্রস্তদের) কৃপা করেন সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি প্রসন্ন হলে সমস্ত জগতের প্রাণীদের সঙ্গে আমিও প্রসন্ন হয়ে থাকি। সুতরাং এখনই আমি এই বিষ পান করব যাতে আমার প্রজাদের মঙ্গল হয়॥ ৪০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—বিশ্বভাবন ভগবান মহেশ্বর সতীকে এই কথা বলে সেই গরল পান করতে প্রবৃত্ত হলেন। দেবী তাঁর প্রভাব জানতেন, অতএব তিনি এই কার্য হৃদয় থেকে অনুমোদন করলেন॥ ৪১ ॥ ভগবান শংকর করুণাময়! তাঁরই প্রভাবে সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে। তিনি সেই বিষকে নিজের হাতে নিয়ে পান করলেন॥ ৪২ ॥ জলদোষজাত সেই ভয়ংকর কালকূট বিষ নিজের ক্ষমতা মহাদেবের উপরও প্রকাশ করলে মহাদেবের গলদেশ নীল বর্ণ হয়ে গেল ; কিন্তু প্রজাগণের কল্যাণকামী মহাদেবের অঙ্গের ভূষণ হয়েছিল এই নীলকণ্ঠ॥ ৪৩ ॥ পরোপকারী ব্যক্তিরা পরের দুঃখ নাশ করার জন্য নিজে দুঃখ ভোগ করেন, কিন্তু তা বস্তুত দুঃখ নয়! অন্যের দুঃখে অনুকম্পা প্রকাশ করাই তো অন্তর্যামী অখিলাত্মার শ্রেষ্ঠ আরাধনা॥ ৪৪ ॥

দেবাদিদেব মহাদেব সকলের কামনা পূর্ণ করেন। তাঁর এই অতুলনীয় মঙ্গলময় কার্যের কথা শুনে সকল প্রজা, দক্ষকন্যা সতী, ব্রহ্মা এমন কী ভগবান বিষ্ণুও তাঁর প্রশংসা করলেন॥ ৪৫ ॥ বিষপানকালে সামান্য বিষ মহাদেবের হাত থেকে নীচে পড়ে যায়। সেই বিষ সাপ, বৃশ্চিক, বিষাক্ত ওষধি এবং অপরাপর বিষযুক্ত জীবগণ পান করেছিল॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধেঽমৃতমথনে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে
অমৃতমন্থনে সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

[১]প্রা.পা.—সংপ্রীয়েত চরাচরম্। [২]প্রা.পা.—ভক্তবৎসলঃ।

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

সমুদ্র থেকে অমৃত লাভ ও ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণ

শ্রীশুক উবাচ

পীতে গরে বৃষাঙ্কেণ প্রীতাস্তেঽমরদানবাঃ।
মমন্থুস্তরসা সিন্ধুং হবির্ধানী ততোঽভবৎ॥ ১

তামগ্নিহোত্রীমৃষয়ো জগৃহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
যজ্ঞস্য দেবযানস্য মেধ্যায়[১] হবিষে নৃপ॥ ২

তৎ উচ্চৈঃশ্রবা নাম হয়োঽভূচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ।
তস্মিন্বলিঃ স্পৃহাং চক্রে নেন্দ্র ঈশ্বরশিক্ষয়া॥ ৩

তত ঐরাবতো নাম বারণেন্দ্রো বিনির্গতঃ।
দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্বেতাদ্রের্হরন্ ভগবতো[২] মহিম্॥ ৪

কৌস্তুভাখ্যমভূদ্ রত্নং পদ্মরাগো মহোদধেঃ।
তস্মিন্ হরিঃ স্পৃহাং চক্রে বক্ষোঽলঙ্করণে মণৌ॥ ৫

ততোঽভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণম্।
পূরয়ত্যর্থিনো যোঽর্থৈঃ শশ্বদ্ ভুবি যথা ভবান্॥ ৬

ততশ্চাপ্সরসো জাতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ[৩] সুবাসসঃ।
রমণ্যঃ স্বর্গিণাং বল্গুগতিলীলাবলোকনৈঃ॥ ৭

ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রী রমা ভগবৎ পরা।
রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা॥ ৮

তস্যাং চক্রুঃ স্পৃহাং সর্বে সসুরাসুরমানবাঃ।
রূপৌদার্যবয়োবর্ণমহিমাক্ষিপ্তচেতসঃ॥ ৯

শ্রীশুকদেব বললেন, এইরূপে যখন ভগবান শংকর বিষ পান করলেন, তখন দেবতা ও অসুররা অতীব আনন্দিত হয়ে নতুন উদ্যমে সমুদ্রমন্থন করতে লাগলেন। তখন সমুদ্র থেকে কামধেনুর আবির্ভাব হল॥ ১ ॥ হে রাজন্! সেই কামধেনু যজ্ঞের সামগ্রী উৎপন্ন করে থাকেন। এইজন্য ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তকারী যজ্ঞের পবিত্র হবিঃ, দুগ্ধ ইত্যাদি উৎপন্নকারী সেই কামধেনুকে গ্রহণ করলেন॥ ২ ॥ অতঃপর চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণযুক্ত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব আবির্ভূত হয়। বলি তাকে নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ভগবান বিষ্ণুর পূর্ব পরামর্শ মতো ইন্দ্র তাকে (উচ্চৈঃশ্রবাকে) গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি॥ ৩ ॥

অনন্তর ঐরাবত নামক হস্তী নির্গত হল। তার বৃহৎ চারটি শ্বেতদন্তের ঔজ্জ্বল্যে কৈলাসের শোভাও ম্লান হয়েছিল॥ ৪ ॥ অনন্তর সমুদ্র থেকে কৌস্তুভ নামক পদ্মরাগ মণির আবির্ভাব হল। ভগবান শ্রীহরি সেই মণি স্ববক্ষে ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন॥ ৫ ॥ অতঃপর স্বর্গলোকের শোভাবর্ধক কল্পবৃক্ষের আবির্ভাব হল। হে পৃথ্বীশ্বর! আপনি যেমন বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করে প্রার্থীদের প্রার্থনা পূরণ করেন, তদ্রূপ ওই কল্পবৃক্ষও প্রার্থীর প্রার্থনা সর্বদাই পূরণ করে॥ ৬ ॥ অতঃপর সুন্দর বস্ত্রে সুসজ্জিত ও কণ্ঠে সুবর্ণহার পরিহিত অপ্সরাগণ আবির্ভূত হল। তারা তাদের কমনীয় গতি এবং ভঙ্গী যুক্ত বিলোকন দিয়ে স্বর্গের দেবতাদের মনোরঞ্জন করে॥ ৭ ॥ এরপর ভগবানের নিত্যশক্তি মূর্তিমতী শোভা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী সমুদ্র থেকে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর অঙ্গশোভায় চতুর্দিক আলোকিত হল॥ ৮ ॥ তাঁর রূপ, ঔদার্য, যৌবন, সৌন্দর্য এবং মহিমায় সকলে মোহিত হয়ে গেলেন। দেবতা, অসুর, মানুষ—সকলেরই তাঁকে লাভ করার ইচ্ছা হল॥ ৯ ॥ স্বয়ং ইন্দ্র তাঁর (লক্ষ্মীদেবীর) উপবেশনের জন্য নিজহাতে আসন নিয়ে এলেন। শ্রেষ্ঠ নদীসমূহ মূর্তিমান হয়ে তাঁর অভিষেকের জন্যে সোনার কলসীতে পবিত্র জল ভরে নিয়ে

[১]প্রা.পা.— মেধ্যসা। [২]প্রা.পা.—হরন্মুঙ্গব.। [৩]প্রা.পা.—নিষ্কগ্রীবাঃ।

তস্যা[১] আসনমানিন্যে মহেন্দ্রো মহদদ্ভুতম্।
মূর্তিমত্যঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা হেমকুম্ভৈর্জলং শুচি ॥ ১০
আভিষেচনিকা ভূমিরাহরৎ সকলৌষধীঃ।
গাবঃ পঞ্চ পবিত্রাণি বসন্তো মধুমাধবৌ ॥ ১১
ঋষয়ঃ কল্পয়াঞ্চক্রুরভিষেকং যথাবিধি।
জগুর্ভদ্রাণি গন্ধর্বা নট্যশ্চ[২] ননৃতুর্জগুঃ ॥ ১২
মেঘা মৃদঙ্গপণবমুরজানকগোমুখান্।
ব্যনাদয়ঞ্ছঙ্খবেণুবীণাস্তুমুলনিঃস্বনান্ ॥ ১৩
ততোঽভিষিষিচুর্দেবীং শ্রিয়ং পদ্মকরাং সতীম্।
দিগিভাঃ পূর্ণকলশৈঃ সূক্তবাকৈর্দ্বিজেরিতৈঃ ॥ ১৪
সমুদ্রঃ পীতকৌশেয়বাসসী সমুপাহরৎ।
বরুণঃ স্রজং বৈজয়ন্তীং মধুনা মত্তষট্পদাম্ ॥ ১৫
ভূষণানি বিচিত্রাণি বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ।
হারং সরস্বতী পদ্মমজো নাগাশ্চ কুণ্ডলে ॥ ১৬
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নোৎপলস্রজং
নদদ্দ্বিরেফাং পরিগৃহ্য পাণিনা।
চচাল বক্ত্রং সুকপোলকুণ্ডলং
সব্রীড়হাসং দধতী সুশোভনম্ ॥ ১৭
স্তনদ্বয়ং চাতিকৃশোদরী সমং
নিরন্তরং চন্দনকুঙ্কুমোক্ষিতম্।
ততস্ততো নূপুরবল্গুশিঞ্জিতৈঃ-
র্বিসর্পতী হেমলতেব সা বভৌ ॥ ১৮
বিলোকয়ন্তী নিরবদ্যমাত্মনঃ
পদং ধ্রুবং চাব্যভিচারিসদ্গুণম্।[৩]
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধচারণ-
ত্রৈবিষ্টপেয়াদিষু নান্ববিন্দত ॥ ১৯
নূনং তপো যস্য ন মন্যুনির্জয়ো
জ্ঞানং ক্বচিৎ তচ্চ ন সঙ্গবর্জিতম্।
কশ্চিন্মহাংস্তস্য ন কামনির্জয়ঃ
স ঈশ্বরঃ কিং পরতোব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২০

এলেন ॥ ১০ ॥ পৃথিবী অভিষেকের জন্য যাবতীয় ওষধি, গোজাতির পঞ্চগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র, গোময়) এবং বসন্ত ঋতু চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জাত সমস্ত ফল-ফুল নিয়ে উপস্থিত হল ॥ ১১ ॥ এই সমস্ত সামগ্রী দিয়ে ঋষিরা তাঁর (লক্ষ্মীদেবীর) অভিষেক সম্পন্ন করলেন। গন্ধর্বরা মঙ্গল গীত গাইলেন। নর্তকীরা নৃত্য-গীত করতে লাগলেন ॥ ১২ ॥ মেঘেরা দেহধারণ করে মৃদঙ্গ, ডমরু, ঢোল, নাগর, শঙ্খ, বেণু, গোমুখ ও বীণা জোরে জোরে বাজাতে লাগল ॥ ১৩ ॥ তখন লক্ষ্মীদেবী হাতে পদ্ম নিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্টা হলেন। দিগ্‌গজেরা পূর্ণ কলস দিয়ে পদ্মহস্তা সতী লক্ষ্মীকে স্নান করালেন, সেই সময় ব্রাহ্মণরা বেদমন্ত্র পাঠ করছিলেন ॥ ১৪ ॥ সমুদ্র তাঁকে পরিধান করার জন্য পীত রেশমী বস্ত্র অর্পণ করলেন। বরুণ দিলেন বৈজয়ন্তী মালা, যার মধু গন্ধে ভ্রমরেরা মত্ত হয়ে উঠেছিল ॥ ১৫ ॥ প্রজাপতি বিশ্বকর্মা দিলেন নানান অলংকার, সরস্বতী দিলেন মুক্তামালা, ব্রহ্মা দিলেন পদ্ম এবং নাগগণ দিলেন কুণ্ডলদ্বয় ॥ ১৬ ॥

ব্রাহ্মণদের স্বস্ত্যয়ন পাঠ শেষে লক্ষ্মীদেবী হাতে পদ্মমালা ধারণ করে শ্রেষ্ঠ পুরুষকে বরণ করার জন্য আসন থেকে উত্থিত হয়ে চলতে লাগলেন। মালার আশেপাশে গুণ গুণ করে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিল। সে সময় লক্ষ্মীদেবীর মুখের শোভায় তাঁর রূপ অবর্ণনীয় হয়েছিল। সুন্দর কপোলে কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান। লক্ষ্মীদেবী সলজ্জ মৃদু মৃদু হাসছিলেন ॥ ১৭ ॥ তাঁর কটিদেশ অত্যন্ত কৃশ, স্তনদ্বয় সুডৌল ও সুন্দর এবং চন্দন ও কুমকুম-রঞ্জিত। যখন তিনি এদিক-ওদিক বিচরণ করছিলেন তখন নূপুর অতি মনোহর সুর তুলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন স্বর্ণলতা ঘুরে বেড়াচ্ছেন ॥ ১৮ ॥ তিনি সর্বগুণসম্পন্ন, নির্দোষ, অমর পুরুষের অনুসন্ধান করছিলেন যাঁকে তিনি আশ্রয় করতে পারেন, বরণ করতে পারেন। কিন্তু গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধচারণ ও দেবতাদের মধ্যে কাউকেই সেইরকম পুরুষ বলে তাঁর মনে হল না ॥ ১৯ ॥ তিনি (মনে মনে চিন্তা করলেন) অনেকে যদিও তপস্বী কিন্তু তাঁরা রাগ-দ্বেষকে জয় করতে পারেননি। কেউ জ্ঞানী কিন্তু সম্পূর্ণ অনাসক্ত নন। কেউ মহত্ত্বশালী কিন্তু কামজয়ী নন। কারুর অনেক ঐশ্বর্য আছে, সম্পদশালী, কিন্তু সে সম্পদে কী লাভ যদি সে অন্যকে

[১]প্রা.পা.—তস্যাশ্চাসন.। [২]প্রা.পা.—নার্যশ্চ। [৩]প্রা.পা.—চারস.।

ধর্মঃ ক্বচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদং
ত্যাগঃ ক্বচিৎ তত্র[১] ন মুক্তিকারণম্।
বীর্যং ন পুংসোঽস্ত্যজবেগনিষ্কৃতং
ন হি দ্বিতীয়ো গুণসঙ্গবর্জিতঃ॥ ২১

ক্বচিচ্চিরায়ুর্ন হি শীলমঙ্গলং
ক্বচিৎ তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ।
যত্রোভয়ং কুত্র চ সোঽপ্যমঙ্গলঃ
সুমঙ্গলঃ কশ্চ ন কাঙ্ক্ষতে হি মাম্॥ ২২

এবং বিমৃশ্যাব্যভিচারিসদ্গুণৈ-
র্বরং নিজৈকাশ্রয়তয়াগুণাশ্রয়ম্[২]।
বব্রে বরং সর্বগুণৈরপেক্ষিতং
রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্॥ ২৩

তস্যাংসদেশ উশতীং নবকঞ্জমালাং
মাদ্যন্মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাম্।
তস্থৌ নিধায় নিকটে তদুরঃ স্বধাম
সব্রীড়হাসবিকসন্নয়নেন যাতা॥ ২৪

তস্যাঃ শ্রিয়স্ত্রিজগতো জনকো জনন্যা
বক্ষোনিবাসমকরোৎ পরমং বিভূতেঃ।
শ্রীঃ স্বাঃ প্রজাঃ সকরুণেন নিরীক্ষণেন
যত্র স্থিতৈধয়ত সাধিপতীংস্ত্রিলোকান্॥ ২৫

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাং পৃথু স্বনঃ।
দেবানুগানাং সস্ত্রীণাং নৃত্যতাং গায়তামভূৎ॥ ২৬

ব্রহ্মরুদ্রাঙ্গিরোমুখ্যাঃ সর্বে বিশ্বসৃজো বিভুম্।
ঈড়িরেঽবিতথৈর্মন্ত্রৈস্তল্লিঙ্গৈঃ পুষ্পবর্ষিণঃ॥ ২৭

শ্রিয়া বিলোকিতা দেবাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রজাঃ।
শীলাদিগুণসম্পন্না লেভিরে নির্বৃতিং পরাম্॥ ২৮

নিঃসত্ত্বা লোলুপা রাজন্ নিরুদ্যোগা গতত্রপাঃ।
যদা চোপেক্ষিতা লক্ষ্ম্যা বভূবুর্দৈত্যদানবাঃ॥ ২৯

আশ্রয় করে ? ॥ ২০ ॥ কেউ কেউ ধর্মাচরণ করেন, কিন্তু সমস্ত প্রাণীর প্রতি তাঁদের প্রেমভাব নেই। কারো ত্যাগ আছে কিন্তু তা মোক্ষপ্রদ নয়। কেউ কেউ প্রবল পরাক্রমী, কিন্তু কালের অধীন। কিছু মহাত্মা আছেন যাঁদের বিন্দুমাত্র কোনো বিষয়ে আসক্তি নেই, কিন্তু তাঁরা তো সর্বক্ষণ সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকেন॥ ২১ ॥ কোনো কোনো ঋষি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু তাঁদের শীল ও মঙ্গল আমার যোগ্য নয়। কারুর শীল মঙ্গল আছে কিন্তু আয়ুর স্থিরতা নেই। যাঁর মধ্যে উভয়ই আছে তিনি নিজে অমঙ্গলের বেশে থাকেন। একমাত্র বিষ্ণু আছেন যাঁর মধ্যে সমস্ত গুণই আছে কিন্তু তিনি আমাকে আকাঙ্ক্ষা করেন না (কারণ তিনি আত্মারাম)॥ ২২ ॥

এইরূপ চিন্তা করে শেষকালে লক্ষ্মীদেবী চির আকাঙ্ক্ষিত বিষ্ণুকেই স্বামীরূপে বরণ করলেন, কারণ তিনি সকল সদ্গুণসম্পন্ন। তিনি প্রাকৃত গুণের অতীত, তাঁর নিকটে প্রাকৃত গুণ যেতে সাহস করে না। অণিমাদি গুণসমূহ তাঁকে আশ্রয় করার আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ। বস্তুত একমাত্র বিষ্ণুই লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়-স্থল হতে পারেন। সেইজন্য লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুকে বরণ করলেন॥ ২৩ ॥ ভগবানের গলায় সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মালা পরিয়ে দিলেন, সেই মালায় দলে দলে ভ্রমররা গুঞ্জন করে মুখরিত করে তুলছিল। সলজ্জ হাসি নিয়ে প্রেম দৃষ্টিতে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে রইলেন॥ ২৪ ॥ জগৎ পিতা বিষ্ণু জগন্মাতা সমস্ত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রীদেবী লক্ষ্মীকে নিজের বক্ষঃস্থলে চিরকালের জন্য স্থান দিলেন। তিনিও সেখানে অবস্থান করে সকরুণ দৃষ্টির দ্বারা ত্রিলোক, লোকপালগণ ও সমস্ত প্রজাদের সমৃদ্ধি বিধান করলেন॥ ২৫ ॥ তখন শঙ্খ, মৃদঙ্গ, তূর্য ইত্যাদি বাদ্যসকল বাজতে লাগল। গন্ধর্বরা অপ্সরাদের সঙ্গে নৃত্য-গীত করতে লাগল, সুতরাং তুমুল শব্দ হচ্ছিল॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মা, রুদ্র, অঙ্গিরা প্রমুখ প্রজাপতিরা পুষ্প বৃষ্টি করলেন, সেই সঙ্গে ভগবানের গুণ, স্বরূপ ও লীলার মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করতে লাগলেন॥ ২৭ ॥ দেবতা, প্রজাপতি ও প্রজাগণ লক্ষ্মীদেবীর কৃপা দৃষ্টিতে শীলাদি গুণসম্পন্ন হয়ে আনন্দ লাভ করলেন॥ ২৮ ॥ হে রাজন্! লক্ষ্মীদেবী দৈত্য ও দানবদের উপেক্ষা করলে তারা হীনবল, নিরুদ্যম,

[১] প্রা.পা.—ক্বচিদাস্ত্র। [২] প্রা.পা.—শ্রয়সদ্ গুণা.।

অথাসীদ্ বারুণী দেবী কন্যা কমললোচনা।
অসুরা জগৃহুস্তাং বৈ হরেরনুমতেন তে।। ৩০

অথোদধের্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ।
উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ।। ৩১

দীর্ঘপীবরদোর্দণ্ডঃ কম্বুগ্রীবোঽরুণেক্ষণঃ।
শ্যামলস্তরুণঃ স্রগ্বী সর্বাভরণভূষিতঃ।। ৩২

পীতবাসা মহোরস্কঃ[১] সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ।
স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশান্তঃ[২] সুভগঃ[৩] সিংহবিক্রমঃ।। ৩৩

অমৃতাপূর্ণকলশং বিভ্রদ্ বলয়ভূষিতঃ।
স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।। ৩৪

ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্বেদদৃগিজ্যভাক্।
তমালোক্যাসুরাঃ সর্বে কলশং চামৃতাভৃতম্।। ৩৫
লিপ্সন্তঃ সর্ববস্তূনি কলশং তরসাহরন্।
নীয়মানেঽসুরৈস্তস্মিন্ কলশেঽমৃতভাজনে।। ৩৬
বিষণ্ণমনসো দেবা হরিং শরণমাযযুঃ।
ইতি তদ্দৈন্যমালোক্য ভগবান্ ভৃত্যকামকৃৎ।
মা খিদ্যত মিথোঽর্থং বঃ সাধয়িষ্যে স্বমায়য়া।। ৩৭
মিথঃ কলিরভূত্তেষাং তদর্থে তর্ষচেতসাম্।
অহং পূর্বমহং পূর্বং ন ত্বং ন ত্বমিতি প্রভো।। ৩৮

দেবাঃ স্বং ভাগমর্হন্তি যে তুল্যায়াসহেতবঃ।
সত্রযাগ ইবৈতস্মিন্নেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।। ৩৯
ইতি স্বান্ প্রত্যষেধন্বৈ দৈতেয়া জাতমৎসরাঃ।
দুর্বলাঃ প্রবলান্ রাজন্ গৃহীতকলশান্ মুহুঃ।। ৪০
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুঃ সর্বোপায়বিদীশ্বরঃ।
যোষিদ্রূপমনির্দেশ্যং দধার পরমাদ্ভুতম্।। ৪১
প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং সর্বাবয়বসুন্দরম্।
সমানকর্ণাভরণং সুকপোলোন্নসাননম্।। ৪২

নির্লজ্জ ও লোভী হয়ে উঠল।। ২৯ ।।

অনন্তর সমুদ্রমন্থন-জাত কমললোচনা কন্যা বারুণী আবির্ভূতা হলেন। ভগবানের অনুমতি নিয়ে অসুররা তাঁকে গ্রহণ করল।। ৩০ ।। হে মহারাজ! তারপর যখন দৈত্য ও দেবতাগণ অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থন করতে লাগলেন তখন তার ভিতর থেকে অত্যন্ত অদ্ভুত এক পুরুষের আবির্ভাব হল।। ৩১ ।। তাঁর বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও স্থূল, গলদেশ শঙ্খের মতো অসমতল ও নয়ন রক্তাভ, শরীরের রং শ্যামল। গলায় মালা, প্রত্যেক অঙ্গেই অলংকার, পীতাম্বর, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, সুকুমার ও বিস্তৃত বক্ষ, সিংহ বিক্রম, কেশ স্নিগ্ধ ও কুঞ্চিত। অপূর্ব সুন্দর তাঁর মূর্তি।। ৩২-৩৩ ।। তাঁর কঙ্কণ পরিহিত হস্তে অমৃতপূর্ণ কলস। তিনি বিষ্ণু ভগবানের অংশাবতার।। ৩৪ ।। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের তিনি প্রবর্তক ও যজ্ঞভোক্তা এবং ধন্বন্তরি নামে বিখ্যাত। যখন দৈত্যদের দৃষ্টি তাঁর হস্তস্থিত অমৃতে পূর্ণ কলসের উপর পড়ল তখন তারা বলপূর্বক তাঁর হাত থেকে কলস হরণ করে নিল। তারা তো প্রথমেই সমুদ্র থেকে যা যা পাওয়া যাবে সমস্তই নিয়ে নেবে স্থির করে রেখেছিল। যখন অসুরেরা অমৃতের কলস হরণ করল তখন দেবতাদের মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। তাঁরা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তাঁদের শোচনীয় অবস্থা দেখে করুণাবৎসল ভগবান বললেন, 'তোমরা দুঃখ কোরো না। আমি মায়াদ্বারা ওদের মধ্যে কলহ বাধিয়ে তোমাদের কার্য সম্পন্ন করব।'।। ৩৫-৩৭ ।।

হে মহারাজ! দৈত্যদের মধ্যে অমৃতের জন্যে কলহ শুরু হয়ে গেল। সবাই বলতে লাগল, 'আগে আমি খাব, আগে আমি খাব' 'তুমি নয়' 'তুমি নয়'।। ৩৮ ।। তাদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা অমৃত-কলস অপহরণকারী শক্তিশালী দৈত্যদের সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল, যার হাতে কলস ছিল তাকে ঈর্ষাবশে ধর্মের দোহাই দিয়ে বলতে লাগল, 'দেখো, দেবতারাও আমাদের সঙ্গে সমানভাবে পরিশ্রম করেছেন; অতএব তাঁরাও এর থেকে সমান ভাগ পাবেন, যেমন যজ্ঞের ফল সবাই সমান পান। এই সনাতন ধর্ম।'।। ৩৯-৪০ ।। এদিকে যখন দৈত্যদের মধ্যে কলহ হচ্ছে, সেইসময়ে সর্ববিষয়ে উপায়জ্ঞ শ্রীহরি অত্যন্ত অদ্ভুত ও অবর্ণনীয় এক নারী রূপ ধারণ করলেন।। ৪১ ।। তাঁর (সেই স্ত্রীমূর্তির) দেহের রং নীলকমলের মতো শ্যামবর্ণ এবং

[১]প্রা.পা.—মহাস্কন্ধঃ। [২]প্রা.পা.—নীল.। [৩]প্রা.পা.—শুভাঙ্গঃ।

নবযৌবননির্বৃত্তস্তনভারকৃশোদরম্।
মুখামোদানুরক্তালিঝঙ্কারোদ্বিগ্নলোচনম্॥ ৪৩

বিভ্রৎ স্বকেশভারেণ মালাপুৎফুল্লমল্লিকাম্।
সুগ্রীবকণ্ঠাভরণং সুভুজাঙ্গদভূষিতম্॥ ৪৪

বিরজাম্বরসংবীতনিতম্বদ্বীপশোভয়া।
কাঞ্চ্যা প্রবিলসদ্বল্গুচলচ্চরণনূপুরম্॥ ৪৫ ॥

সব্রীড়স্মিতবিক্ষিপ্তভ্রূবিলাসাবলোকনৈঃ।
দৈত্যযূথপচেতঃসু কামমুদ্দীপয়ন্ মুহুঃ॥ ৪৬ ॥

দর্শনীয়, সর্বাঙ্গ সুন্দর ! কর্ণযুগল পরস্পর সমান ও অলংকারে ভূষিত। সুন্দর গণ্ডদেশ, উন্নত নাসিকা ও সুন্দর মুখশ্রী॥ ৪২ ॥ নবযৌবন হেতু স্তনদ্বয় উদ্ধত ও তার ভারে কটিদেশ ক্ষীণ এবং আনন-সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা গুণ গুণ করে সেই সুন্দর মুখের উপর বারবার উড়ে এসে বসছিল, সেইজন্য তাঁর চোখের চাহনিতে উদ্বেগ ছিল॥ ৪৩ ॥ দীর্ঘ কেশে মনোরম পুষ্পমালা, কণ্ঠে সুন্দর হার আর বাহুতে বলয় তাঁর শোভা বর্ধন করছিল॥ ৪৪ ॥ দ্বীপসদৃশ তাঁর বিশাল নিতম্বদেশ নির্মল বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল এবং সেই বস্ত্রের স্বর্ণময়ী কাঞ্চীর শোভা চতুর্দিকে প্রকাশিত হচ্ছিল। তাঁর চরণের নূপুর রুনুঝুনু শব্দে চতুর্দিক মুখরিত হচ্ছিল॥ ৪৫ ॥ সলজ্জ মৃদু হাসির সঙ্গে বঙ্কিম ভ্রূযুগল ও বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত দ্বারা মোহিনী রূপধারী ভগবান দৈত্য সেনাপতিগণের মনে বারবার কামভাবের সঞ্চার করতে লাগলেন॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে ভগবন্মায়োপলম্ভনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে ভগবান কর্তৃক মোহিনীরূপ ধারণ নামক অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

মোহিনীরূপে ভগবানের অমৃত পরিবেশন

শ্রীশুক উবাচ

তেঽন্যোন্যতোঽসুরাঃ পাত্রং হরন্তস্ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ক্ষিপন্তো দস্যুধর্মাণ আয়ান্তীং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ম্॥ ১

অহো রূপমহো ধাম অহো অস্যা নবং বয়ঃ।
ইতি তে তামভিদ্রুত্য পপ্রচ্ছুর্জাতহৃচ্ছয়াঃ॥ ২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! অসুররা নিজেদের মধ্যে স্বজনস্নেহ ও প্রেমভাব ত্যাগ করে একে অপরের নিন্দা করতে লাগল, আর দস্যুর মতো একজন অন্য জনের হাত থেকে সেই সুধাপাত্র অপহরণ করার চেষ্টা করতে লাগল। ইত্যবসরে তারা দেখল যে, একজন সুন্দরী নারী তাদের দিকে এগিয়ে আসছে॥ ১ ॥ তারা ভাবতে লাগল 'কী অপূর্ব রূপ ! দেহ থেকে রূপের ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কী নব যৌবন !' এইরূপ মনে মনে আলোচনা করে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ভুলে তার দিকে গেল এবং কামে মোহিত হয়ে

কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি।
কস্যাসি বদ বামোরু মথ্নন্তীব[১] মনাংসি নঃ॥ ৩
ন বয়ং ত্বামরৈর্দৈত্যৈঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ।
নাস্পৃষ্টপূর্বাং জানীমো লোকেশৈশ্চ[২] কুতো নৃভিঃ॥ ৪
নূনং ত্বং বিধিনা সুভ্রূঃ প্রেষিতাসি শরীরিণাম্।
সর্বেন্দ্রিয়মনঃপ্রীতিং বিধাতুং সঘৃণেন কিম্॥ ৫
সা ত্বং নঃ[৩] স্পর্ধমানানামেকবস্তুনি মানিনি।
জ্ঞাতীনাং বদ্ধবৈরাণাং শং বিধৎস্ব সুমধ্যমে॥ ৬
বয়ং কশ্যপদায়াদা ভ্রাতরঃ কৃতপৌরুষাঃ।
বিভজস্ব যথান্যায়ং নৈব ভেদো যথা ভবেৎ॥ ৭
ইত্যুপামন্ত্রিতো দৈত্যৈর্মায়াযোষিদ্বপুর্হরিঃ।
প্রহস্য রুচিরাপাঙ্গৈর্নিরীক্ষন্নিদমব্রবীৎ॥ ৮

শ্রীভগবানুবাচ

কথং কশ্যপদায়াদাঃ পুংশ্চল্যাং ময়ি সঙ্গতাঃ।
বিশ্বাসং পণ্ডিতো জাতু কামিনীষু ন যাতি হি॥ ৯
সালাবৃকাণাং স্ত্রীণাং চ স্বৈরিণীনাং সুরদ্বিষঃ।
সখ্যান্যাহুরনিত্যানি নূত্নং নূত্নং বিচিন্বতাম্॥ ১০

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তে ক্ষ্বেলিতৈস্তস্যা আশ্বস্তমনসোঽসুরাঃ।
জহসুর্ভাবগম্ভীরং দদুশ্চামৃতভাজনম্॥ ১১
ততো গৃহীত্বামৃতভাজনং হরি-
র্বভাষ ঈষৎ স্মিতশোভয়া গিরা।
যদ্যভ্যুপেতং ক্ক চ সাধ্বসাধু বা
কৃতং ময়া বো বিভজে সুধামিমাম্॥ ১২
ইত্যভিব্যাহৃতং তস্যা আকর্ণ্যাসুরপুঙ্গবাঃ।
অপ্রমাণবিদস্তস্যাস্তৎ তথেত্যন্বমংসত॥ ১৩
অথোপোষ্য কৃতস্নানা হুত্বা চ হবিষানলম্।
দত্ত্বা গোবিপ্রভূতেভ্যঃ কৃতস্বস্ত্যয়না দ্বিজৈঃ॥ ১৪

তাকে জিজ্ঞাসা করল॥ ২ ॥ হে পদ্মলোচনা ! তুমি কে ? কোথা থেকে আসছো ? কী প্রয়োজনে এসেছ ? হে সুন্দরী ! তুমি কার কন্যা ? তোমাকে দেখে আমাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে॥ ৩ ॥ আমাদের মনে হয় তোমাকে এখনও পর্যন্ত দেবতা, দৈত্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ ও লোকপালগণ কেউই স্পর্শ করেননি। তাহলে মানুষ কী করে তোমায় স্পর্শ করবে ? ॥ ৪ ॥ নিশ্চয়ই বিধাতা দেহধারীদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তির জন্যে তোমাকে দয়া করে এখানে প্রেরণ করেছেন॥ ৫ ॥ হে ভামিনী ! আমরা অবশ্য সবাই একই জাতি। তবু আমরা সবাই একই বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে আমাদের মধ্যে বিভেদ আর শত্রুতা বৃদ্ধি করেছি। হে সুন্দরী ! তুমি আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দাও॥ ৬ ॥ আমরা সবাই কশ্যপের পুত্র, সেইজন্যে আমরা সবাই একে অপরের ভাই। আমরা অমৃতের জন্যে অনেক পৌরুষ প্রকাশ করেছি। তুমি নিরপেক্ষভাবে আমাদের মধ্যে অমৃত এমনভাবে ভাগ করে দাও যাতে আমরা পরস্পর ঝগড়া না করি॥ ৭ ॥ অসুরেরা যখন এইরকম প্রার্থনা করল তখন স্ব-মায়ায় স্ত্রী বেশধারী ভগবান স্মিতহাস্য করে বঙ্কিম কটাক্ষে দেখলেন এবং বললেন॥ ৮ ॥

শ্রীভগবান বললেন—আপনারা মহর্ষি কশ্যপের পুত্র আর আমি ভ্রষ্টা নারী ! আমাকে ন্যায় বিচারের ভার দিচ্ছেন কেন ? বিবেকী পুরুষেরা কখনোই স্বেচ্ছাচারিণী নারীকে বিশ্বাস করেন না॥ ৯ ॥ হে দেবারি দৈত্যগণ ! বন্য কুকুর এবং স্বৈরিণী নারীর সঙ্গে কখনো হৃদ্যতা হয় না কারণ তারা সর্বদাই নতুন নতুন ভোগ্যের অন্বেষণ করে থাকে॥ ১০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! মোহিনীর ব্যঙ্গ-পূর্ণ কথায় দৈত্যদের বিশ্বাস বেড়ে গেল। তারা গম্ভীরভাবে হেসে অমৃতের কলস মোহিনীর হাতে দিয়ে দিল॥ ১১ ॥ শ্রীভগবান অমৃতের কলস হাতে নিয়ে স্মিতহাস্যে মনোহর বাক্যে বললেন—'আমি ন্যায় বা অন্যায় যাই করি না কেন, তোমরা যদি তাতে রাজি থাক তবেই আমি অমৃত পরিবেশন করতে পারি'॥ ১২ ॥ দৈত্যপুঙ্গবগণ তাঁর কথার পরিণাম চিন্তা না করেই সমস্বরে বলে উঠল 'স্বীকার করছি'। কারণ তারা মোহিনীর স্বরূপ জানতো না॥ ১৩ ॥

এরপর তারা (অসুরেরা) এক দিন উপোষ করে স্নানান্তে হবিঃ দ্বারা হোম করল। গাভী, ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত প্রাণীদের

[১]প্রা.পা.—মথ্নাসীব। [২]প্রা.পা.—যোগেশৈশ্চ। [৩]প্রা.পা.—সংস্পর্ধ.।

যথোপজোষং বাসাংসি পরিধায়াহতানি তে।
কুশেষু প্রাবিশন্সর্বে প্রাগগ্রেষ্বভিভূষিতাঃ[1]॥ ১৫

প্রাঙ্‌মুখেষূপবিষ্টেষু সুরেষু দিতিজেষু চ।
ধূপামোদিতশালায়াং জুষ্টায়াং মাল্যদীপকৈঃ॥ ১৬

তস্যাং নরেন্দ্র করভোরুরুশদ্দুকূল-[2]
শ্রোণীতটালসগতির্মদবিহ্বলাক্ষী।
সা কূজতী কনকনূপুরশিঞ্জিতেন
কুম্ভস্তনী কলশপাণিরথাবিবেশ॥ ১৭

তাং শ্রীসখীং কনককুণ্ডলচারুকর্ণ-
নাসাকপোলবদনাং পরদেবতাখ্যাম্।
সংবীক্ষ্য সংমুমুহুরুৎস্মিতবীক্ষণেন
দেবাসুরা বিগলিতস্তনপট্টিকান্তাম্॥ ১৮

অসুরাণাং সুধাদানং সর্পাণামিব দুর্নয়ম্।
মত্বা জাতিনৃশংসানাং ন তাং ব্যভজদচ্যুতঃ॥ ১৯

কল্পয়িত্বা পৃথক্ পঙ্‌ক্তীরুভয়েষাং জগৎপতিঃ।
তাংশ্চোপবেশয়ামাস স্বেষু স্বেষু চ পঙ্‌ক্তিষু॥ ২০

দৈত্যান্ গৃহীতকলশো বঞ্চয়ন্নুপসঞ্চরৈঃ।
দূরস্থান্ পায়য়ামাস জরামৃত্যুহরাং সুধাম্॥ ২১

তে পালয়ন্তঃ সময়মসুরাঃ স্বকৃতং নৃপ।
তূষ্ণীমাসন্ কৃতস্নেহাঃ স্ত্রীবিবাদজুগুপ্সয়া॥ ২২

তস্যাং কৃতাতিপ্রণয়াঃ প্রণয়াপায়কাতরাঃ।
বহুমানেন চাবদ্ধা নোচুঃ কিঞ্চন বিপ্রিয়ম্॥ ২৩

দেবলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ স্বর্ভানুর্দেবসংসদি।
প্রবিষ্টঃ সোমমপিবচ্চন্দ্রার্কাভ্যাং চ সূচিতঃ॥ ২৪

চক্রেণ ক্ষুরধারেণ জহার পিবতঃ শিরঃ।
হরিস্তস্য কবন্ধস্তু সুধয়াপ্লাবিতোঽপতৎ॥ ২৫

যথাযোগ্য তৃণ, অন্ন, বস্ত্র, ধন ইত্যাদি দান করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করল॥ ১৪ ॥ নিজেদের পছন্দ মতো নতুন বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে তারা পূর্বাভিমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হল॥ ১৫ ॥ হে রাজন্! দেবতা ও অসুরেরা ধূপ দীপ ও মালায় সুসজ্জিত ভবনে পূর্ব মুখ হয়ে কুশাসনে উপবিষ্ট হলে হস্তিশাবকের শুণ্ডের ন্যায় উরুদ্বয়বিশিষ্টা, কমনীয় বসনাচ্ছাদিতা, বিপুলনিতম্বিনী, মদবিহ্বলনেত্রা স্বর্ণবর্ণময় উন্নত পয়োধরযুক্তা মোহিনী স্বর্ণময় নূপুরের শব্দে সভাগৃহকে মুখরিত করে অমৃতকুম্ভ হস্তে সভাগৃহে প্রবেশ করলেন॥ ১৬-১৭ ॥ তাঁর সুন্দর কর্ণে সোনার কুণ্ডল, নাসিকা, মুখ খুবই সুন্দর। দেবাসুরগণ সেই পরদেবতা শ্রীহরিকে দেখলেন যেন লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ সখী সেখানে এসেছেন। মোহিনী কটাক্ষে মৃদু হাস্যে দেবতা ও অসুরদের দিকে তাকালেন। স্তনযুগল থেকে ঈষৎ স্রস্তবসনা সেই মোহিনীকে দেখে তাঁরা সবাই মোহিত হয়ে গেলেন॥ ১৮ ॥ মোহিনীরূপী ভগবান চিন্তা করলেন, অসুররা তো জন্মাবধি ক্রূর স্বভাবের, এদের অমৃত পান করানো সাপকে দুধ খাওয়ানোর মতোই অন্যায়। সুতরাং তিনি অমৃতের ভাগ অসুরদের দিলেন না॥ ১৯ ॥ ভগবান অসুর আর দৈত্যদের পৃথক পৃথক পঙ্‌ক্তিতে বসালেন। দৈত্যদের পৃথক দল আর দেবতাদের পৃথক দল॥ ২০ ॥ এরপর হাতে অমৃতের কলস নিয়ে মোহিনী দৈত্যদের কাছে গেলেন এবং মধুর বাক্য ও কটাক্ষ দ্বারা তাদের মোহিত করে দূরে উপবিষ্ট দেবতাদের কাছে গিয়ে তাঁদের অমৃত পান করালেন যা পান করলে জরা ও মৃত্যু নাশ হয়॥ ২১ ॥ হে রাজন্! অসুররা নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করছিল। সেই নারীর প্রতি স্নেহবশত তাঁর সঙ্গে বিবাদ নিন্দনীয় ভেবে চুপ করে ছিল॥ ২২ ॥ মোহিনীর প্রতি তারা প্রণয়াসক্ত হয়েছিল, তাদের ভয় হল যদি প্রণয় ভঙ্গ হয়। মোহিনী তাদের প্রতি প্রথমেই অনেক আসক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, সেইজন্য তারা আরও বেশি বন্ধনে পড়েছিল। তাই তারা মোহিনীকে কোনোরকম অপ্রিয় কথা বলতে সাহস করল না॥ ২৩ ॥

যখন ভগবান দেবতাদের অমৃত পান করাচ্ছিলেন তখন রাহু দেবতার ছদ্মবেশে দেবতাদের মধ্যে গিয়ে বসলেন এবং তাঁদের সঙ্গে অমৃত পান করে নিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চন্দ্র ও সূর্য তা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন॥ ২৪ ॥ অমৃত পান করাতে

[1]প্রা.পা.—প্রাক্কালে.। [2]প্রা.পা.—লসদ্দু.।

শিরস্ত্বমরতাং নীতমজো গ্রহমচীক্লৃপৎ।
যস্তু পর্বণি চন্দ্রার্কাবভিধাবতি বৈরধীঃ॥ ২৬

পীতপ্রায়েঽমৃতে দেবৈর্ভগবাল্লোঁকভাবনঃ।
পশ্যতামসুরেন্দ্রাণাং স্বং রূপং জগৃহে হরিঃ[১]॥ ২৭

এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকাল-
হেত্বর্থকর্মমতয়োঽপি ফলে বিকল্পাঃ।
তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাঽপু-
র্যৎ পাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণান্ন দৈত্যাঃ॥ ২৮

যদ্ যুজ্যতেঽসুবসুকর্মমনোবচোভি-
র্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ
সর্বস্য তদ্ ভবতি মূলনিষেচনং যৎ॥ ২৯

করাতেই ভগবান তাঁর তীক্ষ্ণ চক্র দিয়ে তার (রাহুর) মস্তকচ্ছেদন করলেন। অমৃতের সঙ্গে দেহের সংস্পর্শ না হওয়ায় দেহ ছিন্ন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল॥ ২৫ ॥ কিন্তু (অমৃতপানহেতু) রাহুর মস্তক অমর হয়ে গেল, ব্রহ্মা তাকে 'গ্রহ' উপাধি দিলেন। সেই রাহু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতি পর্বে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্যকে আক্রমণ করে সেইজন্যেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়॥ ২৬ ॥ দেবতাদের অমৃত পান সমাপ্ত হলে লোকপালক ভগবান হরি অসুরাধিপতিদের সমক্ষেই মোহিনীরূপ ত্যাগ করে নিজরূপ ধারণ করলেন॥ ২৭ ॥ হে রাজন্! দেখুন—দেবতা ও অসুরেরা একই সময়ে, একইস্থানে, একই প্রয়োজনে, একই বস্তুর জন্যে একই উদ্দেশ্যে একই কর্ম করেছিলেন, কিন্তু ফল প্রাপ্তিতে বিভেদ হল। দেবতারা তাঁদের পরিশ্রমের ফলরূপে অনায়াসেই অমৃত পান করলেন কারণ তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মরজের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু অসুররা ঈশ্বর বিমুখ হওয়ায় পরিশ্রম করেও অমৃত থেকে বঞ্চিত হল॥ ২৮ ॥ মানুষ নিজের প্রাণ, ধন, কর্ম, মন ও বাণী দ্বারা নিজের এবং পুত্রকলত্রাদির জন্য যা কিছু করে সব ব্যর্থ হয়, কারণ তার মূলে থাকে ভেদ-বুদ্ধি। কিন্তু প্রাণ ও বস্তু দ্বারা ভগবানের জন্য যা কিছু করা হয় সে সব ভেদভাব-রহিত হয় বলে দেহ পুত্র-কলত্রাদি ও সমস্ত সংসারের জন্য মঙ্গলদায়ক হয়। যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জল দিলে তার শাখা-প্রশাখা-পত্রাদি সর্বত্রই জল দেওয়া হয়, সেইরূপ ভগবানের জন্য কোনো কিছু করলে সকলের জন্যেই তা করা হয়॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধেঽমৃতমথনে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে
অমৃতমন্থনে নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

---

[১]প্রা.পা.—প্রভুঃ।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

দেবতা-অসুরের যুদ্ধ

শ্রীশুক উবাচ

ইতি দানবদৈতেয়া নাবিন্দন্নমৃতং নৃপ।
যুক্তাঃ কর্মণি যত্তাশ্চ বাসুদেবপরাঙ্‌মুখাঃ।। ১

সাধয়িত্বামৃতং রাজন্ পায়য়িত্বা স্বকান্সুরান্।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং যযৌ গরুড়বাহনঃ।। ২

সপত্নানাং পরামৃদ্ধি[১] দৃষ্ট্বা তে দিতিনন্দনাঃ।
অমৃষ্যমাণা উৎপেতুর্দেবান্ প্রত্যুদ্যতায়ুধাঃ।। ৩

ততঃ সুরগণাঃ সর্বে সুধয়া পীতয়ৈধিতাঃ।
প্রতিসংযুযুধুঃ শস্ত্রৈর্নারায়ণপদাশ্রয়াঃ।। ৪

তত্র দৈবাসুরো নাম রণঃ পরমদারুণঃ।
রোধস্যুদন্বতো রাজংস্তুমুলো রোমহর্ষণঃ।। ৫

তত্রান্যোন্যং সপত্নাস্তে সংরব্ধমনসো রণে।
সমাসাদ্যাসিভির্বাণৈর্নিজঘ্নুর্বিবিধায়ুধৈঃ।। ৬

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গানাং ভেরীডমরিণাং[২] মহান্।
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং[৩] নদতাং নিস্বনোঽভবৎ।। ৭

রথিনো রথিভিস্তত্র পত্তিভিঃ সহ পত্তয়ঃ।
হয়া হয়ৈরিভাশ্চেভৈঃ সমসজ্জন্ত সংযুগে।। ৮

উষ্ট্রৈঃ কেচিদিভৈঃ[৪] কেচিদপরে[৫] যুযুধুঃ খরৈঃ।
কেচিদ্ গৌরমৃগৈর্ঋক্ষৈর্দ্বীপিভির্হরিভির্ভটাঃ।। ৯

গৃধ্রৈঃ কঙ্কৈর্বকৈরন্যে শ্যেনভাসৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
শরভৈর্মহিষৈঃ খড়্গৈর্গোবৃষৈর্গবয়ারুণৈঃ।। ১০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! যদিও দৈত্য ও অসুরেরা অনেক সংযত হয়ে সমুদ্রমন্থনের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেছিল, তথাপি ভগবানের প্রতি বিমুখ হওয়ায় তারা অমৃত লাভ করতে পারেনি।। ১ ।। হে রাজন্ ! ভগবান সমুদ্রমন্থন করে অমৃত তুলে নিজের ভক্ত দেবতাদের পান করালেন, অতঃপর সকলের সমক্ষেই গরুড়ে আরোহণ করে অন্তর্হিত হলেন।। ২ ।। দৈত্যেরা তাদের শত্রু দেবতাদের সমৃদ্ধি সহ্য করতে না পেরে অস্ত্র নিয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবিত হল।। ৩ ।। দেবতারা অমৃত পান করে শক্তিশালী হয়েছেন আর ভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় তো তাঁদের আছেই। তাঁরাও নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রু দৈত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।। ৪ ।। হে রাজন্ ! ক্ষীর সাগরের তীরে ভয়ংকর ও রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল। দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে এই ভয়াবহ যুদ্ধ 'দেবাসুর সংগ্রাম' নামে পরিচিত।। ৫ ।। উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রবল শত্রু, দুই পক্ষই ক্রোধে জ্বলছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীগণ পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে অসি, বাণ এবং অন্যান্য অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন।। ৬ ।। যুদ্ধের সময় শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ ভেরী ও ডমরুর নিনাদ এবং সেই সঙ্গে হস্তীর বৃংহণ, অশ্বের হ্রেষা ও রথের ঘড়ঘড় শব্দে এবং পদাতিক সেনার উচ্চনিনাদে মহান কোলাহলের সৃষ্টি হল।। ৭ ।। যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহীর সঙ্গে রথারোহী, গজারোহীর সঙ্গে গজারোহী, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী এবং পদাতিকের সঙ্গে পদাতিক সেনা যুদ্ধ করতে লাগল ।। ৮ ।। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার উটে চড়ে, কেউ কেউ বা গাধায় চড়ে যুদ্ধ করছিলেন ; আবার কেউ কেউ বানর, বাঘ, ভাল্লুক বা সিংহের উপরে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন।। ৯ ।। কোনো কোনো সৈনিক শকুন, কঙ্ক, বক, বাজ ও ভাস প্রভৃতি পক্ষীতে চড়ে

---

[১]প্রা.পা.—পরাং সিদ্ধিং। [২]প্রা.পা.— ভেরীণাং নিঃস্বনো। [৩]প্রাচীন বইতে 'হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং নদতাং নিস্বনোঽভবৎ' এই অংশটুকু পঞ্চম শ্লোক '........ রোমহর্ষণঃ'-এর পরে রয়েছে এবং বাকি অংশটুকু বক্ষ্যমান বই অনুসারে রয়েছে। [৪]প্রা.পা.—চিদ্‌দ্বিপৈঃ। [৫]প্রা.পা.— রেঽপি যযুঃ খরৈঃ।

শিবাভিরাখুভিঃ কেচিৎ কৃকলাসৈঃ শশৈর্নরৈঃ[1]।
বস্তৈরেকে[2] কৃষ্ণসারৈর্হংসৈরন্যে চ সূকরৈঃ।। ১১

অন্যে জলস্থলখগৈঃ সত্ত্বৈর্বিকৃতবিগ্রহৈঃ।
সেনয়োরুভয়ো রাজন্বিবিশুস্তেঽগ্রতোঽগ্রতঃ।। ১২

চিত্রধ্বজপটৈ রাজন্নাতপত্রৈঃ সিতামলৈঃ।
মহাধনৈর্বজ্রদণ্ডৈর্ব্যজনৈর্বার্হচামরৈঃ[3]।। ১৩

বাতোদ্ধূতোত্তরোষ্ণীষৈরর্চির্ভির্বর্মভূষণৈঃ।
স্ফুরদ্ভির্বিশদৈঃ শস্ত্রৈঃ সুতরাং সূর্যরশ্মিভিঃ।। ১৪

দেবদানববীরাণাং ধ্বজিন্যৌ পাণ্ডুনন্দন।
রেজতুর্বীরমালাভির্যাদসামিব সাগরৌ।। ১৫

বৈরোচনো বলিঃ সংখ্যে সোঽসুরাণাং চমূপতিঃ।
যানং বৈহায়সং নাম কামগং ময়নির্মিতম্।। ১৬

সর্বসাঙ্গ্রামিকোপেতং সর্বাশ্চর্যময়ং প্রভো।
অপ্রতর্ক্যমনির্দেশ্যং দৃশ্যমানমদর্শনম্।। ১৭

আস্থিতস্তদ্ বিমানাগ্র্যং সর্বানীকাধিপৈর্বৃতঃ।
বালব্যজনছত্রাগ্র্যৈ রেজে চন্দ্র ইবোদয়ে।। ১৮

তস্যাসন্সর্বতো যানৈর্যূথানাং পতয়োঽসুরাঃ।
নমুচিঃ শম্বরো বাণো বিপ্রচিত্তির্অয়োমুখঃ।। ১৯

দ্বিমূর্ধা কালনাভোঽথ[4] প্রহেতির্হেতিরিল্বলঃ।
শকুনির্ভূতসংতাপো বজ্রদংষ্ট্রো বিরোচনঃ।। ২০

হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলো মেঘদুন্দুভিঃ।
তারকশ্চক্রদৃক্ শুম্ভো নিশুম্ভো জম্ভ উৎকলঃ।। ২১

অরিষ্টোঽরিষ্টনেমিশ্চ ময়শ্চ ত্রিপুরাধিপঃ।
অন্যে পৌলোমকালেয়া নিবাতকবচাদয়ঃ।। ২২

অলব্ধভাগাঃ সোমস্য কেবলং ক্লেশভাগিনঃ।
সর্ব এতে রণমুখে বহুশো নির্জিতামরাঃ।। ২৩

আবার অনেকে তিমি মাছ, ছোট হাতি, মহিষ, গণ্ডার, ষাঁড়, নীলগাই বা জংলি ষাঁড়ে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন।। ১০ ।। কেউ কেউ শৃগাল, মূষিক, গিরগিটি ও খরগোশে চড়ে, আবার অনেকে মানুষ, ছাগল, কৃষ্ণসার হরিণ, হাঁস ও শূকর প্রভৃতিতে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন।। ১১ ।। এইরূপ জলচর, স্থলচর ও নভশ্চরের অদ্ভুত ও ভয়ংকর প্রাণীতে চড়ে অনেকে দেবতা ও অসুরদের দলে প্রবেশ করল।। ১২ ।।

হে পাণ্ডুনন্দন ! সেইসময় নানা রং-এর পতাকা, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ও শুভ্র ছত্র, বহুমূল্য বজ্র নির্মিত দণ্ড, ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত ব্যজন ও চামর শোভিত হচ্ছিল। হাওয়ায় উত্তরীয় প্রভৃতি উড়ছে, উষ্ণীষ, শিরস্ত্রাণ, কবচ, অলংকার এবং সেই সঙ্গে সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল সব অস্ত্রশস্ত্র ও বীরবৃন্দ—এই সব মিলে দেবতা ও অসুরদের সৈন্যদলের শোভা অপূর্ব হয়ে উঠল যেন জলজন্তুতে পূর্ণ দুই সাগরের তরঙ্গ উঠেছে।। ১৩-১৫ ।। যুদ্ধক্ষেত্রে বিরোচনের পুত্র দৈত্যসেনাপতি বলি ময়দানব নির্মিত বৈহায়স নামক বিমানে আরোহন করলেন। সেই বিমানটি ছিল ইচ্ছাগতি, অর্থাৎ যত্র-তত্র ভ্রমণ করতে পারত।। ১৬ ।। যুদ্ধের সমস্ত সামগ্রী সেই বিমানে সুসজ্জিত ছিল। সেই বিমান এতই আশ্চর্যজনক ছিল যে তাকে কখনো দেখা যেত আবার কখনো সেটি অদৃশ্য হয়ে যেত। এ কথা সেই সময়ের, যখন এসব কথা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না ; সুতরাং তার সম্বন্ধে কী করে বলা যাবে ? ।। ১৭ ।। বলি সেই শ্রেষ্ঠ বিমানে আরূঢ় ছিলেন। সমস্ত শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণ তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। শ্রেষ্ঠ চামর দিয়ে হাওয়া করা হচ্ছিল ও ছত্র তাঁর মাথার উপরে শোভায়মান ছিল। এইরূপে যখন বলি বিমানে অবস্থিত ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন উদয়গিরির শিখরে চন্দ্রের উদয় হয়েছে।। ১৮ ।। অন্যান্য সেনাপতিগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিমানে চড়ে তাঁর চতুর্দিকে অবস্থিত হল, যথা—নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বি মূর্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, চক্রাক্ষ, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, অরিষ্টনেমি, ত্রিপুরাধিপতি, ময়, পৌলোম কালেয় এবং নিবাতকবচ প্রভৃতি অন্যান্য অসুররা সকলেই সেখানে ছিল।। ১৯-২২ ।। তারা সকলেই সমুদ্রমন্থনের

[1]প্রা.পা.—নরৈঃ খগৈঃ। [2]প্রা.পা.—মৃগৈরন্যে। [3]প্রা.পা.—মহাযুধৈর্বল্ক্ষ.। [4]প্রা.পা.—হত্র।

সিংহনাদান্বিমুঞ্চন্তঃ[১] শঙ্খান্দধ্মুর্মহারবান্।
দৃষ্ট্বা সপত্নানুৎসিক্তান্বলভিৎকুপিতো ভৃশম্।। ২৪

ঐরাবতং দিক্করিণমারূঢ়ঃ[২] শুশুভে স্বরাট্।
যথা স্রবৎপ্রস্রবণমুদয়াদ্রিমহর্পতিঃ।। ২৫

তস্যাসন্সর্বতো দেবা নানাবাহধ্বজায়ুধাঃ।
লোকপালাঃ সহ গণৈর্বায়্বগ্নিবরুণাদয়ঃ।। ২৬

তেঽন্যোন্যমভিসংসৃত্য ক্ষিপন্তো মর্মভির্মিথঃ[৩]।
আহ্বয়ন্তো বিশন্তোঽগ্রে যুযুধুর্দ্বন্দ্বযোধিনঃ।। ২৭

যুযোধ বলিরিন্দ্রেণ তারকেণ গুহোঽস্যাত[৪]।
বরুণো হেতিনাযুধ্যন্মিত্রো রাজন্ প্রহেতিনা।। ২৮

যমস্তু কালনাভেন বিশ্বকর্মা ময়েন বৈ।
শম্বরো যুযুধে ত্বষ্ট্রা সবিত্রা তু বিরোচনঃ।। ২৯

অপরাজিতেন নমুচিরশ্বিনৌ বৃষপর্বণা।
সূর্যো বলিসুতৈর্দেবো বাণজ্যেষ্ঠৈঃ শতেন চ।। ৩০

রাহুণা চ তথা সোমঃ পুলোম্না যুযুধেঽনিলঃ।
নিশুম্ভশুম্ভয়োর্দেবী ভদ্রকালী তরস্বিনী।। ৩১

বৃষাকপিস্তু জম্ভেন মহিষেণ বিভাবসুঃ।
ইল্বলঃ সহ বাতাপির্ব্রহ্মপুত্রৈররিন্দম।। ৩২

কামদেবেন দুর্মর্ষ উৎকলো মাতৃভিঃ সহ।
বৃহস্পতিশ্চোশনসা নরকেণ শনৈশ্চরঃ।। ৩৩

মরুতো নিবাতকবচৈঃ কালেয়ৈর্বসবোঽমরাঃ।
বিশ্বেদেবাস্তু পৌলোমৈ রুদ্রাঃ ক্রোধবশৈঃ সহ।। ৩৪

কাজে ক্লেশভার বহন করেছে কিন্তু অমৃতের ভাগ কেউই পায়নি। এরা দেবতাদের একবার নয় অনেকবার যুদ্ধে পরাজিত করেছে।। ২৩ ।। সুতরাং তারা দ্বিগুণ উৎসাহে সিংহনাদ করতে করতে শঙ্খধ্বনি করল। ইন্দ্র দেখলেন যে, শত্রুদের মনোবল বেড়েছে। তারা প্রতিশোধ নিতে উন্মত্ত, তখন তাঁরও ভীষণ ক্রোধ হল।। ২৪ ।। তিনি তখনই নিজের বাহন দিগ্‌গজ ঐরাবতে আরোহণ করলেন। তার (ঐরাবতের) কপোল (গাল) থেকে মদধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। ইন্দ্রের শোভা তাতে এমন হল যেন সূর্যদেব ঝরনাধারা প্রবহমান উদয়গিরির শিখরদেশে দীপ্যমান হলেন।। ২৫ ।। ইন্দ্রের চতুর্দিকে দেবতাগণ নিজ নিজ বাহন, ধ্বজ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং বায়ু, অগ্নি ও বরুণ নিজ লোকপালদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।। ২৬ ।।

অনন্তর দেবতারা ও অসুররা পরস্পর মুখোমুখি হলেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে লাগলেন। কেউ এগিয়ে যাচ্ছেন আবার কেউ পরস্পর পরস্পরের নাম ধরে তিরস্কার করছেন। অপর কেউ কেউ আবার বাক্যের দ্বারা মর্মাঘাত করে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করছেন।। ২৭ ।। বলি ইন্দ্রের সঙ্গে, কার্তিক তারকাসুরের সঙ্গে, বরুণ হেতির সঙ্গে এবং মিত্র প্রহেতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।। ২৮ ।। যমরাজ কালনাভের সঙ্গে, বিশ্বকর্মা ময়দানবের সঙ্গে, শম্বরাসুর ত্বষ্টার সঙ্গে এবং সবিতা বিরোচনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।। ২৯ ।। নমুচি অপরাজিতের সঙ্গে, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় বৃষ পর্বের সঙ্গে এবং সূর্যদেব বলির বাণ প্রমুখ শত পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।। ৩০ ।। রাহুর সঙ্গে চন্দ্রের এবং বায়ুর সঙ্গে পুলোমার যুদ্ধ হল। বেগশীলা ভদ্রকালী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে মহাবেগে আক্রমণ করলেন।। ৩১ ।। হে শত্রুজিৎ মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেব জম্ভাসুরের সঙ্গে, অগ্নিদেব মহিষাসুরের সঙ্গে এবং বাতাপি ও ইল্বলের সঙ্গে ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণ যুদ্ধ করতে লাগলেন।। ৩২ ।। দুর্মর্ষ ও কামদেব, উৎকল ও মাতৃকাগণ, শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতি এবং নরকাসুর ও শনৈশ্চর পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগলেন।। ৩৩ ।। মরুদ্‌গণ ও নিবাচ কবচ, কালেয়গণ ও বসুগণ, পৌলোম ও বিশ্বদেবগণ এবং ক্রোধবশংগণ ও রুদ্রগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।। ৩৪ ।।

[১]প্রা.পা.—নাদং বি.। [২]প্রা.পা.—রূঢ়োঽধিপতিঃ স্বরাট্। [৩]প্রা.পা.—নামভির্মিথঃ।
[৪]প্রা.পা.—ঽপ্যত।

ত এবমাজাবসুরাঃ সুরেন্দ্রা
দ্বন্দ্বেন সংহত্য চ যুধ্যমানাঃ।
অন্যোন্যমাসাদ্য নিজঘ্নুরোজসা
জিগীষবস্তীক্ষ্ণশরাসিতোমরৈঃ॥ ৩৫
ভুশুণ্ডিভিশ্চক্রগদর্ষ্টিপট্টিশৈঃ
শক্ত্যুল্মুকৈঃ প্রাসপরশ্বধৈরপি।
নিস্ত্রিংশভল্লৈঃ পরিঘৈঃ সমুদ্গরৈঃ
সভিন্দিপালৈশ্চ শিরাংসি চিচ্ছিদুঃ॥ ৩৬
গজাস্তুরঙ্গা সরথাঃ পদাতয়ঃ
সারোহবাহা বিবিধা বিখণ্ডিতাঃ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরাঙ্ঘ্রয়-
শ্ছিন্নধ্বজেষ্বাসতনুত্রভূষণাঃ॥ ৩৭
তেষাং পদাঘাতরথাঙ্গচূর্ণিতা-
দায়োধনাদুল্বণ উত্থিতস্তদা।
রেণুর্দিশঃ খং দ্যুমণিং চ ছাদয়ন্
ন্যবর্ততাসৃক্স্রুতিভিঃ পরিপ্লুতাৎ॥ ৩৮
শিরোভিরুদ্ধূতকিরীটকুণ্ডলৈঃ
সংরম্ভদৃগ্ভিঃ পরিদষ্টদচ্ছদৈঃ।
মহাভুজৈঃ সাভরণৈঃ সহাযুধৈঃ
সা প্রাস্তৃতা ভূঃ করভোরুভির্বভৌ॥ ৩৯
কবন্ধাস্তত্র চোৎপেতুঃ পতিতস্বশিরোঽক্ষিভিঃ[১]।
উদ্যতায়ুধদোর্দণ্ডৈরাধাবন্তো ভটান্ মৃধে॥ ৪০
বলির্মহেন্দ্রং দশভিস্ত্রিভিরৈরাবতং শরৈঃ।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকেনারোহমার্চ্ছয়ৎ[২]॥ ৪১
স তানাপততঃ শক্রস্তাবদ্ভিঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈরসম্প্রাপ্তানহসন্নিব॥ ৪২
তস্য কর্মোত্তমং বীক্ষ্য দুর্মর্ষঃ শক্তিমাদদে।
তাং জ্বলন্তীং মহোল্কাভাং হস্তস্থামচ্ছিনদ্ধরিঃ॥ ৪৩

এইরূপে দেবতা ও অসুররা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ের অভিপ্রায়ে মহাবেগে তীক্ষ্ণশর, তরবারি ও তোমরাদি দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন॥ ৩৫ ॥ ভুশুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, প্রাস, পরশু, খঙ্গ, তোমর, মুদ্গর, পরিঘ ও ভিন্দিপাল দিয়ে একে অপরের মস্তকচ্ছেদন করতে লাগলেন॥ ৩৬ ॥ সেইসময় আরোহীরা তাদের বাহনের সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হলেন। হাতি, ঘোড়া, রথ ও অন্যান্য বাহন এবং পদাতিক বহু সৈন্য হতাহত হল। কারুর হাত, কারুর পা, উরু, কারুর গলা কেটে গেল, আবার কারুর ধবজ, ধনুক, কবচ ও অলংকার টুকরো টুকরো হয়ে গেল॥ ৩৭ ॥ যোদ্ধগণের পদাঘাতে ও রথের চাকার ঘর্ষণে রণভূমি চূর্ণ হল। সেইসময় রণভূমি থেকে উত্থিত ধূলি চতুর্দিক ও সূর্যকেও আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শোণিত ধারায় রণভূমি সিক্ত হয়ে ধূলি রুদ্ধ হল, ধূলির চিহ্নমাত্রও আর দেখা গেল না॥ ৩৮ ॥ রণক্ষেত্র (যোদ্ধগণের) ছিন্ন মুণ্ডে ভরে গেল। মুকুট ও কুণ্ডল ছড়িয়ে পড়ে আছে, কারো বা ছিন্ন মস্তকের চক্ষু থেকে তখনও ক্রোধাগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কারো বা দাঁত দিয়ে নিজের অধর-ওষ্ঠ চাপা রয়েছে। অনেকের অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত লম্বা লম্বা হাত কেটে পড়ে আছে, আবার কোথাও স্থূল উরু সকল পড়ে আছে। এইভাবে সেই রণভূমিকে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল॥ ৩৯ ॥ বহু ছিন্নশিরঃ যোদ্ধারা নিজের নিজের ছিন্ন মস্তকের চক্ষুর সাহায্যে হাতে অস্ত্র নিয়ে শত্রু- সৈন্যদের প্রতি ধাবিত হতে লাগল॥ ৪০ ॥

বলিরাজ দশটি বাণ ইন্দ্রের প্রতি, তিনটি বাণ তাঁর বাহন ঐরাবতের প্রতি, চারটি বাণ চারজন পদরক্ষকের প্রতি এবং একটি বাণ মাহুতের প্রতি—এইভাবে আঠারোটি বাণ নিক্ষেপ করলেন॥ ৪১ ॥ ইন্দ্র দেখলেন, বলির বাণ তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। তখন তিনি বলি নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল তাঁর নিকট আসার পূর্বেই প্রবল উৎসাহে ততোধিক তীক্ষ্ণ ভল্লবাণ দ্বারা হাসতে হাসতে সেইগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন॥ ৪২ ॥ ইন্দ্রের প্রশংসনীয় কাজ দেখে বলিরাজ আরও ঈর্ষায় ও ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি এক অতিশয় শক্তিশালী উল্কার মতো বাণ তুললেন ইন্দ্রকে মারার জন্য। কিন্তু তখনও বাণ তাঁর হাতেই ছিল—নিক্ষিপ্ত

[১]প্রা.পা.—পতিতাঃ স্বশিরোরুভিঃ। [২]প্রা.পা.—মপর্দয়ৎ।

ততঃ শূলং ততঃ প্রাসং ততস্তোমরমৃষ্টয়ঃ[১]।
যদ্[২] যচ্ছস্ত্রং সমাদদ্যাৎসর্বং তদচ্ছিনদ্ বিভুঃ॥ ৪৪

সসর্জাথাসুরীং মায়ামন্তর্ধানগতোঽসুরঃ।
ততঃ প্রাদুরভূচ্ছৈলঃ সুরানীকোপরি প্রভো॥ ৪৫

ততো নিপেতুস্তরবো দহ্যমানা দবাগ্নিনা।
শিলাঃ সটঙ্কশিখরাশ্চূর্ণয়ন্ত্যো দ্বিষদ্বলম্॥ ৪৬

মহোরগাঃ সমুৎপেতুর্দন্দশূকাঃ সবৃশ্চিকাঃ।
সিংহব্যাঘ্রবরাহাশ্চ মর্দয়ন্তো মহাগজান্[৩]॥ ৪৭

যাতুধান্যশ্চ শতশঃ শূলহস্তা বিবাসসঃ।
ছিন্ধি ভিন্ধীতি বাদিন্যস্তথা রক্ষোগণাঃ প্রভো॥ ৪৮

ততো মহাঘনা ব্যোম্নি গম্ভীরপরুষস্বনাঃ।
অঙ্গারান্মুমুচুর্বাতৈরাহতাঃ স্তনয়িত্নবঃ॥ ৪৯

সৃষ্টো দৈত্যেন সুমহান্বহ্নিঃ শ্বসনসারথিঃ।
সাংবর্তক ইবাত্যুগ্রো বিবুধধ্বজিনীমধাক্[৪]॥ ৫০

ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সর্বতঃ প্রত্যদৃশ্যত।
প্রচণ্ডবাতৈরুদ্ধূততরঙ্গাবর্তভীষণঃ॥ ৫১

এবং দৈত্যৈর্মহামায়ৈরলক্ষ্যগতিভীষণৈঃ।
সৃজ্যমানাসু মায়াসু বিষেদুঃ সুরসৈনিকাঃ॥ ৫২

ন[৫] তৎ প্রতিবিধিং যত্র বিদুরিন্দ্রাদয়ো নৃপ।
ধ্যাতঃ প্রাদুরভূৎ তত্র[৬] ভগবান্বিশ্বভাবনঃ॥ ৫৩

ততঃ সুপর্ণাংসকৃতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ
পিশঙ্গবাসা নবকঞ্জলোচনঃ।
অদৃশ্যতাষ্টায়ুধবাহুরুল্লস-
চ্ছ্রীকৌস্তুভানর্ঘ্যকিরীটকুণ্ডলঃ॥ ৫৪

হয়নি, ইন্দ্র তখনই সেই বাণকে কেটে দিলেন॥ ৪৩ ॥ অনন্তর বলি শূল, প্রাস, তোমর ও শক্তি প্রভৃতি একে একে যে অস্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন, ইন্দ্র সে সমস্তই টুকরো করে ফেলেছিলেন। এইভাবে হাতের নিপুণতায় ইন্দ্রের ঐশ্বর্য আরও সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল॥ ৪৪ ॥

হে রাজন্! ইন্দ্রের বীরত্বে প্রথমে অসুররাজ বলি ভীত হয়ে অন্তর্ধান করলেন এবং আসুরী মায়ার সৃষ্টি করলেন। শীঘ্রই সেখানে দেবতাদের সৈন্যর উপর একটা পর্বত আবির্ভূত হল॥ ৪৫ ॥ সেই পর্বত থেকে দাবাগ্নিতে প্রজ্বলিত অসংখ্য তরু ও টঙ্কের মতো তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো পড়তে লাগল। এগুলি দৈবসেন্যদের ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল॥ ৪৬ ॥ অতঃপর সর্প, দন্দশূক ও বৃশ্চিক ও অন্য বিষাক্ত জন্তুরা লাফিয়ে লাফিয়ে দংশন করতে লাগল। সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা দেবতাদের বড় বড় হাতিগুলো ভক্ষণ করতে লাগল॥ ৪৭ ॥ হে রাজন্! হাতে শূল নিয়ে বিবস্ত্রা শত শত রাক্ষসী ও রাক্ষসেরা 'মারো কাটো' বলে চিৎকার করতে করতে সেই রণভূমিতে প্রবেশ করল॥ ৪৮ ॥ কিছুক্ষণ পর আকাশে মেঘেরা গম্ভীর কর্কশ শব্দ করতে লাগল, নিজেদের মধ্যে ঘর্ষণের জন্য বিদ্যুৎ চমকিত হতে লাগল এবং ঝড়ো হাওয়া ঝরঝর করে জ্বলন্ত অঙ্গার বৃষ্টি করতে লাগল॥ ৪৯ ॥ দৈত্যরাজ বলি প্রলয়কালীন অগ্নির মতো ভয়াবহ অগ্নি সৃষ্টি করলেন। সেই অগ্নি দেখতে দেখতে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে দেবসৈন্যদের দগ্ধ করতে লাগল॥ ৫০ ॥ কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হয়েছে আর সেই সঙ্গে ঘূর্ণি। সমুদ্র নিজের সীমা লঙ্ঘন করে দেবসেনাদের ঘিরে ফেলার জন্য এগিয়ে আসছে॥ ৫১ ॥ এইরূপে যখন অসুররা ভয়ানক মায়ার সৃষ্টি করে নিজেরা অলক্ষ্যে অবস্থান করতে লাগল এবং অদৃশ্য থাকায় তাদের আঘাত করাও সম্ভব হচ্ছিল না, তখন দেবসেনারা অতীব বিষণ্ণ হলেন॥ ৫২ ॥ হে রাজন্! ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা এর প্রতিকারের নানা উপায় চিন্তা করতে লাগলেন কিন্তু কোনো সমাধান করতে পারলেন না। তখন তাঁরা বিশ্বের জীবনদাতা শ্রীহরির ধ্যান করতে লাগলেন। তাঁদের ধ্যানে প্রসন্ন হয়ে শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূত হলেন॥ ৫৩ ॥ অতীব

[১]প্রা.পা.—যষ্টয়ঃ। [২]প্রা.পা.—যদ্যদ্দুর্মর্ষ আদদ্যাৎ.। [৩]প্রা.পা.—মহাগজাঃ। [৪]প্রা.পা.—মঘাৎ। [৫]প্রা.পা.—নৈতৎ। [৬] প্রা.পা.—তস্মিন্।

তস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরকূটকর্মজা
মায়া বিনেশুর্মহিনা মহীয়সঃ।
স্বপ্নো যথা হি প্রতিবোধ আগতে
হরিস্মৃতিঃ সর্ববিপদ্বিমোক্ষণম্[১]॥ ৫৫

দৃষ্ট্বা মৃধে গরুড়বাহমিভারিবাহ
আবিধ্য শূলমহিনোদথ কালনেমিঃ।
তল্লীলয়া গরুড়মূর্ধ্নি পতদ্ গৃহীত্বা
তেনাহনন্নৃপ সবাহমরিং ত্র্যধীশঃ॥ ৫৬

মালী সুমাল্যতিবলৌ যুধি পেততুর্যৎ-
চ্চক্রেণ কৃত্তশিরসাবথ মাল্যবাংস্তম্।
আহত্য তিগ্মগদয়াহনদণ্ডজেন্দ্রং
তাবচ্ছিরোঽচ্ছিনদরের্নদতোঽরিণাহদ্যঃ॥ ৫৭

মনোহর তাঁর রূপ। গরুড়ের উপর তাঁর চরণ যুগল, সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো তাঁর নয়ন, তিনি পীতাম্বর ধারণ করে রয়েছেন। আট হাতে আটটি শস্ত্র, কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি, মস্তকে বহুমূল্য মুকুট এবং কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল ঝলমল করছিল। দেবতারা নয়নভরে তাঁর এই অনুপম রূপ দর্শন করলেন॥ ৫৪ ॥ পরম পুরুষ শ্রীভগবানের আবির্ভাবে স্বপ্ন ভঙ্গ হলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর যেমন কোনো চিহ্ন থাকে না, তদ্রূপ অসুরদের কপট মায়া তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হল। ভগবানের স্মৃতি সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করে॥ ৫৫ ॥ অতঃপর কালনেমি দৈত্য দেখল যে, গরুড়ারূঢ় ভগবান রণভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন। তখন সে সিংহের উপর বসেই তীব্র বেগে একটা ত্রিশূল বিষ্ণুর দিকে নিক্ষেপ করল। সেই ত্রিশূল গরুড়ের মাথায় আঘাত করার পূর্বমুহূর্তেই ভগবান অনায়াসেই সেটি ধরে ফেললেন এবং সবাহন কালনেমিকে সেই ত্রিশূল দিয়েই বধ করলেন॥ ৫৬ ॥ মালী ও সুমালী নামে দুজন দৈত্য খুব শক্তিশালী ছিল। ভগবান যুদ্ধে চক্র দিয়ে তাদের মাথা কেটে দিলেন এবং তারা নির্জীব হয়ে পতিত হল। অতঃপর মাল্যবান তার গদা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গরুড়ের শরীরে আঘাত করতে উদ্যত হলে ভগবান বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে গর্জনকারীর মাথা কেটে শরীর থেকে পৃথক করে দিলেন॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুরসংগ্রামে[২] দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুর সংগ্রামে দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১০ ॥

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ
একাদশ অধ্যায়
দেবাসুর যুদ্ধের সমাপ্তি

শ্রীশুক উবাচ

অথো সুরাঃ প্রত্যুপলব্ধচেতসঃ
পরস্য পুংসঃ পরয়ানুকম্পয়া।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণায় দেবতাদের ভয় দূর হল এবং নতুন উদ্যমের সঞ্চার হল। প্রথমে ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ দেবতাগণ যে যে অসুরদের দ্বারা আহত হয়েছিলেন এখন পূর্ণ শক্তিতে

---

[১] প্রা.পা.— মোক্ষিণী। [২] প্রা.পা.— দেবাসুররণে।

জঘ্নুর্ভূশং শক্রসমীরণাদয়-
স্তাংস্তাংনৃরণে যৈরভিসংহতাঃ পুরাঃ ॥ ১

বৈরোচনায় সংরব্ধো ভগবান্ পাকশাসনঃ।
উদয়চ্ছদ্ যদা বজ্রং প্রজা হাহেতি চুক্রুশুঃ ॥ ২

বজ্রপাণিস্তমাহেদং তিরস্কৃত্য পুরঃস্থিতম্।
মনস্বিনং সুসম্পন্নং বিচরন্তং মহামৃধে ॥ ৩

নটবন্মূঢ় মায়াভির্মায়েশান্ নো জিগীষসি।
জিত্বা বালান্ নিবদ্ধাক্ষান্ নটো হরতি তদ্ধনম্ ॥ ৪

আরুরুক্ষন্তি মায়াভিরুৎসিসৃপ্সন্তি যে দিবম্।
তান্দস্যূন্বিধুনোম্যজ্ঞান্পূর্বস্মাচ্চ পদাদধঃ[১] ॥ ৫

সোঽহং দুর্মায়িনস্তেঽদ্য বজ্রেণ শতপর্বণা।
শিরো হরিষ্যে মন্দাত্মন্ঘটস্ব জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥ ৬

বলিরুবাচ

সঙ্গ্রামে বর্তমানানাং কালচোদিতকর্মণাম্।
কীর্তির্জয়োঽজয়ো[২] মৃত্যুঃ সর্বেষাং স্যুরনুক্রমাৎ ॥ ৭

তদিদং[৩] কালরশনং জনাঃ[৪] পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
ন হৃষ্যন্তি ন শোচন্তি তত্র যূয়মপণ্ডিতাঃ ॥ ৮

ন বয়ং মন্যমানানামাত্মানং তত্র সাধনম্।
গিরো বঃ সাধুশোচ্যানাং[৫] গৃহ্ণীমো মর্মতাড়নাঃ ॥ ৯

শ্রীশুক[৬]উবাচ

ইত্যাক্ষিপ্য বিভুং বীরো নারাচৈর্বীরমর্দনঃ[৭]।
আকর্ণপূর্ণৈরহনদাক্ষেপৈরাহতং পুনঃ ॥ ১০

এবং নিরাকৃতো দেবো বৈরিণা তথ্যবাদিনা।
নামৃষ্যৎ তদধিক্ষেপং তোত্রাহত ইব দ্বিপঃ ॥ ১১

আবার তাদের আক্রমণ করলেন ॥ ১ ॥ পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যখন তাকে বধ করার জন্য বজ্র ওঠালেন তখন (দৈত্যরাজ বলির) প্রজারা হা হা করে উঠল ॥ ২ ॥ বলি নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রণভূমিতে নির্ভয়ে বিচরণ করছিলেন। তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে ইন্দ্র তিরস্কার করে বললেন ॥ ৩ ॥ 'মূর্খ ! যেমন ধূর্ত ব্যক্তি বালকদের চোখ বেঁধে বঞ্চনা দ্বারা তাদের ধন হরণ করে সেইরকম তুমি মায়া রচনা করে আমাদের জয় করতে চেয়েছিলে ? তুমি জানো না যে, আমরা অধিপতি, মায়া আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না ॥ ৪ ॥ যে মূর্খ মায়া বিস্তার করে স্বর্গ জয় করতে ও তাকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বলোকে অধিকার বিস্তার করতে চায় আমি সেই মূর্খ দস্যুকে তার পূর্ব অধিকৃত পদ থেকেও অধঃপতিত করি ॥ ৫ ॥ মন্দাত্মন্ ! তুমি দুষ্ট মায়াবী, অনেক মায়ার সৃষ্টি করেছ ; এখন আমি শত পর্ববিশিষ্ট এই বজ্রদ্বারা তোমার মস্তক দেহ থেকে পৃথক করে দিচ্ছি। তুমি তোমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলে যা করতে পারো করে দেখ' ॥ ৬ ॥

দৈত্যরাজ বলি বললেন—হে ইন্দ্র ! লোকে কাল প্রেরিত হয়ে নিজের প্রারব্ধ অনুযায়ী যুদ্ধ করে এবং তাতে (সেই যুদ্ধে) জয়-পরাজয়, যশ অথবা নিন্দা কিংবা মৃত্যু হয়েই থাকে ॥ ৭ ॥ অতএব জ্ঞানিগণ এই জগৎকে কালের বশীভূত জেনেই বিজয়ী হয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন না অথবা পরাজয়ে, নিন্দায় বা মৃত্যুতে শোকাভিভূত হন না। তোমরা এই বিষয়ে অজ্ঞ ॥ ৮ ॥ তোমরা নিজেরাই নিজেদের জয় পরাজয়ের কারণ বলে মনে করো, সুতরাং জ্ঞানীর দৃষ্টিতে তোমাদের অবস্থা শোচনীয়। আমি তোমার মর্মস্পর্শী কটু কথাকে গ্রাহ্য করি না, অতএব দুঃখ কেন হবে ? ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন, পরাক্রমশালী দৈত্যরাজ বলি এইভাবে ইন্দ্রকে তিরস্কার করলেন। বলির তিরস্কারে ইন্দ্র কিছুটা দমে গেলেন। ততক্ষণে বীরমর্দন বলি ধনুকে আকর্ণ বিস্তার করে অনেক বাণ নিক্ষেপ করলেন ॥ ১০ ॥ দেবশত্রু সত্যবাদী বলি এইভাবে ইন্দ্রকে চূড়ান্ত অপদস্থ করলেন। তখন ইন্দ্র অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় ব্যথিত হলেন। তিনি বলির নিন্দাবাক্য সহ্য করতে পারলেন না ॥ ১১ ॥

[১]প্রা.পা.—পরাদধঃ। [২]প্রা.পা.—র্জয়াজয়ৌ। [৩]প্রা.পা.—তদিমং। [৪]প্রা.পা.—ন যে।
[৫]প্রা.পা.—সর্ব.। [৬]প্রাচীন বইতে 'শ্রীশুক উবাচ' নেই। [৭]প্রা.পা.—মানদঃ।

প্রাহরৎ[১] কুলিশং তস্মা অমোঘং[২] পরমর্দনঃ।
সয়ানো ন্যপতদ্ ভূমৌ ছিন্নপক্ষ ইবাচলঃ ॥ ১২
সখায়ং পতিতং দৃষ্ট্বা জম্ভো বলিসখঃ সুহৃৎ।
অভ্যয়াৎ সৌহৃদং সখ্যুর্হতস্যাপি সমাচরন্॥ ১৩
স সিংহবাহ আসাদ্য গদামুদ্যম্য রংহসা।
জত্রাবতাড়য়চ্ছক্রং গজং চ সুমহাবলঃ[৩]॥ ১৪
গদাপ্রহরব্যথিতো ভৃশং বিহ্বলিতো গজঃ।
জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বা কশ্মলং[৪] পরমং যযৌ॥ ১৫
ততো রথো মাতলিনা হরিভির্দশশতৈর্বৃতঃ।
আনীতো দ্বিপমুৎসৃজ্য রথমারুরুহে বিভুঃ॥ ১৬
তস্য তৎ পূজয়ন্ কর্ম যন্তুর্দানবসত্তমঃ।
শূলেন জ্বলতা তং তু স্ময়মানোহহনন্মৃধে॥ ১৭
সেহে রুজং সুদুর্মর্ষাং সত্ত্বমালম্ব্য মাতলিঃ।
ইন্দ্রো জম্ভস্য সংক্রুদ্ধো বজ্রেণাপাহরচ্ছিরঃ॥ ১৮
জম্ভং শ্রুত্বা হতং তস্য জ্ঞাতয়ো নারদাদৃষেঃ।
নমুচিশ্চ[৫] বলঃ পাকস্তত্রাপেতুস্ত্বরান্বিতাঃ[৬]॥ ১৯
বচোভিঃ পরুষৈরিন্দ্রমর্দয়ন্তোহস্য মর্মসু।
শরৈরবাকিরন্ মেঘা ধারাভিরিব পর্বতম্॥ ২০
হরীন্দশশতান্যাজৌ হর্যশ্বস্য বলঃ শরৈঃ।
তাবদ্ভিরর্দয়ামাস যুগপল্লঘুহস্তবান্॥ ২১
শতাভ্যাং মাতলিং পাকো রথং সাবয়বং পৃথক্।
সকৃৎ সন্ধানমোক্ষেণ তদদ্ভুতমভূদ্ রণে॥ ২২
নমুচিঃ পঞ্চদশভিঃ স্বর্ণপুঙ্খৈর্মহেষুভিঃ।
আহত্য ব্যনদৎসংখ্যে সতোয় ইব তোয়দঃ॥ ২৩
সর্বতঃ শরকূটেন শক্রং সরথসারথিম্।
ছাদয়ামাসুরসুরাঃ প্রাবৃট্সূর্যমিবাম্বুদাঃ॥ ২৪
অলক্ষয়ন্তস্তমতীব বিহ্বলা
বিচুক্রুশুর্দেবগণাঃ সহানুগাঃ।
অনায়কাঃ শত্রুবলেন নির্জিতা
বণিক্পথা ভিন্ননবো যথার্ণবে[৭]॥ ২৫

শত্রুহন্তা দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর অব্যর্থ বজ্র বলির প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তার আঘাতে বলিরাজ ছিন্নপক্ষ পর্বতের মতো নিজ রথের সঙ্গে ভূমিতে পতিত হলেন॥ ১২ ॥ বলির এক হিতৈষী বন্ধু জম্ভাসুর বলিকে পতিত হতে দেখে (বন্ধুর প্রতি) সৌহার্দ্য প্রকাশ করে প্রতিশোধ নেবার জন্য ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হল॥ ১৩ ॥ সে সিংহারূঢ় হয়ে ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হয়ে তীব্রবেগে গদা দিয়ে ইন্দ্রের স্কন্ধদেশে আঘাত করল এবং সেই সঙ্গে ঐরাবতকেও গদা দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল॥ ১৪ ॥ গদার আঘাতে ঐরাবত অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে হাঁটু মাটিতে দিয়ে বসে পড়ে মূর্ছিত হয়ে গেল॥ ১৫ ॥ সেই সময় ইন্দ্রের সারথি মাতলি সহস্র অশ্বযুক্ত রথ নিয়ে এলেন এবং শক্তিশালী ইন্দ্র ঐরাবতকে পরিত্যাগ করে সেই রথে আরোহণ করলেন॥ ১৬ ॥ দানবশ্রেষ্ঠ জম্ভাসুর রণভূমিতে মাতলির নিপুণতার প্রশংসা করলেন এবং সহাস্যে প্রজ্বলিত ত্রিশূল দ্বারা তাঁকে আঘাত করলেন॥ ১৭ ॥ মাতলি সেই দুঃসহ আঘাত ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করলেন। তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্র দ্বারা জম্ভাসুরের মস্তক ছেদন করলেন॥ ১৮ ॥

দেবর্ষি নারদের মুখে জম্ভাসুরের মৃত্যু সংবাদ শুনে তার ভাই ও বন্ধু নমুচি, বল ও পাক প্রভৃতি জ্ঞাতিরা দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল॥ ১৯ ॥ তারা কটু ও মর্মস্পর্শী ভাষায় ইন্দ্রকে নানাভাবে নিন্দা করল এবং মেঘ যেমন পর্বতের উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত করে সেইভাবে তারা ইন্দ্রকে বাণের দ্বারা আচ্ছন্ন করল॥ ২০ ॥ বল নামক অসুর ক্ষিপ্রহস্তে একসঙ্গে এক হাজার বাণ নিক্ষেপ করে ইন্দ্রের এক হাজার ঘোড়াকে আঘাত করল॥ ২১ ॥ পাক নামক অসুর এক শত বাণদ্বারা মাতলিকে আর একশত বাণদ্বারা রথের সমস্ত অঙ্গকে বিদ্ধ করল। রণভূমিতে এক সঙ্গে শত শত বাণ যোজনা ও নিক্ষেপ এক অদ্ভুত ঘটনা॥ ২২ ॥ নমুচি সুবর্ণময় ফলকবিশিষ্ট পনেরোটি বাণদ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করল এবং রণভূমিতে জলভরা মেঘের মতো গর্জন করতে লাগল॥ ২৩ ॥ বর্ষাকালে মেঘ যেমন সূর্যকে আচ্ছাদিত করে অসুররা তদ্রূপ ইন্দ্র এবং তাঁর রথ ও সারথিকে চতুর্দিকে বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করল॥ ২৪ ॥ ইন্দ্রকে না দেখতে পেয়ে দেবতা ও দেবানুচরেরা অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে হাহাকার

[১]প্রা.পা.—হনৎ। [২]প্রা.পা.—ঘমরিমর্দনম্। [৩]প্রা.পা.—বলম্। [৪]প্রা.পা.—লং চ পরং যযৌ।
[৫]প্রা.পা.—মুচিঃ সবলঃ। [৬]প্রা.পা.—পেতুশ্চ রোষিতাঃ। [৭]প্রা.পা.—মহার্ণবে।

ততস্তুরাষাড়িষুবদ্ধপঞ্জরাদ্
বিনির্গতঃ সাশ্বরথধ্বজাগ্রণীঃ।
বভৌ দিশঃ খং পৃথিবীং চ রোচয়ন্
স্বতেজসা সূর্য ইব ক্ষপাত্যয়ে।। ২৬

নিরীক্ষ্য পৃতনাং দেবঃ পরৈরভ্যর্দিতাং রণে।
উদয়চ্ছদ্ রিপুং হন্তুং বজ্রং বজ্রধরো রুষা।। ২৭

স তেনৈবাষ্টধারেণ শিরসী বলপাকয়োঃ।
জ্ঞাতীনাং পশ্যতাং রাজঞ্জহার জনয়ন্ ভয়ম্।। ২৮

নমুচিস্তদ্বধং দৃষ্ট্বা শোকামর্ষরুষান্বিতঃ।
জিঘাংসুরিন্দ্রং নৃপতে চকার পরমোদ্যমম্।। ২৯

প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো হতোঽসীতি বিতর্জয়ন্।
প্রাহিণোদ্ দেবরাজায় নিনদন্[১] মৃগরাড়িব।। ৩০

তদাপতদ্ গগনতলে মহাজবং
বিচিচ্ছিদে হরিরিষুভিঃ সহস্রধা।
তমাহনন্নৃপ কুলিশেন কন্ধরে
রুষান্বিতস্ত্রিদশপতিঃ শিরো হরন্।। ৩১

ন তস্য হি ত্বচমপি বজ্র ঊর্জিতো
বিভেদ যঃ সুরপতিনৌজসেরিতঃ।
তদদ্ভুতং পরমতিবীর্যবৃত্রভিৎ
তিরস্কৃতো নমুচিশিরোধরত্বচা।। ৩২

তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেচ্ছত্রোর্বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ।
কিমিদং দৈবযোগেন ভূতং লোকবিমোহনম্[২]।। ৩৩

যেন মে পূর্বমদ্রীণাং পক্ষচ্ছেদঃ প্রজাত্যয়ে[৩]।
কৃতো নিবিশতাং[৪] ভারৈঃ পতত্রৈঃ পততাং ভুবি।। ৩৪

তপঃসারময়ং ত্বাষ্ট্রং বৃত্রো যেন বিপাটিতঃ।
অন্যে চাপি[৫] বলোপেতাঃ সর্বাস্ত্রৈরক্ষতত্বচঃ।। ৩৫

করতে লাগলেন। একে তো শত্রুরা তাঁদের পরাজিত করেছে তদুপরি সেনাপতিও নেই। সেইসময় দেবতাদের অবস্থা মাঝসমুদ্রে নৌকাডুবির ফলে আশ্রয়হীন ব্যবসায়ীদের মতো হয়ে পড়ল।। ২৫ ।। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবরাজ ইন্দ্র অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথির সঙ্গে শরপিঞ্জর থেকে নির্গত হলেন। প্রাতঃকালের সূর্যের কিরণে চতুর্দিকের আকাশ ও পৃথিবী যেমন আলোকিত হয় সেইরকম ইন্দ্রের তেজে সমস্ত দিক উদ্ভাসিত হল।। ২৬ ।। বজ্রধারী ইন্দ্র দেখলেন যে, শত্রুরা দেবসৈন্যদের বিধ্বস্ত করেছে। তখন তিনি ক্রোধবশে শত্রুদের বিনাশ করার জন্য বজ্র নিয়ে আক্রমণ করলেন।। ২৭ ।। হে রাজন্! সেই অষ্টধারযুক্ত বজ্রটি দৈত্যের ভাইবন্ধুদের ভয়ভীত করে বল ও পাকের মস্তক ছেদন করল।। ২৮ ।। হে রাজন্! নিজ ভ্রাতাদের মৃত অবস্থায় দেখে নমুচির খুব দুঃখ হল। তখন ক্রুদ্ধ নমুচি শোকে বিহ্বল হয়ে যে কোনো প্রকারে ইন্দ্রকে বধের জন্যে প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগল।। ২৯ ।। 'ইন্দ্র, এখন তুমি আর রক্ষা পাবে না'—এই বলে সে সিংহনাদ করে ত্রিশূল হস্তে ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করল এবং পাথরের মতো কঠিন ও সোনার অলংকারে সজ্জিত ত্রিশূল ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করল।। ৩০ ।। হে রাজন্! ইন্দ্র দেখলেন ত্রিশূল তীব্রবেগে তাঁর দিকে আসছে, তিনি বাণদ্বারা অন্তরীক্ষেই সেই ত্রিশূলকে সহস্রভাগে খণ্ডিত করে নমুচির মস্তক-ছেদনের জন্য তাঁর প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করলেন।। ৩১ ।। যদিও ইন্দ্র তীব্র বেগে বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন কিন্তু সেই বজ্র মহাপরাক্রমী নমুচির চর্ম পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারল না। অতীব আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, যে বজ্র বৃত্রাসুরের দেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিল সেই বজ্র নমুচির গলাকে ভেদ করতে না পেরে উপহাসিত হল।। ৩২ ।। যখন বজ্র নমুচির কোনো ক্ষতিই করতে পারল না তখন ইন্দ্র ভীত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, 'দৈবযোগে বিশ্ববাসীর মনে সংশয় উদ্রেককারী এই অদ্ভুত ঘটনা কী করে ঘটল।। ৩৩ ।। পুরাকালে পর্বতেরা পক্ষের সাহায্যে উড়ে বেড়াত আর প্রচণ্ড ভারের জন্য পৃথিবীতে পড়ে অনেক লোকের বিনাশ ঘটাত ; সেইজন্য এই বজ্র দিয়ে তাদের পক্ষচ্ছেদ করেছিলাম।। ৩৪ ।। ত্বষ্টার তপস্যার সারভূত বৃত্রাসুরকে আমি এই বজ্র দিয়ে হত্যা করেছি। অনেক বলশালী দৈত্যদের যাদের দেহে কোনো প্রকার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আঘাত

[১]প্রা.পা.—বিন.। [২]প্রা.পা.—হকৃৎ। [৩]প্রা.পা.—জাক্ষয়ে। [৪]প্রা.পা.—বি.। [৫]প্রা.পা.—চাতিবলো.।

সোঽয়ং প্রতিহতো বজ্রো ময়া মুক্তোঽসুরেঽল্পকে।
নাহং তদাদদে দণ্ডং[১] ব্রহ্মতেজোঽপ্যকারণম্ ॥ ৩৬

ইতি শক্রং বিষীদন্তমাহ বাগশরীরিণী।
নায়ং শুষ্কৈরথো নার্দ্রৈর্বধমর্হতি দানবঃ ॥ ৩৭

ময়াস্মৈ যদ্ বরো দত্তো মৃত্যুর্নৈবার্দ্রশুষ্কয়োঃ।
অতোঽন্যশ্চিন্তনীয়স্তে উপায়ো মঘবন্ রিপোঃ ॥ ৩৮

তাং দৈবীং গিরমাকর্ণ্য মঘবান্ সুসমাহিতঃ।
ধ্যায়ন্ ফেনমথাপশ্যদুপায়মুভয়াত্মকম্ ॥ ৩৯

ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ জহার নমুচেঃ শিরঃ।
তং তুষ্টুবুর্মুনিগণা মাল্যৈশ্চাবাকিরন্বিভুম্[২] ॥ ৪০

গন্ধর্বমুখ্যৌ জগতুর্বিশ্বাবসুপরাবসূ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নর্তক্যো ননৃতুর্মুদা ॥ ৪১

অন্যেঽপ্যেবং প্রতিদ্বন্দ্বান্বায়্বগ্নিবরুণাদয়ঃ।
সূদয়ামাসুরস্ত্রৌঘৈর্মৃগান্‌কেসরিণো যথা ॥ ৪২

ব্রহ্মণা প্রেষিতো দেবান্দেবর্ষির্নারদো নৃপ।
বারয়ামাস বিবুধান্দৃষ্ট্বা দানবসংক্ষয়ম্ ॥ ৪৩

নারদ উবাচ

ভবদ্ভিরমৃতং প্রাপ্তং নারায়ণভুজাশ্রয়ৈঃ।
শ্রিয়া সমেধিতাঃ সর্ব উপারমত বিগ্রহাৎ ॥ ৪৪

শ্রীশুক উবাচ

সংযম্য মন্যুসংরম্ভং মানয়ন্তো মুনের্বচঃ।
উপগীয়মানানুচরৈর্যযুঃ সর্বে ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪৫

যেঽবশিষ্টা রণে তস্মিন্ নারদানুমতেন তে।
বলিং বিপন্নমাদায় অস্তং গিরিমুপাগমন্ ॥ ৪৬

করা যেত না, তারাও এই বজ্রদ্বারা নিহত হয়েছে॥ ৩৫ ॥ আমি সেই বজ্র প্রয়োগ করা সত্ত্বেও এই সামান্য অসুরকে তা বধ করতে পারল না। এখন আর একে আমি গ্রহণ করতে পারি না। এটি ব্রহ্মতেজে তৈরি হলে কী হবে এখন এ একটি লগুড়ের মতো নিস্তেজ হয়ে গেছে' ॥ ৩৬ ॥ এইভাবে ইন্দ্র বিষাদগ্রস্ত হলে, সেইসময় আকাশবাণী হল—"এই দৈত্য কোনোরকম শুষ্ক বা আর্দ্র অস্ত্রে বধ্য নয়॥ ৩৭ ॥ কারণ আমি তাকে বর দিয়েছি 'শুষ্ক বা সিক্ত অস্ত্রে তোমার মৃত্যু হবে না।' সুতরাং হে ইন্দ্র ! এই শত্রুকে বধ করার জন্য অন্য কোনো উপায়ের কথা চিন্তা করো॥ ৩৮ ॥ সেই আকাশবাণী শুনে ইন্দ্র মনোযোগ সহকারে চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করতে করতে ভাবলেন সমুদ্রের ফেণ তো শুষ্ক আবার আর্দ্রও॥ ৩৯ ॥ সুতরাং তাকে শুষ্কও বলা যায় না আবার সিক্তও বলা যায় না। অনন্তর ইন্দ্র সেই সমুদ্রের ফেনা দিয়ে নমুচির মস্তকচ্ছেদন করলেন। সেইসময় শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিরা ভগবান ইন্দ্রের উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন ও তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৪০ ॥ বিশ্বাবসু ও পরাবসু এই দুজন শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব গান করতে লাগলেন, দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল এবং নর্তকীরা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন॥ ৪১ ॥ এইভাবে বায়ু, অগ্নি ও বরুণ দেবতা নিজেদের অস্ত্র দিয়ে শত্রুদের বধ করতে লাগলেন, যেমনভাবে সিংহ হরিণকে বধ করে॥ ৪২ ॥ হে রাজন্ ! ভগবান ব্রহ্মা দেখলেন যে, দৈত্যরা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হতে চলেছে ; তখন তিনি নারদকে দেবতাদের কাছে পাঠালেন এবং নারদ সেখানে গিয়ে দেবতাদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন॥ ৪৩ ॥

নারদ বললেন—হে দেবগণ ! আপনারা নারায়ণের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে অমৃত লাভ করেছেন আর লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, সুতরাং আপনারা যুদ্ধ বন্ধ করুন॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—দেবতারা দেবর্ষি নারদের কথা মান্য করে ক্রোধ সম্বরণ করলেন ও স্বর্গে চলে গেলেন। তখন দেবতাদের অনুচরেরা তাঁদের যশোগান করতে লাগলেন॥ ৪৫ ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে অবশিষ্ট জীবিত দানবেরা নারদের অনুমতি অনুসারে বজ্রাহত বলিকে নিয়ে অস্তাচল পর্বতে চলে গেল॥ ৪৬ ॥ সেখানে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য

[১]প্রা.পা.—বজ্রং। [২]প্রা.পা.—মাল্যৈরবাকির.।

তত্রাবিনষ্টাবয়বান্ বিদ্যমানশিরোধরান্।
উশনা জীবয়ামাস সংজীবিন্যা স্ববিদ্যয়া ॥ ৪৭

নিজের সঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা, যুদ্ধে যে সকল অসুরের হস্তপদাদি মস্তক ছিন্ন হয়নি তাদের পুনর্জীবন দান করলেন॥ ৪৭ ॥ শুক্রাচার্যের স্পর্শে বলির সকল ইন্দ্রিয়ের চেতনা এবং স্মৃতিশক্তি ফিরে এল। লোকব্যবহারনিপুণ বলি জানতেন যে, সংসারে জন্ম-মৃত্যু, জয়-পরাজয় ইত্যাদি হয়েই থাকে। অতএব সেইজন্য তিনি পরাজিত হয়েও বিষণ্ণ হলনি॥ ৪৮ ॥

বলিশ্চোশনসা স্পৃষ্টঃ প্রত্যাপন্নেন্দ্রিয়স্মৃতিঃ।
পরাজিতোঽপি নাখিদ্যল্লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুরসংগ্রামে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১ ॥

শ্রীমম্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুর সংগ্রামে একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

মোহিনীরূপ দর্শনে মহাদেবের মোহপ্রাপ্তি

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

বৃষধ্বজো নিশম্যেদং যোষিদ্রূপেণ দানবান্।
মোহয়িত্বা সুরগণান্ হরিঃ সোমমপায়য়ৎ॥ ১
বৃষমারুহ্য গিরিশঃ সর্বভূতগণৈর্বৃতঃ।
সহ দেব্যা যযৌ যত্রাস্তে মধুসূদনঃ॥ ২
সভাজিতো ভগবতা সাদরং সোময়া ভবঃ।
সূপবিষ্ট উবাচেদং প্রতিপূজ্য[১] স্ময়ন্ হরিম্॥ ৩

শ্রীমহাদেব [২]উবাচ

দেবদেব জগদ্ব্যাপিঞ্জগদীশ জগন্ময়।
সর্বেষামপি[৩] ভাবানাং ত্বমাত্মা হেতুরীশ্বরঃ॥ ৪
আদ্যন্তাবস্য যন্মধ্যমিদমন্যদহং বহিঃ।
যতোঽব্যয়স্য নৈতানি তৎ সত্যং ব্রহ্ম চিদ্ ভবান্॥ ৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! যখন মহাদেব শুনলেন যে, শ্রীহরি নারীর রূপ ধারণ করে অসুরদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছেন, তখন তিনি সতীদেবীর সঙ্গে বৃষারূঢ় হয়ে ভূতগণকে নিয়ে মধুসূদনের নিবাসে এসে উপস্থিত হলেন॥ ১-২ ॥ ভগবান শ্রীহরি মহাদেব ও সতীদেবীকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরাও সুখাসনে উপবিষ্ট হয়ে সহাস্যে ভগবানের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বললেন॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব বললেন—হে দেবতাগণের আরাধ্যদেব ! বিশ্বব্যাপিন, জগদীশ্বর, জগৎস্বরূপ ! আপনি সকল বিষয়ের কারণ, ঈশ্বর ও আত্মাও আপনিই॥ ৪ ॥ এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য আপনার থেকেই হয়ে থাকে, কিন্তু আপনি অব্যয় ও আদিমধ্যান্তরহিত। আপনার অবিনশ্বর স্বরূপে দ্রষ্টা, দৃশ্য, ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদভাব নেই। বস্তুত আপনি সত্য ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম॥ ৫ ॥ নিষ্কাম, কল্যাণকামী

---

[১]প্রা.পা.—প্রতিগৃহ্য। [২]প্রাচীন বইতে 'শ্রীমহাদেব উবাচ' এই পাঠটি নেই। [৩]প্রা.পা.—মসি ভূতানাং ত্ব.।

তবৈব চরণাম্ভোজং শ্রেয়স্কামা নিরাশিষঃ।
বিসৃজ্যোভয়তঃ সঙ্গং মুনয়ঃ সমুপাসতে॥ ৬

ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং বিগুণং বিশোক-
মানন্দমাত্রমবিকারমনন্যদন্যৎ[১]।
বিশ্বস্য হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মাত্মেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ॥ ৭

একস্ত্বমেব সদসদ্ দ্বয়মদ্বয়ং চ
স্বর্ণ কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ।
অজ্ঞানতস্ত্বয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পো
যস্মাদ্ গুণৈর্ব্যতিকরো নিরুপাধিকস্য॥ ৮

ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবয়স্ত্যুত ধর্মমেকে
একে পরং সদসতোঃ পুরুষং পরেশম্।
অন্যেঽবয়ন্তি নবশক্তিযুতং পরং ত্বাং
কেচিন্মহাপুরুষমব্যয়মাত্মতন্ত্রম্॥ ৯

নাহং পরায়ুর্ঋষয়ো ন মরীচিমুখ্যা[২]
জানন্তি যদ্বিরচিতং খলু সত্ত্বসর্গাঃ।
যন্মায়য়া মুষিতচেতস ঈশ দৈত্য-
মর্ত্যাদয়ঃ কিমুত শশ্বদভদ্রবৃত্তাঃ॥ ১০

স ত্বং সমীহিতমদঃ স্থিতিজন্মনাশং
ভূতেহিতং চ জগতো ভববন্ধমোক্ষৌ
বায়ুর্যথা বিশতি খং চ চরাচরাখ্যং
সর্বং তদাত্মকতয়াবগমোঽবরুন্তসে॥ ১১

সাধুরা ইহলোক ও পরলোকের আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ত্যাগ করে শুধুমাত্র আপনার শ্রীচরণেরই আরাধনা করে থাকেন॥ ৬ ॥ আপনি অমৃতস্বরূপ, গুণাতীত, কোনো শোক আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। আপনি পূর্ণ ব্রহ্ম, আনন্দস্বরূপ, নির্বিকার। আপনি ব্যতীত কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই, কিন্তু আপনি সকলের থেকে পৃথক। আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, জীবসমূহের শুভাশুভ কর্মফলদাতা। জীবসকল ফলাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় তাদের সঙ্গে তুলনাত্মকভাবে আপনাকে এরূপ বলা হয়, বাস্তবিকপক্ষে আপনি নিরপেক্ষ॥ ৭ ॥ হে প্রভু ! কার্য-কারণ, দ্বৈতাদ্বৈত—যা কিছু সব আপনিই, যেমন সোনা দিয়ে তৈরি অলংকার আর সোনার মধ্যে কোনো প্রভেদ হয় না—উভয়ই সোনা, একই বস্তু। লোকেরা অজ্ঞতাবশত আপনার স্বরূপকে জানতে না পেরে আপনার মধ্যে ভেদ কল্পনা করে নানাপ্রকার বিকল্পের সৃষ্টি করেছে। এই কারণেই আপনি নিরুপাধিক হওয়া সত্ত্বেও গুণদ্বারা আপনার মধ্যে ভেদ প্রতীত হয়॥ ৮ ॥ হে প্রভু ! কেউ কেউ (বৈদান্তিকগণ) আপনাকে ব্রহ্ম বলে মনে করেন আবার কেউ কেউ (মীমাংসকগণ) আপনাকে ধর্ম বলে বর্ণনা করেন। এইরূপে কেউ (সাংখ্যশাস্ত্রবিদ্‌গণ) আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষের পরবর্তী পরমেশ্বর বলেন, অন্যেরা (পঞ্চরাত্রবেত্তগণ) আপনাকে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা—এই নবশক্তিযুক্ত পরমপুরুষ বলেন, আবার কেউ কেউ (পাতঞ্জলশাস্ত্রবেত্তারা) আপনাকে ক্লেশ-কর্ম ইত্যাদির বন্ধন থেকে মুক্ত, পূর্বপুরুষের পূর্বপুরুষ, অব্যয়, স্বতন্ত্র মহাপুরুষ বলে মনে করেন॥ ৯ ॥ হে প্রভু ! আমি (শিব), ব্রহ্মা এবং সত্ত্বগুণসৃষ্ট মরীচি প্রমুখ ঋষিগণই যখন আপনার সৃষ্টির রহস্য জানতে পারি না, তখন আপনাকে কী করে জানা যাবে ? যারা আপনার মায়ার বশীভূত সেই সকল রজোগুণী ও তমোগুণী অসুর ও মানুষ (জীবেরা) আপনাকে কী করেই বা জানবে ? ॥ ১০ ॥ হে প্রভু ! আপনি বিশ্বব্যাপী আত্মা এবং জ্ঞানস্বরূপ। আপনি বায়ুর মতো আকাশে অদৃশ্য থেকেও বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছেন। এই জগতের জন্ম-স্থিতি-নাশ, জীবদের কার্যকলাপ, সংসারের বন্ধন ও মোক্ষ—এই সমস্তই আপনি অবগত আছেন॥ ১১ ॥ হে

[১]প্রা.পা.—মনন্তমনাৎ। [২]প্রা.পা.—মিশ্রা।

অবতারা ময়া দৃষ্টা রমমাণস্য তে গুণৈঃ।
সোঽহং তদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি যৎ তে যোষিদ্বপুর্ধৃতম্।। ১২
যেন সম্মোহিতা দৈত্যাঃ পায়িতাশ্চামৃতং সুরাঃ।
তদ্ দিদৃক্ষব আয়াতাঃ পরং কৌতূহলং হি নঃ ।। ১৩

শ্রীশুক [১]উবাচ

এবমভ্যর্থিতো বিষ্ণুর্ভগবান্ শূলপাণিনা।
প্রহস্য ভাবগম্ভীরং গিরিশং প্রত্যভাষত।। ১৪

শ্রীভগবানুবাচ [২]

কৌতূহলায় দৈত্যানাং যোষিদ্বেষো ময়া কৃতঃ[৩]।
পশ্যতা সুরকার্যাণি গতে পীযূষভাজনে।। ১৫
তত্তেঽহং দর্শয়িষ্যামি দিদৃক্ষোঃ সুরসত্তম।
কামিনাং বহু মন্তব্যং সঙ্কল্পপ্রভবোদয়ম্।। ১৬

শ্রীশুক [৪]উবাচ

ইতি ব্রুবাণো ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সর্বতশ্চারয়ংশ্চক্ষুর্ভব আস্তে সহোময়া।। ১৭

ততো দদর্শোপবনে বরস্ত্রিয়ং
বিচিত্রপুষ্পারুণপল্লবদ্রুমে।
বিক্রীড়তীং কন্দুকলীলয়া লসদ্
দুকূলপর্যস্তনিতম্বমেখলাম্।। ১৮

আবর্তনোদ্বর্তনকম্পিতস্তন-
প্রকৃষ্টহারোরুভরৈঃ পদে পদে।
প্রভজ্যমানামিব মধ্যতশ্চলৎ-
পদপ্রবালং নয়তীং ততস্ততঃ।। ১৯

দিক্ষু ভ্রমৎ কন্দুকচাপলৈর্ভৃশং
প্রোদ্বিগ্নতারায়তলোললোচনাম্।
স্বকর্ণবিভ্রাজিতকুণ্ডলোল্লসৎ-
কপোলনীলালকমণ্ডিতাননাম্।। ২০

প্রভু ! আপনি যখন গুণাদিকে স্বীকার করে লীলা করার জন্য অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন তখন আমি আপনার সেই রূপ দর্শন করেছি। এখন আমি আপনার সেই অবতার রূপ দর্শন করতে ইচ্ছুক, যাতে আপনি নারীরূপ ধারণ করেছিলেন।। ১২ ।। যে রূপদ্বারা আপনি দৈত্যদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছেন আপনার সেই রূপ দর্শন করার জন্যে আমরা এসেছি। সেই রূপ দর্শনের জন্য আমাদের কৌতূহল হচ্ছে।। ১৩ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—যখন ভগবান শংকর বিষ্ণু-ভগবানকে এইভাবে প্রার্থনা জানালেন তখন ভগবান বিষ্ণু হেসে গম্ভীরভাবে ভগবান শংকরকে বললেন।। ১৪ ।।

শ্রীবিষ্ণু ভগবান বললেন—হে শংকর ! সেই সময়ে অমৃত কুম্ভ দৈত্যদের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল। অতএব দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য এবং দৈত্যদের মন সম্মোহিত করে অন্য দিকে আকর্ষণ করার জন্য আমি ওই নারীরূপ ধারণ করেছিলাম।। ১৫ ।। হে দেবশিরোমণি ! আপনি যখন দেখতে ইচ্ছুক তখন আপনাকে সেইরূপ আমি দর্শন করাব। কিন্তু এই রূপ তো কামুকদের প্রিয়, কারণ এই রূপ কামকেই উদ্দীপিত করে।। ১৬ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন, এই কথা বলতে বলতেই ভগবান বিষ্ণু অন্তর্হিত হয়ে গেলেন এবং ভগবান শংকর সতীদেবীর সঙ্গে চতুর্দিকে চক্ষুচালনা করে দেখতে লাগলেন।। ১৭ ।। এর মধ্যেই তাঁরা সম্মুখে খুব সুন্দর একটা উপবন দেখতে পেলেন। সেই উপবনে অনেক বৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষে নানারকম ফুল ফুটেছে ও লাল লাল পাতায় গাছ ভরে আছে। সেখানে একজন সুন্দরী নারী হাতে বল নিয়ে লোফালুফি খেলছেন। তিনি খুব সুন্দর শাড়ি পরে আছেন এবং তাঁর কটিদেশে চন্দ্রহার শোভা পাচ্ছে।। ১৮ ।। কন্দুক উৎক্ষেপণ ও ধারণ করার জন্য তাঁর স্তন ও তার উপরের হার কম্পিত হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন, স্তন ও উরুর ভারে তাঁর ক্ষীণ কটিদেশ প্রতি পদক্ষেপেই ভেঙে পড়ছে। তিনি লাল লাল পাতার মতো চরণে ইতস্তত ভ্রমণ করছিলেন।। ১৯ ।। কন্দুক এদিক-ওদিক চলে গেলে তিনি লাফিয়ে উঠে সেই কন্দুককে বাধা দিচ্ছিলেন। তার জন্যে তাঁর আয়ত চক্ষুর চঞ্চল তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল। কর্ণের কুণ্ডলের আভা মুখের উপর পড়ছে এবং তাঁর কুঞ্চিত কেশ মুখের উপর এসে পড়ে মুখের শোভাকে আরও বাড়িয়ে

[১]প্রাচীন বইতে 'শ্রীশুক উবাচ' নেই। [২]প্রাচীন বইতে 'শ্রীভগবানুবাচ' নেই। [৩]প্রা.পা.—ধৃতঃ।
[৪]প্রা.পা.—ঋষিরুবাচ।

শ্লথদ্ দুকূলং কবরীং চ বিচ্যুতাং
সন্নহ্যতীং বামকরেণ বল্গুনা।
বিনিঘ্নতীমন্যকরেণ কন্দুকনং
বিমোহয়ন্তীং জগদাত্মমায়য়া॥ ২১

তাং বীক্ষ্য দেব ইতি কন্দুকলীলয়েষদ্
ব্রীড়াস্ফুটস্মিতবিসৃষ্টকটাক্ষমুষ্টঃ।
স্ত্রীপ্রেক্ষণপ্রতিসমীক্ষণবিহ্বলাত্মা
নাত্মানমন্তিক উমাং স্বগণাংশ্চ বেদ॥ ২২

তস্যা করাগ্রাৎ স তু কন্দুকো যদা।
গতো বিদূরং তমনুব্রজৎ স্ত্রিয়াঃ।
বাসঃ সসূত্রং লঘু মারুতোঽহরদ্।
ভবস্য দেবস্য কিলানুপশ্যতঃ॥ ২৩

এবং তাং রুচিরাপাঙ্গীং দর্শনীয়াং মনোরমাম্।
দৃষ্ট্বা তস্যাং মনশ্চক্রে বিষজ্জন্ত্যাং ভবঃ কিল॥ ২৪

তয়াপহৃতবিজ্ঞানস্তৎকৃতস্মরবিহ্বলঃ[১]।
ভবান্যা অপি পশ্যন্ত্যা গতহ্রীস্তৎ পদং যযৌ॥ ২৫

সা তমায়ান্তমালোক্য বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্।
নিলীয়মানা বৃক্ষেষু হসন্তী নাম্বতিষ্ঠত॥ ২৬

তামন্বগচ্ছদ্ ভগবান্ ভবঃ প্রমুষিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামস্য চ বশং নীতঃ করেণুমিব যূথপঃ॥ ২৭

সোঽনুব্রজ্যাতিবেগেন গৃহীত্বানিচ্ছতীং স্ত্রিয়ম্।
কেশবন্ধ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষস্বজে॥ ২৮

সোপগূঢ়া ভগবতা করিণা করিণী যথা।
ইতস্ততঃ প্রসর্পন্তী বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা॥ ২৯

আত্মানং মোচয়িত্বাঙ্গ সুরর্ষভভুজান্তরাৎ।
প্রাদ্রবৎসা পৃথুশ্রোণী মায়া দেববিনির্মিতা॥ ৩০

তস্যাসৌ পদবীং রুদ্রো বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মণঃ।
প্রত্যপদ্যত কামেন বৈরিণেব বিনির্জিতঃ॥ ৩১

তুলেছে॥ ২০ ॥ সুন্দর বাম হাত দিয়ে বিধ্বস্ত বসন ও শিথিল বেণীকে সংযত করে এবং ডান হাত দিয়ে কন্দুককে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে সেই নারী সমস্ত বিশ্বকে স্বমায়ায় মোহিত করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ কন্দুক খেলতে খেলতে তিনি স্মিতহাস্যে মহাদেবের দিকে বঙ্কিম নেত্রে দৃষ্টিপাত করলেন। মহাদেবের মন আর তাঁর বশীভূত রইল না। তিনি মোহিনীর কটাক্ষপাতে এতই বিহ্বল হয়ে পড়লেন যে, সমস্ত বিস্মৃত হয়ে তাঁর নিকটেই যে সতী ও অনুচরেরা উপস্থিত আছে সে কথাও বিস্মৃত হলেন॥ ২২ ॥ সহসা কন্দুকটি মোহিনীর হস্তচ্যুত হয়ে দূরে চলে গেলে মোহিনী তাকে ধরার জন্যে যখন ধাবিত হলেন সেইসময় ভগবান শংকরের সমক্ষেই বায়ু চন্দ্রহারের সঙ্গে তাঁর বস্ত্র উড়িয়ে নিয়ে গেল॥ ২৩ ॥ মোহিনীর প্রতিটি অঙ্গ মনোরম। একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। শুধুমাত্র চোখ নয়, মনও সেখানে বাঁধা পড়ে যায়। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ভগবান শংকর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাঁর মনে হল যে মোহিনীও তাঁর প্রতি আসক্তা হয়েছেন॥ ২৪ ॥ তিনি মহাদেবের বিবেককে বিবশ করে দিলেন। তাঁর হাবভাবে মহাদেবের মনে কামের ভাব জাগরিত হল। তিনি নির্লজ্জভাবে ভবানীর সামনেই মোহিনীর প্রতি ধাবিত হলেন॥ ২৫ ॥

মোহিনী পূর্বেই বিবস্ত্রা হয়েছিলেন। ভগবান শংকরকে তাঁর দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হাসতে হাসতে এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েও কোথাও স্থির থাকছিলেন না॥ ২৬ ॥ ভগবান শংকরের ইন্দ্রিয় আর স্ববশে থাকল না, তিনি কামুক হয়ে হস্তিনীর পশ্চাদ্ধাবমান হস্তীর ন্যায় মোহিনীর পশ্চাদ্ধাবিত হলেন॥ ২৭ ॥ তিনি তীব্র বেগে ধাবিত হয়ে মোহিনীর কেশাকর্ষণ করে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে পিছন থেকে দুহাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন॥ ২৮ ॥ যেমন হস্তী হস্তিনীকে আলিঙ্গন করে সেইরকম মহাদেবও মোহিনীকে আলিঙ্গন করলেন। মহাদেবের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য মোহিনী এদিক-ওদিক করতে লাগলেন, তাতে তাঁর কেশও এলিয়ে পড়ল॥ ২৯ ॥ বস্তুত তিনি তো বিষ্ণু ভগবানের সৃষ্ট মায়া। কোনোপ্রকারে সেই বিপুল-নিতম্বিনী মোহিনী নিজেকে মহাদেবের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে দ্রুত দৌড়তে লাগলেন॥ ৩০ ॥ শংকর ভগবানও সেই মোহিনী বেশধারী অদ্ভুতকর্মা বিষ্ণুর পশ্চাদ্ধাবিত হলেন। তাঁকে দেখে মনে হল মহাদেবের শত্রু কামদেব

[১]প্রা.পা.—স্বকৃত.।

তস্যানুধাবতো রেতশ্চস্কন্দামোঘরেতসঃ।
শুষ্মিণো যূথপস্যেব বাসিতামনু ধাবতঃ॥ ৩২

যত্র যত্রাপতন্মহ্যাং রেতস্তস্য মহাত্মনঃ।
তানি রূপ্যস্য হেম্নশ্চ ক্ষেত্রাণ্যাসন্মহীপতে॥ ৩৩

সরিৎ সরস্সু শৈলেষু বনেষূপবনেষু চ।
যত্র ক্ব চাসন্মৃষয়স্তত্র সন্নিহিতো হরঃ॥ ৩৪

স্কন্নে রেতসি সোঽপশ্যদাত্মানং দেবমায়য়া।
জড়ীকৃত[১] নৃপশ্রেষ্ঠ সন্যবর্তত কশ্মলাৎ॥ ৩৫

অথাবগতমাহাত্ম্য আত্মনো জগদাত্মনঃ।
অপরিজ্ঞেয়বীর্যস্য ন মেনে তদু হাদ্ভুতম্॥ ৩৬

তমবিক্লবমব্রীড়মালক্ষ্য[২] মধুসূদনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো বিভ্রৎস্বাং পৌরুষীং তনুম্॥ ৩৭

শ্রীভগবানুবাচ

দিষ্ট্যা ত্বং বিবুধশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠামাত্মনা স্থিতঃ[৩]।
যন্মে স্ত্রীরূপয়া স্বৈরং মোহিতোঽপ্যঙ্গ মায়য়া॥ ৩৮

কো নু মেঽতিতরেন্মায়াং বিষক্তস্ত্বদৃতে পুমান্।
তাংস্তান্বিসৃজতীং ভাবান্দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ॥ ৩৯

সেয়ং গুণময়ী মায়া ন ত্বামভিভবিষ্যতি।
ময়া সমেতা কালেন কালরূপেণ ভাগশঃ॥ ৪০

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা রাজন্ শ্রীবৎসাঙ্কেন সৎকৃতঃ।
আমন্ত্র্য তং পরিক্রম্য সগণঃ স্বালয়ং যযৌ॥ ৪১

তাঁকে পরাজিত করেছেন॥ ৩১ ॥ ঋতুমতী হস্তিনীর পশ্চাদ্ধাবমান মদোন্মত্ত হস্তীর মতোই তিনি মোহিনীর পশ্চাদ্ধাবিত হলেন। মহাদেবের বীর্যধারণের ক্ষমতা অসীম হওয়া সত্ত্বেও মোহিনীর মায়ায় তাঁর বীর্যপাত হয়ে গেল॥ ৩২ ॥ ভগবান শংকরের বীর্য পৃথিবীতে যেখানে যেখানে পড়েছিল সেখানেই সোনা ও রূপোর ক্ষেত্র তৈরি হল॥ ৩৩ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! নদী, সরোবর, পাহাড়, বন, উপবন এবং যে যে স্থানে ঋষিরা বাস করতেন মহাদেব সেইসব স্থানে মোহিনীকে অনুসরণ করছিলেন॥ ৩৪ ॥ হে মহারাজ ! বীর্যপাত হওয়ার পর তাঁর স্মৃতি ফিরে এল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভগবানের মায়া তাঁকে বিমোহিত করেছে। তখনই তিনি সেই কর্ম থেকে নিবৃত্ত হলেন॥ ৩৫ ॥ তখন তিনি জগতের আত্মস্বরূপ ভগবানের মহিমা বুঝে এই প্রসঙ্গকে আর আশ্চর্যজনক বলে মনে করলেন না। তিনি জানতেন যে ভগবানের শক্তি অপার, তাঁকে জানার ক্ষমতা কারো নেই॥ ৩৬ ॥ বিষ্ণু দেখলেন শংকর এর জন্যে বিষণ্ণ বা লজ্জিত হননি, তখন তিনি পুনরায় পুরুষ শরীর ধারণ করে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন ও প্রসন্ন হয়ে বললেন॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে দেবশিরোমণি ! আপনি আমার নারীরূপের মায়ায় মোহিত হয়েও আবার নিজের প্রকৃতি লাভ করে স্থির চিত্ত হয়েছেন, এ অতি আনন্দের কথা ! ॥ ৩৮ ॥ আমার অপার মায়া। এ নানাপ্রকার হাবভাব দিয়ে এমন মোহজাল সৃষ্টি করে যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কোনোভাবেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। আপনি ব্যতীত আর কে আছে যে, একবার আমার মায়ার বশীভূত হয়ে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে ? ॥ ৩৯ ॥ যদিও আমার এই মায়া অনেক মহান ব্যক্তিকেও মোহিত করে দেয়, তবু এ আর কখনো আপনাকে অভিভূত করবে না। সৃষ্টির জন্য যে কাল প্রকৃতিকে সত্ত্বাদি গুণে বিভক্ত করে, সে আমারই রূপ অর্থাৎ আমিই সেই কাল ; সুতরাং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে রজোগুণের সৃষ্টি করতে পারে না॥ ৪০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! এইভাবে শ্রীবৎসাঙ্ক (শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত) ভগবান বিষ্ণু শংকরকে অভ্যর্থনা করলেন। তখন শংকর বিষ্ণুর নিকট বিদায় নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রমথদের সঙ্গে নিজ ধামে চলে

[১]প্রা.পা.—জড়ীকৃতো। [২]প্রা.পা.—মালোক্য। [৩]প্রা.পা.—মাত্মনি।

আত্মাংশভূতাং[১] তাং মায়াং ভবানীং ভগবান্‌ভবঃ।
শংসতামৃষিমুখ্যানাং প্রীত্যাহচষ্টাথ[২] ভারত॥ ৪২

অপি ব্যপশ্যস্ত্বমজস্য মায়াং
পরস্য পুংস পরদেবতায়াঃ।
অহং কলানামৃষভো বিমুহ্যে
যয়াবশোঽহন্যে[৩] কিমতাস্বতন্ত্রাঃ॥ ৪৩

য[৪] মামপৃচ্ছস্ত্বমুপেত্য যোগাৎ[৫]
সমাসহস্রান্ত উপারত[৬] বৈ।
স এষ[৭] সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণো
ন যত্র কালো বিশতে ন বেদঃ॥ ৪৪

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তেঽভিহিতস্তাত বিক্রমঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ।
সিন্ধোর্নির্মথনে যেন ধৃতঃ পৃষ্ঠে মহাচলঃ॥ ৪৫

এতন্মুহুঃ কীর্তয়তোঽনুশৃণ্বতো
ন রিষ্যতে জাতু সমুদ্যমঃ ক্বচিৎ।
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনং[৮]
সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্॥ ৪৬

অসদবিষয়মঙ্ঘ্রিং ভাবগম্যং প্রপন্না-
নমৃতমমরবর্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যাম্।
কপটযুবতিবেষো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং-
স্তমহমুপসৃতানাং কামপূরং নতোঽস্মি॥ ৪৭

গেলেন॥ ৪১ ॥ হে ভরতবংশশিরোমণি! ভগবান শংকর শ্রেষ্ঠ ঋষিদের সভায় অর্ধাঙ্গিনী সতীদেবীকে বিষ্ণুর অংশে আবির্ভূতা মোহিনীর কথা প্রীতিভরে শোনালেন॥ ৪২ ॥ হে দেবী! তুমি পরমপুরুষ ভগবানের মায়াদর্শন করলে তো! শোন, আমি সমস্ত বিদ্যা ও কলাকৌশলের অধীশ্বর এবং স্বতন্ত্র হয়েও এই মায়ায় বিবশ হয়ে মোহিত হলাম। অন্যেরা তো অজিতেন্দ্রিয়, অতএব তারা তো মোহিত হবেই, এতে আশ্চর্য হওয়ার আর কী আছে? ॥ ৪৩ ॥ যখন আমি সহস্র বৎসরব্যাপী তপস্যান্তে উত্থিত হলাম তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, আপনি কার আরাধনা করেন? (শোন বলি)—ইনি সেই সাক্ষাৎ সনাতন পুরুষ। এঁকে কাল তার সীমার মধ্যে বাঁধতে পারে না এবং বেদ এঁর বর্ণনা করতে পারে না। এঁর স্বরূপ অনন্ত ও বর্ণনাতীত॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! তোমার নিকট আমি শার্ঙ্গধন্বা ভগবান বিষ্ণুর ঐশ্বর্যপূর্ণ লীলার কথা বর্ণনা করলাম—সমুদ্রমন্থনের সময় যে ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে স্বীয় পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্বতকে ধারণ করেছিলেন॥ ৪৫ ॥ যে ব্যক্তি বারবার এই বর্ণনার পাঠ ও শ্রবণ করেন তাঁর উদ্যম কখনো এবং কোথাও ব্যর্থ হয় না। কারণ ভগবানের পুণ্যময় গুণকীর্তন শুনলে সাংসারিক পরিশ্রম ও ক্লান্তি দূর হয়॥ ৪৬ ॥ কপট ব্যক্তিরা কখনোই ভগবানের চরণ লাভ করতে পারে না। শুধুমাত্র ভক্তিভাব দিয়েই তাঁর চরণকমল লাভ করা যায়। তাই তিনি নারীরূপ ধারণ করে দৈত্যদের মোহিত করলেন এবং তাঁর শ্রীচরণে শরণাগত দেবতাদের সমুদ্রমন্থনজাত অমৃত পান করালেন। কেবল দেবতাদেরই নয়—যে কোনো ব্যক্তি তাঁর চরণে আশ্রয় নিলেই সেই প্রভু তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। আমি তাঁর সেই চরণকমলে নমস্কার করি॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে শংকরমোহনং[৯]নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে
শংকর-মোহ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১২ ॥

[১]প্রা.পা.—আত্মানুরূপাং। [২]প্রা.পা.—প্রত্যক্ষমভিভাষত। [৩]প্রা.পা.—যয়াঞ্জসা বৈ কিমুতাপরো যঃ। [৪]প্রা.পা.—যন্মাম.। [৫]প্রা.পা.— যোগং। [৬]প্রা.পা.—উপারমন্তৈ। [৭]প্রা.পা.—এব। [৮]প্রা.পা.—গুণানুকীর্তনং। [৯]প্রা.পা.—অমৃতমথনে নারায়ণশঙ্করসংবাদে দ্বাদ.।

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আগামী সাত মন্বন্তরের বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

মনুর্বিবস্বতঃ পুত্রঃ শ্রাদ্ধদেব ইতি শ্রুতঃ।
সপ্তমো বর্তমানো যস্তদপত্যানি মে শৃণু॥ ১
ইক্ষ্বাকুর্নভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তোঽথ নাভাগঃ সপ্তমো দিষ্ট উচ্যতে॥ ২
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ দশামো বসুমান্স্মৃতঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে দশ পুত্রাঃ পরন্তপ॥ ৩
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদগণাঃ।
অশ্বিনাবৃভবো রাজন্নিন্দ্রস্তেষাং পুরন্দরঃ॥ ৪
কশ্যপোঽত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৫
অত্রাপি ভগবজ্জন্ম কশ্যপাদদিতেরভূৎ।
আদিত্যানামবরজো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্॥ ৬
সংক্ষেপতো ময়োক্তানি সপ্ত মন্বন্তরাণি তে।
ভবিষ্যাণ্যথ বক্ষ্যামি বিষ্ণোঃ শক্ত্যান্বিতানি চ॥ ৭
বিবস্বতশ্চ দ্বে জায়ে[১] বিশ্বকর্মসুতে উভে।
সংজ্ঞা ছায়া চ রাজেন্দ্র যে প্রাগভিহিতে তব॥ ৮
তৃতীয়াং বড়বামেকে তাসাং সংজ্ঞাসুতাস্ত্রয়ঃ।
যমো যমী শ্রাদ্ধদেবশ্ছায়ায়াশ্চ সুতাঞ্শৃণু॥ ৯
সাবর্ণিস্তপতী কন্যা ভার্যা সংবরণস্য যা।
শনৈশ্চরস্তৃতীয়োঽভূদশ্বিনৌ বড়বাত্মজৌ॥ ১০
অষ্টমেঽন্তর আয়াতে সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ।
নির্মোকবিরজস্কাদ্যাঃ[২] সাবর্ণিতনয়া নৃপ[৩]॥ ১১
তত্র দেবাঃ সুতপসো বিরজা অমৃতপ্রভাঃ।
তেষাং বিরোচনসুতো বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি॥ ১২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! বিবস্বানের পুত্র যশস্বী শ্রাদ্ধদেবই হলেন (বৈবস্বত) সপ্তম মনু। বর্তমানের মন্বন্তরই তাঁর রাজত্বকাল। তাঁর সন্তানদের বর্ণনা করছি॥ ১ ॥ হে পরন্তপ ! বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র যথা—ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র এবং বসুমান॥ ২-৩ ॥ হে রাজন্ ! বসুগণ, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঋভুগণ হলেন এই মন্বন্তরের প্রধান দেবতা এবং পুরন্দর এঁদের ইন্দ্র (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতা)॥ ৪ ॥ এই সপ্তম মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ—এঁরা হলেন সপ্তর্ষি॥ ৫ ॥ এই মন্বন্তরেও কশ্যপের স্ত্রী অদিতির গর্ভে ভগবান বিষ্ণু আদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামনরূপে অবতার হয়ে এসেছিলেন॥ ৬ ॥ হে রাজন্ ! আমি আপনাকে অতীত সাত মন্বন্তরের কথা সংক্ষেপে বললাম। এখন শ্রীভগবানের মহিমাযুক্ত ভবিষ্যৎ সাত মন্বন্তরের কথা বর্ণনা করছি॥ ৭ ॥

হে রাজেন্দ্র ! আমি তোমাকে পূর্বেই (ষষ্ঠ স্কন্ধে) বলেছি যে, বিবস্বানের (সূর্যের) দুজন স্ত্রী ছিলেন—সংজ্ঞা ও ছায়া। এঁরা দুজনেই হলেন বিশ্বকর্মার কন্যা॥ ৮ ॥ কেউ কেউ বলেন যে তাঁর বড়বা নামে তৃতীয় স্ত্রীও ছিলেন। (আমার মতে সংজ্ঞারই নাম পরে বড়বা হয়েছিল) সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞার তিনজন সন্তান ছিল—যম, যমী (যমুনা) ও শ্রাদ্ধদেব। এখন ছায়ার সন্তানদের কথা শ্রবণ করো। ছায়ারও তিন সন্তান—সাবর্ণি, শনৈশ্চর দুইপুত্র এবং তপতী নাম্নী কন্যা, যার সঙ্গে সম্বরণের বিবাহ হয়েছিল। বড়বার রূপধারণকারী সংজ্ঞার দুই পুত্র হয়—অশ্বিনীকুমারদ্বয়॥ ৯-১০ ॥

অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনু হবেন। তাঁর পুত্র হবেন নির্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি॥ ১১ ॥ সেই সময় সুতপা, বিরজা ও অমৃতপ্রভ নামে দেবতা হবেন এবং তাঁদের ইন্দ্র হবেন বিরোচনের পুত্র বলি॥ ১২ ॥

---

[১]প্রা.পা.—ভার্যে। [২]প্রা.পা.—নির্মোহ.। [৩]প্রা.পা.—নৃপাঃ।

দত্ত্বেমাং যাচমানায় বিষ্ণবে যঃ পদত্রয়ম্।
রাদ্ধমিন্দ্রপদং হিত্বা ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যতি॥ ১৩
যোঽসৌ ভগবতা বদ্ধঃ প্রীতেন সুতলে পুনঃ।
নিবেশিতোঽধিকে স্বর্গাদধুনাঽস্তে স্বরাড়িব॥ ১৪
গালবো দীপ্তিমান্ রামো দ্রোণপুত্রঃ কৃপস্তথা।
ঋষ্যশৃঙ্গঃ পিতাস্মাকং ভগবান্বাদরায়ণঃ॥ ১৫
ইমে সপ্তর্ষয়স্তত্র[১] ভবিষ্যন্তি স্বযোগতঃ।
ইদানীমাসতে রাজন্ স্বে স্ব আশ্রমমণ্ডলে॥ ১৬
দেবগুহ্যাৎসরস্বত্যাং সার্বভৌম ইতি প্রভুঃ।
স্থানং পুরন্দরাদ্ধৃত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ॥ ১৭
নবমো দক্ষসাবর্ণির্মনুর্বরুণসম্ভবঃ।
ভূতকেতুর্দীপ্তকেতুরিত্যাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ[২]॥ ১৮
পারা মরীচিগর্ভাদ্যা দেবা ইন্দ্রোঽদ্ভুতঃ স্মৃতঃ।
দ্যুতিমৎপ্রমুখাস্তত্র[৩] ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্ততঃ॥ ১৯
আয়ুষ্মতোঽম্বুধারায়ামৃষভো ভগবৎকলা[৪]।
ভবিতা যেন সংরাদ্ধাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতেঽদ্ভুতঃ॥ ২০
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্লোকসুতো মহান্।
তৎসুতা ভূরিষেণাদ্যা হবিষ্মৎপ্রমুখা দ্বিজাঃ॥ ২১
হবিষ্মান্সুকৃতিঃ সত্যো জয়ো মূর্তিস্তদা দ্বিজাঃ।
সুবাসনবিরুদ্ধাদ্যা[৫] দেবাঃ শম্ভুঃ সুরেশ্বরঃ॥ ২২
বিষ্বক্সেনো বিষূচ্যাং তু শম্ভোঃ সখ্যং করিষ্যতি।
জাতঃ স্বাংশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বসৃজো বিভুঃ॥ ২৩
মনুর্বৈ ধর্মসাবর্ণিরেকাদশম আত্মবান্।
অনাগতাস্তৎসুতাশ্চ সত্যধর্মাদয়ো দশ॥ ২৪
বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্বাণরুচয়ঃ সুরাঃ।
ইন্দ্রশ্চ বৈধৃতস্তেষামৃষয়শ্চারুণাদয়ঃ॥ ২৫
আর্যকস্য সুতস্তত্র ধর্মসেতুরিতি স্মৃতঃ।
বৈধৃতায়াং হরেরংশস্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি॥ ২৬
ভবিতা রুদ্রসাবর্ণী রাজন্দ্বাদশমো মনুঃ।
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়ঃ সুতাঃ॥ ২৭

ভগবান বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হয়ে এঁর থেকে তিন পা ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু বলি তাঁকে সমস্ত ত্রিলোকই দান করেছিলেন। বলিকে ভগবান একবার বদ্ধ করেছিলেন কিন্তু পরে প্রসন্ন হয়ে বন্ধন মুক্ত করে সুতলের রাজত্ব দান করেছিলেন। তিনি এখন সেখানে ইন্দ্রের মতোই রাজত্ব করছেন। ভবিষ্যতে ইনিও ইন্দ্র হবেন। ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ইন্দ্রত্ব পদ ত্যাগ করে পরম সিদ্ধি লাভ করবেন॥ ১৩-১৪ ॥ গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমার পিতা ভগবান ব্যাস—এঁরা সকলে অষ্টম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হবেন। এখন এঁরা যোগবলে নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করছেন॥ ১৫-১৬ ॥ দেবগুহ্যের স্ত্রী সরস্বতীর গর্ভে সার্বভৌম নাম ধারণ করে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হবেন। ইনি পুরন্দরের থেকে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়ে বলিকে দান করবেন॥ ১৭ ॥

পরীক্ষিৎ ! বরুণের পুত্র দক্ষসাবর্ণি নবম মনু হবেন। ভূতকেতু, দীপ্তকেতু প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবেন॥ ১৮ ॥ (নবম মন্বন্তরে) পারা, মরীচিগর্ভ প্রমুখ দেবতা হবেন এবং অদ্ভুত নামে ইন্দ্র হবেন। সেই মন্বন্তরে দ্যুতিমান প্রমুখ সপ্তর্ষি হবেন॥ ১৯ ॥ আয়ুষ্মানের স্ত্রী অম্বুধারার গর্ভে ঋষভদেব নামে শ্রীভগবানের অংশাবতার হবেন। অদ্ভুত নামে ইন্দ্র তাঁরই দেওয়া ত্রিলোক ভোগ করবেন॥ ২০ ॥

দশম মনু হবেন উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি। তিনি সমস্ত সত্ত্বগুণের অধিকারী হবেন। ভূরিষেণ প্রমুখ তাঁর পুত্র এবং হবিষ্মান্ সুকৃতি, সত্য, জয়, মূর্তি প্রমুখ সপ্তর্ষি হবেন। সুবাসন, বিরুদ্ধ প্রভৃতি দেবতা হবেন এবং শম্ভু নামে ইন্দ্র হবেন॥ ২১-২২ ॥ বিশ্বসৃকের স্ত্রী বিষূচির গর্ভে ভগবান নিজ অংশে অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন ও বিষ্বক্‌সেন নাম ধারণ করে শম্ভু নামক ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন॥ ২৩ ॥

একাদশ মনু ধর্মসাবর্ণি সংযমী হবেন। তাঁর সত্য ও ধর্ম প্রমুখ দশ পুত্র হবেন॥ ২৪ ॥ বিহঙ্গম, কামগম, নির্বাণ-রুচি প্রভৃতি দেবতা হবেন এবং অরুণাদি সপ্তর্ষি ও বৈধৃত নামে ইন্দ্র হবেন॥ ২৫ ॥ আর্যকের স্ত্রী বৈধৃতার গর্ভে ধর্মসেতু নামে ভগবানের অংশাবতার হবেন এবং তিনি ত্রিলোকের পালক হবেন॥ ২৬ ॥

হে রাজন্ ! দ্বাদশ মনু হবেন রুদ্রসাবর্ণি। তাঁর দেববান্,

[১]প্রা.পা.—স্বস্মিন্। [২]প্রা.পা.—নৃপাঃ। [৩]প্রা.পা.—খ্যাঃ সপ্ত। [৪]প্রা.পা.—ভগবান্ কিল।
[৫]প্রা.পা.—সুখাসনবিরুদ্ধাদ্যা দেবা আসন্ সুরেশ্বরাঃ।

ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রো[১] দেবাশ্চ হরিতাদয়ঃ।
ঋষয়শ্চ তপোমূর্তিস্তপস্ব্যাগ্নীধ্রকাদয়ঃ।। ২৮
স্বধামাখ্যো হরেরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ।
অন্তরং সত্যসহসঃ সূনৃতায়াঃ সুতো বিভুঃ।। ২৯
মনুস্ত্রয়োদশো ভাব্যো দেবসাবর্ণিরাত্মবান্[২]।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা দেবসাবর্ণিদেহজাঃ[৩]।। ৩০
দেবাঃ সুকর্মসুত্রামসংজ্ঞা ইন্দ্রো দিবস্পতিঃ।
নির্মোকতত্ত্বদর্শাদ্যা ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্তদা।। ৩১
দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্তা দিবস্পতেঃ।
যোগেশ্বরো হরেরংশো বৃহত্যাং সম্ভবিষ্যতি।। ৩২
মনুর্বা ইন্দ্রসাবর্ণিশ্চতুর্দশম এষ্যতি।
উরুগম্ভীরবুদ্ধ্যাদ্যা[৪] ইন্দ্রসাবর্ণিবীর্যজাঃ।। ৩৩
পবিত্রাশ্চাক্ষুষা দেবাঃ শুচিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি।
অগ্নির্বাহুঃ শুচিঃ শুদ্ধো মাগধাদ্যাস্তপস্বিনঃ।। ৩৪
সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তদা হরিঃ।
বিতানায়াং মহারাজ ক্রিয়াতন্তূন্বিতায়িতা।। ৩৫
রাজংশ্চতুর্দশৈতানি ত্রিকালানুগতানি তে।
প্রোক্তান্যেভির্মিতঃ কল্পো যুগসাহস্রপর্যয়ঃ।। ৩৬

উপদেব এবং দেবশ্রেষ্ঠ প্রমুখ পুত্র হবেন।। ২৭ ।। এই মন্বন্তরে ঋতধামা নামে ইন্দ্র হবেন এবং হরিত প্রমুখ দেবতা হবেন। তপোমূর্তি, তপস্বী, আগ্নীধ্রক প্রমুখ সপ্তর্ষি হবেন।। ২৮ ।। সত্যসহার পত্নী সূনৃতার গর্ভে স্বধাম নামে শ্রীভগবানের অংশাবতার সেই মন্বন্তরের পালক হবেন।। ২৯ ।।

ত্রয়োদশ মনু হবেন পরম জিতেন্দ্রিয় দেবসাবর্ণি। চিত্রসেন, বিচিত্র প্রমুখ হবে তাঁর পুত্রদের নাম।। ৩০ ।। সুকর্ম ও সুত্রাম প্রমুখ দেবতা হবেন ও ইন্দ্রের নাম হবে দিবস্পতি। সেই সময় নির্মোক ও তত্ত্বদর্শ ইত্যাদি সপ্তর্ষি হবেন।। ৩১ ।। দেবহোত্রের স্ত্রী বৃহতীর গর্ভে যোগেশ্বর নামে শ্রীভগবানের অংশাবতার হবেন এবং তিনি দিবস্পতিকে ইন্দ্রপদ দান করবেন।। ৩২ ।।

চতুর্দশ মনু হবেন ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, বুদ্ধি প্রমুখ তাঁর পুত্র হবেন।। ৩৩ ।। সেইসময় পবিত্র, চাক্ষুষ প্রমুখ দেবতা হবেন এবং ইন্দ্রের নাম হবে শুচি। অগ্নি, বাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধ প্রমুখ সপ্তর্ষি হবেন।। ৩৪ ।। হে মহারাজ! সেই সময় সাত্রায়ণের পত্নী বিতানার গর্ভে বৃহদ্ভানু নামে ভগবানের অংশাবতার কর্মকাণ্ডের বিস্তার করবেন।। ৩৫ ।।

হে রাজন্! এই চতুর্দশ মন্বন্তর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—তিন কালেই চলতে থাকে। এর দ্বারা এক হাজার চতুর্যুগ (দিব্যযুগ) পরিমিত কল্পসময়ের গণনা করা হয়।। ৩৬ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তরানুবর্ণনং নাম [৫] ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৩ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তর-বর্ণনা নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।। ১৩ ।।

---

[১]প্রা.পা.— দেবেন্দ্রো। [২]প্রা.পা.— বেদ.। [৩]প্রা.পা.— দেবাঃ সা.। [৪]প্রা.পা.—বর্ণাদ্যা।
[৫]প্রাচীন বইতে 'নাম' শব্দ নেই।

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ
চতুর্দশ অধ্যায়
মনু প্রমুখের ভিন্ন ভিন্ন কর্মের বর্ণনা

রাজোবাচ

মন্বন্তরেষু ভগবন্যথা মন্বাদয়স্ত্বিমে।
যস্মিন্ কর্মণি যে যেন নিযুক্তাস্তদ্বদস্ব মে[১]॥ ১

ঋষিরুবাচ

মনবো মনুপুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে।
ইন্দ্রাঃ[২] সুরগণাশ্চৈব সর্বে পুরুষশাসনাঃ॥ ২

যজ্ঞাদয়ো যাঃ কথিতাঃ পৌরুষ্যস্তনবো নৃপ[৩]।
মন্বাদয়ো জগদ্যাত্রাং নয়ন্ত্যাভিঃ প্রচোদিতাঃ॥ ৩

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তাঞ্ছ্রুতিগণান্যথা।
তপসা[৪] ঋষয়োঽপশ্যন্যতো ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ৪

ততো ধর্মং চতুষ্পাদং মনবো হরিণোদিতাঃ।
যুক্তাঃ সঞ্চারয়ন্ত্যদ্ধা স্বে স্বে কালে মহীং নৃপ॥ ৫

পালয়ন্তি প্রজাপালা যাবদন্তং বিভাগশঃ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবা যে চ তত্রান্বিতাশ্চ[৫] তৈঃ॥ ৬

ইন্দ্রো ভগবতা দত্তাং ত্রৈলোক্যশ্রিয়মূর্জিতাম্।
ভুঞ্জানঃ পাতি লোকাংস্ত্রীন্ কামং লোকে প্রবর্ষতি॥ ৭

জ্ঞানং চানুযুগং ব্রূতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক্[৬]।
ঋষিরূপধরঃ কর্ম যোগং যোগেশরূপধৃক্॥ ৮

সর্গং[৭] প্রজেশরূপেণ দস্যূন্হন্যাৎ[৮] স্বরাড়্‌বপুঃ।
কালরূপেণ সর্বেষামভাবায় পৃথগ্গুণঃ॥ ৯

স্তূয়মানো জনৈরেভির্মায়য়া নামরূপয়া।
বিমোহিতাত্মভির্নানাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে॥ ১০

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ভগবান! আপনি যে যে মনু, মনুপুত্র, সপ্তর্ষি প্রমুখের বর্ণনা করেছেন তাঁরা নিজ নিজ মন্বন্তরে কার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে কী কী কার্য করেছেন সে সমস্ত আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ! মনু, মনুপুত্র, সপ্তর্ষি এবং দেবতারা একমাত্র সেই পরমপুরুষেরই শাসনাধীনে থাকেন॥ ২ ॥ হে রাজন্! যে সকল যজ্ঞপুরুষ প্রমুখ অবতার মূর্তির কথা বলেছি তাঁদের প্রেরণায় মনু প্রমুখগণ বিশ্বের পরিচালনার যথাযথ ব্যবস্থা করে থাকেন॥ ৩ ॥ চতুর্যুগের অবসানে যখন শ্রুতি সকল বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যায়, তখন সপ্তর্ষিগণ নিজেদের তপস্যার প্রভাবে তার পুনরুদ্ধার করেন। সেই শ্রুতি দিয়েই সনাতন ধর্ম রক্ষিত হয়॥ ৪ ॥ হে রাজন্! শ্রীহরির প্রেরণায় নিজের নিজের মন্বন্তরে মনুগণ অত্যন্ত সংযত হয়ে পৃথিবীতে চতুষ্পাদ ধর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন॥ ৫ ॥ এইভাবে মন্বন্তরের অবসান কাল পর্যন্ত মনুপুত্রগণ কাল ও স্থান অনুসারে প্রজাপালন ও ধর্মপালনের কার্য সম্পাদন করে থাকেন। পঞ্চ মহাযজ্ঞে যে সব ঋষি, পিতৃপুরুষ, ভূত এবং মানুষদের সম্বন্ধ থাকে, তাদের সঙ্গে দেবতারা ওই মন্বন্তরে যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করে থাকেন॥ ৬ ॥ ইন্দ্র ভগবৎ-প্রদত্ত অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করে প্রজা পালন করেন এবং ত্রিভুবনের অভিলাষ পূর্ণ করতে বর্ষণ করেন॥ ৭ ॥ শ্রীহরি যুগে যুগে সনকাদি সিদ্ধপুরুষরূপে জ্ঞান, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরূপে কর্ম এবং দত্তাত্রেয়াদি যোগেশ্বররূপে যোগের উপদেশ প্রদান করেন॥ ৮ ॥ তিনি মরীচি-আদি প্রজাপতিরূপ সৃষ্টি করেন, রাজার রূপে দস্যুদের বধ করেন এবং কালরূপ ধারণ করে শীত, উষ্ণ ইত্যাদি গুণ অবলম্বনে সকলের বিনাশসাধন করেন॥ ৯ ॥ নাম ও রূপের মায়ায় জীবের বুদ্ধি মোহিত হয়ে আছে। সেইজন্য যদিও নানা দর্শন শাস্ত্রে ভগবানের মহিমার গুণকীর্তন আছে, কিন্তু তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জীব

---

[১]প্রা.পা.—নঃ। [২]প্রা.পা.—ইন্দ্রঃ। [৩]প্রা.পা.—নৃপাঃ। [৪]প্রা.পা.—তপসর্ষয়ঃ পশ্যন্তি য.। [৫]প্রা.পা.—যত্রা.। [৬]প্রা.পা.—সর্বস্ব.। [৭]প্রা.পা.—সর্গে। [৮]প্রা.পা.—হন্তা স্ব.।

এতৎ কল্পবিকল্পস্য প্রমাণং পরিকীর্তিতম্।

যত্র মন্বন্তরাণ্যাহুশ্চতুর্দশ পুরাবিদঃ॥ ১১

জানতে পারে না ॥ ১০ ॥

হে রাজন্ ! আমি আপনাকে মহাকল্প ও বিকল্পের পরিমাণ শোনালাম। পুরাবিদরা প্রত্যেক বিকল্পে চতুর্দশ মন্বন্তরের কথা বলেছেন॥ ১১ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে [১] চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

———o———

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজা বলির স্বর্গ বিজয়

রাজোবাচ

বলেঃ পদত্রয়ং ভূমেঃ কস্মাদ্ধরিরযাচত।
ভূত্বেশ্বরঃ কৃপণবল্লব্ধার্থোঽপি ববন্ধ তম্॥ ১
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামো মহৎ কৌতূহলং হি নঃ।
যজ্ঞেশ্বরস্য পূর্ণস্য বন্ধনং চাপ্যনাগসঃ॥ ২

শ্রীশুক উবাচ

পরাজিতশ্রীরসুভিশ্চ হাপিতো
হীন্দ্রেণ রাজন্ ভৃগুভিঃ স জীবিতঃ।
সর্বাত্মনা তানভজদ্ ভৃগূন্বলিঃ
শিষ্যো মহাত্মার্থনিবেদনেন॥ ৩
তং ব্রহ্মণা ভৃগবঃ প্রীয়মাণা
অযাজয়ন্বিশ্বজিতা ত্রিণাকম্।
জিগীষমাণং বিধিনাভিষিচ্য
মহাভিষেকেণ মহানুভাবাঃ॥ ৪

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! শ্রীহরি তো সর্বেশ্বর, তবু তিনি কেন দীনের মতো বলির নিকট তিন পদ ভূমির প্রার্থনা করেছিলেন ? প্রার্থিত বিষয় পাওয়ার পরেও কেন তিনি বলিকে আবদ্ধ করেছিলেন ? ॥ ১ ॥ পরিপূর্ণ যজ্ঞেশ্বরের প্রার্থনা করা এবং নিরপরাধের বন্ধন—এই দুই ব্যাপারই আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। এই উভয় কার্যই কী করে সম্ভব হল তা জানতে ইচ্ছা করছে॥ ২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! যখন ইন্দ্র বলিকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর সম্পত্তি অপহরণ করেন এবং তাঁর প্রাণ নাশ করেন তখন ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য বলিকে সঞ্জীবনী বিদ্যার সাহায্যে জীবিত করলেন। এই ঘটনার পর শুক্রাচার্যের শিষ্য বলি সমস্ত ধনসম্পত্তি তাঁর চরণে দান করে কায়মনোবাক্যে গুরুর এবং ভৃগুবংশের সমস্ত ব্রাহ্মণদের সেবা করতে লাগলেন॥ ৩ ॥ সেইজন্য ভৃগুবংশের মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলির স্বর্গ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা হেতু তাঁর মহাভিষেক করিয়ে তাঁকে দিয়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করালেন॥ ৪ ॥

[১]প্রাচীন বইতে 'মন্বন্তরানুবর্ণনে' এটুকুই বেশি আছে।

ততো রথঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো
হয়াশ্চ হর্যশ্বতুরঙ্গবর্ণাঃ।
ধ্বজশ্চ সিংহেন বিরাজমানো
হুতাশনাদাস হবির্ভিরিষ্টাৎ॥ ৫
ধনুশ্চ দিব্যং পুরটোপনদ্ধং
তূণাবরিক্তৌ কবচং চ দিব্যম্।
পিতামহস্তস্য দদৌ চ মালা-
মম্লানপুষ্পাং জলজং চ শুক্রঃ॥ ৬
এবং স বিপ্রার্জিতয়োধনার্থ-
স্তৈঃকল্পিতস্বস্ত্যয়নোঽথ বিপ্রান্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতপ্রণামঃ
প্রহ্লাদমামন্ত্র্য নমশ্চকার॥ ৭
অথারুহ্য রথং দিব্যং ভৃগুদত্তং মহারথঃ।
সুস্রগ্ধরোঽথ সনহ্য ধন্বী খড়্গী ধৃতেষুধিঃ॥ ৮
হেমাঙ্গদলসদ্বাহুঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ।
ররাজ রথমারূঢ়ো ধিষ্ণ্যস্থ ইব হব্যবাট্॥ ৯
তুল্যৈশ্বর্যবলশ্রীভিঃ স্বযূথৈর্দৈত্যযূথপৈঃ।
পিবদ্ভিরিব খং দৃগ্‌ভির্দহদ্ভিঃ পরিধীনিব॥ ১০
বৃতো বিকর্ষন্ মহতীমাসুরীং ধ্বজিনীং বিভুঃ।
যয়াবিন্দ্রপুরীং[১] স্বৃদ্ধাং কম্পয়ন্নিব রোদসী॥ ১১
রম্যামুপবনোদ্যানৈঃ[২] শ্রীমদ্ভির্নন্দনাদিভিঃ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ॥ ১২
প্রবালফলপুষ্পোরুভারশাখামরদ্রুমৈঃ।
হংসসারসচক্রাহ্বকারণ্ডবকুলাকুলাঃ।
নলিন্যো যত্র ক্রীড়ন্তি প্রমদাঃ সুরসেবিতাঃ॥ ১৩
আকাশগঙ্গয়া দেব্যা বৃতাং পরিখভূতয়া।
প্রাকারেণাগ্নিবর্ণেন সাট্টালেনোন্নতেন চ॥ ১৪
রুক্মপট্টকপাটৈশ্চ দ্বারৈঃ স্ফটিকগোপুরৈঃ।
জুষ্টাং বিভক্তপ্রপথাং বিশ্বকর্মবিনির্মিতাম্॥ ১৫

যজ্ঞের বিধি অনুসারে যখন ঘৃত দ্বারা অগ্নিদেবের পূজা করা হল তখন যজ্ঞকুণ্ড থেকে স্বর্ণপটে মোড়া এক রথ আবির্ভূত হল। ইন্দ্রের ঘোড়ার মতো সবুজ রঙের কয়েকটি ঘোড়া ও সিংহচিহ্নিত ধ্বজা রথে লাগাবার জন্য প্রকট হল॥ ৫ ॥ সেই সঙ্গে সোনার ধনু ও অক্ষয় বাণপূর্ণ দুটি তূণ এবং দিব্য কবচ আবির্ভূত হল। পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁকে দিলেন অম্লান পুষ্প দিয়ে গাঁথা মালা এবং শুক্রাচার্য দিলেন শঙ্খ॥ ৬ ॥ এইরূপে ব্রাহ্মণদের কৃপায় যুদ্ধের সমস্ত সামগ্রী লাভ করে এবং ব্রাহ্মণরা স্বস্ত্যয়ন করলে বলি ব্রাহ্মণদের প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করলেন। তারপর তিনি পিতামহ প্রহ্লাদকে সম্ভাষণ করে প্রণাম করলেন॥ ৭ ॥ তারপর ভৃগুবংশের ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রদত্ত রথে আরোহণ করে যখন মহারথী বলি কবচ, ধনুক, তলোয়ার, তূণ প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করে প্রহ্লাদের দেওয়া মালা পরলেন, তখন তাঁর শোভা অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল॥ ৮ ॥ তাঁর বাহুতে সোনার অঙ্গদ ও কর্ণে মকরকুণ্ডল ঝকঝক করছিল, এই সমস্ত ধারণ করে তিনি যখন রথে বসেছিলেন তখন তাঁকে যেন অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নি বলে মনে হচ্ছিল॥ ৯ ॥ মহারাজ বলির মতোই ঐশ্বর্যবান শক্তিশালী শ্রীসম্পন্ন দৈত্য সেনাপতিরা নিজ নিজ সেনাদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। মনে হচ্ছিল যে দৈত্য সেনাপতিরা দৃষ্টিদ্বারা আকাশকে পান করে ফেলবেন এবং পৃথিবী ও দিক্‌সকলকে ভস্ম করে দেবেন॥ ১০ ॥ রাজা বলি এইরূপ বিশাল আসুরী সৈন্য নিয়ে স্বর্গ ও মর্ত কাঁপিয়ে ঐশ্বর্যপূর্ণ ইন্দ্রপুরীকে আক্রমণ করলেন এবং নিপুণভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন॥ ১১ ॥

দেবতাদের রাজধানী অমরাবতীতে সুন্দর সুন্দর নন্দন-বন এবং নানারকম উদ্যান আর উপবন আছে। সেই উদ্যানে আর উপবনে বিহঙ্গমিথুনেরা কূজন করছে। মধুর লোভে ভ্রমরেরা মত্ত হয়ে গুঞ্জন করছে॥ ১২ ॥ প্রবালসদৃশ বক্তিম নবীন পত্র, ফল এবং পুষ্পভারে দেবতরুগুলির শাখাসমূহ অবনত। সরোবরে হংস, সারস, চক্রবাক ও বকেরা ভীড় করে থাকে এবং দেবভোগ্য দেবাঙ্গনারা জলক্রীড়া করেন॥ ১৩ ॥ জ্যোতির্ময় আকাশ-গঙ্গা অমরাবতীর চতুর্দিকে পরিখার মতো বেষ্টন করে আছে। তার চতুর্দিকে উচ্চ অগ্নিবর্ণ সোনার প্রাচীর ও মধ্যে মধ্যে উপরিভাগে যুদ্ধ-ক্ষেত্র তৈরি রয়েছে॥ ১৪ ॥ গৃহদ্বারের কপাটগুলি

[১]প্রা.পা.—স্রীমৃদ্ধাং। [২]প্রা.পা.—রম্যাং নৃপ গৃহোদ্যানৈঃ।

সভাচত্বররথ্যাঢ্যাং বিমানৈর্ন্যর্বুদৈর্যুতাম্।
শৃঙ্গাটকৈর্মণিময়ৈর্বজ্রবিদ্রুমবেদিভিঃ॥ ১৬

যত্র নিত্যবয়োরূপাঃ শ্যামা বিরজবাসসঃ।
ভ্রাজন্তে রূপবন্নার্যো হ্যর্চির্ভিরিব বহ্নয়ঃ॥ ১৭

সুরস্ত্রীকেশবিভ্রষ্টনবসৌগন্ধিকস্রজাম্।
যত্রামোদমুপাদায় মার্গ আবাতি মারুতঃ॥ ১৮

হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদ্ধূমেনাগুরুগন্ধিনা।
পাণ্ডুরেণ প্রতিচ্ছন্নমার্গে যান্তি সুরপ্রিয়াঃ[১]॥ ১৯

মুক্তাবিতানৈর্মণিহেমকেতুভি-
র্নানাপতাকাবলভীভিরাবৃতাম্।
শিখণ্ডিপারাবতভৃঙ্গনাদিতাং
বৈমানিকস্ত্রীকলগীতমঙ্গলাম্॥ ২০

মৃদঙ্গশঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈঃ
সতালবীণামুরজর্ষ্টিবেণুভিঃ[২]।
নৃত্যৈঃ সবাদ্যৈরুপদেবগীতকৈ-
র্মনোরমাং স্বপ্রভয়া জিতপ্রভাম্[৩]॥ ২১

যাং ন ব্রজন্ত্যধর্মিষ্ঠাঃ[৪] খলা ভূতদ্রুহঃ শঠাঃ।
মানিনঃ কামিনো লুব্ধা এভির্হীনা ব্রজন্তি যৎ॥ ২২

তাং দেবধানীং স বরূথিনীপতি-
র্বহিঃ সমন্তাদ্ রুরুধে পৃতন্যয়া।
আচার্যদত্তং জলজং মহাস্বনং
দধ্মৌ প্রযুঞ্জন্‌ভয়মিন্দ্রযোষিতাম্॥ ২৩

মঘবাংস্তমভিপ্রেত্য বলেঃ পরমমুদ্যমম্।
সর্বদেবগণোপেতো গুরুমেতদুবাচ হ॥ ২৪

ভগবন্নুদ্যমো ভূয়ান্বলের্নঃ পূর্ববৈরিণঃ।
অবিষহ্যমিমং মন্যে কেনাসীত্তেজসোর্জিতঃ[৫]॥ ২৫

স্বর্ণনির্মিত আর পুরদ্বারগুলি স্ফটিক নির্মিত। পৃথক পৃথক রাজপথযুক্ত এই অমরাবতী পুরী স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছেন॥ ১৫ ॥ (সেই ইন্দ্রপুরী) সভাস্থল, ক্রীড়াঙ্গন এবং রথচালনোপযোগী প্রশস্ত রাজপথদ্বারা সুশোভিত। দশ কোটি বিমান সেখানে সর্বদা উপস্থিত এবং মণিমাণিক্যে তৈরি চৌরাস্তাগুলি হীরে ও প্রবালের তৈরি বেদীদ্বারা সুশোভিত॥ ১৬ ॥ স্থিরযৌবনা নির্মলবসনা সুন্দরী ষোড়শীদের রূপের ছটায় সেই স্থান (অমরাবতী) প্রভাসমন্বিত বহ্নির ন্যায় সুশোভিত॥ ১৭ ॥ দেবাঙ্গনাদের কবরী থেকে খসে পড়া ফুলের সুবাসে সুগন্ধিত বায়ু রাজপথে মৃদু মৃদু গন্ধ বহন করে প্রবাহিত॥ ১৮ ॥ স্বর্ণময় গবাক্ষ থেকে পাণ্ডুর বর্ণ, অগুরুগন্ধযুক্ত ধূমজাল নির্গত হয়ে পথকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সুর সুন্দরীরা সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন॥ ১৯ ॥ (সেই ইন্দ্রপুরীতে) স্থানে স্থানে মুক্তার ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া লাগানো আছে, স্বর্ণময় ধ্বজাসকল বায়ু দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে, ছাদের উপর নানারকম পতাকা উড়ছে। ময়ূর, পারাবত ও ভ্রমর কলধ্বনি করছে। দেবাঙ্গনাদের সুমধুর গানে সেখানে সর্বদাই মঙ্গল বিরাজ করে॥ ২০ ॥ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আনক, দুন্দুভি, বীণা, ঢোল, বাঁশি, মঞ্জীরা এবং ঋষ্টি বাজতে থাকে। গন্ধর্বেরা বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গান করতে থাকেন এবং অপ্সরারা নৃত্য করতে থাকেন। এর দ্বারা অমরাবতীর সৌন্দর্য এত বৃদ্ধি পায় যে, তার প্রভায় সাক্ষাৎ দীপ্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রভাও ম্লান হয়ে যায়॥ ২১ ॥ যারা অধার্মিক, খল, ভূতদ্রোহী, শঠ, অহংকারী, কামুক ও লোভী—তারা সেখানে যেতেই পারে না। যারা এই সব দোষ থেকে মুক্ত, কেবল তারাই সেখানে প্রবেশ করতে পারে॥ ২২ ॥ দৈত্য সেনাপতি বলি নিজের বৃহৎ সৈন্যবাহিনী দিয়ে অমরাবতীকে চতুর্দিকে ঘিরে ফেললেন। ইন্দ্রের পত্নীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে শুক্রাচার্য প্রদত্ত মহাশঙ্খ জোরে জোরে বাজাতে লাগলেন। সেই শঙ্খধ্বনি সর্বত্র নিনাদিত হতে লাগল॥ ২৩ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন বলি যুদ্ধের জন্যে বেশ ভালোভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। সুতরাং তিনি সব দেবতাদের নিয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকটে গিয়ে বললেন॥ ২৪ ॥ হে প্রভু ! আমার পূর্ব-শত্রু বলি এবার

[১]প্রা.পা.—রীমৃদ্ধাং। [২]প্রা.পা.—রম্যাং নৃপ গৃহোদ্যানৈঃ। [১]প্রা.পা.—সুরস্ত্রিয়ঃ। [২]প্রা.পা.—সবেণুবীণামুর.। [৩]প্রা.পা.—গ্রহাম্। [৪]প্রা.পা.—গচ্ছন্ত্য.। [৫]প্রা.পা.— কেনাপি স্বেন তেজসা।

নৈনং কশ্চিৎ কুতো বাপি প্রতিব্যোঢুমধীশ্বরঃ।
পিবন্নিব মুখেনেদং লিহন্নিব দিশো দশ।
দহন্নিব দিশো দৃগ্‌ভিঃ সংবর্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ ২৬

ব্রূহি কারণমেতস্য দুর্ধর্ষত্বস্য মদ্রিপোঃ।
ওজোঃ সহো বলং তেজো যত এতৎ সমুদ্যমঃ॥ ২৭

গুরুরুবাচ

জানামি মঘবঞ্ছত্রোরুন্নতেরস্য কারণম্।
শিষ্যায়োপভৃতং[১] তেজো ভৃগুভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ২৮

ভবদ্বিধো ভবান্বাপি বর্জয়িত্বেশ্বরং হরিম্।
নাস্য[২] শক্তঃ পুরঃ স্থাতুং কৃতান্তস্য যথা জনাঃ॥ ২৯

তস্মান্নিলয়মুৎসৃজ্য যূয়ং সর্বে ত্রিবিষ্টপম্।
যাত কালং প্রতীক্ষন্তো যতঃ শত্রোর্বিপর্যয়ঃ॥ ৩০

এষ বিপ্রবলোর্দকঃ সম্প্র ত্যূর্জিতবিক্রমঃ।
তেষামেবাপমানেন[৩] সানুবন্ধো বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ৩১

এবং সুমন্ত্রিতার্থাস্তে গুরুণার্থানুদর্শিনা।
হিত্বা ত্রিবিষ্টপং জগ্মুর্গীর্বাণাঃ কামরূপিণঃ॥ ৩২

দেবেষ্বথ নিলীনেষু[৪] বলির্বৈরোচনঃ[৫] পুরীম্।
দেবধানীমধিষ্ঠায় বশং নিন্যে জগৎত্রয়ম্॥ ৩৩

তং বিশ্বজয়িনং শিষ্যং ভৃগবঃ শিষ্যবৎসলাঃ।
শতেন হয়মেধানামনুব্রতমযাজয়ন্॥ ৩৪

ততস্তদনুভাবেন ভুবনত্রয়বিশ্রুতাম্।
কীর্তিং দিক্ষু বিতন্বানঃ স রেজ উড়ুরাড়িব॥ ৩৫

প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। আমার মনে হচ্ছে আমরা এবার তার সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠব না। বুঝতে পারছি না, কোন অমোঘ শক্তির বলে সে এত বলীয়ান হয়ে উঠল॥ ২৫ ॥ বলিকে এবার কেউই কোনোভাবেই বাধা দিতে পারবে না। প্রলয়কালীন অগ্নির মতো বলি যেন মুখ দিয়ে বিশ্বকে পান করবে, জিহ্বা দিয়ে দশদিককে লেহন করবে এবং চক্ষু দিয়ে দিঙ্‌মণ্ডলকে ভস্ম করে দেবে॥ ২৬ ॥ আপনি দয়া করে বলুন, এর এত শক্তি বৃদ্ধির কী কারণ! একে কোনোভাবেই আ[illegible]কানো যাচ্ছে না। এর শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে এত শক্তি, এত তেজ কোথা থেকে এল, যার জন্য সে এইভাবে তৈরি হয়ে আমাদের আক্রমণ করেছে? ॥ ২৭ ॥

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—'ইন্দ্র! তোমার শত্রু বলির বলবৃদ্ধির কারণ আমি জানি। ব্রহ্মবাদী ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিষ্য বলিকে তেজঃ প্রদান করে তাকে শক্তিশালী করে তুলেছেন॥ ২৮ ॥ একমাত্র সর্বশক্তিমান ভগবান বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউই তাকে জয় করতে পারবে না, যেমন কালের (মৃত্যুরাজ যমের) সম্মুখে কোনো প্রাণীই অবস্থান করতে সমর্থ হয় না॥ ২৯ ॥ সুতরাং তোমরা স্বর্গে না থেকে অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকো এবং যতদিন না তোমাদের শত্রুর ভাগ্য পরিবর্তন (পরাভব) হয় ততদিন অপেক্ষা করো॥ ৩০ ॥ বর্তমানে ব্রাহ্মণের তেজে বলির ক্রমশ বলবৃদ্ধি হচ্ছে। যখন সে ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা করবে তখনই সে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে'॥ ৩১ ॥ দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাদের স্বার্থ এবং পরমার্থ এই উভয় বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞ। যখন তিনি দেবতাদের এইরূপ উপদেশ দিলেন তখন দেবতারা নিজেদের ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করে ছদ্মবেশে স্বর্গ ছেড়ে চলে গেলেন। বিরোচন পুত্র বলি অমরাবতী অধিকার করে ত্রিভুবন জয় করে নিলেন॥ ৩৩ ॥ যখন বলি বিশ্ববিজয়ী হলেন তখন ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণরা তাঁদের অনুগত শিষ্য বলিকে দিয়ে একশো অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করালেন॥ ৩৪ ॥ সেই যজ্ঞের প্রভাবে তাঁর কীর্তি দশদিকে বিস্তৃত হল আর তিনি নক্ষত্রের রাজা চন্দ্রের মতো

[১]প্রা.পা.—ধৃতং। [২]প্রাচীন বইতে 'নাস্য শক্তঃ......যথা জনাঃ' এই শ্লোকার্দ্ধ মূলে নেই। টিপ্পনীতে এর স্থানে একটি পাঠের উল্লেখ আছে। যেটি এইরকম—'বিজেষ্যতি ন কোঽপ্যেনং ব্রহ্মতেজঃসমো....'। [৩]প্রা.পা.—মেবাবমা।
[৪]প্রা.পা.—বি.। [৫]প্রা.পা.—চনিঃ।

বুভুজে চ শ্রিয়ং স্বৃদ্ধাং[১] দ্বিজদেবোপলম্ভিতাম্।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানো মহামনাঃ॥ ৩৬

বিরাজ করতে লাগলেন॥ ৩৫ ॥ এইরূপে বলি নিজেকে কৃতার্থ মনে করে ব্রাহ্মণদের প্রসাদে উপলব্ধ সম্পদ ও রাজলক্ষ্মীকে ভোগ করতে লাগলেন॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

মহর্ষি কশ্যপ কর্তৃক অদিতিকে পয়োব্রতের উপদেশ দান

শ্রীশুক উবাচ

এবং পুত্রেষু নষ্টেষু দেবমাতাদিতিস্তদা।
হৃতে ত্রিবিষ্টপে দৈত্যৈঃ পর্যতপ্যদনাথবৎ॥ ১

একদা কশ্যপস্তস্যা আশ্রমং ভগবানগাৎ।
নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধের্বিরতশ্চিরাৎ॥ ২

স পত্নীং দীনবদনাং কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
সভাজিতো যথান্যায়মিদমাহ কুরূদ্বহ॥ ৩

অপ্যভদ্রং ন বিপ্রাণাং ভদ্রে লোকেঽধুনাঽগতম্।
ন ধর্মস্য ন লোকস্য মৃত্যোশ্ছন্দানুবর্তিনঃ॥ ৪

অপি বাকুশলং কিঞ্চিদ্ গৃহেষু গৃহমেধিনি।
ধর্মস্যার্থস্য কামস্য যত্র যোগো হ্যযোগিনাম্॥ ৫

অপি বাতিথয়োঽভ্যেত্য[২] কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া।
গৃহাদপূজিতা যাতাঃ প্রত্যুত্থানেন বা ক্বচিৎ॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—(হে মহারাজ!) যখন দেবতারা স্বর্গ থেকে পালিয়ে গেলেন এবং বলি ইন্দ্রপুরী অধিকার করে নিলেন, তখন দেবমাতা অদিতির খুব দুঃখ হল। তিনি অনাথের মতো বিলাপ করতে লাগলেন॥ ১ ॥ অনেকদিন পর কশ্যপমুনির সমাধি ভঙ্গ হলে তিনি অদিতির আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং দেখলেন সেখানে সুখ-শান্তি নেই, কোনো কাজের উৎসাহ নেই, এমনকি আশ্রমকে ঠিকমতো সাজানোও হয়নি॥ ২ ॥ হে কুরুকুলতিলক! তিনি সেখানে গিয়ে অদিতি কর্তৃক যথোচিত আপ্যায়িত হলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন। পত্নী অদিতিকে ম্লানমুখী দেখে ন্যায়ানুসারে তিনি বলতে লাগলেন॥ ৩ ॥ হে কল্যাণী! এখন ব্রাহ্মণদের কোনোরকম বিপদ হয়েছে কি? ধর্মের পালন ঠিক মতো হচ্ছে তো? মৃত্যুর বশবর্তী জীবদের কোনো অমঙ্গল হয়নি তো? ॥ ৪ ॥ হে সতী! গৃহস্থাশ্রমে যারা যোগী নয় তাদেরও যোগের ফল লাভ হয়। এই গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিন বর্গের সাধনে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি তো? ॥ ৫ ॥ এমনও হতে পারে যে, তুমি আত্মীয়স্বজনদের পালন করার জন্যে গৃহকাজে ব্যস্ত ছিলে এবং অতিথি বিনা সৎকারেই ফিরে গেছেন। তুমি কি সেই কথা ভেবে বিষণ্ন

[১]প্রা.পা.—শুদ্ধাং। [২]প্রা.পা.—ঽভ্যেতাঃ।

গৃহেষু যেম্বতিথয়ো নার্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নির্যান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ॥ ৭

অপ্যগ্নয়স্তু বেলায়াং ন হুতা হবিষা সতি।
ত্বয়োদ্বিগ্নধিয়া ভদ্রে প্রোষিতে ময়ি কর্হিচিৎ॥ ৮

যৎ পূজয়া কামদুঘান্যাতি লোকান্ গৃহান্বিতঃ।
ব্রাহ্মণোঽগ্নিশ্চ বৈ বিষ্ণোঃ সর্বদেবাত্মনো মুখম্॥ ৯

অপি সর্বে কুশলিনস্তব পুত্রা মনস্বিনি[১]।
লক্ষয়েঽস্বস্থমাত্মানং ভবত্যা লক্ষণৈরহম্॥ ১০

অদিতিরুবাচ

ভদ্রং দ্বিজগবাং ব্রহ্মন্ধর্মস্যাস্য জনস্য চ।
ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রং গৃহমেধিন্ গৃহা ইমে॥ ১১

অগ্নয়োঽতিথয়ো ভৃত্যা ভিক্ষবো যে চ লিপ্সবঃ।
সর্বং ভগবতো ব্রহ্মন্ননুধ্যানান্ন রিষ্যতি॥ ১২

কো নু মে ভগবন্ কামো ন সম্পদ্যেত মানসঃ।
যস্যা ভবান্ প্রজাধ্যক্ষ এবং ধর্মান্ প্রভাষতে॥ ১৩

তবৈব মারীচ মনঃশরীরজাঃ
প্রজা ইমাঃ সত্ত্বরজস্তমোজুষঃ।
সমো ভবাংস্তাস্বসুরাদিষু প্রভো
তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ॥ ১৪

তস্মাদীশ ভজন্ত্যা মে শ্রেয়শ্চিন্তয় সুব্রত।
হৃতশ্রিয়ো হৃতস্থানান্সপত্নৈঃ পাহি নঃ প্রভো॥ ১৫

পরৈর্বিবাসিতা সাহং মগ্না ব্যসনসাগরে।
ঐশ্বর্যং শ্রীর্যশঃ স্থানং হৃতানি প্রবলৈর্মম॥ ১৬

যথা তানি পুনঃ সাধো প্রপদ্যেরন্ মমাত্মজাঃ।
তথা বিধেহি কল্যাণং ধিয়া কল্যাণকৃত্তম॥ ১৭

হয়েছে? ॥ ৬ ॥ যে গৃহ থেকে অতিথি অন্তত জলদ্বারাও অভ্যর্থিত না হয়ে ফিরে চলে যান, সেই গৃহ শৃগাল গৃহতুল্য॥ ৭ ॥ হে সতী! হে কল্যাণী! এমন কী হয়েছে যে, আমি প্রবাসে চলে যাওয়ায় তোমার মন উদ্বিগ্ন হয়েছিল এবং সেইজন্যে তুমি যথাকালে অগ্নিতে হোম করতে ভুলে গেছ? ॥ ৮ ॥ সর্ব দেবময় ভগবানের মুখ হচ্ছেন অগ্নি ও ব্রাহ্মণ। গৃহস্থ যদি এই দুয়ের পূজা করে তবে তারা সর্বকামনাপূরণকারী লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥ হে মনস্বিনী! তুমি তো সবসময়ই প্রসন্ন থাকো, কিন্তু কিছু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে তুমি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছ। তোমার সন্তানদের সব কুশল তো? ॥ ১০ ॥

অদিতিদেবী বললেন—হে ভগবান! ব্রাহ্মণ, গো, ধর্ম এবং আপনার এই দাসী কুশলেই আছে। হে স্বামিন্! এই গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম, অর্থ ও কামের সহায়ক॥ ১১ ॥ হে প্রভু! আমি নিরন্তর আপনার ধ্যান করি বলে অগ্নি, অতিথি, সেবক, ভিক্ষুক এবং অন্যান্য প্রার্থীরা নিরন্তর সৎকৃত হয়ে থাকেন, কেউই তিরস্কৃত হন না॥ ১২ ॥ আপনার মতো প্রজাপতি যখন আমায় এমন করে ধর্মোপদেশ দান করেন তখন হে ভগবান! আমার কোনো কামনা কি কখনো অপূর্ণ থাকতে পারে? ॥১৩ ॥ হে আর্যপুত্র! সত্ত্বগুণী, রজোগুণী বা তমোগুণী সকল প্রজাই আপনারই সন্তান। কিছু আপনার সংকল্প থেকে এবং অনেকে আপনার শরীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। ভগবান! অসুর কিংবা দেবতা সব সন্তানের প্রতিই আপনার সমভাব (সকলকে আপনি সমানভাবে দেখেন) তথাপি স্বয়ং পরমেশ্বর ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন॥ ১৪ ॥ হে দেব! আমি আপনার সেবিকা। আপনি আমার মঙ্গলের কথা চিন্তা করুন। হে মর্যাদাপালক প্রভু! শত্রুরা আমাদের (আমার এবং পুত্র দেবতাদের) সম্পত্তি ও বাসস্থান অপহরণ করেছে। আপনি আমাদের রক্ষা করুন॥ ১৫ ॥ শক্তিশালী অসুররা (দেবমাতা যে আমি, সেই) আমার ঐশ্বর্য, ধনসম্পত্তি, যশ এবং স্থান অধিকার করে সপুত্র আমাকে গৃহহীন করেছে। তাই আমি দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছি॥ ১৬ ॥ হে সাধু! হে মঙ্গলকৃত্তম! (শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী)! আপনা অপেক্ষা অধিক কেউ আমার মঙ্গল কামনা করবে না। সুতরাং হে মঙ্গলকারী ভগবান! আপনি

[১]প্রা.পা.—যশস্বিনি।

শ্রীশুক উবাচ

এবমভ্যর্থিতোঽদিত্যা কস্তামাহ স্ময়ন্নিব।
অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ॥ ১৮

ক্ব দেহো ভৌতিকোঽনাত্মা[১] ক্ব চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।
কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্॥ ১৯

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দনম্।
সর্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্‌গুরুম্॥ ২০

স বিধাস্যতি তে কামান্ হরির্দীনানুকম্পনঃ[২]।
অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি[৩] মতির্মম॥ ২১

অদিতিরুবাচ

কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মন্নুপস্থাস্যে জগৎপতিম্।
যথা মে সত্যসঙ্কল্পো বিদধ্যাৎ স মনোরথম্॥ ২২

আদিশ ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিধিং তদুপধাবনম্।
আশু তুষ্যতি মে দেবঃ সীদন্ত্যাঃ সহ পুত্রকৈঃ॥ ২৩

কশ্যপ উবাচ

এতন্মে ভগবান্ পৃষ্টঃ প্রজাকামস্য পদ্মজঃ।
যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণম্॥ ২৪

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতঃ।
অর্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ॥ ২৫

সিনীবাল্যাং মৃদাঽলিপ্যস্নায়াৎক্রোড়বিদীর্ণয়া।
যদি লভ্যেত বৈ স্রোতস্যেতং মন্ত্রমুদীরয়েৎ[৪]॥ ২৬

ত্বং দেব্যাদিবরাহেণ রসায়াঃ স্থানমিচ্ছতা।
উদ্ধৃতাসি নমস্তুভ্যং পাপ্মানং মে প্রণাশয়॥ ২৭

সংকল্প করুন যাতে আমার পুত্রেরা তাদের সব সম্পত্তি আবার ফিরে পায়॥ ১৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—এইভাবে অদিতি কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে মহর্ষি কশ্যপ বিস্ময় ও স্মিতহাস্যে বললেন, 'অতীব আশ্চর্যের বিষয়, ভগবানের মায়ার কী প্রবল শক্তি! সমস্ত বিশ্ব স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে॥ ১৮ ॥ কোথায় পঞ্চভূতে তৈরি এই নশ্বর দেহ আর কোথায়ই বা প্রকৃতির অতীত অবিনাশী আত্মা! কেউ কারোর স্বামী নয়, কেউ কারোর পুত্র নয়, আবার কেউ কারোর আত্মীয়স্বজন নয়, একমাত্র মায়ার বন্ধনেই সকল জীব আবদ্ধ॥ ১৯ ॥ হে ভামিনী! যিনি সর্বভূতের হৃদয়ে বাস করেন, নিজের ভক্তদের দুঃখ নিবারণ করেন সেই বাসুদেবের আরাধনা করো! ॥ ২০ ॥ তিনি দীনদয়াল। তিনি অবশ্যই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবানের সেবা কখনো ব্যর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই।'॥ ২১ ॥

অদিতি জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান! আমি জগদীশ্বরের আরাধনা কী বিধিতে করব, যাতে সেই সত্য সংকল্প প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে আমার মনোরথ পূর্ণ করবেন॥ ২২ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুত্রদের সঙ্গে আমি ক্লেশ ভোগ করছি। তিনি যাতে শীঘ্রই প্রসন্ন হন সেইরূপ আরাধনার উপায় আমাকে বলুন॥ ২৩ ॥

মহর্ষি কশ্যপ বললেন—দেবী! যখন আমার সন্তান লাভের ইচ্ছা হয়েছিল তখন আমি ভগবান ব্রহ্মাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বিষ্ণুকে প্রসন্ন করার উপায়স্বরূপ যে ব্রতের উপদেশ আমায় দিয়েছিলেন আমি সেই উপদেশই তোমায় দিচ্ছি॥ ২৪ ॥ ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষে বারো দিন (শুক্লা প্রতিপদ তিথি থেকে দ্বাদশী তিথি পর্যন্ত) শুধুমাত্র দুধ পান করে পরম ভক্তিভরে কমলনয়ন ভগবান বিষ্ণুর পূজা করতে হবে॥ ২৫ ॥ যদি পাওয়া যায় তবে অমাবস্যা তিথিতে বন্যবরাহ বিদারিত মৃত্তিকা নিজ শরীরে লেপন করে নদীতে স্নান করে এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে॥ ২৬ ॥ (অবগাহন মন্ত্র—) হে দেবী! আদি বরাহ ভগবান প্রাণীদের বাসস্থানের জন্যে রসাতল থেকে আপনাকে উদ্ধার করেছেন। আপনাকে নমস্কার। আপনি

[১]প্রা.পা.— কো নাম। [২]প্রা.পা.—কম্পকঃ। [৩]প্রা.পা.—ভক্তিঃ পরা চেতি মতি.। [৪]প্রা.পা.— দাহরেৎ।

নির্বর্তিতাত্মনিয়মো দেবমর্চেৎ সমাহিতঃ।
অর্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি॥ ২৮

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহীয়সে।
সর্বভূতনিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে॥ ২৯

নমোঽব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধানপুরুষায় চ।
চতুর্বিংশদগুণজ্ঞায় গুণসংখ্যানহেতবে॥ ৩০

নমো দ্বিশীর্ষ্ণে ত্রিপদে চতুঃশৃঙ্গায় তন্তবে।
সপ্তহস্তায় যজ্ঞায় ত্রয়ীবিদ্যাত্মনে নমঃ॥ ৩১

নমঃ শিবায় রুদ্রায় নমঃ শক্তিধরায় চ।
সর্ববিদ্যাধিপতয়ে ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥ ৩২

নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায়[১] জগদাত্মনে।
যোগৈশ্বর্যশরীরায় নমস্তে যোগহেতবে॥ ৩৩

নমস্ত আদিদেবায় সাক্ষিভূতায়[২] তে নমঃ।
নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ॥ ৩৪

নমো মরকতশ্যামবপুষেঽধিগতশ্রিয়ে।
কেশবায় নমস্তুভ্যং নমস্তে পীতবাসসে॥ ৩৫

ত্বং সর্ববরদঃ পুংসাং বরেণ্য বরদর্ষভ।
অতস্তে শ্রেয়সে ধীরাঃ পাদরেণুমুপাসতে॥ ৩৬

অন্ববর্তন্ত যং দেবাঃ শ্রীশ্চ তৎপাদপদ্মযোঃ[৩]।
স্পৃহয়ন্ত ইবামোদং ভগবান্মে প্রসীদতাম্॥ ৩৭

এতৈর্মন্ত্রৈর্হৃষীকেশমাবাহনপুরস্কৃতম্।
অর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ॥ ৩৮

আমার পাপ বিনাশ করুন॥ ২৭ ॥ অতঃপর নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমাপনান্তে একাগ্র চিত্তে মূর্তি, ভূমি, সূর্য, জল, অগ্নি এবং গুরুদেবের মধ্যে ভগবানের ভাবনা করে পূজা করবে॥ ২৮ ॥ (এবং এইভাবে স্তুতি করবে)—"হে প্রভু! আপনি সর্বশক্তিমান, অন্তর্যামী এবং আরাধ্য। আপনি সকল প্রাণীর আশ্রয় স্থান এবং সকল প্রাণীর অন্তরে বাস করেন। সেইজন্যে আপনাকে 'বাসুদেব' বলা হয়। আপনি বিশ্বচরাচর এবং তার কারণের সাক্ষী। আপনাকে প্রণাম॥ ২৯ ॥ আপনি অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম এবং পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে অবস্থান করেন। চতুর্বিংশতিগুণজ্ঞ এবং সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবর্তক আপনাকে নমস্কার॥ ৩০ ॥ আপনি সেই যজ্ঞস্বরূপ যার প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় নামে যাগদ্বয় দুটি মস্তক। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল—এই তিন সময় আপনার তিন পদ, চার বেদ চারটি শৃঙ্গ। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ আপনার সাতটি হস্ত। এই ধর্মময় বৃষভরূপ যজ্ঞ বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত এবং এর আত্মাও আপনি স্বয়ং। আপনাকে আমার প্রণাম॥ ৩১ ॥ আপনি জীবের কল্যাণকারী শিব আবার প্রলয়কারী রুদ্র। সমস্ত শক্তিকে ধারণকারীও আপনিই। আপনাকে বারবার নমস্কার। আপনি সর্ববিদ্যার অধিপতি ও ভূতসমূহের প্রভু! আপনাকে প্রণাম॥ ৩২ ॥ আপনি সকলের প্রাণ এবং এই জগতের স্বরূপ। আপনি যোগের কারণ এবং স্বয়ং যোগ। এর থেকে যে ঐশ্বর্য লাভ করা যায় তাও আপনিই। হে হিরণ্যগর্ভ আপনাকে নমস্কার॥ ৩৩ ॥ আপনি আদিদেব, সাক্ষীভূত। আপনি নর-নারায়ণ ঋষির রূপে প্রকট হয়েছেন এবং সর্বদুঃখাপহারক শ্রীহরি। আপনাকে নমস্কার॥ ৩৪ ॥ আপনার শরীর মরকত মণির ন্যায় শ্যামবর্ণ। সকল ধনসম্পত্তি ও সৌন্দর্যের দেবী লক্ষ্মী আপনার সেবিকা। হে পীতাম্বর! আপনাকে বারবার নমস্কার॥ ৩৫ ॥ আপনি বরদ শ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রকার বরদাতা। তাই জীবের একমাত্র বরণীয়। সেইজন্য ধীর ব্যক্তিরা নিজেদের মঙ্গলার্থে আপনার পদরজের আরাধনা করে থাকে॥ ৩৬ ॥ যাঁর পাদপদ্মের সৌরভ লাভ করার জন্য সকল দেবতা এমন কী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত সেবা করে থাকেন সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ৩৭ ॥ হে প্রিয়ে! ভগবান হৃষীকেশকে প্রথমেই আবাহন করবে। তারপর এই মন্ত্রদ্বারা পাদ্য-

[১]প্রা.পা.— দেবায়। [২]প্রা.পা.— দেবদেবায় তে। [৩]প্রা.পা.—যৎপা.।

অর্চিত্বা গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ পয়সা স্নপয়েদ্ বিভুম্।
বস্ত্রোপবীতাভরণপাদ্যোপস্পর্শনৈস্ততঃ[১]।
গন্ধধূপাদিভিশ্চার্চেদ্ দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া॥ ৩৯

শৃতং পয়সি[২] নৈবেদ্যং শাল্যন্নং বিভবে সতি।
সসর্পিঃ সগুড়ং দত্ত্বা জুহুয়ান্মূলবিদ্যয়া॥ ৪০

নিবেদিতং তদ্ ভক্তায় দদ্যাদ্ ভুঞ্জীত বা স্বয়ম্।
দত্ত্বাহচমনমর্চিত্বা তাম্বূলং চ নিবেদয়েৎ॥ ৪১

জপেদষ্টোত্তরশতং স্তুবীত স্তুতিভিঃ প্রভুম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভূমৌ প্রণমেদ্ দণ্ডবন্মুদা॥ ৪২

কৃত্বা শিরসি তচ্ছেষাং দেবমুদ্বাসয়েৎ ততঃ।
দ্ব্যবরান্ ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ পায়সেন যথোচিতম্॥ ৪৩

ভুঞ্জীত তৈরনুজ্ঞাতঃ শেষং সেষ্টঃ সভাজিতৈঃ।
ব্রহ্মচার্যথ তদ্রাত্র্যাং শ্বোভূতে প্রথমেহহনি॥ ৪৪

স্নাতঃ শুচির্যথোক্তেন বিধিনা সুসমাহিতঃ।
পয়সা স্নাপয়িত্বার্চেদ্ যাবদ্‌ব্রতসমাপনম্॥ ৪৫

পয়োভক্ষো ব্রতমিদং চরেদ্ বিষ্ণ্বর্চনাদৃতঃ।
পূর্ববজ্জুহুয়াদগ্নিং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ॥ ৪৬

এবং ত্বহরহঃ কুর্যাদ্ দ্বাদশাহং পয়োব্রতঃ।
হরেরারাধনং হোমমর্হণং দ্বিজতর্পণম্॥ ৪৭

প্রতিপদ্দিনমারভ্য যাবচ্ছুক্লত্রয়োদশী।
ব্রহ্মচর্যমধঃস্বপ্নং স্নানং ত্রিষবণং চরেৎ॥ ৪৮

বর্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা।
অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ॥ ৪৯

ত্রয়োদশ্যামথো বিষ্ণোঃ স্নপনং পঞ্চকৈর্বিভোঃ।
কারয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা বিধিকোবিদৈঃ॥ ৫০

আচমণ প্রভৃতি দিয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক মনোযোগ সহকারে তাঁর পূজা করবে॥ ৩৮ ॥ গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা ভগবানকে পূজা করে দুধ দিয়ে স্নান করাবে। তারপর বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ ও ধূপ প্রভৃতি দ্বারা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ করে (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়—এই দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র) ভগবানের পূজা করবে॥ ৩৯ ॥ যদি ব্যয় সামর্থ্য থাকে তবে দুগ্ধপক্ব শাল্যন্ন দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত ও গুড় মিশ্রিত পায়সান্ন নিবেদন করবে এবং তারপর দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দিয়ে হোম করবে॥ ৪০ ॥ সেই প্রসাদ নৈবেদ্য ভগবদ্‌ভক্তদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে অথবা নিজে গ্রহণ করবে। পরে পূজান্তে আচমন ও তাম্বুল নিবেদন করবে॥ ৪১ ॥ অষ্টোত্তরশতসংখ্যক বার (একশো আট বার) দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করবে এবং অন্যান্য স্তব পাঠ করে ভগবানের স্তুতি করবে। তারপর প্রদক্ষিণ করে সানন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে॥ ৪২ ॥ দেবতার নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করে দেবতাকে বিসর্জন দেবে। অন্তত পক্ষে দুজন ব্রাহ্মণকে পায়সান্ন ভোজন করাবে॥ ৪৩ ॥ দক্ষিণা দিয়ে তাঁদের (ব্রাহ্মণদের) সৎকার করবে। অতঃপর তাঁদের অনুমতি নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করবে। সেই দিন ও রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করবে। পরের দিন প্রাতঃকালে স্নান করে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করবে। এইভাবে যতদিন না ব্রত শেষ হয় ততদিন দুধ দিয়ে ভগবানকে স্নান করিয়ে পূজা করবে॥ ৪৪-৪৫ ॥

এইভাবে সানন্দে দুগ্ধাহারী হয়ে বিষ্ণুপূজাপরায়ণ হতে হবে। প্রতিদিন পূর্ববৎ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে॥ ৪৬ ॥ এইভাবে বারোদিন দুগ্ধাহারী থেকে প্রতিদিন হোম, ভগবানের আরাধনা ও পূজা করবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে॥ ৪৭ ॥

ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করবে, ভূমিতে শয়ন করবে ও তিনবার করে স্নান করবে॥ ৪৮ ॥ মিথ্যা কথা বলবে না। পাপীর সঙ্গে আলাপ করবে না। পাপ বিষয়ে আলোচনা করবে না। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সব রকম ভোগই ত্যাগ করবে। কোনো প্রাণীর প্রতি হিংসা করবে না। কেবল ভগবানের আরাধনায় একাগ্র হয়ে থাকবে॥ ৪৯ ॥ ত্রয়োদশীর দিন শাস্ত্রবিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা ভগবানকে পঞ্চামৃত

[১]প্রা.পা.—স্পর্শনাদিভিঃ। [২]প্রা.পা.—পয়ঃ সনৈবেদ্যং।

পূজাং চ মহতীং কুর্যাদ্ বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ।
চরুং নিরূপ্য পয়সি শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে॥ ৫১

শৃতেন তেন পুরুষং যজেত সুসমাহিতঃ।
নৈবেদ্যং চাতিগুণবদ্ দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্॥ ৫২

আচার্যং জ্ঞানসম্পন্নং বস্ত্রাভরণধেনুভিঃ।
তোষয়েদৃত্বিজশ্চৈব তদ্বিদ্ধ্যারাধনং হরেঃ॥ ৫৩

ভোজয়েৎ তান্ গুণবতা সদন্নেন শুচিস্মিতে।
অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাঞ্ছক্ত্যা[১] যে চ তত্র সমাগতাঃ॥ ৫৪

দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
অন্নাদ্যেনাশ্বপাকাংশ্চ প্রীণয়েৎসমুপাগতান্॥ ৫৫

ভুক্তবৎসু চ সর্বেষু দীনান্ধকৃপণেষু[২] চ।
বিষ্ণোস্তৎপ্রীণনং বিদ্বান্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ॥ ৫৬

নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ স্তুতিভিঃ স্বস্তিবাচকৈঃ।
কারয়েত্তৎকথাভিশ্চ[৩] পূজাং ভগবতোঽন্বহম্॥ ৫৭

এতৎ পয়োব্রতং নাম পুরুষারাধনং পরম্।
পিতামহেনাভিহিতং ময়া[৪] তে সমুদাহৃতম্॥ ৫৮

ত্বং চানেন মহাভাগে সম্যক্‌চীর্ণেন কেশবম্।
আত্মনা শুদ্ধভাবেন নিয়তাত্মা[৫] ভজাব্যয়ম্॥ ৫৯

অয়ং বৈ সর্বযজ্ঞাখ্যঃ সর্বব্রতমিতি স্মৃতম্।
তপঃসারমিদং ভদ্রে দানং চেশ্বরতর্পণম্॥ ৬০

ত এব নিয়মাঃ সাক্ষাত্ত এব চ যমোত্তমাঃ।
তপো দানং ব্রতং যজ্ঞো যেন তুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥ ৬১

দিয়ে স্নান করাবে॥ ৫০ ॥ কৃপণতা বর্জন করে যথাসাধ্য ধন ব্যয়ে ভগবানের মহতী পূজার আয়োজন করতে হবে এবং দুধে চরু (পরমান্ন বা পায়স) রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করবে॥ ৫১ ॥ দুধে চরুপাক করে সুসমাহিত চিত্তে ভগবানের যজনা করবে এবং তিনি যে সমস্ত বস্তু গ্রহণ করে প্রসন্ন হন সেই সমস্ত দ্রব্য নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করবে॥ ৫২ ॥ তারপর জ্ঞানী আচার্য ও যাজ্ঞিকদের বস্ত্র, অলংকার এবং গোরু দান করে সন্তুষ্ট করবে। হে প্রিয়ে ! একেই ভগবানের আরাধনা বলে মনে করবে॥ ৫৩ ॥ হে শুচিস্মিতে ! আচার্য ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণদের শুদ্ধ, পবিত্র ও নানা গুণবিশিষ্ট অন্ন ভোজন করাবে ; সেইসঙ্গে অন্য ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য অতিথিদেরও সামর্থ্য অনুযায়ী ভোজন করানো উচিত॥ ৫৪ ॥ গুরু ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের যথাসাধ্য ও যথাযোগ্য দক্ষিণা দেবে। স্বেচ্ছায় আগত চণ্ডাল এবং অন্ধ, দীনদুঃখী ও অসমর্থ লোকেদের অন্ন বিতরণ করে সন্তুষ্ট করবে। দীন-দরিদ্র-অন্ধের সেবা ভগবৎ-সন্তুষ্টির জন্যই করা হয়েছে মনে করে ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে নিজে ভোজন করবে॥ ৫৫-৫৬ ॥ প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত প্রতিদিন নৃত্য-গীত-বাদ্য-স্তুতি স্বস্তিবাচন এবং হরিকথা শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা প্রতিদিন ভগবানের পূজা করবে॥ ৫৭ ॥

এই হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ আরাধনা। এর নাম 'পয়োব্রত'। পিতামহ ব্রহ্মা আমায় যেমন বলেছিলেন আমি তোমাকে ঠিক সেইভাবে বললাম॥ ৫৮ ॥ দেবী, তুমি ভাগ্যবতী। ইন্দ্রিয়দের নিজের বশীভূত করে শুদ্ধ মনে শ্রদ্ধা সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে অবিনাশী ভগবানের আরাধনা করো॥ ৫৯ ॥ হে কল্যাণী ! এই ব্রত ভগবানকে সন্তুষ্ট করে, সেইজন্য এর নাম 'সর্বযজ্ঞ' ও 'সর্বব্রত'। এই ব্রত সকল তপস্যার সার এবং এই দানে ভগবান তৃপ্ত হন॥ ৬০ ॥ যাতে ভগবান প্রসন্ন হন—সেটিই আসল নিয়ম, শ্রেষ্ঠ যম (সংযম), শ্রেষ্ঠ তপস্যা, দান, ব্রত এবং

[১]প্রা.পা.—মুক্তান্। [২]প্রা.পা.—কৃপণাদিষু। [৩]প্রা.পা.—তৎ সৎকথা.। [৪]প্রা.পা.—মম।
[৫]প্রা.পা.—ভজনীয়ং।

তস্মাদেতদ্‌ব্রতং ভদ্রে প্রযতা শ্রদ্ধয়া চর।

ভগবান্ পরিতুষ্টস্তে বরানাশু বিধাস্যতি।। ৬২

যজ্ঞ।। ৬১ ।। অতএব, হে দেবী ! তুমি সংযম ও শ্রদ্ধা সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করো। ভগবান শীঘ্রই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন।। ৬৩ ।।

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধেঽদিতিপয়োব্রতকথনং[১] নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।। ১৬ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে অদিতিকে পয়োব্রত কথন নামক ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৬ ।।

———o———

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবানের আবির্ভাব এবং অদিতিকে বর দান

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তা সাদিতী রাজন্ স্বভর্ত্রা কশ্যপেন বৈ।
অন্বতিষ্ঠদ্ ব্রতমিদং দ্বাদশাহমতন্দ্রিতা।। ১
চিন্তয়ন্ত্যেকয়া বুদ্ধ্যা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
প্রগৃহ্যেন্দ্রিয়দুষ্টাশ্বান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।। ২
মনশ্চৈকাগ্রয়া বুদ্ধ্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
বাসুদেবে সমাধায় চচার হ পয়োব্রতম্।। ৩
তস্যাঃ প্রাদুরভূত্তাত ভগবানাদিপূরুষঃ।
পীতবাসাশ্চতুর্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।। ৪
তং নেত্রগোচরং বীক্ষ্য সহসোত্থায় সাদরম্।
ননাম ভুবি কায়েন দণ্ডবৎ প্রীতিবিহ্বলা।। ৫
সোত্থায় বদ্ধাঞ্জলিরীড়িতুং স্থিতা
নোৎসেহ আনন্দজলাকুলেক্ষণা।
বভূব তূষ্ণীং পুলকাকুলাকৃতি-
স্তদ্দর্শনাত্যুৎ সবগাত্রবেপথুঃ।। ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! অদিতি স্বীয় পতি মহর্ষি কশ্যপের উপদেশ অনুসারে বারো দিন ব্যাপী অতীব সংযত চিত্তে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন।। ১ ।। বুদ্ধিকে সারথি করে মনের লাগাম দিয়ে চঞ্চল অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করলেন এবং একাগ্র চিত্তে তিনি পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্তা করতে লাগলেন।। ২ ।। একাগ্র বুদ্ধির সাহায্যে নিজের মনকে ভগবান বাসুদেবে সম্পূর্ণ সমাহিত করে পয়োব্রত অনুষ্ঠান পালন করলেন।। ৩ ।। হে বৎস ! তখন তাঁর (অদিতির) সম্মুখে পীতাম্বর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ আদি পুরুষ ভগবান আবির্ভূত হলেন।। ৪ ।। চোখের সামনে হঠাৎ ভগবানকে আবির্ভূত হতে দেখে অদিতি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আনন্দে বিহ্বল হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।। ৫ ।। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভগবানের স্তুতি করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আনন্দাশ্রু তাঁর কণ্ঠকে রুদ্ধ করল, তিনি কথা বলতে পারলেন না। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হতে লাগল, স্তব্ধ হয়ে তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন ।। ৬ ।।

[১]প্রা.পা.—কশ্যপাদিতিসংবাদে।

প্রীত্যা শনৈর্গদগদয়া গিরা হরিং
তুষ্টাব সা দেব্যদিতিঃ কুরূদ্বহ।
উদ্বীক্ষতী সা পিবতীব চক্ষুষা
রমাপতিং যজ্ঞপতিং জগৎ পতিম্।। ৭

হে কুরুকুলতিলক ! দেবী অদিতি প্রেমপূর্ণ নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্মীপতি, বিশ্বপতি যজ্ঞেশ্বর ভগবানকে এমনভাবে দর্শন করতে লাগলেন যেন চক্ষু দ্বারা তিনি ভগবানকে পান করে ফেলবেন। তারপর প্রেমে গদগদ হয়ে ধীরে ধীরে তিনি ভগবানের স্তুতি করলেন॥ ৭ ॥

অদিতিরুবাচ

যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুত তীর্থপাদ
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয়।
আপন্নলোকবৃজিনোপশমোদয়াদ্য
শং নঃ কৃধীশ ভগবন্নসি দীননাথঃ।। ৮

বিশ্বায় বিশ্বভবনস্থিতিসংযমায়
স্বৈরং গৃহীতপুরুশক্তিগুণায় ভূম্নে।
স্বস্থায় শশ্বদুপবৃংহিতপূর্ণবোধ-
ব্যাপাদিতাত্মতমসে হরয়ে নমস্তে।। ৯

আয়ুঃ পরং বপুরভীষ্টমতুল্যলক্ষ্মীং-
দ্যোভূরসাঃ সকলযোগগুণাস্ত্রিবর্গঃ।
জ্ঞানং চ কেবলমনন্ত ভবন্তি তুষ্টাৎ
ত্বত্তো নৃণাং কিমু সপত্নজয়াদিরাশীঃ।। ১০

দেবী অদিতি বললেন—আপনি যজ্ঞের প্রভু এবং নিজেই স্বয়ং যজ্ঞ। হে অচ্যুত ! আপনার চরণকমলের আশ্রয় নিয়ে লোকে ভবসাগর পার হয়ে যায়। আপনার যশঃকীর্তন শ্রবণ করলে সংসার থেকে মুক্তি লাভ হয়। আপনার নাম শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল হয়। হে আদিদেব ! যে আপনার শরণাপন্ন হয় তার সমস্ত বিপদ আপনি হরণ করেন। হে ভগবান ! আপনি দরিদ্রের প্রভু। আপনি আমাদের মঙ্গল করুন॥ ৮ ॥ আপনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এবং আপনিই বিশ্বরূপ। আপনি অনন্ত হয়েও স্বেচ্ছায় অনেক শক্তি ও মায়াগুণকে স্বীকার করেন। আপনি সর্বদা নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ নির্বিকার স্বরূপ। আপনি নিত্য উজ্জ্বল পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে আত্মার বিমোহিত অন্ধকারকে দূর করেন। হে ভগবান ! আপনাকে প্রণাম॥ ৯ ॥ হে অনন্ত প্রভু ! আপনি প্রসন্ন হলে মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে ব্রহ্মার মতো দিব্য শরীর, অনুপম ঐশ্বর্য, অভীষ্ট বস্তু, স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল, অণিমাদি যোগশক্তি সমুদায়, ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে থাকে। অতএব শত্রুকে পরাজয় করার ক্ষমতা সে লাভ করবে এতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ

অদিত্যৈবং স্তুতো রাজন্ ভগবান্ পুষ্করেক্ষণঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানামিতি হোবাচ ভারতঃ।। ১১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! অদিতি এইভাবে পদ্মপলাশলোচন শ্রীভগবানের স্তুতি করলে সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করে তাদের গতিবিধির সাক্ষীস্বরূপ ভগবান বললেন॥ ১১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

দেবমাতর্ভবত্যা মে বিজ্ঞাতং চিরকাঙ্ক্ষিতম্।
যৎ সপত্নৈর্হৃতশ্রীণাং চ্যাবিনাতাং স্বধামতঃ।। ১২

তান্বিনির্জিত্য সমরে দুর্মদানসুরর্ষভান্।
প্রতিলব্ধজয়শ্রীভিঃ পুত্রৈরিচ্ছস্যুপাসিতুম্।। ১৩

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠৈঃ স্বতনয়ৈর্হতানাং যুধি বিদ্বিষাম্।
স্ত্রিয়ো রুদন্তীরাসাদ্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি দুঃখিতাঃ।। ১৪

আত্মজান্সুসমৃদ্ধাংস্ত্বং প্রত্যাহৃতযশঃশ্রিয়ঃ।
নাকপৃষ্ঠমধিষ্ঠায় ক্রীড়তো দ্রষ্টুমিচ্ছসি।। ১৫

শ্রীভগবান বললেন—হে দেব জননী অদিতি ! তোমার চিরপোষিত অভিলাষ আমি জানি। শত্রুরা তোমার পুত্রদের সম্পত্তি অপহরণ করে তাঁদের রাজ্যচ্যুত করেছে॥ ১২ ॥ তোমার পুত্রেরা যুদ্ধে দুর্মদ অসুরদের পরাজিত করে যাতে রাজলক্ষ্মী ফিরে পায় এবং তুমি তাঁদের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করো, এই তোমার কামনা॥ ১৩ ॥ তোমার ইন্দ্রাদি পুত্রেরা শত্রুদের বধ করলে তাদের (অসুরদের) স্ত্রীরা মৃত স্বামীর জন্যে হাহাকার করবে, তুমি সেই দৃশ্যও দেখতে ইচ্ছা রাখ॥ ১৪ ॥ হে অদিতি ! তোমার অভিলাষ যে, তোমার পুত্রদের ধন-সম্পত্তি ও শক্তি বৃদ্ধি হোক এবং

প্রায়োঽধুনা তেঽসুরযূথনাথা
অপারণীয়া ইতি দেবি মে মতিঃ।
যত্তেঽনুকূলেশ্বরবিপ্রগুপ্তা
ন বিক্রমস্তত্র সুখং দদাতি॥ ১৬

অথাপ্যুপায়ো মম দেবি চিন্ত্যঃ
সন্তোষিতস্য ব্রতচর্যয়া তে।
মমার্চনং নার্হতি গন্তুমন্যথা
শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ॥ ১৭

ত্বয়ার্চিতশ্চাহমপত্যগুপ্তয়ে
পয়োব্রতেনানুগুণং সমীড়িতঃ।
স্বাংশেন পুত্রত্বমুপেত্য তে সুতান্
গোপ্তাস্মি মারীচতপস্যধিষ্ঠিতঃ॥ ১৮

উপধাব পতিং ভদ্রে প্রজাপতিমকল্মষম্।
মাং চ ভাবয়তী পত্যাবেবংরূপমবস্থিতম্॥ ১৯

নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথংচন।
সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্॥ ২০

শ্রীশুক উবাচ

এতাবদুক্ত্বা ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
অদিতির্দুর্লভং লব্ধা হরের্জন্মাত্মনি প্রভোঃ॥ ২১

উপাধাবৎ পতিং ভক্ত্যা পরয়া কৃতকৃত্যবৎ।
স বৈ সমাধিযোগেন কশ্যপস্তদবুধ্যত॥ ২২

সোঽদিত্যাং বীর্যমাধত্ত তপসা চিরসংভৃতম্।
সমাহিতমনা রাজন্দারুণ্যগ্নিং যথানিলঃ॥ ২৩

অদিতের্ধিষ্ঠিতং গর্ভং ভগবন্তং সনাতনম্।
হিরণ্যগর্ভো বিজ্ঞায় সমীড়ে গুহ্যনামভিঃ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ

জয়োরুগায় ভগবন্নুরুক্রম নমোঽস্তু তে।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ত্রিগুণায় নমো নমঃ॥ ২৫

তারা যশঃ ও ঐশ্বর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করে সেখানে পূর্বের মতো প্রতিষ্ঠিত হোক॥ ১৫ ॥ কিন্তু দেবী ! সেই অসুররাজ বলিকে এখন পরাজিত করা সম্ভব নয়, এই আমার ধারণা। কারণ দৈব এবং ব্রাহ্মণগণ এখন অনুকূল হয়ে তাঁকে রক্ষা করছেন। এইসময় তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলে কোনো সুখদায়ক ফল লাভের আশা নেই॥ ১৬ ॥ তথাপি, হে দেবী ! তোমার এই ব্রত অনুষ্ঠানের জন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, অতএব এই ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায় স্থির করব। কারণ, আমার আরাধনা ব্যর্থ হতে পারে না। শ্রদ্ধানুরূপ ফল নিশ্চয়ই তুমি লাভ করবে॥ ১৭ ॥ তুমি নিজের পুত্রদের রক্ষার জন্য পয়োব্রত অনুষ্ঠান নিয়ম পালন করে আমার পূজা এবং স্তুতিও করেছ। সুতরাং আমি অংশ হয়ে কশ্যপের বীর্যে প্রবেশ করে এবং তোমার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে তোমার পুত্রদের রক্ষা করব॥ ১৮ ॥ হে কল্যাণী ! তুমি তোমার পতি কশ্যপের মধ্যে আমাকে দর্শন করো এবং সেই নিষ্পাপ প্রজাপতির সেবা করো॥ ১৯ ॥ দেবী ! এই সকল দেবরহস্য কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলেও কাউকে বলবে না। কারণ, দেবগুহ্য কথা যত গোপন থাকে তত বেশি ফলদায়ক হয়॥ ২০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! এই কথা বলে ভগবান শ্রীহরি সেখানেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। স্বয়ং ভগবান আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন, এই কথা অনুভব করে অদিতি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। কত সৌভাগ্য হলে তা সম্ভব হয় ! তিনি পরম ভক্তি সহকারে পতিদেব কশ্যপের সেবা করতে লাগলেন। মহর্ষি কশ্যপ সত্যদর্শী ছিলেন, তাঁর কাছে কোনো কথাই গুপ্ত থাকতে পারে না। তিনি সমাধিযোগে জানতে পারলেন যে, ভগবান শ্রীহরি অংশরূপে তাঁর দেহে প্রবেশ করেছেন। তিনি সমাহিত হয়ে তপস্যার সাহায্যে চির সঞ্চিত বীর্যকে অদিতির মধ্যে স্থাপন করলেন, যেমন বায়ু কাষ্ঠমধ্যে অগ্নিকে স্থাপন করে॥ ২১-২৩ ॥ যখন ব্রহ্মা জানতে পারলেন যে, স্বয়ং সনাতন ভগবান অদিতির গর্ভে অবস্থান করছেন তখন তিনি ভগবানের গুহ্য নাম উচ্চারণ করে স্তব করতে লাগলেন॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা বললেন—সমগ্র কীর্তির আশ্রয় স্বরূপ হে ভগবান ! আপনার জয় হোক। অনন্ত শক্তির অধিষ্ঠাতা, আপনার চরণে নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব ! আপনি ত্রিগুণাত্মক,

নমস্তে পৃশ্নিগর্ভায় বেদগর্ভায় বেধসে।
ত্রিনাভায় ত্রিপৃষ্ঠায় শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে।। ২৬

ত্বমাদিরন্তো ভুবনস্য মধ্য-
মনন্তশক্তিং পুরুষং যমাহুঃ।
কালো ভবানাক্ষিপতীশ বিশ্বং
স্রোতো যথান্তঃপতিতং গভীরম্।। ২৭

ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং
প্রজাপতীনামসি সম্ভবিষ্ণুঃ।
দিবৌকসাং দেব দিবশ্চ্যুতানাং
পরায়ণং নৌরিব মজ্জতোঽপ্সু।। ২৮

আপনার চরণে আমার বারবার প্রণাম।। ২৫ ।। হে পৃশ্নি গর্ভজাত ! সমস্ত বেদকে আপনি নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন। আপনিই সকলের বিধাতা। আপনাকে আমি বারবার প্রণাম করি। এই ত্রিলোক আপনার নাভিস্থলে অধিষ্ঠিত। এই তিন লোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বৈকুণ্ঠে আপনি বাস করেন। আপনি অন্তর্যামী হয়ে সকল জীবের হৃদয়ে সর্বদা বাস করেন। এইরূপ সর্বব্যাপী বিষ্ণু ভগবানকে আমি প্রণাম করি।।২৬ ।। হে প্রভু ! আপনি এই বিশ্বসংসারের আদি ও অন্ত, সুতরাং মধ্যও আপনি। সেইজন্য বেদ আপনাকে অনন্তশক্তিপুরুষ বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন গভীর জলস্রোত জলমগ্ন তৃণাদি সবকিছুকেই আকর্ষণ করে তদ্রূপ আপনি কালরূপে এই বিশ্ব সংসারকে আকর্ষণ করে থাকেন।। ২৭ ।। আপনি স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রজা ও প্রজাপতিদের সৃষ্টি কর্তা। হে দেবাদিদেব ! নৌকা যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তিগণের আশ্রয়স্থল, তেমনই স্বর্গচ্যুত দেবতাদের একমাত্র আশ্রয় আপনিই। (অতএব পুনরায় আপনি তাঁদের স্বর্গে অধিষ্ঠিত করুন)।। ২৮ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে বামনপ্রাদুর্ভাবে[1] সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।। ১৭ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে
বামন প্রাদুর্ভাবে সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৭ ।।

অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

বলির যজ্ঞে শ্রীভগবানের বামন অবতার রূপে আবির্ভাব

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং বিরিঞ্চস্তুতকর্মবীর্যঃ
প্রাদুর্বভূবামৃতভূরদিত্যাম্।
চতুর্ভুজঃ শঙ্খগদাব্জচক্রঃ
পিশঙ্গবাসা নলিনায়তেক্ষণঃ ।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর শক্তি আর লীলার এইভাবে স্তুতি করলে জন্ম-মৃত্যুরহিত ভগবান শ্রীহরি অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হলেন। ভগবান চতুর্ভুজরূপে হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেছিলেন। পদ্মের মতোই তাঁর কোমল নয়ন এবং তিনি পীতাম্বর পরিধান করেছিলেন।। ১ ।। বিশুদ্ধ শ্যামবর্ণ দেহ।

---

[1]প্রা.পা.—'ভগবদবতারঃ'।

শ্যামাবদাতো ঝষরাজকুণ্ডল-
ত্বিষোল্লসচ্ছ্রীবদনাম্বুজঃ পুমান্।
শ্রীবৎসবক্ষা বলয়াঙ্গদোল্লস-
ত্তিরীটকাঞ্চীগুণচারুনূপুরঃ ।। ২

মধুব্রতব্রাতবিঘুষ্টয়া স্বয়া
বিরাজিতঃ শ্রীবনমালয়া হরিঃ।
প্রজাপতের্বেশ্মতমঃ স্বরোচিষা
বিনাশয়ন্ কণ্ঠনিবিষ্টকৌস্তুভঃ ।। ৩

দিশঃ প্রসেদুঃ সলিলাশয়াস্তদা
প্রজাঃ প্রহৃষ্টা ঋতবো গুণান্বিতাঃ।
দ্যৌরন্তরিক্ষং ক্ষিতিরগ্নিজিহ্বা
গাবো দ্বিজাঃ সংজহৃষুর্নগাশ্চ ।। ৪

শ্রোণায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্তেঽভিজিতি প্রভুঃ।
সর্বে নক্ষত্রতারাদ্যাশ্চক্রুস্তজ্জন্ম দক্ষিণম্ ।। ৫

দ্বাদশ্যাং সবিতাতিষ্ঠন্মধ্যন্দিনগতো নৃপ।
বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্যাং জন্ম বিদুর্হরেঃ ।। ৬

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গপণবানকাঃ।
চিত্রবাদিত্রতূর্যাণাং নির্ঘোষস্তুমুলোঽভবৎ ।। ৭

প্রীতাশ্চাপ্সরসোঽনৃত্যন্গন্ধর্বপ্রবরা জগুঃ।
তুষ্টুবুর্মুনয়ো দেবা মনবঃ পিতরোঽগ্নয়ঃ ।। ৮

সিদ্ধবিদ্যাধরগণাঃ সকিংপুরুষকিন্নরাঃ।
চারণা যক্ষরক্ষাংসি সুপর্ণা ভুজগোত্তমাঃ ।। ৯

গায়ন্তোঽতিপ্রশংসন্তো নৃত্যন্তো বিবুধানুগাঃ।
অদিত্যা আশ্রমপদং কুসুমৈঃ সমবাকিরন্ ।। ১০

দৃষ্টাদিতিস্তং নিজগর্ভসম্ভবং
পরং পুমাংসং মুদমাপ বিস্মিতা।
গৃহীতদেহং নিজযোগমায়য়া
প্রজাপতিশ্চাহ জয়েতি বিস্মিতঃ ।। ১১

মকর কুণ্ডলের আভায় বদনমণ্ডল আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, হস্তদ্বয়ে কঙ্কন, বাহুদ্বয়ে বলয়, মাথায় কিরীট, কোমরে চন্দ্রহার ও চরণে নূপুর তাঁর শোভা বর্ধন করছে॥ ২ ॥ শ্রীহরি গলদেশে মনোহারিণী স্বকীয় বনমালা ধারণ করেছেন যার চতুর্দিকে ভ্রমর দলের গুঞ্জন মুখরিত করে তুলছে। তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে। তাঁর অঙ্গের কান্তিচ্ছটায় প্রজাপতি কশ্যপের ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হল॥ ৩ ॥ সেই সময় দিকসকল নির্মল হল। নদী ও সরোবরের জল স্বচ্ছ হয়ে গেল। প্রজাদের হৃদয়ে আনন্দের বাণ ডাকল। ঋতুরা নিজেদের সব গুণ প্রকাশ করতে লাগল। স্বর্গ, অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণ এমন কী পর্বতের হৃদয়েও আনন্দের সঞ্চার হল॥ ৪ ॥

ভগবানের আবির্ভাবকালে চন্দ্র শ্রবণ নক্ষত্রে অবস্থান করছিলেন। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণ নক্ষত্রে অভিজিৎ মুহূর্তে শ্রীভগবান আবির্ভূত হলেন। সকল নক্ষত্র ও তারকা ভগবানের জন্মের মঙ্গলময় ক্ষণের সূচনা করেছিল॥ ৫ ॥ হে রাজন্ ! যে তিথিতে ভগবানের জন্ম হল, তাকে 'বিজয়া দ্বাদশী' তিথি বলা হয়। জন্মের সময় সূর্যদেব ঠিক মধ্যগগনে অবস্থান করছিলেন॥ ৬ ॥ ভগবানের আবির্ভাবকালে শঙ্খ, ঢোল, মৃদঙ্গ, পনব, আনক প্রভৃতি বাদ্য বাজতে লাগল। এই সমস্ত বাদ্য এবং আর অনেক বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের তুমুল ধ্বনি উত্থিত হল॥ ৭ ॥ অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। প্রধান গন্ধর্বগণ গান করতে লাগলেন। মুনি, দেবতা, মনু, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নি ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৮ ॥ সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, চারণগণ, কিম্পুরুষেরা, কিন্নরগণ, যক্ষ, রাক্ষস, বিহঙ্গ, ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের অনুচরেরা নৃত্য, গীত ও প্রশংসা করতে লাগলেন এবং অদিতির আশ্রমকে পুষ্পবর্ষার দ্বারা ঢেকে দিলেন॥ ৯-১০ ॥

দেবমাতা অদিতি পরমপুরুষ ভগবানকে নিজের গর্ভ থেকে আবির্ভূত হতে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। প্রজাপতি কশ্যপও ভগবানকে নিজ যোগমায়ার দ্বারা শরীর ধারণ করতে দেখে বিস্মিত হয়ে জয়ধ্বনি করতে

যৎ[1] তৎ বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈ-
রব্যক্তচিদ্ ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ।
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ
সংপশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ॥ ১২

তং বটুং বামনং দৃষ্ট্বা মোদমানা মহর্ষয়ঃ।
কর্মাণি কারয়ামাসুঃ পুরস্কৃত্য প্রজাপতিম্॥ ১৩

তস্যোপনীয়মানস্য সাবিত্রীং সবিতাব্রবীৎ।
বৃহস্পতির্ব্রহ্মসূত্রং মেখলাং কশ্যপোঽদদাৎ॥ ১৪

দদৌ কৃষ্ণাজিনং ভূমির্দণ্ডং সোমো বনস্পতিঃ।
কৌপীনাচ্ছাদনং মাতা দ্যৌশ্ছত্রং জগতঃ পতেঃ॥ ১৫

কমণ্ডলুং বেদগর্ভঃ কুশান্সপ্তর্ষয়ো দদুঃ।
অক্ষমালাং মহারাজ সরস্বত্যব্যয়াত্মনঃ॥ ১৬

তস্মা ইত্যুপনীতায় যক্ষরাট্ পাত্রিকামদাৎ।
ভিক্ষাং ভগবতী সাক্ষাদুমাদাদম্বিকা সতী॥ ১৭

স ব্রহ্মবর্চসেনৈবং সভাং সংভাবিতো বটুঃ।
ব্রহ্মর্ষিগণসঞ্জুষ্টামত্যরোচত মারিষঃ॥ ১৮

সমিদ্ধমাহিতং বহ্নিং কৃত্বা পরিসমূহনম্।
পরিস্তীর্য সমভ্যর্চ্য সমিদ্ভিরজুহোদ্ দ্বিজঃ॥ ১৯

শ্রুত্বাশ্বমেধৈর্যজমানমূর্জিতং
বলিং ভৃগূণামুপকল্পিতৈস্ততঃ।
জগাম তত্রাখিলসারসংভৃতো
ভারেণ গাং সন্নময়ন্ পদে পদে॥ ২০

তং নর্মদায়াস্তট উত্তরে বলে-
র্য ঋত্বিজস্তে ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে।
প্রবর্তয়ন্তো ভৃগবঃ ক্রতূত্তমং
ব্যচক্ষতারাদুদিতং যথা রবিম্॥ ২১

লাগলেন॥ ১১ ॥ ভগবান স্বয়ং অব্যক্ত ও চিৎস্বরূপ। তিনি অলংকার এবং আয়ুধযুক্ত যে কান্তিময় শরীর ধারণ করেছিলেন, সেই শরীরেই কশ্যপ ও অদিতির সামনেই বামন ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করলেন, যেমন নট নিজের বেশ বদল করে। কেনই বা হবে না, ভগবানের লীলা তো অদ্ভুত! ॥ ১২ ॥

ভগবান বিষ্ণুকে বামন ব্রহ্মচারীর রূপে দর্শন করে মহর্ষিগণের অত্যন্ত আনন্দ হল। তাঁরা প্রজাপতি কশ্যপকে সম্মুখে রেখে তাঁর জাতকর্ম আদি সম্পন্ন করলেন॥ ১৩ ॥ যখন তাঁর উপনয়নের সময় হল তখন গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা স্বয়ং সূর্যদেব বামনকে গায়ত্রীর উপদেশ দিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি দিলেন উপবীত এবং কশ্যপ পরালেন মেখলা॥ ১৪ ॥ পৃথিবী দিলেন কৃষ্ণসবাচর্ম, বনসমূহের পতি চন্দ্র দিলেন দণ্ড, মাতা অদিতি দিলেন কৌপীন ও কটিবস্ত্র এবং আকাশের দেবতারা বামন বেশধারী ভগবানকে ছত্র প্রদান করলেন॥ ১৫ ॥ হে মহারাজ! অবিনশ্বর ভগবানকে বেদগর্ভ ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিরা দিলেন কুশ এবং সরস্বতী রুদ্রাক্ষের মালা অর্পণ করলেন॥ ১৬ ॥ এইরূপে উপনয়ন সংস্কারপ্রাপ্ত ভগবান বামনদেবকে যক্ষরাজ কুবের দিলেন ভিক্ষার পাত্র এবং সতী জগজ্জননী ভগবতী উমা স্বয়ং তাঁকে ভিক্ষা দিলেন॥ ১৭ ॥ এইরূপে সকলের দ্বারা সম্মানিত বটুকবেশধারী ভগবান বামনদেব স্বীয় ব্রহ্মতেজ দ্বারা ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত সেই সভাতে অতিশয় শোভায়মান হলেন॥ ১৮ ॥ অনন্তর দ্বিজরূপী ভগবান বামনদেব অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে চতুর্দিকে কুশ দ্বারা আস্তরণপূর্বক পূজা ও সমিধদ্বারা হোম করলেন॥ ১৯ ॥

এমন সময় ভগবান বামনদেব শুনলেন, সর্বগুণসম্পন্ন যশস্বী বলি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের আদেশে অনেকগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। তখন তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। ভগবান সমস্ত শক্তিযুক্ত। তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপেই পৃথিবী কাঁপতে লাগল॥ ২০ ॥ নর্মদা নদীর উত্তর তটে 'ভৃগুকচ্ছ' নামে একটি খুব সুন্দর স্থান আছে। সেখানে ভৃগুবংশীয় ঋত্বিকগণ বলিকে দিয়ে উৎকৃষ্ট

[1]প্রাচীন বইতে 'যত্তদ্বপুর্ভাতি........' এই শ্লোকের পূর্বে একটি শ্লোক অধিক আছে যেটি এইপ্রকার—'জয় জয় জগদাদেরাদিমধ্যান্তবিষ্ণো সকলভুবনসৃষ্টিত্রাণসংহারহেতো। পরমপুরুষ পদ্ম.......কারায় কস্তং কনককমলনেত্রানন্ত ভোগীন্দ্রশায়িন্॥'

ত ঋত্বিজো যজমানঃ সদস্যা
হতত্বিষো বামনতেজসা নৃপ।
সূর্যঃ কিলায়াত্যুত[1] বা বিভাবসুঃ
সনৎ কুমারোঽথ দিদৃক্ষয়া ক্রতোঃ।। ২২
ইত্থং সশিষ্যেষু ভৃগুষ্বনেকধা
বিতর্ক্যমাণো ভগবান্স বামনঃ।
ছত্রং[2] সদণ্ডং সজলং কমণ্ডলুং
বিবেশ বিভ্রদ্ধয়মেধবাটম্।। ২৩
মৌঞ্জ্যা মেখলয়া বীতমুপবীতাজিনোত্তরম্।
জটিলং বামনং বিপ্রং মায়ামাণবকং হরিম্।। ২৪
প্রবিষ্টং বীক্ষ্য ভৃগবঃ সশিষ্যাস্তে সহাগ্নিভিঃ।
প্রত্যগৃহ্ণন্সমুত্থায় সংক্ষিপ্তাস্তস্য তেজসা।। ২৫
যজমানঃ প্রমুদিতো দর্শনীয়ং মনোরমম্।
রূপানুরূপাবয়বং তস্মা আসনমাহরৎ।। ২৬
স্বাগতেনাভিনন্দ্যাথ পাদৌ ভগবতো বলিঃ।
অবনিজ্যার্চয়ামাস মুক্তসঙ্গমনোরমম্।। ২৭
তৎপাদশৌচং জনকল্মষাপহং[3]
স[4] ধর্মবিন্মূর্ধ্ন্যদধাৎ সুমঙ্গলম্।
যদ্ দেবদেবো গিরিশশ্চন্দ্রমৌলি-
র্দধার মূর্ধ্না পরয়া চ ভক্ত্যা।। ২৮

বলিরুবাচ

স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মন্ কিং করবাম তে।
ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ সাক্ষান্মন্যে ত্বার্য বপুর্ধরম্।। ২৯
অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্যঃ নঃ পাবিতং কুলম্।
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্ ভবানাগতো গৃহান্।। ৩০
অদ্যাগ্নয়ো মে সুহুতা যথাবিধি
দ্বিজাত্মজ ত্বচ্চরণাবনেজনৈঃ।
হতাংহসো বার্ভিরিয়ং চ ভূরহো
তথা পুনীতা তনুভিঃ পদৈস্তব।। ৩১

যজ্ঞ সম্পন্ন করছিলেন। তাঁরা দূর থেকে উদীয়মান সূর্যের মতো বামন ভগবানকে দেখতে পেলেন।। ২১ ।। হে রাজন্ ! বামন ভগবানের তেজে যাজ্ঞিক যজমান বলি এবং অন্যান্য সকলের তেজ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন, যজ্ঞ দেখার জন্য স্বয়ং সূর্যদেব, অগ্নিদেব অথবা সনৎকুমার ঋষি এসে উপস্থিত হয়েছেন কি ? ।। ২২ ।। ভৃগু-পুত্র শুক্রাচার্য তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে এইরূপ আলোচনা করছেন, এমন সময় ভগবান বামনদেব হাতে ছাতা, দণ্ড এবং জল-পূর্ণ কমণ্ডলু নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের মণ্ডপে প্রবেশ করলেন।। ২৩ ।। তাঁর কটিদেশে মুঞ্জমেখলা, কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত, মৃগচর্মের উত্তরীয় এবং মাথায় জটা। ব্রাহ্মণের বেশে মায়াব্রহ্মচারী ভগবান বামনদেব যখন যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করলেন তখন সশিষ্য ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণরা অগ্নিসহ তাঁর তেজে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন।। ২৪-২৫ ।। শ্রীভগবানের ক্ষুদ্র দেহের অনুরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর, মনোরম প্রিয়দর্শন রূপ দেখে বলির অত্যন্ত আনন্দ হল এবং তিনি ভগবানের উপবেশনের জন্য একটি উত্তম আসন প্রদান করলেন।। ২৬ ।। অতঃপর বলি স্বাগত সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা দ্বারা পাদ প্রক্ষালন করে আত্মারাম যোগিগণের চিত্তে আনন্দবর্ধনকারী সেই ভগবান বামনদেবের পূজা করলেন।। ২৭ ।। ভগবানের পাদোদক পরম মঙ্গলজনক। তার দ্বারা জীবের সমস্ত পাপ তাপ ধৌত হয়। স্বয়ং দেবাদিদেব চন্দ্রমৌলি ভগবান মহাদেবও অত্যন্ত ভক্তিভরে তা স্বীয়মস্তকে ধারণ করেছেন। আজ সেই চরণামৃত ধর্মজ্ঞ বলি লাভ করলেন। তিনি ভক্তিভরে তা নিজের মাথায় ধারণ করলেন।। ২৮ ।।

বলি বললেন—হে ব্রাহ্মণকুমার ! আপনাকে স্বাগত ও নমস্কার জানাই। আদেশ করুন আমি আপনার জন্য কী করতে পারি ? হে আর্য ! মনে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিদের তপস্যার মূর্তি ধারণ করে আপনি আমার সামনে প্রকট হয়েছেন।। ২৯ ।। আজ আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করেছেন, সেইজন্য আমার পিতৃপুরুষরা তৃপ্ত হলেন। আজ আমার বংশ পবিত্র হল। আজ আমার যজ্ঞ সফল হল।। ৩০ ।। হে ব্রাহ্মণকুমার ! আপনার পদ প্রক্ষালন হেতু আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে গেছে এবং বিধিসম্মত যজ্ঞে,

[1]প্রা.পা.—যাত্যথবা। [2]প্রা.পা.—সদণ্ডছত্রং। [3]প্রা.পা.—কুল.। [4]প্রা.পা.—স্বধর্মবিন্মূ.।

যদ্ যৎ বটো বাঞ্ছসি তৎ প্রতীচ্ছ মে
ত্বামর্থিনংবিপ্রসুতানুতর্কয়ে।
গাং কাঞ্চনং গুণবদ্[1] ধাম মৃষ্টং
তথান্নপেয়মুত বা বিপ্র কন্যাম্।
গ্রামান্[2] সমৃদ্ধাংস্তুরগান্ গজান্ বা
রথাংস্তথার্হত্তম সম্প্রতীচ্ছ॥ ৩২

অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার যে ফল তা আমি অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়েছি। আপনার এই কোমল চরণদ্বয় এবং আপনার পাদোদকে পৃথিবী পবিত্র হল॥ ৩১ ॥ হে ব্রাহ্মণকুমার! মনে হচ্ছে আপনি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করছেন। হে পরম পূজ্য ব্রহ্মচারী! আপনি যা কিছু প্রার্থনা করবেন—গাভী, স্বর্ণ, সমস্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ গৃহ, পবিত্র অন্ন, পেয় বস্তু, বিবাহের জন্য ব্রাহ্মণ কন্যা, সুসমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, রথ—সমস্ত কিছুই আপনি আমার কাছে প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আপনি এ সমস্তই আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে পারেন॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে বামনপ্রাদুর্ভাবে বলিবামনসংবাদেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে বামন প্রাদুর্ভাব এবং বলি-বামন সংবাদে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

অথৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভগবান বামন কর্তৃক বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি-প্রার্থনা, বলির প্রতিজ্ঞা ও শুক্রাচার্যের বাধা দান

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বৈরোচনের্বাক্যং ধর্মযুক্তং সসূনৃতম্।
নিশম্য ভগবান্ প্রীতঃ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—বলিরাজের কথা ধর্মযুক্ত ও অত্যন্ত মধুর। এই কথা শুনে ভগবান বামনদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করে বললেন॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

বচস্তবৈতজ্জনদেব সূনৃতং
কুলোচিতং ধর্মযুতং যশস্করম্।
যস্য প্রমাণং ভৃগবঃ সাংপরায়ে
পিতামহঃ কুলবৃদ্ধঃ প্রশান্তঃ॥ ২

শ্রীভগবান বললেন—হে রাজন্! আপনি যা বলেছেন, তা আপনার কুলমর্যাদার অনুরূপ, ধর্মযুক্ত, যশস্কর ও মধুর। কেনই বা হবে না? পারলৌকিক হিতকারী ধর্মবিষয়ে আপনি ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্যকে পরম প্রমাণ বলে মনে করেন এবং আপনার প্রবীণ পিতামহ ও পরম প্রশান্ত প্রহ্লাদের

[1] প্রা.পা.—গুণবন্নাথ ধাম। [2] প্রা.পা.—মহীং তুরঙ্গানিভয়ূথপান্ বা রথানতো বার্হত্ত.।

ন হ্যেতস্মিন্ কুলে কশ্চিন্নিঃসত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমান্।
প্রত্যাখ্যাতা প্রতিশ্রুত্য যো বাদাতা দ্বিজাতয়ে।। ৩

ন সন্তি তীর্থে যুধি চার্থিনার্থিতাঃ
পরাঙ্মুখা যে ত্বমনস্বিনো নৃপাঃ।
যুষ্মৎ কুলে[১] যদ্যশসামলেন
প্রহ্লাদ উদ্ভাতি যথোডুপঃ খে।। ৪

যতো জাতো হিরণ্যাক্ষশ্চরন্নেক ইমাং মহীম্।
প্রতিবীরং দিগ্বিজয়ে নাবিন্দত গদাযুধঃ।। ৫

যং বিনির্জিত্য কৃচ্ছ্রেণ বিষ্ণুঃ ক্ষ্মোদ্ধার আগতম্।
নাত্মানং[২] জয়িনং মেনে তদ্বীর্যং ভূর্যনুস্মরন্।। ৬

নিশম্য তদ্বধং ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
হন্তুং ভ্রাতৃহণং ক্রুদ্ধো জগাম নিলয়ং হরেঃ।। ৭

তমায়ান্তং সমালোক্য শূলপাণিং কৃতান্তবৎ।
চিন্তয়ামাস কালজ্ঞো বিষ্ণুর্মায়াবিনাং[৩] বরঃ।। ৮

যতো যতোঽহং তত্রাসৌ মৃত্যুঃ প্রাণভৃতামিব।
অতোঽহমস্য হৃদয়ং প্রবেক্ষ্যামি পরাগ্দৃশঃ।। ৯

এবং স নিশ্চিত্য রিপোঃ শরীর-
মাধাবতো নির্বিবিশেঽসুরেন্দ্র।
শ্বাসানিলান্তর্হিতসূক্ষ্মদেহ-
স্তৎ প্রাণরন্ধ্রেণ বিবিগ্নচেতাঃ।। ১০

স তন্নিকেতং পরিমৃশ্য শূন্য-
মপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ।
ক্ষ্মাং দ্যাং দিশঃ খং বিবরান্সমুদ্রান্
বিষ্ণুং বিচিন্বন্ ন দদর্শ বীরঃ।। ১১

আজ্ঞাও পালন করে থাকেন।। ২ ।। আপনার বংশে কখনো ধনহীন অথবা কৃপণ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেনি। এমন কখনো হয়নি যে ব্রাহ্মণকে দান করা হয়নি অথবা কাউকে দান করার প্রতিজ্ঞা করে পরে প্রত্যাখান করা হয়েছে।। ৩ ।। দানের সময় প্রার্থীর প্রার্থনা শুনে এবং যুদ্ধের সময় শত্রুর আহ্বানে পরাঙ্মুখ হয়েছেন এমন ভীত কেউ আপনার বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। কারণ আপনার বংশে প্রহ্লাদ অমল যশে শোভা পাচ্ছেন, যেমন আকাশে চন্দ্র শোভা পায়।। ৪ ।। আপনার বংশে হিরণ্যাক্ষের মতো বীরের জন্ম হয়েছিল। সেই বীর যখন হাতে গদা নিয়ে একাই পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন তখন সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর মতো একজন বীরেরও দেখা পাওয়া যায়নি।। ৫ ।। যখন ভগবান বিষ্ণু জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন তখন তিনি সামনে উপস্থিত হলে অতি ক্লেশে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তারপর অনেকদিন পর্যন্ত ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের শক্তি ও বীর্যের কথা স্মরণ করে নিজেকে জয়ী বলে মনে করতে পারতেন না।। ৬ ।। যখন হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু সংবাদ তাঁর ভাই হিরণ্যকশিপু জানতে পারলেন তখন তিনি ভ্রাতৃহন্তাকে বধ করার জন্যে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হলেন।। ৭ ।। বিষ্ণু ভগবান মায়াবীশ্রেষ্ঠ এবং কালজ্ঞ। যখন তিনি দেখলেন যে, হিরণ্যকশিপু কৃতান্তের ন্যায় শূলহস্তে তাঁকেই আক্রমণ করতে আসছেন তখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।। ৮ ।। সংসারে মৃত্যু যেমন সর্বদা জীবের পশ্চাদ্ধাবিত হয় সেইরকম আমি যেখানে যেখানে যাব এই অসুরও আমাকে অনুসরণ করে সেখানে সেখানে যাবে। সুতরাং আমি এর ভিতরে প্রবেশ করি, তাহলে এই অসুর আমাকে আর দেখতে পাবে না, কারণ এ তো বহির্মুখী, অন্তরের কিছুই দেখতে পায় না, শুধু বাইরের বস্তুই দেখতে পায়।। ৯ ।। হে অসুর শিরোমণি ! যে সময় হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু ভগবানকে আক্রমণ করেছিলেন, সেইসময় তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে নিজের দেহকে সূক্ষ্ম করে অসুরের নাসিকার ভিতর দিয়ে প্রাণবায়ু হয়ে তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলেন।। ১০ ।। হিরণ্যকশিপু বৈকুণ্ঠের সর্বত্র তাঁকে অন্বেষণ করলেন কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। তখন ক্রোধে তিনি সিংহনাদ করতে লাগলেন। সেই বীর বিষ্ণু ভগবানকে স্বর্গ,

[১]প্রা.পা.—যস্মিনকুলে। [২]প্রা.পা.—আত্মানং বঞ্চিতং। [৩]প্রা.পা.—বিদাং বরঃ।

অপশ্যন্নিতি হোবাচ ময়ান্বিষ্টমিদং জগৎ।
ভ্রাতৃহা মে গতো নূনং যতো নাবর্ততে পুমান্[১]॥ ১২

বৈরানুবন্ধ এতাবানামৃত্যোরিহ দেহিনাম্।
অজ্ঞানপ্রভবো মন্যুরহংমানোপবৃংহিতঃ॥ ১৩

পিতা প্রহ্লাদপুত্রস্তে তদ্বিদ্বান্দ্বিজবৎসলঃ।
স্বমায়ুর্দ্বিজলিঙ্গেভ্যো দেবেভ্যোঽদাৎ স যাচিতঃ॥ ১৪

ভবানাচরিতান্ধর্মানাস্থিতো গৃহমেধিভিঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বজৈঃ শূরৈরন্যৈশ্চোদ্দামকীর্তিভিঃ॥ ১৫

তস্মাৎ ত্বত্তো মহীমীষদ্ বৃণেঽহং বরদর্ষভাৎ।
পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সংমিতানি পদা মম॥ ১৬

নান্যৎ তে কাময়ে রাজন্বদান্যাজ্জগদীশ্বরাৎ।
নৈনঃ প্রাপ্নোতি বৈ বিদ্বান্যাবদর্থপ্রতিগ্রহঃ॥ ১৭

বলিরুবাচ

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ বাচস্তে বৃদ্ধসংমতাঃ।
ত্বং বালো বালিশমতিঃ স্বার্থং প্রত্যবুধো যথা॥ ১৮

মাং বচোভিঃ সমারাধ্য লোকানামেকমীশ্বরম্।
পদত্রয়ং বৃণীতে যোঽবুদ্ধিমান্ দ্বীপদাশুষম্[২]॥ ১৯

ন পুমান্ মামুপব্রজ্য ভূয়ো যাচিতুমর্হতি।
তস্মাদ্ বৃত্তিকরীং ভূমিং বটো কামং প্রতীচ্ছ মে॥ ২০

শ্রীভগবানুবাচ

যাবন্তো বিষয়াঃ প্রেষ্ঠাস্ত্রিলোক্যামজিতেন্দ্রিয়ম্[৩]।
ন শক্নুবন্তি তে সর্বে প্রতিপূরয়িতুং নৃপ॥ ২১

ত্রিভিঃ ক্রমৈরসংতুষ্টো দ্বীপেনাপি ন পূর্যতে।
নববর্ষসমেতেন সপ্তদ্বীপবরেচ্ছয়া॥ ২২

মর্ত, পাতাল, আকাশ, দশদিক এবং সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র অন্বেষণ করলেন কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না॥ ১১ ॥ কোথাও তাঁকে দেখতে না পেয়ে বললেন—সমস্ত জগৎ আমি খুঁজে বেড়িয়েছি, কোথাও তাকে পাইনি। নিশ্চয়ই সে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখান থেকে আর ফেরা যায় না॥ ১২ ॥ (হে রাজন্!) এই সংসারে বৈরীভাব মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অজ্ঞানতা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং অহংকার ক্রোধ বৃদ্ধি করে॥ ১৩ ॥ আপনার পিতা প্রহ্লাদপুত্র বিরোচন ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। এমন কি তাঁর শত্রু দেবতাগণ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে তাঁর আয়ু প্রার্থনা করছেন, এই কথা বুঝতে পেরেও তিনি ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবতাকে নিজের আয়ু পর্যন্ত দান করেছিলেন॥ ১৪ ॥ আপনিও শুক্রাচার্যের মতো গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আপনার পূর্বপুরুষ প্রহ্লাদ এবং অন্যান্য যশস্বী বীরগণের আচরিত ধর্ম পালন করছেন॥ ১৫ ॥ হে দৈত্যেন্দ্র! আপনি দাত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা। সেইজন্য আমি আপনার নিকট আমার পাদপরিমিত সামান্য ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছি॥ ১৬ ॥ হে রাজন্! আমি জানি যে আপনি রাজাধিরাজ এবং উদারচেতা, তথাপি আমি বেশি কিছু প্রার্থনা করছি না। বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রয়োজন অনুযায়ী দান গ্রহণ করে থাকেন। প্রয়োজন অনুসারে দানগ্রহণ করলে পাপে লিপ্ত হতে হয় না॥ ১৭ ॥

বলিরাজ বললেন—হে ব্রাহ্মণকুমার! আপনার কথা তো প্রবীণদের মতো, কিন্তু আপনার বুদ্ধি শিশুসুলভ। এখনও আপনি বালক, সেইজন্য নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারেন না॥ ১৮ ॥ আমি ত্রিলোকের একমাত্র অধিপতি এবং একাধিক দ্বীপ দান করতে পারি। যে আমাকে তার কথা দিয়ে প্রসন্ন করে আমারই নিকট মাত্র তিনপদ ভূমি ভিক্ষা করে, তাকে কী করে বুদ্ধিমান বলি? ॥ ১৯ ॥ হে ব্রহ্মচারিন্! যে একবার আমার কাছে কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করেছে তার আর কারো কাছে কিছু ভিক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং জীবিকা অর্জনের জন্য আপনার যত ভূমির প্রয়োজন আমার থেকে গ্রহণ করুন॥ ২০ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে রাজন্! সংসারের সমস্ত প্রিয় বস্তুর বিনিময়েও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের ইচ্ছাপূরণ করার ক্ষমতা কারো নেই॥ ২১ ॥ যে তিনপদ ভূমিতে সন্তুষ্ট না হয়

[১]প্রা.পা.—পুনঃ। [২]প্রা.পা.—দ্বিপদায়ুষাম্। [৩]প্রা.পা.—শ্রেষ্ঠাঃ।

সপ্তদ্বীপাধিপতয়ো নৃপা বৈন্যগয়াদয়ঃ।
অর্থৈঃ কামৈর্গতা নান্তং তৃষ্ণায়া ইতি নঃ শ্রুতম্॥ ২৩

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সংতুষ্টো বর্ততে সুখম্।
নাসংতুষ্টস্ত্রিভির্লোকৈরজিতাত্মোপসাদিতৈঃ॥ ২৪

পুংসোঽয়ং সংসৃতের্হেতুরসংতোষোঽর্থকাময়োঃ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সংতোষো মুক্তয়ে স্মৃতঃ॥ ২৫

যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য তেজো বিপ্রস্য বর্ধতে।
তৎ প্রশাম্যত্যসংতোষাদম্ভসেবাশুশুক্ষণিঃ॥ ২৬

তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব বৃণে ত্বদ্ বরদর্ষভাৎ[১]।
এতাবতৈব সিদ্ধোঽহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্॥ ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তঃ স হসন্নাহ বাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।
বামনায় মহীং দাতুং জগ্রাহ জলভাজনম্॥ ২৮

বিষ্ণবে ক্ষ্মাং প্রদাস্যন্তমুশনা অসুরেশ্বরম্।
জানংশ্চিকীর্ষিতং বিষ্ণোঃ শিষ্যং প্রাহ বিদাং বরঃ॥ ২৯

শুক্র উবাচ

এষ বৈরোচনে সাক্ষাদ্ ভগবান্বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
কশ্যপাদদিতের্জাতো দেবানাং কার্যসাধকঃ॥ ৩০

প্রতিশ্রুতং ত্বয়ৈতস্মৈ যদনর্থমজানতা।
ন সাধু মন্যে দৈত্যানাং মহানুপগতোঽনয়ঃ॥ ৩১

এষ তে স্থানমৈশ্বর্যং শ্রিয়ং তেজো যশঃ শ্রুতম্।
দাস্যত্যাচ্ছিদ্য শক্রায় মায়ামাণবকো হরিঃ॥ ৩২

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাল্লোঁকান্বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্তিষ্যসে কথম্॥ ৩৩

তাকে নয় বর্ষযুক্ত দ্বীপ দান করলেও সে সন্তুষ্ট হবে না। কারণ, তার মনে তখন সপ্তদ্বীপ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হবে॥ ২২ ॥ আমরা জানি যে, পৃথু, গয় প্রভৃতি রাজারা সপ্তদ্বীপের অধিপতি ছিলেন কিন্তু অর্থ ও ভোগ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের তৃষ্ণা পূরণ হয়নি॥ ২৩ ॥ প্রারব্ধ অনুযায়ী লব্ধ বিষয়ে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, সে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারে না, ত্রিভুবনের অধিপতি হয়েও সেই ব্যক্তি দুঃখী থাকে। কারণ তার মনে অসন্তোষের আগুন জ্বলতেই থাকে॥ ২৪ ॥ সম্পত্তি এবং ভোগ্য বস্তুতে সন্তুষ্ট না হওয়ার জন্যই জীবকে বারবার সংসার চক্রে আবর্তিত হতে হয় কিন্তু যথালব্ধ বিষয়ে সন্তোষ মুক্তির কারণ হয়॥ ২৫ ॥ যে ব্রাহ্মণ যথালব্ধ বিষয়ে সন্তুষ্ট, তাঁর তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের তেজ অগ্নিতে জলাহুতির ন্যায় শান্ত হয়ে যায়॥ ২৬ ॥ সন্দেহ নেই যে, আপনি বরদশ্রেষ্ঠ। সেইজন্য আমি শুধুমাত্র তিনপদ ভূমি আপনার নিকট ভিক্ষা চেয়েছি। এতেই আমার কাজ হয়ে যাবে। ধন ততটাই সংগ্রহ করা উচিত যতটা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন হয়॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান বিষ্ণু এইরকম বললে বলি হাসলেন। তিনি বললেন—'ঠিক আছে, যতটা আপনার ইচ্ছা নিয়ে নিন।' এই কথা বলে ভূমিদানের সংকল্প করার জন্য তিনি জলপাত্র হাতে নিলেন॥ ২৮ ॥ শুক্রাচার্য সব কিছু জানতেন। তাঁর কাছে ভগবানের এই লীলা গোপন ছিল না। রাজা বলিকে ভূমিদানে উদ্যত দেখে তিনি বলিকে বললেন॥ ২৯ ॥

শ্রীশুক্রাচার্য বললেন—হে বিরোচনপুত্র ! ইনি স্বয়ং অব্যয় বিষ্ণু ভগবান। দেবতাদের কার্য সাধন করার জন্যে কশ্যপের স্ত্রী অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৩০ ॥ তুমি অর্থ না বুঝে এঁকে যে দানের প্রতিজ্ঞা করলে, তা আমি ভালো মনে করি না, এর দ্বারা দৈত্যকুলের মহান অনিষ্ট হবে॥ ৩১ ॥ স্বয়ং ভগবান নিজের যোগমায়ার দ্বারা এই ব্রহ্মচারী রূপ ধারণ করে উপস্থিত হয়েছেন। ইনি তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য, লক্ষ্মী, তেজ এবং বিশ্ববিখ্যাত যশ—সব অপহরণ করে ইন্দ্রকে দান করবেন॥ ৩২ ॥ এই বিশ্বরূপ ভগবান তিন পা দিয়ে ত্রিভুবন অধিকার করে

[১]প্রা.পা.—র্ষভ।

ক্রমতো গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ।
খং চ কায়েন মহতা তার্তীয়স্য কুতো গতিঃ॥ ৩৪

নিষ্ঠাং তে নরকে মন্যে হ্যপ্রদাতুঃ প্রতিশ্রুতম্।
প্রতিশ্রুতস্য যোঽনীশঃ প্রতিপাদয়িতুং ভবান্॥ ৩৫

ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তির্বিপদ্যতে।
দানং যজ্ঞস্তপঃ কর্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ॥ ৩৬

ধর্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে॥ ৩৭

অত্রাপি বহ্বৃচৈর্গীতং শৃণু মেঽসুরসত্তম।
সত্যমোমিতি যৎ প্রোক্তং যন্নেত্যাহানৃতং হি তৎ॥ ৩৮

সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যাদাত্মবৃক্ষস্য গীয়তে।
বৃক্ষেঽজীবতি তন্ন স্যাদনৃতং মূলমাত্মনঃ॥ ৩৯

তদ্ যথা বৃক্ষ উন্মূলঃ শুষ্যত্যুদ্বর্ততেঽচিরাৎ।
এবং নষ্টানৃতঃ সদ্য আত্মা শুষ্যেন্ন সংশয়ঃ॥ ৪০

পরাগ্ রিক্তমপূর্ণং বা অক্ষরং যৎ তদোমিতি।
যৎ কিঞ্চিদোমিতি ব্রূয়াৎ তেন রিচ্যেত বৈ পুমান্।
ভিক্ষবে সর্বমোঙ্কুর্বন্নালং কামেন চাত্মনে॥ ৪১

নেবেন। মূর্খ ! তুমি সর্বস্ব বিষ্ণুকে দান করে নিজে কোথায় থাকবে ? ॥ ৩৩ ॥ এই বিশ্বব্যাপক ভগবান একপদে পৃথিবী এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্গ অধিকার করে নেবেন, বিশাল দেহে আকাশকে ঢেকে দেবেন। তখন তৃতীয় পদ কোথায় রাখবে ?॥ ৩৪ ॥ তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় প্রতিজ্ঞা করে দান না দিতে পারার পাপে তোমায় নরকে যেতে হবে। কারণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে তুমি অসমর্থ হবে॥ ৩৫ ॥ যে দানে নিজের জীবন নির্বাহের জন্য অবশিষ্ট কিছু থাকে না পণ্ডিতেরা সেই দানের প্রশংসা করেন না। যার জীবন নির্বাহ সুষ্ঠুভাবে হয় সেই ব্যক্তিই দান, যজ্ঞ, তপস্যা এবং অন্যের উপকার করতে পারে॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি পাঁচ ভাগে ভাগ করে কিছু অর্থ যশের জন্য, কিছু ধর্মের জন্য, কিছু অর্থ বৃদ্ধির জন্য, কিছু ভোগের জন্য এবং কিছু অর্থ আত্মীয়স্বজনের জন্য দান করে সেই ব্যক্তিই ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হয়॥ ৩৭ ॥ হে অসুরশিরোমণি ! যদি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ অপরাধের চিন্তা মনে জাগে তবে আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে কী বলেছে—সেই কথা বলছি শোনো। শ্রুতি বলে যে, কাউকে কিছু দান করার অঙ্গীকার করাকে সত্য বলে এবং অস্বীকার করাকে মিথ্যা বলে॥ ৩৮ ॥ (শ্রুতি একথাও বলেছেন যে) এই দেহ বৃক্ষের মতো এবং সত্য এর ফল ও ফুল। কিন্তু যদি বৃক্ষই না থাকে তো ফল ও ফুল কী করে থাকবে ? অস্বীকার করা, নিজের দ্রব্য অন্যকে না দেওয়া, অর্থাৎ নিজের জন্য সংগ্রহকে রক্ষা করাই হল এই শরীররূপ বৃক্ষের মূল॥ ৩৯ ॥ যেমন বৃক্ষের মূল না থাকলে বৃক্ষ কিছুদিনের মধ্যেই শুকিয়ে পড়ে যায়, সেইরকম যদি ধন দিতে অস্বীকার না করা হয় তবে এই দেহ শুকিয়ে যাবে সন্দেহ নেই॥ ৪০ ॥ 'হ্যাঁ আমি দেবো' এই শব্দটি ধনকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। এই উচ্চারণ ধনকে শূন্য করে দেয় ; সুতরাং হ্যাঁ কথাটাই অপূর্ণ অর্থাৎ নিজেকে অর্থশূন্য করে দেয়। এই জন্যই যে ব্যক্তি 'হ্যাঁ আমি দেবো' এই বলে ধন দিতে স্বীকার করে তার অর্থ শেষ হয়ে যায়। যে প্রার্থীকে সব কিছু দিতে রাজী হয় তার নিজের ভোগের জন্য

অথৈতৎ পূর্ণমভ্যাত্মং যচ্চ নেত্যনৃতং বচঃ।
সর্বং নেত্যনৃতং[১] ব্রূয়াৎ স দুষ্কীর্তিঃ শ্বসন্মৃতঃ॥ ৪২

কিছুই রাখতে পারে না॥ ৪১ ॥ এর বিপরীত 'আমি দেবো না'—এই কথা নিজের অর্থকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। কিন্তু এ রকম সব সময় বলা উচিত নয়। যে সবাইকে এবং যে কোনো বস্তুর জন্যই না না করে তার নিন্দা হয়, সে জীবিত থেকেও মৃতের মতোই॥ ৪২ ॥ (সব সময় সত্য কথা বলবে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা কথাও নিন্দনীয় নয়, যেমন) নারীকে বশীভূত করার সময়, পরিহাস কালে, বিবাহকালে কন্যা অথবা বরের প্রশংসা করার সময়, নিজের জীবিকা উপার্জনের সময়, প্রাণ সংকটে, গো ও ব্রাহ্মণের উপকারে এবং কাউকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার সময় মিথ্যা তেমন নিন্দনীয় নয়॥ ৪৩ ॥

স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসংকটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে বামনপ্রাদুর্ভাবে[২]
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে
বামন প্রাদুর্ভাবে উনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১৯ ॥

অথ বিংশোঽধ্যায়ঃ

বিংশ অধ্যায়

বামন অবতারের বিরাটরূপ ধারণ এবং পৃথিবী ও স্বর্গকে ব্যাপ্ত করে দুই পদক্ষেপ গ্রহণ

শ্রীশুক উবাচ

বলিরেবং গৃহপতিঃ কুলাচার্যেণ ভাষিতঃ।
তূষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং রাজন্নুবাচাবহিতো গুরুম্॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! যখন কুলগুরু শুক্রাচার্য বলিকে এইভাবে বললেন, তখন আদর্শ গৃহস্থ রাজা বলি কিছুক্ষণ মৌন থেকে অত্যন্ত বিনয় ও সংযত হয়ে শুক্রাচার্যকে বললেন॥ ১ ॥

বলিরুবাচ

সত্যং ভগবতা প্রোক্তং ধর্মোঽয়ং গৃহমেধিনাম্।
অর্থং কামং যশো বৃত্তিং যো ন বাধেত কর্হিচিৎ॥ ২
স চাহং বিত্তলোভেন[৩] প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্।
প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহ্লাদিঃ কিতবো যথা॥ ৩

রাজা বলি বললেন—হে ভগবান! আপনি যা বলেছেন সে সব সত্য। গার্হস্থ্যাশ্রমীদের ধর্ম এই যে, অর্থ, কাম, যশ ও জীবিকাতে যেন কখনো বাধা না আসে॥ ২ ॥ কিন্তু গুরুদেব! আমি প্রহ্লাদের পৌত্র এবং দান দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন আমি বিত্তলোভে প্রতারকের মতো কী করে ব্রাহ্মণকে

[১]প্রা.পা.— নেত্যতিথি। [২]প্রা.পা.—নানুচরিতে একোনবিংশতিতমো। [৩]প্রা.পা.—বৃত্তিলোভেন।

ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
সর্বং সোঢুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্॥ ৪

নাহং বিভেমি নিরয়ান্নাধন্যাদসুখার্ণবাৎ।
ন স্থানচ্যবনান্মৃত্যোর্যথা বিপ্রপ্রলম্ভনাৎ॥ ৫

যদ্ যদ্ধাস্যতি লোকেঽস্মিন্সংপরেতং ধনাদিকম্।
তস্য ত্যাগে নিমিত্তং কিং বিপ্রস্তুষ্যেন্ন তেন চেৎ॥ ৬

শ্রেয়ঃ কুর্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুস্ত্যজাসুভিঃ।
দধ্যঙ্‌শিবিপ্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পো ধরাদিষু॥ ৭

যৈরিয়ং বুভুজে ব্রহ্মন্দৈত্যেন্দ্রৈরনিবর্তিভিঃ।
তেষাং কালোঽগ্রসীল্লোকান্ ন যশোঽধিগতং ভুবি॥ ৮

সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ।
ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ॥ ৯

মনস্বিনঃ কারুণিকস্য শোভনং
যদর্থিকামোপনয়েন দুর্গতিঃ।
কুতঃ পুনর্ব্রহ্মবিদাং ভবাদৃশাং
ততো বটোরস্য দদামি বাঞ্ছিতম্॥ ১০

যজন্তি যজ্ঞক্রতুভির্যমাদৃতা
ভবন্ত আম্নায়বিধানকোবিদাঃ।
স এব বিষ্ণুর্বরদোঽস্তু বা পরো
দাস্যাম্যমুষ্মৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে॥ ১১

যদপ্যসাবধর্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্।
তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্॥ ১২

এষ বা উত্তমশ্লোকো ন জিহাসতি যদ্ যশঃ।
হত্বা মৈনাং হরেদ্ যুদ্ধে শয়ীত নিহতো ময়া॥ ১৩

শ্রীশুক উবাচ

এবমশ্রদ্ধিতং শিষ্যমনাদেশকরং গুরুঃ।
শশাপ দৈবপ্রহিতঃ সত্যসন্ধং মনস্বিনম্॥ ১৪

প্রত্যাখ্যান করি ? ॥ ৩ ॥ পৃথিবী দেবী বলেছেন, 'অসত্য অপেক্ষা বড় অধর্ম আর নেই। আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু মিথ্যাবাদীর ভার আমি সহ্য করতে পারি না।' ॥ ৪ ॥ আমি নরক থেকে, দারিদ্র্য থেকে, দুঃখ সাগর থেকে, রাজ্যের বিনাশ থেকে এমনকি মৃত্যু থেকেও তত ভয় পাই না, ব্রাহ্মণকে প্রবঞ্চনারূপ অধর্ম থেকে যত ভয় পাই॥ ৫ ॥ এই সংসারের সমস্ত কিছুই তো মৃত্যুর পর ত্যাগ করতেই হয়, সেই সব দ্রব্য দিয়ে যদি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট না করতে পারি তাহলে তাকে (মৃত্যুর পরে) ত্যাগ করে কী লাভ ? ॥ ৬ ॥ দধীচি, শিবি প্রমুখ মহাপুরুষগণ দুস্ত্যজ প্রাণ ত্যাগ করেছেন শুধুমাত্র জীবের মঙ্গলের জন্যে ; তাহলে ভূমি দানের বিষয়ে এত বিচারের কী প্রয়োজন ? ॥ ৭ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! যে সকল দৈত্যেন্দ্র এই পৃথিবীকে ভোগ করেছেন, তাদের সমকক্ষ এই পৃথিবীতে কেউ ছিলেন না—কাল তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব কিছুই গ্রাস করেছে ; কিন্তু তাদের যশ এখনও পৃথিবীতে বর্তমান, কাল সেটি গ্রাস করতে পারেনি॥ ৮ ॥ হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! এমন লোক সংসারে অনেক আছে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাঙ্মুখ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছে, কিন্তু সৎপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে ধন দান করেছে এমন ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ॥ ৯ ॥ উদার ও দয়ালু ব্যক্তি অপাত্রে দান করে যদি দুর্গতি প্রাপ্ত হন, সেই দুর্গতিও তাঁর প্রশংসার কারণ হয় ; তাহলে আপনার মতো ব্রহ্মবিদ্‌দের মনোরথ পূর্ণ করে যদি দুঃখ ভোগ করতে হয় তাতে বলার কী আছে ? সুতরাং আমি এই ব্রহ্মচারীর মনোরথ নিশ্চয়ই পূর্ণ করব॥ ১০ ॥ হে মহর্ষি ! আপনারা বেদোক্ত যজ্ঞাদিতে নিপুণ ; শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞে যাঁর অর্চনা করে থাকেন, সেই বিষ্ণু ভগবান আমার প্রতি বরদাতারূপে কিংবা অন্য কোনো রূপে (শত্রুরূপে) আসুন, আমি এঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এঁকে ভূমি দান করব॥ ১১ ॥ অপরাধ না করা সত্ত্বেও যদি ইনি আমায় বন্ধ করেন তবু আমি এঁর অনিষ্ট করব না। কারণ আমার শত্রু হয়েও ইনি আমার ভয়ে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করেছেন॥ ১২ ॥ যদি ইনি অমর কীর্তি ভগবান বিষ্ণু হন তবে নিজের যশকে পরিত্যাগ করবেন না (নিজের কথা অনুযায়ী দানই নেবেন), আমায় যুদ্ধে বধ করে আমার রাজ্য অপহরণ করতে পারেন। আর যদি অন্য কেউ হন, তবে আমার হাতে নিহত হয়ে রণভূমিতে শয়ন করবেন॥ ১৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—যখন শুক্রাচার্য দেখলেন যে, শিষ্য গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাঁর আজ্ঞার অবমাননা করছেন

দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ স্তব্ধোঽস্যস্মদুপেক্ষয়া।
মচ্ছাসনাতিগো যস্ত্বমচিরাদ্ ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ॥ ১৫
এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্।
বামনায় দদাবেনামর্চিত্বোদকপূর্বকম্[১]॥ ১৬
বিন্ধ্যাবলিস্তদাঽগত্য পত্নী জালকমালিনী।
আনিন্যে কলশং হৈমমবনেজন্যপাং ভৃতম্॥ ১৭
যজমানঃ স্বয়ং তস্য শ্রীমৎপাদযুগং মুদা।
অবনিজ্যাবহন্মূর্ধ্নি তদপো বিশ্বপাবনীঃ॥ ১৮
তদাঽসুরেন্দ্রং দিবি দেবতাগণা
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।
তৎকর্ম সর্বেঽপি গৃণন্ত আর্জবং
প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুর্মুদান্বিতাঃ॥ ১৯
নেদুর্মুহুর্দুন্দুভয়ঃ সহস্রশো
গন্ধর্বকিংপূরুষকিন্নরা[২] জগুঃ।
মনস্বিনানেন কৃতং সুদুষ্করং
বিদ্বানদাদ্ যদ্ রিপবে জগত্ত্রয়ম্॥ ২০
তদ্ বামনং রূপমবর্ধতাদ্ভুতং
হরেরনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্।
ভূঃ খং দিশো দ্যৌর্বিবরাঃ পয়োধয়-
স্তির্যঙ্নৃদেবা ঋষয়ো যদাসত॥ ২১
কায়ে বলিস্তস্য মহাবিভূতেঃ
সহর্ত্বিগাচার্যসদস্য এতৎ।
দদর্শ বিশ্বং ত্রিগুণং গুণাত্মকে
ভূতেন্দ্রিয়ার্থাশয়জীবযুক্তম্॥ ২২
রসামচষ্টাঙ্ঘ্রিতলেঽথ পাদয়ো-
র্মহীং মহীধ্রান্ পুরুষস্য জঙ্ঘয়োঃ।
পতৎত্রিণো জানুনি বিশ্বমূর্তে-
রূর্বোর্গণং মারুতমিন্দ্রসেনঃ॥ ২৩
সন্ধ্যাং বিভোর্বাসসি গুহ্য ঐক্ষৎ
প্রজাপতীঞ্জঘনে আত্মমুখ্যান্।
নাভ্যাং নভঃ কুক্ষিষু সপ্তসিন্ধূ-
নুরুক্রমস্যোরসি চর্ক্ষমালাম্[৩]॥ ২৪

তখন তিনি দৈববশীভূত হয়ে তাঁকে (শিষ্য বলিকে) শাপ দিলেন—যদিও তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও উদার ছিলেন বলে অভিশাপের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না॥ ১৪ ॥ শুক্রাচার্য বললেন—'মূর্খ ! তুমি তো অজ্ঞান, কিন্তু নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করছ। আমাকে উপেক্ষা করে তুমি গর্ব করছ। আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছ। সেইজন্য তুমি শীঘ্রই লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবে'॥ ১৫ ॥ রাজা বলি মহাত্মা ছিলেন। গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত হয়েও তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হলেন না। বামনদেবকে বিধিপূর্বক পূজা করে এবং হাতে জল নিয়ে তিনি তিন পদ ভূমি দানের সংকল্প করলেন॥ ১৬ ॥ সেই সময় বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলি মুক্তামালায় সুসজ্জিতা হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি নিজ-হাতে, বামন ভগবানের পাদ-প্রক্ষালনের জন্যে স্বর্ণ-কলশে জল নিয়ে এলেন॥ ১৭ ॥ যজমান বলি স্বয়ং আনন্দে (বামনদেবের) সুন্দর চরণ যুগল ধৌত করে জগৎপবিত্রকারী সেই চরণামৃত স্বমস্তকে ধারণ করলেন॥ ১৮ ॥ সেইসময় স্বর্গে দেবতা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ—সকলে রাজা বলির এই কপটতাহীন কার্যের প্রশংসা করে তাঁর উপর দিব্য পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন॥ ১৯ ॥ একসঙ্গে হাজার হাজার দুন্দুভি বেজে উঠল। গন্ধর্ব, কিম্পুরুষ এবং কিন্নরেরা গান করতে লাগল এবং ধন্য ধন্য রব উঠল। উদার শিরোমণি বলি সুদুষ্কর কাজ করেছেন, জেনেশুনেও শত্রুকে ত্রিভুবন দান করে দিলেন॥ ২০ ॥

এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। অনন্ত ভগবান শ্রীহরির সেই ত্রিগুণাত্মক বামনমূর্তি বর্ধিত হতে লাগল। সেই বৃদ্ধি এমন হল যে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিকসকল, স্বর্গ, পাতাল, সমুদ্র, পশুপক্ষী, মানুষ, দেবতা এবং ঋষি সব তাঁরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল॥ ২১ ॥ ঋত্বিক, আচার্য ও সদস্যদের সঙ্গে বলি সমস্ত ঐশ্বর্যের একমাত্র প্রভু ভগবানের সেই ত্রিগুণাত্মক দেহে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়, অন্তঃকরণ ও সমস্ত জীবের সঙ্গে এই ত্রিগুণময় বিশ্বকে দর্শন করলেন॥ ২২ ॥ তখন ইন্দ্রসেন রাজা বলি বিশ্বমূর্তি ভগবানের পদতলে রসাতল, পদদ্বয়ে পৃথিবী, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্বত, জানুদেশে পক্ষী এবং ঊরুতে বায়ুসমূহকে দর্শন করলেন॥ ২৩ ॥ এইভাবে ভগবানের বস্ত্রে সন্ধ্যাকে, গুহ্যস্থানে প্রজাপতিদের, জঘনে নিজের সঙ্গে সমস্ত

[১]প্রা.পা.— বেতামর্চিত্বোদকপূর্বিকাম্। [২]প্রা.পা.—র্বিদ্যাধরকিন্ন.। [৩] প্রা.পা.—চর্ষি.।

হৃদ্যঙ্গ ধর্মং স্তনয়োর্মুরারে-
ঋতং চ সত্যং চ মনস্যথেন্দুম্।
শ্রিয়ং চ বক্ষস্যরবিন্দহস্তাং
কণ্ঠে চ সামানি সমস্তরেফান্।। ২৫
ইন্দ্রপ্রধানানমরান্ ভুজেষু
তৎকর্ণয়োঃ ককুভো দ্যৌশ্চ মূর্ধ্নি।
কেশেষু মেঘাঞ্ছ্বসনং নাসিকায়া-
মক্ষ্ণোশ্চ সূর্যং বদনে চ বহ্নিম্।। ২৬
বাণ্যাং চ ছন্দাংসি রসে জলেশং
ভ্রুবোর্নিষেধং চ বিধিং চ পক্ষ্মসু।
অহশ্চ রাত্রিং চ পরস্য পুংসো
মন্যুং ললাটেঽধর এব লোভম্।। ২৭
স্পর্শো চ কামং নৃপ রেতসোঽম্ভঃ
পৃষ্ঠে ত্বধর্মং ক্রমণেষু যজ্ঞম্।
ছায়াসু মৃত্যুং হসিতে চ মায়াং
তনূরুহেষ্বোষধিজাতয়শ্চ।। ২৮
নদীশ্চ[১] নাড়ীষু শিলা নখেষু
বুদ্ধাবজং দেবগণানৃষীংশ্চ।
প্রাণেষু গাত্রে স্থিরজঙ্গমানি
সর্বাণি ভূতানি দদর্শ বীরঃ।। ২৯
সর্বাত্মনীদং ভুবনং নিরীক্ষ্য
সর্বেঽসুরাঃ কশ্মলমাপুরঙ্গ।
সুদর্শনং চক্রমসহ্যতেজো
ধনুশ্চ শার্ঙ্গস্তনয়িত্নুঘোষম্।। ৩০
পর্জন্যঘোষো জলজঃ পাঞ্চজন্যঃ
কৌমোদকী বিষ্ণুগদা তরস্বিনী।
বিদ্যাধরোঽসি শতচন্দ্রযুক্ত-
স্তূণোত্তমাবক্ষয়সায়কৌ চ।। ৩১
সুনন্দমুখ্যা উপতস্থুরীশং
পার্ষদমুখ্যাঃ সহলোকপালাঃ।
স্ফুরৎ কিরীটাঙ্গদমীনকুণ্ডল-
শ্রীবৎসরত্নোত্তমমেখলাম্বরৈঃ।। ৩২

অসুরদের, নাভিতে আকাশ, কুক্ষিতে সাত সমুদ্র এবং বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রদের দেখতে পেলেন।। ২৪ ।। হে রাজন্! অসুররাজ, ভগবান মুরারির হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে প্রিয়বাক্য ও সত্য, মনে চন্দ্র, বক্ষঃস্থলে পদ্মহস্তা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী এবং কণ্ঠে সামবেদ ও বর্ণসমূহ দর্শন করলেন।। ২৫ ।। তাঁর বাহুতে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের, কর্ণদ্বয়ে দিকসকল, মস্তকে স্বর্গ, কেশরাশিতে মেঘমালা, নাসিকাতে বায়ু, চক্ষুতে সূর্য এবং মুখে অগ্নিকে দেখা গেল।। ২৬ ।। সেই পরমপুরুষের বচনে বেদসমূহ, রসনায় বরুণদেব, ভ্রূদ্বয়ে বিধি ও নিষেধশাস্ত্র, পলকে দিন ও রাত্রি, কপালে ক্রোধ এবং অধরে লোভ দেখা গেল।। ২৭ ।। হে রাজন্! তাঁর স্পর্শে কাম, বীর্যে জল, পৃষ্ঠদেশে অধর্ম, পদন্যাসে যজ্ঞ, ছায়াতে মৃত্যু, হাসিতে মায়া এবং শরীরের রোমকূপ-রাশিতে সব রকমের ওষধি দৃষ্ট হল।। ২৮ ।। মহাবীর বলি তাঁর নাড়িতে নদীসমূহ, নখগুলিতে শিলসকল, বুদ্ধিতে ব্রহ্মাকে, ইন্দ্রিয়সমূহে দেবগণ ও ঋষিগণকে এবং সমস্ত শরীরে বিশ্বচরাচরকে দর্শন করলেন।। ২৯ ।।

হে রাজন্! সমস্ত জগৎকে ভগবানে স্থিত দেখে অসুরেরা সকলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সেই সময় শ্রীভগবানের হাতে ধৃত ছিল অসহ্যবল সুদর্শন চক্র, মেঘের মতো গর্জনশীল শার্ঙ্গধনু, মেঘের মতো গম্ভীর নিনাদকারী পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বিষ্ণুর বেগবতী কৌমোদকী গদা, শতচন্দ্র-চিহ্নযুক্ত বিদ্যাধর নামক অসি এবং অক্ষয়বাণপূর্ণ দুটি তূণ। সেই সময় লোকপালগণের সঙ্গে সুনন্দ আদি মুখ্য পার্ষদগণ ভগবানের স্তব করছিলেন। ভগবানের শোভা অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তাঁর মস্তকে মুকুট, বাহুতে অঙ্গদ, কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ মণি, কটিদেশে মেখলা এবং স্কন্ধে পীতাম্বর শোভা বর্ধন করছিল।। ৩০-৩২ ।।

[১]প্রা.পা.—নদ্যশ্চ।

মধুব্রতস্রগ্বনমালয়া বৃতো
ররাজ রাজন্ ভগবানুরুক্রমঃ।
ক্ষিতিং পদৈকেন বলের্বিচক্রমে
নভঃ শরীরেণ দিশশ্চ বাহুভিঃ ॥ ৩৩
পদং দ্বিতীয়ং ক্রমতস্ত্রিবিষ্টপং
ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয়মণ্বপি।
উরুক্রমস্যাঙ্ঘ্রিরুপর্যুপর্যথো
মহর্জনাভ্যাং তপসঃ পরং গতঃ ॥ ৩৪

তিনি পাঁচ প্রকার পুষ্পমাল্য গলদেশে ধারণ করেছেন যার চতুর্দিকে মধুলোভী ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে। তিনি একপদে বলির সমস্ত রাজ্য, দেহদ্বারা আকাশ এবং বাহুসমূহ দ্বারা দিকসকল আবৃত করলেন। দ্বিতীয় পদে স্বর্গকে আবৃত করলেন। তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য বলির নিকট সামান্যতম স্থানও থাকল না। ভগবানের সেই দ্বিতীয় পদই উপরের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে হতে মহর্লোক, জনলোক ও তপোলোকের উপরে সত্যলোকে পৌঁছে গেল ॥ ৩৩-৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে বিশ্বরূপদর্শনং[১] নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে বিশ্বরূপ দর্শন নামক বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

অথৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ
একবিংশ অধ্যায়
বিষ্ণু কর্তৃক বলি-বন্ধন

শ্রীশুক উবাচ
সত্যং সমীক্ষ্যাব্জভবো নখেন্দুভি-
র্হতস্বধামদ্যুতিরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো বৃহদ্ব্রতাঃ
সনন্দনাদ্যা নরদেব যোগিনঃ ॥ ১
বেদোপবেদা নিয়মান্বিতা যমা-
স্তর্কেতিহাসাঙ্গপুরাণসংহিতাঃ।
যে চাপরে যোগসমীরদীপিত-
জ্ঞানাগ্নি রন্ধিতকর্মকল্মষাঃ।[২]
ববন্দিরে যৎ স্মরণানুভাবতঃ
স্বায়ম্ভুবং ধাম গতা অকর্মকম্ ॥ ২

শ্রীভগবানের সত্যলোকে আগত চরণকমলের নখদ্যুতিতে সেখানকার আভা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সেই দ্যুতিতে ব্রহ্মাও নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন। তখন তিনি মরীচি আদি ঋষি ও সনন্দনাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের সঙ্গে ভগবানের চরণকমলের সেবায় উপস্থিত হলেন ॥ ১ ॥ বেদ, উপবেদ, নিয়ম, যম, তর্ক, ইতিহাস, বেদাঙ্গ ও পুরাণ সংহিতা এবং যোগ সমীরণ দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করে যাঁদের কর্মমল ভস্ম হয়েছে সেই মহাত্মাগণ সকলেই এসে ভগবানের সেই চরণের বন্দনা করলেন, যে চরণ-কমলের মহিমায় ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়, কর্মদ্বারা যা লভ্য নয় ॥ ২ ॥ ব্রহ্মার কীর্তি অত্যন্ত পুণ্যময়। তিনি ভগবান বিষ্ণুর

[১]প্রা.পা.—মহাপুরুষবিশ্বরূপং। [২]প্রা.পা.—নির্জিতকর্মকিল্বিষাঃ।

অথাঙ্ঘ্রয়ে প্রোন্নমিতায় বিষ্ণো-
রুপাহরৎ পদ্মভবোঽর্হণোদকম্।
সমর্চ্য ভক্ত্যাভ্যগৃণাচ্ছুচিশ্রবা
যন্নাভিপঙ্কেরুহসংভবঃ স্বয়ম্॥ ৩
ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য
পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র।
স্বর্ধুন্যভূন্নভসি সা পততী নিমার্ষ্টি
লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্তিঃ॥ ৪
ব্রহ্মাদয়ো লোকনাথাঃ স্বনাথায় সমাদৃতাঃ।
সানুগা বলিমাজহ্রুঃ সংক্ষিপ্তাত্মবিভূতয়ে॥ ৫
তোয়ৈঃ সমর্হণৈঃ স্রগ্ভির্দিব্যগন্ধানুলেপনৈঃ।
ধূপৈর্দীপৈঃ সুরভিভির্লাজাক্ষতফলাঙ্কুরৈঃ॥ ৬
স্তবনৈর্জয়শব্দৈশ্চ[১] তদ্বীর্যমহিমাঙ্কিতৈঃ।
নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ॥ ৭
জাম্ববানৃক্ষরাজস্তু[২] ভেরীশব্দৈর্মনোজবঃ।
বিজয়ং দিক্ষু সর্বাসু মহোৎসবমঘোষয়ৎ॥ ৮
মহীং সর্বাং হৃতাং দৃষ্ট্বা ত্রিপদব্যাজযাচ্ঞয়া।
উচুঃ স্বভর্তুরসুরা দীক্ষিতস্যাত্যমর্ষিতাঃ॥ ৯
ন বা অয়ং ব্রহ্মবন্ধুর্বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ।
দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নো দেবকার্যং চিকীর্ষতি॥ ১০
অনেন যাচমানেন শত্রুণা বটুরূপিণা।
সর্বস্বং নো হৃতং ভর্তুর্ন্যস্তদণ্ডস্য বর্হিষি॥ ১১
সত্যব্রতস্য সততং দীক্ষিতস্য বিশেষতঃ।
নানৃতং ভাষিতুং শক্যং ব্রহ্মণ্যস্য দয়াবতঃ॥ ১২
তস্মাদস্য বধো ধর্মো ভর্তুঃ শুশ্রূষণং চ নঃ।
ইত্যায়ুধানি জগৃহুর্বলেরনুচরাসুরাঃ॥ ১৩
তে সর্বে বামনং হন্তুং শূলপট্টিশপাণয়ঃ।
অনিচ্ছতো বলে[৩] রাজন্ প্রাদ্রবঞ্জাতমন্যবঃ॥ ১৪

নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। বন্দনা করার পর তিনি ভগবানের ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত শ্রীচরণকে অর্ঘ্য জল দিয়ে প্রক্ষালন করে পূজা করলেন। পূজা শেষে ভক্তিভরে তাঁর স্তুতি করলেন॥ ৩ ॥ হে নরেন্দ্র! ব্রহ্মার কমণ্ডলুর সেই জল ভগবানের পাদপ্রক্ষালনহেতু পবিত্র এবং সেটি গঙ্গার রূপ ধারণ করে আকাশ পথে পৃথিবীতে নিপতিত হয়ে ত্রিভুবনের লোকদের পবিত্র করছে। এই গঙ্গা শ্রীভগবানের মূর্তিমতী কীর্তি॥ ৪ ॥ শ্রীভগবান স্বীয় বিভূতিকে সম্বরণ করে পুনরায় বামনরূপ ধারণ করলে ব্রহ্মা প্রমুখ লোকপালগণ অনুচরদের সঙ্গে নিজ প্রভুকে অনেক প্রকার উপহার অর্পণ করলেন॥ ৫ ॥ তাঁরা শীতল জল, সুন্দর মালা, সুরভিত চন্দন ও অনুলেপন, সুগন্ধ ধূপ, দীপ, লাজ, আতপ তণ্ডুল, ফল, তাঁর মহিমা, বীর্য ও মাহাত্ম্য উল্লেখ করে স্তোত্র পাঠ এবং নৃত্য-গীত, শঙ্খ এবং দুন্দুভির বাদ্যসহ তাঁর (শ্রীভগবানের) আরাধনা করলেন॥ ৬-৭ ॥ তখন ঋক্ষরাজ জাম্ববান মনের ন্যায় দ্রুতগতিতে দৌড়ে ভেরী বাজাতে বাজাতে ভগবানের বিজয় ঘোষণা করলেন॥ ৮ ॥

অসুররা দেখল, বামনদেব তিন পদ ভূমি নেওয়ার ছলনায় সমস্ত পৃথিবী কেড়ে নিলেন। তারা ভাবল যে আমাদের প্রভু এ সময় যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন, উনি তো কিছু বলবেন না। সেইজন্য তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল॥ ৯ ॥ 'এ ব্রাহ্মণ নয়। এ সর্বশ্রেষ্ঠ মায়াবী বিষ্ণু। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দেবতাদের কার্য-সিদ্ধ করতে এসেছে॥ ১০ ॥ যখন আমাদের প্রভু যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে যে কোনো প্রকার দণ্ড দানে বিরত হয়েছেন তখন এই শত্রু ব্রহ্মচারীর বেশ ধরে প্রথমে ভিক্ষা ও পরে আমাদের সর্বস্ব অপহরণ করল॥ ১১ ॥ আমাদের প্রভু সর্বদা সত্যনিষ্ঠ এবং যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় বিশেষভাবে এ দিকে লক্ষ্য রাখছেন। ব্রাহ্মণ ভক্ত ও দয়ালু হওয়ায় আমাদের প্রভু কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না॥ ১২ ॥ সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের উচিত শত্রুকে বধ করা। একে বধ করলে আমাদের প্রভুর সেবা করাও হবে।' এই কথা ভেবে বলির অনুচররা নিজের নিজের অস্ত্র হাতে তুলে

[১]প্রাচীন বইতে এই শ্লোকটি এই ভাবে আছে—'স্তবনৈর্জয়শব্দৈশ্চ শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ। নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ তদ্বীর্যমহিমাঙ্কিতৈঃ।' এখানে উত্তরার্ধের অংশটি মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে। [২]প্রা.পা.—ঋক্ষপতির্ভে.। [৩]প্রা.পা.—বলে রাজ্ঞঃ।

তানভিদ্রবতো দৃষ্ট্বা দিতিজানীকপান্ নৃপ।
প্রহস্যানুচরা বিষ্ণোঃ প্রত্যষেধন্নুদায়ুধাঃ।। ১৫
নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বক্সেনঃ পতৎত্রিরাট্।। ১৬
জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বতঃ।
সর্বে নাগাযুতপ্রাণাশ্চমূং তে জঘ্নুরাসুরীম্।। ১৭
হন্যমানান্ স্বকান্ দৃষ্ট্বা পুরুষানুচরৈর্বলিঃ।
বারয়ামাস সংরব্ধান্ কাব্যশাপমনুস্মরন্।। ১৮
হে বিপ্রচিত্তে হে রাহো হে নেমে শ্রূয়তাং বচঃ।
মা যুধ্যত নিবর্তধবং ন নঃ কালোঽয়মর্থকৃৎ।। ১৯
যঃ প্রভুঃ সর্বভূতানাং সুখদুঃখোপপত্তয়ে।
তং নাতিবর্তিতুং দৈত্যাঃ পৌরুষৈরীশ্বরঃ পুমান্।। ২০
যো নো ভবায় প্রাগাসীদভবায় দিবৌকসাম্।
স এব ভগবানদ্য বর্ততে তদ্বিপর্যয়ম্।। ২১
বলেন সচিবৈর্বুদ্ধ্যা দুর্গৈর্মন্ত্রৌষধাদিভিঃ।
সামাদিভিরুপায়ৈশ্চ কালং নাত্যেতি বৈ জনঃ।। ২২
ভবদ্ভির্নির্জিতা হ্যেতে বহুশোঽনুচরা হরেঃ।
দৈবেনর্দ্ধৈস্ত এবাদ্য যুধি জিত্বা নদন্তি নঃ।। ২৩
এতান্ বয়ং বিজেষ্যামো যদি দৈবং প্রসীদতি।
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং যো নোঽর্থত্বায় কল্পতে।। ২৪

শ্রীশুক উবাচ

পত্যুর্নিগদিতং শ্রুত্বা দৈত্যদানবযূথপাঃ।
রসাং নির্বিবিশূ রাজন্ বিষ্ণুপার্ষদতাড়িতাঃ।। ২৫
অথ তার্ক্ষ্যসুতো জ্ঞাত্বা বিরাট্ প্রভুচিকীর্ষিতম্।
ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈর্বলিং সৌত্যেঽহনি ক্রতৌ।। ২৬
হাহাকারো মহানাসীদ্ রোদস্যোঃ সর্বতোদিশম্।
গৃহ্যমাণেঽসুরপতৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।। ২৭
তং বদ্ধং বারুণৈঃ পাশৈর্ভগবানাহ বামনঃ।
নষ্টশ্রিয়ং স্থিরপ্রজ্ঞমুদারয়শসং নৃপ।। ২৮

নিল।। ১৩ ।। হে রাজন্ ! বলির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তারা ক্রোধে শূল ও পট্টিশ নিয়ে ভগবান বামনকে বধ করার জন্য ধাবিত হল।। ১৪ ।। হে রাজন্ ! ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদরা অসুরদের ভগবানের দিকে দৌড়ে আসতে দেখে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের বাধা দিলেন।। ১৫ ।। অনন্তর অযুত হস্তিতুল্য বলশালী নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্সেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত ও সাত্বত—এই সকল ভগবানের পার্ষদগণ অসুর সেনাদের বধ করতে লাগলেন।। ১৬-১৭ ।। যখন রাজা বলি দেখলেন যে, ভগবানের পার্ষদেরা তাঁর সৈন্যদের বধ করছেন এবং তাঁর সৈন্যরা ক্রোধের বশীভূত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন তিনি শুক্রাচার্যের অভিশাপের কথা স্মরণ করে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করলেন।। ১৮ ।। তিনি বিপ্রচিত্তি, রাহু, নেমি প্রভৃতি অসুরদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভ্রাতৃগণ ! আমার কথা শোনো। যুদ্ধ কোরো না। এই সময় আমাদের অনুকূল নয়।। ১৯ ।। হে দৈত্যগণ ! যে কাল সর্বভূতের সুখ-দুঃখপ্রদাতা তাকে কোনো ব্যক্তিই নিজ-পৌরুষে অতিক্রম করতে সমর্থ হয় না।। ২০ ।। যে কালরূপী ভগবান পূর্বে আমাদের উন্নতি ও দেবতাদের অবনতির কারণ হয়েছিলেন, তিনিই এখন আমাদের অবনতি ও দেবতাদের উন্নতির কারণ হয়েছেন।। ২১ ।। বল, মন্ত্রী, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ঔষধ এবং সামাদি উপায়—এদের মধ্যে কোনো কিছুর দ্বারাই কিংবা এদের মিলিত সাহায্যেও কেউ কালকে জয় করতে পারে না।। ২২ ।। যখন দৈববল তোমাদের অনুকূলে ছিল তখন তোমরা ভগবানের এই পার্ষদদের অনেকবার যুদ্ধে জয় করেছ। কিন্তু দেখ তারাই এখন যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করে সিংহনাদ করছে।। ২৩ ।। যখন দৈব আমাদের অনুকূল হবে তখন আমরা বিজয়ী হব। অতএব সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করো, যা আমাদের কার্যসিদ্ধির অনুকূল হবে।। ২৪ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! দৈত্য ও অসুর সেনাপতিরা বলির কথা শুনে ভগবানের পার্ষদদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রসাতলে প্রবেশ করল।। ২৫ ।। অতঃপর পক্ষীরাজ গরুড় বিষ্ণুর অভিপ্রায় জানতে পেরে অশ্বমেধ যজ্ঞে সোমরস পানের দিনে বলিকে বেঁধে ফেললেন।। ২৬ ।। সর্বশক্তিমান বিষ্ণু কর্তৃক বলি এইভাবে বদ্ধ হলে স্বর্গ ও মর্ত্যে সকল দিকেই হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হল।। ২৭ ।। হে রাজন্ ! যদিও বলিকে বরুণপাশে আবদ্ধ করে তাঁর সমস্ত

পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমের্মহ্যং ত্বয়াসুর।
দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্বা তৃতীয়মুপকল্পয় ॥ ২৯

যাবৎ তপস্যসৌ গোভির্যাবদিন্দুঃ সহোডুভিঃ।
যাবদ্ বর্ষতি পর্জন্যস্তাবতী ভূরিয়ং তব ॥ ৩০

পদৈকেন ময়া ক্রান্তো ভূর্লোকঃ খং দিশস্তনোঃ।
স্বর্লোকস্তু দ্বিতীয়েন পশ্যতস্তে স্বমাত্মনা ॥ ৩১

প্রতিশ্রুতমদাতুস্তে নিরয়ে বাস ইষ্যতে।
বিশ ত্বং নিরয়ং তস্মাদ্ গুরুণা চানুমোদিতঃ ॥ ৩২

বৃথা মনোরথস্তস্য দূরে স্বর্গঃ পতত্যধঃ।
প্রতিশ্রুতস্যাদানেন[১] যোঽর্থিনং বিপ্রলম্ভতে ॥ ৩৩

বিপ্রলব্ধো দদামীতি ত্বয়াহং চাঢ্যমানিনা।
তদ্ ব্যলীকফলং ভুঙ্ক্ষ নিরয়ং কতিচিৎ সমাঃ ॥ ৩৪

সম্পত্তি অপহরণ করা হয়েছিল তথাপি তাঁর স্থির বুদ্ধি ও উদার কীর্তির কথা সকলেই গান করছিলেন। সেই সময় ভগবান বিষ্ণু বলিকে বললেন ॥ ২৮ ॥ 'হে অসুর ! তুমি আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করেছ, কিন্তু দুই পাদেই তো আমি ত্রিলোক অধিকার করে নিয়েছি, এখন তৃতীয় পদের স্থান পূরণ কর ॥ ২৯ ॥ যে স্থান পর্যন্ত সূর্যের তাপ পৌঁছায়, যেখান পর্যন্ত চন্দ্রের এবং নক্ষত্রের কিরণ পৌঁছায় এবং যেখান পর্যন্ত মেঘ বৃষ্টি দান করতে পারে সমস্তই তোমার অধীনে ছিল ॥ ৩০ ॥ আমি এক পদে ভূর্লোক ও দেহ দিয়ে আকাশ ও দিকসমূহ এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্লোক অধিকার করেছি। এইভাবে তোমার সামনেই তোমার সর্বস্ব আমি অধিকার করেছি ॥ ৩১ ॥ তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা পূরণ না করার জন্য এবার তোমাকে নরকে যেতে হবে। তোমার গুরুর তো এই বিষয়ে মত আছে, সুতরাং তুমি এখন নরকে প্রবেশ করো ॥ ৩২ ॥ যে প্রার্থীকে দান দেবার অঙ্গীকার করে বিমুখ হয় এবং তাকে বঞ্চনা করে, তার সমস্ত মনোরথ ব্যর্থ হয়। স্বর্গে যাওয়া তো হয়ই না, তাকে নরকে বাস করতে হয় ॥ ৩৩ ॥ তোমার বিত্তশালী হওয়ার খুব অহংকার ছিল। তুমি আমায় 'দেবো'—বলে প্রতিজ্ঞা করে বিমুখ হয়েছ। এখন তুমি কয়েক বছর এই মিথ্যার জন্য নরক ভোগ করো ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে বামনপ্রাদুর্ভাবে বলিনিগ্রহো নামৈকবিংশোঽধ্যায় ॥ ২১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে বামন প্রাদুর্ভাবে বলিনিগ্রহ নামক একবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

অথ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বলি কর্তৃক ভগবানের স্তুতি ও বলির প্রতি ভগবানের প্রসন্নতা

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিপ্রকৃতো রাজন্ বলির্ভগবতাসুরঃ।
ভিদ্যমানোঽপ্যভিন্নাত্মা প্রত্যাহাবিক্লবং বচঃ ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! এইভাবে শ্রীভগবান অসুররাজ বলিকে গঞ্জনা করে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বলি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বললেন ॥ ১ ॥

[১]প্রাচীন বইতে এই উত্তরার্ধের স্থানে এইরকম আছে—'যো বিপ্রায় প্রতিশ্রুত্য ন তদর্পয়তেঽর্থিতম্।'

বলিরুবাচ

যদ্যুত্তমশ্লোক ভবান্ মমেরিতং
বচো ব্যলীকং সুরবর্য মন্যতে।
করোম্যৃতং তন্ন ভবেৎ প্রলম্ভনং
পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্॥ ২

বিভেমি নাহং নিরয়াৎ পদচ্যুতো
ন পাশবন্ধাদ্ ব্যসনাদ্ দুরত্যয়াৎ।
নৈবার্থকৃচ্ছ্রাদ্ ভবতো বিনিগ্রহা-
দসাধুবাদাদ্ ভৃশমুদ্বিজে যথা॥ ৩

পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমর্হত্তমার্পিতম্।
যং না মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদশ্চাদিশন্তি হি॥ ৪

ত্বং নূনমসুরাণাং নঃ পারোক্ষ্যঃ পরমো গুরুঃ।
যো নোঽনেকমদান্ধানাং বিভ্রংশং চক্ষুরাদিশৎ॥ ৫

যস্মিন্ বৈরানুবন্ধেন রূঢ়েন বিবুধেতরাঃ।
বহবো লেভিরে সিদ্ধিং যামু হৈকান্তযোগিনঃ॥ ৬

তেনাহং নিগৃহীতোঽস্মি ভবতা ভূরিকর্মণা।
বদ্ধশ্চ বারুণৈঃ পাশৈর্নাতিব্রীড়ে ন চ[১] ব্যথে॥ ৭

পিতামহো মে ভবদীয়সংমতঃ
প্রহ্লাদ আবিষ্কৃতসাধুবাদঃ।
ভবদ্বিপক্ষেণ বিচিত্রবৈশসং
সংপ্রাপিতস্ত্বং পরমঃ স্বপিত্রা॥ ৮

কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ
কিং রিক্‌থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ।
কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া
মর্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ॥ ৯

ইত্থং স নিশ্চিত্য পিতামহো মহা-
নগাধবোধো ভবতঃ পাদপদ্মম্।
ধ্রুবং প্রপেদে হ্যকুতোভয়ং জনাদ্
ভীতঃ স্বপক্ষক্ষপণস্য সত্তমঃ॥ ১০

অসুররাজ বলি বললেন—হে দেবগণের আরাধ্যদেব ! হে পবিত্রকীর্তি ! আপনি আমার কথা মিথ্যা বলে মনে করেছিলেন কিন্তু তা হয়নি। আমি আমার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করব। আপনি প্রবঞ্চিত হবেন না। আপনি কৃপা করে আপনার তৃতীয় পদ আমার মাথায় রাখুন॥ ২ ॥ আমার নরকে গমন বা রাজ্যচ্যুতি হেতু কোনো ভয় নেই। আমি পাশবন্ধন কিংবা অপার দুঃখেও ভীত নই। কপর্দক শূন্য অথবা আপনা কর্তৃক নিগৃহীত হলেও আমি ভয় পাই না। এ সমস্ত আমার ভয়ের কারণ নয়। আমি একমাত্র অপকীর্তিকে ভয় করি॥ ৩ ॥ পূজ্যতম কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড মানুষের নিকট বাঞ্ছনীয়। কারণ সেই দণ্ড মাতা, পিতা, ভ্রাতা কিংবা বন্ধু মোহবশত দিতে পারেন না॥ ৪ ॥ আপনি ছদ্মবেশে আমাদের অসুরদের পরমগুরু, যেহেতু মদগর্বিত আমাদের মদ্‌বিনাশক জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করে দিয়েছেন॥ ৫ ॥ আপনি আমাদের যা উপকার করেছেন তা আর কী বলব ? যোগীরা কঠোর তপস্যা করে যে সিদ্ধি লাভ করেন, আপনার সঙ্গে শত্রুতা করে অনেক অসুর সেই সিদ্ধি লাভ করেছে॥ ৬ ॥ এত যাঁর মহিমা, যাঁর এত অনন্ত লীলা, তিনি অনুগ্রহ করে আমায় দণ্ড দিয়ে বরুণ পাশে বেঁধেছেন। এর জন্য আমি লজ্জিত বা ব্যথিত নই॥ ৭ ॥ আমার পিতামহ প্রহ্লাদের কীর্তি জগতে প্রসিদ্ধ। তাঁকে আপনার ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর আপনার সঙ্গে শত্রুতা থাকায় প্রহ্লাদকে তিনি অনেক কষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু তিনি (প্রহ্লাদ) আপনার একান্ত অনুগত হয়ে স্বীয়-জীবন আপনাকেই উৎসর্গ করেছিলেন॥ ৮ ॥ তিনি চিন্তা করে স্থির করেছিলেন যে, শরীর তো একদিন শেষ হয়েই যাবে তাহলে একে রেখে কী হবে ? যারা সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য আত্মীয় হয়েছে, সেইসব দস্যুদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কী হবে ? স্ত্রীর দ্বারাই বা কী লাভ হবে, সে তো জন্ম-মৃত্যুর সংসারে কেবল আসা-যাওয়ার কারণ হয়। যখন এই দেহই মরণশীল তখন ঘরবাড়ির কথা চিন্তা করে কী হবে ? এইসব বিষয়ের কথা চিন্তা করে মন ব্যস্ত করলে শুধুমাত্র আয়ু নষ্ট করা হয়॥ ৯ ॥ হে সত্তম (ভগবান) ! এইরূপ নিশ্চয় করে আমার পিতামহ প্রহ্লাদ, আপাত দৃষ্টিতে আপনি তাঁর আত্মীয়স্বজনের হত্যাকারী শত্রু হলেও

[১]প্রা.পা.—বিব্যথে।

অথাহমপ্যাত্মরিপোস্তবান্তিকং[1]
দৈবেন নীতঃ প্রসভং ত্যাজিতশ্রীঃ।
ইদং কৃতান্তান্তিকবর্তি জীবিতং
যয়াধ্রুবং স্তব্ধমতির্ন বুধ্যতে॥ ১১

শ্রীশুক উবাচ

তস্যেত্থং ভাষমাণস্য প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ।
আজগাম কুরুশ্রেষ্ঠ রাকাপতিরিবোত্থিতঃ॥ ১২
তমিন্দ্রসেনঃ স্বপিতামহং শ্রিয়া
বিরাজমানং নলিনায়তেক্ষণম্।
প্রাংশুং পিশঙ্গাম্বরমঞ্জনত্বিষং
প্রলম্ববাহুং সুভগং সমৈক্ষত॥ ১৩
তস্মৈ বলির্বারুণপাশযন্ত্রিতঃ
সমর্হণং নোপজহার পূর্ববৎ।
ননাম মূর্ধ্নাশ্রুবিলোললোচনঃ।
সব্রীড়নীচীনমুখো[2] বভূব হ॥ ১৪
স তত্র হাসীনমুদীক্ষ্য সৎপতিং
সুনন্দনন্দাদ্যনুগৈরুপাসিতম্।
উপেত্য ভূমৌ শিরসা মহামনা
ননাম মূর্ধ্না পুলকাশ্রুবিক্লবঃ॥ ১৫

প্রহ্লাদ উবাচ

ত্বয়ৈব দত্তং পদমৈন্দ্রমূর্জিতং
হৃতং তদেবাদ্য তথৈব শোভনম্।
মন্যে মহানস্য কৃতো হ্যনুগ্রহো
বিভ্রংশিতো যচ্ছ্রিয় আত্মমোহনাৎ॥ ১৬
যয়া হি বিদ্বানপি মুহ্যতে যত-
স্তৎ কো বিচষ্টে গতিমাত্মনো যথা।
তস্মৈ নমস্তে জগদীশ্বরায় বৈ
নারায়ণায়াখিললোকসাক্ষিণে॥ ১৭

আপনার অকুতোভয় ও অবিনাশী চরণকমলকে আশ্রয় করেছিলেন। কেনই বা করবেন না, তিনি যে বৈরাগী, অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন, উদার হৃদয় এবং শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ছিলেন॥ ১০ ॥ সেই দৃষ্টিতে আপনিও আমার শত্রু। কিন্তু বিধাতা বলপূর্বক আমাকে ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। ভালোই হয়েছে, কারণ ঐশ্বর্য হেতু লোকের বুদ্ধি নাশ হয় এবং সে বুঝতে পারে না যে, অনিত্য জীবন মৃত্যুর কবলে পড়ে আছে॥ ১১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজন্ ! বলি যখন ভগবানকে এই কথা বলছেন, সেইসময় সহসা পূর্ণ-চন্দ্রের মতো ভগবানের প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদ সেখানে উপস্থিত হলেন॥ ১২ ॥ রাজা বলি তখন অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন, পদ্ম-পলাশনেত্র, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নতদেহ, শ্যামল শোভাযুক্ত, পীতাম্বরধারী, পিতামহ প্রহ্লাদকে দেখতে পেলেন॥ ১৩ ॥ সেই সময় বলি বরুণপাশে বদ্ধ ছিলেন, সেইজন্য পূর্বে প্রহ্লাদকে দেখে যেমন তাঁর পূজা করতেন এখন সেরকম করতে পারলেন না। অশ্রুসজল নয়নে মস্তক অবনত করে রইলেন। তবে মাথা নীচু করে পিতামহকে প্রণাম করলেন॥ ১৪ ॥ প্রহ্লাদ দেখলেন, ভক্তবৎসল ভগবান সেখানে উপস্থিত আছেন আর সুনন্দ, নন্দ প্রমুখ পার্ষদগণ তাঁর সেবা করছেন। প্রেমে পুলকিত হয়ে উঠল তাঁর দেহ, নয়নে তাঁর আনন্দাশ্রু। ব্যাকুলহৃদয়ে আনন্দে প্রভুর নিকটে গিয়ে তিনি ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করলেন॥ ১৫ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ বললেন—(হে প্রভু !) আপনিই বলিকে এই ঐশ্বর্যপূর্ণ ইন্দ্রপদ দান করেছিলেন, আবার আপনিই আজ তা হরণ করলেন। আপনার দান যেমন সুন্দর, হরণও তেমনিই সুন্দর। আমার মনে হয়, একে রাজ্যলক্ষ্মী থেকে বিচ্যুত করে আপনি এর প্রতি বিশেষ কৃপা করেছেন, কারণ এই সমৃদ্ধিই আত্মবিস্মৃতি ঘটায়॥ ১৬ ॥ ধনসম্পত্তিতে মদমত্ত হয়ে বিদ্বান পুরুষ আত্মবিস্মৃত হয়, অতএব সেই ঐশ্বর্য থাকতে কি কোনো ব্যক্তি যথার্থস্বরূপ আত্মতত্ত্ব জানতে পারে ? অতএব সেই লক্ষ্মীকে অপহরণকারী মহান উপকারী বন্ধু, হে জগদীশ্বর ! সকলের অন্তর্যামী ! সর্বলোকের সাক্ষী নারায়ণ আপনাকে প্রণাম॥ ১৭ ॥

[1]প্রা.পা.—অদ্যাহ.। [2]প্রা.পা.—ড়নির্বাতমু.।

শ্রীশুক উবাচ

তস্যানুশৃণ্বতো[১] রাজন্ প্রহ্লাদস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবানুবাচ মধুসূদনম্॥ ১৮
বদ্ধং বীক্ষ্য পতিং সাধ্বী তৎপত্নী ভয়বিহ্বলা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতোপেন্দ্রং বভাষেঽবাঙ্মুখী নৃপ॥ ১৯

বিন্ধ্যাবলিরুবাচ

ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে
স্বাম্যং তু তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ কুর্যুঃ।
কর্তুঃ প্রভোস্তব কিমস্যত আবহন্তি
ত্যক্তহ্রিয়স্ত্বদবরোপিতকর্তৃবাদাঃ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগন্ময়।
মুঞ্চৈনং হৃতসর্বস্বং নায়মর্হতি নিগ্রহম্॥ ২১
কৃৎস্না তেঽনেন দত্তা ভূর্লোকাঃ কর্মার্জিতাশ্চ যে।
নিবেদিতং চ সর্বস্বমাত্মাবিক্লবয়া ধিয়া॥ ২২
যৎ পাদয়োরশঠধীঃ সলিলং প্রদায়
দূর্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্যাম্।
অপ্যুত্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীং
দাশ্বানবিক্লবমনাঃ কথমার্তিমৃচ্ছেৎ॥ ২৩

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাং চাবমন্যতে॥ ২৪
যদা কদাচিজ্জীবাত্মা সংসরন্ নিজকর্মভিঃ।
নানাযোনিষ্বনীশোঽয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রজেৎ॥ ২৫
জন্মকর্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্যধনাদিভিঃ।
যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ॥ ২৬
মানস্তম্ভনিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ।
সর্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেন্ন মৎপরঃ॥ ২৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রইলেন। তাঁর সমক্ষেই ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুকে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন॥ ১৮ ॥ ঠিক সেইসময় বলির সতী সাধ্বী স্ত্রী বিন্ধ্যাবলি বলিকে বরুণপাশে বদ্ধ দেখে ভয়বিহ্বলা হয়ে ভগবানের চরণে প্রণাম করে করজোড়ে অবনতমস্তকে ভগবানকে বললেন॥ ১৯ ॥

বিন্ধ্যাবলি বললেন—হে প্রভু! আপনি লীলা করার জন্য এই সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজেদেরকে এই জগতের কর্তা বলে মনে করে। আপনিই এই জগতের কর্তা, পালক ও সংহর্তা। আপনার মায়ায় মোহিত ব্যক্তি নিজেকে কর্তা বলে মনে করে নির্লজ্জের মতো আপনাকে আপনার সম্পদ দান করতে চায়॥ ২০ ॥

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে ভূতভাবন! হে জগন্ময়! হে দেবাদিদেব! এখন একে আপনি বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। আপনি এঁর সর্বস্ব হরণ করেছেন, এখন এ নিগ্রহের পাত্র নয়॥ ২১ ॥ বলি আপনাকে সমস্ত ভূমি ও স্বপুণ্যকর্মার্জিত স্বর্গলোক এবং সর্বস্ব এমনকি নিজেকে পর্যন্ত আপনার চরণে অর্পণ করেছেন এবং দান করার সময়ও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, তাঁর কোনোরকম ধৈর্য চ্যুতি হয়নি॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি কপটতাহীন সরল প্রাণে আপনার শ্রীচরণে শুধুমাত্র জল প্রদান করে এবং কেবল দূর্বা দিয়ে আপনার পূজা করে, সেও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। আর বলিতো সানন্দে এবং ধৈর্য সহকারে আপনাকে ত্রিলোক দান করেছেন; তবে ইনি কেন দুঃখভাগী হবেন? ॥ ২৩ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে ব্রহ্মন্ আমি যাকে কৃপা করি তার সর্বস্ব অপহরণ করে থাকি। কারণ, লোকে ধনমদে মত্ত হয়ে আমাকে এবং অন্যদের অবজ্ঞা করে থাকে॥ ২৪ ॥ জীব সকল প্রারব্ধ কর্মানুসারে বিবশ হয়ে বিভিন্ন যোনিতে জন্মায়, পরে আমারই কৃপায় মনুষ্য দেহ ধারণ করে॥ ২৫ ॥ মনুষ্য যোনিতে জন্ম লাভ করে বংশ মর্যাদা, কর্ম, যৌবন, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য এবং অর্থ প্রভৃতি হেতু যদি অহংকারী না হয় তবে জানবে যে তার উপর আমার যথেষ্ট কৃপা আছে॥ ২৬ ॥ উচ্চবংশ প্রভৃতি অনেক কারণ আছে যার জন্য মানুষ অহংকার, ঔদ্ধত্যের বশে সমস্ত মঙ্গলজনক সাধন থেকে বঞ্চিত হয়; কিন্তু আমার ভক্ত কখনো এই সকল বিষয়ে মোহগ্রস্ত হয় না॥ ২৭ ॥ এই বলি দৈত্য ও

[১]প্রাচীন বইতে 'তস্যানু.......' এই শ্লোকটি মূলে নেই, টিপ্পনীতে আছে।

এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্তিবর্ধনঃ।
অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি॥ ২৮

ক্ষীণরিক্থশ্চ্যুতঃ [1]স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ।
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুযাপিতঃ॥ ২৯

গুরুণা ভৎর্সিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ।
ছলৈরুক্তো ময়া ধর্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্॥ ৩০

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি।
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ[2]॥ ৩১

তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্মবিনির্মিতম্।
যন্নাধয়ো[3] ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ।
নোপসর্গা নিবসতাং সংভবন্তি মমেক্ষয়া॥ ৩২

ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ভদ্রমস্তু তে।
সুতলং স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যং জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ॥ ৩৩

ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি লোকেশাঃ কিমুতাপরে।
ত্বচ্ছাসনাতিগান্ দৈত্যাংশ্চক্রং মে সূদয়িষ্যতি॥ ৩৪

রক্ষিষ্যে সর্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্॥ ৩৫

তত্র দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ তে ভাব আসুরঃ।
দৃষ্ট্বা মদনুভাবং বৈ সদ্যঃ কুণ্ঠো বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ৩৬

অসুর—উভয় বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও কীর্তি বর্ধনকারী, সে সেইসব মায়াকে পরাজিত করেছে, যাকে পরাজিত করা অত্যন্ত কঠিন। তুমি লক্ষ্য করেছ যে, এত দুঃখ ভোগ করেও সে বিচলিত হয়নি॥ ২৮ ॥ আমি এর ধনসম্পত্তি অপহরণ করেছি, রাজ্যচ্যুত করেছি, শত্রুরা নানা প্রকার তিরস্কার করেছে, বেঁধে রেখেছে, আত্মীয়পরিজন একে ত্যাগ করেছে, এত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, এমনকি এর গুরু শুক্রাচার্য পর্যন্ত একে তিরস্কার করে অভিশাপ দিয়েছেন ; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই বলি সত্য ভঙ্গ করেনি। আমি একে ছলনা করেছি, মনের মধ্যে ছল রেখে ধর্মের উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু এই সত্যবাদী ধর্ম পরিত্যাগ করেনি॥ ২৯-৩০ ॥ তাই আমি একে এমন দুর্লভ পদ প্রদান করেছি যা শ্রেষ্ঠ দেবগণও অত্যন্ত ক্লেশে লাভ করেন। সাবর্ণি মন্বন্তরে আমার এই পরম ভক্ত ইন্দ্রত্ব লাভ করবে॥ ৩১ ॥ ততদিন এ বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত সুতল লোকে বাস করবে। সেখানে যারা থাকে তারা আমার কৃপা অনুভব করতে পারে। সেইজন্য তাদের শারীরিক বা মানসিক রোগ, ক্লান্তি, তন্দ্রা, আলস্য, শত্রু থেকে পরাভব ও উপসর্গ প্রভৃতি দ্বারা ক্লেশ ভোগ করতে হয় না॥ ৩২ ॥ (পরে বলিকে সম্বোধন করে বললেন) মহারাজ ইন্দ্রসেন ! তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমি তোমার আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে সুতললোকে যাও, যেখানে স্বর্গের দেবতারাও বাস করতে ইচ্ছা করেন॥ ৩৩ ॥ শ্রেষ্ঠ লোকপালগণও তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না, অন্যদের তো কথাই নেই। যে দৈত্য তোমার আদেশ লঙ্ঘন করবে আমার চক্র তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে॥ ৩৪ ॥ আমি তোমাকে তোমার অনুচরদের এবং তোমার ভোগ্যবস্তুগুলিকে সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করব। হে বীর ! তুমি সর্বদা আমাকে তোমার কাছেই দেখতে পাবে॥ ৩৫ ॥ দানব এবং দৈত্যদের সংসর্গে তোমার মধ্যে যে আসুরিক ভাব জাগবে, আমার প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গেই তা বিনষ্ট হবে॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে বামনপ্রাদুর্ভাবে বলিবামনসংবাদে নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায় ॥ ২২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে বামন প্রাদুর্ভাবে বলি-বামন সংবাদ নামক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

[1]প্রা.পা.—ক্ষীণো বিধ্বংসিতঃ স্থা.। [2]প্রা.পা.—মমাশ্রয়ঃ। [3]প্রা.পা.—যত্রাধয়ো।

অথ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বলির বন্ধন-মুক্তি ও সুতললোকে গমন

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তবন্তং পুরুষং পুরাতনং
মহানুভাবোঽখিলসাধুসংমতঃ।
বদ্ধাঞ্জলির্বাষ্পকলাকুলেক্ষণো
ভক্ত্যুৎকলো গদগদয়া গিরাব্রবীৎ॥ ১

বলিরুবাচ

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্বোঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ॥ ২

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বা হরিমানম্য ব্রহ্মাণং সভবং ততঃ।
বিবেশ সুতলং প্রীতো বলির্মুক্তঃ সহাসুরৈঃ॥ ৩
এবমিন্দ্রায় ভগবান্ প্রত্যানীয় ত্রিবিষ্টপম্।
পূরয়িত্বাদিতেঃ কামমশাসৎ সকলং জগৎ॥ ৪
লব্ধপ্রসাদং নির্মুক্তং পৌত্রং বংশধরং বলিম্।
নিশাম্য ভক্তিপ্রবণঃ প্রহ্লাদ ইদমব্রবীৎ॥ ৫

প্রহ্লাদ উবাচ

নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদং
ন শ্রীর্ন শর্বঃ কিমুতাপরে তে।
যন্নোঽসুরাণামসি দুর্গপালো
বিশ্বাভিবন্দ্যৈরপি বন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ৬
যৎ পাদপদ্মমকরন্দনিষেবণেন
ব্রহ্মাদয়ঃ শরণদাশ্নুবতে বিভূতীঃ।
কস্মাদ্ বয়ং কুসৃতয়ঃ খলয়োনয়স্তে
দাক্ষিণ্যদৃষ্টিপদবীং ভবতঃ প্রণীতাঃ॥ ৭
চিত্রং তবেহিতমহোঽমিতযোগমায়া-
লীলাবিসৃষ্টভুবনস্য বিশারদস্য।

শ্রীশুকদেব বললেন—পুরাণ পুরুষ ভগবান এই কথা বললে সাধুদের প্রশংসাভাজন মহানুভব দৈত্যরাজ বলির নেত্রদ্বয় অশ্রুধারাক্রান্ত হয়ে গেল। ভক্তির উদ্রেকবশত তিনি গদগদ স্বরে করজোড়ে বলতে লাগলেন॥ ১ ॥

বলি বললেন—হে প্রভু ! আমি তো আপনাকে ভালোভাবে প্রণাম করিনি, কেবল প্রণাম করার চেষ্টা করেছি মাত্র। তার ফলেই আমি এই সুফল লাভ করলাম, যা আপনার চরণাশ্রিতরাই লাভ করে থাকে। শ্রেষ্ঠ লোকপালগণকে কিংবা দেবতাদের আপনি কখনো যে দয়া করেননি, আমার মতো নিকৃষ্ট অসুর সহজেই সেই দয়া লাভ করল॥ ২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—বরুণপাশ থেকে মুক্ত বলি বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শংকরকে প্রণাম করে সানন্দে অসুরদের সঙ্গে সুতলে প্রবেশ করলেন॥ ৩ ॥ এইভাবে ভগবান বলির নিকট থেকে স্বর্গ রাজ্য গ্রহণ করে ইন্দ্রকে দিয়ে,অদিতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং নিজে ত্রিভুবন পালন করতে লাগলেন॥ ৪ ॥ স্বীয় বংশধর পৌত্র বলিকে বন্ধনমুক্ত এবং ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত দেখে প্রহ্লাদের হৃদয় ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি ভগবানের এইভাবে স্তুতি করলেন॥ ৫ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ বললেন—হে প্রভু ! আপনি যে কৃপা করলেন সেই কৃপা তো কখনো লক্ষ্মী, ব্রহ্মা এবং শংকরকেও করেননি, অন্যদের কথা আর কী বলব ! বিশ্ববন্দিত ব্রহ্মা যাঁর চরণ বন্দনা করেন সেই আপনি অসুরের দ্বারপাল হলেন ! ॥ ৬ ॥ হে শরণাগত বৎসল ! ব্রহ্মা প্রমুখ লোকপালগণ আপনার চরণকমলের সুধা পান করে সৃষ্টি রচনা করার শক্তি ও অন্যান্য বিভূতি লাভ করেছেন। আমরা তো অসুরযোনি-প্রাপ্ত জন্মাবধি কপট ও ক্রূর—আমাদের প্রতি আপনার এই কৃপা কী করে হল যে, আপনি আমাদের দ্বাররক্ষী হলেন ॥ ৭ ॥ আপনি আপনার অপরিসীম যোগমায়ার সাহায্যে লীলাচ্ছলে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আপনি সর্বজ্ঞ, সকলের আত্মা ও সমদর্শী। তবুও আপনার লীলা বড় বিচিত্র বলে মনে হয়। কল্পতরুর মতো আপনি সকলের বাসনা পূর্ণ করেন কারণ আপনি ভক্তদের স্নেহ

সর্বাত্মনঃ সমদৃশো বিষমঃ স্বভাবো
ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ।। ৮

শ্রীভগবানুবাচ

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে প্রযাহি সুতলালয়ম্।
মোদমানঃ স্বপৌত্রেণ জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ।। ৯
নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপাণিমবস্থিতম্।
মদ্দর্শনমহাহ্লাদধ্বস্তকর্মনিবন্ধনঃ।। ১০

শ্রীশুক উবাচ

আজ্ঞাং ভগবতো রাজন্ প্রহ্লাদো বলিনা সহ।
বাঢ়মিত্যমলপ্রজ্ঞো মূর্ধ্ন্যাধায় কৃতাঞ্জলিঃ।। ১১
পরিক্রম্যাদিপুরুষং সর্বাসুরচমূপতিঃ।
প্রণতস্তদনুজ্ঞাতঃ প্রবিবেশ মহাবিলম্।। ১২
অথাহোশনসং রাজন্ হরির্নারায়ণোঽন্তিকে।
আসীনমৃত্বিজাং মধ্যে সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্।। ১৩
ব্রহ্মন্ সংতনু শিষ্যস্য কর্মচ্ছিদ্রং বিতন্বতঃ।
যৎ তৎ কর্মসু বৈষম্যং ব্রহ্মদৃষ্টং সমং ভবেৎ।। ১৪

শুক্র উবাচ

কুতস্তৎকর্মবৈষম্যং যস্য কর্মেশ্বরো ভবান্।
যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ সর্বভাবেন পূজিতঃ।। ১৫
মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্তনং তব।। ১৬
তথাপি বদতো ভূমন্ করিষ্যাম্যনুশাসনম্।
এতচ্ছ্রেয়ঃ পরং পুংসাং যৎ তবাজ্ঞানুপালনম্।। ১৭

শ্রীশুক উবাচ

অভিনন্দ্য[১] হরেরাজ্ঞামুশনা ভগবানিতি।
যজ্ঞচ্ছিদ্রং সমাধত্ত বলের্বিপ্রর্ষিভিঃ সহ।। ১৮
এবং বলের্মহীং রাজন্ ভিক্ষিত্বা বামনো হরিঃ।
দদৌ ভ্রাত্রে মহেন্দ্রায় ত্রিদিবং যৎ পরৈর্হৃতম্।। ১৯

করেন। এইজন্য কখনো কখনো ভক্তদের প্রতি পক্ষপাত করেন আর যারা আপনার থেকে বিমুখ তাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহারও করে থাকেন।। ৮ ।।

শ্রীভগবান বললেন—বৎস প্রহ্লাদ ! তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমিও সুতললোকে গমন করো। সেখানে তোমার পৌত্র বলির সঙ্গে আনন্দে থেকে জ্ঞাতিদের সুখী করো।। ৯ ।। সেখানে তুমি আমাকে সর্বদা গদা হাতে দণ্ডায়মান দেখতে পাবে। আমার দর্শনে তোমার যে আনন্দ হবে তার দ্বারা তোমার সমস্ত কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।। ১০ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! অসুর সেনাপতি বিমলবুদ্ধি প্রহ্লাদ, 'যে আজ্ঞা' বলে করজোড়ে ভগবানের আদেশ শিরোধার্য ও বলির সঙ্গে ভগবানকে পরিক্রমা করে তাঁর অনুমতি ক্রমে সুতললোকে প্রবেশ করলেন।। ১১-১২ ।। হে রাজন্ ! অতঃপর ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদের সভায় অবস্থিত শুক্রাচার্যকে ভগবান শ্রীহরি বললেন।। ১৩ ।। (শ্রীভগবান বললেন)—হে ব্রহ্মন্ ! আপনার শিষ্য যজ্ঞ করেছে। তাঁর যজ্ঞে যে সব ত্রুটি হয়েছে আপনি তা পূর্ণ করে দিন। কারণ কার্যকালে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি হয় তাহলে ব্রাহ্মণের কৃপাদৃষ্টিতে সে সব দূর হয়।। ১৪ ।।

শ্রীশুক্রাচার্য বললেন—হে ভগবান ! আপনি যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞপুরুষ ; আপনাকে সমস্ত কর্মফল সমর্পণ করে বলি যজ্ঞ করেছে ও আপনার পূজা করেছে ; সেই যজ্ঞে ত্রুটি কী করে হবে ! ।। ১৫ ।। কারণ মন্ত্র, অনুষ্ঠানের বিধি নিয়ম, দেশ, কাল, পাত্র ও দ্রব্য প্রভৃতি থেকে যে ত্রুটি দেখা যায়, কেবলমাত্র আপনার নাম-সংকীর্তনে সে সমস্ত দূর হয়ে যায়, আপনার নাম সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করে।। ১৬ ।। তথাপি হে সর্বব্যাপিন্ ! যখন আপনি নিজে বলছেন তখন আমি আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করব। কারণ, আপনার আদেশ পালনই জীবের সর্বাপেক্ষা মঙ্গলময় কার্য।। ১৭ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—ষড়ৈশ্বর্যশালী শুক্রাচার্য ভগবান শ্রীহরির আদেশ অনুসারে অন্য ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে বলির যজ্ঞে যে সমস্ত কার্য অসমাপ্ত ছিল তা পূর্ণ করলেন।। ১৮ ।। হে রাজন্ ! এইভাবে ভগবান বামন বলির নিকট থেকে পৃথিবী ভিক্ষা করে শত্রুগণ কর্তৃক অধিকৃত স্বর্গরাজ্য নিজের অগ্রজ ইন্দ্রকে প্রদান করলেন।। ১৯ ।। তারপর প্রজাপতিদের অধিপতি ব্রহ্মা, দেবর্ষি, পিতৃগণ, মনু, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা,

[১]প্রা.পা.—প্রতি.।

প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা দেবর্ষিপিতৃভূমিপৈঃ।
দক্ষভৃগ্বঙ্গিরোমুখ্যৈঃ কুমারেণ ভবেন চ॥ ২০
কশ্যপস্যাদিতেঃ প্রীত্যৈ সর্বভূতভবায় চ।
লোকানাং লোকপালানামকরোদ্ বামনং পতিম্॥ ২১
বেদানাং সর্বদেবানাং ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
মঙ্গলানাং ব্রতানাং চ কল্পং স্বর্গাপবর্গয়োঃ॥ ২২
উপেন্দ্রং কল্পয়াঞ্চক্রে পতিং সর্ববিভূতয়ে।
তদা সর্বাণি ভূতানি ভৃশং মুমুদিরে নৃপ॥ ২৩
ততস্ত্বিন্দ্রঃ পুরস্কৃত্য দেবযানেন বামনম্।
লোকপালৈর্দিবং নিন্যে ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ॥ ২৪
প্রাপ্য ত্রিভুবনং চেন্দ্র উপেন্দ্রভুজপালিতঃ।
শ্রিয়া পরময়া জুষ্টো মুমুদে গতসাধ্বসঃ॥ ২৫
ব্রহ্মা শর্বঃ কুমারশ্চ ভৃগ্বাদ্যা মুনয়ো নৃপ।
পিতরঃ সর্বভূতানি সিদ্ধা বৈমানিকাশ্চ যে॥ ২৬
সুমহৎ কর্ম তদ্ বিষ্ণোর্গায়ন্তঃ পরমাদ্ভুতম্।
ধিষ্ণ্যানি স্বানি তে জগ্মুরদিতিং চ শশংসিরে॥ ২৭
সর্বমেতন্ময়াঽঽখ্যাতং ভবতঃ কুলনন্দন।
উরুক্রমস্য চরিতং শ্রোতৃণামঘমোচনম্॥ ২৮
পারং মহিম্ন উরু বিক্রমতো গৃণানো
যঃ পার্থিবানি বিমমে স রজাংসি মর্ত্যঃ।
কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্য
ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য॥ ২৯
য ইদং দেবদেবস্য হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
অবতারানুচরিতং শৃণ্বন্ যাতি পরাং গতিম্॥ ৩০
ক্রিয়মাণে কর্মণীদং দৈবে পিত্র্যেঽথ মানুষে।
যত্র যত্রানুকীর্ত্যেত তৎ তেষাং সুকৃতং বিদুঃ॥ ৩১

সনৎকুমার ও মহাদেবের সঙ্গে কশ্যপ ও অদিতির সন্তুষ্টি ও সর্বভূতের মঙ্গলের জন্য বামন ভগবানকে সমস্ত লোক এবং লোকপালদের অধিপতির পদে অভিষিক্ত করলেন॥ ২০-২১ ॥

হে রাজন্! বেদ, সমস্ত দেবতা, ধর্ম, যশ, লক্ষ্মী, মঙ্গল, ব্রত, স্বর্গ এবং অপবর্গ প্রভৃতি সকল বিষয়ের পালন ও মঙ্গলের জন্য (ব্রহ্মা) সর্বশক্তিমান বামন ভগবানকে উপেন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত করলেন। তখন সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন॥ ২২-২৩ ॥ এরপর ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বামন ভগবানকে রথে বসিয়ে অন্য লোকপালদের সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গমন করলেন॥ ২৪ ॥ উপেন্দ্রের (বামনদেবের) বাহুবলে হৃতরাজ্য ফিরে পেয়ে এবং বামন ভগবানের ভুজবলে রক্ষিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ও নির্ভয়ে আনন্দ উৎসব পালন করতে লাগলেন॥ ২৫ ॥ হে রাজন্! ব্রহ্মা, শংকর, সনৎকুমার (অর্থান্তরে কার্তিকেয়) ভৃগু প্রভৃতি মুনি, পিতৃগণ, ভূতগণ, সিদ্ধগণ ও বিমানে আরোহী দেবতারা সকলে শ্রীভগবানের এই অদ্ভুত এবং মহান কর্মের প্রশংসা করতে করতে স্ব স্ব ধামে চলে গেলেন এবং তাঁরা সকলেই অদিতিরও প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ২৬-২৭ ॥

হে কুরুকুলতিলক! তোমাকে আমি ভগবানের এই সব লীলাকথা শোনালাম। এই লীলাকথা শ্রবণ করলে শ্রোতার সব পাপ বিধৌত হয়ে যায়॥ ২৮ ॥ ভগবানের অনন্ত লীলা এবং অপার মহিমা। যিনিই ভগবানের মহিমার সম্পূর্ণ বর্ণনা করতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করতে চান। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বশিষ্ঠ বলেছেন, 'এমন কোনো ব্যক্তি জন্মাননি কিংবা জন্মাবেন না যিনি ভগবানের মহিমা পূর্ণভাবে বর্ণনা করতে পারেন।'॥ ২৯ ॥ যিনি দেবতাদের আরাধ্য অদ্ভুত লীলাময় বামন ভগবানের এই চরিত্র-গাথা শ্রবণ করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন॥ ৩০ ॥ দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ অথবা মনুষ্যযজ্ঞে ভগবানের এই লীলাকথা কীর্তন করা হলে সেই কর্ম সু-সম্পন্ন হয়—শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ এটি অনুভব করেছেন ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে বামনা[১]বতারচরিতে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে
বামন-অবতারে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

---

[১]প্রা.পা.—নানুচরি.।

অথ চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ভগবানের মৎস্য-অবতারের কথা

রাজোবাচ

ভগবঞ্ছ্রোতুমিচ্ছামি হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
অবতারকথামাদ্যাং মায়ামৎস্যবিড়ম্বনম্॥ ১

যদর্থমদধাদ্ রূপং মাৎস্যং লোকজুগুপ্সিতম্।
তমঃপ্রকৃতি দুর্মর্ষং কর্মগ্রস্ত ইবেশ্বরঃ॥ ২

এতন্নো[1] ভগবন্ সর্বং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি।
উত্তমশ্লোকচরিতং সর্বলোকসুখাবহম্॥ ৩

সূত উবাচ

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতেন ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
উবাচ চরিতং বিষ্ণোর্মৎস্যরূপেণ যৎ কৃতম্॥ ৪

শ্রীশুক উবাচ

গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ।
রক্ষামিচ্ছংস্তনূর্ধত্তে ধর্মস্যার্থস্য চৈব হি॥ ৫

উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ।
নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাদ্ধিয়ো গুণৈঃ॥ ৬

আসীদতীতকল্পান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ।
সমুদ্রোপপ্লুতাস্তত্র লোকা ভূরাদয়ো নৃপ॥ ৭

কালেনাগতনিদ্রস্য ধাতুঃ শিশয়িষোর্বলী।
মুখতো নিঃসৃতান্ বেদান্ হয়গ্রীবোঽন্তিকেঽহরৎ॥ ৮

জ্ঞাত্বা তদ্ দানবেন্দ্রস্য হয়গ্রীবস্য চেষ্টিতম্।
দধার শফরীরূপং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ॥ ৯

তত্র রাজর্ষিঃ কশ্চিন্নাম্না সত্যব্রতো মহান্।
নারায়ণপরোঽতপ্যৎ তপঃ স সলিলাশনঃ॥ ১০

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন— ভগবান! শ্রীহরির কর্ম বড়ই অদ্ভুত। তিনি একবার যোগমায়া দ্বারা মৎস্য অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে খুব সুন্দর লীলা করেছেন, আমি সেই আদি অবতারের কথা জানতে আগ্রহী॥ ১ ॥ এই মৎস্য যোনি একে তো লোক-নিন্দিত, দ্বিতীয়ত তমোগুণী ও সম্পূর্ণরূপেই পরাধীন। সর্বশক্তিমান হয়েও ভগবান কর্মবন্ধ জীবের ন্যায় মৎস্যরূপ ধারণ করলেন কেন ? ॥ ২ ॥ ভগবান ! মহাত্মাদের দ্বারা কীর্তিত ভগবৎচরিত্র সমস্ত প্রাণীজগৎকে সুখ দান করে। আপনি কৃপা করে সেই সব লীলাকথা আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুন॥ ৩ ॥

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিবর্গ ! রাজা বিষ্ণুরাত (পরীক্ষিৎ) শুকদেবকে এই প্রশ্ন করলে তিনি বিষ্ণু ভগবানের সেই চরিত্রের কথা অর্থাৎ মৎস্য অবতারের কথা বর্ণনা আরম্ভ করলেন॥ ৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান সকলের একমাত্র প্রভু, তবু তিনি গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধু, বেদ, ধর্ম এবং অর্থকে রক্ষার জন্য অবতাররূপে শরীর ধারণ করে থাকেন॥ ৫ ॥ তিনি বায়ুর মতো উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র অথবা বিশাল সমস্ত প্রাণীতে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন, কিন্তু তাদের বুদ্ধির তারতম্য অনুযায়ী উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হন না। কারণ তিনি বস্তুত সমস্ত প্রাকৃত গুণরহিত—নির্গুণ॥ ৬ ॥ হে রাজন্ ! অতীত কল্পের অন্তকালে ব্রহ্মার নিদ্রা হেতু ব্রাহ্ম নামক নৈমিত্তিক প্রলয় হয়েছিল। সেই সময় সমস্ত ভূর্লোক সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছিল॥ ৭ ॥ প্রলয় কাল বশে ব্রহ্মা নিদ্রাভিভূত হলে শয়নের ইচ্ছা করেন এবং তখন তাঁর মুখ থেকে বেদ নির্গত হয়। সেই সময় ব্রহ্মার নিকটে অবস্থিত হয়গ্রীব নামক দৈত্য তা অপহরণ করে॥ ৮ ॥ সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি দানবরাজ হয়গ্রীবের এই কুকর্ম জানতে পেরে শফরী মৎস্যের (পুঁটি মাছ) রূপ ধরে অবতীর্ণ হলেন॥ ৯ ॥

সেই সময় সত্যব্রত নামে এক উদার এবং ভগবদ্ভক্ত রাজর্ষি শুধুমাত্র জলপান করে তপস্যা করছিলেন॥ ১০ ॥

[1]প্রা.পা.—এতন্মে।

যোঽসাবস্মিন্ মহাকল্পে তনয়ঃ স বিবস্বতঃ।
শ্রাদ্ধদেব ইতি খ্যাতো মনুত্বে হরিণার্পিতঃ॥ ১১

একদা কৃতমালায়াং কুর্বতো জলতর্পণম্।
তস্যাঞ্জল্যুদকে কাচিচ্ছফর্যেকাভ্যপদ্যত॥ ১২

সত্যব্রতোঽঞ্জলিগতাং সহ তোয়েন ভারত।
উৎসসর্জ নদীতোয়ে শফরীং দ্রবিড়েশ্বরঃ॥ ১৩

তমাহ সাতিকরুণং মহাকারুণিকং নৃপম্।
যাদোভ্যো জ্ঞাতিঘাতিভ্যো দীনাং মাং দীনবৎসল।
কথং বিসৃজসে রাজন্ ভীতামস্মিন্ সরিজ্জলে॥ ১৪

তমাত্মনোঽনুগ্রহার্থং প্রীত্যা মৎস্যবপুর্ধরম্।
অজানন্ রক্ষণার্থায় শফর্যাঃ স মনো দধে॥ ১৫

তস্যা দীনতরং বাক্যমাশ্রুত্য স মহীপতিঃ।
কলশাপ্সু নিধায়ৈনাং দয়ালুর্নিন্য আশ্রমম্॥ ১৬

সা তু তত্রৈকরাত্রেণ বর্ধমানা কমণ্ডলৌ।
অলব্ধ্বাঽঽত্মাবকাশং বা ইদমাহ মহীপতিম্॥ ১৭

নাহং কমণ্ডলাবস্মিন্ কৃচ্ছ্রং বস্তুমিহোৎসহে।
কল্পয়ৌকঃ সুবিপুলং যত্রাহং নিবসে সুখম্॥ ১৮

স এনাং তত আদায় ন্যধাদৌদঞ্চনোদকে।
তত্র ক্ষিপ্তা মুহূর্তেন হস্তত্রয়মবর্ধত॥ ১৯

ন ম এতদলং রাজন্ সুখং বস্তুমুদঞ্চনম্।
পৃথু দেহি পদং মহ্যং যৎ ত্বাহং শরণং গতা॥ ২০

তত আদায় সা রাজ্ঞা ক্ষিপ্তা রাজন্ সরোবরে।
তদাবৃত্যাত্মনা সোঽয়ং মহামীনোঽন্ববর্ধত॥ ২১

নৈতন্মে স্বস্তয়ে রাজন্নুদকং সলিলৌকসঃ।
নিধেহি[1] রক্ষাযোগেন হ্রদে মামবিদাসিনি[2]॥ ২২

সেই সত্যব্রত বর্তমান কল্পে বিবস্বান্-এর (সূর্যদেবের) পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত এবং ভগবান তাঁকে বৈবস্বত মনুপদ প্রদান করেন॥ ১১ ॥ একদিন সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে জলতর্পণ করছিলেন, সেই সময় জলের সঙ্গে ছোট একটি শফরী মৎস্য (পুঁটি মাছ) তাঁর হাতে এসে যায়॥ ১২ ॥ হে ভারত! দ্রবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত অঞ্জলিস্থ জলের সঙ্গেই সেই মৎস্যকেও জলে নিক্ষেপ করলেন॥ ১৩ ॥ সেই মৎস্য সকাতরে পরম দয়ালু রাজা সত্যব্রতকে বলল, 'হে রাজন্! আপনি বড়ই দয়ালু। আপনি তো জানেন যে, জলচর জন্তুরা নিজেদের জ্ঞাতিদেরই ভক্ষণ করে। আমি তাদের ভয়ে অত্যন্ত বিচলিত। আপনি আমাকে কেন এই নদীর জলে আবার ফেলে দিলেন?' ॥ ১৪ ॥ রাজা সত্যব্রত জানতেন না যে, শ্রীভগবান প্রসন্ন হয়ে তাঁকে কৃপা করার জন্যই মৎস্য রূপ ধারণ করে এসেছেন। তখন তিনি সেই মৎস্যকে রক্ষা করবেন বলে মনে মনে সংকল্প করলেন॥ ১৫ ॥ রাজা সত্যব্রত সেই মৎস্যের কাতর বাক্য শুনে তাকে নিজের জলপাত্রের মধ্যে রেখে দিলেন এবং নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন॥ ১৬ ॥ সেই শফরী এক রাত্রিতেই এত বড় দেহ ধারণ করল যে কমণ্ডলুতে আর তার স্থান হল না, তখন সে রাজাকে বলল—॥ ১৭ ॥ 'আমি এখন আর কষ্ট করেও এই কমণ্ডলুতে থাকতে পারছি না। অতএব আমার জন্যে একটি বিস্তৃত বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন, যেখানে আমি সুখে থাকতে পারি।'॥ ১৮ ॥ রাজা তাকে কমণ্ডলু থেকে বার করে একটি বড় জলপাত্রে (জালায়) রেখে দিলেন। কিন্তু সেখানে রাখা মাত্রই তার দেহ তিন হাত পরিমাণ বর্ধিত হল॥ ১৯। আবার সে রাজা সত্যব্রতকে বলল—হে রাজন্! এই বৃহৎ জলপাত্রেও আমার থাকবার মতো স্থান নেই। এখানেও সুখে থাকতে পারছি না। আমি আপনার শরণাগত, অতএব আমাকে থাকার মতো কোনো বড় স্থান দিন॥ ২০ ॥ হে রাজন্! সত্যব্রত সেই জলপাত্র থেকে শফরীটিকে উঠিয়ে একটা সরোবরে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু সরোবরে সেই মৎস্য বিশাল মহামৎস্য দেহ ধারণ করে সরোবরে ছেয়ে গেল॥ ২১ ॥ এবং রাজাকে বলল—হে রাজন্! আমি জলচর প্রাণী কিন্তু এই সরোবরেও আমি সুখে থাকতে পারছি না ; কারণ, এতে আমার থাকার মতো জায়গা হচ্ছে না। সুতরাং আপনি আমায় রক্ষা করুন এবং

[1]প্রা.পা.—বিধে। [2]প্রা.পা.—বিনাশিনি।

ইত্যুক্তঃ সোহনয়ন্মৎস্যং তত্র তত্রাবিদাসিনি।
জলাশয়ে সংমিতং তং সমুদ্রে প্রাক্ষিপজ্ঝষম্॥ ২৩

ক্ষিপ্যমাণস্তমাহেদমিহ মাং মকরাদয়ঃ।
অদন্ত্যতিবলা বীর মাং নেহোৎস্রষ্টুমর্হসি॥ ২৪

এবং বিমোহিতস্তেন বদতা বল্গুভারতীম্।
তমাহ কো ভবানস্মান্ মৎস্যরূপেণ মোহয়ন্॥ ২৫

নৈবংবীর্যো জলচরো দৃষ্টোঽস্মাভিঃ শ্রুতোঽপি চ[১]।
যো ভবান্ যোজনশতমহ্নাভিব্যানশে সরঃ॥ ২৬

নূনং ত্বং ভগবান্ সাক্ষাদ্ধরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
অনুগ্রহায় ভূতানাং ধৎসে রূপং জলৌকসাম্॥ ২৭

নমস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়েশ্বর।
ভক্তানাং নঃ[২] প্রপন্নানাং মুখ্যো হ্যাত্মগতির্বিভো॥ ২৮

সর্বে লীলাবতারাস্তে ভূতানাং ভূতিহেতবঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যদো রূপং যদর্থং ভবতা ধৃতম্॥ ২৯

ন তেঽরবিন্দাক্ষ পদোপসর্পণং
মৃষা ভবেৎ সর্বসুহৃৎপ্রিয়াত্মনঃ।
যথেতরেষাং পৃথগাত্মনাং সতা-
মদীদৃশো যদ্ বপুরদ্ভুতং হি নঃ॥ ৩০

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং জগৎপতিঃ
সত্যব্রতং মৎস্যবপুর্যুগক্ষয়ে।
বিহর্তুকামঃ প্রলয়ার্ণবেঽব্রবী-
চ্চিকীর্ষুরেকান্তজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ম্[৩]॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

সপ্তমেঽদ্যতনাদূর্ধ্বমহন্যেতদরিন্দম্।
নিমঙ্ক্ষ্যত্যপ্যয়াম্ভোধৌ ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্॥ ৩২

আমাকে কোনো অগাধ হ্রদে রেখে দিন॥ ২২ ॥ সেই মৎস্য এইরূপ বললে রাজা সত্যব্রত তাকে এক এক করে অনেক বড় বড় হ্রদে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যত বড় হ্রদ হোক না কেন মৎস্যের শরীর তার থেকে আরও বড় হতে লাগল। শেষকালে রাজা সত্যব্রত তাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন॥ ২৩ ॥ সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সময় মৎস্য সত্যব্রতকে বলল—'হে বীর ! সমুদ্রে বড় বড় মকর প্রভৃতি জলজন্তুরা থাকে, তারা আমাকে ভক্ষণ করবে সুতরাং আপনি আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন না॥ ২৪ ॥

মৎস্যের সুমধুর কথা শুনে সত্যব্রত মোহিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—'মৎস্যের রূপ ধরে আমাকে মোহিত করছেন, আপনি কে ? ॥ ২৫ ॥ আপনি এক দিনেই চারশো ক্রোশ বিস্তৃত সরোবরকে ব্যাপ্ত করে ফেললেন। এমন জলচর প্রাণীর কথা তো আমি কখনো শুনিনি বা দেখিনি॥ ২৬ ॥ আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ অন্তর্যামী অব্যয় অবিনাশী ভগবান শ্রীহরি। জীবদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যেই মৎস্যের রূপ ধারণ করেছেন॥ ২৭ ॥ হে পুরুষোত্তম ! আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে প্রভু ! আপনি শরণাগত ভক্তদের আত্মা ও আশ্রয়॥ ২৮ ॥ যদিও আপনার সব লীলাবতার জীবের মঙ্গলের জন্যই, তথাপি আমি জানতে ইচ্ছুক আপনি এই মৎস্যরূপ কোন উদ্দেশ্যে ধারণ করেছেন॥ ২৯ ॥ হে কমললোচন ! দেহাদিতে অভিমান-বিশিষ্ট সংসারী লোকের আশ্রয় যেমন ব্যর্থ হয় কিন্তু আপনার চরণে আশ্রয় করলে তা ব্যর্থ হয় না ; কারণ, আপনি সকলের প্রিয় সুহৃৎ ও প্রিয় আত্মা। আপনি যে রূপ ধারণ করে আমায় দর্শন দিলেন, সেরূপ অত্যন্ত বিস্ময়কর॥ ৩০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তদের অত্যন্ত স্নেহ করেন। জগৎপতি মৎস্যরূপী নারায়ণ প্রিয় ভক্ত রাজর্ষি সত্যব্রতের এই রকম প্রার্থনা শুনে তাঁর মঙ্গলের জন্য তাকে কল্পান্তে প্রলয়কালীন সমুদ্রে বিহার করার জন্য বললেন॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে অরিন্দম (শত্রুবিনাশক) ! আজ থেকে সপ্তম দিনে এই ত্রিলোক (ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক) সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবে॥ ৩২ ॥ যখন

[১]প্রা.পা.—বা। [২]প্রা.পা.—ত্বং। [৩]প্রা.পা.—প্রভুঃ।

ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং সংবর্তাম্ভসি বৈ তদা।
উপস্থাস্যতি নৌঃ কাচিদ্ বিশালা ত্বাং ময়েরিতা॥ ৩৩
ত্বং তাবদোষধীঃ সর্বা বীজান্যুচ্চাবচানি চ।
সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ সর্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ॥ ৩৪
আরুহ্য বৃহতীং নাবং বিচরিষ্যস্যবিক্লবঃ।
একার্ণবে নিরালোকে ঋষীণামেব বর্চসা॥ ৩৫
দোধূয়মানাং তাং নাবং সমীরেণ বলীয়সা।
উপস্থিতস্য মে শৃঙ্গে নিবধ্নীহি মহাহিনা॥ ৩৬
অহং ত্বামৃষিভিঃ সাকং সহনাবমুদন্বতি।
বিকর্ষন্ বিচরিষ্যামি যাবদ্ ব্রাহ্মী নিশা প্রভো॥ ৩৭
মদীয়ং মহিমানং চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥ ৩৮
ইত্থমাদিশ্য রাজানং হরিরন্তরধীয়ত।
সোঽন্ববৈক্ষত তং কালং যং হৃষীকেশ আদিশৎ॥ ৩৯
আস্তীর্য দর্ভান্ প্রাক্কূলান্ রাজর্ষি প্রাগুদঙ্মুখঃ।
নিষসাদ হরেঃ পাদৌ চিন্তয়ন্ মৎস্যরূপিণঃ॥ ৪০
ততঃ সমুদ্রঃ উদ্বেলঃ সর্বতঃ প্লাবয়ন্ মহীম্।
বর্ধমানো মহামেঘৈর্বর্ষদ্ভিঃ সমদৃশ্যত॥ ৪১
ধ্যায়ন্ ভগবদাদেশং দদৃশে নাবমাগতাম্।
তামারুরোহ বিপ্রেন্দ্রৈরাদায়ৌষধিবীরুধঃ॥ ৪২
তমূচুর্মুনয়ঃ প্রীতা রাজন্ ধ্যায়স্ব কেশবম্।
স বৈ নঃ সংকটাদস্মাদবিতা শং বিধাস্যতি॥ ৪৩
সোঽনুধ্যাতস্ততো রাজ্ঞা প্রাদুরাসীন্মহার্ণবে।
একশৃঙ্গধরো মৎস্যো হৈমো নিযুতযোজনঃ॥ ৪৪
নিবধ্য নাবং তচ্ছৃঙ্গে যথোক্তো হরিণা পুরা।
বরত্রেণাহিনা তুষ্টস্তুষ্টাব মধুসূদনম্॥ ৪৫

রাজোবাচ

অনাদ্যবিদ্যোপহতাত্মসংবিদ-
স্তন্মূলসংসারপরিশ্রমাতুরাঃ।
যদৃচ্ছয়েহোপসৃতা যমাপ্নুয়ু-
র্বিমুক্তিদো নঃ পরমো গুরুর্ভবান্॥ ৪৬

ত্রিভুবনকে প্রলয় জলরাশি গ্রাস করবে সেই সময় আমার প্রেরিত একটি বিশাল নৌকা তোমার কাছে আসবে॥ ৩৩॥ তখন তুমি সকল ওষধি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার বীজ, প্রধান প্রধান প্রাণী এবং সপ্তর্ষিগণ পরিবৃত হয়ে সেই নৌকায় আরোহণ করবে॥ ৩৪ ॥ সেই সময় চতুর্দিকে শুধুমাত্র সমুদ্রই থাকবে কোনোরকম আলোও থাকবে না। শুধুমাত্র ঋষিদের দিব্যজ্যোতিতে সমুদ্র আলোকিত হবে এবং তুমি তার সাহায্যে নির্বিঘ্নে সেই সমুদ্রে বিচরণ করতে পারবে॥ ৩৫ ॥ যখন প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্রের তরঙ্গে নৌকা টলমল করবে তখন আমি সেখানে এই রূপে উপস্থিত হব এবং তুমি বাসুকি নাগের সাহায্যে আমার শৃঙ্গে নৌকাকে বেঁধে দিও॥ ৩৬ ॥ হে রাজন্ ! যাবৎকাল ব্রহ্মার রাত্রি (অর্থাৎ প্রলয়কাল) থাকবে তাবৎকাল আমি ঋষিদের সঙ্গে তোমাকে নিয়ে সমুদ্রে বিচরণ করাব॥ ৩৭ ॥ সেই সময়ে প্রশ্ন করলে আমি তোমায় উপদেশ দান করব। আমার কৃপায় তুমি আমার মহিমা অর্থাৎ পরব্রহ্ম বলে যাকে জানা যায়—তোমার হৃদয়ে সাক্ষাৎ অনুভব করতে পারবে॥ ৩৮ ॥ ভগবান সত্যব্রতকে এইরূপ উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। তারপর সত্যব্রত সেই দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, যে দিনের কথা শ্রীভগবান তাঁকে বলেছিলেন॥ ৩৯ ॥ রাজর্ষি সত্যব্রত কুশের অগ্রভাগ আস্তীর্ণ করে তার উপর ঈশানকোণাভিমুখী (পূর্বোত্তরাভিমুখী) হয়ে বসে মৎস্যরূপী ভগবানের চরণধ্যান করতে লাগলেন॥ ৪০ ॥ অনন্তর ভগবানের বলা সেই সময় ঘনিয়ে এল। রাজর্ষি দেখলেন যে, সমুদ্র তার সীমা লঙ্ঘন করে বাড়তে আরম্ভ করেছে। প্রলয়ের ন্যায় ভয়ংকর মেঘ বর্ষণ করছে। দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবী ডুবতে লাগল॥ ৪১ ॥ তখন রাজা ভগবানের কথা স্মরণ করলেন এবং সামনেই সেই নৌকাকে দেখতে পেলেন। তিনি ঔষধি, লতা প্রভৃতি ও সপ্তর্ষিদের সঙ্গে সেই নৌকায় আরোহণ করলেন॥ ৪২ ॥ সপ্তর্ষিগণ প্রসন্ন হয়ে রাজাকে বললেন, 'হে রাজন্ ! তুমি শ্রীভগবানের ধ্যান করো। তিনিই আমাদের এই বিপদে রক্ষা করে মঙ্গল বিধান করবেন'॥ ৪৩ ॥ তাঁদের আদেশে রাজা ধ্যান করলেন। সেই সময় মৎস্যাবতার রূপে ভগবান সমুদ্রে প্রকট হলেন। মৎস্য ভগবানের দেহ সোনার মতো উজ্জ্বল এবং বিস্তার দশ লক্ষ যোজন। তাঁর মস্তকে একটি বিশাল শৃঙ্গ॥ ৪৪ ॥ ভগবান শ্রীহরির নির্দেশানুসারে সেই নৌকাকে বাসুকির সাহায্যে তাঁর শৃঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল এবং রাজা সত্যব্রত সন্তুষ্ট হয়ে ভগাবনের স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৪৫ ॥

রাজা সত্যব্রত বললেন—অনাদি অবিদ্যা জীবের

জনোঽবুধোঽয়ং নিজকর্মবন্ধনঃ
সুখেচ্ছয়া কর্ম সমীহতেঽসুখম্।
যৎ সেবয়া তাং বিধুনোত্যসন্মতিং
গ্রন্থিং স ভিন্দ্যাদ্ধৃদয়ং স নো গুরুঃ॥ ৪৭

যৎ সেবয়াগ্নেরিব রুদ্ররোদনং
পুমান্ বিজহ্যান্মলমাত্মনস্তমঃ।
ভজেত বর্ণং নিজমেষ সোঽব্যয়ো
ভূয়াৎ স ঈশঃ পরমো গুরোর্গুরুঃ॥ ৪৮

ন যৎ প্রসাদাযুতভাগলেশ-
মন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস-
স্তমীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে॥ ৪৯

অচক্ষুরন্ধস্য যথাগ্রণীঃ কৃত-
স্তথা জনস্যাবিদুষোঽবুধো গুরুঃ।
ত্বমর্কদৃক্ সর্বদৃশাং সমীক্ষণো
বৃতো গুরুর্নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাম্॥ ৫০

জনো জনস্যাদিশতেঽসতীং মতিং[১]
যয়া প্রপদ্যেত দুরত্যয়ং তমঃ।
ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঞ্জসা
প্রপদ্যতে যেন জনো নিজং পদম্॥ ৫১

ত্বং সর্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো
হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ[২]।
তথাপি লোকো ন ভবন্তমন্ধধী-
র্জানাতি সন্তং হৃদি বদ্ধকামঃ॥ ৫২

তং ত্বামহং দেববরং[৩] বরেণ্যং
প্রপদ্য ঈশং প্রতিবোধনায়।
ছিন্ধ্যর্থদীপৈর্ভগবন্ বচোভি-
গ্রন্থীন্ হৃদয্যান্ বিবৃণু স্বমোকঃ॥ ৫৩

আত্মতত্ত্বকে আবৃত করে রেখেছে। সেইজন্য সংসারের নানা ক্লেশভারে তারা অবসন্ন হয়ে পড়েছে। যখন তারা আপনার অনুগ্রহে অনায়াসে আপনার শরণাগত হয় তখন আপনাকে লাভ করে। সুতরাং আমাদের পরম গুরু হয়ে সংসারবন্ধন ছেদন করে প্রকৃত মুক্তি আপনিই দিতে পারেন॥ ৪৬ ॥ অজ্ঞান জীবেরা নিজ কর্মে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা সুখের আশায় যেসব অনুষ্ঠান করে সেসব দুঃখের কারণ হয়। যাঁর সেবা করলে সেই অজ্ঞানতা দূর হয় এবং সুখের ইচ্ছা নষ্ট হয় সেই আপনিই আমার হৃদয়ের গ্রন্থিছেদনকারী পরমগুরু॥ ৪৭ ॥ যেমন আগুনের তাপে সোনা ও রূপার ময়লা নষ্ট হয়ে তার আসল রূপ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জীব আপনার সেবা দ্বারা নিজের অন্তরের অজ্ঞানতা দূর করে নিজের স্বরূপ লাভ করে। সেই আপনি অব্যয় প্রভু আমার গুরুজনদেরও পরম গুরু। আপনি আমারও গুরু হোন॥ ৪৮ ॥ সকল দেবতা, গুরু ও সংসারের অন্যান্য জীব সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে যদি কৃপা করেন তবু আপনার কৃপার লক্ষ ভাগের এক ভাগের সমান কৃপা করতে সমর্থ হন না। হে প্রভু ! আপনিই সর্বশক্তিমান। আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম॥ ৪৯ ॥ কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে অপর অন্ধের পথপ্রদর্শক নিরূপণ করার মতো অজ্ঞান ব্যক্তিদ্বারা অপর অজ্ঞানকে গুরুরূপে বরণ করা নিরর্থক। আমি আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়ে সূর্যের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশ, স্বতসিদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক আপনাকেই গুরুরূপে বরণ করছি॥ ৫০ ॥ অজ্ঞান লোকেরা অজ্ঞান লোকেদের যে উপদেশ দান করে সে তো অজ্ঞানজনক। সেই উপদেশ তো লোককে সংসারের ঘোর অন্ধকারেই পতিত করে। কিন্তু আপনি তো অব্যয় অব্যর্থ জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে থাকেন, সেই জ্ঞান লাভ করে জীব অনায়াসেই স্বস্বরূপকে জানতে পারে॥ ৫১ ॥ আপনি সমস্ত জীবের বন্ধু, প্রিয়, ঈশ্বর ও আত্মা। গুরু, জ্ঞান এবং অভীষ্ট সিদ্ধিও আপনারই স্বরূপ। তবু কামনার বন্ধনে বদ্ধ অন্ধ লোকেরা বুঝতে পারে না যে আপনি তাদের হৃদয়েই বিরাজ করছেন॥ ৫২ ॥ আপনি দেবগণের আরাধ্য দেবতা, পরম পূজনীয় পরমেশ্বর। আমি আপনার নিকট জ্ঞান লাভের জন্য আপনার শরণাপন্ন। হে প্রভু ! পরমার্থতত্ত্ব-প্রকাশক আপনার বাণীদ্বারা আমার হৃদয়ের অহংকারের গ্রন্থি ছেদন

[১]প্রা.পা.—গতিং। [২]প্রা.পা.—সিদ্ধিদঃ। [৩]প্রা.পা.— দেবদেবং।

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিং ভগবানাদিপূরুষঃ।
মৎস্যরূপী মহাম্ভোধৌ বিহরংস্তত্ত্বমব্রবীৎ॥ ৫৪

পুরাণসংহিতাং দিব্যাং সাংখ্যযোগক্রিয়াবতীম্[১]।
সত্যব্রতস্য রাজর্ষেরাত্মগুহ্যমশেষতঃ॥ ৫৫

অশ্রৌষীদৃষিভিঃ সাকমাত্মতত্ত্বমসংশয়ম্।
নাব্যাসীনো ভগবতা প্রোক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৫৬

অতীতপ্রলয়াপায় উত্থিতায় স বেধসে।
হত্বাসুরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ধরিঃ॥ ৫৭

স তু সত্যব্রতো রাজা জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ[২]।
বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ কল্পেঽস্মিন্নাসীদ্ বৈবস্বতো মনুঃ॥ ৫৮

সত্যব্রতস্য রাজর্ষের্মায়ামৎস্যস্য শার্ঙ্গিণঃ।
সংবাদং মহদাখ্যানং শ্রুত্বা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ॥ ৫৯

অবতারো হরের্যোঽয়ং কীর্তয়েদন্বহং নরঃ।
সঙ্কল্পাস্তস্য সিধ্যন্তি স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৬০

প্রলয়পয়সি ধাতুঃ সুপ্তশক্তের্মুখেভ্যঃ
শ্রুতিগণমপনীতং প্রত্যুপাদত্ত হত্বা।
দিতিজমকথয়দ্ যো ব্রহ্ম সত্যব্রতানাং
তমহমখিলহেতুং জিহ্মমীনং নতোঽস্মি॥ ৬১

করে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করুন॥ ৫৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—(হে রাজন্ !) রাজা সত্যব্রত এইভাবে প্রার্থনা করলে মৎস্যরূপী পুরুষোত্তম ভগবান মহাসমুদ্রে বিচরণ করতে করতে রাজর্ষি সত্যব্রতকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন॥ ৫৪ ॥ ভগবান রাজর্ষিকে স্বীয় গুহ্য তত্ত্ব সাংখ্য, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশসহ পুরাণসংহিতা বর্ণনা করলেন। একে 'মৎস্যপুরাণ' বলা হয়॥ ৫৫ ॥ সত্যব্রত ঋষিদের সঙ্গে নৌকায় বসে ভগবানের উপদিষ্ট সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ আত্মতত্ত্ব শুনে সংশয় মুক্ত হলেন॥ ৫৬ ॥ এরপর অতীত প্রলয়ের (অতীত কল্পের) অবসানে ব্রহ্মার নিদ্রা ভঙ্গ হলে, ভগবান হয়গ্রীবকে বধ করে তার কাছ থেকে বেদ পুনরুদ্ধার করে ব্রহ্মাকে দান করলেন॥ ৫৭ ॥ শ্রীভগবানের কৃপায় সত্যব্রত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হয়ে এই কল্পে বৈবস্বত মনু হলেন॥ ৫৮ ॥ রাজর্ষি সত্যব্রত ও মায়ামৎস্যরূপী ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান শুনলে জীবের সব পাপ নষ্ট হয় এবং সে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়॥ ৫৯ ॥ যে প্রতিদিন ভগবানের এই মৎস্যাবতারের কীর্তন করে, তার সমস্ত সংকল্প সিদ্ধ হয় এবং সে পরমগতি লাভ করে॥ ৬০ ॥ প্রলয়কালে সুপ্তনিদ্রাভিভূত ব্রহ্মার মুখ থেকে শ্রুতিসকল অপহরণ করে হয়গ্রীব নামক দৈত্য সেগুলিকে পাতালে নিয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণু ভগবান তাকে বধ করে শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে পুনরুদ্ধার করে ব্রহ্মাকে প্রত্যর্পণ করেন এবং সত্যব্রত ও সপ্তঋষিকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দান করেন। সমগ্র বিশ্বের পরম কারণ সেই মৎস্যাবতার ভগবানকে আমি প্রণাম করি॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং অষ্টমস্কন্ধে মৎস্যাবতারচরিতানুবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায় ॥ ২৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের অষ্টমস্কন্ধে মৎস্যাবতারচরিত্রবর্ণন নামক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

॥ ইত্যষ্টমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ॥
॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

---

[১]প্রা.পা.—সমন্বিতাম্। [২]প্রা.পা.—সম্মতঃ।

॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে,
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 556 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ। সুবৃহৎ আকারে।

(৩) 763 গীতা-দর্পণ, বৃহৎ আকারে
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৪) 13 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ সহ সরল অনুবাদ।

(৫) 496 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(৬) 1393 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (বোর্ড বাইন্ডিং)

(৭) 395 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (লঘু আকারে)

(৮) 1455 গীতা-মাধুর্য
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(৯) 1444 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

(১০) 954 শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ) বৃহৎ আকারে
তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।

(১১) শ্রীমদ্‌ভাগবত
মূলসহ সরল অনুবাদ।

(১২) সংক্ষিপ্ত মহাভারত
আদিপর্ব থেকে দ্রোণপর্ব পর্যন্ত মহাভারতের সচিত্র সাবলীল বর্ণনা।

(১৩) 275 কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

কোড নং

(১৪) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(১৫) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(১৬) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(১৭) পাতঞ্জল যোগ
মহর্ষি পাতঞ্জলীর সুবিখ্যাত যোগগ্রন্থের অন্বয়,
পদচ্ছেদ সহ সরল ভাবানুবাদ।

(১৮) উপনিষদ্
উপনিষদের অন্বয়, পদচ্ছেদসহ সরলতম ব্যাখ্যা।

(১৯) 1102 অমৃত-বিন্দু
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২০) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কী করে হবে ?
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(২১) 1358 কর্ম রহস্য
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
ভগবান গীতায় বলেছেন 'গহনা কর্মণো গতিঃ'—
সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(২২) 1368 সাধনা
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
সাধন পথের জিজ্ঞাসুদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তিকা।

(২৩) 1122 মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্য পড়া কর্তব্য।

(২৪) 276 পরমার্থ পত্রাবলী
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(২৫) 816 কল্যাণকারী প্রবচন
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

কোড নং

(২৬) 1460 বিবেক চূড়ামণি (মূল সহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২৭) 1454 স্তোত্ররত্নাবলি

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(২৮) 903 সহজ সাধনা

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধনার সহজ দিগ্-দর্শন।

(২৯) 312 আদর্শ নারী সুশীলা

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩০) 1316 কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

(৩১) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

গভীর তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।

(৩২) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা।

জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৩৩) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা

(৩৪) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৩৫) 1140 ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব

স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৩৬) 1303 সাধকদের প্রতি

(৩৭) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন

(৩৮) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী

(৩৯) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

(৪০) 956 সাধন এবং সাধ্য

(৪১) 1469 সর্বসাধনার সারকথা

(৪২) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব

(৪৩) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া

(৪৪) 443 সন্তানের কর্তব্য

(৪৫) 469 মূর্তিপূজা

(৪৬) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান

(৪৭) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

কোড নং

(৪৮) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়

(৪৯) 1043 নবদুর্গা

(৫০) 1096 কানাই

(৫১) 1097 গোপাল

(৫২) 1098 মোহন

(৫৩) 1123 শ্রীকৃষ্ণ

(৫৪) 1292 দশাবতার

(৫৫) 1439 দশমহাবিদ্যা

(৫৬) 1103 মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র

(৫৭) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)

(৫৮) 626 হনুমানচালীসা

(৫৯) 848 আনন্দের তরঙ্গ

(৬০) 1356 সুন্দরকাণ্ড

(৬১) 1322 শ্রীশ্রীচণ্ডী

(৬২) 1478 মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
মুমুক্ষু সাধকগণের পক্ষে দুরুহ তত্ত্বের সরলতম মার্গদর্শিকা।

(৬৩) 762 গর্ভপাত করানো কি উচিত —
আপনিই ভেবে দেখুন

(৬৪) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা
এবং আহার শুদ্ধি

(৬৫) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে
কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

(৬৬) 1496 পরলোক এবং পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা

(৬৭) 1513 মূল্যবান কাহিনী

(৬৮) 1415 অমৃত বাণী

(৬৯) 1495 ছবিতে চৈতন্যলীলা

(৭০) 1541 সাধনার দুটি প্রধান সূত্র

(৭১) সাধনার মনোভূমি

(৭২) গীতার সারাৎসার

(৭৩) অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়

——— ০ ———